গিরিশ
রচনাবলী
সমগ্র রচনাবলী
চার খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রথম খণ্ড
সাহিত্য সংসদ
কলিকাতা-৯

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র
আপন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে ভাস্বর। তিনি একাধারে নাট্যকার, নট ও প্রয়োগ-শিল্পী। এ সমন্বয় বিরল। সাম্প্রতিককালে রঙ্গমঞ্চে যে আলোড়ন চলছে তার দিশারীও তিনি। আজকের নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চকে বুঝতে হলে গিরিশচন্দ্রের অনুধাবন অপরিহার্য। গিরিশ-চর্চার সহায়তার জন্য তাঁর সমগ্র রচনা আমরা চার খণ্ডে প্রকাশ করছি। তাঁর রচিত নাটক ছাড়াও উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, গান ও স্বরলিপি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত যা-কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব, সবই বিভিন্ন খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করা হবে। প্রথম খণ্ডে গিরিশচন্দ্রের জীবনী সংযোজিত হয়েছে এবং প্রতি খণ্ডেই সন্নিবিষ্ট রচনাদির সাহিত্যকীর্তিও আলোচিত হচ্ছে।

প্রথম খণ্ড। দাম কুড়ি টাকা মাত্র।

যিনি নাটক লিখিবেন তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানবহৃদয় স্রোত—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে।

আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা—কিরূপে সাধারণের আদরভাজন হইব, কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া নাটকের উন্নতি সাধিব, কিরূপে রুচি মার্জ্জিত করিব—তাহা আমাদের সহৃদয় ব্যক্তিগণ শিখাইয়া দিন।

—গিরিশচন্দ্র

গিরিশ রচনাবলী

সমগ্র রচনাবলী
চার খণ্ডে সম্পূর্ণ

প্রথম খণ্ড

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত
এবং
ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক জীবন-কথা ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

কোন জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় তার নাট্য-সাহিত্যে বিশেষ করে বিধৃত থাকে। বাঙ্‌লার নাট্য-সাহিত্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং তার পরিধিও দিগন্তপ্রসারী। অথচ মাত্র অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রুশদেশবাসী গেরাসিম লেবেডেফ্-এর আমল থেকে বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে। বাঙ্‌লার নাট্য-সাহিত্যকে পরবর্তীকালে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ আপন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে ভাস্বর। বাঙ্‌লার বর্তমান যুগের নাট্য-সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে যে আলোড়ন চলছে গিরিশচন্দ্র তারও দিশারী। তিনি একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা এবং প্রয়োগ-শিল্পী। এ সমন্বয় বিরল।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা সাম্প্রতিককালে পাওয়া না যাওয়ায় গিরিশ-চর্চার অন্তরায় ঘটছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা (পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিক্ষিপ্ত রচনাসহ) চার খণ্ডে প্রকাশনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের হস্তে সম্পাদনার ভার অর্পণ করা হয়।

প্রথম খণ্ডের অর্ধেক মুদ্রণের কাজ যখন প্রায় সমাপ্ত, তিনি অকালে পরলোকযাত্রী হন। গিরিশচন্দ্রের জীবনী এবং সাহিত্য-সাধনা তিনি লিখে যেতে পারেন নি। এগুলি লেখেন এবং বাকি অংশের সম্পাদনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা বিভাগের রীডার ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য। ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় এবং ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্যের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

মুদ্রণকার্যে অত্যধিক ব্যয়াধিক্যের দরুন খণ্ডটি ধার্যমূল্যে অপেক্ষা সুলভ করা সম্ভব হইল না। সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের এই অসুবিধা আশা করি অনুধাবন করিবেন।

সাহিত্যানুরাগীদের কাছে গিরিশ রচনাবলী সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে জ্ঞান করব।

১ জুলাই ১৯৬৯

সম্পাদকের বক্তব্য

প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪—১৯১২) রচনাবলীর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হল। গিরিশচন্দ্র নিজের হাতে লিখতেন না, মুখে-মুখে বলে যেতেন অপরে লিখতেন। কিন্তু সেই পান্ডুলিপি পাওয়া যায় না। তাঁর অনেক নাটকের প্রথম সংস্করণ পাওয়া কঠিন। তবে প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণে গিরিশচন্দ্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কিছু করেন নি। গিরিশচন্দ্রের জীবিতকালেই তাঁর প্রায় সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, যা সংশোধন করবার তিনি করে গেছেন।

গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ গিরিশচন্দ্রের জীবিতকালে প্রথম 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন ছয় খন্ডে (১৮৯২—১৯০০)। প্রথম অভিনয়ের তারিখসহ নাটকগুলি প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর (১৯১২) দীর্ঘকাল পরে তাঁর পুত্র খ্যাতনামা অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) দশ খন্ডে 'গিরিশ গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন (১৯২৮-৩১)। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হন। কিন্তু কোনও গিরিশ-গ্রন্থাবলী বর্তমানে কিনতে পাওয়া যায় না। কোনও কোনও নাটক দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। শিশু সাহিত্য সংসদের কর্ণধার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্বে মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সাহিত্যরথী বৃন্দের রচনাবলী প্রকাশ করে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী দেশবাসীর উপকার সাধন করেছেন। তাঁরই উৎসাহে গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা প্রকাশিত হচ্ছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে গিরিশচন্দ্রের রচিত নাটকগুলি প্রথমে অভিনীত ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হত। এ খুবই প্রত্যাশিত ঘটনা। কারণ গিরিশচন্দ্র যখন যে-রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন একমাত্র সেই মঞ্চের জন্য তাঁকে নাটক লিখতে হত। স্বভাবতঃই সেই নাটকের পান্ডুলিপি অথবা মুদ্রিত রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যসংস্থার করতলগত হোক—এ তাঁর কাম্য ছিল না। সেজন্য দেখা যায় কোনও কোনও নাটক, অভিনয়ের অত্যল্পকাল পরে মুদ্রিত হয়েছে কিন্তু কিছু নাটক বেশ বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়টি খুলে দেখাবার জন্য গিরিশচন্দ্র রচিত নাটকের প্রথম অভিনয়কাল ও প্রকাশের তারিখ আলোচ্য খন্ডে পাশাপাশি উপস্থাপিত করা হল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'বেঙ্গল লাইব্রেরী'র গ্রন্থতালিকা থেকে উৎকলিত গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির প্রকাশকাল প্রধানতঃ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খন্ড) ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থ দুখানি আমার পরম সহায়ক হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে 'জীবন-কথা' অংশে গিরিশের নাট্যরচনাকাল দেওয়া হয়েছে, প্রকাশ কাল নয়। নাট্যরচনা ও অভিনয়কাল প্রায়শঃ এক, কিন্তু গ্রন্থ-প্রকাশকাল সর্বক্ষেত্রে তা নয়।

গিরিশচন্দ্রের 'জীবন-কথা' অংশটি রচনায় আমি মুখ্যতঃ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থখানির উপর নির্ভর করেছি। অবিনাশচন্দ্র দীর্ঘকাল গিরিশচন্দ্রের

বিশ্বস্ত সহচর ও শ্রুতিধর-লিপিকার ছিলেন। তাঁর গ্রন্থখানি প্রামাণিক বলে সমালোচক মহলে স্বীকৃত।

নিমাই সন্ন্যাস নাটকে ৩৫১ পৃষ্ঠার (দ্বিতীয় কলমে ষষ্ঠ লাইনে) 'সঙ্গিনী' স্থলে 'সন্ধিনী' পঠিতব্য।

'গিরিশ রচনাবলী' সম্পাদনায় এবং 'জীবন-কথা' ও 'সাহিত্য-সাধনা' রচনায় আমি শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের উপদেশ ও নির্দেশ লাভ করেছি। তাঁদের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রীতিভাজন শ্রীমান্ সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী ও শ্রীমান্ অলোক রায় আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। শিশু সাহিত্য সংসদের শ্রীযুক্ত গোলোকেন্দু ঘোষের সদাজাগ্রত সতর্কতা ও অকৃপণ সহযোগিতা আমার কাছে সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে। মুদ্রণ পরীক্ষাকার্যে শ্রীযুক্ত নিবারণ বিশ্বাস শ্রীযুক্ত সনৎ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য সহায়তা দান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
১ জুন ১৯৬৯

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : জীবন-কথা

(১৮৪৪—১৯১২)

এক। বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাট্যসাহিত্য উভয়ের ইতিহাসের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪—১৯১২) নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে ড্রামাটিস্ট ও প্লে-রাইট শব্দ দুটি সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে রেস্‌টোরেশন যুগের ইংরেজিতে প্রথম ব্যবহৃত হতে থাকে এবং গিরিশচন্দ্র বস্তুতঃ ড্রামাটিস্টের চেয়ে প্লে-রাইট রূপেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে তথা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অধিকতর স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন। প্লে-রাইটের দায়িত্ব খুব বেশি। কেননা তাঁকে বিশেষ বিশেষ পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বাধ্য হওয়ায়, তাদের সুবিধা-অসুবিধা ভেবে নাটক রচনায় অগ্রসর হতে হয়। বিশেষ করে সেই সব রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যুক্ত আছেন তাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি ও অভিনয়-যোগ্যতা বুঝে ও বিচার করে তদনুযায়ী ভূমিকা নাটকে রাখতে হয়। কারণ রঙ্গমঞ্চের মালিক নট-নটীদের কাউকে অকারণ বসিয়ে খাওয়াতে চান না। 'বিশুদ্ধ' ড্রামাটিস্ট বা নাট্যকারের (যিনি কোনো পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) এ ধরনের দায়িত্ব কিছু নেই। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের আশু চাহিদা পূরণেই নাট্যরচনায় হাত দেন, তার পূর্বে তিনি অভিনেতা ছিলেন মাত্র। কিন্তু তখনকার রঙ্গমঞ্চের তৎকালীন ক্ষুধা নিবৃত্ত করেও তাঁর আট-দশখানি নাটক আজও নাটক হিসেবে দর্শক-পাঠকের কাছে আদরণীয়। পরবর্তী কালের নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমার ভাদুড়ির মতে :

> লোকে না পড়েই বলে গিরিশচন্দ্রের লেখা ভালো নয়। অথচ মাইকেলকে বাদ দিলে বাংলা দেশের প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র।

অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর নট হিসেবে তিনি যে তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র শরৎ ঘোষ, কিম্বা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অথবা 'ক্লাসিকে'র অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অভিনেতারা সমকালীন বাংলা রঙ্গমঞ্চের শক্তিশালী নট ছিলেন, কিন্তু অভিনেতা, শিক্ষক ও পরিচালক-রূপে মিলিয়ে দেখলে গিরিশচন্দ্র ছিলেন সবার উপরে। বোধকরি সেজন্যই তাঁকে আঠারোর শতকের ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অভিনেতা -পরিচালক ডেভিড গ্যারিকের (David Garrick, ১৭১৭—৭৯) সঙ্গে তুলনা করা হত। গ্যারিক সম্পর্কে কবি পোপ লিখেছিলেন :

> "That youngman never had his equal,
> And will never have a rival."

গিরিশচন্দ্র সম্পর্কেও এই একই মন্তব্য প্রযোজ্য। অবশ্য বাংলা রঙ্গমঞ্চে 'গ্যারিক'-উপাধি প্রথম দেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩) বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রখ্যাত অভিনেতা-পরিচালক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (১৮৬১) কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। তার থেকেই বোধ করি প্রতিভাশালী পরিচালক-অভিনেতাকে 'গ্যারিক' বলার চল হয়। তৎকালে এই ধরনের তুলনামূলক আখ্যা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্রকে (১৮৩৮—৯৪) বাংলার 'স্কট' এবং মধুসূদন দত্তকে বাংলার 'মিল্‌টন' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। গ্যারিক ড্রুরিলেনের থিয়েটারে চরিত্রাভিনেতারূপে প্রভূত যশঃ অর্জন করেন। প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গিরিশও অনেক প্যান্টোমাইম্, ফার্স লিখে-ছিলেন দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য। গ্যারিকের জীবনীকার লিখেছেন:

> 'In Garrick's time, the majority of the dramas' patrons wanted panto-mime, spectacle and farce; to keep his theatre open and because he was

a great showman, he gave them what they wanted; it was his duty and his pleasure.' (*Six Great Actors; Richard Findlander, p. 25*)

গিরিশচন্দ্রও ১৩১৮ সালের ৩০ আষাঢ় তাঁর 'বলিদান' নাটকের অভিনয়ে করুণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং তার মাত্র ছয় মাস পরে ২৫শে মাঘ জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গ্যারিকের চেষ্টায় রঙ্গমঞ্চের নট-নটীগণের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ দাবি গিরিশচন্দ্রও করতে পারেন। গিরিশকে 'গ্যারিক' উপাধি অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬—১৯১৭) -সম্পাদিত 'সাধারণী' পত্রিকা দান করে। গিরিশচন্দ্র মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) নাট্যাকারে রূপান্তরিত করেন এবং স্বয়ং রাম ও মেঘনাদ উভয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই অভিনয়ের সমালোচনায় 'সাধারণী' লেখেন :

> ইংলন্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোন গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না। গিরিশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন, আর এইরূপে আমাদের সুখ বর্দ্ধন করিয়া সাধুবাদ গ্রহণ করিতে থাকুন।
>
> **[১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯]**

এ মন্তব্যে আতিশয্য আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গিরিশের অভিনয়-কৃতিত্ব সম্পর্কে কারও মনে সেদিন সংশয় ছিল না।

দুই। গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয় কলিকাতার বাগবাজারে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে ১২৫০ (১৮৪৪) সালে ১৫ ফাল্গুন শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। পিতা নীলকমল ঘোষ ও মাতা রাইমণির তিনি অষ্টম সন্তান। জন্মের পরই তাঁর জননী কঠিন রোগাক্রান্ত হলে বাড়ির বাগ্দিনী দাসীর স্তন্যপান করে গিরিশ বড় হতে থাকেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর নিজের দুরন্ত কোপন-প্রবৃত্তি সম্পর্কে বলতেন, "ছেলেবেলায় বাগ্দিনীর মাই খেয়ে মানুষ হয়েছিলুম, তাই এমনি স্বভাব হয়েছে নাকি?" তাঁর 'গোবরা' ছোট গল্পে এই ঘটনার আভাস আছে। মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি তাঁর জননীকে হারান। পিতা নীলকমল সওদাগরী আপিসে 'বুক কিপার' ছিলেন। তিনি খুব রাশভারি, বুদ্ধিমান, মিতব্যয়ী ও পরোপকারী ছিলেন বলে জানা যায়। পিতার রাশভারি ভাব গিরিশ পেয়েছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ি বলেছেন : "অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন তিনি।" গিরিশচন্দ্র বলতেন, তিনি পিতার কাছ থেকে বিষয়বুদ্ধি ও মাতার কাছ থেকে কাব্যানুরাগ ও ভক্তি পেয়েছিলেন। মাতৃস্নেহবঞ্চিত গিরিশচন্দ্র পিতার প্রশ্রয় যথেষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে পিতাও পরলোকযাত্রী হন (১৮৫৮)। তিনি জীবিত থাকলে গিরিশের নট-জীবন গ্রহণ করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

হাতেখড়ি হবার পর পাড়ার ভগরতী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ির পাঠশালায় তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। এই ভগবতীবাবুর বাড়িতেই হাফ্-আখড়াইয়ের এক আসরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২—৫৯) সম্মান ও সংবর্ধনা দেখে কিশোর গিরিশচন্দ্রের মনে কবি হবার সাধ জাগে।

পরবর্তী জীবনেও কবি-হাফ্আখড়াই-পাঁচালী ধারার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যোগ ছিল। গিরিশচন্দ্র যখন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর ম্যানেজার (১৮৮০—৮১) তখন ভবানীপুরের গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ভবানীপুর ও কালীঘাটের দলের 'হাফ্-আখড়াই'-এর লড়াই হয়। ভবানীপুর দলের বাঁধনদার ছিলেন গোপাললাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর কালীঘাটের পক্ষে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র রাধাতন্ত্রের 'প্রকৃতি-পূজা' অবলম্বনে 'চাপান' দিলে অপরপক্ষ 'উতোর' দানে অসমর্থ হন, 'বিরহ'-পর্যায়েও ভবানীপুরের হার হয়। আরেকবার বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়ির হাফ্-আখড়াইয়ে একপক্ষ ছিলেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর পক্ষে ছিলেন

'হিন্দুমেলা'র (১৮৬৭) অন্যতম উদ্যোক্তা, ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য, বিখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১২)। গিরিশচন্দ্র তাঁর সহকারী। এই আসরেও গিরিশচন্দ্রের পক্ষের জয় হয়।

নীলকমলবাবু আট বছর বয়সের গিরিশকে প্রখ্যাত গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (পরে যার নাম হয় 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি') পাঠশালা বিভাগে ভর্তি করে দেন। স্বনামধন্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পরে তাঁরা তিনজনই হেয়ার স্কুলের ছাত্র হন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর আহূত শোকসভায় গুরুদাস বলেন :

> বাল্যে গিরিশচন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং তখন হইতেই আমি তাঁহার গুণগুগ্ধ।

গিরিশচন্দ্র ছেলেবেলায় ছাত্র ভালোই ছিলেন। অগ্রজ নিত্যগোপাল তাঁর লেখাপড়া সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। নিত্যগোপালই গিরিশচন্দ্রকে হেয়ার স্কুলে দেন। কিন্তু গিরিশের দশ বৎসর বয়সে অগ্রজের মৃত্যু হয়। তার চার বছর পরে গিরিশ যখন হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং তিনি হেয়ার স্কুল পরিত্যাগ করেন। পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাহীন গিরিশচন্দ্র সংসারের মুখোমুখি দাঁড়ালেন চোদ্দ বছর বয়সে। এই অভিভাবকশূন্য পরিবারে গিরিশের বড়দিদি কৃষ্ণকিশোরী সংসারের ভার নেন। কিন্তু তখন গিরিশের লেখা-পড়ায় মন ছিল না। পাড়ার সঙ্গী-সাথীরা সজ্জন ছিল না। তবে পিতৃবিয়োগের ফলে তাঁদের কোন আর্থিক দুর্গতি ভোগ করতে হয়নি। ১৮৫৯ সালে অর্থাৎ নীলকমলের মৃত্যুর এক বছর পরে কৃষ্ণকিশোরী গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দেন অ্যাটকিন্সন টিল্টন কোম্পানীর বুককিপার শ্যাম-পুকুরের নবীনচন্দ্র (দেব) সরকারের কন্যা প্রমোদিনীর সঙ্গে। বিবাহের পর গিরিশ আবার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪—১৯১০) তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র লেখাপড়ায় মনোযোগী হলেন না, এন্ট্রান্স পরীক্ষাও দিলেন না। পরের বার (১৮৬২) পাইকপাড়া সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল থেকে যদিও পরীক্ষা দিলেন কিন্তু উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে এখানেই তাঁর চিরবিচ্ছেদ। এই সময়েই তাঁর পানাসক্তি দেখা দেয়—উচ্ছৃংখলতা ও স্বেচ্ছাচারিতাও চরিত্রে উগ্র হয়ে ওঠে। কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাঁর শ্বশুর মহাশয় নবীনচন্দ্র পাড়ার 'বয়াটে'-দলাধিপতি নিষ্কর্মা জামাতাকে নিজের আপিসে 'শিক্ষানবিশ'রূপে ঢুকিয়ে নিলেন। গিরিশ-চন্দ্রের বয়স তখন কুড়ি বছর। এর ফলে গিরিশচন্দ্র বাধ্য হয়ে কাজ শেখেন এবং উত্তরকালে একজন দক্ষ 'বুক কিপার' রূপে পরিচিত হন।

আপিসে কাজ করলেও কাব্য, সাহিত্য অধ্যয়নে গিরিশচন্দ্রের আগ্রহ ছিল কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য পড়ে খুব ভালো বুঝতে পারতেন না। তাঁর বন্ধু ব্রজবিহারী সোম তাঁকে বলেন, 'পড়তে থাক, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।' তাঁর কথায় গিরিশচন্দ্র নবোদ্যমে বাড়িতে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। শেষ বয়সে তিনি বলতেন :

> আমার যা কিছু শেখা ব্রজবাবুর জন্য; ব্রজবাবুর ঋণ শোধা যায় না।

পোপ, গে, পার্কার প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের কাব্য থেকে কবিতানুবাদের প্রয়াস এই সময়ে তাঁর মধ্যে দেখা যায়। পড়বার ঝোঁক তাঁর যৌবনের প্রথম থেকে সারা জীবনব্যাপী ছিল। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি বলেছেন :

> গিরিশচন্দ্রের অধ্যয়নের ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। শেষ বয়সেও গ্রন্থই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। গিরিশচন্দ্র চিরজীবন জ্ঞানসাগরের কূলে বসিয়া উপল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র তাঁহার নিত্যসহচর ছিল।

তিনি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮৩৬) সভ্য হন এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার থেকেও বই আনিয়ে পড়তে থাকেন। পরে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৭৮৪)

সভ্য হন। পড়াশুনার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে তাঁর মাতুল নবীনকৃষ্ণ বসুর সহায়তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'অ্যাটকিন্সন টিল্টন' কোম্পানির আপিসে শিক্ষানবিশি শেষে 'আরজেন্সি সিলিজি' কোম্পানিতে গিরিশ সহকারী বুক কিপার পদে যোগ দেন। কিন্তু এই আপিসে তিনি বেশি দিন চাকরি করেন নি। কেননা অ্যাটকিন্সন সাহেব ১৮৬৭ সালে নিজে নীলের ব্যবসায়ের আপিস খোলেন তখন গিরিশচন্দ্রের শ্বশুর মহাশয় তাঁর ছেলে ব্রজনাথ ও জামাতাকে ঐ আপিসে ঢুকিয়ে দেন। এই ব্রজনাথবাবুর কাছে গিরিশচন্দ্র সংগীতের রাগ-রাগিণী ও তাল-লয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। ১৮৭৫ সাল অবধি গিরিশচন্দ্র এই আপিসে কাজ করেছিলেন। অ্যাটকিন্সন সাহেবের আপিসে কার্যরত থাকাকালীন বিখ্যাত আমেরিকান অভিনেত্রী মিসেস জি. বি. ডবলিউ. লুইসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মিসেস লুইস চৌরঙ্গীর 'থিয়েটার রয়াল' ভাড়া নিয়ে অভিনয় করতেন। এই পরিচয়সূত্রে গিরিশচন্দ্র 'থিয়েটার রয়াল'-এ অভিনয় দেখার সুযোগ পেতেন। পরবর্তী জীবনে তার প্রভাব অলক্ষিত নয়। অ্যাটকিন্সন সাহেব আপিসের নিজের স্বত্ব ত্যাগ করার কিছু পরে ঐ আপিস ফেল হয়। অন্য দিকে গিরিশের পারিবারিক বিপর্যয়ও চরমে ওঠে। ছোট ভাই ক্ষীরোদচন্দ্র, ভগিনী কৃষ্ণকিশোরী মারা যান। পত্নী প্রমোদিনী দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ১৮৭৪ সালে ২৪ ডিসেম্বর ছেলেমেয়ের ভার স্বামীকে দিয়ে পরলোকে যাত্রা করলেন। পনের বছরের দাম্পত্য জীবনের করুণ অবসানে গিরিশচন্দ্র গভীর বেদনায় লিখেছিলেন :

শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,
যৌবনে ঢালিয়া কায় পেয়েছিনু প্রমদায়
মনে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন! [আজি]

পত্নী-বিয়োগের পর তিনি 'ফ্রাইবার্জার অ্যান্ড কোম্পানি'-র চাকরি গ্রহণ করেন। ঐ আপিসের কাজে তাঁকে ভাগলপুরের গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে হত। ভাগলপুর থেকে প্রত্যাগমন করে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। তখন অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান লীগের হেড ক্লার্ক ও ক্যাশিয়ারের কাজ করতে থাকেন। একবছর কাজ করার পর পার্কার কোম্পানির আপিসে বুক কিপার নিযুক্ত হন। পার্কার কোম্পানির কাজে যোগ দেবার পূর্বে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। পাত্রী সুরতকুমারী, উত্তর কলিকাতার সিমলা অঞ্চলের বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা। রঙ্গালয়ের আকর্ষণেই পার্কার কোম্পানির মাসিক দেড়শ টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাত্র একশ টাকায় প্রতাপচাঁদ জহুরির 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' ম্যানেজার হয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র (১৮৮০)। এর পর থেকে মৃত্যুকাল (১৯১২) পর্যন্ত তিনি কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সঙ্গে বিবিধভাবে যুক্ত থাকেন—অন্য কোন চাকরি করেন নি।

তিন। গিরিশচন্দ্রের জীবনে ১৮৮৪ সাল একটি স্মরণীয় বর্ষ। এই সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬—৮৬) সহিত পরিচিত হন এবং ক্রমে তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও স্নেহের পাত্রে পরিণত হন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। তিনি 'ভক্ত ভৈরব' নামে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীর কাছে পরিচিত হন। ১৮৮৪ সালের পরে রচিত তাঁর নাটকগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর প্রভাব সুলক্ষিত। কিন্তু গিরিশের যৌবনপোষিত নাস্তিকতা ও সংশয়ের লোপ শুরু হয় তার পূর্ব থেকেই। ১৮৭৮ সাল থেকে তিনি তারকনাথের ভক্ত হন এবং শিবপূজায় ব্রতী হন। তারকেশ্বরে যান, হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, শিবরাত্রি পালন করেন। কালীঘাটে গিয়ে কাতর প্রাণে মহাকালীর কাছে প্রার্থনা জানান। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় এই সময় গিরিশ 'ইচ্ছাশক্তি'র (Will-Force) প্রয়োগ করতেন। আসলে এই যুগটি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১—১৯৪১) ভাষায়

'উজান স্রোতের কাল' শুরু হবার যুগ। যুক্তির (Reason) চেয়ে ভক্তি (Faith)কে বড়ো করে দেখাবার যুগ। এই যুগে শশধর তর্কচূড়ামণির (১৮৫১—১৯২৮) হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনে কোঁৎপন্থী বঙ্কিম-শিষ্য চন্দ্রনাথ বসু হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান (Hindu Revivalism) পন্থীতে রূপান্তরিত হন। (স্মরণীয় যে শশধরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমে কিছু আস্থা থাকলেও অচিরে তার বিলুপ্তি ঘটেছিল।) বিচারপতি উড্‌রফ (১৮৬৫—১৯৩৬) ও তাঁর তান্ত্রিক গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০—১৯১৩) তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। এবং হিন্দুসমাজ এই প্রচেষ্টায় আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ সালের গোড়ায় কর্নেল অল্‌কট (Henry Steel Olcott, ১৮৩২—১৯০৭) ও মাদাম ব্লাভাটস্‌কি (Helena Petrovna Hahn-Hahn Blavatsky, ১৮২১—৯১) ভারতে আসেন ও থিয়সফিস্ট আন্দোলন শুরু করেন। অল্‌কট Will-force বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা রোগ আরোগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাতে থাকেন। স্বভাবতঃই অল্‌কট গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের প্রশংসা করেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রকাশ (১৮৮১), পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের (১৮৬৬—১৯৪০) পুরাণ-সম্পাদনা ও প্রকাশন (১৮৮৬ থেকে) হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনেরই ফল। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মব্যাখ্যা এই সব আন্দোলন থেকে বিযুক্ত নয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও (১৮৩৮—১৮৮৪) শেষের দিকে পরমহংসদেবের একান্ত অনুরাগী ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। গিরিশ ক্রমে ক্রমে তাঁর সকল সংশয় বিসর্জন দিয়ে গুরুবাদ ও ভক্তিবাদকে বরণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর জীবনের গতি বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়। গিরিশ লিখেছেন :

> আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে গুরুর কৃপা আমার কোন গুণ নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া—সেই জন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ।
>
> [**ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব**]

গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের করুণালাভের পর থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁকে থিয়েটার ছাড়তে নিষেধ করেন, বলেন, 'ওতে লোকের উপকার হচ্ছে।'

চার। গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত জীবনী তাঁর নট ও নাট্যকার জীবনের ইতিহাস। ১৮৬৭ থেকে ১৯১২ সাল এই সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি অভিনয় করেছেন। শুধু অভিনয় করেছেন আর অসংখ্য নাটক রচনা করেছেন বললে গিরিশচন্দ্রের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। বাংলার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ সর্বক্ষেত্রে তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণী।

বাংলা নাটকে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) অক্ষয় কীর্তির অধিকারী। কিন্তু তাঁদের নাট্যরচনাকালে পেশাদারি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছিল না। মধুসূদনের সুহৃৎ রাজাদের ব্যক্তিগত রঙ্গমঞ্চ থাকা সত্ত্বেও তাঁর কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) তখন অভিনীত হয়নি। সেই ক্ষোভে তিনি নাটক লেখাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ধনীদের (যেমন ছাতুবাবুর, রামজয় বসাকের, পাথুরিয়াঘাটার রাজাদের, কান্দীর রাজাদের, কালীপ্রসন্ন সিংহের) নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ ছিল। সাধারণের জন্য ছিল প্রধানতঃ 'যাত্রা'। পৌরাণিক, আখ্যান-নির্ভর, গীতবহুল রঙ্গ-রস ভরা 'যাত্রা' সাধারণ লোকের কাছে বিশেষ আদৃত হত, অথচ খরচ কম পড়ত। কাজেই বাগবাজারের সখের যাত্রার দল (১৮৬৭ সালে গঠিত), নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [পরবর্তীকালে নাট্যকার] কনসার্ট দলের সহায়তায় মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটক যাত্রাভিনয়ের জন্য মনোনীত করেন। এই যাত্রার দলে পরবর্তীকালের ন্যাশনাল থিয়েটারের গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি ব্যক্তিরা ছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা'-যাত্রার গীতরচনা দ্বারা গিরিশচন্দ্র নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। 'শর্মিষ্ঠা'য় গিরিশচন্দ্র ঠিক কোন্ ভূমিকা নিয়েছিলেন জানা যায় না। 'শর্মিষ্ঠা'র

পর দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) অভিনয় করা স্থির হয়। অভিনয় শিক্ষাদানের ভার গিরিশচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হয়। গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর নাটকে সংস্কৃত নাট্যসুলভ স্বরচিত প্রস্তাবনা অংশ ও কয়েকটি সঙ্গীত যুক্ত করেন বলে জানা যায়। অথচ মধুসূদন ও দীনবন্ধু 'প্রস্তাবনা' বর্জন করেই বাংলা নাটকে 'আধুনিকতা' এনেছিলেন। 'সধবার একাদশী'তে সংগীত যোজনাও গিরিশের যাত্রা-প্রীতির সাক্ষ্য দেয়। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের 'সধবার একাদশী'র এই অভিনয়ে পরবর্তীকালের বিখ্যাত নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (১৮৫০-১৯০৯) যোগ দেন। গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর যথাক্রমে নিমে দত্ত ও কেনারামের ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে ১৮৬৮ সালের অক্টোবরে শারদীয়া পূজার রাত্রে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। শ্যামবাজারে দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়িতে চতুর্থ অভিনয়ের রাত্রে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র উপস্থিত থেকে গিরিশচন্দ্রের অভিনীত 'নিমে দত্ত' ভূমিকার প্রশংসা করেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে বিচারপতি ও বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক সারদাচরণ মিত্র তখন এম.এ. পরীক্ষার্থী। তিনি সে-রাত্রের অভিনয়ের অন্যতম দর্শক। তিনি স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

> বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গলার নব্যধরনের নাটকের সৃষ্টিকর্তা; সেদিন কবিবর গিরিশ স্বয়ং নিমচাঁদ। সধবার একাদশী পূর্বে পড়িয়াছিলাম কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষতঃ নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম, বয়োবৃদ্ধিবশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিস ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজী বাঙ্গলা, সংস্কৃত অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখন ভুলিব না। ......অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল।
>
> [বঙ্গদর্শন ১৩২১]

অমৃতলাল বসু 'নিমচাঁদ'-ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের এই অভিনয় স্মরণ করে লেখেন :

> 'মদমত্ত পদ টলে নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
> প্রথমে দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।'

গিরিশচন্দ্র তাঁর সামাজিক নাটক 'বলিদান' সারদাচরণকে উৎসর্গ করেন। এরপর মণিমোহন সরকারের 'ঊষানিরুদ্ধ' (১৮৬২) নাটক যাত্রা-উপযোগী করার জন্য গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি গীত রচনা করেন। অন্যদিকে দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী' দেখে খুশি হয়ে তাঁর 'লীলাবতী' নাটক অভিনয়ের জন্য গিরিশগোষ্ঠীকে অনুরোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে 'লীলাবতী'কে নিয়েই ন্যাশনাল থিয়েটারের সূচনা। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) সহায়তায় পূর্বে 'লীলাবতী'র অভিনয় হয়। তখন অর্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র পূর্ণোদ্যমে 'লীলাবতী'র অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হন। 'লীলাবতী'তে গিরিশচন্দ্র 'ললিত' সাজেন ও নাটকে দুটি গীত যোজনা করেন। হরবিলাস ও ঝি-র ভূমিকা গ্রহণ করেন অর্ধেন্দুশেখর। অভিনয়-দর্শনে মুগ্ধ দীনবন্ধু বলেছিলেন : "এবার চিঠি লিখব, দুয়ো বঙ্কিম!" [বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী] বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারগোষ্ঠী তাঁদের অভিনয়ের জন্য দীনবন্ধু রচিত নাটকগুলি নির্বাচন করেন। এবার তাঁরা 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক অভিনয়ে অগ্রসর হলেন। 'হিন্দুমেলা'র অন্যতম উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র (১৮৪০?-১৮৯৪) 'ন্যাশনাল নবগোপাল' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরই পরামর্শে 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'-এর নাম বদল হয়ে শেষে দাঁড়ায় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। নাট্য সমিতির সভ্যদের অধিকাংশই টিকিট কেটে অভিনয়ের পক্ষপাতী কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। তাঁর মতে :

> ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাশানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সজ্জা ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল।......এই মতভেদ।
>
> [বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী]

মতবিরোধ হওয়ায় কয়েকজন অনুগামীসহ তিনি দলত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র অবশ্য সেখানেই

ক্ষান্ত হননি। তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ও সভ্যদের ব্যঙ্গ করে পাড়ার সখের যাত্রায় সঙের পালার গীত লেখেন :

লুপ্ত বেণী[১] বইছে তেরোধার।
তাতে পূর্ণ[২] অর্দ্ধইন্দু[৩] কিরণ[৪]
সিঁদুর মাখা মতির[৫] হার॥
নগ[৬] হতে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণকায়[৭]
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;
শিব[৮] শম্ভুসুত[৯] মহেন্দ্রাদি[১০] যদুপতি[১১] অবতার॥
কিবা ধর্ম[১২] ক্ষেত্রস্থান[১৩]
অলক্ষেতে বিষ্ণু[১৪] করে গান,
অবিনাশী[১৫] মুনি ঋষি করছে বসে ধ্যান;
সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু'[১৬] কর পার॥
কিবা বালুময় বেলা[১৭]
পালে পাল[১৮] রেতের বেলা[১৯]
ভুবনমোহন[২০] চরে করে গোপালে[২১] খেলা;—
মিলে যত চাষা করে আশা
নীলের গোড়ায়[২২] দিচ্চে সার॥
কলঙ্কিত শশী[২৩]হরষে অমৃত[২৪]বরষে
জ্ঞান হয় বা দিনের গৌরব এতদিনে খসে,
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ীশুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার॥[২৫]

কবিগান, হাফ-আখ্ড়াই, পাঁচালীর ঢঙে যমক-শ্লেষের চতুর প্রয়োগে গিরিশচন্দ্র এইভাবে নিজের আক্রোশ মিটিয়ে নিলেন।

তবে গিরিশচন্দ্র অনুগামীসহ দলত্যাগ করলেও ন্যাশনাল থিয়েটারের 'নীলদর্পণ' অভিনয় বন্ধ রইল না। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর মধুসূদন সান্ন্যালের ৩৬৫ আপার চিৎপুর রোডের বাড়িতে প্রথম পাব্লিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্ঘাটিত হল 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ে। অভিনয় চমৎকার হলেও দীনবন্ধু আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে এই অভিনয়ে 'সিরিয়াস পার্ট' করতে দক্ষ এমন একজন অভিনেতা যোগদান করেন নি। তিনি অনুপস্থিত গিরিশচন্দ্রের কথা স্মরণে রেখে ঐ মন্তব্য করেছিলেন। 'নীলদর্পণে'র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সম্প্রদায় দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক', 'নবীন তপস্বিনী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র পর শিশিরকুমার ঘোষের (১৮৪০—১৯১১) 'নয়শো রুপেয়া' অভিনয় করেন। এই পর্যায়ের অভিনয়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কোনও যোগ ছিল না।

দীনবন্ধুর নাটক অভিনয়ের পর মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র (১৮৬১) অভিনয় ন্যাশনাল থিয়েটারগোষ্ঠী করবেন বলে সংকল্প করেন। কিন্তু ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণক্ষম ব্যক্তি একমাত্র গিরিশচন্দ্রই ছিলেন। গিরিশচন্দ্র একজন 'distinguished amateur' হিসেবে ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সম্মত হন এবং অন্যান্য ভূমিকারও অভিনয় শিক্ষা দেন। কৃষ্ণকুমারী

[১] বেণী—বেণীমাধব মিত্র, পৃষ্ঠপোষক। [২] পূর্ণ—পূর্ণচন্দ্র মিত্র, অভিনেতা। [৩] অর্দ্ধইন্দু—অর্দ্ধেন্দুশেখর। [৪] কিরণ—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। [৫] মতি—মতিলাল সুর। [৬] নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্রের ভ্রাতা। [৭] অল্পবিদ্যা। [৮] শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অভিনেতা। [৯] কার্তিক পাল—উৎসাহদাতা। [১০] মহেন্দ্রলাল বসু—অভিনেতা। [১১] যদুনাথ ভট্টাচার্য। [১২] ধর্মদাস সুর। [১৩] ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলি—অভিনেতা ও সহকারী স্টেজ ম্যানেজার। [১৪] ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়। [১৫] অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়—অভিনেতা। [১৬] দীনবন্ধু মিত্র। [১৭] বেলা অর্থে বেলবাবু (অমৃত মুখোপাধ্যায়)—অভিনেতা। [১৮] রাজেন্দ্রনাথ পাল। [১৯] রাত্রে রিহার্সাল হত। [২০] ভুবনমোহন নিয়োগী। [২১] গোপালচন্দ্র দাস—অভিনেতা। [২২] নীলদর্পণ নাটক অভিনয়ে। [২৩] শশিভূষণ দাস—অভিনেতা। [২৪] অমৃতলাল বসু—অভিনেতা। [২৫] টিকিট কিনলেই সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকারকে কটাক্ষ।

নাটক—এর পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়।[২৬] ভীমসিংহের ভূমিকা নিয়েছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বিহারীলাল পূর্বে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ছিলেন। সান্ন্যাল মহাশয়ের গৃহে ১৮৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হয়। কিন্তু আত্মকলহের ফলে ১৮৭৩ সালের ৮ই মার্চের পর ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয় এবং অভিনেতৃ-গোষ্ঠী দুই দলে ভাগ হয়ে যান। নগেন্দ্রবাবু, অর্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু, কিরণবাবু, বেলবাবু, ক্ষেত্রবাবু, ভোলানাথ বসু প্রভৃতি একদলে এবং ধর্মদাস সুর, অবিনাশ কর, মহেন্দ্রলাল বসু, রাজেন্দ্র পাল প্রভৃতি ব্যক্তিরা অপর দলে যোগ দেন। এদেশের লোকদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় ডাক্তার ম্যাক্‌নামারার অর্থ সংগ্রহের প্রয়াসে সহায়তা করেন ধর্মদাস সুর, মতিলাল সুর, অবিনাশ কর-গোষ্ঠী—টাউন হলে 'নীলদর্পণ' অভিনয়-দ্বারা (২৯ মার্চ)। গিরিশচন্দ্র এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিনেতাদের তালিম দেন এবং উড সাহেবের ভূমিকায় নিজে অভিনয় করেন। পূর্বের অভিনয়ে এই ভূমিকায় ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর।

অর্ধেন্দুশেখরেরা 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে অভিনয় করতে লাগলেন। গিরিশ-গোষ্ঠী শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪—১৮৬৭) নাট-মন্দিরে 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় করেন এবং গিরিশচন্দ্র পুনরায় ভীমসিংহ রূপে অবতীর্ণ হন (১২ এপ্রিল, ১৮৭৩)। রানী অহল্যাবাঈয়ের ভূমিকায় নামেন মহেন্দ্রলাল বসু। এখানে ১৮৭৩ সালে ১০মে তারিখে নাট্যাকারে 'কপালকুণ্ডলা' প্রথম অভিনীত হয়। এই গোষ্ঠী অভিনেত্রী-বর্জিত ছিল।

অপর দিকে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' ঢাকা যাত্রা করে এবং সেখানে যশঃ ও অর্থ দুই-ই লাভ করে। এ সংবাদ শুনে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' দলও ঢাকা যায়। গিরিশচন্দ্র তখন অ্যাট্‌কিনসন্ কোম্পানীর বুক কিপার, তিনি দলের সঙ্গে না যাওয়ার ফলে এই গোষ্ঠী জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ না হয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসে।

এর পর সৃষ্টি হল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। বাগবাজারের তরুণ ধনী জমিদার-পুত্র ভুবনমোহন নিয়োগী বন্ধুদের নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারে গিয়েছিলেন অভিনয় দেখতে। বিনোদিনীর লেখা 'আমার অভিনেত্রী জীবন' থেকে জানা যায় ভুবনবাবুর গ্রীনরুমে ঢোকা নিয়ে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বচসা হয় এবং ভুবনবাবু নিজের জেদ বজায় রাখতে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটার খোলেন। ধর্মদাস সুর লুইস থিয়েটারের আদর্শে কাঠের রঙ্গালয় তৈরি করান। ১৮৭৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অমৃতলাল বসু রচিত 'কাম্যকানন' নাটক অভিনয় দ্বারা এই নাট্যশালার উদ্‌বোধন হয়। এই নাট্যশালার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রথম দিকে কোনও যোগ ছিল না। ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে যোগ স্থাপিত হয়। গ্রেট ন্যাশনালের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন ও স্বয়ং পশুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেন ২১ ফেব্রুয়ারি। গিরিশচন্দ্রের ঐ অভিনয় সম্পর্কে অমৃতলাল বসুর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> নাটকের শেষ দৃশ্যে সেই অগ্নিরাশির মধ্যে অষ্টভূজা মূর্তি আলিঙ্গনে গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত অভিনয়নৈপুণ্য দর্শনে আমরা পর্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িতাম—দর্শক তো দূরের কথা।

সেই রাত্রে অর্ধেন্দুশেখর 'হৃষিকেশ' ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র অভিনেতা ও নাট্যরূপদাতা মাত্র, নাট্যকার ঠিক নন। এই সময় বাংলা নাটক ও মঞ্চ আলোড়িত হয় ১৮৭৬ সালের জানুয়ারিতে যুবরাজের (পরবর্তী

---

[২৬] ছাতুবাবু (আশুতোষ দেব), রামদুলাল সরকারের পৌত্র। তাঁর দৌহিত্র শরৎকুমার ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৭৩)। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য 'মায়াকানন' লেখেন ও প্রধানতঃ তাঁরই পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য গোলাপসুন্দরী (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী, জগত্তারিণী ও শ্যাম এই চারজন অভিনেত্রীকে নেওয়া হয়। বিনোদিনীও প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে ছিলেন।

সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতা আগমনে। ভবানীপুরে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুরনারীদের দ্বারা তিনি সম্বর্ধিত হন। এই ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে হেমচন্দ্র কবিতা রচনা করলেন 'বাজীমাৎ' এবং নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮৪৮—৯৫) লিখলেন 'গজদানন্দ' প্রহসন। গিরিশচন্দ্র নাকি এই নাটকের জন্য কয়েকটি গান লিখেছিলেন। ঐ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৯—১৯২৫) 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকের সঙ্গে 'গজদানন্দ'ও গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়। কিন্তু পরিণতি ভালো হয় নি। পুলিশ থেকে এর পুনরভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হলে উক্ত প্রহসনের নাম বদলানো হয় 'হনুমানচরিত্র' এবং তার সঙ্গে 'The Police of Pig and Sheep' অভিনীত হয়। হঠাৎ ৪ মার্চ 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকাভিনয়ের রাত্রে পুলিশ কমিশনার কলিকাতার পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডিকেন্সের ওয়ারেন্ট বলে উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, সুরকার রামতারণ সান্যাল প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করেন। গিরিশচন্দ্র এ সময় থিয়েটারে বিশেষ আসতেন না। এই পর্যায়ের অভিনয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ সালে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বড়লাট লিটনের সময়ে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' পাশ হয়। পরিশেষে অবশ্য আসামীরা সকলেই নির্দোষ প্রমাণিত হন ও মুক্তি পান। ঋণগ্রস্ত ও নানা কারণে বিরক্ত হয়ে ভুবনবাবু গিরিশচন্দ্রকে তাঁর থিয়েটারের 'লিজ' নিতে অনুরোধ করেন এবং গিরিশচন্দ্র তাঁর শ্যালক দ্বারকানাথ দেব এবং সুহৃৎ ঘাটেশ্বরার জমিদার কেদারনাথ চৌধুরীর পরামর্শে 'লিজ' গ্রহণ করেন। নাটক ও মঞ্চ পরিচালনায় ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ গিরিশচন্দ্রের এই প্রথম (জুলাই ১৮৭৭)। তিনি অবশ্য তাঁর থিয়েটারের নাম রাখলেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'।

কিন্তু নাটক কই? গিরিশচন্দ্র মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র (১৮৬১) নাট্যরূপ দেন ও নিজে রাম ও মেঘনাদ উভয় ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই অভিনয় (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭) দেখে 'সাধারণী'র সম্পাদক তাঁকে 'গ্যারিক'-এর সঙ্গে তুলনা করেন। শ্রীমতী বিনোদিনী 'বেঙ্গল থিয়েটার' ছেড়ে এসে 'প্রমীলা' রূপে দেখা দেন। এ সম্পর্কে বিনোদিনী লিখেছেন যে গিরিশচন্দ্র বেঙ্গল থিয়েটারের 'ছোটবাবু' শরৎচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে তাঁকে চেয়ে আনেন। 'মেঘনাদবধ'-এর আরেকটি নাট্যরূপ পূর্বে অভিনয় করত 'বেঙ্গল থিয়েটার'। কাব্যের নাট্যরূপের অভিনয় জনপ্রিয় হল দেখে গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭—১৯০৯) 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) কাব্যের নাট্যরূপ দেন এবং নিজে ক্লাইভের ভূমিকা নেন। নবীনচন্দ্র কলিকাতায় এসে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। মৃত্যুকাল অবধি তাঁদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারে নাটকের অভাব দেখে গিরিশচন্দ্র 'আগমনী' ও 'অকালবোধন' নামক দুটি গীতবহুল নাট্যরাসক রচনা করেন (১৮৭৭)। 'অকালবোধন'-এ তিনি 'রামচন্দ্র' সাজেন। গিরিশচন্দ্র 'মুকুটাচরণ মিত্র' ছদ্মনামে বই দুটি প্রকাশ করেছিলেন। এই সময়ে অনিবার্য পারিবারিক কারণে অর্থাৎ ভ্রাতা অতুলচন্দ্রের আপত্তি থাকায় গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের 'লিজ' শেষে দ্বারকানাথকে দেন।

দ্বারকানাথ ন্যাশনাল থিয়েটারের ভার গ্রহণের পর কুঞ্জবিহারী বসুর 'আনন্দ মিলন' (১৮৭৭) গীতিনাট্যটির অভিনয় করান, কিন্তু দর্শকেরা খুশি হন না। তখন বাধ্য হয়ে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেন ও তিনি নিজে 'নগেন্দ্রনাথ' ও বিনোদিনী 'কুন্দনন্দিনী' রূপে অবতীর্ণ হন। প্রতিদ্বন্দ্বী 'বেঙ্গল থিয়েটার' 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) নাট্যরূপ অভিনয়ে বিশেষ নাম করায় গিরিশচন্দ্র এই উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দেন ও ১৮৭৮ সালে ২২ জুন তারিখে এই নাটকের অভিনয় হয়। পরবর্তী অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র 'জগৎসিংহ'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ও তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকেরা মুগ্ধ হন।

কিন্তু দ্বারকানাথ ও কেদারনাথ চেষ্টা করেও থিয়েটার রক্ষা করতে পারলেন না। ফলে ১৮৭৯ সালের গোড়ায় ব্যবসায়ী গোপীচাঁদ শেঠি ন্যাশনাল থিয়েটারের সাব্-লিজ নেন। অবিনাশচন্দ্র কর তাঁর ম্যানেজার হন কিন্তু ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন। এই অবস্থায় ভুবনবাবুর কাছ থেকে প্রতাপচাঁদ জহুরী 'ন্যাশনাল থিয়েটার' কিনে নেন। গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয় ও অভিনয়ের আকর্ষণে তার উন্নতিবিধানের জন্য পার্কার কোম্পানির চাকরি ছেড়ে এই থিয়েটারে

ম্যানেজার হন এবং ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) ,সুরকার রামতারণ সান্ন্যাল, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী প্রভৃতিকে নিয়ে দল গঠন করেন। অপরেশচন্দ্র 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' বইতে লিখেছেন :

> নাট্যকার, অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এই প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার হইতেই আরম্ভ হইল।

'মহিলাকাব্য' (প্রকাশ ১৮৮০) -রচয়িতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৮—৭৮) 'হামির' (১৮৮১) নাটক অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়। মূল নাটকে গান ছিল না, 'পদ্মিনীর গীত' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা ছিল। গিরিশচন্দ্র এই নাটকে চারটি গান বসান। গিরিশচন্দ্র হামিরের ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও নাটকাভিনয় দর্শককে আকৃষ্ট করল না। নতুন নাটক না থাকায় গিরিশচন্দ্র 'মায়াতরু' ও 'মোহিনী প্রতিমা' নামক দুটি গীতিনাট্য এবং 'আলাদিন' পঞ্চরং লিখে অভিনয় করান (১৮৮১)। কিন্তু এ-সবের দ্বারা তো রঙ্গালয় চলে না। কাজেই নিজে লিখলেন ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দ রহো'। কিন্তু এ নাটকও চলল না। তার জন্য দর্শকরাই একমাত্র দায়ী নন—নাট্যরচনাও উচ্চস্তরের নয়। কিন্তু দ্বিতীয় নাটক 'রাবণবধ' (১৮৮১) একরাত্রে গিরিশচন্দ্রের জয়-পতাকা উড়িয়ে দিল। বিনোদিনী লিখেছেন :

> রাবণবধের পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান সংকুলান হইত না। উপরের আসন সকল প্রতিবারই পূর্ণ হইয়া যাইত।

এই 'রাবণ বধ' নাটকে 'গৈরিশছন্দে'র সূচনা হয় এবং 'ভারতী'-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০—১৯২৬) সমর্থন লাভ করে।

পাঁচ। গিরিশ বুঝেছিলেন পৌরাণিক নাটক অভিনীত হলে যাত্রারসপুষ্ট ও 'সংস্কার'-লালিত দর্শক অধিক আকৃষ্ট হবে। তিনি বলতেন, "যাত্রা-কথকতা ও হাফ্-আখড়াইয়ের শ্রোতাদের দেখে দেশে নাটক লিখতে হত। সেই দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে গেলে পৌরাণিক নাটক ছাড়া আর উপায় কি?" সেইজন্যই লেখেন 'রাবণবধ',—অভিনয় হয় ৩০ জুলাই ১৮৮১। গিরিশচন্দ্র 'রাম'-রূপে মঞ্চে অবতীর্ণ হন। শৈশবে রামায়ণ-মহাভারত পড়া-শোনা, কথকতা ও বাংলা যাত্রা-পালার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, পৌরাণিক নাটক রচনার পিছনে সদা সক্রিয় ছিল। এ-ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক নাটক' (১৮৬৭), 'সতী নাটক' (১৮৭৩), 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি 'বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু নারী নিয়ে অভিনয়ের বিরোধী ছিলেন। মনোমোহন বসুর 'হিন্দু মেলা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ধারার নাট্যকার তিনি নন। প্রকৃতপক্ষে গীতবহুল, পুরাণনির্ভর ভক্তিরসপুষ্ট বঙ্গজ যাত্রার ধারাই তিনি বিশেষভাবে বহন করে আনেন তাঁর নাটকে, তার আবিলতাটুকু বর্জন করে। তিনি বলেছিলেন :

> আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, যাত্রাওয়ালা যেমন কথায় কথায় অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকও তদ্রূপ হউক। আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা-ছিল তাহা ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাহিবার প্রণালীকে সংশোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।
>
> **[ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রদত্ত ভাষণ, ৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩]**

গিরিশচন্দ্র মনোমোহনের ধারাকেই পুষ্ট করেছেন তাঁর পৌরাণিক নাটকে। আমাদের জাতীয়তা-বাদ তখন প্রাচীন তথা পৌরাণিক ভারতে নিজস্ব আশ্রয় খুঁজেছিল। সেজন্য গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।

[পৌরাণিক নাটক]

এই 'রাবণবধ' লিখে গিরিশচন্দ্র যশঃ ও অর্থ দুই-ই লাভ করেন। মনোমোহনের ও গিরিশচন্দ্রের মাঝখানে রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯—৯৪) স্থান। তিনি 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮), 'হরধনুর্ভঙ্গ' (১৮৮১), 'যদুবংশ ধ্বংস' (১৮৮৩), 'তরণীসেন বধ' (১৮৮৪) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে 'রাবণবধ'-এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্র 'সীতার বনবাস' (১৮৮১) ও 'অভিমন্যুবধ' (১৮৮১) লেখেন। কিন্তু বীররসাশ্রিত 'অভিমন্যু-বধ', 'সীতার বনবাস'-এর মতো দর্শকের কাছে প্রিয় হয় নি। অহীন্দ্র চৌধুরীর মতে :

> 'সীতার বনবাস'ই প্রথম বাংলার মা-জননীদের নাট্যশালায় অভিনয়দর্শনে আগমনের জন্য সমস্ত দ্বিধা সংকোচের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

লবকুশের প্রতি মহিলাদের আকর্ষণ জেনে থিয়েটারের মালিক প্রতাপ জহুরীর অনুরোধে লিখলেন 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৮৮১)।

রামায়ণ-কাহিনীর জনপ্রিয়তাকে পুরোপুরি মঞ্চের প্রয়োজনে লাগালেন গিরিশচন্দ্র 'সীতার বিবাহ' (১৮৮২), 'রামের বনবাস' (১৮৮২) ও 'সীতাহরণ' (১৮৮২) রচনা করে। ১২৮৮ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৮৯-র শ্রাবণ—এই বারো মাসে গিরিশচন্দ্র সাতখানি পৌরাণিক নাটক রচনা ও অভিনয় করালেন রামায়ণীকথাকে ভিত্তি করে। এসব ক্ষেত্রে নাট্যকারের চেয়ে তাঁর প্লে-রাইট সত্তাই বড়ো হয়ে উঠেছে। মঞ্চরক্ষার প্রয়োজনেই তিনি 'ব্রজবিহার' (১৮৮২), 'ভোটমঙ্গল' (১৮৮২), 'মলিন মালা' (১৮৮২) লিখলেন। কিন্তু এসব নাট্যরচনায় তো আর মঞ্চ রক্ষা হয় না। তখনকার টিকিট-ক্রেতা দর্শকেরা ক্রমাগত নতুন ও একাধিক নাটক মঞ্চে দাবি করতেন। তাঁদের গরুড়ের ক্ষুধা মেটাবার জন্য গিরিশচন্দ্র এবার রামায়ণকে ছেড়ে মহাভারতকে গ্রহণ করলেন। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (১৮৮৩) অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র কীচক ও দুর্যোধন উভয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতাপচাঁদ জহুরীর থিয়েটারে তিনি আর রইলেন না। তিনি দু'বছর ব্যাপী এই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। (এ-সময়ে তিনি অনর্গল মুখে-মুখে বলে যেতেন—অমৃতলাল বসু, কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল মিত্র ও দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার অনুলিখনের কাজ করতেন।) প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতনদান-ব্যাপারে মতভেদ ও মনোমালিন্যের ফলে গিরিশচন্দ্র 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ত্যাগ করেন। অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি তাঁর অনুগামী হন। তারই ফলে 'ষ্টার থিয়েটার' গড়ে ওঠে। বিনোদিনীর রূপগুণমুগ্ধ ধনী মাড়োয়ারী যুবক গুরুমুখ রায় বিডন স্ট্রীটে কীর্তিচন্দ্র মিত্রের কাছ থেকে লিজ্ নেওয়া জমিতে নিজ অর্থে প্যাকা স্টেজ তৈরি করান। বিনোদিনী নামের সঙ্গে মিল রেখে স্টেজের নামকরণ হবার কথা ছিল, কিন্তু তাতে আপত্তি ওঠায় নাম হল 'ষ্টার'। পূর্বের পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে এই রঙ্গমঞ্চের জন্য 'দক্ষযজ্ঞ' লিখলেন গিরিশচন্দ্র, অভিনয়ও হল (১৮৮৩)। 'দক্ষ'-ভূমিকায় নামলেন গিরিশচন্দ্র, 'সতী' হলেন বিনোদিনী। তখন গিরিশচন্দ্র একাধারে ষ্টার থিয়েটারের তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক, নাট্যকার ও অভিনেতা। এই রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের শ্রাবণ থেকে পৌষ মাসের মধ্যে 'ধ্রুবচরিত্র', 'নল-দময়ন্তী' নাটক অভিনীত হয়। কিন্তু গুরুমুখ রায় পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের চাপে থিয়েটার ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বিনোদিনীর সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিন্ন হয়। ফলে তিনি ষ্টার থিয়েটার বিক্রী করে দেবার সংকল্প করায় গিরিশচন্দ্র এগার হাজার টাকায় থিয়েটারটি হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেন এবং অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু ও দাসু চরণ নিয়োগীকে স্বত্বাধিকারী নির্বাচিত করেন। কেন না ঐ টাকা তাঁরাই সংগ্রহ করেছিলেন। এবার নব-পর্যায়ের 'ষ্টার'-এর জন্য গিরিশচন্দ্র 'কমলে-কামিনী' (১৮৮৪), 'বৃষকেতু' (১৮৮৪), 'হীরার ফুল' (১৮৮৪), 'শ্রীবৎসচিন্তা' (১৮৮৪), 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪) নাটকগুলি রচনা করেন।

'চৈতন্যলীলা'র প্রথম অভিনয় হয় ২ অগস্ট আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেখতে আসেন ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে। তাঁর আগমনে রঙ্গালয় পবিত্র হয়—তিনি 'চৈতন্য'-ভূমিকাধারিণী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন—'তোমার চৈতন্য হোক'। গিরিশের জীবনেও পরিবর্তন শুরু হয় এই ঘটনার পর থেকে। 'চৈতন্যলীলা' থেকে গিরিশচন্দ্রের বৈষ্ণব ভক্তিধর্মভিত্তিক নাট্যরচনা শুরু হয়। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৪), 'নিমাই সন্ন্যাস' (১৮৮৫), 'প্রভাস যজ্ঞ' (১৮৮৫), 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (১৮৮৬), 'রূপ-সনাতন' (১৮৮৭) তার দৃষ্টান্ত। এই পর্বে তাঁর অপর বিখ্যাত নাটক 'বুদ্ধদেব-চরিত' (১৮৮৫) রচিত ও অভিনীত হয়। স্যর এডুইন্ আরনল্ডের (Sir Edwin Arnold, ১৮৩২—১৯০৪) 'Light of Asia' এই নাটকের মূল। আরনল্ড নিজে একরাত্রে এই নাটকের অভিনয় দেখে মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা করেন। কিন্তু এই সৌভাগ্যের পূর্ণিমায় অপ্রত্যাশিত রাহু দেখা দিল। সেকালের ধনকুবের মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীলের 'থিয়েটার' চালাবার ঝোঁক হওয়ায় তিনি যে-জমির উপর ষ্টার থিয়েটার, সেই জমি কিনে নেন। ফলে গিরিশ-গোষ্ঠী বাধ্য হয়ে ত্রিশ হাজার টাকায় ঐ থিয়েটার হল্ বিক্রি করে দিয়ে হাতীবাগানে 'ষ্টার থিয়েটার' নির্মাণে অগ্রসর হন। গোপাললালের থিয়েটারের নাম হল 'এমারেল্ড'। কিন্তু তবু তাঁর নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধি হল না। তখন তিনি গিরিশচন্দ্রকে মাসিক তিনশ পঞ্চাশ টাকা বেতন ও বিশ হাজার টাকা বোনাস দিয়ে নিজের থিয়েটারে আনবার প্রস্তাব করেন। ঐ টাকা থেকে গিরিশচন্দ্র নিঃস্বার্থভাবে 'ষ্টার'-এর দলকে ষোল হাজার টাকা দেন, যাতে তাঁদের আর্থিক সংকট দূর হয়, রঙ্গালয় নির্মিত হয়। তিনি পাঁচ বছরের চুক্তিতে এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দিলেও ষ্টার থিয়েটারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমণ্ডিত 'নসীরাম' লিখে দেন। কিন্তু চুক্তি-ভঙ্গের ভয়ে ঐ নাটক 'সেবক প্রণীত' বলে বিজ্ঞাপিত হয়।

ছয়। গোপাললাল দু' বছর থিয়েটার চালিয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্র এই নাট্যমঞ্চের জন্য 'পূর্ণ-চন্দ্র' (১৮৮৮) ও 'বিষাদ' (১৮৮৮) নাটক রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র এই দুটি নাটকে অভিনয় করেন নি। গোপাললাল তাঁর থিয়েটার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য, মতিলাল সুর এবং ব্রজলাল মিত্রকে ভাড়া দিলে গিরিশচন্দ্র 'ষ্টার থিয়েটারে' ফিরে এলেন। তার কিছু আগে অমৃতলাল বসু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩—১৮৯১) 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৩) উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন 'সরলা'। গ্রামীণ হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের এই বিশ্বস্ত আলেখ্য দর্শকদের মনোহরণ করল। সামাজিক নাটকের এই জনপ্রিয়তা দেখে গিরিশচন্দ্র সামাজিক বিষাদান্ত নাটক 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র শিক্ষা দেন, তত্ত্বাবধান করেন কিন্তু নিজে 'যোগেশ'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন নি, ঐ ভূমিকার জন্য তৈরি করান অমৃতলাল মিত্রকে। সামাজিক নাটকে দর্শকচিত্ত-জয় সম্পূর্ণ হওয়ায় গিরিশচন্দ্র ঐ ধারায় রচনা করলেন 'হারানিধি' (১৮৮৯)। ষ্টারের জন্যই গিরিশচন্দ্র 'চণ্ড' (১৮৯০) ('আনন্দ রহো' নাটকের সু-সংস্কৃত রূপ) 'মলিনা-বিকাশ' (১৮৯০) ও 'মহাপূজা' (১৮৯০) লেখেন। কিন্তু শিষ্য ও অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর অবাঞ্ছিত বিবাদ উপস্থিত হল। আসলে আগেকার মতো গিরিশচন্দ্রের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরা আর মানতে চান নি। তাঁরা গিরিশচন্দ্রকে কর্মচ্যুত করলেন। এ সম্পর্কে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন :

> যে গিরিশচন্দ্র পাঁচ বৎসরের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়া ষোল হাজার টাকা ষ্টারকে দিয়াছিলেন, ষ্টার থিয়েটার সেই গিরিশচন্দ্রকেই বরখাস্ত করিয়া চিঠি পাঠাইলেন।
>
> [**রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ. ৪৮-৪৯**]

শিশিরকুমার ভাদুড়িও এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

> ষোল হাজার টাকা দিলেন অথচ পার্টনার না করে তাড়িয়ে দিলে। থিয়েটার থেকে পেতেন কি? মাসে একশ টাকা মাইনে আর দৈনিক চার পয়সার তামাক। রোজ রোজ সেই ষোল হাজার টাকার কথা বলতেন, তাই তাড়িয়ে দিলে।
>
> [**শিশির সান্নিধ্যে**]

ফলে ষ্টারের একদল গিরিশভক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী 'সিটি' থিয়েটার খুলে গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন নাটক অভিনয় করতে থাকেন। সিটি থিয়েটারের ম্যানেজার নীলমাধব চক্রবর্তী ও গিরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে ষ্টার কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে মামলা করেন। গিরিশচন্দ্র ঝঞ্ঝাট এড়াতে যাবজ্জীবন মাসিক একশ টাকা পেনসনে রাজি হলেন, শর্ত হল তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য থিয়েটারে যোগ দিতে পারবেন না। দিলে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ সময় গিরিশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্রলাল সরকারের (১৮৩৩-১৯০৪) বিজ্ঞান-সভার সভ্য হন ও বক্তৃতাদি শুনতে যান। কিন্তু নাটক-প্রাণ গিরিশচন্দ্র অস্থির হয়ে উঠলেন। পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ক্ষতিপূরণের পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র তাঁকে নিয়ে 'মিনার্ভা থিয়েটার' খুললেন। ষ্টারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক রইল না। 'মিনার্ভা'য় গিরিশচন্দ্র-কৃত শেক্‌সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' ('Macbeth') নাটকের অনুবাদ প্রথম অভিনীত হয় (১৮৯৩)। এই অনুবাদ তাঁকে ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা দান করে। বহুদিন পরে গিরিশচন্দ্র এবার মঞ্চাবতরণ করলেন 'ম্যাকবেথ'-ভূমিকায়। লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় পরমাশ্চর্য অভিনয় করেন তিনকড়ি দাসী। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের দ্বারা আদৃত হলেও এ নাটক সাধারণ দর্শককে আদৌ তৃপ্ত করল না, করল গীতবহুল 'আবুহোসেন' (১৮৯৩)। গিরিশচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন :

> নাটক দেখিবার যোগ্যতালাভে ইহাদের এখনও বহু বৎসর লাগিবে—নাটক বুঝিবার সাধারণ দর্শক এখনও বাংলায় তৈরী হয় নাই।

ষ্টারের জন্য লেখা হলেও 'মুকুল মুঞ্জরা' (১৮৯৩) এবং 'সপ্তমীতে বিসর্জন' (১৮৯৩) নাটক দুটি ষ্টারে অভিনীত হয়নি। পরে মিনার্ভায় অভিনীত হয়। 'জনা' (১৮৯৩), 'বড়দিনের বখশিস' (১৮৯৩), 'স্বপ্নের ফুল' (১৮৯৪), 'সভ্যতার পাণ্ডা' (১৮৯৪), 'করমেতি বাঈ' (১৮৯৫), 'ফণীর মণি' (১৮৯৫), 'পাঁচকণে' (১৮৯৬) নাটক ও নকশাগুলি নাগেন্দ্রবাবুর 'মিনার্ভা'য় অভিনয়ের জন্য লিখিত হয়। এগুলি ছাড়া 'সধবার একাদশী' 'পলাশীর যুদ্ধ' 'প্রফুল্ল' 'দক্ষযজ্ঞ' 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি মঞ্চসফল নাটকও অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র যথাক্রমে নিমচাঁদ, ক্লাইভ, যোগেশ, দক্ষ এবং রাম ও ইন্দ্রজিৎ ভূমিকায় নিজের সুপ্রোথিত জয়-পতাকা নতুন করে উড়িয়ে দেন। এই সময় 'ষ্টার'-এর হ্যান্ডবিলে 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় ঘোষণার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করে লেখা হয় "তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়।" গিরিশ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং তিনি পূর্বে যে-ভাবে 'যোগেশ' চরিত্রের অভিনয় শিখিয়েছিলেন তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে 'যোগেশ'-ভূমিকায় অভিনয় করলেন। দর্শকেরা মুগ্ধ, স্তম্ভিত হয়ে গেল। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন :

> 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—এই কথার মধ্যে শোকের সে প্রবাহ কোথায় লুকাইয়া ছিল! শুষ্ক অন্তর্ভেদী স্বর, মমতার সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে উত্তপ্ত বালুকারাশি, তাহাকে নিংড়াইলেও আর এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না।
>
> [**রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ. ১১৬-১১৭**]

কিন্তু অত্যধিক ঋণগ্রস্ত নাগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে স্বভাবতঃই গিরিশচন্দ্রের বনিবনাও না হওয়ায় তিনি 'মিনার্ভা' ত্যাগ করলেন। ষ্টারের কর্তৃপক্ষ গিরিশচন্দ্রের কাছে পূর্বের মতো সহায়তা প্রার্থনা করায় উদার-হৃদয় গিরিশচন্দ্র পূর্ব বিবাদ বিস্মৃত হয়ে 'নাট্যাচার্য' রূপে ষ্টারে ফিরে এলেন (১৮৯৬)। রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হওয়ায় ষ্টারে নাটক লিখবার লোক ছিল না, তাই কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে গিরিশকে খোশামোদ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এবার লিখলেন 'কালাপাহাড়' (১৮৯৬) এবং স্বয়ং নিলেন 'চিন্তামণির' ভূমিকা। পরমহংসদেবের ধর্মসমন্বয়ের ভাব এ নাটকে আছে। 'হীরক জুবিলী' (১৮৯৭), 'পারস্য প্রসূন' (১৮৯৭), 'মায়াবসান' (১৮৯৭) অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র ষ্টার থেকে বিদায় নিলেন (১৮৯৮)। কেন না 'কালাপাহাড়' বা 'মায়াবসান' ষ্টারের কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট করেনি। দর্শকেরাও নাটক দুটি ভালো বুঝতে পারেনি।

এদিকে তখন (মার্চ, ১৮৯৮) কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিয়েছে। রাজসাহী-তালন্দের জমিদার ললিতমোহন মৈত্র রামপুর-বোয়ালিয়ায় 'মার্ভেল' নামে একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করলে গিরিশচন্দ্র তিন হাজার টাকা বোনাস নিয়ে দলবলসহ সেখানে যান এবং 'বিল্বমঙ্গল' ও অন্যান্য কয়েকখানি নাটক অভিনয় করান। কিন্তু মফঃস্বলে এ ধরনের মঞ্চ চালানো অসম্ভব। কাজেই গিরিশচন্দ্র যখন দেখলেন প্লেগ থেমে এসেছে, তিনি কলিকাতায় ফিরে এলেন।

সাত। ফিরে এসে গিরিশচন্দ্র ছেলে দানীকে নিয়ে যোগ দিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৭৬—১৯১৬) 'ক্লাসিক থিয়েটারে' (প্রতিষ্ঠা ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৭)। অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিশের পূর্বেই পরিচয় ছিল। অমরেন্দ্র 'সৌরভ' নামে একটি পত্রিকা ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে প্রথম বার করেন। তার সম্পাদক হন গিরিশচন্দ্র। তাঁর 'ঝালোয়ার দুহিতা' উপন্যাস এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর 'সৌরভ' বন্ধ হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে এসে অবতীর্ণ হলেন যোগেশ, দক্ষ, রাম ও মেঘনাদ-ভূমিকায় অর্থাৎ অমরেন্দ্রকে নটরূপেই সহায়তা করলেন, নাট্যকার রূপে নয়। এই পর্বে গিরিশচন্দ্রের কলমচি ছিলেন অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত ক্লাসিকে অভিনীত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' গীতিনাট্যের কয়েকটি গান লিখে দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গেও গিরিশচন্দ্রের মনান্তর হল, তিনি পুত্রসহ ক্লাসিক থিয়েটার ত্যাগ করে এইচ. এল. মল্লিক পরিচালিত 'মিনার্ভা' থিয়েটারে যোগ দিলেন এবং 'প্রফুল্ল' নাটকে 'যোগেশ'-ভূমিকায় অভিনয় করলেন ১১ মার্চ, ১৮৯৯। কিন্তু 'মিনার্ভায়'ও তিনি থাকতে না পেরে আবার ক্লাসিকে ফিরে এলেন, শর্ত রইল বছরে অন্ততঃ চারখানি নাটক তিনি লিখে দেবেন। 'দেলদার' (১৮৯৯), 'পাণ্ডবগৌরব' (১৯০০) রচনা এই শর্তের ফল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র মাসিক বেতনের বদলে থিয়েটারের লভ্যাংশের বখরা দাবি করায় অমরেন্দ্র অসম্মত ও কিছু রুষ্ট হন, ফলে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে আসা বন্ধ করেন। 'মিনার্ভা' থিয়েটারকে তখন নতুন করে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছেন শ্রীপুরের তরুণ জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি গিরিশচন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করেন এবং গিরিশচন্দ্র তৃতীয়বার মিনার্ভায় যোগ দিলেন। অমরেন্দ্র দত্ত গিরিশচন্দ্রকে জব্দ করবার জন্য হাইকোর্টে মামলা করলেন কিন্তু বিচারপতির রায় গিরিশচন্দ্রের পক্ষে গেল। এবারের 'মিনার্ভা'য় গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন এবং নাম-ভূমিকা গ্রহণ করলেন (১৯০০)। ক্রমে রচিত ও অভিনীত হল 'মণিহরণ' (১৯০০), 'নন্দদুলাল' (১৯০০)। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সরকার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ও চুক্তি বাতিল করে দেন। নরেন্দ্রনাথের দাবি ছিল তিনি সব নাটকেই হিরো সাজবেন। গিরিশ এই দাবি সমর্থন না করায় গোলমাল বাধে। অমরেন্দ্রনাথ এ সংবাদ পেয়ে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে সানন্দে গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় ক্লাসিকে নিয়ে আসেন। ওদিকে ১৯০১ সালে বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর অবলুপ্তি ঘটে। এবার ক্লাসিকে এসে গিরিশচন্দ্র গীতিনাট্য 'মনের মতন' (১৯০১), 'অভিশাপ' (১৯০১), 'শান্তি' (১৯০২), পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ভ্রান্তি' (১৯০২), সামাজিক নকশা 'আয়না' (১৯০২), ঐতিহাসিক নাটক 'সৎনাম' (১৯০৪) রচনা করেন। এগুলি ছাড়া 'কপালকুণ্ডলা ও 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপও অভিনীত হয়। মৃণালিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় রাত্রের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র 'পশুপতি'র ভূমিকায় অভিনয় করেন, তৃতীয় রাত্রি থেকে দানীবাবু 'পশুপতি' রূপে মঞ্চে দেখা দেন। 'সধবার একাদশী'র ক্লাসিকে অভিনয় হল, গিরিশচন্দ্র 'নিমচাঁদ' ভূমিকায় নামলেন। দর্শকের ভিড়ে ক্লাসিক থিয়েটার ভেঙ্গে পড়ার মতো। অমরেন্দ্র অনুরোধ করায় এক রাত্রির জন্য 'ভ্রমর' নাটকে কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায়ও গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেন। এ-পর্বে তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয় 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল-ভূমিকায়। শিশিরকুমার বলেছেন :

> গিরিশবাবুর কিন্তু তুলনা হয় না। একবার combined night-এ 'ভ্রান্তি' দেখেছিলুম

—রঙ্গলাল গিরিশবাবু। দেখে মনে হয়েছিল Girish Babu first and everybody else nowhere.

গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে পুনরভিনীত নীলদর্পণ, সীতার বনবাস, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি নাটকে যথাক্রমে মিঃ উড, রাম ও সাধকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অমরেন্দ্রনাথ এই সময় মিনার্ভা থিয়েটারেরও ভার গ্রহণ করেন (১৯০৩)। কিন্তু উভয় থিয়েটার চালাতে গিয়ে তিনি বিপর্যস্ত হলেন। গিরিশচন্দ্রের মাসিক বেতন দেবার ক্ষমতাও তাঁর রইল না। ফলে চুনীলাল দেবের চেষ্টায় পুনর্গঠিত 'মিনার্ভা'য় গিরিশচন্দ্র যোগ দিলেন নভেম্বর, ১৯০৪। অর্ধেন্দুশেখর, তিনকড়ি, তারাসুন্দরীও এলেন 'মিনার্ভা'য়। গিরিশচন্দ্র রচনা করলেন পণপ্রথা-ভিত্তিক করুণ ট্রাজেডি 'বলিদান' (১৯০৫)। করুণাময়ের ভূমিকা নিজে নিলেন, রূপচাঁদ হলেন অর্ধেন্দুশেখর।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশ তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন—লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত করলেন। স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহার ও বিলিতি বর্জন—বাঙালীর জীবন-মন্ত্র হল। হিন্দু-মুসলমানের মিলন, জাতীয় ঐক্য, বৃটিশ বিরোধিতা ও দেশপ্রেম-প্রচার সেদিনকার নাট্যকারের ব্রতরূপে পরিগণিত হল। মেবারের 'রাণাপ্রতাপ' থেকে বাংলার 'প্রতাপাদিত্য' জাতীয় বীর বা National Hero রূপে বন্দিত হলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিহারীলাল সরকার, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতির ইতিহাস-চর্চায় সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম বৃটিশদ্বেষী দেশপ্রেমিক রূপে প্রতিভাত হলেন। এই স্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য গিরিশচন্দ্র লিখলেন, 'সিরাজদ্দৌল্লা' (১৯০৫), 'মীরকাসিম' (১৯০৬) ও 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭)। (এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লেখেন 'সিরাজদ্দৌল্লা' ও 'গৈরিক পতাকা' এবং শ্রীমন্মথ রায় লেখেন 'মীরকাসিম')। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩—১৯১৩) নাট্যকার-জীবনের প্রকৃত প্রেরণা আসে এই 'স্বদেশী' আন্দোলন থেকে। ঐতিহাসিক নাটকই দেশপ্রেম প্রচারের শ্রেষ্ঠ উপায়। রাণাপ্রতাপ, মেবারপতন, দুর্গাদাস, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি তারই সাক্ষ্যবহ রচনা।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র আবার মিনার্ভা ছাড়লেন। 'কোহিনুর থিয়েটার'-এ (প্রথম প্রতিষ্ঠা অগস্ট, ১৯০৭) যোগ দিলেন অধ্যক্ষরূপে চারশ টাকা বেতন তার সঙ্গে দশ হাজার টাকা বোনাস নিয়ে। 'ছত্রপতি শিবাজী' তখন 'মিনার্ভা' ও 'কোহিনুর' উভয় থিয়েটারে একই সঙ্গে চলতে লাগল। কোহিনুরে ঔরংজীবের ভূমিকায় দেখা দিলেন গিরিশচন্দ্র। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা নিধুবাবুর গানকে ঘুরিয়ে লিখেছিল: "তাঁহারই তুলনা তিনি এ মহীমণ্ডলে।" এ প্রসঙ্গে বলা দরকার সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজীর অভিনয় অতি অল্পকাল চলেছিল—কেননা,—গভর্নমেন্ট এই নাটকগুলির অভিনয় ও প্রচার নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করেন। কিন্তু কোহিনুরেও বেশিদিন চলল না। গিরিশচন্দ্র দুরন্ত হাঁপানি ব্যাধিতে আক্রান্ত, নতুন নাটকে হাত দিয়েও শেষ করতে পারলেন না। কবিরাজি চিকিৎসা বন্ধ রেখে তিনি ডাক্তার নীলরতন সরকারের দ্বারা চিকিৎসিত হতে থাকেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর বেতন বন্ধ করায় তিনি মামলা করে প্রাপ্য টাকা আদায় করে নেন। তখন 'ষ্টার' ও 'মিনার্ভা' দুই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষই গিরিশকে দলে নেবার চেষ্টা করেন। গিরিশ যোগ দিলেন 'মিনার্ভা'য় (১৯০৮)।

এবারের 'মিনার্ভা'য় এসে গিরিশ লিখলেন—বিধবা-বিবাহের সমস্যা নিয়ে সামাজিক নাটক 'শাস্তি কি শান্তি'? (১৯০৮)। নাটকখানি উৎসর্গ করলেন স্বর্গত দীনবন্ধু মিত্রের নামে। এই সময় তিনি কাশীধামে কিছুদিন বাস করেন ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দের সঙ্গলাভ করেন। বোধকরি বেদান্ত-চর্চা থেকে 'শঙ্করাচার্য' নাটক রচনার প্রেরণা আসে। এবার আর ভক্তিমার্গ নয়, জ্ঞানমার্গ। 'চৈতন্যলীলা' নয়, 'শঙ্করাচার্য'। তারপর লিখলেন 'অশোক' (১৯১০)। এ দুটি নাটকে তিনি অভিনয় করেন নি। তবে শেষবারের মত অভিনয় করলেন 'বলিদান' নাটকে করুণা-ময়ের ভূমিকায়। ১৩১৮ (১৯১১) সালের ৩০ আষাঢ়। মুষলধারে বৃষ্টি, দর্শক খুব বেশি নেই কিন্তু গিরিশ বললেন—যারা আমার অভিনয় দেখতে এসেছে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতেই

হবে। বারে বারে খালি গায়ে আসতে হল স্টেজে। একে হাঁপানি ব্যাধি, তারপর ঝড়বৃষ্টির ঠান্ডা হাওয়া। গিরিশ গুরুতর অসুস্থ হলেন—এই তাঁর শেষ অভিনয়। ঈষৎ সুস্থ হয়ে অধ্যাত্মভাবপূর্ণ নাটক রচনা করলেন 'তপোবল' (নভেম্বর, ১৯১১)। এই তাঁর শেষ নাটক—উৎসর্গ করলেন ভগিনী নিবেদিতাকে।

১৯১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু আসন্ন। ফরিদপুরে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন দানীবাবু—রাত আটটায় ফিরে বাবার কাছে এলেন। গিরিশচন্দ্র কম্পিত হাতে ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন। সে-রাত্রেও বৃষ্টি পড়ছিল। ভক্ত-শিষ্যেরা, তাঁর ইষ্টদেবের নাম গান করতে লাগলেন—গভীর রাত্রে ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য 'ভক্ত ভৈরব' গিরিশের 'মর্তের বন্ধন ক্ষয়' হল। তাঁর মৃত্যুর পর ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখল :

> The Modern Bengali Stage owes to him its present state. Besides being a public writer the deceased was a powerful actor himself. He had many admirers among Europeans as well as Bengalees. Mr. Skrine, late of the Indian Civil Service in speaking of the deceased once said, 'How little the world knows of its greatest men.' (*The Englishman*, Feb. 10, 1912).

এ মন্তব্য সর্বজনসম্মত।

আট। গিরিশচন্দ্রের জীবন-ইতিহাসের দিকে তাকালে বিস্ময়-দুঃখ-শ্রদ্ধা-সহবেদনা সবই মনে জাগে। অতিদ্রুত মুখে-মুখে নাট্য-রচনার ক্ষমতায় তিনি মধুসূদন দত্তকেও বুঝি ম্লান করে দেন। তাঁর নাট্যরচনার প্রাচুর্যে তিনি রাজকৃষ্ণ রায়কেও ছাড়িয়ে যান। তাঁর অধ্যয়ন-স্পৃহা আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন :

> গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতেন তখন তিনি যেবিষয়ে যাহা কিছু ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য সমস্তই পাঠ করিতেন।...অনেক সময় নূতন নাটক লেখা প্রসঙ্গে কথা উঠিলে তিনি বলিতেন "লিখব কি পড়বারই সময় পাচ্ছি না।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও লিখেছেন যে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন। 'অভিনেতা' রূপে তিনি তাঁর জীবৎকালে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন, অর্ধেন্দুশেখরের নাম মনে রেখেও এ কথা স্বীকার্য। থিয়েটারকে তিনি ভালবাসতেন, তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন, আবার তাঁর ছেড়ে আসায় থিয়েটার ভেঙেও গেছে। ছেলে দানীকে উপরে তুলতে গিয়ে ক্লাসিকের অমরেন্দ্র দত্তের সঙ্গে বিবাদ করেন। গিরিশচন্দ্র 'পান্ডবগৌরব' নাটকে ভীমের ভূমিকা দানীকে দিতে চান, অমরেন্দ্র এ প্রস্তাবে বাধা দেন এবং নিজে 'ভীম' রূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর থিয়েটার, মুখ্য ভূমিকা গ্রহণে তাঁর দাবি অগ্রগণ্য হবে—এ মনোভাব অমরেন্দ্রের ছিল। তিনি অভিনেতা হিসাবেও দানীর সমকক্ষ ছিলেন অথচ বাৎসল্য-অন্ধ গিরিশচন্দ্রের কাছে অমরেন্দ্রের সিদ্ধান্ত সমর্থন পায়নি।

গিরিশচন্দ্রের মতো যশস্বী অভিনেতা ও নাট্যকারকে তাঁর নট-জীবনে যে মঞ্চ থেকে মঞ্চান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এটাই দুঃখের। অবশ্য সেজন্য তাঁর নিজের দায়িত্ব কম ছিল না। তাঁর নিজের থিয়েটার ছিল না, থাকলে হয়ত তিনি অনেক লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পেতেন। আরও কয়েকখানি ভালো নাটক লিখতে পারতেন।

গিরিশচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে নির্মল নিষ্কলুষ জীবন যাপন করেন নি। দীর্ঘকাল মদ্যপান ও বারাঙ্গনা-সঙ্গ করেছেন। নিজেই 'জয় রামকৃষ্ণ' কবিতায় লিখেছেন,

> ত্যজি কন্যা পুত্র নারী পানাসক্ত অত্যাচারী
> লোকত্যাজ্য ঘৃণিত জীবন।

তবে গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের কর্তব্য মোটামুটি মেনে চলেছেন। **ঘোর মদ্যপ ছিলেন,** অমৃতলাল বসু লিখেছেন তাঁর 'অমৃত-মদিরা'য় :

আমি আর গুরুদেব [গিরিশ] যুগল ইয়ার।
বিনির [বিনোদিনী] বাড়িতে যাই খাইতে বিয়ার॥
বিয়ার ফুরায় পুন আনায় বিয়ার।
তিনশত্রুবধ তবু চাগে না চিয়ার॥
ঘোষজা বলেন চেয়ে মুখপানে মোর
'তুই বাপু নিজে গিয়ে, খোলা ব্যাক ডোর॥
নগদ নি' আয় দুটো বি-হাইভ ব্র্যান্ডি।...'
মাঝে-মাঝে ঢুকঢুক চলিছে চুমুক।
গুরুজী ওঠেন ঠিক নাহি ভুলচুক॥

মদ্যপান বা বারাঙ্গনা-সঙ্গ কোনোটিই গিরিশচন্দ্র পরিত্যাগ করতে পারেন নি, পরমহংসদেবের কৃপা লাভ করার পরেও না। মদ্যপান করে তাঁকে গালিগালাজ করেছেন, গায়ে বমি ঢেলেছেন, নেশাভঙ্গে পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন। তবু পরমহংসদেব বলতেন—"[গিরিশের] রাবণের ভাব। নাগকন্যা, দেবকন্যাও লিবেক—আবার রামকেও লিবেক।"

নয়। সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন সে প্রসঙ্গ পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। তিনি একখানি পত্রে গিরিশচন্দ্রকে লেখেন :

> আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, আপনার হাতে আমার উপন্যাসের যথার্থ আদর হইবে, আমি বিশ্বাস করি। **[নববিভাকর ও সাধারণী, আশ্বিন ১৮৮৭]**

কবি নবীনচন্দ্র সেন গিরিশচন্দ্রের পরম বন্ধু, হিতৈষী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। দুজনে দুজনার গুণমুগ্ধ। নবীনচন্দ্রের ধারণা ছিল "আমার বিশ্বাস রঙ্গালয়ের দায়ে নাটক লিখিয়া তোমার প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্তি হইতেছে না।" **[পত্র, ২৩ মার্চ ১৯০৬]**

উদারমনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের ক্ষমতাকে প্রাপ্যাতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। নাট্য-রচনার ক্ষেত্র থেকে তিনি কেন নিজেকে সরিয়ে নিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন :

> ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশঃ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্যসেবার অন্যপন্থা অবলম্বন করিলাম।
>
> **[জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৫১]**

রবীন্দ্রনাথের রচনা গিরিশচন্দ্র পড়তেন। কুমুদবন্ধু সেন তাঁকে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' পড়তে দেখেছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, "তাঁর কবিতায় প্রকৃত কবির প্রাণ আছে। রবিবাবুর ছোটগল্পের তুলনা নেই।" [গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য, পৃ. ৬৬] রবীন্দ্রনাথের মুখে নিজের প্রশংসা শুনবার জন্য গিরিশচন্দ্রের মনে ব্যাকুলতা ছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁকে জানান যে রাণাঘাটে নবীনবাবু রবীন্দ্রনাথকে গিরিশের লেখা একটি গান গেয়ে শোনান। তাতে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'শুনেছি লোকটা বেশ গান বাঁধতে পারে।' গিরিশচন্দ্র এ সংবাদে দুঃখিত হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র 'চোখের বালি'র নাট্যরূপও দিয়েছিলেন বলে মনে হয় :

> সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্রবাবুর 'চোখের বালি' নাট্যাকারে পরিণত করিয়াছেন। ক্লাসিক থিয়েটারে শীঘ্রই 'চোখের বালি' অভিনীত হইবে।
>
> **[সাহিত্য, কার্তিক ১৩১১]**

কিন্তু 'Bengalee' পত্রিকায় (২৬ নভেম্বর ১৯০৪) বিজ্ঞাপনে দেখা যায় :

> Babu Rabindranath Tagore's sensational novel|Coker Bali|carefully dramatised by Amarendranath Dutt.

এই অভিনয়ের পূর্বেই গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক ত্যাগ করে মিনার্ভায় যান। তবে কি তাঁর পাণ্ডুলিপি অমরেন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন?

যশস্বী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের স্বভাবতঃই রেষারেষি ছিল। গিরিশচন্দ্র ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে 'রাণাপ্রতাপ' নাটক রচনায় অগ্রসর হয়ে ঐ পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ রাখেন। কেননা দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ' তখন সম্পূর্ণপ্রায়। 'রাণাপ্রতাপ' ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ যুগের জনপ্রিয় নাটক। এই নাটক ষ্টারে অভিনয়কালে অধ্যক্ষ অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্র-রচিত 'হলদিঘাটার যুদ্ধ' নামক কবিতার একটি স্তবক একেকটি দূতের মুখে বসিয়ে দেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই ধরনের সংযোজনে বিরক্ত হন এবং 'প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পর রায় মহাশয় ষ্টারের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন।'

[রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ. ৮৭]

শিশিরকুমার বলেছেন :

> গিরিশবাবুর সঙ্গে দ্বিজুবাবুর সদ্ভাব ছিল না। দ্বিজুবাবুর বইতে কখনো নামেন নি। ওঁর লেখাকে ভালো বলতেন না।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের 'করুণাময়' ভূমিকায় অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন :

> করুণাময়ের ভূমিকায় আমি গিরিশবাবুর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। যেখানে আত্মহত্যায় উদ্যত করুণাময় শূন্যে হাত বাড়িয়ে গলায় দেবার দড়ি খুঁজছে, গিরিশবাবুর সেখানকার অভিনয়ের তুলনা হয় না।

[যাঁদের দেখেছি, হেমেন্দ্রকুমার রায়]

দেবকুমার রায়চৌধুরীর লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী থেকে জানতে পারা যায় যে শেষের দিকে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সদ্ভাব স্থাপিত হয়েছিল। উভয়ে উভয়ের গুণগ্রাহী হন। গিরিশ বলেছিলেন দ্বিজেন্দ্রকে : "আমাদের দিন তো ফুরাইয়া আসিল, এখন আপনার উপরই সব ভার।" (পৃ. ৬২৪)

দশ। গিরিশচন্দ্র যদি প্লে-রাইট রূপে জীবন অতিবাহিত না করতেন তাহলে হয়ত তাঁর নাট্যরচনার সংখ্যা কমত কিন্তু নাটকের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেত। দর্শক ছাড়া মঞ্চ এবং মঞ্চ ছাড়া নাটক অসার্থক হতে বাধ্য। শেক্সপীয়র বা মলিয়র-সম প্রতিভা বিপুলা পৃথ্বীতে আজও জন্মায় নি। তবু শেক্সপীয়রের সময়ে দর্শক ও মঞ্চ কোনও দিক থেকেই উন্নত ছিল না। ব্রাড্‌লে লিখেছেন :

> His public dearly loved to see soldiers, combats and battles on the stage. The Elizabethan public went to see romances of this kind as we go to see cricket or football matches.

এই ধরনের দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য শেক্সপীয়রকেও ট্র্যাজেডির মধ্যে কমিক উপাদান এবং কমেডির মধ্যে ট্র্যাজিক উপাদান রাখতে হয়েছে। কিন্তু 'অ-পূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা'-বলে তিনি তাঁর দেশ ও কালকে অতিক্রম করে চলে গেছেন। আমাদের কবি সংগতভাবেই লিখেছেন : 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁর দেশ ও কালকে অতিক্রম করে গেছেন একথা বলা চলে না। লোকোত্তর প্রতিভা তাঁর ছিল না।

শুরুতে বলা হয়েছে গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ প্লে-রাইট। তাঁকে দর্শক, বিভিন্ন মঞ্চের নট-নটী, নানা মঞ্চের মালিক, সকলের বিষয় ও স্বার্থ ভেবে-চিন্তে নাটক লিখতে হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত

নাট্যকার বার্নার্ড শ' (George Bernard Shaw, ১৮৫৬—১৯৫০) লিখেছিলেন শিষ্য আর্চারকে :

> I have to think of my pocket, of the manager's pocket, of the spectator's pocket.. .It is these factors that dictate the playwright's methods leaving him so little room for selection.

গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সঙ্গে মনে রাখতে হবে তাঁর যুগকে। সেজন্য শিশিরকুমার বলতেন, 'গিরিশবাবুকে তাঁর যুগ দিয়ে বুঝতে হবে।'

এ মন্তব্য সর্ববাদিসম্মত। গিরিশচন্দ্র তাঁর যুগের রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের, যাঁদের মধ্যে উত্তর-কলিকাতার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিলেন প্রধান, তাঁদের মন ও রুচির ঝোঁক কোন্ কোন্ দিকে সে-খবর তিনি সবার চেয়ে ভালো জানতেন। তাঁদের নাট্যরস-পিপাসা নিবৃত্ত করার প্রয়াসে তিনি অকপটচিত্তে যত্নবান হয়েছিলেন। তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। সেজন্য তিনি তাঁর যুগে শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার রূপে অভিনন্দিত হন—এ পুরস্কার তাঁর প্রাপ্য।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে মধুসূদন দত্ত পুরাণ-কাহিনী ভিত্তিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) লেখেন, কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা' মনোমোহন বসুর 'সতী নাটক' বা গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' পর্যায়ের 'পৌরাণিক' নাটক নয়। মধুসূদন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচারের কথা ভেবে নাটকটি লেখেন নি। তিনি ভালোবাসতেন 'The grand mythology of our ancestors. It is full of poetry'. সেই রেণেসাঁসী রোমান্টিক দৃষ্টির আত্মপ্রকাশ 'শর্মিষ্ঠা'য়। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যান ও প্রচারের জন্য, তখনকার ভাষায় 'জাতীয় ভাব' প্রকাশ করেছিলেন মনোমোহন বা গিরিশচন্দ্র। অন্য দিকে মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের কিছু ছাপ পড়েছিল দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে। হানিফ ও পঁটি চরিত্র দু'টির অনুসরণ লক্ষ্য করি তোরাপ্ ও পদী ময়রানীর মধ্যে। ঐ নাটকের সংলাপে উপভাষা প্রয়োগও দীনবন্ধুকে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'পদ্মাবতী নাটকে' (১৮৬০) মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাট্যোপযোগী রূপদানও লক্ষণীয়। গিরিশচন্দ্র ঐ উৎসেই তাঁর গৈরিশছন্দের সাক্ষাৎ পান।

দীনবন্ধুর নাটকাভিনয় দ্বারাই বাগবাজারের 'ন্যাশনাল থিয়েটার' খ্যাতনামা হয়। সেই ঋণের স্বীকৃতি স্বরূপ দীনবন্ধুকে গিরিশচন্দ্র বঙ্গ-রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন তাঁর সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক 'শাস্তি কি শান্তি'র আখ্যাপত্রে। তাঁর 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের প্রথমে সংসারে পরিপূর্ণ শান্তির আভাস শেষে হত্যা, আত্মহত্যা ও মৃত্যুর শোভাযাত্রা। তেমনি ঘটেছে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) নাটকে। নীলদর্পণের 'সরলতা' ও 'উমাসুন্দরী' চরিত্র দুটি যেন ভিন্ন নামে ফিরে এসেছে সেখানে। কাজেই এ মন্তব্য স্বীকার্য যে বাস্তব সামাজিক নাটকে গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর ধারাকে বহন করেছেন। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক 'অশ্রুমতী'র দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে গিরিশচন্দ্র 'আনন্দ-রহো' নাটক রচনায় ব্রতী হন। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে তিনি মনোমোহনের কখনও বা রাজকৃষ্ণের অনুগামী। কাজেই গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার-জীবনের চলার পথ তাঁর পূর্বগামীরা নানাভাবে প্রশস্ত করে রেখেছিলেন বলা যায় এবং এ-কথাও সর্বজনবিদিত যে তাঁদের রচিত নাটক অভিনয় করেই গিরিশচন্দ্র তাঁর নট-জীবনের প্রথম পর্বে যশস্বী হন। 'সধবার একাদশী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয়ে 'নিমে দত্ত' ও 'ভীমসিংহ' এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ভূমিকা গ্রহণ করে গিরিশচন্দ্র নিজের নট-প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। মনোমোহন বসুর তৎকালে প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নাটকগুলি (রামাভিষেক, সতী, হরিশ্চন্দ্র) ও রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অনলে বিজলী'র মতো নাটকের ভাগ্যে জনপ্রিয়তা জুটেছিল বলে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাট্য-রচনায় জোর পেয়েছিলেন। পূর্বজদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করায় কোনও দৈন্য নেই। কিন্তু তিনি মাথা উঁচু করেছেন নিজের জোরে। তিনি যে-নাটকগুলি লিখেছেন, তাদের মধ্যে পৌরাণিক বিভাগে 'জনা' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। বাস্তব-সামাজিক

নাটকের দিক থেকে 'প্রফুল্ল' এখনও পাঠক-দর্শককে আকৃষ্ট করে। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি অবশ্য ততো করে না। তার একটি কারণ ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান আশ্রয় ছিল আমাদের পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। বৃটিশ-শাসন লুপ্ত হওয়ায় তার আকর্ষণ স্বভাবতঃই কমেছে। কিন্তু গীতসমৃদ্ধ ভক্তিমূলক নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' কিছু 'অনৌচিত্য' সত্ত্বেও আজও দর্শকচিত্তজয়ী। প্রহসন রচনায় নাট্যকার-জীবনের কোনও পর্বেই গিরিশচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রহসন রচনায় যে অনন্য-সাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র তার অধিকারী ছিলেন না।

নাট্যকার হিসেবে সামাজিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতাকে বহুল মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন : "আমি চোখে না দেখে কিছু লিখি নি। 'প্রফুল্লে'র যোগেশ, 'হারানিধি'র অঘোর সব আমার চোখে দেখা।" এ মন্তব্য অবশ্যস্বীকার্য। এই একই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের আরও একটি মন্তব্য হেমেন্দ্রকুমার রায় লিপিবদ্ধ করেছেন। জনৈক যুবকের রচিত নাটকের পাণ্ডুলিপি দেখে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন :

> বাবা, নাটক রচনা করবার আগে সাংসারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়—এখন সে বয়স তোমার হয়নি। আমি নিজে ত্রিশ বছর বয়সের আগে মৌলিক নাটক রচনায় হাত দিইনি।
>
> **[যাঁদের দেখেছি]**

যে-কালে ও যে-সমাজে গিরিশচন্দ্র বর্ধিত হয়েছিলেন—তার মধ্যে মদ্যপান, গণিকা পোষণ, উইল-জাল, সম্পত্তি-ফাঁকি, কন্যাদায়, এটর্নির চক্রান্ত, ডিক্রিজারি, সম্পত্তিনাশ অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। গিরিশচন্দ্র নিজে সমাজের এই কদর্য রূপ দেখে কাতর ছিলেন, তাই তিনি তাঁর নাটকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের এই ক্ষতস্থানগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছিলেন। একে তিনি তাঁর 'মিশন' বা ব্রত বলে মনে করেছিলেন।

তাঁর সামাজিক নাটকে চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে শ্রীসুকুমার সেন লিখেছেন "গিরিশচন্দ্রের ট্রাজেডিতে নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছাপ বড় দেখি না।" এ মন্তব্যের বিরোধিতা করা চলে না। তবু গিরিশচন্দ্র যখন হীনচরিত্র দুলালচাঁদ বা মোহিনীমোহনের মধ্যেও একটি রুপোলী রেখা আঁকেন তখন তাঁর মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। দীনবন্ধু মিত্রের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক নাট্যকার হতে গেলে 'অভিজ্ঞতা' ও 'সহানুভূতি'র সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে এই দুটি গুণের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল। গিরিশচন্দ্রের মধ্যেও তার খুব অভাব দেখা যায় না। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'বলিদান' ও 'প্রফুল্ল' ট্রাজেডি হিসাবে সার্থক নয় সত্য, কিন্তু এই দুই নাটকের প্রায় সমস্ত নরনারীই সজীব ও সত্য।...মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের ভাষাকে তিনি শিল্পের স্তরে উন্নীত করেছেন, দীনবন্ধু মিত্র ছাড়া এক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই।
>
> **[ভূমিকা, গিরিশরচনা সম্ভার]**

গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার আরেকটি ধারা বিকশিত হয় 'অবতার' বা 'মহাপুরুষ'-কল্প চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা। 'চৈতন্যলীলা', বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'কালাপাহাড়', 'বুদ্ধদেব চরিত', 'শঙ্করাচার্য' প্রভৃতি নাটক তার দৃষ্টান্ত। বৈষ্ণবভক্তিপথ, বুদ্ধদেবের অহিংসামার্গ ও শঙ্করাচার্যের বেদান্ত-দর্শন ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার এই বিশিষ্ট দিকগুলিকে তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যরচনার উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কিরূপে ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া নাটকের উন্নতি সাধিব'—তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর উপদেশাবলী শ্রবণ করে গিরিশ-চন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তাঁর পৌরাণিক, ভক্তিমূলক এমন কি সমাজ-ভিত্তিক নাটকেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট :

> যে শালা কেঙ্গলীবৃত্তি না করে, সে শালাই পাগল।...দুহাতে দু মুঠো ধুলো ধর না কেন, বল এই আমার টাকা, এই আমার টাকা।
>
> **[নসীরাম]**

কিংবা

যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি
বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লা, গড,
ঈশ্বর, যিহোবা, যিশু নামে নানাস্থানে
নানা জনে ডাকে সনাতনে।

[চিন্তামণি, কালাপাহাড়]

অথবা

আমি পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলাম, কিন্তু শান্তি পাইনি কেন জান? মুখে বলতেম নিষ্কাম ধর্ম, নিষ্কাম কর্ম, কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম উপার্জন করতে পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করেছি—ফল-কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকার্যে রইলেম,—রইলেম কি জগতে মিশলেম।

[কালীকিঙ্কর, মায়াবসান]

উৎকলিত অংশ তিনটির প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের এবং তৃতীয়টিতে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তির প্রতিধ্বনি। এ ধরনের আরো উদ্ধৃতি বাহুল্য বোধে দেওয়া হল না। গিরিশচন্দ্র কর্তব্যবোধে নিষ্ঠাভরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা ও আদর্শকে নাটকের মধ্য দিয়ে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নাট্যগুণের (dramatic art) দিক থেকে অথবা শিল্পগত উৎকর্ষের দিক থেকে 'অবতার'-'মহাপুরুষ' পর্যায়ের 'কালাপাহাড়', 'শঙ্করাচার্য' প্রভৃতি নাটক উচ্চ প্রশংসার দাবি করতে পারে না। 'বুদ্ধদেব চরিত'কে অবশ্য এদের মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করতে হবে। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের জন্য, দর্শকের মনোরঞ্জনকে মুখ্যকর্ম ভেবে এই নাটকগুলি প্রণয়ন করেন নি। ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন এবং প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টা প্রবলভাবে চলেছিল। গিরিশচন্দ্র এই আন্দোলন ও প্রচেষ্টার সঙ্গে মনে-প্রাণে যুক্ত ছিলেন—তার ভাবাদর্শকে তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তবুও তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'জনা' এবং ভক্তিমূলক নাটকের মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল' চরিত্র-প্রধান ও ঘটনা-পুষ্ট হওয়ায় বিশেষ নাট্যগুণসম্পন্ন হতে পেরেছে। গিরিশচন্দ্র বলতেন : "আমি আগে নায়ক চরিত্র কল্পনা করি, তার পর সেই চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে ঘটনা প্রভৃতি সৃষ্টি করি।" তিনি এই নীতি ঘোষণা করলেও নাটক রচনার সময় কিন্তু এই রীতি সর্বদা মেনে চলতে পারেন নি। তবে পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক নাটকের যেগুলিতে তিনি 'চরিত্র'কে প্রধান করেছেন সেখানে বহুল পরিমাণে সার্থকতা অর্জন করেছেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকে মূল 'চরিত্র'কে প্রধানরূপে উপস্থাপিত করায় নাটকের অবয়ব ও রস-সৃষ্টি উভয়ই অপেক্ষাকৃত উন্নত হতে পেরেছে।

এগার। যে-যে গুণ নাট্যকারকে যশের শিরোপা পরায় তাদের মধ্যে সংলাপ রচনা ও যোজনায় দক্ষতা প্রধান। গিরিশচন্দ্র সংলাপ রচনায় সতর্ক ও সুদক্ষ নাট্যকার। তাঁর প্রত্যক্ষ মঞ্চাভিজ্ঞতা থাকায় প্রতিটি চরিত্রের উপযোগী নিখুঁত সংলাপ রচনায় তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন। সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রী তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের পরিধিভুক্ত। তাদের সংলাপ বহুলাংশে তখনকার উত্তর-কলিকাতার কথ্য বা ককনি-নির্ভর। এখনকার পাঠকের কাছে সে-সংলাপ কখনও বা আংশিকভাবে 'ইতর' বলে মনে হতে পারে—গিরিশ-যুগের দর্শকদের কাছে কিন্তু মনে হত না। যে-চরিত্রটি যেমন তার মুখে ঠিক তার উপযুক্ত সংলাপ বসানো সহজসাধ্য নয়—গিরিশচন্দ্র কিন্তু এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। তিনি বলেন :

Dramatic dialogue মানে কথাগুলি এমনভাবে গাঁথা থাকবে যে প্রত্যেক কথাই action indicate করবে। তাতে এক বা একাধিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবে।

[গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য]

এ সূত্র তাঁর নাটকে যথার্থভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। সাধু ও শঠ, মহৎ ও লম্পট, স্ত্রী-পুরুষ, ভদ্র-ইতর, সর্বশ্রেণীর সর্ববৃত্তির চরিত্রের মুখে স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী ঠিক-ঠিক ভাষা যোগাতে তাঁর চেয়ে অধিকতর সফলকাম নাট্যকার বাংলাদেশে আর কেউ হয়েছেন বলে জানা নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম স্মরণে রেখেই একথা বলা যায়। শুধু গদ্য-সংলাপ নয়, তাঁর ব্যবহৃত ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দও নাট্যোপযোগী হয়েছে। 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে নাট্য-প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন মধুসূদন, উৎসাহ না পাওয়ায় 'কৃষ্ণ-কুমারী'তে প্রয়োগ করতে পারেন নি। তিনি এই অভিমতে বিশ্বাসী ছিলেন যে, 'Our dramas should be in verse and not in prose.' গিরিশচন্দ্র তাঁর সময়ের রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, বিশেষ করে অভিনেত্রীদের সুবিধার জন্য এবং তৎকালীন দর্শকদের বোধগম্যতার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙে 'গৈরিশছন্দ' গড়েন। স্বীকার্য যে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকে গৈরিশছন্দাশ্রিত সংলাপ আবেগচঞ্চল মুহূর্তগুলিকে অর্থবান করেছে :

মমতা এস না বক্ষে মম
জ্বল জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে!
পুত্রহন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে 'ত' সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দুবারি যেন নাহি ঝরে!
[জনা]

কিংবা

মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা এ সকলি!
হেরি আজ নিবিড় আঁধার;
আমি কার, কে আছে আমার?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?
শূন্য অভিপ্রায়ে,
ঘুরিতেছি নশ্বর—নশ্বর ছায়া মাঝে,
কোথা কে আছ আমার?
দেখা দাও, যদি থাকে কেহ—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
প্রাণমন করি সমর্পণ।
[বিল্বমঙ্গল ঠাকুর]

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। মানতে হবে যাত্রাওয়ালা ব্রজমোহন রায় (১৮৩১-৭৫) 'দানববিজয়' নাটকে বা কবি-নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকে (১৮৮১) তাঁর পূর্বে এই ছন্দের প্রয়োগ করলেও এই ধরনের সংলাপ রচনার ধারে-কাছেও তাঁরা আসতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় লেখেন, "গিরিশবাবুর এইরূপ 'মুক্তছন্দ' আমরা পছন্দ করি।" অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'সাধারণী' পত্রিকায় লেখেন, "এতদিনে বোধকরি বাঙ্গালাভাষা নাটকের উপযোগী পরিচ্ছদ চিনিয়া লইয়াছে।" গিরিশচন্দ্রের ছন্দ-প্রয়োগ সম্পর্কে ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের মত উৎকলনযোগ্য :

> গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকগুলিতে বহুস্থলে একপ্রকার অমিল মুক্তক ছন্দের ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর এই বিশিষ্ট ছন্দটি [রবীন্দ্রনাথের] 'নিষ্ফল কামনা'র পূর্বেই উদ্‌ভাবিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রযুক্ত বিশিষ্ট ছন্দটি 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' বা 'গৈরিশছন্দ' নামে পরিচিত। গিরিশ-চন্দ্র এই ছন্দটি প্রথম ব্যবহার করেন 'রাবণবধ' নাটকে।...রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই সন্ধ্যাসঙ্গীতের 'ভাঙাছন্দ' নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি 'রাবণবধ'-এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ সন্ধ্যাসঙ্গীতের ভাঙাছন্দ রচনায় গিরিশচন্দ্রের আদর্শে উৎসাহিত হয়েই বলা হয়েছে "গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী

হইলাম।" বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গিরিশচন্দ্রের ছন্দ আর রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দ ঠিক সমজাতীয় নয়। ছন্দের পর্বিভাগ ও যতিস্থাপনেও দুই ছন্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে; তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছন্দে প্রবহমানতার দিকে ঝোঁক বেশী এবং গৈরিশছন্দ অপেক্ষাকৃত কম প্রবহমান, অনেক স্থলেই অনেকটা কাটাকাটা গোছের। এই পার্থক্যের কারণও সুস্পষ্ট; পঠিতব্য কবিতা ও অভিনেতব্য নাট্যের প্রয়োজনেই এই ছন্দ দুজনের হাতে দুইরূপ ধারণ করেছে।

[ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ]

গিরিশচন্দ্র প্রতি চরণে চোদ্দমাত্রা বজায় রেখেও মধুসূদনের অনুগামীরূপে সংলাপ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কালাপাহাড়' নাটক থেকে একটি অংশ উৎকলিত হল :

তাপ রবে, তাপ রবে, প্রলয়ে এ তাপ
না নিভিবে; অনুতাপ কোথা পাবে স্থান
মম হৃদে? বিষ অগ্নিতাপে হৃদাগারে
অনুতাপ পশিবে না ডরে। অনুতাপ
হৃদে! যাও, ছায়ার শরীরী ছায়াময়
রসাতলে, শূন্যে বা অরণ্যে, মরুভূমে
তিমির আগারে, ঘোর সাগর গহ্বরে
সুমেরু জঠরে, বন্ধ রহ চিরদিন
তরে; ত্যজ জীবলোক আলোক-আবাস
রহ রে অশান্ত আত্মা নিবিড় তিমিরে।

[৩য় অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক]

বারো। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক যে তাঁর কালকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি এ সিদ্ধান্তে দ্বিমত নেই। আজ মঞ্চ, নাটক, দর্শক, রুচি সবকিছুর রূপান্তর অনিবার্যভাবে ঘটে গেছে। বক্তব্যের দিক থেকে ভক্তিরসের প্রাবল্য, দেশপ্রেমের আবেগ অথবা বেদান্ততত্ত্বের ব্যাখ্যা এখনকার কালে জনপ্রিয় হতে পারে না। তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে হত্যা, আত্মহত্যা ও মৃত্যুর অতিনাটকীয়তা থাকায় আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক বাস্তবধর্মী নাটকের সঙ্গে তাদের মিল নেই। কিন্তু তাদের আবেদন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে—এরকম দাবি অসঙ্গত বলে মনে করি। ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে রচিত মেলোড্রামা সম্পর্কে নাট্যসমালোচক নিকল লিখেছেন :

> A melodrama of the early 19th century may be lacking entirely all the graces of style and even of adequate characterization, but when it was originally played, and *even now when it is revived* it may possess those theatrical qualities which Schlegel defined as meant to provide an impression on an assembled multitude to rivet their attention and to excite their interest and sympathy.

[*Theory of Drama*]

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের অভিনয় সম্পর্কে ঐ মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করা চলে। তার একটি প্রধান কারণ গিরিশচন্দ্র নাটকের action, যাকে অ্যারিস্টটল 'the vital principle, the very soul of drama' বলেছেন সেই নাটকীয় ঘটনা-সৃষ্টিতে সুদক্ষ ছিলেন। অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন বলে তিনি এই দুরূহ কৌশল সহজে আয়ত্ত করেছিলেন। দর্শককে বুকচাপা নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করানো অর্থাৎ dramatic suspense বজায় রাখার আর্ট তাঁর কলমে ছিল।

গিরিশচন্দ্র অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, সে দাবি তিনি নিজে কখনও করেন নি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা অতি বিনীত :

তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ।

রঙ্গভূমি ভালোবাসি হৃদে সাধ রাশিরাশি
আশার নেশায় করি জীবনযাপন॥

সেই নেশায় তিনি জীবনযাপন করেছেন, সেখানে কোনো ফাঁকি নেই, আন্তরিকতার অভাব নেই, সাধ্যের কার্পণ্য বা সততার দৈন্য নেই। তাই যতদিন বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ থাকবে ততদিন তাঁর নাম বেঁচে থাকবে এ ঘোষণা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণযোগ্য।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

গিরিশচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা

শকাব্দ। ১৭৬৫। ১০। ১৪। ৪। ৩৫
(সন ১২৫০, ১৫ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারি
১৮৪৪ খৃঃ সোমবার শুক্লাষ্টমী)

[গিরিশচন্দ্র : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

বংশ-লতিকা

গিরিশচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহ
[ইনিই কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে বাস করেন]

- রামলোচন
  - রামরতন
    - রামনারায়ণ (নিঃসন্তান)
    - গঙ্গানারায়ণ (নিঃসন্তান)
    - হরিনারায়ণ (নিঃসন্তান)
    - নীলকমল
      - ১ কৃষ্ণকিশোরী
      - ২ নিত্যগোপাল
      - ৩ কৃষ্ণকামিনী
      - ৪ কৃষ্ণভামিনী
      - ৫ দক্ষিণাকালী
      - ৬ কৃষ্ণরঙ্গিনী
      - ৭ প্রসন্নকালী
      - ৮ গিরিশচন্দ্র
        - সুরেন্দ্র
        - সরোজিনী
      - ৯ কানাই
      - ১০ অতুল
      - ১১ ক্ষীরোদ
      - ১২ কন্যা
    - মাধব (অবিবাহিত অবস্থায় মৃত)
  - হরিশচন্দ্র
    - বিন্দুবাসিনী (কন্যা)
      - দেবেন্দ্রনাথ বসু
- কার্তিক
  - কালীপ্রসাদ
    - দ্বারিকানাথ
      - কেশব
      - হরি
    - নবকৃষ্ণ
      - রাজকৃষ্ণ
      - উপেন্দ্র
      - শ্রীকৃষ্ণ

[গিরিশচন্দ্র : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সাহিত্য-সাধনা

অকালবোধন : রচনাটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'নাট্যরাসক'। 'রাসক' সম্পর্কে **বিশ্বনাথ কবিরাজ** রচিত সাহিত্যদর্পণে লেখা হয়েছে :

রাসকং পঞ্চপাত্রং স্যান্মখনির্বহণান্বিতম্।
ভাষাবিভাষাভূয়িষ্ঠং ভারতীকৈশিকীযুতম্॥
অসূত্রধারমেকাঙ্কং স বীথ্যঙ্গং কলান্বিতম্।
শিষ্টনান্দীযুতং খ্যাতনায়িকং মূর্খনায়কম্॥
উদাত্তভাববিন্যাসসংশ্রিতং চোত্তরোত্তরম্।
ইহ প্রতিমুখং সন্ধিমপি কেচিৎ প্রচক্ষতে॥

[সাহিত্যদর্পণ ৬।৫৪৮]

অর্থাৎ 'রাসক'-এ পাত্র-পাত্রী পাঁচজন। এই ধরনের নাটকে নানা প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হবে এবং ভারতী কৈশিকী রীতিতে বর্ণিত হবে। এখানে সূত্রধারের আবশ্যক নেই। এই নাটক বীথি, অঙ্গ ও কলাযুক্ত হবে। নান্দী শিষ্টার্থযুক্ত, নায়িকা বিখ্যাতা ও নায়ক মূর্খ হবে। উত্তরোত্তর ভাবোচ্ছ্বাস বাহুল্যরূপে বর্ণিত হবে এবং প্রতিমুখে সন্ধি থাকবে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

গিরিশচন্দ্রের 'অকালবোধন' দুটি দৃশ্যসম্বলিত একাঙ্ক নাটক (১৮৭৭)। পাত্রপাত্রীর সংখ্যা পাঁচের বেশি। নায়িকা বিখ্যাতা এবং নায়ক মূর্খ নয়। কাজেই গিরিশচন্দ্র সাহিত্যদর্পণের সংজ্ঞা মেনে এই গীতবহুল নাটকটি লেখেন নি। ন্যাশনাল থিয়েটারের লিজ নিয়ে গিরিশচন্দ্র নিজে নাটক রচনায় হাত দেন। কিন্তু ১৮৭৬ সালে 'Dramatic Performances Control Bill' পাশ হওয়ায় থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ গীতিনাট্য বা অপেরা এবং বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি-ঔপন্যাসিকদের রচনার নাট্যরূপ ভিন্ন স্বেচ্ছামত নাটক অভিনয় করতে সাহসী হতেন না। 'আগমনী' ও 'অকালবোধন' তারই ফল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র 'মুকুটাচরণ মিত্র' ছদ্মনামে এই রচনাদুটি প্রকাশ করেন। তখনকার দিনের রঙ্গমঞ্চে দুর্গাপূজা, দোল-উৎসব বা শিবরাত্রি উপলক্ষে দর্শকদের তৃপ্তি ও তুষ্টিদানের জন্য প্রথমে ঐ ধরনের সংক্ষিপ্ত নাটিকা অভিনীত হত। এখনও এ-রীতি বর্জিত হয়নি। 'অকালবোধনে' গিরিশচন্দ্র নিজে রামচন্দ্রের ভূমিকা নেন। নাটকটির প্রথম দৃশ্যে ইন্দ্রসভায় নারদের আগমন এবং রামচন্দ্রকে ঘটে দেবী-অর্চনার জন্য ইন্দ্র যেন অনুরোধ করেন এই উপদেশ দান। দ্বিতীয় দৃশ্যে রামচন্দ্রের ঘটে দেবীর অর্চনা, হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ন, গণনা-কালে একটি পদ্মের অভাব, রামচন্দ্রের একটি চক্ষু উৎপাটনের সংকল্প, ভগবতী কর্তৃক বাধাদান, দশাননকে পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতি—বর্ণিত হয়েছে। এ সবই বাঙালী দর্শকের পরিচিত ও প্রিয় বস্তু। এ রচনায় নাট্যগুণ কিছু নেই—তবে সংগীত রচনায় গিরিশচন্দ্রের শক্তির প্রমাণবহ।

দোল-লীলা : যেমন দুর্গাপূজা উপলক্ষে 'অকালবোধন' রচিত ও অভিনীত হয়, 'দোল-লীলা' নাটিকাটিও সেই ধরনের রাসক। গিরিশচন্দ্রের পরম সুহৃদ কেদারনাথ চৌধুরী ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'দোল-লীলা'র প্রকাশকের জায়গায় তাঁর নাম পাওয়া যায়। তিনি নাটিকাটির ভূমিকায় লিখেছেন :

> ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতৃ ও অভিনেত্রীগণের কার্য সৌকর্যার্থে মাত্র দোললীলা নামক অত্র নাট্যরাসক পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকারের গানগুলি রচনা করিবার সময় দুটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রথমটি, দোললীলা আদ্যন্তই আনন্দ-সূচক, অন্যরসের কিছুমাত্র সমাবেশ থাকে না। অথচ নাট্যাকারে লিখিত হইলে অপর রসের অবতারণার প্রয়োজন। সুতরাং গ্রন্থকারকে প্রাচীন রাসলীলা হইতে ইহার আভাস লইতে হইয়াছে। দ্বিতীয়টি, হোরি শ্রেণীর গীতি বঙ্গভাষায় ছিল না। হিন্দীভাষায় ইহার প্রাচুর্য দেখা যায়, তাহাতে কবিই গায়ক, সুরের ও ছন্দের জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হয় না, আমাদের গ্রন্থকারের হিন্দীগানের অবয়বের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে; অনুরোধে কবিতা হয় না। ইহাতে কবিত্ব আছে কিনা, জানিয়া সাধারণে দেখিবেন।

প্রকাশক রচনাটিকে **'নাট্যরাসক' বলেছেন কিন্তু এটি** একাঙ্ক রচনা নয়। শুরুতে 'প্রস্তাবনা' ও শেষে 'পট-পরিবর্তন' ছাড়া দুটি অঙ্ক রচনাটিতে স্থান পেয়েছে। প্রতি অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্ক। অকালবোধনে গদ্য সংলাপ ছিল। কিন্তু দোল-লীলা সঙ্গীতসর্বস্ব, গদ্য সংলাপের চিহ্ন নেই। সেদিক থেকে রচনাটিকে 'নাট্যগীতি' আখ্যাদান সংগত। গোপালগণ, কৃষ্ণ, রাধিকা ও সখীগণ পাত্রপাত্রী। বাংলাদেশে রাধা-কৃষ্ণলীলা সুপরিচিত—জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রথম গীতিনাট্য। গিরিশচন্দ্র সেই ধারাকেই রক্ষা করেছেন। 'পটপরিবর্তন' পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের ব্যবহৃত একটি নাট্যকৌশল। জনা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রভৃতি নাটকেও এই রীতি অবলম্বিত হয়েছে। পরে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'দোল-লীলা' নামে নৃত্যবহুল গীতিনাট্য ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করান (৮ মার্চ, ১৮৯৮)। নৃপেন বসু ও কুসুমকুমারীর দ্বৈত গীত 'কেন রং দিলি এ ঢং করে' খুব জনপ্রিয় হয়।

সীতার বনবাস : ১৮৮১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রতাপচন্দ্র জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নাটকখানি চার অঙ্কে সমাপ্ত। প্রতি অঙ্কে দৃশ্যাবিন্যাসে সমতা নেই। তৃতীয় অঙ্কে একাদশ গর্ভাঙ্ক, অথচ চতুর্থ অঙ্কে মাত্র একটি গর্ভাঙ্ক। গিরিশের পূর্বে 'বিধবাবিবাহ নাটক' (১৮৫৬) রচয়িতা উমেশচন্দ্র মিত্র 'সীতার বনবাস নাটক' (১৮৬৬) লেখেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' গ্রন্থ অবলম্বনে। স্মরণীয় যে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'সীতার বনবাস' নাটকখানি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ-পত্রে তিনি লেখেন :

পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

শ্রীচরণেষু,

গুরুদেব দীননাথ,

মাতৃভাষা জানিনা বলা, ভাল নয়, মন্দ। মহাশয়ের 'বেতাল' পাঠে বুঝিলাম। আশ্চর্য্য! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।

কলিকাতা, বাগবাজার
মাঘ ১২৮৮

সেবক শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাটকখানির প্রথমেই সীতাবর্জনের ইঙ্গিত অর্থাৎ dramatic irony ব্যবহৃত হয়েছে। দুর্মুখের কাছে সীতাচরিত্র সম্পর্কে প্রজাদের সন্দেহবার্তা শুনবার পূর্বে রামচন্দ্র একটি দুঃস্বপ্নের বিবরণ দিয়েছেন লক্ষ্মণকে, যেন অশ্রুমুখী মন্দোদরী, তারা ও নিকষা তিনজন একসঙ্গে বলছে :

মিথিলায়, অযোধ্যায়
কহে জনে জনে, "সতী নারী তব সীতা"—
সেই ব্যঙ্গস্বর
এখন' জাগিছে অন্তরে আমার।

ভিন্নার্থে হলেও 'ম্যাকবেথ' নাটকের তিন ডাইনির 'সংস্কার' হয়তো এর **পিছনে ছিল। এই স্বপ্নের** উপস্থাপনা দ্বারা রামচন্দ্রের সীতাচরিত্রে সন্দেহ ও ঈর্ষার যৌক্তিকতা **প্রতিষ্ঠা/সহজ হয়েছে।** দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সীতার স্বপ্নবর্ণনায়ও dramatic irony ঘটেছে :

সখি! দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন,—
যেন তপোবন মাঝে—
নাথের চরণ-তলে ধরণী-শয়নে—
সুন্দর সন্তান করিতেছে স্তন পান;

এই দুটি স্বপ্ন প্রসঙ্গ বাল্মীকি, কালিদাস বা কৃত্তিবাস কারও কাব্যে নেই। গিরিশচন্দ্র নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য এই দুটি স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছেন। সীতা কর্তৃক রাবণের চিত্র অঙ্কন এবং অকাল-

নিদ্রায় সেই চিত্রের 'পর শয়ন কৃত্তিবাসের কল্পনা। গিরিশ কৃত্তিবাসী কল্পনাকে আশ্রয় করেছেন। যেমন নিয়েছেন তৃতীয় অংকে 'নিকষা' চরিত্রের সহায়তা। লব-কুশ কর্তৃক রাজসূয় যজ্ঞাশ্ব ধৃত হলে যে-যুদ্ধ হয় সেই প্রাঙ্গণে সহসা নিকষার আগমন, লব-কুশের ললাটে মহীরাবণের গৃহ থেকে আনীত মোহিনী-সিন্দুর লেপন—কোনও পুরাণ, কাব্য বা জনশ্রুতিতেও নেই। এখানে নিকষাকে দেখানো হয়েছে মূর্তিমতী প্রতিহিংসা রূপে—যেন গ্রীক্ নাটকের 'ফিউরি'র মতো। ('জনা' নাটকে 'জনা', 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকে 'জহরা'ও প্রতিহিংসারূপিণী চরিত্র।) লব-কুশের যুদ্ধে নিকষার উপস্থিতি অবিশ্বাস্য হলেও চরিত্রটি বেশ নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। বাল্মীকি বা ভবভূতির বর্ণিত রাম চরিত্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের রাম চরিত্রের সাদৃশ্য নেই। বাল্মীকির অপবাদভয়ভীত রাম সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করলেও অন্তরে তাঁকে শুদ্ধা বলে জানতেন। ভবভূতির রাম প্রজানুরঞ্জনের জন্যই সীতাবনবাসের উদ্যোগ করেন। এই নাটকে রামচন্দ্রের চেয়ে লক্ষ্মণ চরিত্রটি অধিকতর কৃতিত্বের দাবি করে। 'সীতা' চরিত্রটি নাট্যকারের গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধালাভ করায় চরিত্রটি আদর্শ পতিব্রতা নারীরূপে, বাৎসল্য ও স্বামীভক্তির প্রতিমূর্তিরূপে দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। কোনও কোনও স্থলে সীতার সংলাপ উচ্চ শিল্প-মূল্য পাবার অধিকারী:

ঝর ঝর বারিধারা,
বজ্র অগ্নি নাচ চারিদিকে;
প্রলয় পবন বহ বৈশ্বানর-শ্বাস,
চূর্ণ কর সুমেরু শিখর,
উথল সাগর, ধরা যাও রসাতলে,
রাম হেন স্বামী মম বাম,—
রে লক্ষ্মণ! রে লক্ষ্মণ! রে লক্ষ্মণ!

[২য় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

'সীতার বনবাস' করুণরসাত্মক নাটক হলেও সীতার পাতাল প্রবেশ দিয়ে তার সমাপ্তি হয়নি। পৌরাণিক নাটক ট্রাজিক বা বিষাদান্ত হওয়া গিরিশচন্দ্রের কাম্য ছিল না। সেজন্য নাটকের শেষে "শূন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপে সীতার আবির্ভাব" দেখানো হয়েছে। এই সমাপ্তিতে তখনকার দর্শকেরা তৃপ্ত হত। গিরিশচন্দ্রের যুগের দর্শক ও শিশির ভাদুড়ির যুগের দর্শকের রুচি সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়েছিল, সেজন্য যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটকের সমাপ্তি ভিন্নরূপ।

গিরিশচন্দ্র 'সীতার বনবাস' রচনাকালে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ বিস্মৃত হন নি। কোন কোন স্থলে প্রায় আক্ষরিক অনুসরণ দেখা যায়। সীতার বনবাসের অভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৮, ফাল্গুন) 'সীতার বনবাস' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন:

> গিরিশবাবুর রচিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যগুলিতে তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন ও তাহা অনেকস্থলে কবির ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। * * * যতগুলি ঘটনা লইয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, তাহা একটি ক্ষুদ্রায়তন দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিস্ফুটভাবে বর্ণিত হইতে পারে না। ইহাতে সমস্তটার একটি ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে কবিতার অভাব নাই। সীতা বর্জনের ভার লক্ষ্মণের প্রতি অর্পিত হইলে লক্ষ্মণ রামকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর। যদিও বনবাসের পর সীতার বিলাপ সংক্ষেপ ও মর্মভেদী হয় নাই, দীর্ঘ ও অগভীর হইয়াছে, তথাপি সীতার শেষ প্রার্থনাটি অতি মনোহর হইয়াছে। যখন পৃথিবীতে জীবনের কোন বন্ধন নাই, অথচ জীবন রক্ষা কর্তব্য, তখন দেবতার কাছে এই প্রার্থনা করা, সন্তান-বাৎসল্য ভিক্ষা করা,—
>
> 'জগৎ-মাতা
> শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম,
> ছিন্ন অন্য ডুরি

প্রেমে বাঁধা রেখ না সংসারে;
ওরে কে অভাগা এসেছ জঠরে!'

অতি সুন্দর হইয়াছে।

'যবে গভীরা যামিনী বসি দ্বারে
শিশু দুটি ঘুমায় কুটীরে
চাঁদ পানে চাহি কাঁদি সই
চাঁদ মুখ পড়ে মনে।'

এই সকল কথায় সীতার বেশ একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে।"

সীতাহরণ : 'রাবণবধ' অভিনয়ের জনপ্রিয়তার ফলে গিরিশচন্দ্রের রামায়ণ কাহিনীভিত্তিক নাটক পর-পর রচিত ও অভিনীত হতে থাকে—'সীতাহরণ' সেই ধারার নাটক। দণ্ডকারণ্যে রাবণ-ভগিনী সূর্পনখার লাঞ্ছনা থেকে হনুমান কর্তৃক লঙ্কাদহন ও সীতার অভিজ্ঞান আনয়ন পর্যন্ত এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। 'সীতার বনবাস' নাটকের তুলনায় 'সীতাহরণ' দুর্বল রচনা। কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে কৃত্তিবাসী রামায়ণই গিরিশের আদর্শ হয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে সূর্পনখা অতিমাত্রায় লৌকিক ও কমিক চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছে, তার সংলাপে কলকাতার কক্‌নি ব্যবহৃত হওয়ায় নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও বা কবি-ঢপ-পাঁচালী-যাত্রার ঢঙে মধ্য ও অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে :

বলি হে মাথার কিরে, চাও না ফিরে,
কথা যদি কইতে নার;
চলেছ নুইয়ে মাথা, কও না কথা,
ভেলা গরব করতে পার!
তোমারে যতন করে হৃদ্-মাঝারে
রাখব ওরে মন-মজানে!
[১ম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

রাম চরিত্র কৃত্তিবাস অনুসারী। বালীবধের কৈফিয়ৎস্বরূপ কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র বলেন :

করিয়াছি মিত্রতা পাবকসাক্ষী করি।
কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি॥ **[কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড]**

গিরিশচন্দ্রের রাম তার প্রতিধ্বনি করেন :

মিত্র-সত্যে ছাড়িলাম শর
[৪র্থ অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

কিন্তু পৌরাণিক নাটকে ভক্তিভাব প্রদর্শিত হওয়া কাম্য। তাই গিরিশচন্দ্রের রাম-শরে জর্জরিত বালী রামচন্দ্রের উদ্দেশে বলেন:

নারায়ণ পূর্ণ সনাতন
দীননাথ—দীনে দেহ পদছায়া।
আছি বদ্ধ মায়ার সংসারে,
মায়া নাহি টুটে দেব,
দীন অঙ্গদেরে দেখ তুমি। **[তদেব]**

রাবণ চরিত্রেও নতুনত্ব কিছু নেই। তবে কৃত্তিবাসের তুলনায় তার দাম্ভিক রূপটি বেশ ফুটেছে :

ঘুষিবে সংসারে
দুরাচার আছিল রাবণ
সদাশয় কেহ বা কহিবে
কিন্তু,
এ সংসারে কেহ না বলিবে,
ডরে কার্য ত্যজিল রাবণ।

রাম যদি নারায়ণ,
ছলে লক্ষ্মী আনি তার হরি
উচ্চ কার্যে রাবণ না ডরে।
[২য় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

সীতা ও মন্দোদরী চরিত্রচিত্রণ সার্থক হয়েছে। পৌরাণিক নাটকে দেবচরিত্র মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই নাটকে শিবদুর্গা চরিত্র-রূপায়ণে মঙ্গলকাব্যের লৌকিক বা বঙ্গজ শিবদুর্গাকে উপস্থাপিত করেছেন। তার ফল ভালো হয়নি। অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত 'সীতাহরণ' আখ্যান-নির্ভর নাটক, নাট্যগুণে ধনী নয়।

নল-দময়ন্তী : নল-দময়ন্তীর আখ্যান ব্যাস-মহাভারতে বনপর্বে বিবৃত হয়েছে। রাজা যুধিষ্ঠির কাম্যকবনে অবস্থানকালীন মহর্ষি বৃহদশ্বকে মনঃকষ্টে বলেছিলেন যে তাঁর চেয়ে মন্দভাগ্য ও দুঃখার্ত রাজা আর নেই। তখন বৃহদশ্ব তাঁকে নিষধরাজ নলের উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ব্যাস-মহাভারতের কাহিনীকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। কনকবর্ণ হংসের দৌত্যে রাজা নল ও বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তীর অনুরাগ সঞ্চার, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর আহ্বান, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যমের নলরাজকে দূতরূপে দময়ন্তীর নিকট প্রেরণ, দময়ন্তীর নল ভিন্ন অন্য পতি গ্রহণে অসম্মতি গিরিশচন্দ্র মহাভারতের আখ্যানানুরূপ বর্ণনা করেছেন। স্বয়ম্বর সভায় ঐ দেবগণ কর্তৃক নলের রূপ ধারণ, দময়ন্তীর দেবগণকে নিজ নিজ রূপ গ্রহণের জন্য আকুল আবেদন এবং তদুত্তরে ইন্দ্রাদি লোকপালের দেবচিহ্ন ধারণ এবং দময়ন্তীর নলকে পতিত্বে বরণ, দেবগণ কর্তৃক নলকে আশীর্বাদ ও বর প্রদান—মহাভারতোক্ত এই বিবরণ গিরিশচন্দ্র অবিকল রেখেছেন। নলকে রাজ্যভ্রষ্ট ও দুর্দশাক্লিষ্ট করবার জন্য কলির চেষ্টা, দ্বাপরের সহযোগিতা প্রার্থনা, পুষ্করকে আশ্রয়, শেষ পর্যন্ত অনাচারছলে নলের শরীরে কলির প্রবেশ, নল ও পুষ্করের অক্ষক্রীড়া, রাজ্যনাশ ও নল-দময়ন্তীর বনগমন—সবই মহাভারতনির্ভর। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ, কর্কোটক নাগের নলকে দংশন, নলের রূপবিকৃতি—অযোধ্যায় ঋতুপর্ণের সারথ্য-বৃত্তি গ্রহণ, দময়ন্তীর চেদীরাজ সুবাহুর মাতার নিকট আশ্রয়লাভ, পরে পিত্রালয়ে গমন, ছল-স্বয়ম্বরের আয়োজন, রাজার সারথিরূপে নলের বিদর্ভে আগমন, সখীর মুখে সারথির অসাধারণ শক্তি ও নানাগুণের পরিচয় পেয়ে দময়ন্তীর বিশ্বাস যে সারথিই নল এ সব তথ্যই মহাভারত-অনুসারী। শেষে অশ্রু-বিসর্জনের মধ্য দিয়ে নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলন—মহাভারতের এই কাহিনী থেকে গিরিশচন্দ্র কোথাও সরে যাননি।

এই সূত্রে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, গিরিশচন্দ্রের বহু পূর্ব থেকে 'নল-দময়ন্তী' যাত্রাপালার প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন :

> কালিয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে কিন্তু তত্ত্বাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে আমোদ-প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না।

[সম্বাদ প্রভাকর; ২৮ জুন, ১৮৪৮]

এর থেকে বোঝা যায় 'নলোপাখ্যান' যাত্রা নিম্নরুচির ছিল। পাথুরিয়াঘাটার রাজভ্রাতৃদ্বয় যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন নাট্যানুরাগী ছিলেন। তাঁদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হন কালিদাস সান্যাল। তিনি মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'র অনুকরণে লিখেছিলেন 'নল-দময়ন্তী নাটক' (১৮৬৮)। তাঁর পূর্বে উমাচরণ দে ও অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথকভাবে 'নল-দময়ন্তী' নাটক রচনা করেন ১৮৫৯ সালে। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ('আপনার মুখ আপনি দেখ'-র লেখক) 'নল-দময়ন্তী নাটক' লেখেন ১৮৭৪ সালে। এই নাটকটির সমাদর হয়েছিল। প্রাণচন্দ্র দাসও 'নল-দময়ন্তী' নামে একটি যাত্রা-নাটক লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্রের পূর্বে। গিরিশচন্দ্রের নাটক নলবৃত্তান্ত-ধারার শ্রেষ্ঠ নাটক। নল-দময়ন্তীর কাহিনী পরিণামে মিলনান্তক, তবে নাটকের যথার্থ উপযুক্ত।

জীবনের এক পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাত্রা, সেই দুস্তর যাত্রায় কলি-তাড়িত নল ও দময়ন্তীর কী দারুণ ভাগ্যবিপর্যয় ও পরিশেষে বেদনার অশ্রুজলে প্রশান্তমিলন নিঃসন্দেহে উচ্চশ্রেণীর নাট্যবক্তব্য। পুরাণকাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হলেও এই নাটকে ভক্তিবাদ প্রচারের অবকাশ নেই এবং নল-দময়ন্তীর জীবন-নাট্য বিচিত্র ঘটনাসংঘাতে আকর্ষণীয়। মিলন-বিচ্ছেদ-পুনর্মিলনের শ্রেষ্ঠ নাটক সংস্কৃতে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। নল-দময়ন্তীর আখ্যানও অনুরূপ ও আরও নাটকীয় ঘটনাসমৃদ্ধ। গিরিশচন্দ্রের এই নাটকটি পুরাণকাহিনী-নির্ভর কিন্তু প্রচলিত অর্থে ঠিক 'পৌরাণিক' নয়। 'কলি' ও 'বিদূষক' এই চরিত্র দুটিতে গিরিশচন্দ্রের নিজস্বতা আছে (যেমন আছে মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকে 'কলি' চরিত্রে)। চরিত্র হিসাবে কলি যেন বিরুদ্ধ-নিয়তি, নলের জীবনকে নিয়ে পিশাচের মতো ক্রীড়ারত—গিরিশ নাটকের প্রয়োজনে 'কলি' চরিত্রটিকে খল বা 'ভিলেন' রূপে এঁকেছেন—সে একটি রূপবৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাকে কখনও মনে হয় মহাভারতের 'শকুনি' চরিত্রের সগোত্র। কখনও বা তার আংশিক মিল দেখা যায় 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের 'অহঙ্কার' চরিত্রের সঙ্গে। তার সংলাপ চরিত্রোচিত হয়েছে। 'বিদূষক' চরিত্রের মূলে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক। ঔদরিক, ভীরু, কৌতুকরসস্রষ্টা চরিত্র রূপেই সংস্কৃত নাটকের বিদূষক পরিচিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী'র বিদূষক, যার সার্থক পরিণতি 'জনা' নাটকের বিদূষক চরিত্রে—সে লোভীমাত্র নয়—প্রকৃত রাজভক্ত—নল-দময়ন্তীর দুঃখ-সুখের অংশভাক্। ঋতুপর্ণ রাজার গৃহে ছদ্মবেশী নলকে চিনতে পারে এই বিদূষক, বিদর্ভ নগরে গিয়ে সেই দময়ন্তীর সখীকে বলে :

> 'রাণী ঠাকরুণকে বলুন, বদলী চলবে না, স্বয়ং আসরে নাব্‌তে হবে। রঙ ধুনো দিয়ে চিটে ধরিয়েছে। জলে ধোবার কাজ নয়, চক্ষের জলে ধুতে হবে। চান কর্ত্তে যাচ্ছে, আমি বলি ভাণ্ কচ্চে। পেছু নিলুম, জল থেকে উঠল, থানকে থান রঙ্ বজায়। বাবা! এ আঁতের কালি মুখে ফুটে বেরিয়েছে। চল আমরা যাই। রাণীকে পাঠিয়ে দাও, আমি হেথা নিয়ে আসছি।'
> **[৪র্থ অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]**

এই বিদূষক ভারত-পুরাণ কাহিনীতে অনুপস্থিত—গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখেছেন মনোমোহন বসুর (১৮৩১—১৯১২) সতী নাটকের (১৮৭৩) 'শান্তে পাগলা' বা 'শান্তিরাম' চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের এই ধরনের বিদূষক চরিত্রের মূল। নল ও দময়ন্তী উভয় চরিত্রই সুচিত্রিত। জীবন-স্পন্দিত 'নল দময়ন্তী' নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৮৮৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর ষ্টার থিয়েটার। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। অভিনয়ে, নল, দময়ন্তী, বিদূষক ও কলির ভূমিকা গ্রহণ করেন যথাক্রমে অমৃত মিত্র, বিনোদিনী, অমৃত বসু ও অঘোরনাথ পাঠক। বিনোদিনী 'আমার অভিনেত্রী জীবন' নিবন্ধে লিখেছেন :

> ষ্টার থিয়েটারে 'নল দময়ন্তী' অভিনয় হচ্ছে। তাতে একটি সরোবরের দৃশ্য ছিল, সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে। মধ্যস্থলের পদ্মটি সবচেয়ে বড়, সেই পদ্মের মধ্য থেকে একজন কমলবাসিনী বের হতেন, বের হয়েই তিনি পা বাড়িয়ে আর একটি কম্পমান পদ্মে গিয়ে দাঁড়াতেন। এমনই ভাবে একে একে ছয়জন কমলবাসিনী বার হয়ে আসতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গানও গাইয়ে দেওয়া হত। প্রত্যহ বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গিরিশবাবু নিজে দাঁড়িয়ে সখীদের শেখাতেন। এই নৃত্যগীত অভ্যাস করতে গিরিশবাবুর কাছে তাদের যে কত গাল খেতে হয়েছিল। সরোবরের এই দৃশ্যটি দেখতে ভারি সুন্দর হত। জহর ধর মহাশয় এই সিন্‌টা সাজিয়েছিলেন, তিনি সত্যিকারের একজন কলাবিদ্ ছিলেন।

পরবর্তীকালে অমরেন্দ্রনাথের 'ক্লাসিক থিয়েটারে' নল-দময়ন্তীর অভিনয় খুব জমেছিল (১৬ এপ্রিল ১৮৯৭)। 'নলে'র ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ ও 'দময়ন্তী'র ভূমিকায় কুসুমকুমারী অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। পরে দময়ন্তীর ভূমিকায় তারাসুন্দরীও অভিনয় করেন 'ক্লাসিকে'।

বৌল্লিক-বাজার : এর পরিচয় 'বড়দিনের পঞ্চরং'। ১৮৮৬ সালে বড়দিন উপলক্ষে

(২৪ ডিসেম্বর) গুর্মুখ রায়ের ষ্টার থিয়েটারে নক্‌শা-নাট্যটি অভিনীত হয়। প্রতি বছর বড়-দিনের সময় এই ধরনের 'পঞ্চরং' গিরিশচন্দ্রকে লিখতে হত। 'বড়দিনের বখশিশ্‌', 'পাঁচ কনে' প্রভৃতি নক্‌শাগুলি তার দৃষ্টান্ত। এটি উঁচু দরের প্রহসন নয়, মধুসূদন বা দীনবন্ধুর মতো ব্যঙ্গ সৃষ্টির প্রতিভা গিরিশচন্দ্রের ছিল না। সাধারণ দর্শকদের রুচি-তৃপ্তিকারী রঙ্গরসের নাটক। 'সধবার একাদশী'র অটল এবং রামমাণিক্যের অনুকরণ ললিত ও দোকড়ি চরিত্রে লক্ষ করা যায়। উকিল খুদিরাম ও ডাক্তার পুঁটিরাম শিক্ষিত হয়েও হীনচরিত্র। মৃত ধনী পিতার অল্প-শিক্ষিত ভ্রষ্ট-চরিত্র সন্তান অটল—অশৌচ পালন করে না, শ্রাদ্ধ করে না—'রিফরম্‌ড্‌' হবার জন্য স্ত্রী-পুরুষের অবাধ-মেলামেশার লোভে শেষ পর্যন্ত তার কপালে খেমটাওয়ালীর সঙ্গলাভ ঘটে। গিরিশচন্দ্র এদেরই 'বেল্লিক'রূপে বিদ্রূপ করেছেন, তাই এই নক্‌শাটির নাম 'বেল্লিক-বাজার'। সংস্কারপন্থী বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কটাক্ষ নক্‌শাটিতে ফুটে উঠেছে।

> পুঁটি। বুঝেছ খুদিরাম, যাতে স্ত্রীস্বাধীনতা হয়, বিধবার বিবাহ হয়, খাওয়াদাওয়ার রেসট্রীক্‌শন উঠে যায়, ন্যাশনাল এনার্‌জি বাড়ে, এমন সব কাজ করতে হবে।
> ললিত। স্ত্রী-স্বাধীনতা কি?
> পুঁটি। এই আপনার স্ত্রী আমাদের সামনে আসবে, আমাদের স্ত্রী আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

অথবা

> নসী। আমি আর কারুর কথা শুনবো না। আমার দম ফেটে যাচ্ছে, আমি স্পীচ্‌ আরম্ভ করি। লেডিস এণ্ড জেণ্টেলমেন না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত কভু জাগে না জাগে না।
> ১ সংস্কা। প্রেমের কোহেল হে দয়াময়, ডাহ হৃদয় বসন্তে।
> ২ সংস্কা। Oh! poor India, where art thou, come to your own country.

রচনাটি বিদ্রূপাত্মক নক্‌শাধর্মী ঈষৎ 'হুতোম' প্রভাবিত।
'পঞ্চরং'টি রক্ষণশীল গোষ্ঠীর 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রশংসা অর্জন করেছিল :

> বেল্লিক-বাজার রুচিবিকারে ফুটিয়াছে। বেল্লিক-বাজার অভিনয়ে বড়ই ফুটন্ত! জীবন্ত! রঙ্গরুচি যে আমাদিগের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-প্রীতির মূল উল্টাইয়া আমাদিগকে পদে পদে পেষণ করিতেছে, পদে পদে স্বার্থের দায় ভদ্রাচারে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহা ইহাতে একরকম চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে।

[**নববিভাকর-সাধারণী, ১২৯৪**]

পূর্বের যাত্রার কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর-মেথরানীর সঙের অনুসরণ বেল্লিক-বাজারে আছে। পূর্ববঙ্গের 'বাঙাল'কে নিয়ে রঙ্গরস দীনবন্ধু করেছিলেন, রামমাণিক্যে, গিরিশও করেছেন :

> দোকড়ি। আমিও বাঙগলোয় দিচ্ছি, তোমার বুনির সাতে আমার পুতির বিয়া হইছে, আমিই তোমার বগ্নীপোত, কেমন গব্বস্রাব, বেরের বেরে, রেজলা।

এই দোকড়ির ভূমিকায় অভিনয় করেন অমৃতলাল বসু। পরে ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৭ সালের ১৬ এপ্রিল 'বেল্লিক-বাজার' অভিনীত হয়।

পূর্ণচন্দ্র : শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত পরিচয়ের পর থেকে (১৮৮৪) গিরিশচন্দ্রের 'অবতার-মহাপুরুষ' পর্যায়ের নাট্যরচনা আরম্ভ হয়। চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেবচরিত, বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর, রূপ-সনাতন রচনার পর গিরিশচন্দ্র 'পূর্ণচন্দ্র' রচনা করেন। নাটকটি ১৮৮৮ সালের ১৭ মার্চ তারিখে গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটারের অধ্যক্ষ ও নাট্যকার ছিলেন। দামোদর, ইচ্ছা ও পূর্ণচন্দ্রের ভূমিকাভিনয়ে মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি ও গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত) কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের আখ্যানভাগ মূলতঃ হিন্দী ভাষায় রচিত 'পূরণভক্ত' থেকে গৃহীত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের যোগী গোরক্ষনাথ ও রাজা রসালু সম্পর্কিত লোককথা তার ভিত্তি। গিরিশচন্দ্র মূল আখ্যানের সঙ্গে নিজস্ব কল্পনাসৃষ্ট কয়েকটি চরিত্র ও বহু ঘটনা যুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ দান করেছেন। পরমহংসদেবের প্রভাব নাটকটিতে সুস্পষ্ট, এজন্য নাটকটি চিহ্নিত হয়েছে 'ভগবদ্‌বিশ্বাস-মূলক' নাটকরূপে। ঈশ্বরের প্রতি অটুট বিশ্বাস ও তাঁর মঙ্গলময়রূপে চির আস্থা স্থাপনের কথা, পরমহংসদেবের বহুশ্রুত সরল উপদেশ গুরুকৃপাই যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—এ সত্য গিরিশচন্দ্র নিজে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন প্রকৃত সাধক-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। গিরিশচন্দ্র 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে পূর্ণচন্দ্র ও সুন্দরার চরিত্র অবলম্বন করে পূর্বোক্ত 'আদর্শ'গুলি নাটকে প্রকাশ করেছেন। জিতেন্দ্রিয় পূর্ণচন্দ্রের চরিত্র আদর্শ চরিত্র, অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের মতো—গিরিশচন্দ্র এইরূপ একটি সন্ন্যাসব্রতধারী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতীক এঁকেছেন। এই অকলঙ্ক চরিত্রকে দর্শক-নয়নে শুধু নয়, দর্শক-মানসে উজ্জ্বল করে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই পূর্ণচন্দ্র রূপমুগ্ধা স্বাধীনা রাণী সুন্দরার প্রেম নিবেদনের প্রত্যুত্তরে বলেন :

> অলীক সম্বন্ধ তুমি আন কি কারণ?
> দৈহিক রমণ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব কেবল,
> আত্মায় আত্মায় আত্মিক রমণ,
> সে রমণ না হয় ভঞ্জন,
> গুরু পদে একত্রে মিলন,
> আনন্দের লীলা অবিরাম;
> সঁপ মন শঙ্কর-চরণে,
> এক আত্মা হব দুই জনে,
> চিরদিন রবে,
> সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে,

[৪র্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

দৈহিক মিলন অপেক্ষা প্রেমের এই অ-পার্থিব মহিমময় আদর্শ 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ভণ্ড সাধকের ভূমিকাও আছে, যা 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের সাধককে মনে পড়ায়। তার লাঞ্ছনার সাদৃশ্য দেখা যায় দীনবন্ধুর 'জলধর' চরিত্রে হোঁদলকুতকুত-সজ্জায়। 'পূর্ণচন্দ্র' সামাজিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক নয়। গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও উপদেশ নাটকে সচেতনভাবে ফুটিয়ে তুলবার ব্রত নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের মতে পরীক্ষা ব্যতীত কোনো চরিত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয় না—সবচেয়ে বড় পরীক্ষাস্থল কামিনী। অন্ত্যজকন্যা বিমাতা যুবতী লুনার পূর্ণচন্দ্রকে প্রেম নিবেদন, তার ব্যর্থতা ও প্রতিহিংসা—গিরিশচন্দ্র নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন—তার ফলে 'লুনা' চরিত্রটি জীবন্ত এবং সেই সংঘাতে পূর্ণচন্দ্র চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়েছে। সংলাপ মোটামুটি চরিত্রোচিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পয়ারবন্ধ হওয়ায় নাটকের গতি নষ্ট হয়েছে :

> সুন্দরা। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই;
> মনোমতো ভিক্ষা দেহ দাসীরে গোঁসাই,
> অবলায় রাখ পায় ঘুচাও বিষাদ—
> দেহ হৃদয়ের চাঁদ—পূর্ণ কর সাধ,
> অভিলাষী দাসী—তব নবীন দাসী—
> মম প্রাণেশ্বর, আমি পদে চিরদাসী।

'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের কয়েকটি গান, 'এসেছে নবীন সন্ন্যাসী, আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাঁসি', 'ধরা ত দেয় না হাওয়া, ফুলে-ফুলে চলে যায়'—বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। অন্যদিকে, —নির্বিকল্প-সমাধির রূপের অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে—'যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগীশ্বর'

গানটিতে। গানটি উচ্চাঙেগর সৃষ্টি। 'পূর্ণচন্দ্র' ভগবদ্‌বিশ্বাসমূলক নাটক হলেও তখনকার দর্শকের কাছে আদৃত হয়েছিল। প্রখ্যাত সাংবাদিক, 'রেইজ অ্যান্ড রায়ৎ' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে 'পূর্ণচন্দ্র' মঞ্চস্থ হওয়ায় এমারেল্ডের মালিক গোপাললাল বিশ হাজার টাকা পান।

বিষাদ : পূর্ণচন্দ্র অভিনয়ের পর পঞ্চাঙ্ক নাটক 'বিষাদ' রচিত হয়। নাটকটি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আইডিয়াধর্মী। অপরদিকে অ-বিশ্বাস্য অতিনাটকীয় ঘটনাবহুল—নাট্যধর্মের দিক থেকে উঁচু দরের সৃষ্টি নয়। অযোধ্যার রাজা অলর্ক রাজ-বয়স্য মাধবের চক্রান্তে অলস, অসহায় ও আমোদ-প্রিয় হয়ে গণিকাসক্ত ও পত্নীত্যাগী। পত্নী সরস্বতী বালকের ছদ্মবেশে 'বিষাদ' নাম গ্রহণ করে গণিকা উজ্জ্বলার সেবক হন। পরে তাঁর ভ্রাতা কাশ্মীররাজ জিৎ সিংহ ভগ্নীর লাঞ্ছনার কথা শুনে অযোধ্যা আক্রমণ করেন। সরস্বতী উজ্জ্বলার গৃহে বন্দী অলর্ককে কয়েকটি তস্করের সহায়তায় উদ্ধার করেন কিন্তু কাশ্মীররাজের সৈন্যদের ভুলক্রমে বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। উজ্জ্বলা মাধবকে হত্যা করে নদীতে ডুবে নিজে আত্মঘাতী হয়। মৃত্যুর পূর্বে মাধবের উক্তি থেকে বোঝা যায় মাধব-অলর্ক সহোদর ভাই, অপর তিন ভ্রাতা সন্ন্যাসী। অলর্ককে সংসার থেকে সন্ন্যাসে, ভোগ থেকে বৈরাগ্যে নিয়ে যাবার জন্য মাধবের এই প্রচেষ্টা। স্বামীপ্রেমে সরস্বতীর জীবন-উৎসর্গ—'বিষাদ' নাটকে প্রধান বক্তব্য। সুন্দরাও পূর্ণচন্দ্রের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগে ভোগ থেকে ত্যাগে উন্নীত হয়েছিল। 'পূর্ণচন্দ্র' ও 'বিষাদ' নাট্যদ্বয়ে ভাবগত কিছু সাদৃশ্য আছে।

'বিষাদ' ১২৯৫ সালের ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর, ১৮৮৮) এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়। 'বিষাদ' ও 'সরস্বতী'র ভূমিকায় কুসুমকুমারী সুন্দর অভিনয় করেন। 'বিষাদ' নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের আংশিক ভাবসাদৃশ্যে দেখা যায়। 'রাজা ও রাণী' রচিত হয় ১৮৮৯ সালে এবং এমারেল্ডে অভিনীত হয় ১৮৮৯, ৩০ নভেম্বর। 'বিষাদ' নাম গ্রহণ, বালক-ভৃত্য বেশে প্রিয়সন্দর্শন থেকে শ্রীসুকুমার সেন সংগতভাবে মনে করেন যে বোওমন্ট-ফ্লেচার রচিত ফিলাস্টার (Philaster) নাটকের বেল্লারিও (Bellario) চরিত্রের সঙ্গে 'বিষাদ' চরিত্রের মিল আছে। উক্ত নাটকে ইউফ্রোসিয়া বালক-ভৃত্য সেজে বেল্লারিও নাম নিয়েছিলেন। ফিলাস্টারের প্রতি পউফ্রাসিয়ার নিঃস্বার্থ আদর্শ প্রেম সরস্বতীকে মনে পড়ায়। 'সিম্‌বেলিন'-এর নায়িকা ইমোজেন 'ফাইডেল' নাম নিয়ে পুরুষ-বেশে স্বামীর অন্বেষণে যাত্রা করেন ও নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বামীকে লাভ করেন। সম্ভবতঃ এ-চরিত্রটিকে গিরিশচন্দ্র স্মরণ করেছিলেন। 'টু জেন্টেল্‌মেন অব ভেরোনা' কমেডিতে প্রেমাস্পদ প্রোটিয়াসের জন্য জুলিয়া পুরুষের ছদ্মবেশে সেবাস্টিয়ান নাম নিয়ে দাস-বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ অযৌক্তিক নয়। 'টুয়েলফথ্‌ নাইট'-এ সিজারিও (Cesario)-বেশী ভায়োলা (Viola) চরিত্রের কথাও হয়ত গিরিশের মনে ছিল।

'বিষাদ' নাটকের কাহিনীর মূল মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত মদালসা-অলর্ক সংবাদ। গিরিশচন্দ্র পুরাণ পড়ে নাটকটি লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি তাঁর নাট্যরচনার এই পর্বে নাভাজী-দাসের হিন্দী ভক্তমালের লালদাস কৃত বাংলা পদ্যানুবাদ নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। ('বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটক রচনায় তিনি 'ভক্তমাল' গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেন)। মূল কাহিনীতে আছে, ঋতধ্বজ রাজার পত্নী মদালসা ধর্মশীলা ও বিদুষী, জন্মসিদ্ধা ও দৈববলসম্পন্না। তাঁদের চার পুত্র—বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দন ও অলর্ক। তাঁর উপদেশে প্রথম তিন পুত্র বাল্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করায় রাজা মদালসাকে অনুরোধ করেন যেন তিনি আর কনিষ্ঠ সন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে শিক্ষা না দেন। রানী স্বামীর অনুরোধে বালক অলর্ককে রাজনীতিতত্ত্ব শিক্ষা দেন। মদালসা বনগমন-কালে অলর্ককে একটি কৌটার ভিতর 'অমূল্যরত্ন' রাখতে দেন এবং বিপদকালে খুলে দেখতে বলেন। অলর্ক রাজ্যাসক্ত হলে সুবাহু ভাইকে বিষয়মুক্ত করবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সঙ্গে মিলে যুদ্ধে অলর্ককে পরাজিত করেন। অলর্ক বিপদকালে মাতৃদত্ত কৌটা খুলে দেখেন তার মধ্যে

একটি লিখন আছে। সেই লিখন পড়ে অলর্কের বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সুবাহু রাজ্য নিতে অনুরুদ্ধ হয়ে বললেন যে তাঁরা তিন ভাই ব্রহ্মপদ লাভ করেছেন, অলর্ক উদ্ধারই তাঁদের লক্ষ্য—রাজ্য বা বিষয় নয়।

ভক্তমালে স্বভাবতঃই ব্রহ্মপদের স্থলে কৃষ্ণভক্তি স্থান পেয়েছে :

কৃষ্ণভক্তি তত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল॥
সোনার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া।
দৃঢ় বন্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া॥
* * *
অলর্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িলা॥
সেই কালে মাতা দত্ত সোনার পুটিকা
মনে পড়ি গেল সেই বিপদ নাশিকা॥
* * *
পড়িতে পড়িতে হৈল বিবেক উদয়॥

গিরিশচন্দ্র এই নাটকে আখ্যান, চরিত্র, ঘটনাবিন্যাস সর্বস্তরে নতুনত্ব এনেছেন। সুবাহুকে 'মাধব' রূপে উপস্থাপিত করে এবং অলর্ককে গণিকাসক্ত দেখিয়ে আখ্যানকে ভিন্ন পথে নিয়ে গেছেন। রানী সরস্বতী স্বামি-দর্শন ও স্বামি-সেবার আগ্রহে গণিকাদাস 'বিষাদ' বেশ ধারণ করেন। এ সবই গিরিশের নতুনত্ব। নাটকটির শেষে পেশছে দর্শকেরা নাটকটির প্রকৃত রহস্য বুঝতে পারেন মাধবের উক্তিতে :

এক মাতৃগর্ভে জন্ম তোমার আমার
আছে আর তিন সহোদর!
মাতৃ উপদেশে কিশোর বয়সে,
চারিজনে হইয়াছি বনবাসী—
দিবানিশি কৃষ্ণপদ করি ধ্যান।
পরে লোকমুখে শুনি,
সহোদর সংসারে বিলিপ্ত মম।
তাই রাজা ত্যজিয়া গহন,
রাজ্যমধ্যে করিনু প্রবেশ!
আমি কনোজ মাতাই, কাশ্মীর রাজার কাছে যাই,
অন্তরের ছিল অভিলাষ নৃপমণি!
ছাড়ি রাজ্যবাস সন্ন্যাস-আশ্রম করিবে গ্রহণ
পাঁচ ভাই আনন্দে বঞ্চিব।"

হয়ত দর্শকেরা বুঝতে পারেন মাধবের চরিত্রকে, অর্থ খুঁজে পান চার ফকিরের সহসা প্রবেশ-প্রস্থান ও প্রহেলিকাধর্মী সংগীতের :

আমরা চার রকমের বিরহিণী
বিচ্ছেদে মনের খেদে ঘুরি দিবা যামিনী।
* * *
কেউ পিরীতে উঠি পড়ি, তবু পিরীত ছাড়িনা।...ইত্যাদি

এ ধরনের সংগীত বিল্বমঙ্গলেও ব্যবহৃত হয়েছে—'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে' বা 'কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন-কায়া তো রবে না' ইত্যাদি।

'বিষাদ' নাটকে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক জগৎ নেই, ভক্তমালের জগতও ঠিক ফোটে নি। ভাই অলর্ককে ভোগ থেকে বৈরাগ্যে, কামাসক্তি থেকে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত করবার জন্য যে পন্থা মাধব ও তাঁর ভ্রাতারা গ্রহণ করেছেন তা ভক্তিমূলক নাটকের পক্ষে অ-বাস্তব ও অবিশ্বাস্য। প্রেম-ভক্তিমূলক নাট্যসৃষ্টি যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে সামাজিক অতি-নাটকের ঘটনা, যথা মদ্যপান, গণিকাসক্তি, প্রতিহিংসামূলক হত্যা, আকস্মিক মৃত্যু, প্রভৃতির সমাবেশ মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

সহসা রানীর পুরুষবেশ ধারণ, গণিকা উজ্জ্বলার 'বিষাদ'-বেশী সরস্বতীর প্রতি কামজ আকর্ষণ—নাটকের আখ্যানে জটিলতা এনেছে মাত্র। 'মাধব' চরিত্রের মূল উদ্দেশ্য একেবারে শেষে বর্ণিত হওয়ায় নাটকীয় কৌতূহল (dramatic suspense) হয়ত বজায় থাকে কিন্তু দর্শক মাধব চরিত্রের ভক্ত ও শঠ দৈবতরূপকে ধরতে পারে না। সার্থক নাট্যের দিক থেকে এটি একটি গুরুতর ত্রুটি। নারীর যে-প্রেম নিঃস্বার্থ, প্রতিদান অপেক্ষা করে না, চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি' মাত্র—সেই আত্মবিলোপী প্রেমের প্রকাশ সরস্বতী-'বিষাদ' চরিত্রে। সরস্বতীর মৃত্যুর পর পত্নীশোকোন্মত্ত অলর্ককে সান্ত্বনাদানের জন্য স্বপ্নে রাজমাতার ছায়ামূর্তির আবির্ভাব এবং ব্যর্থ হয়ে সূক্ষ্ম-শরীরী সরস্বতীকে প্রদর্শন ও অলর্কের চিত্তশান্তি—গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব এই পরিকল্পনা নাটকীয় তাৎপর্য লাভ করেছে। মধুসূদন দত্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে 'পদ্মিনী'র আবির্ভাব প্রথম ঘটান পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুসরণে। 'মায়াকাননে' মৃত রাজার প্রেতাত্মা-প্রদর্শন, হ্যামলেটের প্রভাবকে স্মরণ করায়। গিরিশচন্দ্র সেই ধারাকেই অনুসরণ করেছেন—তার ফলে নাটকের প্রশান্ত পরিসমাপ্তি সম্ভব হয়েছে। অল্‌কট-ব্লাভাটস্কির থিয়সফি-প্রচারের প্রভাবও এর পিছনে হয়ত কাজ করেছে। হিন্দু নারীর পাতিব্রত্যের মহিমা এই নাটকে প্রদর্শিত হওয়ায় 'নববিভাকরসাধারণী' পত্রিকা লেখেন :

> হিন্দুরমণীর পতির কল্যাণে আত্মবিসর্জন বিরল নহে, কিন্তু পত্নীভাব বিস্মৃত হইয়া পতি প্রভু বুঝিয়া তদ্‌গতপ্রাণা হইয়া দাসীর ন্যায় থাকিতে মাত্র এই সরস্বতীকে দেখিলাম।

'বঙ্গবাসী' পত্রিকা লেখেন :

> লোকশিক্ষার জন্যই অভিনয়ের সৃষ্টি। 'বিষাদ'-এ লোকশিক্ষার প্রচুর চেষ্টা আছে। সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের অভিনয় চাতুর্যে এ চেষ্টা রঙ্গমঞ্চে আরও প্রস্ফুটিত হইতেছে। সঙ্গতিসম্পন্ন যুবক সঙ্গদোষে কুলটার কৌশলে পড়িয়া কেমন করিয়া সর্বস্বান্ত হয়, আপনার বংশমাহাত্ম্য নষ্ট করে, নীচাদপি নীচ হইয়া পশুবৎ হইয়া পড়ে—গিরিশবাবুর লেখনী কৌশলে এ পাপচিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে 'বিষাদে' চিত্রিত হইয়াছে! একদিকে এই নারকীয় দৃশ্য, অপরদিকে তেমনই পুণ্যাত্মা সতীর পবিত্র পতিভক্তি।...ইত্যাদি।

হারানিধি : গিরিশচন্দ্রের প্রথম সামাজিক বা গার্হস্থ্য নাটক 'প্রফুল্ল' ১৮৮৯ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে ষ্টারে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের জনপ্রিয়তা লক্ষ করে গিরিশ পরে 'হারানিধি' লেখেন। ষ্টার থিয়েটারে ১৮৮৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) 'অঘোর' ভূমিকায় (যাকে নাটকের শেষে 'হারানিধি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে) অত্যাশ্চর্য অভিনয় করেন। বেলবাবুর মৃত্যুর পর ষ্টারে 'অঘোর' ভূমিকায় অভিনয়ের লোক পাওয়া কঠিন হয়। তখন ষ্টারে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, দানীবাবু, নরীসুন্দরী প্রভৃতি ছিলেন। তাঁরা 'হারানিধি'র পুনরভিনয় করেন। ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ সালের ১ মে তারিখে 'হারানিধি' মঞ্চস্থ করেন এবং অঘোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। হারানিধির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অমরেন্দ্রনাথ চার সপ্তাহ-ব্যাপী প্রতি শনিবার 'হারানিধি'র অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' নাটকের বক্তব্যে ও চরিত্রসৃষ্টিতে সাদৃশ্য আছে। 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ আপন ভাই রমেশের চক্রান্তে হৃতসর্বস্ব, 'হারানিধি' নাটকে বন্ধু মোহিনীমোহনের কৃতঘ্ন চক্রান্তে হরিশ পথের ভিখারী, নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত। তবে রমেশ চরিত্রের তুলনায় মোহিনীমোহন মাত্র একটি ক্ষেত্রে 'মানুষ' থেকে গেছে—তার কন্যা হেমাঙ্গিনীর প্রতি মমতায়। 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস' নাটকে শাইলকের দুর্বলতার একটি স্থান ছিল তার কন্যা জেসিকা। গিরিশচন্দ্র তারই অনুকরণ করেছিলেন বলে মনে হয়, যদিও শাইলকের চরিত্রে যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা আছে তা মোহিনীমোহনে নেই।

উত্তর-কলিকাতার মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজে মামলা-মোকদ্দমা, দলিল নিয়ে জাল-জুয়াচুরি, ধাটপাড়ি, ওয়ারেন্ট-পুলিশ-জেল, ধনীদের মদ্যপান, রক্ষিতা-পালন, কুলকন্যা ও কুলবধূর প্রতি

পাপ-দৃষ্টি, দরিদ্রের ভিটে-মাটি উচ্ছেদ—নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। গিরিশচন্দ্র সমাজের এই রূপটি সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞ ও সচেতন ছিলেন। সেই সমাজের ছবি তাঁর সামাজিক বা গার্হস্থ্য নাটকে ফুটে উঠেছে। গিরিশচন্দ্র 'উদ্দেশ্য' সামনে রেখে নাটক লিখতেন—পৌরাণিক ও সামাজিক উভয় বর্গের নাটকের ক্ষেত্রে একথা সত্য। তিনি 'হারানিধি' নাটকে পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয়ই দেখিয়েছেন। পাপীকে ক্ষমা, প্রতিশোধস্পৃহা বর্জন, ঈশ্বরবিশ্বাস ও পরোপকারই যে পালনীয় ধর্ম গিরিশচন্দ্র 'হারানিধি' নাটকের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। 'Poetic justice' অর্থাৎ 'The doer must suffer' নীতি গিরিশচন্দ্রের নাটকে রক্ষিত হয়েছে। নাটক হিসাবে 'হারানিধি' 'প্রফুল্ল'-ধরনের হলেও প্রতিষ্ঠায় সমকক্ষ নয়। 'প্রফুল্ল' করুণ বিয়োগান্ত নাটক, তার প্রথম অঙ্কে পরিসমাপ্তির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু 'হারানিধি' নাটকের প্রথম তিনটি অঙ্ক-পরম্পরায় ট্রাজেডির যে সম্ভাবনা প্রায় গড়ে উঠেছিল, সহসা চতুর্থ অঙ্ক থেকে তার বৈপরীত্য দেখা যায় এবং পরিসমাপ্তি ঘটে কমেডিতে। শেক্সপীয়রের অক্ষম অনুকারকদের হাতে যেমন বহু 'ট্রাজি-কমেডি' গড়ে উঠেছিল গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' নাটকটি সেই পর্যায়ের। গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল' 'হারানিধি' 'বলিদান' এই তিনখানি সামাজিক-গার্হস্থ্য নাটক পর-পর রচনা করেন সেজন্য যোগেশ, হরিশ ও করুণাময় চরিত্রে যেমন সাদৃশ্য লক্ষণীয় তেমনি কাদম্বিনী ও জোবি চরিত্রে। 'হারানিধি'র নীলমাধব ও সুশীলা এবং 'বলিদান'-এর কিশোর ও কিরণময়ীর পরিকল্পনায় ঐক্য রয়েছে। মোহিনীমোহন ও হরিশ এই দুটি প্রধান চরিত্র নাটকের প্রথম দিকে বেশ জীবন্ত কিন্তু শেষের দিকে ব্যর্থ সৃষ্টি। অঘোর, নব ও কাদম্বিনীর ভূমিকা নাটকের গতি নিয়ন্ত্রণে অত্যধিক প্রাধান্য পাওয়ায় নাটকে স্থূল বাহ্য ঘটনার বাড়াবাড়ি ঘটেছে।

মোহিনীমোহনের কন্যা সুশীলার চরিত্রটি বিশ্বাস্য বা convincing হয়ে ওঠেনি। তেমনি চোর-বাটপাড় হরিশ-জামাতা অঘোরের সহসা হৃদয়-পরিবর্তনও স্বাভাবিক হয়নি। একদিকে স্থূল বাহ্য ঘটনা অপর দিকে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা 'হারানিধি' নাটককে দুর্বল করেছে।

কমলে কামিনী : 'নল-দময়ন্তী'র সাফল্য 'কমলে কামিনী' রচনার পিছনে ছিল। ষ্টার থিয়েটারে ১৮৮৪ সালের ২৯ মার্চ নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়। চণ্ডী ও খুল্লনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বিনোদিনী। পরে ক্লাসিক ও মিনার্ভা থিয়েটারে 'কমলে কামিনী' অভিনীত হয়েছে। জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত 'করুণানিধানবিলাস' (১৮১৪—১৫) গ্রন্থে আছে চণ্ডীযাত্রার কথা, 'চণ্ডীমঙ্গল' ভেঙে যাত্রার পালা হয়েছিল। 'শ্রীমন্তের মশান' যাত্রা গিরিশের বাল্যে প্রচলিত ছিল। তিনি লিখেছেন :

> আমরা দেখিয়াছি 'শ্রীমন্তের মশান' যাত্রা হইতেছে, যাহারা দারোয়ান সাজিয়াছে তাহারা 'ডোঁক ব্যাটা ডোঁক' বলিয়া হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথাটা এই, শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতেছে, কোতোয়ালেরা বলিতেছে 'ডাক ব্যাটা চণ্ডীকে ডাক'! শ্রোতারা হাসিতেছে, শ্রীমন্তের হাতে লাল রুমাল জড়ান, পীড়নের কোন চিহ্নই নাই। শ্রীমন্ত গান ধরিল—
>
> মা কোথায় আছ শঙ্করি!
> পড়ে ঘোর দায় ডাকি মা তোমায়
> বন্ধনজ্বালায় জ্বলিয়া মরি।
>
> ইহাতে শ্রোতারা অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। লাল রুমাল হাতে জড়ানোতে, বন্ধন-জ্বালা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, তথাপি শত শত ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত, সঙ্গীতে শ্রীমন্তের মশান উদ্দীপন করিয়াছে, বলিতেছে লোকা [ধোপা] কি গায়!

—এই ঐতিহ্য গিরিশচন্দ্রের মনে চির জাগ্রত ছিল। যাত্রার ভক্তিরস ও সংগীতরসে তাঁর 'কমলে কামিনী' পরিপূর্ণ। দীনবন্ধু মিত্র 'কমলে কামিনী' নাটক (১৮৭৩) লেখেন কিন্তু তার সঙ্গে 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাহিনীর কোনও সম্পর্ক নেই। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে জীবনকৃষ্ণ সেন 'কমলে কামিনী' (১৮৮৩) ও রাধানাথ মিত্র 'কমলে কামিনী' নাটক (১৮৮২) লেখেন। গিরিশচন্দ্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের 'ধনপতিপালা' অবলম্বনে 'কমলে কামিনী' রচনা করেন।

জহরলাল ধর 'নল-দময়ন্তী'র মঞ্চসজ্জায় সার্থক হয়েছিলেন। এই নাটকে কালীদহে কমলে কামিনী দৃশ্য-রচনায় তিনি খুবই কৃতিত্ব দেখান। শ্রীমন্তের ভূমিকায় বনবিহারিণীর 'কেন ভোল, দুর্গা বল, দুর্গা বল মন আমার'—গানটিতে দর্শক-শ্রোতা মুগ্ধ হত।

মলিনা-বিকাশ : নাটকটি 'গীতিনাট্য' নামে আখ্যাত হয়েছে। এর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৯০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ষ্টার থিয়েটারে। রাজকন্যা মলিনা ও রাজপুত্র বিকাশের ভূমিকায় মানদাসুন্দরী ও সুকুমারী দত্ত (গোলাপসুন্দরী) সুন্দর অভিনয় করেন। 'মলিনা-বিকাশ' রোমান্টিক কমেডি হলেও যথার্থ গীতিনাট্য হতে পারেনি, নাটকটিতে গদ্যসংলাপ কম নেই, গীতি অর্থাৎ সংগীতের মধ্য দিয়ে যেখানে নাট্যবস্তু গড়ে ওঠে, চরিত্রের সংলাপও যেখানে গীতাশ্রিত তাকেই খাঁটি গীতিনাট্য আখ্যা দান করা চলে। 'মলিনা-বিকাশ'-এ যাত্রার সঙ্গে বিলিতী অপেরাকে মেলাবার চেষ্টা হয়েছে দেখা যায়। নাটকটি সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

> ষ্টার থিয়েটার হাতীবাগানে উঠিয়া আসিবার পর মলিনা-বিকাশ গীতিনাট্য অভিনীত হয়। সঙ্গীতাচার্য রামতারণ গীতগুলির সুর সংযোজন করেন এবং নৃত্যশিক্ষা প্রদানের ভার জন-পরিচিত দর্শকপ্রিয় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হয়। কাশীনাথের সাহায্যার্থে কান্তা নামে একজন হিন্দুস্থানী নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ঢং ঢাং সমস্তই কাশী শিক্ষা দেন। Duet নৃত্যগীতে মলিনা-বিকাশই প্রথম উল্লেখযোগ্য। নৃত্যের পারিপাট্যে দর্শকবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ হন। **[রঙ্গালয়ে নেপেন]**

'মলিনা-বিকাশ' নাটকটি রচনাকালে গিরিশচন্দ্রের মধুসূদন দত্তের 'মায়া-কানন' (১৮৭৪) নাটকের কথা মনে ছিল। অবশ্য সে 'মায়া-কানন' ট্রাজেডির আর এ-নাটিকায় কমেডির পটভূমি :

> বিকাশ। ভাই বোধহয় এ কোন মায়াকানন, এখানে দেবীরা বসবাস করেন।
> **[১ম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]**
>
> * * *
>
> মহেশ্বরী।...এ দেবদেব চন্দ্রশেখরের আনন্দ-উপবন, এখানে কেউ নিরানন্দ হয় না, সকলেরি মনোবাসনা পূর্ণ হয়—যদি কিছু কামনা থাকে, আমার সঙ্গে এস,—অদূরে কাম্যবন আছে, সেথায় গেলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে।
> **[২য় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]**

মধুসূদনের অজয়, ইন্দুমতী ও অরুন্ধতীর ছায়া বিকাশ, মলিনা ও মহেশ্বরীতে পড়েছে।

পূর্বে হরিমোহন রায় (কর্মকার) 'জানকী বিলাপ' (১৮৬৮) নামে একখানি 'গীতিকা' লেখেন। তাঁর নিজের ভাষায় "তৎকালে 'জানকী বিলাপ'খানি কথঞ্চিৎ 'অপেরার' আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল।" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ও ১৮৭৯ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীতিনাট্য 'কামিনীকুঞ্জ' ইটালীয় অপেরার অনুকরণধর্মী। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় ও সঙ্গীতে নিপুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গীতিনাট্যে নবযুগ সৃষ্টি করেন। তাঁর 'মানময়ী' (১৮৮০) যার বর্ধিত রূপ 'পুনর্বসন্ত' (১৮৯৯) গিরিশচন্দ্রের 'মলিনা-বিকাশে'র পূর্বের রচনা। 'বসন্তলীলা' ও 'ধ্যানভঙ্গ' উভয়ই ১৯০০ সালের রচনা। সুরকার রামতারণ সান্ন্যালের সঙ্গে বাংলা গীতিনাট্য অচ্ছেদ্যসূত্রে বদ্ধ। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের গীতিনাট্য 'আদর্শ সতী' (১৮৭৬) কিংবা কুঞ্জবিহারী বসুর 'নিশাকুসুম' (১৮৭৭) রামতারণের দেওয়া সুরে গীতিনাট্যরূপে অভিনীত হত। সেই রামতারণের সহায়তায় গিরিশচন্দ্র 'অকাল বোধনে'র মতো 'মলিনা-বিকাশ' রচনা করেন।

নিমাই সন্ন্যাস : 'কমলে কামিনী' ও 'শ্রীবৎসচিন্তা'র অভিনয়ের পর ষ্টার থিয়েটারের জন্য গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' লেখেন। ১৮৮৪ সালের ২ অগস্ট নাটকটি ষ্টারে অভিনীত হয়ে সেকালে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই নাটকের অভিনয়ে বিনোদিনী নিমাই (চৈতন্য) ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে পরমহংসদেব তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন 'চৈতন্য হোক'। এই নাটকের অভিনয়ের পর থেকে গিরিশচন্দ্র হরিভক্তিমূলক নাটক প্রণয়নে ব্রতী হন। 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'প্রভাসযজ্ঞ', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'রূপ-সনাতন' তারই সাক্ষ্য। 'নিমাই সন্ন্যাস' অর্থাৎ

চৈতন্যলীলা, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 'চৈতন্যলীলা'র ন্যায় নিমাই ও নিতাই ভূমিকা দুইটিতে বিনোদিনী ও বনবিহারিণী অবতীর্ণ হন।

অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক 'অমিয় নিমাইচরিত' প্রণেতা শিশিরকুমার ঘোষ 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে চৈতন্যলীলার দ্বিতীয় ভাগ রচনার জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের ফল 'নিমাই সন্ন্যাস'। এই কাল শুধু হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানের (Hindu Revivalism) যুগ নয়, নব্য-বৈষ্ণব আন্দোলনেরও (Neo-vaisnava Movement) যুগ। শিশিরকুমার ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সকলেই এই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের যুক্তিনিষ্ঠা (Reason) ভক্তিবাদের স্রোতে (Faith) প্রায় ভেসে গেল। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' তারই নাট্য-নিদর্শন।

'করুণানিধান বিলাস' গ্রন্থে চৈতন্যযাত্রার উল্লেখ আছে। গিরিশচন্দ্রের সমসময়ে চাঁদগোপাল গোস্বামীর 'নিমাই সন্ন্যাস' গীতাভিনয় (১২৯১) প্রকাশিত হয়। শ্রীসুকুমার সেনের মতে গিরিশচন্দ্রের পূর্বে 'একটি মাত্র নাটক বাহির হইয়াছিল, অজ্ঞাতনামা লেখকের 'নিমাই সন্ন্যাস' (১২৮৯)'।

গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্য ভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' ভালো করে পড়েছিলেন।। লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল'ও অপঠিত ছিল না। কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'ও সম্ভবত দেখেছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে চৈতন্য-অবতারের যে কারণ বর্ণিত হয়েছে, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত কারণের সঙ্গে তার গুরুতর পার্থক্য আছে। চৈতন্য-অবতারের মুখ্য ও অন্তরঙ্গ কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এইভাবে বর্ণিত হয়েছে :

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে
সে সুখ মাধুর্য্যঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥

* * *

রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে
এই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ **(আদি, ৪র্থ)**

জীব গোস্বামী তাঁর 'ভগবৎসন্দর্ভ' অধ্যায়ে চৈতন্যাবতার সম্পর্কে লিখেছেন :

'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥'

এই 'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং' ভাবটি অর্থাৎ চৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ ভাবের যুগ্মপ্রকাশ চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রেষ্ঠ রূপ লাভ করেছে। গিরিশচন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসরণ করেছেন। তবে প্রথম অঙ্কে তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নিমাইয়ের গৃহত্যাগের রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গসজ্জা লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য থেকে গৃহীত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিতাই চৈতন্যদেবকে ভুলিয়ে শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে অদ্বৈতাশ্রমে নিয়ে আসেন—

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা যমুনা বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন॥

মাতা-ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন
সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন॥ **(মধ্য, ১ম)**

গিরিশচন্দ্র এই ঘটনাকে অবলম্বন করে নাটকে শচী-নিমাই দৃশ্যটি মর্মস্পর্শী করে রচনা করেছেন। রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ প্রভৃতি চরিত্র চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে-ভাবে বর্ণিত হয়েছে গিরিশচন্দ্র অবিকল তার অনুসরণ করেছেন। সর্বাপেক্ষা বড়ো কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে চৈতন্যদেবের অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে বিচার ও অদ্বৈতমতখণ্ডন প্রসঙ্গকে নাট্যরূপদান। চৈতন্যচরিতামৃতে পাই :

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥

* * *

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥

* * *

সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ
তিন-অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥...

'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে নিমাইয়ের মুখে গিরিশচন্দ্র হুবহু চৈতন্যচরিতামৃতের পংক্তিগুলিকেই যেন বসিয়ে দিয়েছেন। নাটকের শেষে বিরহদুঃখকাতরা মূর্ছিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মুখে 'নিমাইয়ের আবির্ভাব' দৃশ্য রচনা করে যুগপৎ নাটকীয়তা সৃষ্টি ও ভক্ত-দর্শকের মনস্তুষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু 'নিমাই সন্ন্যাস' ষ্টার থিয়েটারে বেশি দিন চলে নি। অমৃতলাল বসু এ সম্পর্কে বলেন :

> বোধ হয় এই গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবের আধিক্য—অভিনয়ে তেমন অভিব্যক্ত হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নহে, এবং সেই ভাব সাধারণ দর্শকের পক্ষে উপলব্ধি করাও কঠিন হইয়াছিল, এই নিমিত্তই 'চৈতন্যলীলা'র ন্যায় 'নিমাই সন্ন্যাস' সর্বজনসমাদৃত হয় নাই।

এই নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বিনোদিনী লিখেছেন :

> এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা প্রথম ভাগ হইতে কঠিন ও অতিশয় বড় বড় স্পীচ দ্বারা পূর্ণ। আর ইহাতে চৈতন্যের ভূমিকাই অধিক। এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার অংশ মুখস্থ করিয়া আমার এক মাস মাথার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইহার সকল স্থান কঠিন ও উন্মাদকারী; কিন্তু যখন ঠাকুরের সহিত আকার ও নিরাকারবাদ লইয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভুর ষড়্ভুজমূর্তি ধারণ, সেই স্থান অভিনয় যে কতদূর উন্মাদকারী আত্মবিস্মৃত ভাবপূর্ণ, তাহা যাহারা দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার অভিনয় না দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতেই পারিবেন না।...আমি রঙ্গালয় ত্যাগ করিবার পর এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা আর অভিনীত হয় নাই।

নাটক হিসাবে 'নিমাই সন্ন্যাস' বড়ো বেশি ছড়ানো নাটক; সেজন্য নাটকীয় সংহতি কম। তাছাড়া তত্ত্বাংশ প্রধান হওয়ায় থিয়েটারের দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হতে পারে নি। তবে 'শুকাল মালতী মালা, প্রাণনাথ এল না' গানটি দর্শকদের চিত্ত জয় করেছিল।

জনা : গিরিশচন্দ্রের রচিত জনপ্রিয় নাটকগুলির অন্যতম 'জনা' নাটক 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে ১৮৯৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল :

> Merry X'Mas Entertainments|MINERVA THEATRE|6 Beadon Street, Calcutta|Saturday, the 23rd December 1893 at 9 P.M|The first performance of New Mythological Drama|by G. C. Ghosh (my humble self) New drama|JANA|New drama|Please Join jubilation|Artistic Arrangements|Novel Niceties|Attractive Articulations|JANA|the story taken from the Ashamedha Purva of the immortal epic the Mohabharat. (22nd December, 1893).

এর পূর্বে নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের এই মিনার্ভা মঞ্চে 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ-নাটক অভিনীত হয়। সেই অভিনয়ে গিরিশের শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিনেত্রী দীর্ঘকায়া তিনকড়ি দাসী 'লেডি ম্যাকবেথ'-এর ভূমিকায় বিস্ময়কর অভিনয় করেন। 'জনা' নাটকে জনা-চরিত্রের সর্বব্যাপী প্রাধান্যের কারণ বোধ করি তিনকড়ির 'জনা'র ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ। তিনকড়ি সে-মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করেছিলেন। প্রবীরের ভূমিকাও বহুলাংশে দানীবাবুর জন্য লেখা (যেমন পাণ্ডবগৌরবের 'ভীম')। 'জনা' নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র 'বিদূষক'। প্রথম কয়েক রাত্রি বিখ্যাত নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এই ভূমিকায় অভিনয় করেন, পরে তিনি 'মিনার্ভা' ত্যাগ করলে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র 'বিদূষক' ভূমিকা গ্রহণ করে দর্শকদের চমৎকৃত করে দেন। 'জনা' নাটকের সঙ্গীতে সুরারোপ করেন দেবকণ্ঠ বাগচি ও মঞ্চ-সজ্জার ভার গ্রহণ করেন প্রখ্যাত ধর্মদাস সুর। প্রথম রজনীর অভিনয় সম্পর্কে 'অমৃতবাজার' পত্রিকা'য় লেখা হয়েছিল :

> JANA AT THE MINERVA—There was a crowded house at this place of announcement on saturday to witness the first performance of Babu G. C. Ghosh's new drama adapted from the Mahabharata. The scenic effect was grand and other arrangements were excellent. Jana, the heroine of the drama was all that would be wished, maintaining well her reputation for histrionic talent. Mr. Mustaffi was capital as Bidoosak. Several other parts were also well done.
>
> [*25 Dec. 1893*]

১৮৯৯ সালের মার্চের শেষে গিরিশচন্দ্র 'মিনার্ভা থিয়েটার' ত্যাগ করে পুনরায় অমরেন্দ্রনাথ পরিচালিত 'ক্লাসিক থিয়েটারে' ফিরে আসেন। তখন অমরেন্দ্রনাথ 'জনা' অভিনয়ের আয়োজন করেন। স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে এর পূর্বে এক রাত্রির জন্য 'জনা' অভিনীত হয়েছিল (৮ জানুয়ারি, ১৮৯৯), এবার গিরিশচন্দ্রের ফিরে আসবার পর ২৯ এপ্রিল 'জনা'র পুনরভিনয় হল। গিরিশচন্দ্র বিদূষক, হরিভূষণ ভট্টাচার্য নীলধ্বজ, তিনকড়ি জনা, অমরেন্দ্রনাথ প্রবীর ও কুসুমকুমারী মদনমঞ্জরীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

'জনা' নাটকের আখ্যানভাগ গিরিশচন্দ্র কাশীরামদাসের 'মহাভারত' গ্রন্থের 'অশ্বমেধ পর্ব' থেকে নিয়েছিলেন। মধুসূদন দত্তের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' ['বীরাঙ্গনাকাব্য' (১৮৬২) একাদশ পত্রিকা] তাঁর জনা-চরিত্রের পরিকল্পনার মূলে ছিল। 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' গিরিশচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ি বলেছেন :

> মাইকেলের প্রতি গিরিশবাবুর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। আমার যখন সতের বছর বয়স তখন গিরিশবাবুর কাছে যাই ইনস্টিটিউটে রেসিটেশন কম্পিটিশনে কি ভাবে রেশিটেসন করব শিখতে। মাইকেলের লেখার যে-অংশটি নির্দিষ্ট ছিল সেটা পড়ে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'এটাতো মাইকেলের লেখার ভালো অংশ নয়, এর চেয়ে অনেক ভালো লেখা আছে তাঁর।' এই বলে 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পড়ে শোনালেন।

'জনা' নাটক খাঁটি পৌরাণিক আখ্যা লাভের উপযোগী কিনা এ নিয়ে তর্ক ওঠা অসঙ্গত নয়। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির বিষয়বস্তু পুরাণ বা পুরাণকল্প গ্রন্থাদি থেকে

আহৃত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'জনা' সম্পর্কে ঐ উক্তি প্রযোজ্য। কিন্তু পৌরাণিক নাটক প্রধানতঃ আখ্যান-প্রধান, ভক্তিরসপ্রচারী ও গীতবহুল। 'জনা' নাটক আখ্যান-প্রধান হয় নি, হয়েছে চরিত্র (character)-প্রধান। মূল ও প্রধান চরিত্র 'জনা' দর্শক-পাঠকদের সকল সহানুভূতি ও কৌতূহল আকর্ষণ করে নেয়। কাজেই 'জনা' নাটক চরিত্র-প্রধান হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাব এ-ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

'জনা' চরিত্রে যে ক্ষাত্র-শৌর্য, রণোন্মাদনা ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রূপলাভ করেছে তার সংগে পৌরাণিক নাটকের কাম্য আদর্শ ও লক্ষ্যের মিল কম। মধুসূদনের ক্ষত্রিয় রমণী 'জনা'র মধ্যে গিরিশচন্দ্র এই শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। মনে হয় ফরাসী বীরাঙ্গনা 'জোয়ান অব আর্ক'-এর কথাও তাঁর স্মরণে ছিল। প্রথমে প্রবীরকে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দিতে মাতা জনার অনুরোধ একান্ত স্বাভাবিক। পরে পুত্রের 'মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে/সম্মুখ সমরে বিমুখ কে করে মোরে'/উক্তি শ্রবণে জনা-র প্রবীরের পক্ষ সমর্থন ও নীলধ্বজের বিরোধিতা—খুবই সংগত। রানী জনার ও দেউটি হস্তে পরিচারিকার দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ এবং সেনাপতি, সেনানীদের যুদ্ধে উত্তেজিত করার যে-উদ্দীপ্ত প্রয়াস 'জনা' চরিত্রে গিরিশচন্দ্র দেখিয়েছেন, আমাদের দেশের পৌরাণিক নাটকে তাকে অভাবনীয় বলে মনে হবে। অথচ পাশ্চাত্ত্যে রাষ্ট্রে ও নাটকে এ ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর। [গিরিশচন্দ্র তাঁর 'সৎনাম' নাটকে (১৯০২) বৈষ্ণবী চরিত্রে জোয়ান অব আর্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন] তৃতীয় অংকের চতুর্থ গর্ভাংক থেকে নাটকের শেষ পর্যন্ত, প্রতিহিংসারূপিণী 'জনা'-র একাধিপত্য। লেলিহান দাবানল শিখার মতো, মূর্তিমতী বিভীষিকার মতো অর্জুন-সন্ধানে জনা ধাবমানা। পুত্রশোকাতুরা মাতৃ-হৃদয়ের অনর্গল অনল-জ্বালাকে গিরিশচন্দ্র যথার্থ নাটকীয় ভাষা দিতে পেরেছেন, কাব্যমূল্য ও মঞ্চমূল্য মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে :

জনা। গুণবতি! ঘুমাও পতির কোলে!
জনা চলে প্রতিবিধিৎসিতে:
শুন শুন ভীষণ শ্মশানভূমি!
শুন সমীরণ!
শুন প্রেতদানা ডাকিনী হাঁকিনী—
ফের যারা এ নিৰ্ম্মমস্থলে!
শুন রবি গগনমণ্ডলে!
জলে স্থলে অনিলে অনলে
অলক্ষিতে ভ্রম যে শরীরী,
শুন শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
যজ্ঞেশ্বর, চক্রধর, দণ্ডধর কিবা,
বজ্রহাতে ঐরাবতে দেব পুরন্দর
সবে মিলি হয় যদি অৰ্জ্জুন সহায়—
পুত্রহন্তা অরাতিরে রক্ষিতে নারিবে।

[৩য় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাংক]

স্বামী নীলধ্বজের কাতর অনুনয়, কন্যা স্বাহার আকুল আবেদন, ভ্রাতা উলুকের করুণ অনুরোধ জনা-র প্রতিহিংসা-কামনার অনল নির্বাপিত করতে পারে নি :

সহোদর?
বধেছ কি পাণ্ডব-অৰ্জ্জুনে?
পাণ্ডব শোণিতে
বাছার কি করেছ তর্পণ?
শকুনি গৃধিনী বজ্র-ওষ্ঠে
করিছে কি পাণ্ডবের চক্ষু উৎপাটন?...

এবং

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা
যার প্রাণে প্রতিহিংসা জ্বলে

পুত্রঘাতী পাবে না নিস্তার;
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে।—

জাহ্নবীর জলে জনা-র আত্ম-নিমজ্জন যেন সেই লেলিহান দাবাগ্নি শিখার করুণ বিসর্জন। 'জনা' চরিত্রটি পুনরায় বলি, ঠিক পৌরাণিক নাটকের নয়, পাশ্চাত্ত্য নাট্যোচিত ট্রাজিকধর্মী। কোনো সমালোচক 'জনা' চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখেছেন শেকস্‌পীয়রের 'কোরিওলেনাস্' নাটকের ভোলুম্‌নিয়া চরিত্রের (গিরিশচন্দ্র, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ১৪)। আরেকজন দেখেছেন শেকস্‌পীয়রের রিচার্ড দি থার্ডের 'মার্গারেট' চরিত্রের সঙ্গে মিল (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭৮)। 'জনা' নাটক রচনার পূর্বে গিরিশচন্দ্র 'ম্যাকবেথ' নাটক অনুবাদ করেন। কুমুদবন্ধু সেনের উক্তি থেকে জানা যায়, শেকস্‌পীয়রের আরো কয়েকখানি নাটকের অনুবাদ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কাজেই গিরিশচন্দ্র এ সময় শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলি ভালো করে পড়ছিলেন মনে হয়। 'জনা' চরিত্র সৃষ্টিতে কোরিওলেনাস নাটকে মাতা ভোলুম্‌নিয়া (Volumnia) যেখানে পুত্রবধূ ভার্জিলিয়ার (Vergilia) দ্বিধা-সংশয়কে ধিক্কার দিচ্ছেন তার সঙ্গে জনার মদনমঞ্জরীর প্রতি উক্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের মার্গারেট চরিত্রে প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষা আছে :

Bear with me; I am hungry for revenge,
And now I cloy me with beholding it.
*   *   *
Earth gapes, hell burns, fiends roar, saints pray,
To have him suddenly convey'd from hence.
Cancel his bond of life, dear God, I pray,
That I may live and say 'The dog is dead'.

[*Act 4 Sc. 4*]

ভিন্নধর্মী হলেও 'জনা' চরিত্রের রচনাকালে এসব নাটকের 'সংস্কার' হয়ত গিরিশচন্দ্রের মনে ছিল। 'জনা' চরিত্রটি তেজস্বিনী, দর্পিতা ফণিনীর মতো হলেও—প্রথম দিকে তার মধ্যে 'বাঙালীয়ানা' এনে ফেলায় গিরিশচন্দ্র চরিত্রটিকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে পারেন নি।

অন্য প্রধান চরিত্র প্রবীর আশানুরূপ সার্থক হয়ে ওঠে নি। সহসা মায়া-নায়িকাকে দেখে কামোন্মত্ত হয়ে তার বীরধর্ম বিসর্জন স্বাভাবিক হয় নি। অবশ্য দর্শকেরা পূর্বেই জ্ঞাত থাকেন যে এর পিছনে রয়েছে দৈবী মায়া—এবং মহাদেব তাঁর ভক্তকে শীঘ্রই কৈলাসে ফিরিয়ে নেবেন। তার কারণ শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ। ফলে শিব চরিত্র এ-নাটকে আদৌ মহৎ হতে পারে নি। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রেও মহত্ত্ব অপেক্ষা চাতুর্যবৃত্তি বেশি মাত্রায় প্রকটিত হয়েছে।

'জনা' নাটকে চরিত্র হিসাবে 'জনা'-র পর পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'বিদূষক' চরিত্র। এই চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের রাজবয়স্য, লোভী ও কৌতুকী মাত্র নয়। ইংরেজি নাটকের Fool বা Falstaff পর্যায়ের সঙ্গে এর কোনও সুদূর-সাদৃশ্য নেই। পাশ্চাত্ত্য নাটকে এ ধরনের চরিত্রের প্রতিরূপ খোঁজা বৃথা। গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' নাটকে যে-'বিদূষক' চরিত্র আছে 'জনা' নাটকের 'বিদূষক' চরিত্র সেই ধারার হলেও—এর পরিকল্পনায় আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ভক্তিভাব প্রদর্শিত হয়েছে। 'ধ্রুব চরিত্র' নাটকের 'বিদূষক'ও 'জনা'-র বিদূষকের প্রতিরূপ নয়। বরং 'পাণ্ডবগৌরব' (১৯০০) নাটকের 'কঞ্চুকী' চরিত্রের সঙ্গে তার আংশিক মিল দেখা যায়। কাজেই 'জনা' নাটকের 'বিদূষক' চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রচ্ছন্ন ভক্তের ভূমিকায় বিদূষকের আচরণ ও সংলাপ পূর্বাপর সঙ্গতিবিশিষ্ট। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই দেখা যায় মুখে তীব্র কৃষ্ণ-দ্বেষ অন্তরে অটল সহজ-ভক্তি বিদূষকের সংলাপে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। পরমহংসদেব সহজ-ভক্তির উদ্‌গাতা ছিলেন, তাঁর উপদেশ লোক-ভাষাভিত্তিক, সেই সুরেই বলেছে 'জনা'-র প্রচ্ছন্ন-ভক্ত বিদূষক :

আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় পড়ে বিশবার হরি বল্লুম, একবার নাম কল্লে তরে যায়।

চৈতন্যচরিতামৃতে যাকে 'নিত্যমুক্ত' বলা হয়েছে, পরমহংসদেবের কথামৃতে তারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তের শাস্ত্র পাঠ, মন্ত্রজপের প্রয়োজন হয় না। 'জনা'-র বিদূষক নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। তাই এই নাটকে দেখি শ্রীকৃষ্ণ নিজে তার কাছে এসে তারই প্রার্থিত 'মুরলীধর'-রূপ প্রদর্শন করেছেন।

'জনা' নাটকের অভিনয় দেখতে এসে মাতা সারদামণি গিরিশের অভিনীত 'বিদূষক' দেখে বলেছিলেন স্বামী সারদানন্দকে :

> যা দেখছি, তাতো ওরই চরিত্র। আমি তো জানি ওর ঐরকমই বিশ্বাস ঠাকুরকে ডাকলেই ত্রাণ পাওয়া যায়। আবার বকেও।

[ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ৭৮]

আপাত-লঘুতার অন্তরালে যে গভীর ভক্তিবাদ রয়েছে 'বিদূষক' চরিত্রে, অর্ধেন্দুশেখর তাকে ধরতে পারেন নি, তিনি হাস্যরসাত্মক চরিত্ররূপেই একে বুঝেছিলেন এবং সেইভাবেই অভিনয় করতেন। তিনি 'মিনার্ভা'য় কয়েক রাত্রি এই ভূমিকাটি অভিনয়ের পর 'মিনার্ভা' ত্যাগ করলে গিরিশচন্দ্র এই ভূমিকাটির যথার্থ রূপদান করেন।

বিদূষকের ঐতিহ্য বাংলা যাত্রা-পালায় অপরিচিত নয়। তার সংলাপে গিরিশচন্দ্র যাত্রা-কথকতা ঢপ-কীর্তনের ঢঙে বাক্যের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস ও মিল রেখে-রেখে অগ্রসর হয়েছেন :

> আজ দেখছি তোমার ভারি বাড়াবাড়ি/হরি নিয়ে ছড়াছড়ি/
> তাই হচ্ছে ভয়/কৃষ্ণ দয়াময়/নাম কল্লেই হন উদয়/কিন্তু
> যেখানে দেন পদাশ্রয়/সেখানে যে সর্ব্বনাশ হয়/একথা নিশ্চয়/

[১ম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

'জনা' বীর ও করুণ রসাশ্রিত নাটক হলেও গিরিশচন্দ্র নাটকের শেষে 'ক্রোড় অঙ্ক' যোজনা করে তাকে 'শান্ত'-রসে নিয়ে গেছেন। ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের এই সমাপ্তি গিরিশের একান্ত কাম্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টির সহায়ে নীলধ্বজ দেখলেন কৈলাসে পত্নীসহ প্রবীর হর-পার্বতীর পূজারত, পাশে 'জনা প্রসন্নবদনা/...নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী'। শুনলেন 'জনৈক ভৈরবের' গান—শিবগঙ্গার স্তুতি। নাটক শেষ হল নীলধ্বজের 'অজ্ঞান-তিমির বিনাশন/ জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন।।' উক্তিতে।—এই পরিণতি পাশ্চাত্ত্যনাট্য প্রভাবিত নয়—সম্পূর্ণ দেশজ-ধারাবাহী। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

> মানবহৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্ত্যে বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা।

এই মন্তব্য স্মরণে রাখলে গিরিশচন্দ্রের দিক থেকে 'জনা' নাটকের পরিণতির যৌক্তিকতা বোঝা যাবে। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসেন শিশিরকুমার। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ১৯২১ সালে পেশাদার অভিনেতারূপে দেখা দেন অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ি। তিনি পূর্বে ১৯১২ সালে 'জনা' নাটকে প্রবীরের ভূমিকায় একবার অভিনয় করেন। তাঁর পরিচালিত নাট্য-মন্দিরে ১৯২৫ সালের ৩ জুন তারিখে 'জনা' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে শিশিরকুমার 'ক্রোড় অঙ্ক' বর্জন করেন। তাঁর যুগের দর্শকের মন ও দৃষ্টি গিরিশের দর্শকের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা এই বর্জনকে মেনে নিয়েছিলেন নাট্যরসের উৎকর্ষ ঘটেছে বলে। গিরিশচন্দ্র যে ভক্তিবাদ দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, শিশিরকুমার তার দ্বারা প্রভাবিত হন নি। সেজন্য 'বিদূষক' চরিত্রটিকে 'জনা' নাটকের মূল রস-সৃষ্টির দিক থেকে তিনি অবান্তর মনে করেছিলেন। তাই প্রথম দিককার অভিনয়ে তিনি 'বিদূষক' ভূমিকা উঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১০ম অভিনয়ের পর নৃপেন্দ্র বসুকে (বিখ্যাত নৃত্য-শিক্ষক) ঐ ভূমিকা দেওয়া হয়, পরে যোগেশ চৌধুরী 'বিদূষক' ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেও নাম মাত্র। বোঝা যাচ্ছে গিরিশচন্দ্রের ও শিশিরকুমারের যুগ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কতো প্রভেদ ঘটে গেছে। নাট্যমন্দিরের অভিনয়ে 'জনা'-র চরিত্রে রূপদান করেন

পূর্বযুগের তারাসুন্দরী এবং শিশিরকুমার প্রবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনেত্রী প্রভা নামেন 'মদনমঞ্জরী'র ভূমিকায়।

আর্ট থিয়েটারে (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত) 'জনা' অভিনয়ে প্রবীর, বিদূষক ও জনার ভূমিকায় নাম করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, তিনকড়ি চক্রবর্তী ও সুশীলাসুন্দরী।

আবু হোসেন : এই নাটকটি ষ্টার থিয়েটারের জন্য গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন। ষ্টার কর্তৃপক্ষ গিরিশচন্দ্রকে কর্মচ্যুত করায় ঐ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নি। গিরিশচন্দ্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'মিনার্ভা থিয়েটারে' (১৮৯৩) তাঁর অনুবাদ-নাটক 'ম্যাকবেথ' অভিনয় করেন (২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩)। কিন্তু 'ম্যাকবেথ' সাধারণ দর্শক নিতে পারল না। তখন 'আবু হোসেন' মঞ্চস্থ করা হল।

অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে লিখেছেন :

> গিরিশচন্দ্রের অল্প-আয়াস-রচিত 'আবু হোসেন' কৌতুক গীতি-নাট্যের অভিনয়কালীন দর্শক-বৃন্দের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মহা উল্লাসে হাস্য ও করতালিধ্বনিতে রঙ্গালয় কম্পিত হইতে দেখিয়া ম্যাক্‌বেথ-অনুবাদক 'আবু হোসেনের' রচয়িতা হইয়াও সাধারণ দর্শকের রুচি দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'নাটক দেখিবার যোগ্যতা লাভে ইহাদের এখনও বহু বৎসর লাগিবে,—নাটক বুঝিবার সাধারণ দর্শক এখনও বাঙ্গালায় তৈরী হয় নাই। পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠানে আমার যে আপত্তি ছিল—ইহাও তাহার একটি কারণ।'

[গিরিশচন্দ্র, পৃ. ৩৯০]

'আবু হোসেন বা হঠাৎ বাদসাই' প্রথম অভিনীত হয় ১৮৯৩ সালের ২৫ মার্চ তারিখে। আবু হোসেনের নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় :

> Extraordinary Attractions!|A Novel Treat!|The MINERVA THEATRE| 6 Beadon Street.|Saturday, The 25th March, 1893 at 9 P.M.|New Play! New Play! New Play |Comic Opera|By G. C. Ghosh (My humble Self) ABU HOSSAIN|or The Mushroom Emperor [*25th March, 1893*]

আবু হোসেনের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ, নৃত্য-গীত। দ্বৈত নৃত্য-গীতের সমারোহে 'আবু হোসেন' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' গীতিনাট্যের (১৮৯৭) পূর্বগামী। সঙ্গীত শিক্ষক দেবকণ্ঠ বাগচি ও নৃত্য-শিক্ষক শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) এই সময় গিরিশচন্দ্রের সহযোগী হন এবং তাঁদের সহায়তায় ও নৈপুণ্যে 'আবু হোসেন' জনচিত্ত জয় করে। বঙ্গদেশে অদ্যাবধি অপ্রতিদ্বন্দ্বী কমেডিয়ান অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী 'আবু হোসেন' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গিরিশের রচনায় প্রাণসঞ্চার করেন। 'লেডি ম্যাকবেথ' ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনকড়ি। তিনি 'আবু হোসেন' গীতিনাট্যে 'দাই' ও রাণুবাবু 'মশুর'রূপে অবতীর্ণ হয়ে দ্বৈত নৃত্য-গীতের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেন। পরবর্তীকালে 'আলিবাবা' অভিনয়ে অনুরূপ রসসৃষ্টি করেছিলেন আবদাল্লা ও মর্জিনার ভূমিকায় নৃপেনবাবু (নেপা বসু) ও কুসুমকুমারী ক্লাসিক থিয়েটারে।

একদিনের জন্য বাদশা হয়েছিল আবু হোসেন। আরব্যোপন্যাসের হারুণ-অল্‌-রসিদের কাহিনী থেকে এই গল্পটি নেওয়া হয়। এই কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্যের কয়েকটি গান বেশ লোকের মুখে-মুখে চলত, 'রাম রহিম না জুদা করো, দিলকে সাচ্চা রাখো জী' অথবা 'জুটলো অলি, ফুটলো কত ফুল'।

আলাদিন বা আশ্চর্য্য প্রদীপ : প্রতাপচাঁদ জহুরীর 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ যোগদান করার পর ১৮৮১ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮—৭৮) রচিত 'হামির'কে গিরিশচন্দ্র মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু এই নাটক চলল না। গিরিশচন্দ্র ভালো নাটকের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করলেন, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে ১৮৭৬ সালে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়ে গেছে—সেজন্য 'গীতিনাট্য'ই সবচেয়ে নিরাপদ সৃষ্টি বলে গিরিশচন্দ্র নিজে

রচনা করলেন 'মায়াতরু' ও 'মোহিনী প্রতিমা' নামক দুখানি গীতিনাট্য। কিন্তু শুধু 'গীতিনাট্য' দ্বারা দর্শকদের তুষ্ট করা যেত না—সেজন্য 'পঞ্চরং' ধরনের 'আলাদিন' লিখলেন। 'মোহিনী প্রতিমা' ও 'আলাদিন' একসঙ্গে ১৮৮১ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে অভিনীত হয়।

এই সামান্য নাটক কিন্তু একদিক থেকে অসামান্য সৌভাগ্যের অধিকারী। কেননা এর অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র 'কুহকী', সঙ্গীত-শিক্ষক রামতারণ সান্ন্যাল 'আলাদিন', মহেন্দ্রলাল বসু 'বাদসা', অমৃত মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) 'জিনি', ক্ষেত্রমণি 'আলাদিনের মাতা' এবং স্বনামধন্যা বিনোদিনী 'বাদসাকন্যা' ও 'পরীর' ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন :

> দৃশ্যপট উত্থিত হইলেই 'কার তোয়াক্কা রাখি আর' শীর্ষক গীতটি নৃত্যসহকারে গাহিতে গাহিতে চীনেম্যানের বেণী দুলাইয়া 'আলাদিন' যখন রঙ্গমঞ্চে বাহির হইত, দর্শকগণ আনন্দে যেন মাতিয়া উঠিত। গিরিশচন্দ্র 'কুহকী'র ভূমিকা অদ্ভুত অভিনয় করিয়াছিলেন।
>
> **[গিরিশচন্দ্র, পৃ. ২২২]**

ফণীর মণি : 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ ১৮৯৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে গীতিনাট্যটি প্রথম অভিনীত হয়। রেভারেন্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-৯৪) রচিত 'Folk Tales of Bengal' গ্রন্থের 'Fakir Chand' উপকথাটির অনুসরণে গিরিশচন্দ্র নাটিকাটি রচনা করেন। তিনকড়ি, কুসুমকুমারী ও হরিসুন্দরী (ব্লাকী) এই তিনজন অভিনেত্রী সকলেই সুকণ্ঠী ও নৃত্য পটীয়সী ছিলেন। সেজন্য এই তিন ভূমিকায় নৃত্য-গীতের বহুল প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে 'বেদেনী'র অভিনয়ে হরিসুন্দরী খুব নাম করেন। নায়ক-চরিত্র 'বিরাগ' ভূমিকা গ্রহণ করেন দানীবাবু। এই নাটিকার অভিনয় প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন :

> অভিনয় নৈপুণ্যে 'ফণীর মণি' দর্শকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু 'সভ্যতার পাণ্ডা'-য় নৃত্যগীতে দর্শকগণের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,—এই গীতিনাট্যে 'ফকরে'র ভূমিকায় তিনি হাস্যরসের উচ্চ তরঙ্গ তুলিয়া সাধারণের নিকট যথেষ্ট 'বাহবা' পান। নাট্যশিল্পী ধর্মদাসবাবু [সুর] প্রদর্শিত 'জলটুঙি'র দৃশ্যে দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] কিছুদিন পূর্বে থিয়েটার পরিত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গীতিনাট্যে নৃত্যশিক্ষাদানে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন।
>
> **[গিরিশচন্দ্র]**

'ফণীর মণি' অভিনয়কালীন 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এর অবস্থা ও গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

> রাণুবাবু মিনার্ভা ত্যাগ করিলেন। রসসাগর অর্দ্ধেন্দুশেখরও প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটার স্থাপন করিয়াছেন। মিনার্ভায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'মুকুল মুঞ্জরা'য় বরুণচাঁদের ভূমিকা ও 'আবু হোসেনে' আবু হোসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিতে কেহ সাহস করে না। নৃত্যশিক্ষকের স্থানও অপূর্ণ। এই সময় নাট্যানুরাগী শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় রাণুবাবুর স্থান পূরণ ও রসরাজ অর্দ্ধেন্দুর উক্ত দুই অংশ গ্রহণ করিয়া যোগ্যতার সহিত মিনার্ভার মান রক্ষা করিলেন।
>
> **[রঙ্গালয়ে নেপেন]**

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারেও 'ফণীর মণি' অভিনীত হয় (শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৩)। 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বনিবনাও না হওয়ায় তিনি দল-বল সহ ঐ থিয়েটার ত্যাগ করেন ও 'ক্লাসিকে' আসেন। পূর্বোক্ত তারিখের অভিনয়ের ভূমিকালিপি নিম্নরূপ : রাজা, হরিভূষণ ভট্টাচার্য; বিরাগ, রাণুবাবু; ফকরে, নৃপেন্দ্র বসু; শিখা, তিনকড়ি; ধাঙড়কন্যা, কুসুমকুমারী; বারি, ভূষণকুমারী।

পারস্য-প্রসূন বা পারিসানা : 'মিনার্ভা থিয়েটার' পরিত্যাগ করে গিরিশচন্দ্র ষ্টারে যোগ দিয়ে প্রথম অভিনয় করান তাঁর 'কালা পাহাড়' (১৮৯৬)। তার পর লেখেন 'হীরক জুবিলী' ও 'পারস্য-প্রসূন'। ষ্টার থিয়েটারে এই গীতিনাট্যটি প্রথম অভিনীত হয় ১৮৯৭ সালের ১১ অগস্ট তারিখে (১৩০৪ সালের ২৭ ভাদ্র)। পারস্য-উপন্যাসের গল্পকে ভিত্তি করে

নাটিকাটি রচিত হয়। পারস্য-প্রসূন বা বাঁদী পারিসানা-র ভূমিকা গ্রহণ করেন অভিনেত্রী নরীসুন্দরী। নরীসুন্দরীর চমৎকার গানের গলা ছিল। এই নাটিকায় সেজন্য একা পারিসানার গলায় প্রায় বারোটি গান দেওয়া হয়েছে। পারিসানার প্রণয়ী ও স্বামী নুরুদ্দিনের ভূমিকায় অভিনয় করেন ষ্টারের নৃত্য-শিক্ষক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। কাশীনাথবাবু গানও ভালো করতেন। সেজন্য নুরুদ্দিনের একক সংগীত এবং পারিসানার সঙ্গে দ্বৈত-সংগীত এই নাটিকায় বসানো হয়। 'আবু হোসেন' নাটিকায় দাই ও মশুরের অভিনয়ে নৃত্য-গীতে নাম করেছিলেন তিনকড়ি ও রাণুবাবু। সে-অভিজ্ঞতা গিরিশচন্দ্র প্রয়োগ করলেন এই নাটিকায়। বিখ্যাত সুরকার রামতারণ সান্যাল গানগুলিতে সুর দেন। নুরুদ্দিনের বিপক্ষ ও শত্রু এলমোহিনের ভূমিকায় অক্ষয়কালী কোঙার এবং তার স্ত্রী এন্‌সানির ভূমিকায় নামেন বিখ্যাত অভিনেত্রী ও গায়িকা গঙ্গামণি বাঈজী। (এই গঙ্গামণি অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষিকা। এঁর কথা বিনোদিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন)। জেলে-জেলেনীর কৌতুক অভিনয়ে ও গানে হরিচরণ ভট্টাচার্য ও নগেন্দ্রবালা খুব জমিয়ে রেখেছিলেন। ষ্টারে অভিনীত হবার পর 'সিটি থিয়েটার', 'মিনার্ভা থিয়েটার' ও 'মনোমোহন থিয়েটারে' এই গীতিনাট্যটি অভিনীত হয়। তার দ্বারাই নাটিকাটির জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়।

পান্ডব-গৌরব : গিরিশচন্দ্রের জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'জনা'র পর 'পান্ডব-গৌরব' নাটকের স্থান। নাটকটি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্লাসিক থিয়েটারে'র জন্য লিখিত হয় এবং ১৯০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রথম অভিনীত হয়।

'পান্ডব-গৌরবে'র জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তার একটি অনুলিপি দেওয়া হল :

> Grand Gala Programme|New Drama! New Drama!|Grand Opening Night!!!|CLASSIC THEATRE|68 Beadon Street|Telephone No 368|Dramatist—Babu G. C. Ghosh|Saturday, the 17th February 1900|First Performance of Babu G. C. Ghosh's New Mythological Drama in V Acts|PANDAVA-GAURAVA|or The Glory of Pandavas!|Fine Sentiment! Dramatic Situation|Admirable Acting! Melodious Music!! Picturesque Dancing!!!|Dress—Worth a Prince's Ransom!!|Sceneries worth a kingdom!!|The Full Strength of the Company will appear.
>
> [*The Bengalee, Friday, February 16, 1900*]

'পান্ডব-গৌরব' অভিনয়ে 'ক্লাসিকে'র প্রচুর অর্থাগম হয়। ১৮৯৮ সালের মার্চের শেষে ষ্টার ছেড়ে গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার 'ক্লাসিকে' আসেন এবং অমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁর শর্ত হয় যে বছরে চারখানি বই, তার মধ্যে দুখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক তিনি লিখে দেবেন। কিন্তু 'দেলদার' (১৮৯৯) ছাড়া অন্য কোন নাটক গিরিশচন্দ্র 'ক্লাসিক'কে দিতে পারেন নি। এ নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে তীব্র অনুযোগ করায় গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে কালি-কলম নিয়ে বসতে বলেন। সেই দিন থেকে পাঁচ দিনে পাঁচ অঙ্ক লিখে তিনি 'পান্ডব-গৌরব' সমাপ্ত করেন বলে জানা যায়। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'পান্ডব-গৌরব' যখন লেখা হয়,—রাত্রি জাগরণে অনভ্যাসবশতঃ লিখিতে লিখিতে আমার সময়ে সময়ে নিদ্রাকর্ষণ হইত। তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। আমিও বিশেষ লজ্জিত হইতাম। এমনি করিয়া তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত চলিল। চতুর্থ অঙ্কে এইরূপ বাধা অতিশয় বিরক্তিকর হইবে বুঝিয়া আমি সে রাতে লিখিবার সময় উপর্যুপরি তিন চার বাটি চা-পান করিলাম। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। যখন চতুর্থ অঙ্ক লেখা শেষ হইল, তখন রাত্রি আড়াইটা। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক তুমি শোও গে'।...তাঁহাকে বলিলাম 'আমার চক্ষে আদৌ ঘুম নাই, লেখা চলুক না কেন?' শুনিয়া তিনি বলিলেন 'বেশ, আমি প্রস্তুত, আমার সব সাজান রহিয়াছে। তুমি পারলেই হল, লিখিতে চাও—লেখ।' পঞ্চম অঙ্ক আরম্ভ হইল। তিনি বিভোর হইয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে লিখিয়া যাইতে লাগিলাম।

নাটক সমাপ্ত হইল। সর্বশেষ সঙ্গীত—'হের হর মনোমোহিনী কে বলে রে কালো মেয়ে' গানখানির প্রথম তিন ছত্র সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়া তিনি বলিলেন 'থাক, আজ এই পর্যন্ত। গানগুলি সব কাল বেঁধে দেব। তুমি দোর-জানালা খুলে দাও, ঘর বড় গরম হয়ে উঠেছে।' দরজা-জানালা খুলিয়া দেখি বিলক্ষণ রৌদ্র উঠিয়াছে।

[গিরিশচন্দ্র]

দেখা যাচ্ছে চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক এক রাত্রেই লেখা হয়েছিল। 'পান্ডব-গৌরব' রচনার এই বিবরণ পড়ে গিরিশচন্দ্রের মৌখিক রচনার শক্তিতে বিস্মিত হতে হয়।

এই নাটকের প্রথম অভিনয়কালের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল অমরেন্দ্র 'শ্রীকৃষ্ণ' ও দানীবাবু 'ভীম'রূপে অবতীর্ণ হন, (মনে রাখা দরকার যে এই নাটকে 'ভীম'-ই প্রধান ভূমিকা)। কিন্তু অমরেন্দ্র এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং নিজে 'ভীমে'র পার্ট দাবি করেন। মহলা চলাকালে তিনি দানীবাবুকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেন। ফলে দানীবাবু ক্লাসিক ছেড়ে ষ্টার থিয়েটারে চলে যান। সেজন্য অভিনেত্রী প্রমদাসুন্দরীকে দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ 'শ্রীকৃষ্ণে'র ভূমিকায় অভিনয় করান। গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেন 'কঞ্চুকী'র ভূমিকায়। 'জনা' নাটকে বিদূষক, 'পান্ডব-গৌরবে' কঞ্চুকী, 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল বা 'সিরাজদ্দৌলা'র করিমচাচা ভূমিকাগুলিকে গিরিশচন্দ্র নিজের অভিনয়োপযোগী করেই রচনা করতেন। এই ধরনের ভূমিকাগুলির অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র অত্যাশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন। দন্ডী, উর্বশী ও সুভদ্রার ভূমিকায় মঞ্চে দেখা দেন যথাক্রমে হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কুসুমকুমারী ও তিনকড়ি। 'পান্ডব-গৌরব'-এ ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানীরূপে নৃত্য-গীতে ও কৌতুক-অভিনয়ে সফল নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও লক্ষ্মীমণি জন-মনোরঞ্জনে সমর্থ হন। ক্লাসিকের অভিনয়ের ছয় বৎসর পরে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় 'পান্ডব-গৌরবে'র পুনরভিনয় করান এবং সেখানে দানীবাবু 'ভীমে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'পান্ডব-গৌরব' যাত্রাপালারূপেও অভিনীত হয়েছে। শিশিরকুমার ভাদুড়ির মতে "যাত্রা ধরনের বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হল 'পান্ডব-গৌরব' "।

'পান্ডব-গৌরব' নাটকে দন্ডীরাজার যে উপাখ্যান আছে গিরিশচন্দ্র সেটি পেয়েছিলেন উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পদ্যবন্ধে রচিত 'দন্ডীপর্ব' নামক গ্রন্থ (১৮৭০) থেকে [নৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত] গিরিশচন্দ্রের এই নাটক রচনার পূর্বে প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ লেখেন 'দন্ডীচরিত বা উর্বশীর অভিশাপ' (১৮৮৬)। রোহিণীনন্দন সরকারের 'দন্ডীপর্ব—মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত' (১৮৮৫) গ্রন্থের প্রকাশও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উমাকান্তের গ্রন্থে বর্ণিত দন্ডী উপাখ্যানই গিরিশচন্দ্রের উপজীব্য হয়েছিল। উর্বশীর শাপপ্রাপ্তি ও তুরঙ্গিনী রূপ ধারণ থেকে শেষে চন্ডিকার রণক্ষেত্রে আগমনের ফলে অষ্টবজ্র সম্মিলন এবং উর্বশীর শাপমুক্তি উমাকান্ত নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন :

কৃষ্ণ পান্ডবের সনে যুদ্ধে হারিলেন রণে
নিজ অস্ত্র ধরে সর্ব্বজন।
চন্ডিকা আইল পরে নিজ খড়্গ অসি ধরে
অষ্টবজ্র হইল কারণ॥
উর্ব্বশীর খন্ডে শাপ পরে দন্ডীর বিলাপ
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন।...
পুরাণ সম্মত ভাষা সাধুর শ্রবণে আশা
উমাকান্ত করিল রচন॥

'পান্ডব-গৌরব' পৌরাণিক নাটক। কৃষ্ণভক্তি এই নাটকের মূলে থাকলেও শেষে অম্বিকাভক্তি প্রাধান্য পেয়েছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের দ্বৈত জয়গান পান্ডব-গৌরবে শ্রুত হয়। হরি-হরের একাত্মতাও প্রচারিত হয়েছে ভীমের উক্তিতে 'হর-হরি এক আত্মা নাহি তার ভেদ'। দেবতা বা অপ্সরার শাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে আগমন এবং শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন পুরাণের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার এবং শাপমুক্তি সর্বদাই ঘটে কোনও অকল্পনীয় ঘটনায়। এই নাটকে উর্বশীর প্রতি

দুর্বাসার শাপ এবং অষ্টবজ্র সম্মিলনে উর্বশীর শাপমুক্তি—পৌরাণিক নাটকের আদর্শ বিষয়-বস্তু। নাটকের শুরুতে উর্বশীর উক্তিতে, তারপর মেনকার শুভাকাঙ্ক্ষায় ('আশু হয়ে দুঃখ বিমোচন/অষ্টবজ্র হোরবে ধরায়। ১ম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক), অর্জুনের নিকট উর্বশীর নিজের শাপমোচনের উপায় বর্ণনায় (অষ্টবজ্র হইলে মিলন/হবে মম শাপবিমোচন। ৪র্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক), একই কথা বারবার বলা হয়েছে। ফলে নাটকীয় কৌতূহল বা dramatic suspense আর তীব্র থাকে না। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন :

নিরাশ্রয়া অনাথিনী বালা,
কাঁদে মহাসঙ্কটে পড়িয়ে।
প্রভুভক্ত বৃদ্ধ চাহে প্রভুর কল্যাণ;
লয়ে কৃষ্ণনাম এসেছিল দ্বারকায়।
অবলায় করিব বঞ্চিত—এই কি বিহিত?
প্রভুভক্ত জনে যদি ভক্তি নাহি পায়,
প্রভু-অনুগত কহ কে হবে ধরায়?
ব্যর্থ মম হবে কৃষ্ণনাম,
ধর্ম্মের হইবে অসম্মান!
সময়ে বুঝিবে প্রয়োজন;
যাও বীর, কর যদুসৈন্য সুসজ্জিত।

[৩য় অঙ্ক, ৫ গর্ভাঙ্ক]

তখন পাঠক-দর্শক সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে বুঝতে পারেন, সবই মায়াময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাত্র। তিনিই দেব ও মানবের যুদ্ধ ঘটাবেন এবং অষ্টবজ্রসম্মিলনে উর্বশীর শাপমুক্তি হবে, ভক্ত কঞ্চুকীর মনোবাসনা পূর্ণ হবে, পাণ্ডবের গৌরব আশ্রিত-ধর্মপালনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেজন্য দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে বলেন—'আশ্রিত পালন ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়', তিনিই কঞ্চুকীকে নির্দেশ দেন সুভদ্রাকে নিয়ে অম্বিকা দেবীর মন্দিরে গিয়ে তাঁকে তুষ্ট করতে—যাতে অষ্টবজ্র সম্মিলন সম্ভব হয়। কাজেই দেব ও মানবের যে-সংঘাত অতি তীব্র ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত—'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে তার অবকাশ নেই—গিরিশচন্দ্র সে অবকাশ রাখতে চান নি। এই ক্ষেত্রে drama বা নাটকের চেয়ে যাত্রার ধরণ বড়ো হয়ে উঠেছে। তবুও গঠনগত ঐক্য বা structural unity 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে আছে। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। দণ্ডী ও উর্বশীর চরিত্রে যে-সম্ভাবনা ছিল গিরিশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত তার যথার্থ সার্থকতা আনতে পারেন নি। 'নারদ' চরিত্রটি যাত্রার লৌকিক নারদে পরিণত হয়েছে। 'কঞ্চুকী' চরিত্রটিতে পূর্বে রচিত 'নল-দময়ন্তী'র বিদূষকের প্রভুভক্তি 'জনা'-র বিদূষকের সহজ অকপট ভক্তি এসে মিলিত হলেও বয়স্য বিদূষক ও রাজ-প্রতিহারী কঞ্চুকী চরিত্র সংস্কৃত নাটকে যে এক পর্যায়ের নয় এ তথ্য গিরিশচন্দ্রের স্মরণ রাখা উচিত ছিল।

ভীম মূলতঃ **কৃষ্ণভক্ত** তাই কৃষ্ণ দণ্ডীর প্রতি রুষ্ট জেনেও তাঁকে আশ্রয় দান করেন, কেননা—

নহি আমি শ্রীকৃষ্ণবিরোধী;
প্রাণ ধন জীবন সর্ব্বস্ব মম হরি,
জানি আমি কৃষ্ণ তুষ্ট যায়,
দণ্ডীরে অভয় দিছি তাঁর প্রীতি হেতু।

[৩য় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

তাই পরম অভিমানে কৃষ্ণকে বলেন :

অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল;
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়-মন-প্রাণ, অর্পণ করেছি রাঙা পায়—
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা,
রণস্থলে দেবতামণ্ডলে,

উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ।
নহ কভু ভক্তাধীন!
নহে কেন কর হতমান?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ,
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে।

[৩য় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

'ভীম'-চরিত্রই পাণ্ডব-গৌরবের মুখ্য পুরুষ চরিত্র, মুখ্য নারী চরিত্র 'সুভদ্রা'। তীক্ষ্ণ সমালোচনায় 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকের বহু ত্রুটি ধরা পড়ে, কিন্তু অভিনয়কালে তাদের অধিকাংশ ঢাকা পড়ে যায়। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এই নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে রেকর্ডে নাটকটি পরিবেশন করেন।

সিরাজদ্দৌলা : ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে অবিস্মরণীয় 'স্বদেশী আন্দোলন' গড়ে ওঠে, দেশপ্রেমের সেই উত্তাল জোয়ারের দিনে গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' রচনা করেন। এই সালে ৯ সেপ্টেম্বর (১৩১২ সালের ২৪ ভাদ্র) তারিখে 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। মুদ্রিত হয়ে নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রথম রজনী অভিনয়ে সিরাজের ভূমিকায় দানীবাবু অপূর্ব অভিনয় করেন। প্রকৃতপক্ষে এই অভিনয় থেকেই তাঁর যশঃ ছড়িয়ে পড়ে। মীরজাফর, ক্লাইভ, করিমচাচা ও দানসা ফকিরের ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে নীলমাধব চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর। আলীবর্দী বেগম ও জহরা উভয় ভূমিকায় অভিনয় করেন তৎকালীন প্রখ্যাতা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। ক্লাসিকের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৭ সালের ১৪ই জুলাই ষ্টার থিয়েটারের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অভিনেত্রী কুসুমকুমারী সহ 'মিনার্ভা'-য় যোগ দেন। 'সিরাজ' ভূমিকায় এবার দেখা দিলেন অমরেন্দ্রনাথ, এই অভিনয় প্রথম হয় ১৯০৭ সালের ২১ জুলাই। এক সপ্তাহ পরে ২৭ জুলাই তারিখে গিরিশচন্দ্র দানীবাবু সহ 'মিনার্ভা' ত্যাগ করেন ও 'কোহিনুর থিয়েটারে' যোগ দেন। ১৯১১ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখে গভর্নমেন্ট 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে দেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক প্রথম যেভাবে রচনা করেছিলেন নাটকের অভিনয় ও গ্রন্থপ্রকাশকালে তার কিছু রদবদল করতে হয়েছিল। এ সম্পর্কে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন :

> সিরাজদ্দৌলা পুলিশ হইতে পাশ করিবার সময় বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রথম পাণ্ডু-লিপির বহুস্থানে আমরা অদলবদল করিতে বাধ্য হই। শেষে এমন হইয়াছিল যে গিরিশচন্দ্রকে একদিন সকাল ৭টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত পুলিশ অফিসে ধরণা দিতে হয়। সেইদিন অদল-বদলের মধ্যস্থ হয়েন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও স্বর্গীয় সুরেশ সমাজপতি।
>
> **[রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ.১৩৫]**

পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ি 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় করান।
'সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

> আলীবর্দ্দীর সময় হইতে সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরিণাম পর্য্যন্ত যে সকল স্বার্থচালিত ঝঞ্ঝাপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহে বঙ্গসিংহাসন আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র প্রদর্শন ব্যতীত সিরাজদ্দৌলা নাটক প্রস্ফুটিত হয় না। আলীবর্দ্দীর জীবিতাবস্থাতেই সিরাজচরিত্র বিকাশ পাইতেছিল। সিরাজচরিত্র লইয়া দুই খন্ড নাটক লিখিলে, প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত। কিন্তু উপস্থিত দর্শকের তৃপ্তিকর হইত কিনা জানি না। সেক্সপিয়ারের কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক দুই তিন খন্ডে বিভক্ত। কিন্তু আমি সেক্সপিয়ার নহি। সেক্সপিয়ারের নাটকগুলি রাজা ও পারিষদবর্গের সম্মুখে অভিনীত হয়। অনেক দর্শকই নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের বংশধর; সুতরাং তাঁহাদের নিকট উক্ত নাটকগুলি আদরণীয় হইয়াছিল। সাধারণ দর্শকগণও স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক প্রজা, সুতরাং স্বদেশে ক্রমান্বয়ে রাজ্যশাসন প্রণালীর বিকাশ ও জাতীয় গৌরব যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তদভিনয় দর্শনে তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। আমার সে সুযোগের অভাব। এই কারণে সিরাজদ্দৌলা নাটক লিখিবার উদ্যম করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, 'সাহিত্য'-

সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের উৎসাহে নাটকখানি একখণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছি; সেইজন্য নাটকের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সেক্সপিয়ারের লেখনীপ্রসূত হইয়াও, অনেকের মতে, স্থানে স্থানে নীরস হইয়া পড়িয়াছে। সে দোষ আমার থাকিবে না ইহা আশা করা আমার পক্ষে বাতুলতামাত্র। ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক পটে চিত্রিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইতিহাস—ইতিহাসবেত্তা ব্যতীত তাহার প্রকৃত রসাস্বাদ সাধারণ ব্যক্তি দ্বারা হয় না। আমার 'সিরাজদ্দৌলা' যে জনপ্রিয় হইয়াছে শুনিতে পাই, তাহা আমার সৌভাগ্য।

বিদেশী ইতিহাসে সিরাজচরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারী-লাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপচিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী। এস্থলে এশিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামোল্লেখ না করিলে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় না। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটীতে সিরাজদ্দৌলা সংক্রান্ত যত প্রকার ইংরাজী পুস্তক আছে, বিশেষ অনুসন্ধানে আমার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

নাটক সমাপ্ত হইলে, আমার উৎসাহদাতা সহৃদয় সমাজপতি এবং মুর্শিদাবাদ কাহিনী প্রণেতা পূর্ব্বোল্লিখিত উদারচেতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়দ্বয় নাটকখানি আদ্যোপান্ত শ্রবণে পরম প্রীতি প্রকাশ করেন; ইহা আমার সামান্য পুরস্কার নহে। 'বসুমতী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এক্ষণে নাটকখানি যদি পাঠকের প্রীতিকর হয়, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় -রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' (১৮৯৭) গ্রন্থই গিরিশচন্দ্রের প্রধান অবলম্বন। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা' নাটক প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে ১৯০৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অক্ষয়কুমার ঘোড়ামারা (রাজশাহী জেলা) থেকে গিরিশচন্দ্রকে লেখেন :

পরমশুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু।—

বাল্য-সুহৃৎ জলধরের [সেন] যোগে আপনার 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক পাইয়া, তাঁহার যোগেই, এই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পত্র পাঠাইলাম। আমি অভিনয় দর্শন করি নাই; তাহার কথা লোক-মুখে শুনিয়াছি মাত্র। আমার পক্ষে আপনার এই নাটকখানির সমালোচনা করা শোভা পায় না; নচেৎ আমি সমালোচনা করিতে পারিতাম। ইতিহাস যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আপনি তাহাকেই প্রত্যক্ষবৎ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অনেক কথা বলিবার ছিল; পুস্তক অভিনয়ের পূর্বে আমার সঙ্গে দেখা হইলে, তাহার আলোচনা করিতাম; এখন অনাবশ্যক। সে-সকল ছোটখাট বিষয় আমি ধরি না; মোটের উপর আপনি যে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস লিখিয়া সুখী হইতে পারি নাই; লিখিতে লিখিতে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি। নাটক পড়িয়াও সুখী হইতে পারিলাম না, পড়িতে পড়িতে অশ্রু বিসর্জন করিলাম। ভগবতী ভারতী আপনার লেখনীর উপর পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করুন। অলমতি বিস্তরেণ।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষিণঃ—শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মণঃ

'জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অনুরোধে বিহারীলাল সরকার 'আর্কট অবরোধ' ও 'পলাশী' রচনা করেন (১৮৯২)। পরে তিনি 'ইংরাজের জয়' লেখেন (২য় সং ১৯০৭) গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' রচনাকালে 'পলাশী' রচনাটির সাহায্য নেন। বিহারীলাল 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক সম্পর্কে লিখেছেন, "শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি।"

জলধর সেন তাঁর সম্পাদিত 'বসুমতী' পত্রিকায় (১৩১২ সালের ৫ ফাল্গুন) 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক ও নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে লেখেন :

ইতিহাস বড় গম্ভীর, বড় সুসংযত, বড় শৃঙ্খলাবদ্ধ। নাটক সেরূপ নহে। তাহাতে সত্যের সহিত কল্পনা মিশাইয়া গিরিশবাবু আসল কথা ফুটাইয়া তুলিয়া, সিরাজদ্দৌলাকে রক্ত-মাংসের মানুষের মত লোকসমক্ষে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।

'সময়' সংবাদপত্রে (১৩১২ সাল ১৮ ফাল্গুন) জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস লেখেন—

> 'সিরাজদ্দৌলা' দেখিবার সময় পাশ্চাত্ত্য নাট্যরাজ্যেশ্বর সেকস্‌পীয়রের 'দ্বিতীয় রিচার্ড' নাটক আমাদের স্মৃতি-পথে উদিত হইয়াছিল। সেই নাট্যেও বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়বর্গ ইংলণ্ডের রাজা নিরীহ দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজ্য গ্রাস ও হত্যা করিয়াছিল।...সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম ধরিলে জহরাকেই আলোচ্য নাট্যের নায়িকা বলিতে হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতা, তৎকালীন 'মুকুটহীন সম্রাট' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত Bengalee পত্রিকায় (১৯০৬ সাল ৩ ফেব্রুয়ারি) লেখেন :

> ...both from the dramatic and the literary point of view, Siraj-ud-Dowla is destined to occupy a high and an enduring place in our national literature.

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও সঙ্গীতে দেশপ্রেম প্রচার শুরু হয়। 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে (১৮৬৭) নাটকে দেশপ্রেম সঞ্চারিত হতে থাকে। দেশপ্রেম প্রচারের প্রধান অবলম্বন ঐতিহাসিক নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রুমতী (১৮৭৯) তার দৃষ্টান্ত। বিংশ শতকের প্রথমে ক্ষীরোদপ্রসাদ লেখেন 'প্রতাপাদিত্য (১৯০৩)। তখন মহারাষ্ট্র-ফেরত সরলা দেবী (স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা) 'শিবাজী-উৎসব'-এর অনুকরণে 'প্রতাপাদিত্য-উৎসব' শুরু করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ শুরু হবার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩-১৯১৩) ঐতিহাসিক নাটক রচনা জড়িত। রাণাপ্রতাপ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন (১৯০৮) প্রভৃতি নাটক তার দৃষ্টান্ত। ক্ষীরোদপ্রসাদের (১৮৬৪-১৯২৭) চাঁদবিবি (১৯০৭), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭), নন্দকুমার (১৯০৮), তারই সাক্ষ্য। স্বদেশী আন্দোলনের কালে অনিবার্যভাবে প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, নন্দকুমার সকলেই National Hero বা বাংলার 'জাতীয় বীর' রূপে পরিগণিত হন। গিরিশচন্দ্র স্বভাবতঃই অক্ষয়কুমার, বিহারীলাল, নিখিলনাথ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণের মতামত শিরোধার্য করে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—'সিরাজদ্দৌলা' সমালোচনায় এ-তথ্য স্মরণযোগ্য।

গিরিশচন্দ্র একদিকে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায় প্রমুখ ঐতিহাসিক প্রদত্ত ও নির্দেশিত তথ্যাদি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করার প্রয়াস পেয়েছেন, অন্যদিকে 'স্বদেশী আন্দোলন' যুগের বৃটিশ-বিরোধিতা ও হিন্দুমুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদর্শকে নাটকের মধ্যে যুগোচিত রূপ দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য-সৃষ্টি তখনকার বৃটিশ শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—এ সম্পর্কে ভারতবন্ধু হেনরি কটন লিখেছেন :

> For the first time in history a religious feud was established between them by the partition of the Province. For the first time the principle was enunciated in official circles—Divide and Rule!

তারই প্রতিবাদস্বরূপ গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'র কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

> ওহে হিন্দু-মুসলমান—
> এস করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন;
> হই বিস্মরণ পূর্ব্ব বিবরণ;
> করো সবে মম প্রীতি বিদ্বেষ বর্জ্জন।
>
> * * * *
>
> বঙ্গের সন্তান—হিন্দু-মুসলমান,
> বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,
> তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
> নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর। (১ম অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক)

গিরিশচন্দ্র সিরাজ, মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, মহম্মদীবেগ, মীরকাশিম, ঘসেটী, লুৎফা প্রভৃতি চরিত্রচিত্রণে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকগণের পদাঙ্ক নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করেছেন এবং স্বীকার করতে হবে যে, চরিত্রগুলি শুষ্ক বা প্রস্তরবৎ নয়, তারা জীবন্ত। ডাউডেন লিখেছেন —"The characters in the historical plays are conceived chiefly with reference to action."—গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। ক্লাইভ, ড্রেক, হলওয়েল, ওয়াটস্ প্রভৃতি ইংরেজদের এবং মঁসিয়ে লা ও সিনফ্রে ফরাসী সেনাপতি দুজনের যে-চিত্র গিরিশ তাঁর নাটকে উপস্থাপিত করেছেন তার সঙ্গে প্রামাণিক ইতিহাসের বিরোধ নেই। ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্রবহীন দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল, 'জহরা' ও 'করিমচাচা'। 'জহরা' চরিত্রটি নাটকীয় হলেও বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে নি। সিরাজের অন্তঃপুর, ক্লাইভের শিবির, পলাশীর প্রাঙ্গণ কোথাও তার গমনাগমনে বাধা পড়ে না, সকলেই তার কথায় বিশ্বাসী, সে এক অঘটন-ঘটন পটীয়সী-শক্তি—সর্ব ঘটনার নিয়ন্ত্রী। পলাশীর পরাজয় যেন শুধু তারই চক্রান্ত; এবং সিরাজের সর্বনাশ সাধনের পিছনে একমাত্র রয়েছে তার স্বামী হোসেনকুলি-র হত্যার প্রতিশোধ-পিপাসা (যে হোসেনকুলি যুগপৎ ঘসেটী বেগম ও সিরাজ-জননী আমিনা বেগমে আসক্ত থাকায় সিরাজ কর্তৃক নিহত হয়)। পতিভক্তির উচ্ছ্বাসে তার মুখ থেকে শোনা যায় : "প্রতিবিধিৎসা-জহরে জর্জ্জরীভূত হয়ে জহরা নাম গ্রহণ করেছিলেম। সে জহর নবাব-শোণিতে ধুয়ে গিয়েছে, এখন আমি পতি-পরায়ণা রমণী।" এবং শেষে তার "হোসেন মার্জ্জনা করো, চরণে স্থান দাও" উক্তি পতন ও মৃত্যু, অতি-নাটকীয়তার চরমে পৌঁচেছে। একটি কাল্পনিক চরিত্রকে ঐতিহাসিক নাটকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'সিরাজদ্দৌলা'র অংগহানি হয়েছে।

করিমচাচা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু, নাম কামিনীকান্ত। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যে-মন্ত্র গিরিশচন্দ্র উচ্চারণ করেছেন—'করিমচাচা' নামটি তার সহায়ক হয়েছে। এই অহিফেনসেবী 'নেশাখোর' কামিনীকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের আর এক রূপ। ব্যক্তি-বঙ্কিম কমলাকান্তের ছদ্মবেশে অহিফেনসেবীরূপে দেখা দিয়েছেন। বাইরে বাঙালীর প্রতি বিদ্রূপের কশাঘাত—অন্তরে বাঙালীর প্রতি মমতায় অশ্রুসিক্ত। দেশভক্ত 'করিমচাচা'র আপাত-লঘু সংলাপের (Serio-comic) অন্তরালে দেশপ্রেমিক গিরিশচন্দ্র নিজেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহান নাটকে 'দিলদার' এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সিরাজদ্দৌলা নাটকে 'গোলাম হোসেন' চরিত্রের যে-পরিকল্পনা করেন তার উৎস বোধ করি এই 'করিমচাচা'। মনে রাখতে হবে গিরিশচন্দ্র নিজে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

> সিরাজদ্দৌলাকে পলায়নের সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত করিমচাচা যখন নবাবের সহিত পোষাক বদল করিলেন এবং নবাব প্রস্থান করিলে স্বয়ং নবাবের বেশে গমনকালীন পুনরায় পশ্চাৎ চাহিয়া সিরাজের উদ্দেশ্যে সিংহাসনকে তিনবার কুর্ণিশ করিলেন—গিরিশচন্দ্রের ভক্তিকরুণরস-মিশ্রিত সেই নির্বাক অভিনয় দর্শনে কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না।
>
> **[গিরিশচন্দ্র]**

একথা স্বীকার্য 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি দীর্ঘ ও ঘটনাভারাক্রান্ত হয়েছে—তার কারণও গিরিশচন্দ্র ভূমিকায় বিবৃত করেছেন। শেকস্‌পীয়র King Henry the Fourth দুই খণ্ডে এবং King Henry the Sixth তিন খণ্ডে লিখেছেন। গিরিশচন্দ্রকে দর্শকের কথা ভেবে অনুরূপ সংকল্প পরিত্যাগ করতে হয়েছে। এক খণ্ডে সমাপ্ত করার ফলে নাটকটি অতিমাত্রায় দীর্ঘ ও ঘটনা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এক খণ্ডে নাটক লিখতে গিয়ে গিরিশচন্দ্রকে রচনার প্রথম দিকে—'

> ...বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। দুই-তিনটি দৃশ্য অগ্রসর হয় আর তাহা নির্মমভাবে পরিত্যাগ করেন, এইরূপে দুই-তিনবারে Plot-এর পরিকল্পনা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল এবং লেখাও দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত করিতে এক পক্ষ বিলম্ব হয়। এই প্রথমাঙ্কে সিরাজদ্দৌলার জীবনের প্রায় অর্ধেক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।
>
> **[গিরিশচন্দ্র : অবিনাশ]**

কাজেই 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের গঠনগত ত্রুটির আলোচনাকালে তাঁর দিকের অসুবিধার কথাগুলিও ভাবতে হবে।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনাকালে গিরিশচন্দ্রের মনে শেকস্‌পীয়রের নাটকের কিছু কিছু 'সংস্কার' ছিল। মীরজাফর-জহরা প্রসঙ্গে দেখি 'ম্যাকবেথ' নাটকে ডাকিনীরা (witches) যে ভাবে ম্যাকবেথের চিত্তের সুপ্ত রাজ্য-তৃষ্ণাকে উজ্জীবিত করেছে—জহরা অনুরূপভাবে মীরজাফরের চিত্তের গহনশায়ী রাজ্যলিপ্সাকে বলবতী করে দিয়েছে। তার ফলে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা অনেক বেশি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এখানে ইতিহাসের চেয়ে নাটকের মীরজাফর চরিত্র অধিক আকর্ষণীয়। 'ম্যাকবেথ' চরিত্রের প্রভাব 'সিরাজ' চরিত্রেও লক্ষণীয়। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কারাগারে বন্দী সিরাজের নিশীথ-চিন্তায় তার ঈষৎ পরিচয় আছে। পাপবোধ, অনুতাপ ও ঈশ্বরের কাছে অন্তিম আত্মসমর্পণে সিরাজ চরিত্র ইতিহাসকে পিছনে রেখে ঊর্ধ্বলোকে উঠে গেছে।

'সিরাজদ্দৌলা'র শেষে করুণ-শান্ত রসের সমন্বয় সঙ্গত হয়েছে। সিরাজ-মহিষী কর্তৃক নবাবের সমাধিতে দীপ ও পুষ্পদানের কথা ঐতিহাসিক নিখিলনাথ তাঁর 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন (৪র্থ সং, পৃ. ২০৩)। রক্তাক্ত নিষ্ঠুর নাটকের শেষে গিরিশচন্দ্র একটি প্রশান্ত-করুণ পরিমণ্ডল রচনা করেছেন—সিরাজ-মহিষীর সমাপ্তি সঙ্গীত দ্বারা; একে অনৌচিত্য দোষ বলা অসঙ্গত হবে। এ গান শুনে দর্শকেরা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতেন—নাট্যকারের কামনাও তাই ছিল।

এই সূত্রে নবীনচন্দ্র সেনের গিরিশ-রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' সম্পর্কে লিখিত পত্র উদ্‌ধৃত করে বক্তব্য শেষ করি :

> ভাই গিরিশ!
>
> ২০ বৎসর বয়সে 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করুন!
>
> আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত মুখে আসে কিনা বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ...
>
> **[রেঙ্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬]**

বলিদান : ১৯০৫ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে 'বলিদান' প্রথম অভিনীত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের ৩ জুন তারিখে। গিরিশচন্দ্রের গুণগ্রাহী বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের অনুরোধে তিনি এই সামাজিক-বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন এবং নাটকখানি সারদাচরণকে উৎসর্গ করেন :

> পণ্ডিতবর মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
>
> সহৃদয়েষু—
>
> মহোদয়, এই নাটকখানি মহাশয়ের আদেশে রচিত। পরীক্ষার্থে সবিনয়ে মহাশয়কে অর্পণ করিলাম। কঠিন পরীক্ষা। পঠদ্দশায়, উচ্চ প্রতিভায়, সহযোগিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরাশ করিয়াছিলেন। সংসার পরীক্ষায়, উত্তরোত্তর নিজ গৌরববর্দ্ধনপূর্ব্বক বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তবে নট ও নাট্যকারের উৎসাহবর্দ্ধন মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ। যৌবনাবস্থায়, রঙ্গমঞ্চ হইতে 'নিমচাঁদ'রূপে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে, মহাশয়ের প্রথম দর্শন পাই। তদবধি আমি মহাশয়ের অনুকম্পাভাজন। সেই অনুকম্পাই, এ স্থলে আমার উকীল। বিচারপ্রার্থীর অবস্থায়, মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত—
>
> অনুগত শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রথম রজনীর অভিনয়ে করুণাময়, রূপচাঁদ, দুলালচাঁদ, মোহিতমোহন ও কিশোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, দানীবাবু, ক্ষেত্রমোহন মিত্র ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নারী-চরিত্র সরস্বতী, জোবি, কিরণময়ী ও যশোমতীর ভূমিকা গ্রহণ করেন তারাসুন্দরী, সুশীলাবালা, কিরণবালা ও সরোজিনী। গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর অভিনয় শিক্ষা দেন, মঞ্চ-সজ্জার ভার নেন শ্যামাচরণ কুণ্ডু। গানগুলিতে সুর যোজনা করেন রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু। তিনি নাট্যকারও ছিলেন।

'প্রফুল্ল' গিরিশচন্দ্রের প্রথম সামাজিক নাটক (১৮৮৯)। পরে ঐ সালেই লেখেন 'হারানিধি' (১৮৮৯)। তার অনেকদিন পরে রচিত ও অভিনীত হল 'মায়াবসান' (১৮৯৭)। এই পর্যায়ের চতুর্থ নাটক 'বলিদান' রচিত হল আট বছর পরে (১৯০৫)। বাঙালী হিন্দু—বিশেষতঃ কুলীন-কায়স্থ সমাজে বিবাহ-প্রথা ও পণ-প্রথার এক মর্মান্তিক শোচনীয় চিত্র গিরিশ এই নাটকে এঁকেছেন। গিরিশচন্দ্র নিজের সমাজকে, তার সমস্যা ও সংকটকে, তার ভালো-মন্দ দিকগুলিকে নিপুণভাবে জানতেন—সেই অর্জিত অভিজ্ঞতা তাঁর সামাজিক নাটকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর গুরু দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বা 'সধবার একাদশী' উদ্দেশ্য-বিরহিত নাটক নয়—গিরিশচন্দ্রের নাটকও উদ্দেশ্যগর্ভ রচনা। তাঁর পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক সব পর্যায়ের নাটক সম্পর্কে একথা সত্য—উদ্দেশ্যহীন শিল্পসৃষ্টি তার স্বধর্ম-বিরোধী—সেজন্য নাটকে তিনি 'Truth'কে বড়ো করে দেখতেন, 'Art'কে নয়। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহানুভূতি যেমন দীনবন্ধুতে লক্ষণীয়, তেমনি গিরিশচন্দ্রে। 'বলিদান' উদ্দেশ্যমূলক রচনা—নাটকের শেষ উক্তি হল 'বাঙ্গালায় কন্যাসম্প্রদান নয়—বলিদান!' এই উদ্দেশ্য মনে রেখে গিরিশচন্দ্র প্লট, চরিত্র, ঘটনা সাজিয়েছেন—শেষে মিলনান্ত হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়োগান্ত করেছেন মঞ্চে করুণাময়ের উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা, সরস্বতীর ও কিরণের মৃত্যু দেখিয়ে। এখানেও 'নীলদর্পণ' ও 'প্রফুল্ল' নাটকের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। হত্যা ও মৃত্যুর সঙ্গে ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক শেকস্‌পীয়রের যুগেও প্রায় সমার্থক ছিল—

> In the minds of the Elizabethans, the connection between murder or sucide and tragedy was so definitely established that for Shakespeare and his companions the two almost become synonymous.
> [*Nicoll, A., The Theatre and Dramatic Theory*]

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত যে মার্‌লো বা শেকস্‌পীয়রের উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডির মুখ্য নিয়ামক হত্যা, মৃত্যু বা বিষাদান্ত ঘটনা নয়। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' সমাজসমস্যামূলক নাটক—জীবনের অন্তর্‌দেশ-আলোড়িত গভীর সমস্যার নাটক নয়। এখানে উদ্দেশ্য ও উপায় পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে। কোনও সামাজিক অন্যায়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলে ঘটনা-স্থাপনে কিছু বাড়াবাড়ি, কিছু অতি-নাটকীয়তা ঘটে। কিন্তু তাতে মঞ্চ-সফলতা বাড়ে বই কমে না। 'বলিদান' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল তখনকার সর্বশ্রেণীর দর্শকের কাছে। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন : 'বলিদানের প্রথম রাত্রির বিক্রয় ২৮৬৲। পরে ষষ্ঠ রাত্রিতে ৫৪৪৲ পর্যন্ত হয়। তারপর ক্রমে বাদুড় ঝুলিত।' (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, পৃঃ ১৭৭)

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Bengalee পত্রিকায় প্রকাশিত 'বলিদান' নাটকের সমালোচনাটি উদ্‌ধৃত হল :

> Babu Giris Chandra Ghose's latest social tragedy which is having a very successful run at Minerva deserves well of the Hindu Public of Bengal to whom it is addressed. Giris Chandra effectively plies the probing needle in the lazar sore of the social heart and calls upon our social leaders to find the remedy...G. C. mercilessly castigates the dowry system and if the function of the stage is to educate public opinion by object

lessons, let us hope the distinguished playwright's mirror of the ugly feature in our social fabric will produce the desired effect.

[*19th April 1905*]

বিচারপতি স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র পঞ্চম রাত্রির অভিনয়ে (১৯০৫ সালের ৬মে) উপস্থিত ছিলেন। Bengalee পত্রিকা লেখেন :

"...witnessed the performance and considered it as the unique piece of social reformers to stop dowry system."

রক্ষণশীল পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর ঘরের ছবি যে এতটা পরিস্ফুট হইবে, দর্শকের হৃদয় যে এতটা উদ্‌বেলিত হইবে 'বলিদান' অভিনয় দেখিবার পূর্ব্বে আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

[১৩১২ সাল ২৭ শ্রাবণ]

গিরিশচন্দ্র তাঁর সামাজিক নাটকে পাষণ্ড চরিত্রের পাশাপাশি মহৎ চরিত্রও রাখতেন এবং নরাধম চরিত্রের অন্তরের পরিবর্তন প্রদর্শনও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' নাটকের 'যোগেশ' ও 'হরিশ' চরিত্রের সঙ্গে 'বলিদান' নাটকের 'করুণাময়' চরিত্রের মিল আছে। গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রাবলীতে 'করুণাময়' খুবই উল্লেখযোগ্য চরিত্র। গিরিশচন্দ্র গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চরিত্রটি গড়েছিলেন—এই চরিত্রের অভিনয়ই তাঁর শেষ অভিনয়—বুঝি বা মৃত্যুর পরোয়ানা। (১৩১৮ সালের ৩০ আষাঢ় 'মিনার্ভা' থিয়েটারে বর্ষার রাত্রে অসুস্থ শরীরে প্রিয় দর্শকদের সামনে দাঁড়ালেন করুণাময়ের ভূমিকায়। পরদিনই অসুস্থ হয়ে পড়েন।) এই চরিত্রে অ-স্বাভাবিকতা বিশেষ নেই, মোটামুটি বাস্তব চরিত্র। গিরিশচন্দ্র 'যোগেশ' চরিত্র অভিনয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, 'করুণাময়ে'র অভিনয়ে সেই কৃতিত্ব চূড়ান্ত হল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন গিরিশচন্দ্রের এই চরিত্রাভিনয়ের। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মোহিতমোহন, রূপচাঁদ, দুলালচাঁদ, কালী ঘটক বা যশোমতী, মাতঙ্গিনী, কোনো চরিত্রই ঠিক অবাস্তব নয়। এ ধরনের 'চরিত্র' সবই গিরিশচন্দ্রের চোখে দেখা। 'জোবি' চরিত্রটি পতিভক্তির প্রতিমূর্তি—যেমন কিরণময়ী। প্রফুল্ল নাটকের 'প্রফুল্ল' ও হারানিধি-র 'সুশীলা' চরিত্র দুটিকে এই সূত্রে মনে পড়ে। গিরিশচন্দ্র যদি অন্ততঃ একটি নারী-চরিত্রকে তার নরাধম স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা না করিয়ে ঘৃণা করতে শেখাতেন তাহলে তাঁর নাট্যকার-সত্তা আরো উজ্জ্বল হোত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের রক্ষণশীল মন তাতে সায় দেয় নি। 'জোবি'-র উপদেশ 'সুখ চাও তো সুখী করো! নইলে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ে' দুলালচাঁদকে ত্যাগের পথে পরিচালিত করেছে। তবু সামাজিক নাটকে 'জোবি'র ভূমিকা কিছুটা অ-বাস্তব। সুকণ্ঠী অভিনেত্রী সুশীলাবালা 'জোবি' সাজতেন, সেজন্যই 'জোবি'র গলায় এতগুলি গান দেওয়া হয়।

'বলিদান' নাটকের মতো সামাজিক-বিয়োগান্ত রচনা গিরিশচন্দ্র বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে লিখে-ছিলেন। কিন্তু তবু যেন এ ধরনের নাটক লেখায় তাঁর মনের পূর্ণ সমর্থন ছিল না। অপরেশচন্দ্র এ সম্পর্কে লিখেছেন :

বলিদানের যখন খুব জম-জমাট অভিনয় চলিতেছে, তখন শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু একদিন ইহার অভিনয় দেখিয়া গিরিশবাবুকে বলেন, সে-কালের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর এরূপ নিখুঁত অভিনয় তিনি আর দেখেন নাই। অভিনয়ান্তে গিরিশচন্দ্রের সহিত অমৃতলালের যে আলোচনা হয় তাহা আমার মনে আছে। অমৃতবাবু গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন 'মশায় এমন powerful নাটক লেখা আপনার দ্বারাই সম্ভব। Marriage Problem নিয়ে আমি একটা farce করেছি, আপনি তা নিয়ে এত বড় একটা tragedy করলেন।' উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলেন 'এ-সব নাটক তো আমার লেখবার কথা নয়। মনে করেছিলাম শেষ বয়সে দু-চারখানা ভাল নাটক লিখে রেখে যাব, তা বুড়ো বয়সেও এই নর্দামা ঘাঁটতে হচ্ছে। এ-সব realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দামা ঘাঁটা এক।'

[রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ. ৭৭]

হয়ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন নাট্য-রচনার কথা স্মরণে রেখে গিরিশচন্দ্র ঐ মন্তব্য করেছিলেন। 'বলিদান' নাটক অভিনয় সম্পর্কে বিশেষভাবে মনে রাখতে হয় 'ক্লাসিক' ও 'মিনার্ভা' থিয়েটারের মধ্যে উপহারদানের যে-অসুস্থ প্রতিযোগিতা পূর্বে চলছিল 'বলিদান'-এর সময় থেকে 'মিনার্ভা' থিয়েটারে সে-প্রথা বন্ধ হয়, নাটক তার নিজের শক্তিতেই চলতে শুরু করে। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে 'বলিদান' সম্পর্কিত বহু তথ্য অপরেশচন্দ্র লিপিবন্ধ করেছেন। তিনি তখন 'মিনার্ভা'র অভিনেতা। এই নাটকে তিনি আদর্শ যুবক হৃদয়বান 'কিশোর'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি লিখেছেন :

> প্রথমবারের বলিদানের সে অভিনয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সত্য-সত্যই একটা স্মরণীয় ব্যাপার। বড় বড় ভূমিকার কথা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য একটা পান-বিড়িওয়ালার ভূমিকায় একটি ছোট অভিনেতা যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল তাহা বড় বড় থিয়েটারেও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর! বলিদানের একটা ঝি, একজন মুদী, একটা সামান্য শালওয়ালা কি দুটো বওয়াটে ছেলের সে নিখুঁত অভিনয়ের অনুকরণ করিতে কয়জন পারেন তাহা জানি না। সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপার (details) ও অতি ছোটখাটো ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের দৃষ্টি ছিল সর্বদা সজাগ ও তীক্ষ্ন। গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দু-শেখরের শিক্ষাদান বাঙ্গালা নাট্যশালার এক অক্ষুণ্ণ গৌরবের অধ্যায়।...
>
> 'বলিদান' অভিনয়ের দুই-চারি রাত্রি পরে এক শনিবারে 'করুণাময়ে'র ভূমিকা অভিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। করুণাময় সাজিবে কে?...বই বন্ধ করিতে গিরিশবাবু সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন 'দু রাত্রি যদি চালিয়ে দিতে পার, বোধ হয় পরে আমি সাজতে পারব।' কিন্তু এই দু-চার রাত্রিই বা কে চালাইবে? গিরিশবাবু ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন 'পারে এক অর্ধেন্দু। তবে তাকে যদি একদিন নজরবন্দী রাখতে পার আর কোনরকমে পার্টটা মুখস্থ করিয়ে দিতে পার।' ইদানীং সাহেবের বড় সুখ্যাতি ছিল তিনি পার্ট মুখস্থ করিতেন না। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর গিরিশবাবুর রায়ই বহাল রহিল। সাব্যস্ত হইল যে অর্ধেন্দুবাবুই সামনের সপ্তাহে করুণাময় সাজিবেন। থিয়েটারে ফিরিয়া আসিয়া আমরা সাহেবকে সুখবর দিলাম (অর্ধেন্দুশেখরকে সকলে 'সাহেব' বলিয়া ডাকিত)। সাহেব বলিলেন 'বলিস কি ও পার্ট যে গিরিশ ঘোষ জ্বালিয়ে দিয়েছে! ও পার্ট আর কাউকে ছুঁতে হবে না।' আমরা বলিলাম 'উপায় কি? বই বন্ধ দিলে যে বইখানা একেবারে যায়! আর সবচেয়ে বড় কথা বিপক্ষ দল যে হাসবে। বলবে, ওদের দলে এমন একটা লোক নেই যে করুণাময় সাজে?' সাহেব বলিলেন, 'বলুক গে শালারা! একি ছেলের হাতে মোয়া? যারা বলবে তারা এর বোঝে কি?'
>
> অর্ধেন্দুশেখর সে রাত্রি খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিলেও গিরিশচন্দ্রের সহিত এই চরিত্রের conception লইয়া পার্থক্য ছিল।...গিরিশচন্দ্রের করুণাময় যাহা বলে যাহা করে তাহা কন্যাদায়গ্রস্ত কেরাণীর মতো হইলেও সাধারণ কেরাণী বা সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের মতো নহে। সে করুণাময়ের বাক্যে ও কার্যে যেন অন্তর্নিহিত এমন একটা গভীর ভাব আছে, যাহা বাহিরে সহজে ধরা যায় না, কিন্তু মর্মে অনুভব করা যায়। একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ, একটা প্রচ্ছন্ন মহত্ত্ব, একটা প্রচ্ছন্ন উদার হৃদয়, একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা, একটা প্রচ্ছন্ন সত্যনিষ্ঠা, একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান! এই অভিমানকে, বিষাদক্ষুণ্ণ ভাবকে চাপা দিয়া করুণাময় আপিসে যায়, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহের জন্য বরের বাপের দ্বারস্থ হয়। পণের টাকা সংগ্রহ করিতে বাড়ি বাঁধা দেয়, পাওনাদারের তাগাদা সহ্য করে; কিন্তু Insolvent Court-এ যায় না। আর মেয়েগুলোকে অনিচ্ছায় অপাত্রে দিয়া মর্মের আগুনে গুমরিয়া পোড়ে। এ করুণাময়ের অন্তরে যৌবনের প্রথম দিনে যেন উচ্চাভিলাষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু অঙ্গারের উত্তাপ দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বক্ষ-রক্তকে শুকাইয়া দিতেছে। সাহেবের [অর্ধেন্দুশেখরের] করুণাময় হইত ঠিক সাধারণ গৃহস্থ বাপ। মমতাকাতর, দারিদ্র্যে ম্রিয়মাণ, কন্যাদায়ে উদ্‌বাস্তু এবং সংসারচক্রে নিষ্পেষিত সাধারণ মানব। সাহেবের এ ভঙ্গীর অভিনয় দেখিয়াও দর্শক কাঁদিত এবং গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দেখিয়াও দর্শকের চোখে জল পড়িত। কিন্তু এই দুই চোখের জলের প্রভেদ ছিল। সাহেবের অভিনয় দেখিয়া চোখের জল পড়িত বটে, কিন্তু তাহাতে গলা শুকাইত না; মনে হইত না যে বুকের মধ্যে যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে; মনে হইত না—পরিচিত কণ্ঠে কে যেন ক্রন্দনের গুঞ্জনরোল কানের কাছে তুলিয়াছে; মনে হইত না যে, কেহ যেন বক্ষের পঞ্জর একখানির পর একখানি করিয়া খুলিয়া লইতেছে। যে দৃশ্যে হিরণ্ময়ী পুকুরে ডুবিয়া মরে সেই দৃশ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া অর্ধেন্দুশেখর মমতাবিগলিত চক্ষের ধারে বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন 'এই যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাই ত বলি আমার শান্ত মেয়ে রাস্তায় যাবে না' ইত্যাদি। এ ক্রন্দনে দর্শকও কাঁদিতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেন, তখন তাঁর

> চক্ষে জল কোথায়! দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিতপ্রবাহ স্তব্ধ, নিষ্পলক নেত্রে জমাট-বাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভগ্ন, গভীর! এ চিত্র দেখিয়া দর্শকের অন্তরের অন্তর হইতে হাহাকার করিয়া উঠিত।

১৩৩৪ সালের ১১ মাঘ তারিখে শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রথম 'বলিদান' অভিনয় করান। দীর্ঘকাল পরে তাঁর নব নাট্যমন্দির মঞ্চে 'বলিদান' নাটকের সম্মিলিত অভিনয়রাত্রে (১৯৩৫) করুণাময়, রূপচাঁদ ও দুলালচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যথাক্রমে শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

[মণি বাগচি, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার]

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা : গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' রচনার পর পুনরায় হাঁপানিতে আক্রান্ত হন। 'মীরকাসিম' মিনার্ভা মঞ্চে ১৯০৬ সালের ১৬ জুন তারিখে অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র 'মীরজাফর' ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু অক্টোবর মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে মিনার্ভার কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণ তাঁকে বলেন যে, ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারে নতুন নাটক চলছে, অথচ সামনে 'বড়দিন' আসন্ন তাঁদের হাতে নতুন নাটক বা প্রহসন নেই। গিরিশচন্দ্র তাঁদের (মনোমোহন পাঁড়ে ও মহেন্দ্রকুমার মিত্র) আশ্বস্ত করেন এবং বিশ্রুতকীর্তি ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের (১৬২২—৭৩) গ্রন্থাবলী [ইংরেজি অনুবাদ] পড়তে শুরু করেন। L' Amour Medicin-এর ইংরেজি অনুবাদ Love's the best doctor অবলম্বনে তিনি 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' প্রহসনখানি রচনা করেন। তখনকার দিনে বড়দিনের ছুটিতে নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে 'প্রহসন' দিতেই হত। সেই প্রয়োজনে প্রহসনখানি রচিত ও প্রথম অভিনীত হয় ১ জানুয়ারি (১৯০৭) তারিখে। হারাধন, গরব ও রসিকের ভূমিকা নেন যথাক্রমে অর্ধেন্দুশেখর, সুশীলাবালা ও দানীবাবু। এই প্রহসনখানির মুখ্য আকর্ষণ ছিল হারাধনের ভৃত্য 'মাণিক' ও পরিচারিকা 'গরব'-এর ভূমিকায় বিখ্যাত নৃত্যশিক্ষক নৃপেন্দ্র বসু (নেপা বোস) ও সুকণ্ঠী সুশীলাবালার দ্বৈত নৃত্য-গীত। গিরিশচন্দ্রের রচিত 'আবু হোসেন'-এ (১৮৯৩) রাণুবাবু ও তিনকড়ি 'মশুর' ও 'দাই'য়ের ভূমিকায় নৃত্য-গীতের ফোয়ারা ছুটিয়ে-ছিলেন। তার পরে ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্য 'আলিবাবা'য় (১৮৯৭) নৃপেন্দ্র বসু ও কুসুম-কুমারী 'আবদালা' ও 'মর্জিনা'র ভূমিকায় নৃত্য-গীতে অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করে যান। য্যায়সা-কা-ত্যায়সার গীতগুলিতে সুরসংযোজনা করেন দেবকণ্ঠ বাগচি। অভিনয় শিক্ষা দেন অর্ধেন্দুশেখর।

মলিয়রের এই কমেডিখানির প্রথম বঙ্গানুবাদ ইংরেজি থেকে করেছিলেন গেরাসিম লেবেডেফ (১৭৪৯—১৮১৭)। তাঁর বাংলা শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সহায়তা তিনি লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। অনূদিত নাটকটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। এই নাটকের দ্বিতীয় অনুবাদ করলেন গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের অনুগামীরূপে মলিয়রের কমেডি অবলম্বনে 'ঠিকে ভুল' (১৯১০), 'রংরাজ' (১৯০৯), 'তুফানী' (১৯০৮) প্রভৃতি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭—১৯১২)।

'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ গিরিশচন্দ্র তাঁর পিসতুতো ভাই দেবেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেন :

> স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ বসু।
>
> ভায়া,—তোমার উদ্যোগ ও সাহায্য ব্যতীত শয্যাশায়ী অবস্থায় এ প্রহসনখানি লিখিতে পারিতাম না। তুমি চিরদিনই আমার সহায়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া আমি যে তৃপ্ত, তাহা নহে। তবে তোমার সাহায্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার সহিত তোমার নাম জড়িত থাকে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। ইতি—
>
> আশীর্ব্বাদক—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মলিয়রের কমেডির মূল কাহিনী গিরিশ ধরেছেন, Sganarel (সম্পত্তির ভয়ে কন্যাবিবাহ-দানে ভীত পিতা), Lucinda (নায়িকা), Clitander (নায়ক) ও Lysetta (পরিচারিকা ও নায়িকার সখী) এবং Physicians চরিত্রগুলির ভাব গিরিশের প্রহসনে মোটামুটি বজায় আছে। তবে মলিয়রের নাটকে কোনো গরব-প্রণয়ী 'মাণিক' নেই, নৃত্য-গীত বিশেষ নেই। গিরিশচন্দ্র মলিয়রের কমেডির বাঙালী-সংস্করণে অবাধ স্বাধীনতা নিয়েছেন, মলিয়রের সংযত কটাক্ষ বাক্‌চাতুর্য, কিছুই ফোটে নি। প্রহসনখানির শেষকালে বাংলা দেশের তৎকালীন বিবাহ-সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে এক বক্তৃতা বসিয়ে মূলের কৌতুকরসের হানি ঘটিয়েছেন :

> সনাতন। দেখলেন তো—'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' হলো, এখন আমার অবিবাহিত ছেলের বাপেদের প্রতি যোড়করে নিবেদন যে, তাঁদের পাওনার দৌরাত্মেই হিন্দুর ঘরে সব ধেড়ে মেয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। হিন্দুয়ানীর মুখ চেয়ে কামড় একটু কম করুন। তা'লে গৌরীদান প্রভৃতি প্রাচীন শুভ-বিবাহ ক্রিয়া আবার স্থাপিত হয়।

গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটকের অভিনয়-কাল ও প্রকাশ-কাল

নাম	প্রথম অভিনয়	স্থান	গ্রন্থ প্রকাশ*
১। আগমনী	১৪ আষাঢ় ১২৮৪ ২৭ জুন ১৮৭৭	গ্রেট ন্যাশনাল	২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭
২। অকালবোধন	১৮ আষাঢ় ১২৮৪ ১ জুলাই ১৮৭৭	,,	৩ অক্টোবর ১৮৭৭
৩। দোললীলা	২৩ ফাল্গুন ১২৮৪ ৪ মার্চ ১৮৭৭	,,	মার্চ ১৮৭৮
৪। মায়াতরু	১৩ মাঘ ১২৮৭ ২৫ জানুয়ারি ১৮৮১	ন্যাশনাল	১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১
৫। মোহিনী প্রতিমা	২৮ চৈত্র ১২৮৭	,,	১৬ এপ্রিল ১৮৮১
৬। আলাদিন	২৮ চৈত্র ১২৮৭ ৯ এপ্রিল ১৮৮১	,,	১ মে ১৮৯৪
৭। আনন্দরহো	৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ ২১ মে ১৮৮১	,,	১৭ অগস্ট ১৮৮১
৮। রাবণবধ	১৬ শ্রাবণ ১২৮৮ ৩০ জুলাই ১৮৮১	,,	৫ নভেম্বর ১৮৮১
৯। সীতার বনবাস	২ আশ্বিন ১২৮৮ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১	,,	২০ জানুয়ারি ১৮৮২
১০। অভিমন্যুবধ	১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ ২৬ নভেম্বর ১৮৮১	,,	২৬ নভেম্বর ১৮৮১
১১। লক্ষ্মণবর্জ্জন	১৭ পৌষ ১২৮৮ ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮১	,, ,,	৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২
১২। সীতার বিবাহ	২২ ফাল্গুন ১২৮৮ ১১ মার্চ ১৮৮২	,,	? ১৮৮২
১৩। রামের বনবাস	৩ বৈশাখ ১২৮৯ ১৫ এপ্রিল ১৮৮২	,,	২৬ নভেম্বর ১৮৮২
১৪। সীতাহরণ	৭ শ্রাবণ ১২৮৯ ২২ জুলাই ১৮৮২	,,	২১ অগস্ট ১৮৮২
১৫। ব্রজবিহার	চৈত্র ১২৮৯ মার্চ ১৮৮২	,,	১ এপ্রিল ১৮৮৩
১৬। ভোট মঙ্গল	১২ আষাঢ় ১২৮৯ ২৫ জুন ১৮৮২	ন্যাশনাল থিয়েটার	? ১৮৮২

*সরকারের রেজিস্ট্রেশন অফিসে বই জমা দেবার তারিখ এইগুলি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থ-প্রকাশের তারিখ গ্রন্থে উল্লেখ থাকে না। গ্রন্থ-প্রকাশের অব্যবহিত পরেই রেজিস্ট্রেশন অফিসে বই জমা দেবার নিয়ম; তবে এই রীতির ব্যত্যয় হওয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব। [সম্পাদক]

নাম	প্রথম অভিনয়	স্থান	গ্রন্থ প্রকাশ
১৭। মলিনমালা	১২ কার্তিক ১২৮৯ ২৮ অক্টোবর ১৮৮২	,,	? ১৮৮২
১৮। পান্ডবের অজ্ঞাতবাস	১ মাঘ ১২৮৯ ১২ জানুয়ারি ১৮৮৩	,,	? ১৮৮৩
১৯। দক্ষযজ্ঞ	৬ শ্রাবণ ১২৯০ ২১ জুলাই ১৮৮৩	ষ্টার (বিডন স্ট্রীট)	? ১৮৮৯
২০। ধ্রুবচরিত্র	১৭ শ্রাবণ ১২৯০ ১১ অগস্ট ১৮৮৩	,,	১ মে ১৮৯২ গ্রন্থাবলী
২১। নল-দময়ন্তী	১ পৌষ ১২৯০ ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৩	,,	৩০ জুলাই ১৮৮৭
২২। কমলে কামিনী	১৭ চৈত্র ১২৯০ ২৯ মার্চ ১৮৮৪	,,	১৫ অক্টোবর ১৮৯১
২৩। বৃষকেতু ২৪। হীরার ফুল	১৫ বৈশাখ ১২৯১ ২৬ এপ্রিল ১৮৮৪ }	,,	? ১৮৮৪
২৫। শ্রীবৎসচিন্তা	২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ ৭ জুন ১৮৮৪	,,	১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ গ্রন্থাবলী
২৬। চৈতন্যলীলা	১৯ শ্রাবণ ১২৯১ ২ অগস্ট ১৮৮৪	,,	১০ অগস্ট ১৮৮৬
২৭। নিমাই সন্ন্যাস	১৬ মাঘ ১২৯১ ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৫	,,	১ মে ১৮৯২ গ্রন্থাবলী
২৮। প্রভাসযজ্ঞ	২১ বৈশাখ ১২৯২ ৩ মে ১৮৮৫	,, ,,	ঐ
২৯। বুদ্ধদেবচরিত	৪ আশ্বিন ১২৯২ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫	,,	২২ এপ্রিল ১৮৮৭
৩০। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	২০ আষাঢ় ১২৯৩ ৩ জুলাই ১৮৮৬	,,	২৫ অক্টোবর ১৮৮৮
৩১। বেল্লিক-বাজার	১০ পৌষ ১২৯৩ ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬	,,	? ১৮৮৭
৩২। রূপসনাতন	৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ ২১ মে ১৮৮৭	,,	২৮ জানুয়ারি ১৮৮৮
৩৩। নসীরাম	১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ ২২ মে ১৮৮৮	,,	১৫ জুন ১৮৯৬
৩৪। পূর্ণচন্দ্র	৫ চৈত্র ১২৯৪ ১৭ মার্চ ১৮৮৮	এমারেল্ড	১ ডিসেম্বর ১৮৮৮
৩৫। বিষাদ	২১ আশ্বিন ১২৯৫ ৬ অক্টোবর ১৮৮৮	,,	২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯

নাম	প্রথম অভিনয়	স্থান	গ্রন্থ প্রকাশ
৩৬। প্রফুল্ল	১৬ বৈশাখ ১২৯৬ ২৭ এপ্রিল ১৮৮৯	ষ্টার (হাতীবাগান)	২২ অগস্ট ১৮৮৯
৩৭। হারানিধি	২৪ ভাদ্র ১২৯৬ ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯	,,	১৪ জুন ১৮৯০
৩৮। চন্ড	১১ শ্রাবণ ১২৯৭ ২৬ জুলাই ১৮৯০	ষ্টার	১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ গ্রন্থাবলী
৩৯। মলিনা-বিকাশ	২৯ ভাদ্র ১২৯৭ ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯০	,,	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১
৪০। মহাপূজা	১৪ পৌষ ১২৯৭ ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯০	,,	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১
৪১। ম্যাক্‌বেথ	১৬ মাঘ ১২৯৯ ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৩	মিনার্ভা	২ অগস্ট ১৯০০
৪২। মুকুলমুঞ্জরা	২৪ মাঘ ১২৯৯ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩	,,	ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩
৪৩। আবু হোসেন	১৩ চৈত্র ১২৯৯ ২৫ মার্চ ১৮৯৩	,,	১ জুলাই ১৮৯৩
৪৪। সপ্তমীতে বিসর্জ্জন	২২ আশ্বিন ১৩০০ ৭ অক্টোবর ১৮৯৩	,,	১৮৯৪ গ্রন্থাবলী
৪৫। জনা	৯ পৌষ ১৩০০ ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩	,,	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪
৪৬। বড়দিনের বখশিস্‌	১০ পৌষ ১৩০০ ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৩	ষ্টার	১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪
৪৭। স্বপ্নের ফুল	২ অগ্রহায়ণ ১৩০০ ১৭ নভেম্বর ১৮৯৪	মিনার্ভা	১ ডিসেম্বর ১৮৯৪
৪৮। সভ্যতার পান্ডা	১১ পৌষ ১৩০১ ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪	,,	২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৪
৪৯। করমেতি বাঈ	৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ ১৮ মে ১৮৯৫	,,	২০ মে ১৮৯৫
৫০। ফণীর মণি	১১ পৌষ ১৩০২ ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫	,,	? জানুয়ারি ১৮৯৬
৫১। পাঁচ কণে	২২ পৌষ ১৩০২ ৫ জানুয়ারি ১৮৯৬	,,	৫ জানুয়ারি ১৮৯৬
৫২। কালাপাহাড়	১১ আশ্বিন ১৩০৩ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬	ষ্টার	৩ অক্টোবর ১৮৯৬
৫৩। হীরক জুবিলী	৭ আষাঢ় ১৩০৪ ২০ জুন ১৮৯৭		১৫ অক্টোবর ১৮৯৭

নাম	প্রথম অভিনয়	স্থান	গ্রন্থ প্রকাশ
৫৪। পারস্য প্রসূন	২৭ ভাদ্র ১৩০৪ ১১ অগস্ট ১৮৯৭	,,	? ১৮৯৭
৫৫। মায়াবসান	৪ পৌষ ১৩০৪ ১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭	,,	৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮
৫৬। দেলদার	২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ১০ জুন ১৮৯৯	ক্লাসিক	৬ জুন ১৮৯৯
৫৭। পাণ্ডব-গৌরব	৬ ফাল্গুন ১৩০৬ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০০	,,	২৫ অক্টোবর ১৯০০
৫৮। মণিহরণ	৭ শ্রাবণ ১৩০৭ ২২ জুলাই ১৯০০	মিনার্ভা	১৫ অক্টোবর ১৯০০
৫৯। নন্দদুলাল	১ ভাদ্র ১৩০৭ ১৭ অগস্ট ১৯০০	,,	১৫ অক্টোবর ১৯০০
৬০। অশ্রুধারা	১৩ মাঘ ১৩০৭ ২৬ জানুয়ারি ১৯০১	ক্লাসিক	৭ মে ১৯০১
৬১। মনের মতন	৭ বৈশাখ ১৩০৮ ২০ এপ্রিল ১৯০১	,,	১ জুন ১৯০১
৬২। অভিশাপ	১২ আশ্বিন ১৩০৮ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১	,,	২৮ অক্টোবর ১৯০১
৬৩। শান্তি	২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ ৭ জুন ১৯০২	ক্লাসিক	১৪ জুলাই ১৯০২
৬৪। ভ্রান্তি	৩ শ্রাবণ ১৩০৯ ১৯ জুলাই ১৯০২	,,	২৭ অগস্ট ১৯০২
৬৫। আয়না	১০ পৌষ ১৩০৯ ২৫ ডিসেম্বর ১৯০২	,,	১০ মার্চ ১৯০৩
৬৬। সৎনাম (বৈষ্ণবী)	১০ বৈশাখ ১৩১১ ৩০ এপ্রিল ১৯০৪	,,	৫ মে ১৯০৪
৬৭। হরগৌরী	২০ ফাল্গুন ১৩১১ ৩ মার্চ ১৯০৫	,,	৮ মার্চ ১৯০৫
৬৮। বলিদান	২৬ চৈত্র ১৩১১ ৮ এপ্রিল ১৯০৫	মিনার্ভা	৩ জুন ১৯০৫
৬৯। সিরাজদ্দৌলা	২৪ ভাদ্র ১৩১২ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫	,,	১০ জানুয়ারি ১৯০৬
৭০। বাসর	১১ পৌষ ১৩১২ ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৫	,,	? ১৯০৬
৭১। মীরকাসিম	২ আষাঢ় ১৩১৩ ১৬ জুন ১৯০৬	,,	৭ নভেম্বর ১৯০৬

নাম	প্রথম অভিনয়	স্থান	গ্রন্থ প্রকাশ
৭২। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা	১৭ পৌষ ১৩১৩ ১ জানুয়ারি ১৯০৭	”	১৬ জুলাই ১৯০৭
৭৩। ছত্রপতি (শিবাজী)	৩২ শ্রাবণ ১৩১৪ ১৭ অগস্ট ১৯০৭	”	৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৭
৭৪। শাস্তি কি শান্তি?	২২ কার্তিক ১৩১৫ ৭ নভেম্বর ১৯০৮	”	১৫ ডিসেম্বর ১৯০৮
৭৫। শংকরাচার্য্য	২ মাঘ ১৩১৬ ১৫ জানুয়ারি ১৯০৯		২৫ অগস্ট ১৯১০
৭৬। অশোক	১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৭ ৩ ডিসেম্বর ১৯১০		? ১৯১১
৭৭। তপোবল	২ অগ্রহায়ণ ১৩১৮ ১৮ নভেম্বর ১৯১১		২৩ ডিসেম্বর ১৯১১

অসমাপ্ত রচনা

নাম	প্রথম অভিনয়	স্থান	গ্রন্থ প্রকাশ
৭৮। আদর্শ গৃহিণী বা গৃহলক্ষ্মী [অসমাপ্ত রচনা। পঞ্চম অংকটি দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিত]	৫ আশ্বিন ১৩১৯ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯১২	মিনার্ভা	২১ সেপ্টেম্বর ১৯১২
৭৯। ছটাকী [অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক সমাপ্ত]	৮ পৌষ ১৩৩৪ ২৩ ডিসেম্বর ১৯২৭		২৭ ডিসেম্বর ১৯২৭

নাট্যরূপ

গিরিশচন্দ্র কাব্য বা উপন্যাসের যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তার সবগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানবার উপায় নেই। তবে 'মেঘনাদবধকাব্য', 'দুর্গেশনন্দিনী'র ও 'সীতারামে'র মুদ্রিত নাট্যরূপ পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে 'চোলরাজ' (অসম্পূর্ণ), 'রাণা প্রতাপ' (অসম্পূর্ণ), 'সাধের বউ' (অসম্পূর্ণ) ও 'নিত্যানন্দ বিলাস' নাটক পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যোগাযোগ

১৮৬৭	বাগবাজারের সখের যাত্রা
১৮৬৮—৭২	বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার
১৮৭৩	ন্যাশনাল থিয়েটার [বাগবাজার]*
১৮৭৪	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার [ভুবনমোহন নিয়োগী]
১৮৭৬	Dramatic Performance Control Bill বা নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ
১৮৭৭—৭৮	ন্যাশনাল থিয়েটার [গিরিশচন্দ্র কর্তৃক গ্রেট ন্যাশনালের লিজ গ্রহণ ও ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ]
১৮৭৯—৮২	ন্যাশনাল থিয়েটার [গোপীচাঁদ শেঠি (গিরিশ ম্যানেজার) কর্তৃক লিজ গ্রহণ—পরে প্রতাপ জহুরীর মালিকানা]
১৮৮৩—৮৭	ষ্টার থিয়েটার [বিডন স্ট্রীট]
১৮৮৭—৮৮	এমারেল্ড থিয়েটার [পূর্বের ষ্টার থিয়েটারের নতুন নাম]
১৮৮৯—৯২	ষ্টার থিয়েটার [হাতীবাগান]
১৮৯৩—৯৬	মিনার্ভা থিয়েটার [নাগেন্দ্রভূষণ]
১৮৯৬—৯৮	ষ্টার থিয়েটার
১৮৯৮	ক্লাসিক থিয়েটার [অমরেন্দ্রনাথ দত্ত]
১৮৯৯	মিনার্ভা থিয়েটার [এইচ. এল. মল্লিক]
১৮৯৯	ক্লাসিক থিয়েটার
১৯০০	মিনার্ভা থিয়েটার [নরেন্দ্রনাথ সরকার]
১৯০১—০৪	ক্লাসিক থিয়েটার
১৯০৫—০৭	মিনার্ভা থিয়েটার [মনোমোহন পাঁড়ে]
১৯০৮	মিনার্ভা থিয়েটার
১৯১২	জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে মহাপ্রস্থান

*১৮৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শনিবারে কৃষ্ণকুমারী ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র 'ভীমসিংহ' রূপে অবতীর্ণ হন 'By a distinguished amateur' পরিচয়ে।

যৌবনে গিরিশচন্দ্র

পরিণত বয়সে গিরিশচন্দ্র

অকালবোধন

[নাট্যরাসক]

(১৮ই আশ্বিন, ১২৮৪ সাল, ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

প্রথম দৃশ্য

ইন্দ্রসভা

ইন্দ্র, শচী, চিত্ররথ, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা আসীন

ইন্দ্র। দেবি! আমি স্বেচ্ছাধীন নহি, তা হ'লে কি তোমার নিকট অপরাধী হই? লঙ্কায় যুদ্ধ আরম্ভ অবধি আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুস্থ হ'তে পারি নাই। আজ তিন দিবস শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ হচ্চে, রাবণ প্রায় পরাজিত, তাই কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবকাশ পেয়েছি, দেবি! প্রসন্ন নয়নে দাসের দোষ মার্জ্জনা কর।

শচী। নাথ! নিশানাথ বিহনে যামিনী মলিনা হয়, নিশানাথ উদয় হলে কি তার সে মালিন্য থাকে?

ইন্দ্র। দেবি! যদি একবার তোমার কিঙ্করীদিগকে অনুমতি কর,—আমি বহু-দিবস সঙ্গীত শ্রবণ করি নাই।

অপ্সরাগণ। গীত

বাহার—জলদ-একতালা

হাসিছে রজনী মরি তারকা-হীরক-হারে,
বিমল স্বরলহরী বহিছে সুধার ধারে॥
লুটি পরিমল-ধন, চলিছে ধীরপবন,
কুসুম-মুখ চুম্বন করে অলি বারে বারে॥

তম্বুরের প্রবেশ

ইন্দ্র। (প্রণামান্তর) মুনিবর! বহুদিবস শ্রীচরণ দর্শন পাই নাই কেন?

তম্বু। দেবরাজ! নিত্যই এসে থাকি। নিত্যই সিংহাসন শূন্য দেখে যাই।

ইন্দ্র। মুনিবর! বহু দিবস হ'ল লঙ্কার যুদ্ধে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম, এজন্য শ্রীচরণ দর্শন করতে পারি নাই। যাই হক, যদি দর্শন পেলেম, তবে একবার সঙ্গীত ক'রে চরিতার্থ করুন।

তম্বু।— গীত

কালেংড়া—চৌতাল

মাধুরী-আধার অতীত নয়ন মন।
সাধক-হৃদয়ে সুধা নিয়ত বরিষণ।
কোমল মধুর ধারে, নয়ন-আসার বারে,
বাজে মৃদু হৃদিতারে, ভুবনমোহন॥
ধরি ধরি ধরি হারি, ধরিতে হৃদয়ে নারি,
বিহরে বিমানচারী, পবনবাহন!
প্রবল কুহকবলে, পাষাণহৃদয় গলে,
সাধকে লীলার ছলে কৃপা-বিতরণ॥

ইন্দ্র। আহা! কি মধুর সঙ্গীত শুনলেম, যথার্থ সুধাবরিষণ বটে।

অপ্সরাগণ। গীত

খাম্বাজ—খেমটা

হেলে দুলে ঢলে ঢলে, নেচে চলে বিনোদিনী,
ওই শুন, বাজে বীণা নারী-মন-বিমোহিনী॥
ধরা-ধরি করে করে, নাচ লো প্রমোদভরে,
সোহাগে কুসুম ঝরে, গায় বন-বিহঙ্গিনী॥

গান গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ

মালকোষ—চৌতাল

নবীন নীরদ মান-মথন,
বিরহ-বিধুরা-গোপিনী-রতন।
বিপিন-বিনোদন বাঁশরী বাদন,
গহন ভ্রমণ চারণ-গোধন॥
ব্রজবালা-বাসহর ধর গোবর্দ্ধন,
নবনী-চোরা যশোদা-রতন।
বঙ্কিম ময়ূরপাখা রাধারঞ্জন,
রাখাল ফলাহারী অর্জ্জুনভঞ্জন,
মোহন মদন-মূরতি-গঞ্জন,
কর পীতাম্বর করুণা বিতরণ॥
কোকিল-কূজিত নিকুঞ্জ-কানন,
রাসরসে মাতি নিয়ত নিমগন,
রুনুঝুনু নূপুর, বনহার-ভূষণ॥

নারদ। দেবরাজ! লঙ্কায় দেখে এলেম, বিষম বিভ্রাট! মহেশ্বরী যুদ্ধস্থলে রাবণের রথে বসে তাঁকে রক্ষা কচ্চেন। শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ ভূমে ফেলে হতাশ হয়েছেন।

ইন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! দেবর্ষি! তবে এখন উপায় কি?

নার। ভবানী-চরণ শরণ ব্যতীত আর উপায় নাই; শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিন যে, ঘটার্চ্চনা করে দেবীপূজা আরম্ভ করেন।

ইন্দ্র। চলুন, আমরা সকলে ব্রহ্মার নিকটে গমন করি, তিনি যা বল্‌বেন তাই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীরামের শিবির।—দেবীঘট স্থাপিত
শ্রীরাম ও বিভীষণ

রাম।— গীত

শ্রী—ঝাঁপতাল

নমস্তে শর্ব্বাণি শিব-সীমন্তিনি,
নমস্তে বগলে, কল্যাণি কমলে,
মাতঙ্গি মহিষ-মর্দ্দিনি॥
নমঃ শবাসনা, দিগ্‌বসনা,
হরবরাঙ্গনা, চন্দ্রচূড়া চণ্ড-বিনাশিনি॥

মিত্রবর! আমার প্রতি দেবীর কৃপা হলো না। মা আমায় দেখা দিলেন না। মিত্রবর! ইচ্ছা হয়, এ দেহ পরিত্যাগ ক'রে রাক্ষস-দেহ ধারণ করি। আহা! রাবণ কি ভাগ্যবান্! দেবী স্বয়ং রাবণকে কোলে লয়ে বসে আছেন। মিত্রবর! সকলই বিফল হলো, কটকসঞ্চয়, সাগর-বন্ধন, রাক্ষস-নিধন, সকল বিফল হলো; অভাগিনী জানকীর উদ্ধারের উপায় দেখি না। মা গো! মা, লোকে তোমায় দয়াময়ী বলে; তবে কি যথার্থই আমার কপালগুণে পাষাণ-নন্দিনী হলে!

বিভী। দেব! এখনও সময় অতীত হয় নাই, পুনর্ব্বার ভক্তিসহকারে ভবানী বিপদ-বারিণীকে আহ্বান করুন; অবশ্যই তিনি আপনাকে এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার কর্‌বেন।

রাম। মিত্রবর! এখনও নীলপদ্ম লয়ে কি হনুমান আসে নাই?

হনুমানের পদ্ম লইয়া প্রবেশ

হনু। প্রভু! এই অষ্টোত্তর-শত নীলপদ্ম গ্রহণ করুন।

রাম। বৎস! তোমার ঋণ আমি যুগে যুগেও শুধতে পার্‌বো না।

বিভী। দেব! সময় গত হয়; নীলোৎপলাগুলি দিয়ে দেবীর নিকট মনোনীত বর প্রার্থনা করুন।

রাম।— গীত

ভৈরবী

নমস্তে শঙ্করি, শিবে শুভঙ্করি,
ঈশ্বরি ঈশ্বর-জায়া।
নমস্তে ঈশানি, ত্রিতাপ-হারিণি,
যোগরূপা যোগমায়া॥
উগ্রচণ্ডা উমা, ভয়ঙ্করী ধূমা,
নমঃ নমঃ হৈমবতি।
নমস্তে ভবানি, ভবেশ-ভাবিনি,
শবারূঢ়া শিব-সতী॥
নমস্তে অভয়া, গিরীশ-তনয়া,
আদ্যাশক্তি কপালিনি।
ত্রাহি মে সুশ্যামা, বারিদ-বরণা,
মৃত্যুঞ্জয়-প্রসবিনি॥

নমস্তে—

পবন-কুমার, এ কি? একটি নীলোৎপল কম কেন?

হনু। প্রভো! অষ্টোত্তর-শত নীলোৎপল গণনা ক'রে তুলে এনেছি।

রাম। বৎস! পুনর্ব্বার গিয়ে আর একটি নীলপদ্ম নিয়ে এস। অনেক ক্লেশ করেছ।

হনু। রঘুনাথ! সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ ক'রে এইগুলি সংগ্রহ করেছি, জগতে আর নীলোৎপল নাই। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, অষ্টোত্তর-শত গণনা ক'রে এনেছি।

রাম। তবে কি দেবী আমায় প্রতারণা কর্‌ছেন। মা, অভাগা সন্তানকে আর বিড়ম্বনা করো না। মা গো—

গীত

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

কাতরে করুণা কর হর-হৃদি-বিলাসিনি।
দীন জনে দেখা দে মা দনুজদল-নাশিনী॥
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাখ মা অভয় পদে,
বর দে গো সুবরদে, রক্ষ-রণে দাক্ষায়ণি॥

মিত্রবর! দয়াময়ী আমার অদৃষ্টদোষে নিদয়া হলেন। এত কষ্ট ক'রে নীলোৎপল সংগ্রহ কর্‌লেম, এখন একটি মাত্র নীলোৎপলের অভাবে আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ হচ্চে। এখন আর তো কোন উপায় দেখ্‌ছি না। ভাই লক্ষ্মণ! সময় অতীত হয়, আর বিলম্ব করতে পারি না। ভাই, লোকে আমায় কমললোচন বলে, এই সুতীক্ষ্ম শরে এক চক্ষু উৎপাটন ক'রে দেবী-চরণে উৎসর্গ করি; দেখি, অভাগার দুঃখে পাষাণ-নন্দিনীর পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হয় কি না!

গীত

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা

নলিনী-নয়ন তারা হরিলে নলিনী।
দীনহীনে বিড়ম্বনা করো না জননি॥
ভাসি মা নয়ন-জলে,
ফিরে দে গো নীলোৎপলে,
অর্পিব পদ-কমলে, কপাল-মালিনি॥
শত-অষ্ট নীলোৎপলে,
আনিনু সহিত দলে,
হরিলে এক কমলে হইয়া পাষাণী।
সংসারে মোরে সকলে,
নীল-কমল-আঁখি বলে,
এক আঁখি পদতলে অর্পিব ঈশানি॥

হঠাৎ ভগবতীর আবির্ভাব

ভগবতী। (হস্তধারণ করিয়া) রঘুনাথ! এত আত্মবিস্মৃত কেন? রামচন্দ্র! লক্ষ্মীরূপা জনক-নন্দিনীর দুঃখে কে না দুঃখিত? রাক্ষসকুলশেখর দশানন আমার পরম ভক্ত, তথাপি আজ অবধি আমি তাকে পরিত্যাগ কর্‌লেম। ঘোর যুদ্ধে দশাননকে পরাজয় ক'রে জানকী সতীকে উদ্ধার কর।

শূন্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি

ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অপ্সরাগণের আবির্ভাব
ও নৃত্য-গীত

টোড়ি—ঢিমে-তেতালা

জয় রণ-বিহারিণি, মা বিপদ্‌বারিণি,
বিমলা নগবালা, ভালে শশিকলা,
দিগ্‌বাস-হৃদিবাস দনুজ-হারিণি॥

যবনিকা পতন

দোল-লীলা

[নাট্যগীতি]

প্রস্তাবনা

সিন্ধুরা—ধামাল

আজি সবে শুভ দিনে, গাও রে আনন্দ মনে,
নাচ গাও বিনা কিবা সুখ আর জীবনে॥
চল চল সুখে খেল যুবক যুবতী সনে,
বিলম্বে কি ফল বল, চল প্রেয়সী-সদনে।
মনোহর ব্রজপুর মোহিনী রমণীগণে,
জুড়াই নয়ন মন, প্রিয় মুখ-দরশনে।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

গোপালগণের প্রবেশ

কামোদ—হোরি

গোপ। কানুর সনে খেলিব হোরি।
আবির কুঙ্কুম সহ বন কুসুম,
কাননে ফিরিয়ে হেরিব আঁখি ভরি,
ও রূপ মাধুরী।

[প্রস্থান।

রাধিকা ও সখিগণের প্রবেশ

পিলু—যৎ

সখী। চল চল সখি বিপিনে চল,
না হেরি মুরারি প্রাণ বিকল।
ব্রজ-কুল-নারী আজি বনচারী,
আজি সখি সুখ-হোরি বিফল।
সুখ সাধ বিফল, গোপী প্রাণ বিকল।

অদূরে বংশীধ্বনি শ্রবণে

হামির—যৎ

খী। বাজে গো বাঁশরি, প্রাণসখি,
প্রাণকানাই
চল চল আঁখি ভরি দেখি।
ব্যাকুল বাঁশরি ব্যাকুল মুরারি
ব্যাকুল গোপিনী-প্রাণ কেমনে রাখি?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নিধুবন

রাধিকা ও সখিগণের প্রবেশ

রাধিকা। পরাণ বাঁধিতে নারি গো সজনি!
ওই শুন ডাকে শ্যাম গুণমণি।
রাধা নাম ধরি বাজে গো বাঁশরি,
চল গো সজনি, চল ত্বরা করি,
হেরি শ্যাম-ধন, রাধিকা-জীবন
জীবন সফল করি।

পুনঃ পুনঃ দূরে বংশীধ্বনি

১ সখী। বাজে গো বাঁশরি, বাজে গো বাঁশরি,
চল গো সজনি, চল ত্বরা করি।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। কি মনে গোপিনীগণে এসেছ কাননে,
নাহি লাজ রস রঙ্গ কর মম সনে।
ছিছি ছিছি কুলনারী এ রীতি কেমন,
রমণী হইয়ে কর কাননে ভ্রমণ!

হামির—ধামাল

মিলি গোপিনী রঙ্গে, চলি কেমনে কাননে,
ধেনু চরাইতে নারি, লাজ নাহি কুলনারী,
রস রঙ্গ কর মম সনে।

কালেংড়া—যৎ

রাধিকা। ভ্রম কাননে শ্যাম, চুরি করি প্রাণ,
ধরিতে নারিনু চোর হারাইনু মান।
কেন হে বাঁশরি বাজে নাম ধরি
কেন প্রাণে হানে বাণ!

পরজ—ধামাল

কৃষ্ণ। বন মাঝে বাজে বেণু আমার,
গোধন চারণ হেতু, কি ক্ষতি তোমার?
শুনি মম বংশীধ্বনি, কেন বনে এস ধনি,
ছি ছি হয়ে রমণী একি রীতি গোপিকার!

বেহাগ—যৎ

সখিগণ। ছাড় ছলা ও হে বংশীধর,
বাঁকা শ্যাম নটবর,
বাঁকা তব কলেবর, বঙ্কিম তব অন্তর,
বঙ্কিম নয়ন হানে ফুলশর।

খাম্বাজ—ধামাল

কৃষ্ণ। চাতুরী ত্যজ ব্রজনারী,
ছলনা কর কি কারণ।
লইয়া যমুনা বারি, কেন যাও আঁখি ঠারি,
ব্যাকুল প্রাণ বাঁশি করে রোদন।
রাধিকা। ছাড় ছলা, কেন কালা, নিদয় এমন।
প্রাণের কানাই এস, হৃদয়ের ধন।
কৃষ্ণ। মন রঙ্গে তব সঙ্গে বিহরি কানন।
রাধিকা। চলিতে না পারি, কালা
ধর হে আমারে,
কুশাঙ্কুর দেখ পদে বিঁধে বারে বারে।
কৃষ্ণ। এস এস প্রাণ প্রিয়ে, এস কাঁধে করি,
কুশাঙ্কুর বিঁধে পদে আহা মরি মরি!
রাধিকা। এস প্রাণ সখা—

কৃষ্ণের অদৃশ্য হওন

কোথা লুকাইল হরি।
হায় প্রাণসখি, হারানু কালারে,
বিপিনে ত্যজিয়া এ ব্রজ বালারে,
কোথায় লুকাল সে চিতচোর।
মাটি খেয়ে সই মত্ত হইনু মদে
তাই অবহেলা করি কালাচাঁদে
পড়িনু বিপিনে বিপদে ঘোর।
বল বল সখি, বল কোথা যাব,
কোথা গেলে বল কালাচাঁদে পাব,
আর না ছাড়িব হৃদয়ে রাখিব,
আমার হৃদয়ধন।
দেখ গো দেখ গো, রাধারে রাখ গো
এনে দাও শ্যাম রাখ গো জীবন।
১ সখী। চল গৃহে ফিরি ত্যজ গো রোদন,
কি ফল বিফল বিপিনে ভ্রমণ।
২ সখী। চল চল গৃহে চল রাজবালা,
বিজনে বসিয়ে বাড়িবে গো জ্বালা,
জ্বালা চিরদিন; নিঠুর কানাই,
ফিরি চল গৃহে সাধি মোরা তাই।
৩ সখী। ধৈরয ধর না, প্রবোধ বাঁধ না
মরি বিনোদিনী কেঁদ না, কেঁদ না।
রাধিকা। সাধে কি কাঁদি লো প্রাণ যে কাঁদে,
পাগলিনী কিসে প্রবোধ বাঁধে।
এই খানে মোরে ত্যজে গেছে কালা,
জীবন ছাড়িয়ে জুড়াব এ জ্বালা,
কালাচাঁদে সখি, আর কি পাব না?
গৃহে ফিরে সই আরতো যাব না,
বলো সে কালারে দেখা পাও যদি,
কি লাভ হইল অবলারে বধি,
যাও গো সজনি, যাও ঘরে ফিরে,
জন্মেছি কাঁদিতে ভাসি আঁখি নীরে,
ব্রজে কে কাঁদিবে রাধা না কাঁদিলে,
প্রাণ কে রাখে গো প্রাণে ডালি দিলে।
১ সখী। নিঠুর সে কালা জান চিরদিন,
তবে কেন সখি হও প্রেমাধীন।
চল ফিরে ঘরে ধৈরয ধর,
কেঁদ না কেঁদ না ছি ছি কি কর।

খাম্বাজ—যৎ

সখিগণ। চল চল রাজবালা।
জানত জানত সখি, নিদয় সে কালা।
বিলম্বে কি ফল বল, চল সখি গৃহে চল,
বাড়িবে বিপিনে মিছে জ্বালা;
লোক লাজ জলাঞ্জলি, ভাবিয়ে সেই বনমালী,
মাখিয়া কলঙ্ক কালি, মজিল অবলা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নিধুবন মধ্যে পথ—দূরে যমুনা প্রবাহিত
রাধিকা ও সখিগণ পিচকারি করে

সিন্ধু—যৎ

রাধিকা। যমুনা পুলিনে সই খেলে রে
হোরি কানাই।
যেতে মানা, মানা করি তাই।
পিচকারি করে, হরি বিহরে,
কুংকুম দিবে সই গায়, আজি
জলে কায নাই।
যেতে মানা, মানা করি তাই।
যমুনা পুলিনে চল ত্বরা করি সখি,
গোপিনীজীবনধন শ্যাম নিরখি।
সুধাকর বিনা, যামিনী আঁধার,
ব্রজশশী বিনা প্রাণ আঁধার রাধার।
যমুনা তটে শুন খেলে কালা হোরি
চল সখি ত্বরা করি মনচোরা ধরি।
১ সখী। বিজন বিপিনে নিঠুর অমন,
ত্যজিয়ে কামিনী পালাল যে জন,

তারে হেরিবারে কর আকিঞ্চন,
না জানি গো তুই রমণী কেমন।
রাধিকা। গঞ্জনা দিও না ধরি সখি পায়
চল লো গঞ্জনা দিব যমুনায়।
কেন কল্লোলিনী প্রবল বাহিনী,
উজান নাহিক ধায়।
রাধাতে ত নাই রাধিকার প্রাণ,
সই কে করিবে তবে অভিমান।
২ সখী। কালা বিনা প্রাণ ব্যাকুল তোমার।
ব্যাকুলা তেমতি প্রাণ গোপিকার।
কালা বিনা কাঁদি, তবু প্রাণ বাঁধি
হেরিব না সই চাতুরী আধার।

কাফি—যৎ

সখিগণ। চল যমুনা-পুলিনে সই
ত্বরিত গমনে,
আজি ধরিব কালারে, আজি ছাড়িব না
শ্যামধনে, চল চল চল।
সখি, শ্যাম অঙ্গে ফাগ দিব রঙ্গে
রঞ্জিব বরণ সাধ মনে, চল চল চল।
রাধিকা। রাধারে ত সখি বাস গো ভাল,
কালা বিনা কাঁদি হেরিব কাল।
চল চল সখি, চল চল চল
ধরি গো পায়।
তুমি কি দেখেছ কালার নয়ন,
ভুলেছ গো যদি দেখনি কখন,
প্রণয়ে কি প্রাণ দেছ বিসর্জ্জন,
আয় লো সজনি আয় লো আয়।

সাহানা—যৎ

সখিগণ। চল চল সই সকলে মিলিয়ে।
কেমন শঠ কালা দেখিব গিয়ে।
মিলিয়ে গোপ নারী দেখি পারি কি হারি,
আবিরে শ্যাম কায় দিব ঢাকিয়ে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নিকুঞ্জবনের অপরপার্শ্ব—বসন্ত
সখিগণের উক্ত গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ

কৃষ্ণ। রাধে রাধে বলে বাজ রে বাঁশি,
"রাধে বলে বাজে বাঁশি আমি ভালবাসি,
রাধা নাম বিনা বাঁশি, কোথা পাবে
সুধারাশি,
সুখের সাগরে ভাসি, মনে হলে
মধুর হাসি।
১ সখী। বলি শ্যাম কথা রাখ, আবির মাখ
ঢাকবে যদি বরণ কাল।
ছি ছি ছি বরণ আঁধার, দেখে রাধার
ভক্তি কিসে হবে বল।
২ সখী। একে ত বাঁকা গড়ন, বাঁকা নয়ন,
বাঁকা তব মোহন চূড়া।
কাল তার নাইকো ভাল, সকল কাল
মুখে মাখ ফাগের গুঁড়া।
৩ সখী। তাতে রূপ কতক হবে,
রাধার তবে
ভক্তি হলেও হতে পারে।
তাইতে হে বলি তোমায়, কালাচাঁদ
ফাগ মাখ গায়,
নইলে সাধবে কেন বারে বারে।
কৃষ্ণ। জানি হে আমি, কাল আমার ভাল,
গোরা রঙ ধার চাইনে কারও,
ছাড় ছলা, ব্রজের বালা, কেন মিছে
বাড়াও জ্বালা,
যাওনা ফিরে ঘরে যদি কালোকে
না দেখতে পার।
জানিহে ব্রজাঙ্গনা, বরণ সোণা,
রাধা-রূপে জগৎ আলো।
বলতে পারে না কেনা কেউ ত রূপ
ধার দেবে না
রাধা কি কর্ব্বে দয়া একে রাখাল
তাতে কাল।
১ সখী। রঙ্গ আজ রাখ কালা, ছাড় ছলা
আজ এস হে খেলি হোরি।
মিছে কথায় দিন বয়ে যায়,
ঠাঠ ঠমকে কায কি হরি!
কৃষ্ণ। ব্রজাঙ্গনা জীবন আমার
কোন্ কথা না শিরে ধরি?

মালকোষ

কৃষ্ণ। এস সবে খেলি আজি হোরি,
ফাগে কিবা শোভা হয় হেরিব সুন্দরি
শ্রমরঞ্জিত বদনে কুঙ্কুমরাগ রঞ্জনে,
সুখে হেরিব নয়নে, কে হারে কে জিনে
পিপাসিত চিরদিন পিয়াস হরি।
রাধিকা। (কৃষ্ণের প্রতি)—

ক্ষমা কর পায় ধরি ওহে কালাচাঁদ
(সখীর প্রতি)
কেন সখি মম অঙ্গে দেহ পিচকারি,
এস দেখি খেল হরি পারি কি না পারি?

বাহার—যৎ

সখিগণ। পেয়েছি তোমায় শ্যাম
আর কভু ছাড়িব না
কেমনে পালাবে এবে, আঁখি আড় করিব না।
কেমনে নিদয় মনে, ছাড়িয়ে এলে কাননে,
দেখিব প্রেম বন্ধনে বাঁধিতে কি পারিব না?

পরজ—যৎ

রাধিকা। চুরি করি কেন খেল হোরি,
চোরা রীতি তব গেল না হরি।
সখীর সনে খেলি অন্য মনে,
কেন পিচকারি দিলে চুরি করি,
১ সখী। মিনতি করিহে রাধে,
মিনতি কানাই,
যুগল মিলন হেরি জীবন জুড়াই।

পট পরিবর্ত্তন

নিকুঞ্জবন
বাহার—যৎ

হের লো শোভা নয়ন ভরি,
রাধা সনে দোলে দোল শ্রীহরি।
লাল নিধুবন, লাল শ্যামধন,
লালে লাল আজি প্যারী।
হেরি লালে লাল আজি নয়ন জুড়াল।
লাল যুগল মাধুরী।

যবনিকা পতন

সীতার বনবাস

[পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য]

(১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

"কি হল—
কেঁদে নন্দী বলে মা কোথা গেল।"
পুরাতন গীত।

"শূন্য রথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে,
নিবেদিল কৃত্তিবাসে।"
অন্নদামঙ্গল।

পুরুষ-চরিত্র

রামচন্দ্র। লক্ষ্মণ। ভরত। শত্রুঘ্ন। সুমন্ত্র। বাল্মীকি। লব। কুশ। বিভীষণ। সুগ্রীব। হনুমান। নাগরিকগণ। সেনাগণ। সমাগত রাজগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

সীতা। ঊর্ম্মিলা। সখিগণ। অলিক্ষরা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। নাহি জানি, ভাই রে লক্ষ্মণ,
এই কি রে রাজ্যসুখ?
ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে, ভাই,
দণ্ডক-অরণ্যমাঝে কুরঙ্গের সনে
ছিনু তিন জনে সুখে,
সংসারের রোল কভু না উঠিত কানে।
ভাবি মনে মনে,
সেই কি রে জীবনের সুখ-দিন,
সুখের বদন কভু কি দেখেছি আর?
লক্ষ্মণ। রঘুনাথ, কি হেতু এ ভাব আজি?
সত্যযুগে হেন রাজ্য করে নাই কেহ;
রামরাজ্য জগৎ-বিখ্যাত;
ত্রিভুবনে পূজ্য বীর তুমি—
দুর্জ্জয় দশাস্য-অরি,
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, ফুল্ল কমলিনী
জনক-নন্দিনী বন্ধ প্রেমপাশে তব।
রাম। 'সীতা, সীতা—
কত যে সয়েছে সীতা আমা লাগি,
রে লক্ষ্মণ!
আমিও সয়েছি কত সীতার কারণে,
দুখ দিছি তোমা হেন গুণধরে;
কভু চাহে প্রাণ, রাজ্য দিতে বিসর্জ্জন,
কত কথা উঠে মনে,—
প্রজা তবে গায় কি সুযশ?
লক্ষ্মণ। হেন পুত্রসম প্রজার পালন
কভু হয় নাই রঘুমণি, সত্যযুগে!
রাম। "ছিল সীতা রাবণের ঘরে"
কহে কি হে প্রজাগণে?
লক্ষ্মণ। অগ্নির পরীক্ষা কথা
গায় জনে জনে, রঘুমণি!
রাম। না বুঝিতে পারি, সন্তপ্ত প্রাণের খেলা,
আছি পালঙ্ক-উপরে সীতা সনে—
বুঝিতে না পারি,
জাগ্রত কি নিদ্রিত তখন;
দেখিলাম—মন্দোদরী ধরিয়ে তারার কর,
পাছে পাছে নিকষা রাক্ষসী—
বারিধারা ঝর ঝর ঝরে অবলা-নয়নে—
কহে তিন জনে একস্বরে,
পূরিল সুনামে তব দেশ,
সূর্য্যবংশ-খ্যাতি পশিয়াছে দেশে দেশে;
সাগরের পারে, কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে,
মিথিলায়, অযোধ্যায়,
কহে জনে জনে, "সতী নারী তব সীতা"—
সেই ব্যঙ্গস্বর

এখন' জাগিছে অন্তরে আমার।
লক্ষ্মণ। ব্যঙ্গ নহে রঘুমণি!
সত্য যাহা দেখেছ স্বপনে,
সূর্য্যবংশ যশোরাশি ব্যাপিত ভুবনে,
সীতা নাম আদর্শ সংসারে।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ

রাম। কহ দূত, প্রজাগণে সুখী ত সকলে?
দুর্ম্মুখ। রামরাজ্য অসুখের নয়।
রাম। এ সংবাদ হেতু নিয়োগ করি না তোমা,
চাটুকারে পারে দিতে এ হেন বারতা,
তব কার্য্য অন্যমত;
কহ দীনতা আছে কি রাজ্যে,
শস্যের অভাব, জলকষ্ট,
অকাল-মরণ, কোন ঠাঁই?
দুর্জ্জন-পীড়ন, শিষ্টের পালন
হতেছে কি রাজ্যময়?
কহে কি সকলে
"সূর্য্যবংশে যোগ্য রাজা রাম?"
দুর্ম্মুখ। "সূর্য্যবংশে যোগ্য রাজা রাম?"
অবশ্য এ কথা কহে জনে জনে।
রাম। কহ কেহ কি হে কহে বিপরীত,
কোন অংশে দোষে কি আমায়?
লক্ষ্মণ। খণ্ডে দোষ নিলে তব নাম।
রাম। যাও ভাই, ভরত-সমীপে
কর যুক্তি তিন জন মিলে,
রাজসূয় যজ্ঞ-কথা।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

দেহ দূত প্রশ্নের উত্তর;
কহ মোরে ত্বরা,—কেন ছন্নমতি তব,
কি হেতু রে জড়িত রসনা?
কহ সত্য বাণী—
কেহ কি করেছে দোষারোপ?
দুর্ম্মুখ। হে প্রভু, হে অনাথ-বান্ধব!
শারদ-কৌমুদীসম যশোরশ্মি তব,
করিছে আনন্দ দান প্রতি ঘরে ঘরে,
সবে করে গুণ গান;
কুভাষে হে রঘুনাথ! কুমতি যে জন।
রাম। কি ভয় তোমার, কহ সত্য কথা;
অশুভ বারতা নারিবে পীড়িতে মোরে;
কহে কি হে কেহ বালিবধ-কথা?
দুর্ম্মুখ। হায়! রঘুমণি, না সরে বচন মম,
মন্দ লোকে কহে মন্দ,—
পতিপ্রাণা জনকনন্দিনী
পবিত্রা অনল সম,
তাহে করে দোষারোপ,
ক্ষীরোদ-সাগর-নীরে গোময় অর্পণ!
কহে পাপ-মুখে,—
"আছিল জানকী বাঁধা রাক্ষসের ঘরে।"
রাম। নাহি কহে অগ্নির পরীক্ষা কথা?
দুর্ম্মুখ। ক্ষম দাসে দেব!
অগ্নির পরীক্ষা মানে ছায়াবাজি প্রায়;
কেহ কহে "প্রত্যক্ষ ত নয়;
লঙ্কার ঘটনা,
সত্য মিথ্যা জানিব কেমনে?"
রাম। ভুবন-পাবন দিন-দেব!
তব বংশে রটিল অখ্যাতি!
করি ব্রহ্মবধ আনিনু কলঙ্ক ঘরে,
স্বয়ংবরকালে দর্পে বাহুবলে
চালিনু হরের ধনু,
ভাঙ্গিনু সে ধনুক প্রবীণ,
মড় মড় স্বরে ডাকিল শঙ্করে
মহাশরাসন,
উল্কাপাত হইল ধরায়,
কাঁপিল বসুধা-শির;
হায় হায় বিবাহে প্রলয় হেন!
রাজ্যে রাজ্যভ্রংশ; খসিল বংশের চূড়া,
দশরথ রঘুবংশোজ্জ্বল;
যুদ্ধ রক্ষঃ সনে; গহন কাননে
ব্রহ্মবধ সীতা লাগি;
অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক সীতার তরে!

[প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। ভাল খ্যাতি রহিল আমার,
রাম-কার্য্য সাধিল জটায়ু পাখী;
রাম-কার্য্যে প্রাণ দিল বনের বানর,
ক্ষুদ্র প্রাণী কাষ্ঠবিড়ালী,
রাম-কার্য্য করিল অমর;
লঙ্কাপুরে রাম-কার্য্য সাধিল ভুবন,
রাম-কার্য্যে আমিও নিরত,—
হলাহল আমার কপালে!
আরে জিহ্বা, না হইলি ভস্মরাশি,
গাইলি সীতার অপযশ,
চিরদিন দুর্ম্মুখ রহিলি ভবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—অশোক-কানন
সীতা, ঊর্ম্মিলা, সখিগণ
সখিগণের গীত
সোহিনী-বাহার—জলদ তেতালা

পিক কুহু বোলে, মুঞ্জ কুঞ্জ দোলে,
মধুর সমীর বহে ধীরে;
ফুল্ল দিনকর, ফুল্ল সরোবর,
ফুল্ল রতনরাজি নীরে,
শ্যাম ধরণী-তল, শ্যাম তরুদল,
কুসুম-ভূষণ শিরে;
ফুলকুল আকুল, আকুল অলিকুল,
ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে;
ফুল আকুল দুলিছে সমীরে।

ঊর্ম্মি। সারি সারি সারি দু'ধারি দু'ধারি
থরে থরে থরে ফুটেছে ফুল;
তবকে তবকে ঝক ঝক ঝকে
মাতুয়ারা হের ভ্রমরকুল।
১ সখী। রবি সনে যেন খেলিয়ে ছায়া
শ্রমে রসবতী শুয়েছে ভূমে।
২ সখী। আধ আধ ছায়া, আধ রবি-কায়া,
শাখায় শাখায় পাখীগুলি গায়।
৩ সখী। দেখ লো, সই, দেখ দেখ ওই,
কনক-লতিকা মুদিত ভূমে।
সীতা। দেখ নাথ! কার এ সন্তান,
করিতেছে স্তন পান,—এ কি!
সখী। কেন সখি! ধরণী-শয়নে!
কঠিন পাষাণে শোভে কি শয়ন তব?
সীতা। সখি! দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন,—
যেন তপোবনমাঝে—
নাথের চরণ-তলে ধরণী-শয়নে—
সুন্দর সন্তান করিতেছে স্তন পান;
মরি মরি মরি কি মাধুরী!
নীল নলিনী তুলিয়ে
নির্জ্জনে গড়েছে বিধি হায়!
শিহরিয়া কহিলাম,—
"দেখ, নাথ, কার এ সন্তান?"
না দেখিনু প্রাণনাথে,
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর—
তোমা সবে দেখিনু সম্মুখে।
ঊর্ম্মি। কুসুম-নির্ম্মিত সন্তানরতনে
দিয়ে, সতি, পতি-কোলে
শুধিবে প্রেমের ধার,
ছায়া তার দেখেছ স্বজনি।
সীতা। সখি! কেন না হেরিনু প্রাণনাথে?
চির-অভাগিনী আমি।
ঊর্ম্মি। জাগরণে শয়নে স্বপনে,
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি সহে তব প্রাণে।

গীত
ভীমপলশ্রী—জলদ-একতালা

সীতা। সদা মনে হারাই হারাই,
কি আছে কপালে ভাবি তাই;
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে
গিয়াছে যে দিন আর সে দিন ত নাই।
পড়ে মনে রামসনে, ভ্রমণ বিজন বনে,
মায়ামৃগ ছায়া হেরি হৃদয়ে ডরাই,
তাই প্রাণ শিহরে সদাই।

ঊর্ম্মি। কেন মিছে ভাব, সুলোচনে!
সত্য কভু নহে ত স্বপন;
সুন্দর এ অশোককানন;
ছিলে রাবণের অশোক-কাননে,
কহ বিধুমুখি!
সে বন কি সুন্দর এমন?
সীতা। দেখি নাই বন কভু,
জগতে সুন্দর কিছু ছিল না ললনে,
রাম-নাম-ধ্যান বিনা।
সেই ধ্যানে বঞ্চিতাম দিবস-শর্ব্বরী।
চমকি কখন শুনিতাম পিকরব,
নাথের বচন অনুমানি।
ঊর্ম্মি। সুলোচনে! চিরদিন বঞ্চিলে কাননে
বনদেবীরূপে, সই;
দণ্ডক-অরণ্য-কথা পড়ে কি গো মনে?
সীতা। সখি! ভুলিব না পুড়িলে অনলে,
ডুবিলে সাগর জলে,—

গীত
বাহার-খাম্বাজ—কাওয়ালী

কত নেচেছি লো, ময়ূরীসনে;
ফুল্ল প্রাণে, মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখী-শিরে পাখীগণে
ফুলকুলে, সখী ছলে,
হাসি, হাসি, সম্ভাষি প্রাণ খুলে,
হাসি, হাসি, আঁখিনীরে ভাসি,

কিশোর-কথা কত জাগিত মনে,
নাথ সনে, সখি, গহন বনে।

উর্ম্মি। শুনিয়াছি দশস্কন্ধ আছিল রাবণ,
কিরূপে গো সাজিল সন্ন্যাসী—
রক্ষ চিহ্ন বিধুমুখি, ছিল না কি তার?
সীতা। জেনে শুনে কেন কুরঙ্গিণী
পড়িবে বিষম ফাঁদে?
হেরিনু তেজস্বী যোগী,
জ্ঞান-হারা রাম-অদর্শনে;
শুনি সকাতর ধ্বনি
"কোথা ভাই রে লক্ষ্মণ"
আছিনু বিহ্বলা সম,
তাই না ডরিনু ব্যাধে,
আইনু গণ্ডীর পার।
উর্ম্মি। দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু হেরিলে কখন?
সীতা। যবে পুষ্পক-আরোহি,
বিমুখি জটায়ু পক্ষিরাজে
ধাইল লঙ্কার পানে,—
বহিতেছে রাজহংসে রথ,
সমীরণভরে—সমীরণ জিনি গতি,—
ছুটিল ভাঙ্গিয়া মেঘদলে;—
চমকি শুনিনু ভৈরব কল্লোল; সখি,
আছিনু মুদিয়া আঁখি শিহরি চাহিনু;
হেরিলাম,—
অনন্ত নীলিমা-ব্যাপিত সাগরকায়া,
ঘোর নাদে তরঙ্গের খেলা,—
জটাজুট শিরে,
নাচিছে ভৈরব যেন ঘোর রণ-স্থলে,
সে বিশাল জলে পড়িছে বিশাল ছায়া,
যেন একার্ণবমাঝে বিশাল সুমেরু গিরি;
শৃঙ্গরূপে শোভে দশ শির,
তরু, গুল্ম, লতা, কুড়ি বাহু,
অমানিশারূপে নিবিড় স্যন্দনচ্ছায়া
আচ্ছাদিছে তমোহর দিনদেবে।
উর্ম্মি। বারেক দেখাও, সখি, চিত্রিয়া আকার।
সীতা। সখি! সে ছায়া স্মরিলে—
সূর্য্য যেন ঢাকে ছায়া,
পড়ে ছায়া হৃদয়ে আমার,
তবু চিত্রি তব অনুরোধে।
১ সখী। উঃ! একাকিনী রক্ষঃসনে—
মরিতাম, সখি, আমি হেরিলে সে ছায়া,
শিহরে হৃদয় শুনি বর্ণনা তাহার!
সীতা। হের সখি, চিত্রিয়াছি দুরন্ত রাক্ষসে।
সকলে। এ কি, এ কি!
এ কি চিত্র ভয়ংকর!
সীতা। ছিল লঙ্কাপুরী এ হ'তে ভীষণ,
শমন কাঁপিত তথা,
ভীষণ সে অশোক-কানন,—
ভীষণ দুরন্ত চেড়ীদলে।
উর্ম্মি। ছিল চেড়ী তব লঙ্কাপুরে,
অশোক-কাননে।
আজি অযোধ্যায় অশোক-কাননে,
সাজি চেড়ী তব,
বেত্র ছলে গাত্রে ঢালি ফুল,
সাজাই কবরী—ফুল-দলে,
ফুল্ল করতলে প্রফুল্ল কমলে,
সাজাব সজনি, পুজি দুটি রাজীব-চরণে
ফুল্ল শতদল-দলে।
সীতা। সখি! পুজনীয়া নহে অভাগিনী!
উর্ম্মি। কি কহিলে, চন্দ্রাননি,
পুজনীয়া নহ তুমি!
পুজনীয় কি আছে জগতে?
পুজে লোকে প্রস্তর-প্রতিমা,
এ প্রতিমা ছানিত চন্দ্রমা-করে,
প্রতিমা চৈতন্যময়ী চৈতন্যরূপিণী,
অন্নপূর্ণারূপে মহীতলে,
রাজীব-লোচন শিরোমণি।

সখিগণ। গীত

বিহঙ্গড়া—জলদ-একতালা

তুলি জাতি যূথি মালা গাঁথিব সই।
মল্লিকা, মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা, গাঁথি মালা,
দিব প্রেমভরে, প্রেমময়ি।
পারুলে, বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে,
যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী।
চম্পক টগর, পরিমল তর তর,
সারি সারি ফুল্ল নলিনী।
হাসে ফুল্ল ফুলকুল বাস অপচই।

[সখিগণের প্রস্থান।

সীতা। অলসে অবশ কলেবর,
না পারি চলিতে বিষম নিদ্রার ভার।

রাবণের চিত্রের উপর শয়ন

রামের প্রবেশ

রাম। উদ্বেলিত হৃদয় আমার, হও **স্থির,**—
এ কি ভীষণ তরঙ্গ-খেলা!
দুর্গম সমরে
বিচলিত চিত হয় নি কখন,
নাগ-পাশে ছিনু স্থির,
হায় বিধি! কে বোঝে তোমার **লীলা?**
এ কি বিপরীত ভাব মনে!
মমতায় বিগলিত প্রাণ,
কভু প্রাণ শ্মশান সমান,
হেরি তমাচ্ছন্ন দিক্‌চয়,
পুনঃ উঠে মনে বিপিনে বিজনে
কেলি সীতা সনে;
কি হ'ল, কি হ'ল, কলঙ্কে পুরিল দেশ!
মরি মরি কনক-লতিকা,
হৃদয়ের হার মম,—
অভাগা রামের নিধি,—
মরি মরি শুয়েছ ধুলায়!
উঠ উঠ ফুল্ল-কমলিনি,
রাঘবহৃদয়-মণি,
উঠ উঠ আনন্দ আমার!
গাইছে সঙ্গিনী তব বিহঙ্গিনীগণে;
বহিব কলঙ্ক-ভার,
চন্দ্রানন হেরি ভুলিব হৃদয়-জ্বালা,
আমোদিনি! মেল ফুল্ল আঁখি।

সীতা। প্রাণনাথ! বিলম্ব কি হেতু আজি?
না হেরি তোমারে পরাণ শিহরে মম—
রাজ-কার্য্যে ক্ষমা দেহ, গুণমণি,
অধীনীর অনুরোধে।
যবে নব শিশু দিব তব কোলে,
পবিত্র প্রণয়-ফল—
সাধিব না থাকিতে নিকটে,
যাচিব না চরণ-দর্শন,
নিশ্চিন্তে পালিহ প্রজাগণে, গুণনিধি!

রাম। এ কি!
রাবণের চিত্র হেরি!
ফলিল তারার অভিশাপ,
দুঃখানল মন্দোদরী নিভিল তোমার,
কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী!—

সীতা। কেন নাথ, বিরস বদন হেরি?

রাম। শুন প্রাণেশ্বরি! অপূর্ব্ব **রহস্য কথা,**
লঙ্কার ঘটনাবলী,
জাগিতেছে মনে অকস্মাৎ,
যেন জ্বলিতেছে রাবণের চিতা
সম্মুখে আমার,
বিবশা কাঁদিছে মন্দোদরী।
এবে হইল স্মরণ,
প্রতীক্ষায় রয়েছে লক্ষ্মণ,
প্রাণেশ্বরি! ত্বরা করি, আসিব **ফিরিয়ে।**
ভাল প্রিয়ে! সুধাই তোমায়,
তপোবনে মুনিকন্যাগণে
কবে যাবে করিতে প্রণাম?

সীতা। যদি নাথ হয়েছ সদয়,
চল আজি, গুণমণি!

রাম। যে বা হয় দেখিব পশ্চাতে,
যাও প্রিয়ে অন্তঃপুরে;
ত্বরায় ভেটিব তথা।

[প্রস্থান।

সীতা। রাজকার্য্যে ভুল না দাসীরে।

[প্রস্থান।

সখিগণের পুনঃ প্রবেশ

সখিগণ। গীত

পাহাড়ী-পিলু—দাদরা

অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো।
নাহি হেরি কুসুম-মঞ্জরী লো॥
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ স্বরে মনোব্যথা কহে সকাতরে,
শূন্য সরোনীর নেহারি লো॥

ঊর্ম্মি। সখি!
যতনে আনিনু তুলি ফুল,
সীতাদেবী লুকা'ল কোথায় ছলে,
সবে মিলি করি অন্বেষণ,
দরশন পাইব এখনি,
সাজাইব কনক-প্রতিমা!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। কলঙ্কিনী হৃদয় অনল মম
স্বেচ্ছায় জ্বালিনু আমি চিতানল হৃদে,
জন্মাবধি সয়েছি বিস্তর,

রাজপুত্র, ভ্রমিলাম বিপিনে কিশোরে,
অগ্নিরাশি জ্বালিনু হৃদয়ে,
বধি শূরশ্রেষ্ঠ বলিরাজে কপট সমরে;
বাঁধি অলঙ্ঘ্য সাগর
ব্রহ্মবধ করিনু লঙ্কায়,
কলঙ্কিনী জনকনন্দিনী হেতু।
দিনকর! স্বর্ণকর তব!
আর না দানিবে আনন্দ অন্তরে মম।
হে চন্দ্রমা!
ফুরাল তোমার হাসি,
সুন্দর সরসী
ঢল ঢল বিমল সলিলে,
শুকাইল অভাগা-নয়নে;
ফুল্ল সরোজিনী সহ,
ফুরাইল ভ্রমর-গুঞ্জন,
ফুরাইল মধুরতা রমণীর স্বরে,
ধরা কারা সম—
সিংহাসন কনক-পিঞ্জর—
রে লক্ষ্মণ! জানকীরে রেখে এস বনে,
কলঙ্কিনী জনক-দুহিতা।

লক্ষ্মণ। চিন্তামণি, অচিন্ত্য মহিমা তব,
কিঙ্করে হে কি হেতু ছলনা?
মূঢ় আমি জ্ঞানহীন,
তব তত্ত্ব কেমনে জানিব, জ্ঞানময়
যোগীন্দ্র-মানস-মণি!

রাম। শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
দুষ্টা নারী সীতা,
চিত্রি রাবণের অবয়ব
হানি বাজ লাজে, অশোক-কাননমাঝে,
স্বচক্ষে দেখেছি সীতা ঢালিয়াছে কায়,
রাক্ষস-ছবির পরে।
কাপুরুষ মম সম
কে কবে জন্মেছে রঘুকুলে?
পাপের সঞ্চার
নাহি জানি কি হেতু রমণী বধে!
কলঙ্কিনী বধিলে কি দোষ?
ছি ছি ছি ছি!
অরণ্য-মাঝারে কাঁদিয়াছি সীতা লাগি—
না করিনু ব্রহ্মবধে ভয়,
বিষবৃক্ষ রোপিনু হৃদয়ে,
ফলিয়াছে বিষময় ফল,
হা ধিক্,—হা ধিক্, রাম নামে!

লক্ষ্মণ। চির-অনুগত দাস চরণে তোমার,
দয়াময় রঘুকুলমণি!
নিদারুণ বাণী কেন শুনি তব মুখে,
জনক-নন্দিনী জননীস্বরূপা মম।

রাম। জান না, জান না, বুঝ না কুলটা-রীতি,
দশে যাহা ঘোষে, মিথ্যা কভু নহে তাহা,
দশ-মুখে ধর্ম্ম মানি।

লক্ষ্মণ। প্রভু!
আজন্ম সেবিনু শ্রীচরণ;
শ্রীচরণ ধ্যান জ্ঞান, শ্রীচরণ হেরি,
বনবাসে পাসরিনু রাজ্যসুখ,
শ্রীচরণ-আশে কুটীর-নিবাসে,
লইনু নশ্বর শর করে,
বিনাশিতে বিরামদায়িনী নিদ্রা;
শুনি কপিসৈন্য টিটকারি,
তুলে নিল শেল কোপে দুর্জ্জয় রাবণ,
কাঁপিল ভুবন,
ভাবিলাম অন্তিম আমার,
পড়েছিল মনে শ্রীচরণ,
ভেবেছিনু নয়ন মুদিয়া,
মা জানকী কোথা এ সময়।
হে অনাথনাথ! হেন বজ্রাঘাত,
কেন কর পদাশ্রিত জনে?
প্রভু, দেহ শিক্ষা মোরে,
কি ব'লে ভুলাব জানকীরে,
যবে,
সুধিবেন সতী সাদরে দেবর বলি,
"কোথা যাব দেবর লক্ষ্মণ একাকিনী
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনমাঝে?"
যবে,
ঝিল্লীরবে মেলিয়া বদন
তিমিররূপিণী নিশি গ্রাসিবে ভুবন,
ভয় বাসি,
জনকনন্দিনী কাঁদিবেন সকাতরে,
"কোথা ও রে দেবর লক্ষ্মণ,"
কি ব'লে ফিরিব প্রভু,
শিখাও দাসেরে!
নিষ্ঠুর হে দুর্ব্বাদল শ্যাম,
কি ভাষে হে বনবাসে লইব বিদায়?
প্রভু বধুন দাসেরে,
নহে মোরে ত্যজ দয়াময়।
অন্যে কহ, অন্যে দেহ ভার,

সোনার প্রতিমা জলে দিতে বিসর্জ্জন,
রাজলক্ষ্মী পাঠাইতে বিপিন-নিবাসে।
রাম। সরল তোমার প্রাণ,
জান না নারীর রীতি ভাই রে লক্ষ্মণ!
ছিল অহল্যা পাষাণী,
মহামুনি-গৌতম-গৃহিণী,
কুলটা দোষের হেতু।
পড়ে কি রে মনে
যবে পাড়িলাম ব্যালিরাজে
দুর্জ্জয় ঐষিক বাণে,
কাঁদিল বিবশা—
পতির চরণতলে তারাকারা তারা,
পুনঃ হের আচরণ, মিলিল সুগ্রীব সনে।
অম্বিকার বরে ভীম রক্ষোবরে
নাশিলাম রণস্থলে,
মন্দোদরী, এলায়িত বেণী,
দুনয়নে প্রবল নির্ঝর-স্রোত,
কাঁদিল রূপসী,
বসি একাকিনী সে ভীষণ স্থলে;
প্রস্তরে বহিল নীর,
নীরবিল শৃগালের রোল,
অশনি ভেদিল মন্দোদরীর রোদনে,
হের এবে,
সেই মন্দোদরী বিভীষণপাশে;
লঙ্কা-রাজ্য সিংহাসনে।
মোহিনী মায়ার ছলে
আছিনু আচ্ছন্ন ভাই,
তেঁই সাপিনীরে হৃদে দিনু স্থান,
নিজ শির ভাঙ্গিনু চরণ ঘায়।
হায়! হায়! হায়!
কলঙ্ক এ কুলে!
রঘুকুলে কলঙ্ক-রটনা।
সূর্য্য রাহু গ্রাসে,
ভস্মরাশি যজ্ঞের অনলে,
রম্য-বন প্লাবন-কবলে।
হা সীতা! হা মমতার ধন,
বিষময় তুমি হেন!
সীতার উদ্ধার লাগি অম্বিকার পদে
অর্পিতে নয়ন, তুলিলাম করে বাণ,
সে সীতারে করিব বর্জ্জন
হৃদিপিণ্ড ছেদি মহাশরে!
যাও সীতা লয়ে বনে,
কলঙ্ক-আগুনে বাঁচাও হে গুণনিধি,
ও হো—কাঁদে প্রাণ, ভাই রে লক্ষ্মণ!
লক্ষ্মণ। রঘুমণি! ক্ষম দাসে।
রাম। বুঝিনু বুঝিনু ভাই, তুমিও লক্ষ্মণ
আজি ত্যজিলে পামরে ঘৃণায়,
সেই হেতু না শুন বচন।
লক্ষ্মণ। দ্বিধা হও জননী মেদিনী,
বজ্রাঘাত হ'ক্ শিরে।
রে নয়ন, ক'র নারে বারি বরিষণ,
উপাড়ি পাড়িব বাণে;
যবে রক্ষ-ছলে ভুলে,
বনমাঝে জনক দুহিতা
করিলেন দাসে তিরস্কার,
ঝরে ছিলি এইরূপ,—
হ'ল পরে বজ্রাঘাত;
আজি সেই বারিধারা নয়নে আমার,
পুনঃ সেই বজ্রাঘাত—হায় হায়!
দয়াময়!
পালিব হে আজ্ঞা তব,
বজ্র পাতি লব বুকে তোমার বচনে,
জ্যেষ্ঠ তুমি পিতৃসম মম,
কিন্তু এই খেদ মনে,
সেবিনু তোমায় প্রাণপণে,
ভাল কীর্ত্তি রাখিলে আমার।
সূর্পনখা-নাক-কাণ কাটিলাম রোষে,
অপমান করিনু নারীর,
সে হেতু কি শাস্তি দিলে দাসে,
তুলে দিলে কলঙ্ক-পশরা শিরে?
রাম। শুন ভাই, আছে হে মন্ত্রণা,
তপোবনে যাইতে বাসনা,
জানায়েছে সীতা মোরে,
কহ তারে কার্য্য হেতু রহিলাম গৃহে,—
ছলনায় ভুলায় ললনা,
ছলনায় ভুলাও সীতারে;
রেখে এস তাপস-কাননে,
ভাগ্য-গুণে মিলি মুনি-পত্নী সনে
খণ্ডে যদি মহাপাপ;
ঘুচে যদি,
অঙ্গার-মালিন্য মিলি অনল-সংহতি।
লক্ষ্মণ। করেছি প্রতিজ্ঞা দেব, পালিব বচন।
রাম। ভাল যাও ভাই—

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

প্রাণ কাঁদে ভাই রে লক্ষ্মণ!
মমতায় ভেসে যায় কাঠিন্য আমার,
জানকীরে পাঠাইব বনে,
বারিধারা হেরিয়ে নয়নে;
রাখি একাকিনী বনে,
কেমনে বা ফিরিবে লক্ষ্মণ।
হা সীতা! হা রামের জীবন!
ওহো, রঘুকুলে কালি।
দয়া কর দানবদলনি,
রণে বনে দুর্গমে সংকটে
তারিয়াছ দাসে তাপ-হরা,
তার মা গো, হৃদয়-সংকটে।
মহিষাসুরে সমরিলে মহিষমর্দ্দিনি,
হুংকারি আঁধারি দিশা,
হের,
সে ঘোর তিমির আজি অন্তরে আমার,
অন্তর-আনন্দময়ি!
শক্তি দে মা শক্তি-স্বরূপিণি,
বিনাশিতে তমোরাশি।
শক্তি দে মা শক্তি-স্বরূপিণি,
রাখিতে বংশের মান!
নয়ন সলিলে ধুইব কুলের কালি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

সরযূ-তীর

সীতা ও লক্ষ্মণ

গীত

গৌরী—পটতাল

সীতা। একতানে সমীরণ সনে,
গাইছে তটিনী গুন গুন স্বরে,
ফুল্ল নীরে ফুল ফুল্ল ঝরে।
হেলা দোলা—তরংগ-লীলা
বাইছে ধাইছে তর তরে;
চিতরঞ্জন গুঞ্জন, ফুলকুল-চুম্বন,
পরিমল বিভোর, টল টল মধুকর
স্বর মধুর ঢালিছে প্রাণ ভরে।
নাথ সনে কত দিন,
ভ্রমেছি সরযূ তীরে;
আজ কিবা রম্য বনস্থলী।
ধূসর নীরদ খেলিছে তপন সনে,
আবরিছে সোহাগে মিহির,
তরুরাজি সহ লতা বিলাসিনী
দুলিছে সোহাগে আমোদিনী।
রে লক্ষ্মণ,
কি হেন মহৎ কাজে বন্ধ রঘুমণি?

লক্ষ্মণ। হের দেবি, অস্তাচলে দিনদেব।
চল দ্রুতপদে তপোবনে
ফিরিব গো না আসিতে যামী।

সীতা। কি মোহিনী না জানি পুলিনে,
যেন গুন গুন স্বরে সম্ভাষি আমারে,
কহিছে সরযূ সতী।
যেন, সকরুণ স্বরে সম্ভাষিছে সমীরণ,
দূর-স্মৃতি জাগিছে মধুর
দূর বংশীরব সম;
মায়া-মৃগ এবে তব পড়ে কি রে মনে?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মায়াধর সম্মুখে তোমার।
(প্রকাশ্যে) চল দেবি, ত্বরিত-গমনে,
গোধূলি আগতপ্রায়।

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুম। আছে রথ বটবৃক্ষমূলে
অশ্বগণে লভিছে বিরাম।

লক্ষ্মণ। রহ অপেক্ষায় সুধীবর।
চল মাতঃ, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।

[লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান।

সুম। লক্ষ্মীহীনা হ'ল পুরী;
দেব-লীলা কে পারে বুঝিতে,
সীতা নামে কলংক ঘোষণা,
শতদলে পশিল ফণিনী;
কে জানিত,
এ প্রাচীন কালে পাইব এ মনস্তাপ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

কানন

সীতা ও লক্ষ্মণ

সীতা। দেখ দেখ দেবর লক্ষ্মণ,
অলক্ষণ পদে পদে,—
ভয়াকুল পলায় দক্ষিণে শিবা,
নাচিতেছে দক্ষিণনয়ন,

শুন শুন,
ভয়ংকর নাদে বহিছে প্রবল ঝড়।
শুন শুন ভৈরব হুংকার,
জ্ঞান হয় কাঁপিছে বসুধা;
হের,
সন্ সন্ উঠিছে আকাশে
ঘোর ঘনঘটা;
মুহুর্মুহুঃ উগারি অনল-শিখা;
হের, অন্ধকারে ডুবিল ভুবন,
নিবিড় জলদ-জাল ঢাকিল অম্বরে,—
ভয়াকুল জীবকুল
ঘোর রবে করে আর্ত্তনাদ;
কোথা যাব,
মড় মড় পড়িছে চৌদিকে তরু,
উন্মাদিনী প্রকৃতি বিহ্বলা;
শুন শুন কঠোর বজ্রের নাদ,
করি-করাকার ধারা
বরষিছে মেঘমালা রুষি,
গর্জ্জে ঊনপঞ্চাশ পবন;
চল ফিরে অযোধ্যা-নগরে।

লক্ষ্মণ। শুন শুন মাতৃস্বরূপিণী সীতা,
জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় এনেছি গো বনবাসে।
কহি মা গো, উন্মাদ প্রকৃতি সাক্ষ্য করি,
নহে মিথ্যাবাণী,
কেমনে বুঝিব রাম-লীলা।
ক্ষমা কর অধমেরে,
রাম-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,
হা মাতঃ! হা রাজলক্ষ্মি!
বালক লক্ষ্মণ তোর সীতা,
শিরে তার—
এ কলঙ্ক ডালি কেন দিলে গো জননি!
কুক্ষণে লক্ষ্মণ জন্ম হইল আমার,
ধিক্ বীর্য্য ধিক্ বাহুবলে
অবলায় দিনু বনবাস,
কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিনু ধরায়।

[প্রস্থান।

সীতা। ঝর ঝর বারিধারা,
বজ্র অগ্নি নাচ চারিদিকে;
প্রলয় পবন বহ বৈশ্বানর-শ্বাস,
চূর্ণ কর সুমেরুশিখর,
উথল সাগর, ধরা যাও রসাতলে,
রাম হেন স্বামী মম বাম,—
রে লক্ষ্মণ! রে লক্ষ্মণ! রে লক্ষ্মণ!
ও হো শূন্য বন! একাকিনী বনমাঝে!
এই কি গো জগতজননি,
ছিল মা তোমার মনে।
ফের ফের নিদয় লক্ষ্মণ!
পঞ্চমাস গর্ভবতী আমি,
গর্ভে মম রামের সন্তান,
নহে কি রে এখনও রেখেছি প্রাণ?
চিরদিন সদয় হে তুমি
দুখিনী সীতার প্রতি,
আদর্শ দেবর বৎস;
ফের ফের বারেক লক্ষ্মণ,
নিবেদন মম জানাইও রঘুনাথে;
"যেন জন্ম-জন্মান্তরে
হয় মম রাম স্বামী;
সীতা নারী না হয় তাঁহার।"
আরে রে নিদয় বিধি, যাচি নাই নিধি,
দিয়েছিলে রাম গুণধাম,
কেন পুনঃ বাম হ'লে অবলারে;
কোথা যাব—কেমনে রাখিব প্রাণ,
বাঁচাইব রামের সন্তান,—
বড় সাধ ছিল মনে,
জগতজননি!
নাহিক জননী মম, তাই ডাকি তোরে,
মা বিনে গো দয়াময়ি,
আর কারে ডাকিবে মা অনাথিনী।
বড় সাধ ছিল মনে,
নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম-কোলে
দিব তুলে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সুত,
প্রেমসূত্রে গাঁথিব নূতন ফুল;
সাধে মা গো ঘটেছে বিষাদ!

গীত

আশোয়ারী—আড়াঠেকা

লজ্জা রাখ শিবরাণি, ওমা লজ্জানিবারিণি!
গর্ভবতী পতিহারা, বনমাঝে পাগলিনী।
ঘোরা যামিনী, দুখিনী একাকিনী,
চিত চমকে, মা তমোনাশিনি,
বন শ্বাপদ-সঙ্কুল, ও মা পরাণ আকুল,
রাখ অকূলে তনয়ারে তারিণি,
অবলায় রাখ গো রাঙ্গা পায়,
তারা তাপহরা দীন-জননি।

অদূরে বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মী। গীত

বেহাগ—আলাপ

চিন্তামণি-চরণাম্বুজ-রজ
চিত ভুখা ভুখা রহো,
পিও রাম-নাম সুধা,
গাওত রামনাম,
জপত রামনাম,
বোলত রামনাম
বদন ভরি ভরি;
ধনুর্ধারী, তাপ-দাপহারী
নারায়ণ মদন-মান-মথন রে।

গীত

মেঘ—একতালা

সীতা। চমকে চপলা চমকে প্রাণ
চাহ মা চপলাহাসিনি,
হাঁকিছে পবন, কাঁপিছে গহন,
রাখ মা মহিষ-নাশিনি।
কড় কড় কড় কুলিশ নাদিছে,
ভীম-নিনাদিনী কলুষ-হরা;
গরজে গরজে ঘন ঘন ঘন;
দেখা দে বিন্ধ্যবাসিনি।
কি করিব, কোথা যাব হায়,
কে আমারে রাখিবে সংকটে,
শংকরি, মা সংকটবারিণি;
অশোক কাননে পরমান্ন দানে—
বাঁচাইলে অন্নপূর্ণা মহামায়ি!
ডাকে পুনঃ জনক-নন্দিনী
মহেশ-মোহিনি, লজ্জা ভয়ে,
অভয়া, দে আশ্রয় চরণে।

বাল্মী। কে তুমি জননি,
এ কান্তারে বসি একাকিনী?
নলিনী-মাঝারে
হেরেছি মা তোরে বীণাপাণি,
কেন বিমলিনী, কেন ধরাতলে
শতদল-নিবাসিনি!
অরবিন্দ-আঁখি
কেন ভাসে অরবিন্দনিভাননি?
দে মা, দে গো পরিচয়,
তাপস-তনয় সম্মুখে তোমার সতি!

সীতা। ওগো, অনাথিনী রামের রমণী আমি।

মূৰ্চ্ছা

বাল্মী। আহা, ধিক্ ধিক্ লেখনী রে,
বিদরে তাপস-হিয়া।
উঠ উঠ চৈতন্যদায়িনি,
মোহ দূর কর মা, মোহিনী মায়াময়ি!

সীতা। ওগো, আমি জনম-দুখিনী,
নাহি জানি জননী কেমন,
রাজ-ঋষি জনক আমার,
সূর্য্যবংশ-কুলবধূ—
দশরথ শ্বশুর ঠাকুর,
রাম স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ।
আমা হেতু তারা অনাথিনী;
মন্দোদরী পতিপুত্রহীনা অভাগিনী,
আমিও গো আজি কাঙ্গালিনী,
পতি মোরে ঠেলেছেন পায়।
আছে রামের সন্তান গর্ভে মম,
কেমনে বাঁচাব,
কেমনে রাখিব পাপ প্রাণ।

বাল্মী। ত্যজ মা গো, ত্যজ গো রোদন!
বাল্মীকি দাসের নাম, অদূরে আশ্রম;
সফল জনম মাতা তব আগমনে।

সীতা। দেব! দয়া কর দুখিনীরে,
পিতঃ, লহ তনয়ার ভার।
গর্ভবতী সদা সশঙ্কিত-মতি নারী।

বাল্মী। চল গো জনকসুতা, চল গো আশ্রমে,
হউক উদয় শান্তি তপোবন মাঝে।

সীতা। শান্তি দে মা, শান্তি-বিধায়িনি,
শান্তি নামে তপোবনে তুমি সনাতনী!
শান্ত করি ভ্রান্ত প্রাণ মম—
অশান্ত মা মাতঙ্গিনী সম—
জগৎমাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম,
ছিন্ন অন্য ডুরি,
প্রেমে বাঁধা রেখ মা সংসারে,
ওরে কে অভাগা এসেছে জঠরে!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরযূ-তীর

লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র

লক্ষ্মণ। শুন সুমন্ত্র সুধীর,
ত্যজ মোরে, ডুব দিই সরযূর নীরে!

শুন,
সমীরণে নাচিতেছে উন্মাদিনী ধ্বনি;
বনমাঝে উন্মাদিনী,
ভূতদ্বন্দ্ব মাঝে একাকিনী—উন্মাদিনী!
উন্মাদ চীৎকার,—
স্বচক্ষে দেখেছি,
নিশ্বাসে ভেঙেগছে বন;
কাঁপিয়াছে অনন্ত নাগিনী,
বজ্র-মাঝে বজ্রাহত বামা
ব্যাকুলা বিবশা উন্মাদিনী;
কাঁদে শোকাকুলা,
স্তম্ভিত মেঘের ধারা;
উন্মাদিনী—
উন্মাদ আরাব ধাইছে পশ্চাতে মম,
লুকাই সরযূ-নীরে।

সুমন্ত্র। বিজ্ঞ তুমি বীরবর,
ঘটিয়াছে যা ছিল বিধির মনে,
কি দোষ তোমার,
পালিয়াছ জ্যেষ্ঠের বচন;
বিশেষতঃ ভ্রাতৃ অনুরোধে
করেছ দুষ্কর কার্য্য;
মতিমান্,
উদ্‌যাপন করেছ কঠিন ব্রত।
নাহি জানি এতক্ষণ সীতার বিহনে
কি করেন চিন্তামণি।

লক্ষ্মণ। কাঁপি নাই মেঘনাদ-সিংহনাদে;
শক্তিশেল হেরি
পলক পড়েনি নেত্রে।
পলাইনু—পলাইনু ভয়ে,
নহে পরমাণু হইত শরীর!
এল এল এল সে আরাব,
নাহি জানি কি সাহসে আছ স্থির,
এল এল এল সে আরাব,
হৃদি-বিদারক-ধ্বনি—
ওহো সুমন্ত্র সুধীর,
বনে দিছি শ্রীরামের সীতা!

সুমন্ত্র। চল বীরমণি,
বিলাপে কি ফল আর!
রাখ রাজ্য, রক্ষা কর অযোধ্যানগরী,
ত্যজ শোক চাহ যদি রামের কল্যাণ,
নহে রাম-রাজ্য হবে বন।

লক্ষ্মণ। শুন শুন উন্মাদ প্রকৃতি,
গাহিছে সে উন্মাদ-সঙ্গীত,
চল রাম-পদে লইব আশ্রয়,
নহে জীবন-সংশয় মম,
নাদে ধ্বনি বজ্রনাদ জিনি।

দূতের প্রবেশ

দূত। দেব! প্রমাদ পড়েছে বড়,
রঘুবীর অধীর হৃদয়,
শূন্য মন—শূন্য দৃষ্টি,
শূন্য করি অযোধ্যানগরী
সমাগত সরযূ-পুলিনে;
ক্ষণে অচেতন, চেতন বা ক্ষণে,
আঁখি-বারিধারা,
মিশায় সরযূ-নীরে,
উষ্ণ শ্বাস মিশায় সমীরে;
মহর্ষি বশিষ্ঠ সাথে,
প্রবোধিতে নারেন রাঘবে।

সুমন্ত্র। চল শীঘ্র, ঘটেছে প্রমাদ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সরযূর অপর পার্শ্ব

রাম ও বশিষ্ঠ ইত্যাদি

রাম। কি হ'ল, কি হ'ল, হারাইনু জানকীরে।
মন্থরার মন্ত্রণার বলে
চলিলাম যবে বনাশ্রমে,
কেন হে জানকি তুমি এসেছিলে সাথে,
নহে কোথা দেখিতে রাক্ষসে;
জীবনের সার জানকী আমার, মুনিবর!
ওহো কলঙ্কিনী, কলঙ্ক-সাগর মাঝে।
হরিল জানকী যবে দুষ্ট নিশাচরে,
কাঁদিলাম তিতিয়া মেদিনী,
তৃণ-জ্ঞানে ভেদিলাম সপ্ততাল রোষে,
হিতাহিত নাহি জানি,
হানিনু দুর্জ্জয় শর বালির হৃদয়ে,
অবিরাম করিনু সংগ্রাম,
জীবন উপেক্ষা করি;
সে সীতায় পাঠাইনু বনে—
বাণিজ্যের পূর্ণ তরী ডুবাইনু কূলে!

লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের প্রবেশ

রে লক্ষ্মণ!
রণে বনে হয়েছ সহায়,
বাঁচাও বাঁচাও ভাই যায় বুঝি প্রাণ।
লক্ষ্মণ। রক্ষ রক্ষ রঘুমণি,
এল এল ভীষণ আরাব,
বনমাঝে বিষাদিনী,
একাকিনী, বনমাঝে সীতা;
রক্ষ দাসে রাজীবলোচন। (মূর্চ্ছা)
রাম। সীতা-হারা পড়েছে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে;
রাম নামে কাজ কি রে আর;
যাই যাই, সহ ভার ধরা। (রামের মূর্চ্ছা)
বশিষ্ঠ। ধন্য মহামায়া,
মায়া-পাশে বদ্ধ রাম জগত-গোঁসাই,
ঘটিবে প্রলয়,
তপোবলে নাহি চেতাইলে দুই জনে;
শক্তিহীন কে রহে চেতনে?
শক্তিহীনা অযোধ্যানগরী,
শক্তিরূপা বিপিনবাসী
রাজ্য পরিহরি আজি;
উঠ জগত-গোঁসাই
উঠ হে লক্ষ্মণ শূরে!

রাম ও লক্ষ্মণের চেতন

রাজকার্য্য মহাব্রত,
জানকী আহুতি যার,
বাঁধ মন ধর বীর-পণ,
রাখহ বংশের মান;
উদ্‌যাপন করহ কঠিন ব্রত।
রাম। মুনিবর, ছন্নমতি মম সীতা বিনা,
কুল-পুরোহিত তুমি,
রাখিব বচন তব,
অনেক সয়েছি, দেখি কত সহে আর,
চল ভাই, রোদনে নাহিক ফল,—
বিসর্জ্জনু রাজরাণী বংশমান হেতু,
রাখিব বংশের মান পালিয়ে প্রজায়।
পুত্র সম তুমি ভাই সহায় আমার,
ত্যজ অনুতাপ,
বাঁধ বুক চাহি মোর মুখ।
লক্ষ্মণ। রঘুমণি!
কঠিন আরাব পশিয়াছে হৃদাগারে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বাল্মীকির আশ্রম-সংলগ্ন কুটীর

লব, কুশ ও সীতা

লব। রাম রাজা করেছি মা গান।
সীতা। গাও তবে সীতার বর্জ্জন।
কুশ। আয় ভাই, গাই।
লব। কেন তুমি কাঁদ মা গো?
কুশ। রাম কে মা?
লব। তুমি সীতা, আর কে গো সীতা
মা জননি?
সে সীতা কি তোর মত মা?
কোন্ বনে আছে মা সে সীতা?
কোথা বা সে রাম?
চল, বলি তারে
ঘরে ফিরে নিয়ে যাক সীতা,
জনম-দুখিনী;
কাঁদ কেন,
সীতা বনে যাবে না মা, কেঁদ না জননি।
কুশ। হ্যাঁ মা,
মুনি বলে রাম গুণধাম,
কেন রাম পাষাণ এমন?
সীতা। ওরে দুখিনী-সন্তান,
রাম কভু নহে ত পাষাণ,
দয়াময় ভুবন-পাবন তিনি,
অভাগিনী জনক-নন্দিনী সীতা।
লব। হ্যাঁ মা, যদি দয়াময়,
অবলায় কেন দিলে বনে?
হ্যাঁ মা, মা ব'লে মা কে বা ডাকে তারে?
সীতা। গাও দুটি ভাই মিলে রাম-গুণগান।
লব। কাঁদিবে না—বল গো জননি?
কুশ। দে মা করতালি,
দাদা, তুলে নে না বীণা।

লব ও কুশের গীত

রামকেলি—দাদরা

রামনাম গাও রে বনের পাখী।
প্রাণ ভ'রে আয় রাম ব'লে ডাকি।
রামনাম গাও রে বীণে,
নামের গুণে ভাসে শিলে,

রামনাম গেয়েছিল বনের যত বানর মিলে,
গুহক প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীলকমল-আঁখি।

কুশ। আয় দাদা, খেলি গিয়ে বনে।
সীতা। যেও না রে গহন কাননে।

লব ও কুশের গীত

মিয়ামল্লার—দাদরা

ডাকে পাখীগুলি, চল ফুল তুলি,
ধরি ধনু করে, শরে শরে,
চল বাঁধিগে সরযূ-ধারাগুলি।
চল গগনে পবনে রোধ করি,
শত শত কত বাঁধি করী,
চল গিরি তুলি, মাখি রণধূলি।
[লব ও কুশের প্রস্থান।

অলিক্ষরার প্রবেশ

সীতা। কি হেতু বিলম্ব সখি আজি,
কেন
রোদনের চিহ্ন হেরি বদনে তোমার?
মূর্ত্তিমতী শান্তি তপোবনে,
না জানি সজনি,
কত ঋণে ঋণী তোর কাছে অভাগিনী।
অলি। আহা, অভাগিনী ভগিনী আমার,
এই কি লো ছিল তোর ভালে!
সীতা। মম দুখে তুমি গো দুখিনী,
তাই আমি কাঁদি সুলোচনে
ধরিয়া তোমার গলা,
তুমি কত কাঁদ প্রাণ-সই;
আজি কেন কাঁদ গো নীরবে?
রোদনের ভাগ দেহ দুখিনী সীতায়।
অলি। শুনিনু যে সমাচার সখি,
পাষাণ বিদরে শুনে,
অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী রাম;
নাহি এল অনুচর লইতে তোমায়।
সীতা। একা যজ্ঞ করিবেন রাম!
কিংবা কোন ভাগ্যবতী সতী
পাইয়াছে নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম পতি!
অলি। যজ্ঞ কথা শুনে ভেবেছিনু মনে সই,
স্ত্রী বিনা কভু না হয় যজ্ঞ সমাধান,
লইতে তোমারে রাজা প্রেরিবেন দূত;
ভেবেছিনু সাজাব তোমায়
পাঠাইতে পতিপাশে।
বিফল সে আশা!
মরি,
আঁধার সাগরমাঝে রহিল কমলা,
আঁধারি গোলোকপুরী—
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, সীতা!
সীতা। ব্যাকুলা নহি গো আমি,
কত তাপ পশ্চিম তপনে—
কহ বিধুমুখি,
কোন্ ভাগ্যবতী বসেছে রামের পাশে?
অলি। শুনিলাম ব্রহ্মার আদেশে,
গড়িয়াছে স্বর্ণসীতা
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কৃতী।
সীতা। সখি,
জন্মজন্মান্তরে শ্রীরাম-চরণে,
যেন চিত রহে অচলিত,
কহ যজ্ঞ-কথা সবিশেষ,—
কে দিল তোমারে সমাচার?
অলি। দিতে আমন্ত্রণ মুনির আশ্রমে
এসেছিল দ্বিজবর অযোধ্যা হইতে,
না কি
যজ্ঞ-তুরঙ্গম ভ্রমিতেছে দেশে দেশে
স্বেচ্ছাধীন;
বীর শত্রুঘ্ন চতুরঙ্গ দলে
রক্ষক-সংহতি।
যাব আমি কুসুম-চয়নে,
চন্দ্রাননি, একাকিনী রবে তুমি,
আহা,
অভাগিনী কাঁদিতে কি সৃজন তোমার,
বাঁধ হিয়া চাহি দুটি সন্তানের মুখ।
সীতা। সখি, কাঁদি নাই আমা হেতু—
দয়াময় রাম,
না জানি কাঁদেন কত দাসীর বিহনে।
আজি পড়ে মনে সই,
যবে,
পুষ্পকে রামের বামে বসিনু সোহাগে
জুড়াল তাপিত প্রাণ;
ধাইল তুরঙ্গগণে অযোধ্যাভিমুখে,
সম্ভাষিল মধুর ভাষে রাম গুণমণি।
আর কি সজনি,

শুনিব সে বীণা-বাণী এ জনমে?
একে একে অঙ্গুলি নির্দ্দেশি,
দেখাইয়া স্থান কহিলেন প্রভু ধীরে,
কোন্ স্থানে কেমনে দুখিনী বিনা
বঞ্চিলেন গুণমণি।
শুনি সই, ঝরিল নয়ন।
যবে,
কলঙ্কের ডরে ত্যজিলা দাসীরে প্রভু,
ছিল না গো সন্তান জঠরে;
প্রবেশিনু অগ্নি-কুণ্ড-মাঝে।
দেখেছি সজনি,
বিদরে হৃদয় মম সে কথা স্মরিলে,—
স্মরি অভাগীরে
পড়িলেন রাম ভূমিতলে,
ভূকম্পনে শালবৃক্ষ যেন;
ভয়ে লাজ ভুলি কাঁদি সকাতরে,
অনলে করিনু স্তুতি—
বাঁচাইতে পোড়া প্রাণ,
অচেতন পতি—হইনু উতলা সই,
চেতন পাইলা নাথ আমা দরশনে।
বিচলিত চিত সুলোচনে,
না জানি গো দুর্ব্বাদলশ্যাম মম,
কত বসি কাঁদেন বিরলে,
কেহ নাহি পাশে মুছাতে নয়ন-ধারা।
যবে গভীরা যামিনী বসি দ্বারে,
শিশু দুটি ঘুমায় কুটীরে,
চাঁদপানে চাহি কাঁদি সই,
চাঁদমুখ পড়ে মনে;
সুধি সুধাংশুরে, জেগে কি আছেন নাথ?
না জানি কে বুঝায় রাঘবে
স্বর্ণসীতা না দিলে উত্তর;—
কোথা রাম, কোথায় গো আমি!.

অলি। আরে রে নিন্দুক,
উগারি গরল জ্বালাইলি রাম-সীতা,
শিব-শক্তি করিলি রে ভেদ।

সীতা। যজ্ঞে যদি যান তপোধন,
কহিবেন যজ্ঞকথা তোমার নিকটে,
যজ্ঞব্রতী রাম রঘুমণি,
আমি গো কাননবাসী,
ক্ষীর সর নবনী বিহনে,
তুলে দিই বন-ফল রামের বালকে,
যথা যাই সর্ব্বনাশ তথা,
সে হেতু শমন মোরে নাহি লয় ডরে;
ভাবি দিন দিন ত্যজিব পরাণ সখি,
হেরি বাছাদের মুখ
পাশরি মনের দুঃখ মনে।
যদি কভু, ঘটে পোড়া ভালে,
শ্রীরামের কোলে,
দিতে পারি এ দুটি সন্তান,
তখনি গো ত্যজিব জীবন,
অনেক সয়েছি, সখি, জনমদুখিনী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সরযূ-তীর

শত্রুঘ্ন ও দূতদ্বয়

১ দূত। হায় রে হায় কপাল পোড়া,
ঘোড়া ধল্লে দুটো ছোঁড়া,
বল্‌তে গেলুম মাত্তে এল তেড়ে।
বল্লুম, ঘোড়া রাখে শত্রুঘন,
তলব কারে দেছে যম
ভাল চাস তো ঘোড়া দে তো ছেড়ে।
কেলে কেলে দুটো ছেলে,
তীর ধনুকে সদাই খেলে,
বলে,—
"মুখ নাড়িস্ নি, যা তো ভেড়ের ভেড়ে।"

শত্রু। কেবা সেই শিশু দুই জন,
কাহার সন্তান,
ভুলায়ে বালকে নারিলে আনিতে হয়?
যাও পুনঃ,
কহ অশ্ব ফিরে দিতে মধুর বচনে,
শিশু সনে যুঝিবে লবণ-অরি,
অপযশ ঘুষিবে সংসারে।

২ দূত। শিশু নয় সাক্ষাত শমন!
শুন শুন বীরবর,
হেরিলাম শিশু দুই রাম,
বনমাঝে ধনুর্ধারী;
কিবা অলকা তিলকা আহা মরি,
কহে পুনঃ পুনঃ 'বীরের তনয় মোরা;
করি রণজয় কাড়ি লও হয়'।
চল যাই যেথা দুটি শিশু।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

লব ও কুশ

লব। শুন ভাই সৈন্য-কোলাহল—
বুঝি আসিতেছে শত্রুঘ্ন রণে।
সীতার তনয়, কারে ভয় করি ভাই,
দিব বাহুবলে রসাতলে,
যে হইবে বাদী।
কুশ। দাদা, দেহ পদধূলি,
আমি যুঝি শত্রুঘ্ন সনে,
রাখ তুমি তুরঙ্গম।
লব। অদূরে সৈন্যের কোলাহল—
এস দুই ভাই করি রণ।
কুশ। দেখ নাই কালি,
বাণে বাণে ঢাকিনু রবির তেজ,
পুনঃ বাণ কৈনু সংবরণ
জননীর ডরে;
দিনমণি ভাতিল আবার।
আজি রণস্থলে সেইরূপ বরষিব শর,
দেখাইব প্রতাপ ভুবনে;
ভাল হ'ল হইল বিবাদ—
বড় মম আনন্দ সমরে!
লব। ভাল, দেখি তোর রণ;
রহিলাম ধনুকে জুড়িয়া বাণ,
হও যদি কোন অংশে ঊন,
এই বাণে নাশিব সবারে।

শত্রুঘ্নের প্রবেশ

শত্রু। কে রে তোরা মুনির তনয়,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি।
যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন রাম,
ফিরে দেহ বাজী,
শত অশ্ব দিব বিনিময়ে।
লব। রক্ষা করি তপোবন দুটি ভাই,
মান পরাজয়, লয়ে যাও হয়,
বীরের তনয় বাঁধিয়াছে বাজী;
ভিক্ষুকেরে ভুলাইও দানে।
শত্রু। বুঝি বা এ রামের তনয়,
অবয়ব রামের সমান।
কহ কে তোরা রে দুটি ভাই,
পরিচয় দেহ মোরে
কার রে বাছনি তোরা?
লব। যদি ভয় হয় মনে
যাও ফিরে অযোধ্যায়;
লিখেছ অশ্বের ভালে
"ধরিবে যজ্ঞের ঘোড়া বীরপুত্র যেই।"
আছি রণপ্রতীক্ষায় দোঁহে,
ভুবনবিখ্যাত বীর তুমি,
ধর বীরপণ দেহ রণ,
পরিচয় রণস্থলে অন্যে কিবা কাজ।
কুশি, সীতাপুত্র মোরা দোঁহে,
জানি না পিতার নাম,
পরিচয় কহিব কেমনে?
কুশ। এড়ি বাণ বধি শত্রুঘ্ন।
লব। এ নহে যুদ্ধের রীতি,
অগ্রে যুদ্ধ দি'ক শত্রুঘ্ন,
বাঁধিয়া রেখেছি বাজী,
যদি শত্রুঘ্ন ভয়ে ভঙ্গ দেয় রণে,
সংগ্রামে কি প্রয়োজন?
শত্রু। ফিরে দেহ হয়,
মিছে কেন প্রাণ দেবে রণে।
লব। ফিরে যাও অযোধ্যায়;
মিছে কেন হারাবে জীবন।
কুশ। হান অস্ত্র, রাখ বাক্য-ঘটা!
শত্রু। আইল তোদের কালরাতি।
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।
লব। ভাল, দেখি রণ;
ধন্য বীর শত্রুঘ্ন,
যুঝে এতক্ষণ কুশী সনে!
ধন্য অস্ত্রশিক্ষা লবণারি।
যাই রণে কুশীর সহায়ে,
জয় মা জানকী পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন।
(নেপথ্যে) পলাও পলাও—
শিশু নয় সাক্ষাৎ শমন।
নেপথ্যে কুশ। যাও ক্ষুদ্রমতি সবে;
রণের বারতা কহ রামের নিকটে।
লব। ধন্য কুশী, ধন্য তোর বাণ!

কুশের পুনঃ প্রবেশ

কুশ। দাদা, পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন।
লব। চল ভাই, মার কাছে যাই,
অদর্শনে কাঁদেন জননী;
চল রণসজ্জা রাখি বনস্থলে,
যুদ্ধ-কথা রাখিস্ গোপন।

কুশ। চল যাই ফিরে, কিন্তু আসিব এখনি,
অবশ্য আসিবে রাম এ সংবাদ শুনি;
কোথা রেখে যাব ঘোড়া?
থাক্ অশ্ব লতিকা-বন্ধনে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

তপোবন

সীতা ও অলিক্ষরা

অলি। ওগো জনকনন্দিনি!
না জানি বা কি বিপদ্ ঘটে,
শুন শুন সৈন্য-কোলাহল তপোবনে,
গিয়েছিনু বারি হেতু সরযূর তীরে,
জলস্থল কাঁপিল সঘনে,
দেখিলাম চারিদিকে বাণ অগ্নিময়,
না জানি কে যোঝে কার সনে,
ক্ষণ পরে ভাঙ্গিল কটক,
মহা ঝড়ে বালিরাশি যথা
সাগরের কূলে।
সীতা। কোথা মম কুশী লব অভাগীর নিধি?

কুশ ও লবের প্রবেশ

বাছা, কোথা ছিলি মায়েরে ত্যজিয়ে,
জান না কি আঁধার সংসার মম
তোমা দোঁহা অদর্শনে;
চল রে কুটীরে যাদুমণি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

লক্ষ্মণ ও ভরত

লক্ষ্মণ। বিলাপে কি ফল আর?
কৃতান্তের করাল আবাসে
বিলাপ না পশে কভু,
নারীর রোদন,
প্রতিহিংসা বীরের ভূষণ।
ভরত। হা ভাই! হা বীরবর!
প্রাণ দিলে শিশুর সমরে!
শত্রুঘ্ন জীবনের ধন মম,
ছায়াসম দোসর আমার!
লক্ষ্মণ। রণ-রঙ্গে ভুল শোক, বীর,
হও স্থির—আসন্ন সমর।

লব ও কুশের প্রবেশ

আহা! কে তোরা রে দুটি ভাই?
যেন দুই রাম তপোবনে
তারকা-নিধন হেতু।
ভরত। মরি মরি, কার দুই শিশু,
কে তোমরা দুই জনে?
লব। বীর-পত্র দোঁহে বাঁধিয়া রেখেছি বাজী,
কে তোমরা দেহ পরিচয়।
ভরত। ভরত লক্ষ্মণ, দোঁহে রাম-অনুচর,
দেহ বাজী, নহে মন্দ ঘটিবে বিষম।
লব। কহ, কে যুঝিবে কার সনে?
কে লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ-জিত কোন্ জন?
দেহ রণ আহবানি সমরে।
লক্ষ্মণ। হাসিবে জগৎ, যদি যুঝি তোর সনে!
লব। কিন্তু,
তুমি রবে নীরব নিথর রণস্থলে!
কুশ। হে ভরত, তুমি মম ভাগে,
বিলম্বে কি কাজ,
দিনে দিনে নাশিব রাঘবে।
ভরত। ত্যজ দম্ভ মুনির তনয়,
রামে কহ মন্দ ভাষা,
চাহ ক্ষমা, নহে লব প্রাণ।
কুশ। ক্ষমা কভু চাহে বীর্য্যবান্?

[ভরত ও কুশের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

লব। হের, যুদ্ধ করিছে ভরত,
দেহ রণ,
নহে ফিরে যাও অযোধ্যায়—
পাঠাও শ্রীরামে।
লক্ষ্মণ। কোথা পাবি রাম-দরশন?
নিকটে শমন তোর।
লব। ভাল,
বিধাতা সদয় মোর প্রতি,
হইব লক্ষ্মণজিত আজিকার রণে।

[লক্ষ্মণ ও লবের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দুই জন সৈনিকের প্রবেশ

প্র-সৈ। কাজ নাই প্রাণ বড় ধন!

[প্রস্থান।

দ্বি-সৈ। কি হ'ল কি হ'ল
পড়েছে সকল ঠাট,
পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ,

কার মুখ চা'ব আর?

[প্রস্থান।

লব ও কুশের পুনঃ প্রবেশ

কুশ। ভাই, ভাল কীর্ত্তি রহিল তোমার;
হয়েছ লক্ষ্মণজয়ী।
লব। ধন্য তোর বীরপণা,
ভরতে জিনিলে রণে.
আসুক শ্রীরাম—চল যাই মার কাছে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কুটীর

সীতা

সীতা। পুনঃ শুনি সৈন্য-কোলাহল,
ভগ্ন-সৈন্য হয় অনুমান।
লঙ্কাপুরে দিবা-অবসানে
রণজয়ী হইতেন রঘুপতি,
"জয় রাম" নাদিত বানর,
শুনিতাম নিত্য বসি অশোক-কাননে,
ভঙ্গীয়ান রক্ষসেনা প্রবেশিত গড়ে।
কার সহ বেধেছে সমর?
কুশী লব অশান্ত বালক
তিলেক না রহে স্থির।

লব ও কুশের প্রবেশ

কত খেলা খেলিস্ রে বাপধন,
জননীরে দিয়ে ফাঁকি?
একি, একি! অস্ত্র-চিহ্ন কেন গায়,
মরি মরি ননীর পুতলি তোরা!
লব। মা গো, নিত্য আসে সৈন্য তপোবনে,
ভাঙ্গে বন, বধে কুরঙ্গিণী,
মানা নাহি মানে মাতা,
তাই বাধিল বিবাদ।
সীতা। কে রে নিদয় এমন
কুসুমে হেনেছে তীর!
লব। মা গো,
জিনিছি সংগ্রাম তব পদ করি ধ্যান।
সীতা। ক'র না রে বাদ-বিসংবাদ,
দিও না কলঙ্ক-ডালি দুখিনীর শিরে।
নির্ধনের ধন তোরা,
কত কাঁদি যাদুমণি,
যবে ফল তুলি দিই চাঁদমুখে
সুধার বিহনে;
নিবারিতে নারি আঁখি-বারি,
যবে সাজাই দুজনে ফুল-অলঙ্কারে,
মণিময় ভূষা বিনিময়ে।
লব। ফুল তুলি আনিব এখনি,
দে মা সাজায়ে দুজনে।
কুশ। এস গো জননি,
উঁচু ডালে ফুটে ফুল।

[সকলের প্রস্থান।

অলিক্ষরার প্রবেশ

অলি। এ কি,
গগন-মাঝারে ধূমাকারে ধূলারাশি!
ঘন ঘন-মালা-মাঝে
দামিনী-ঝলক-সম ঝলসিছে কিবা।
কোলাহল ভৈরবগর্জ্জন,
যেন,
গোমুখী হইতে পড়ে ধারা ঘোর নাদে!
বুঝি সৈন্যের গর্জ্জন,
কার সেনা ভাঙ্গে তপোবন?
নির্জ্জন কুটীর,
দেখি কোথা দুখিনী জানকী,
কোথা শিশু দুটি শ্যামচাঁদ।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

তপোবন

সীতা, লব ও কুশ

কুশ। ভাল মালা গাঁথ তুমি দাদা,
আমি ভাল পারি নি রে ভাই!
লব। দাও তবে গেঁথে দিই আমি!
সীতা। কুশী, হ'ও না চঞ্চল,
লব, মালা কি রে বাঁধিবি ধনুকে?
লব। না মা, পরাব তোমায়,—
না রে কুশী?
তোর ত মা নাইক ভূষণ।
সীতা। না বাবা,
করিয়াছি ব্রত, পরিব না অলঙ্কার।
লব। কত দিনে সাঙ্গ হবে ব্রত?
দুই ভায়ে সাজাব তোমায়।
সীতা। (স্বগত) ব্রত সাঙ্গ হবে দেহ সনে।
কুশ। কবে সাঙ্গ হবে ব্রত?

সীতা। নাহি বহুদিন আর!
এ কি!
সৈন্য-কোলাহল-শব্দ কেন শুনি বনে?
লব। মা গো!
আইসে রাজাগণে মৃগয়া কারণে বনে?
ব'সে দেখি দুটি ভাই।
হয়েছে মা পাঠের সময়,
আয় কুশী,
যাও মা কুটীরে।
সীতা। নাহি ক'র কারো সনে বাদ-বিসংবাদ।
লব। বিবাদে কি কাজ, মাতা?
কিন্তু যদি কেহ হয় বাদী,
তব পদ-আশীর্ব্বাদে জিনিব অবাধে।
মা গো, যবে খেলি বনস্থলে,
ক্ষুধায় আকুল হইলে মা দুইজনে,
ভাবি নয়ন মুদিয়ে পা দুখানি তোর—
যায় ক্ষুধা দূরে,
প্রাণভরে ডাকি মা, 'মা' ব'লে,
খেলি পুনঃ হইয়ে সবল।
সীতা। সৈন্যশব্দ সাগর-গর্জ্জন,
কে আসে এ তপোবনে?
রহ সাবধানে দুটি ভাই,
যাব আমি বারি হেতু।
মাথায় দে রাঙগা পা,
মা মহেশমোহিনি,
কেশ রাখ, দেব দিগম্বর;
পদ্মযোনি, রক্ষা কর কমল-নয়ন,
জিহ্বা রাখ, দেবী বীণাপাণি।
রক্ষ বাহু, নারায়ণ,
রক্ষ বক্ষ, ত্রিলোচন,
কটি রাখ, কেশরীবাহিনি;
দেবতা তেত্রিশ কোটি,
অঙগ রাখ গুটী গুটী,
সঙগ রাখ, অনঙগমোহন।
রেখ মনে নিস্তারিণি, অভাগীর ধন,
অন্ধের নয়ন মা গো, সীতার জীবন।
না কর বিবাদ কার' সনে,
কিন্তু যদি কেহ হয় বাদী,
প্রহারে দুখিনী-সুতে,
ফিরিবে না দেশে আর;
পরাজয় হবেন শ্রীরাম,
যদি তিনি বাদী হন রণে।
সতী আমি,
যদি পূজে থাকি ভগবতী কায়-মনে,
পতি-পদে থাকে মতি,
মিথ্যা কভু না হবে বচন।

[প্রস্থান।

কুশ। ভাল ফাঁকি দেছ মাকে।
লব। শুন সৈন্যের গর্জ্জন,
অবশ্য জিনিব রণ;
আশীর্ব্বাদ করেছেন মাতা।

অষ্টম গর্ভাংক

প্রান্তর

রাম ও সৈন্যগণ

রাম। কোথা গেল ভরত লক্ষ্মণ,
কোথা শত্রুঘ্ন ভাই মোর?
বধেছিলে দুর্জ্জয় লবণে,
ত্রিভুবন-ত্রাস রণে;—
হে ভরত!
পরাজিলে বীর হনুমানে
বাঁটুল প্রহারে;—
হে লক্ষ্মণ! জিনিয়াছ ইন্দ্রজিতে রণে,
দশানন সনে করেছ তুমুল রণ,
কি খেদে শুয়েছ ভাই ধরণী-শয়নে?
আগে নাশি শত্রু যমরূপী শিশুদ্বয়;
হয়েছিলে বনে সাথী,
হ'ব সাথী মহাপথে ভাই!

লব ও কুশের প্রবেশ

কুশ। ভাই! বহু সৈন্য এসেছে রামের সনে।
লব। পাঠাইব যমঘরে মায়ের প্রসাদে;
হের বিকট কটক,
ভল্লুক বানর কত পর্ব্বত আকার,
হাসি পায় হেরে মুখ;
দেখ বিকট বদন ধনুর্ব্বাণ করে,
নরাকার কিন্তু নহে নর।
হনু। হের রাম রঘুমণি,
কার এ বাছনি দুটি ধনুর্ব্বাণ হাতে!
তোমারি তনয় দেব!
নহে,
হনুর নয়নে কেন ভ্রমে তিন রাম!
জাগে তব রূপ অন্তরে অন্তরে,
চিনেছি হে চিন্তামণি! তোমারি তনয়।

রাম। আহা, কার এ সন্তান,
শোক যায় হেরিলে বয়ান!
কে তোরা রে দুটি ভাই?
নির্জ্জনে গহনে বসে গঠেছে বিধাতা
নবদূর্ব্বাদলে তনু, বদন পংকজে!

লব। হের যমরূপী রঘুকুল-অরি মোরা,
শুনেছিনু সংগ্রামে পণ্ডিত তুমি,
একি যুদ্ধ-রীতি,
আনিয়াছ কটকসাগর
শিশু সহ রণ হেতু!
আছি স্থির নাহি ডরি তায়,
না হতে নিমেষ পূর্ণ
উড়াইব বাণে তুলা সম;
কর ভারিভূরি শিশু হেরি,
ভারিভূরি করেছিল তিন জনে,
দেখ চেয়ে মুদিত-নয়নে ধরাসনে!
শুন পরিচয়,
লব নাম লক্ষ্মণ-বিজয়ী,
শত্রুঘ্ন-ভরত-বিজয়ী, কুশী।

রাম। বাঞ্ছহ সমর মোর সনে
শিশুমতি দুটি ভাই,
শুন নাই লঙ্কার সমর-কথা?

লব। শুনেছি সকল কথা—
নাগপাশে বেঁধেছিল ইন্দ্রজিত,
যজ্ঞ ভঙ্গ করি
অষ্ট মহাবীরে বধেছিলে মহাশূরে।
ছল পাতি ভুলায়ে কামিনী
হরেছিলে মৃত্যুবাণ,
তাই দশানন-জয়ী তুমি,
ঘরভেদী বিভীষণ অতি শঠমতি,
নহে কি হে জিনিতে রাবণে?
নহি বালিরাজ মোরা,
বিনাশিবে বৃক্ষ-আড়ে থাকি,
বীরপুত্র—বাঁধিয়াছি বাজী,
আসিয়াছ রণসাজে সাজি সসৈন্যে,
ব্যাজ কেন?—প্রকাশ বিক্রম!

রাম। হয় মনে মায়ার সঞ্চার,
সেই হেতু অস্ত্র নাহি হানি;
দেহ পরিচয়, কাহার তনয় তোরা?

লব। নাহি কার্য্য করুণা প্রকাশি,
করুণানিদান তুমি,
আছে তব করুণা প্রচার,—
গর্ভবতী সীতার বর্জ্জনে গাঁথা।

হনু। দয়াময়! নিশ্চয় এ সীতার তনয়।

রাম। সন্দ হয় মনে;—
নহে,
এতক্ষণ জীয়ে কি রে ভ্রাতৃঘাতী অরি।

হনু। যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর
দয়াময় রাম ক্ষমিবেন অপরাধ,
তোমরা রামের শিশু।

কুশ। দাদা, বধো না ইহারে,
লয়ে যাব মার কাছে দেখাতে কৌতুক।

রাম। আমার সন্তান তোরা,
কোলে আয় জীবন জুড়াই!

লব। এ কি পাপ বাড়ায় রে বুড়া!
সন্তানের সাধ রাম যদি ছিল মনে,
গর্ভবতী সীতা কেন পাঠাইলে বনে?
আমাদের রীতি নয় তব রীতি সম,
যারে তারে নাহি বলি বাপ।
হাসি পায় শুনি দশরথ-কথা,
দিয়ে ক্ষত্র-কুলে কালি,
ভৃগুরাম-ডরে বহিত তাহার ধনু,
না কি চিহ্ন ছিল কেশহীন শির;
হেন হীন বংশে জন্ম কভু নয়,
বীরের তনয় দুটি ভাই,
হের সাক্ষ্য তার রণস্থল।

রাম। ফণী যার দংশে শিরে
কি করে ঔষধে?
ভো ভো রঘুসেনা!
সাবধানে কর রণ,
অবহেলা নাহি কর কেহ,
আগু বাড় সুগ্রীব রাজন,
পর্ব্বত-চাপনে বধ শিশু,
রণে মন দেহ বিভীষণ।

লব। বিলম্ব নাহিক আর,
ঘুচাই সৈন্যের অহঙ্কার—
কুশী, যুঝি দুই ভাই দুইধারে,
ঢাকিয়া তপন কর অস্ত্র বরিষণ
বারিধারা ঝরে যথা শৃঙ্গধর-শিরে।

[লব ও কুশের সৈন্যগণসহ
যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রাম। একি অপূর্ব্ব অস্ত্রের খেলা!
অস্ত্রময় হইল জগত,
হরি হরি, রেণুসম হইল পর্ব্বত!

এ কি, নাগপাশে বদ্ধ হনুমান!
কাঁপে প্রাণ বাণের তরঙ্গ হেরি,
বহু রণে আছিনু নায়ক,
হেরি নাই সংগ্রাম দুর্জ্জয় হেন।

লবের প্রবেশ

লব। আসিতেছি বিলম্ব নাহিক আর,
দেখি কোথা কেমনে যুঝিছে কুশী।

কুশের প্রবেশ

কুশ। কর রাম, শমন দর্শন।
লব। কর অস্ত্র সংবরণ।
শুন শুন অযোধ্যার পতি,
সৈন্য সেনাপতি তব
পড়েছে সকল রণে,
বহিছে শোণিতে নদী,
এস যদি থাকে যুদ্ধসাধ,
নহে ফিরে যাও অযোধ্যা নগরে,
রহ কৌশল্যা-অঞ্চল ধরি,
ভীরুজনে নাহি হানি তীর,
মুনির নিষেধ তাহে।
ধর ধনু, রক্ষা কর প্রাণ;
দুই ভাই বিন্ধি দুই ধারে,
দেখি কতক্ষণ যুঝে রাম।

রামের সহিত লব ও কুশের যুদ্ধ

রাম। না সহে কুশের বাণ,
অস্ত্রময় অনলের শিখা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নিকষার প্রবেশ

নিক। হবে না কি, হবে না কি পূর্ণ মনস্কাম,
পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ,
পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন,
পড়িয়াছে রঘুসৈন্য,
পড়িয়াছে ভল্লুক বানর,
নির্ম্মূল রাক্ষসকুল!
খেদ নাহি আর—
শ্মশান পৃথিবী, শ্মশান পৃথিবী।

[প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরপার্শ্ব

শ্রীরাম

রাম। অদ্ভুত সমর!
শরভঙ্গ-দত্ত তূণ শূন্য প্রায় রণে,
পাশুপত অস্ত্র ব্যর্থ বালক-সংগ্রামে,
যুদ্ধে ভঙ্গ নাহি দিব কভু,
ব্রহ্মজাল করি অবতার,
যায় সৃষ্টি যাক শরানলে,
পৃষ্ঠ কভু না দিব সমরে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।

লব ও কুশের প্রবেশ

লব। ভাল যুদ্ধ করেছ শ্রীরাম,
এবে দেখ শিশুর বিক্রম।
রাম। থাক থাক দেখাই বিক্রম,
হের বাণ হংসের আকার,
শূলহস্তে শূলপাণি বৈসে মুখে।
লব। হান কত শক্তি তব,
অক্ষয় কবচ বুকে মার নাম ধ্যান।

[রাম ও লবকুশের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নিকষার প্রবেশ

নিক। হায়! হায়!
নিভিয়ে না নিভিল অনল!
ও হো কুম্ভকর্ণ! ও হো দশানন!
ভুলি তোমাদের শোক আজি,
ভূমিতলে লোটাবে রামের মাথা।
জানি, জানি ভাল আমি,
অশ্বমেধে ঘটিবে প্রলয়,
তাই আজি রণস্থলমাঝে,—
রাবণের মাতা রণস্থল মাঝে—
রঘুবংশ ধ্বংস হেরি প্রাণ ভরে,—
মায়াধর মহী বৎস,
মরিয়ে করেছ উপকার,
মোহিনী সিন্দূর বলে
অচেতন হইবে রাঘব,
কত আর পারে শিশু প্রাণে;
দুর্জ্জয়, দুর্জ্জয় রাম,—
ও হো অগ্নিরাশি চারিদিকে।

[প্রস্থান।

লব ও কুশের প্রবেশ

লব। পালা, পালা কুশী, মার কাছে,
বুঝি বাণ হবে না বারণ,
বলো জননীরে, পৃষ্ঠ নাহি দিছি রণে—
পড়িয়াছি সম্মুখ সমরে।
কুশ। কেন দাদা, হতেছ চঞ্চল,

আমাদের মার নাম বল,
যুড়ি বাণ মার নাম স্মরি!
লব। ভাল মন্ত্র দেছ কুশী,
ব্রহ্মজাল করিব বারণ।

নিকষার প্রবেশ

নিক। দাঁড়াও দাঁড়াও বাছাধন,
রে সিন্দুর হৃদয়-রতন,
যতনের ধন নিকষার!
শুন শুন রে বাছনি,
পিপাসীরে দেছ বারিদান,
প্রায় মিটিয়াছে শোণিত-পিপাসা,—
পর, পর রে সিন্দুর ভালে,
মোহিনী সিন্দুর,
ছিল মহীরাবণের ঘরে,
যোগাদ্যার বরে—রুধির-প্রয়াসী ভীমা!
লব। কে তুমি গো রণস্থলে ভৈরবীরূপিণী!
নিক। পরে দিব পরিচয়,
আগে কর রণজয়,
কেটে পাড় রাঘবের শির;
ঘুমাইলে ছেড় না রাঘবে—
কথাটি ভুল না,
কথাটি ভুল না, কথাটি ভুল না।

[কুশ ও লবের প্রস্থান।

এই পড়ে পড়ে ধনুর্ব্বাণ খ'সে,
শ্মশান অযোধ্যাপুরী,—
প্রাণ ভ'রে নাচি রণস্থলে,
দেখি গে দেখি গে—রামের নাশ।

[প্রস্থান।

শ্রীরামের প্রবেশ

রাম। ব্রহ্মজাল নারিনু এড়িতে,
নারিনু নাশিতে শিশু,
পড়িল পড়িল মনে,
সীতার নয়ন দুটি!
অস্ত্রমুখে অনল উথলে,
আহা, শিশু দুটি ননীর পুতলি!
কোন্ প্রাণে এ আগুনে দিব ডালি?
সুকুমার কে দুটি কুমার,
কোন্ মহাশয় পিতা?
বীর্য্যবান্ অমিতবিক্রম দোঁহে,
পরাভব রঘুবংশ রণে,
পরাভব বীর হনুমান্!
হায়! কোথা গেল সহায় সকল,
কোথা গেল ভাই-বন্ধুগণে,
রণ-সিন্ধু গ্রাসিল সকলি।
যেই বংশে ভগীরথ রাজা,
সেই বংশে এই অশ্বমেধ,
রঘুবংশ মেদ-অস্থি ঢাকিল ধরণী।
বিধি! আত্মহত্যা লিখেছিলে ভালে!
হা জানকি!—কোথা তুমি এ সময়!

লব ও কুশের প্রবেশ

লব। মরণ নিকট রাম, ভাবিছ কি আর?
রাম। একি!
ঘোর তমোরাশি ঘেরিতেছে চারিদিক,
অবশ খসিছে হাতের ধনু।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

নিকষার প্রবেশ

নিক। অগ্নি, অগ্নি চারিদিকে,
না পারিনু যাইতে নিকটে,
না জানিনু মরেছে কি আছে বেঁচে!
ম'রে বেটা বাঁচে পুনঃ পুনঃ,
ঘরপোড়া আছে বেঁচে!

[প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

কুটীর
সীতা
গীত
পূরবী—আড়াঠেকা

সীতা। মন-দুখ শুন যামিনি!
শুন শুন তরুলতা, সীতার দুখের গাথা,
সমীরণ, শুন শুন দুখিনী-কাহিনী,
শুন শুন তারা-মালা, তাপিত প্রাণের জ্বালা,
নিদয় বিধাতা শুন কাঁদে অনাথিনী॥

কোথা গেল কুশীলব মোর,
বাড়ে রাতি—কোথা অভাগীর নিধি!
শুনিলাম দূরে রণনাদ,
না জানি কি হয় পোড়া ভালে।

লব ও কুশের এবং বন্ধনাবস্থায় হনুমানের প্রবেশ

লব। জিনিছি মা, জিনিছি সংগ্রাম,
অলঙ্কার নাহি মা তোমার,

আনিয়াছি রামের ভূষণ রণ জিনি,
বীরমাতা, ধর গো জননি!
কুশ। এনেছি বানর বেঁধে,
হাসি পায় হেরে মুখ, দেখসে জননি!
সীতা। কি বলিস্ কি বলিস্ তোরা!
কোথা সে বানর?
দুখিনী কপাল বুঝি ভাঙিগল রে আজি।
কুশ। এই সেই বানর দুর্জ্জয়,
সাতবার করেছে সংগ্রাম,—
মারিব না, পোষহ বানর।
সীতা। হনুমান, কেন রে বন্ধন তোর,
কোথা তোর রাম রঘুমণি! [মুর্চ্ছা]
হনু। রাম নাম কহ দোঁহে জানকীর কাণে,
নহে প্রাণ ত্যজিবে জানকী।
জয় রাম! জয় রাম!
লব ও কুশ। জয় রাম! জয় রাম!
সীতা। (চেতনা পাইয়া)
কহ হনুমান, কোথা তোর রাম গুণধাম?
হনু। মাতা, প্রমাদ ঘটেছে বাজী হেতু।
শিশুর সমরে পরাভব চারি ভাই,
নাগপাশে বদ্ধ পুত্র তোর।
সীতা। খুলে দে—খুলে দে বন্ধন ত্বরা,—
জ্যেষ্ঠ পুত্র হনুমান মম।

লব ও কুশের হনুমানকে মুক্তকরণ

হনুমান, নিয়ে চল রণস্থলে,
অগ্নিকুণ্ড কর আয়োজন,
অন্তর-অনল নিবারিব চিতানলে।
চল শীঘ্র, কোথা রণস্থল,
সাগরবাহিনী যাবে সাগর সঙ্গমে,
দেখাইয়া চল পথ।
কুশ। দাদা, কি হল, কি হল!
লব। হায়, কেন করিনু সমর।

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

মোহাচ্ছন্নাবস্থায় সসম্প্রদায় রামচন্দ্র

সুমন্ত্র

সুমন্ত্র। অস্তে গেল দিনমণি বংশ নাশ করি,
তিমির-যামিনী আসি ঘেরিল মেদিনী;
দিনদেব!
আর না হাসিবে অযোধ্যায়,
কিষ্কিন্ধ্যায়, লঙ্কাপুরে;
কে জানিত এত দুঃখ ছিল বৃদ্ধকালে,
কোথা যাব ডুবিব সরযূ-জলে।

সীতা, লব, কুশ ও হনুমানের প্রবেশ

সীতা। চাও নাথ, করুণা-নয়নে
বারেক দাসীর প্রতি,
দিলে দুঃখ সহিল সকলি,
রাজরাণী আমি,
তাই কি হে মুছায়ে সিন্দুর
পরাইলে বৈধব্য-মুকুট ভালে;
হে নাথ!
যদি অভিমানে শুয়ে থাক ধরাসনে,
যদি রোষবশে না কহ বচন,
যাই দূর বনে;
উঠ রঘুমণি,
ফিরে যাও অযোধ্যার সিংহাসনে,
জুড়াও তাপিত প্রাণ, উঠ প্রাণেশ্বর!
দিনু স্থান দুরন্ত অনলে গর্ভে মম,
জ্বালাইনু তাহে,
জগৎপালন পতি পতিতপাবন!

অদূরে বাল্মীকির গান করিতে করিতে প্রবেশ

শ্রীরাগ

জয় জানকীরঞ্জন, জয় রঘুনন্দন,
জগজন-তারণ, জয় রাবণারি!
জয় বনচারী, জয় ধনুধারী;
হরধনু-ভঞ্জন, শমন দমন,
মধুসূদন দর্পহারী।

বাল্মী। (স্বগত) পূর্ণ হ'ল রামায়ণ;
পিতাপুত্রে হয়েছে সমর।
সীতা। ওগো তপোধন,
হারাইনু এত দিনে রাম হেন ধনে:—
রামের নিগ্রহ হেতু জনম সীতার!
মুনিবর!
ধনুর্ভঙ্গ আমার কারণে—
বনে রণ আমা হেতু,
আমা হেতু লঙ্কার সমর!
যমশিশু ধরেছি জঠরে,
বধিয়াছে রঘুবীরে নন্দন আমার।
বাল্মী। শোক ত্যজ জনকনন্দিনি,
মোহাচ্ছন্ন বীরগণে

মন্ত্রবলে করিব চেতন,
উঠ অন্তরালে,
ত্যজেছেন শ্রীরাম তোমায়,
দেখা দিয়ে নাহি প্রয়োজন,
রহ অন্তরালে দুটি ভাই!
সীতা। পিতৃসম তুমি তপোধন।
[সীতা ও লব-কুশের প্রস্থান।
বাল্মী। যে যেথায় তপোবনে পড়েছে সংগ্রামে,
উঠ শীঘ্র রাম-নাম গুণে।

সকলের উত্থান

সকলে। জয় রাম! বধ শিশু।
রাম। কহ তপোধন, কোথা আমি,
পুনঃ কি মহীর ঘরে?
কোথা দুই শিশু?
বাল্মী। যান প্রভু, অযোধ্যায় বাজী লয়ে,
কহিব বিশেষ কথা কালি।
রাম। কোথা শিশু দুই জন?
বাল্মী। দেখা পাবে কালি যজ্ঞস্থলে।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম গর্ভাংক

যজ্ঞস্থল

রাম, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, সুমন্ত্র, রাজগণ, সভাসদ ইত্যাদি

রাম। কহ মহামুনি!
কোথা সেই শিশু দুটি?
সত্য কহ তপোধন,
আমারি কি সে দুটি কুমার?
বাল্মী। হের রঘুবীর,
আসিছে বালক দুটি লক্ষ্মণের সনে।

লক্ষ্মণ ও লব-কুশের অদূরে প্রবেশ

সকলে। আহা, আহা!
জুড়াল নয়ন হেরি তিন রাম ভূমে।
কুশ। দাদা,
দেখেছ কি সূর্য্য যেন সরযুর জলে!
লব। থাম কুশী,
মা করেছে মানা অশান্ত হইতে হেথা।

রাম। আয় আয় আয় যাদুমণি,
আয় কোলে, জুড়াই মনের জ্বালা,
মরি মরি,
ভ্রম হয় জানকী-নয়ন ব'লে।
বাল্মী। দেখ! দিয়েছিলে গুরুতর ভার
পালিতে এ শিশুদ্বয়;
মূর্ত্তিমতী ভ্রান্তি যার হৃদে,
দেখ রে নয়ন মেলি—
হয় কিবা নয় রামের তনয় দুটি;
চিত্ত প্রসারিয়ে
হের রাম-পদাশ্রিত জনে!
হের, ধরায় উদয় তিন রাম
পূরাইতে ভক্তের বাসনা,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু রাজীবলোচন!
সফল জনম মম,
সফল জনম কর রে অযোধ্যাবাসি!
বৎস কুশীলব!
কর রামায়ণ-গান যজ্ঞস্থলে,
সুধাপান করুক জগত,
দেহ রাম-রাজ-যোগ্য উপহার,
রামরাজসভাতলে!
দেব! নাহি অধিকার মম
অর্পিতে এ শিশুদুটি তব কোলে;
ক্ষমুন এ পদাশ্রিতে,
শিক্ষাগুরু আমি,
দুখিনীর ধন দুটি ফিরে দিব দুখিনীরে,
যার ধন সে করিবে দান।
প্রেরুণ পুষ্পক-রথ আনিবারে সীতা।
সভাতলে দিই পরিচয়—
কেমন শিখেছে দুটি শিশু-শিষ্য মম।
রাম। শিরোধার্য্য তব বাক্য, মুনিবর!
মুনির আদেশ পাল ভাই রে লক্ষ্মণ!
লক্ষ্মণ। কলংকভঞ্জন!
করিলে হে দাসের কলংক দূর!
[প্রস্থান।
বাল্মী। গাও কুশীলব, নয়ন মুদিয়ে,
হৃদপদ্মে করি প্রভু-পাদপদ্ম ধ্যান।
কুশ। মুনি! বল না—মায়েরে যদি ভুলি,
ভুলিতে মা করে দেছে মানা।
লব। গাও ভাই, মার পদ করি ধ্যান,
মার নামে জয়ী মোরা সর্ব্বস্থানে,
কেন রে হারিব সভাস্থলে।

হনু। প্রভু, দেহ দুই দেহ দাসে;
এক দেহ যাক মা জানকী আনিবারে,
অন্য দেহে শুনি রামায়ণ;
জনম সফল কর রে বনের পশু।

লব ও কুশের গীত

হরশৃংগার—পটতাল

গাও বীণা গাও রে;
গাও ইন্দ্র সনে, ক্ষীরোদ তীরে;
অনন্ত শয়ন, অনন্ত নীরে,
গাও বীণা গাও রে,
ভক্তি-প্রবাহে পরাণ ভাসাও,
গাও বীণা গাও রে।
রাবণ-শাসন, দেবগণ পীড়ন,
কাতর দেবগণ, রোদন ঘন ঘন,
নিত্য নিরঞ্জন ডাকি;
নির্গুণ সগুণ অচেতন, চেতন,
ফুটিল অনন্ত দু' আঁখি;
চিত মাতাও,
গাও বীণা গাও রে।
চারি অংশে হরি, অবনীতে অবতরি,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন,
ধন্য ধন্য গাও দশরথ রাজা,
রবিকুল—রবি সম তেজা,
নারায়ণ-নন্দন পাইল পাইল,
বাল্মীকি গাইল,
প্রেম-সলিলে নয়ন ভাসাও;
গাও বীণা গাও রে।
তাড়কা-নিধন হরধনু-ভঞ্জন,
সীতা-গুণ-গান গাও রে;
জগত মাতাও, জগত ভাসাও,
উধাও উধাও গাও রে;
জানকী-পদ-স্মরি গাও রে,
গাও বীণা গাও রে!
সীতা-রাম মিলন, মোহিনী মাধুরী,
নেহার নেহার চিত প্রাণ ভরি;
সুধা পিও সুধা পিও,
ভৃগুরাম-শাসন, ত্রিদিব বঞ্চন,
অযোধ্যা ভাসিল, অযোধ্যা নাচিল,
রাম রাজা হবে কালি,
উল্লাসে গাও বীণা, গগন পুরাও
গাও বীণা গাও রে।
অযোধ্যা নগরী, হাহা রবে ভরি,
শ্রীহরি কাননচারী,
গহনে রক্ষরণ, মায়া-মৃগ দরশন,
জানকী-হরণ, মিলন সুগ্রীব সনে,
সাগর বন্ধন; রাক্ষস নিধন,
চণ্ডালে কোল দিয়া, মহিমা বিকাশিয়া;
শ্রীরাম রাজা, জানকী বামে;
রসতরঙ্গে প্রাণ ভাসাও,
গাও বীণা গাও রে।
কাঁদ বীণা কাঁদ রে,
গর্ভবতী সতী সীতা নারী বর্জ্জন—

রাম। মুনিবর! ক্ষমুন অধীনে,
নিবার' এ হৃদিভেদী গান।

লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ

লক্ষ্মণ। দেব!
মা জানকী প্রণমেন তব পদে।
রাম। (স্বগত) কেমনে লইব ঘরে
পরীক্ষা বিহনে,
কোন্ প্রাণে পরীক্ষার কথা
কহিব সীতায় পুনঃ।
সীতা। নাথ!
কেন নাহি শুনি শ্রীমুখের বাণী প্রভু?
রাম। প্রিয়ে! চাহে প্রাণ বাহু প্রসারিয়া
লই হৃদে হৃদয়ের নিধি,
হৃদি-বেগ করি সংবরণ,
ডরি প্রাণেশ্বরি, মন্দভাষী জনে,
লঙ্কাপুরে দেখিল অমর নরে
অগ্নির পরীক্ষা তব;
মন্দ লোকে সন্দ করে তায়,
কহে 'ছায়াবাজী, পরীক্ষা সে নয়'।
আজি পুনঃ অযোধ্যা-নগরে
দেহ সে প্রমাণ সতি;
কর প্রাণেশ্বরি, রবিকুল-মুখোজ্জ্বল।
সীতা। দেখা'ব প্রমাণ নাথ
তোমার আজ্ঞায়,
কিন্তু এক ভিক্ষা গুণনিধি,
নাহি দিব পরীক্ষা অনলে,
ন্যায়বান্ রাজা তুমি,
ধর দুটি দুখিনীর ধন।
কুশীলব! দুখিনী রে জননী তোদের,
সঁপে যাই—

দয়ার নিধান রবি-কুল-রবি-করে।
হে প্রভু!
জন্মজন্মান্তরে যেন পাই তোমা সম স্বামী!
যেন, সীতা নাম কেহ নাহি ধরে ভবে।
করেছিলে কাননে বর্জ্জন,
রেখেছি জীবন প্রাণেশ্বর!
তোমার তনয়ে দিতে হে তোমার কোলে।
শুনেছি মেদিনি, জন্ম মম তব গর্ভ্ভে,
দে মা অভাগীরে স্থান,
নাহি স্থান সীতার সংসারে।
জনমদুখিনী দুহিতা তোমার মাগো!
এস
বসুমতী সতি, নিয়ে যাও তনয়ারে।

বসুমতীর উত্থান

বসু। আয় মা গো, আয় মা দুখিনী,
কাজ নাই পতিবাসে আর!
সীতা। করিয়াছি বহু অপরাধ পদে,
ক্ষম নিজ গুণে গুণমণি,
বিদায় মাগি হে শ্রীচরণে।

[পাতালে প্রবেশ।

রাম। কোথা যাও—কোথা যাও সীতা!

(মূর্চ্ছা)

লব। কুশি, কি হল কি হল!
কুশ। দাদা, মা কোথা লুকাল?
লব। কুশি! মা বলে রে যাব কার কোলে,
ক্ষুধা পেলে,
বন-ফল তুলে কে দেবে বদনে ভাই?
ঘুমা'ব রে কার কোলে আর?
কুশ। কি হল কি হল, দাদা, মা কোথা গেল!
লব। কেন মা লুকালে, কোথা গেলে,
মা বলে গো ডাকে কুশীলব,
এস মা আনন্দময়ি, লও তুলে কোলে,
মা গো, রণে বনে, তোর পদ বিনা
জানি না জগতে আর,—
কাঁদে তোর কুশীলব, দেখা দে জননি!
রাম। সম্বর রোদন শিশু,
কেন হৃদি বিদর আমার,
কেন রে অনলে ঢাল ঘৃত।
এ কি এ কি, কি হল কি হল—
সকলি ফুরাল, জানকী লুকাল কোথা।
বজ্র! বধ ব্রহ্মঘাতী মূঢ়ে,
তক্ষক! দংশাও শিরে,
সতী নারী করেছি পীড়ন,
প্রাণের প্রতিমাখানি ফেলেছি পাথারে।
বসুমতি! দেহ সীতা ফিরে,
চিরদুঃখী রাম, কর দয়া দয়াময়ি!
হও না নিঠুর, দেহ গো উত্তর;
বাঁচাও রাঘবে ধরা,
দেহ ত্বরা জানকী আমার।
এত দর্প? না দেহ উত্তর,
সকাতরে ডাকি আমি?
তুলেছিনু বাণ আমি বিন্ধিতে সাগরে,
সীতা হরণের দোষে মরেছে রাবণ,
আন রে লক্ষ্মণ, ধনুর্ব্বাণ,
কাটিয়া মেদিনী করিব রে খানখান।

লক্ষ্মণের ধনুর্ব্বাণ প্রদান

শুন বাণ, যদি গুরু-পদে থাকে মতি,
পূজে থাকি আদ্যাশক্তি ভগবতী,
বিন্ধ আজ মেদিনীরে—
সপ্ততল কর ভেদ, যাও যথা জনক-নন্দিনী,
বধ যেবা হয় বাদী,
আন সিংহাসন-সহ শিরে লয়ে।

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। রাখ সৃষ্টি—সৃষ্টির পালন,
হেরি নিজ মায়া, মায়াময়!

শূন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপে সীতার আবির্ভাব

গীত

সাহানা—ধামার

নেহার নেহার হৃদি-অরবিন্দ-মাঝে,
আনন্দ সুধা!
পূরে প্রেমে পুলক ধাম গোলক সম।
রস-তরঙ্গ-খেলা, সীতা-রাম-লীলা,
চির বিহার ভকত-চিত-ফুল্ল-সরোজে॥

যবনিকা পতন

সীতাহরণ

[পৌরাণিক নাটক]

(১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

"একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে।"
মেঘনাদবধ।

পুরুষ-চরিত্র

মহাদেব। ব্রহ্মা। ইন্দ্র। সাগর। নদী। শ্রীরাম। লক্ষ্মণ। রাবণ। বিভীষণ। ইন্দ্রজিৎ। মারীচ। খর। বালী। সুগ্রীব। অঙ্গদ। হনুমান্। জাম্বুবান্। নল। নীল। গয়। গবাক্ষ। জটায়ু। সুপার্শ্ব। ব্যোমচর। দূত ও সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়। সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

দুর্গা। উগ্রচণ্ডা। মহামায়া। সাগরপত্নী। সীতা। তারা। মন্দোদরী। সরমা। সূর্পণখা। ত্রিজটা। রত্নবালাগণ। চেড়ীগণ। নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাংক

দণ্ডকারণ্য—অদূরে কুটীর
বিমানপথ—ব্রহ্মা ও ইন্দ্র

ব্রহ্মা। রণস্থল নেহার অদূরে,—
নবদল-শোভিত ভূতল
খচিত শিশির-হারে,
ক্ষণ পরে ভাসিবে রুধিরে;
এবে
বিহঙ্গিনী তোলে তান সুমধুর,
ক্ষণ পরে—
বাণের গর্জ্জনে অধীর হইবে গিরি।
কুসুম-সৌরভে রসায় ঋষির মন,
পূতিগন্ধে মাতিবে মেদিনী,
ঘোর রোলে ডাকিবে শৃগাল,
রাক্ষস-সংহার-ব্রতী হইবেন রাম।
পুরন্দর! তব ডর ঘুচিবে সত্বর।

ইন্দ্র। বিধি তব বুঝিতে না পারি;
কোথা শনি-অংশে নারী,
কে মজাবে স্বর্ণলঙ্কা?

ব্রহ্মা। হের,
আসিতেছে রাক্ষসনাশিনী।

[উভয়ের প্রস্থান।

সূর্পণখার প্রবেশ

সূর্প। আহা, কি ফুল ফুটেছে থরে থরে!
প্রাণ কি সরে থাকতে ঘরে?
আহা, কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া ঝুরঝুরে!
আ—মর,
কাপড় কি ছাই সামলাতে পারি!
কালামুখো কোকিলটে আজ
জ্বালাচ্ছে ভারী।
এমন নরমি হাওয়ায় গরমি সয়ে,
ভাতার নিয়ে সব আছেন ঘরে;
ভাগ্যিস্ কালামুখো সকাল সকাল মরেছে,
নইলে বাঁধা থাক্‌তুম কেমন ক'রে?
পুরুষ না ছাই;
পুরুষের মতন পুরুষ তো আর
দেখতে পাই নি!
তবে দাদা যদি না দাদা হ'ত,
পুরুষের মতন পুরুষ বটে!
যাই, দু পা বেড়াই,—
আহা, এ কুটীর দুখানি কার?
লতাগুলি তমাল ছেড়ে,
কুটীর দুটি আছে বেড়ে।

কুটীরসম্মুখে রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। যাব ভাই স্নান-হেতু গোদাবরী-তীরে,
রহ তুমি কুটীর-রক্ষণে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সূর্প। নবীন নীরদ-ঘটা,
মরি কি রূপের ছটা।

আহা, বনবাসী মাথায় জটা কেন?
কাছে গিয়ে দুটো কথা কয়ে প্রাণ জুড়াই।
আহা, কে মায়া ক'রে
প্রাণ আমার নিলে হরে,
কুহকবলে যেন!
এ রতন আমি নেব,
নইলে সাগরে গে ঝাঁপ দেব।
মরি, পুরুষ পরেশ নারীর গলার হার।
এ ধন আমার,
নইলে কাজ কি ধনে,. কাজ কি মানে,
প্রাণ কি পোড়া ক্ষার!—
হ্যাঁ গা, তুমি কে গা,
কেন বনে বাস?
আমার সঙ্গে এস,
দিব রত্ন-সিংহাসন;
ফুলের রথে তোমার সাথে
ভ্রমণ করবো ত্রিভুবন;
যখন যা ইচ্ছা হবে,
তখনি তা হাতে পাবে,
এখন আমায় দেখছো বনে,
যদি আলাপ হয় তোমার সনে,
তখন চিনবে আমি কেমন ধন।

রাম। কে তুমি সুন্দরি?
পিতৃসত্যে আমি বনচারী,
সিংহাসনে কিবা কাজ মম?

সূর্প। ভাল ভাল, প্রাণ জুড়াল কথা শুনে!
আমার সঙ্গে যাবে জেনে শুনে।
শুনেছ কি রাবণ রাজার নাম?
আমায় কি তুমি ঠাওরাও কম,
আমার ভায়ের নামে কাঁপে যম;
ইন্দ্র আমার ভায়ের মালা গাঁথে;
এখন পরিচয় তো পেলে,
চল আমার সাথে।

রাম। সুলোচনে!
ভিখারী রাঘব আমি;
রাজার ভগিনি!
অপবাদ রটিবে তোমার
আমারে লইলে সাথে।
রব বনে বাকল-বসনে,
প্রতিজ্ঞায় বন্ধ সতি!

সূর্প। আ—মরি,
তুমি ভিখারী!
তোমায় দেখলে
কত রাজার নারী লোটে পায়।
হায় হায়,
আমায় দেখাও ভয়!
আমি কারে ডরি?
যা মনে হয় তাই করি,
খর দূষণ দু ভাই আমার মন যোগায়।
যারে প্রাণ চায়,
তারে ছাড়ব লোকের কথায়?
তুমি তো কঠিন ভারী!
আমি নারী ডাক্‌চি এত,
যদি রসিক হ'তে কতক মত,
আমায় বল্‌তে কি আর হ'ত এত?

রাম। কি জঞ্জাল ঘটিল কাননে!
চন্দ্রাননে!
কেন ব্যঙ্গ কর মোর সনে?

সূর্প। সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব যত,
রস-রঙ্গ কর্‌ব কত,
তোমার কিসের ভয়?
যেখানে ইচ্ছে হয়
নিয়ে যাব এক পলকে।
মুখে মুখে বুকে বুকে,
দুজনে থাক্‌ব সুখে,
নির্জ্জনে কর্‌ব কেলি,—
এ কথা কি জান্‌বে লোকে?

রাম। সুলোচনে!
কি কব অভাগা আমি,
বনে ফিরি সঙ্গে মোর নারী,
ভজিলে আমারে
কি ফল ফলিবে বল?

লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ

হের অনুজে আমার,
রূপে গুণে অতুলন মহীতলে;
বরিলে উহারে
সুখে রবে সুবদনে,
সতিনীর জ্বালা
ভুঞ্জিতে না হবে কভু।

সূর্প। এই কি তোমার সঙ্গে নারী,
এরই তরে তোমার এত!
অমন টুস্কিমুকি ডেবরাচোকি
দাসী আছে কত শত!

দেখচ আমার রূপের ছটা,
এমন আছে কি আর ত্রিভুবনে?
যদি না মনে ধরে,
বল মোরে;
সাজ্‌ব যে সাধ তোমার মনে।
সঙ্গে নারী, ভয় কি তারি,
রাখতে পারি পেটে পূরে।
এ কি হে যুগ্যি নারী, খাতির তারি,
মাথা তোমার গেছে ঘুরে!

রাম। কি কারণ আকিঞ্চন মোরে?
স্বর্ণকান্তি দেখহ লক্ষ্মণ,
ভুবনমোহন রূপে,
তুমি তার যোগ্য রূপবতী।

সূর্প। আ-হা-হা ভাল ভাল, চোখ জুড়াল;
এ আবার কে এল বনে!
আ-হা-হা কাঁচা সোণা, ধনটা ধনা,
ভাব কত হায় চাঁদবদনে।
ছোঁড়া তো একলা আছে, গিয়ে কাছে
কথা কয়ে মন ভোলাব।
এ কি হায়, যেমন তেমন পুরুষ-রতন,
এমনটি আর কোথায় পাব?
বলি হে মাথার কিরে, চাও না ফিরে,
কথা যদি কইতে নার;
চলেছ নুইয়ে মাথা, কও না কথা,
ভেলা গরব কর্‌তে পার!
তোমারে যতন ক'রে হৃদ-মাঝারে
রাখব ওরে মন-মজানে!
নেও মেনে এস চ'লে,
কাজ কি গোলে;
মৌন কেন মিছে ভাণে?

লক্ষ্ম। ব্রহ্মচারী আমি,
কি হেতু সম্ভাষ মোরে?

রাম। লো সুন্দরি!
লজ্জাশীল অনুজ আমার।

সূর্প। ভাল ভাল,
যখন মজেছি, তখন বুঝেছি।

লক্ষ্ম। বুঝিয়াছ সার লো সুন্দরি!
যাও, ভজ গিয়ে রঘুনাথে।
জগতের পতি রাম;
আহ্লাদিনী রাণী রবে তুমি;
কেন আর বিড়ম্বনা,
ভজ গিয়ে রঘুনাথে।

সূর্প। ঢিপসে ছোঁড়া।
মেজাজ কড়া;
ও ছোঁড়া তো রসিক বেশী।
গৌরবরণ কাজ কি আমার?
শ্যামবরণই ভালবাসি। (রামের প্রতি)
বলি হে বুঝতে তোমার মন,
গিয়েছিলুম এতক্ষণ,
তোমায় ছেড়ে কি আর কারুকে চাই?
ছিঃ ভাই, আমার মন বোঝনি ছাই!

রাম। কৃশোদরি!
নাহি কি নয়ন তব!
বাল-সূর্য্য-বরণ কিরণ,
আকর্ণ নয়ন-শোভা;
মুখ নারী-মন-চোরা,
যাও ত্বরা, লজ্জাশীল ভাই মম।

সূর্প। এখন কি করি,
দু নৌকায় পা দিয়ে বা মরি!
কাজ কি আমার কাঁচা সোণা,
নীলকমলে ধরি;
গোঁয়ারে কাজ কি আমার,
রসিক নিয়ে সরি!
বলি হে,
নারী হয়ে পায়ে ধরি,
সঙ্গে আমার চল,
ধ'রে ওরে ফেলব মেরে
গিলি যদি বল?

সীতা। রঘুনাথ!
নিশ্চয় রাক্ষসী;
রক্ষা কর, ভীষণ-দশনা!

রাম। দূর হ কুলটা।

লক্ষ্ম। যা বলেন বলুন শ্রীরাম,
কাটিব ইহার নাক কাণ;—

বাণ দ্বারা সূর্পণখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন

সূর্প। ওঁ মা—ওঁ মা,
জ্বলে মলুম!
মরেঁ গেলুম!

[সূর্পণখার প্রস্থান।

রাম। দেখ দেখ, ভীষণা রাক্ষসী,
আছিল সুন্দরী-বেশে!
নিশাচর বৈসে এই বনে,

সাবধানে রহিতে উচিত।

[রাম ও সীতার প্রস্থান।

লক্ষ্ম। হে দেব-মণ্ডল!
নিত্য যথা,—
শুন সবে মিনতি আমার,
আজি পুনঃ যাচি পদে,
প্রহরীর ভার সুসম্পন্ন কর মোর।
দেহ শক্তি শক্তির আধার,
রাম-সীতা রক্ষণের বল ভুজে;
আমি শ্রীরামের দাস,
রাম-পদে রহি যেন চিরদিন।
নিশাচর বৈসে বনে,
ধনু তূণ, কোন্ কার্য্যে দেহে বহি
বীরদর্পে!
দর্প!—
হাঁ, বীর-দর্পে কহি পুনঃ।

রাম ও সীতার প্রবেশ

রাম। ভাই!
শুনিলাম অস্ত্র-ঝন্‌ঝনি বনে,
যাও তুমি জানকী লইয়া স্থানান্তরে;
বাধিলে সমর,
জানকী পাইবে ডর।
লক্ষ্ম। যথা আজ্ঞা, প্রভু!
সীতা। রহুক লক্ষ্মণ,
দোসর তোমার রণে।
লক্ষ্ম। মাতঃ!
বুঝিয়াছ সন্তানের মন।
রাম। সিংহনাদ অদূরে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্ম। চল মাতঃ,
রাম-আজ্ঞা না করি লঙ্ঘন!
রাম। উঃ! ঘোর সিংহনাদ দূরে!

[রামের প্রস্থান।

সীতা। হে লক্ষ্মণ!
কোথা যান রঘুনাথ?
লক্ষ্ম। মাতঃ! না হও উতলা,
বাধিয়াছে রণ।
বল মাতঃ,
কার এই ধনুক-টঙ্কার!
জয় রাম!—শুন আর্ত্তনাদ,
ক্ষুদ্র প্রাণী,
ক্ষুদ্র বাণে হইল সংহার।
চল মাতঃ,
সৈন্য যদি রহে পাছে,
চল যাই স্থানান্তরে।

রামের প্রবেশ

রাম। ভাই!
মিটিয়াছে রণ,
ক্ষুদ্রজীবী কয় জন।
লক্ষ্ম। রণ কি মিটেছে প্রভু?
জ্ঞান হয়,
অন্য রক্ষ বৈসে বনে,
দুই জন বিচারিয়ে মনে,
আইল কয়েক জন।
প্রভু,
ফিরিল কি রণে কেহ?
রাম। 'আঁই আঁই' শুনিনু অদূরে,
বুঝি—
বিকটা আছিল সাথে।
সত্য তুমি বলেছ লক্ষ্মণ,
নিশ্চয় বাধিবে রণ পুনঃ।
লক্ষ্ম। কিবা অনুমতি তব, রঘুনাথ!
রহিব সমরে সাথী,
কিবা—
জানকীরে লয়ে যাব চ'লে স্থানান্তরে?
সীতা। নাথ!
রহুক দোসর তব লক্ষ্মণ ধানুকী;
রহিব কুটীরে,
না ডরিব রণনাদে।
রাম। বুঝি অদূরে রাক্ষসথানা,
শুন,
রণভেরী নিনাদে গভীর দূরে,
শুন কোলাহল,
জ্ঞান হয় সৈন্য-সমাবেশ-হেতু;
যাও লয়ে জানকীরে দূরে!
লক্ষ্ম। প্রভু! বহু সৈন্য হয় অনুমান।
রাম। ভাই!
কঠিন কোদণ্ড করে মোর,
পূর্ণ তূণ বাণে;
রাক্ষস-নিধনে
অধিক কি প্রয়োজন!
গর্জ্জে রক্ষঃ শুন কান দিয়া;
যাও ত্বরা সীতারে লইয়ে।
সীতা!

অন্যথা না কর কথা মোর,
যাও দূরে লক্ষ্মণের সাথে;
অন্যমন হব তুমি রহিলে নিকটে।
সীতা। শঙ্করী সংগ্রামে রক্ষা করুন তোমায়।
[লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান।

রাম। বিনাশিব পাপমতিগণে,
নিষ্কণ্টক করিব কানন;
রক্ষোবাস না রাখিব আর।
কি সাহসে আইসে সবে সিংহনাদে,
নাহি জানে ধনুর্ধারী রাম আমি!
[রামের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতগহ্বরের সম্মুখস্থল
সীতা ও লক্ষ্মণ

সীতা। যাও তুমি সত্বরে লক্ষ্মণ,
শীঘ্র আন সংগ্রাম-সংবাদ,
হেথা মম নাহি ডর।
লক্ষ্ম। দেবি!
ভয়ঙ্কর দণ্ডক-কানন,
নাহি জানি বৈসে হেথা কত নিশাচর,
একাকিনী কেমনে রহিবে?
মাতঃ!
দেখিয়াছ রামের বিক্রম
হরধনু-ভঙ্গকালে!
ক্ষত্র-কুলান্তক রাম
পরাভব যাঁর তেজে,
কি করিবে ছার রক্ষঃ তাঁর!
সীতা। এ কি, ঘোর অশনি-নিস্বন,
ঘোর আঁধার, কম্পিতা মেদিনী!
লক্ষ্ম। নহে দেবি, অশনি-নিস্বন,
বজ্রনাদে অস্ত্রের ঝঙ্কার,
অস্ত্রজাল
মেঘমালা সম আবরিছে দিননাথে,
কম্পে ধরা বীর-পদসঞ্চালনে।
শুন,
প্রলয়-দুন্দুভি-নাদে ধনুক-টঙ্কার!
বিলম্ব নাহিক আর,
রাক্ষস সংহার হবে দেবি, মুহূর্ত্তেকে।
হের,
ধায় অস্ত্র রবিশ্রেণী যেন,
কোদণ্ড-নিঃসৃত শর,
ভূধর না ধরে টান।
সীতা। শুন শুন,
বারিদ-গর্জ্জন সম সৈন্যের হুঙ্কার!
ঝরে অস্ত্র বারিধারা সম,
যাও শীঘ্র রামের সহায়ে,
না জানি কি হয় রণে!
লক্ষ্ম। হের দেবি,
তারাকারে ঝরে বাণ!
হাহাকারে পূর্ণিত গহন,—
নাহি আর নাহি হুহুঙ্কার;
ক্ষুদ্রজীবী শ্রীরামে না জানে!
সীতা। অবসান হ'ল কি সংগ্রাম?
শুন শুন নীরব কানন।
লক্ষ্ম। শুনি দেবি, রথের ঘর্ঘর নাদ,
সৈন্যভঙ্গে,
রথী হইল আগুয়ান,
পুনঃ রণ বাধিবে এখনি।
বিপক্ষ সমরদক্ষ
বরষিছে অগ্নি হেন বাণ।
সীতা। যাও তবে,
যাও রণস্থলে,
বুঝি ক্লান্ত রণে রঘুবীর।
লক্ষ্ম। ক্লান্ত রণে রঘুবীর?
গর্জ্জে তীর সাগর অধীর,
নাহি আর রথের ঘর্ঘর;
অব্যর্থ রামের শর।
সীতা। পুনঃ শুন বিকট গর্জ্জন!
আর রথী দিল হানা,
বুঝি অবসান হবে না সমর।
লক্ষ্ম। কি করিব শ্রীরামের মানা!
রাক্ষসগর্জ্জন
শর সম বিন্ধে বুকে;
আইস দেবি, গুহার ভিতর,
ঘোরতর বাধিবে সমর।
সীতা। অন্ধকার, ভীষণ আরাব।
নাহি দেখি নাহি শুনি কাণে।
লক্ষ্ম। চল শীঘ্র গুহায় জননি,
অস্ত্রশ্রেণী ধায় চারিদিকে।
সীতা। কি হবে লক্ষ্মণ,
রামচন্দ্রে কে দেখিবে?
[সীতা ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

রাম ও খর

রাম। আরে রক্ষঃ,
কঠিন জীবন তোর;
এখন' জীবিত রণে!

খর। নহি আমি ত্রিশিরা কোমলকায়,
নহি বালক দূষণ,
নহি হীনপ্রাণী অনুচরগণ,
চতুর্দ্দশ সহস্র নাশিবে বাণে!
হের ভীম প্রহরণ
কর সংবরণ
দেখি রে মানুষ তোর বল!

রাম। অস্ত্রশ্রেষ্ঠ গদা মনোহর,
উখাড়িয়ে পড়ে বাণ।

খর। ভাবিস কি আর,
মরণ নিশ্চয় তোর।

রাম। ধিক্ ভুজবলে,
তিন দণ্ড যুঝ মোর সনে!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

সূর্পণখার প্রবেশ

সূর্প। ও গো মরে না গো এ কি জ্বালা!
দাদাও বুঝি খেলে কলা,
দাদাও বুঝি খেলে কলা!
ও গো গদাও গেল পুড়ে গো,
গদাও গেল পুড়ে!
মার পাথর ছুঁড়ে,
মার পাথর ছুঁড়ে;—
ও গো পাথর গেল উড়ে গো,
পাথর গেল উড়ে!
টান দে কোসে শালগাছে,
দেখব ছোঁড়া কেমন বাঁচে;—
ও গো গাছটা গেল চিরে গো,
গাছটা গেল চিরে!
দাদার গা হ'ল জির্‌জিরে গো,
গা হ'ল জির্‌জিরে!
ও মা হাত ফেলেছে কেটে গো,
হাত ফেলেছে কেটে!
ও মা গেল দাদা, পড়্‌ল দাদা,
দাঁতপাটি ছিরকুটে গো,
দাঁতপাটি ছিরকুটে!

[সূর্পণখার প্রস্থান।

রামের প্রবেশ

রাম। কোন্ তেজে রক্ষঃ বলবান্!
সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ সবে;
জীয়ন্তে না সমর ত্যজিল,
প্রাণ দিল জনে জনে!
রক্ষোগণে
বীর বলি নাহি ছিল জ্ঞান মম,
জানিলাম সংগ্রামনিপুণ রক্ষঃ।
অস্ত্রলেখা ধৌত করি গোদাবরী-নীরে,
নহে,
জানকী পাইবে ব্যথা।

[রামের প্রস্থান।

ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ

ব্রহ্মা। হের পুরন্দর! সমর হইল শেষ।
যাবে এবে রাক্ষসনাশিনী
সাগর লঙ্ঘিয়া লঙ্কাধামে;
যান গণপতি আগে আগে
বিঘ্ন নাশ করি,
রুষ্টগ্রহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ;
কহ সাগরে ডাকিয়া—
পথে বাদী কেহ নাহি হয়,
অনুকূল বহুক পবন,
যাবে নারী গোধূলি চাপিয়া।

ইন্দ্র। অস্ত্রের আরাবে বধির শ্রবণ মম,
আজ্ঞা নারি বুঝিবারে।

ব্রহ্মা। চল শীঘ্র।

[ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মন্দোদরী ও সূর্পণখা

মন্দো। এ কি ননদিনি!
অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিলাম তোর মুখে,
একা নর করিল সমর,
বিনাশিল ত্রিশিরা দূষণ খরে।
নহে সেই সামান্য কখন;
ত্রিভুবন কাঁপে রক্ষ-ডরে,
একক মানব পরাজিল সবাকারে!
নরজাতি সংগ্রাম-প্রবীণ,

নহে বহুদিন, মায়াধর মারীচ বিমুখ
না জানি কাহার রণে;
সেই জন তাড়কা নাশিল,
দণ্ডককাননে
আইল বা সেই ধনুর্ধারী।
কি কহিলে,—
সঙ্গে নারী অনুপমা?
সূর্প। ও গো, সঙ্গে ছোঁড়া আছে দোসর;
ও গো কি বলব গো,
তার যে গুমোর,
তার যে গুমোর!
মন্দো। ছিল দুই নর রণে—
মারীচ কহিল আসি,
দশরথ রাজার তনয়।
গেলে পুষ্প অন্বেষণে
অকারণে কাটে নাক কাণ?
সূর্প। ওগো বনের ফুল তুলে গো,
বনের ফুল তুলে,
গেলুম নাকের জ্বালায় জ্বলে গো.
নাকের জ্বালায় জ্বলে!
মন্দো। শুন ননদিনি,
মিনতি করি গো তোরে,
ফুল-আশে গেলে নর-বাসে,
কাটিল সে নাক কাণ;
কহিতে সরম কথা!
লজ্জা রাখে গোপনে রমণী।
শুন ননদিনি!
অগ্রজে না দেহ এ সংবাদ,
কহ গিয়ে
বিবাদ বাধিল খর সনে,
রণে হত সর্ব্বজন;
ক্ষতনাসা করিল তোমার,
নাহি জান কোথা গেল চলি;
নাহি কহ সঙ্গে আছে নারী।
সূর্প। ও মা, তোমার হুকুম দেখি ভারী,
আমি নাকের জ্বালায় মরি:
বলি গিয়ে দাদার কাছে,
'আন রামের নারী।'
মন্দো। শুন লো মিনতি,
দুর্গতি না হবে দূর,
বুঝ লো সুন্দরি,
নহে সাধারণ অরি,
রণে কে জিনে কে হারে কেবা জানে।
আছে অভিশাপ,
বীরদাপ লঙ্কার ঘুচিবে
নর সহ বিসংবাদে;
পূর্ব্বকথা জান ত সকলি!
সূর্প। ভাল, আর কাজ কি কথা,
বল্‌তে এলুম মনের ব্যথা,
পেলুম ভাল ফল;
আমি বুঝি কামের বশে,
গিয়েছিলুম নরের আশে?
ফুল তুল্‌তে গেছি, তাতে লজ্জা
কিসে বল?
মন্দো। মান বোধ ননদি সুমতি!
রণপ্রিয় ভাই তব,
দ্বন্দ্ব বিনা নাহি জানে;
কহ বিভীষণে, সেও তব সহোদর।
পুরুষ বিবাদপ্রিয়,
রমণীর উচিত সর্ব্বদা
বিবাদ করিতে দূর,
বিবাদে অনিষ্ট সদা ঘটে!
সূর্প। ওলো, বটে বটে বটে:
তোরে কথায় কেবা আঁটে?
আমি মরি জ্বালার চোটে,
উনি বুদ্ধি দিচ্ছেন সেঁটে!
[সূর্পণখার প্রস্থান।
মন্দো। আছে রমণী সংহতি,—
রাজার যে রীতি,
একান্ত বাধিবে রণ।
হরধনু ভাঙ্গিল যে জন,
সেই বা আইল বনে,
রক্ষোরিপু, পিতৃসত্যপালনের ছলে।
নিশ্চয় ঘটিবে যা আছে বিধির মনে।
ভ্রমে বনে,
বানরের সনে মিলিবে বিচিত্র কিবা!
[মন্দোদরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ-মন্দির

রাবণ

রাব। এই হেতু
যাচিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী।

নাহি নব রাজ্য, নূতন ভুবন;
দিগ্বিজয়ে যাব পুনঃ।
নিত্য সেই কঙ্কণঝঙ্কার,
লয়ে ফুলহার,
নিত্য আসে পুরন্দর,
স্বর্গে নাহি বিগ্রহ সম্ভব।
নাহি রমণী ভুবনে
প্রেম-আশে সাধি যারে,
দেবকন্যা ইঙ্গিতে আমায় ভজে,
ক্রীড়া-রণে মন নাহি পূরে।
কহ নট-নটীগণে—
নৃত্য-গীত করিবারে,
অস্ত্রাগারে যাইতে না উঠে মন,
বীরহীন এ সংসারে।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত

নর্ত্তকীগণ।

আড়ানা-খাম্বাজ—জলদ-একতালা

আচোঁরা না গায়ে দিব,
চলে গরমি হাওয়া;
পিয়া পিয়া লো!
সখি, আন্ লো আন্ প্রাণবঁধুয়া।
ওলো, অঙ্গ ঢলে, আমি চল্‌তে নারি,
নারী হয়ে কত সইতে পারি;
ওলো, দেখ না দেখ না, এলো না এলো না,
প্রাণ কেমন করে,
সখি, আন ধ'রে মনচোরে,—
মালা যায় না সওয়া, বড় গরমি হাওয়া,
আঁখি ঢুলু ঢুলু, আর যায় না চাওয়া।

মিঁয়া-মল্লার—জলদ-একতালা

কাঁদি কাঁদি, বুক বাঁধি,
কেন কাঁদিতে চাই লো!
সে ত কয় না কথা, সে ত চায় না ফিরে,
কেন বাঁধিতে ধাই লো।
কেঁদে মরি, সখি তবু তারি,
তারি কথা ধ্যানে তারে হেরি;
ভালবাসে না, প্রাণ মানে না,
মরম-ব্যথা কত মরমে পাই লো॥

সূর্পণখার প্রবেশ

রাব। এ কি, এ কি সূর্পণখা!
এ দুর্গতি কি হেতু তোমার?
সূর্প। ও দাদা, জ্বলে মলুম!
ফুল তুল্‌তে বনে গেলুম,
ও দাদা কল্লে খাঁদা!
বনে এসে ধর্‌লে তেড়ে;
মেরেছে খর-দূষণে,
পালিয়ে এলুম সেখান ছেড়ে।
রাব। এ কি স্বপ্নের খেলা!—
তুই সূর্পণখা?
কাটিয়াছে তোর নাক-কাণ?
অসম্ভব—অসম্ভব কথা,
হত খর যোদ্ধাপতি,
নটীগণে করে খেলা!
কহ কিবা নাম তব?
আশ্চর্য্য নৈপুণ্য তোর!
পুরস্কার লহ এ অঙ্গুরী,
পাইলাম কুবেরে জিনিয়া।
সূর্প। ও মা, আমি কোথায় যাব,
সাগরে গে ঝাঁপ দেব।
রাব। সত্য সূর্পণখা!—
কালচক্র কাহার ফিরিল,
কোন্ কুল নির্ম্মূল-উন্মুখ?
কোন্ রাজ্য সাগর গ্রাসিবে?
ছিল কেবা কোন্ রসাতলে,
রাবণে নাহিক জানে?

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সূর্প। ও দাদা, মানুষ দুটো, বাঁধা ঝুঁটো,
ও গো, সঙ্গে রূপের ডালি গো,
সঙ্গে রূপের ডালি!
মনের দুঃখে কই নি কথা জান ত,
ফুল তুল্‌তে গিয়েছিলুম খালি গো,
ফুল তুল্‌তে গিয়েছিলুম খালি!
ও গো, মন্দোদরী কিবা ছার,
সঙ্গেতে যে ছুঁড়ী তার,
সঙ্গেতে যে ছুঁড়ী তার গো!
ও দাদা, আন ধ'রে, দেখলে পরে,
মন্দোদরী হবে তোমার দো গো,
হবে তোমার দো!
রাব। মারিয়াছে ত্রিশিরা দূষণ খরে,
আর যত নিশাচরে!

সূর্প। ও গো তীরগুলো জ্বলে গো,
তীরগুলো জ্বলে!
মার খেলে না ভুলে গো,
মার খেলে না ভুলে!
রাব। সঙ্গে নারী?
সূর্প। বড্ডই সুন্দরী গো,
বড্ডই সুন্দরী!
দাদা, কর তারে চুরি গো,
কর তারে চুরি!
রাব। আর কেবা সঙ্গে তার?
সূর্প। ও গো, গোঁয়ার গোঁয়ার ছোঁড়া গো,
গোঁয়ার গোঁয়ার ছোঁড়া!
ওগো সেইটে কুয়ের গোড়া গো,
সেইটে কুয়ের গোড়া!
রাব। দশরথসুত ভাঙ্গিল হরের ধনু,
শুনি ভৃগু সনে বিবাদিল;
পিতৃসত্য হেতু আইল বনে তিন জনে,
রাম নাম তার,
শুনিয়াছি মারীচের মুখে।
সূর্প। ও গো, ঠিক বলেছ দাদা,
ও গো, ঠিক বলেছ দাদা!
সে কল্লে দুর দুর,
আর ওটা কল্লে খাঁদা গো,
ওটা কল্লে খাঁদা!
রাব। ওহো!
ভগ্নী বুঝি পড়িল মদনে!
নরজাতি?
সূর্প। নিটোল দুটো ছোঁড়া গো,
নিটোল দুটো ছোঁড়া!
খালি বিষের গোড়া গো,
খালি বিষের গোড়া!
রাব। মদনের খেলা,
মদনের লুকোচুরি ভাল!
বধিলে তাহারে,
অন্তরে অন্তরে নাহি হবে প্রতিশোধ।
সাধ হয়,
দেখিবারে নর-বানরের রণ!
ব্রহ্মার বচন, সাধ হয় পরীক্ষিতে।
হাসি পায়,
নর-কপি-সংমিলন!
কহ সূর্পণখা,
কেবা নারী সঙ্গে তার?

সূর্প। ওগো, ধর্‌বে তোমার মনে গো,
ধর্‌বে তোমার মনে!
তোমার সুন্দরী ত মন্দোদরী,—
পোড়ে থাক্‌বে কোণে গো,
পোড়ে থাক্‌বে কোণে!
রাব। যা হবার হয়েছে ভগিনি,
সমুচিত প্রতিদান দিব অপমানে।
সূর্প। দুটোকে কাজ কি মেরে,
ছুঁড়ীকে আন ধ'রে।
রাব। যুক্তিমত করিব যা হয়।

[রাবণ ও সূর্পণখার প্রস্থান।

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। কোথা যায় দুই জনে?
শুনেছে সংবাদ,
নাহি তবু হুহুঙ্কার,—
মার্ মার্ রব না উথলে লঙ্কাপুরে!
ঐ পুষ্পক-ঘর্ঘর,
আপনি যাইবে রণে?
না—না,
কোন ছলে হরিবে রমণী।
পুনঃ সতীর নিশ্বাস
পড়িবে বা লঙ্কাপুরে,
বিনা সূত্রে বাধিল বিবাদ।
ফুল-শরাসন,
বিষম সন্ধান তব!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

রাবণ ও মারীচ

রাব। হে মাতুল!
আজি বড় প্রমাদ পড়িল
দণ্ডক অরণ্য-মাঝে।
সঙ্গে নারী, দুই জটাধারী
অকস্মাৎ প্রবেশিল বনে।
গেল ভগ্নী পুষ্প অন্বেষণে,
কাটে তার নাক-কাণ।
নাশিল দূষণ খরে অনুচর সহ।
হেন অপমান

সহে বা কাহার প্রাণে!
প্রতিদান কিরূপে করিব,
মন্ত্রণা-কারণে
আসিয়াছি তব স্থানে।
মারী। কহ বৎস, অদ্ভুত কথন!
কিবা জাতি,
বৈসে কোন্ দেশে;
কি হেতু আইল বনে,
কি নাম তাহার?
ফণী কার দংশিয়াছে শিরে,
বাদ করে তোর সনে!
রাব। নরজাতি,
শুনিলাম রাম তার নাম।
মারী। কি বল, কি বল, রাম?
বুঝিলাম এতক্ষণে;
ধর বৎস, উপদেশ মম,
বিবাদে নাহিক ফল,
মহাবল দশরথ রাজার তনয়;
পরাজয় নিশ্চয় পাইবে রণে।
রাব। হীনবল কি হেতু জানিলে আজি মোরে?
মারী। তব বল ভুবনে প্রচার,
মিছা বাক্য-আড়ম্বর বর্ণনা তাহার।
বিচক্ষণ তুমি,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
বুঝি কার্য্য করিতে উচিত।
শুন পূর্ব্ব-বিবরণ,—
তপোবনে বসিত জননী,
রণে উগ্রচণ্ডা সম ভীমা;
রিপু-প্রহরণে
চিবাইত দন্তে সদা।
কোটি কোটি কটক পড়িত
তাড়কার সিংহনাদে;
যজ্ঞ-বিঘ্ন করিত সদাই।
অকস্মাৎ
ধনু-করে আইল বালক নর!
বধিল মাতারে!
দেখিলাম ভূমিতলে পতিতা জননী,
মেরু যেন দুই চির!
তিন কোটি রণদক্ষ নিশাচর সাথে
ভ্রমিতাম যজ্ঞনাশ করি,
যজ্ঞহীন আছিল ধরণী;
পুনঃ সে বালক ধনুর্ধারী!
নহে একা, আরও শিশু সাথী;
বালক জুড়িল বাণ,—
হের, কণ্টকিত কলেবর মম!
কিছু নাহি জানি আর,
শূন্যজ্ঞান, সাগর-মাঝারে
শত বৎসরের পথ!
তদবধি,
হিংসা পরিহরি তপশ্চারী আমি।
শুনিলাম তিন কোটি নিশাচরে
সংহারিল অন্য শিশু,—
পড়ে মনে,
পড়িল যে দিন লঙ্কার কপাট তব,
উগ্রচণ্ডা অকস্মাৎ গর্জ্জিল যে দিনে?—
কি সংবাদ, হরধনু হ'ল ক্ষয়!—
পুনঃ সে বালক মিথিলায়,
ভাঙ্গিয়াছে হরধনু!
কার্ত্তবীর্য্য রাজা,
জান তুমি বীর্য্য তার দিগ্বিজয়কালে,
প্রাণ দিল ভৃগুরাম রণে।
হরধনু ভঙ্গ শুনি, ক্রোধে আইল মুনি
নিক্ষত্র করিতে পুনঃ,
সভয় বিষণ্ণ সবে!
পুনঃ বাদী বালক দুর্জ্জয়;
সভয়ে সত্বরে পূজা কৈল ভৃগুরাম।
সে বালক রাম নাম ধরে,
এবে যুবা;
পুনঃ ধনুর্ধারী দুই নর,
পড়িল দূষণ খর অনুচর সহ,
নর—রাম নাম ধরে,
সামান্যে না হবে রণজয়।
রাব। ভাল,
এত যদি বিক্রম তাহার,
আছে তো রাক্ষসী মায়া;
সঙ্গে নারী, হরে আনি তারে,
ছলে করি—না পারি যা বলে!
মারী। কার ঠাঁই কুবুদ্ধি পাইলে?
রাব। কেন ডর,
তুমি পরম মায়াবী,
নরে কি বুঝিবে মায়া তব?
মারী। যাইতে কি বল মোরে তব সাথে?
রাব। তোমা বিনা,

কার্য্যসিদ্ধি কে করিবে?
মারী। যম আসি ধরিয়াছ জটে!
আইলে ভাল উপদেশ হেতু।
বাপু!
ত্যজিয়াছি স্বর্ণলঙ্কা,
তপ করি—রহি বৃক্ষমূলে,
কেন মোরে কর টানাটানি?
রাব। হে মাতুল,
পাসরিলে আপন বিক্রম!
ভুজে তব অযুত হস্তীর বল,
মানবে কি হেতু ডর?
মারী। কেন ডরি?
বাপু বৃদ্ধকাল,
বুঝিতে না পারি।
রাব। এত ডর নরে তব!
ভাল, যুদ্ধ না করিব,
যুদ্ধ হেতু না কহি তোমারে;
তুমি মায়ার নিদান,
মায়া পাতি ভুলাও রামেরে!
মারী। মায়া-মোহ চলে না সেখানে,
টুটে সব রাম-দরশনে।
রাব। ভাব কি মাতুল,
লঙ্কার রাবণ—
গ্রাসিবে এ অপমান!
ইন্দ্র স্বর্গে হাসিবে বসিয়া,
কাটিয়াছে ভগিনীর নাক কাণ!
নারী হরি আনিব তাহার,
অতি ক্ষুদ্র—যুদ্ধ না করিব,
আইস সাথে, বিলম্ব না কর।
মারী। বৎস!
বিদ্যুজ্জিহবা আমা হ'তে মায়াধর!
রাব। করিয়াছ যথার্থ গণনা।
শমন তোমার আমি,
যুদ্ধভয়,—
নর-যুদ্ধ-ভয়!
হেন কথা রাবণে কহিলি!
মারী। ত্রাণ কর ভগবান্।
বাপু, রোষ নাহি কর,
চিরদিন তব আজ্ঞাকারী আমি;
বৃদ্ধ মাতুল তোমার,
সাবধান হেতু কহিলাম দুই কথা,
নহে,
রণে কেবা তোমারে আঁটিবে?
রাব। চিন্তা তুমি কর অকারণ।
মারী। চিন্তা কিবা?
ব্রহ্মা-বরে অমর—
অজেয় জগতে তুমি।
রাব। নর-বানরের কথা,
স্মৃতিপথে আন মোর?
অপূর্ব্ব মিলন!
সাগর-লঙ্ঘন,
নর হ'তে কভু না সম্ভবে,
নারায়ণ নর না সাজিলে।
মারী। বৎস!
দেব সম কার্য্য হের রামের সকলি!
রাব। এতক্ষণ কাটিতাম শির তব,
কিন্তু ভীরু তুই,
সে হেতু না ছুঁই তোরে।
সত্য যদি অভিপ্রায় তব,
রাম যদি নারায়ণ;
মূঢ়!
অকারণে কেন কর তপ?
রাখ কীর্ত্তি, নারায়ণে হয়ে বাদী।
দর্পে যাহ দেহ ত্যজি,
রাখ রাক্ষস-গরিমা ভবে।
বাক্য মম জানিহ নিশ্চয়;
চন্দ্র সূর্য্য যদি হয় ক্ষয়
বাক্য মম না নড়িবে।
অমর নহিক আমি;
ঘুষিবে সংসারে
দুরাচার আছিল রাবণ,
সদাশয় কেহ বা কহিবে,
কিন্তু,
এ সংসারে কেহ না বলিবে,
ডরে কার্য্য ত্যজিল রাবণ।
রাম যদি নারায়ণ,
ছলে লক্ষ্মী আনি তার হরি;
উচ্চ কার্য্যে রাবণ না ডরে।
মারী। তিন কোটি সহস্র বৎসর,
ছয় মাস এক দিন,
সাতদণ্ড —কয় পল—
শীঘ্র তাহা হইবে নির্ণয়।
এত দিন ছিল পরমায়ু!

[রাবণ ও মারীচের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দণ্ডকারণ্য

সীতা ও রাম

সীতা। গীত

বসন্তবাহার—মধ্যমান

তোরে ভালবাসি,
ও লো কুসুমকলি! কত কথা বলি,
নীরবে শুন লো তুমি হাসি হাসি।
হাসি কোথা শিখিলি সই,
ও লো কুসুমকলি!
হাসি ভালবাসি, যদি শিখি হাসি,
হাসি হাসি বাঁধিব লো প্রাণ-অলি,
আমি অভিলাষী।

রাম। কারে বাঁধিবারে প্রাণেশ্বরি,
কুসুমের হাসি
শিখিতে করেছ সাধ?
জান ত জান ত আমি ভালবাসি
জানকীর হাসি!
বিহঙ্গিনী গায় সুমধুর,
যবে তুমি রহ মম পাশে,
মৃদুভাষে শুনাও সঙ্গীত মোরে,
সে মৃদু লহরে প্রাণ ভরে,
তাই পাখী গায় হে ললিত।
সই বলে দেখাইলে কমলিনী,
সেই মৃদুভাষে,
সে মৃদু লহরে প্রাণ নাচে,
তাই কমলিনী ভালবাসি।
কুরঙ্গিণী সঙ্গিনী তোমার,
তাই অচেতন নয়ন তাহার—
ভাল বলি প্রাণপ্রিয়ে!
প্রাণ দেখাবার নয়,
সীতাময় হিয়া মম,
সদা প্রাণ চায়,
বলি প্রিয়ে—'আমি ভালবাসি,'—
'ভালবাসি' তুমি বল ফিরে!

সীতা। 'ভালবাসি' ব'লে না পুরায় সাধ,
তাই ভ্রমি বনস্থলী;
সবাকারে বলি,
'আমি ভালবাসি রাম আমার'!
পাখী ফুল চন্দ্রমা তারকা,
সবে প্রফুল্ল বদনে শুনে,
তাই সবাকারে ভালবাসি।

রাম। প্রিয়ে! ক্লান্ত তুমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
চল যাই কুটীরে ফিরিয়ে।

সীতা। না, না, বসি এই বৃক্ষমূলে,
দূর্ব্বাদলে শুয়ে তব কোলে,
শুনি বাল্যলীলা-কথা তব।
আমিও কহিব,
কেমনে সঙ্গিনীগণে লয়ে
খেলিতাম জনক-ভবনে।
বাল্যলীলা—
ভালবাসি শুনিতে তোমার মুখে।

রাম। বাল্যলীলা ডুবেছে আমার
তব প্রেমলীলা-স্রোতে!
যেই দিনে নয়নে নয়ন—
হৃদয়ে আমার বাজিল নূতন তার;
নব চক্ষে হেরিনু সংসার!
প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমার,
সীতা মম প্রেমময়ী।
চল প্রিয়ে!

সীতা। গীত

কামোদ-বেহাগ—আড়াঠেকা

ওহে শুক-শারি!
মুখে মুখে চোখে চোখে, ভাল খেলা শিখেছ,
ওহে শুক-শারি, বনবিহারী!
শারি, আমিও নারী, কত সাধ করি,
প্রাণনাথ মম হৃদয়ে ধরি;
মুখে মুখে চোখে চোখে, আমিও খেলি,
শারি, আমিও নারী বিপিনচারী।

রাম। ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আসিয়াছি দূর-বনে।

[রাম-সীতার প্রস্থান।

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। মহামায়া!
হও মা উদয় আসি;
বর দিয়ে ঠেকেছি মা দায়,
দুরাশয় রাক্ষসে
নাশ মা বিশ্ববিমোহিনি!
উর, উর, মা কাননে;

তোমা বিনা
নারায়ণে কে মোহিবে,
জগৎবন্দিনি, প্রকৃতিরূপিণি!
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে বিরাজিতা,
মুগ্ধ দশানন তব ছলে;
আসি যামিনীরূপিণি!
মুগ্ধ কর রাম সীতা লক্ষ্মণেরে!
কল্পনা-জননি,
করুণা কর মা দাসে।
রক্ষঃ-কল্পনায়
আশ্রয় কর গো ত্বরা।
সৃজিলাম তোমারে আশ্রয় করি,
তবাশ্রয়ে হয় মা পালন,
নিধনে মা তুমি মহাকায়া;
স্বর্ণমৃগ-ছায়া, চপলাহাসিনি!
চপলা জিনিয়া গতি
দেহ মারীচের হৃদিমাঝে।

মহামায়ার প্রবেশ

মহা। প্রকৃতিরূপিণী আমি,
জান তুমি কমণ্ডলু-পাণি!
প্রকৃতিরূপিণী,
বাড়িলাম জনকের ঘরে;
কানন-মাঝারে নাশিলাম রক্ষোগণে।
ভুলাইতে রঘুনাথে,
প্রকৃতি রয়েছে পাশে,
প্রকৃতি আমায় নাহি ভেদ।
প্রকৃতিরূপেতে প্রসবি সকলি,
পালন প্রকৃতিরূপে;
ক্ষয় পুনঃ প্রকৃতি-মিলনে!
নাহি ভয়, স্বর্ণমৃগ করিব আশ্রয়,
যবে রাম-শরে মারীচ পড়িবে,
মায়া-স্বরে ডাকিব 'লক্ষ্মণ' বলি।
ব্রহ্মা। মহামায়া!
রেখ মনে তবাশ্রিত দেবকুল।
[ব্রহ্মা ও মহামায়ার প্রস্থান।

রাবণ ও মারীচের প্রবেশ

রাব। মৃগরূপ অপূর্ব্ব তোমার!
ময়ূর সাজিলে, অবশ্য সুন্দর অতি—
কিন্তু নহে কল্পনা-অতীত;
আর আর যে বেশ ধরিলে,
সুন্দর সকলি মানি।
মারী। বৎস,
সবা হতে সুন্দর ললাট মম!
ভাল,
মৃগে যদি তব মন,
যাই, আমি মৃগরূপে;
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে যাব দূর-বনে।
রাব। হে মাতুল!
এই মাত্র চাহি।
মারী। আমি রামস্বরে
করি গিয়ে ত্রাহি ত্রাহি।
[মারীচের প্রস্থান।
রাব। বাণবিদ্ধ হেরিলাম সৈন্যগণে,
সত্য বটে সুসন্ধানী রাম;
কিন্তু,
অব্যর্থ সন্ধান সীতার নয়ন-কোণে!
ঐরূপ
মম ঊরুদেশে শুয়ে,
যদি বামা কয় কথা;
নাহি ব্যথা,
এ জীবন অনায়াসে পারি দিতে,
তুচ্ছ মানি লঙ্কার বৈভব,
রমণী-দুর্লভ বুকে রাখি সদা দেখি।
[রাবণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুটীরসম্মুখ

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা

সীতা। হের নাথ কুরঙ্গ সুন্দর,—
রূপে আপনি মগন,
নেচে নেচে যায় বনে।
কান্তি হেমময়,
যেন রতননিচয়-খচিত সুন্দর দেহ!
লোমাবলি
ঝলসে মুকুতা সম;
প্রাণনাথ!
দেহ এ কুরঙ্গ মোরে!
রাম। হের ভাই, আশ্চর্য্য হরিণ!
লক্ষ্ম। হেরি দেব, নানা বিঘ্ন বনে আজি!
রাম। কিবা বিঘ্ন কুরঙ্গ-দর্শনে?

লক্ষ্ম। প্রভু!
বাল্যাবধি ফিরি মৃগ পাছে,
এ নহে কুরঙ্গ দেব;
মায়া-মৃগ হেন লয় মনে;
রক্ষোমায়া জ্ঞান হয়, দয়াময়!
সীতা! প্রভু! যে হয় সে হয়,
দেহ এ কুরঙ্গ মোরে।
আহা, আসিতেছে ননীর পুতলি,
বিজলী ঝলকে যেন!
এ সুন্দর রূপ,
বিকট রাক্ষসে কেমনে ধরিবে কহ?
ব্রহ্মা বিনা কার ধ্যানে
প্রসবে সুন্দর হেন!
রাম। যদ্যপি এ রাক্ষস, লক্ষ্মণ!
নাহি জানি কেমন সাহস তার;
একা অগ্রসর বাণমুখে মম;
রণে বাণের গর্জ্জন,
ভুবন শুনেছে আজি।
সীতা। নাথ।
রাখ রাখ দাসীর মিনতি।
রাম। সাবধানে রহ হে লক্ষ্মণ,
ধরিব কুরঙ্গ আমি।
এ যদ্যপি কোন মায়াধর,
গোচর হয়েছে এবে;
অগোচরে,
অন্য ছল পাতি ভুলাইতে পারে সবে;
বিনাশিতে উচিত এখন।
সীতা। ধ'রে দেহ কুরঙ্গেরে।
রাম। রহ তুমি সীতার রক্ষণে।
[রামের প্রস্থান।
লক্ষ্ম। মাতঃ!
নিশ্চয় এ মায়া।
সীতা। দেখ দেখ দেবর লক্ষ্মণ,
নহে মায়া-মৃগ,
ধরেছেন রাম;—
না না, পলাইল বিদ্যুদ্‌গমনে।
এইবার ধরিবেন রাম;
পাছে ঘন গুল্ম,
কোথা পলাইবে আর;—
এ কি, নাহি দেখি মৃগ!
অতি দূরে ঐ দেখ,—
অদেখা হইল পুনঃ!
হে লক্ষ্মণ!
শ্রীরামে না দেখি আর,
কত দূর যান প্রভু পাছে?
সত্য যদি হয় মায়া!
লক্ষ্ম। মাতঃ! নাহি ডর,
আসিবেন শ্রীরাম ফিরিয়ে!
(নেপথ্যে)—ভাই রে লক্ষ্মণ!
রক্ষঃ-হাতে রক্ষা কর ভাই!
সীতা। শুন শুন শ্রীরামের আর্ত্তনাদ,
শীঘ্র যাও ধনুর্ধারি!
প্রাণ ধরিতে না পারি,
শীঘ্র যাও দেবর লক্ষ্মণ!
লক্ষ্ম। বিড়ম্বনা!
নিশ্চয় রাক্ষসী-মায়া!
জান তুমি,
সকাতর বাণী না সরে রামের মুখে।
ধনুর্ভঙ্গ স্বচক্ষে দেখেছ দেবি,
ভৃগুরামে নিস্তেজ সমরে,
মলিন দেউটী যথা তপন-কিরণে;
আজি রণে দেখেছ বিক্রম,
অকারণ শঙ্কা কর মাতা।
(নেপথ্যে)—ভাই রে লক্ষ্মণ!
রক্ষঃ-হাতে রক্ষা কর ভাই!
সীতা। নিশ্চয় এ রামের কাতর-ধ্বনি।
"ভাই রে লক্ষ্মণ"
ঘন ঘন উঠে বনে,
ক্ষণে ঘটিবে প্রলয়;
যাও শীঘ্র ধনু-অস্ত্র লয়ে!
লক্ষ্ম। মিছা ভয় ত্যজ গো জননি;
রাম-শরে কে পাইবে ত্রাণ?
বিষ্ণু-অবতার রাম,
কি করিবে রাক্ষসে তাঁহার?
ভীষণ এ দণ্ডককানন,
একাকিনী রাখিয়া তোমারে
কেমনে যাইব মাতা?
নহে প্রসন্ন দেবতা,
মায়াময় ভ্রমে নিশাচর।
সীতা। বুঝিলাম বীরপণা তোর,
বাধিলে সমর,
রহ ধরি নারীর অঞ্চল!
ধিক্ ধিক্ রামনিষ্ঠা তোর,
ধিক্ প্রাণে, ধিক্ তোর ধনুর্ব্বাণে!

লক্ষ্ম। গঞ্জনা দিও না মাতা আর!
তোমার রক্ষণে
রাখিলেন রঘুমণি মোরে,
রাম-আজ্ঞা লঙ্ঘিয়ে জননি,
কেমনে যাইতে বল?
ত্যজিলে তোমারে,
কি কবেন রঘুমণি মোরে?

সীতা। বুঝেছি,
বুঝেছি তোর মন,
বীরগর্ব্ব বুঝেছি তোমার;
আনুগত্য সকলি বুঝেছি,
রাজ্য কাড়ি লইল ভরত,
ভার্য্যা লবে বাসনা তোমার!

লক্ষ্ম। রাম রাম!
সাক্ষী হও দেবতামণ্ডল,
বিনা দোষে কটু কন মাতা;
রাজীবলোচন!
তব আজ্ঞা পালিব কেমনে?
পুনঃ হেন বাণী সহিতে নারিব,
পরমাণু হব;—
যাব মাতা, যা থাকে বিধির মনে!
দিই গণ্ডী ব্রহ্ম-মন্ত্র-পাঠে;
শত্রুরূপে আসিলে নিকটে,
ভস্ম হবে মন্ত্রতেজে;—
ব্রহ্মময় ভুবনে ব্যাপিত তুমি,
পূর্ণ তেজ, তেজের আকর;
মম মন্ত্রে হও অধিষ্ঠান;
ভগবন্!
রক্ষা কর জানকীরে,—
মাতঃ! প্রমাদে পড়িবে—
আসিলে রেখার পারে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সীতা। কেন মৃগ ধরিতে কহিনু রামে,
পোড়া ভালে না জানি কি ফলে!
মায়া ক'রে কে এল হরিণী-বেশে?
মায়াযুদ্ধে না জানি কি হয়।

নেপথ্যে।— গীত

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—তেওরা

বিশ্বেশ্বর ভব বৃষভবাহন,
মহাদেব শিব ত্রিপুর-নিসূদন।
প্রমথনাথ মনমথ-মানমর্দ্দন,
যোগীশ্বর, জগদীশ্বর,
হর হর উমা-হৃদিরঞ্জন হে।

যোগিবেশে রাবণের প্রবেশ

রাব। কে তুমি রূপসি!
বসি একাকিনী—
বিষম দণ্ডকবনে স্থল-কমলিনী?
ঘন চাহ দূর-বনে,
কোন্ রবি আসে বল?
মূর্ত্তিমতী করুণা কুটীরে;
ভিখারীরে দেহ দান।

সীতা। যোগিবর!
প্রণাম চরণে তব,
কর আশীর্ব্বাদ,
প্রাণনাথ আসুন ফিরিয়ে,
বিধিমতে অতিথি-সৎকার
করিব তেজস্বি, তব।

রাব। ভাল ভাল,
স্বামী তব আসুন ফিরিয়া;
ভিক্ষা-ব্যবসায়ী আমি,
একস্থানে বহুক্ষণ রহিবারে নারি।
হের অস্তাচলগামী দিনমণি,
সন্ধ্যা হ'লে ভিক্ষা নাহি লব;
দেবতা-সাধনে রহিব—নিয়ম মম;
ভিক্ষা তব লব আসি কালি,
যদি নাহি যাই স্থানান্তরে।

সীতা। যোগিবর, কোথা বাস তব?

রাব। সন্ধ্যা যথা তথায় আবাস।

সীতা। তবে তিষ্ঠ আজি এই স্থানে।

রাব। হের ক্ষুধায় ব্যাকুল আমি,
ভিক্ষা অন্বেষণে যাই অন্য স্থানে;
নিশা আগমনে অনশন হবে মম।

সীতা। আছে মাত্র পঞ্চ ফল গৃহে।

রাব। যথেষ্ট আমার।
আসিয়াছি এক ফল আশে,
দেহ দেহ ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।

সীতা। লহ ফল,—

রাব। আশ্রমে না লই কভু দান।

সীতা। শুন যোগি, মিনতি আমার,
রেখা পাড়ি গিয়েছে লক্ষ্মণ;

ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্ম সাক্ষ্য করি;
কেমনে লঙ্ঘিব বল?
রাব। মম রীতি ভাঙ্গিব কেমনে?
করি আশীর্ব্বাদ,
ক্ষুব্ধ নাহি হও মনে;
ভিক্ষা হেতু অন্য স্থানে যাব।
সীতা। হে তেজস্বি! কৃপা কর অবলারে;
গৃহী আমি,
অতিথি-বিমুখে
সর্ব্বনাশ ঘটিবে আমার।
রাব। ইথে কি আছে উপায় আর?
ভাল, ফল রাখ কুটীর-বাহিরে।
সীতা। লও তবে যোগিবর;—
রাব। রাখ কুটীর-সীমার পারে,
এত দূর গণিব আশ্রম;—
সীতার অগ্রসর এবং রাবণ কর্ত্তৃক ধৃতা হওন
সুলোচনে,
এই ফল কামনা আমার।
প্রেমের বিভূতি কায়,
প্রেমে,
যোগি-সাজে লঙ্কার রাবণে হের।
সীতা। রক্ষ রক্ষ চৈতন্য আমার—
চৈতন্যরূপিণী তারা!
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ,
রক্ষা কর আসি ত্বরা।
রাব। কোথা তারা,
কে দিবে উত্তর?
কি ভয় তোমার?
দাস তব রব পদতলে।
দিও না হে ব্যথা,
প্রাণ রাখ, শুন মোর কথা।
শত ইন্দ্র জিনিয়া বৈভব মম,
সকলি তোমার;
চরণে বিকায়ে রব;
নহি অরি,
প্রেমের ভিখারী তোর!
ত্যজ তপস্বীরে,
রাজ্যেশ্বর লোটে পায়।
সীতা। ওহে মৃত্যু! ধর্ম্মরাজ তুমি,
ধর্ম্ম রক্ষা কর অবলার!
শিব-সীমন্তিনি! শিবনিন্দা শুনি,
ত্যজেছিলে দেহ, সতি!
গতি কর মা আমার;
সতীরে বঞ্চনা কর না মা হৈমবতি!
আশুতোষ,
কাতরে করুণা কর,
সদাশিব,
শিব-দেহ দেহ মোরে।
হে তপন,
অনল-আকর তুমি,
স্পর্শিয়াছে পামর আমারে,
ভস্ম কর কলঙ্কিনী-দেহ!—
সমীরণ, আন শীঘ্র রাম ধনুর্ধারী,
দুরাচারী রাক্ষসে নাশিতে!
দেবর লক্ষ্মণ, দেখ আসি,
ঠেকিয়াছি তোমারে নিন্দিয়ে,
আসিয়া কর হে ত্রাণ!—
তরু লতা গুল্ম ফুল ফল,
ধর্ম সাক্ষ্য,
কয়ো কথা, ব'ল রঘুনাথে,
'রাবণ হরিল সীতা।'—
বিহঙ্গিনি!
সঙ্গিনী আমার,
দেহ বার্ত্তা রঘুনাথে,
'সীতা তাঁর রাক্ষসে হরিল!'—
কুরঙ্গিণি, যাও দ্রুতগামী,
প্রতিধ্বনি বিপিন-বাসিনি,
হাহাকার-ধ্বনি বহ লো রামের কাণে।
ছাড়্ দুরাচার,
সবংশে সংহার হইবি রামের বাণে।
রাব। শাপ দেয় নারী,
ভালবাসি সুন্দরি, জান না?
বল চাঁদমুখে যত কটু আসে!
রাম নাম ক'র না রূপসি!
কি সুন্দর নেহারি বিপিনে।
স্বর্ণধামে এ হেন সুন্দরী,
হেরিব কি তোরে আর—
বিবশা বিপিনে যথা হেরি!
সীতা। মেদিনী মা,
গর্ভে পুনঃ নে গো মোরে।
কোথা রাম, কোথা দেবর লক্ষ্মণ!
কোথা রাম—কোথায় শ্রীরাম মোর!
রাব। ঐ নাম বজ্রের অধিক মোরে বাজে,
চল, গালি দেহ বিধুমুখি!

সীতা। রক্ষা কর, রক্ষা কর কেহ,
আশ্রয়বিহীনা নারী;
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ!
[সীতাকে লইয়া রাবণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

রাম

রাম। জিনি মম ধনুক-টঙ্কার,
বাণের গর্জ্জন জিনি,
ডাকিল দুরন্ত নিশাচর;
মায়া-স্বর গেল কি কুটীরে?
ছলে ভুলে আসে বা লক্ষ্মণ পাছে!
আসিয়াছি বহু দূর-বনে,
পথ না লক্ষিতে পারি!
লক্ষ্মণের প্রবেশ
এ কি ভাই!
কোথা রেখে এলে সীতা?
লক্ষ্ম। অকস্মাৎ,
উঠিল কাতর-ধ্বনি নীরব কাননে,
প্রভু,
কুকথা কহিল মাতা মোরে।
তেঁই আইনু তব অন্বেষণে।
রাম। সুবোধ লক্ষ্মণ!
তুমিও ভুলিলে ভাই রাক্ষস-কৌশলে?
দূর-বনে,
আইলে নারীর বোলে?
লক্ষ্ম। কটু বাণী জননীর মুখে
সহিতে নারিনু প্রভু!
রাম। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা!
চল রে লক্ষ্মণ,
এতক্ষণ না জানি কি হয়;
হেতু বিনা রাক্ষস না কৈল মায়া।
ঘন গুল্ম বিষম কণ্টক বন,
পথ নারি লক্ষিবারে ভাই;
নিবিড় কানন,
সূর্য্যরশ্মি না করে প্রবেশ,
সন্ধ্যার আবাস যেন!
লক্ষ্ম। এই পথে আইস রঘুনাথ।
[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ঋষ্যমূক পর্ব্বত

বিমানপথে রাবণ ও সীতা,—নিম্নে সুগ্রীব,
হনুমান্, জাম্বুবান্, নল ও নীল

রাব। দুর্জ্জয়, দুর্জ্জয় পাখী;
বহুকষ্টে জিনিনু সংগ্রাম।
দেখিলে কি দুর্ব্বল সমরে;
তাই নামিবারে যত্ন কর কৃশোদরি?
সীতা। তরু গুল্ম পর্ব্বত সাগর,
চন্দ্র সূর্য্য দেবতামণ্ডলী,
জলচর ভূচর খেচর,
রক্ষা কর অভাগীরে!
সুগ্রীব। ছল পাতি কে আসে না জানি!
কোমল করুণ বাণী
অকস্মাৎ শুনি শূন্যপথে।
আজি বুঝি সংশয় জীবন!
নিশ্চয় বালীর অনুচর,
চল সবে গহ্বরভিতরে
লুকাইয়া রাখি প্রাণ!
হনু। বালী বিনা অন্য যে বা হয়,
কি ভয় তাহারে রাজা?
জাম্বু। দেখ, নহে বালীর কিঙ্কর,
ব্যোমচর চলেছে দক্ষিণে
ছুটিতেছে উল্কার সমান।
সীতা। অনাথিনী ছিনু একাকিনী,
রামের বনিতা সীতা,
শূন্য ঘরে রাবণ করিল চুরি;—
ব'ল ব'ল যে শুন রোদন মম,
রঘুনাথে দিও সমাচার।
আরে দুরাচার,
সংহারের করিলি উপায়!
রাব। চন্দ্রাননি! প্রাণ তুচ্ছ গণি,
তোমা বিনা প্রাণ কিবা ছার!
সুগ্রী। রথ সম হয় অনুমান,
হের রথী দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে;
নিশ্চয় বালীর চর,
লুকাইয়া আছে কোথা বালী;
ভুলিয়ে রোদনস্বরে হইলে বিরোধী,
বালী আসি বধিবে পরাণ।
সীতা। কে তোমরা গিরিশৃঙ্গবাসি?
রামের রূপসী,

হরে মোরে লঙ্কার রাবণ।
আভরণ রাখ মোর,
দেখাইও শ্রীরামে আমার,
যদি প্রভু আসেন এ স্থানে।
সুগ্রী। দেখ দেখ অগ্নির কিরণ!
নহে কভু আভরণ,
মায়া-অস্ত্র নিশ্চয় সকলি;
কোথা যাব—জীবন-সংশয়!
জাম্বু। পবন-গমনে,
দেখ রথ ছুটিল দক্ষিণে।
সুগ্রী। এও ছল,
ছল পাতি চলেছে দক্ষিণে;
বাহুড়িবে পুনঃ,
লুকাই গহ্বরমাঝে।
[হনুমান্ ব্যতীত সকলের **প্রস্থান**।
হনু। নহে অস্ত্র,
নরের এ অলঙ্কার।
শুনিলাম হরিল রাবণ;
শুনেছি রাবণ নামে কে আছে **দুর্জ্জন,**
সেই বা হরিল কার নারী?
করিতাম নিশ্চয় সংগ্রাম,
কিন্তু,
কি করিব বালীরে ডরাই।
(নেপথ্যে)—রক্ষা কর,
সিংহের রমণী শৃগালে হরিয়ে **নিল**।
হনু। নর নহে,
সিংহের রমণী!
নর-সিংহ পতি কি ইহার?
বিচিত্র রথের গতি,
উল্কা সম ছুটিছে বিমানে!
সত্যযুগে নরসিংহ হ'ল নারায়ণ,
সেই বা ইহার পতি,
রাখি তুলে অলঙ্কার।
[হনুমানের **প্রস্থান**।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুটীর
রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। দেখ ভাই, শূন্যে নিকেতন!
কোথা সীতা?
সীতা,—সীতা!—
এ সময় না কর কৌতুক।
লক্ষ্ম। কাঁপে কায় শূন্য ঘর হেরি!
রাম। ভাই, ভাই!—কোথা সীতা **মম**?
সীতা বিনা এখনি ত্যজিব প্রাণ।
লক্ষ্ম। হতজ্ঞান হইয়াছি প্রভু,
বুদ্ধি না জুয়ায় মোর!
রাম। সীতা, সীতা!—দেখা দাও আসি **ত্বরা;**
রাজ্যহারা,
তোমা বিনা নাহি আর ধন।
লক্ষ্ম। প্রভু, না পাই উত্তর,
বুঝি বা কি প্রমাদ পড়িল!
অন্তরালে থাকিলে জানকী,
অবশ্য আসিত মাতা ব্যগ্রতা দেখিয়ে।
রাম। কি বল রে, কি বল লক্ষ্মণ!
নাহি মম সীতা বিনা!
নাহি জান জানকীরে,
ভালবাসে কাঁদাতে আমায়,
তাই লুকাইল বনে।
লক্ষ্ম। দেখ দেব, পঞ্চ ফল পড়িয়ে **এখানে;**
ছিন্ন বাস, অলঙ্কার-কণা,
কি হইল বুঝিতে না পারি!
রাম। আরে, আরে, পরাণ বিদরে,
কর সীতা অন্বেষণ!
প্রাণের লক্ষ্মণ, রাখ রে জীবন ভাই!
সন্ধ্যাসমীরণে ফুটেছে কুসুমকুল,
গেছে বুঝি কুসুম-দশনা তথা;
কিংবা যথা নিকুঞ্জে ডাকিছে পাখী,
হৃদি-বিহঙ্গিনী আদরে বা সে সবারে,
ময়ূরীর সনে খেলিছে বা দূর-বনে,
প্রাণ যায়, প্রাণ যায় ভাই;
দেহ সীতা ভাই রে লক্ষ্মণ!
লক্ষ্ম। তিষ্ঠ ক্ষণ রঘুমণি,
পাঁতি পাঁতি খুঁজিব কানন
[লক্ষ্মণের **প্রস্থান**।
রাম। ভাল বিধি কাঁদালে আমায়!
বুঝি তব পদে নিরবধি অপরাধী;
হৃদয়ের নিধি কোথায় লুকাল বল?
তরু, গুল্ম, শুন বনস্থলী,
শুন শুন ভূচর খেচর,
বল মোরে কোথা চন্দ্রমুখী সীতা?
শুনি পদধ্বনি,
আসে বুঝি জানকী আমার।
হায় হায়! কোথা সীতা,

শুষ্ক পত্র পবন উড়ায়!
শুনি জানকীর ধ্বনি,
হা দগ্ধ হৃদয়!—
দূরে গায় বিহঙ্গিনী।
গেছে সীতা গোদাবরী-তীরে,
কুরঙ্গীরে দিতে বারি;
যাই, আনি সীতা বুকে ক'রে।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্ম। দাদা,
জানকীর না পাই সন্ধান।
রাম। কি বলিস্, কি বলিস্!
হা মাতঃ কৈকেয়ি!
মনোবাঞ্ছা পূরিল তোমার। (মূর্চ্ছা)
লক্ষ্ম। প্রভু!
বিলাপের নাহি এ সময়;
উঠ উঠ রঘুমণি;
জানকীর করি অন্বেষণ।
ধিক্ ধিক্ রে জনম!
কি করিব কে কহিবে মোরে?
দর্প বুঝি ঘুচিল আমার।
দাদা, দাদা!
রাম। কোথা সীতা, ভাই রে লক্ষণ?
লক্ষ্ম। ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্যের আধার,
বিষ্ণু-অবতার তুমি;
রঘুমণি! খুঁজিলাম বন পাঁতি পাঁতি,
কোথাও না পাইনু সন্ধান।
রাম। আছে সীতা গোদাবরী-তীরে,
জল দেয় কুরঙ্গীরে।
আনি গে জানকী,
হা সীতা! (মূর্চ্ছা)
লক্ষ্ম। উঠ দেব, উঠ রঘুনাথ,
বজ্রাঘাত না কর নফরে আর।
কোথা মা জানকি,
একাকী—
কেমনে মা গো শান্ত করি রামে!
দাদা—দাদা!
অচেতন পড়িলে কাননে,
কেমনে মাতারে পাব?
রাম। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ!
কেহ কি বধিল জানকীরে?
লক্ষ্ম। নিশ্চয় এ রাক্ষসের মায়া,
ভেদিতে না পারি প্রভু!
রাম। মায়া চূর্ণ করি আমি বাণে।
লক্ষ্ম। প্রভু!
ধরি রাজীব-চরণ;
কারে বাণ, করিবে ক্ষেপণ?
রাম। পর্ব্বত কাটিব,
সাগর শুষিব বাণে,
বল, সীতা কোথায় লক্ষ্মণ?
হানি বাণ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিব।
লক্ষ্ম। দয়াময়!
অপরাধী বিনা,
অন্যের কি হেতু লবে প্রাণ?
রাম। জ্বাল কুণ্ড—ত্যজিব এ প্রাণ?
লক্ষ্ম। প্রভু! আগে সীতা করি অন্বেষণ।
রাম। অবোধ লক্ষ্মণ!
কুটীরে রয়েছে সীতা,
সন্ধ্যাকালে বাহিরে না যায়।
লক্ষ্ম। নফর কি কবে আর দেব!
ধৈর্য্য ধর রঘুনাথ।
রাম। তবে কোথা সীতা?
আহা রাজার দুহিতা,
আমা হেতু বনবাসী!
শুনি মহী সীতার জননী,
দুহিতারে হেরিয়ে কুটীরে,
নিজ বাসে সেই বা লইল!
ভাই রে লক্ষ্মণ,
আমারে ছাড়িয়ে জানকী না রহে তিল।
কোথা সীতা, কোথা পাব সীতা।
[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কানন

জটায়ু

জটা। রহ প্রাণ রাম-দরশন হেতু,
ভবার্ণবে সেতু রামের চরণ দুটি;
বুঝি প্রাণ এইবার যায়,
চক্ষে নাহি দেখি আর,
ধ্যানে ভাবি রঘুনাথে।

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

রাম। ভাই,
এইখানে জানকী আমার
আছে বৃক্ষ-অন্তরালে,
লুকাইব বৃক্ষের মাঝারে,
করি তরু খান্ খান্।
লক্ষ্ম। কি কর—কি কর প্রভু!
রাম। কোথা সীতা ব'লে দিক মোরে,
কহ তরু, কহ তরুবর,
ভীষণ পর্ব্বত,
এ পর্ব্বতে উঠিয়াছে সীতা?
আছে ভয়ংকর বন্যপশু,
নিশ্চয় বধেছে সীতা মোর;
ভস্ম করি পর্ব্বত সহিত।
হে লক্ষ্মণ!
ঐ যায়,—
ঐ যায় সীতা;—
শুনি সীতার কিংকণী বাজে,—
পেয়েছি রে পেয়েছি রাক্ষসে;
খাইয়াছে সীতা মোর,
দেখ দেখ রুধির ঝরিছে,
শীঘ্র দেহ ধনু।
লক্ষ্ম। শান্ত হও রঘুবীর!
গৃধ্রজাতি, নহে ত রাক্ষস;
শরবিদ্ধ, রুধির উঠিছে মুখে
হের ভগ্ন রথচক্র,
যুদ্ধচিহ্ন চারি দিকে;
পড়িয়াছে মুকুটের মণি,
ছিন্নবর্ম্ম, গুণহীন শরাসন,
গদা, শক্তি, পড়েছে চৌদিকে;
চূর্ণ ক্ষিতি রথসঞ্চালনে যেন,
ভাংগিয়াছে তরু চারিদিকে।
রাম। সুধাও সীতার বার্ত্তা, ভাই!
লক্ষ্ম। কে তুমি সুমেরু প্রায়,
পড়িয়াছ শরশয্যা পাতি?
মৃত্যুকালে কর উপকার,
দেহ সমাচার,
দেখেছ কি এই পথে রামের মহিষী?
নিরুপমা রমণী যাইতে
দেখেছ কি এই পথে?
দশরথাত্মজ লক্ষ্মণ আমার নাম।
জটা। ডাক রামে,
আমি পিতৃসখা,
জটায়ু আমার নাম।
লক্ষ্ম। হে মহামতি!
রামচন্দ্র সম্মুখে তোমার।
জটা। নাহি বল,
দেহ চরণকমল শিরে!
শুন কাণ পাতি ধীরে ধীরে কহি আমি।
রাম। পিতৃসখা!
পিতা তুমি মম,
একদিন প্রাণরক্ষা করেছ পিতার;
কি হেতু হে হেন দশা?
জটা। হরেছে তোমার সীতা লংকার রাবণ!
বদন বিস্তারি,
শূন্যপথে রোধিলাম তারে,
গিলিলাম রথ সহ,
উগারিনু নারীবধ-ভয়ে।
বৃদ্ধ, নাহি বল জটে ধরি তুলিতে রাবণে!
বুকে সে মারিল শর,
জ্ঞানহত ফিরিলাম পাকে,
পুনঃ আসি যথাসাধ্য করিনু সমর;
পড়িলাম রাবণের শরে।
রাম। পিতা, পিতা!
তোমারে নাশিনু, নাশিলাম সখা তব!—
ভাই, ভাই! দেখহ উপায়,
যদি বাঁচে পিতৃ-সখা।
জটা। খুলেছে নয়ন,
শ্যাম তনু, বিশ্ব লোমকূপে,
মুরহর গদাধর বনমালী!
না না,
ও রূপে না পুরে মোর প্রাণ,
আহা, জটাধারী ধনুর্ধারী রাম! (মৃত্যু)
লক্ষ্ম। দাদা!
প্রাণ ত্যজিয়াছে পাখী।
রাম। হা মাতঃ কৈকেয়ি,
বনে—
ঘন ঘন তোমারে গো পড়ে মনে।
হের পক্ষী পিতার সমান,
অগ্নিকার্য্য করিব লক্ষ্মণ,
লয়ে চল গৃধ্র-রাজে গোদাবরী-তটে।"
লক্ষ্ম। পাখী রামকার্য্যে দিল প্রাণ।
[জটায়ুকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কানন

রাবণ ও সীতা

রাব। চারিদিকে বান্ধব আমার,
ব্যোমদেশে বহু বন্ধু হেরি!
আসে পাখী বদন মেলিয়া,
বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছি সীতা লয়ে।
এড়ি যদি উল্কা সম শর,
ভয়ে সীতা পরাণ ত্যজিবে,
অন্যমনে করিলে সমর,
সীতা লম্ফ দিবে ভূমিতলে,
নামিলাম ভূমিতলে,
তবু আইসে বদন মেলিয়া,
পথে নারী বিষম জঞ্জাল।
আজি গৃধ্রকুল হ'ল বাদী;
পারি অগ্নিবাণে পুড়াইতে পাখা,
অনল-ঝলক—
না সহিবে সীতার নয়নে।
আহা,
দুটি আঁখি কে ধ্যানে গড়িল!
সীতা। এস পাখি, গ্রাস হে আমারে,
কোমল অঙ্গের মাংস মোর;
আমি রামের বনিতা,
শূন্য ঘরে হরিল রাক্ষসে।

সুপার্শ্বের প্রবেশ

রাব। গৃধ্ররাজ!
আজি হ'তে তুমি সখা মম,
কেন সখা, হও আসি বাদী?
সুপা। কে রমণী সাথে তোর?
রাব। সখা, প্রেমের সঙ্গিনী মম।
সীতা। ওগো, আমি রামের মহিষী!
সুপা। প্রেম-কথা!—অনাহারে পিতা,
আমি যাই তথা।

[সুপার্শ্বের প্রস্থান।

সীতা। কর রক্ষা বিহঙ্গের রাজা,
ধর্ম্ম রক্ষা কর অভাগীর!
রাব। কে শুনিবে,
পলকশাটে গেল পাখী দ্বাদশ যোজন।
সীতা। হা রাম! হা দেবর লক্ষ্মণ!
রাব। অকারণে কেন কাঁদ?
চল, দেখাইব স্বর্ণলঙ্কা মম,
পুনঃ আসি রেখে যাব বনে।
সীতা। অধর্ম্মেরে নাহি ডর?
রাব। কিছু নাহি ডরি,
অনঙ্গের শরে মরি আমি,
চন্দ্রাননি,
কণ্টক বাজিবে পায়।
সীতা। হা রাম!—(মূর্চ্ছা)
রাব। মূর্চ্ছাগত! কি করিব?
আতসে মিলায়,
তবু না করিনু রণ,
কঠিন এ বাহু,
ডরি—পাছে ব্যথা লাগে কায়।

[সীতাকে লইয়া রাবণের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

সাগর

সাগর, সাগরের স্ত্রী ও রত্নবালাগণ

রত্নবালাগণ।— গীত

খাম্বাজ—জলদ-একতালা

সাগরে আঁধারে রতন রাখি,
যতন ক'রে কত চেয়ে থাকি।
কারে কেশে পরি, কারে হৃদে ধরি,
জলে বিরলে রতনে বদন হেরি;
জলবালা, করি খেলা,
জ্বলে রত্নমালা, জলে চেয়ে দেখি!
করে ধরে ধরে, লহরে লহরে,
সই, নাচিব লো!
ঢেউ ভাঙ্গিব না, কেন ভাঙ্গিব লো?
ঢেউ বুকে নিব,
সখী মিলি জলে খেলি,
আসে কমলা, দেখি লো ভরি আঁখি।

সাগ-স্ত্রী। কহ নাথ, কোথায় কমলা?
কমলারে হেরিব গো সাধ,
কত কথা কহিত আমার সনে,
সই ব'লে আদরে ডাকিত।
সাগ। শুন প্রিয়ে!
মম নিনাদ সমান
গর্জ্জিয়া আইসে রথখান;
নীল-ব্যোম চূর্ণি যেন ধায়।

রত্ন। (পূর্ব্বগীতের অবশিষ্টাংশ)
নীল গগনে তারা জ্বলে;
তারা চেয়ে থাকে,
বুঝি রত্ন দেখে, বুঝি রত্ন দেখে;
আয় লো চেয়ে থাকি,
আয় লো শূন্যে দেখি,
রাঙ্গা-চরণ-কমলে প্রাণ রাখি।

শূন্যমার্গে রথারোহণে রাবণ ও সীতার **প্রবেশ**

রাব। অচেতন,
এখন' না বহে শ্বাস,
ঝাঁপ দিব এ পদ্ম শুকালে।
সাগ। হের, লক্ষ্মী গগনমণ্ডলে,
দুলে রাঙ্গা পা দুখানি!
রত্ন। (পূর্ব্বগীতের অবশিষ্টাংশ)
পদে প্রাণ রাখি,
আয় লো চেয়ে থাকি,
ওলো রত্ন ঝরে, রাঙ্গা চরণ দুটি,
রাঙ্গা চরণ লুটি;
কমলা কার, রত্নবালার,
আয় লো সখী মিলে,
মা ব'লে করুণাময়ী ডাকি।
সীতা। বুঝি এই সাগর-গর্জ্জন;—
অম্বুরাশি-পতি, অনাথিনী সীতা,
সাগরবংশের বধূ হরিল রাক্ষসে,
রক্ষা কর কুলবধূ,
রাক্ষসের হাতে মুক্ত কর দয়াময়!
ঝাঁপ দিতে নারি আমি।
রাব। কঠোর এ করে ব্যথা পাবে **সুলোচনে!**
বিফল এ পরিশ্রম;
এনেছি কি বন-কমলিনী,
ডালি দিতে সলিল-সাগরে?
আরোপিব হৃদি-সরোবরে।
সীতা। হে সাগর!
গভীর নিনাদে বার্ত্তা দেহ রঘুবরে।
কোথা রাম কমল-লোচন!
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ!
সাগ-স্ত্রী। কাঁদেন কমলা, নাহি শুন অম্বুপতি?
আন তাঁরে ঘরে, বধিয়ে লঙ্কার পাপী।
সাগ। একে ব্রহ্মার নিষেধ,
তাতে অতি দুর্ম্মদ রাক্ষস,
মহাপাশ বিমুখ সমরে যার।
হের, অলক্ষিতে নীরবে হেরিছে দেবগণে,
সীতার রোদনে মুছিছে নয়ন ঘন,
বিরোধ না করে কেহ;
হের, দীপে অগ্নি মহেশের ভালে,
দোলে শূল ঘন ঘন,
মহেশ অচল, না রোধেন রাবণেরে;
আছি কুজ্ঝটিকা আবরণে,
দেখিলে না জানি কি করিত নিশাচর।
সীতা। দেখ দেখ দেবতা সকলে,
রক্ষা কর পাপিষ্ঠের হাতে।
রাব। নাহি আর দণ্ডক অরণ্য-মাঝে,
গৃধ্র আসি হবে বাদী বিধুমুখি,
পড়িব বিপদে তোমারে লইয়া সাথে!
লঙ্কার নিকট,
শঙ্খনাদে কোটি রক্ষঃ গর্জ্জিবে সমরে,
ইন্দ্র জানে জনে জনে,—
এ কি, পুনঃ মূর্চ্ছা প্রায়!
[সীতাকে লইয়া রাবণের প্রস্থান।
রত্ন। (পূর্ব্বগীতের অবশিষ্টাংশ)
দূরে তিমিরে পা দুটি ডুবিল রে,
মেঘে ঘিরে যেন ডোবে তারা।
রত্নহারা, যত রত্নবালা,
কেন রবে তারা, কেন রবে তারা,
রাঙ্গা চরণ লুকি, বিফলে বায়ু মাখি,
আয় লো জলে মিলি, আয় লো জলে ঢাকি!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৈলাশ-শিখর

মহাদেব, দুর্গা ও নন্দী

মহা। ধন্য তুমি কঠিনা পার্ব্বতি!
কাঁদে সতী তোমারে স্মরিয়ে
সখী লয়ে কর খেলা।
হের,
নড়ে শূল ঘন ঘন সীতার রোদনে,
কি করিব নহে বধ্য মোর!
দুর্গা। কহ তুমি কঠিনা আমারে?
আপনি সদয় অতি!
গুরু তুমি বল রামে,
রামচন্দ্র লুটায় ধরণীতলে
সীতা ব'লে,

ভাং পানে দেখিছ বসিয়ে!
উগ্রচণ্ডা-রূপে
লঙ্কাধামে আপনি রয়েছি,
পাঠায়েছি সঙ্গিনী যোগিনীগণে,
অলক্ষিতে রবে তারা দিবানিশি,
রবে সতী দিবা-রাতি,
পতির বদন-ধ্যানে;
সংগোপনে পরমান্ন আপনি খাওয়াব।
সুধি ভূতনাথ, রামের কি কর তুমি?
মহা। কি করিব।
রামেরে শিখাব,
কেন কাঁদিলাম সতি দেহ লয়ে তোর।
হাসি মুখে রাম আসি দিলা উপদেশ,
'হেন কর্ম্ম বিশ্বনাথ না শোভে তোমায়।'
সেতুবন্ধে ভেটিব রামেরে,
হাসি হাসি দিব উপদেশ,—
'সনাতন, কি হেতু রোদন?
রোদন না শোভে তব।'
দুর্গা। জানি চিরদিন,
কুটিল, কুটিল তুমি,
সে কথা রেখেছ তুলে!
ভোলানাথ কে বলে তোমারে?
আশুতোষ, সদাশিব তুমি।
মহা। চাহ কি কোন্দল আজি,
তাই নামে কর দোষারোপ?
দুর্গতিনাশিনী নাম তব
দুর্গতি কর না দূর!
দুর্গা। তুমি ত ভাঙড়,
নারীর অন্তর কি বুঝিবে পশুপতি?
কহিব কি কথা, যে ব্যথা অন্তরে মোর!
প্রকৃতির রীতি
কি বুঝিবে পুরুষ হইয়ে?
আমার সীতায় সঁপিয়াছি যায়,
দেখিব কেমন সীতারে সে ভালবাসে!
নহি ত পাষাণী আমার জননী সম;
বাসে কি না বাসে ভাল,
রাখিব সন্ন্যাসি-পতির পাশে,
উপবাসে যাবে দিন।
মহা। আয় নন্দি, আন্ ভিক্ষা-ঝুলি,
বাড়াবাড়ি—করিবে কোন্দল।
দুর্গা। কেন,
তোমার কৈলাস,
তুমি কেন যাবে?
আমি যাই পিত্রালয়ে;
দোষ দেহ দুর্গতিনাশিনী নামে!
তিল আর না রব এ স্থানে।
মহা। 'আশুতোষ', 'ভোলানাথ' নাম,
আপনি দুষিলে কত।
দুর্গা। শোন্ নন্দি, বুড়ার বচন!
ও'র নিন্দা শুনি ত্যজিলাম দেহ আমি,
বলে, আজি আমি নিন্দিলাম নাম।
রামে আপনি কাঁদাতে চাহে,
কহে, 'নহি আমি দুর্গতিনাশিনী';
দেখিব কেমন রহে রামের দুর্গতি।
লঙ্কার বসতি ঘুচাইব রাবণের।
ধরেছে সতীর কেশে,
সতী আমি, জানে না পামর!
হর হর হর সদা মুখে রাবণের,
তব মন কুচনী-পাড়ায়,
ভক্ত তব সেইরূপ অনাচারী।
যাই আমি দেখা দিই রামে।
নন্দী। মা গো, বাপের বাড়ী যাবি?
মহা। না না, নন্দি,
রাগিলে হইবে কালী;
রামলীলা দেখিতে চলিল!
দুর্গা। দেখ, তব হাড়মালা,
ভিক্ষা-ঝুলি, রাখিয়াছি নন্দীর নিকটে,
সিদ্ধিঘোঁটা নন্দী ভৃঙ্গী রহিল তোমার।
মহা। দেখ নন্দি, চুপি চুপি কি করে
তা ব'ল।
[নন্দীর প্রস্থান।
ভাল কথা তুলিলাম আজি!
নেপথ্যে নন্দী—বাবা! চুপি চুপি শোন,—
মা আল্‌তা পর্‌ছে পায়,
কত গয়না পর্‌ছে গায়;
বাবা! কার্ত্তিকটাও চলে—
বাবা! গণেশ নিলে কোলে,
চলে লক্ষ্মী সরস্বতী;
বাবা,
মস্ত ধেড়ে সিংহী চড়ে চল্লো ভগবতী!
মহা। আন্ নন্দী আন্ ত বলদ,
একা বুঝি খাবে পূজা!
আমি যাব পাছে পাছে।
[মহাদেবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ঋষ্যমূক পর্ব্বত

রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান, নল ও নীল

রাম। তরুগুল্ম পর্ব্বত পাষাণ,
যে জান সে বল মোরে;
কাতর অন্তরে সবারে সুধাই আমি,
কোথা গেল জানকী আমার?
ভাই, কর রে সন্ধান,
আছি যুড়ি বাণ,
দেখ যদি এ বনে রাবণ বসে।
লক্ষ্ম। দাদা, শুনিলে তো পিতৃসখা-মুখে,
গেছে রক্ষঃ সাগরের পার।
শুনিয়াছ কবন্ধের মুখে,
যবে চিতানলে জ্বলিল রাক্ষস-দেহ;
সূক্ষ্ম-দেহী উঠিল পুরুষ;
ঋষ্যমূকে যাইতে কহিল,
বাক্য মিথ্যা নহে তার।
ঋষ্যমূকে হইবে উপায়।
চূড়া'পরে বসে পঞ্চজন;
এই বা সে ঋষ্যমূক বিকট-শিখর।
সুগ্রী। সেই দিন নারী সহ ধনুর্ধারী,
পুনঃ আজি দুই ধনুর্ধারী,
উঠিছে শিখরপরে।
হনু। পলাইব কোথা আর,
যেখানে যাইব, বালী যাবে সেই স্থানে;
মরি যদি, মরি এই ধনুর্ধারি-হাতে।
জাম্বু। কিংবা যদি হয় সেই রাম,
অকারণ কেন দেহ ধরি,
বার্ত্তা দিয়ে করি উপকার;
ম্রিয়মাণ দুই ভাই যেন!
হনু। সম্ভবতঃ, এই সেই রাম,
কিন্তু সিংহ বলি বলেছিল নারী,
এ অতি সুন্দর নর,
বলবান্ সিংহ সম—
সিংহ ছার, বীর অবতার,
বীর দেহ ধরে দুই নর, শান্তমূর্ত্তি,
বিনা দোষে কিছু না বলিবে।
লক্ষ্ম। দাদা, এ দিকে নাহিক পথ,
অন্য দিকে করি অন্বেষণ।
হনু। কে তোমরা তপস্বীর বেশে?
দুরন্ত শিখরে কেন কর আরোহণ?
অস্ত্রধারী হেরি হয় ভয়।
লক্ষ্ম। বহু আশে আসিয়াছি এ পর্ব্বতে,
বন্ধু মোরা নহে অরি,
সখ্যতা প্রয়াস করি;
লহ অস্ত্র যদি শঙ্কা হয় চিতে।
হনু। কহ, কিবা তব প্রয়োজন?
লক্ষ্ম। দেখেছ কি এই পথে রামের রূপসী?
শুনিলাম হরিল রাবণ,
গেল সে দক্ষিণে চলি।
হনু। নাহি জানি রামের মহিষী কেবা;
কিন্তু নহে বহুদিন,
বিদ্যুদ্‌বরণী নারী, রাম-নাম মুখে,
দেখিলাম শূন্যপথে;
আর জন মেঘের বরণ,
রথ-আরোহণে ধাইছে দক্ষিণে;
কাঁদিয়া রমণী,
অলঙ্কার ফেলিল পর্ব্বতে,
যতনে রেখেছি তুলে।
(জাম্বুবানের প্রতি) দেহ সেই অলঙ্কার;
আইস, নাহি ভয়,
সদাশয় দুই নর।
সুগ্রী। আইস, যা হবার হবে তাই,
জীবন্মৃত কত দিন রব আর!
দেখ, অস্ত্র রাখি বসিল, দুজনে।
হনু। এই সেই অলঙ্কার—
রাম। দেখ দেখ প্রাণের লক্ষ্মণ,
হয় কি বা নয় সীতার এ আভরণ!
জ্ঞানহারা স্থির নহে মতি মম।
লক্ষ্ম। প্রভু, নাহি চিনি নূপুর ব্যতীত।
দেখিয়াছি মাতার চরণ,
বরানন দেখিনি কখন।
রাম। দেহ দেহ নূপুর আমারে,
দগ্ধ হৃদে করিব স্থাপন।
শুন শুন বনবাসি,
বহু আশে আসিয়াছি হেথা।
রাজার নন্দন,
পিতৃসত্য-পালনে তপস্বিবেশ!
ছিনু পঞ্চবটী-বনে,
ছিল সঙ্গে জানকী আমার,
ছল পাতি হরিল রাবণ;
দুই ভাই উদ্দেশে কাঁদিয়া ভ্রমি।

সুগ্রী। ওহে, কি আশে এসেছ মম পাশে?
আমিও হে রাজার কুমার,
ভ্রাতৃ-বলে—ভার্য্যা, রাজ্যহীন,
বসি এ বিকট দেশে;
কি উপায় করিব তোমার?
রাম। সম দুঃখে দুঃখী মোরা,
মিত্র বলি করি তোমা সম্ভাষণ,
কহ, কেন রাজ্যভ্রষ্ট তুমি?
সুগ্রী। সদাশয়,
মিত্র বলি ডাকিলে এ অভাগায়।
অদ্ভুত কাহিনী—
দুই ভাই রাজার তনয়,
জ্যেষ্ঠ বালী, সুগ্রীব আমার নাম;
কিষ্কিন্ধ্যায় রাজ্য মম,
মিলি রাজ্য করি দুই জনে।
একদিন দুন্দুভিনিস্বনে
দিগ্বিজয়ে দানব আইল,
অগ্রজ রুষিল,
বালীর বিক্রম সহে কেবা!
ভঙ্গ দিল দানব পাতালে,
ক্রোধে বালী পাছু নিল তার,
রাখি মোরে সুড়ঙ্গের দ্বারে।
ঘোর সিংহনাদ উঠিল সুড়ঙ্গ ভেদি!
শুনিলাম দানবের হুহুঙ্কার,
বালীর গর্জ্জন না আইল কর্ণে মম;
দানবের ঘোর নাদ শুনিলাম পুনঃ,
অকস্মাৎ—
সুড়ঙ্গের দ্বারে রুধির উঠিল,
বালী না আইল,
ভাবিলাম দানবে বধিল তারে!
পাথরে ঢাকিয়া পথ,
রাজ্যে আইনু ফিরে।
রাজ্য করি কয় দিন;
অকস্মাৎ অরুণ নয়নদ্বয়,
মারিতে আইল বালী মোরে,
নিস্তেজ সমরে তার,
পলাইয়া আইনু ঋষ্যমূকে;
মুনি-শাপে হেথা না আইসে।
রাম। এস মিত্র,
দোঁহে করি দোঁহাকার উপকার।
সূর্য্যবংশে জন্ম মম
সূর্য্য সাক্ষী করি কহি—
বালী-ভয় ঘুচাব তোমার;
মিতা! কর অঙ্গীকার,
উদ্ধার করিবে সীতা?
সুগ্রী। হীন আমি, মিতা ব'লে
সম্ভাষ আমারে,
মহাশয় তুমি!
কিন্তু কেমনে ঘুচাবে মোর ডর?
ডর না ঘুচিলে,
কেমনে বা উদ্ধারিব নারী তব?
রাম। সংগ্রামে বধিব তবাগ্রজে,
ভয় দূরে হবে তব।
সুগ্রী। দেখ নাই বালীর বিক্রম,
তাই চাহ সংগ্রামে নাশিতে তারে!
বজ্রকায়, বজ্রের গঠন,
হুহুঙ্কারে বজ্র ফাটে,
সাক্ষাৎ শমন,
কে যায় নিকটে তার!
নাহি অস্ত্র তূণীরে তোমার
ভেদিতে বালীর কায়,
অস্ত্রগণে কাঁটা সম গণে বালী।
লক্ষ্ম। ভাল, কিসে তব হইবে প্রত্যয়?
রাম-কার্য্য কহিব পশ্চাতে
হরধনু ভাঙ্গিল শ্রীরাম;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিবা চাহ!
সুগ্রী। হের অস্থি দূরে পর্ব্বত-আকার,
বধিল অসুরে শূর,
এক টানে ফেলিল হেথায়,
তপ করে মুনিগণে,
রুধির লাগিল কায়,
শাপ দিল মরিবে এ পর্ব্বতে আসিলে,
তাই ত্রাণ আমা সবাকার;
জীর্ণ অস্থি ফেল দেখি দূরে!
রাম। ভাল, চালি অস্থি তব প্রীতি হেতু।
[রামের প্রস্থান।
লক্ষ্ম। প্রত্যয় মানিবে,—
দেখ পদাঘাতে গেল অস্থি দূরে।
সুগ্রী। বুঝিলাম বলিষ্ঠ অগ্রজ তব,
কিন্তু অসম্ভব বালীর সমর,
নখে গিরি চিরে বীর!
লক্ষ্ম। খসে পড়ে সুমেরু রামের বাণে।
রামের পুনঃ প্রবেশ
রাম। মিতা, চল রণে,

বিলম্বে কি প্রয়োজন?
সুগ্রী। মিতা ব'লে ডেকেছ আমারে,
অকারণে কেন হব মিত্রঘাতী!
দুই জনে মিলাতে নারিবে তুমি,
ক্রোধ শান্ত না হইবে তার;
সমর না সাজে তার সনে।
রাম। মিত্র, চাহ যদি,
দেখাই বাণের তেজ মম।
সুগ্রী। সপ্ত তাল দেখ বিদ্যমান,
পার উহা ভেদিবারে?
রাম। ভেদিব কদলী সম।
নল। এ কি কথা কহে অসম্ভব।
হনু। অসম্ভব কিবা?
সুগ্রী। ভাল,
দেখি তব বাণের প্রতাপ।
[রামের **প্রস্থান।**
লক্ষ্ম। ক্ষুদ্র কথা সপ্ত-তাল-ভেদ।
সুগ্রী। অকস্মাৎ ভীমরব কিবা!
শাপ অবহেলি আইল কি বালী **হেথা?**
লক্ষ্ম। নাহি ভয়, শ্রীরামের ধনুক-টঙ্কার।
সুগ্রী। তেজোময় চারিদিক,
ধাঁধিল নয়ন,
কিছু নাহি দেখি আর;
ওহো,
গর্জ্জে অস্ত্র বাসুকির দাপে!
লক্ষ্ম। হের,
পুনঃ বাণ শ্রীরামের করে!
সপ্ত তাল ভেদি,
ছেদি গিরি, ছেদিয়া মেদিনী,
করি স্নান ভোগবতী-নীরে,
তূণীরে আসিল পুনঃ।

রামের পুনঃ প্রবেশ

রাম। মিতা,
সন্দেহ কি ঘুচেছে তোমার?
হনু। নরসিংহ নারায়ণ তুমি
দেখিলাম বিদ্যমান।
জয় রাম!—
রাজা, ঘুচিল বালীর ভয়।
সুগ্রী। প্রভু,
মিতা যোগ্য নহি কভু,
দাস তব, অনাথবান্ধব।
জাম্বু। পদে রেখ—মিনতি চরণে।
রাম। মিতা! মিতা তুমি;
দেহ কোল মোরে।
হনু। জয় রাম!
সুগ্রী। মিতা,
সত্য করি তোমারে স্পর্শিয়ে,
উদ্ধারিব তব নারী।
রাম। মিতা,
পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়।
সকলে। কি ভয়, কি ভয়!
চল যাই কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
[হনুমান্ ব্যতীত সকলের **প্রস্থান।**
হনু। নহে কভু সামান্য এ নর!
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রাম,
অঙ্গে শূরে অটল সংগ্রামে,
আজ্ঞাকারী বাণ,
অনুমান পরাজয় যাহে।
ফণি-শিরে মণি যথা জ্বলে,
অস্ত্রগুলা জ্বলে তূণে;—
রাজা হবে সুগ্রীব সুধীর।
[হনুমানের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব

রাম। চোরা রণ করিব কেমনে?
সম্মুখ-সংগ্রামে বিমুখিব তবাগ্রজে,
বাণ মম প্রত্যক্ষ দেখেছ!
সুগ্রী। অপ্রমিত পরাক্রম তার,
বীর-অবতার!
নাহি কার্য্য সম্মুখ-সমরে।
রাম। মিত্রবর! নাহি কর ডর,
না করিব দ্বিতীয় সন্ধান,
এক বাণে বধিব বালীরে।
সুগ্রী। সাধ যদি সম্মুখ-সমরে,
একা রণে যাও মিতা;
আমি নাহি করিব বিবাদ!
ফিরে যাই ঋষ্যমূকে।
রাম। কেমনে করিব সখা কপট আচার?
সুগ্রী। দেখিয়াছি বাণ তব,
কিন্তু সম্মুখ-সমরে—

শুনিয়াছি বালীর গর্জ্জন,
না হয় নির্ণয়, যুঝে বীর কোথা হ'তে;
লক্ষিতে নারিবে, কেমনে হানিবে তীর?
মহাশয়! যদ্যপি সদয়,
হান অস্ত্র অন্তরালে থাকি,
নহে মিত্র, রাজ্য নাহি চাহি।

রাম। অন্যায় সমর,—
কিবা ডর,
অন্যায় হরিল মোর সীতা।
করিব করিব আমি জানকী উদ্ধার;
পথের কণ্টক ঘুচাইব,
বালীরে নাশিব চোরা বাণে;
যাও মিত্র, কর ঘণ্টা-রব,
যুদ্ধে কর আহ্বান,
ত্যজ ভয়, নিশ্চয় বধিব বালী।

সুগ্রী। নাহি জানি কি আছে কপালে!

[সুগ্রীবের প্রস্থান।

রাম। হা জানকি, কোথা তুমি!
ন্যায়ান্যায় নাহি মম,
তোমা হেতু করি চোরা রণ!
তুল্য দুই ভাই রণে,
রূপে গুণে সমান দুজন,
না পারি চিনিতে—
কে সুগ্রীব কেবা বালী,
দূরে নারি করিতে নির্ণয়।

লক্ষ্ম। হের রঘুবর, ভঙ্গ দিল এক জন।

রাম। অনুমানি ভঙ্গীয়ান সুগ্রীব সমরে,
পলাইল বেগে!

লক্ষ্ম। কোথা গেল নাহি দেখি আর।

রাম। গেছে পুনঃ পর্ব্বতশিখরে,
চল ভাই, যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ঋষ্যমূক পর্ব্বত

সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান, নল ও নীল

সুগ্রী। ভাল শাস্তি পাইলাম
তপস্বীর বোলে!
পূর্ব্ব-পুণ্যফলে, আছে মাত্র দেহে প্রাণ।
উন্মাদ জায়ার শোকে,
প্রলাপ কহিল কত,
বুদ্ধি হত বালীর গর্জ্জনে,
পলাইল কোন্ দেশে!

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

রাম! মিতা, মিতা!
পুনঃ তুমি চল রণে।

সুগ্রী। নাহি কাজ বিক্রম প্রকাশি আর,
যদি চাহ প্রাণ, রহ ঋষ্যমূকে।
গিয়েছিলে রণে, শুনে যদি লোকমুখে,
পশিলে সাগরগর্ভে,
নিস্তার নাহিক তব।

রাম। লজ্জা নাহি দেহ মিত্র আর;
আকার তোমার বালীর সমান,
দূরে লক্ষিতে নারিনু,
কে তুমি, কে অগ্রজ তোমার;
মিত্রবধ-ভয়ে না ছাড়িনু বাণ, বীর!

সুগ্রী। থাকে যদি মিত্রবধভয়,
নাহি কহ সমরে যাইতে পুনঃ।
সপ্ততাল সম অচল নহেক বালী,
কেমনে বিন্ধিবে তারে?
প্রাণ যায় বালীর প্রহারে,
তবু প্রতীক্ষায় করি রণ;
রক্ত উঠে মুখে, চাহি চারিদিকে;
হরি হরি, কোথা বাণ,
প্রাণ লয়ে টানাটানি।

হনু। সম রূপ তোমরা দুজনে,
নহে বয়সে প্রভেদ বহু;
কিরূপে হানিবে রাম বাণ?

সুগ্রী। রাখ পাত্র, তব উপদেশ;
সবিশেষ বুঝিয়া না কহ।
পুনঃ গেলে রণে,
কি প্রকারে হইবে নির্ণয়?

রাম। ত্যজ শঙ্কা হে সখা ধীমান্,
চিহ্ন হেতু দেহ গলে বনফুল-মালা।
করি অঙ্গীকার, বাক্য মিথ্যা নহে মম,
দৃষ্টিমাত্র বধিব বালীরে।

জাম্বু। রাজা, ন্যায়-অনুগত কথা,
দুই জনে একত্রে দেখিলে,
চিনিতে কি পারে কেহ?

সুগ্রী। ভাল, যুদ্ধ যদি তোমার মনন,
পুনঃ আমি করিব সমর;
কিন্তু অধীর প্রহারে কায়,—

আজি নিশি লভিব বিরাম,
কালি যুদ্ধে করিব প্রবেশ;—
চল সবে গুহার মাঝারে।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বালীরাজার অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

বালী ও তারা

বালী। মিত্রতা সুগ্রীব সনে,
হেন বাণী নাহি কহ তারা;
ঋষ্যমূকে যাইতে না পারি,
তাই জীয়ে দুরাচর।
রাজ্য নিল কনিষ্ঠ হইয়ে,
নাহি জানি কি সাহসে দিল হানা।
স্বপ্ন কভু সত্য নহে রাণি,
কি কহিলে?—বিরাট পুরুষ!
নাহি মোর বিবাদ কাহারে সনে।
তারা। অনাথের নাথ নারায়ণ,
অনাথ কনিষ্ঠ তব,
ঘুচাও বিবাদ নাথ, মিল তার সনে।
বালী। অধর্ম্ম-আচারী দুরাচার।
জীয়ন্তে মিলন তার সনে—
চন্দ্রাননে, কভু না হইবে।
প্রায় অবসান বিভাবরী,
যাই প্রিয়ে, প্রাতঃকৃত্য হেতু।

নেপথ্যে ঘণ্টারব

এ কি,
অকস্মাৎ পুনঃ আজি ঘণ্টার আরাব।
কে আইল শমনের বাসে,
কার ফুরাইল দিন?
তারা। প্রাণনাথ,
পায়ে ধরি, যেও না সমরে।
বালী। রব কি লুকায়ে রাণি,
সুড়ঙ্গ কাটিয়ে,
কিংবা, বিনা যুদ্ধে যাব রাজ্য ত্যজি?
তারা। অবলার ক্ষম অপরাধ;
দুঃস্বপ্ন দেখেছি,
তাই প্রভু, হতেছি অধীর!

দূতের প্রবেশ

দূত। অবধান!
সুগ্রীব আইল পুনঃ।
বালী। আজি ঘুচাইব শনি।
তারা। রাখ নাথ, মিনতি আমার।
ক্ষণ দেখ বিচারিয়া মনে,
কালি যুদ্ধে পাইল পরাজয়,
কি সাহসে,—
হইল উদয় আজি না পোহাতে যামী?
পূর্ব্বে যবে করিল সমর,
প্রহারে জর্জ্জর,
বৎসরেক অশক্ত রহিল;
কার বলে, বুঝিতে না পারি,
কালি পলাইল, নেউটি আইল পুনঃ?
বালী। আসিয়াছে শমন স্মরণে!
তিষ্ঠ ক্ষণে এখনি ফিরিব;—
রসরঙ্গে অলসে আছিনু,
তাই বুঝি প্রহারে হইল ত্রুটি,
আজি বাদ ঘুচিবে সুগ্রীব সনে।
তারা। নাথ, দেখ, স্বপ্ন সত্য মম!
বালী। নাহি সেই বিরাট পুরুষ সাথে,
সুগ্রীবের মিতা, তবে কিবা ভয় রাণি?
যাই আর বিলম্বিতে নারি;—

নেপথ্যে পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি

পুনঃ পুনঃ ঘণ্টার আরাব!
তারা। নাথ, নাহি জানি কেন কাঁদে প্রাণ?
বালী। যুদ্ধে যাব অন্যথা না হবে;
ধরি দেহ, এক দিন আছে ক্ষয়;
মৃত্যুভয় বীরের না সাজে?
সুগ্রীব বা বিরাট পুরুষ তব,—
সমরে না হব পরাঙ্মুখ।
বীরকার্য্যে বাধা নাহি দেহ,
উৎসাহে দেবতা কর পূজা।
তারা। প্রভু,
অগোচর কি আছে তোমার?
শুনিয়াছি পিতৃসত্য করিতে পালন,
রামচন্দ্র আইল বনে,
দীননাথ নাম তাঁর
দীন সুগ্রীবেরে সেই বা করিল কৃপা!
বালী। পরম ধার্ম্মিক রাম,
পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে আইল কাননে,
অধর্ম্ম আচরি, সে নাহি বধিবে মোরে;
কিংবা যদি সে হয় সহায়,
কিবা ভয়,

হীনবল ভুজ নাহি বহি!
যুদ্ধে মৃত্যু বীরের বাঞ্ছিত।
[বালীর প্রস্থান।

তারা। ভগবন্!
কি আছে তোমার মনে,
কি আছে এ অভাগীর ভালে!
[তারার প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কানন—যুদ্ধক্ষেত্র
বালী ও সুগ্রীব

বালী। লজ্জাহীন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
কি সাহসে আইস বার বার?
আজি নাহিক নিস্তার,
শমন-ভবনে নিশ্চয় প্রেরিব তোরে।
সুগ্রী। বীরপণা এখনি বুঝিব।
বালী। ভীরু, তোর সনে আজি শেষ রণ—
অন্তরাল হইতে রামচন্দ্রের বাণ নিক্ষেপ
ওঃ! যায় প্রাণ!
—কে চণ্ডাল করিল প্রহার? (পতন)
সুগ্রী। এস এস ওহে মিত্রবর,
পড়েছে দুর্ম্মদ বালী!
রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ
লক্ষ্ম। দাদা, প্রহারে বিকল মহাশূর।
বালী। রে চণ্ডাল! এই কি রে
বীর-আচরণ?
হায়, সতী-বাক্য করিলাম হেলা,
মনে পড়ে মৃত্যুকালে!
জটাধারী অধর্ম্ম-আচারী,
অকারণে হিংস প্রাণী!—
ভাল তব তপস্বি-আচার!
দম্ভ তব—
তীক্ষ্ম শর তূণে; বুঝিতাম ক্ষণে,
সম্মুখে হইলে রোধী।
কোন্ লাজে সমাজে দেখাবি মুখ,
আরে আরে কিরাত-অধম?
লক্ষ্ম। শূরশ্রেষ্ঠ! কাহারে কিরাত বল?
মহাবল!
ফলিয়াছে বিধাতার লিপি,
রাম-নিন্দা নাহি কর।
রাবণ হরিল সীতা,
জায়া-শোকে উন্মত্ত শ্রীরামে হের।

বালী। রামচন্দ্র, এস প্রভু, সম্মুখে আমার!
দীননাথ, দীন তব স্মরে দেব!
সুধি, অপরাধী কিসে শ্রীচরণে?
সত্যের পালনে ভ্রম বনে বনে শুনি,
সত্য-অবতার রাম! কর না ছলনা,
বিনা দোষে কি হেতু বধিলে?
দয়াময় নামে কলঙ্ক ধরিলে কেন?—
বিপদ্‌ভঞ্জন
শুনেছি হে যুগল চরণ তব;
শ্রীচরণ-সম্মুখে আমার,
এ বিপদ কেন মোর আজি?
রাম। বীরবর!
শোকে মম আকুল হৃদয়,
হিতাহিত না বিচারি মনে,
করিলাম অঙ্গীকার;
মিত্র-সত্যে ছাড়িয়াছি শর।
বালী। বুঝিলাম,
সুগ্রীব-সহায়ে উদ্ধারিবে নারী তব;
কিন্তু বহু শ্রমে, বহু দিনে জেন স্থির;
অনায়াসে আনিতাম সীতা,
আমারে কহিলে প্রভু!
রাম। বীর, ক্ষম অপরাধ;
মম শরে যাও স্বর্গপুরে।
অযশ রহিল মোর,
বীরগর্ব্ব—
গাইবে সংসার তব চিরদিন;
সবে কবে,
'চোরা বাণে বালীরে বধেছে রাম।'
শুন সত্য তত্ত্ব,—
কপীশ্বর! কাল পূর্ণ তব,
পরম শিক্ষার দিন,
দেখ দিব্যজ্ঞানে,
আমি মাত্র নিমিত্ত এ স্থলে।
দীননাথ দীনে করেছেন দয়া।
সুগ্রীব অধিক দীন কেবা ছিল আজি?
দীন সহোদর তব,
রাজ্যে অর্দ্ধ অধিকার;
বাহুবল অধিক তোমার,
ভয়ে ঋষ্যমূকে আছে ঋষি সনে,
না গণিলে মনে কভু;
দীননাথ শুনিল দীনের দীর্ঘশ্বাস।
মম বনবাস, জানকী-হরণ বনে,

দীননাথ দীনে বন্ধু দিল।
এবে দীন তুমি,
দীননাথ শুনে তব মনস্তাপ।
অতুল গৌরবে বীরগর্ব্বে ত্যজ ধরা!
পড়েছ কপট শরে,
চরাচরে এ কথা কহিবে।
ম'রে হেন কীর্ত্তি কহ কার?
বীর্য্যবান্ কীর্ত্তিমান্ তুমি,
মুক্তকণ্ঠে বলি আমি।
বালী। নারায়ণ, পূর্ণ সনাতন,
দীননাথ—দীনে দেহ পদছায়া।
আছি বদ্ধ মায়ার সংসারে,
মায়া নাহি টুটে দেব,
দীন অঙ্গদেরে দে'খ তুমি।
ভাই রে সুগ্রীব!
ভুল মৃত্যুকালে পূর্ব্ব-মনস্তাপ;
কোল দে রে দাদা ব'লে!
বাল্যকালে খেলিতে খেলিতে-
কোলে লইতাম তোরে;
বিধি-বিড়ম্বনে বাধিল এ বিসংবাদ,
দোষ কারু নহে ভাই!
সুগ্রীব। হায়,
রাজ্য হেতু জ্যেষ্ঠেরে নাশিনু।

তারার প্রবেশ

তারা। কোথা নাথ, কোথা প্রাণেশ্বর মম,
কে করেছে বজ্রাঘাত?
প্রাণনাথ, নহ কারো কাছে অপরাধী;
হায় হায়, পাষাণ-হৃদয়!
কে কাঁদালে অবলারে?
বালী। তারা, যায় প্রাণ!

অঙ্গদের প্রবেশ

অঙ্গ। হায় পিতা, এ কি হ'ল অকস্মাৎ!
বালী। প্রিয়ে!
মরি নিজ ভাগ্যদোষে,
শ্রীরামে না কহ কটু,
রাম নারায়ণ।
বৎস, কর অঙ্গীকার,
সুগ্রীবে সেবিবে পিতৃসম?
হে সুগ্রীব!
আজি হ'তে অঙ্গদ তোমার।
কোথা প্রভু দয়াময়,
এ সময় দেহ পদ শিরে।
প্রিয়ে, মায়া অবসান,
এসেছে বিমান,
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম!—(মৃত্যু)
তারা। প্রাণনাথ, হৃদি-শশধর!
কোথা যাও ত্যজিয়ে তারায়?
আমি চিরসঙ্গিনী তোমার,
হাহাকার তুলিলে কিষ্কিন্ধ্যাপুরে।
কভু একা রহিতে নার হে তুমি,
প্রাণেশ্বর, কোথা গেলে একা চ'লে?
হায় হায়, প্রাণ নাহি যায়।
কি হবে গো কি হবে তারার?
হে সুগ্রীব, কর উপকার,
দেহ চিতানল জ্বালি,
স্বামী সহ ত্যজি দেহ।
ওহে কপট মানব রাম!
কপট সমরে বধিলে স্বামীরে;
কেন কাঁদালে তারার প্রাণ?
হের, ভূতলে ভূধর-পতি,
স্বর্ণচূড়া স্বামী মম,
অনাথিনী করিলে আমারে!
রঘুমণি! শুনি বিরহ-কাতর তুমি,
জেনে শুনে,
বিরহবেদনা কেন দিলে অবলারে?
পতিপ্রাণা,
তোমা নাহি ডরি নারায়ণ!
কহি অন্তরদহনে, এ আগুনে,
চিরদিন জ্বলিবে হে তব প্রাণ।
সীতা পাবে, পুনঃ হারাইবে,
কাঁদিবে হে চিরদিন।
রাম। কাঁদি সতি, কাঁদি আমি চিরদিন,
সতীবাক্য মিথ্যা কভু নয়,—
কাঁদিতে জনম মম;
শুন গুণবতি!
স্বামী তব গেছে সুরলোকে,
পতিশোকে অধীরা না হও বালা!
আছে তব পালিতে অঙ্গদে,
যৌবরাজ্য অঙ্গদের আজি হ'তে;
তোমা বিনা কে চাবে পুত্রের মুখ?
হে কুমার!
হও চিরজয়ী মম আশীর্ব্বাদে;

ফলিয়াছে দৈব-বিড়ম্বনা,
বন্ধু তব, অরি নাহি ভাব মোরে।
হে সুগ্রীব মিতা! যুবরাজ পুত্র তব,
ভ্রাতৃকার্য্য করহ রাজার;
সৎকারের কর আয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কিষ্কিন্ধ্যা—সুগ্রীবের সভা

সুগ্রীব ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণ। গীত

বিহঙ্গ—পটতাল

বনফুলে মধুপান,
বনে বনে করি গান,
মোরা, বন-বিহঙ্গিনী লো!
বনে বনে ভ্রমি, ফুলে ফুলে চুমি,
মোরা, বন-বিলাসিনী লো।
বনফুল-হারে বাঁধি লো কবরী,
বন-ফুল-হার হৃদয়ে ধরি;
মোরা, বন-ফুল-হার-অঙ্গিনী লো!

হনুমানের প্রবেশ

হনু। রাজা!
দুয়ারে লক্ষ্মণ, ঘূর্ণিত নয়ন,
শ্বাস ক্রুদ্ধ-ভুজঙ্গম সম,
কর্কশ বচনে কহিল আমারে,
'কোথা সেই সুগ্রীব পাতকী?
সত্যঘাতী সুগ্রীব কোথায়?'
সুগ্রী। হনুমান্,
কার্য্যের সময় এই নয়।
হনু। প্রভু! কুপিত লক্ষ্মণ দ্বারে।
সুগ্রী। কহ বসিবারে,
হবে যবে বারের সময়,
সাক্ষাৎ পাইবে তবে।
" উঠ রাজা, সর্ব্বনাশ হবে আজি;
যেই বাণে পড়িল বিক্রমশালী বালী,
সেই বাণ দেখিলাম লক্ষ্মণের তূণে,—
যোড়করে করিয়ে মিনতি,
শান্ত কর বীরবরে।

সুগ্রী। কে লক্ষ্মণ?
ও, সীতা-হরণের কথা!
কে যায় সাগর-পারে!
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে অর্দ্ধরাজ্য দেহ রামে;
শুনেছি সে দুর্জ্জয় রাবণ!
হনু। দুর্জ্জয় রাবণ আছে পারাবার-পারে,
রাজা!
দুর্জ্জয় লক্ষ্মণ দ্বারে;
রাজ্য সহ এখনি মজিবে।
সুগ্রী। কেন কেন,
অর্দ্ধরাজ্য দেহ রামে।
বহু কষ্টে কাটিয়াছে কাল,
কিছুদিন বিরাম লভিব,
ব্যস্ত কেন, পাছে সীতা করিব উদ্ধার।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্ম। যমপুরে কর গে বিশ্রাম।
সুগ্রী। রক্ষা কর, প্রভু!

বেগে তারার প্রবেশ

তারা। প্রভু, হবে নারী-বধ-পাপ।
লক্ষ্ম। কে রমণী? রহ এক ভিতে,
নহে বিন্ধি তোমা সনে।
তারা। আমি শ্রীরামের সখী প্রভু!
সুগ্রীব অসত্যবাদী, সত্যবাদী রাম;
সুগ্রীবেরে ডেকেছেন সখা ব'লে,
ক'র না হে ভ্রাতৃ-মিত্র বধ;
অঙ্গদে অনাথ ক'র না ক'র না পুনঃ।
রামকার্য্য সাধিবে অঙ্গদ,
রামকার্য্য সুগ্রীব করিবে,
ভ্রাতৃ-সখী অনুরোধে,
লহ দেব, আসন আমার।
সুগ্রীবে বধিলে মনোরথ না ফলিবে,
কে করিবে কটক সঞ্চয়?
কহি দুখিনী সীতাকে স্মরি,
সুগ্রীবের ব'ধ না জীবন।
লক্ষ্ম। দেবি!
ব্রহ্মচারী, নাহি বসি পুরে,
কি কহিব,
তাপে ফাটে প্রাণ মম!
রাম বিষ্ণু-অবতার,
চোরা বাণে বালীরে নাশিল
এ পাপীর অনুরোধে,

ক্ষত্রিয়-নিয়ম ঠেলি।
ছিল ঋষ্যমূকে,
রাজ্যসুখে সকলি ভুলেছে!
হেথা,
ফুলশয্যাপরে শায়িত সুগ্রীব রাজা,
মধুন্মত্ত পশু,
পশুরঙ্গে মদনে মাতিয়া.
হোথা, কমললোচন রাম কণ্টক-শয়নে,
'হা সীতা, হা সীতা' রব মুখে।
নীলাম্বর আচ্ছাদন,
শ্যাম কলেবর, বরিষার জলে ভাসে,
রবির কিরণে বিবর্ণ মলিন মুখ;
কমল-লোচনে অনিবার বহে ধারা।
তারা দেবি! অধিক কি কব,
মরিতে না পারি;
প্রভুসেবা কে করিবে?
অনুতাপ,
বিফল বহিনু ধনুর্ব্বাণ!—
রাবণ সাগরপারে।
সুগ্রী। লজ্জা রাখ, লজ্জানিবারণ রাম!
ধিক্,
হেন মিত্রে আছি ভুলে!
আজি হ'তে নহি রাজা আমি,
মিতা সম ব্রহ্মচারী:
যাবৎ না মারি অরি লঙ্কার রাবণ।
সাজ সাজ, দেহ রে ঘোষণা.—
চল সীতা অন্বেষণে।
সকলে। জয় রাম!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

রাম

রাম। নাহি আর মেঘের গর্জ্জন,
অন্ধকার দিবা-নিশি,
দামিনীর খেলা,
অবিরল জলধারা নাহি আর;
নির্ম্মল গগনে হাসিতেছে চন্দ্রমা তারা,
আলোকিত ধরা, আঁধার অন্তর মম।
আহা হৃদয়-চন্দ্রমা মোর,
আর কি রে পাব তোর দেখা?
একা কত দিন রব,
না রহিতে পারি আর,
হৃদি-কমলিনি, বিকাশ হৃদয়-সরে!
যদি রাবণেরে পাই,
সাধি তার করে ধ'রে,
ফিরে দে রে ভিখারীর ধন!
ছিন্ন কমলিনী,
শুকাইল বুঝি এত দিনে।
(নেপথ্যে)—জয় রাম!
রাম। এ কি রব চারিভিতে!

লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রী। প্রভু! অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ।
রাম। মিতা, মিতা! সখা তুমি মম।
লক্ষ্ম। শুন প্রভু, কটকের কিলি-কিলি,
আসে সৈন্য সাগরপ্লাবন,
চারিভিতে রঘুবীর।
রাম। মেঘ সম পদধূলি ঢাকিছে গগন,
উত্তরে আসিছে ঠাট,
কোন্ বীর রক্ষণে উহার?
সৈন্যময় চারিদিক,
কোন্ কোন্ বীর আসে স্বপক্ষে আমার,
দেহ মিত্র পরিচয়?
সুগ্রী। হের দেব! হিঙ্গুল কেতন,
মাণিক মুকুতা জ্বলে,
তারাদলে নভঃস্থলে যেন!
গবাক্ষ অধ্যক্ষ যার,
মহা বলবান্ বীর,
যোড়ে ঠাটে যোজনের বাট,—
আসে গয় দুর্জ্জয় সমরে,
সৈন্য সহ কাঁপাইয়া ধরাতল,
দূরে হের পতাকা তাহার,—
ধূম্রাক্ষ নীলাক্ষ রক্তাক্ষ সমরপ্রিয়,
আসে সৈন্য বেড়িয়া যোজন।
প্রভাত-তপনে হের দূরে দেব,
দীপে ধ্বজা অরুণ জিনিয়া,
নল নীল আইসে দুই বীর!
গভীর সমরে পশে,—
হের কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজা,
উড়ে যেন উচ্চমুখে,
আপন কটকে আসিতেছে জাম্বুবান,
মন্ত্রীর প্রধান মম।

হের কুমার অঙ্গদ নড়ে,
করীশিশু করীদলবলে,
গগনমণ্ডলে ধূলা ;—
হের বীর হনুমান্,
তব কার্য্যে সদা আগুয়ান,
কটক-প্রধান মম।
কপিসেনা কত দিব পরিচয়,
গণনায় না হয় নির্ণয়,
সৈন্যাধ্যক্ষ আছে যত,
সৈন্য কত কে বলিতে পারে ?

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় দৃশ্য

কানন

সুগ্রীবের সৈন্যগণ

সৈন্যগণ।— গীত

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

অধীর ধরণী-শির, বীরপদ-চালন ;
ভীষণ অশনি-স্বন, ঘন ঘোর গর্জ্জন।
গভীর মেঘমালা, ধূলিপটল ঘন,
লম্ফে ঝম্পে বহে খর সমীরণ।
ত্রিভুবন কম্পে, চলে বীর দম্ভে,
জয় রাম রবে চলে, সুগ্রীব-সেনাগণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগর-কূল

হনুমান্, অঙ্গদ, জাম্বুবান্, গয় ও গবাক্ষ

হনু। রাম নামে আশ্চর্য্য মহিমা,
বৃদ্ধ গৃধ্র পাইল পাখা।
আসিয়াছি রাম নাম লয়ে,
কার্য্যোদ্ধার অবশ্য করিব।
যুবরাজ! সত্য কি যা কহিল সম্পাতি ?
ঊর্দ্ধমুখে দক্ষিণে চাহিনু,
দেখিলাম দ্বাদশ যোজন,
অশোক-কানন,
কোন মতে না হ'ল নির্ণয়।
অঙ্গ। অনুমানি সত্য এ সংবাদ,
রাম নামে পাখী পাইল পাখা,
রামকার্য্যে মিথ্যা না কহিবে।
হরিল রামের সীতা দুরন্ত রাবণ,
স্বচক্ষে দেখেছ সবে,
নিশ্চয় আছেন সীতা অশোক-কাননে।
জাম্বু। সন্দেহ নাহিক তার,
কিন্তু কে যাইবে সাগরের পার ?
শতেক যোজন, এক লম্ফে যাবে কেবা ?
অঙ্গ। পৃষ্ঠেতে করিতে পার সুপার্শ্ব চাহিল,
না লইনু সাহায্য তাহার ;
দেবের কুমার মোরা দেব-অবতার,
কার্য্যোদ্ধার করিতে নারিব ?
কহ, কে যাবে সাগরপারে ?
গয়। দুস্তর পাথার!
এক লাফে কে পারে যাইবে ?
যাইতে যোজন দশ শকতি আমার।
গবাক্ষ। পারি যেতে বিংশতি যোজন,
তাহাতে কি হবে ফল ?
অঙ্গ। কহ, কেবা আছ শক্তিধর ;
সাগর হইতে পার ?
কেন রবহীন এ বীরসমাজ ?
চিরদিন ভোগে মোরে পালিলেন পিতা,
পরীক্ষা না করি বল কভু,
তবু যেতে পারি শতেক যোজন,
আসিবার কালে কি হয় না জানি স্থির।
যে হয় সে হয়,
একলাফে সাগর লঙ্ঘিব,
মরণ সংকল্প মম!
বহুশ্রমে জল স্থল পর্ব্বত কানন,
ভ্রমিলাম সীতা অন্বেষণে,
ফিরি যদি সংবাদ বিহনে,
সুগ্রীব বধিবে প্রাণ।
রামকার্য্যে পাখী পায় পাখা,
লঙ্ঘিব সাগর,
প্রাণ দিব রাম নাম স্মরি।
জাম্বু। যুবরাজ, অহেতু করিবে শ্রম ;
বিক্রমে কেশরী
বীর হনুমান্ নফর রয়েছে তব,
আজ্ঞা কর তারে,
অনায়াসে সাগর লঙ্ঘিবে,
আসিবে বারতা লয়ে।
অঙ্গ। রাম-কার্য্যে সদা তব মন,
কি হেতু নীরব বীর ?
আন তুমি সীতার সংবাদ।
হনু। যুবরাজ! বালী-ভয়ে ছিনু লুকাইয়া,

বল নহে পরীক্ষিত;
পারি কিংবা হারি,
জ্ঞাতির সমাজে
দৃঢ় করি কহিব কেমনে?
জাম্বু। বাল্যকালে ধরিলে ভাস্কর,
লঙ্ঘিবে সাগর, এ নহে দুষ্কর কথা!
কপিকুলে রাখ কীর্ত্তি বীর!
হনু। যা কর হে দূর্ব্বাদলশ্যাম,
লয়ে নাম লঙ্ঘিব সাগর,
অদূরে পর্ব্বত—
লাফ দিব পর্ব্বত হইতে।
সকলে। জয় রাম!
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সাগর

সাগর ও সাগর-পত্নী

সাগ-পত্নী। প্রাণনাথ! বল হে সত্বর,
কেন জলবাস কাঁপে থরথরি আজি,
ঘোর শব্দে শব্দিত আকাশ,
যেন প্রবল পবন বহে;
জলচর কেহ নহে স্থির।
কুম্ভকর্ণ যেই দিন দিল আসি হানা,
কাঁপিল এ জলাগার।
সলিল ত্যজিয়ে পলাইল তিমি বেগে,
শূন্য কৈল রত্নের ভাণ্ডার।
আজি বুঝি জাগরণ তার?
সেই বা আসিছে পুনঃ রতন লুটিতে।
পলাইয়া চল সুরপুরে,
নহে,
দুর্গতি হইবে বড় রাক্ষসের হাতে।
সাগর। প্রিয়ে!
কুম্ভকর্ণে নাহি ডরি আর,
শূন্যে চলে রামদূত সীতার উদ্দেশে,
রুদ্র-অবতার শূর, পবন-ঔরসে।
চলে বীর পবন-গমনে
প্রবল পবন তাহে বহে;
শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবন,
দুর্ দুর্ কম্পে তিন পুর।
পুরন্দর পাঠাইল সুরসা নাগিনী,
বুঝিতে হনুর বল।
ছলিবারে সুরসা পাতিল ছল,
হীনবল হেরিলে তাহারে,
নাগিনী করিত পার;
রাম নাম সহায় তাহার,
বীর-অবতার,
সে ছলিল ফণিনীরে;
যোজন ব্যাপিয়া—
বদন বিস্তারি অহি চাহিল গ্রাসিতে,
নেউল প্রমাণ—
বাহিরিল কর্ণপথে হনু!
রামদূতে আশ্রয় দানিতে
প্রেরিনু মৈনাকে আমি;
অঙ্গুলীর ভরে অধীর শিখর,
পাকে পাকে ঘুরিয়া পড়িল.
সলিল কাঁপিল তাহে।
সিংহিকা রাক্ষসী—ডরে তারে
সাগরে দিলাম স্থান;
বলবান্ বধিয়াছে তারে,
তাই পুনঃ জলধি কাঁপিল।
তরঙ্গ-বাহনে
চল যাই, হেরি রামদূতে।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অলক্ষিতে উগ্রচণ্ডা

দুই জন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ

১ সৈ। বুঝিতে না পারি,
অলক্ষণ এ সকল!
২ সৈ। শরতের রাতি—
অকস্মাৎ বহে ঝড়, ঘেরে মেঘমালা।
১ সৈ। হেন বাত্যা দেখেছ কি কভু আর?
বিংশতি সহস্র বর্ষ পারি গণিবারে,
জ্ঞানোদয় যবে হ'তে,
কভু খসে নাই লঙ্কার দেউল চূড়া।
অকস্মাৎ
পূর্ব্বে একদিন পড়েছিল লঙ্কাদ্বার;
শুনেছি গণন, সেও অলক্ষণ,
শৈব মোরা—হরধনু হ'ল ক্ষয়;
শিবের প্রসাদে উগ্রচণ্ডা মাতা,
লঙ্কার প্রহরী চিরদিন;

সেই দিন জ্বলেছিল অগ্নি ভালে তাঁর,
লঙ্কায় দেখিল সবে।
ক্রোধে ভীমা উঠিল গর্জ্জিয়া,
গর্ভপাত হ'ল কত,
কিন্তু খসে নাই লঙ্কার সুবর্ণচূড়া।
মানবী যে দিন রাজা আনিল হরিয়ে,
গর্জ্জিল ভীষণা,
পড়িল লঙ্কার দ্বার,
ঘোর বাত্যা বহিল সে দিন,
কিন্তু তবু চূড়া নাহি খসে।
আজি তৃতীয় গর্জ্জন,
কহি শুন, অলক্ষণ এ সকলি;
দেখ বহ্নি দূরে,
দাবানল-দীপ্তি যথা শৃঙ্গধর-শিরে,
জ্বলে অগ্নি ভীমার ললাটে।
কালি হ'তে না আসিব আর,
আছে সতর্ক প্রহরী,
অধ্যক্ষের ভ্রমণে কি ফল।
সৈ। যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ এ কথা শুনিলে
বধিত তোমার প্রাণ।
[সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়ের প্রস্থান।

হনুমানের প্রবেশ

হনু। সুন্দর নগরী, সুরক্ষিত পুরী;
এ কি, দিগম্বরী ভৈরবী প্রহরী হেরি!
চরণ-কমলে শত সৌদামিনীচ্ছটা,
জলদজাল জিনি ধূমল বরণঘটা।
নরকর-কিঙ্কিণী, রণ-উন্মাদিনী,
মুক্ত কেশজাল, কাল করাল।
রসনা লক্ লক্, বহ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ ভাল;
নর-শির শোভিত, গল-বিলম্বিত,
নরশিরমাল।
মহেশমোহিনী, করুণা কুরু তারা,
দীন-দয়াময়ী, দুরিত-তাপহরা,
দীন পদাশ্রয় মাগে।
উগ্র। মা ভৈঃ মা ভৈঃ!
চিনেছি রে রামদূত তোরে!
আজি লঙ্কা তোর, যাই নিজ ধামে।
হনু। মাতঃ! কোথা রামের বনিতা?
উগ্র। অশোক-কাননে।
বহু দিন ত্যজেছি কৈলাসপুর।
[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অশোক-কানন

সীতা ও চেড়ীগণ উপবিষ্ট

ত্রিজটার প্রবেশ

ত্রিজ। বুঝেছি বেগোড় তখন,
লঙ্কাতে নর আন্‌লে যখন,
দেখেছি স্বপন খারাপ,
গা কাঁটা দেয় বাপ বাপ বাপ!
পেট আমার উঠ্‌ছে ফুলে,
আয় লো তোরা বলি ফেলে,
হাড়িঝি চণ্ডী মেনে,
দেব খানিক সিঁদুর কিনে;
ওলো, বলবো কি লো মস্ত ধেড়ে,
ল্যাফিয়ে এল ভেড়ের ভেড়ে।
১ চে। ওলো, আয় লো সবাই,
স্বপন শুন্‌তে যাই।
২ চে। মনের কথা রইল মনে,
ভাল লাগে না ছাই।
[ত্রিজটার ও চেড়ীগণের প্রস্থান।
সীতা। কোথা রাম কমললোচন,
রহে কি না রহে প্রাণ।
কেমনে হে দাসীরে রয়েছ ভুলে?
বুঝি এ জনমে দেখা না হইবে আর,
আছে প্রাণ আশাপথ চেয়ে।
আহা, আমা বিনা অধীর শ্রীরাম,
শান্ত কেবা করে তাঁরে;
অরিপুরে কে আনিবে সমাচার,
রাম আমার কেমনে বঞ্চেন বনে!
নিত্য ফোটে নভঃস্থলে তারকামণ্ডল,
দণ্ডক-কাননে যথা,
মনে মনে কহি কত কথা,
নাহি বুঝে ব্যথা,
না দেয় উত্তর তারা।
কাণ পাতি—অনিল চলিলে,
কিছু যদি বলে মোরে;
বিহঙ্গিনী গাহিলে সুধাই,
উত্তর না পাই,
কোথা রাম—কোথা রাম আমার!
দিবানিশি দুরন্ত তাড়নে,
কত দিন রহে প্রাণ,

শোকানলে কত দিন জীব?
বুঝি রামে না হেরিব আর!

সরমার প্রবেশ

সরমা। আহা, অধীরা পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী!
চন্দ্রাননি! না কর রোদন,
চিরদিন সম নাহি যায়।
সুধাও হৃদয়ে তব,
কহে কি না কহে,—
পাবে পুনঃ রাম গুণধাম।

সীতা। এস এস সরমা সুন্দরি!
প্রাণ ধরি চাহিয়া তোমার মুখ।
হায় লো সজনি,
মরীচিকা সম আশা মম;
সাগরের পারে,
কে করিবে মোর অন্বেষণ?

সরমা। প্রেমবলে সাগর লঙ্ঘন,
নহে কথা, বিধুমুখি!
শুনেছি পতির মুখে মোর,
বিষ্ণু-অবতার রাম,
রাক্ষস নাশিতে অবনীতে অবতার।
চিন্তা কর দূর,
ত্রিপুরারি সতীর রক্ষক।
আজি অমঙ্গল হইল বড়,
ভাঙ্গিল দেউল চূড়া,
নিরর্থ এ নহে সুলোচনে,—
বুঝি আসিছে রাবণ,
যাই, পুনঃ আসিব ফিরিয়ে।

[সরমার প্রস্থান।

রাবণের প্রবেশ

রাব। শত জন্ম তপস্বীর বেশে,
অনায়াসে ভ্রমি বনে—
সীতা যদি হয় মম!
এ বৈভব দিই বিসর্জ্জন,
অন্য নারী নাহি হেরি;
সকলি অসার,
সীতা যদি না হয় আমার।
হে সুন্দরি, কর কৃপা কাতর কিঙ্করে!
যায় প্রাণ,
কহ কি দিব প্রমাণ,
কিসে তব হইবে প্রত্যয়?
যে অবধি তোমারে হেরেছি,
হয়েছি আপন-হারা;
অনাহারে অনিদ্রায় যায় দিন।
প্রাণদানে চাহি প্রেমদান।

সীতা। লঙ্কেশ্বর!
শুনি তুমি ভুবন-ঈশ্বর,
বীর্য্যবান্ ভুবনবিদিত,
অনুচিত রমণী-পীড়ন তব।
কীর্ত্তি তব ঘুষিবে জগতে,
দেহ পাঠাইয়া যথা প্রাণনাথ মোর।

রাব। বল বীর্য্য যাক্ রসাতলে,
কীর্ত্তি নাশ হোক্ মোর,
ধর্ম্মকর্ম্ম ঘুচুক সকল,
প্রেম-আশে পদতলে লঙ্কার রাবণ।
চন্দ্রাননি, দেখ লো বদন তুলে!
ক্ষুদ্র রাম—আছ তার আশে,
কেমনে সে আসিবে সাগরপারে?
কিন্তু যদি দৈববিড়ম্বনে
আসে হেথা তোর রাম;
রামের সমরে যদি নাহি রহে প্রাণ,
মনে মনে মানিব প্রবোধ,
মরি আমি তোর তরে—
কিসের সংসার,
স্বর্ণলঙ্কা দিব ছারখার,
প্রসন্ন নয়নে না চাহিলে চন্দ্রাননি!

সীতা। সূর্য্যদেব!
তব বংশে কুলবধূ আমি;
জরাগ্রস্ত কর মোরে।
কুবচন শুনিতে না পারি আর।

রাব। আপনি কাঁদিবে,
আর না কহিবে কথা।
দেখেছিলে দণ্ডক-কাননে,
নহে বহু দিন গত,
হের—নাই সেই কান্তি মম!
চাহ লো সুন্দরি, যদি নাহি কর দয়া।
নারী হয়ে প্রাণবধে নাহি ডর?
কাতর কিঙ্কর,
কর কৃপা ওহে কৃশোদরি!

সীতা। কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ,
কুভাষে হে দুরন্ত রাক্ষসে,
রক্ষা কর আসি হেথা:
সিংহের বনিতা, শৃগালের অভিলাষ,
প্রাণনাশ না হয় কি হেতু?

রাব। বিফল বৈভব,
বিফল এ মধুর যামিনী।
কঠিন সংগ্রাম,
মনোরথ কভু কি পূরিবে?
হাসি পায় নল-কুবেরের শাপে।
নহে রম্ভা বারাঙ্গনা,
বলে দেহ করিব হরণ;
প্রাণ প্রয়োজন,
প্রাণ দিয়ে চাহি প্রাণ।
এ কমলে দলিতে চরণে—
নাহি জানি চাহে কে বা?
নবভাব নিত্য শশিমুখে,
অধোমুখে কেন কাঁদ আর?
—চ'লে যায় নয়নের শূল।
[রাবণের **প্রস্থান।**

সীতা। কোথা প্রভু কমললোচন!
অদর্শনে রবে না জীবন,
এরূপে বা যাবে কত দিন?

হনুমানের প্রবেশ

হনু। (স্বগত) সাধ্বী সতী রামের **রমণী।**
নিরুদ্দেশ পতি,
তবু পতিপদে চির-আশ।
পরবাস, পরের পীড়ন নাহি গণে।
যদি রামপদে থাকে মতি,
উদ্ধারিব সতী,
উদ্ধারিব কমলারে অতল হইতে।
(প্রকাশ্যে) ছিনু পঞ্চ কপি মোরা ঋষ্যমূকে,
শীর্ণ তনু—সবে মৌন দুখে;
ফিরে ধানুকী কাননচারী।
বনবানরে আদরে কোলে নিল,
অরি সংহারি সুগ্রীবে রাজ্য দিল;
কোথা পাইব জানকী তারি?

সীতা। শীঘ্র বল, রক্ষঃ-ছল নহে ইহা?

হনু। রামদাস, নেহার জননি!
হনুমান নাম মম,
লঙ্ঘি পারাবার, আসিয়াছি তব অন্বেষণে।
যদি মাতা, না হয় প্রত্যয়,
হের এই নিদর্শন—(অঙ্গুরী প্রদান)

সীতা। কোথা মোর কমললোচন?
কহ কহ রামের সংবাদ!

হনু। মাতঃ! অরিপুরী,
উচ্চভাষে নাহি কহ।
দীননাথ, বিরহে মলিন,
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান।

সীতা। বাছা, পুত্রহীনা, পুত্র তুই মোর;
রণে বনে পার্ব্বতী রাখিবে তোরে,
মোর বরে হও রে অমর;
কহ বাছা, কেমনে রে পাইব নিস্তার?

হনু। গেছে বহু দিন, অল্প দিন আছে আর;
নিদর্শন দেহ মা জানকি,
দিব লয়ে শ্রীরামের কাছে,
বার্ত্তা পেলে আসিবে কটক।

সীতা। যাও বাছা, বিঘ্ন নাশ হোক তোর!
লহ এই নিদর্শন—(মণি প্রদান)

হনু। রহ নিশ্চিন্ত জননি,
স্বর্ণ-লঙ্কা শীঘ্র হবে খার।
সুগ্রীবের সেনা, গণনা না হয় তার;
শীঘ্র আসি বেড়িবে চৌদিকে।
যাইতে যাইতে ফিরিয়া
মাতঃ! ভক্ষ্যদ্রব্য আছে না কি কিছু?

সীতা। হায় বৎস!
অরিপুরে কি কোথা পাইব?
রক্ষঃ-দ্রব্য স্পর্শ নাহি করি;
কালি ফল হেথা সরমা আনিল,
লও যদি হয় মন। (আম্রপ্রদান)

হনু। ক্ষুধার্ত্ত মা পুত্র তোর,
রাক্ষসের ফলে নাহি দোষ,
দে মা, যেতে হবে সাগরের পার।
[ফল লইয়া হনুমানের **প্রস্থান।**

সীতা। কত কথা ভাবিনু বলিব,
সকলি ভুলিনু,
রামদূত গেল চলি;
আসিবে অসংখ্য সেনা!
আছে বড় বড় বীর লঙ্কাপুরে,
ভস্ম হবে শ্রীরামের বাণে;
কিন্তু হায়, দুস্তর সাগর
কেমনে তরিবে রাম?
নিস্তারিণি, নিস্তার কর মা তারা,
কাঁদিতে না পারি আর।
আছি মা গো, চেয়ে পা দু'খানি।
দুরিতবারিণি, আশা পূর্ণ কর মোর,
এ দুরাশা পূরিবে কি মা আমার,
রামে পুনঃ পাব দেখা?

হনুমানের পুনঃ প্রবেশ

হনু। মাতা অপূর্ব্ব এ ফল!
আরো না কি আছে কিছু?
চেড়ীগুলো কোথা রাখে ফল?
সীতা। আছে ফল অমৃত-কাননে;
রক্ষা করে সতর্ক প্রহরী।
হনু। কি বল, কি বল মাতা?
অমৃত-কানন!
কোন্ দিকে—বল গো জননি?
সীতা। বাছা!
অমৃতকাননে যাইতে ক'র না সাধ,
বিবাদ বাধিবে,
কার্য্য নষ্ট হবে তোর।
হনু। কহ মাতা, কোন দিকে?
বিবাদ কি করি,
গোটা দুই লব কুড়াইয়া।
জিজ্ঞাসায় নাহি প্রয়োজন,
অমৃতকানন খুঁজিয়া লইব আমি।
চোর সম কি হেতু আসিব, যাব?
এ লঙ্কা আমার,
উগ্রচণ্ডা দেছে মোরে।
আহা, এখানে অমৃত-বন!
সীতা। ব'লো হনুমান,
আছে প্রাণ চরণ দেখিতে!
হনু। ভুলে যাব অধিক শুনিলে,
প্রাণ আছে অমৃতকাননে।
[হনুমানের প্রস্থান।
সীতা। হায়, আসিলে দুরন্ত চেড়ীগণে,
কাঁদিতে না দিবে আর;
লুকাইয়ে করি গে রোদন।

চেড়ীগণের প্রবেশ ও গীত

মিশ্র—দাদ্‌রা

দুটি সাধ রইল মনে,
একটি যাব ঈশেন কোণে,
আন্‌বো মাসীর পড়া মিশি।
আর একটি রইলো ব্যথা,
পুর্‌বে যবে তবে কথা;
পেলে পর মনের মতন,
নিরিবিলি পালি নিশি।
থাকি সই, রাত-উপোসী,
কই নে বেশী একলা বসি;
চ'লে যাই দেশে বিদেশে,
নে যায় যদি কেউ বিদেশী।

১ চে। কোথা গেল সীতা?
২ চে। খোঁজ খোঁজ, মরে না বালাই।
১ চে। ও মা, এখানে নুকিয়ে ব'সে কাঁদ্‌চেন!
দেখ্ ছুঁড়ি! ভজ রাজায়,
নইলে সারি এক ঘায়।
সীতা। কোথা রাম কমললোচন,
মরি নাথ, রাক্ষসীর হাতে।
হা মাতঃ কৈকেয়ি,
রঘুবধূ কি দশায়—দেখ গো আসিয়ে!

ত্রিজটার প্রবেশ

ত্রিজ। ও লো, সর্ব্বনাশ হলো;
ও লো, সর্ব্বনাশ হলো!
ও লো, অক্ষয়কুমার ম'লো!
ও লো, অক্ষয়কুমার ম'লো।
সকলে। কি বল, কি বল,
ডাক ছেড়ে কাঁদি গে চল,
ডাক ছেড়ে কাঁদি গে চল।
[সীতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
সীতা। এ কি,
অকস্মাৎ হাহাকার রব চারিদিকে।
ঘোর সিংহনাদে চলে রণে রক্ষঃ-সেনা,
সুগ্রীব-কটক আসে কি বেড়িতে পুরী?

সরমার প্রবেশ

সরমা। শুন শুন জনকনন্দিনি!
আসিয়াছে বানর দুর্জ্জয়,
কহে রামদাস, হনুমান্ নাম তার;
ভাঙিয়াছে অমৃতকানন,
অগণন রাক্ষস-সংহার
করিয়াছে মহাশূর;
পড়িয়াছে অক্ষয়কুমার রণে।
এস দেবি!
চেড়ীগণে গেছে সবে মন্দোদরীপুরে,
লয়ে যাই মমাগারে;
কাঁদে রাণী পুত্র-শোকে!
সীতা। যথা যাই তথা হাহাকার।
[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-কক্ষ

রাব। স্বপ্ন সম হয় অনুমান,
পড়িয়াছে অক্ষয়কুমার!
পঞ্চানন আপনি কি কপিরূপে?
হতমান দেখি একে একে;
ভগিনীর নাসিকা ছেদন,
পড়ে দূষণ ত্রিশিরা খর,
মায়াধর মারীচ বিনাশ।
আজি মহাত্রাস লঙ্কাপুরে,
বন্যপশু প্রকাশে বিক্রম একা,
যোঝে রণে ইন্দ্রজিৎ,
এতক্ষণ জয়বার্ত্তা নাহি শুনি!
কামরূপী কে এল এ কপিবেশে?
আপনি যাইব রণে।—

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ

ইন্দ্র। পিতঃ,
বহুশ্রমে বাঁধিয়াছি দুর্জ্জয় বানরে!
পিতঃ, তব চরণ-প্রসাদে,
করিয়াছি অনেক সংগ্রাম,
কভু জীবনসংশয়
হয় নাই মোর রণে।
আজি পশুর বিক্রমে
মানিলাম পরাজয়,
শিক্ষাগুণে বেঁধেছি বানরে;
ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ি,
বন্দী করিয়াছি অরি।
স্বর্গরণে তূণে ছিল বাণ,
প্রাণভয়ে এড়িলাম কপির সমরে:
বদ্ধ বীর ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশে।
কি কহিব বিক্রম তাহার,
পর্ব্বত-শিখর শর চালে অনায়াসে,
গ্রাসে রণে অগ্নিময় বাণ,
না হয় সন্ধান, কোথা হ'তে যুঝে বলী;
গগন ছাইয়ে,
বরষিল পর্ব্বত পাষাণ তরু।

হনুমান্‌কে লইয়া সকলের প্রবেশ

রাব। সত্য পুত্র, বীর-অবতার:
বীর-ব্যবহার করিব উহার সাথে:
ছেড়ে দিব সত্য যদি বলে।

হনুমানের প্রতি

বুঝিলাম বীর তুমি,
কিন্তু এবে বন্দী মম;
কহ সত্য,
কোন্ প্রয়োজনে আসিলে এ লঙ্কাপুরে?

হনু। লঙ্কেশ্বর!
বন্দী আছি রামের চরণে,
বন্দী আর নহে কার।
রামদাস, সুগ্রীবের অনুচর,
নাম হনুমান্,
আসিয়াছি সীতা অন্বেষণে।

রাব। ভাল রামদাস!
ফিরে যাবে দেশে,
হেন আশা কর তুমি?

হনু। অল্প ক্ষতি করেছি তোমার;
আর' কিছু রাক্ষস-সংহার,
আছে সাধ মনে মনে।

রাব। মন-সাধ রবে মনে মনে।
শীঘ্র বধ দুরাচারে।

বিভী। মহাশয়,
দূত-বধ উচিত না হয়।

রাবণ। যুক্তি রাখ বিভীষণ,
অলক্ষণ গাহিতেছ বহু দিন।

ইন্দ্র। পিতঃ!
অস্ত্রে নাহি কপির সংহার,
অস্ত্র নাহি বিন্ধে গায়।

রাব। ভাল,
অগ্নি জ্বালি পোড়াও বানরে।

[হনুমান্‌কে লইয়া সকলের প্রস্থান।

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। প্রাণনাথ, এত মনে ছিল হে তোমার।
কোথা কুমার আমার?
দেখ নাথ, নহে নহে আশ্চর্য্য ঘটন,
নর-কপি সংমিলন:
অগ্নিশিখা আনিয়াছ ঘরে,
জ্বলিবে সকল পুরী!

দূতের প্রবেশ

দূত। পাশমুক্ত হয়েছে বানর,
অগ্নি দেয় ঘরে ঘরে।

রাব। কি বলিস্—বধিব কপির প্রাণ।

[রাবণের প্রস্থান।

সুর্পণখার প্রবেশ

সুর্প। ও লো, আমায় নিয়ে মরে লো,
আমায় নিয়ে মরে;
আগে আগুন দেছে আমার ঘরে লো,
আগে আগুন দেছে আমার ঘরে।
মন্দো। লো, কালসাপিনি,
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আগুন জ্বালালি তুই।
[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

অশোক-কানন

সরমা ও সীতা

সর। ব'স দেবি, অশোক-কাননে,
অগ্নি দিবে ঘরে ঘরে।
শুন, অগ্নি গর্জ্জে ঘোর নাদে,
উগ্রচণ্ডা-জিহ্বা সম,
উঠে শিখা লক্ লক্;
ধুম্রাকার!
প্রলয়ের ঘন যেন উঠিছে আকাশে!
দেখি কিবা হয় পুরে।
[সরমার প্রস্থান।
সীতা। অগ্নিদেব, রক্ষা কর রামদাসে!
পবিত্র পাবক!
সীতাবাক্য মিথ্যা নাহি কর;
ভিক্ষা দেহ কপির জীবন।
নিস্তারিণি, নিস্তার' মা হনুমানে।

হনুমানের প্রবেশ

হনু। মাতঃ, রণজয়ী পুত্র তোর আজি,
দিছি অগ্নি প্রতি ঘরে ঘরে।
যাব এবে সাগর লঙ্ঘিয়ে,
আশীর্ব্বাদ কর মাতা।
সীতা। ধন্য ধন্য তুমি মহাবীর!
বাছা, ব'ল রামে—দেখিলে যেমন;
ব'ল দেবর লক্ষ্মণে,
কাঁদে সীতা অশোক-কাননে।
সুগ্রীব রাজারে জানাও মিনতি মোর,
অন্য বীরগণে ব'ল
কাঁদে অনাথিনী নারী।
হনু। মাতঃ, প্রণাম চরণে।
[হনুমানের প্রস্থান।
সীতা। দেখি কত দূর যায় রামদূতে।
[সীতার প্রস্থান।

ক্রোড় দৃশ্য

অন্তরীক্ষ

ব্যোমচর

পঞ্চম—ত্রিতালী

ব্যোম— গীত
ঘোর রোলে চলে, রুদ্র কপীশ্বর;
উথলে সাগর, কম্পিত ধরাধর।
মেঘে মিলায় কায়, পবন-গমনে ধায়,
রামদূতে নমঃ, প্রহরী ব্যোমচর।

নবম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত

রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্বুবান, নল, নীল ইত্যাদি

রাম। শুন মিত্র,
মিলায় আতপতাপে জানকী আমার,
এত দিনে সে নিধি হরেছে বিধি;
ছার প্রাণ আর না রাখিব!
ভাই রে লক্ষ্মণ,
অনলে কি তাপ এ অধিক।
সুগ্রী। প্রধান সামন্ত সবে গিয়েছে দক্ষিণে,
তব কার্য্যে দৃঢ় হনুমান্,
অবশ্য আনিবে প্রভু, সীতার বারতা।
রাম। মিছা মিত্র প্রবোধ আমারে!
এল কপি ভুবন ভ্রমিয়া,
সীতা না পাইল দেখা,
এত দিনে জানকী ত্যজেছে প্রাণ।
(নেপথ্যে)।—জয় রাম!
লক্ষ্ম। মহানাদে আসে সেনাগণে,
আনিয়াছে সীতার সংবাদ।

হনুমানের প্রবেশ

হনু। জয় রাম!
লহ নিদর্শন রঘুনাথ!
রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ! জানকীর মণি এই,—
হা সীতা!

লক্ষ্মণ। কহ হনূমান!
জীবিত কি মাতা?
হনু। নিরাপদে অশোক-কাননে—
মলিনা রাঘব বিনা।
লক্ষ্মণ। বীর, দেহ আলিঙ্গন তুমি মোরে,
আজি হ'তে সহোদর তুমি মম।
ধন্য ধর রামদাস নাম!
হনু। প্রভু, নফর তোমার।
রাম। হনূমান, আয় কোলে!
নাহি রত্ন—কি দিব তোমারে!
হনু। ধন্য এ বানর-দেহ।
রেখো প্রভু শ্রীচরণে।
সুগ্রী। হনূমান্, ভার তব হয় নি পূরণ;
তোমার প্রসাদে
সত্যে আমি হব পার।
চল সবে সাগরের কূলে,
আজই যাব লঙ্কাপুরে।
সকলে। জয় রাম!

যবনিকা পতন

নল-দময়ন্তী

(পৌরাণিক নাটক)

[১লা পৌষ, ১২৯০ সাল ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।]

পুরুষ-চরিত্র

নল (নিষধরাজ)। পুষ্কর (রাজভ্রাতা)। বিদূষক (রাজসখা)। ভীমসেন (বিদর্ভরাজ)। ঋতুপর্ণ (অযোধ্যারাজ)। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কলি, দ্বাপর, রাজাগণ, সারথি, মন্ত্রী, দূতদ্বয়, রক্ষী, ব্যাধদ্বয়, মুনি, গ্রামবাসী ও নাগরিকগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

দময়ন্তী (বিদর্ভ-রাজকন্যা ও নলের স্ত্রী)। রাজমাতা (চৌদিনগরের রাজমাতা)। সুনন্দা (চৌদিনগরের রাজকন্যা)। রাণী (ভীমসেনের স্ত্রী)। সখিগণ, অপ্সরাগণ, ব্রাহ্মণী, জনৈক বৃদ্ধা ও ধাত্রী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

নল ও বিদূষক

নল। সখা, হের বন উপবন সম,
নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী;
বহে বায়ু ধীরে ধীরে মকরন্দ বহি,
দোলে ফুল সোহাগপরশে;
সরস কুসুমে রসায় ঋষির মন।
তাহে কুহুতান মত্ত করে প্রাণ;
রম্য স্থান হেথা—ক্ষণ করহ বিশ্রাম।
সখা, সখা—

বিদূ। কারে কহ মহারাজ?
যে হিঁড়িক্ টান—
সখা তব করেছে পয়াণ;
আর কোথা পাইবে সখারে?
বাবা! রথ চলে এত বেগে?
দিব্য করি,—ক্ষুধায় যদ্যপি মরি,
আর মিষ্টান্ন অদূরে থাকে,
তবু তব রথে না যাব কখন।
আর কারে বলি?
রাজার পিরীত কিছু ভুতুড়ে ধেতের;
মনে পেলে পিরীত ঝাঁপিয়ে ওঠে।
ভাল মহারাজ,
কখন' কি করিনি পিরীত?
দেখিনি ত এ বেতর ঢঙ!

নল। বর্ব্বর, দেখ কি অতুল শোভা;
চিনিয়াছ মিষ্টান্ন কেবল!

বিদূ। আর মহারাজ চিনেছেন নবঘাস!

নল। (স্বগত) তর তর পত্র যথা প্রভাতসমীরে,
প্রাণ কাঁপে নিরন্তর,
দুখসুখমাঝে আশা দোলায় আমায়।
আরে মন! রত্ন কার করে আশা?
ত্রিভুবন রত্ন করে আকিঞ্চন।
স্বয়ম্বরে যাব—লজ্জা পাই পাব—
বারেক দেখিব,
নয়নে শ্রবণে বিবাদ ঘুচাব।
এ জীবনে কি বা পাব?
দেখিব সে কল্পনা-প্রতিমা।
হায়!
কেন মনে হয় সে আমায় ভালবাসে?

বিদূ। মহারাজ, ভাণ্ডাও আমায়?
ঠেকিয়াছ পিরীতের দায়।
জানি আমি—আমার ত গেছে দিন।

নল। দেখ সখা!—ব্যাকুল ভ্রমর
গুঞ্জরি জানায় মনোজ্বালা;
মুদিত নলিনী ফিরে নাহি চাহে আর;
এ কি—এ কি কঠিন ব্যাভার!
দেখ সখা, নিরাশায় ভ্রমরা ফিরিল!

বিদূ। এইটুকু নূতন কেবল!
আমি যবে ব্রাহ্মণীরে দেখি—
ঐ কড়া শ্বাস, ঐরূপ উপর চাউনি—
মিষ্টান্ন পাইলে
হয় ত বা রয়ে গেল গোটা দুই!
কিন্তু,
ভ্রমর এল কি গেল কখন' দেখিনি।
মহারাজ, কেঁদে ফেল;

আমি ব্রাহ্মণীকে দেখে কে'দে তবে বাঁচি,
তবে ক্ষুধা হয়!
নল। সখা, সত্য কহি—
নলরাজা নহি আমি আর;
ছি ছি, কত করি মন বুঝাইতে নারি,
রাজ্য ধন মান নাহি চাহে প্রাণ।
ক্ষত্রিয়ের প্রাণের সুসার
বীর্য্য বল কাজ নাই আর,
প্রাণ তৃষিত আমার—
দাবানল দহে সদা।
সে প্রমদা আমারে কি চাবে?
সে রতন ত্রিভুবন করে আকিঞ্চন:
কোন্ গুণে পাব তারে?
যাব—যাব স্বয়ম্বরে;—
আর লাজে বাধে কি বা?
বিদু। কোথা যাও? একে ঘোর সন্ধ্যা—
তায় এই সোমত্ত বয়েস, রাজা—
তায় পিরীত হ্যাঙগামে!
একা কেন ঘাটে ব'সে খাবে জল?
মহারাজ, চল, বিলম্ব ক'র না:
জান ত মৃগয়া ক'রে
বনে মিষ্টান্ন না মেলে,
যতদূর পদ্মের ডাঁটায় হয়।
নল। দেখ সখা, কিবা দীপ্তি অকস্মাৎ
খোলে জলে মুদিত নলিনী!

পদ্ম হইতে দেববালাগণের আবির্ভাব ও গীত

ইমন্-বেহাগ—একতালা

হায় রে হায়! প্রেমিক যে জন
সে কেন চায় ভালবাসা?
দিলে নিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেমপিয়াসা!
প্রেমে চায় ভালবাসি,
পরাব না, পর্‌বো ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনা-বেচা,—
ভালবেসে পুরায় আশা!

নল। (স্বগত) সত্য, কেন প্রাণ চাহে বিনিময়?
সঙ্গীতের ছলে
দেববালা দেন উপদেশ।
আশা নাচায় কাঁদায়:
আর ছলনায় ভুলিব না:—
আশা দিব বিসর্জ্জন।
পরি প্রেম-ফাঁসি হইব সন্ন্যাসী,
ভালবেসে আশা মিটাইব।

দেববালাগণের গীত

সিন্ধুড়া-খাম্বাজ—একতালা

প্রাণে যার সয় না ব্যথা,
সে কেন কয় প্রেমের কথা?
প্রেমে দিন যাবে কে'দে—
প্রেমিক যে জন সে ত জানে;
প্রাণ দিতে যে জানে পরে,
বিচ্ছেদের ভয় সে কি করে?
বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে—হৃদয়-চাঁদে হেরে ধ্যানে!
যে আপনা হারে, চায় সে কারে?
সাধের ফাঁসি খুল্‌তে নারে!
প্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পূজে,
ব্যথা কি তার থাকে প্রাণে?

জলমগ্ন হওন

নল। (স্বগত) সত্য, আমি ভালবাসি;
আমি প্রাণ দিছি তারে;
তবে দানে কেন চাই প্রতিদান?
সুস্থ হয় প্রাণ,
যদি আশা করি বিসর্জ্জন।
কিন্তু, মরাল-বচনে মনাগুনে জ্ব'লে মরি!
সে চায় আমায়—
ব'লে গেছে স্বর্ণ-বিহঙ্গম।
চায় বা না চায় দেখি পরীক্ষায়।
দে'খে যাব—কোন্ ভাগ্যধরে
আদরে সে রমণীরতন।
(প্রকাশ্যে) সখা, সখা! এ কি ভাব তব?
বিদু। হায়! আমি গরীব ব্রাহ্মণ—
কেন ঠেকিলাম রাজার পিরীত-দায়?
নল। সখা, সখা! আচ্ছন্ন কি হেতু তুমি?
বিদু। রস', তুমি মহারাজ;
কর দেখি অঙ্গুলী দংশন,—
দমা ধ'রে গেছে বুকে;
বাবা দুদুবার!
মহারাজ, তোমার এ প্রেমের হিড়িকে
যে কারুর প্রাণ বাঁচে,
এমন ত বোধ হয় না।
ঘরে ব'সে কোথা পেলে রাক্ষুসে প্রণয়?
রাক্ষসী নিশ্চয়!
বনে একা পেলে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

নল। সখা,
অনুমানে জ্ঞান হয় দেবকন্যাগণ।
বিদূ। তোমার প্রেমের চোটে
পদ্ম ফেটে দেবকন্যাগণ এলো বনে!
নিশ্চয় রাক্ষসী; ইচ্ছা যদি, রহ রাজা,
আমি—সোঁদা ব্রাহ্মণের ছেলে—
এ সাঁজে হেথা নাহি রব!
নল। যাও সখা, কহ গিয়ে সারথিরে—
অশ্বগণে দেয় তৃণ-পানি;
এ কাননে করিব বিশ্রাম আজি।
বিদূ। রাজা-রাজ্‌ড়ার খেলা—
পালা, বামুন, পালা।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র, বরুণ, যম ও অগ্নির প্রবেশ

ইন্দ্র। জয় হ'ক্ মহারাজ!
নল। তেজঃপুঞ্জ মূরতি সুন্দর—
পুরুষ-প্রবর,
কেবা তুমি সম্ভাষ কাননে?
পরিচয় দেহ মোরে,
কহ মহাজন! কিবা প্রয়োজন
সাধিবে তোমার দাস?
ইন্দ্র। শুন মহামতি! আমি—দেবরাজ;
মায়াবন করিয়া সৃজন
আসিয়াছি ধরামাঝে।
নল। সফল জনম মম;
বহু পুণ্যে পাইলাম দরশন।
ইন্দ্র। আসিয়াছি বড় আশে তব পাশে,
কর সত্য, ওহে সত্যবান্,—
কৃপাবান্ হবে মম প্রতি?
নল। মিনতি কি হেতু, দেব? আজ্ঞাবাহী দাসে
যেবা আজ্ঞা হয়,
প্রাণপণে সাধিব নিশ্চয়;
দেবরাজ! আদেশ কিঙ্করে।
ইন্দ্র। যার তরে যাও স্বয়ম্বরে,
তারে হেরে মদনে পীড়িত মম প্রাণ!
হেরি সে রূপ-মাধুরী
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি;
ইন্দ্রত্ব যদ্যপি মম যায়—
ক্ষতি নাহি তায়—
নারি নরকায় রহি তারে লয়ে সুখে!
কিন্তু, সুলোচনা তোমা বিনা
অন্য জনে না হেরে নয়ন-কোণে;
হংস-মুখে তব বার্ত্তা শুনি
আছে তব ধ্যানে;—
নলরূপ নিয়ত নয়নে জাগে!
তাই, মহাশয়, চাই তবাশ্রয়—
দূত হয়ে যাও তার বাসে;
বরিতে আমায় বুঝাও বালায়;
শচী হ'তে রাখিব আদরে,
ব'ল তারে;—স্মর-শরে জরজর তনু;
ব'ল—দেবরাজ কিঙ্কর হইতে চাহে।
অগ্নি। আমি—অগ্নি, শুন হে ভূপাল,
কি জঞ্জাল করিয়াছি তারে হেরে!
যদি ইন্দ্রে নাহি বরে, ব'ল মোর তরে;
মন্মথের শরে মন নিপীড়িত মম!
ইন্দ্র। বরুণ, শমন
হের, আশীর্ব্বাদ জানায়, রাজন্!
আসিয়াছে দময়ন্তী-আশে।
আছি চারিজন—যারে ইচ্ছা—করুক বরণ!
দৌত্যকার্য্য কর মহারাজ।
নল। শুন দেবগণ!
দেব-কার্য্য করিব সাধন;
যাব আমি দূত হয়ে;
কিন্তু বালা রহে অন্তঃপুরে,
সতর্ক প্রহরী সদা ফিরে,
কি উপায়ে দেখা পাব তার?
ইন্দ্র। দেব-মায়া ঢাকিবে তোমারে—
অদৃশ্য পশিবে, রাজা!
হেথা পুনঃ দেখা পাবে মো সবার।

[দেবগণের প্রস্থান।

নল। (স্বগত) আরে, সত্যঘাতী মন!
কেন হও বিচঞ্চল?
উচ্চ শিক্ষা শিখ রে হৃদয়,
পর-সুখে হ'তে সুখী;
দুর্ল্লভ রতন,
পার যদি, যত্নে কর দেবে সমর্পণ,
বিসর্জ্জন কর রে লালসা;
দেবরাজ ইন্দ্র যাহে চায়,
সে সুধায় নরে কোথা পায়?
দেবাঙ্গনা মিলাইব দেব-সনে;
আরে রে অবোধ মন!
যদি ভালবাস,
সুখে তার কি হেতু অসুখী তুমি?

শচী সনে রবে ইন্দ্রাসনে—
কি হেতু অসুখী হও?
ছি! ছি! দুর্নিবার নয়নের ধার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দময়ন্তী ও সখিগণ

দম। হেরিলাম সুন্দর মরাল
সরোবরে ভাসে কুতূহলে;
স্বর্ণ-পাখা হেরি মনোহর;
ধাইলাম ধরিতে সত্বর;
বক্রগ্রীবা মাণিক-নয়নে
চাহিল কাঞ্চন-বিহঙ্গম;
নরস্বরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল;—
"নলরাজ পাঠাইল মোরে;
তোর তরে ভূপতি উদাস!
দময়ন্তী ধ্যান জ্ঞান তাঁর!"
সখি! মুগ্ধপ্রায় কতই শুনিনু;
দু'নয়ন ভাসিল সলিলে;
ছলে পুনঃ কহিল সুবর্ণ-দূত;—
"দেহ লো যুবতি! বারি-বিন্দু দুটি তোর;
যত্নে দিব নলের নিকটে;"
উন্মত্তের প্রায়,
লাজ খেয়ে কতই কহিনু;
চাহিল অঙ্গুরী—পুত্তলির প্রায় দিনু;
দেখিতে দেখিতে উড়িল সে মায়াবী মরাল।
বুঝি মন্মথের অনুচর পাখী;—
ললনায় কাঁদায় মদন!
সখি! সখি! কে আগে জানিত,
দাসী হ'তে চায় প্রাণ?

সখিগণের গীত

অহং-কানেড়া—পোস্তা

প্রাণে প্রাণ পড়লো ধরা
ব'লে গেল সোনার পাখী;
প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা,
চখে চখে রইল বাকী।
নয়নকোণে চাইবি যত,
বাণ খাবি বাণ হান্‌বি তত,
নীরবে প্রাণের কথা,
আঁখি সনে কবে আঁখি।

দম। সখি, বুঝ না বুঝ না প্রাণের বেদনা—
তাই রঙ্গ কর কত!
প্রাণ দি'ছি নলে, নল মম প্রাণনাথ;
ভেবে মরি,—
স্বয়ম্বরে যদি তাঁরে নাহি হেরি।
সখি, সত্য কি কহিল পাখী?
সখী। সখি! সত্য মিথ্যা বুঝ মনে মনে;
পদ্ম-আশে ভ্রমরা আপনি আসে,
ভৃঙ্গ কেন না আসিবে তোর?
যার তরে কাঁদে যার প্রাণ,
সে কাতর তার তরে।
দম। সখি, দেখ—দেখ আসিছেন নলরাজা!
সখি! এসেছে রতন, করহ যতন,
আমি ত আপনহারা:
নিত্য হেরি যে বদন ধ্যানে,
দেখ লো, নয়নে—
সম্মুখে সে নিরুপম ঠাম!
সখি, ধর,—ধর, কাঁপে লো অন্তর মোর।

নলের প্রবেশ

১ সখী। মহাশয়, দেহ পরিচয়;—
অকস্মাৎ, কে তুমি উদয়, দেব,
রমণীমাঝারে?
নল। নল নাম—শুন সুলোচনে!
দেবরাজ-আদেশে এসেছি,
দেব-বলে পশিয়াছি অন্তঃপুরে,
কেন রাজবালা উতলা আমারে হেরে?
আমি দেব-দূত—দাস তাঁর।
দম। নাথ, কি বল,—কি বল? আমি দাসী,
তব আশে রাখি প্রাণ।
নল। ভদ্রে, দেব-কার্য্যে মম আগমন;—
ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন,
তব প্রেম করি আকিঞ্চন,
পাঠাইল হেথা মোরে,
মন চাহে যারে, বর তারে, বরাননে,—
দেবের বাঞ্ছিত তুমি;—
এ সুধার নর নহে অধিকারী!
দেবরাজে যদি, সতি, ভজ,
রবে শচী হ'তে আদরে, সুন্দরি!
অগ্নি বা বরুণ, যম—
যারে মালা করিবে অর্পণ—
যতনে সে রাখিবে তোমারে।

দম। প্রভু, কি কথা দাসীরে বল?
নহি দ্বিচারিণী;
হংস-মুখে শুনি তব পায়ে দিছি প্রাণ;
তুমি,—প্রাণনাথ;
আশ্রিতে হে কর না আঘাত;
আমি নারী, বাঞ্ছা করি নরে,
না চাহি অমরে;—
নল মম হৃদয়ের রাজা।
যদি প্রভু, নিদয় হইবে,
নারী-বধ লাগিবে তোমারে!
দেবদূত, কহ গিয়া দেবগণে—
পিতাসম গণি চারি জনে;
যাচি শ্রীচরণে—নল স্বামী হয় মোর।
প্রাণসখা, স্বয়ম্বরে দিও দেখা;
নহে, তখনি ত্যজিব প্রাণ;
নল বিনা আমি আর কার?
তুমি হে আমার;
প্রাণেশ্বর, কেন ছল কর?
ছলে প্রভু, ভুলাতে নারিবে;
স্বামি! পত্নীরে ঠেলো না পায়!
নল। (স্বগত) আরে হীনবল প্রাণ।
নারীর বচনে হইতেছ বিচঞ্চল?
(প্রকাশ্যে) শুন সুলোচনে!
যদি ভালবাস,
ভালবাসা চিরদিন রবে;
সঁপি কায়, পূজা কর দেবতায়
আপনায় দেহ বলি।
দেব-কার্য্যে নরে ধরে দেহ।
দেব-কার্য্যে আসিয়াছি সুবদনি;
দেব-কার্য্যে যাচি জানু পাতি,—
দেবে কর দেহ দান;
তব আত্ম-বিসর্জ্জন
জগজ্জন করিবে কীর্ত্তন।
শুন, বরাননে, সুখ তুচ্ছ গণি,
দুখে সুখ শিখ মোর তরে;
আমিও কেঁদেছি, কাঁদিয়ে শিখেছি;
কেঁদে কেঁদে হব সুখী!
দম। প্রভু, কি দিয়ে করিব দেব-পূজা?
দেহ, প্রাণ—কিছু আর নহে মোর,
দেবগণে সাক্ষী করি কহি—
সকলি হে দিয়েছি তোমায়;
জানি, নাথ, তুমি হে আমার;

দানে তব নাহি অধিকার।
ধর্ম্মপত্নী আমি তব;
দেহ মোরে পতি-পূজা-উপদেশ;
কহ নাথ, স্বয়ম্বরে দিবে দেখা?
নল। দেব-দূত—দাস-কার্য্যে নিযুক্ত
কল্যাণি—
এবে আমি নহি ত স্বাধীন;—
অঙ্গীকার কেমনে করিব?
দম। প্রভু, ছেড়ে যাবে ভেবো না কখন;
সতী পায় পতি-দরশন—
দেবতা মিলায় আনি।
যেতে চাও যাও হে নির্দ্দয়,
দাসী পদ কভু না ছাড়িবে।
দেবগণে পিতাসম গণি!
নল। যাই, সুলোচনে,
দেবগণে দিই গিয়ে সমাচার।
দম। দেখা দিবে স্বয়ম্বরে—
নল। না পারিব দেবাদেশ বিনা।
[নলের প্রস্থান।
দম। দিয়ে নিধি, কেন বিধি, হও প্রতিকূল?
ছি! ছি! ধিক্ নারীর জীবন!
সাধিতে কাঁদিতে দিন যায়;
যারে প্রাণ চায়—সে আমারে ঠেলে পায়;
তবু প্রাণ তত কাঁদে তার তরে।
আরে! আরে! এ প্রাণের তরে
লজ্জাহীনা কত আর হব?—
কতই সাধিব?—
ছি! ছি! প্রাণ,
বার বার কত হবি অপমান?

সখিগণের গীত

গারা-ঝিল্লা—একতালা

আগে কি জানি বল,
নারীর প্রাণে সয় হে এত?
কাঁদাব মনে করি; ছি! ছি! সখি,
কাঁদি কত।
সাধ করি—সে সাধ্‌বে এসে,
প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে;
লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে,
অপমান আর সব কত?
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

বিদূষক ও সারথি

বিদূ। শুন, হে সারথি,
ব্রহ্মহত্যা যদি নাহি চাও—
যথা পাও মিষ্টান্ন আনিয়া দাও।
মরুভূমি বিদর্ভ-নগর,
সারা দিন কিছু খাই নাই;
দেখ, হ'ল প্রায় সূর্য্যোদয়,
বাল্যভোগ গিয়াছে চিতায়;
ভূতে পেয়ে রাজা প্রেম খায়,
ঝোপে ঝোপে রজনী কাটায়;
আমি, বল, কেমনে সামাল দিই?
রঙ্ বেরঙা পিরীত,
দেখেছি ত যথোচিত;
বলি, ও সে হ্যাঙগামে আমি ত প'ড়েছি;
কবে ভোজন ভুলেছি বল?
রাজার এ নয় ত পিরীত,
পেত্নীতে পেয়েছে নিশ্চয়;
ঐ দেখ, ছেমোচাপা ছম্‌ছমে আসে রাজা!

নলের প্রবেশ

মহারাজ, তব পিরীতের দায়,
ব্রাহ্মণের প্রাণ যায়;—
কে যেন কাহারে বলে?

নল। আরে রে বাতুল, কি জানিবি,
কি বেদনা মর্ম্মস্থলে মোর?
সূত! যাও, অশ্বগণে কর গে সংযত—
আজি যাব নিষধ-নগরে;
(স্বগত) না, না—
যাব স্বয়ম্বরে, বারেক দেখিব তারে;
(প্রকাশ্যে) রহ প্রস্তুত, সারথি,
আজ্ঞামাত্র পাই যেন রথ।

[সারথির প্রস্থান।

(স্বগত) আহা সরলা ললনা।
দেবের ছলনা কেমনে বুঝিবে বালা?
ফে'লে যাব তায়।
প্রাণ আর ফিরিতে কি চায়?
হায়! সে আমারে চায়;—
আমি তার হব,
যাব আমি সভামাঝে;
কিন্তু,
ছলে ভুলে, বরে যদি নল-বেশী দেবে,
কেমনে বাঁধিব প্রাণ?
সভামাঝে হারাইব জ্ঞান,—
উপহাস্য হব লোকে।

বিদূ। মহারাজ, পিরীতের নানান্ ভিরকুটি
জ্ঞাত আছে গরীব ব্রাহ্মণ;
কড়া শ্বাস, ঊর্দ্ধ্ব দৃষ্টি—
এ সব রকম জানা আছে কিছু কিছু।
কিন্তু,
প্রাতে কিছু বেতর রকম।

নল। আরে রে বাতুল,
পরিহাস-সময় এ নয়।

বিদূ। ভাল,
বুঝিলাম তবু জীয়ন্ত রয়েছ, রাজা!
বলি, অত কেন? মালা দিতে হয়, দেবে;
মহারাজ, আমি ত বাতুল,—
বল দেখি, এত কি নলের সাজে?

নল। সখা, নলরাজা নহি আমি আর।
আহা! অশ্রুপূর্ণ লোচন বালার,
সকাতরে প্রণয় যাচিল,
লাজ খেয়ে প্রাণ বিলাইয়ে পায়;
হায় রে নির্দ্দয়!—পলায়ে আইনু আমি;
পুতলির প্রায়
একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল;
নীরব ভাষায়
প্রাণে প্রাণে কহিল আমায়;—
"দেখো নাথ,—রেখো মনে"
আমি অভাজন—
এ রতন বুঝি নাহি পাব!
হেরি, পঞ্চ নল,
উন্মাদিনী বালা কতই কাঁদিবে!
কেমনে নীরব রব?
পরিচয় কেমনে না দিব?
কেমনে বাঁধিব প্রাণ?
আঁখি-বারি কেমনে বারিব?

বিদূ। রাজা,
পঞ্চশরে ব্যাকুল তোমার প্রাণ,—
পঞ্চ নল কোথা পেলে?

নল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন,
চারিজন বসিবেন মোর রূপ ধরি;
তাই ভাবি—স্বয়ম্বরে যাব কি না যাব।

বিদূ। এ তো বড় বাড়াবাড়ি দেবতার।
এ আবদার কেন, রাজা?
নল। দময়ন্তী-আশে আসিয়াছে চারিজন।
বিদূ। মহারাজ, দেবতাদের ত বিলক্ষণ!
যারে তারে প্রয়োজন!
মর্ত্ত্যে এলো মানবী-আশায়!
মহারাজ, কেমনে জানিলে?
নল। কৃপা ক'রে ব'লেছেন তাঁরা মোরে।
বিদূ। আহা, অতুল করুণা
আর কৃপা করি, যাবেন দময়ন্তী ল'য়ে!
মহারাজ, কি দিলে উত্তর?
আমি হ'লে বলিতাম,—
'করুণায় কাজ কি, রতন?'
এই হেতু এত চিন্তা তব?
আমি সভায় চীৎকার ক'রে কব,—
এই নল রাজা,—দময়ন্তি, এস এই স্থানে।
নল। করিয়াছি পণ, নাহি দিব পরিচয়।
বিদূ। মহারাজ, তুমিও রতন!
নাও—কোণে যাও, ঐ ঝোপে ব'সে কাঁদ।
নল। স্বয়ম্বরে যাব কি না যাব, ভাবি;
সভামাঝে নারী যারে অনাদরে,
ধিক্ তার জীবন যৌবন!
প্রাণ যারে উন্মাদ হইয়ে চায়,
অন্য জনে মালা তুলে দিবে—
কত জ্বালা যে জানে সে জানে!
যাব স্বয়ম্বরে, প্রাণে প্রাণে কবে কথা—
সরলা আমারে চায়।

[নলের প্রস্থান।

বিদূ। বাবা, যত বাগড়া রাজার পিরীতে? বেয়াড়া রকম সব; দেখ না, এলেন কি না যম! আমি হ'তেম ত বিলক্ষণ দু'কথা শুনুতেম। বাবা! যমটা যেন কেমন কেমন দেবতা! নামটা মনে হলেই গাটা ছম্ ছম্ করে! দূর হোক্, এবার থেকে সন্ধ্যা না ক'রে আর খাব না। আমার ইচ্ছা করে, ভাল ক'রে মোণ্ডা সাজিয়ে একবার যমকে পুজো দিই, যেই দু হাতে বদনে তোলে—বলি, তবে রে মোণ্ডার ঠেলাটি সামল! বামুনের ছেলে—সন্ধ্যা আহ্নিক কল্লেম বা না কল্লেম, অত ধরো না। যাই, আমিও যাই সভায়;—বড় ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব—ভাণ্ডারটা ঘুরে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাংক

স্বয়ম্বর-সভা

রাজগণ, ভট্টগণ প্রভৃতি আসীন; ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যমের নলরূপে অবস্থান

১ ভট্ট। এ কি স্বয়ম্বরে চারি নলরাজা?

নলের প্রবেশ

২ ভট্ট। হের পঞ্চম উদয় আসি।

রাজা ভীমসেনের প্রবেশ

ভীম। এ কি বিড়ম্বনা?
শুনি মহিষীর মুখে
কন্যা মম চাহে নলরাজে;
এ সমাজে পঞ্চ নল?
হায়!
কেবা করে ছল অবলা বালিকা সনে?

দময়ন্তী ও সখিগণের প্রবেশ

সকলে। আহা, কি মোহিনী ছবি!
দম। এ কি! সভামাঝে পঞ্চ নল?
দেবগণে করিছেন ছল,
ওহে, ধর্ম্ম-আত্মা দেবগণ!
ধর্ম্মরক্ষা কর অবলার;
দেহ সবে নিজ নিজ পরিচয়,
নাহি পারি করিতে নির্ণয়—
নারী আমি;—দেবমায়া কেমনে ভেদিব?
হের, কাতরা নন্দিনী;—
পতি-করে করহ অর্পণ তারে,
প্রাণেশ্বরে দেহ দেখাইয়া;
দেবগণ! দেহ নিদর্শন
যাহে সতী পায় নিজ পতি;
মালা-করে
ধর্ম্ম সাক্ষী করি, কহি সভামাঝে;
নল মম প্রাণেশ্বর!

দেবগণের নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ

প্রাণেশ্বর! মালা পর গলে (মালা দেওন)
নল। প্রাণেশ্বরি! প্রাণ লও বিনিময়ে।
ইন্দ্র। হে কল্যাণি!
তব যোগ্য নলরাজ, নলযোগ্য তুমি;
চারি জনে করি আশীর্ব্বাদ
স্বামি-ভক্তি অচলা রহুক তব;

সতি! ধর্ম্মে তোর রবে মতি,
অলক্ষিত বিদ্যা
দিই যৌতুক স্বামীরে তব।
অগ্নি। হে কল্যাণি! যৌতুক আমার—
অগ্নি বিনা নলরাজা করিবে রন্ধন।
বরুণ। জল পাবে যথা তথা—
নলরাজে করি আশীর্ব্বাদ,—
কল্যাণি! বঞ্চহ সুখে।
যম। প্রাণিবধ-বিদ্যা দিই পতিরে তোমার,
চারুনেত্রে! করি আশীর্ব্বাদ;—
অবিচল-ধর্ম্মে রবে মতি,
হবে পতি-সোহাগিনী।
দম। কিঙ্করীরে অপার করুণা!
নল। ওহে, অন্তর্যামী দেবগণ!
কৃতজ্ঞতা কি ভাষে প্রকাশে দাস?

সখিগণের গীত

সাওন-বাহার—একতালা

কোন্ গগনে ছিল রে এ দুটি চাঁদ?
এল ধরাতলে।
চাঁদে মিলে, দেখ, কত খেলে;
আধ হাসে রে চাঁদ, আধ ভাসে রে চাঁদ,
ভাসে নয়ন-জলে।
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে,
কথা নয়নে নীরবে রে;
পিয়ে সুধা, প্রাণ দোলে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

কলি ও দ্বাপর

কলি। একাদশ বর্ষ করি রন্ধ্র অন্বেষণ!
বৃথা পরিশ্রম—মনোরথ না পূরিল।
ধর্ম্ম-পরায়ণ নল বিচক্ষণ,
নারিলাম প্রবেশিতে শরীরে তাহার;
নাহি অনাচার—
মম অধিকার নিষ্ঠাচার জনে নাহি;
হায়! না দেখি উপায়
ঈর্ষ্যানলে দহে প্রাণ।
ছি! ছি!
কত অপমান সহিলাম স্বয়ম্বরে;
দময়ন্তী যৌবনের ভরে
দেবে অনাদরে!
নলে বরে দেব-সভামাঝে।
কি প্রেম-বন্ধনে আছে দুই জনে;
অবিচ্ছেদ বহিছে প্রবাহ;
অহরহ হেরি' প্রাণে জ্ব'লে মরি;
ভাল—আর দেখিব কয়েক দিন;
নলরাজে যদি নাহি পারি
বৃথা কলি নাম ধরি।
সংসারের অধিকারী হইব কেমনে?
ক্রীড়া-দাসী কুমতি আমার
সতর্ক রয়েছে সদা;
কিন্তু, নলে কোন ছলে না পারে ভুলাতে!
দ্বাপ। দেখ, আর নাহি প্রয়োজন;
দেবরাজ করেছেন নিবারণ,
শুনেছ ত দময়ন্তী নহে দোষী;
স্বয়ম্বরস্থলে,
দেবাদেশে বরিয়াছে নলে;
দেহ ক্ষমা—হিংসি নাহি কাজ।
কলি। ক্ষমা কোথা হৃদয়ে আমার?
কুৎসিত আচার—মম অলঙ্কার,
হিংসা, দ্বেষ—সহচর;
মিথ্যা কথা, নিষ্ঠুরতা—সহায় আমার।
ক্ষমা আমা হ'তে না সম্ভবে;
নিজ কার্য্যে যাও হে দ্বাপর,
আমি নলে না ছাড়িব।
দময়ন্তী গরবের ভরে,
নল বিনা চক্ষে নাহি দেখে কারে।
দ্বাপ। সাধে কি হে, ক্ষমা-কথা আনি মুখে?
আছি যে অসুখে—তোমাকে কি কব আর।
নিত্য যেন নব অনুরাগ—
নল সনে নিত্য প্রেম-খেলা—
হেরি বাড়ে জ্বালা, আর না সহিতে পারি।
এ প্রণয়ে বিচ্ছেদ কি হবে?
কেন তবে বৃথা করি পরিশ্রম?
কলি। হে দ্বাপর!
শক্তি মম অগোচর নহে তব;—
যথা আমার উদয়, ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ সমুদয়;
প্রেম-কথা নাহি রয়,
পিতা পুত্রে অরি;
তীক্ষ্ন খড়্গ ধরি দ্বন্দ্ব করে সহোদরে;

সতী, ত্যজি পতি, উপপতি করে সদা।
কোন মতে পারি যদি পশিতে শরীরে,
অচিরে দেখিতে পাও প্রভাব আমার।
দ্বাপ। ভাল,
আমা হ'তে কিবা তব হবে উপকার?
কলি। অক্ষপাটি হবে তুমি, এই মাত্র চাই।
নল-সহোদর,
পুষ্কর দুষ্কর পাপ-প্রিয়,
প্রভু সম নিত্য মোরে সেবে;
বসিয়া নির্জ্জনে
মনে মনে সাহায্য সে চায় মোর;
আজীবন করে মন,—
নলে দিবে বনবাস;
রাজ্য-আশ পূরাব তাহার;
ত্বরা দেখা দিব তারে।
দ্বাপ। কেমনে জানিলে তুমি
সাহায্য সে চায়?
কলি। চিরদিন হিংসা করে নলে;
কিন্তু, নিজ বুদ্ধি-বলে
কোন কার্য্য নাহি হয় সমাধান।
হতাশ হইয়ে, শূন্য-পানে চেয়ে,
নিত্য কহে,—"কে আছ কোথায়?
দেহ সাহায্য আমায়—
ঈর্ষ্যায় নরকে নাহি ডরি।"
দেখ, দূরে আসে ধীরে ধীরে
হেঁট মুণ্ড, চিন্তায় মগন,
পাপ চিন্তা করে অনুক্ষণ,
এস অন্তরালে,
মন তার এখনি জানিবে!
[উভয়ের অন্তরালে গমন।

পুষ্করের প্রবেশ

পুষ্ক। (স্বগত) এক-মাতৃগর্ভে জন্ম
আমা দোঁহাকার—
আমি পাপাত্মা, পুষ্কর,
উনি পুণ্যশ্লোক নল!
রাজ্যে আর রহা নহে শ্রেয়ঃ,
রাজদ্রোহী ভাবে জনে জনে,
মন্ত্রী হেরে সন্দেহ-নয়নে।
হীনমতি সভাসদ্ পেটুক ব্রাহ্মণ—
কুক্কুর যেমন—সদা পিছে লাগে মোর।

ভাল—রাজ্য ত্যজি যাব;
যাব—কিন্তু হিংসা না ত্যজিব।
হায়! কেহ নাহি সহায় আমার;
প্রজাগণে সুনিয়মে বশ;
মন্ত্রী অতি সতর্ক সুধীর;
সৈন্যগণ সতত প্রস্তুত;
একা আমি কি করিব?
কি সৌভাগ্য তার—
ইন্দ্রের বাঞ্ছিত নারী বরিল তাহারে।
পুণ্যবান্ জগতে আখ্যান;
তৃপ্ত মন—অতুল বৈভব-অধিকারী;
পুণ্যবান্ আমিও হইতে পারি—
সিংহাসন যদি পাই।
হীনপ্রাণ নাহি যাচে আপন উন্নতি।
সন্তোষ—সন্তোষ—
দুর্দ্দশায় সন্তোষ কোথায়?
প্রাণ জ্বলে যায়।
অবস্থার বিনিময় যদি করে নল,
ধর্ম্মবল তবে বুঝি তার।
নহে,
রাজা হয়ে দান যজ্ঞ কেবা নাহি করে?
দেখি কয় দিন আর—
বিনা রণে ভঙ্গ নাহি দিব।

কলির প্রবেশ

কলি। কে তুমি?
কি ভাবে মগ্ন অন্তর তোমার?
কিবা কার্য্য বাঞ্ছা কর!
ত্যজ ভয় না কর সংশয়!
পুষ্ক। চিন্তা কি বা? কে বা তুমি?
শ্রম দূর করি আসি' এ বিজন স্থলে।
কলি। শুন বৎস! ভাণ্ডাও না মোরে।
আমি রে সহায় তোর;
অন্তর তোমার অগোচর নহে মোর;
শুন বৎস! বলি,—ঈর্ষ্যানলে জ্বলি;
কলি নাম খ্যাত চরাচরে,
শুন কথা, ত্যজ মনোব্যথা,
রাজ্যেশ্বর করিব তোমায়;
রাজ্য ত্যজি না কর গমন।
পুষ্ক। (স্বগত) নিশ্চয় মন্ত্রীর চর।

আমি রাজ-সহোদর,—
রাজদ্রোহী নহি।

কলি। শুন, যাহে তব জন্মিবে প্রত্যয়,—
দময়ন্তী-আশে যাই বিদর্ভ-নগরে,
স্বয়ম্বরে করিল সে অনাদর;
দণ্ড তার দিব সমুচিত।
করিব কৌশল,
রাজ্যভ্রষ্ট হবে রাজা নল,
পত্নীসনে বিচ্ছেদ ঘটিবে;
যদি তুমি না হও সহায়,
অন্য জনে করিব আশ্রয়;
বল কিবা ইচ্ছা তব?

পুষ্ক। কায়, মন, প্রাণ
বলিদান এখনি চরণে দিব,
নল যদি হয় রাজ্যচ্যুত।
কহ, মহাশয়!
কিবা কার্য্য চাহ আমা হ'তে?

কলি। অক্ষপাটি উপায় কেবল।
মায়া-অক্ষবলে
রাজ্য ধন জিনে লবে ছলে;
ধৈর্য্য ধর, সুদিন আসিছে তোর—
সয়েছ বিস্তর, রহ আর কয় দিন।

পুষ্ক। আজি হ'তে ক্রীতদাস তব আমি।

কলি। যাও নিজাগারে,
দেখা দিব সুযোগ হইলে।

[কলির প্রস্থান।

পুষ্ক। (স্বগত) আজ এ কি অভিনয়—
কলি আসি হইল উদয়!
দেহ মন জীবন বেচিনু তারে;
নহে আজি, বেচিয়াছি বহুদিন—
যবে ধীরে ধীরে, তুষানলসম
রাজ্য-আশা জ্বলিল হৃদয়ে।
এত দিন একা ব'সে করিনু কল্পনা,
আজি, ক্ষমবান্ সহায় মিলিল।
তবে কেন ভয়ে কাঁপে প্রাণ?
মৃত্যু যদি হয়,
তবু, অন্য পথ নাহি লব;
হয়েছি কলির ক্রীতদাস,
অঙ্গীকার রাখিব আমার।
অক্ষপাটি—অক্ষ-সুনিপুণ নলরাজা—
আশামাত্র জীবনে উপায়,
আশা ত্যাগ না করিব।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। মহাশয়, না হয় একটু হাস্‌লেন,—না হয় দু'দণ্ড লোকালয়ে বস্‌লেন;—মনের কপাট না হয় খানিক খুল্লেন। বলি, মহাশয়, হাস্‌তে কি দিব্যি দেওয়া আছে?

পুষ্ক। দেখ্, উপযুক্ত শাস্তি দিব তোরে। আমি রাজ-সহোদর।

বিদূ। বলি, তাই ত মুস্কিলে ঠেকেছি; নইলে আমার মাথাব্যথা কি? নিত্য মুখ দেখি —আর ঘরে হাঁড়ি ফাটে। মহাশয়! মুখের ভাবটা একচেটে করেছেন। হাসি কান্না—দিব্য ক'রে বল্‌তে পারি—কিছু বোঝা যায় না।

পুষ্ক। হে ব্রাহ্মণ! কেন কহ কুবচন?
এসো যদি মমাগারে,
কত দিই মিষ্টান্ন তোমায়।

বিদূ। দেন কি,—কেউটে সাপের লাড়ু? আর গোখরোর মোহনভোগ?

পুষ্ক। দেখ, তুমি রাজ-সখা,
আমি রাজ-সহোদর;
আজ হ'তে বন্ধু তুমি মম।

বিদূ। ইস্! বিষম গ্রহের কোপ! মহাশয়, আহার দিতে চান, বন্ধু ব'লে ডাক্‌ছেন—শনির দৃষ্টি নিশ্চয় লেগেছে! নইলে অকস্মাৎ মহাশয়ের এত প্রেম কেন?

পুষ্ক। দেখ, তুমি যথাবাদী,
তাই নিরবধি যাচি আমি বন্ধুত্ব তোমার!

বিদূ। বামণীর হাতের নোয়ার কি জোর! এতেও এতদিন টিকে আছি! বলি, ব্রাহ্মণের ছেলে ত নরবলি হয় না, তবে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কেন?

পুষ্ক। জানি জানি,
শঠ তুমি মোরে বল চিরদিন।
কিন্তু,
আজি নয় একদিন দিব বুঝাইয়ে—
কত মম অন্তর সরল,
সরল অন্তর তব—
তাই প্রাণ তব অনুগত।

বিদূ। যা হোক্ মহাশয়, আজকে একটা উপকার আপনা হ'তে হ'ল। আপনি যে চুপি চুপি পেয়ে আছেন, তা—দোহাই ধর্ম্ম—কে জানে? দোহাই মহাশয়, কৃপা ক'রে ছেড়ে যান, নইলে রোজার বাড়ী যাব।

পুষ্ক। যাই আমি; কর পরিহাস।
(গমনোদ্যত)

বিদু। মহাশয়! দুটো গাল দিয়ে যান; যে মিষ্টমুখ দেখালেন, রাত্রে ডরাব। জেনে শুনেই হাসেন না; হাস্‌লে বুঝি সৃষ্টি থাকে না।

পুষ্ক। দূর হোক্।

[প্রস্থান।

বিদু। যখন শুনলেম বন-ভোজন—তখনি প্রাণ-কম্পন! আবার তার উপর লক্ষণ—পুষ্কর আছেন নিরিবিলি ব'সে; যদি এক-হাঁড়ি মোণ্ডা নিয়ে চুলোয়ও যাই, সেখানেও যদি পুষ্করকে দেখতে না পাই, তা কি বলি, পুষ্কর থাক্‌তে উদর চালান দুষ্কর হয়ে উঠলো।

নল, দময়ন্তী ও সখিগণের প্রবেশ

নল। বন-শোভা উদ্যানে কোথায়?
স্বেচ্ছাধীন লতা হের, ধায়,
স্বেচ্ছাধীন তমাল প্রসারে বাহু;
বন্য তানে গায় স্বেচ্ছায় বিহঙ্গ ভ্রমি,
ফোটে ফুল, ছড়ায় সৌরভ;
কি বিভব প্রকৃতির!

বিদু। মহারাজ! রাখ তব বন-উপাসনা;
আজিকার বন নহে যেমন তেমন।
মৃগয়ায় বনে ফল—নহে মৃণাল মিলিত।
আজি দাবানল নাহি হয়।
প্রথম লক্ষণ সুদর্শন সহোদর তব;—
আগমন তাঁর হয়েছিল এই স্থানে।

নল। ছি! ছি! কুকথা কি হেতু বল সখা?

বিদু। কেন বলি?
পাকস্থলী জ্বলে, বলি তাই।
অন্নের দফা ছাই।
বুঝি এইখানেই খাবি খাই।

নল। সখা, সহোদর মম;
নিন্দা কর, এ নহে উচিত তব।

বিদু। দোহাই রাজার! নিন্দা নাহি করি।
করি মাত্র স্বরূপ বর্ণন।
হরেক রকম দেখেছি বদন;
কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলি,
দিগ্বিজয়ী সহোদর তব;—

নল। কোথায় পুষ্কর?

বিদু। ছিলেন নির্জ্জনে;
হেরি নর-সমাগম
হয়েছেন অন্তর্ধান।

সখিগণের গীত

ললিত-বাহার—খং

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখ্‌তে নারি কুল মান।
কুসুম হেরি ভুল্‌তে নারি;
মনে পড়ে রে বয়ান॥
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্মে বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান॥

বিদু। বলি, বনে কি আজ খুনো-খুনি কর্‌বে? বলি, তোমাদের যেন হাওয়া-খেকো জান, এ গরীব ব্রাহ্মণের প্রাণ কিসে বাঁচে, এখন তান ধরেছে!

নল। সখা, শুন অতি সুন্দর সঙ্গীত।
সুধাকণ্ঠ সুলোচনা সখিগণ!

বিদু। মহারাজ, ও পাতলা সুধায় রাজা-রাজড়ার পেট ভরে; দেখছেন ঘন ব্রাহ্মণ—আমাদের ঘন রকমের সুধা চাই। যা হোক, এক রকম ত হ'ল, এখন চলুন শিবিরে যাওয়া যাক।

নল। প্রিয়ে! এই স্থান প্রিয় অতি মম—
হেথায় মরাল দূত দিল সমাচার,
হেথা কত দিন বসিয়া একাকী
তোমারে করেছি ধ্যান।

বিদু। মহারাজ, ক্ষান্ত হও,
ভয় হয় কথা শুনে,
আবার কি ঊর্দ্ধদৃষ্টি হবে রাজা?
হংস হংস রব তোল কেন?

নল। আর নাহি ভয়—
দময়ন্তী সহায় আমার।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি আর কেন হবে? (গমনোদ্যত)

দম। নাথ, কোথা যাও?

নল। আসি, প্রিয়ে।

[নলের প্রস্থান।

সখিগণের গীত

অহং-কানেড়া—পোস্তা

বলে ফুল দুলে দুলে,
তুলে দে লো বঁধুর গলে;
সোহাগ আর করবি কবে?
যাবে মধু বাসী হ'লে।

ফুটেছি আমোদভরে,
তুলে নে যা আদর ক'রে;
তোল না, আর পাবে না,
বলে কুসুম হেসে ঢ'লে!

[সকলের প্রস্থান।

দময়ন্তী ও বিদূষকের প্রবেশ

দম। কই, কোথা মহারাজ?
বিদু। আজ জানি বিষম বিভ্রাট।
প্রথম পুষ্কর—
তার উপরে উঠেছে হংসের কথা,
রাজা কোথা বসেছেন ধ্যানে।

নলের প্রবেশ

নল। চল যাই শিবিরে ফিরিয়ে।
হেথা,
জল কোথা নাই পদ-প্রক্ষালন হেতু।
এস প্রিয়ে;
ছুঁয়ো না আমায়—অশুচি রয়েছি।

[সকলের প্রস্থান।

কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ

কলি। পূর্ণ মনস্কাম,
দেখ আজি মিলিল সুযোগ;
মূত্র ত্যজি না করিল পদ-প্রক্ষালন।
দেখিব কেমন নল!
দময়ন্তি—বুঝে লব অহঙ্কার!
বাদ মোর সনে?
রূপ-গর্ব্বে অবহেলা কর দেবগণে?
আজি সাধের ভ্রমণ,
পুনঃ শীঘ্র যেতে হবে বন।
দেখি কোথা পুষ্কর এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

নলের পুনঃ প্রবেশ

নল। কেন মন উচাটন আজি?
এই স্থানে স্নিগ্ধ হয় প্রাণ;
মনোলোভা প্রকৃতির শোভা
চিরদিন ভালবাসি;
কিন্তু,
এ কেমন? তিক্ত সব হয় অনুভব।
পুষ্কর না আসে হেথা?

পুষ্করের প্রবেশ

পুষ্ক। দেখ মহারাজ! কি সুন্দর অক্ষপাটি।
নল। অতীব সুন্দর! কোথা পেলে?
এসো, আজি করি পাশা-ক্রীড়া।
পুষ্ক। মহারাজ! অক্ষ-সুনিপুণ তুমি,
অক্ষ-যুদ্ধে কে জিনে তোমায়?
ভাল—ইচ্ছা যদি অক্ষ-ক্রীড়া,
চল মহারাজ! রয়েছি প্রস্তুত!
নল। চল তবে শিবিরে খেলিবে।
পুষ্ক। না না, মহারাজ!
রথ আছে প্রস্তুত আমার,
মমাগারে চল গিয়ে খেলি!
নল। চল তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

কলি ও দ্বাপরের পুনঃ প্রবেশ

কলি। বুঝ মম প্রভাব দ্বাপর।
এক পল নাহি রহে দময়ন্তী বিনা—
গেল তারে শিবিরে রাখিয়া হেথা,
অক্ষ-ক্রীড়া হেতু!
যাও ত্বরা অক্ষে হও আবির্ভাব
এ বৈভব কিছু নাহি রহে যেন।
রাজ্য ধন যাবে—বিচ্ছেদ ঘটিবে—
তবু সঙ্গ না ছাড়িব।
আরে আরে যৌবন-উন্মত্তা বালা—
যার তরে দেবে কর হেলা—
পায়ে ঠেলে চ'লে যাবে তোরে।
দ্বাপ। চল শীঘ্র—বিলম্বে কি ফল?
কলি। ভাল, তব উৎসাহে সন্তুষ্ট আমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মন্ত্রী ও দূত

মন্ত্রী। সত্য কহ;
আসিতেছ রাজার নিকট হ'তে?
অসম্ভব কথা!—
গিয়েছেন রাণীরে ত্যজিয়ে?
দণ্ড পাবে মিথ্যা যদি হয়।
১ দূত। মহাশয়!
সত্য কহি, রাণী পাঠালেন মোরে।
মহারাজ অকস্মাৎ ত্যজিয়ে শিবির
কোথা গিয়েছেন চলি,—
কেহ তাঁর সন্ধান না পায়।

মন্ত্রী। কে আছ রে, বন্দী কর দূতে।
সমাচার আপনি লইব;
নিশ্চয় কে অরি করে ছল।
[দূতের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

২ দূত। মন্ত্রী মহাশয়, ভয়ে মম কাঁপে কায়,
মহারাজ পুষ্করের ঘরে;
অক্ষ-ক্রীড়া হয় তথা।
কি জানি কি মায়া-অক্ষ এনেছে দুর্ম্মতি—
বার বার পুষ্কর জিনিছে।
কত ধন করিলেন পণ রাজা,
পুনঃ পুনঃ পুষ্কর জিনিল।
অশ্বপণ শুনি,
আইলাম দিতে সমাচার।
মন্ত্রী। এ কি! কিছু বুঝিতে না পারি।
রে দূত!
চিরদিন প্রত্যয় তোমারে করি,—
অসম্ভব বার্ত্তা কেন দেহ তুমি আজি?
২ দূত। মহাশয়! সত্য সমাচার,
বন হ'তে এক রথে আসি দুই জনে,
গোপনে করেন ক্রীড়া।
মন্ত্রী। যাও শীঘ্র রাণীরে আগারে আন;
বল তাঁরে সর্ব্বনাশ হেথা,
অক্ষ-ক্রীড়া নিবারণ করুন আসিয়া।
[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান।

সারথির প্রবেশ

মন্ত্রী। কহ সূত! রাজ্ঞী এসেছেন পুরে?
সার। আসিয়াছি রাজ্ঞীরে লইয়ে।
ওই, আপনি আসেন দেবী।

দময়ন্তীর প্রবেশ

দম। মন্ত্রি!
শুনিলাম মহারাজ ফিরেছেন পুরে;
বল, তবে কেন তাঁকে নাহি হেরি?
মন্ত্রী। দেবি! সর্ব্বনাশ হেথা—
পুষ্করের সনে পাশা খেলেন ভূপতি।
এসো মাতা, বিলম্ব না কর;
চল, খেলা করি গে বারণ;
পণে পুষ্কর সকলি জিনে।
এসো মাতা! এতক্ষণে না জানি কি হয়।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

পুষ্কর ও নল—পাশা-ক্রীড়ায় নিযুক্ত

পুষ্ক। কহ রাজা, কি করিবে পণ?
নল। রাজপুরে আছে কত বস্ত্র, অলঙ্কার—
এইবার পণ মম।
পুষ্ক। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
নল। অন্য অক্ষ লয়ে কর খেলা।
পুষ্ক। অন্য অক্ষে অন্য দিন খেলিব রাজন্!
যদি মিটে থাকে সাধ—
ফিরে যাও পণ না করিতে কহি।
নল। ভাল, এত বড় দম্ভ তোর?
অর্দ্ধরাজ্য পণ।

রাণী, মন্ত্রী ও সখিগণের প্রবেশ

এ কি! রাণী এলো কোথা হ'তে?
দম। মহারাজ! ক্ষমা দাও এ পাপ-ক্রীড়ায়!
নহে সর্ব্বনাশ হবে নাথ!
নল। রাণি! কেন ভাব?
পুনঃ জিনি লইব সকলি—
অর্দ্ধরাজ্য পণ মম।
পুষ্ক। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
দম। মহারাজ!
জেনে শুনে কেন কর সর্ব্বনাশ?
মায়া-অক্ষ এ জেনো নিশ্চয়;
নহে, রাজা! তব পরাজয়
বার বার কেন হবে?
শান্ত, ধীর তুমি, সদাশয়—
পাশায় উন্মত্ত কিবা হেতু?
অর্দ্ধ-রাজ্য গেছে—তবু অর্দ্ধ-রাজ্য আছে;
এখনও হে, দাও ক্ষমা।
রাজা! রাজ্যভ্রষ্ট হবে—
পুত্র কন্যা তব বল কোথা যাবে?
পাপ-ক্রীড়া কর নিবারণ—
রাখ, প্রভু, দাসীর বচন।
নল। প্রিয়ে! নাহি ভয়; এখনি জিনিব।
রত্নের ভাণ্ডার
আছে চারি সাগর আমার—
এইবার করি পণ।
পুষ্ক। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
দম। নাথ, এখনও হে, দাও ক্ষমা।
নল। রাণি! গিয়েছে সকলি।

অর্দ্ধ-রাজ্যে কিবা ফল?
আর অর্দ্ধ-রাজ্য মম পণ এইবার।
পুষ্ক। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
নল। দময়ন্তি! এইবার কিছু নাহি আর।
দম। নাথ! নাথ! যথা তুমি তথা রাজ্য হবে,
শোক নাহি কর মহীপাল!
পুষ্ক। মহারাজ! দময়ন্তী রয়েছে তোমার;
কেন নাহি কর পণ?
নল। আরে নরাধম! প্রাণে নাহি কর ডর?
আক্রমণোদ্যত ও দময়ন্তী কর্ত্তৃক বাধাপ্রদান
নাহি ভয়—না পলাও ভীরু!
মন্ত্রি! আজি হ'তে রাজ্য আর নহে মম,
পুষ্করের অধিকার সব!

নলের রাজবেশত্যাগ ও দময়ন্তীর
অলঙ্কার উন্মোচন

লও মম অলঙ্কার;
[পুষ্করের অন্তরালে গমন।
প্রিয়ে, বিদায় জন্মের মত।
দম। কারে নাথ দাও হে বিদায়?
আমি ছায়া তব;
বরিয়াছি নল মম প্রাণেশ্বরে,
বরি নাই রাজা নল।
আমি পত্নী তব;—
কোথা রব তোমা ছেড়ে?
আমি দাসী ভালবাসি তব সেবা,
বঞ্চনা কি হেতু কর, প্রভু?
যদি অপরাধী পদে—
ক্ষম নাথ! কিঙ্করী ভাবিয়ে।
স্বামি! তোমা ছেড়ে কোথা যাব আমি?
প্রভো! বাঞ্ছা মাত্র—রব তব সনে,
সেবিব তোমারে—কোন ভার নাহি দিব।
প্রাণেশ্বর, ঠেলো না চরণে।
নল। প্রিয়ে! কোথা যাবে উন্মত্তের সনে?
আহা!
রাজবালা, কি দুর্দ্দশা করিলাম তব?
দম। নাথ! মম সম কে বল ধরণীতলে?
তুমি মম প্রাণেশ্বর!
বার বার বলেছ আদরে—
আমি তব জীবনের সহচরী।
পায়ে ধরি—আজি কেন অন্য মত কহ?
তব মুখ হেরি স্বর্গ তুচ্ছ করি
ইন্দ্রাণীরে নাহি গণি!
আদরে তোমার—
অতুল বৈভব-অধিকারী!
নল। দেবি!
মনে ভাবি—আমা হেতু ইন্দ্রে না বরিলে,
কোথা যাবে?
আমি নহি আর সেই নল;
এবে নিজ অরি!
বুঝিতে না পারি—কেন মম ভাবান্তর।
বুঝহ প্রমাণ—মায়া অক্ষ জানি—
তুমি প্রণয়িনী সম্মুখে বারিলে মোরে—
তবু, বার বার করি পণ,
রাজ্য ধন সকলি হারাই!
বনে যাই তোমা সম পত্নী ত্যজি!
করি মানা—যেয়ো না, যেয়ো না।
শুন বালা! উন্মত্ত হয়েছি আমি;
কি করি? কি করি? না বুঝিতে পারি।
কোথা যাব?—মনে নাহি ভাবি তিল।
এখনও, এখনও, সত্য কহি চন্দ্রাননে!
কে যেন ইঙ্গিত করে মোরে;
"আরে রে বাতুল—
নারী লয়ে কোথা যাবি?
দেখ্‌ তোর কি দুর্দ্দশা হয়।"
দুর্দ্দশায় নাহি হয় ভয়—
উৎসাহ বাড়ে হে প্রাণে।
চন্দ্রাননে!
এ দশায় কেমনে হইবে সাথী?
ধরা শূন্যপ্রায়!
শূন্য প্রাণ গেছে কোথা চ'লে,
ছায়া সম দেহ হয় জ্ঞান!
যাই প্রিয়ে! তুমি যাও পিত্রালয়ে।
দেখ, কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে পরে,
ব'ল প্রিয়ে!—পাপগ্রস্ত হয়েছিল নল।
দম। এ কি কথা বল, প্রভু?
পুণ্যবান্‌ পুণ্য-আত্মা তুমি;
ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য তোমার
চরাচরে খ্যাত, নাথ!
দিন যাবে;—এ কুদিন নাহি রবে।
গেছে রাজ্য-ধন—জীবনযাপন
পরিশ্রমে অনায়াসে হবে।
কুটীর বাঁধিব;—
সুখে তথা রব দুই জনে।

উঠিব প্রভাতে বন্দী-বিহঙ্গম-গানে,
তরুগণ ফলে ফুলে রাজ-কর দিবে,
কুরঙ্গ ময়ূরী আসি,
ধীরি ধীরি অতিথি হইবে কত;
প্রেমের সংসার—দিন বয়ে যাবে সুখে।

মন্ত্রী। মহারাজ! কিবা আজ্ঞা দাস প্রতি?

নল। হে সচিব!
বলেছি তোমারে;—
রাজা আর নহি আমি,
আর নাহি আদেশ আমার।

দম। মন্ত্রি! কন্যা পুত্র মম ঘুমায় আগারে,
দোঁহে রেখে এস কৌণ্ডিন্য নগরে।
আছে তথা আত্মীয় আমার—
আমি যাই পতি সনে।

নল। বৃশ্চিক-দংশন—বৃশ্চিক-দংশন;
ছাড় প্রিয়ে, আর না রহিতে পারি।
[অগ্রে নল ও পশ্চাতে দময়ন্তীর প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহিষীর আজ্ঞা পাল সুত!
শীঘ্র রথ করহ প্রস্তুত;—
পুত্র কন্যা লয়ে যাব কৌণ্ডিন্য নগরে।
কে জানিত—এ রাজ্যে এ দুর্দ্দশা ঘটিবে?
বুদ্ধি ভ্রম নলের জন্মিবে?
সকলি দেবের লীলা।
কহ সুত! কোথা যাবে তুমি?

সুত। নল বিনা অন্য জনে আমি না সেবিব,
ভগবান্ দিবেন উপায়।

মন্ত্রী। পুষ্করের রাজ্যে বাস
আমি না করিব,—
বন ভাল এ রাজ্য হইতে।
[উভয়ের প্রস্থান।

কলি ও পুষ্করের প্রবেশ

কলি। শুন হে পুষ্কর!
অৰ্দ্ধ-কাৰ্য্য সমাধান তব;
রাজ্যে এই দেহ রে ঘোষণা—
যেই নলে স্থান দিবে,
সবংশে বিনাশ তার;
যেন বারিবিন্দু তৃষ্ণায় না দেয় কেহ।

পুষ্করের অলঙ্কার লওন

নাহি ভাব অলঙ্কার হেতু,—
রাজ্য সকলি তোমার।

পুষ্ক। যথা আজ্ঞা প্রভু!
[পুষ্করের প্রস্থান।

দ্বাপরের প্রবেশ

দ্বাপ। এখনো কি মনোবাঞ্ছা পূরে নি তোমার?

কলি। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম?
কি অসুখে আছে নল?—
দময়ন্তী আছে সাথে!
গুণবতী পত্নী আছে যার
এ সংসার সুখাগার তার;
আগে করি পতি-পত্নী-ভেদ—
মনোখেদ তবু না মিটিবে।
অন্ন বিনা অতি কদাকার—
ভ্রমি, দ্বার দ্বার,
মহাক্লেশে যদিও বঞ্চিবে—
তবু তার সন্তোষ জন্মিবে;
মনে হবে—আছে দময়ন্তী মোর;
সে কাঁদে আমার তরে।
দেখ, যেখানে প্রণয়
দুখে সুখ আছে তথা;
রাজ্য-ভ্রষ্ট করিয়াছি নলে,
তবু দ্বিগুণ জ্বলে এ প্রাণ,
ছিল রাজ্য—গেল; তাতে কি বা হ'ল?
দুর্ম্মতি না জন্মিল তাহার;
তবু পাপাচার নাহি উঠে মনে তার।
আজ্ঞামাত্র সুসজ্জিত সেনা
যুঝিবে নলের তরে;
পণে বন্ধ, রাজ্য আর ফিরিয়ে না চায়;
বনে চ'লে যায়—
কুমতির নাহি শুনে উপদেশ।
কোন মতে সত্যভঙ্গ হয় যদি নল—
উদ্দেশ্য সফল মম;
দময়ন্তী ছায়াসম পতি-অনুগামী—
ফিরাইব পাপমতি হ'লে তার!
কথায় কথায় বহিছে সময়;
দেখি,
রাজ্যহারা বিকল-অন্তর নল কত দূরে যায়।
[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

বিদূষক ও ব্রাহ্মণী

বিদু। যাও ফিরে ঘরে,—
মায়া বাড়ে তোরে হেরে;

রেখো কথা—রয়ো না হেথায়,—
অরাজক পুষ্করের অধিকার!
ওরে! আয় গলা ধ'রে কাঁদি তোর,
ফেটে যায় প্রাণ—
একবস্ত্রে রাজা-রাণী গেছে চ'লে।
ব্রাহ্ম। কত দিনে দেখা পাব?
বিদু। নল যবে হবে রাজা পুনঃ।
বনে বড় ছিল ভয়—
সেথা, ফল খেতে হয়;
কিন্তু,
পুষ্করের অনুগ্রহে সে ভয় ঘুচেছে.
একবস্ত্রে রাজা গেছে বনে।
কাঁদি আয়, ব্রাহ্মণি, খানিক;
না—না—
রাজ্যে মানা—কেহ নাহি দিবে অন্ন জল;
যাই, খুঁজি কোথা রাজা,
যাও ফিরে,—নহে, মম পদ নাহি চলে।
ব্রাহ্ম। নাথ!
থাকে যেন মনে দুঃখিনী ব্রাহ্মণী ব'লে।
[প্রস্থান।
বিদু। ওঃ! কথাটা নির্ঘাত চোট;
বামুন,
ছোট, ছোট,—নইলে যেতে পার্‌বি না।

পুষ্কর ও রক্ষীর প্রবেশ

পুষ্ক। বন্দী কর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।
বিদু। দেখ, বুঝি বিভ্রাট ঘটায়!
রক্ষী। আরে ধূর্ত্ত, কোথা যাস্‌?
বিদু। বলি, নূতন রাজার কি পথ
চল্‌তে মানা?
পুষ্ক। উত্তরীতে বাঁধা কি রে তোর?
বিদু। কেন?—হাঁড়ি; যাচ্ছি শ্বশুর-বাড়ী।
রাজ্যের এ শুভ সংবাদ দেব—
আর, মিষ্টমুখ করাব।
পুষ্ক। রে ব্রাহ্মণ! মুখভাব কদাকার মোর?
হাসি নাই মুখে?
দেখি, কারাগারে অন্ন-ধানে
কত দিন বাঁচে তোর প্রাণ!
বিদু। আহা, ধর্ম্ম-কল্পতরু!
ব্রহ্মবধে সুরু!
যদি গরুর দরকার—মহারাজ;
আমার গোয়ালে আছে;
দিও ধানে চালে;
কিন্তু,
রোজ একবার সাম্‌নে দাঁড়াতে হবে—
তা হ'লেই পেট ভ'রে যাবে।
পুষ্ক। লয়ে চল বর্ব্বর ব্রাহ্মণে।
বিদু। ছি বন্ধু! অত প্রেম সকালে—
এর মধ্যে ভুলে গেলে?
পুষ্ক। জিহ্বা তোর পোড়াব অনলে!
বিদু। বলি, গুণ কত।
নইলে লোকে বলে এত,
শুন পুষ্কর!
যদি গর্দ্দানাও ফেল কেটে—
তোমার যে বদমায়েসী একচেটে
তা বল্‌তে আমি ছাড়্‌ব না।
যদি মোণ্ডার হাঁড়ি ল'য়ে বাড়াবাড়ি—
মোণ্ডার হাঁড়ি লও, আমায় ছেড়ে দাও।
পুষ্ক। যমালয়ে দিব তোরে ছেড়ে।
বিদু। মহারাজ! যদি কষ্ট দিতে চাও—
তবে, আপনার রাজ্যেই আটক রাখুন।
যে রকম চুটিয়ে
রাজ্য আরম্ভ করেছেন—
যম রাজা এসে সলা লয়ে যাবে।
হয় ত, নরক থেকে তুলে
পাপীগুলোকে হেথা ছেড়ে দে যাবে।
শুনেছি ইন্দ্রেতে শচীতে বাজী হয়েছে,
যম বড়, কি পুষ্কর বড়।
পুষ্ক। নাহি মান—ব্রাহ্মণ বলিয়ে;
বাঁধ;—লয়ে চল কারাগারে।
বিদু। মহারাজ! ভবপারে যেতে হবে—
একবার ভাব।—
সেথা ত নলরাজা নাই যে,
পাশা খেলে।—
অত জুলুম সেথা, চলে বা না চলে!
যাচ্ছি চ'লে—
আমার সঙ্গে এত বাড়াবাড়ি কেন?
পুষ্ক। রক্ষি, লয়ে এসো কারাগারে।
[পুষ্করের প্রস্থান।
রক্ষী। চল, ঠাকুর।
বিদু। বলি, চল্‌বো না ত কি?
ষণ্ডা তুমি—
তোমায় ঠেলে পালাব?
বলি,—উনিই না হয় পুষ্কর;

তোমরা না হয় দেবতা-বামুন মান্‌লে।
গিয়ে দেখ গে—
এতক্ষণে কারাগার ভর্‌তি।
কেন বাবা, ভিড় বাড়াবে?
রক্ষী। ঠাকুর!
গর্দ্দানাটা তখন তুমি আমার হয়ে দেবে?
বিদু। ভাল, ছেড়ে দাও বা না দাও—
একটু সঙ্গে এসো;
মহারাজ উপবাসী—
খুঁজে কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াই।
রক্ষী। ও বামুন! ধনে-প্রাণে মার্‌তে চাও?
রাজা আর ঘুর্‌ছে কেন?—
সন্ধান নিচ্চে—
কে বস্‌তে দিয়েছে—কে খেতে দিয়েছে,
যার উপর ধোঁকা হচ্চে—
অমনি চালান দিচ্ছে।
বিদু। কে বলে আমি মূর্খ বামুন?
মা সরস্বতি!
তুমি আমার কণ্ঠে ব'সে আছ;—
পুষ্কর, যম রাজার বাবা!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্তর

নল ও দময়ন্তী

নল। বহুদূর—বহুদূর যেতে হবে।
অন্ধকার! চলিতে না পারি আর,
উঃ!—বহুদূর; কে ও?
দম। নাথ! আমি দাসী।
নল। না না—দময়ন্তী! প্রিয়ে!
আছ সাথে?
বহুদূর—বহুদূর যেতে হবে;
কালি প্রাতে দেখাইব বিদর্ভের পথ—
দেখ, একা আমি অসীম সংসারে।
দম। একা তুমি নহ, নাথ!
দেখ, প্রণয়িণী দময়ন্তী তব
পদ-সেবা-আশে আছে পাশে।
নল। ঐ ত ভাবনা!
ভাবি নাই? অনেক ভেবেছি,
ভেবে কোথা কূল নাহি পাই!
পণে বদ্ধ আমি,—
পুষ্করের অধিকার হেথা,
কোথা' বিশ্রাম করিতে নারি।
না না—পদ নাহি চলে আর;
অন্ধকার—কোথা যাব?
যথা যায় দু'নয়ন।
কে ও?
দম। কিঙ্করী তোমার, প্রভু!
নল। প্রিয়ে! এখনো রয়েছ?
কষ্ট পাবে—তাই করি মানা।
দেখ, হয়েছে স্মরণ—
এই পথ বিদর্ভ যাইতে।
বন-প্রান্ত—
হেথা পুষ্করের নাহি অধিকার।
দেখ, অসীম প্রান্তর
অন্ধকার—অন্ধকার সমুদয়,
মম ভবিষ্যৎ ছবি!
সে আঁধারে রবি না ফুটিবে আর।
গর্ব্ব মম ছিল অতিশয়—
তাই পরাজয়।
মায়া-অক্ষ-পণ মম মিথ্যা নয়।
দম। দেখ নাথ! হেথা নবতৃণ সুকোমল;
অঞ্চল বিছায়ে দিই!
মম ঊরু'পরে মস্তক রাখিয়ে
শ্রম দূর কর, প্রভু!
নল। মম কর্ণমূলে কে যেন কি বলে;
আর না চরণ চলে।
প্রিয়ে! এখনো এখানে?
নিদ্রা যাও—নিদ্রা যাব তবে;
দেখ, ধীর বায়ু স্নিগ্ধ করে প্রাণ। (শয়ন)
দম। হায়! কি শয্যায় আজি হেরি
মহারাজে!
আরে! আরে! দুর্দ্দৈব প্রবল।
অনশনে ধরাসনে মহারাজা নল,
ধৈর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য যাঁহার
প্রচার ভুবনময়,
ক্ষিপ্তপ্রায় চঞ্চল-প্রকৃতি,
বারেক নহেন স্থির।
শূন্য অভিপ্রায়, পুতলির প্রায়,
যথা আঁখি ধায় যান তথা,
ছিন্ন পদ কঠিন পাষাণে,
শ্রমে অভিভূত;

নিদ্রাগত—কুসুম-শয্যায় যেন।
হায়! এত ছিল কপালে আমার—
এ দশায় রাজারে দেখিতে হ'ল?
আজি মম জীবনের বাড়ে সাধ—
আমা বিনা প্রাণধনে কে দেখিবে?
কে বুঝাবে—শান্ত কে করিবে?
হায়! পুণ্যমতি ধর্ম্ম-আত্মা পতি,
দুর্গতি কি হেতু হ'ল?
ছি! ছি! কেন মিছা কাঁদি?
পতি ক্ষিপ্তপ্রায়—
কাঁদিবার নহে ত সময়।
প্রাণেশ্বরে আদরে রাখিব,
যত্নে ভুলাইব দুঃখ;
পতি-সেবা-সময় উদয়।
ফাটে প্রাণ রাজার এ দশা হেরে।
হায়! প্রাণেশ্বর মম—
কত যত্নে রেখেছিল মোরে—
উপবনে অরুণ-কিরণে
হ'ত যদি রঞ্জিত বদন—
করে ধ'রে যতনে আমার
প্রাণনাথ বসিতেন তরুতলে;
বস্ত্র দিয়ে মুছাইয়ে মুখ,
রথে যেতে শতবার সুধিতেন মোরে—
'অঙ্গে কি লেগেছে ব্যথা?'
হায়! যত কথা সব আছে মনে;—
কি যতনে এ যতন দিব প্রতিশোধ?
নাথে,
পুনঃ রাজ্যেশ্বর হেরি, মরিবারে পারি—
সে দিন ভুলিব জ্বালা!

নল। (উঠিয়া) না না, বহুদূর—
বহুদূর যেতে হবে।
হেথা নাহি রব, লোকে মুখ না দেখাব,
কবে সবে—এই ছন্নমতি নল।

দম। নাথ! সুস্থ হও,—
শ্রম কর দূর।

নল। কে ও? দময়ন্তী?
এখনো রয়েছ হেথা?—
যাও—ফিরে যাও, ঘোর বনে যাব প্রিয়ে!
নিবিড় কানন—বহুদূর—বহুদূর।

দম। নাথ! ধীরে যাও—
ক্লান্ত তুমি অতিশয়।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

নল ও দময়ন্তী

নল। বারি, তুমি জীবের জীবন!
দময়ন্তি! অভাগিনি! বারি কর পান;
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ।
দেখ, দেখ, স্বর্ণপাখা বিহঙ্গম
ব'সে আছে ডালে,
দেখ, অনাহারী আছি তিন দিন;
পাব ধন—নগরে বেচিব;
অদ্য তাহে হবে প্রিয়ে! জীবন-যাপন।

পক্ষী ধরিতে গমন

পক্ষী। পক্ষিরূপে কলি আমি,—
শুন রে অজ্ঞান!
যেই অক্ষে সর্ব্বনাশ তোর—
সেই অক্ষপাটি দ্বাপর আমার সখা,
অবহেলি মো সবারে
দময়ন্তী বরিল তোমারে;—
প্রতিফল দিব, হতজ্ঞান!

[বস্ত্র লইয়া পক্ষীর প্রস্থান।

নল। প্রিয়ে! প্রিয়ে! এসো না এখানে;—
বিবসন, কিরাত অধম,
দিগম্বর আমি;
বস্ত্র লয়ে পক্ষী পলাইল।

দম। নাথ! এক বস্ত্র পরিব দুজনে,
বনে অর্থহীন শ্রমজীবী মোরা—
লজ্জা কিবা তাহে প্রভু?

দময়ন্তীর গমন ও বস্ত্রদান

নল। স্বকর্ণে শুনিলে, প্রিয়ে! কলিগ্রস্ত
আমি;—
মোর সনে কেন আর রবে?
বহু দুঃখ পাবে;—
যাও তুমি পিত্রালয়।
শুন প্রিয়ে!
রাজবালা—ক্লেশ তব নাহি সয়।
দেখ, অতিশয় দুর্গম কানন—
নর-ঘাতী জন্তু ফিরে কত;
যাও দময়ন্তি! ফিরে যাও;

যবে কলির প্রভাবে
পড়িব অশেষ ক্লেশে,
একমাত্র বুঝাইব মনে—
সুখে আছ তুমি চন্দ্রাননে!
প্রিয়ে! বাড়ে দুঃখ দ্বিগুণ আমার
তোমার এ দশা হেরে;
প্রিয়ে! ·
প্রভাত-সমীর লাগিলে বদনে তোর,
ভাবিতাম—ব্যথা বুঝি পাও—
তিন দিন আছ অনাহারে!
যাও প্রিয়ে! অভাগারে ছেড়ে যাও।
মরি! বিমলিনী—
শুকায়েছে সুবর্ণনলিনী!
অভাগিনি! কেন অভাগারে বরেছিলে?
আমি পাপাচার—
দেব-কার্য্য না করি উদ্ধার!
আহা! সরলা ললনা—
আমি তব দুঃখের কারণ।
দম। নাথ! কি বল—কি বল!
প্রাণ বিচঞ্চল—
ভেদি' বক্ষঃস্থল এখনি বাহির হবে।
কোথা যাব?—কেবা আছে তোমা বিনা?
ত্যজিলে আমায়,
ঠেকিবে হে নারী-বধ-দায়,
কেন বল নিষ্ঠুর বচন?
গুণমণি!
আমি তোমা বিনে কভু কি হে জানি?
পতি বিনা কিবা সুখ আছে মোর?
তোমা লয়ে নিরবধি রব,
তোমারে সেবিব—
সুখ-সাধ এ হ'তে না করি।
ওহে মহামতি! জান ধর্ম্ম-নীতি,
ভার্য্যা চির-সাথী;
তবে কেন দাসীরে বিমুখ প্রভু?
বনে বহু ক্লেশ পাবে—সেবা কে করিবে?
আশ্রিতা কিঙ্করী, চরণে ঠেল না প্রভু!
চল, দোঁহে যাই বিদর্ভনগরে;
আদরে তোমারে রাখিবেন পিতা মোর।
নল। প্রিয়ে! বুঝ না, সরলা তুমি,—
কলিগ্রস্ত আমি,
সে আদর এ সংসারে নাহি আর;
সাধে কি হে ছেড়ে যেতে চাই?
বন দেখে অন্তরে শুকাই।
প্রিয়ে! তুমি কুসুম জিনিয়ে সুকোমল;
হেরি মুখপদ্ম মলিন তোমার,
জীবনে না হয় সাধ আর।
কলির ছলনে আত্মহত্যা উঠে মনে!
দম। প্রাণনাথ! বাঁচাও আমায়;
এ কি কথা বল, প্রভু?
নল। কেঁদ না—কেঁদ না প্রিয়ে;
সতর্ক করেছে কলি;
পাপে মন নাহি দিব আর।
দুর্ম্মতি আমায় লোভে মজাইতে চায়।
অক্ষ-যুদ্ধে লোভে না ফিরিনু;
লোভে পক্ষী-আশে গেল বাস;
শান্তি-আশে আত্ম-বিসর্জ্জন
কদাচন করিব না, প্রাণেশ্বরি!
কহি সত্য করি,—
জান তুমি, সত্য মম নাহি টলে।
প্রিয়ে! তোমা বিনে রহিতে কি পারি?
তোমা ছেড়ে যেতে কি হে চায় প্রাণ?
দৈব-বিড়ম্বনে, চন্দ্রাননে! যেতে বলি;
প্রিয়ে! ক্লান্ত দোঁহে অতিশয়—
এসো করি শ্রম দূর।
দম। (স্বগত) শঙ্কা হয়,
রাজা যদি ছেড়ে যায়;
আমি একবাসে—কেমনে যাইবে?
নয়ন মেলিতে নারি। (উভয়ের শয়ন)
নল। এই ত সময়—অভিভূত-প্রায়—
হায়, এ শয্যায় চন্দ্রাননী।—
"যাও চ'লে" কে আমারে বলে;
একবস্ত্র,—কেমনে পলাব?
না—না—ছেড়ে যাব;—
দময়ন্তী কোথা যাবে আমা সনে?
চ'লে গেলে—আমারে না হেরে
যাবে সতী বিদর্ভ-নগরে।
মরি! প্রাণের প্রেয়সী,
পূর্ণশশী ধরাতলে।
বিবসন! কেমনে পলাব?
(পার্শ্বে অস্ত্র দেখিয়া)
এ কি! খড়্গ হেথা এলো কোথা হ'তে?
এও মায়া—হ'ক্ মায়া—
করি নিজ কার্য্যোদ্ধার। (বসনচ্ছেদন)
এই ত ছেদিনু বাস,

মম অদর্শনে,
পতিপ্রাণা বাঁচিবে কি প্রাণে?
চন্দ্রাননে! ক্ষমা কর অধমেরে,
সুদিন উদয় যদি কভু হয়—
প্রিয়তমে! দেখা হবে;
নহে এই শেষ দেখা!
ছি! ছি! আমি কি নির্দ্দয়,
আমা বিনে যে কভু না জানে,
একা রেখে দুর্গম কাননে
কোন্ প্রাণে যাব চলে?
হায়! কে যেন রে বলে—
"এসো, এসো, বিলম্বে জাগিবে বালা।"
যাই প্রিয়ে! যাই;
দেখ দেখ, যতেক দেবতা,—
সতী একা বনমাঝে।
হে মধুসূদন!
শ্রীচরণ অভাগীরে দিও;—
আহা! দুখিনীর কেহ আর নাই!
দেখ দেখ করো হে করুণা,
অবলা ললনা,
আমা বিনা হবে উন্মাদিনী;
চিন্তামণি! নিরুপায়ে দিয়ো হে আশ্রয়।
আর কেহ নাই—
শ্রীচরণে পত্নী সঁপে যাই;
দয়া করো দয়াময়।
আসি প্রিয়ে! মাগি হে বিদায়।
(ফিরিয়া) প্রাণ কাঁদে—চ'লে যেতে নারি;
সাধে কি হে ফিরি?
দেখে যাই—দেখে যাই আঁখি ভ'রে;
আহা!
দময়ন্তী ধূলায় লুটায়—
এ দশায় কেমনে ফেলিয়ে যাব?
না—না—সুকুমারী, রাজার ঝিয়ারী
কষ্ট পাবে মোর সনে;
যাই দূর বনে, নহে জনক-ভবনে
প্রিয়া মম না ফিরিবে;
অনাথিনী—অর্দ্ধবাস এ কানন-মাঝে—
দেখো, রেখো, দীননাথ!
যাই, যাই পলাইয়ে।

[প্রস্থান।

কলির প্রবেশ

কলি। তবু মম মন না পূরিল;
বিচ্ছেদ হইল,
কিন্তু,
প্রাণে প্রাণে অবিচ্ছেদ প্রবাহ বহিছে!
ফেলে গেছে, ফেলে গেছে;
যার তরে দেবে অনাদর—
দেখিব নয়ন ভ'রে;
হতাশ বিকল বামা কি করে কাননে।

[প্রস্থান।

দম। (উঠিয়া) নাথ!
কোথা প্রাণনাথ?
এ কি! অর্দ্ধবাস মম পরিধানে?
নাথ! প্রাণেশ্বর, কোথা তুমি?
দাও দেখা—নহে যায় প্রাণ।

কলির পুনঃ প্রবেশ

কলি। ছেড়ে গেছে! তবু চায় নলে
ঈর্ষ্যানলে প্রাণ মম জ্বলে।
না, না—প্রাণে প্রাণে
বিচ্ছেদ না হবে কভু।

[প্রস্থান।

দম। প্রাণেশ্বর! দাও দেখা,
একা আমি বনমাঝে;
ওহে গুণমণি! একা আমি বনমাঝে।
দাও দরশন; নহে, না রবে জীবন।
প্রাণনাথ! কোথা গেলে?
ঘোর বন—হৃদি কম্প হয় ঘন ঘন;
দেখা দাও—দেখা দাও—প্রাণেশ্বর!
রাখ নাথ! রাখ পরিহাস,
হতেছে হুতাশ;—
কত সহে কামিনীর প্রাণে আর?
মরে হে অধীনী, হৃদয়ের মণি!
দেখে যাও—সঙ্গে যদি নাহি লও?
বল স্রোতস্বতি! কোথা গেল পতি?
পুণ্যবতি! বাঁচাও এ অভাগীরে;
বল পাখি, শাখি,
প্রাণনাথে দেখেছ হে যেতে?—
কোন্ পথে ব'লে দাও মোরে;
লতা! কহ কথা;—
কাঙালিনী চায় পতি-দরশন;
ঊর্দ্ধশির—দেখ, গিরিবর!—
কোথা প্রাণেশ্বর,
বল হে সত্বর—যাব আমি পতি-পাশে,

পতি বিনা বাঁচি না হে শৃঙ্গধর!
প্রাণেশ্বর! দেহ না উত্তর—
কাতরা কিঙ্করী তব।
হায়! কোন্ পথে যাব?
প্রাণনাথে কোথা দেখা পাব?
পদচিহ্ন নাহি হেরি পথে।
মম প্রাণেশ্বরে কে নিল হে হ'রে?
দে রে, ফিরে—দে রে, অভাগীর নিধি।
হায়! হায়! কি হ'ল, কি হ'ল—
কিবা ছলে ভুলে—ত্যজে গেল প্রাণনাথ?
প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন,
শ্রীচরণে ক'রে সমর্পণ,
আশ্রয় লয়েছে দাসী—
ভুলে তারে কোথা আছ প্রভু?
এ কি! এ কি!
দেখা দিয়ে কেন হও অদর্শন?
এই—নাথ! এই যে তোমারে হেরি;
প্রাণনাথ! পলাইও না আর—
দেখ, বুঝি যায় প্রাণ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

নল

নল। চল—চল, ভাবিলে কি হবে?
পতিপরায়ণা পশ্চাৎ আসিবে;
দূরে—দূরে—দূরবনে যাই পলাইয়ে,
নহে প্রাণ-প্রিয়া আসিবে খুঁজিতে।
ঐ বুঝি, আসে প্রিয়তমা?
পদ নাহি চলে আর!
না—না—যাই পলাইয়ে।
আসে ধেয়ে উন্মাদিনী—
আহা! মুক্তকেশা,
অর্দ্ধবাসা, একাকিনী বনে।
এ কি দাবানল? না, এও মায়া।
কোথা যাব? পলাব কোথায়?
চলিতে না পারি আর।
আহা! পতিপরায়ণা—
এতক্ষণ জীবিত কি আছে অভাগিনী?
(নেপথ্যে) কে আছে এ বনে? যায় প্রাণ
দাবানলে!—চলিতে না পারি। রক্ষা কর—রক্ষা
কর—পুড়ে মরি।
নল। নাহি ভয়—কে যাচে আশ্রয়?
(নেপথ্যে) দেখ, দেখ।
আসে অগ্নি গর্জ্জিয়ে গ্রাসিতে মোরে!
নল। নাহি ভয়—নাহি ভয়।

[প্রস্থান।

কলির প্রবেশ

কলি। মনোরথ না পূরিল মোর;—
এ দশায় দয়া-ধর্ম্ম নাহি গেল,
প্রতিশোধ কি হ'ল—বল না?
দেখ পুণ্য-বলে—তেজঃপুঞ্জকায়;
দগ্ধপ্রায়—দেহে তার রহি!
এত কষ্ট! তবু নাহি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়;
জ্ব'লে মরি—জ্ব'লে মরি,—
না পূরিল মনস্কাম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

দময়ন্তী

দম। শূন্যে, সমীরণে, দুর্গম অরণ্যে
যে শুন রোদন মোর,
ব'লে দাও, কোথা প্রাণনাথ;
সে আমার—আমারে না ছেড়ে রহে;
আহা! কভু ক্লেশ নাহি সহে;—
দুর্গম কাননে কেমনে ভ্রমিবে একা?
সঙ্গে নাহি দাসী সেবিতে চরণ দুটি;
তাই, যেতে চাই; তাই, কাঁদি উন্মাদিনী
কোথা স্বামী? কেবা ব'লে দিবে?
কে রাখিবে অবলারে?
এ কি! ভয়ঙ্কর অজগর
আসিতেছে মেলিয়ে বদন;
প্রাণনাথ! দেখ আসি',—
কালসর্প বধে প্রাণে।
অন্তিমে হে, অন্তরের সার!
কৃপা করি, দেখা দাও একবার।
দময়ন্তী মরে,—বারেক দেখ হে আসি';
যায় প্রাণ অহি-গ্রাসে;
ভগবান্! রক্ষা কর নলরাজে,
প্রাণনাথ! প্রাণ যায়;

কোথা তুমি এ সময়?
(নেপথ্যে ব্যাধ) চট্‌চটী গন্দর্না ফেল্‌ছি
কাটি হে,
ধেড়ে সাপটা।
সর্পবধ করিয়া ব্যাধদ্বয়ের প্রবেশ
১ ব্যা। দেখ্‌, দেখ্‌ টুক টুক টুক।
যাই, যাই, বুকে লিয়ে, মুখে চুমু খাই।
দম। মা গো! জগৎ-জননি!
এই কি মা, ছিল তোর মনে?
বনে ছেড়ে গেছে স্বামী, অর্দ্ধবাসে ভ্রমি—
শিব-সীমন্তিনি! সতীর সতীত্ব রাখ।
মরিতাম—সেও ছিল ভাল;
দে মা, কি হ'ল,
নলের রমণী কিরাত স্পর্শিতে আসে!
দেখ মা অভয়ে! ঠেকেছি গো মহাভয়ে;
পদাশ্রয়ে তনয়ারে রাখ, তারা;
দাক্ষায়ণি! দেখ দুহিতায়।
২ ব্যা। ওরে, এগো, এগো; ওরে ধর্‌ না।
১ ব্যা। উঃ—উঃ,—বড় তাত্‌ রে!
উভয়ে। ওরে পুড়ে গেল—পুড়ে গেল!
[উভয়ের প্রস্থান।
দম। হায়! যায় প্রাণ—চরণ চলে না আর:
না—না—যাব:
যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
নাথেরে খুঁজিব— (মূর্চ্ছা)

মুনির প্রবেশ

মুনি। আহা! কে রমণী ছিন্ন-কমলিনী সম
প'ড়ে ভূমিতলে?
হেরি জ্ঞান হয়—সামান্য এ নয় নারী।
আহা! এ দশায় কেন অভাগিনী?
কে মা, তুমি ঘোর বনে আছ প'ড়ে?
এ কি! সংজ্ঞাহীন?
শ্বাস বহে ধীরে ধীরে;—
জল দিই মুখে।
দম। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! কোথা তুমি?
মুনি। আহা!
বুঝি উন্মাদিনী—পতির বিরহে।
মা গো! সন্তান তোমার আমি।
লয়ে যাই কুটীরে তোমায়—
নহে, পথে প্রাণ হারাবি গো অভাগিনি!
দম। পিতঃ! ব'লে দাও—কোথা পতি মোর?
মুনি। মা গো! জ্ঞান হয়, আছ অনাহারী;
চল মা কুটীরে, বিশ্রামে সবল হবে
কর বারি পান।
দম। পিতঃ! ব'লে দাও—
কোথা মহারাজা নল;—
বনে ফেলে কোথা গেছে মহারাজ?
মুনি। চল মা, কুটীরে,
ধ্যানে হব অবগত—কোথা পতি তোর।
দম। পিতা, পিতা, পতির কি দেখা পাব?
[উভয়ের প্রস্থান।

কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ

কলি। সখা! মজিলাম নলরাজে ছলে;
একে পুণ্য-তাপ দেহে তার—
তাহে কর্কট-গরলে
অহরহঃ অন্তস্তল জ্বলে!
ভাবি—নলে ছাড়ি; ঈর্ষ্যা পুনঃ করে মানা,
অহরহঃ যে নিগ্রহ সহি
কি কব তোমারে আর!
আগে কি হে জানি,
ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে নারিব?
দয়া আছে যার—
আমা হ'তে কিছু নাহি হয় তার।
দ্বাপ। কেমনে করিল তোমা কর্কট দংশন?
কলি। কর্কট, অনন্ত-সহোদর,
নারদের শাপে ছিল কানন-ভিতর,
দগ্ধ হয় দাবানলে;
হেনকালে নল তারে উদ্ধারিল।
বুকে তুলে লয়ে যায় নল,
বক্ষে তার দংশিল কর্কট;
তিরস্কার করি কহে নল;
"ভাল তব আচরণ!"
কহিল ভুজঙ্গ—"হের নিজ অঙ্গ
হইয়াছে কুৎসিত-আকার;
দুঃসময় স্বর্ণ-কায়, কিবা কাজ?
স্মরণে আমার পূর্ব্বকান্তি পাবে, রাজা
জেনো মহারাজ! আমি সখা তব।"
এত বলি অহি গেল চলি,
বস্ত্র দিয়ে নলরাজে।
দুষ্ট ফণী নলে না দংশিল—
দংশেছে আমায়:
প্রাণ যায় বিষে তার!

ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়
নলরাজা যায়;
কি হয়—কি হয়—ভয়ে কাঁপে কায় মম!
আছে হে! গণনা-বিদ্যা রাজার বিশেষ,
সেই বিদ্যাবলে মম ছল নাহি চলে;
গণনায় মতি স্থির হয়;
হ'লে স্থিরমতি—অক্ষে কে জিনিত নলে?
সে বিদ্যা যদ্যপি নল পায়,
বধিবে আমায়;
ঈর্ষ্যায় ঠেকেছি মহাদায়,—
ঈর্ষ্যার প্রভাবে নলে ত্যজিবারে নারি!
রব দেহে তারি—
যা হবার হবে অবশেষে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন

নল

নল। কীর্ত্তি মম ঘুষিবে জগতে—
আইলাম ঘোর বনে পত্নীরে ছাড়িয়ে!
সত্য সখা কর্কট আমার;
কুৎসিত আকার হিত হেতু মম।
কান্তি আর নাহি চাই;
হেমকান্তি দময়ন্তী দিছি ডালি;
পূর্ব্বরূপে হব লোকে ঘৃণার ভাজন,
অধীনতা কেমনে স্বীকার করি?
ফিরে যাই চ'লে; ফলে মূলে
কোন মতে কেটে যাবে দিন।
ছি! ছি! পরের অধীন?
এত ছিল ভাগ্যে মোর?
দময়ন্তি! প্রাণেশ্বরি!
প্রাণ ছিঁড়ে সাধে কি এসেছি চ'লে?
হ'তে হ'বে পরের অধীন—
জীবন-নির্ব্বাহ হেতু।
আহা! প্রাণেশ্বরী আছে কি আমার?
জানু পাতি জুড়ে কর তুলে চাঁদমুখ,
বার বার বলেছিল—'ছেড়ো না আমায়',
আহা! অবলায় কোথায় ভাসায়ে এনু?
আহা! কেহ যদি বলে
সুখে আছে প্রাণেশ্বরী—
প্রাণ দিতে না হই কাতর।
প্রিয়ে! গিয়েছ কি বিদর্ভ নগর?
অহো! চিন্তায় উন্মাদ হব।
যা হবার হয়েছে আমার—
ঘুচেছে জঞ্জাল।
প্রিয়া সনে আর নাহি হবে দেখা।
একা—একা আমি বিপুল সংসারে!
ভগবান্ নাহি ক্ষতি, করেছ দুর্গতি—
ধর্ম্মে যেন রহে মতি।
ছি! ছি! পত্নী-ঘাতী—
ধর্ম্ম কোথা মোর?
আহা! প্রাণের প্রতিমা—
কোথা ফেলে আসিলাম চ'লে?
আহা! পড়ে মনে—ধরণী-শয়নে—
পূর্ণশশী জিনি রূপচ্ছটা,—
আহা!
বয়ান বহিয়ে পড়েছে রোদন-ধারা;
আছে রেখা রঞ্জিত বদনে;—
আহা! প্রাণেশ্বরী আমা হারা উন্মাদিনী।

বৃদ্ধার প্রবেশ

পথ নাহি জানি,
কোন্ পথে অযোধ্যা যাইব?
মাতা, কৃপা করি, বলিবেন মোরে—
কোন্ পথ অযোধ্যা যাইতে?
বৃদ্ধা। ও মা! কে তুমি?
নল। আমি, আমি—
বৃদ্ধা। বাবা গো! মলুম গো! গেলুম গো!
বন থেকে বেরুল আঁই আঁই করে গো!
নল। ছি! ছি! ধিক্ প্রাণে—
সবাকার ঘৃণার ভাজন আমি।

একজন লোকের প্রবেশ

লোক। কি গো? কি গো?
বৃদ্ধা। দেখ গো, তালগাছ যেন মিন্ষে—
খোনা খোনা রা—বাঁকা দুটো পা,
বলে—"আঁয়্ না, আঁয়্ না,
ব'নের ভিঁতর আঁয় না ঘাড় ভাঁঙ্গি।"
লোক। কে তুমি?
নল। আমি বনবাসী।
লোক। বাসী আছ বাসীই আছ, বনে লোককে কেন ভয় দেখাও?
নল। মাত্র জিজ্ঞাসিনু,

কোন্ পথে অযোধ্যা যাইতে?
নাহি জানি বৃদ্ধা কেন পেলে ভয়।
লোক। কেন পেলে ভয়? যে বর্ণের ঘটা —শাঁকচূর্ণী ডরায়। চল গো চল, ও একটা মুরোদ, বলেন বাসী, আমরা জানি না, বাসী অমন ফিট্ ফাট্? জটা হবে, নখ হবে।

[বৃদ্ধার ও লোকের প্রস্থান।

নল। ভাল হ'ল
নল ব'লে কেহ না জানিবে আর,
সখা! সখা! তোমার কৃপায়
নল নাম ডুবিল ধরায়;
অধীন হইতে আর নাহি হয় ডর;
আর নাহি লজ্জা ভয়,
কেহ না চিনিবে।
আহা! প্রাণেশ্বরি!
আর কোথা দেখা পাব?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

চেদিনগর—রাজবাটীর সম্মুখ

নাগরিকগণ ও দময়ন্তী

দম। ব'লে দাও—রাখ মোর প্রাণ—
এ পথে কি গেছে পতি?
১ না। আরে ও পাগলি! এ জানে।
দম। বল, বল—রাখ গো মিনতি, জান যদি,
বল কোন্ পথে গেছে মোর পতি;
আয়ত লোচন—
বর্ণ যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন;—
গুণধাম সর্ব্বসুলক্ষণ ঠাম;
ব'লে দাও, কোন্ পথে যাব,
কোথা তাঁর দেখা পাব?
আহা, কোথা তুমি প্রাণেশ্বর?
বনে ভ্রমি হয়েছ কাতর?
এসো নাথ! দাসীর নিকটে।

ছাদের উপর রাজমাতা ও ধাত্রী

রাজ-মা। ধাত্রি! দেখ পাগলিনী প্রায়
কে রমণী যায়,
অর্দ্ধবাসে বিমলিনী-বেশে
তবু যেন কাঞ্চন মৃত্তিকা-মাঝে।
আন, অভাগীরে আন; পরিচয় জান;
কেন বামা কাঙ্গালিনী!
আহা! ভুজঙ্গিনীশ্রেণী
কেশ-গুচ্ছ ধূলো-বিলুণ্ঠিত।
দম। প্রাণেশ্বর! নিশ্চয় বলে হে প্রাণ,
পাব পুনঃ দরশন।
তবে কেন করেছ অন্তর,
অন্তরের অন্তর আমার?

ধাত্রীর দ্বারে আগমন

ধাত্রী। কে তুমি গো পাগলিনী প্রায়,
কর কার অন্বেষণ?
দম। সুভাষিণি! পতিহারা পাগলিনী আমি,
পার ব'লে দিতে—কোথা গেছে স্বামী?
ধাত্রী। এসো, রাজমাতা ডাকিছে তোমায়।
দম। মা গো, যাব আমি পতি-অন্বেষণে,
বিলম্ব করিতে নারি।
ধাত্রী। একা নারী ধরামাঝে,
পতি কোথা খুঁজে পাবে?
রাজমাতা,—বড় কৃপাময়ী।
লহ আসি, আশ্রয় তাঁহার,
উপায় হইবে তাহে।
দেখ, রাজমাতা দাঁড়ায়ে দুয়ারে
আদরে গো ডাকেন তোমারে।
দম। মা গো! দেবে কি গো
পতিরে আনিয়ে মোর?
রাজ-মা। শান্ত হও, শুনি আগে বিবরণ।
কে তুমি? কোথায় পতি তব?
দম। সৈরিন্ধ্রী আমার পরিচয়;
ছিল পতি মম বহু গুণাধার।
হায়! বঞ্চনা ধাতার—
দ্যূত-পণে সকলি হারিল।
বনে গেল আমা ছাড়ি।
মা গো! বহুক্লেশে খুঁজি দেশে দেশে
প্রাণেশে কোথায় পাব?
হয়েছি হতাশ—দে গো মা আশ্বাস—
পতিরে আনিয়ে দেবে।
ও মা! রাখ প্রাণ—প্রাণনাথে হারায়েছি।
রাজ-মা। শুন সুলোচনে! রহ এ ভবনে
ক্লেশ কিছু নাহি হবে;
পূজা হেতু কুসুম তুলিবে,
অন্য ভার নাহি দিব;
বলিও লক্ষণ—
দেশে দেশে পাঠাব ব্রাহ্মণ,

তব পতি-অন্বেষণ হেতু;
কন্যাসম থাকিবে হেথায়।
কেঁদো না মা, অভাগিনী,
ও মা! পতিপ্রাণা! কতই সয়েছ।
দম। মা! মা! আমার কৃপাময়ি;
তনয়ায় রাখ দায়ে;
রেখো মা দাসীর প্রাণ,
ও মা! জান ত নারীর ব্যথা।
[সকলের প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। অলপ্পেয়ে পুষ্করে যে রাখ্‌লে ধ'রে—তা না হ'লে কি রাজা হাতছাড়া হয়? সাতদিন গেল কারাগার থেকে বেরুতে—এখন কোন্ পথে কোথায় গে ধর্‌বো? বাবা! ভাঙ্গা কপাল্‌লা ভগবান্ দেখিয়ে দিলে। বামুনের ছেলে ধানে-চালে দে মার্‌বে! আর খুঁজবো কোথায়? বাপের জন্মে যে নাম শুনি নি—এমন মুলুক বেড়িয়ে এলুম। আবার এর নাম শুন্‌ছি—চৌদি। রাজবাড়ী কি সাধে দেখে যাই? পাঁকে ব্যাঙ থাকে! হোমা-পাখী গিরিশৃঙ্গেই বসে।

দুই জন লোকের পুনঃ প্রবেশ

১ লো। দেখ, দেখ, তখন সেই পাগ্‌লী "স্বামী কোথা ব'লে দাও" বল্‌ছিল; আর এখন এ পাগ্‌লা বামুন আপনা আপনি কি বক্‌ছে।

বিদূ। বক্‌ছি—তোমার বাড়ী আদ্যশ্রাদ্ধ খাব। বলি পাগ্‌লী কে? কি বলে—"পতি কোথা ব'লে দাও মোরে?"

২ লো। দেখ দেখ, এও খেপ্‌লো।

বিদূ। বলি—এ কি পাগল করা দেশ? সাদা কথা বল্‌ছি, তবু পাগল বল্‌ছিস আমায়? দাঁড়া,—দাঁড়া—আমিও শিখ্‌লুম। দেখ্ দেখ্ পাগলা বেটা আসছে দেখ্।

১ লো। বাঃ, এ রঙের বামুন।

বিদূ। বাঃ। এ সঙের মিন্‌সে।

২ লো। বামুন পাগল নয়—ধূর্ত্ত।

বিদূ। চটে চ'লে যাও কেন বাবা? আপ্পোসে দু'কথা হয়ে গেল—এখন চল—তোমার বাড়ী ভোজন করি গে।

১ লো। রসের সাগর!

বিদূ। না, না—উদরটা বড় ডাগর! তাই ভাব্‌ছিলাম, তোমায় কৃতার্থ কর্‌ব। তার আর কাজ নাই, এ পাগ্‌লী কোথা গেল বল দেখি?
[দুই জন লোকের প্রস্থান।

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। আহা! পাগ্‌লীকে খুঁজচ্? পাগ্‌লী তোমার কে গা? আহা! কোন্ আবাগী স্বামী হারিয়ে পাগল হয়েছে; আদর ক'রে রাজমাতা তারে বাড়ী নিয়ে গেছে।
[প্রস্থান।

বিদূ। বুঝি, দময়ন্তী বেঁচে আছে; নইলে পাগল হয়ে স্বামী খুঁজে বেড়াবে কেন? রাজাটা চিরকাল জানি এক-বগ্‌গা, কোথা চ'লে গেছে, মাগী কেঁদে কেঁদে পথে বেড়াচ্চে। দেখ, আমার বুদ্ধি আছে, গুরু-মশাই শালা যে কান ম'লে দিলে, নইলে ক, খ, শিখ্‌তেম। আজ এখানে থাকন;—পাগ্‌লী দেখন,—তবে গমন, যদি ঠিক জান্‌তে পারি, তবে ধরি, সন্ধান নিই।
[বিদূষকের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সুনন্দা ও দময়ন্তী

সুনন্দার গীত

মালকোষ-বাহার—কাওয়ালী

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে।
কোথা রবে? দেখা দেবে,
ভালবেসে সে আমারে॥
কাঁদে প্রাণ তারি তরে, সে ত তা বুঝে অন্তরে;
জেনে শুনে কোমল প্রাণে,
বেদনা সে দিতে নারে॥

সুন। আহা!
হেথা তুমি সখি, নীরবে রোদন কর?
কর নি শয়ন? ক্লান্ত তুমি অতিশয়।
দম। রাজবালা! সুধাময় সঙ্গীত তোমার!
শুনে গান উন্মাদিনী-প্রাণে
আশা পুনঃ হয় বিকসিত॥
সুন। সখি! কেন লো নিরাশ হবি?
ভালবাসি যারে—
সে আমারে কোথা ফেলে রবে?

দম। সখি! যত্ন বিনা হারাই রতন;
কাল-নিদ্রা এলো গো আমার,
হায়! কেন পুনঃ জাগিনু কাঁদিতে?
কাল-নিদ্রা এলো সখি!
তাই ত হারানু নাথে!
সুন। আহা, বিস্তর সয়েছ সখি!
কথা কও, মনোব্যথা রেখো না লুকায়ে।
আমি ভগ্নীসম;—
কাঁদ সখি! প্রাণ খুলে কাঁদ মোর কাছে।
সংজ্ঞা-হীনা বনপথে ছিলে যবে প'ড়ে,
না জানি গো, কি হ'ল তোমার মনে।
সখি!
বল মোরে কে তোমারে করিল চেতন?
আহা!
কাঙ্গালিনী, পতিহারা, কতই সয়েছ!—
বল তব দুঃখকথা,
অশ্রুজল দিব বিনিময়ে।
দম। মূর্চ্ছাগত বনপথে ছিলাম পড়িয়ে,
সংজ্ঞা লাভ করি এক তাপস-কৃপায়।
তেজঃপুঞ্জ উদাসীন, কহিলা আমায়;
"যাও! বৎসে, পশ্চিম-প্রদেশে,
পূরিবে গো, মনোরথ।"
আচম্বিতে তপাচারী হ'ল অদর্শন।
নাথ বিনা সব শূন্য হেরি,
চলি ধীরি ধীরি;—
পথে দেখা বণিকের সনে।
দলবদ্ধ যায়, দেখিয়া আমায়
একজন কৃপায় করিল সাথী:
পথে হেরি রম্যস্থল, বণিক্ সকল
বিশ্রামের হেতু রহে;
হেনকালে দৈব-বিড়ম্বন,—
মত্তকরী আইল তথায়,
চরণের ঘায়, হত হ'ল কত জন।
প্রাণ-ভয়ে পলায়ে আইনু;
রাজ-মাতা দেখিয়ে আমায়
কৃপায় আনিল পুরে।
সুন। আহা!
ফেটে যায় বুক দুঃখ-কথা শুনে তব।
সাধ্বী তুমি, পতিব্রতা, গুণবতী,
সখি! এ দিন না রবে তোর।
বরাননে!
মলিন-বসনে কেন গো রহিতে সাধ?
কেন নাহি পর বেশ-ভূষা?
দম। নাহি জানি, সুবদনি,
কোথা প্রাণেশ্বর,
কি দশায় আছেন কোথায়;
অর্দ্ধবাসে গিয়াছেন ফেলে;
ভাগ্যফলে যদি দেখা পাই
অর্দ্ধবাস ত্যজিব তখন;
নহে, ভিখারিণী পতি-কাঙালিনী আমি;—
অর্দ্ধবাস—যোগ্য পরিচ্ছদ মম।
সুন। আহা!
সতি, পতিভক্তি শিখি তোর কাছে।
দম। নৃপতিনন্দিনি! আমি অভাগিনী,—
পতিভক্তি যদি গো জানিব—
কেন তবে প্রাণধনে রাখিতে নারিব?
যুগপ্রায় দিন বয়ে যায়,—
কোথায় আমার নাথ?
বজ্রাঘাত করিয়া বিপিনে
চ'লে গেল—আর ত এলো না:
কাল-নিদ্রা আসিল আমার,
প্রাণনাথে হারাইনু।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। ওগো! একজন গনৎকার এসেছে; সব ঠিক-ঠাক্ বল্‌ছে।
সুন। কোথা? ডাক্ না?
ধাত্রী। এই যে আস্‌ছে।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। কাগা আয়, কাগা আয়,
ষড়াননের একই রায়—
তুষ্ট বড় কাঁচা মোণ্ডায়।
(স্বগত) এই ত মাগী,
মড়াঞ্চে পোয়াতীর ঝি;
আর লুকাবে? ধরেছি।
দম। দ্বিজবরে কোথা কি দেখেছি?
বিদু। ঐ যে শুঁটকো মাগী মাটীমাখা—
ওর ছিল অনেক টাকা,
ওর স্বামী বড় একগুঁয়ে—
উঁড়িয়ে দিলে এক ফুঁয়ে।
দম। পরিচিত স্বর,
কে তুমি হে দ্বিজ?
বিদু। সোজা বোঝো,—

পরিচয় দেও—
বাপের বাড়ী চ'লে যাও।
এখন রাজা কোথা বল;
ল'তে এসেছি, বাপের বাড়ী চল।

কৃত্রিম দাড়ি পরিত্যাগ করিয়া

এই দাড়িতে আগুন,—
আমি সেই ঠেঁটা বামুন।

দম। এ কি! রাজসখা হেথা?
জান যদি বল, ওহে! কোথা নলরাজ?

বিদু। তুমি চল, তার পর তাঁর সন্ধানে
ঘুর্‌ছি;
যাবে কোথা? দিন দুই তিনে ধর্‌ছি।

সুন। সখি! ভগ্নি! দময়ন্তি! তোর হেন দশা?

রাজমাতার প্রবেশ

রাজ-মা। দময়ন্তি! বাছা,
দাও নাই পরিচয়,
এই যে জটুল চিহ্ন!
ও মা, তুই মোর ভগ্নীর ঝিয়ারী;
বিদর্ভনগরে আজি পত্র পাঠাইব;
পিতা মাতা উদ্বিগ্ন তোমার।
আয়, মা সুনন্দা! তোর ভগ্নীরে লইয়ে,
স্বহস্তে করেছি পাক—দেখ সে কেমন।

[বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদু। ওরা ত পাক করেছে;
আমার যে পাক পাচ্ছে।
দেখি কোথা ভাঁড়ারী খুড়ো
মিল্‌বেই পেটের মত একগুঁড়ো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ঋতুপর্ণ রাজার বাটী—প্রাঙ্গণ
বিদূষক ও ছদ্মবেশী নল

বিদু। (স্বগত) বাহুক ত বাহুক—আমি ঢের বাঁকা হুক দেখেছি; বিনা আগুনে রাঁধ্‌তে হয় না? এই নল, কিন্তু সন্দ হচ্চে, পুকুরে রঙটা কোথায় পেলে?

নল। (স্বগত) জীবনের অলঙ্কার
ছিল রে আমার;—
স্বেচ্ছায় ফেলিনু জলে;
ভুলিব কেমনে? ভোলা কি সে যায়?
অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী,—
পলে পলে দেখা দেয়।
আমার—আমার জীবন আঁধার
তারে কি ভুলিতে পারি?
আহা! প্রাণের এ কালি কি দিয়ে ধুইব?
প্রিয়া আমি বিনা নাহি জানে।
গহনে আইনু ফেলে
তবু সে ত দোষে নি আমায়;
সে তেমন নয়, কেঁদেছিল উন্মাদিনী।
হায়! বারেক না দেখিলে আমায়—
স্বর্ণ-পদ্ম তখনি শুকায়;
এত দিনে আছে কি আমার প্রিয়া?
হায়! বলা নাহি হ'ল—
কত কথা মনে ছিল;
প্রাণের জ্বালায় পলায়ে এসেছি, প্রিয়ে!
ওহো! জ্বালা নিভিবার নয়।
বুক ফাটে—অর্দ্ধবাসা—
অরণ্যের দশা মনে হ'লে।

বিদু। (স্বগত) এই যে সেই হাত-পা চালা, ওপর-চাউনি; আমিও চিনি, আমার ঠিক মনে আছে, সেবার ধরেছিলেন স্বর্ণ-হাঁস, এবার কাট্‌চেন ঘোড়ার ঘাস। (প্রকাশ্যে) বলি মশাই, আজ অতিথ হেথায়।

নল। শুভদিন মম,
প্রভু! করুন বিশ্রাম।

বিদু। (স্বগত) সেই স্বর; নল না হয়ে আর যায় কোথায়? (প্রকাশ্যে) বলি—মশাই আপনাকেই হয় ত যেতে হবে।

নল। কোথা?

বিদু। বিদর্ভ নগরে।

নল। কোথা?

বিদু। বিদর্ভ নগরে,—দময়ন্তী—

নল। দময়ন্তী? কোথা, কে সে?

বিদু। (স্বগত) হুঁ হুঁ, গলা যে কাঁপে।
(প্রকাশ্যে) দময়ন্তী হবে স্বয়ম্বরা
আসিয়াছি নিমন্ত্রণ দিতে,
রাজ-দরশন সহজে না পাওয়া যায়,
ভাব্‌লেম আছেন বাহুক মশাই—
অতিথ গে হই সেথা।

নল। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা—বিদর্ভ নগরে!
এ কোন্ বিদর্ভ নগর?

বিদূ। মশায়ের জন্য আবার কটা বিদর্ভ তয়ের হবে?
নল। দময়ন্তী—স্বয়ম্বরা!
বিদূ। তা হ'লে তাড়ান্ না কি?
নল। না—না, শুনিয়াছি—
দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিল একবার।
বিদূ। বলি, মশাই, রাজারাজ্ড়ার কারখানা —তার ঠিকানা কি? সব সখের উপর কাজ; সখ ক'রে দেখুন—নলরাজা গেল ছেড়ে—
নল। আঃ!
বিদূ। মশাই কি ব্যাজার হ'লেন?
নল। ভাল মহাশয়!
দময়ন্তী—পুনঃ স্বয়ম্বরা?
নিশ্চয় জানেন সমাচার?
বিদূ। মশাই, হলপ না নিলে কি বিশ্বাস কর্বেন না, না কি? না মশাই, স্বয়ম্বরা নয়; চলুন ঘরে—ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ।
নল। প্রভু! ক্ষমুন আমায়,
ভুলে আছি কথায় কথায়;
আয়োজন কি করিবে দাস?
বিদূ। ভাল রকম এসে না রন্ধন,
মোণ্ডা পারি বিলক্ষণ।
নল। মিষ্টান্ন প্রস্তুত এখানে।
বিদূ। দিন এনে।

নলের মিষ্টান্ন দান ও ব্রাহ্মণের বন্ধন

নল। মহাশয়! ক্ষুধার্ত্ত আপনি,
করুন ভক্ষণ;
আরো দিব মিষ্টান্ন আনিয়ে;
যত ইচ্ছা যাবেন লইয়া।
বিদূ। দেন আরও বেঁধে লব, কি জানেন —রাজার বাড়ী একটু চাপাচাপি হয়েছে; তিল ধর্লে তালটা খেতুম; কিন্তু সে যোগাড় আর নেই—মহারাজ দাঁড়িয়ে থেকেই খাওয়ালেন।
নল। বলিলেন, হয় নাই রাজ-দরশন।
বিদূ। বল্লেমই বা, বল্লেম ব'লে কি আর রাজাকে খাওয়াতে নাই? (স্বগত) না মন, মোণ্ডার লোভ সাম্লাও; ধরা পড়ে যাবে, রাজা ত দুহাতে বদনে ফেলা দেখেছে।
নল। (স্বগত) এ কি বাতুল ব্রাহ্মণ?
(প্রকাশ্যে) মহাশয়, দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা হবে?
বিদূ। নইলে কি মশাই, ছেলে-খেলার পথ? কড়া পা—নইলে হাঁটু অবধি ক্ষয়ে যেতো!—বাবা! তর বেতর দেশ, প্রাণ পুরে হাঁটো।
নল। পুনঃ স্বয়ম্বরা?
হেন কথা শুনি নাই কভু।
বিদূ। মার পেট থেকে পড়েই কি শোনে? ক্রমে থাক্তে থাক্তে শুন্তে হয়। আগে কি কেউ শুনেছে যে, আধখানা শাড়ী পরিয়ে বনে স্ত্রী ছেড়ে যায়? পুণ্যশ্লোক নলরাজা পথ দেখালেন।
নল। (স্বগত) তিরস্কার উপযুক্ত মোর;
দেশে দেশে গাবে এই যশ।
দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা?
না না,—পতিপ্রাণা;
মিথ্যা কহে দ্বিজ;
কিংবা কে বুঝে নারীর প্রাণ?
দময়ন্তী—আমার সে ধন, আমি তার;
স্বচক্ষে না দেখে এ বিশ্বাস না হারাব।
হায়! আশা গায় বুঝি পাইতে আমায়,
সরলা, এ প্রেমের ছলনা করে।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়! এ সত্য স্বয়ম্বর?
বিদূ। আর কথায় কাজ নাই, আপনি তাঁবা-তুলসী আনুন।
নল। (স্বগত) এও কি কলির ছল?
ছল—নিশ্চয় এ ছল!
প্রণয়িনী সে আমার,
সে ত নয় দ্বিচারিণী।
বুঝি এত দিন বেঁচে নাই;
আমা বিনে সে রহিতে নারে।
দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা?
জানিলাম—তবে ধরায় রমণী নাই;
ধর্ম্মপত্নী, জীবনসঙ্গিনী,
পতিপ্রাণা নারী নাই!
এইবার সৃষ্টিলোপ হবে;
সে আমার প্রাণের প্রতিমা—
সে আমায় ভুলে গেছে?
এ কথায় নল না প্রত্যয় করে।

ঋতুপর্ণের প্রবেশ

ঋতু। শুন হে বাহুক,
বিদ্যার পরীক্ষা দেহ;

যেতে পার বিদর্ভনগরে?
কালি স্বয়ম্বর তথা।
নল। মহারাজ!
কালি প্রাতে উত্তরিবে রথ তথা।
ঋতু। হে বাহুক! সত্য—কি কৌতুক?
নল। মহারাজ! অধীনের কৌতুক না সাজে।
ঋতু। অনুমান আছে কি তোমার—
কতদূর বিদর্ভনগর?
নল। মহারাজ! গুরুর কৃপায়,
মম হস্তে—হয় তড়িৎগমনে ধায়;—
বিদর্ভনগরে যেতে নহে বড় কথা।
ঋতু। হও ত্বরা—এখনি যাইতে হবে।
বিদূ। এখন আমার কি উপায়?
পায় পায়!
ঋতু। হেথায় ব্রাহ্মণ তুমি.
যাবে পিছে চতুরঙ্গ দল.
যেয়ো অন্য রথে।
বিদূ। মহারাজ! বিস্তর ক্লেশ পেয়েছি পথে;
দেশ নয়—যেন বাঘ!
তাই প্রাণটা চাচ্ছে দেশে যেতে;
বামুনের ছেলে—
নিয়ে যাবেন রথের এক ধারে ফেলে।
ঋতু। হও তবে প্রস্তুত সত্বর।
[প্রস্থান।
বিদূ। সত্বর! তবে মোণ্ডা বেঁধেছি কেন?
মহারাজ! প্রস্তুত জান্‌বেন!
পা বাড়িয়েছি যেন।
নল। দ্বিজবর! যাই রথ করিতে প্রস্তুত।
বিদূ। চলুন মশাই. আমিও যাই: কিন্তু গোসাই. যদি মূর্চ্ছা যাই. একবার থামিও, শুনেছি, বেজায় তোমার রথের টান।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দময়ন্তী ও সখী (কেশিনী)

দম। জান ত সজনি! হংসমুখে শুনি,
এই তরুতলে বসিয়ে বিরলে,
ভাসি অবিরল নয়নের জলে।
ভাবিতাম—সে আমার হবে কি না হবে।
সখি, হেরিলে এ কুঞ্জ-আমোদিনী
চমকি তখনি, মনে পড়ে—
এইখানে প্রাণনাথে প্রথমে দেখিনু;
লাজ পরিহরি, আঁখি ভরি,
হেরিলাম অতুল মাধুরী!
সই রে! আজি কোথা সে আমার?
ধিক্ প্রাণ!—
অভাগীর তরে কলিসনে বিসম্বাদ;
মনে হ'লে মৃত্যু হয় সাধ,
অভাগীর তরে রাজ্যেশ্বর বনবাসী।
সখি! আগে কি গো জানি—
উন্মাদিনী—পাব গুণমণি?
আগু পাছু না ভাবিনু,
নলেরে বরিনু,
প্রাণনাথে ভাসাইনু অকূল-পাথারে।
এত যদি জানিতাম, সখি,
ত্যজিতাম ছার প্রাণ;
কলি-কোপে না পড়িত প্রাণপতি।
ছি! ছি! আমি স্বামীর দুঃখের হেতু।
সখী। সুদিন কুদিন আছে চিরদিন;
ভেবো না—ভেবো না;
পতি-পরায়ণা তুমি সুলোচনা;
যত, সখি! সয়েছ পতির তরে,
দ্বিগুণ আদরে হবে পুনঃ রাজ্যেশ্বরী।
মেঘ অন্তে পূর্ণচন্দ্র উদয় যেমন—
তব প্রাণধন পুনঃ আসি দেখা দিবে।
সতর্ক, সত্বর,
দেশে দেশে গেছে রাজচর,
নল রাজে পাইবে নিশ্চয়;
দৈবের ছলনে,
ফেলিয়ে কাননে গিয়াছেন পতি তব;
বার্ত্তা পেয়ে আসিবে সে ধেয়ে,
হৃদয়ে ধরিতে তোরে।
রাজ-সখা বান্ধব-বৎসল,
করি নানা ছল,
দেশে দেশে করে অন্বেষণ,
জান তুমি—অতি বিচক্ষণ সে ব্রাহ্মণ,
অন্তঃপুরে অন্বেষণ করিল তোমারে।
শুনি তব পুনঃ স্বয়ম্বর,
নল নৃপবর যথায় রহিবে
ব্যগ্র হয়ে আসিবে সত্বর;
কেঁদো না, সজনি আর।
দম। সখি! প্রভাত-সমীরে

পত্র যথা কাঁপে তর তর—
কাঁপিছে অন্তর স্বয়ম্বর-কথা কয়ে।
কি জানি লো, যদি গুণনিধি
ঘৃণা করি, পাপিনী ভাবিয়ে
আর নাহি দেন দেখা।
মনে কত হয়—
নিশিদিন স্থির নহে প্রাণ!
কি হবে, কি হবে—মরি ভেবে ভেবে,
এ যাতনা সহিতে না পারি;
তবু মরিতে না চাই সই!
কই প্রাণনাথ কই?
মরিব লো দেখিতে দেখিতে তাঁরে;
সই রে, কাঁদিতে জনম গেল!

সখী। সখি! অনল-উত্তাপে
কাঞ্চন দ্বিগুণ শোভা ধরে,
দুঃখ তব গৌরবের তরে;
প্রেমের পরীক্ষা তোর:
প্রাণকান্তে পাবে, দুঃখ ভু'লে যাবে;
গল্পচ্ছলে দুঃখ-কথা কহিবে সোহাগে;
নব অনুরাগে—
পুনঃ হবে সুখ-সম্মিলন।

দম। সখি! আর সোহাগের নাহি সাধ,
না জানি গো, কত অযতনে
কোথায় বঞ্চেন নাথ।
রাজ্যেশ্বর—কভু নাহি সহে ক্লেশ,
প্রাণেশে কি পাব আর?
সই, যত কাঁদি—
বাড়াতে যন্ত্রণা
পোড়া আশা তত করে মানা।
শরৎ-বর্ষণে বিরাম যেমন—
কভু হাসি, কভু কাঁদি;
কভু ভাবি মনে—
নাথ অন্বেষণে পুনঃ যাই বনে;
দুঃখে, অভিমানে—
কিরাতের সনে বুঝি বা আছেন নাথ;
কিংবা কোন্ বিজন গহ্বরে—
নাহি হেরে নরে—
আছেন বা প্রাণেশ্বর!
হায় সখি, মম ভাগ্যে পতিসেবা নাই,
তাই প্রাণনাথ পলাইল আমা ছাড়ি।
নহে, সে তেমন নয়—
আমা বিনা কোথাও না রয়,
সই! সে আমার—
আমার সে হৃদয়ের রাজা;
তবে কেন হ'ল গো এমন,—
কোথা মোরে আছে ভুলে?

সখী। পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান
পতি পূজা দিবানিশি—
ইষ্টদেব পতি তব;
পরি অর্দ্ধসাড়ী
তপাচারী তুমি পতির সাধনে,
এ সাধন বিফল না হয়।
পতিভক্তি উঠিবে ধরায়,
পতিব্রতা পতি যদি নাহি পায়,
সতীর বাসনা পূর্ণ করে নারায়ণ।
যার তরে ঝরে আঁখি-নীর—
সে কি আছে স্থির?
দিয়ে অর্দ্ধচীর ছেড়ে গেছে বনমাঝে—
নিশি দিনে শেল সম বাজে তার প্রাণে।
আসিলে যামিনী,
চক্রবাক-চক্রবাকী যথা
কাঁদে দোঁহে দুই পারে,
তেমনি তোমরা সই!
পোহায় রজনী,
আসে দিন,—হবে লো মিলন।

দম। রাজরাণী ছিলাম সজনি!
প্রাণনাথে শত শত কিঙ্কর সেবিত;
ভেবেছিনু—বনে থাকি নাথ সনে
রাজ্যসুখ ভুলাইব সেবা করি;
ছি! ছি! বিড়ম্বনা, রহিল বাসনা,
হায় পতি-হারা কত দিন রব আর?

সখী। সখি! চল যাই রাণীর আগারে,
শুনি গিয়ে
কোথা হ'তে কিবা আসে সমাচার।

দম। চল যাই,
যত দিন রব
আশা কভু না ছাড়িব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্ত

বিদূষক

বিদূ। আমার তবু অভ্যাস আছে, ঋতুপর্ণ বুঝি মরণাপন্ন! আজ রিশের উপর রথ

চাকাম! রাজা আজ ঘুমুবে—ওর রঙটা আমি ধুয়ে ফেল্‌ছি। বাবা! এ খোস্‌ খত্‌ রঙের মসলা পেলে কোথা? কি ঘেঁটু পাতা ফাতা মেড়ে বুঝি করেছে। আমার সন্দ হয়, ছটাক খানেক পুকুরে ঘাম আছে। এই রইলেন গোঁপ আর এই রইলেন দাড়ি; বাবা! সারারাত কুটকুটিয়ে মরি। এইবার পাড়ি দি রাজসভায়। ঋতুপর্ণটা কি কর্‌বে?—খানিক আম্‌তা আম্‌তা কর্‌বে আর কি। [প্রস্থান।

নল ও ঋতুপর্ণের প্রবেশ

নল। মহারাজ, আশ্চর্য্য গণনাবিদ্যা তব,
দৃষ্টিমাত্র গণিলে রাজন্‌!
দেখিলাম ন্যূনাধিক এক পত্র নয়,
কৃপা করি দেহ বিদ্যা মোরে।
ঋতু। গুণবান্‌ তুমি হে বাহুক।
যোগ্য পাত্র এ বিদ্যা লইতে,
চিত্ত-স্থৈর্য্য এ বিদ্যার মূল।
মনের নয়ন—সদা উন্মীলন,
নিমিষে সংসার হেরে;
সদা সচঞ্চল—ধারণা না রহে তার!
দীক্ষা নাহি দিব—সমযোগ্য তুমি মম;
বৃক্ষপত্রে মন্ত্র লিখে দিই।
নল। মহারাজ! দাস আমি—অধীন তোমার।
ঋতু। হে বাহুক!
কভু তুমি নহ সাধারণ।
হেন অশ্ব-সঞ্চালন সামান্যে কে জানে?
ভাণ্ডাও না মোরে;
চিরদিন গুণের গৌরব রাখি;
লহ বিদ্যা। (পত্র প্রদান)
নল। অশ্ব-বিদ্যা কৃপা করি, লন যদি প্রভু!
কৃতার্থ হইবে দাস।
ঋতু। তুমি সখা মম;
সখা, লব বিদ্যা তব ঠাঁই।
ভাল, কোথা গেল সে ব্রাহ্মণ?

ছদ্ম-শ্মশ্রু পতিত দেখিয়া

হের ছদ্ম-শ্মশ্রু কার হেথা।
নল। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয়;
আছে বুঝি রথে।
ঋতু। কর মন্ত্র-পরীক্ষা বিরলে,
ততক্ষণ দেখি বন-শোভা;
পশ্চাৎ আনিহ রথ!

নল। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!
[ঋতুপর্ণের প্রস্থান।
এ কি! অন্য চক্ষু কোথা ছিল এত দিন?
এই বৃক্ষ কোটি পত্র ধরে।

কলির প্রবেশ

কলি। মহারাজ! রক্ষা কর মোরে।
তুমি দয়াময়—কৃপা কর, আমি কলি;
ছলিয়া তোমায়—
কি কহিব কত দুঃখ সহিয়াছি নররায়।
একে তব পুণ্যতাপে তনু দহে,
দময়ন্তী-দীর্ঘশ্বাসে সন্তাপিত প্রাণ;
তাহে কর্কট-গরলে,
দেহ মম অহরহ জ্বলে,—
আর শাস্তি নাহি দেহ রাজা!
নল। যাও কলি, দিলাম অভয়।
কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমায়
নির্দ্দোষীরে ছলি, কিবা ফল?
কলি। অধিক না বল রাজা;
অপকীর্ত্তি রহিল আমার।
গৌরব বাড়িল তব।
সত্য করি সম্মুখে তোমার,—
যেবা তব নাম লবে—
মম অধিকার
তদুপরে না রহিবে আর।
নল। মম দুঃখে ঘুচে যদি মানব-যন্ত্রণা—
ছল নহে—বর তব কলি।
যাও নিজ স্থানে, করেছি মার্জ্জনা;
নহ তুমি দোষী,—
ভুঞ্জিলাম নিজ কর্ম্ম-ফল।
কৃপায় তোমার;
কীর্ত্তি মম রহিল ধরণীতলে।
কলি। আজ্ঞা কর—যাই নিজ স্থানে।
[কলির প্রস্থান।
নল। অদূরে নগর;—
কিন্তু, মহোৎসব-ধ্বনি কিছু নাহি শুনি।
মিথ্যা স্বয়ম্বর;
ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয়;
স্বর যেন পরিচিত।
নহে, কার শ্মশ্রু হেথা?
সে আমারে ভুলিতে কি পারে?
পিত্রালয়ে থাকিত যতনে—

কেন তবে আসিবে গহনে?
ইন্দ্রাণী হইত, কেন বা বরিবে মোরে?
মিথ্যা স্বয়ম্বর।
ভুলেছে আমায়?
এ সংসার দৈত্যের রচনা তবে।
হেন ধরা—ত্যাগ প্রয়োজন,
যথা সতী নিজ পতি ছাড়ে।
হায়! জানি সে আমার—
তবু কেন যন্ত্রণা ঘোচে না?
কর্কটে না করিব স্মরণ;—
ছদ্মবেশে দেখিব এ স্বয়ম্বর!
ছাড়িয়াছে কলি—তবু কেন প্রাণে জ্বলি?

ঋতুপর্ণের প্রবেশ

ঋতু। দেখিলে কি মন্ত্র মোর পরীক্ষা করিয়া?
নল। বিদ্যা তব অদ্ভুত সংসারে।
ফুটিয়াছে নূতন নয়ন মম।
মহারাজ! আসিছেন বিদর্ভ-ঈশ্বর,
তব অভ্যর্থনা-হেতু।
আসিয়াছি নগরের ধারে—
সমাচার দেছে বুঝি ব্রাহ্মণ যাইয়ে।

ভীমসেনের প্রবেশ

ঋতু। (নলের প্রতি) এই মহারাজ ভীম?
ভীম। অযোধ্যা-ঈশ্বর! বড় কৃপা তব।
পবিত্র বিদর্ভ-পুরী তব আগমনে।
করুন জ্ঞাপন—
কোন্ প্রয়োজনে পদার্পণ মমাগারে?
ঋতু। (স্বগত) কোন্ প্রয়োজন?
(প্রকাশ্যে) মহাশয়! গৌরব তোমার
প্রচার ভুবনময়
আসিয়াছি সৌহার্দ্দ্য-কারণ।
ভীম। পরম সৌভাগ্য মম:
হেথা আর বিলম্বে কি কাজ?
কৃতার্থ করুন মোরে হয়ে অগ্রসর।
[ভীমসেন ও ঋতুপর্ণের প্রস্থান।
নল। কুহকে আচ্ছন্ন প্রাণ মোর:
কিছু না বুঝিতে পারি।
মিথ্যা স্বয়ম্বর।
কে বা সে ব্রাহ্মণ? যেন পরিচিত স্বর,
সখা মম!
কি আশ্চর্য্য! কলির ছলনে
নারিলাম সখারে চিনিতে?
রথে লয়ে যাই পাছু পাছু।
[প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। বাবা! দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েই পেছ কাটিয়েছি। ঋতুপর্ণ কিছু বিস্ময়াপন্ন। এখন ত বাহুক মশাইকে না মেজে নিলে নয়! যদি রাজা রাণীতে জোট্ খায়—আমিও ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বামনীর আঁচল ধরি। সৎসঙ্গে কাশীবাস; দেখ না,—গরীব বামুনের ছেলে—আমাদের পিরীতে বাবা বিচ্ছেদ কেন? পিরীতটে কিছু ছোঁয়াচে রোগ;—রাজার ছোঁচ্ লেগেছে—বাম্‌নীটাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু পীরিত অত গড়ায় নি;—নিমপাতা বেটে মুখে মাখ্‌তে হয় নি! দেখ, কেমন আমোদ হচ্ছে, যদি সেদিন হয়—রাজা যদি সিংহাসনে বসে, তা হ'লে পুষ্কুরেকেও আশীর্ব্বাদ করি, আর লোককে গাল-মন্দ দেওয়া ছেড়ে দি! তা নয়—স্বভাব যায় না ম'লে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দময়ন্তী ও সখী (কেশিনী)

দম। দেখ সখি! অদ্ভুত সারথি—
যার করে বায়ুভরে অশ্বগণ ধায়!
সখি! প্রাণ যায়—লহ পরিচয়,
বল গিয়ে—ছদ্মবেশ সাজে নাক আর।
সই! লোকলাজে কহিতে না পারি,
কত মনে করি;
ভাবি পুনঃ—অদৃষ্ট প্রসন্ন নয়।
শুনি রথ-ধ্বনি কত কাঁদি আমি উন্মাদিনী,
প্রাণসই! বিধি কি প্রসন্ন হবে?
সখী। রাণি! এত দিনে দুঃখ অবসান তোর
রাজপুরে যে কথা শুনিনু
মম মনে ঘুচেছে সংশয়।
অন্য কেহ নয়—নল মহাশয়
উদয় সারথি-বেশে,
অগ্নি বিনা করেন রন্ধন,

দৃষ্টিমাত্র স্নিগ্ধ নীরে শূন্য কুম্ভ ভরে,
নীরস কুসুম সরস কর-মর্দ্দনে,
ক্ষুদ্র দ্বার হয় দীর্ঘাকার
সারথিরে দিতে পথ।
বল, এ লক্ষণ নরে আর কার;
ভাব যদি মলিন বরণ।
দেখ চেয়ে আপন বদন,
নিজ অঙ্গ হের হেমাঙ্গিনি!

দম। সখি! এ লক্ষণে
প্রত্যয় না মানে মন।
যাও তুমি, কথায় কথায়
জানাইও দুঃখের বারতা মম।
বলো আসি—কি পাও উত্তর।
পার যদি বুঝিও অন্তর।
ব'লো ব'লো—পুত্র-কন্যা ত্যজি
পতি সনে পশি বনমাঝে।
একাকিনী নিদ্রিতা কামিনী
ছাড়ি কোথা গেল স্বামী।
দেখো দেখো—এ কাহিনী শুনি
আসে বা না আসে চক্ষে জল।
ব'লো যত পেয়েছি যন্ত্রণা;
দীর্ঘশ্বাস করিও গণনা—
দেখো—কোন বেদনা
আছে কি প্রাণে তার।
পার যদি কথায় কথায়,
আছি যে দশায়,
ব'লো সখি! সারথিরে।
প্রাণে প্রাণে জানিলে লক্ষণ—
মম প্রাণধন তবে ত জানিব সই।

[দময়ন্তীর প্রস্থান।

রাজরাণীর প্রবেশ

রাণী। শুন মা কেশিনি! লোকমুখে শুনি
বাহুক সারথি অদ্ভুত-প্রকৃতি নর!
কার্য্য তার লোকাতীত সব!
নলরাজসম সকলি লক্ষণ তার।

সখী। দেবি! নিশ্চয় এ নলরাজা।

রাণী। দময়ন্তী বিনা,
সত্য মিথ্যা কে বুঝিবে?

সখী। দেবী আদেশ দেছেন মোরে
ল'তে পরিচয়!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

তোরণ

নল

নল। (স্বগত) ছিল দিন—চতুরঙ্গ দলে
এসেছিনু বিদর্ভ নগরে;
প্রতিবাদী ইন্দ্র স্বয়ম্বরে!
আজি—বাহুক সারথি।
দময়ন্তী আছে সুখে—
আর কিছু নাহি প্রয়োজন।
লোকালয়ে আর নাহি রব।
ছি! ছি! কেন হব ঘৃণার ভাজন?
সকলি রহিল—আশা ফুরাইল;—
প্রাণ যেন তরঙ্গে তরঙ্গে দোলে।
মনে হয়—সে যেন জেনেছে—
সে যেন চিনেছে;
পলে পলে জ্ঞান হয়—আসে,
কহে সকাতর ভাষে,—
কেন নাথ! ভুলে ছিলে?
বিড়ম্বনা—বিড়ম্বনা!
ছিঃ! ছিঃ! পুনঃ স্বয়ম্বর!
দেব নর সকলে জেনেছে।
সত্য, মিত্র কর্কট আমার
যদি প্রাণ যায়—নাহি দিব পরিচয়।

সখীর প্রবেশ

সখী। মহাশয়! রাজকন্যা প্রেরিলেন মোরে,
মহামতি আছিলেন নলের সারথি?
জান যদি বল সত্বর!—
বনবাসে অর্দ্ধবাসে ত্যজি বামা,
কোথা গেছে মহারাজ?
করো না চাতুরী—কহ সত্য করি;
কিবা অপরাধে,
প্রমদায় ফেলিয়ে প্রমাদে
পলাইল নৃপবর?
ছি! ছি! নিদ্রাগতা—
হেরিয়ে বয়ান কাঁদিল না প্রাণ?
ইন্দ্র ছাড়ি বরে যারে—
হায়! হায়! কেমনে সে গেল ছেড়ে?
বলেছেন রাজবালা মোরে
মিনতি জানাতে তোমারে—
যদি কভু রাজারে দেখিতে পাও—

বলো তাঁরে কৃপা করি—
নিদ্রা পরিহরি, হেরে বামা শূন্য পাশ,
স্বামী নাই কাছে;
উন্মাদিনী ধনী—
উন্মাদ রোদনধ্বনি—
জাগাইল প্রতিধ্বনি বনে;
বামারে নিরখি,
অশ্রুজল বরষিল পাখী,
বনশাখী ম্রিয়মাণ তাপে।
শূন্যপ্রাণা শূন্য-মনে ধায়
যথা পদ যায়—কভু ওঠে, কভু পড়ে;
যদি দেখা পাও, বলো নলরাজে—
হেন কাজ তাঁহারে কি সাজে?

নল। মিছা তিরস্কার কর তাঁরে সুলোচনে!
দৈব-বিড়ম্বনে, কলির ছলনে;
আচ্ছন্ন আছিল নল,
রাজ্য ধন হারাইল গ্রহকোপে;
কলির ছলনে
ভার্য্যা ত্যজি, গিয়েছে কাননে;
নল তাহে নহে দোষী।
শুন হে রূপসি!
যেই নারী পতিপরায়ণা—
সদা করে পতিরে মার্জ্জনা;
পুনঃ স্বয়ম্বরা সে ত কভু নাহি হয়।
কি ভাবে কোথায় বঞ্চে নররায়—
অগোচর কথা;
সে বারতা কহিব কেমনে?
কিন্তু জানি পুরুষের মন:—
নারীর যেমন পলে পলে বিচঞ্চল,
পুরুষের নহে তাহা,—
নহে জল-রেখা—তখনি মিলায়,
প্রস্তরে অঙ্কিত ছবি চিরদিন রয়!
নলরাজ আছে কি দশায়,
কেমনে হে, বলিব তোমায়?
পরে কি পরের কথা বুঝে?
যার ব্যথা আছে মনে, শুন চন্দ্রাননে!
অন্যজনে সে ত নাহি বলে।
নারী বিনা শূন্য ধরা যার, এমন বিকার
সে নাহি প্রকাশে ভাষে—
পাছে লোকে হাসে।
কাল-সর্প হৃদয়ে সে পোষে:
অধীর দংশনে, তবু রাখে সে যতনে!

সখী। সত্য মহাশয়!
পরের হৃদয় পর না বুঝিতে পারে।
নহে, দেহ মন জীবন যৌবন সঁপি
নারী কেন হবে দোষী?
পতি প্রাণের আশ্রয়,—
পতি বিনা সব শূন্যময়;
এ কথা ত পুরুষ বুঝিতে নারে!
কঠিন অন্তর—
নানা রসে বঞ্চি নিরন্তর,
ভালবেসে দেয় নাই দেহ প্রাণ,—
তারে কে বুঝাতে পারে?
ভালবাসা নারীর প্রাণের সাধ;
প্রাণপতি অন্বেষণ তরে
কলঙ্কে না ডরে;—
পুরুষ-অন্তরে এ বোধ না পশে কভু।
দেশে দেশে পাগলিনীবেশে
প্রাণেশে খুঁজিয়া ধায়।
কঠিন পুরুষ জাতি
অনায়াসে ভার্য্যা ত্যাগ করে;
সে অন্তরে প্রত্যয় কি হয় কথা?
প্রাণ ছলময়!—
তাই ভাবে নারীর প্রণয়—ছল।
আত্ম-বিসর্জ্জন পুরুষ শিখে না কভু,
কথায় কথায় প্রয়োজন গেছি ভুলে;—
কোথা নলরাজ গোচর নহেক তব?
বলুন আমায়, কি বলি সখীরে গিয়ে।

নল। ধরামাঝে চাহে কেহ নলের সংবাদ,—
জানিলে এ কথা—
সমাচার আসিতাম জেনে।
আসিয়াছি স্বয়ম্বরে রাজারে লইয়ে,
বল, কি উত্তর দিব?

সখী। ভাল! শুনিলাম অগ্নি বিনা করেন রন্ধন,
দৃষ্টিমাত্র পূর্ণ হয় ঘট—
সত্য কি এ কথা?
অদ্ভুত এ বিদ্যা—কোথা পেলে মহাশয়?

নল। শুন সুবদনি!
বিদেশী সারথি আমি,
লোকে মন্দ কবে—
হেথা তব রহিতে উচিত নয়।
বিদ্যা মোরে দিয়েছেন নলরাজ!
যাও সুলোচনে! যাব আমি অশ্বশালে।

[নলের প্রস্থান।

সখী। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস—নয়নের নীর—
আর কি ভুলাতে পার?
অভিমানে নাহি দেয় পরিচয়।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। হ্যাঁ গা ঠাক্‌রুণ!
বাহুক মশাই কোথায়?

সখী। গিয়েছেন অশ্বশালে।

বিদূ। বলি ঝামেলা কিছু বেশী করে-
... কি? আপনাদের ত রোগ আছে! তা
... ভাড়াতাড়ি ধরি, একবার ঘোড়সোয়ার
... পগার পার। রাণী ঠাক্‌রুণকে বলুন,
... চল্‌বে না, স্বয়ং আসরে নাব্‌তে হবে।
...া দিয়ে চিটে ধরিয়েছে। জলে ধোবার
...নয়, চক্ষের জলে ধুতে হবে। চান কর্ত্তে
...ছে, আমি বলি ভাণ কচ্চে। পেছু নিলুম, জল
...কে উঠ্‌ল, থানকে থান রঙ্‌ বজায়। বাবা!
... আতের কালি মুখে ফুটে বেরিয়েছে! চল
আমরা যাই। রাণীকে পাঠিয়ে দাও, আমি হেথা
...য়ে আস্‌ছি।

[সকলের প্রস্থান।

নলের পুনঃ প্রবেশ

নল। পূর্ব্বকান্তি কর্কট ফিরায়ে দিল;
ব'লে গেল উপযুক্ত এ সময়।
আত্মপরিচয়,
গোপন কেমনে রাখি আর।

দময়ন্তীর প্রবেশ

দম। নাথ! কেন নাহি দেহ পরিচয়?
ভাব, ভুলায়ে যাবে?
প্রাণেশ্বর, আর না পারিবে,
কালনিদ্রা আর না আসিবে চক্ষে;
আর ছেড়ে নাহি দিব।

নল। শুন প্রিয়ে! নহি অপরাধী,
...র তাড়নে, বরাননে,
ফেলে পলাইনু;
... তুমি—
...য় কি যেতে পারি তোমা ছেড়ে?
...থর বেশে এসেছি এ দেশে
...মারে দেখিতে প্রিয়ে!
... গলে পুনঃ দেহ মালা—
রাজবালা! দেখিতে হইল সাধ।
কোন্‌ ভাগ্যধর,
আদরে ধরিবে পুনঃ কর!
দেখে গেছি মলিন বদন
চাঁদমুখে দেখে যাব হাসি।
হে প্রেয়সি! এই হেতু এসেছি এ স্থানে।

দম। নলরাজ-আশে হয়েছিনু স্বয়ম্বরা;
নলরাজ-আশে পুনঃস্বয়ম্বরা ভাণ।
হের বেশ—
পুষ্পহার করে নাহি সাজে আর!
নয়ন-আসারে গেঁথে মালা দিব গলে।
সাক্ষ্য হও, জগৎ-প্রাণ সমীরণ!
বল কার তরে প্রাণ-বায়ু বহে মোর?
প্রভু! নলরাজ-অভিলাষী,
নলে ভালবাসি,
অন্য দোষে নহি দোষী;
কভু নল বিনা অন্য জনে নাহি জানি।
যদি হই সতী,
দেবগণ! করি হে মিনতি—
প্রাণপতি দেহ মোরে;
নহে, প্রাণে কাজ কি আমার।

দৈববাণী। সংশয় না ভাব তুমি,
পুণ্যশ্লোক নল!
সাধ্বী সতী পত্নী তব।

আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি

নল। এ কি! দৈববাণী?
পুষ্পবৃষ্টি করিছেন দেবগণে।
কিঙ্কর চরণে তব—
ক্ষমা কর প্রাণেশ্বরি!

দম। প্রাণেশ্বর!
দাসীরে মিনতি নাহি সাজে।

ঋতুপর্ণ, ভীমরাজা ও রাণীর প্রবেশ

ভীম। বৎস!
যে আনন্দে পূর্ণ আজি হৃদয় আমার,
করি আশীর্ব্বাদ—
সে আনন্দে বঞ্চ চিরদিন।

রাণী। বৎস!
এতদিন কোথা ছিলে ভুলে?

নল। মাতা, কর আশীর্ব্বাদ,
সকলি গো দৈব-বিড়ম্বনা।

ঋতু। মহারাজ! ভুলে আছ সখারে কেমনে?
(দময়ন্তীর প্রতি) দেবি!
শুধাও স্বামীরে তব—
সখী তুমি মম।
দম। অযোধ্যা-ঈশ্বর! চিরঋণী আমি তব।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। স্বয়ম্বর বিদর্ভ নগরে—
সত্য মিথ্যা দেখুন, বাহুক মশাই!
রাজা! রাজা!
সখা ব'লে ডাক হে বারেক।
নল। সখা, যে গুণ তোমার,
তব ধার শত জন্মে
নাহি হবে পরিশোধ।

পুষ্কর, কলি ও অনুচরের প্রবেশ

কলি। মহারাজ! এই সহোদর তব,
কিঙ্কর আমার;
আজি হ'তে কিঙ্কর তোমার—
আমি তব অনুগত।
পুষ্ক। কেন? কেন? কিঙ্কর কি হেতু?
পাশায় জিনিছি রাজ্য
ফিরে নাহি দিব।
মৃত্যু পণ মম।
নল। যুদ্ধ কিংবা পাশাক্রীড়া যেবা তব মন
করহ পুষ্কর ত্বরা।
কলি। ত্যজ আশা;
দ্বাপর না সহায় হইবে আর
জানু পাতি যাচহ মার্জ্জনা।
পুণ্যশ্লোক নলরাজা ক্ষমিবেন তোরে।
নহে, সত্য কহি,
ধন প্রাণ কিছু না রহিবে তোর।
পুষ্ক। না বুঝে করেছি কাজ—
ক্ষমা কর নৃপবর!
নল। উঠ, চিন্তা কর দূর,
নাহি ভয়, করিনু মার্জ্জনা।
বিদূ। বলি, পুষ্কর মশাই! দেখে শুনে শিখতে হয়। বাগে পেলেই ধানে-চালে দিতে হয়—এমন নয়; মহারাজ! এখন নয়—যখন রাজ্যে গিয়ে বস্‌বেন—রঙের মসলাগুলো আমায় বলবেন। বলি, পুষ্কর মশাই! বল্‌লে না প্রত্যয় যাবেন—আপনার উপর এক পোঁচ।

সখিগণের প্রবেশ ও গীত

পরজ-বাহার—কাওয়ালী

কে এল—কি ভাবে—রথে ক'রে?
ওলো এ কি জ্বালা? সরলা রাজবালা
বুঝি ভুলায়ে বিদেশী, নে যায় ধরে।
জানে নানা ছল,
দুটি আঁখি করে ছল ছল,—
হেরে মুখশশী হয় প্রাণ বিকল!
ফুটে মলিনী কুমুদিনী
হেরি নিশাকরে॥

যবনিকা পতন

বেল্লিক-বাজার

[বড়দিনের পঞ্চরং]

(২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পাত্র-পাত্রীগণ

ললিত (মহাজন, দয়ালদাস নন্দীর পুত্র)। পঁটিরাম (ডাক্তার)। খুদিরাম (উকীল)। দোকড়ি সেন (হ্যান্ডনোটের দালাল)। কান্তিরাম গুঁই (মৃত্যুর রেজিষ্ট্রার)। নসীরাম (পঁটিরামের ভ্রাতুষ্পুত্র। মুক্তারাম (খুদিরামের সার্ভিং ক্লার্ক)। শিবু চৌধুরী (ললিতের শ্বশুর)।

পুরোহিত, খানসামা, ললিতের মা, ললিতের পিসী, মুর্দ্দফরাস ও মুর্দ্দফরাসনীগণ, মেথর ও মেথরাণীগণ, মুটে, চীনাম্যান, মগ, সংস্কারকগণ, গোরার দল, খেমটাওয়ালা, খেমটাওয়ালীদ্বয়, রঙ্গদার ও রঙ্গিণী।

প্রথম দৃশ্য

নিমতলার ঘাট

রেজিষ্ট্রারের ঘরের সম্মুখ

মুর্দ্দফরাস ও মুর্দ্দফরাসনীগণ

গীত

যেৎনা মুর্দ্দার সেঁইয়া জ্বালা দিয়া।
আবি বেহুঁস হুয়া, সেঁইয়া সরাপ পিয়া॥
রাতি ভর মজেমে রোস্‌নী জ্বলে,
ঠুম্‌কি ঠুম্‌কি নাচ্‌না পায়ের টলে,
রাগ ছুট্‌তা, শির ফাট্‌তা ফট্‌ ফট্‌ ফট্‌,—
মাতুয়া গিরেহ লট্‌ লট্‌ লট্‌,
মে পিলেতি শর্ট্‌;
সব কৈমে সেঁইয়া কো পেয়ার কিয়া,
মুজকর সেঁইয়া নে ছাতিমে লাগায় লিয়া।

পঁটিরাম ডাক্তারের প্রবেশ

পঁটি। মুর্দ্দফরাস বেটারা তো বেশ আমোদ কর্‌ছে দেখতে পাচ্ছি, অবশ্যই মড়া উড়া আস্‌চে, কিন্তু আমি তো ছ-মাসের ভিতর একটি রুগীর মুখ দেখলেম না।

মুর্দ্দ। সেলাম বাবু, পছান্তে পার? আমি সে বুড়া আছে, সে রাম আছে, সে রামা আছে।

পঁটি। কি রে, কেমন চল্‌ছে?

মুর্দ্দ। আপনাকো মেহেরবাণীসে গুজরাণ হোতা, আর তো বাবু উবু মরে না, যত শালা উড়িয়া লোক মর্‌ছে।

পঁটি। তাই তো, বল্‌ দেখি কি হলো, ব্যাম-শ্যামো তো কিছুই নাই।

মুর্দ্দ। ব্যেমো আছে, তা শালারা মর্‌বে কোথা, আপনা লোককে তো ডাক্‌বে না, পয়সা জমাচ্ছে, কবিরাজের বড়ী খাচ্ছে; দো এক্‌ঠো বাবু কস্‌বী ঘরসে সরাপ পিকে দাঙ্গা কর্‌ছে, আর মর্‌ছে।

পঁটি। তাই তো রামা, কি হবে বল্‌ দেখি?

মুর্দ্দ। এক শল্লা হায় বাবু, আপলোককা ফিস্‌ কবিরাজ লোকসে কম্‌তি কিজিয়ে?

পঁটি। আরে দূর ব্যাটা! চার গণ্ডা পয়সা পেলে নিই, তাতেও রোগী জোটে কই!

মুর্দ্দ। তব্‌ বাবু, হামলোককা গোরীবকা পর মেহেরবাণী ক'রো, মুফৎ দেখা সুরু করো, ফিস্‌ ছোড় দেও; দাওয়াখানাকা কমিশানসে আপলোককা গুজার হোগা, আউর, মুর্দ্দর চালানসে হামলোককা পেট চলেগা।

পঁটি। কে আবার এক বেটা এদিকে আস্‌ছে? কথাটায় বাধা দিলে, একটু গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াই। [অন্তরালে অবস্থান]

দোকড়ি দালালের প্রবেশ

দোকড়ি। (রেজিষ্ট্রারের প্রতি) হুজুর, বল্‌তি পারেন, দয়ালদাস নন্দী মশয়কে যে গঙ্গাযাত্রা কর্‌ছিল, শুন্‌ছিলাম, তা কৈ? তাদের লোকজনকে তো দেখলাম না, দাহ কৈরা কি চইল্যা গেছে?

রেজি। কি বল্লে, মরেছে? কি ব্যামো?

দোকড়ি। আজ্ঞে, পেচ্ছাবের পীড়ে ছিল।

রেজি। কত বয়েস?

দোকড়ি। এই ষাইটের মধ্যেই।

রেজি। ঠিক করে বল?

দোকড়ি। তবে প'য়ষট্টিই ধরেন।

রেজি। নাম?

দোকড়ি। আজ্ঞে, দয়ালদাস নন্দী।

রেজি। (খাতায় লিখিয়া লইয়া) লাস দেখাওগে।

দোকড়ি। আজ্ঞে, লাসের কথাই তো তল্লাস কর্ ছি।

রেজি। কি, লাস পাওয়া যাচ্ছে না? পাহারাওয়ালা! তুমি দাঁড়াও ওখানে,—এই, পাহারাওয়ালা বোলাও!

দোকড়ি। আজ্ঞে, পাহারওলা ডাহেন যে?

রেজি। তুমি রিপোর্ট লেখাতে এসেছ, অথচ লাস পাওয়া যাচ্ছে না।

দোকড়ি। আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞাস্ করতি আইছি, দয়ালদাস নন্দী মর্ ছে কি না? লাস,—লাসের কি কারবার কর্ ছি? একি ইল্ সা মাছ যে লবণ মাখায়ে পদ্মাপার হ'তে রপ্তানী দিব, লাস কনে পাব?

রেজি। অ্যাঁ, তুমি আমার বই খারাপ কর্ লে, এখন কি হয় বল দেখি? তুমি লাস যেথায় পাও বার্ কর—লাস চুরি!

দোকড়ি। অয়!—লাস আমি গাঁঠি বাঁধি রাখছি।

খুদিরাম উকিলের প্রবেশ

খুদি। কি হে দোকড়ি! কি গোলমাল হচ্ছে?

দোকড়ি। মশাই! দেহেন দেহি কি হুজ্জতে; তল্লাস নিতে এলাম দয়ালদাস নন্দী মর্ ছে কি না। মহাজনের হাতে টাহা প্রস্তুত, তার ছেলের কাচা গলায় দেহিলেই দেয়; কইছে লাস চুরি কর্ ছে, পদ্মা ডিঙ্গুইলাম, লাস চুরি কর্ তে?

রেজি। খবর নিতে এখানে এসেছিলে কেন? তার বাড়ী যেতে পারনি? আমার বইখানাই নষ্ট করে দিলে।

দোকড়ি। হঃ, বাড়ী যাতি পারনি? কাণমলা তুমি আমার হইয়া খাবা? আরে মশয়, বুরো না মইলে কি আমার সে রাস্তায় চল্ বার যো আছে? আমায় দ্যাখ্ লে বুরো, শয় থেহে উঠে তারা দেবে?

খুদি। কি হে রেজিষ্ট্রার, নন্দী বুড়ো আছে না গেছে?

রেজি। এই তো ঘাটে এসে যে ছিল, সে আজ তিন দিন মরেছে। বাঙ্গালের কথায় অন্যমনস্কে লিখে ফেল্লেম, এখন কি করি বলুন দেখি?

খুদি। ও চলে যাবে এখন, ঐ একটা বুড়ীকে অন্তর্জ্জলি কর্ ছে, ও নামটা আর লিখ না, তোমার টোটাল দেখাবে বৈত নয়—অমন তো কর।

রেজি। আজ্ঞে সে ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়লে মুদ্দফরাসকে জিজ্ঞেস করে বানিয়ে বসিয়ে দি।

খুদি। সেই রকমই করো। (দোকড়িকে) বলি হাঁ হে, পার্টিসন সুট-টুট আছে, ক' ছেলে?

রেজি। আজ্ঞে আপনি উকীল, তা আমার ভায়ের হাতের লেখাটি বেশ, ফিপ্ থ ক্লাস অবধি পড়েছিল; যদি আপনার আপিসে ঢুকিয়ে নেন।

খুদি। আচ্ছা, আমার আফিসে পাঠিয়ে দিও, দেখবো।

রেজি। আজ্ঞে, মহাশয়ের আপিসটা কোথায়?

দোকড়ি। জান না, উকীলপারা—'খুদিরাম উকীল' সাইনবোর্ট খোদা আছে; দেহুন দেহি, লাস-চুরির দাবি দিয়ে পাহারালা ডাকছিলেন, একটা আপনার কাম হইয়া গেল, বন্দরে বন্দরে আলাপ অইলেই লাব—

রেজি। তা বটেই তো, আপনি আস্ বেন, মরার খবর যত চান, আমি ঠিক ক'রে গুছিয়ে রাখবো।

দোকড়ি। দেহেন, টাকা করি থাহে, নাবালক ছেইলে, এমনি সব লাসের খবর গুছায়ে রাখবেন; কাজ অইলে মশয়রে কিছু পান খাতি দিয়ে যাইব।

রেজি। ওরে রামা, আমি জল খেয়ে আসি, লাস এলে আমায় খবর দিস্।

মুদ্দর্ি। আরে বাবু, ঘুম কর্ যাকে, লাস কাঁহা?

[রেজিষ্ট্রারের প্রস্থান।

খুদি। কি হে পার্টিসন্ সুট-টুট হবে? দেখছ তো চলে বলে না, কিছু জুটিয়ে পুটিয়ে দাও। ছ-টি মাস—কেন, বছরই ধর না, এর মধ্যে একটি ইন্সলভেণ্ট কেস্ পেয়েছিলাম। তুমি কাজ আন, আমি ভাল কমিসন দেব।

পুঁটি। (স্বগত) আমি আর গা-ঢাকা থাকি কেন—এদেরও দেখছি রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে মেলা কথা, (প্রকাশ্যে) গুড-ডে খুদিরাম বাবু!

খুদি। গুড-ডে, হেলো পুঁটিরাম, এখানে যে?

পুঁটি। এই ইভনিং ওয়াকে এসেছিলাম।

দোকড়ি। বাবু তো হুজুরের দোস্ত, বাবুর কোন্ আদালতে বেরুনো হয়?

খুদি। না, উনি ডাক্তার। স্কুলেতে এক সঙ্গে পড়া ছিল। উনি মেডিকেল কলেজে ঢুক্‌লেন, আমি আর্টিকেল ক্লার্ক হলেম।

দোকড়ি। বাবুর ডাক্তারখানা আছে কি? উষুধ পত্তর দরকার হয় তো আমি সুবিধা করে দিতে পারি, আমার নাম দোকড়ি সেন, শাঁসা টালায়—আমি দালালী করে থাহি।

পুঁটি। ওষুধ তো পরে, আপাততঃ রোগীর দালালী কর্‌তে পার?

খুদি। কি হে, কাজ কর্ম্ম ডাল্ নাকি?

পুঁটি। ভেরি, তোমার কেমন?

খুদি। কিছুই তো ক'রে উঠতে পারিনি, ভাই, টাইম বড় খারাপ পড়েছে। সেন্স অব রাইট লোকের নাই; আগে শুনেছি একটা গাছের ডাল নিয়ে ক্রোর টাকার প্রপার্টি পার্টিসন হয়ে গেল—ফ্যাক্ট! তাদের ছেলেরা এখন সার্ভিং ক্লার্কগিরি কর্‌ছে।

পুঁটি। সুধু ব্যাড টাইম! এ কান্‌ট্রীই ব্যাড। আমার একটি ফ্রেণ্ড বিলেত থেকে এসেছে, তার মুখে শুন্‌লেম, সেখানে রোগ রিপোর্ট করে, সে ছমাস ছিল, তার ভিতর দেখে এসেছে সত্তরটা নূতন রোগ তয়ের হলো; আবার ডাক্তারদের কত দিকে কত লাভ, ডিস্পেনসরীর কমিসন, মদের দোকানের কমিশন, বুচারের দোকানের কমিশন, ডাক্তারের রেকমেণ্ডেসেন ছাড়া কি মিট, কি ড্রিংক লোকে কিছুই ইউজ করে না।

খুদি। আগে ক্লায়েণ্ট উকিলের সঙ্গে কি দেখা কর্‌তে পেতো, ক্লার্করা কোঠা-বালাখানা ক'রে গেছে; আর লোক ছিল এণ্টারপ্রাইজিং—কেমন, জালই কর্‌লে, খুনই করলে, কিছু না হয়, এক ক্রিমিন্যাল কেসেই চলে যেতো।

দোকড়ি। আজ্ঞে জাল খুন তো হতিছে, তবে ঘর ঘর উকীল হয়ে কিছু প্যাঁচ পর্‌ছে—ঘর ঘর ডাক্তার, ঘর ঘর উকীল।

পুঁটি। আরে তাতে কি এসে যায়? তেমন ভাল নারভাস্ পেশেণ্ট হ'লে ছ-মাস কেন এটেণ্ড কর না।

খুদি। একটু ভাল সুট হ'লে খালি পোষ্টপন্ নাও না, অপজিট পার্টিকে হয়রাণ কর না, যত হয়েছে কাওয়ার্ড, তেমন জিদি লোক হ'লে একটা সুটে যে তিন জেনারেসন কাটানো যায়।

দোকড়ি। মশাইরা যদি কাঙ্গালের কথা শুনেন, তা এক নুন্দী বুরার ছেলেতেই আপনাদের দু'জনেরই চল্‌তি পারে, আর এ গোলামেরও এঁটোটা-কাঁটাটা খেয়ে পেট্‌টা ভরে।

উভয়ে। কি কেস, কি কেস?

খুদি। কি—পার্টিসন্?

দোকড়ি। ক্যাশ খুব জবর, পার্টিসন্ কেন, এক্‌জিবিসন্ হতি পারে। মদ খাইয়া হাত পা ভাঙ্গা অন্ততঃ মাসে দুটা পাইবেন। মারামারির মকদ্দমা পুলিশে অন্ততঃ হপ্তায় একটা ধরেন। রার্ মোটা কর্‌বার জন্য টোনিকটা রোজ চল্‌বে, রারের বাড়ী খরিদের লেখাপড়াও হবে। ইয়ার বক্সির লিভারটা আস্‌টাও আছে, মা'র আর পরিবারের খোরাকীর নালিশটা একেবারে পাকা কইরা রাখেন। আর কত বল্‌বো, আপনারা ইংরাজী পড়ছেন, আরও কত কি করি নিতি পার্‌বেন,—করি নিতি পার্‌বেন।

উভয়ে। বটে—বটে।

খুদি। আমাদের ইন্ট্রোডিউস ক'রে দিতে পার?

দোকড়ি। আপনাগোর মত লোক পালি তো সে বাঁচি যায়, যত জুটছে আটকুটে বরা-

খুরে। বুরা মর্ছে, আমি তো একেবারেই চল্ছি সেহানে; আসেন এহ্নি পরিচয় করাইয়া দেব, কিন্তু আখেরে মোরে পায়ে ঠেল্বেন না।

পুঁটি। আমি পেসেণ্টকে হাতে রেখে চিকিৎসা করা ছাড়্বো, তবু তোমায় ছাড়্বো না।

খুদি। আমি আদালতে হলপ ছাড়বো ক্লাইয়েণ্টের কষ্ট বাড়ানো ছাড়বো, তবু তোমায় ছাড়বো না।

পুঁটি। দেখ খুদিরাম, কোথা থেকে নিম-তলার ঘাটে এসে, এর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

দোকড়ি। মশাই হিন্দুয়ানী কি মিথ্যা, শাস্তরে কইছে, "শ্মশানে যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব।"

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দয়ালদাস নন্দীর বাটীর কক্ষ

ভট্টাচার্য, ললিতের পিসী ও ললিতের মা

ভট্টা। বড় বড়—বড়াং বড় বড় বড়াং —বড় বড় বড়াং।

পিসী। দেখুন ভট্চাজ্জি মশাই, আপনার ও বচন টচন রাখুন, পচা আমার হবিষ্যি কর্তে পার্বে না; দুধের ছেলে, ওর আবার ওষুধ, ওর আবার হবিষ্যি, মাচভাত খেয়ে বালির পিণ্ডি দিলে উদ্ধার হবে, দাদা যখন ওর কোলে গেছে, তখন স্বগ্‌গে গেছে।

মা। ঠাকুরঝি, দশটা দিন হবিষ্যি করুক, দশ পিণ্ডিটা দিক্।

পিসী। না, বাপরে! মাছের ঝোল না খেলে ওর পেটের অসুখ করে। একটা মাস কেটে গেলে বাঁচি, নিরিমিষ খেতে দিচ্ছি এই ঢের।

ললিতের প্রবেশ

ললিত। না পিসো! আমি হবিষ্যি কর্বো; কেন—এখন শীতকাল, ফুলকপি, শালগম হ'ল, একদিন বা হাঁসের ডিম ভাতে দিলুম।

পিসী। দূর বোকা ছেলে। হাঁসের ডিম কি খেতে আছে?

ললিত। কেন দোষ কি? তাতে তো আর আঁশ নেই, কেমন ভট্চাজ্জি মশাই?

ভট্টা। না, কপি খান তায় দোষ নাই, গোল আলুও চল্ছে, হা—হা—হাঁসের ডিমটা চল্বে না!

ললিত। আর আমি আপনি রাঁধবো?

ভট্টা। না, মায়ে রেঁধে দিলে দোষ নাই।

ললিত। কেন, নতুন কেরোসিনের উনুন কিনে এনেছি।

পিসী। নারে বাপু চুপ কর; ভট্চাজ্জি মশাই, আপনি অনুমতি দিন, আমি নিরিমিষ্যি খাওয়াব।

ললিত। পিসো! তুই শুধুপায়ের কথাটা জিজ্ঞাসা কর্; এই শীতকালে মোজা না পায়ে দিলে আমার পা ফেটে যাবে।

পিসী। ভট্চাজ্জি মশাই! পশমের জুতো চল্তে পারে?

মা। ঠাকুরঝি! ছেলেটাকে তো মুখ্যু কর্লে, এখন মিন্সের কাজটাও করতে দেবে না?

পিসী। আরে থাম না লো, আমার চেয়ে যেন ওঁর দরদ্, আমি কি ব্যবস্থা না নিয়েই কিছু কর্ছি।

ভট্টা। তা মোজা চল্তে পারে, মোজা চল্তে পারে, ছেলেমানুষ!

ললিত। আর জুতো, তা নইলে আমার সিল্কের মোজা খারাপ হয়ে যাবে!

পিসী। নেকড়ার জুতো পায়ে দিতে পার্বি, কি বলেন ভট্চাজ্জি মশাই?

ভট্টা। বড়লোকে এমন দেয়, বলি শ্রাদ্ধ কিরূপ হবে? দানসাগর শ্রাদ্ধে সকল দোষই খণ্ডে যায়।

মা। বলি ভট্চাজ্জি মশাই! ও আপনার কেমন কথা? গরীবের ছেলে—ছেলে—আর বড় লোকের ছেলে—ছেলে নয়?

পিসী। হ্যা দেখ্ বৌ! তুই আমার ওপর কথা কস্নে বল্ছি, যা বল্ছি চুপ করে শুনে যা; কাল্কের ছুঁড়ি, এল ফর্ফরাতে। ইনি না ব্যবস্থা দেন, আমি নবদ্বীপ থেকে ব্যবস্থা আনাবো, শ্রাদ্ধ দেখতে দেখতে আমার মাথার চুল পাক্লো, আমি আর ব্যবস্থা জানিনি। আমার ভাসুর-পো চাপকান পরে আফিসে

গেছে, শুধু চামড়ার জুতোই পায়ে দেয়নি।

ললিত। পিসো, সেই বেন্দাবনী জুতো-গুলো?—সে বিশ্রী দেখায়, আমি পায়ে দেব না।

ভট্টা। তা সাহেব বাড়ী থেকে মৃগচর্ম্মের জুতা ক'রে নাও না, হরিণের চামে দোষ নাই। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যি ব্যবস্থা দিতে পারে, আমি আর পারিনি? ব্যবস্থার মত পয়সা দেয় কে? পিত্যেসের মধ্যে একটি মধুপর্কের বাটি, দানসাগর শ্রাদ্ধ হলো রাজসিক শ্রাদ্ধ, তা যদি করেন তো সকল বিধিই আছে। মনু বলেছেন,

"কলৌ তামসিক শ্রাদ্ধ,
রাজসিক ধনেশ্বরে।
ত্রেতায়াং সাত্ত্বিক শ্রাদ্ধ,
সংগ্রাম নরবানরে।
দ্বিজ পুরোহিতো তুষ্টা,
সর্ব্বদোষ হরে হর।
কলৌ ধন্য ধনাঢ্যেন,
যৎ কৃত্বা দানসাগর॥"

কি না, কলির হলো গে তামসিক শ্রাদ্ধ, আর যারা বড় লোক, তারা রাজসিক কর্‌বে, ত্রেতায় ছিল গে সাত্ত্বিক শ্রাদ্ধ, বড় কঠিন, বিভীষণ করেছিল—সইলো না, নরবানরে যুদ্ধ হলো; বামুন পুরুতকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌লে স্বয়ং মহাদেব নিজে সব দোষ অপ-হরণ করেন। কলিতে দানসাগর কর্‌লে ধন্য ধন্য হয়; দানসাগর শ্রাদ্ধ কর, ললিত বাবু সব কর্‌তে পারেন।

পিসী। বৌ শুন্‌লি, "অতুরের নেম নাস্তি।"

মা। বলি ভট্‌চাজ্জি মশাই! তোমার কেমন কথা গো, বেটার কি কাজ নাই?

ভট্টা। মা, আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি ব্যবস্থা দিলেম, দেখি কোন্ ভট্টাচার্য্যি খন্ডন করে।

মা। এখন দানসাগর আমার কে করে, মেয়ের পুরী, একটা কি অবিভাবক আছে?

পিসী। ওমা, দানসাগর কর্‌তে হবে বৈকি, আমার ভাসুর-পোদের ডেকে পাঠাই, তারা সব ক'রে দেবে।

মা। এখন বেয়াইকে এক্‌জিকুটার ক'রে গেছেন, তাঁর মত না হলে তো আর হ'বে না।

পিসী। ওমা, দানসাগর না কর্‌লে হয়! এতটা টাকা রেখে গেল, আমার ভায়ের কাজটি হবে না? একটা ঢি ঢি পড়বে না? তোমার কেবল টাকায় গাঁট দেওয়া, আর দুধের ছেলেকে হবিষ্যি করিয়ে সারা!

মা। ঠাকুরঝি! তোমার কথা আর আমার ভাল লাগে না ভাই।

পিসী। তা তোমার এ শোকের সময়, এ সব কথায় থেকে কাজ কি, এখন কি তোমার মাথার ঠিক আছে? আমরা গিন্নী-বান্নি আছি, সব কর্‌ছি, তুই বাপু চাইলে টাকাটি বার ক'রে দিস্; না পারিস্ চাবিটা আমায় দিস্; আমরা শোকের সময় শোক করি, কাজের সময় বুকে পাথর বাঁধি।

মা। পাষাণ বেঁধেছ, তা দেখতেই পাচ্ছি, আমি চল্‌লুম।

[মা'র প্রস্থান।

নেপথ্যে। ললিত বাবু! ললিত বাবু! ওপরে আছেন না কি?

ললিত। কেও—দোকড়ি?—আছি—দাঁড়াও।

নেপথ্যে (দরোয়ান)। আরে হিঁই বৈঠো, হুকুম হোয় ছোড় দেবে।

পিসী। কে আবার মর্‌তে এলো? ভট্‌চাজ্জি মশাই, একবার আমার সঙ্গে আসুন, মাগীর এখন মাথার ঠিক নাই, দিন তো দেখতে দেখতে গেল; আর দেখুন, আপনি যে ব্যবস্থা দেবেন, আমি তাই কর্‌বো, পচা কখন মা জানে না, বাপ জানে না, আমাকেই জানে, আমার কথা ঠেল্‌বে না; কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ীর গুরু পুরুত—এদের ভাল ক'রে বিদেয় কত্তে হবে। এদিকে আসুন, আরও অনেক কথা আছে।

[পিসীমার প্রস্থান।

(পুরোহিতের গমনোদ্যোগ ও ললিত কর্ত্তৃক পুরোহিতের টিকি আকর্ষণ)

ললিত। ঠাকুর, দাঁড়াও, আমি দানসাগর কর্‌বো, হাঁসের ডিম খাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

ভট্টা। তা আপনার যা ইচ্ছে কর্‌বেন, কিন্তু হ—হ—বিষ্য ভোজন গোপনে কর্‌তে হয়—গোপনে করতে হয়।

ললিত। কেন, আমি টেবিলে বসে খাব, যদি পাঁচজন বন্ধুই এলো।

ভট্টা। কি জানেন ললিত বাবু, গরীব ব্রাহ্মণ আছি, দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন, আমি আপনার হয়ে সব নিয়ম পালন ক'রে দেব, আমায় মূল্য ধ'রে দেবেন; পুরোহিতের উপর সব ভার চলে—সব ভার চলে।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

(নেপথ্যে দোকড়ি) ললিত বাবু! ললিত বাবু! দরোয়ান ছারে না।

ললিত। এস এস, দরোয়ান ছোড় দেও।

[ললিতের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ললিতের বৈঠকখানা

ললিতের প্রবেশ

ললিত। উঃ! ভুলে গেলুম; খ্রীষ্টমাসের ব্যবস্থাটা ক'রে নিলে হতো, তা ওতো বলেই গেল, ওকে মূল্য ধ'রে দিলেই সব হবে।

দোকড়ির প্রবেশ

কি হে, দোকড়ি যে?

দোকড়ি। বাবুর সঙ্গে আলাপ কর্‌তি দুজন জাণ্টুমেন আইচে, এক জন ডাক্তার, এক-জন কোর্টের উকীল!

ললিত। কৈ ডাক না।

দোকড়ি। আপনি সেকেন্‌ ক'রে লন, জাণ্টুমেন লোক বাবুর আলাপের যোগ্য, তাই আনলাম, বর বর সাব—বর বর মেম ওদের হাতে।

ললিত। মহাশয় আসুন!

খুদিরাম ও পুঁটিরামের প্রবেশ

আমার বড় সৌভাগ্য, বস্‌তে আজ্ঞা হয়।

খুদি। শুন্‌লেম, আপনি একজন এডুকেটেড ইয়ং ম্যান, তাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এলেম।

পুঁটি। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় প্লিজড্‌ হলেম। আমরা মেডিকেল ম্যান্‌, ভিজিট্‌ ভিন্ন কোথাও যাই না, আপনার চরিত্রের কথা শুনে দেখা কর্‌তে এলেম।

দোকড়ি। আপনারা ব'সে আলাপ কর্‌বেন, আমি বিষয়-কর্ম্মের কথাটা সেরে যাই। বাবু, আজ লন কাল লন, টাহা প্রস্তুত, আমরা কাঁচা কথা কই না, ব'লে গেছলাম কাচা গলায় উঠবে, আমিও প্যামেণ্ট করবো, এই উকীল বাবু আছেন, লেখা পরা সব দেহে দেবেন, ডাক্তার বাবু আপনার তরফে ইসাদি হবেন।

ললিত। তা কাল সকালেই তবে পেমেণ্ট হোক্‌, কত দিচ্ছ?

দোকড়ি। যা লন, কাল সকালে—দশ হাজার মজুত আছে।

ললিত। আরও বিশ হাজার চাই।

দোকড়ি। গোলাম আছে, আপনার ভাবনা কি?

ললিত। তা খুচরো নোট ক'রে রাখতে বল, ভারি নোট ভাঙ্গাতে হেঙ্গাম।

দোকড়ি। খুচরা নোটও থাকবে, শাল, দোশালা, আংটী, আর বরদিন আস্‌ছে, আপনাকে সওগাত দিতে হবে তো, ষাট কলসী খেজুর গুর আছে, কমলাও আছে পাঁচশত।

ললিত। না, আমার নগদ টাকা চাই, সাহেবের পোষাক পরি, শাল-টাল নিয়ে কি কর্‌বো, আর কতক গুলো ঝোলা তুমি হাবড়ে খেও, গুড় তোমার বাঙ্গালের খোরাক।

দোকড়ি। তা না রাখেন, আমি বেচে দেব, গোলাম আছে ভাবনা কি। আপনি একটা সই ক'রে দেবেন মাত্র, ও মহাজনের একটা পদ্ধতি আছে, ওরা বোঝে না।

ললিত। তা যা হয় কোরো, আমার টাকার দরকার।

দোকড়ি। তা যাই, আমি আর বিলম্ব কর্‌বো না, সব ঠিক করে রাখিগে। কাল সকালে দশটার সময় তো ঘুম থেহে উঠবেন?

ললিত। তা উঠবো বৈকি।

দোকড়ি। তবে আসি, বসেন ডাক্তার বাবু, আলাপ করেন, আগায়ে বসেন।

[দোকড়ির প্রস্থান।

খুদি। আপনি কি কিছু লোন্‌ কচ্ছেন?

ললিত। হাঁ, এতদিন বাবা যখের ধন আগলে গেলেন, যখন মলেন, তখনও বজ্জাতি ছাড়লেন না, শ্বশুরশালা হয়েছেন এক্‌জি-কিউটার, তার হাত-তোলায় থাক্‌তে হবে।

খুদি। হাঁ, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি য়্যাপ্রুভ করি।

পুঁটি। ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের মত কি আর আছে, আপনার টাকায় কেন পরের মুখ চাওয়া?

খুদি। তা এতো ভাল উপায় কচ্ছেন না, ও মহাজনদের কাছে ধার ক'রে, দশ হাজার লিখে দিয়ে, জোর পাঁচ হাজার পান তো ঢের।

ললিত। তা কি কর্‌বো, এক্‌জিকিউটার তো একপয়সা দেবে না, শ্বশুর বেটা তো এমন শালা নয়, সে আবার বাবার বাবা।

খুদি। এ আপনার পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি?

ললিত। তা নয় তো কি, বাবাকে আর এক পয়সা রোজকার কর্‌তে হয়নি, খালি সুদ খেয়েছেন, আর রায়েত লাঠিয়ে জমি কেড়ে নিয়েছেন।

খুদি। আপনি উইল সেট য়্যাসাইডের নালিস করুন, তা হলেই একজিকিউটার থাকবে না। আপনার নিজের সম্পত্তি, আপনি নিজে দেখে শুনে ম্যানেজ কর্‌বেন, আর আমার এই ফ্রেণ্ড ডাক্তার আছেন, এ হ'তে আপনার বিশেষ উপকার হবে, ইনি সাক্ষী দেবেন যে, যখন উইল করেছিলেন, তখন আপনার পিতার মস্তিষ্কের দোষ ছিল, হি ওয়াজ নট ইন্‌ এ ফিট ষ্টেট টু নো হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং। ফ্রেণ্ডের জন্য সকলি কর্‌তে হয়।

ললিত। উনি তো বাবার চিকিৎসা করেন নি?

পুঁটি। কোন্‌ ডাক্তার দেখেছিলো? আমার সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে, আমি হয় তো ঠিক ক'রে নিতে পার্‌বো।

ললিত। ডাক্তারি ওষুধ খাবে? কবিরাজ দেখিয়েছিল, ভিরকুটী কত!

খুদি। থ্যাংক গড, হ্যাপি কন্‌সিডেন্স; আপনার ফাদারের ডেথ হ'য়েছে কবে?

ললিত। পরশু।

খুদি। ঘাটে রেজেষ্ট্রী করা হয়েছিল?

ললিত। তা হয়েছিল বৈকি, আমার শ্বশুর রিপোর্ট লেখায়।

খুদি। আই কনগ্রাচুলেট ইউ, আপনার ফাদারের মৃত্যু জাল, উইল জাল, আপনার শ্বশুর ট্রান্সপোর্ট হবে।

ললিত। সে কি রকম?

খুদি। দোকড়ি দালাল আজ বৈকালে ঘাটে আপনার ফাদারের মৃত্যু হয়েছে কি না, এন্‌কোয়ারী কর্‌তে গিয়েছিল। রেজিষ্ট্রার ব্যাটা কি নাম, কি ব্যামো, কোথায় বাড়ী জিজ্ঞাসা কর্‌তে কর্‌তে ভুলে ফের আজ রেজেষ্ট্রী ক'রে ফেলেছে; আপনার শ্বশুরকে আর দোকড়ি দালালকে কন্সপিরেসি ক'রে ফোরজারী চার্জ্জে ফেল্‌ছি; এক দফা ক্রিমিন্যাল, আর এক দফা সিভিল, ফোরজড্‌ উইল ক্যান্‌সেলের জন্য অ্যাপ্লিকেসন।

পুঁটি। বেশ হ'য়েছে, দোকড়ি দালালকে আপনার এনিমি প্রুভ কর্‌তে হবে, ওকে আর বাড়ী ঢুক্‌তে দেবেন না।

ললিত। টাকা—কাল সকালে টাকা—

খুদি। টাকা আমি দেব; আপনি হ্যাণ্ড-নোটে ধার কর্‌বেন না, আমি কম সুদে মর্টগেজ করিয়ে দেব।

ললিত। কিন্তু লোকটা বড় সারভিস্‌-এবেল ছিল, আমার অনেক প্রাইভেট কাজ কর্‌তো। আপনারা আমার ফ্রেণ্ড, বলি এমন কি লুকিয়ে বৈঠকখানায় আন্‌তো; বাবা এক-দিন টের পেয়ে কাণ ম'লে তাড়িয়ে দেন।

পুঁটি। আপনি এই বাজারে নারকেল তেল মাখা পাবলিক ওম্যানগুলোর সঙ্গে মিকস্‌ করেন? আমি লেডিজদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেব, আপনি যাকে ইচ্ছা বাগানে নে যাবেন।

ললিত। ইংলিশ লেডি?

পুঁটি। ইংলিশ, আরমেনিয়ান, জারম্যান।

ললিত। সত্যি মাইরি! গিভ হ্যাণ্ড, গিভ হ্যাণ্ড!

পুঁটি। আপনাকে বড় বড় পার্টিতে নিয়ে যাব, বলেতে লেডীদের সঙ্গে ডান্স কর্‌বেন। আপনি ইংরেজি পোষাক পরেন বল্লেন না?

ললিত। পেনটুলেন কোট সব ঠিক ক'রে রেখেছি, কেবল হ্যাটটা বাবার ভয়ে পরিনি, তা যা আছে প্রায়ই হ্যাটের মতন, খালি চারিদিকের কার্ণিসটা নেই।

পুঁটি। না, হ্যাট পরতে হবে।

ললিত। বলে আমি বিবির সঙ্গে নাচতে পার্‌বো কেমন ক'রে? আপনার সঙ্গে খুব আলাপ?

পুঁটি। আলাপ আছে, আর উপায়ও আছে, আপনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে পার্টি দিন, বড়

বড় সাহেব, বড় বড় লেডি সব আসবে, আসল গোরা। আর জানেন, এ সব ছোট কাজে দুর্নাম হয়, আপনার এমন পজিসন্ ক'রে দেব যে লেভিতে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ হবে, আর এন্‌জয়-মেণ্টও ফার্ষ্ট ক্লাস হবে।

ললিত। কি ক'রে?

খুদি। আপনি সুট ফাইল করুন, বড় বড় ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আলাপ হবে, তাদের থ্রুতে।

পুঁটি। সুট তো ফাইল কর্‌বেনই, সেতো আমি সাক্ষী দেব, একটা পলিটীক্যাল পার্টি কর্‌বো আমরা—বুঝেছ খুদিরাম, যাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা হয়, বিধবার বিবাহ হয়, খাওয়া দাওয়া রেষ্ট্রীক্‌সন উঠে যায়, ন্যাশান্যাল এনারজি বাড়ে, এমন সব কাজ কর্‌তে হবে।

ললিত। স্ত্রী-স্বাধীনতা কি?

পুঁটি। এই আপনার স্ত্রী আমাদের সাম্‌নে আসবে, আমাদের স্ত্রী আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

ললিত। বেশ, বেশ, এ যদি হয়, তা আমার মেম চাই না, আমি ইংরিজী জানি নি, মেমেদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইতে পার্‌বো না।

পুঁটি। হবে না কেন, চেষ্টা, উদ্যম, এজি-টেসন আর তার সঙ্গে পয়সা খরচ কর্‌লেই হবে। আপনি উদ্‌যোগ করুন, এই খ্রীষ্টমাসের দিনেই ফার্ষ্ট মিটিং করা যাবে; আমোদ, কাজ দুই এক সঙ্গে হবে, কোন দেশে কেউ কখন এমন করেনি, কেমন হে খুদিরাম ভায়া, এর মধ্যে টাকাটার যোগাড় কর্‌তে পার্‌বে তো?

খুদি। এই ডিডটা তৈয়ার কর্‌তে যা দেরি, তা হয়ে যাবে।

ললিত। খ্রীষ্টমাস্ কবে?

পুঁটি। ফিরে হপ্তায়।

ললিত। তা আমার যে মেডিসিন হয়েছে, বাবার একটা শ্রাদ্ধের হেঙ্গাম আছে আবার, সাহেবদের সঙ্গে খানা কেমন ক'রে খাব?

খুদি। শ্রাদ্ধ-ফ্রাদ্ধ আবার কি, ওসব মানেন নাকি?

পুঁটি। তা শ্রাদ্ধ কর্‌তে হয় ক'রে ফেলুন, বাপ মাকে জল পিণ্ডি দেবে তা আবার এক মাস বসিয়ে রাখা কেন, যত শীঘ্র দেওয়া যায়, ততই ভাল ছেলের কাজ হয়।

ললিত। তার এক রকম যোগাড়ও হয়েছে, দানসাগর কর্‌বো, পুরুত ব'লেছে, তার মূল্য ধ'রে দিলেই আমার ছুটী; সে সব করবে।

পুঁটি। তবে আর কি, মূল্য ধ'রে দেবেন।

খুদি। তা আপাততঃ কত টাকার ঠিক কর্‌বো?

ললিত। আমার এখন দশ হাজার চাই, আর বড়দিনের কি লাগবে, মকদ্দমা খরচ, সে আপনারা জানেন।

পুঁটি। হাজার ত্রিশ ঠিক কর, রোজ রোজ ঘেঙা ভাল নয়।

ললিত। বেশ কথা।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। বাবু, বাড়ীর ভেতর ডাক্‌ছেন, জল-খাবার যায়গা হয়েছে।

খুদি। তা যান, আপনি জল টল খান গে, রাত তো হয়েছে। আমরা সকালেই আস্‌ছি, মোদ্দাৎ দোকড়ি না বাড়ী ঢোকে।

ললিত। তবে আমি বাড়ীর ভেতর যাই—ওরে বাবুদের একটু দে—প্রথম দিনটা; তবে আসি।

খুদি। না না, আজ থাক্, আর একদিন হবে।

ললিত। তবে পান এনে দে, আর তামাক এনে দে, আমি চল্লেম।

[ললিতের প্রস্থান।

চাকর। আপনারা বসুন, আমি তামাক আন্‌ছি।

[চাকরের প্রস্থান।

খুদি। তুমি আবার কি ধুয়ো তুল্লে হে, পলিটিকেল এসোসিয়েসন, লেডি, লিভি, আমি প্রফেসনেলি ডিল করাই ভাল বুঝি, রেগুলার কন্‌ভেয়্যান্স হয়ে মর্টগেজ হোক, সিভিল, ক্রিমিন্যাল দু রকম সুট ফাইল করা যাক্, তোমারও মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স পড়ার পরিশ্রমটা পুষিয়ে আসুক, আর আমারও প্রফেসন্যাল পসারটা জাঁকুক। লেট আস য়্যাক্ট ইন্ কনসার্ট।

পুঁটি। তোমার এক গাদা ল বই, আমার একখানি জুরিসপ্রুডেন্স; তোমার ফৌজ্জারী, চিকেনারী কত রয়েছে, আমার একেত একটা

পয়েজনিং করবার সাবজেক্টও নাই! আর ওকেও তো একটা আমোদ টামোদ দিয়ে রাখা চাই, খালি আদালতে ঘুরোলেই কি ওর প্রাণ ঠাণ্ডা থাক্‌বে? তা একটু রিফর্‌মড্‌ ইয়ারকি না ঢোকালে যে আমাদের সোসিয়েল পজিসন্‌ যাবে। সর্ব্বদা ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে। এ সহরে তো সুধু তুমি আর আমি ছিপ নিয়ে ফির্‌চিনি, অত বড় কাতলা গা-ভাসান দিলে অনেকেই গাঁথবার চেষ্টায় ঘুর্‌বে। মদ, মেয়ে-মানুষের চার্‌—বড় জবর চার!

খুদি। তা কি কর্‌বে?

পুঁটি। আমার একটা নসে ব'লে ভাইপো আছে, তাকে ওর সঙ্গে জুটিয়ে দিচ্ছি, সেই সব কীর্ত্তি ক'রে বেড়াবে।

খুদি। দোকড়ে বেটাকে তাড়ান গেল, আবার ভিড় বাড়াতে চাচ্ছ কেন?

পুঁটি। আরে সে একটা পাগ্‌লা, তাকে নিয়ে ভয় নাই, একটা হুজুগ্‌ ক'রে চোগা-চাপকান্‌ প'রে তার স্পিচ ক'রে বেড়াতে পারলেই হলো।

খুদি। ভাল কথা মনে পড়ল, আমার একজন সারভিংক্লার্ক আগে গোরার দালাল ছিল, তাকে ভিড়িয়ে দেওয়া যাক, কলিঙ্গের বিবি আর জাহাজী গোরা এনে এনে ওর সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়াবে, মিছিমিছি কাকেও বল্‌বে ম্যাজিস্ট্রেট, কাকেও বল্‌বে ব্যারিস্টারের মেম, কি বল?

পুঁটি। এইবার তুমি আমার মতলব কতক বুঝেছ, টাকা ত প্রোফেসন্যাল উপায়ে মারা যাবেই, একটা আপনাদের নাম কেনা যাক্‌ না, পজিসন্‌টা বাড়িয়ে নেওয়া যাক্‌। ওকে লাল-বাজারের কাপিখানায় পাঠিয়ে বোঝান যাবে যে, ইভনিং পার্টি, যথার্থ ইভনিং পার্টি, পিভিতে আপনাদের ইণ্ট্রডিউজ করার চেষ্টা করা যাক না, তোমার আমার বাইরের ছটা ফিরিয়ে ফেল্‌তে হ'বে।

খুদি। বেশ বেশ, তাই ভাল, একটা চাই কি অনারেবল টনারেবল হ'তে পারা যাবে।

পুঁটি। দেখলে বাবা এনার্জি'র গুণ, আমরা যেন জুলিয়াস্‌ সিজার হয়েছি, এলুম আর লণ্ডকাণ্ড ক'রে চল্লেম।

খুদি। রসো বাবা, ভাত তো মাখ্‌লে, এখন মুখে তোল।

পুঁটি। ওর ডৌলটা ঠিক ডায়োগনিসিস্‌ ক'রে নেওয়া গেছে, গোলা তো খা ডালা।

খুদি। চল, আর তামাকের জন্য দাঁড়ায় না, বড়মানুষের বনায়েৎ চাকর, এখন টিকে ধরাচ্ছে, কাল সকালে এসে খাওয়া যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রঙ্গ-পট

মেথর ও মেথরাণীর প্রবেশ

গীত

ময় উদ্‌মা উদ্‌মা চিজ সওগাৎ লিয়া,
যিসি তিসিকো ময় দেগা নেহি।
ঘরকো ঘুমাকো ময় লে যাগা ওভি সহি॥
ময় বাপ জিসিকো রোয়ে,
জরু ছোড়কে কস্‌বি ঘরমে শোয়ে,
হাম ওস্‌কো দেওয়ে;
গঙ্গা কিরা ময় সাচি কহি।
যো না মানে দেওতা ভি না মানে পীর,
বে-পয়জারসে যিসিকো না নোয়ে শির,
সরাপ মে রহে যো মস্তাগীর,—
যো ছোড়া হায় জাত,
ডেম্‌ ডেম্‌ বলে হে ছোড়েহে লাথ,
উসিকো দেনে ময় খাড়া রহি॥

[সকলের প্রস্থান।

[রঙ্গদার ও রঙ্গিণীর নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

ললিত, নসীরাম ও মুক্তারামের প্রবেশ

নসী। না, বল্‌ এণ্ড সাপার বেশী রাত্রে, সন্ধ্যার সময় যা য়্যারেঞ্জমেণ্ট আছে, ইণ্টার-নেশান্যাল পলিটিকোসোসিয়েল, প্রসেসন্‌ ক'রে বাগানে প্রবেশ: তার পর পিক্‌নিক্‌, তাতে বড় বড় বেরিষ্টার, ক্যাপ্‌টেন, লেপ্টনেণ্ট সব জয়েন্‌ কর্‌বে, শেষে মেমেরা এসে পৌঁছলে গ্রাণ্ড বল্‌ এণ্ড সাপার হয়ে এণ্টারটেনমেণ্ট ক্লোজ করা যাবে।

ললিত। তাতে কি হবে?

নসী। এ কর্‌লেই নাম বেজে যাবে, বলে আমোদের চূড়ান্ত আর প্রসেসনে নাম।

মুক্তা। আর পিক্‌নিকে আহারের ঘটা।

ললিত। নাম বেরুলে তো বড় বড় মেম, বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে খানা টানা খাওয়া যাবে?

মুক্তা। হুঁ।

নসী। আর আমাদের ইণ্টারনেশান্যালের মতলবটা কি জান? যেমন উইলসনের হ'লো হল অব অল নেসনস্‌, তেমনি খ্রীষ্টমাস হবে পরব অব অল নেসনস্‌। অর্থাৎ ইহুদি, পার্শি, মোগল, চীনেম্যান, মান্দ্রাজী, সব জাত এক সঙ্গে গান বাজনা আহারাদি কর্‌বে।

ললিত। না না, চীনেম্যান্‌টায় কাজ নাই, ওরা আরসুলো খায়।

মুক্তা। না না চীনেম্যান থাক, এক একটা চীনে-মেম বড় জবর আছে, দেড় ছটাক ওজনে, যেন ছবিখানি।

ললিত। তবে বহুত আচ্ছা, জয় জগন্নাথ, সব জাত একত্র।

মুক্তা। ঢের ঢের শালা বাবুয়ানা ক'রে গেছে, এমনটা কেউ করেনি।

ললিত। খুদিরাম বাবু পুঁটিরাম বাবু যাবেন তো?

মুক্তা। যাবেন বৈকি, তাঁদের ওয়াইফ নিয়ে পিক্‌নিকে যাবেন।

ললিত। আর বেরিষ্টারেরা।

নসী। সাহেবেরা কি মেম ছাড়া কোথাও যায়?

ললিত। তবে ত ইস্তক কাবার।

মুক্তা। শুধু ইস্তক, ইস্তক বিন্‌তি কাবার। সাহেব, বিবি, আর গোলাম এই মজুত আছি।

ললিত। আমাকেও কি পরিবার নিয়ে যেতে হবে?

নসী। গেলে দেখায় ভাল, ইংরেজের মজলিস্‌।

ললিত। চার দিন কেটে গিয়েই তো মুস্কিল হয়েছে, নইলে দিদির চতুর্থীর নাম ক'রে আনাতুম, আর সঙ্গে করে বাগানে নিয়ে যেতুম।

নসী। আপনার তো ভগ্নী নাই?

ললিত। বল্‌তুম পিসো চতুর্থী কর্ব্বে।

মুক্তা। তা কি হয়?

ললিত। কেন, আমার বোন্‌ পারে, আর বাবার বোন্‌ পারে না?

নসী। মাই ডিয়ার, আজ না দশ দিন?

ললিত। হ্যাঁ।

নসী। দশাপিণ্ডির নাম ক'রে আনাও।

ললিত। সেই বেশ, আমি বল্‌বো দশ-পিণ্ডিতে বের্‌যো উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বো। খ্রীষ্টমাস প্রেজেণ্ট পাঠাব, আর সেই সঙ্গে আন্‌তে পাঠাব। ভাই নসী! সাহেবদের কথার জবাব দেব কি ক'রে?

মুক্তা। ইয়েস্‌, নো, ভেরি ওয়েল, আর হিন্দিতে বল্‌বে।

ললিত। আমি তো বুঝতো পার্‌বো না; আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করবো 'কি বল্‌ছে', উল্টা ক'রে, 'ইক লবছে'?

নসী। কেন, আমীর-ওমরা, রাজা-রাজড়া, তারা সব আপনার ভাষায় কথা কয়; তুমি বাঙ্গলায় বল্‌বে, আমি ইণ্টারপ্রেট ক'রে দেব।

ললিত। এই মদ খেয়ে ধরা পড়লে পুলিসে যেমন করে?

নসী। হ্যাঁ, তুমি বাঙ্গলায় বলে যেও।

ললিত। না ভাই, বাঙ্গলা কথা কইলে মুখ্যু ঠাওরাবে। আমি ঐ উল্‌টো কথা কব, তুমি বলো মান্দ্রাজী বুলি বল্‌ছে।

নসী। সে মন্দ নয়, একটা বিজাতীয় ভাষায় কথা কওয়া চাই, তাতে রেস্‌পেক্‌টে-বিলিটী বাড়ে।

ললিত। সাহেবেরা খেপে ঘুসি টুসি মার্‌বে না তো?

নসী। না।

মুক্তা। আর দুই একটা আমোদ ক'রে মারে, সয়ে যাবে; এই আমরা যে কত গোরার ঘুসি খেয়েছি।

নসী। হ্যাঁ, তাতে ফিজিকেল এক্সারসাইজ হয় বটে, বক্সিং নোবল আর্ট।

ললিত। আর এক মুস্কিলে পড়েছি, এই এক মাসের ভেতর বাগানে গেলে, মা বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে বলেছে।

নসী। তা অমন যাবে, আমি যখন রিফরমড্‌ হই, আমার মা গলায় দড়ি দেয়।

ললিত। আর পিসীও একটু বেজার বেজার; দর্শাপিণ্ড আপনি দিলেম না, পুরুতকে মূল্য ধ'রে দিলেম।

নসী। সে বেশ করেছ।

মুক্তা। এই যে লোক প্রাচিত্তিরের সময় গরুর মূল্য ধ'রে দেয়,—দেব্য মূল্যনাং সোধ্যাতে।

নসী। বেজার হয় হবে, ও মাগীগুলো তফাৎ হয় সে ভাল, রিফরমেসনের পথে বিষম কণ্টক। আমি এখন চল্লুম, হাতে ঢের কাজ রয়েছে, প্রসেসনের উদ্‌যোগ কর্‌তে হবে।

ললিত। তা মুক্তারাম, তুমি যাও, বাগানটা যাতে—ডাক্তার বাবু যেমন যেমন বলেছেন, তেম্‌নি তেম্‌নি সাজান হয়, তার তদারক করগে; আর দেখ ভাই মুক্তারাম, উকীলবাবু ডাক্তারবাবু যেন ওয়াইফ আনেনই।

মুক্তা। আন্‌বেন বৈকি।

ললিত। আমিও ওয়াইফকে আন্‌তে পাঠাই, আর খ্রীষ্টমাস প্রেজেণ্টগুলো পাঠাইগে। হ্যাঁ মুক্তারাম, মকদ্দমার কি হলো?

মুক্তা। এই বড়দিনের বন্ধ, খুল্লেই একেবারে গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যাবে, এস নসী বাবু। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবুচৌধুরীর বাড়ীর উঠান

শিবুচৌধুরী ও দোকড়ি

শিবু। আরে, তুমি তো ছেলেটাকে মজালে!

দোকড়ি। আজ্ঞে হুজুর, আমি মাগীবারী আসটা নিয়ে যেতেম বটে, কিন্তু এই মকদ্দমা মাম্‌লার শলা কি মারগিজের মদ্দি ছিলাম না।

শিবু। বুঝেছি, তোমার বকরায় কম পড়েছে, আমি সব বেটাকে থামে বেঁধে চাবকাবো।

দোকড়ি। আজ্ঞে, আমায় চাবকান, গোলাম হাজির আছে, এই খুদে পুঁটে বিটারে বেইজ্জৎ করুন।

শিবু। তোমরা সব সমান।

দোকড়ি। আজ্ঞে, তারা আমার উপর দশকাটি বারা, যদি অভয় দেন ত বলি।

শিবু। কি, মকদ্দমা কর্‌বে তো?

দোকড়ি। আজ্ঞে, পেত্যয় করেন আর না করেন, ঐ খুদিরামের সারবিং ক্লার্ক, আর পুঁটিরামের ভাইপোটি দুই বিটাতে শলা দিয়ে আজ বিবির লাচ কর্‌বে, আর আপনার কন্যাকে সেই মজলিসে নিয়ে যাবে।

শিবু। চোপ, বেকুব!

দোকড়ি। আজ্ঞে, দোহাই হুজুর, মিথ্যা বল্‌ছি না; সেহানে গোরার লাচ হবে, খানা খাওয়া হবে, দশা তো হলোই না, শ্রাদ্ধও যে হয়, এমনটা বুঝি না। আজ সব ভেঁপু বাজায়ে গরের মাঠ দিয়ে হল্লা ক'রে যাবে।

শিবু। বটে, বটে, রাস্তায় প্ল্যাকার্ড দেখেছিলেম বটে, সে কি ওরা?

দোকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ আবাগীর পুৎ নসে।

শিবু। হুঁ, আমি ডেপুটি কমিসনারকে চিঠি লিখ্‌ছি।

পিসীর প্রবেশ

পিসী। এই যে বেয়াই, আর ভাই আমি লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছি, গঙ্গা নেয়ে যাব, অম্‌নি এদিকে এসেছি। বাড়ীতে তো সর্ব্বনাশ, তুমি ক'দিন হেথা ছিলে না, খপর দিতে পারি নি।

শিবু। কি কি! আপনি এসেছেন, ব্যাপারটা কি?

পিসী। বৌ তো কিছু বুঝবে না, ছেলে কেমন ক'রে কথার বাধ্য কর্‌তে হয়, তাতো জানে না, খালি রাগতেই জানে। আমি বল্লুম, অত পেড়াপিড়ি করিস্‌ নি, বেশী কোটকিনা টেঁক্‌বে না; কালের ছেলে, এখন বেঁকে বসেছে, শ্রাদ্ধ কর্‌তে চায় না, পুরুতের হাতে টাকা ধ'রে দিয়ে বল্লে মূল্য ধ'রে দিলেম, দান-সাগর শ্রাদ্ধ হবে, পাঁচজনে তোমরা আমোদ কর্‌বে, এই সব ভাবনায় ডাক্‌ছেড়ে বিনিয়ে কাঁদতে পাই নি; সাধ করেছিলাম, মেয়েযগ্যির দিন খানিক কাঁদ্‌বো, পোড়া কপালে হলো না।

শিবু। আবার যে শুন্‌ছি, আমার নামে নালিশ কর্‌বে।

পিসী। তা, ও সব পারে, আমাকেই যে বল্‌ছে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। তা যাই, আমি না হয় বিন্দাবন-ফিন্দাবন চ'লে যাই।

শিবু। বেন ঠাক্‌রুণ কি বলেন?

পিসী। তবে আর বল্‌তে এলেম কি ছাই? বেটার ওপর রাগ ক'রে মাগী আজ ভোরে পাল্কী ডাকিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে গেল।

দোকড়ি। দেহেন, এইটে ক্যাবল খুদি রামের শলায়।

পিসী। হাঁরে, তোরা তো ওর সঙ্গে বেড়াস্‌, একটু সুপরামর্শ দিতে পারিস্‌ নি?

দোকড়ি। পিসি, এহন কি আর দোকরির কথা চলে, এহন যা করে সেই খুদে আর পটুটে। তোমায় বারী থেহে বার কর্‌ছে, পিসো আমিই কোন্‌ সুখে আছি, আমার ছাই দেখলে, চাবুক নিয়ে তারা করে, কুত্তা লেলায়ে দেয়।

খ্রীষ্টমাস-সওগাত লইয়া মুটিয়াগণের প্রবেশ

শিবু। এ সব কি? এ বাড়ী না, এ বাড়ী, না, বড়দিনের সওগাত হিন্দুর বাড়ী কেন?

পিসী। হাঁ, এইখানকারই বটে, ও বৌমার হবিষ্যির সামগ্রী; কাল থেকে গুছোন ছিল।

শিবু। এ কি হবিষ্যি? এ যে শোর গোরু।

পিসী। ও তোমার কোন্‌ সাহেবের বাড়ী থেকে আস্‌ছে, এই যে আমাদের ওরা পেঁাছিয়ে পড়েছে, আলো চাল মাল্‌সা-টালসা নিয়ে আস্‌ছে।

শিবু। হাঁরে ও কি সব, ঠিকানা ভুল হয় নি তো?

মুটে। এজ্ঞে, এহানেই বটে।

শিবু। কে পাঠিয়েছে?

মুটে। নন্দী সাহেব বল্লেন, বিবি সাহেবের কিস্‌মিসের ভ্যাট; ও খানসামা, পিছায়ে পর্‌লে ক্যান, চিঠি দেহাও না।

খানসামার প্রবেশ

খান। এই চিঠি নিন।

শিবু। এ সব কি হে নফর?

খান্‌। আজ্ঞে বাবুর হুকুম, কথা কয়ে কে চাবুক খাবে?

শিবু। (পত্র পড়িয়া) অ্যাঁ, একেবারে গেছে!

পিসী। কি, কি লিখছে কি?

শিবু। লিখেছে আমার মাথা আর মুণ্ডু, এই ভেড়া, শোর, গোরুগুলো পাঠিয়েছে, আর মোহিনীকে আজই সেখানে পাঠাতে বলেছে, বলে দর্শাপিণ্ডিতে বৃষ-উৎসর্গ কর্‌বো।

দোকড়ি। এই দেহেন হুজুর, গোলাম সত্যি কি মিথ্যা বল্‌ছিল। দেহেন হুজুর, ঐ খুদে পটুটের নামে জাতমারার দাবী দিয়া এক নম্বর ফৌজদারী করেন।

পিসী। অ্যাঁ, আবাগীর বেটা একেবারে বয়ে গেল! নফরা, সে আলোচাল ঘি-টি কি করলি?

খান্‌। আজ্ঞে, সে ডুরিয়াকে দেছেন, কুকুরের পোলাও রাঁধতে।

পিসী। (কান্নার সুরে) ওগো দাদা গো, তুমি একবার নিমতলার ঘাট থেকে এসে দেখগো, তোমার সোণার পচা বৌমাগীর দোষে পাদ্‌রী হয়েছে গো, তোমার বোনের একটা হিল্লে ক'রে যাও গো।

শিবু। উঠুন, উঠুন, আপনি এখানে প'ড়ে কাঁদবেন না, বাড়ীর ভিতর যান্‌, ঠাণ্ডা-টাণ্ডা হোন্‌।

পিসী। আর আমি ঠাণ্ডা হয়েছি গো—

[পিসীর প্রস্থান।

শিবু। এ সব আবি উঠাও; নফরা নে যা, আজ থেকে সে আর জামাই নয়; আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে।

দোকড়ি। আজ্ঞে, হুজুর! ওদের দুইটারে ফৌজদারিতে ফাসাতে পার্‌লেই ললিত বাবু দোরস্ত হবেন।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, যা যা—হারামজাদা, ট্যাঁক-ট্যাঁক করছে।

দোকড়ি। হুজুর, খপর দিলাম, আর হলেম আমি হারামজাদা! বরাৎ, বরাৎ, কলিতে ধম্ম নাই।

শিবু। যা, নিয়ে যা সব; ওরে আমার গাড়ী তৈয়ার কর্‌তে বল।

[শিবুচৌধুরীর প্রস্থান।

দোকড়ি। হালারা আমারেই তারে, আচ্ছা দেহি, আমি কেমন বাঙ্গাল দেখমু। হালারে আমি দিলাম জুটায়ে পুটায়ে, আর আঁমারেই দেহাও কলা! দেশ হইলে হালারে বাঁশ পিটা কর্‌তাম। বগবান্‌ দেবেনই সুবিধা করে,

যেমন সাব জুটিয়ে খানা দিচ্ছে, তেমনি সাবরা মদ খাইয়ে রন্দা দেয় তো আমি দের পয়সার গঙ্গা পুজো দিই।

[দোকড়ির প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

রাজপথ

চীনেম্যানের প্রবেশ

গীত

এ'নেচু কেঁচু কুঁচু নাঁচু নাঁচু।
কেঁণ্টনু আঁফুচু হাঁং ফুচু॥
সবেঁচু দোঁলুঁপী বাঁবু।
তে'লা মেলা খাঁও কেঁচু ঘঁচু।

মগের প্রবেশ

গীত

ঢিং ঢিং ঢিং নাঠিং থিম।
ফুঙিগ লপ্‌পি চা চাকুম্ চাকুম চিং।
ডিগোলা ডিগোলা ডিগ ডিগ কায়া,
ডিগোলা ডিগোলা ল্যাঘিম্ পিয়া,
নাঠাও নাঠাও কো বারমিজ সিং, ঠিং ঠিং ঠিং।

সংস্কারকগণের প্রবেশ

ব্যঙ্গ গীত

জয় জয় পলিটিকো ড্রেস।
এত দিনে হ'য়েছে বাঙ্গালীর রেস॥
খেল্‌ছে ক্রিকেট, খেল্‌ছে বিলিয়ার্ড
ঘিয়ের বদলে গেলে হগস লার্ড,
কি ভয় কি ভয় ধরে রাখবে সব দেশ,
দেখছ না মিলেছে হররঙ্গা ফেস,
ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সব, নাই সেমের লেস।

[সকলের প্রস্থান।

রঙ্গদার ও রঙ্গিনীর নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ, পরে প্রস্থান।

দোকড়ির প্রবেশ

দোকড়ি। হালারা নাস্তিক, বরদিনের দিন গঙ্গার বন্দনা গান কর্‌ছে। বগবান্ মিথ্যা, এই সব হালা মদ খেয়ে ডুগী বাজায়ে বাগানে চল্‌ছে, আর দোকরি সেন উমি লোকের মত দারায়ে তামাসা দেখছে। হালার পুতিরা বিলাতি খোল মাথায়ে ফোল্‌বাজা খাবে, আর আমি বাসায় গিয়া চিরা গুর চিবাইমু। এ মাগুর-বাই দুহালারে জুটাইলাম কেন, টাহা প্রস্তুত, প্যামেন্ট করি, আর সব ফাস— বগবান্!

গোরাত্রয়ের প্রবেশ

গোরাত্রয়। We shan't go home till morning. Dun de didle didle dom.

দোকড়ি। ও বাপ! এ যে লাল কুত্তী! (পলায়নোদ্যত)

১ গো। Not so fast, my bonny lad.

দোকড়িকে ধৃত করণ

দোকড়ি। দোহাই সাহেবের! পুওর মেন্!

১ গো। What a knocker face, ha! ha! ha! (হাস্য)।

দোকড়ি। পুওর মেন! লাইসিনি হাভ, থিপ নট।

১ গো। Hold the ankle Dick. Darkee wants a swing.

গোরাদ্বয়। (দোকড়িকে শূন্যে তুলিয়া) Polly polly dear polly gone to Cashmere, Lulla Lulla Lullaby, Lulla Lulla Lullaby!

দোকড়ি। সার, ছেরে গিভ সার, ভুঁই দাও —গিভ গ্রাউন্ড।

গোরাদ্বয়। polly was a welshman
polly was a thief.
polly came to my house,
stole like a beef.

দোকড়ি। এণ্ড নো সার এণ্ড নো বেগুন পটল; সার গিভ গ্রাউন্ড। এণ্ড নো এণ্ড নো নচেৎ আই গো যম-হোম্ য়্যাটওয়ান্স; ও কদম, তোর সাধের বুরো মলো রে, সাধের বুরো মলো।

গোরাদ্বয়। Now don't howl.

দোকড়ি। মাই হার গোর অল এনাদার প্লেস, নারী ভূরি আপ ডাউন, হেড মেকিং দাস দাস (ঘুরিতে ঘুরিতে পতন)।

২ গোরা। Ha! ha! ha! (করতালি দিয়া) Encore Encore three cheers for Father X'mas, what a pantomime, Old Erin couldn't give us, better fun.

দোকড়ি। আই ফল গো, ইউ হাততালি গীভ এন্ড লাফ, ভেরি গুড, গড হ্যাভ গড হ্যাভ, ভার্চ্চু সী।

২ গো। grog-shop?

দোকড়ি। দাও বাবা ইংরাজি গালাগাল, আমি বুঝি না যে আমার গায়ে লাগবে।

২ গো। Look sharp, a good ale-house.

দোকড়ি। আমিও বাঙ্গলোয় দিচ্ছি, তোমার বুনির সাতে আমার পুতির বিয়া হইছে, আমিই তোমার বগ্নীপোত, কেমন গব্বস্রাব, বেরের বেরে, রেজলা।

৩ গো। Wine shop—সরাব ঘর দেখলাও।

দোকড়ি। (স্বগত) ও হালা, সরাপের দোহান দেহায়ে দিতে বল্‌ছ, সবুর করোতো; বগবান্! তুমিই সত্য, এইবার বাগানে মদমারা বার কর্‌ছি; এই হালার দমদমার খেপা গোরার দল ঠেহায়ে দিচ্ছি, দনঞ্জয় দিবে আর সব কারি খাবে।

২ গো। চল্—বারো।

দোকড়ি। ইয়েস্ সার, ইওর সারভেণ্ট সার। ওয়াইন সপ হিয়ার নট, মাষ্টার ইট ওয়াইন? কাম্ গার্ডেন, বেরী নিয়ার, দিস্ মোর রিটারণ। ব্রাণ্ডি, হুস্কি, স্যাম্পেন, অল, অল, ফাউল, কার্টলিস, মদন, ছাপান, এভরি এভরি, ফ্রী, ফ্রী, কাম্ গার্ডেন্ কাম্ মাই ব্যাক, ব্যাক মি, নট বিট, ব্যাক থেকে কাম্।

৩ গো।—Come come my boys away, Let us hasten to the play.

দোকড়ি। গান বাজনা আফটার আফটার, কাম্ কাম্! নো রুপি গিভ, নো রুপি গিভ্, বিট এন্ড ইট, বিট এন্ড ইট।

৩ গোরা।—

When dined all kind
Of fruit upon the table wash,
With red wine and white wine,
Spirits and Punch;
The boys eat the fruits
As long as each one able was
Their chops and apples went
Crunch, crunch, crunch.

দোকড়ি। গান কিপ, কাম্, নইলে সব eat-য়ে ফেল্‌বে, নট গট সম্‌থিং, কাম্, কাম্!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

উদ্যান-মধ্যস্থ কক্ষ

খুদিরাম, পুঁটিরাম ও মুক্তারামের প্রবেশ

খুদি। কিরে মুক্তারাম, সাহেব বিবির কি কর্‌লি?

মুক্তা। আজ্ঞে আজ বড়দিনের দিন কি সাহেব পাওয়া যায় বাবু?

খুদি। তাইতো, তাইতো, গোটাকতক সেলার ফেলার পেলিনি?

মুক্তা। সেলার কি পেতুম না, আপনার যে নসীরাম র'য়েছেন, ওঁর আবার দশ পনেরটা লাটসাহেব নইলে চল্‌বে না, ওঁরে কেন এনেছেন? ও একাজ জানে না, ও খালি হেল্লো হেল্লো ক'রে লেক্‌চার হাঁক্‌বে।

পুঁটি। তবেই তো, কি হবে?

মুক্তা। মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে ফেলে রাখবেন এখন।

খুদি। আর আমাদের দু'জনের পরিবারের কি কর্‌লি?

মুক্তা। এই দুলে শ্যাম আর মাতাল গোলাপীকে নিয়ে খেম্‌টাওয়ালা আস্‌ছে, আমি সব শিখিয়ে দিয়ে এসেছি, কেউ ধর্‌তে পার্‌বে না।

পুঁটি। তাদের বিবিয়ানা পোষাক?

মুক্তা। আমাদের পাড়ায় সখের যাত্রা আছে কি না, তাই থেকে দুটো ফেয়ারি পোষাক দিয়ে এসেছি।

পুঁটি। নসেটা আছে যে?

খুদি। তুমি এমন বেয়াড়া লোক জোটাও কেন?

পুঁটি। তা এখন সব দিকে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ কোথা পাই? বখরা নেবে না, চালাক্ চটপটে হবে, আবার ছোঁড়াকে বশে রাখবে।

খুদি। যাহোক্, এখন আর উপায় নাই। যখন কমিট্ ক'রে ফেলেছ, তোমায় মেণ্টেন কর্‌তেই হবে। যদি নসে বলে আমার কাকী

যেন, তুমি নসের নামে ম্যালিস্ ইম্পিউট করো; তুমি যখন ওথ নিয়ে বল্‌বে তোমার ওয়াইফ, তখন তোমার এফিডেভিটই গ্রাহ্য হবে।

পঁুটি। কি ও খেপামো কর্‌ছো? একি আদালত যে হলপ শুন্‌বে? এক ফিকির আছে, সেটা রিফর্‌ম রিফর্‌ম করে মাথা পাগলা হ'য়েছে, আমার পরিবারকেও দু'মাস দেখি নি, বাপের বাড়ী গেছে, তাতে আজ যাকে দেখবে, তার পোষাকও রকম সই, আমি বুঝিয়ে দেব এখন যে, মেণ্টল্ রিফরমেসন যদি খুব উঁচু হয়, তা' হলে Physical metamorphosis হয়ে চেহারা বদ্‌লে যায়, ফিজিওলজিতে এমন আছে।

খুদি। মোদ্দাৎ কার কোন্‌টা ঠিক ক'রে রাখতে হবে, আবার মিনিটে মিনিটে না ফিজিকেল মেটামরফসিসের প্লি নিতে হয়।

পঁুটি। হাঁ, সে ঠিক করে রাখতে হবে বৈকি, বড়টা তোমার, ছোটটা আমার; দুটো কিছু আর একবয়সী নয়, তা হলেই নেচারেল হবে।

খেম্‌টাওয়ালা ও খেম্‌টাওয়ালীদের প্রবেশ

মুক্তা। এই যে সব এসেছে।

খেম্‌টাওয়ালা। মুক্তরাম বাবু, কার বৌ কে হবে ঠিক ক'রে নিন্, কিন্তু নাচ-টাচ হ'ওয়া চাই, নইলে ষোল টাকা করে নেব।

খুদি। এ নেহাৎ কেডাভারাস্ গোছ।

খেম্‌টাওয়ালা। আজকের মতন ঐ এক রকম গুছিয়ে নিন, আজ বড়দিনের বাজারটি কেমন?

খুদি। মুক্ত, এঁকে বলে দাও, উনি আমার ওয়াইফ, ওঁর নাম প্রসন্ন, মনে ক'রে রাখতে বল, আমি মাইডিয়ার বলে ডাক্‌বো; আর উনি ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, ওঁর নাম—নামটা কি, বলে দাও, সত্যি ওয়াইফএর নাম ব'লে দাও।

পঁুটি। কামিনী, মনে রেখ, আমি ডারলিং ব'লে ডাক্‌বো।

খুদি। আপনার ওয়াইফএর নামটা ইম্পরটেন্ট হলো, নসীরাম নাম জানে।

পঁুটি। ভুল্লে ক্ষতি নাই, রিফরমেসনে নামও বদলায়, দেখতে পাও না, বিলেত থেকে ফিরে এসে রায় হন্ রে, দত্ত হন্ ডেটা।

খুদি। এ বেশ নজীর বার করেছ, এতে হাইকোর্টের রুল আছে।

ললিত, নসীরাম ও সংস্কারকগণের প্রবেশ

ললিত। নসীরাম, খবরের কাগজে লিখবে?

নসী। লিখবে না? আমি রিপোর্টারদের টাকা দিয়ে এসেছি।

ললিত। আমি 'রায় বাহাদুর' হব?

নসী। নিশ্চয়; এইরকম দুটো খ্রীষ্টমাস কর্‌লেই।

পঁুটি। ললিত বাবু, আমরা প্রোসেসনে জয়েন্ কর্‌তে পাল্লেম না, ওয়াইফ সঙ্গে ছিল, লেডি হাঁটিয়ে আনা।

ললিত। ওয়াইফ এনেছেন, Go to hell! আসুন, শ্বশুরশালা আমার মাগ পাঠালে না, আমি তার নামে ট্রেসপাসের চার্জ্জ আন্‌বো। হবে না খুদিরাম বাবু?

খুদি। না, ট্রেসপাস্ হবে না, হেভিয়াস্ করপাস করতে হবে।

ললিত। কেন, মদ খেয়ে আমি একবার একজনের বাড়ী ঢুকেছিলেম, আমায় ট্রেস্-পাস্ ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ক'রেছিল; কৈ—ডাক্তার বাবুর ওয়াইফ কৈ?

ললিত। এই যে ডারলিং, এদিকে এস না।

নসী। কাকা, এ ভারতে তুমিই ধন্য। কবে তোমার ভাইপো-বৌয়ের বিদ্যার জোর হবে, ফ্রেণ্ডদের হাত ধ'রে বেরিয়ে আস্‌বে।

পঁুটি। ডারলিং, আমার ফ্রেণ্ড ডাক্‌ছেন, এস।

১ খে। ও শামী, যা না।

২ খে। আমি কেন, ও যে তোকে ডাক্‌ছে 'ডালী'।

মুক্তা। যে হয় একজন এস না!

২ খে। 'ডালী' যে ওকে বল্‌বে, আমি যে 'মাইডিয়ার'।

নসী। কাকা, আজও লজ্জা ভাঙ্গা হয় নি? কাকি, কাকি!

১ খে। আবার কাকী কে লো, এতো মড়ারা কারুকে শিখিয়ে দেয় নি।

মুক্তা। ওগো তুমি গো তুমি, এস।

নসী। কাকি, কাকি! আমি তোমায় কন্‌গ্রাচুলেট করি—এ কেরে! কাকা, কাকা, এতো বাড়ীর কাকী নয়, সে বসন্তের দাগ গেল কোথায়?

ললিত। না, আবার বসন্তের দাগ কেন, ঐ বেশ!

পুঁটি। নসি, তুমি রিফরমেসনের পাইওনিয়র হয়ে বুঝতে পার্‌ছ না যে, ডাক্তার জেনারের মতে মনের বদলতা হ'লে চেহারাও বদল হয়, আর সুপারষ্টিসন গেলেই, স্মলপক্সের দাগ মিলিয়ে যায়।

নসী। বটে, ঠিক জান?

পুঁটি। এবারকার 'Lancet'-এ বেরিয়েছে, সাহেবরা এ মত খুব মানছে।

নসী। সাহেবরা ব'লেছে, তবে কাকী না হয়ে আর যায় না। আজ কি সুখের দিন, বাঙ্গালীর মিটিংএ লেডিস্ এণ্ড জেন্টেলমেন্ ব'লে স্পীচ দিতে পার্‌ব। আই উইল ইন্ট্রডিউস ইউ টু ললিত বাবু, দিস্ ইজ মিষ্টার নন্দী, দিস্ মাই ডিয়ার আন্টি।

ললিত। বা! বা! বা! ব্যস বিবি সাহেব। এ বেড়ে মজা, আমি রোজ রোজ কিস্‌মাস্ কর্‌বো; খুদিরাম বাবু, তোমার ওয়াইফকে ডাক।

খুদি। এই যে, মুক্তারাম, ওঁকে এদিকে আস্‌তে বলতো।

মুক্তা। বৌ-ঠাকরুণ, বাবু ডাক্‌ছেন যাও।

২ খে। ভাল ঢংএর বাগান যা হোক্।

ললিত। তোমার নাম কি ভাই?

২ খে। মাই ডিয়ার।

ললিত। মাই ডিয়ার! বা! বা! বা! কেয়া বিলাতি নাম, দেখ দেখি কি মজা, আর শ্বশুরশালা আমার মাগ্‌টিকে আট্‌কে রেখে আমায় নাকাল কর্‌লে, তাকেও এমনি পোষাক পরাতুম।

নসী। নাও বস, এখন স্পীচ আরম্ভ হোক্।

১ সংস্কা। না, আগে মঙ্গল-সঙ্গীত।

২ সংস্কা। না না পলিটিকেল প্রেয়ার!

ললিত। না, আগে সার্কাস; ঠিক পোষাক প'রে এসেছে, আমার গাড়ী থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে এস।

১ খে। হারে ও ওস্তাদজী মুখপোড়া, গেলি কোথা? বাগানে এসেছি কি প্রাণ দিতে? ঘোড়ায় চড়তে হবে?

নসী। কাকি, ঘোড়া চড়াবোই তো, বীরাঙ্গনার কাজই এই; আমি আর কারুর কথা শুন্‌বো না, আমার দম ফেটে যাচ্ছে, আমি স্পীচ আরম্ভ করি। লেডিস্ এণ্ড জেণ্টেলমেন, না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত কভু জাগে না, জাগে না!

১ সংস্কা। প্রেমের কোহেল হে দয়াময়, ডাহ হৃদয়-বসন্তে।

২ সংস্কা। Oh! Poor India, where art thou, come to your own country.

দোকড়ির প্রবেশ

দোকড়ি। কাম ইন সার, কাম ইন, ফিরি পাশ কাম ইন। বিট, সী বিট, ইট বেরি মাচ, ডিরিঙ্ক দেদার, নট গিব চাইলে।

গোরাদের প্রবেশ

[মত্ত গোরাগণকে দেখিয়া সকলের বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন।

পটপরিবর্ত্তন—পরীস্থান

X'MAS SONG

Woman and wine our hearts do bind,
Kiss my lads, the misses are kind.
Why mirth we mar,
drink the nectar;
'Tis not in the moon,
Y'ill find very soon;
Each slender waist let us wind,
'Tis not for jolly nectar oh! lads dear,
We wish good cheer;
To all—to all;
A merry Christmas—
Happy New Year.

যবনিকা পতন

পূর্ণচন্দ্র

[ভগবদ্-বিশ্বাস-মূলক নাটক]

(৫ই চৈত্র, ১২৯৪ সাল, এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

গোরক্ষনাথ (সিদ্ধযোগী, মহাদেবের অবতার)। শালিবাহন (শ্যালকোটের রাজা)। পূর্ণচন্দ্র (প্রথমা রাণীর গর্ভজাত তনয়)। জম্বু (লুনার পিতা, চর্ম্মকার)। দামোদর, সেবাদাস (গোরক্ষনাথের শিষ্যদ্বয়)। গোরক্ষনাথের অন্যান্য শিষ্যগণ, দূত, রক্ষকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

ইচ্ছুরা (শালিবাহন রাজার প্রথমা মহিষী)। লুনা (শালিবাহন রাজার দ্বিতীয়া মহিষী)। সুন্দরা (পঞ্চনদস্থ স্বাধীনরাজ্যের রাণী)। সারী (সুন্দরার সহচরী)। লুনার পরিচারিকা ও ইচ্ছুরার পরিচারিকা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

ইচ্ছুরা ও পূর্ণচন্দ্র

ই। বিল্বদল, ধর বৎস, শিবের প্রসাদ।
পূ। মা গো,
বন্দীসম এত দিন ছিলাম উদ্যানে।
জন্মাবধি পূজি নাই পিতার চরণ,
পিতৃ-দরশনে আমি বঞ্চিত অভাগা;
আজি মম শুভদিন—
করিব মা জনকের চরণ বন্দন!
ঐ শোন, জয়োল্লাসে গায় প্রজাগণ;
এ সুখের দিনে
কেন তুমি বিষণ্ণ, জননি?
ই। এত দিন ছিলে, বৎস, মম অঙ্কোপরে,
আজি তোরে পাঠাইব সংসারমাঝারে;
ডরে মম কাঁপে কায়—
অকূল পাথার সম ভীষণ সংসার,
ক্ষুদ্র তরী, নর তাহে ভাসে;
ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গে করিতেছে খেলা,
কখন সে ক্ষুদ্র তরী গ্রাসে!
এ হেন দুর্গম স্থানে পাঠাব তোমায়,
তাই বাছা, চখে আসে জল।
পূ। সংসার-পাথার যদি দুরন্ত এমন,
মা গো, আমি যাব না সংসারে।
পিতার চরণদুটি করিয়া বন্দন
ফিরে এসে ধরিব মা, তোমার অঞ্চল;
চিরদিন তো'র কোলে থাকিব, জননি!
কিবা ভয় আর, মা গো?
ই। রাজ-বংশে এক পুত্র তুমি যাদুধন,
মাগিয়া নিয়েছি নিধি শিবের চরণে।
যেই দিন জনম তোমার,
নৃপতির আনন্দের রহিল না সীমা,
অদীন হইল রাজ্য রাজার প্রসাদে,
বর্ষাবধি নাট্যশালা রহিল নগর।
আজি যথা নাচে প্রজা আনন্দ-উৎসবে,
সেই মত আনন্দে বঞ্চিল সর্ব্বজন!
রাজার ভরসা তুমি, প্রজার রঞ্জন,
বিপুল বংশের মান তোমার রক্ষণে।
করিয়াছ বিদ্যা অধ্যয়ন,
রাজকার্য্য শিক্ষা কর জনক-সদন।
পূ। আছে কি সংসার-ভয় পিতার আশ্রয়ে?
ই। এই তব সংসারে প্রবেশ,
রাজা তোরে সযতনে দেবে উপদেশ;
কিন্তু,
তব'পরে উপদেশ-পালনের ভার,—
সুকঠিন সন্তরণ সংসার-সাগরে।
পূ। মা গো,
সংসার-পাথার যদি দুরন্ত এমন,
কি হেতু মানব তবে ঝাঁপ দেয় তাহে?
দুরন্ত দুর্গমে কিছু আছে কি উপায়?
ই। ঈশ্বর-প্রত্যয়,
একমাত্র আশ্রয় সংসারে;

সে প্রত্যয় জীবনের ধ্রুবতারা যার,
কূল পায় এ দুস্তরে লক্ষ্য রাখি তা'য়;
কিন্তু নানা তরঙ্গের খেলা—
উঠায় নাবায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
কভু সে সাগর ধরে সুন্দর প্রকৃতি,
বিমোহিত মতি, ধ্রুবতারা যায় ভুলে,
সংশয়-সাগর চর আসি সংগোপনে
আঁখি করে আচ্ছাদন;
পথহারা, ডোবে তরী ঘূর্ণ্যমান জলে।
পু। করিব মা, ঈশ্বর-প্রত্যয়,
সংশয়ে না দিব স্থান।
ই। অতি শঠ কপট সংশয়,
কেবা জানে কবে আসে কিবা বেশে?
সুখ দুঃখ উভয় সহায় তার।
সাবধানে শুন তব জন্ম-বিবরণ,
বুঝিবে সংশয়, বৎস, কপট কেমন।
পু। মা গো, কৃপা ক'রে পূরাও বাসনা,
বড় সাধ শুনিতে মা, সে সব কাহিনী;
বঞ্চিত কি হেতু আমি পিতৃ-দরশনে?
ই। বালক-শ্রবণ-যোগ্য নহে সে আখ্যান,
এই হেতু এত দিন করিনি বর্ণন।
পুত্রধনে বঞ্চিত, সন্তাপে হরি কাল,
পুত্র-বর মাগি নিত্য মহেশ-চরণে,
কতদিনে এল এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী,
দীর্ঘ জটারাশি,
গঙ্গাধর আপনি উদয় যেন!
আশ্বাসিয়া মধুর বচনে,
কহিলেন যোগিবর,
'পাইবে মা, উত্তম নন্দন,
শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত কর স্বামি-সনে।'
বর দিয়া যোগিবর করিল প্রয়াণ,
নৃপতিরে কহিলাম সকল বারতা!
তৃষিত চাতক যথা ঘন দরশনে,
নরনাথ আনন্দে অধীর।
বর্ষ তিন করিলাম শিবচতুর্দ্দশী,
চতুর্থ বৎসরে দিন হইল উদয়,
তবু মম পুত্র না জন্মিল,
যোগীর বচনে হ'ল সংশয় উদয়,
সংযম না করিলাম ত্রয়োদশী দিনে।
পু। হ্যাঁ মা, পিতার কি হইল সংশয়?
ই। বিশ্বাস দুর্ল্লভ অতি জেনো বাছাধন,
অভাগীর সম, চিত্ত টলিল রাজার।
পু। কিসে তবে পুত্রবতী হলে গো,
জননি?
ই। শুন;
উদ্যানে আনন্দে আছি নৃপতির সনে,
শ্রদ্ধাহীন চতুর্দ্দশী-ব্রতে,
যবে গভীরা যামিনী,
অকস্মাৎ হেরিলাম দীর্ঘজটাধারী।
পু। স্বপনে জননি?
ই। নহে স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ সে তেজঃপুঞ্জকায়,
ভস্ম-ভূষা, উজ্জ্বল নয়ন-আভা,
জলদগভীর স্বরে কহিল সন্ন্যাসী,—
'দেববাক্য কর অবিশ্বাস?
অবশ্য হইবে লাভ উত্তম নন্দন,
কিন্তু তোমা দোঁহা প্রতি বিধি-বিড়ম্বন।
দেব-বাক্যে অবিশ্বাস করিয়াছ, নারি,
পুত্র ধরি, পাবে তুমি অশেষ যন্ত্রণা!'
গভীরে সম্ভাষি নৃপে কহে উদাসীন,
'বিলম্বে যেমতি তুই হারালি বিশ্বাস,
পুত্রমুখ দরশনে দ্বাদশ বৎসর,
বঞ্চিত রহিবে তুমি শুন, নরবর।'
সভয়ে দু'জনে ধরি, সাধুর চরণ,
করিলাম কতই মিনতি।
কহিল সন্ন্যাসী, অগ্রে সম্বোধি আমায়,—
'পাবে পুত্র দীর্ঘজীবী সর্ব্বসুলক্ষণ,
পুত্র রাখি যাবে পরলোকে,
বিশ্বাস যদ্যপি কর আমার বচন,
কভু নাহি হবে সন্তাপিত;
রমণীর অধীর হৃদয়—
এই হেতু মার্জ্জনা তোমার;
অবিশ্বাস কভু নাহি কর আর;
সযতনে পুত্রে সদা দিবে উপদেশ,
ঈশ্বর-প্রত্যয় যেন জন্মে দৃঢ় তার!'
পু। প্রসন্ন পিতার প্রতি হ'লেন তাপস?
ই। ভূপেরে সম্ভাষি, কহিল সন্ন্যাসী,—
'দ্বাদশ বৎসর নাহি হের পুত্রমুখ,
বাক্য মম কর যদি হেলা,
সেই দিন যেতে হবে শমন-সদনে;
সাধু সদাশয় পাইবে তনয়,
পবিত্র হইবে বংশ তনয়ের গুণে;
পিতৃলোক পাবে উচ্চ গতি।'
পু। মা গো, কেবা সে সন্ন্যাসী,
কোথায় বসতি তাঁর?

ই। বৎস, কিছু নাহি জানি;
সাধিলাম বহু যত্নে পূজা লইবারে,
যোগিরাজ পূজা না লইল।
কহিলেন মোরে,—
'পুন হ'বে দেখা,
সেই দিন পূজা তোর করিব গ্রহণ।
কর চিত্ত সংশয়বর্জ্জিত।'
এত কহি, গেল চলি' যোগিবর,
যেন শূন্যে মিশাইল!
নীরব রহিনু দুই জনে;
কত দিনে চাঁদমুখ দেখিনু তোমার।

পূ। মা গো,
হেরিতে সে যোগিবরে বড় হয় সাধ,
পাই যদি, পূজি দুটি রাজীবচরণ,
কভু তাঁরে নাহি ছাড়ি পূজা না লইলে।

ই। শুন বৎস, হয় মম সার্থক জীবন—
ঈশ্বর-প্রত্যয় যদি জন্মে তোর মনে।
ঋণী আছি যোগীর চরণে
দিতে তোরে উপদেশ।
রাখ যদি ঈশ্বরে প্রত্যয়,
সংসারের নাহি আর ভয়;
দেখো যেন দুঃখে সুখে মতি নাহি টলে।

পূ। মা গো, তব আশীর্ব্বাদে যোগীর প্রসাদে,
রাখিব গো মন স্থির,
না হব প্রত্যয়হারা।

ই। যদি কভু হয় মতিভ্রম,
শুন শুন মাতার বচন,
যোগিবরে ক'র রে স্মরণ।
অন্তর্যামী জেনেছি নিশ্চয়,
কৃপা হবে তাঁর—সংশয় হইবে নাশ।

পূ। কৃপাদৃষ্টি যদি মোরে করেন ঈশ্বর,
যতনে পালিব মাতা, বচন তোমার;
যতক্ষণ রাজদূত না আসে লইতে,
শুনিব শ্রীমুখে তব—বাসনা, জননি,
কি ভাবে ভাবিব মা গো, ঈশ্বর-চরণ;
সবিশেষ কর গো বর্ণন,—
দুঃখে সুখে কেন টলে মন?
শুনেছি গো দুঃখ-সুখ মাঝে দোলে নর,
তবে কি মা নিরন্তর সংশয়ের ডর,
সাবকাশ নাহি কি, জননি?

ই। ঈশ্বর মঙ্গলময় করুণানিদান,
স্নেহ তাঁর তোমা প্রতি আমা স্নেহ হ'তে;
কদাচ বিস্মৃত না হও, যাদুমণি,
মাতৃ-পয়োধরে দুগ্ধ জনমের আগে,—
মাতার হৃদয়ে স্নেহ কৃপায় যাঁহার,
সুখের ছলনে মুগ্ধ ভুলে তাহা নর,
অহঙ্কার-অন্ধকার-ঘোরে।
হায়! দেখিতে না পায়,
সৌভাগ্য উদয় তার বিভুর কৃপায়।
ভাবে মনে—নিজ গুণে সুখের ভাজন।
অশান্ত হইতে যবে বালক-বয়সে,
বুঝালে না মানিতে বচন,
তব ইষ্টকামনায় করেছি পীড়ন,
তাড়নায় করেছ রোদন—
এবে দেখ সে সকল মঙ্গলের তরে।
এই মতে জেনো স্থির—মঙ্গল-আলয়,
দুঃখ দেন নরে তার শিক্ষার কারণ।
মূঢ় মন না বুঝে সে অপার করুণা,
ভাবে—কেন বিনা দোষে এ হেন যন্ত্রণা?
দানবের কল্পনা এ ধরা,
কেহ বলে,—'কোথায় ঈশ্বর?
কলেবর ধরে নর ভূতের সংযোগে।'
অনিয়ম স্রোতের অধীন সবে ভাসে;
কিন্তু ধীরজন দুঃখে সুখে দৃঢ় রাখে মন,
নেহারে মঙ্গলময় বিভুর বদন;
আকিঞ্চন—সেই মত রেখো মতি স্থির,
কখন তোমারে নাহি দিব অন্য ভার।

পূ। তোমা' সম মম প্রতি স্নেহ কি মা, তাঁর?

ই। এ হ'তে অনন্ত গুণে করুণা তাঁহার—
বিন্দুমাত্র যেই স্নেহ বসে মম হৃদে!

পূ। তবে আর কি ভয় সংসারে?
জয় জয় মঙ্গল-আলয়!

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। দেবি, রাজদূত কুমারকে নিতে এসেছেন, নগরতোরণে রাজা পারিষদ্‌বর্গ লয়ে কুমারের জন্য অপেক্ষা কচ্চেন। মহারাজের বাসনা—এত দিন কুমার আপনার কোলে ছিলেন, আজ আপনি গিয়ে তাঁর পুত্র তাঁর কোলে দেন।

ই। রাজদূতকে অভ্যর্থনা কর, আমরা সত্বর প্রস্তুত হচ্চি। আয়, বাছা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

সেবাদাস ও দামোদর

সে। কি হে তুমি হেথা, গুরুদেব কোথায় গেলেন?

দা। তাঁর ব্যাটাকে দেখতে।

সে। কি, এ প্রদেশে তাঁর কি কোন প্রিয়-শিষ্য আছে?

দা। শিষ্য তোমায় কে বল্লে, আমি বল্লেম বেটা, তুমি বল্লে শিষ্য।

সে। ছি! কি বল? গুরুদেবের যে কলঙ্ক হয়; তিনি সংযমী মহাপুরুষ; শিষ্যই তাঁর পুত্র।

দা। তুমি রাগলে আমি কি কর্‌ব বল? তিনি বল্লেন ছেলে—তুমি জোর ক'রে বল্‌বে শিষ্য?

সে। তিনি ব'লে গেলেন পুত্র?

দা। ব'লে গেলেন না ত রাতারাতি আমি গড়লুম?

সে। মহাপুরুষের লীলা, আমরা কি বুঝব বল?

দা। লীলা তাঁর বেলা, আর আমাদের মহা-পাতক! বলি, তুমি ত কাল খুব কাঁদাকাটি ক'রে ধরেছিলে দেখলুম—তা নূতন কিছু পেলে?

সে। হাঁ, প্রভু আমায় আশ্বাস দিয়েছেন, কয়েকদিন সাধুসেবা কর্‌লেই আমার মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে; সাধুসেবায় নিষ্পাপ হ'লে, আমায় পূর্ণ-অবস্থা প্রদান কর্‌বেন।

দা। সাধু ত গুরুদেব, আর দিনকতক তাঁরই ত সেবা? সে সেবা এখন শীগগির ফুরুচ্চে না—তার জন্য চিন্তা নাই, তুমি ত বার বৎসর সঙ্গে ফির্‌ছ, আমি চেলাগিরিতে ষেটের কোলে ষোলয় পা দিইছি।

সে। দেখ দামোদর, আজ তোমার এ কিরূপ ভাব? বার বছর সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি বটে, কিন্তু পদে পদে অপরাধ করেছি, আপনার দোষেই সিদ্ধত্ব লাভ হয় নি। গুরুদেবের অপার করুণা—বার বার মার্জ্জনা করেছেন; আমার কি চিত্ত স্থির হয়েছে? অঙ্গনার কটাক্ষ এখনও সহ্য হয় না।

দা। তা ভাই, তোমাকে গুরুদেব আশ্বাস দিয়েছেন, তুমি সাধুসেবা কর গে,—সে সাধু কোথায় থাকেন?

সে। আমি আপাততঃ অবগত নই।

দা। সাধু কে, তা বুঝেছি।

সে। তুমি কি তাঁকে জান?

দা। সাধুর পুত্র সাধু, গোরোকনাথের পুত্র—একটা কিছু দিগ্‌গজনাথ!

সে। দামোদর, তুমি কি আমার গুরুভক্তি পরীক্ষা কর্‌ছ?

দা। ওহে ভক্তিই কর আর যাই কর, আর বড় কিছু পাচ্চ না, যে কটা আসন ছিল, তা মেরে দেওয়া গিয়েছে; যোগের আর বাকি কি যে, তা নেবে? আর যদি দু'ট একটা থাকে, তা আর দিচ্চে না, আপনার বুজরুকির জন্য রইল।

সে। নরাধম, গুরুনিন্দা করিস্?

দা। বলি, শোন না, তার পর চোটো। আমি অমন তোমার মতন ভিরকুটি ষোল বৎসর ক'রে আস্‌ছি, আমি কেঁদে কেটে পায়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম যে, 'প্রভু! শিক্ষা কত দিনে অবসান হবে?' তাতে উত্তর কর্‌লেন, 'শিক্ষার অন্ত নাই, যোগিবর মহাদেব আজও যোগশিক্ষা কর্‌ছেন।' উনি যত দিন না মরেন, তত দিন আর তল্পি বওয়া ঘুচ্চে না। আপনি চল্লেন পুত্র দর্শনে, আমায় ব'লে গেছেন, 'এ পাপ-স্থান, এ স্থানে বসো না।' এ গাছের তলায় বস্‌তেও দোষ!

সে। এ কি বিড়ম্বনা! এ পাপস্থানই বটে, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

দা। যা, তুই যা, আমি একটু নিদ্রা দিই, একটা চেলা চুলি দেখে নেব—পা-টা টিপবে, ভিক্ষা-টিক্ষা কর্‌বে—আর পারা যায় না ঘুর্‌তে, আজ থেকে চেলাগিরি ইস্তফা। (অন্তরালে অবস্থিতি)

সারী ও সুন্দরার প্রবেশ

সু। দেখ সারি, তুই যদি রাণী বল্‌বি, কি মান্য ক'রে কথা ক'বি ত তোর গালে আমি ঠোনা মার্ব্ব; কি বল্‌ছিলি বল্‌—সন্ন্যাসী ব'লে গিয়েছিল, বার বছর মুখ দেখতে নেই, তার পর?

সা। তার পর আর কি, রাণী ইচ্ছা সহরের বাইরে বাগানে ছেলে নিয়ে রইল। আজ বার বছর প্রূর্ণ হয়েছে, তাই রাজা আজ ছেলে দেখবে। আহা, নগর যে সাজিয়েছে, যেন ছবিখানি। আর, ঘরে ঘরে গানবাদ্য ন্ত্য হচ্চে, তুমি চল না—দেখতে যাবে?

স্ত। আঃ দূর মড়া, ব্ড়ো মড়া শালিবান্ আমায় চেনে।

সা। কি ক'রে চিন্‌লে?

স্ত। তুই যখন জ্বালামুখী যাস, একদিন দেখি ব্ড়ো পিরীত কর্ত্তে এসেছে। ওলো কি বল্‌ব, ঘাটের মড়া লো, ঘাটের মড়া! বলে,—'সুন্দরি, তুমি আমায় বরমাল্য প্রদান কর।'

সা। তুমি কি বল্লে?

স্ত। আমি বল্লুম—'সারী আসুক, তার সঙ্গে বে' দেব।'

সা। সত্যি, কি বল্লে?

স্ত। কি আর বলব?—ব্ড়ো মানুষ ব'লে মাথা মুড়িয়ে দিই নি, ঢের রেয়াত করেছি। সে মড়ার যে চাউনি লো, সে এখন তোরে পেলে বে' করে।

সা। তোমায় পেলে নয়?

স্ত। ব্ড়ো ভারি লোভাস্বে লো—আজ বছর খানেক হ'ল, একটা চামারের মেয়ে বে' কল্লে!

সা। সত্যি না কি?

স্ত। হাঁ লো, নিমন্ত্রণের পত্র এসেছিল, মন্ত্রী আমায় যেতে দিলে না।

সা। মা গো, আর কি কনে জুটল না? কে জোটালে?

স্ত। ছুঁড়ী পাতকোয় জল তুল্‌ছিল, রাজা মৃগয়া কত্তে গিয়ে দেখেই মোহিত। তোকে যার জন্যে ডেকেছি শোন্, মন্ত্রী আমায় দেশে যেতে পত্র লিখেছে,—আমার বাপের বন্ধু—নেহাত কথাটাও ঠেলতে পারি নে।

সা। কেন, চল না? তুমি এমন ছদ্মবেশে কত দিন বেড়াবে?

স্ত। আমার যতদিন ইচ্ছা। দেশে গিয়ে কি ক'র্ব্ব?

সা। দেখ সখি, তোমার মনের বিকার আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার যৌবনকাল, আর কুমারী থেক না।

স্ত। সারি, তুই আজ আমায় নূতন উপদেশ দিতে এলি? আমার শস্যশালিনী রাজ্য, প্রূর্ণ ধনাগার, নতশির শত্রু, তবে কেন আমি দেশে দেশে সামান্যের ন্যায় ভ্রমণ কচ্চি? দেখ, আমায় রাণী বললে আমার মনে আগুন জ্বলে, মনে ভাবি—আমার রাজা ত নাই। সকল আমোদ-প্রমোদই আমার তিক্ত বোধ হয়, আমার অদৃষ্টে বিধাতা বর লেখেন নাই—আমি চির-কুমারীই থাক্‌ব।

সা। 'বর নাই' কেন বল ভাই? তোমার মন নাই, তাই বল। কত রাজা, রাজকুমার তোমার জন্যে এল; কারুর গোঁপ মুড়িয়ে দিলে, কারুর মাথা মুড়িয়ে দিলে, ওমা, সন্ন্যাসীগুলোরও জটা কেটে নিলে! তুমি ভাই, রূপের গরবেই গেলে।

স্ত। তুই বলিস্ কি? যে সে কি পতির যোগ্য? আমি যার দাসী হব, সে কি স্ত্রীলোকের কথায় গোঁপ মুড়িয়ে যায়? আমার যিনি পতি, তিনি বীর ধীর প্রশান্তস্বভাব। যে আমার পতি, আমি দেখলেই জান্‌তে পারব, তিনি এলেই তাঁর চরণে আমি অবনত হব। পতির জন্যে আমি যা করেছি, বোধ করি, কোন নারী তা করে নাই! দেখলেম, পৃথিবীতে পুরুষ নাই। যে বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত, আমার সঙ্গে বিচারে সে মূর্খের ন্যায় নির্ব্বাক হ'ল, যে ধন-গর্ব্বে গর্বিত, আমার ধনাগার দৃষ্টে চমকিত হ'ল, রূপ-গর্ব্বিত, আমার রূপ দর্শনে দাস হয়েছে। পুরুষের প্রধান গর্ব্ব তরবারি, রণস্থলে বিপক্ষ রাজা আমার পতাকা দর্শনে তরবারি ত্যাগ করেছে। তবে তুমি আমায় কারে বরমাল্য দিতে বল, কার দাসী হ'তে বল? সারি, তোর সেই গানটি গা।

সা। গীত

খাম্বাজ—কাওয়ালী

যে ধর্ত্তে পারে ধরা দিই তারে!
বাঁধা থাকি মিনি সূতোর সোহাগের হারে।
নইলে পরে মজতে পরে
সাধ করে, সই, মন কি সরে,
থাকতে বশে পড়ব ফাঁসে যেচে কার তরে;
জোরে মন কেড়ে নিতে—যে পারে,
সই, সেই পারে।

দামোদরের প্রবেশ

দা। আরে বাঃ, বাঃ, বাঃ, বাঃ, বাঃ, কি গান রে! মরি, মরি, মরি। আবার মরার উপর মরি—কি রূপ রে! ব্যোম ব্যোম!

সা। প্রভু, প্রণাম হই, আপনি কে?

দা। আমি—আমি গোরক্ষনাথ।

সা। প্রভু কি সৌভাগ্য!

দা। আমি তোদের আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এলেম।

সু। (জনান্তিকে সারীর প্রতি) ওলো সারি, এই সন্ন্যাসীটে ভণ্ড, এ কোন পুরুষে গোরক্ষনাথ নয়। তিনি মহাত্মা; দেখছিস নি, মা ব'লে ডাক্‌ছে না।

দা। তোমরা এস, আমার কাছে ব'স।

সু। বসছি; সন্ন্যাসী ঠাকুর, একটা গান শুন্‌বে?

দা। আচ্ছা, শুনাও। আমি যোগী, স্ত্রী-লোকের গান শুনি নে, তবে তোদের কৃপা করেছি তাই।

সুন্দরা ও সারীর গীত

বাহার—ভর্‌তঙ্গা

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী—

সু। না, আর গাইব না।

দা। গাও, গাও—আমি শুন্‌ব।

সু। তুমি আমাদের সঙ্গে নাচ ত গাই।

দা। অ্যাঁ, সন্ন্যাসী নাচে?

সু। না নাচ, তবে চল্লাম।

দা। আচ্ছা, গাও গাও; তোমায় কৃপা করেছি—আমি নাচ্চি।

সু ও সা। (গীত) এসেছে নবীন সন্ন্যাসী—

আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি,
হাসিতে পরায় ফাঁসী॥
ছি ছি লো, হ'ল একি দায়,
ঘন ঘন কেন যোগী মুখের পানে চায়?
কে জানে কি আছে মনে,
কাজ কি,—সরে আয়।
উদাসী নাগা নিয়ে অকূলে কেন ভাসি?
শেষে ছাই, মাখব কি ছাই,
ভাল না ত এ হাসি॥

সু। চল লো, সারি।

দা। যাস্‌নে, যাস্‌নে, আমি তোদের ভাল কর্‌ব।

সু। না ঠাকুর, তোমার মুখখানি বেশ দেখে আমি তোমার কাছে বসি, আর তুমি ভুলিয়ে যোগিনী কর! তোমার চাঁদমুখ দেখে কি আমি শেষে পথে পথে ফির্‌ব?

দা। আরে না, না—ব'স ব'স।

সু। আহা সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমার কি রূপ!

দা। দেখ, আমি স্ত্রীলোকের মুখ দেখি নে; তবে তোকে কৃপা করেছি; আমি গোরক্ষ-নাথ—জানিস সাক্ষাৎ শিব; ব'স কাছে এসে ব'স।

সু। ও মা গো, তোমার জটায় যে ঘেমো গন্ধ। আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার ঠেঁয়ে যোগ শিখব—তা কাছে দাঁড়াতে প্যারি নি।

দা। তুমি যদি যোগ শেখ ত আমি বেশ ক'রে জটা ধুই।

সু। ধু'লে কি ও ভেপ্‌সো গন্ধ যাবে? কেটে সুগন্ধ মাখতে হয়; আর কাজ নাই বাপু, যোগ শেখায়। অমনি ক'রে ত ছাই মাখতে হবে?

দা। না, না, তুমি যোগ শিখলে ছাই মাখাব না, চন্দন মাখিয়ে শেখাব।

সু। আর, তোমার জটা ত থাকবে? তা হ'লেই কাছে বসেছি! জটা ত নয় যেন তালের সোঁটা! অমন চাঁদপানা মুখখান—অমন জটা রেখেছ কেন? যোগ শিখ্‌লে ত আমায় অমনি জটা রাখতে হবে?

দা। না, তোর জটা রাখতে হবে না।

সু। না না, আমার যোগ শেখায় কাজ নেই; তোমার অমন রূপ, জটা রেখেছ দেখে আমার প্রাণ কেমন করে। (সারীর প্রতি) আয় লো সারি; (দামোদরের প্রতি) চললেম।

দা। দেখ, তোমায় আমি কৃপা করেছি, তুমি যদি যোগ শেখ ত, আমি জটা কেটে ফেলি।

সু। আহা, ঠাকুর! তোমার এত কৃপা, তবে আমার ঘরে এস।

দা। যখন তোমায় কৃপা করেছি—চল।

সা। (জনান্তিকে সুন্দরার প্রতি) সখি, তোমার এ কি রীত?

সু। (জনান্তিকে সারীর প্রতি) এই আমার খেলা।

সা। (জনান্তিকে সুন্দরার প্রতি) ছি! এ খেলায় অপরাধ হয়।

সু। (জনান্তিকে সারীর প্রতি) পূর্ণচন্দ্র দেখে লোক মোহিত হয়—সে কি চন্দ্রের অপরাধ?

দা। তোমরা কি বল্‌ছ?

সু। সারী জিজ্ঞাসা কচ্ছে—সন্ন্যাসী ঠাকুর কি আমায় শেখাবেন?

দা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দুজনকেই শেখাব।

সু। আসুন না—বসে রইলেন যে?

দা। চল। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রাজা শালিবাহন ও পূর্ণচন্দ্র

রা। বৎস,
অমরবাঞ্ছিত এই সুন্দরী-নগরী,
সযতনে রক্ষা করি তোমার কারণ।
ফুল্লমতি প্রজাগণ তব দরশনে
অভিলাষ উল্লাসে প্রকাশে,
বৃদ্ধ-পরিবর্ত্তে হোক্ নবীন ভূপতি।
প্রজার উল্লাসে ভাসে আনন্দে হৃদয়,
নাহিক বাসনা অন্য ঈশ্বরের পদে,
অঙ্গজে অর্পিয়া রাজ্য পরম কৌতুকে
নিশ্চিন্তে হরিব কাল এ বৃদ্ধ বয়সে,
অন্তকালে তোর কোলে ত্যজিব এ দেহ।

পূ। উদ্যানে মাতার সনে ছিলাম যখন,
কত আমি করেছি রোদন,
শ্রীচরণ দেখিবার হ'ত কত সাধ!
আজ প্রসন্ন দেবতা—
অর্পিলেন মাতা মোরে তোমার চরণে;
জননী অঞ্চল ধরি ভ্রমণ উদ্যানে—
সংসার-বারতা, তাত, না জানি কেমন;
নাহি জানি পিতৃসেবা, পিতার সম্মান—
অপরাধী হই যদি করো গো মার্জ্জনা।

রা। অপরাধ তোর?
বংশের দুলাল তুই, নয়ন-আনন্দ,
নাহি জান পিতৃস্নেহ, আরে রে অবোধ,
বুঝিবি বুঝিবি যবে হ'বি পুত্রবান্,
অপরাধ করিব মার্জ্জনা;
শিখায়ে দিয়াছে বুঝি জননী তোমার?
দেখাইব কেবা কত জানে রে আদর,
রাজ্যের সর্ব্বস্ব তুমি কুলের শেখর!

পূ। শুনিনু জননীমুখে দুরন্ত সংসার,
পদে পদে অপরাধী হয় তাহে নর,—
তাই ডরি, হে ভূপাল, অবোধ অজ্ঞান,
লালিত মাতার অঙ্কে চঞ্চল সন্তান।

রা। বৎস, দরিদ্রের—দুরন্ত সংসার,
কণ্টক-আগার ভীতিপূর্ণ চিরদিন।
পাতিয়া কুসুম-শয্যা নৃপতির তরে,
সভয়ে সংসার রহে নৃপের সদনে।
আজ্ঞামাত্র অবনত শত শত শির,
আজ্ঞামাত্র খোলে অসি শত শত বীর,
আজ্ঞামাত্র নীর সম ঢালিবে রুধির,
কোথায় তিমিরঘটা, উদিলে মিহির?

পূ। কণ্টক কি নাহি পিতা কুসুমশয্যায়?

রা। নাহিক কণ্টক-কীট জানিবে অচিরে।

দূতের প্রবেশ

আরে মূঢ়,
জীবনের সাধ মম পূর্ণ এত দিনে—
নির্জ্জনে নেহারি আমি পুত্রের বদন,
জীবনের নাহি কর ডর,
কি সাহসে পশিলি এখানে?

দূত। মহারাজ দাসকে অভয় দিন, লুনা-দেবী পত্র প্রেরণ করেছেন, অধীনের অপরাধ নাই।

রা। এ্যাঁ! লুনা—পত্র—(পত্র পাঠ) এখন কি করি?
বৎস, ক্লান্ত তুমি নগর-ভ্রমণে,
ক্ষণেক বিশ্রাম কর।
রজনীতে বার দিতে হবে সভা মাঝে,
পারিষদ্‌বর্গ পূজা করিবে তোমায়;
যতদিন উৎসব না হয় অবসান,
তত দিন, বৎস, তব নাহিক বিরাম।

পূ। দেবতা পূজার যোগ্য—শুনেছি ভূপাল,
কিবা হেতু পূজিবে আমায়?

রা। ভূপতির পূজা অগ্রে দেবতা রাখিয়া,
ক্রমে ক্রমে জানিবে সকলি।
এস বৎস, দিতে হবে পত্রের উত্তর।
[পূর্ণচন্দ্রের প্রণাম করিয়া প্রস্থান।
পরামর্শ মন্ত্রী সনে—মন্ত্রী হবে বাদী;
গুণবতী ইচ্ছা অতি পতিপরায়ণা;
জানাব সকল কথা—যাচিব মার্জ্জনা।

ইচ্ছুার প্রবেশ

ই। মহারাজ, পূর্ণের আর আনন্দ ধরে না, বলে 'মা, তোমার চেয়ে মহারাজ আমায় আদর কর্‌বেন বলেছেন।'

রা। শুন রাণি, শুভ দিনে ঠেকিয়াছি দায়,
আমি অতি অপরাধী তোমার সদনে;
মহিষি, মার্জ্জনা কর ধরি হে চরণ!

ই। এ কি কর! ছি ছি মহারাজ!
তুমি স্বামী—দাসী আমি সেবিতে চরণ;
পতির কি অপরাধ সতীর সদনে?

রা। প্রিয়ে,
আমি অতি দোষী, শুন, বিবরণ।
আছিলে দ্বাদশ বর্ষ পুত্রের পালনে,
তোমা সনে কদাচ হইত দেখা,
একা বাস শূন্যে রাজপুরে!
একদা মৃগয়া হেতু পশিলাম বনে,
কুক্ষণে হে, বারি-অন্বেষণে;
আসিলাম কূপসন্নিধানে—
কি কহিব—মজিলাম কি বিপদে?

ই। কহ নাথ, কি হইল পরে;
দাসী সনে সূচনার কিবা প্রয়োজন?

রা। হেরিলাম সুন্দরী রমণী
যৌবনস্ফুটনোম্মুখী,
বারি হেতু আসিয়াছে কূপপাশে,
পাপ আঁখি মুগ্ধ মম রূপের ছটায়!
প্রিয়ে, কৃপায় মার্জ্জনা কর।

ই। ধরণীর অধীশ্বর তুমি প্রাণনাথ!
আছে হে নিয়ম—
রাজার চরণ সেবে শত শত নারী;
যাহে তব মন, করহ গ্রহণ,
দাসীর কি মানা আছে তায়?
ভগ্নীসম আমি তারে করিব যতন,
তব ইচ্ছাধীন দাসী জেনো নরনাথ!

রা। গুণবতী তুমি সতি, নাহিক তুলনা!
বিধি বিড়ম্বনা—হইয়াছে উদ্বাহ-নির্ব্বাহ—
মরি হে সরমে,
গলগ্রহ রেখেছি গোপনে,
মন্ত্রী মাত্র জানে সমাচার।

ই। কেন, কেন প্রাণনাথ, রেখেছ গোপনে?
চল যাই ভাগ্যবতী রূপসী সদনে,
আদরে ভগ্নীরে আমি আনি রাজপুরে।

রা। করেছি কদর্য্য কার্য্য শুন লো মহিষি!
ঘৃণিত চামার বংশে জনম তাহার।

ই। পঙ্কে হয় পদ্মিনী বিকাশ,
দেবতা মস্তক 'পরে শোভে সে নলিনী।
শুন গুণমণি, যেবা তব আদরিণী,
হীন বংশ তার কিবা?
আমি রাণী যে পদ পরশে,
ভগিনী আমার রাণী সে চরণ ধরি।

রা। জানি হে মহিষি, তব অসীম মহিমা,
শত অপরাধে ক্ষমা করিবে আমায়;
কিন্তু দেখ দায়—
কুমারে সে দেখিবারে চায়; (পত্রপ্রদান)
নহে কহে, অভিমানে ত্যজিবে জীবন।

ই। সে ত রাজরাণী, সেও ত জননী,
মম সম কুমারে তাহার অধিকার,
পুত্র পাবে মাতার প্রসাদ,
বিষাদ কি হেতু তাহে ভাব নরনাথ?

রা। অতুলনা হে ললনা, পতিভক্তি তব;
অধিক কি কব,
ঋণপাশে চিরবদ্ধ রহিলাম রাণি!

পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ

বৎস, হয়েছে কি শ্রম দূর?

পূ। পিতা, নাহি শ্রম।
যেতে পারি শত ক্রোশ অশ্ব আরোহণে;
জিজ্ঞাস মাতায়,
সারাদিন ফিরি তবু নাহি হয় ক্লেশ।

ই। পূর্ণ, আরও তোর আছে রে জননী।
এস বৎস, তাঁর পদে করি নমস্কার।

পূ। চল তবে।

রা। আসিয়াছে দূত তোরে লইতে আদরে,
আগত ভূপালগণে করিতে সম্মান,
রব আমি রাজপুরে,
যাও তুমি দূতের সহিত,
এস প্রিয়ে!

[সকলের **প্রস্থান।**

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

লূনার কক্ষ

লূনা ও লূনার পিতা জম্বু

লূ। হায়! পিতা হয়ে এই সর্ব্বনাশ কল্লে, সতীন-পুত্রকে পত্র লিখে ডাক্‌তে পাঠালে, আমার জলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হচ্চে।

জ। আমি দশবার বারণ কল্লুম, ফের পণ্ডিতি কথা কচ্চিস্, পোড়ার মুখি? ফের পিতা পিতা বলিস? প্রাণনাথ বলিস্ তোর বুড়ো ভাতারকে। আমি চামার—পণ্ডিতি কথা আমার সাত? যে পণ্ডিত রেখে তোরে লেখা শিখিয়েছে, তারে পণ্ডিতি ক'রে পিতা বলিস্। আমি চামার—আমার সাথে চামারে কথা ক! আমি চামার-বুদ্ধি খাটিয়ে তোর রাজার সাথে বে দিলুম, আর আমার সঙ্গে গালি-গালাজ কল্লি?

লু। তুই রাজা বে দিয়েছিলি, না রূপে রাজা বশ হয়েছিল? রাজা আসুক, আমার সতীন আছে বলে নি—আবার সতীন-পো!

জ। রাজা এখন ছেলের মুখ দেখেছে, তোর মুখে এখন জুতার বাড়ি মার্ব্বে। আমি যদি না থাকতুম্ ত তোকে এত দিন পয়জার দিয়ে খেদ্ড়ে দিত।

লু। তুই যেমন চামার, তোর চামারের মতন কথা, রাজাকে মলের মতন পায় দিয়ে আমি বাজিয়ে বেড়াই।

জ। কৈ, আজ তিন দিন বেটা আন্বার রোস্নাই কচ্চে, তোর মুখে ঝাড়ু মারে নি?

লু। ঝাড়ু মারে নি, আজ এলে আমি ঝাড়ু মার্ব্বো; তুই চামার, চামারের বেটা চামার, তোর কথায় আমি সতীন-পোকে আন্তে পাঠালুম, আমার মাথা কাটা গেছে, আমার কুওয় ডুবতে মন হচ্ছে।

জ। সতীন-পোকে যদি আব্দার ক'রে না চিঠি লিখ্তিস্, তোরে কুওয় আপনি ফেলে দিত। রাজার আদরের ছেলে তা জানিস্ পোড়ারমুখি, সন্ন্যাসীর ওষুধ খেয়ে ছেলে, তা জানিস্ জুতাখাকি?

লু। আদরের ছেলে আছে জানিস্ ত আমায় বে দিলি কেন? আমার অমন জুয়ান ভাতার ছিল।

জ। আবার সে কথা, পোড়ারমুখি? রাজা জান্লে তোকে গেড়ে ফেল্বে।

লু। তুই ছেলের কথা আমায় বলিস্ নি কেন?

জ। আ মর! কে জানে? ছেলে লুকান ছিল। তুই ছেলে এলে খুব দরদ কর্ব্বি, ছেলে তোকে মা জান্বে; তুই রাজা ভোলালি, ছেলের কি কর্ব্বি? ছেলে রাজা হয়ে তোকে খেদিয়ে দিবে, বুড়া রাজা সব দিন বাঁচ্বে?

লু। দরদ্ কর্বে, দরদ্ কর্বে, দরদ্ কর্বে। সতীন-পো আমার হবে!

জ। তুই পোড়ারমুখী কথা শুন্বি নি; আমি ত তোকে বলেছিলুম যে, পণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া শিখিস্ নি, ভাল কথা কইতে শিখিস্ নি; চামারের কথা ভুল্বি—বুদ্ধি ভুল্বি! তুই রাজাকে খোস কর্তে প্রাণনাথ শিখলি আর চামারের বুদ্ধি ভুললি! তুই মা হবি, আমি দাদা হব, একদিন আদর ক'রে লাড্ডু খেতে দিব—বিষ দিয়ে দিব, ছেলে মর্বে, আমি পালাতে পারি পালাব; না হয় গর্দ্দান দিব! বুড়া রাজা ম'লে তোর ছেলে হয়—রাজা কর্বি, নয় তোর ভাইকে রাজা কর্বি। চামারের বেটি! বুদ্ধি শুন্লি জুতাখাকি?

লু। আচ্ছা বাপ, তুই যদি ছেলে মারবি, রাজা রেগে তোকে মার্বে, আমায় মার্বে।

জ। তোকে মার্বে কেন, তুই কি বিষ দিবি? আমি আদর ক'রে বাড়ী নিয়ে যাব; চামারের বুদ্ধি শুন্লি, চামারের বেটি?

লু। বাপ, তুই বেশ বুদ্ধি করেছিস্।

জ। ঐ ডঙ্কা পড়চে, আমি চল্লুম, ছেলে আস্ছে।

লু। আমি দরদ্ কর্ব; বাপ, তোর খুব বুদ্ধি।

জ। রাজা পণ্ডিত রেখে তোকে লেখা শিখিয়েছে, ভাল কথা কইতে শিখিয়েছে, পণ্ডিত পড়া দিতে জানে—বুদ্ধি দিবে? চামারের বুদ্ধি, আমার সাত পুরুষ চামার, হাঁ!

[জম্বুর প্রস্থান।

একজন সখীর প্রবেশ

স। মহারাণি, যুবরাজ এসেছেন।

লু। এখানে আন!

[সখীর প্রস্থান।

আমার মাথা নীচু হচ্চে—সতীনের ছেলে ঘরে ডেকে আন্লুম।

পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ

পূ। জননি, আশীর্ব্বাদ করুন!

লু। আজ আমার সুপ্রভাত—তোমার চন্দ্র-বদন দেখ্‌লুম। (স্বগত) আরে সত্যি, চাঁদপানা মুখ! আরে, আরে, ফুলপানা দাঁত! আরে, আরে, কি আঁখি রে!

পূ। মা, আজ আমার কি শুভদিন, আজ আমি পিতার চরণ বন্দনা কর্‌লুম। তোমার পাদপদ্ম দর্শন করলুম। জননি—জননি, সন্তান কি অপরাধী?

লু। মরি মরি! ভূতলে কি পূর্ণশশী!
কিংবা রতি-আশে এসেছে মদন!
উহু, মরি মরি,
নয়নে বরষে ফুলশর।
অঙ্গ জর জর,
ধর ধর, কাঁপে থর থর,
পিপাসীরে সুশীতল বারি কর দান!

পূ। এ কি!
কোথায় জননী—
কারে করি সম্ভাষণ?
কেমনে বা পিশাচিনী এল এ আগারে?

লু। কহ কথা, রয়ো না নীরব,
ঢাল রে বচনসুধা—জুড়াক জীবন।

পূ। কহ, কার এই পুরী—কে তুমি সুন্দরি,
কোথায় জননি মম?
কহ, তুমি কেবা ছদ্মবেশী—
পাপ কথা কহ কি কারণ?

লু। শুন গুণমণি,
প্রেমাধীনী দাসী তোর আমি,
সতিনী জননী তোর!
বৃদ্ধ রাজা পশে কবে কালের কবলে,
আমি কি হে নারী-যোগ্য তার?
কমলিনী ফোটে কি ভেকের তরে!
আদরে ভ্রমরে,
হৃদি-ভৃঙ্গ, এস হৃদি-মাঝে।

পূ। এ কি, এ কি! কি শুনি—কি শুনি!
এ কি! এ কি! কি বল জননি?
এখনি মা, রসাতলে পশিবে মেদিনী,
হবে একাকার, নরক আঁধার,
ব্যাপিবে বিপুল স্থান।
বাড়াইতে সে তমঃ ভীষণ
ঈশ্বরের রোষ-হুতাশন
প্রলয়দামিনী সম দলকে ফিরিবে;
রুদ্ধ সমীরণ,
কক্ষচ্যুত হইবে তপন,
রেণু হবে ব্রহ্মাণ্ড বিশাল।
মা, মা! সন্তানে অভয় কর দান।

লু। ছি, ছি, তুমি নির্দ্দয় কেমন,
মরে নারী, তোল না বদন?
কেন কর ঘৃণা, দেখ না দেখ না,
তোর সম কিশলয়ে রঞ্জিত অধর,
লাবণ্য-সলিলে হের অঙ্গ ঢল ঢল,
দেখ দেখ তোমার যেমন—
খঞ্জনগঞ্জন আঁখি মম।
দেখ না, দেখ না, মরে রে ললনা,
চাঁদমুখ তোল না, তোল না!
তুমি নব যুবা—আমি নবীনা যুবতী,
আমি রতি—তুমি হে মদন!—
কেন হে মিলন-সুখে রহিব বঞ্চিত?
যায় ধরা যাক্ রসাতলে,
ঘেরুক আঁধার,
আমি তোর, তুই রে আমার!
অধরে অধরে, হৃদি হৃদি পরে,
ধরাধরি ভুজপাশে,
বিশ্বনাশে প্রেমিকের কিবা ডর?

পূ। (স্বগত) এই ত সে দুরন্ত সংসার,
নহে এ ত কুসুম-আগার,
ভীষণ কণ্টকময়।
ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
চলিতে চরণ নাহি চলে,
এ কি কোন কুহকের ছলে
হেন ভাষা শুনি আজ জননীর মুখে?
এ কি সেই তরঙ্গের খেলা?
এ কি সেই সাগর-গর্জ্জন,—
পথহারা যথা নর পাথারে মগন?
এই কি প্রথম শিক্ষা পশিয়া সংসারে।
হেন ছার কারাগারে কেন রহে নর,
কেন ডরে বিসর্জ্জন দিতে কলেবরে?
ছি ছি, ধিক্! এই কি সংসার,
এই কি সে কুৎসিত পাথার?
ধিক্, ধিক্, শত ধিক্, মানব-জীবনে
মাতৃপদে শত শত প্রণাম আমার!

লু। যেও না, যেও না, ব'ধ না, ব'ধ না,
কিঙ্করীরে রাখ পায়, প্রাণেশ্বর!

প‍ু। কোথা, কোথা হে মঙ্গলময়!
এস, চাহ নাথ, কৃপা কর কাতর কিঙ্করে,
দয়াময়, হয় হৃদে সংশয় উদয়,
ভাবি মনে এ সংসার, দৈত্যের রচনা!
কোথা—কোথা দয়াময়,
দার‍ুণ সংশয়ে কর ত্রাণ।

[প্রস্থান।

ল‍ু। ইস্, এত অপমান! বিষ খাব, জলে ঝাঁপ দেব—আগ‍ুনে প‍ুড়ে মর্‌ব! কোথায় যাব! নরক, কোথায় তুই? আয়, আমার ব‍ুকে এসে ব'স্! আয় আয়, আমার সহায় হ'! আমি প্রতিশোধ দেব! প্রতিশোধ দেব! এলি নি? নরক, ব‍ুঝেছি, তোর ভয় হচ্চে;—নারীর প্রতিশোধ,—নারীর প্রতিশোধ! নরক, তুইও অত ভয়ানক ন'স।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রোষাগার

ল‍ুনা ও রাজা শালিবাহন

রা। বহ‍ু কার্য্যে ব্যাপ‍ৃত র'য়েছি, প্রণয়িনি,
তব সহবাসস‍ুখে বঞ্চিত সে হেতু।
উৎসবে আসিছে রাজা নানা দেশ হ'তে,
নানা জনসমাগম প‍ুরে,
সাবকাশ করিয়াছি বিশ্রামের ছলে!

ল‍ু। রেখেছি জীবন তব দরশন আশে,
দেখা হ'ল, ফ‍ুরাইল সকল বাসনা:
তুষানলে পাপদেহ ত্যজিব রাজন্,
ঘ‍ৃণার ভাজন—কেন রাখি ছার প্রাণ?

রা। কহ প্রিয়ে, কহ ত্বরা, কহ কি কারণ
জলধরাব‍ৃত তব শশাঙ্কবদন?
মানিনি, ত্যজ লো মান, ধরি লো চরণে,
কেন বিগলিত ধারা নলিনী-নয়নে?
যায় প্রাণ ছাড় মান, কথা কহ হাসি;
ক্ষম দোষ, ত্যজ রোষ, হৃদয়-বিলাসি!

ল‍ু। অদ‍ৃষ্টের দোষ মম, নহে দোষ কার,
নহে, কেন তব ছলে ভুলিব রাজন্?
পড়ে কি হে মনে, যবে প্রণয়-বচনে
সম্ভাষিলে এ দাসীরে,
চরণে ধরিয়া আমি সাধিলাম কত
হইতে বিরত—
নীচকুলোদ্ভব তব যোগ্যা নহে দাসী।
হায়! কেন মজিলাম কপট বিনয়ে,
চন্দ্রস‍ুধা চকোরের—
বায়স কি পায়!

রা। শ‍ুন প্রিয়ে, শ‍ুন লো বচন;
যে কারণ এ প্রণয় রেখেছি গোপন—
রাজ্যে কত জন কত কথা কবে,
ব্যথা পাবে চন্দ্রাননি,
স‍ুকোমল প্রাণে।
এবে ম‍ুক্তদ্বার তোমার আমার।
এসেছে কুমার—
মা ব'লে আদরে নিয়ে রাখিবে আগারে—
দিবানিশি ম‍ুখশশী হেরিব তোমার,
সিংহাসনে দ‍ুইজনে নিয়ত বিহার।

ল‍ু। রাজ্য কেবা চায়?
রাজ্য-আশে বরমাল্য দিই নি তোমায়,
যদি রাজ্য-প্রয়োজন,
মধ‍ুর কপট ভাষে সাধিলে যখন—
হায় রে, অবলা মন পড়িল সে ফাঁসে!
শ‍ুন রাজা, রাজ্য যদি আকিঞ্চন,
বার বার কি কারণ করি নিবারণ,
গ্রহণ করিতে রাজা, অধীনীর পাণি?
নীচের নন্দিনী নীচ; তুমি মহারাজ,
না জানি কেমন মন, না ব‍ুঝে মজেছি,
পারি নাই প্রেম-ফাঁসী সিংহাসন-আশে।
জানি, যবে ফ‍ুরাবে যৌবন,
ঘ‍ৃণায় ঠেলিবে পায় অধমের স‍ুতা,
তব‍ু পোড়া মনেরে প্রবোধি,
তব‍ু প্রাণ বাঁধি,
অবলা চঞ্চলমতি,
পদধ্যানে একাকিনী রহিব বিজনে,
হায়! এত দিনে ভেঙ্গেছে সে
সোণার স্বপন।

রা। বল, বল, কি মনোবেদনা,
আমোদিনি, জান না জান না—
প্রাণসম তুমি প্রিয়তমা;
ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন,
এখনি হে দিব বিসর্জ্জন;
পোড়াইব ম‍ুকুট অনলে।
তুমি প্রাণ, প্রাণের আধার,

তোমা বিনা কে আছে আমার।
সুলোচনা, বল কি বাসনা;
সত্য কহি, শপথ লো তোর,
অসাধ্য সুসাধ্য প্রিয়ে যে বা হয় সাধ,
এখনই পুরাব,
কেন ভাব হে বিষাদ!
বিবশা বদনে বারি,
সম্বর—সহিতে নারি—
হাসি ধর বিম্বাধরে, ওলো আদরিণি?
বাজে লো হৃদয়ে বাজে,
এ সাজ কি তোরে সাজে,
হৃদি-সরোবরে ফুট ফুল্ল-সরোজিনি!

লু। মহারাজ, পুরিয়াছে যা ছিল বাসনা,
দেখেছি তোমায়, এবে দাও হে বিদায়;
হায় অভাগিনী—কভু স্বপনে না জানি—
রাজবংশ-কেলি হেতু বারবিলাসিনী?

রা। এ কি শুনি বাণী,
রাজবংশ-কেলি হেতু বারবিলাসিনী
বার-নারী—কে সে? মর্ম্ম বুঝিবারে
নারি।

লু। বারবিলাসিনী আমি, কেলির কুসুম,
ভোগ্য বস্তু যেবা করিবে গ্রহণ।

রা। কহ প্রিয়ে, কে বলেছে হেন কুবচন,
কার শিরে করিয়াছে ভুজঙ্গ-দংশন,
স্বেচ্ছায় অনলমাঝে ঝম্প দেছে কেবা?
বল শীঘ্র, যম কারে করেছে স্মরণ?

লু। শ্রেয়ঃ মম প্রাণ-বিসর্জ্জন;
কেন কলঙ্কিনী নাম কিনিব ধরায়?
চর্ম্মকারসুতা, কিবা প্রত্যয় কথায়?

রা। ছাড়হ বাক্যের ঘটা
কহ ত্বরা করি—কে সে?
এখনও নিঃশ্বাসবায়ু বহিছে তাহার—
রাজরোষ করি হেলা!

লু। এ জীবনে কভু কথা নাহি কব কারে,
জলগর্ভে রবে বার্ত্তা হৃদয়-আগারে।

রা। আরে নারি, তুচ্ছ কর ভূপে?
লব বার্ত্তা হৃদয় বিদারি'।

লু। পুরিল বাসনা,
এস, এস প্রাণনাথ!
হান অসি উলঙ্গ-হৃদয়ে,
যাক্ প্রাণ চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে!
আমি ভাগ্যবতী!
অন্য সাধ কিবা রাখে সতী?—
পতি-করে পতির সম্মুখে ত্যজি প্রাণ!
কীর্ত্তিগান রবে মম ধরণী-ভিতরে!

রা। কহ,
কিবা বার্ত্তা রাখ তুমি হৃদয় ভিতরে,
প্রাণের মমতা কেন কর বিসর্জ্জন?
কেবা সেই নর,
যার ডরে নাম তার না আন জিহ্বায়?

লু। শুন নাথ,
যে হেতু গোপনে রাখি নাম;
শুনিলে, মস্তকে তব হবে বজ্রাঘাত,
শূন্যময় হেরিবে ভুবন,
কণ্টক সমান শিরে ফুটিবে মুকুট,
মরম-ব্যথায় দিবে প্রাণ বিসর্জ্জন।

রা। কি—কি, কে সে?
বল শীঘ্র সংশয় না সয়।

লু। বড় সাধে বিসম্বাদ হবে নরনাথ,
রাজপুরে পড়িবে প্রমাদ,
দগ্ধ হিয়া এ জনমে না হবে শীতল,
ত্যজ কুতূহল, দেহ দাসীরে বিদায়।

রা। এ্যাঁ!

লু। ত্যজ রাজা, ত্যজ কুতূহল,
আভাসে যাহার হের ধরা অন্ধকার,
স্বেদবিন্দু ললাটে উদয়,
ওষ্ঠাধর কলেবর কম্পিত সঘনে।

রা। শীঘ্র বল, ফাটে মম প্রাণ,
কুবচন বলেছে কি রাণী?

লু। নহে রাণী,
দেখি নাই রাণীর বদন,
ক্ষম নাথ, করি হে বারণ,
তোমার শ্রবণযোগ্য নহে সেই নাম।

রা। হাঃ!
বল্ দুষ্টা, শীঘ্র বল্,
নহে, তুই হবি পতিঘাতী।

লু। সম্বর সম্বর প্রাণনাথ,
আদরে কুমারে আমি ডাকিলাম ঘরে,
কি ক'ব অধিক, খসিবে গগন,
রসাতলে পশিবে তপন,
পাপকথা ক'ব কি অধিক!
তাড়নার চিহ্ন হের বদনে আমার,
দেখ—দেখ নখাঘাতে বহিছে রুধির,
দুর্ম্মদ বারণ সম কামোন্মত্ত যুবা!

রা। সন্ন্যাসী—শিব-চতুর্দ্দশী—লুনা—লুনা—
এ্যাঁ—এ্যাঁ—কুমার—কুমার! (মূর্চ্ছা)

লু। এই সন্ধিস্থান!
রক্তপাত হইবে নিশ্চয়,
তা কি আমার?
এস এস, কে কোথায় সুযোগ-প্রয়াসী—
এস, কোথা কে আছে পিশাচী—
যার ছলে স্বর্গচ্যুত হয় দেবগণ,
উপপতি-তৃপ্তি হেতু পুত্র বধে নারী,
পিতারে গরল তুলে দেয় বংশধর;
এস, এস, ডাকে তোর দাসী,
যার ছলে সপত্নী-দুলালে,
যাচিলাম পায় ধরি কাম-তৃপ্তি হেতু,
প্রতিহিংসা তৃপ্ত করহ আমার,
দুরন্ত নরকে স্থান দিও মোরে পরে!

রা। পাপীয়সি—পাপীয়সি!
আরে কালফণী দংশিলি আমায়,
জর জর প্রাণ মোর বিষে!

লু। জানি রাজা, জানি হব কলঙ্ক-ভাজন,
পদে ধরে সাধি, বধ দাসীর জীবন,
নীচ আমি, প্রত্যয় কি কথায় আমার,
রাজ্যেশ্বর বংশধর তোমার কুমার!
বধ শীঘ্র, শীঘ্র বধ প্রাণ,
নহে,
আত্মহত্যা, নরহত্যা হের বিদ্যমান।

রা। রহ রহ;
দেখ, শীঘ্র দিব প্রতিফল,
বুঝেছি সকল—
নির্জ্জনে নেহারি তোর রূপের মাধুরী,
ভুলেছে সম্বন্ধ সেই অধম পামর!
এস, দেখ, অধমের কি হয় দুর্গতি—
মরিবে, করিবে দুষ্ট নরকে বসতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দামোদর ও সারী

দা। তুমি আমায় যে লালরূপী ক'রে দিচ্ছ।

সা। বাপ রে! না দিলে হয়, যে দিন সুন্দরা দেখবে, তোমার কাল রঙ, সেই দিনই তাড়িয়ে দেবে; ছাই মাখা ছিল, রঙ ঠাওর পায় নি; এ সিন্দুর দিয়ে যেন তরুণ অরুণের আভা দেখাবে! তোমার যে কাল রঙ, আমি ভাবচি দেখতে পেলেই তাড়াবে।

দা। এ্যাঁ, তাড়াবে, তবে কি হবে? আমার জটা কি কর্‌লে?

সা। কি কর্‌লে? ঠাকুর, জটার নামও মুখে এনো না।

দা। তোমায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, জটা আছে ত? আমার একুল ওকুল দু'কুল না যায়!

সা। জটাতেই যদি অত সুখ, তবে ঠাকুর জটা কামালে কেন? আমি চললেম, বলিগে—সে জটার মায়া ছাড়তে পার্‌লে না।

দা। এ্যাঁ, তুমি ঠাট্টা বোঝ না? দেখ, যদি রঙটঙগুলো বেরিয়ে পড়ে?

সা। আমি তাই ত ভাবচি; রঙটঙ যেন সিন্দুর দিয়ে ঢেকে দিলেম, তোমার মুখখানা বিশ্রী জটাঢাকা ছিল, গালের ঝিকটিকগুলো দেখা যাচ্ছিল না।

দা। তবে কি হবে? আমায় কি তাড়িয়ে দেবে? এই টুপি—

সা। এই টুপিটা পর, ঢেঙ্গা-ঢোঙ্গা মুখখানা একটু ছোট দেখাবে।

দা। ও যে বাঁদরের মাথার টুপি।

সা। তুমি বোঝ না, বেশ দেখাবে! সুন্দরার পছন্দ আমি জানি; যে তোমার এবড়ো থেবড়ো গা, এ গা চলে কি না বাবু!

দা। দেখ, তোমার হাতে আমার সর্ব্বস্ব, তোমার হাতে আমার প্রাণ; জামাটামা ঢাকা দিলে চল্‌বে না? যা হয় তুমি এক রকম ক'রে নাও।

সা। এ তুলো দিয়ে সব উঁচুনিচু সোজা কত্তে হবে।

দা। যা হয় এক রকম কর; বলি, তখন যে বল্‌লে—চাঁদপানা মুখ, আমি নবীন সন্ন্যাসী।

সা। তুমি যে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছ; তুমি বল্‌লে—দুহাজার বছরের সন্ন্যাসী, জটা আপনি গজিয়েছে, তাইতেই যা তার মন খারাপ হয়ে আছে; বল্‌তে হয়—ষোল কি সতর।

দা। মাইরি বল্‌ছি, আমার কুড়ি বছর বয়স, ফাঁকতালে দু'ট শুনিয়ে লাগিয়েছিলুম। ও জটা কি গজিয়েছে? ছেঁড়া চুল দিয়ে প্যাকিয়েছিলুম।

সা। দাঁড়াও তুলো বসাই, খানিক চিটে গুড় আন্‌লে হ'ত—তুলো যদি স'রে পড়ে তা হ'লেই মুস্কিল।

দা। না—না, চিটে গুড়ে কাজ নেই, সে বড় গা চিট্‌ চিট্‌ কর্‌বে।

সা। ও ভালকথা মনে—আমি যে সব এনেছি, এই জামাটা গায় দাও?

দা। ওটা হনুমানের মতন যে! বেড়ে পছন্দসই একটু ফুলো ফুলো জামা দাও না।

সা। তুমি বোঝ না। তোমার যে শক্ত গা, তুলোয় তবু কতক নরম হবে; এখন দেখ, তোমায় একটু সতর্ক থাক্‌তে হবে; সুন্দরা যদি এসে তোমায় জামা খুল্‌তে বলে, বা মুখ ধুতে বলে—প্রাণান্তেও করো না।

দা। কেমন দেখতে হ'ল?

সা। এখন তবু যা হয় এক রকম হ'ল।

সুন্দরার প্রবেশ

সু। কি লো সারি, আমার চন্দ্রবদন নবীন সন্ন্যাসী কোথায়?

দা। দেখ সুন্দরা, আমি ঠাট্টা ক'রে বলে-ছিলুম, আমার বয়স ষোল বৎসর, আমি তোমার প্রেমের সন্ন্যাসী।

সু। সারি, তুই সিন্দুর মাখিয়ে দিয়েছিস কেন?

দা। সিন্দুর মাখাবে কেন, আমার অগ্নি রঙ, আমার অগ্নি রঙ।

সু। কৈ মুখ ধোও; দেখি না কেমন রঙ।

দা। না—না আমার বড় শীত কচ্চে।

সু। শীত কোথায়? মুখ ধোও।

দা। আমার জ্বর হয়েছে।

সু। তবে আর কি কর্‌ব, ফিরে যাই, আমরা গাইব, তুমি নাচবে—তোমার নাচ দেখতেই এলুম।

দা। বেশ ত, বেশ ত, আমার নাচলেই জ্বর ছেড়ে যায়।

সু। না—না, তুমি একটু শোও, নাচলে আবার জ্বর ছেড়ে যায়!

দা। না—না, আমরা যোগী—আমাদের অম্‌নি জ্বর।

সু। আচ্ছা, তোমাদের যোগীদের ত ঐ রকম মুখ; ঐ রকম জ্বর; আর গায়ের তুলো গুলোও কি ঐ রকম?

সা। (ভাণ করিয়া জনান্তিকে দামোদরের প্রতি) খবরদার—যেন খুলতে বল্‌লে খুলো না।

দা। (জনান্তিকে সখীর প্রতি) হু, আমি ইসেরায় বুঝে নিছি। (প্রকাশ্যে) তোমরা গাও, আমি নাচি। আমার জ্বর হয়েছে কি না শীত কচ্চে। (সারীর ল্যাজ পরাইয়া দেওন) ও আবার কি কর্‌ছ?

সা। জামাটা আল্‌গা হয়ে গিয়েছে, এঁটে দিচ্ছি; আমরা গান গাই, তুমি নাচ।

সারী ও সুন্দরার গীত

মিশ্র খাম্বাজ—দাদ্‌রা

মরি কুচনয়নে খোঁচ মারে প্রাণে!
তাতে সই ঠুমকি নাচে,
রগ বাঁচে কি কে জানে।
রসকে বঁধুর রূপের চোটে,
লেগে গেছে ঠোঁটে ঠোঁটে,
প্রাণ নে বঁধু গাছে বা ওঠে;—
করে যদি এ-ডাল ও-ডাল
নাবিয়ে তখন কে আনে?

সু। এই ত নেচে তোমার জ্বর ভাল হয়েছে; মুখ ধোও।

দা। না—না, তিন দিন জল ছোঁব না।

সু। দেখ, তুমি কেমন সন্ন্যাসী? সিন্দুর মেখে বলছ ঐ রকম রঙ; তুমি ত বড় মিথ্যাবাদী।

দা। না—না, দোহাই সুন্দরা, আমার মিথ্যা কথা নয়, আমি—সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসী কি মিথ্যা কথা কয়?

সু। মিথ্যা কথা কও না?—তোমার বয়স কত?

দা। দোহাই, তোমার মাথা খাই, ষোল বছর, এ সেই যে দু হাজার বছর বলেছিলুম, ব্যঙ্গ করেছিলুম।

সু। তোমার বয়স ষোল বছর, তবে তোমার নাম গোরখ্‌নাথ বললে যে?

দা। আমি কি সেই গোরখ্‌নাথ?—আমি অম্‌নি একটা গোরখ্‌নাথ।

সু। বাবা এস, প্রণাম!

দা। বলি ও সারি! আবাগীর বেটী যে বাবা ব'লে ফেল্লে।

সু। কি? তুমি সন্ন্যাসী, তোমায় বাবা বলব না; এখন যাও, সন্ন্যাসী ঠাকুর, আস্তানাতে যাও, এই নাও ভিক্ষা নাও।

দা। বলি, যোগ শিখবে না?

সু। তুমি ছেলেমানুষ, যোগের কি জান?

দা। মাইরি বলছি, আমার পঞ্চাশ বছর বয়স, আমি খুব যোগ শিখেছি।

সু। ঠাকুর যাও—এই বেলা যাও; আজ আমার স্বামী বাড়ী আসবে; তোমায় দেখতে পেলে মাথা কেটে ফেলবে।

দা। এ্যাঁ, এ্যাঁ, তবে আমার জটা দাও।

সা। সে জটা কি আর আছে! পুড়িয়ে ফেলেছি।

দা। হায়! হায়! আমার যে একুল ওকুল গেল; কেন বল দেখি, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে? কেন বল দেখি, আমায় বল্‌লে নবীন সন্ন্যাসী—আমার চাঁদপানা মুখ, আমি তাইতে ও জটা মুড়ুলুম; দেখ, আশা দিয়ে বঞ্চিত কর্‌লে, তোমাদের ভাল হবে না, ভাল হবে না, ভাল হবে না। আগে বল্‌লে চাঁদপানা মুখ, এখন 'বাবা' ব'লে বিদায় দিলে?

সা। পঞ্চাশ বছরের মদ্দ, একটু আক্কেল নেই, আপনার মুখখানা আয়নায় না দেখে থাক, জলে দেখনি? ঐ পোড়ার মুখ চাঁদপানা, তোমার বিশ্বাস হ'ল?

দা। আমার গেরুয়াখানা দাও।

সা। সে কি আর আছে, ঘর পোঁছার নেতা হয়েছে, ঐ টাকাতে কিনে নিয়ো এখন।

সু। বাবাঠাকুর, প্রণাম গো, আমরা চল্‌লেম।

[সারী ও সুন্দরার প্রস্থান।

দা। এই যে লেংগুড়রাজ, আমি বলি মাথার উপর কি দুলছে। বেটীরা বাঁদর নাচ নাচালে? বাপ, নাকে খৎ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থিত কক্ষ

ইচ্ছা ও পূর্ণচন্দ্র

ই। উদ্যান সুন্দর কি রে রাজপুর হ'তে—
ত্যজিয়া নগরী পুনঃ এসেছ এ স্থানে?

পূ। আর মাতা, নাহি যাব দুরন্ত সংসারে,
তব অংকে লুকাইয়া রব গো জননি!
সংসারের ধ্বনি
শ্রবণে না পশিবে এ স্থানে;
কুৎসিত সংসার
পিশাচের আনন্দের ধাম।
ভীষণ—নরক হ'তে শত গুণে মাতা।

ই। কি দেখিলে,
কেন বৎস, বল এ বচন?

পূ। মা গো,
হের যাহা নরাকার, নহে তাহা নর;
নরচর্ম্মে আবৃত পিশাচকলেবর;
কুৎসিত প্রকৃতি ঢাকা সুন্দর ছাদনে।
কহ গো, কান্তার মাঝে রহিব কেমনে?

ই। কি রে, রাজা তোরে বলেছে কি কুবচন?

পূ। মাতা!
তোমা হ'তে স্নেহময় জনক আমার;
কিন্তু,
না জানি কেমনে আমি যাব তাঁর পাশে,
কি কব বারতা, যবে শুধাবেন পিতা,
বিমাতার আচরণ কহিব কেমনে?

ই। আরে—আরে, অঞ্চলের নিধি,
রাজরাণী মন্দ বাণী বলেছে কি তোরে?
আদরিণী বুঝি বা সে নৃপের আদরে,
কুবচন কেমনে বলেছে প্রাণ ধরে!

পূ। হায়! মাতা, জীবনে না হয় আর সাধ।

ই। আরে—আরে, কি বলেছে তোরে?
কাজ নাই রাজপুরে দুখিনীনন্দন,
নবীন রমণী ল'য়ে বঞ্চুন ভূপাল;
তোরে কোলে লয়ে যাই, যথা পদ চলে।
এই যে ভূপতি,
সংগে বুঝি আদরিণী তাঁর।

পূ। সরমে গো, ব্যথিত মরম;
কেমনে কহিব কথা নৃপতির সনে?
লজ্জা নাহি বিমাতার, আসিছে আবার;
কোন্ লাজে আমি, মা গো, তুলিব বদন?

রাজা শালিবাহন ও লুনার প্রবেশ

রা। আরে কুলাঙ্গার, আরে দুরাচার,
ছাগসম আচরণ শিখেছ কোথায়?
আমার ঔরসজাত নহিস্ কখন;
অজ-পতি জননীর তোর।
আরে—আরে, নাহি কর সম্বন্ধ বিচার?
ভাব বুঝি, পলাইয়ে পাবে পরিত্রাণ;
পশিলে সাগরে তোরে বাঁধিব সেখানে।
হিমাচল-গর্ভে যদি লহ রে আশ্রয়,
ছেদি গিরি তোরে ধ'রে করিব সংহার।

ই। এ কি কথা কহ মহারাজ—
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত কেন নরনাথ?

রা। দূর হ' রে পিশাচিনি,
—পিশাচজননি,
অজপুত্র পেয়েছ অজের সহবাসে,
ছাগের জনম নহে আমার ঔরসে;
ধন্য, ধন্য কলিকাল! ওরে কুলাঙ্গার,
পাপ-দেহ তোর নাহি হ'ল পরমাণু?
জিহ্বা নাহি দাহিল অনলে,
বজ্রাঘাত না হইল শিরে?
গ্রাসিতে পামরে
মেদিনী না মেলিল বদন?

ই। ধার্ম্মিকপ্রবর তুমি লোকমাঝে খ্যাত,
ধর্ম্মাবতার নাম দেছে প্রজাগণে,
নরনাথ! কর সুবিচার,
ক্ষমানেত্রে বারেক হে, নেহার নন্দনে
অকলঙ্ক শশী সম হের পুত্রমুখ।
কমল-নয়ন দৃষ্টে বুঝ নররায়!
আঁখি প্রকৃতি-দর্পণ—
দেখ, দেখ হে ভূপাল,
কুৎসিত প্রকৃতি হৃদে না বলে কখন,
শাস্ত্রনীতি—বিচারপতির এই ভার—
দোষী বা নির্দ্দোষী আগে বিচার না ক'রে,
বাদী প্রতিবাদী প্রতি পক্ষপাতশূন্য;
দোষারোপ যার প্রতি, শুনে তার বাণী!
একের বচনে অন্যে নাহি করে দোষী।
শুন গুণনিধি, যদি প্রতিবাদী—
তবু তার প্রতি আছে হেন ব্যবহার,
পুত্র প্রতি কেন কর অন্য আচরণ?

রা। কি শুনিব আর!
কুলাঙ্গার তোর এ নন্দন!
কর দোষ স্বীকার, বর্ব্বর,
মৃত্যুকালে মিথ্যায় না পাবে পরিত্রাণ,
মিথ্যায় বাড়িবে তোর নরক-যন্ত্রণা।

পু। এইমাত্র দোষ মম, শুন নরনাথ,
পঙ্কিল সংসার-কূপে করেছি প্রবেশ,
স্বর্গোপম জননীর অঙ্ক পরিহরি।
নহি ভূপ, অন্য দোষে দোষী।
কিন্তু যদি খণ্ড খণ্ড হয় তনু মম,
শুনেছি যে পাপ কথা বিমাতার মুখে,
পিতা তুমি—বিদ্যমান জননী আমার—
পৈশাচিক বার্ত্তা, ভূপ, বর্ণিব কেমনে?

রা। এ বয়সে এত তোর ছল?
এত মিথ্যা ধরে তোর কিশোর শরীরে?
অচিরে নরকে ফিরে যাবি রে পিশাচ!
স্পর্শে তোর পাপ বৃদ্ধি পায়,
নিজ করে সেই হেতু না বাঁধি তোমারে;
ঘাতক ছেদিবে তোর শির,
পাপতনু দিব তোর শৃগাল-কুক্কুরে।

পু। নরনাথ, মৃত্যু—বন্ধু, মৃত্যু কেবা ডরে?
মৃত্যু—বন্ধু—
মুক্তি দেয় দারুণ সংসার-কারাগারে।
দেবী, মানবীর বেশে জননী আমার
দেন নাই—মিথ্যা উপদেশ;
নহি—নহি, মিথ্যাবাদী আমি।

ই। আরে কুলকলঙ্কিনি!
আরে, আরে, কালভুজঙ্গিনি,
বিনা দোষে দংশিলি বাছায়?
ঢালিলি কলঙ্ককালি এ কিশোর প্রাণে?
আরে—তোর নাহি কি নারীর প্রাণ?
হ'ল না বেদনা,
অপবাদ দিলি এই দুগ্ধের কুমারে?
আরে—আরে, ধরি তোর পায়,
কি কাজ ঈর্ষ্যায়?
পুত্র লয়ে যাই স্থানান্তরে;
এক-বস্ত্রে যাব,
কপর্দ্দক মাত্র না স্পর্শিব।
রাজ্যেশ্বরী হও তুমি রাজারে লইয়া।
পুত্রের জীবন-ভিক্ষা মাগি তোর পায়;
আশীর্ব্বাদ করিয়ে তোমায়
পুত্র লয়ে যাব, কভু ছায়া না হেরিব।

লু। গঞ্জনা সহিতে কেন আনিলে ভূপাল?
জানি আমি, সতিনী সাপিনী সম কাল;
বাক্যবাণ সহে না—সহে না,

যাই রাজা, পত্নী-পুত্রে কর সম্ভাষণ।
রা। আরে—আরে, পিশাচজননি,
নাহি লাজ, কুবচন কহিস্ রাণীরে?
শাস্তি পাবি, পাপজিহ্বা না করিলে স্থির।
ই। নরনাথ, দেহ শাস্তি যেবা ইচ্ছা হয়,
কিন্তু, তব নির্দ্দোষী তনয়,
কলঙ্কের ডালি নাহি দেহ তার শিরে;
আরে আরে, চামার-নন্দিনি,
গর্ভে মৃত্যু হ'ল না রে তোর?
রা। আরে কে আছিস?

দুইজন রক্ষকের প্রবেশ

বন্দী কর পামর পামরী;
রাজদণ্ড দিব অতঃপর।
কহ প্রিয়ে, কিবা তব সাধ—
অনলে, গরলে, কিম্বা হস্তীপদতলে
বধি' এই কুলাঙ্গারে?
পিশাচীর কিবা দণ্ড করহ বিধান?
লু। যে জ্বালায় জ্বলি প্রাণেশ্বর,
কভু সে অনল নাহি হইবে নির্ব্বাণ;
কিন্তু রাজকার্য্যে
সমুচিত দণ্ডের বিধান;
অনলে, গরলে, কিম্বা হস্তীপদতলে
সমুচিত দণ্ড নাহি পাইবে কুমতি;
কাম-অন্ধ যেমতি এ কুনীতিদুর্জ্জন,
অন্ধকূপে ফেলি বধ ইহার জীবন;
কুশিক্ষা দিয়াছে পুত্রে এই দুশ্চারিণী,
স্বচক্ষে দেখুক তার নিধন পাপিনী;
কভু যেন মতিচ্ছন্ন নাহি হয় কারো,—
পাপ উপদেশ পুত্রে নাহি দেয় আর।
রা। শুনিয়াছ অনুচর, রাজ্ঞীর বচন?
অন্ধকূপে দেখ দুষ্টা, পুত্রের নিধন।
ই। ব'ধ ব'ধ আমার জীবন;
চিরদিন সদয় দাসীরে তুমি,
ক্ষমা কর দুঃখের কুমারে।
রা। দুশ্চারিণি,
স্পর্শে তোর পাপ বৃদ্ধি পায়।

[রাজা ও লুনার প্রস্থান।

পু। ত্যজ খেদ, রাজরাণী জননি আমার;
উপদেশ দিয়াছ সন্তানে—
ভঙ্গুর এ কলেবর,
ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ শুনেছি শ্রীমুখে,
কেন আজি ভুল মাতা, নিজ উপদেশ?
বিভুর চরণে তব মতি,
মা গো, তুমি আদর্শ জননী;
গেল পুত্র, কি খেদ তোমার?
কর আশীর্ব্বাদ
অন্তে যেন কৃপাময় করেন করুণা।
ত্যজি ছার সংসার যাইব স্বর্গধামে,
তবে কেন শোক?
হেরিব সে দয়মায় মঙ্গল-নিদানে।
১ র। কুমার চলুন, রাজ-আদেশ অতি কঠিন; রাজ্ঞি, দাসের অপরাধ নাই, রাজ-আদেশ অবগত আছেন।
ই। আরে অনুচর,
একদিন রাজরাণী ছিল অভাগিনী,
আজি কাঙালিনী।
একমাত্র রতন আমার,
অন্ধকূপে বধ কর মোরে;
ভিক্ষা মাগি তনয়ের প্রাণ,
কর দান, হও কৃপাবান্।
পু। কেন মাতা, অধর্ম্ম শিখাও অনুচরে?
বলেছ ত এ সংসার পরীক্ষার স্থল!
ত্যজ মাতা, পুত্রের মমতা,
পরীক্ষায় না হও কাতর,
সর্ব্বব্যাপী বিদ্যমান আছেন ঈশ্বর,
দেখেন বেদনা তব;
দেখা হবে পুনঃ সেই আনন্দের ধামে,
মাতা পুত্র তথা কেহ না করিবে ভেদ।
এস মাতা, চল অনুচর,
রাজ-আজ্ঞা কোথায় যাইতে?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অরণ্যমধ্যে কূপের পার্শ্ব

লুনা ও জম্বু

জ। আরে বাঃ! বাঃ বেটী! তোর চামারের বুদ্ধি আছে, বাঃ। বিষ দিতে হ'ল না, রাজা কি বল্লে—কূওয় ফেলা দেখতে পার্‌বে না? রাজারও শোক লাগবে, মর্‌বে, মর্‌বে, মর্‌বে। রাণীটাকে ফেল্‌তে বল্‌লি নি কেন, আপদ যেত। তোর চামারের রাগ আছে, সতীন কেমন বুক চাপড়ে কাঁদে দেখবি; এমন

নৈলে চামারের বেটী চামারণী! বাঃ! বাঃ! বাঃ! তুই রাজাকে কি বল্‌লি? দেখ খুসীর সময় পণ্ডিতি কথা ক'সনে, তোর সেই চামার-কথা ক'।

লু। বল্লুম, রাণী খুব সয়তানী, চাকর ভুলিয়ে ছেলে নিয়ে পালিয়ে যাবে; আমি দাঁড়িয়ে থেকে কুওয় ফেলা দেখ্‌ব!

জ। রাজা আস্‌তে পাল্লে না? পার্ব্বে কেন? ও বি দুঃখে মর্‌বে, মর্‌বে মর্‌বে। দেখ—দেখ ঐ আস্‌ছে তোর সতীন, সতীন-ছেলে।

লু। বাপ, তুই সরে যা, তোর কাপড় বড় খারাপ।

জ। আমি যাচ্ছি। বাঃ—তুই খুব চামারণী। গোরু বিষ খেয়ে যেমন হয়, ঐ দেখ তোর সতীন অম্নি হয়েছে। দেখ্‌, আমার শলা শোন্‌, খানিক তোর সতীনের বুক চাপড়ান দেখ, তার পর ওকে বি কুওয় ফেলে দে, আপদ চুকে যাক্‌।

লু। না বাপ, ও বুক চাপড়ে কাঁদবে, আমি দেখব; না খেয়ে মর্‌তে চায়, জোর ক'রে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখব; ওর বুক চাপড়ান দেখে আমার কলিজা ঠাণ্ডা হবে।

জ। আরে—না, ওকে বি ফেলে দে, আপদ চুকে যাক্‌।

লু। না, তুই যা।

জ। শুন্‌বি নি, ঝাড়ুখাকি, পাছে পস্তাবি।

লু। পস্তাই পস্তাব,—যা।

লু-বা। বেটী চামার আছে কিনা।

[প্রস্থান।

ইচ্ছা, পূর্ণচন্দ্র ও রক্ষকগণের প্রবেশ

লু। কেমন বাঘিনি, কেমন—কেমন রে বর্ব্বর,
আপনার আচরণ মনে পড়ে কি?

ই। পুত্র ভিক্ষা মাগি তোর পায়;
চলে যাই, থাক রে কল্যাণে,
দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদ শুন সুলোচনে,—
সুকুমার শীঘ্র পাবে কোলে,
পতি-পুত্র ল'য়ে সুখে বঞ্চিবে সুন্দরি!

লু। সতিনীর আঁখিবারি—অমৃতের ধার!
মাতা তোর লোটে পায়, দেখ দুরাচার,
আপনি হারাবি এই অন্ধকূপে প্রাণ,
ঠাকুরাণী সনে বাদ আরে রে অজ্ঞান!

পূ। ধৈর্য্য ধর জননি আমার,
নহে মোর অধৈর্য্য হইবে প্রাণ;
মৃত্যুকালে সন্তানের কর গো কল্যাণ,
উত্তেজনা কর মা নন্দনে,
যেন,
চরমসময়ে নাহি নত হয় মন;
যেন,
ঈশ্বর মঙ্গলময় রহে মা স্মরণ।
মাতা,
বিদায় মাগি গো পদে জন্মের মতন,
রাজাদেশ, অনুচর, কর রে পালন।

ই। ওরে, আগে বধ আমার জীবন।

পূ। কোথায় মঙ্গলময় হও হে উদয়,
চরমসময়ে যেন না স্পর্শে সংশয়।

রক্ষকগণ কর্ত্তৃক পূর্ণচন্দ্রকে কূপে নিক্ষেপ

ই। যাই পুত্র, যাই তোর সাথে।

লু। সাবধান অনুচর।
রাজার আদেশ নাহি রাণীরে বধিতে!

ই। হা পুত্র! হা নয়নের নিধি!
হে শঙ্কর, কি হ'ল আমার! (মূর্চ্ছা)

লু। ল'য়ে চল রাজপুরে।
হবে উন্মাদিনী, রবে উন্মাদ-আগারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরণ্যমধ্যে কূপের পার্শ্ব

গোরক্ষনাথ, সেবাদাস ও অন্যান্য শিষ্যগণ

গীত

কেদারা—কাওয়ালী

জয় পরমেশ্বর পরম ভিখারী
কল্পমেরু গুরু, যোগ-আচারী।
তরুতল আলয়, বসন দিশাচয়,
ভীত নিরাশ্রয়, ভবভয়হারী।
হর করুণাকর, বরদা ভয়কর,
মদনমানহর, শিব, শুভকারী।

সে। গুরুদেব!
কোথা সাধূত্তম—কত দিনে হবে মম,
সফল জনম,—
পাপ তাপ ভস্ম হবে সাধুর সেবায়,

ঘুচে যাবে এ ভব-যন্ত্রণা,
পূর্ণ হবে মনের বাসনা,
সিদ্ধার্থ হইবে লাভ তব কৃপা বলে?

গো। সাধূত্তম-দরশন পাবে এই স্থানে;
জনম যাহার
ধরামাঝে যোগমর্ম্ম করিতে প্রচার।
শিব-অংশে মহাশৈব জ্যোতির্ম্ময় বপু।
কূপ হ'তে তোল বারি পিপাসিত আমি।

সেবাদাসের জল আনিতে কূপের নিকট গমন

১ শি। হেন জন কেবা?
২ শি। গুরুর আশ্চর্য্য লীলা কহিব কেমনে?
সে। এ কি!
আছে কি হিংস্রক জন্তু কূপের ভিতর?
না, রজ্জু যেন করেছে ধারণ,
ছাড়—ছাড়, বৈস কেবা কূপের ভিতর?
যে হও সে হও, হিত যদি চাও—
ত্যজ রজ্জু, বারি লই আমি,
পিপাসিত গুরুদেব।
প্রেত, ভূত, ব্রহ্মদৈত্য, বেতাল, ভৈরব,
টুটিবে গৌরব যদি রোষেন শ্রীগুরু।
পু। (কূপমধ্য হইতে)
আমি অভাজন,
ভাগ্যদোষে কূপে নিমগন;
দয়াময়, এ বিপদে করহ উদ্ধার,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি তুমি ধরণীতে—
রক্ষিতে এ অমধের প্রাণ!
গো। কি ও সেবাদাস?
সে। কূপমধ্যে রজ্জু কেবা করেছে ধারণ;
কহে, আমি অভাজন পতিত এ কূপে।
গো। শীঘ্র তারে করহ উদ্ধার।

সকলের কূপের নিকট গমন

সে। কেবা কূপমধ্যে?
রজ্জু ল'য়ে বাঁধ কটিদেশে,
উঠাই তোমায়।

কূপ হইতে উত্তোলন

গো। মূর্চ্ছাপ্রায়—কর শুশ্রূষা ইহার;
পরিচ্ছদে জ্ঞান হয় নৃপতিনন্দন;
হিম অংগ, অতি ধীরে বহিছে ধমনী,
উষ্ণ কর কলেবর অনল-উত্তাপে;
অদূরে পাইবে এক সাধুর আশ্রম,
যতনে মুমূর্ষু ল'য়ে রাখ সে আগারে;
অনল-সেবায় উষ্ণ হ'লে কলেবর
এ ভস্ম-কণিকা দিও করিতে ধারণ,
পূর্ব্বমত হবে বল ঔষধের গুণে;
অপরাহ্নে আমি যাব তথা।
সেবাদাস,
বটবৃক্ষমূলে ঐ উদ্ভিদের মূল,
করহ সঞ্চয়, উহা অতীব দুর্ল্লভ;
যাব প্রয়োজনে,
দেখা হবে সাধুর আশ্রমে।

[সেবাদাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সে। এমন ত উদ্ভিদ্ কখনও দেখি নি! এর মূলে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়! না, আমার আর কৌতূহলে প্রয়োজন নাই। একবার বিষ শিক্ষা ক'রে আমি কামপরবশ হয়ে চামারকে বিষ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছি; না জানি তার দ্বারা কত গোহত্যা হচ্ছে! আমি সে পাপের অধিকারী! গুরুর কৃপা ব্যতীত না জানি আমার দশা কি হ'ত!

দামোদরের প্রবেশ

দা। ব্যস্ বাবা—পেঁজ-পয়জার দুই, টাকা কটার ত জমাদার শালা অদ্ধেক বখরা নিলে, তার অদ্ধেক পাঁড়েজীর; বাকি কটা থক্‌লে ত বছর দুই চল্‌ত, তাও ত চোরের পেট ভরালেম। এ বেশে ত ভিক্ষা পাব না—এখন উপায়? এখন পাঁড়েজী কি রামসিংজী হওয়া যাক, উদর চালান ত চাই,—ব্যস্ বাবা, হদ্দ নাকাল, হাড়ীর হাল; বেটীরা জটা মুড়িয়ে বাঁদরনাচ নাচালে! বেটীদের শোধ দিই কি ক'রে? খুন কর্‌লে ত ফুরিয়ে গেল! আর বেটীকে দেখলে জড়-সড় হয়ে যাই, হাত ত উঠবে না।

সে। এ কেও, দামোদর না কি?

দা। (স্বগত) এই রে—সেবাশালা!

সে। দামোদর, তোমার এমন দশা কেন?

দা। কে তুমি, কাকে কি বল্‌ছ?—আমি রামসিংজী।

সে। তুমি পাগল হয়েছ না কি? গলা চেপে কথা কচ্ছ কেন? আমি চিন্‌তে পেরেছি।

দা। চিনেছ, বেশ করেছ; হয় আমি সরে পড়ি—নয় তুমি স'রে পড়।

সে। এ কি, তুমি জটা মুড়ালে কেন?

দা। তোর বাবার কি—আমি যদি ছেঁড়া চুলগুলো না বই? জটা মুড়ালে কেন, পাল্লাটি কেমন!

সে। দামোদর, ভাই, কি হয়েছে, আমায় বল; আমায় না বল, যদি কোন দুষ্কর্ম্ম ক'রে থাক—গুরুদেবের চরণে শরণাগত হও—তিনি করুণাময়, তোমায় কৃপা কর্‌বেন। দেখ, আমিও কোন দুশ্চরিত্রাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে জটা মুড়িয়েছিলুম—আরও কত দুষ্কর্ম্ম করেছি; কিন্তু কৃপাময় আমায় মার্জ্জনা করেছেন।

দা। তুমি কি সুন্দরার পাল্লায় পড়েছিলে না কি?

সে। পৃথিবীতে সুন্দরাই প্রধান মায়া।

দা। তোমায় সিন্দুর মাখিয়েছিল?

সে। সে অশেষ লাঞ্ছনা, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছ?

দা। তবে আমার মতন বাঁদর নাচ-টাচ সব তোমার হয়ে গিয়েছে?

সে। তোমা অপেক্ষা অধিক।

দা। তোমায় কি ভল্লুক সাজিয়েছিল না কি?

সে। সে কথা আর কেন? দুর্ম্মতির দুরবস্থা ত ঠেকে শিখেছ, এখন চল, প্রভুর শরণাগত হও, তোমার উপায় হ'বে।

দা। বলি সেবাদাস, তুমি না গুরুর কাছে কতকগুলো অষুধ শিখেছিলে।

সে। দুর্ম্মতিবশতঃ শিখেছিলুম।

দা। দেখ ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় যদি একটা অষুধ বাতলে দাও। আমি বেশী চাইনি, শুধু মাগী বশ করা অষুধটা আমায় শিখিয়ে দাও; বেটীকে একবার কুকুরের মতন পেছনে পেছনে ঘোরাই।

সে। ছিঃ!—তোমার এখনও দুর্ম্মতি, এত লাঞ্ছনায়ও শিক্ষা হয় নি?

দা। সেবাদাস, তুমি আমার বাবা, এই উপকারটি কর ভাই; আজন্মকাল তোমার চেলা হয়ে আমি থাক্‌ব। দেখ, বড় দাগা দিয়েছে—বড় দাগা দিয়েছে; না শেখাও, একটা সিন্দুর ফিন্দুর প'ড়ে আমার মাথায় লাগিয়ে দাও।

সে। যাও, তোমার সঙ্গে পাপবৃদ্ধি হয়।

দা। ওঃ—বেটার বড়তলা যেন বালাখানা—হুকুম হ'চ্চে যাও; অমন সন্ন্যাসিগিরি আমি ষোল বছর ক'রেছি—নে আমার কাছে বুজরুকি না।

সে। পাপসঙ্গই উচিত নয়, তবে আমিই যাই।

দা। যাও কেন—বেটীর ঢের টাকা, তোমায় অর্দ্ধেক বখরা দেব—তোমার পায়ে পড়ি, সেবাদাস, আমায় ধুলো পড়া টুলো পড়া একটা দিয়ে যাও।

সে। এর দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ উপস্থিত—কোন প্রকারে একে গুরুদেবের কাছে ল'য়ে গেলে এর উপায় হয়।

দা। ভাবছ কি, মনটা একটু নর্‌মেছে? মনে কচ্ছ—আমি ফাঁকি দেব, আমি সে মানুষ নই।

সে। দেখ, তুমি গুরুদেবের কাছে চল—অষুধ চাও, যা চাও, মনে কর্‌লে তিনি দিতে পার্‌বেন।

দা। গুরুদেবের কি ব্যবস্থা হবে জান, সপ্তাহ এক গণ্ডূষ জল আর তুলসীপত্র ভক্ষণ, তা'তে যদি টিকে যাই, তবে তিনি মুখ দেখবেন। তুমিই আমার গুরু, তুমি যা হয় একটা কর।

সে। আমি কি কর্‌ব—আমি ত অষুধ জানি নি!

দা। দেবে না?

সে। জানি নি বল্‌ছি যে।

দা। তবে যাও, আমি যা জানি কর্‌ব।

সে। কি কর্‌বে?

দা। কি কর্‌ব জান্‌লে আর তোমার মতন পাষণ্ডের পায় ধরি? ভাল কথা—এর এক শোধ আছে—বাবার বাবা আছেই, বেটীর বাবা এক দিন না একদিন জুট্‌বে, আজ না হয়, কাল না হয়, এক দিন কেউ না কেউ পিরীতের লোক হবেই; বেশ বেশ, বেটীর সাম্‌নে সেই ব্যাটাকে খুন কর্‌ব! যা শালা, তো'র অষুধ ডিপেয় ভ'রে রাখগে যা—আমি পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি!

[প্রস্থান।

সে। উঃ পাপের কি ভীষণ নিম্নগতি—গুরুদেব, তুমিই রক্ষাকর্ত্তা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জনৈক সাধুর আশ্রম

পূর্ণচন্দ্র ও গোরক্ষনাথ

পূ। প্রাণদাতা, ভয়ত্রাতা পিতা তুমি মম,
কৃপায় নেহারি পুনঃ শ্যামলা মেদিনী,
শুনি ধীর সমীরণ-ধ্বনি;
শুনি পুনঃ বিহঙ্গের আনন্দ-নিনাদ;
হেরি দেব, উজ্জ্বল তপন—
চন্দ্রমা-তারকা-মালা ভূষিত গগন,
পিতৃস্নেহে জন্মাবধি বঞ্চিত অধম—
পুত্র ব'লে পদতলে রাখ দয়াময়!

গো। শুন বৎস, চল পুনঃ রাজার সদন,
জানি বিবরণ, যাহা করিয়া শ্রবণ,
তখনি বধিবে সেই পাপিষ্ঠার প্রাণ।
পুনঃ স্নেহে সিংহাসনে বসাবে তোমায়
জননী তোমার পুনঃ হবে রাজরাণী।
আমার আজ্ঞায় তোরে আদরে রাখিবে,
নাহি ভয়, মম বাক্য অন্যথা নহিবে।

পূ। শুনেছি কাহিনী দেব, জননীর মুখে,
সন্ন্যাসীর বরে মম জনম ধরায়,
বরপুত্র সন্ন্যাসীর—সন্ন্যাসি-তনয়,
পাইয়াছি পরম-সন্ন্যাসী দয়াময়;
চরণরাজীবরাজে লয়েছি আশ্রয়;
কমলনয়ন, হও কিংকরে সদয়।

গো। শুন বৎস, পিতৃ-রাজ্যে যদি তব ঘৃণা,
সন্নিধানে আছে রাজ্য নৃপতিবিহীন—
যথা প্রজাগণ মম মানিবে বচন,
যতনে বসাবে তোরে সিংহাসনোপরে।
দিব তোর জননীরে আনি—
মাতা-পুত্রে সুখে বাস কর চিরদিন!

পূ। ক্ষম দাসে দেব!
দুরন্ত সংসার—তথা না পশিব আর,
তব পদ সার এ জীবনে।
যদি প্রভু, আশ্রিত এ সুতে
নাহি লও সাথে,
পশিয়া বিজনে, মুদিত নয়নে
মগন রব শ্রীচরণ ধ্যানে,
অনাহারে দিব ছার প্রাণ বিসর্জ্জন।

গো। শুন বৎস,
কঠিন এ সন্ন্যাস-আশ্রম।
তুমি আজীবন যতনে লালিত,
এ কঠিন ব্রত কেমনে পালিবে বল?
আজীবন ক্ষীর সর নবনী ভোজন,
দারুণ আশ্রম, কভু অর্দ্ধাশন,
অনশনে যাবে কভু,
সপ্তাহ কাটিবে কভু বারিবিন্দুপানে।
শীত গ্রীষ্ম ভীষণ তাড়ন,
ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর বারিবরিষণ,
তরুসম সহিতে হইবে।
বিহীনসম্বল, শয্যা—ধরাতল,
বসন—বল্কল,
আচ্ছাদন—বিভূতি কেবল;
কাঞ্চনশরীরে বৎস, সহিবে কেমনে?
যোগাভ্যাস বিজন কাননে,
ভীষণ গর্জ্জনে
ফিরে যথা দুরন্ত শ্বাপদ;
কোটি কোটি মশকদংশন,
মনোস্থির রবে কি তোমার?
তাই বলি—এই পন্থা কর পরিহার,
মম বরে হবে তোর সুখের সংসার,
নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ হইবে সুধীর।
অস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা দিব আমি তোরে,
আনন্দে হরিবি দিন দারাপুত্রসনে।

পূ। বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, ধন, রাজ্যের শাসন
নাহি আকিঞ্চন;
নাহি নাহি, দারাপুত্র সাধ।
তুমি পিতা, তুমি ত্রাতা, বিধাতা আমার,
তব সেবা ভিন্ন, অন্য নাহিক কামনা,
জীবনসর্ব্বস্ব তব শ্রীপদ-অম্বুজ।
এক দিন পশিয়া সংসারে—
বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে,
সুখ দুঃখসম হেয়,
সুখে দুঃখে সম টলে মন,
ভ্রান্ত নর হয় বিস্মরণ;
মঙ্গল-আলয় সেই বিভু সনাতন,
জেনেছি—বুঝেছি দেব;
করিয়াছি সার—
জগতে আরাধ্য গুরু, চরণ তোমার।

গো। তাপিত জননী তোর শত্রুর আগারে,
ভাব মনে রবে কি দশায়—

তোমাহারা পাগলিনী পারা,
অভাগিনী না জানি কেমনে হরে কাল!
পূ। কৃপাপরবশ হয়ে যেই যোগিবর
পত্রবর দিলেন মাতায়,
প্রভু ক্ষমা কর—অজ্ঞান তনয়,
জ্ঞান হয় তুমি দেব, সেই মহাজন,
নহে, কেন প্রাণ মম বার বার বলে,
"চরণ-কমলে নে রে আশ্রয় অধম"—
তব বাক্যে যদি তাঁর মতি নাহি টলে,
ঈশ্বর মঙ্গলময়—না হয় সংশয়,
যাবে দিন জননীর পরম সন্তোষে,
শান্তির আগার হবে হৃদয় তাঁহার।
কিন্তু যদি টলে মন, জন্মায় সংশয়,
কোন্ কাজে আসিবে এ অধম তনয়?
বরঞ্চ দুঃখের ভার বৃদ্ধি তাঁর হবে,
গুরুবাক্য সার যার শান্তি সেই লভে।
গো। বিহনে সাধন বৎস, তুমি যোগিবর,
যোগীশ্বর শঙ্করের কৃপা তোর পরে,
যত অনুষ্ঠান, যোগ-যাগ-ধ্যান,
নিশ্চয়-আত্মিকা-বুদ্ধি লাভের কারণ,
সে নিশ্চিত জন্মেছে তোমার,
বাক্যে তব হয় ভ্রম দূর;
শিক্ষা-দীক্ষা অতিক্রম করেছ সহজে।
শিবপদাম্বুজে চিত্ত রহুক তোমার,
কর নির্জ্জনে আশ্রম,
হর কাল হর-আরাধনে।
পূ। গুরুদেব!
তুমি দিগম্বর—শশাঙ্কশেখর,
তুমি জল স্থল অনিল অনল,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তুমি সনাতন,
তুমি আদি অনাদি পুরুষ,
বাঞ্ছামাত্র তব শ্রীচরণ।
তব সেবা করি আকিঞ্চন,
বঞ্চিত জনমাবধি জনক-সেবায়—
নিত্য ঢালি পুষ্পাঞ্জলি তব শ্রীচরণে—
সে বাসনা করিব পূরণ,
বিড়ম্বনা করো না হে তনয়ে তোমার,
অধিকার দেহ প্রভু, গুরুর সেবায়।
গো। শুন বৎস, আছে মম পণ,
সেবা যার করিব গ্রহণ—
ভাল মন্দ ধরে যা বলিব,
তখনি সে করিবে পালন।
কহি যদি করিবারে কুৎসিত আচার
না করি বিচার, তখনি সে করিবে স্বীকার;
এ নিয়মে যদি বৎস, উঠে তোর মন,
সেবায় নিযুক্ত রহ আমার সদন।
পূ। বল দিও গুরুদেব, ধরি শ্রীচরণ
পারি যেন তব আজ্ঞা করিতে পালন।
নিজ বলে বলহীন দীন নরাধম,
কেবল ভরসা তুমি পতিতপাবন!
গো। দণ্ড ধর—ধর বাঘাম্বর,
ভস্ম-আচ্ছাদিত কর হেম কলেবর,
আজি হ'তে তব সেবা করিব গ্রহণ।
(জনৈক শিষ্যের প্রতি)
নবীন সন্ন্যাসী লয়ে করহ গমন।
সুন্দরার পুরে পাবে মম দরশন।
[জনৈক শিষ্যের সহিত পূর্ণচন্দ্রের প্রস্থান।

সেবাদাসের প্রবেশ

সেবাদাস, বিলম্ব তোমার কি কারণ?
সে। আসিয়াছি কিছু অগ্রে,—ছিলাম কুটীরে,
প্রভু, দেখা হ'ল দামোদর সনে।
গো। পশ্চাৎ শুনিব বিবরণ,
সে অতি দুর্জ্জন,
কদাচ না কর সঙ্গ তার;
বিপাকে ঠেকিবে, যদি বাক্যে কর হেলা।
পেয়েছ কি সাধু দরশন—
ওই নবীন সন্ন্যাসী
অন্ধকূপ হ'তে যারে করিলে উদ্ধার?
সে। রাজার নন্দন, ছিল সংসার-মাঝারে,
সাধুত্তম কেমনে হইল সেই জন?
গো। সংশয় না কর বৎস,
আমার বচন,
কিছু দিন রহ ওই মহাজন সনে,
বুঝিবে সকল বিবরণ।
বিনা দোষে নিক্ষিপ্ত হইল অন্ধকূপে,
তথাপি হৃদয়ে দৃঢ় রাখিল বিশ্বাস,
'ঈশ্বর মঙ্গলময়—করুণা-আলয়';
বহু পুণ্যে হয় বৎস, হেন জ্ঞানোদয়।
হের,
কাঞ্চন-কিরীটী ঊষা সমাগতপ্রায়,
এস করি শিবগুণগান।

শিষ্যগণ। গীত

ভৈ‍ঁরো—একতালা

যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর।
অনন্ত তুষারে যেন অনন্তশেখর।
প্রলয় নীরব মাঝে, একাকী পুরুষরাজে,
ভয়ে অগ্নি ভস্ম সাজে, ঢাকে কলেবর।
শিশু শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার,
এক—নাহি দুই আর, প্রকৃতি নিথর।
কাল বন্ধ বর্ত্তমানে, ব্যোমকেশ ব্যোম পানে
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ মহেশ্বর।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অতিথিশালা

সুন্দরা ও সারী

সা। আহা, এমন সুন্দর রাজকুমার এল, কেন বিদায় কর্‌লে বল দেখি?

সু। কি লো, তোর মনে ধরেছে না কি?

সা। তা' যাই বল ভাই—আমার খুব মনে ধরেছে।

সু। তবে তুই কেন তারে নে না।

সা। পদ্মের সাধ ত ভাই, আর ঘেঁটু-ফুলে মিট্‌বে না,—আমি ত আর তোমার মতন মন ভুলাতে জানি নি।

সু। আয়, তোরে শিখিয়ে দিই আয়। তুই যেন আমার নাগর প্রাণনাথ, তোমার চন্দ্রবয়ান দেখে আমার প্রাণ আন্‌চান কর্‌ছে। দূর মড়া, কথা ক না,—হৃদয়েশ্বর! বচনসুধা দান কর, আমি তৃষিত চাতকিনী নবঘন-দরশনে বারি-আশে এসেছি—প্রাণেশ্বর!—না ভাই, একলা হয় না, তুই অমনি বোবা হয়ে থাক্‌বি?

সা। বলি তোমার রকম কি? সন্ন্যাসীর মাথা মুড়াও, আমার কি নাক-চুল কাটবে না কি? মিনসেগুলোর অপরাধ দেব কি,—তোমার কথা শুন্‌লে আমারই প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে।

সু। আ মরি! রসের নাগরী লো, আমি কি তোমার নাগর যে প্রাণ শিউরে উঠ্‌ছে? ভাল ভাই—

সা। ভাল ভাই, তোমার এ কি পরখ করা? সন্ন্যাসী কি সকলেই কামজয়ী হয়েছে? তোমার রূপ দেখ্‌লে স্বয়ং মদন মুগ্ধ হয়; সন্ন্যাসী সত্যি হোক্, মিথ্যা হোক্, তোমার এত পরখের দরকার কি ভাই?

সু। পরখ কি? আমায় কি লোকের সঙ্গে কথা কইতে মানা করিস্?

সা। মানা করি—কেন লোকের সর্ব্বনাশ কর? সে সন্ন্যাসীটে এখনও তোমায় ভুল্‌তে পারে নি, তোমার দেখা পাবে ব'লে বাড়ীর চারিদিকে দেখি বেড়াচ্ছে; তুমি জান না, তোমার কটাক্ষে মদনের ফুলশর!

সু। মদন—মদন কি ক'রে? পঞ্চশর, ফুলতনু, তনু জর জর,—তুই যেমন, ও লোকের ন্যাকাম!

সা। যখন ফাঁদে পড়বে, তখন টের পাবে।

সু। ফাঁদে পড়ব বই কি! ফাঁদে পড়ব না! প্রাণ ত আমার না কার? যে আপনার প্রাণ না স্থির করতে পারে, তার গালে আমি ঠোনা মারি!

সা। দেখিস্ লো, এক দিন আমিও মারব।

সু। আচ্ছা, তখন ঠোনা মারিস্, এখন ত হাওয়ার মত ফুলে ফুলে বেড়িয়ে বেড়াই! কি লো, কি লো—কি লো, গানটা কি লো?

সা ও সু। গীত

মিশ্র-সিন্ধুড়া—কাশ্মীরী-খেম্‌টা

ধরা ত দেয় না হাওয়া, ফুলে ফুলে চলে যায়।
একলা খেলে একলা চলে, মন যেথা তার ধায়॥
হাওয়া কারুর কথা রাখে না,
মন ছুটে ত একটু থাকে না,
ঊষার বরণ চাঁদের কিরণ গায়ে মাখে না;
এই ধীর জলে কমল দোলে—
এই নাচে লহর মালায়।

সু। বাঃ বিবিজান!—হ্যাঁ রে, আজ যে অতিথ আস্‌ছে না?

সা। যে তোমার নাম বেরিয়েছে, বলে—
ছেলে ধরার ভয় হয়েছে
কচ্চে লোকে কাণাকাণি।
ও পথে যেও না রে ও সোনার যাদুমণি॥

ওলো বল্‌তে না বল্‌তে ওই দেখ লো শীকার! ও কি লো, অবাক্ হয়ে কি দেখ্‌ছিস্? কি লো, তোর যে আর নিমিষ পড়ে না!

সু। সারি—সারি, কে ও নবীন সন্ন্যাসী?

সা। আর মর্, ভাণ কর্‌ছিস্ না কি? আমার সঙ্গে আবার ভাণ কিসের লো? ওগো, আগে কাছে আসুক, কথা শুন্‌তে পাক, তার পর বলিস্ এখন—চাঁদবদন, বিম্বাধর, চকোর-নয়ন, তোর যে আর কি কি আছে—ছড়া কাটাস্ এখন।

সুর। সারি—সারি, এত দিনে আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল; ঐ নবীন যোগী আমার প্রাণেশ্বর —আমি ও'র দাসী; দেখ—দেখ; দাঁড়িয়েছে দেখ; যোগী আপনার ধ্যানেই মগ্ন; সংসার-দৃষ্টিশূন্য, আমি দেখেই পরাজয় স্বীকার করছি; সারি! আমার প্রাণপতির দর্শন পেয়েছি।

সা। আগে তোমার রূপ দেখে অমনি থাকে, তবে বলো; চোকো-চোকি হ'লে আবার ভাব না বেরিয়ে পড়ে।

সু। সারি, সারি, এ বন-বিহঙ্গ আমার ধরবার সাধ্য নাই; বোধ করি, পুরে প্রবেশ কর্‌বেন না।

(নেপথ্যে)। কে আছ?—ভিক্ষা দাও!

সু। আহা, বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি! সারি, এ দিকে ডাক।

সা। যোগিবর, এদিকে আসুন।

(নেপথ্যে)। আমি তরুতলবাসী, পুরে প্রবেশ নিষেধ।

সু। সারি, বল এ অতিথশালা।

সা। এ অতিথশালা—কারুর বাসস্থান নয়।

পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ

পূ। এ কি সাধ্বী সুন্দরা দেবীর অতিথিশালা?

সা। হ্যাঁ।

পূ। কৃপা ক'রে দেবীকে ডেকে দিন, আমি তাঁর হস্তে ভিক্ষা ল'ব; নারীকুলে তিনি ধন্যা; গুরুদেব আমায় তাঁর হস্তে ভিক্ষা নিতে আদেশ দিয়েছেন, তিনি গোরক্ষনাথের কৃপা-ভাজন—আমি তাঁর চরণোদ্দেশে প্রণাম করি।

সু। ছি! ছি! যোগিবর, করেন কি? দাসীর নাম সুন্দরা।

পূ। আপনি পুণ্যবতী; আপনার চরণ-কৃপায় আমি গুরুদেবের সেবা কর্‌ব—ভিক্ষা দিন।

[সুন্দরার ভিক্ষা প্রদান ও পূর্ণচন্দ্রের প্রস্থান।

সু। দেখ সারি, সত্য মিথ্যা বোঝ, যেমন এই প্রস্তরখণ্ডর প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লে না, তেমনি আমার প্রতিও দৃষ্টিপাত কর্‌লে না।

সা। তাই ত! আর কিছু নয়, রোদে ঘুরে ঘুরে গাঁজা খেয়ে ভোম হয়ে আছে, অত ঠাওর করে নি।

সুর। না সারি, তুমি বোঝ না; আমি যোগীর লক্ষণ পড়েছি; সে সমস্ত লক্ষণ এই নবীন সন্ন্যাসীতে বিরাজমান; উচ্চধ্যান, শূন্য-দৃষ্টি প্রকাশ কর্‌ছে—হৃদয়ে-ঈশ্বরপদ বিরাজিত, তথায় আমার ন্যায় তৃণের স্থান নাই।

সা। আ মরি! ঐ দেখ আবার আস্‌ছে।

দারুণ রূপের ফাঁদে, রবি শশী প'ড়ে কাঁদে,
গতিহীন হয় সমীরণ।
উথলে সাগর জল, ঢ'লে পড়ে হিমাচল,
বাঁধা পড়ে আপনি মদন।

কি সন্ন্যাসী ঠাকুর, আবার ফিরে এলে যে?

পূর্ণচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ

পূ। দেখুন সুন্দরা দেবি, আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের নিয়ম জানিনি—আমি আপনার মণিমুক্তা গ্রহণ ক'রে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হয়েছি; গুরুদেব ভোজ্যবস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আপনার মণিকাঞ্চন গ্রহণ করুন—কৃপা ক'রে কিঞ্চিৎ ভোজ্যসামগ্রী আমায় দান করুন।

সু। আপনার গুরুদেব কোথায় অবস্থিতি কর্‌ছেন?

পূ। তিনি অদূরে বটবৃক্ষমূলে বিশ্রাম কর্‌ছেন, কৃপা ক'রে আমায় ভোজ্যসামগ্রী দিন, গুরু-সেবার সময় অতীত হচ্চে।

সু। আপনি কৃপা ক'রে আমার পুরে আসুন—যত ইচ্ছা ভোজ্যসামগ্রী ল'য়ে যান!

পূ। দেবি, সন্ন্যাসীর পুরী প্রবেশ নিষেধ।

সু। কৃপা ক'রে পদার্পণে পুরী পবিত্র করুন।

পূ। যথায় আপনার আবাস, সেই স্থানই পবিত্র; যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ যখন আপনার নিকট ভিক্ষার্থে পাঠিয়েছেন, আপনি সামান্যা নন; কিন্তু, কৃপা ক'রে মার্জ্জনা করুন, পুরী প্রবেশে সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়।

সু। আমার পুরীর দ্বারে আসুন, আমি খাদ্যদ্রব্য ল'য়ে প্রভু গোরক্ষনাথ-দর্শনে যাব।

পূ। আপনি অতি পুণ্যবতী, প্রভুর দর্শনে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

সু। যোগিবর, সত্য কি মনস্কামনা পূর্ণ হবে? দেখ, মিথ্যা আশ্বাস দিও না।

পূ। দেবি, উঠুন; আমি প্রভুর দাসানুদাস —আমায় এত বিনয় কেন? আপনি ঈশ্বর দর্শনে যাবেন, আপনার অবশ্যই শান্তিলাভ হবে।

সু। আমি শান্তি চাই নি, স্বর্গ চাই নি, মোক্ষ চাই নি, হে নবীন-সন্ন্যাসি! বল, আমি যা প্রার্থী, তা পাব?

পূ। কল্পতরুপদে যা যাচ্ঞা কর্‌বেন, তাই পাবেন।

সু। প্রভু গোরক্ষনাথ, দেখো যেন তোমার শিষ্যের বাক্য মিথ্যা না হয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

গোরক্ষনাথ ও শিষ্যগণ

গো। শুন শিষ্যগণ,
প্রত্যক্ষ দেখিবে কিবা পরীক্ষা কঠিন;
সুন্দরা সুন্দরী—
বিধাতার নির্জ্জনে গঠন,
কলেবরে ঋতুরাজ যেন বিরাজিত;
মদন ধরিয়া ধনু নয়নে প্রহরী;
হেরি কেশদাম
অভিমানে ঝরে কাদম্বিনী।
বরণ-প্রভাবে চঞ্চলা দামিনী;
সহ সহচরী নিতম্বে প্রহরী রতি,
নেহার অদূরে কিবা বিধাতার ফাঁদ—
মনে মনে বুঝ এবে যত শক্তি যার!

সুন্দরা, সারী ও পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ

সু। ধর প্রভু, অধীনীর উপহার;
ওহে যোগিবর, ওহে বাঘাম্বর,
ত্রিপুরারি নরকলেবরে,
আমি অভাগিনী, স্তুতি নাহি জানি,
নিজগুণে কৃপা কর করুণানিদান,
পূজা ধর আশুতোষ জটাধারি!
কর দয়া,—কিঙ্করী তোমার।

গো। বিনয়-বচনে তুষ্ট হয়েছি, কল্যাণি,
হোক তব অভীষ্ট পূরণ—
চাহ বর, সুকেশিনী, যেবা তব মন,
যাহা চাহ মম বরে হবে সম্পূরণ!

সু। কিবা নাহি জান প্রভু, অন্তর্যামী তুমি;
সরমে জড়িত জিহ্বা, বচন না সরে,
বুঝ মর্ম্ম হে মনোজ্ঞ, বিভূতিভূষণ,
বড় আশে লয়েছি হে চরণে শরণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই,
মনোমত ভিক্ষা দেহ দাসীরে গোঁসাই,
অবলায় রাখ পায় ঘুচাও বিষাদ—
দেহ হৃদয়ের চাঁদ—পূর্ণ কর সাধ,
অভিলাষী দাসী—তব নবীন সন্ন্যাসী—
মম প্রাণেশ্বর, আমি পদে চিরদাসী।

গো। দিলাম তোমারে, তব যেবা অভিলাষ;
ল'য়ে যাও সন্ন্যাসীরে,
যাও যোগী, বামার সহিত—
অঙ্গীকার রক্ষা কর মোর।

পূ। যেন রহে পদে মতি, নাহি জন্মে ভ্রম।

সু। কল্পতরুবরে মম পূর্ণ মনস্কাম।

পূ। অমৃত ত্যজিলি হায়, বিধি তোরে বাম!

[সুন্দরা, সারী ও পূর্ণচন্দ্রের প্রস্থান।

সে। প্রভু, একি লীলা তব?
পাপ-ইচ্ছা পূরাইতে চাহিল পাপিনী,
অর্পিলেন নবীন যোগীরে তার করে?

গো। পরীক্ষায় হয় পার,
সেই শ্রেষ্ঠ যোগী!
যার অঙ্গে নাহি বিঁধে অঙ্গনা-নয়ন,
কাঞ্চনে না টলে যার মন;
সুযোগে আশক্তি যারে টলাইতে নারে,
সেই নরোত্তম;
তার সাজে সন্ন্যাস-আশ্রম;
হেন সাধু লভিলে জনম,

পবিত্র এ বসুমতী;
পরীক্ষা করিয়া লব ভক্তেরে আমার।

শিষ্যগণ। গীত

মধুমাধব—চৌতাল

ঘোর গভীর বিষাণ বাজে,
বিভূতি ছাদিত ধুর্জ্জটি সাজে।
জ্বালা উজ্জ্বল, ভাল বিভাসিত,
ভুজঙ্গমালা, গলে বিলম্বিত,
ভৈরব সঙ্গীত, ভূধর বিকম্পিত,
সংবিদা ঢলঢল ত্রিনয়ন উৎপল,
ডমরু ডিমিডিমি জলধর গাজে।

গো। চল, মম কার্য্য পূর্ণ হয়েছে নগরে,
চলহ সত্বর পূজা করি দিগম্বরে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

সারী ও সেবাদাস

সে। বল কি? তুমি যে আমায় আশ্চর্য্য কর্‌লে? সুন্দরাকে দেখলে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়, আমরা ত যোগী—দৃষ্টিমাত্র আমাদের মনও বিচলিত হয়েছিল, গোরক্ষনাথের কি হয়েছিল জানি নি, অন্য সকলে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

সা। কিন্তু এ যোগিরাজের নিকট মদনের গর্ব্ব খর্ব্ব, নারীর দর্প এঁর নিকট চলে না।

সে। আমি যে তোমায় বলেছিলুম, উত্তম উত্তম আহার দিও—

সা। তা কৈ, তিনি গ্রহণ করেন কৈ? কোন দিন অনশন, কোন দিন একটি ফল আহার।

সে। শিবপূজা ত নিত্য করে, তোমায় যে ব'লে দিলেম, শিবের ভোগে নানাবিধ সামগ্রী দিও।

সা। তা ক'রে দেখেছি; কণিকামাত্র ধারণ করেন, বাকী অতিথ-ফকীরদের দেন।

সে। অতিথ-ফকীর কাছে আস্‌তে দাও কেন? তা হ'লে প্রসাদ ফেল্‌তে পার্‌বে না।

সা। কেউ না থাক্‌লে হোমকুণ্ডে ভস্ম ক'রে ফেলে। আপনি যখন অবলার প্রতি কৃপা করেছেন—কোনরূপ উপায় করুন। আমার সখীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি দিন দিন কলায় কলায় ক্ষয় হচ্ছে; অধরে সে রাগ নাই, নয়নে সে জ্যোতি নাই; এ দারুণ মনোভঙ্গে যে প্রাণ থাকে, এমন আমি বুঝি না। আহা! ঘোর বরিষায় যে বসন্তকোকিল নীরব, নয়ন-নীরদে ঘন বরিষণ, নিঃশ্বাস প্রলয়-পবন; আহা উহু কঠোর বজ্রের নাদ। কৃপা ক'রে এ দুর্দ্দিন দূর করুন; ঠাকুর, এ যন্ত্রণা আর দেখা যায় না, আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেব।

সে। আমি কিছুই চাই না; সুন্দরা সুখী হউক—এই আমার অভিলাষ।

সা। ঠাকুর, সে দারুণ সন্ন্যাসী; বুঝি সুন্দরার সুখ এ জন্মের মতন বিদায় নিয়েছে।

সে। উপায় আছে।

সা। ঠাকুর, যদি উপায় করেন, কিনে রাখেন।

সে। তুমি স্ত্রীলোক, তোমায় ভয় হয়—পাছে প্রকাশ কর।

সা। ঠাকুর, আমি শিবের মাথায় হাত দিয়ে বল্‌তে পারি, আমি কখন প্রকাশ কর্‌ব না।

সে। তোমাদের উপকারের জন্য আমি এত কর্চ্ছি—যদি প্রকাশ কর, তা হ'লে আমায় গুরু তাড়িয়ে দিবেন, লোকে ভণ্ড বল্‌বে। কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গেতে স্থান পাব না; যা তোমায় দেব, তা সন্ন্যাসীর স্পর্শ কর্‌তে নাই, শুধু তোমার বিনয়ে তোমায় আমি দিচ্ছি, দেখ, প্রকাশ করো না।

সা। ঠাকুর, প্রাণ থাক্‌তে নয়!

সে। শেষ উপায় এই। (দ্রব্য দেখান) কোন সুযোগে যদি সন্ন্যাসীকে এই দ্রব্য খাওয়াতে পার, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ তোমার সখীর পদে দাস হবে; এর নাম সুরা।

সা। ঠাকুর, এতে ত প্রাণের আশঙ্কা নাই?

সে। না।

সা। এ খাওয়ালে কি হবে?

সে। কর পান, দ্রব্য গুণ, হবে অবগত;
অপার মহিমা, সুরা পাপসহচরী;
উন্মাদ করিতে ধরা ধাতার সৃজন।
ব্রহ্মা বুঝি সুরার সেবায়

মুগ্ধমতি—হেরে তনয়ায়,
দুহিতায় দিল ধাতা প্রেম-আলিঙ্গন;
পুরন্দর, শশধর, গুরুপত্নী হরে,
শঙ্কর কোঁচের নারীরত!
সুরার সেবায়—
লোক-ধর্ম্ম তখনি পলায়,
হয় ভূপতি ভিখারী,
অতি শান্ত নর—হত্যাকারী,
বীর ধীর—ত্যজি তরবারি,
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরে;
বিদ্যাবান্ হয় জ্ঞানহীন,
শিশু সম আচারে প্রবীণ,
জিতেন্দ্রিয়, নারীর ইঙ্গিতে ফিরে,
যোগী যোগ ত্যজে, কুক্কুরীতে ভজে,
ধরে নর পশুর প্রকৃতি!
মদিরা-মহিমা তুমি জান না—জান না,
লও সুরা, যাও ত্বরা, পূরিবে বাসনা।

সা। এ যদি বিফল হয়?

সে। "ন হরি শঙ্করো ব্রহ্মা"। তা হ'লে আর উপায় নাই।

সা। দেখি ঠাকুর, কি হয়।

[সারীর প্রস্থান।

দামোদরের প্রবেশ

দা। (স্বগত) বলি, সেই বেটীর সেই বেটী না? সেবাদাসের সঙ্গে কি কর্‌লে? আহা—আহা, শুন্‌তে পেলেম না! (প্রকাশ্যে) বলি সেবাদাস যে, শোন না—শোন না।

সে। না, পথ ছাড়।

দা। বলি অত রাগ কেন? একটা কথাই শোন না। সেকেলে আলাপ, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—কেমন আছ? বলি, আমার মুখ দেখলে আর তোমার জাত যাবে না। তুমিও তোমার গুরুদেবের কথা তুলো না, আমিও তাঁর কথা কইব না—অন্য দু' একটা কথা কই, এস না। দেখ, তোমরা ভাই কুরুটে, আমাদের দাদা প্রাণ, যার সঙ্গে একবার আলাপ হ'ল, তারে না দেখলে প্রাণটা কেমন করে।

সে। (স্বগত) ভাল, দামোদরকে জিজ্ঞাসা করি—ও কেন চ'লে এল?

দা। বলি, ভাবছ কি—ওই ছুঁড়ীটের না এই ছুঁড়ীটের রূপের কথা?

সে। আচ্ছা দামোদর, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি গুরুর কাছ থেকে চ'লে এলে কেন?

দা। কাজ কি ভাই ও কথায়, তুমি ব্যাজার হয়ে দৌড় মার্‌বে, তার চেয়ে অন্য কথা কও।

সে। না, তুমি বল না আমি শুন্‌ব—আমার যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, আর যা থাকুক বা না থাকুক, ও'র পক্ষপাত আছে।

দা। বলি, কোন্‌টি নাই বল দেখি; ছেলেটি আছে, বলা আছে মানস-পুত্র; লোককে কৃপা ক'রে ক্ষীর সর নবনী ভোজনটুকু আছে; কৃপা ক'রে শিষ্যদের দিয়ে পা-টা টিপানগুলি আছে।

সে। তুমি মিছা বল্‌ছ, উনি ত আর বলেন না, শিষ্যেরা পদসেবা কর্‌তে চায়, তাই।

দা। আমিও ত বল্‌ছি যে, কৃপা ক'রে গা-টা টেপান আছে; বলি, নাই কোন্‌টি—আমায় দেখাও!

সে। ভাল, তুমি চ'লে এলে কেন?

দা। বলি, তুমি চলি চলি কর্‌ছ কেন?

সে। আমি চলি চলি করি নি; আমার মনে একটা সন্দেহ হয়েছে।

দা। আরে ছি! গুরুদেবের প্রতি সংশয়! ও লীলা, ও ত আর তুমি আমি নয়, ও লীলা, লীলা।

সে। তা ও'র পক্ষপাতটুকু আছে।

দা। তা আছে, আমায় কাটই আর মারই!

সে। দেখ, একটা রাজার ছেলে, তাকে পাতকুওয় ফেলে দিয়েছিল—

দা। হাঁ, হাঁ, হাঁ, শ্যালকোটের রাজার ছেলেকে ফেলে দিয়েছিল বটে, আমি শুনেছি।

সে। শুনেছ? আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, সৎমাকে কি কিছু বলেছিল?

দা। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা আগে শুনি।

সে। আমি মনে ভাবি—এক ছেলে, রাজা কি না বিচার ক'রেই পাতকোয় ফেলে দিলে?

দা। এই বোঝ, পথে এস।

সে। দেখ ভাই, সেই ব্যাটাকে পাতকো থেকে তোলা গেল, তিনি হলেন সাধুত্তম, প্রভুর মানস-পুত্র। আর আমরা এত দিন জটা রাখলেম—ভেস্তে গেলেম? তাঁর মণি-কাঞ্চন

ছোঁয়ায় নিষেধ নাই, তাঁর গৃহস্থের বাড়ী যাওয়ায় নিষেধ নাই, তাঁর মেয়েমানুষের সহবাসেও নিষেধ নাই, আর আমাদের তরুতল—বাস, কাঞ্চন—লোষ্ট্রবৎ, পরদার—মাতৃবৎ।

দা। বলি মানসপুত্র ত? ও'র ও লীলা—ও'র ও লীলা!

সে। দেখ ভাই, আমার সকল সহ্য হয়, কিন্তু সে কালকার ছোঁড়া—তার যে সেবা কর্‌ব—তা ভাই পার্‌ব না।

দা। আমার কাছে অত হাত-পা নাড়া কেন? আমি কি তোমায় মাথার দিব্যি দিচ্ছি সেবা কর, কর, কর।

সে। দেখি আর দিনকতক।

দা। দেখ, তার পর যখন তোমার সমাধি হবে, নিশ্চিন্ত হও; আমি তোমায় এক কথায় ব'লে দিই, আর ও'র ঠেঁয়ে কিছু নাই; যে কয়টা আসন ছিল, মেরে দেওয়া গিয়েছে! মিছে কেন তল্‌পি বওয়া? তেমন এক জন গুরু পাওয়া যায়, তবে দিনকতক শিষ্য হওয়া যাবে। যেমন পুষ্পান্তরে ভ্রমর যায়, তেমনি এক জন গুরু হ'তে অপর গুরুতে শিষ্য যেতে পারে।

সে। না—না, যখন এত দিন আছি, তখন একটা শেষ না ক'রে ছাড়্‌ছিনি।

দা। হাঁ, যখন ডুবেছ, তখন পাতাল দেখে ছেড়; আমি বুঝেছি—শেষ ক'রে না শেষ হয়ে ছাড়ছ। ও ছুঁড়ীটের সঙ্গে কি কথা কচ্ছিলে?

সে। কোন্ ছুঁড়ী?

দা। বলি ঐ যে, যার সঙ্গে ফুস্‌ফুস্ করছিলে; বল না?—আমি কি আর কেড়ে নিচ্ছি!

সে। ঐ যার সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম? ও এক মাগী। (স্বগত) সুরা দিয়েছি, দেখেছে কি? ব্যাটা ভারি গুলো, ব'লে বেড়াবে—আমার ভারি নিন্দা হবে।

দা। বলি ভাবছ কেন, আমাদের সেকেলে আলাপ, বল না? আমি কি আর কারুকে বল্‌তে যাচ্ছি।

সে। তুমিও যেমন, ও আবার কে, ওকে কি আর আমি চিনি? আমি চল্লেম ভাই, গুরুর সেবার সময় উপস্থিত।

[প্রস্থান।

দা। ঠিকঠাক, যা ভেবেছি তাই; শালা, গুরুর সেবা? আমি খবর রাখি নি? গোরক্ষনাথ হেথা নাই, তা কি আমি জানি নি? শালা ঐ সখী বেটীকে হাত করেছে। ওহো, শুনেছিলাম সুন্দরা গোরক্ষনাথের কোন্ চেলার পিরীতে পড়েছে—সে এই বেটা, খুব ষণ্ডা ষুণ্ডী আছে না। আমার ঠেঁয়ে সন্ধান পেয়ে শালা অষুধ করেছে। শুনেছি কুকুরের মতন পেছনে পেছনে ছুটেছিল। অষুধ করেছে বৈ কি; দেখি যদি ঠিক ঠাক হয় ত ঐ শালাকে খুন; তবেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। বেটী প্রাণের জ্বালায় যখন ছট ফট ক'রে কাঁদবে, আমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাস্‌ব, তবে মনের জ্বালা মিটবে! থাক্ বেটী! বাবা, দশ দিন চোরের, এক দিন সাধের!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সুন্দরার বাটী

সুন্দরা ও সারী

সা। তুমি কোথা গিয়েছিলে?

সু। শিবের মন্দির মার্জ্জন কর্‌তে।

সা। কেন, এ কি সখ? দশজন ব্রাহ্মণ-পত্নী ঐ কাজে রয়েছে।

সু। যোগিবরে সমর্পণ করেছি জীবন,
শুন সখি, নহি আর রাণী,
আমি হয়েছি যোগিনী;
নাহি অন্য জন—
একমাত্র আমি তাঁর দাসী—
কে করিবে পূজা আয়োজন,
মন্দির-মার্জ্জন, কুসুম চয়ন,
আসর-প্রস্তুত মম ভার।

সা। আহা।
কেন সখি, হ'লি পাগলিনী?
মরি, উন্মাদিনী, বিষাদ-মগনা,
দিবা নিশি রোদন করেছ সার!
মরি—মরি, চাঁদমুখ মলিন নেহারি,
কিসে ধৈর্য্য ধরি?
কিঙ্করী লো তোমার সজনি।
আহা! বিধি এত তোর লিখেছিল ভালে?
এল কত জন সুন্দর, সুধীর

রাজপুত্র, পদে ধরি করিল রোদন;
ছি! ছি! এ কি বিধি-বিড়ম্বন—
মজিলি পাষাণ-প্রাণ যোগীর প্রণয়ে!
না জানি, এ কেমন নির্দ্দয়,
বুঝি বিধি প্রস্তরে গঠিল;
সহে, কেমনে সে সহে,
কেমনে নেহারে,
দিন দিন বিমলিনী বিকচ-নলিনী?
। সখি, সন্ন্যাসীর নাহি দোষ;
যবে মম প্রণয়-আশায়,
ধরি পায়, রাজপুত্র করিত রোদন,
বিনয় বচনে,—ঘৃণা হ'ত মনে;
ভাবিতাম—এ কি হীনপ্রাণ!
হায়! তখন না জানি—
মদনের দারুণ শাসন!
ফলধনু প্রতিফল দিতেছে আমায়,
নাহিক উপায়;
এ জীবন রোদনে কাটাব।
দিছি স্থান যোগিবরে হৃদয়-আগারে,
তিনি মম স্বামী,
বঞ্চিব দিবস-যামি তাঁর ধ্যানে আমি।
।। শুন সখি, আছে এক উপায় ইহার,
আমি—
তোর তরে বিকল অন্তরে
দেবালয়ে রয়েছি দাঁড়ায়ে,
অকস্মাৎ আসে তথা সন্ন্যাসী জনৈক;
শুনিয়া বৃত্তান্ত যত, সেই উদাসীন,
দ্রবিবারে যোগীর হৃদয়,
নানা মত কহিল উপায়,
গোপনে করিনু সে সকল,
কিন্তু যত্ন হইল বিফল,
পুনঃ আজি দেখা মম সন্ন্যাসীর সনে।
সু। কে সে সন্ন্যাসী?
দা। পরিচয় নাহি দিল; কিন্তু লয় মন,—
গোরক্ষনাথের কাছে করেছি দর্শন।
সু। অবশ্য এ ভণ্ড যোগী, কোন মূঢ়জন;
নহে, কেন যোগ ভঙ্গ তার আকিঞ্চন।
।। না—না,
তব দুঃখে দুঃখী হইল, শুনিয়া কাহিনী।
। কি হইল, কহ মোরে
প্রাণশেষ বাণী।
।। দিল মোরে এই দ্রব্য সেই জটাধারী,
যাহে পুরুষের মন মুগ্ধ করে নারী;
মদিরা ইহার নাম!
সু। দূরে করহ নিক্ষেপ;
ভেবেছ কি মনে,
পশু সনে করিয়াছি প্রণয়বাসনা?
চাহি প্রাণে প্রাণ বিনিময়,
নহে পশুক্রিয়া;
ভাব কি, সজনি, মেষসম পতি করি সাধ?
ডোরে বাঁধা রবে, পাছে পাছে যাবে,
ফ্যাল্ ফ্যাল্ মুখ পানে চাবে—
থাকিলে সে সাধ, পূর্ণ হ'ত এত দিনে।
আসি কত জন পরিত বন্ধন;
নহে পত্নী, হতেম ঈশ্বরী।
আমি স্বামী, তারা হ'ত নারী!
ছি! ছি! নারী হয়ে জান না
নারীর প্রাণ?
রমণীর সাধ—
মনে মনে, হৃদয়-আসনে,
সযতনে রাখিতে পতিরে;
হৃদয়-ঈশ্বর—
নিরন্তর তাঁর পদসেবা।
উচ্চ-আশ নারী রাখে কিবা?
বারনারী যত্ন করি চাহে প্রেমদাস।
যোগিবর আমার ঈশ্বর,
অভিলাষী তাঁহার চরণ।
চল, বুঝি হ'ল তাঁর পূজার সময়,
গঙ্গাজল বিল্বদল যোগাবে কিঙ্করী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দেবালয়

পূর্ণচন্দ্র আসীন

পূ। হে গোরক্ষনাথ, যদি সাক্ষাৎপূজায় দাসকে বঞ্চিত কর্‌লেন, লিঙ্গ-শরীরে আবির্ভাব হয়ে আমার পূজা গ্রহণ করুন; দিগম্বর, দাসকে বঞ্চিত কর্‌বেন না।

নম নম শশাঙ্কশেখর, নম বাঘাম্বর
নম নম বৃষভবাহন।
নম গঙ্গাধর, নমস্তে শঙ্কর,
নম নম বিভূতিভূষণ!

শিব শম্ভু হর, নম যোগীশ্বর,
নম নম মদন-শাসন।
রজত ভূধর, জগত ঈশ্বর,
ফণি-ভূষা শবাসন।
নমামি ঈশান, বাদন বিষাণ,
নীলকণ্ঠ নম নম।
অতি দীন দাস, পদে তব আশ,
দেখ' নাহি জন্মে ভ্রম।

সুন্দরার প্রবেশ

ক্ষমা কর পূজার সময়।
সু। বিল্বদল গঙ্গাজল আনিয়াছে দাসী।
প। আহা, অতীব সুন্দর মালা।
কেন রাখ, দেহ মোরে পূজা করি হরে।
সু। এক ভিক্ষা রাখ যোগিবর!
যতনে কুসুম তুলি গেঁথেছি এ হার,
ধর উপহার, পর গলে,
তৃপ্ত কর তৃষিত নয়ন।
প। জান না, জান না,
কি শোভা পাইবে হার শঙ্করের গলে।
মাংস-পিণ্ডোপরে
ফুলহারে কি শোভা হেরিবে?
শবোপরে ফুলের কি শোভা?
করে যারে পবন ব্যজন,
যাঁর তরে ভাতিছে তপন,
বনরাজী ধরে ফুল যাঁর পূজা হেতু,
যাঁর নাম ভবার্ণব-সেতু,
সেই অস্থিমালাগলে দেহ ফুলমালা;
না রহিবে বাসনা-জঞ্জাল,
নির্ম্মল অন্তরে
ফুলহারে হের দিগম্বরে।

মহাদেবকে ফুলহার দেওন

সু। দেব, তুমি মম স্বামী,
দিগম্বরে নাহি জানি আমি,
তুমি পতি প্রাণেশ্বর মম।
ঠেল পায়, ক্ষতি নাহি তায়,
তব পদে রহিব কিঙ্করী।
মরিব তোমার নাম স্মরি,
ধ্যান জ্ঞান মন প্রাণ জীবনে জীবন,
এক মাত্র তুমি প্রভু, দাসীর ঈশ্বর!
প। সত্য যদি মনে মনে কিঙ্করী আমার,
ভিখারীর সনে যদি না কর কপট,
কেন তবে মজাইতে করেছ বাসনা?
বড় সাধে গুরুপদে সঁপেছি জীবন,
এ জীবনে গুরুদেব সর্ব্বস্ব আমার,
সেবায় তাঁহার কেন করেছ বঞ্চিত?
শুন সতি! সহধর্ম্মিণীর এই রীতি—
প্রাণপণে বাঞ্ছা করে পতির উন্নতি,
যোগভ্রষ্ট কেন মোরে করিবারে চাও?
বিদায় মাগি হে, ভিখারীরে ভিক্ষা দাও।
সু। চাঁদমুখে পত্নী ব'লে ডাক একবার—
জনম সফল প্রভু, করহ আমার।
প। আমি যোগী, সংসার-বিরাগী,
ত্যজিয়াছি কামিনী-কাঞ্চন,
পেয়েছি গুরুর ঠাঁই নূতন জীবন,
গুরু বিনা এ সংসারে অন্য কেহ নাই,
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা গুরু বন্ধু ভাই।
শুন সুলোচনা,
বুঝ না—বুঝ না, ইন্দ্রিয়-ছলনা,
অলীক সম্বন্ধ তুমি আন কি কারণ?
দৈহিক রমণ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব কেবল,
আত্মায় আত্মায় আত্মিক-রমণ,
সে রমণ না হয় ভঞ্জন,
গুরুপদে একত্রে মিলন,
আনন্দের লীলা অবিরাম;
সঁপ মন শঙ্কর-চরণে,
এক আত্মা হ'ব দুই জনে,
চিরদিন রবে,
সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে,
করহ আত্মায় মন লয়,
ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি পরিহার
হেরিবে পুরুষ সনে প্রকৃতি বিহার;
এক জ্ঞানে বহুজ্ঞান ঘুচিবে তোমার,
নর-নারী ভেদজ্ঞান রহিবে না আর।
সু। প্রভু,
জন্ম-জন্মান্তরে রহে যেন ভেদজ্ঞান;
যেন অনন্ত অনন্তকালে
রহি তব পদতলে,
পতি-ভাবে চিরদিন করি তব পূজা;
দাসী জ্ঞানহীনা—
নাহি জ্ঞান-অর্জ্জন কামনা;
পতিপদ করিয়াছি সার,
ইহা হ'তে উচ্চ আশা নাহি কিছু আর—
জন্মে জন্মে হই যেন কিঙ্করী তোমার।

যাও হে নির্দ্দয়! যদি যাইতে বাসনা,
তব পথে কণ্টক হব না,
যাও—
যথা থাক সুখে থাক নাহি করি মানা;
কিঙ্করীরে যদি কভু পড়ে তব মনে,
জেন, সে তোমার দাসী জীবনে মরণে।
পূ। ধর ধর সুলোচনে, শিবের প্রসাদ,
হউক ঈশ্বরে মতি করি আশীর্ব্বাদ।
সু। ঈশ্বর না চাই, তোমা বিনা নাহি সাধ,
নমস্কার যোগী, ক্ষমা কর অপরাধ।
পূ। শিব, শিব, শিব, গুরু গোরক্ষনাথ।

[প্রস্থান।

সু। আর কেন এ শ্মশানে?
শিরে হ'ল বজ্রাঘাত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সারীর কক্ষ

সারী ও সেবাদাস

সা। আপনি আবার কেন?

সে। দেখ, সুন্দরা বারণ করুক, তুমি কোন মতে সরবতের সঙ্গে মদিরা দাও।

সা। তুমি দূর হও, তুমি পাপে মতি আমায় কেন দাও? যদি সুন্দরা দেখে, তোমার জীবন সংশয় হবে, তুমি ভ্রষ্ট যোগী,—যাও।

সে। তোমার পায় ধরি, তুমি ঐ কথা প্রকাশ করো না।

সা। যা ভীরু, তোর ন্যায় আমি অধম-আত্মা নই; তুই চণ্ডাল, জটার কেন অবমাননা করেছিস্?

সে। দেখ, আমার সর্ব্বনাশ হবে, তোমাদের উপকারের জন্য আমি করেছিলুম।

সা। যা মূঢ়, তোর শঙ্কা নাই।

সে। দেখ—দেখ, বলো না।

[প্রস্থান।

সা। একি, সখীর এ কি মুখের ভাব।

সুন্দরার প্রবেশ

সখি, এ কি? তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে!

সু। সারি, তোর কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি; প্রাণনাথ চ'লে গেছেন—এ শ্মশানপুরে আর আমি থাকব না।

সা। সখি সখি, কি বল? সখি, তোমা বই আর আমি জানি না। আমায় কেন বজ্রাঘাত কর! রাণি, প্রাণসখি, স্থির হও।

সু। স্থির হও—ধৈর্য্য ধর শুনহ বচন;
শূন্য—শূন্য—শূন্য এ জীবন;
শূন্য পুরী, শূন্য এ সংসার,
প্রাণনাথ গিয়াছে আমার;
গৃহবাস আর কার তরে?
যাই সখি, হাস্য মুখে দাও লো বিদায়।
সা। কোথা যাবে?
আমি দাসী সহচরী, আমার কি হবে?
তুমি রাণী, ঠাকুরাণী মম—
তোমা ছেড়ে রহিব কেমনে?
এ সংসারে—
কেহ আর নাহি তোমা বিনে।
সু। এ নগরে আজি হ'তে তুমি হবে রাণী,
বলেছি মন্ত্রীরে তোরে রাখিবে আদরে,
সিংহাসনে তুমি ঠাকুরাণী;
পূজে হর, নিও মনোমত বর;
মনোমত পতি ল'য়ে রাজ্য কর সখি;
সুখে থেক, মনে রেখ—অভাগী সুন্দরা;
যাই ভাই, পুরী মম জ্ঞান হয় কারা।
সা। কোথা যাবে?
হায়! একা নারী কোথা যাবে?
সু। যাব মম পতির আলয়ে;
এ জীবনে পতিসেবা ভাগ্যে মম নাই,
তাই যাই শাশুড়ীর চরণ সেবিতে।
আহা! দুঃখিনী জননী,
হারা হ'য়ে অঞ্চলের মণি—
কাঙালিনী, অন্ধ কেঁদে কেঁদে!
তাহে অরি-পুরে কেহ নাহি তাঁর;
একাকিনী হাহাকার করে পাগলিনী,
পুত্রবধূ আমি তাঁর নন্দিনী সমান,
দুখিনীর করিব শুশ্রূষা;
দুই জনে রোদনে করিব দিনপাত—
দুখিনী, থাকিব সদা দুখিনীর সাথে।
সা। এ কি কহ রাণি!
আছে সেই চামার-নন্দিনী,
জ্যেষ্ঠা রাণী দরশন কেমনে পাইবে?

সু। দূত হয়ে জানাইব রাজার সদনে,
সসৈন্যে সুন্দরা আসে আক্রমিতে পুরী।
মন্ত্রী মুখে শুনি বিশৃঙ্খল রাজধানী,
স্বেচ্ছাচারী, অনিয়মে সেনা।
রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ রাজা হইবে সভয়,
করিবেন সন্ধির প্রার্থনা;
সন্ধির প্রস্তাব এই করিব তাঁহারে,—
প্রধানা রাণীরে রাখিতে সে উপবনে,
ছিলেন যথায় তিনি সন্তানের সনে;
সুন্দরার দাসী তাঁর সেবা হেতু রবে—
তবে সন্ধি, নহে, ঘোরতর রণ হবে;
রাজ্যপ্রান্তে মন্ত্রী মম বাঁধিবে শিবির,
আমার প্রস্তাবে মত হবে নৃপতির।
সা। ধন্য তব পতিব্রতা-ব্রত।
রাণী হয়ে হেন কেবা করে?
ত্যজি রাজ্য, ত্যজি দাস-দাসী
শাশুড়ীর সেবা-অভিলাষী,
পতির সন্ধান-হেতু।
ধন্য সতী পতিপরায়ণা!
তোমার মহিমা না হয় তুলনা।
যাবে যদি পতিগৃহে, আমি তব দাসী,
তুমি ঠাকুরাণী, আমি তোমা অভিলাষী,
যথায় ঈশ্বরী তথা রহিবে কিঙ্করী,
চল তবে সুলোচনা, দুর্গা নাম স্মরি।
সু। দুখ পাবে, তুমি কোথা যাবে?
সা। দাসী ঠাকুরাণী ছাড়া কবে?
সু। শত জন্মে শোধ নাহি হবে তোর ধার।
সা। ঋণী আমি চিরদিন প্রণয়ে তোমার।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বনপথ

দামোদর

দা। তবে রে শালা, আমি বুঝিনি? রোজ রোজ ফুক ফাক্ ক'রে আনাগোনা, আর সে মাগীকে চেন না? ঐ আস্‌ছে, আমি এই গাছের আড়ালে দাঁড়াই।

সেবাদাসের প্রবেশ

সে। উঃ! লাঞ্ছনার একশেষ—আমি কি হেয়! আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে?

দামোদর কর্ত্তৃক ছুরিকা দ্বারা আঘাত

আরে, কে রে চণ্ডাল? গুরুদেব, অন্তকালে কোথায় তুমি?
দা। ঐ কে আস্‌ছে—পালাই।
[দামোদরের প্রস্থান।

গোরক্ষনাথ ও শিষ্যগণের প্রবেশ

সকলে। শিব, শিব, ভোলা!
গো। শুন বৎস! ঈশ্বরে নিশ্চয় ভক্তি যার
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সে হয় অনায়াসে—
শঙ্কর সহায়, বিঘ্ন নাহি কোন কালে।
ওই দূরে সুন্দরার পুরী,
চল—
দেখিবে কি ভাবে আছে, নবীন সন্ন্যাসী।
১ শি। এ কি, এ যে সেবাদাস!
প্রভু,
বক্ষে ছুরি, পথমাঝে হের শিষ্য তব।
গো। অদৃষ্টের ফল কেবা করিবে লঙ্ঘন?
আছে বেঁচে, অতি মৃদু বহিছে ধমনী,
এই পত্র মর্দ্দি দেহ প্রলেপ আঘাতে—
রুদ্ধ হবে রুধির প্রবাহ।

পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ

পূ। গুরুদেব! গুরুদেব! গুরুদেব!
মুক্ত দাস চরণপ্রসাদে,
কুহকিনী দিয়াছে বিদায়।
হে ভক্তবৎসল! রাখ সেবকেরে পায়।
গো। শঙ্করের প্রিয় বৎস, তুমি!
হের শিষ্যগণ,
অকলঙ্ক পূর্ণশশী পূর্ণের উদয়,
গগন ভেদিয়া বল জয় জয় জয়!
শিষ্যগণ। গীত

ভৈরবী—ঠুংরি

মৃড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা,
ভূতনাথ ভব, বোম্ বব বোম্ বব,
নিনাদ ভৈরব, অম্বু উথলা।
মনমথ-শাসন, নয়ন হুতাশন,
ফণিমাল গল, দল দল দোলা।
তমাল নিন্দিত, কণ্ঠে হলাহল,
জলদজাল জিনি জটাজুট দল,
কল কল ঢল ঢল গঙ্গা বিলোলা।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

লুনার কক্ষ

লুনা ও জম্বু

লু। বাপ, তুই কি বুদ্ধি কর্‌লি, আমার এ জোয়ান বয়েসে বুড়ো নিয়ে থাকব—তুই আজ বেশী ক'রে বিষ দে, একেবারে খেয়ে ম'রে যাক।

জ। আরে না; লোকে গোল কর্‌বে, তোর উপর সোবে করবে, মন্ত্রী শালা পরামর্শ দিয়ে ইচ্ছাকে রাণী কর্‌বে, মন্ত্রী শালা জুতোখোর, একটু একটু সোবে কর্‌ছে; তোরে তখন বল্লুম ইচ্ছাকেও মেরে ফেল, তুই বল্লি, না ও কাঁদবে আমি দেখব, এখন কি হ'ল? সুন্দরার বাঁদী তোর ঝুঁটী দেখলে ঝাড়ু মারে।

লু। বাপ, আমার বড় রাগ হয়েছে; তুই সেই দাসী বেটীকে আগে মার।

জ। আমি কেমন ক'রে মার্‌ব? আগে হাত ছেড়ে দিলি, এখন পস্তাচ্ছিস।

লু। বাপ, তুই বল্‌তে পারিস্‌, ইচ্ছার জন্য সুন্দরা কেন লড়াই কর্‌তে চায়?

জ। শালী কেজিয়া খুঁজছে, ও বড় লড়াই-টালি, সুলুক রাখে কি না, মনে ভাবলে, তুই রাজাকে মানা কর্‌বি, ইচ্ছাকে ছাড়বি নি—তা হ'লে দাঙ্গা হবে।

লু। তবে ইচ্ছার কাছে থাকবার জন্যে বাঁদী পাঠিয়ে দিলে কেন?

জ। তোর চামার বুদ্ধি, পালিয়েছে। ও জানে কি না—তুই ইচ্ছার সঙ্গে খিট্‌খিট্‌ কর্‌তে যাবি—ওর বাঁদী ব'লে দেবে, সুন্দরা কেজিয়া কর্‌বে।

লু। বাপ, ঠিক বলেছিস্‌—দুটো বাঁদী আছে, আমি ঝুঁটী গলালে মার্‌তে আসে; কা'ল গিয়েছিলুম, বেটী বল্‌লে, রাণীকে চিঠি লিখব। বাপ, রাজাকে বলি, সুন্দরার সঙ্গে কেন লড়াই করুক না।

জ। সে অমন সুন্দরা না, তোর রাজা বাপের নাক কেটে লেবে। তার লাখ্‌ সোওয়ার মজুত; ঘোড়সোওয়ার হয়ে আপনি লড়ে।

লু। তা বাপ, রাজা ম'রে গেলে আমি যখন গদিতে বসব, তখন আমার সঙ্গে ত লড়াই কর্‌বে?

জ। চৌত দিতে হবে; শতদ্রুর ধারে ধারে কেল্লা বানাব; ওর শতদ্রুর পারে ঘর; রাজা কেজিয়ার কথা উঠ্‌তে, কেল্লা সুরু করেছে।

লু। আমার গা ইস্‌পিস্‌ কর্‌ছে, বাপ, সে ঢের দেরি; আমি সে সুন্দরাকে মারবার যোগাড় করেছি; তোকে বল্‌ব না—তুই আবার খিট্‌-খিট্‌ তুল্‌বি। হোবে না—হোবে না।

জ। আরে, আমায় বল্‌; আপন বুদ্ধিতে প্যাঁচে পড়্‌বি; তুই দেখ্‌ ত, আমার বুদ্ধি শুন্‌লি নি—ইচ্ছাকে রেখে কি প্যাঁচ হ'ল! রাজাকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌ছি নি, আস্তে আস্তে খুন কর্‌তে হচ্ছে, একটু একটু ক'রে খাবারের সঙ্গে বিষ দিতে হচ্ছে, ছয় মাসে মর্‌বে। এ বড় মজার বিষ, তোর সেই খসম্‌ শালা আমায় শিখিয়েছিল; এতে গোঁ এক দিনে মরে, আর আদ্‌মিকে একটু একটু দিলে, লোকে বলে, কাশ হয়েছে—কিন্তু মর্‌বে মর্‌বে মর্‌বে—ছাড়ান নাই।

পরিচারিকার প্রবেশ

প। এক জন বিদেশী হাকিম আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে চায়; সে বলে, আপনি তাকে আস্‌তে বলেছিলেন।

লু। আস্‌তে বল।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বাপ, এই সুন্দরামারা কল; এ সুন্দরার হাকিম, আমার খেয়ে সুন্দরাকে বিষ দেবে।

জ। তুই একে কোথা পেলি?

লু। এ রাজাকে দেখতে এসেছিল; আমি ওর সঙ্গে শলা করেছি।

জ। ও রাজার রোগ কিছু কর্‌তে পার্‌বে না, হাকিম শালার বাপ পার্‌বে না।

দামোদরের প্রবেশ

লু। ভিষক্‌, আসুন, বসুন, পারবেন ত? আপনি যা চান, আমি দিতে প্রস্তুত। আমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে দিতে পারি?

দা। এখানে ত নিৰ্জ্জন নয়, এখানে কথা হ'তে পারে না ত।

জ। না—তা ত নয়, তা ত নয়; দেখি শালা তোর মুখ দেখি? টুপি খোল শালা, টুপি খোল,—আরে কে আছে? চোর, চোর, চোর।

রক্ষকগণের প্রবেশ

শালাকে ধর, বিশ কোড়া লাগাও, ও শালা, তুমি চাঁদিকে সোণা বানাও? আমার হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছ, আজ হাকিম হয়ে এসেছ! মার শালাকে মার।

[রক্ষকগণের দামোদরকে মারিতে মারিতে লইয়া প্রস্থান।

ল। বাপ, তুই কি কর্‌লি?

জ। এ শালা জুয়াচোর, আমার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে। তাই ত বলি, সুন্দরাকে বিষ দেবে, এমন জবর জান্‌ কার? তার দশটা আদ্‌মি আছে, খানা চাক্‌বার।

পরিচারিকার প্রবেশ

প। রাজমহিষি, মহারাজের নিকট হ'তে দূত এসেছে; নগরপ্রান্তে কে একজন অবধূত এসেছে—লোকে বল্‌ছে, তাঁর ঔষধ একদিন খেলেই আরাম; মহারাজ তাঁর ঔষধ ধারণ কর্‌তে যাবেন।

ল। আচ্ছা, দূতকে বল গে, আমি যাচ্ছি।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

জ। লুনা, চল, আমিও যাচ্ছি। এ ব্যামোটা ভারি গোল হয়েছে, মেলা লোক দেখতে আসছে; কি জানি, যদি কোন শালা সোবে ক'রে ধরে যে বিষ? তুই রাজার দরদ ক'রে বল্‌বি, যে ভাল কর্‌বে, লাখ্‌ আশরোপি দিব, কিন্তু যে মিছামিছি দুঃখ দিবে, তার গর্দ্দান নেব, গর্দ্দানের ভয়ে কেও শালা আস্‌তে চাইবে না; চল, আমিও তোর সাথে যাই।

রক্ষকের প্রবেশ

র। মহারাণি! অপরাধ মাপ হয়, চোর পালিয়েছে।

জ। এ্যাঁ! এ্যাঁ! শালা কেমন ক'রে পালাল?

র। আমরা মার্‌তে মার্‌তে নিয়ে যাচ্ছি, মার খেয়ে পথে যেন হঠাৎ মড়ার মতন হয়ে পড়্‌লো। নাকে হাত দিয়ে দেখি, নিঃস্বাস পড়ে না। আমরা মুখে জল দেবার জন্য জল খুঁজছি, আর উঠে দৌড় দিলে!

জ। রড়্‌ দিলে!

র। আমরা পেছনে পেছনে দৌড়ুলেম, আর দেখতে পেলেম না।

ল। আচ্ছা যাও, তাকে খোঁজ, দেখ যদি ধর্‌তে পার। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

সুন্দরা ও ইচ্ছা

সু। মা, আপনি কোথা যাবেন—বলুন, আমি হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি; আপনার দৃষ্টি কম হয়েছে, পড়ে যাবেন।

ই। মা, তুমি কে মা? তুমি কেন আমায় যত্ন কর্‌ছ? আহা, পরের বাছা প্রাণ খোয়াবি কেন? বাছা, কাল-সাপিনী রে! কালসাপিনী বাছাকে দংশন করেছে! তুমি আমায় মা বলেছ, তোমায়ও মার্ব্বে। পরের বাছা ঘরে যাও, আর তুমি আমায় মা বলো না। আমায় যে মা বলে, সে প্রাণে বাঁচে না।

সু। আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমি হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি।

ই। আমি ঐ গাছতলাটিতে যাব, ওর তলাটি পরিষ্কার ক'রে রাখব। বাছা যদি আসে ত বস্‌বে, বাছা ওইখানটিতে বস্‌তে বড় ভালবাসে।

সু। আপনি এইখানে বসুন, আমি পরিষ্কার কচ্চি।

ই। না মা, তুমি জান না মা, তার কারুর কন্না মনে ধরে না; এত দাসী ছিল. দাসীরা শয্যা পাততো. আমি শোয়াবার সময় একবার হাত বুলিয়ে দিতেম, না হ'লে তার ঘুম হতো না। মা, বড় আবদেরে গো—বড় আবদেরে। অত বড় হয়েছিল, আপনি খেতে পার্‌ত না, আমি কত বক্‌তুম, আমায় খাইয়ে দিতে হ'ত;—ও মা, আমার বাছা কোথায়? ওহো, কাল-সাপিনী! কাল-সাপিনী! আহা—হা, দংশে মেরে ফেলেছে! আহা—হা, দংশে মেরে ফেলেছে!

সু। মা, তোমার ছেলে বে'চে আছে।

ই। আছে, আস্‌বে? চল—চল, তার দু'বার খাবার সময় হ'ল; এখনও কিছু খায় নি।

সু। মা, তুমি অধৈর্য্য হও না—আমার কথা শুন মা, আমি সত্য বল্‌ছি—সে বেঁচে আছে।

ই। বেঁচে আছে? বেশ বেশ, আমি খুব ঘটা ক'রে তোমার সঙ্গে বে দেব; চল, চল।

সু। কোথায় যাবেন বলুন?

ই। ওই যে, ওই যে—কৈ আমার পূর্ণ কৈ? কে রে, আমার শিবরাত্রের সল্‌তে কি ঘরে এলি?

সু। মা, আসুন, কিছু খান নি—আসুন, কিছু খাবেন আসুন।

ই। যাব? সত্য, মিথ্যা বল্‌ছ না? তুমি আমায় সে কূপে ফেলে দেবে? চল না, তোমার সাত ব্যাটা হবে; আমায় পড়তে দিলে না মা, দিলে না—দিলে না—ও মা, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

সু। আহা, দুখিনী মা আমার! ভগবানকে ডাক, তিনি তোমার ছেলে দেবেন; তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তাকে কূপ থেকে তুলেছে; ইষ্টদেবতাকে ডাক—ছেলে পাবে।

ই। মিছে, মিছে, মিছে—ইষ্টদেবতা মিছে, সন্ন্যাসী মিছে, সব মিছে, শিব মিছে, শিব-চতুর্দ্দশী মিছে! আমি চক্ষে দেখেছি, আমি চক্ষে দেখেছি, আমি চক্ষে দেখেছি। ওহো, কালসাপিনী! বাছা রে, তুই কেন আমার গর্ভে এসেছিলি?

সু। আহা, হতভাগিনী! মা, মা!

ই। আহা, তুই কেন দীন-দুঃখীকে মা বলিস নি? তা হ'লে ত বাছা, প্রাণ হারাতিস নি? সে ত তার বাছা নিয়ে বাঘের মুখে দিত না?

সু। মা, কিছু খাবে এস।

ই। খাব? না, না, না, আমি ঢের খেয়েছি। আমার পূর্ণচন্দ্রকে খেয়েছি! আর খাব না, আর খাব না, আমায় জোর ক'রে মুখে ঢেলে দেয়, খাব কেমন ক'রে? আমার পেট ভরে আছে, আমি খেয়েছি, খেয়েছি, খেয়েছি—আমি ভাল সামগ্রী খেয়েছি।

সু। মা, একটু শোবে চল।

ই। তুই কে—বুঝেছি, সেই সাপিনীর চর। আমায় জোর করে ধরে খাওয়াবি; বুঝেছি, আমায় মর্‌তে দিবি নি। বুঝেছি বুঝেছি, সাপিনীর চর! দূর হ, দূর হ, দূর হ! বাবা, কোথায় তুমি! তোমার দুখিনী মাকে একবার মা ব'লে যাও; আমার সাধের পূর্ণ, একবার মা বলে যাও।

সারীর প্রবেশ

সু। সারি, তুই কোথায় গিয়েছিলি?

সা। বল্‌ছি।

সু। বলিস্ এখন, কোন রকমে কিছু খাওয়াতে পারিস্? আমার কথায় আজ ভুল্‌বেন না।

সা। কি জানি? দেখি; (ইচ্ছার প্রতি) আসুন।

ই। যাব, চল,—আমায় ফেলে দিও, যেমন ক'রে তারে ফেলে দিয়েছিলে; তুমি রাজ-রাজেশ্বর হবে।

[সারী ও ইচ্ছার প্রস্থান।

সু। (তরুতল মার্জ্জনা করিতে করিতে) এই আমার তীর্থ, এই আমার কৈলাসপুরী, এইখানে আমার প্রাণনাথ বস্‌তেন। ওহো, কি নির্দ্দয়! এই দুখিনী উন্মাদিনী মাকে একবার মনে করে না—একবার তার মাকে দেখা দিলে কি যোগভ্রষ্ট হয়? ধন্য প্রাণ, ধন্য যোগাভ্যাস! আহা! আগে যদি এই পাগলীর দশা আমি জান্‌তেম, তা হ'লে তাকে প্রতিশ্রুত ক'রে নিতেম যে, তোমার মা'র সঙ্গে দেখা কর। কি হল? কিছু খাওয়াতে পার্‌লে?

সারীর প্রবেশ

সা। হাঁ, তাঁরে শুইয়ে এলুম। ও কি কচ্চ?

সু। দেবালয় মার্জ্জনা কচ্চি; এইখানে আমার প্রাণনাথ বস্‌তেন; সারি, আমি মনে করেছিলেম যে, আমিই হতভাগিনী—আহা, কি নির্দ্দয়! মা'র সঙ্গে একবার দেখা করে না! আমি কোন্ ছার, আমাকে পায়ে ঠেল্‌বেনই ত।

সা। এ শত্রুর পুরী, আসবে কেমন ক'রে?

সু। আহা, সারি, উন্মাদিনী উন্মত্ততায় বল্লেন যে, "তোমার সঙ্গে বে দেব।" কথা শুনে যেন আমি স্বর্গ হাতে পেলেম। কি করি বল্ দেখি? আমি ত কোন রকমে বুঝাতে পাচ্চি নি যে বেঁচে আছে।

সা। স্বচক্ষে দেখেছে, ফেলে দিয়েছে।

সু। একবার মনে করি, এঁকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরি; যদি কোথাও তাঁর দেখা পাই ত একবার অভাগিনীকে দেখাই—দাবানলে জল ঢালি; কিন্তু এঁর যে অবস্থা, কবে মরেন—নিয়ে যেতে ত সাহস হয় না।

সা। আমি সেই কথা বল্‌তে এলেম। একজন দূত নানা স্থানে সন্ধান ক'রে আমায় সংবাদ দিলে যে, গোরক্ষনাথ সশিষ্য শিয়ালকোট-অভিমুখে আস্‌ছেন; আর নগরে শুন্‌লেম, এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী এসেছে, সে যারে যা ঔষধ দিচ্ছে, তাই ফল্‌ছে। রাজা না কি তাঁর নিকট ঔষধ গ্রহণ কর্ব্বেন। আমার বোধ হয়, সন্ন্যাসী সেই গোরক্ষনাথ।

সু। সারি, বলিস্‌নি, শুনে আমার মনে আশা হচ্ছে; আমার যেন মনে হচ্ছে যে, গোরক্ষনাথ তাঁর শিষ্যকে পিতৃসিংহাসন দিবেন। হ্যাঁ সারি, যদি রাজ্য লন, তা হলেও কি আমায় পায় ঠেল্‌বেন?

সা। কি হয় দেখ, মিছে এতটা আশা করো না। নৈরাশ্যের উপর নৈরাশ্য হ'লে আরও যন্ত্রণা।

সু। সারি, আশা দিব বিসর্জ্জন?
আশাই জীবন,
আশা গেলে প্রাণ কিসে রবে?
জান না—জান না,
কত নিত্য করি লো কল্পনা।
কভু যেন সাজিয়া যোগিনী,
সিংহাসনে যোগীরে বসায়ে,
ধুই তাঁর পা দুখানি।
কভু—
যেন মম যোগিবর রাজরাজেশ্বর,
রাণী হয়ে বামে বসি তাঁর;
কভু তাঁর পায়ে ধ'রে সাধি।
কভু তাঁর গলা ধ'রে কাঁদি,
আশা যত কথা কয়, করি লো প্রত্যয়;
বার বার নৈরাশ্যে না আশা করি ত্যাগ,
আশায় মিলন,
অনুরাগ আশায় মিটাই;
তাই—তাই লো সজনি, দিবস-রজনী
বক্ষে ধরি মলিন কুসুম;
ভাবি, ফুল সরস হইবে,
প্রাণনাথ দেখা পুনঃ দেবে,
আমি তার, সে হবে আমার;—
ওলো সখি, আশাই জীবন;
আশার কথায়,
কল্পনায়, শুষ্ক কলি সরস নেহারি;
বলো না বলো না সখি,
আশা দিতে বিসর্জ্জন,
আশায় রেখেছি প্রাণ, আশাই জীবন।

সা। আমি দেখে আসি, কে যোগী।

সু। যাও, আমি মা কি কচ্চেন দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

দামোদর

দা। ব্যস্‌-ব্যস্‌, বেড়ে রদ্দা দিলে! কিন্তু বাবা, এ সহর ছাড়ছি নি; সেবাদাস বেটা বেঁচে গিয়েছে; যাবে কোথা, খুঁজে খুঁজে ধরেছি, দেখিছি বেটা শিয়ালকোটেই এসেছে, সে দু' ছুঁড়ীও এখানে এসেছে; ঐ যে, যে বেটী সিন্দুর মাখিয়েছিল—বেটী ও দিকে কোথায় চল্‌ল? বুঝেছি, সেবাদাস বেটাকে খুঁজতে বেরিয়েছে, খুব বশ করেছে কিন্তু! বাবা, কোড়ার জ্বালা ভাল, প্রাণের জ্বালা যাবার নয়; ধরা পড়ি পড়ব, আমি ত সহর ছাড়ছি নি। এই যে, দু' বেটা সন্ন্যাসী এ দিক বাগে আস্‌ছে, তফাৎ থেকে দেখি।

[প্রস্থান।

সেবাদাস ও গোরক্ষনাথের প্রবেশ

সে। প্রভু,
পিতৃ-রাজ্যে অভিষিক্ত পূর্ণ কি হইবে?

গো। এখনো হৃদয়ে তোর ঈর্ষ্যা জাগরিত,
কামিনীকাঞ্চনে মন আকৃষ্ট এখনো?

সে। না প্রভু, না;
কুতূহল হ'ল তাই করেছি জিজ্ঞাসা।

গো। শুন সেবাদাস, ধর আমার বচন,
অবশ্য হৃদয়ে তোর জাগে পাপ-ছবি;
অকপটে ব্যক্ত কর আমার নিকট;
নিশ্চয় জানিবে নহে আসন্ন সংকট।

সে। কিবা নাহি জান দেব, তুমি অন্তর্যামী,
মম প্রতি দৈববিড়ম্বনা!
বনমাঝে দেখিলাম কাঞ্চন-কলসী,

কিন্তু তাহে লোভ না জন্মিল;
চ'লে যাই ধীরে ধীরে—
অকস্মাৎ হেরিলাম নারী,
রূপের মাধুরী—
কাননে ধরে না যেন!
শুনিলাম সে রমণী চামার-নন্দিনী।

গো। রেখো না গোপন,
আদ্যোপান্ত সমস্ত বলহ বিবরণ।

সে। প্রভু, সরমে না জুয়ায় বচন,
হেরি রূপ—মুগ্ধ হ'ল মন,
প্রেম-আশে তার পাশে গেলাম সত্বর;
পিতা তার অংগীকার করিল আমায়,
শিখাই যদ্যপি কোন গরল তাহারে—
দুহিতায় করিবে অর্পণ; চাহিল সে
বন্যপশু বধের কারণ; এবে লয় মন,
হলাহল নিল সে চামার
গোপনে অন্যের ধেনু করিতে সংহার।

গো। শঙ্কা নাহি, কহ বিবরণ;
প্রকাশিলে গুরুর সদন,
মহাপাপ দগ্ধ হয়, শাস্ত্রের বচন।

সে। প্রভু তব চরণ-কৃপায়
জানিতাম হলাহল-প্রস্তুত উপায়,
কহিলাম সন্ধান তাহারে।
আনি কাঞ্চন-কলসী
চামার-নন্দিনী লয়ে হইলাম গৃহী।
ছিল মম চিকিৎসার পুঁথি,
জ্ঞান হয়, পিতৃ-উপদেশে
একদা করিল চুরি সেই ভাগ্যহীনা;
অতি ক্রোধে তপ্ত লৌহে পৃষ্ঠদেশে তার
দণ্ডিলাম, 'চোর' নাম করিয়া অঙ্কিত।
অভিমানে
পরাণ ত্যজিল সেই কূপে ঝম্প দিয়া!
তদবধি তার মূর্ত্তি ধরে মম হিয়া!

গো। কেমনে জানিলে সেই ত্যজিয়াছে প্রাণ?

সে। বারি হেতু গেল, ফিরে না আইল,
মৃত্যু-বিবরণ তার জনক কহিল।

গো। মিথ্যা কথা; দ্বিচারিণী পড়ে নাই কূপে,
এখনি জানিবে সেই আছে কোন রূপে।
যেই বিষ করিয়াছ চামারে প্রদান,
সেই বিষে জরজর ভূপতির প্রাণ।
সত্য মিথ্যা সমুদয় লক্ষণে জানিবে,
পাপের কুটিল গতি অন্তরে মানিবে।
আজ্ঞামত কর, কভু কর না অন্যথা,
বলিতে পূর্ণের শিষ্য না ভাবিও ব্যথা,
সংশয় না কর বাক্য, ত্যজ অভিমান,
শঙ্কর-কৃপায় আজ পাবে দিব্য জ্ঞান।

পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ

বৎস ব'স, কার্য্য মম কর সমাধান।

[গোরক্ষনাথের প্রস্থান।

জম্বু, রাজা ও লুনার প্রবেশ

লু। প্রাণনাথ, প্রাণ মম কাঁপে;
হেরি তব মলিন বদন
মরি হে সন্তাপে;
সদা ভয়—পাছে মন্দ হয়,
যার তার ঔষধ-সেবনে!
নাহি জানে ঔষধ-নিয়ম,
অর্থ-লোভে আসে কত জন,
আজি হ'তে হেন প্রথা করহ, ভূপাল,
অহেতু আসিবে যেই জন,
ব্যাধি যদি না হয় বারণ,
জীবন-সংহার হবে তার;
কিন্তু, ব্যাধি শান্তি যে করিবে—
আমারে কিনিবে,
দিব তারে নানা ধন-রত্ন পুরস্কার।

রা। প্রিয়ে,
আজি হোক কালি হোক যাবেই জীবন;
মৃত্যু নাহি ডরি, ভাবি লো সুন্দরি,
আমা বিনা কি দশা তোমার হবে?
চারিদিকে অরিগণ তুলিয়াছে শির,
প্রজাগণ অবাধ্য সকলে,
তব নাহিক নন্দন,
রাজ্যের রক্ষণ—
নারী হয়ে কেমনে করিবে?

পূ। স্বাগত হে, স্বাগত রাজন্!

রা। আছে কি হে অবধূত, হেন মহৌষধি,
প্রাণরক্ষা হয় যাহে এ দারুণ ব্যাধি?

পূ। হে ভূপাল,
অংগে তব বিষের লক্ষণ
করি দরশন।

লু। মহারাজ, কপট সন্ন্যাসী।

পূ। সত্য মিথ্যা বহুদিন না রহে ছাদন;
ত্যজ ভয়, হে ভূপাল,

ব্যাধিমুক্ত এখনি হইবে।
কর এই ঔষধ ধারণ,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব নাহি হবে—
নব দেহ প্যাবে।
লু। না না মহারাজ,
শত্রুর নফর, সুন্দরার চর,
এখনি হারাবে প্রাণ।
পু। মহারাজ, ভাগ্যগুণে মিলিয়াছে নিধি,
মহৌষধি দিয়াছেন বিধি;
আত্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হবে ত্যজ যদি,
যদ্যপি সংশয় উদয় তোমার মনে,
হের, আমি করিব ভক্ষণ।
লু। মহারাজ, বিষ নানাবিধ,
কোন বিষে ছয় মাসে যায় প্রাণ,
হীন জন—ওর প্রাণে ভয় কিবা?
রত্ন ধন পাবে পরিজন,—
প্রাণ দেয় অনায়াসে।
পু। রাজ্ঞি, অবগত আছ বহু গরল-লক্ষণ,
হেন বিষ কখন কি করেছ প্রয়োগ,
ছয়মাসে যাহে প্রাণ নাশে?
লু। কি বলিস্ ভণ্ড যোগি,
আমি দিছি বিষ?
পু। চর্ম্মকার জনক তোমার
বিষ-বিদ্যা-সুনিপুণ;
জিজ্ঞাসহ, বধিয়াছে অনেক গোধন।
জ। কি, আমি গরু মারি, না।
রা। যা থাকে অদৃষ্টে আর স্মরি নারায়ণ,
যোগিবর, করি তব ঔষধ ধারণ।

ঔষধ ভক্ষণ

এ কি! নব কলেবর, নূতন জীবন;
পুনঃ যেন আগত যৌবন,
ছদ্মবেশী কে তুমি দেবতা?
পু। ক'রো না প্রণাম,
প্রণমিলে খর্ব্ব হবে ঔষধের গুণ।
রাজ্ঞি!
হের ব্যাধিমুক্ত পতি তব!
লু। ক্ষমুন এ অধীনীর অপরাধ;
আমি জ্ঞানহীনা—
বুঝি নাই প্রভুর মহিমা।
রা। ভাগ্যগুণে যদি আজি বিধাতা সদয়,
দেবতা উদয়, পুত্র বর চাহ, রাণি;
যোগীর প্রসাদে হবে মানস সফল,
বৃদ্ধকালে পুত্র হেরি হইব শীতল।
লু। প্রভু, কৃপা কর।
রা। এ কি রাণি, নাহি জান বিনয়-বচন?
প্রভু, পুত্রহীন—নাহি মম পিণ্ড-অধিকারী,
যোগিবর, কৃপা করি দেহ পুত্র বর।
পু। দিতে পারি পুত্র বর,
কিন্তু বড় কঠিন নিয়ম।
রা। যেবা বিধি হয়, রাজ্ঞী করিবে পালন,
করুণায় দেহ যোগি, সুন্দর নন্দন।
পু। পেয়েছিলে পুত্র, রাজা, সন্ন্যাসীর বরে,
কোথা সে এখন?
রা। নরাধম, কলঙ্ক কুলের—
সে কথা না তোল যোগিবর।
পু। তাই বলি, কঠিন নিয়ম;
কুপিত সে যোগিবর তব আচরণে।
রা। কেন—কেন, কিবা অপরাধ?
নরাধম, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
দিছি তারে বিসর্জ্জন,
রুষ্ট কেন তাহে হবে যোগী?
পু। অপরাধ বুঝিবে এখনি;
শুন রাজা, থাকে যদি পুত্রের বাসনা—
কহ তবে রাণীরে তোমার—
পূর্ণ সহ যেই মত করেছে ব্যাভার,
প্রচার করিতে সমুদয়;
মিথ্যা যদি হয় তবে না পাবে তনয়!
রা। কি হেতু নীরব?
কহ তার যেরূপ আচার?
লু। রজনীতে মম বাসে আসিয়া বর্ব্বর,
কহিল যে পাপ কথা, কেমনে কহিব?
পু। চল তবে চল, সব ভ্রষ্ট হ'ল,
অপুত্র রহিল রাজা;
কি করিব, মিথ্যা কহে রাণী!
রা। আরে দুশ্চারিণি, কহ সত্য বাণী,
নহে, তোর প্রাণদণ্ড হবে।
লু। বলেছি সকল।
রা। তবে কি রে যোগী করে ছল?
লু। বুঝেছি, কেবল মম অদৃষ্টের ফল।
সে। বল সত্য বাণী,
চামার-নন্দিনি, জানি অনেক কাহিনী।
[জম্বু গমনোদ্যত]

পূ। মহারাজ, আজ্ঞা দেহ চামারে রাখিতে।
রা। রক্ষি, কেহ নাহি ত্যজে স্থান;
এ কি, বৃত্তান্ত বুঝিতে কিছু নারি!
সে। আর বিষ আছে প্রয়োজন?
জ। বিষ! আমি কি দিয়েছি বিষ!
রা। বিষ!
পূ। মহারাজ, থাকে যদি পুত্রের কামনা,
করুন মহিষী তব স্বরূপ বর্ণন।
রা। সত্য বল,
নহে, তোরে পোড়াব অনলে।
লু। বলেছি ত,
নাহি জানি সন্ন্যাসী কি বলে।
রা। কর শীঘ্র তপ্ততৈল-কটাহ প্রস্তুত;
আরে রে পাপিনি, মিথ্যা কহে অবধূত?
লু। মহারাজ, ক্ষমা কর;
আমি মতিহীন,
তব পুত্রে হেরি মম পাপ জন্মে মনে,
দোষী নয় তনয় তোমার।
রা। এ্যাঁ! এ্যাঁ! বধিলাম নির্দ্দোষী কুমার!
তৃপ্ত করি প্রাণ, দুষ্টা, শোণিতে তোমার।

খড়্গ লইয়া কাটিতে উদ্যত

পূ। ত্যজ রোষ, ক্ষম দোষ, শুন মহারাজ,
নারী-বধ অতি হীন কাজ;
নীচজনে কি হবে বধিলে?
হোক দগ্ধ অনুতাপানলে।
সে। শুন রাজা, ঐ দুষ্টা হয় মম নারী,
করেছিল চুরি,
চোর নাম আছে পৃষ্ঠদেশে।
রা। সত্য,
তাই পৃষ্ঠ রাখিত ঢাকিয়া!
সে। শিখেছিল গরল প্রস্তুত-বিধি
এই দুষ্ট জন;—
ভোজ্যসনে প্রয়োগ করিত হলাহল।
রা। কহ যোগি,
কিবা দণ্ড দিব দুই জনে।

দামোদরকে লইয়া রক্ষকের প্রবেশ

দা। ও বাবা রে, গেছি রে, পা ভেঙ্গে গেছে রে।
রা। এ কে? কেবা দুষ্ট জন?
র। মহারাজ, এ বন্দী, পলায়ন করেছিল, দেখি ঐ ঝোপের ভিতর ছোরা হাতে ক'রে ব'সে আছে; আমাদের দেখে তীরের ন্যায় ছুটল, হঠাৎ প'ড়ে যাওয়াতে ধরতে পেরেছি।
সে। ছিল বধিবারে আমার জীবন।
রা। বন্দী কর দুরাচারে!
কহ হে সন্ন্যাসি,
কিবা দণ্ড দিব এই পাপমতিগণে?
দা। বাবা, আমার হাড়ে হাড়ে দণ্ড হয়েছে, এই পিটে কোড়ার চোট দেখ, আর প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙেছি।
পূ। গুরুর যেমত আজ্ঞা করি নিবেদন;—
এই কয় জন
জ্বালামুখী-স্থান নিত্য করুক মার্জ্জনা;
দামোদর, আপাততঃ ভগ্নপদ তুমি,
রহ গিয়া জ্বালামুখী-স্থানে।
কর মন স্থির,—
সেবাদাসে প্রেমদান করেনি সুন্দরা।
দেখো যেন, এই দুই জন
নিত্য কার্য্য করে সমাধান;
তীর্থ-তীরে করি বাস পাপ হবে দূর,
ভগ্নপদ ক্রমে সুস্থ হবে,
নহে, পাবে যন্ত্রণা প্রচুর।
মহারাজ, আজ্ঞা দেহ রক্ষিগণে—
তিন জনে বন্দী করি রাখে সেই স্থানে।
দা। পা যাক্, আমার প্রাণের জ্বালা ঘুচল।
রা। যাও রক্ষি,
আপাততঃ রাখ কারাগারে;
সন্ন্যাসীর আজ্ঞামত করিব পশ্চাৎ।
দা। চল্ চামার, চামারণি, বড় কোড়া খেয়েছি।

[রক্ষিগণের দামোদর, লুনা ও জম্বুকে লইয়া প্রস্থান।

রা। হে সন্ন্যাসি, গুরু কেবা তব?
পূ। বাঘাম্বর,—
রজত-ভূধর জটাজুটধর,
যাঁর বরে কুমার জন্মিল তব;
সেই দেবদেব মহেশ্বর—
নরকলেবরে গুরু মম।
রা। হায়! মম ভাগ্য-দোষে—
প্রতারণা করিলেন মহেশ আপনি;
হা পুত্র! হা পুত্র! হা ইচ্ছা অভাগিনী!
কেমনে ভুলিবি তুই জ্বালা?

পূ। ছলনা কি করেন মহেশ—
পিতা, পিতা,—
আশীৰ্ব্বাদ করহ নন্দনে।
রা। পূর্ণ! পূর্ণ!
পাপিষ্ঠেরে লজ্জা নাহি দেহ আর,
পিতা নাহি বল।
পূ। পিতা, ছাড়হ বিষাদ;
ধীরজন মুগ্ধ হয় রমণীর ছলে।

ইচ্ছুরা ও সুন্দরার প্রবেশ

(ইচ্ছুরার প্রতি)—মা—মা, সন্তানে করহ কোলে।
ই। বাবা পূর্ণ!
ওরে কে আমায় চক্ষু দেবে?
আমি একবার তোরে দেখবো।
পূ। গুরুর কৃপায় মাতা, পেয়েছ নয়ন,
ঈশ্বর মঙ্গলময় ছিল না স্মরণ,
সঙ্কটে কৃপায় তাঁর পেয়েছি জীবন,
দুঃখ পেলে—ভুলে ছিলে এই বাক্য সার—
তবু, পুত্র পেলে, তাঁর করুণা অপার।
ই। হায়, কেন যোগি-বাক্যে করিনু সংশয়।
সকলে। জয় জয় জগদীশ, মঙ্গল-আলয়!
রা। রাণি, দাসেরে কি করিবে মার্জ্জনা?
ই। তুমি পতি—দেবতা আমার,
ছি! ছি! ও কথা বলো না।
পূ। হে সুন্দরা, তব ঠাঁই শত ঋণে ঋণী।
সু। প্রাণেশ্বর! প্রাণনাথ! তোমার অধীনী।
রা। বৎস,
আজি হ'তে মম রাজ্য তব অধিকার,—
ধর ছত্র কুমারের শিরে।
পূ। মহারাজ, যোগীরে মার্জ্জনা কর।
হে শঙ্কর, সদাশিব, হে গোরক্ষনাথ,
বার বার পরীক্ষায় কেন ফেল তাত?
রাজ্য ধন বল, দেব! কিবা প্রয়োজন?
জীবনে মরণে সার তব শ্রীচরণ!

[প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

হর-গৌরী-মূর্ত্তি

সকলে। জয় পাৰ্ব্বতী! জয় পাৰ্ব্বতীনাথ!
মহা। মানবের শিক্ষা হেতু ধরি নর-দেহ;
কার্য্য পূর্ণ—যাইব কৈলাসে;
শুন রাজা, মায়া কর পরিহার;
দেব-কার্য্যে জন্মেছে কুমার—
রাজ্য-অধিকার নাহি চায়;
পরকালে গতি হেতু পুত্রের কামনা,
ধন্য তুমি, পুত্রের জনমে!
অন্তে পাবে কৈলাসে আবাস।
শুন রাণি, নাহি হও বিষাদিনী,
যোগিশ্রেষ্ঠ—ধাৰ্ম্মিক সুধীর
বিদ্যমান কুমার তোমার;
যোগধৰ্ম্ম প্রচার কারণ,
পুত্র তব দেশে দেশে করিবে ভ্রমণ;
না কর সংশয়, মনে ভেবো না বিষাদ,
যবে হবে আকুল পরাণ,
পাবে পুত্র দরশন,
অন্তিমে পুত্রের কোলে মুদিবে নয়ন,
লভিবে কৈলাসধাম।
এই স্থানে কর দিব্য মন্দির নিৰ্ম্মাণ,
নিত্য তব পূজা আমি করিব গ্রহণ।
সুন্দরা, ধরহ বাক্য মম—
নানারূপে পাৰ্ব্বতীর সনে করি কেলি,
শিবশক্তি-লীলা-হেতু সৃজন সংসার,
তৃপ্ত কর মন—
সখীভাবে গুহ্য-লীলা কর দরশন।
সেবাদাস,
সংশয়-রহিত চিত্ত যেই জন হয়,
কামিনী-কাঞ্চনে তার নাহি কোন ভয়;
যোগ যাগ তপ ধ্যান, বাহ্য আচরণ,
কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ যোগীর লক্ষণ।

যবনিকা পতন

বিষাদ

[বিয়োগান্ত নাটক]

(২১শে আশ্বিন, ১২৯৫ সাল, এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

অলর্ক (অযোধ্যার রাজা)। মাধব (রাজবয়স্য)। শিবরাম (রাজমন্ত্রী)। জিৎসিংহ (কাশ্মীররাজ)। ফকিরত্রয় বা উদাসীনত্রয়, মাধবের ভ্রাতাগণ, দূত, প্রহরী, সেনাপতি, চোরগণ ও সৈনিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

সরস্বতী (বিষাদ, রাজরাণী)। উজ্জ্বলা (জনৈক বেশ্যা)। সোহাগী (বেশ্যা-সহচরী)। রাজমাতা। সরস্বতী (ছায়ামূর্ত্তি) ও পরিচারিকা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—সাধারণের উপবন

সরস্বতী ও মাধবের প্রবেশ

মাধব। কে তুমি মা?
সর। আমি রাজরাণী।
লোকমুখে শুনি
নৃপতির প্রিয়পাত্র, তুমি মহাশয়,
ওহে সদাশয়,
করুণায় অবলার রাখ প্রাণ।
মাধব। কহ মাতা, কিবা প্রয়োজন—
পুত্র তব কি কার্য্য সাধিবে?
সর। রাজার নন্দিনী—রাজার ঘরণী,
কিন্তু মম সম দুখিনী রমণী,
ধরণী ধরে না আর!
যেই নারী কুটীর-বাসিনী,
ভিক্ষা-অন্নে করে নিত্য উদর পূরণ,
বল্কলবসনা দীনা,
তুলনায় সেও রাজরাণী।
আমি কাঙ্গালিনী,
পতিধনে বঞ্চিতা জীবনে।
তাই মহাশয়, তবাশ্রয় করেছি গ্রহণ,
স্বামিরত্ন ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার।
দেশে দেশে ঘোষে তব নাম,
তব যশে পূর্ণ এ নগরী,
অদীন এ রাজ্য শুনি তব কৃপাবলে;
আমি দীনহীনা,
কৃপাকণা কর বিতরণ।
মহাজন! দেহ মম মনোমত ধন,
পূর্ণ কর অধীনীর আকিঞ্চন।
মাধব। মাতা!
আমা হ'তে কি উপায় হবে?
সর। প্রতারণা করো না দুখিনী সনে।
বালক সমান
রাজা ফেরে ইঙ্গিতে তোমার;
তব বাক্য বেদ-সম মানে,
তব সঙ্গে সদা রঙ্গে ফেরে,
রাজ্য যায়—ফিরিয়া না চায়,
প্রাণ মন কায় সমর্পণ তব প্রেমে।
উদ্ঘাটিত ভাণ্ডারের দ্বার,
তোমার কথায় অকাতরে করে দান,
যবে যেবা তব অভিলাষ
অনায়াসে পূরান তাহা,
তবে কেন কর হে বঞ্চনা?
পূর্ণ কর সতীর কামনা,
পতি ভিক্ষা চাহি তব পায়।
মাধব। শুন সতি!
ভগবতী পূরান সতীর সাধ,
কায়মনে কর দেবি! পতি উপাসনা,
পূরিবে বাসনা।
যাও গৃহে,
কুলনারী এ স্থানে না শোভা পায়।
সর। কোথা পাব পতি দরশন,
পূজিব চরণ তাঁর?

তবে আর কিবা ভিক্ষা চাই,
দরশন পাই,
এই মাত্র যাচিঞা আমার।
পেলে তাঁর যুগল চরণ,
ধৌত করি নয়ন-সলিলে,
কেশদামে চরণ মুছাই;
হৃদি-সিংহাসনে বসায়ে যতনে,
সে চাঁদ-বদন হেরি।
সতীগর্ভে জনম আমার,
পতি-পূজা জানি জন্মাবধি।
কৃপানিধি! পার যদি দেখাও পতিরে,
মাগি পতি—
পতি-পূজা উপদেশ নাহি যাচি।
মাধব। শুন মা কল্যাণি!
কুলের কামিনী—
প্রকাশ্যে এ স্থানে এসেছ কেমনে?
আমি পর—রাজার নফর,
মম সনে বাক্যালাপ নহে ত উচিত।
শুনিলে ভূপাল ঘটিবে জঞ্জাল,
ফিরে যাও, সুলোচনে!
সর। কাদম্বিনী-পালিতা তটিনী,
লোক-অগোচরে
পর্ব্বত-গহ্বরে বৈসে,
কিন্তু যবে সাগর-উদ্দেশে,
উন্মাদিনী-বেশে,
ধায় বামা মনোবেগে—
সুস্থান কুস্থান নাহি জ্ঞান,
অবিরাম-গতি চলে,
পতি-পদতলে মিলায় আপন কায়,—
কি অধিক বাড়িবে জঞ্জাল!
বিচ্ছেদে বিদরে প্রাণ—
মৃত্যু শ্রেয়ঃ পতি যদি নাহি পাই।
মাধব। আমি শত্রু তব, শুন, সুকেশিনি!
শত্রু আমি—মিত্র নাহি কর জ্ঞান।
দিবস-শর্ব্বরী মনে মনে করি,
রাজ্যেশ্বরে কবে করিব ভিখারী—
রাজ্য কবে দিব শত্রু-করে।
পরিহরি সুন্দর ভবন, ছেদি প্রণয়-বন্ধন
পতি তব বনে বনে করিবে ভ্রমণ—
এই ধ্যানে বঞ্চি রাজপুরে।
নাহি একা,
চারি জন এ কার্য্যসাধনে,
নিত্য আনি বারবিলাসিনী,
যেন পত্নী সনে
কদাচিৎ দেখা নাহি হয়।
নিত্য নিত্য আনি দীনজন,
ভাণ্ডারের ধন, করি বিতরণ—
যেন কপর্দ্দক রাজকোষে নাহি রয়।
রাখি আমোদে উন্মত্ত নিরন্তর,
নাহি অবসর,
রাজকার্য্যে করে দৃষ্টিপাত।
নিশিদিন রহি সাথে সাথে,
কোন মতে যেন নাহি ফিরে মন।
বুঝ মনে,
আমা হ'তে উপায় কি হবে তব?
সর। মহাশয়! কিবা প্রয়োজনে
অবলার সনে কর ছল?
যেই মত করিলে বর্ণন,
তুমি কদাচিৎ নহ সে দুর্জ্জন,
উচ্চাশয় প্রকাশে বদন চারু,
করুণায় পূর্ণ দুনয়ন—
মহাজন!
অকারণ কেন কর প্রতারণা?
মাধব। শুন সুবদনি!
নহে মিথ্যা বাণী,
সত্য আমি রাজসংসারের অরি।
তুমি নারী,
কপটতা নাহি করি তোমা সনে।
সর। সত্য তুমি অরি?
মাধব। সত্য।
সর। সত্য যদি অরি—নাহি ডরি!
হোক্ তব অভীষ্ট পূরণ,
যায় রাজ্য যাক্ ছারখার,
শূন্য হোক রাজার ভাণ্ডার,
হন পতি বারনারীরত—
খেদ নাহি করি তায়,
দিনান্তে বারেক দরশন,
এ জীবনে বাঞ্ছা মাত্র মম।
তাহে তুমি নাহি হও বাদী—
পায়ে ধ'রে সাধি,
বড় সাধ পতি-দরশনে,
কৃপা করি পূরাও বাসনা।
মাধব। আমি সেই সাধে বাদী।
রাজ্য যদি রহে, তাও প্রাণে সহে,

ধন জন রহে, তাতে নাহি তত ক্ষোভ,
কিন্তু করি প্রাণপণ,
কদাচন তব সনে না হয় মিলন—
বৃথা এ সাধনা, বালা!

সর। ভিক্ষা-অন্নে কর তবে জীবন যাপন,
তরুতলে কর বাস! হোক্ বংশনাশ,
দীনহীন ঘৃণ্য হও সবাকার!
ঋক্ষ ব্যাঘ্র সনে বঞ্চহ বিজনে—
যেন নরে ডরে নাহি হেরে মুখ।
কেঁদে কেঁদে কর দিনপাত!
মম সম শেল যেন বাজে তব বুকে।
লব তব উপদেশ;
পূজি ভগবতী,
প্রাণপতি পাইব আমার।

মাধব। সতীবাক্য শিরোধার্য্য মম।

সর। নাহি কর উপহাস;
যদি কভু এ হেন সম্ভবে—
সূর্য্য নিভে, কক্ষচ্যুত হয় চন্দ্রতারা,
সমীর অচল,
সাগরে না রহে জল—
মিথ্যা কভু নাহি হবে অভিশাপ।

[সরস্বতীর প্রস্থান।

মাধব। আমার অদৃষ্টে এ সতীবাক্য কত দিনে পূর্ণ হবে?

তিন জন ফকিরের প্রবেশ

১ ফ। প্রভু, হাস্‌ছেন কেন?

মাধব। আজ একটি অমূল্য রত্ন পেয়েছি, তোমাদের অংশ দেব কি না ভাবছি।

২ ফ। কি রত্ন?

মাধব। সতীর অভিশাপ—আমি সংসারে দীনহীন ঘৃণ্য হব, ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করব, নরসহবাস পরিত্যাগ ক'রে বিজন স্থানে অবস্থান করব, কেঁদে কেঁদে দিন যাবে। সতী যার নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুলা, সেইরূপ ব্যাকুলতা আমার লাভ হবে।

১ ফ। প্রভু, এ রত্নের আমরা অংশী। আপনি দেবেন না, আমরা জোর ক'রে নেব। যদি কোন সতীকে মনস্তাপ দিয়ে থাকেন, আমরা আপনার দাস, সুতরাং আমরা সে পাপের অংশী।

মাধব। ভাল, অংশী হও হবে, অলর্ক আস্‌ছে, চুপ কর।

অলর্কের প্রবেশ

অলর্ক। কি হে মাধব, কি কচ্চ?

মাধব। ধরেছে! মহারাজ রক্ষা করুন!

অলর্ক। কি, কি?

ফকিরগণ মাধবকে ধরিয়া গান
মল্লার—দাদ্‌রা

আমরা চার রকমের চার বিরহিণী—

অলর্ক। বাঃ বাঃ! এ বড় মজা, আবার গাও, আবার গাও।

(ফকিরগণ মাধবকে ধরিয়া)

১ ফ। তবে রে!—পালিয়ে এয়েছ?

অলর্ক। তোমরা কে?

২ ফ। আমরা ইয়ার, আমাদের প্রাণের ইয়ার পালিয়েছিল, আজ ধরা পড়েছে।

অলর্ক। কি হে মাধব! এ পাগলগুলো কে?

মাধব। ও এক মজা আছে, বল্‌ছি। বলি, কি হে! তার দেখা পেলে?

১ ফ। না ভাই, প্রাণ কেড়ে নে পালাল—হায় রে কোথায় গেল? দেখা দিয়ে লুকাল!

মাধব। তবে আর আমায় ডাক্‌ছ কেন?

১ ফ। ডাক্‌ছি কেন? আমরা খুঁজে মর্‌বো, আর তুমি ঘরে ব'সে থাক্‌বে? তা হবে না।

অলর্ক। কি হে, ব্যাপারখানা কি, বল না?

ফকিরগণ ও মাধব
মল্লার—দাদ্‌রা

আমরা চার রকমের চার বিরহিণী,
বিচ্ছেদে মনের খেদে ঘুরি দিবা-যামিনী।
কারুর বুকে ছার পিরীতের দমা ধরেছে,
কেউ পিরীতের কসুনীতে জ্যান্তে মরেছে,
কারুর লজ্জা সরম, ধরম, করম, সকল হরেছে,
কেউ পিরীতে উঠি পড়ি, তবু পিরীত ছাড়ি নি।
প্রেম ক'রে কেউ আড়নয়নে চায়,
কেউ ধূলো মাখে গায়,
পিরীত তোরে বলিহারি হায়!
কেউ নয়ন-জলে গাঁথি মালা,
কেউ বা প্রেমে মানিনী।

অলর্ক। বাঃ বাঃ, এরা ত সব-লুটেয়া! মাধব, এদের যত্ন ক'রে রেখে দাও।

৩ ফ। চুরে রাং চাং (দৌড়িয়া পলায়ন)

মাধব। পিরীতে উঠি পড়ি, তবু পিরীত ছাড়ি নি!

অলর্ক। বলি, ও মাধব! তুমিও কি এক বিরহিণী না কি?

মাধব। মান করেছি মানিনী—
পিরীতে উঠি পড়ি তবু পিরীত ছাড়িনি।

অলর্ক। আজ এর ভারি নেশা হয়েছে। ও মাধব! ও মাধব!

মাধব। বাপ রে বাপ, কি হলো বাপ, পিরীতের কি কসুনী—আমার হৃদ্‌মাঝারে কাম্‌ড়ে নেছে বৃকভানুনন্দিনী!

অলর্ক। বলি ও মাধব! মাধব! থাম না।

মাধব। পিরীত পরখ কর্‌তে গেলে দেখবে তখন কুঁদুনি; জড়সড় কর্‌বে পিরীত ছাঁদন দড়ির বাঁধুনি!

অলর্ক। মাধব! মাধব!

মাধব। এ্যাঁ — বাবা, পালিয়ে এলুম, এখানেও তেড়ে ধরেছে?

অলর্ক। কে? কে?

মাধব। সেই বেটীর চর;
সে রাজার মেয়ে খেয়ে দেয়ে
চুল শুকোচ্ছে ছাদে—
আমার ছাই দে বাড়া ভাতে!

অলর্ক। তুমি ভারি বাঁধনদার হয়ে উঠলে হে?

মাধব। তুমি পার ত ভাই, বেটীকে জব্দ কর।

অলর্ক। কে সে?

মাধব। সে আড়নয়নে চায়,
প্রাণ নিয়ে পালায়!

অলর্ক। আঃ! সারাদিন ঠাট্টা ভাল লাগে না। বল না, নেশা করেছ বুঝি? খুব কতকগুলো সিদ্ধি খেয়েছ?

মাধব। ঠাঠ-ঠমকে ভঙ্গি করে,
যে দেখে সে প্রাণে মরে!

অলর্ক। ও মাধব! মাধব!

মাধব। গ্যাছে—গ্যাছে—তারা গ্যাছে? উঃ! ওদের দেখলে আমায় ভূতে পায়!

অলর্ক। কি, ব্যাপারখানা কি হে?

মাধব। সেই বেটী।

অলর্ক। বেটী কে হে?

মাধব। দেখ, তুমি যদি জব্দ কর্‌তে পার; না, পার্‌বে না ভাই, পিরীতে প'ড়ে যাবে।

অলর্ক। হাঁ—তোমার মত পিরীতে পড়বার ছেলে নই! একবার দেখাতে পার কোন্ বেটী, লাট্টু করে ঘোরাই। দেখেছ ত, কত মেয়েমানুষ আসে, আমোদ কর্‌লেম, ছেড়ে দিলেম, ব্যস্! আমি জান্‌তেম, তুমি পাকা লোক, তা না—পিরীতে পড়েছ! এগুলো কে?

মাধব। ভাই, তোমায় এদ্দিন বলি নি, আমরা চার জনেই রসিক ছেলে, ইয়ারের যাশু, আজন্ম পিরীতের ভেড়া হয়েছিলাম। ভাই, আমি তোমার এখানে পালিয়ে এসেছি, ও তিনটে দেখি হেথা পর্য্যন্ত তাড়া করেছে।

অলর্ক। না, বাবা, তুমি পিরীতে পড়বার ছেলে নও। তুমি আমায় আজ এক নূতন রঙ্গ দেখাচ্ছ। তা দেখাও, কিন্তু আজ একটা ভাল রকম আমোদ কর, ও মেয়েমানুষ টেয়েমানুষ আর ভাল লাগে না।

মাধব। এ মেয়েমানুষ দেখ ত মজে যাবে।

অলর্ক। কৈ, দেখাও দেখি—আমাদের আর বাগাতে হয় না, আমরা শিক্‌লি-কাটা টিয়ে।

মাধব। সে কি যে সে মেয়েমানুষ?

অলর্ক। কোথা থাকে?

মাধব। এইখানেই আছে।

অলর্ক। কৈ, দেখাও না, আমি বেটীকে আচ্ছা জব্দ ক'রে দিচ্ছি, তার নাক-কাণ, চুল কেটে দেব—ফের না পিরীত করে।

মাধব। ভাই অলর্ক, তুই কি রসিক রে! অমন সুন্দর মেয়েমানুষটার নাক চুল কেটে দিবি?

অলর্ক। সত্যি সত্যি কি কাট্‌ব?—পিরীতে নাক চুল কাট্‌ব, তুমি যেমন ঠাট্টা বোঝ না!

মাধব। তুমি আঁচ করেছ বুঝি তোমার নাচওয়ালী—কারুকে চাবুক মার্‌বে, কারুর চুল কেটে নেবে।

অলর্ক। দেখ মাধব, তোমায় বড় দিব্বি, তুমি যদি মিথ্যা বল। যদি কথা শোনে, আমি কিছু বলি? জোর থাপড়াটা আস্‌টা মারি।

মাধব। আর কাঁচি দে যে কাপড় কেটে নাও, ছুঁচ ফুটিয়ে দাও, ঘুমুলে চোখে তেল দাও?

অলর্ক। এমন দু' একদিন সখ হয় না?—রোজ কি তাই করি? ধর্ম্মতঃ বল!

মাধব। না, রোজ কেন?

অলর্ক। যাক্! তুমি কবে দেখাবে বল?

মাধব। দেখ, একটা বিপদ আছে।

অলর্ক। মাধব! তোমায় বার বার বারণ করি, মিছে আমায় ভয় দেখিও না বল্‌ছি। আমি রাজা, রাজার বেটা রাজা, আমার ভয় কি হে?

মাধব। বলি, তুমি রাজার বেটা রাজা আছ, আর কি রাজা নাই?

অলর্ক। থাক্‌লেই বা, তা আমার কি?

মাধব। তোমার সঙ্গে দাঙ্গা বেধে যাবে।

অলর্ক। কেন, কোন রাজার মাইনে খায় না কি?

মাধব। সে কত লোককে মাইনে দেয়, সে আবার মাইনে খাবে! কনোজের ভূপ সিং তার জন্যে মরে।

অলর্ক। মরে মরুক, তুমি আমায় দেখাও।

মাধব। আর দেখলে যদি তুমি মারা যাও?

অলর্ক। আমার কোন চৌদ্দপুরুষ মরে না; তার নাম কি?

মাধব। উজ্জ্বলা।

অলর্ক। বাঃ! বাঃ! বেড়ে নাম হে—খুব রঙ্গিলা নাম! তুমি যাও, তারে নিয়ে এস।

মাধব। রোসো,—অমনি কি হট্ বল্লেই আস্‌বে? তোমায় দুই এক দিন যেতে হবে; তার মন বশ করতে হবে।

অলর্ক। আমি রাজা হয়ে তার বাড়ী যাব?

মাধব। তা যেতে হবে বৈ কি, নৈলে তাকে আন্‌তে পারবে না।

অলর্ক। কি? তুমি সোয়ার নিয়ে যাও, বেটীকে বেঁধে নিয়ে এস।

মাধব। এতেই ত তোমায় বেরসিক বলি। বেঁধে ত এখুনই আনা যায়—প্রেমে বেঁধে আন্‌তে পার, তবে বুঝি যে বাহাদুরী কর্‌লে।

অলর্ক। দেখ ভাই, তুমি আমায় অরসিক অরসিক বল্‌তে পাবে না। আমি একবার বল্‌ব, দু'বার বল্‌ব, তিনবারের বার না শোনে, দু-থাপ্‌পড় দেব।

মাধব। আচ্ছা, হাত ওঠে ত মেরো; কিন্তু তারে মার্‌লে আমি মারা যাব।

অলর্ক। মাইরি! তোমার জন্য হাতের সুখ কর্‌তে পেলুম না, বড় মনে দুঃখ রইল; নৈলে একদিন চার পাঁচটা মেয়েমানুষকে লাগাম দিয়ে আমি হাঁকাতুম।

মাধব। মারা ধরা ত ঢের হয়ে গিয়েছে, এখন আর এক রকম আমোদ কর না।

অলর্ক। আচ্ছা,—যা থাকে কুলকপালে, এক দিন তোমার কথাই রাখব। কিন্তু তুমি মাঝে ব'সো; যদি থাবড়াটা থোবড়াটা চালাই, তোমার উপর দিয়েই হয়ে যাবে।

মাধব। আচ্ছা, আমি চল্‌লেম। ঐ মন্ত্রী বেটা আস্‌ছে, তোমায় দেখ্‌ছি কি কাগজ শোনাবে!

[মাধবের প্রস্থান।

অলর্ক। আসুক! দেখ্‌ছি, কাগজ নিয়েই ত আসছে বটে! আজ কাগজ কুচরো মুচরো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌ব। রাগের পাল্লায় একদিনও পড়ে নি!

শিবরামের প্রবেশ

শিব। মহারাজের জয় হউক! কনোজ থেকে এক পত্র এসেছে।

অলর্ক। খুব করেছে।

শিব। মহারাজ—বিপদ্।

অলর্ক। তুমি ত ভাল আপদ্ হে! বিপদ্ বিপদ্ কর্‌ছো। শুনুবে? আমার মা একটি কৌটা দিয়ে গিয়েছেন—আমি এ দিক্ ও দিক্ যা করি, সেই কৌটাটি পূজা করি। খুব মন নিবিষ্ট ক'রে, চক্ষু বুজে, সেই মা যেমন গোপালজীর বাড়ীতে বস্‌তেন! কৌটাটির কি মজা জান? যদি কখন ভারি বিপদ্ হয়, কৌটাটি খুলবো আর ফুশ মন্তরে উড়িয়ে দেব। মা'র কথা মিথ্যা নয়—জান ত? মাকে দেখেছ ত, গোপালজী তাঁর কাছে কথা কয়ে লাড্ডু চাইতেন। আমার আবার বিপদ? কৌটাটি যদ্দিন আছে, আমি কাকেও ভয় করি না।

শিব। পত্রের মর্ম্ম এই যে, আপনার জ্যেষ্ঠ

নিরুদ্দেশ, সিংহাসন আপনার মধ্যম সহোদরের; আপনি সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী নন।

অলর্ক। আমার মধ্যম কি জীবিত?

শিব। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ।

অলর্ক। এ শুভ সংবাদে
অনিষ্ট আশঙ্কা কি কারণ? মন্ত্রি!
নাহি জান যে বেদনা মম মনে।
শুনিয়াছি শ্রীমুখে মাতার
বনবাসী চারি সহোদর মম।
মাতৃ-উপদেশে, নিরুদ্দেশে
রত সদা ঈশ্বর-সাধনে;
তদবধি নিত্য জাগে মনে
কোথা পাব দরশন সে সবার?
রাজ্যভার জ্যেষ্ঠের আমার,
আমি কনিষ্ঠ সবার,—
এ জঞ্জাল কিবা হেতু মম?
যদি দেখা কারো পাই,
সিংহাসনে আনিয়া বসাই—
আজ্ঞাবহ নফর সমান
নিত্য সেবা করি তাঁর।
মাতাপিতা গিয়াছেন স্বর্গলোকে,
সেই শোক রয়েছে হৃদয়ে,
হেরি ভ্রাতার বদন সুস্থ করি মন।
রাজ্য যদি মধ্যমের সাধ—
মহা ইষ্ট!—অনিষ্ট তাহাতে কিবা?

শিব। মহারাজ! সরল স্বভাব তব;
কুটিলতা-পূর্ণ কিন্তু কনোজভূপাল;
সত্য মিথ্যা কেবা জানে?
বিশেষতঃ মধ্যম কুমার
শুনিয়াছি দেবকার্য্যে আছেন নিরত,
হেন কভু নাহি লয় মনে—
সিংহাসনে আকাঙ্ক্ষা হইবে তাঁর;
ছলমাত্র করি অনুভব।

অলর্ক। ভাল, কনোজপতির অভিপ্রায় কি বল?

শিব। পত্রের উত্তরে যদি মধ্যমকে রাজ্য দিতে সম্মত হন ভাল, নচেৎ কনোজাধিপতি শীঘ্রই সসৈন্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করতে আস্‌বেন।

অলর্ক। আচ্ছা, লিখে পাঠাও, দেখা করুক।

শিব। মহারাজ! মর্ম্ম বুঝলেন না, তাঁর অভিপ্রায় যুদ্ধ।

অলর্ক। ভাল, যুদ্ধ ত যুদ্ধই।

শিব। কনোজাধিপতি প্রবল প্রতাপশালী, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অনিষ্টের সম্ভাবনা।

অলর্ক। তবে কি পালাব নাকি?

শিব। আজ্ঞে তা না, তাঁরে বুঝিয়ে বলা।

অলর্ক। আচ্ছা, যা বোঝাতে হয়, বোঝাও। কাউকে পাঠিয়ে দাও ত, মাধব এলো কি না দেখুক।

শিব। মহারাজ! ঐ বেল্লিকটাই সর্ব্বনাশ করবে।

অলর্ক। বা রে রস্‌কে! বা রে বুড়ো ইয়ার! আমি মাধবকে ছেড়ে তোমার সঙ্গে ইয়ারকি দিই?

শিব। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হলো যে।

অলর্ক। তোমার কি?

শিব। আমি স্বর্গীয় মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত।

অলর্ক। ঐ অমনি নাকি সুর ধরেছেন! যাও যাও, এখন উজ্জ্বলার উপর মন প'ড়ে রয়েছে। আমি সন্ধ্যার পর শুন্‌ব। এখন পোষাক ছাড়ি গে। মন্ত্রি! যত দিন পারি, মজা ক'রে নিই, তুমিও মজা কর। জান, মজাই মজা —বুড়ো হ'লে, আর কবে কি কর্‌বে? দুটো নাচওয়ালী মাহিনা ক'রে রাখ। তুমি কৃপণ মানুষ, পার্‌বে না, আমি তার টাকা দেব—মন্ত্রি, মজা ওড়াও।

শিব। মহারাজ! মন্ত্রী রাজবংশের হিত-সাধক, হিত কথা বল্‌তে এসেছিলাম, আমায় অপমান কর্‌বার প্রয়োজন কি? যদি আমি আপনার অপ্রিয় হই, আমায় অবসর দিন।

অলর্ক। কেন, কেন, মন্ত্রি! তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—তোমায় আমি অপমান করবো কেন? আমি তোমায় ঠিক কথা বল্‌ছি। মাধব আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে, আমোদই স্বর্গ। লোকে পুণ্য-কর্ম্ম করে কেন জান? স্বর্গে সব নাচওয়ালী থাকবে, তাদের সঙ্গে বেড়াবে, অমৃত পান কর্‌বে, পারিজাতের মালা গলায় দেবে—স্বর্গে এই সুখ। মর্ত্ত্যে যদি স্বর্গসুখ পাই, কেন তা ছাড়ি বল দেখি? আবার মনে

করবে, তোমায় আমি অপমান করছি, তা নয়, —তোমায় আমি একান্ত বলছি, আমোদ কর। দেখ, পিতামহের আমল থেকে ত চিঠি প'ড়ে আস্‌ছ, এক কাজ চিরকাল ভাল লাগে? আমোদ কর।

শিব। মহারাজ, এখন আমোদ করুন, আমরা. বৃদ্ধ হয়েছি, আমাদের আর এখন আমোদ কি?

অলর্ক। তবে কি তুমি আমোদ ক'রবে ম'লে? ছেলেবেলা আমোদ কর নি কেন—বিদ্যা হবে না। যুবা বয়সে আমোদ কর নি কেন—অর্থ হবে না। বুড়ো বয়সে আমোদ করবে না কেন—ভাল দেখায় না। ভাল দেখাক্‌ বা মন্দ দেখাক্‌, মন্ত্রি, তোমার কি? মন্ত্রি! তোমায় মিনতি করছি, আমার কথা রেখে একদিন আমোদ কর। দেখ, আমোদে কি আমোদ।

শিব। মহারাজ! আমোদ করুন, আমি আপত্তি করি না। কিন্তু দিবারাত্র আমোদ, রাজার শোভা পায় না! আমোদের একটা সময় করুন।

অলর্ক। আমোদ করলেও না, আমোদের মাতও বুঝলে না; আমোদ করবো মনে কল্লেই যদি আমোদ হতো, তা হ'লে তুমি যা বলছ, সময় ক'রে আমোদ করতেম। আমোদের উপাসনা কত্তে হয়, আমোদের যদি সখ হোলো, তবে আমোদ এলো; না হলে কেন, মাথা খোঁড়ো না, দুশো নাচওয়ালী আন না, আমোদ আর হচ্ছে না।

শিব। মহারাজ! মাধবই আপনাকে এইরূপ সব মতি দিচ্ছে! ও নীচ লোক, রাজার কর্ত্তব্য কাজ কি বুঝবে?

অলর্ক। মাধব যা বুঝে, আমি এত লোক দেখেছি, এমন কেউ বোঝে না। সেই আমায় বুঝিয়ে দেছে যে, আমোদই কাজ, আর সব বাজে। মনে বুঝে দেখ দেখি, রাজ্য বল, ধন বল, সকলই আমোদের নিমিত্ত, কিন্তু লোকের এমনি বুদ্ধিভ্রম, সেই আমোদ ছেড়ে দিয়ে—কেউ অর্থ রক্ষা করছেন, কেউ নাম রক্ষা করছেন, কেউ লোক বশ করছেন, এই ক'রে জীবন কাটালেন। এ জন্মে তার আর আমোদ করা হ'ল না। মন্ত্রি! তুমি ত রাজাকে বুদ্ধি দাও, বল দেখি, যে আমোদ উপভোগ করে, সে নির্ব্বোধ না এরা নির্ব্বোধ?

শিব। মহারাজ! আরও সংবাদ আছে। রাজ্ঞীর ভ্রাতা কাশ্মীরপতি সসৈন্যে দেশ আক্রমণে আস্‌ছেন। তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে, তাঁর ভগ্নীকে আপনি তাচ্ছিল্য করেন। তাঁর পণ, আপনি সিংহাসনের উপযুক্ত নন, ভগ্নীকে সিংহাসন প্রদান ক'রে দেশে ফিরবেন।

অলর্ক। হাঃ, হাঃ! সত্য না কি?

শিব। আমার দূত সংবাদ দিলে যে, রাজ্যপ্রান্তে কাশ্মীর-সৈন্য শিবির স্থাপন করেছে, সীমান্তগড়ের বল পরীক্ষা ক'রে আক্রমণ করবে। সেই নিমিত্তেই বলি, মহারাজ আমোদ করেন করুন, কিন্তু এখন যুদ্ধ উপস্থিত; আমোদের সময় নয়।

অলর্ক। শুন মন্ত্রি!

সিংহশিশু স্বেচ্ছায় কাননে খেলে,
কিন্তু, করী হেরি বিমুখ কি কভু,
বিদারিতে মস্তিষ্ক তাহার?
আমি রাজপুত্র। অরি নাহি ডরি!
বৈরী যবে হবে সম্মুখীন,
রাজোচিত করিব ব্যভার?
শুন সঙ্কল্প আমার—
মিত্রগণ বেষ্টিত আমোদে রব রত,
শত্রুশরে শয্যা রচি মুদিব নয়ন।

শিব। মহারাজ! নিবেদন করি, দুই প্রবল শত্রুর সহিত এককালীন যুদ্ধ যুক্তিসিদ্ধ নয়।

অলর্ক। তুমি যুক্তি জান, যুক্তি কর গে। আমি যুদ্ধ জানি, যুদ্ধ করবো। দেখ, তর্ক বিস্তর হয়েছে, এখন একটু ক্ষমা দাও।

শিব। মহারাজ! দিন কয়েক মাধবকে অবসর দিন, এ সময় আমোদের নয়।

অলর্ক। তুমি মাধবকে জান না। দরিদ্র যেমন রত্ন কুড়িয়ে পায়, আমি সেইরূপ মাধবকে পেয়েছি। রাজার অদৃষ্টে কখন বন্ধু মেলে না, কিন্তু আমার অদৃষ্টে মাধব উপস্থিত হয়েছে। তুমি জান, মাধবের সহিত আমার কিরূপে আলাপ হলো? সে একদিন এল, যেন কত দিনের আলাপ; বল্লে, "রাজা, এ কি করেছো? আমোদ কর, আমিও এক জন আমোদী, তোমার সঙ্গে আমোদ করতে এসেছি।" মন্ত্রি! আশ্চর্য্য এই, তাকে আমি কখন নিরানন্দ দেখি

না, জগতে যদি আর একটা অমন লোক দেখাতে পার, আমায় যা বল্‌বে, তাই করি। মহারাজ, ধর্ম্ম-অবতার, আরও কত কি অবতার আমাদের পুরুষানুক্রমে শুনে আস্‌ছি, কিন্তু মাধবের মিঠেকড়া বোল কোন রাজা শোনেও নি বা শোন্‌বার শক্তিও নাই। যদি কেহ আমোদ ভালবাসে, তবে মাধব আসে, নইলে মাধব অতি বিরল। তোমায় এই মিনতি, যা ইচ্ছে বল, মাধবের কথায় থেকো না। আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

শিব। রাম! রাম! এ অর্ব্বাচীনকে নিয়ে কি করি? মাধবের দৌরাত্ম্যে ধনাগার অর্থশূন্য, রাজ-আদেশে সৈন্য নিয়মশূন্য, ব্যভিচারে দেশ বীরশূন্য। রাজ্যের সর্ব্বনাশ কর্‌তে এ মাধব কোথা হ'তে এল? এ কি যাদুকর? যখন আমার সঙ্গে কথা কয়, আমারও মন ভুলে যায়—বেটা ভণ্ডামী ক'রে কত হরিকথাই কয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

দৃশ্য—উজ্জ্বলার বাটী

সোহাগী ও মাধবের প্রবেশ

সোহা। ওগো! ওগো! সেই চার রকমের চার বিরহিণীর এক বিরহিণী এসে হাজির হয়েছে।

নেপথ্যে উজ্জ্বলা। ওলো সত্যি—সত্যি? দাঁড়া, দাঁড়া, আমি যাচ্ছি।

সোহা। হ্যাঁগা, তোমার বিরহ কিসের?

মাধব। আমার ছেলেবেলা থেকেই বিরহ, পিরীত আর হল না, কেবল বিরহেতেই গেল।

উজ্জ্বলার প্রবেশ

উজ্জ্বলা। বলি, কি গো বিরহিণি, তোমার কি ছেলেবেলা থেকেই বিরহ?

মাধব। হাঁ, ঠিক ধরেছ। আঁতুড়ে আমায় বিরহ-পেঁচোয় পেয়েছিল—ষেটোরাপূজোর দিন বিরহ-বাল্‌সা হয়—

উজ্জ্বলা। তার পর? তার পর?

মাধব। তার পর, যেমন বয়স হোতে লাগলো, ক্রমে বিরহ-ঘুঙরি-তড়কা, বিরহ-হাম-বসন্ত, এখন যৌবনে ঘোর বিরহ-বিকার হ'য়েছে।

সোহা। এখন বিরহ-মরণ কবে?

মাধব। যে দিন মুখ-অগ্নির লোক পাব।

উজ্জ্বলা। বলি বিরহিণি, তোমার আর মিলন হ'লো না?

মাধব। মিলন আর কৈ হ'লো—মনের মানুষ কৈ পেলাম?

উজ্জ্বলা। এত জায়গায় ঘোরো, আর মনের মানুষ পাও না? আমায় তোমার মনে ধর্‌বে?

মাধব। ধ'রবে ধ'র্‌বে ক'র্‌ছে কিন্তু শেষ না দেখে বল্‌তে পারি নে।

সোহা। আ মুখে আগুন! মিন্সে ন্যাকা না কি?

মাধব। দেখ, এ ছুঁড়ীটা ত বড় বেরসিক। জানিস ছুঁড়ী! বিরহ বড় ছোঁয়াচে। আমি তোর গায়ে গা ঘষে দেব?

উজ্জ্বলা। ও বিরহিণি! আমার গায়ে যেন গা ঘষো না। আমি আবার কি তোমার মত কেঁদে বেড়াব?

মাধব। কখনও কাঁদলে না ত? কাঁদ্‌বার তার তা হলে পেতে, আর হাস্‌তে চাইতে না।

উজ্জ্বলা। তা না হয়—কাঁদ্‌ব। তুমি কাঁদাবে?

মাধব। দেখ চাঁদ, বাবার বাবা আছে—আমি না কাঁদাই, আমার কোন ইয়ার কাঁদাবে।

উজ্জ্বলা। সেই ইয়ারকে না হয় একবার আন দেখি?

মাধব। সে তোমার তত্ত্বে ফির্‌ছে। রাত-দিন তোমায় নজরে নজরে রেখেছে।

উজ্জ্বলা। বটে—তা ত জানি নে!

মাধব। জান্‌লে যে রোগ ধরা পড়ে, আর কি পাগলাম থাকে? পাগলাম ছুটে যায়।

উজ্জ্বলা। বটে? তুমি না হয়ে আমি পাগল হলেম?

মাধব। পাগল নয় চাঁদ। জীবন-যৌবনটা লুটিয়ে দিলে!

উজ্জ্বলা। তা দিয়েছি—দিয়েছি! এখন তোমার ইয়ারের কথা শুনি।

মাধব। সে কথা লোকের সামনেও বোল্‌ব না, আর বল্লেও বুঝতে পার্‌বে না।

উজ্জ্বলা। যা ত, সোহাগি!

সোহা। তুমিও যেমন, এক পাপকে নিয়ে রঙ্গ কর্‌ছো! আমি চল্লেম, আমার অত ভাল লাগে না।

[প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। এখানে ত আর কেউ নাই, তোমার ইয়ার কে, শুনি।

মাধব। তারে খুব চেন, আর চেন না। সে কাছে থাকে, আর থাকে না। তারে দেখেও আর দেখ না। হঠাৎ তার নামটি নিতে আমার মাথার দিব্য মানা।

উজ্জ্বলা। সে কি করে?

মাধব। তোমার সঙ্গে ফেরে।

উজ্জ্বলা। বা বিরহিণি! সে তুমি না কি?

মাধব। দেখ, আমি অমন্ ফ্যাসাদে যাই না। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠী বাজে" তোমার সঙ্গে ফিরে কে মাঝ-দরিয়ায় ঝাঁপ দেবে বল?

উজ্জ্বলা। তবে যে বল্‌লে, তুমি আমায় মনের মানুষ কর্‌বে?

মাধব। আগে বুঝে নিই। তুমি রাজরাণী হতে চাও?

উজ্জ্বলা। বল কি? তুমি আমায় রাণী করে দেবে নাকি?

মাধব। যদি পারি ত কি দাও?

উজ্জ্বলা। তুমি কি চাও?

মাধব। আমি যা চাই, তা দিতে পারবে না। একটা মোটামুটি চেয়ে দেখি, কত দূর রাণী হও। আমাদের চার বিরহিণীর এক বিরহিণী এসে, তোমায় যে গান কটি শেখাবে, যে রাজার রাণী হবে, তারে সেই গানগুলি গেয়ে শোনাবে।

উজ্জ্বলা। কিছু নেবার মতলব আছে?

মাধব। না, তোমায় রাজা এনে দেবার মতলব। দেখ, মানুষ বুঝে একটু আধটু বিশ্বাস কর্‌তে হয়। এই অর্থ লও, যে গান-গুলি শেখাবে, ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে সেই গানগুলি গাইতে গাইতে বেড়িও। যদি তোমায় রাজা ধরে দিতে পারি, তা হলে আমার পুরস্কার এই যে, তুমি নিত্য গান শিখবে আর রাজাকে শোনাবে। আমি চল্লেম, তোমায় আর শেখাব কি? মনে রেখ, এক ডাকে ধরা দিলে রাজাকে গাঁথ্‌তে পারবে না। পরিচয় দিও 'বিদেশিনী।'

[প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। সোহাগি! সোহাগি! দেখ, দেখ, এ সত্যি মোহর দিয়ে গেল! অ্যাঁ! এ কে?

সোহাগীর পুনঃ প্রবেশ

সোহা। কি গা, কি? এ কে দিলে?

উজ্জ্বলা। সেই বিরহিণী মিন্সে! দেখ ত দেখ ত, কোথায় যায়?

[সোহাগীর প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। এ কি! এ যে একটা আঙ্‌টী দেখ্‌ছি। এ যদি সত্যি হীরে হয়, তবে ত এর লাখ টাকা দাম। বাজে আদায়, না হয় একদিন ময়ূরপঙ্খী চোড়ে বেড়ালেম। আমায় অবাক্ করেছে! এই কি রাজা? যা হয়, দেখ্‌তে হলো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রাজসভা

সরস্বতী ও শিবরাম

সর। মন্ত্রি! মহারাজ কোথায় গেলেন?

শিব। মা, আপনি হেথায় কেন?

সর। প্রাণের জ্বালায়—তা কি তুমি জান না? মন্ত্রি, মহারাজ কোথায় গেলেন?

শিব। মা, সকলি জানি, তা কি কর্‌ব বলুন; সর্ব্বনেশে মাধব এসে সকল উচ্ছন্ন দিলে।

সর। মন্ত্রি! বেশ্যা কি, বলতে পার?

শিব। এ কি কথা মা?

সর। শুনেছি, বেশ্যারা আমার স্বামীর মন হরণ করেছে। আমার স্বামী তাদের নিয়ে দিবারাত্র থাকেন, তারাই ভাগ্যবতী। আমি শিখব, কি গুণে তারা মহারাজকে বশীভূত করেছে! মন্ত্রি, আমি বেশ্যা হব।

শিব। নারায়ণ! নারায়ণ!

সর। কেন? তুমি চমৎকৃত হ'চ্ছ কেন? আমায় বলে দাও, বেশ্যা কি। নতুবা তুমি ব্রাহ্মণ, স্ত্রীহত্যা তোমায় দেখতে হবে। তুমি জান না, আমি স্বামীর জন্য বড় ব্যাকুলা! তোমায় মিনতি কচ্চি, কিরূপে বেশ্যা হতে হয়, শিখিয়ে দাও।

শিব। ছি ছি মা! কুলস্ত্রীর কি ও কথা মুখে আন্‌তে আছে? বেশ্যারা বারনারী, অর্থ-পণে দেহ বিক্রয় করেছে; তারা ঘৃণা-লজ্জা-বর্জ্জিতা।

সর। তবে আমার পতিকে বশ কর্‌লে কি করে?

শিব। তারা কুহকিনী, হাব ভাব কটাক্ষে কুরুচিসম্পন্ন পুরুষের মন হরণ করে। যারা মিত্র পরিত্যাগ ক'রে শত্রুর সহবাস করে, যারা ক্ষীর পরিত্যাগ ক'রে সুরা গ্রহণ করে, তাদেরই স্ত্রীর পরিবর্ত্তে গণিকায় রুচি। মাধবের পরামর্শে মহারাজ সেই কুরুচিসম্পন্ন যুবা।

সর। মন্ত্রি! তোমার কাছে পতিনিন্দা শুন্‌তে আসি নাই। তুমি জান না, বেশ্যারা অবশ্যই গুণসম্পন্না, আমি নির্গুণা, তাই আমায় উপেক্ষা করেন।

শিব। তুমি সরলা, জননি!
কুৎসিতা কুলটা-রীতি নহ অবগত!
বেশ্যা সম নির্গুণা কি ধরে, মা, ধরণী?
বারনারী পাপসহচরী,
জীবন চাতুরীময়,
মরুভূমি প্রাণ—
কোমলতা নাহি পায় স্থান,
কুটিলতা কালফণী বৈসে তাহে,
বেশভূষা মরীচিকা তায়।
প্রেম আশে মত্ত যুবা ধায়—
পিপাসায় জরজর শেষে;
কুটিলতা-ভুজঙ্গ দংশনে
হলাহল চিহ্ন ফোটে কালিমা বদনে।
লোকে মুখ দেখাইতে নারে,
তবু মুগ্ধ মায়াময় মরীচিকা-ঘোরে,
বারি আশে সে কান্তার ত্যজিবারে নারে।
নরক-দুস্তরে ডুবাইতে নরে,
বারনারী ধাতার সৃজন।
অবয়ব নারীর সমান,
কিন্তু ঋক্ষ ব্যাঘ্র শ্বাপদ-নিচয়
তুলনায় কেহ নহে সমতুল!
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মান, ধন, জীবন, যৌবন,
কুলটা সকলই হরে—
স্পর্শে তার নরকে নিবাস—
বারনারী এ হেন পিশাচী।

সর। মন্ত্রি! তুমি নাহি জান বিবরণ—
হেন ঘৃণ্য বারনারী নহে কদাচন।
পাপ-সহচরী কেমনে তাহারে কহ?
যারে মম স্বামী সমাদরে,
তার সম পুণ্যবতী কে আছে জগতে?
আমি ঘৃণ্য, কভু নাহি দাসী-যোগ্যা তাঁর।
মন্ত্রি, রাখ প্রাণ, রাখহ বচন—
দেখাও সে রমণীরতন,
যার প্রেমে মাতি দিবারাতি
পতি মম ফেরে সাথে সাথে!
সত্য কহি, দাসী হব তাঁর—
দিবানিশি সেবিব তাঁহার পদ।
আমি অপবিত্রা—পতি ঠেলেছেন পায়।
যেই জন তাঁর আদরিণী, মম ঠাকুরাণী,
পবিত্র হইব—তাঁর চরণ-পরশে!
মন্ত্রি!
তুমি বুঝিতে না পার, যে বেদনা প্রাণে মম,
বিষাদিনী পতি-কাঙ্গালিনী আমি!

শিব। মা গো! সতী তুমি শিবানী সমান!
শুনেছি পুরাণে, শিবের কারণে,
কুচনী সাজিলা ভগবতী।
তব রীতি শিবার সমান—
নরে নাহি হয় তুল।
শুন মাতা! সর্ব্বনাশ মাধব ঘটায়,
অভিপ্রায় বুঝিতে না পারি তার।
তারি উপদেশে,
দেশে দেশে রাজদূত করিছে ভ্রমণ,
বারনারী করে অন্বেষণ।
ভ্রমর যেমন নিত্য বসে নব ফুলে,
সেইমত রুচি ভূপতির।
হেথা শত্রুদল প্রবল চৌদিকে
কনোজ-ঈশ্বর অগ্রসর রণ আশে—
ভ্রাতা তব সসৈন্যে প্রস্তুত।
প্রতিজ্ঞা তাঁহার, সিংহাসন দিবেন তোমায়
পদচ্যুত করি নৃপতিরে।

সর। কেন? ভ্রাতা মম কি হেতু বিরোধী?

শিব। লোকমুখে অবগত কাশ্মীর-অধিপ,
অবহেলা করেন তোমায় নরপতি।
শুনি ভগ্নীর দুর্গতি,
প্রতিবিধানের হেতু সুসজ্জিত তিনি।
সর। কে দিল এ হেন সমাচার?
সত্বর পাঠাও দূত ভ্রাতার সম্মুখে—
কুজনে কহেছে মিথ্যা কথা।
জানাও মিনতি—
কনোজ-ভূপতি অরি মম।
অস্ত্র ধরি বিরুদ্ধে তাহার
নিষ্কণ্টক করুন আমায়।
বলো তাঁরে এ কথা নিশ্চয়,
হয় যদি অনিষ্ট রাজার
কভু প্রাণ ধরিতে নারিব—
শীঘ্র দূত করহ প্রেরণ—
নিবারণ করহ বিগ্রহ।
জানি আমি পতির স্বভাব,
রণোল্লাসে নাচে তাঁর প্রাণ।
বাধিলে সমর, শত্রুমাঝে করিবে প্রবেশ;
বড় অভিমানী, শত্রুদম্ভ সহিতে নারিবে,
কি জানি বিগ্রহে যদি ঘটে অমঙ্গল।
নহে, মন্ত্রি! পাঠাও আমায়,
ধরি গিয়ে ভ্রাতার চরণ—
সমরে বিরত করি।
শিব। উদ্বিগ্ন হ'য়ো না মাতা!
যাও গৃহে, যুক্তিমত করিব যা হয়।
সর। ভূপতিরে দিও না সংবাদ,
বাধিবে বিবাদ,
এ সংবাদে মহারুষ্ট হবেন ভূপাল
নিশ্চয় বাধিবে রণ, ফিরাতে নারিবে।
শীঘ্র কর যেবা যুক্তি হয়।
দেবীর মন্দিরে আমি করিব প্রবেশ,
পেলে শুভ সমাচার, আসিব বাহিরে
যাও মন্ত্রি! বিলম্বে বিপদ হবে।

[রাজ্ঞীর প্রস্থান।

শিব। (স্বগত) এ রাজ্যের শুভ কি সম্ভব? আহা! রাজলক্ষ্মীর এরূপ অপমান! মা আমার সাক্ষাৎ দেবী, এরূপ পতিভক্তি শিবানীর শুনেছিলাম, আর এই প্রত্যক্ষ দেখলেম। রাজকার্য্যে আমাদের অন্তঃকরণ শুষ্ক, আমার চক্ষেও জল আস্ছে।

[শিবরামের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—নদী-তীর—নদীতে বজরা
অলর্ক, মাধব তীরে দণ্ডায়মান—
উজ্জ্বলা ইত্যাদির বজরায় আগমন

অলর্ক। মাধব! ওদের ডাক! ময়ূরপঙ্খী ঘাটে আন্‌তে বল। আমি গান শুন্‌বো—আমার বড় মিষ্টি লাগছে।

কীর্ত্তন

সখি নাহি জানিনু সোহি পুরুষ কি নারী—
রূপ লাগগৈ হৃদয় হামারি।
না বুঝিনু কাঁহে, পরাণ চাহে,
তাহে নিরখিব সাধ সখি!
পিয়ারা বিন্ প্রাণ কাঁদে সখি!
পিয়াসী সখি মেরি আঁখিরে,
কাঁহা মিলব, বনে বনে ঢূঁড়ব,
মনচোরা বনচারী।

মাধব। এই যে ঘাটের দিকেই আস্‌ছে।

অলর্ক। মাধব! তুমি আমায় গানটা বুঝিয়ে দাও। আমার বড় মিষ্টি লাগছে।

মাধব। আমার বোধ হয়, কোন নাগরী তার নাগর অদর্শনে গাচ্ছে। তার সখীকে বল্‌ছে, তারে আমি দেখেছি, সে পুরুষ কি নারী আমি জানি না।

অলর্ক। কেন, কেন, চিন্‌তে পারে নি!

মাধব। দেখ, এ নাগরী প্রেমিকা, পুরুষ-নারীর প্রণয়ে স্বার্থ আছে; কিন্তু এ নিষ্কাম প্রেম—এতে সে স্বার্থ নাই। তাকে দেখ্‌তে চায়—কেন তা জানে না।

অলর্ক। কৈ মাধব, এল না?—আবার গান গাইতে বল না।

মাধব। আস্‌ছে, উতলা কেন?

অলর্ক। হ্যাঁ, গানের অর্থ কি বল্‌ছিলে?

মাধব। অর্থ আর কিছুই নাই,—নাগরী তার নাগরকে চায়, কেন তা জানে না। যদি এমন প্রেমিক কেউ হ'তে পারে, তবেই যথার্থ আমোদ। সে আমোদে আর বিরাম নাই—দুঃখে সুখে সকল অবস্থাতেই তার আমোদ।

অলর্ক। দুঃখে আমোদ হবে কেমন ক'রে?

মাধব। সুখ দুঃখ বাহ্য অবস্থা বৈ ত নয়! লোকে দেখ্‌ছে সুখ, লোকে দেখ্‌ছে দুঃখ। আমোদ প্রাণে, এ আমোদের নিরবচ্ছিন্ন নাম আনন্দ।

অলর্ক। মাধব! আমায় আনন্দ শেখাও; আমোদ আর ভাল লাগে না।

মাধব। আনন্দ শেখান যায় না—শিখতে হয়। তুমি যেমন জন্মাবধি রাজা, যে প্রেমিক, সে জন্মাবধি প্রেমিক। আমি প্রেমিক নই—প্রেম জানি না, কিন্তু শুনেছি, যে প্রেমিক, সে কারুর প্রাণে ব্যথা দিতে পারে না।

অলর্ক। মাধব, প্রেমিক কি হওয়া যায় না?

মাধব। যদি কারুর প্রাণে ব্যথা না দিতে অভ্যাস কর, ক্রমে প্রেমিক হ'লেও হ'তে পার।

অলর্ক। চুপ কর, বুঝি আবার গান গাচ্ছে।

কানাড়া-মিশ্রিত—কীর্ত্তন

হেরি চম্পক-কলি পড়ে ঢলি ঢলি
আমা বিনে সে কি জানে?
চাঁদ নিরখি, ভাসে দুটি আঁখি,
ফিরে ফিরে চায় চাঁদের পানে।
মনোমোহনে, আন যতনে,
কেঁদে ফিরে গেছে অভিমানে
না হেরে আমায়, লুটায় ধরায়,
তার প্রাণ জানি ত প্রাণে প্রাণে।
ও লো যেমতি সজনি, আমি পাগলিনী,
প্রবোধ মন না মানে।
মরম ব্যথায়, আছে সে কোথায়,
কাজ কি ছার মানে!

অলর্ক। থাম্‌লো কেন? থাম্‌লো কেন? আবার গাইতে বল।

মাধব। ওরা আসুক, তুমিই গাইতে ব'ল এখন।

অলর্ক। আহা! এমন গান ত কখন শুনি নাই—কি যেন বল্‌চে—এর অর্থ কি মাধব?

মাধব। আমার বোধ হয় কোন নায়িকা মান করেছিল।

অলর্ক। কেন? মার খেয়েছিল?

মাধব। তোমার কি বোধ হয়, মার খেয়ে পাগলিনীর মত হয়েছিল?

অলর্ক। জানি নি, তাই ত জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। জান ব'লে তোমার ভারি জাঁক! ব'লে দাও না, ব'লে দাও না—সত্যি, মান করেছিল কেন?

মাধব। প্রেমে কথায় কথায় মান—কথায় কথায় কাঁদা। যে প্রেম না করেছে, সে মান কি, তা জানে না—আর যে জানে, সে কেন মান করে, তা বল্‌তে পারে না।

অলর্ক। কি কি? গানটা কি? 'চম্পককলি' কি?

মাধব। নায়িকা বল্‌ছে—"সখি, চাঁপার কলির বর্ণ দেখে আমাকে তার মনে পড়তো—চাঁদ দেখে আমার মুখ মনে পড়তো—কেঁদে অধীর হতো, সে আমা বই জানে না। আমি মান ক'রে কথা কই নি—সে অভিমান ক'রে চলে গেছে। সখি, তাকে আন, সে কত কাঁদছে, আমি আপনার প্রাণে বুঝতে পাচ্ছি।"

অলর্ক। কেমন ক'রে বুঝতে পারছে?

মাধব। দুজনের মন মিলে এক হ'লে প্রেম বলে—যখন এক প্রাণ হ'ল, তখন আপনার প্রাণ কাঁদ্‌লেই বুঝতে পারে যে, তার প্রাণ কাঁদ্‌ছে।

অলর্ক। মাধব! একি সত্য, না টপ্‌পার প্রেম?

মাধব। সত্যি না হ'লে মান হয় না।

অলর্ক। মাধব! কারুর সঙ্গে এক প্রাণ ক'রে দাও না! ঐ আস্‌ছে ওরা? মাধব, এর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমার কথা কইতে লজ্জা কর্‌ছে?

মাধব। আপনি কে?

উজ্জ্বলা। আমি বিদেশিনী।

অলর্ক। মাধব, মাধব! এমন কথা জিজ্ঞাসা কর, যাতে অনেকক্ষণ কথা কয়।

উজ্জ্বলা। আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি?

অলর্ক। মাধব তুমি বল, আমরাও বিদেশী।

মাধব। পরিচয় এঁর কাছে শুনুন, ইনিও বিদেশী।

উজ্জ্বলা। ভাল, বিদেশী, একটা কথা ক'ন না কেন, উনি কি বোবা বিদেশী? কথা কচ্চেন না কেন?

অলর্ক। মাধব, উত্তর দাও না?

মাধব। বল্‌ছেন, এত লোকের সামনে কথা কব না, আপনি নিকটে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা কবেন। আমি আসি, আপনারা কথা কন।

[মাধবের প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। কি গো বিদেশি! কি কথা বল্‌বে বল?

অলর্ক। তুমি কি গান কর্‌ছিলে? পুরুষ কি নারী, কি বল্‌ছিলে?

উজ্জ্বলা। গান গাইব?

অলর্ক। না, না, তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও।

উজ্জ্বলা। এই, তোমায় দেখে আমার মনে হচ্চে তুমি পুরুষ কি নারী। আমার মনে হয়, তুমি আমার সঙ্গে থাক।

অলর্ক। সত্য বল্‌ছ?

উজ্জ্বলা। আমার সঙ্গে চল ত বুঝতে পারবে।

অলর্ক। আর যদি না যাই?

উজ্জ্বলা। আমি যেমন ভেসে বেড়াচ্ছি, তেমনি ভেসে বেড়াব, আর কেঁদে কেঁদে গান গাব।

অলর্ক। আমিও কি কাঁদবো?

উজ্জ্বলা। তুমি কাঁদ্‌বে কেন?

অলর্ক। তুমি কাঁদ্‌বে কেন?

উজ্জ্বলা। আমি কাঁদ্‌বো কেন? তোমায় বল্লে কি বুঝতে পারবে?

অলর্ক। তুমি বল, আমি বুঝতে পারব, না পারি, মাধবকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব।

উজ্জ্বলা। এ জিজ্ঞাসা ক'রে বুঝতে পারবে না। বোঝ আর না বোঝ, বলি—আমি তোমায় ভালবাসি।

অলর্ক। ভালবাস?

উজ্জ্বলা। ভালবাসি।

অলর্ক। কেন ভালবাস?

উজ্জ্বলা। যদি কেন ভালবাসি জান্‌বো, তবে ভালবাস্‌বো কেন?

অলর্ক। ভালবাস্‌লে কি হয়?

উজ্জ্বলা। তাকে দেখতে ইচ্ছা করে, তার সঙ্গে বাস কর্‌তে ইচ্ছা করে—না দেখ্‌লে প্রাণ কাঁদে।

অলর্ক। আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি দেখ্ছি। (চক্ষু বুজে দেখা)—দেখ, তুমি চ'লে গেলে কাঁদব কি না, বল্‌তে পারি না। আমি স'রে গিয়ে চোক বুজে দেখলেম, তোমায় দেখতে ইচ্ছা কর্‌ছে, তোমার নিকট থাকতে ইচ্ছা কর্‌ছে, তবে কি আমি তোমায় ভালবাসি?

উজ্জ্বলা। তুমি ভালবাস আর না বাস, আমি ত প্রাণে প্রাণে বুঝ্ছি, তুমি আমায় ভালবাস।

অলর্ক। আচ্ছা, তুমি ঐ "প্রাণে প্রাণটা" বুঝিয়ে দাও, তা হ'লে, আমি তোমায় ভালবাসি কি না, ঠিক বল্‌বো।

উজ্জ্বলা। তোমার মনে কি হয়? আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব?

অলর্ক। পার্‌বে না?

উজ্জ্বলা। তুমি বল দেখি, পার্‌ব কি না?

অলর্ক। আচ্ছা, আমি বল্লেম, না।

উজ্জ্বলা। এই ত বুঝেছ?

অলর্ক। আমি একটা আন্দাজি বুঝেছি।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, তুমি আমায় না দেখে থাক্‌তে পার্‌বে?

অলর্ক। তোমায় ত বল্লেম, না।

উজ্জ্বলা। তবে আমি তোমায় না দেখে থাক্‌ব কেমন ক'রে, ঠিক করে বুঝে দেখ।

অলর্ক। দেখ, আমি এই মাধবকে না দেখে থাক্‌তে পারি না। মাধবও বলে, আমায় না দেখে থাক্‌তে পারে না, কিন্তু একবার কোথায় চ'লে যায়, আমার বড় রাগ হয়, মনে করি, এবার এলে কথা কইব না।

উজ্জ্বলা। আমারও মনে হয়, যদি তুমি আমার কাছে না থাক, তা হ'লে আর তোমার সঙ্গে কথা কব না। আমার মনে হয়, তুমি সেধে এসে কথা কবে।

অলর্ক। ঠিক বলেছ। আমার ঠিক তাই মনে হয়, মাধব এসে সেধে কথা কবে, আমি দেখেছি, ও সেধে কথা কয়।

উজ্জ্বলা। এই ত "প্রাণে প্রাণে" বুঝতে পার।

অলর্ক। কিন্তু তোমায় বুঝতে পাচ্ছি না।

উজ্জ্বলা। না বুঝতে পার, আমি চল্লেম, যখন সেধে কথা কয়ে আস্‌বে, তখন আস্‌ব।

অলর্ক। না, না, যেও না, আমি বুঝেছি; আর আমি যদি চ'লে যাই, তুমি সেধে কথা কইবে?

উজ্জ্বলা। তুমি ত কথা কচ্ছিলে না, আমিই ত সেধে কথা কইলাম।

অলর্ক। দেখ, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, আমায় তুমি শিখিয়ে টিকিয়ে দিও, আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো।

উজ্জ্বলা। তবে এস।

অলর্ক। চল।

উজ্জ্বলা। না—চল, তোমার সঙ্গে যাই।

অলর্ক। তাই এস,—তাই এস।

উজ্জ্বলা। কিন্তু তোমার সঙ্গে একলা থাক্‌ব?

অলর্ক। রাতদিন তোমার কাছে থাক্‌ব?

উজ্জ্বলা। নইলে কোথা যাবে?

অলর্ক। আমি যে ভাই রাজা, আমায় যে রাজকার্য্য দেখ্‌তে হবে।

উজ্জ্বলা। যখন তোমায় দেখেছি, তখনই আমি বুঝেছি যে, আমার অদৃষ্টে কান্নাই সার। তুমি রাজা জান্‌লে, আমি তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তেম না।

অলর্ক। বিদেশিনি, তোমার তায় ক্ষতি কি?

উজ্জ্বলা। রাজা! রাজকার্য্যই জান,—প্রেমের কি জান?

অলর্ক। আমি ত তোমায় বল্‌ছি, আমি জানি না। আমায় তুমি শিখিয়ে দিও। তুমি যা বল্‌বে, আমি শুন্‌ব; যদি রাজা হ'লে প্রেমিক না হওয়া যায়, আমি রাজ্য চাই না। আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, কেন আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। বোধ করি, রাজ্য থাক্‌তে প্রেমিক হ'তে পার্‌ব না। মাধব বলে যে প্রেমিক, সে কারুর প্রাণে ব্যথা দিতে পারে না। রাজা হ'লে কারুর না কারুর প্রাণে ব্যথা দিতেই হয়। দেখ—আমি রাজা হয়ে অনেক রকম আমোদ করেছি, সকল আমোদই আমার তিক্ত হয়েছে। মাধব বলে, প্রেমিকের আমোদ তিক্ত হয় না। যদি তুমি আমায় প্রেম শিখাও, আমি রাজ্য চাই না। তোমার গানগুলি বুঝতে পারি বা না পারি, শুন্‌লে আমার মনে একটা আনন্দ হয়। মাধব বুঝিয়ে দিলে শুন্‌লেম; কিন্তু তোমার গান শুনে যেমন হয়েছিল, তেমন আর হলো না। প্রেমিক হ'তে পার্‌বো কি না ভাবছি!

উজ্জ্বলা। পারি হারি ভেব না, তা হ'লে প্রেমিক হ'তে পার্‌বে না। আমি পারি হারি—আজ থেকে আমি তোমার।

অলর্ক। আমিও হারি কি জিতি, আজ থেকে আমি তোমার। আমি তোমায় প্রাণ বিলালেম,—তবে এস।

উজ্জ্বলা। চল।

অলর্ক। তোমার ময়ূরপঙ্খী কোথায় থাকবে?

উজ্জ্বলা। তোমার রাজ্য কোথায় থাক্‌বে?

অলর্ক। এ সব তো সভার কথা না,—মিছে কথা না?

উজ্জ্বলা। এখনও সাবধান! মিছে বোধ হয়, সঙ্গ নিও না।

অলর্ক। মিছে হয়, সত্য হয়, তুমি আমার—এস। তোমার নাম কি?

উজ্জ্বলা। উজ্জ্বলা।

অলর্ক। উজ্জ্বলা! মাধব ঠিক বলেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

মাধব, মাঝি ও সোহাগীর প্রবেশ

মাধব। ওরে মাঝি, তোর যাত্রী গেল কোথা?

মাঝি। রহাতো।

মাধব। ওরে আবাগের বেটা 'রহাতো' আমিও জানি, এখন গেল কোথা?

মাঝি। কাঁহা গিয়ল হৈ?

মাধব। কোথায় গিয়েছে জানিস্?

মাঝি। হাঁ ত, হিঁ ত রহা, চল গিয়া হুঁই?

মাধব। তোদের ভাড়া পেয়েছিস্?

মাঝি। পহিলে ত বাৎ হুইথি, চার রুপেয়া মিলব; আউর খোরাকীবি দেনেকো বাৎ রহি। হাম ত চার রুপেয়া মাঙা, ওত সহি কিহেন?

সোহা। হাঁ গা, কোথা গেল গা?

মাধব। তোমায় কিছু বলে যায় নি?

সোহা। ও মা বলে কি, আমি মিছে কথা কচ্ছি? সে কি তেমন মেয়ে, ব'লে যাবে গা?

মাধব। বটে, সে পুরুষমানুষটির সঙ্গে চ'লে গেছে বুঝি?

সোহা। না বাছা, আমি অত জানি নে, নৌকায় ব'সে আছি এই পর্য্যন্ত।

মাধব। আশ্চর্য্য! রাজা একবারও আমায় খুঁজলেন না। যাক্, তবে মাগীই নিয়ে গেছে।

[মাধবের প্রস্থান।

রাজদূতের প্রবেশ

দূত। নৌকায় যাঁরা আছেন, আসুন, মহারাজ ডাক্‌ছেন। ওরে মাঝি! তোদের ভাড়া নে। (ভাড়া প্রদান) [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—বুনোপাড়া

মাধব ও চোরগণের প্রবেশ

মাধব। তো বেটাদের চৌদ্দপুরুষে চোর নয়। সেদিন অমন করে দোরের খিল খুলে রেখেছিলাম, বেটারা বলে, "পাহারা ছিল যে।"

১ চো। আজ্ঞে, আমরা ছেলেমানুষ, এখনও আমরা ভাল শিখিনি, তবে বাপ-পিতামহের কাজটা ছাড়া ভাল নয়, তাই।

মাধব। কুঁদো কুঁদো মদ্দ পাহারা দেখে ভয় পায়। পাহারাওয়ালা বুঝি জেগে থাকে? তবেই তুই বাপ-পিতামহের নাম রেখেছিস্। রাজার বাড়ীর পাহারা বন্দুক ঘাড়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুবে, আর সুড়ুৎ ক'রে খাজাঞ্চীখানায় ঢুক্‌বি।

১ চো। মশাই! জমাদার শালা যে বেজায় হাঁক্ মারে।

মাধব। হাঁক মেরে কি বলে তা জানিস্? বলে, "হাঙ্গামায় কাজ নেই, যে যার মাল নিয়ে সর—আমি যাচ্ছি।"

২ চো। হুজুর, আপনার বাপ দাদার নাম কি? আপনারা মস্ত ঘরওয়ানা। আপনার বাপ দাদা ঢের খাজনা লুঠেছেন।

মাধব। আমি মস্ত ঘরওয়ানা তা কি জানিস না? আমার বাপ চোর-চূড়ামণি, আমার খাবার দৈববিদ্যা—ছেলেবেলা থেকে জানিস, প্রথমে খাবার চুরি—

২ চো। যার তার ভাত খেতো না কি?

মাধব। কি কর্ত্তো, সেই বেটাই জান্‌তো। শোন্ না, যখন একটু মানুষের মতন হলো, ঘাট থেকে মেয়েদের কাপড় চুরি কর্ত্তো।

১ চো। বাঃ! অমন ক'রে শিখতে হয় বই কি! তারপর?

মাধব। তার পর আর কি, লোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

১ চো। খুব খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল আর কি! কখন ধরাটরা পড়েছিলেন?

মাধব। কতবার! ছেলেবেলায় মায়ে বেঁধে শাসিত কর্‌তে পারে নি, আর কত লোক যে কয়েদ ক'রে কত রকম খাটিয়ে নিয়েছে; কেউ ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়েছে, কেউ দরওয়ানী করিয়েছে, কেউ খুদ খাইয়েছে, এক মাগী পায়ে ধরিয়ে খৎ লিখিয়ে নিয়েছিল। ঐ দোষ ছিল, যাকে তাকে ধরা দিতেন, আবার ছাড়া পেলে, যে জাঁহাবাজ, সেই জাঁহাবাজ।

১ চো। আরে শুনচিস্ মরদ বাচ্ছা।

২ চো। তার নাম কি ছিল গা?

মাধব। বাবার কথা ঢের কথা। ওরে আমার বাপের গুণের কথা তোদের কি বল্‌বো; চার মুখে কি পাঁচ মুখে তা শেষ কর্‌তে পারে না। তিনি চোরচূড়ামণি বটে, সরলও বটে, তিনি রাজরাজ্যেশ্বর বটে, কিন্তু দীনের দীন হীনের হীনও বটে। তাঁর একটি নাম দীননাথ। যে দীননাথ ব'লে ডাকে, এম্‌নি নামের গুণ, তার দিন সুখে যায়।

১ চো। মশাই! ভাবটা বুঝিয়ে দিন্—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

মাধব। তাঁর ভাব কোটিকল্প চিন্তা ক'রে কেহ বুঝতে পারে না, তবে কেউ যদি সোণাকে ধূলা জ্ঞান করে, পরস্ত্রীকে মা ভাবে, কেউ যদি আপনাকে দীন বিবেচনা করে, তবে সেই দীননাথের কৃপায় বুঝতে পারে। যাক্, রাজা আজ অন্দরে যাবেন না, জহরৎখানার চাবি খোলা থাক্‌বে, আমি সিপাই বেটাদের ধুতরা দিয়ে সিদ্ধি দেবো এখন, নিশ্চিন্তে যা'স্।

২ চো। আপনাকে পান খেতে কি দিতে হবে?

মাধব। এবার কিছুই নয়; এবার যা লুঠবি, গরীব টবিবকে খাইয়ে দিবি, ফিরেবার বখরা হবে। ব্যবসাও চালান চাই, ধর্ম্মও চাই।

১ চো। তা বটেই ত, ঘরওয়ানার কথাই এই।

মাধব। কিন্ত যদি একটা কৌটা পা'স, রাজা যে কৌটাটি পূজা করে,—সেই কৌটাটি আমায় দিতে হবে।

১ চো। বখরা নিলে কি আপনার বাবা রাগ কর্‌বেন? আপনি যে বল্‌লেন, সোণাকে ধূলা দেখতে হয়।

মাধব। আমি আমার বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা কচ্চি, যদি সোণাকে ধূলো জ্ঞান না করি, তা' হ'লে ত বুঝতে পার্‌ব না!

২ চো। তিনি কি বেঁচে আছেন গা?

মাধব। কেউ বলেন আছে, কেউ বলেন না।

২ চো। আপনি বেটা, আপনি বল্‌তে পারেন না?

মাধব। আমি ত বলেছি, তাঁর ভাব বোঝা যায় না, তোরা যা।

[চোরগণের প্রস্থান।

কাশ্মীরদূতের প্রবেশ

দূত। আপনি কে?

মাধব। আপনি যাঁরে খোঁজেন সেই!

দূত। আমি কাকে খুঁজি, আপনি কেমন ক'রে জানলেন?

মাধব। জান্‌লেম এই জন্যই—আপনি যে এমন সময় এইখানে এসেছেন, সে আমার পত্র পেয়ে, তা না হ'লে কাশ্মীররাজের বিশ্বাসী দূত চাঁড়াল-পাড়ায় একা চুপি চুপি কি চোরাই মাল কিন্‌তে এসেছেন? এখনও সন্দেহ থাকে, আমি আরম্ভ করি। আমি যুদ্ধ করতে বারণ কচ্চি কেন,—যদি সহজে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তা হ'লে কতকগুলি মানুষ মেরে দরকার কি?

দূত। সে কিরূপ?

মাধব। বলি, রাজাকে ধরা নিয়ে বিষয় ত?

দূত। মন্ত্রী যদি যুদ্ধ করে?

মাধব। যাতে না করে, তার উপায় আমি কর্‌ব। আগে রাজাকে ধরুন, তার পর কাটাকাটি আবশ্যক হয় কর্‌বেন।

দূত। আপনি বলুন, কি উপায়ে ধ'রে দেবেন।

মাধব। এখন শুনে কাজ কি? এক পক্ষ অপেক্ষা কর্‌লেই জান্‌তে পার্ব্বেন। এর ভিতর কার্য্যসিদ্ধি না হয়, যুদ্ধ কর্‌তে আস্‌বেন।

দূত। ভাল, আমরা এক পক্ষ অপেক্ষা কর্‌ব—এক পক্ষ মাত্র।

মাধব। যথেষ্ট, তা হ'লেই হবে, আপনি এখন আসুন।

দূত। (স্বগত) আবার কার অপেক্ষা কর্‌-ছেন? বোধ হয়, একটু পূর্ব্বেই দু'জন চাঁড়ালের সঙ্গে কি পরামর্শ কর্‌ছিলেন। লোকটা কি? সাদাও বটে, চক্রীও বটে। কিছুই ত বুঝতে পাচ্চি না।

মাধব। কি ভাবছেন?

দূত। দেখুন, আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, আপনার উপর বিশ্বাস ক'রে এক পক্ষ অপেক্ষা কর্‌ব।

মাধব। আমায় অপ্রস্তুত বুঝছেন কিসে?

দূত। ভাল, দেখা যাক্‌। আপনাকে একবার মহারাজের সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে।

মাধব। দুই এক দিনের মধ্যে মন্ত্রীকে নিয়ে সাক্ষাৎ কর্‌ব; তিনি সসৈন্যে মহাবনে অবস্থিতি কর্‌ছেন, আমি জানি।

দূত। (স্বগত) এ কি কোন মায়াবী! সকল সংবাদ অবগত। (প্রকাশ্যে) দেখুন, "ফলেন পরিচীয়তে।"

মাধব। সেই ভাল, যদি আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে দেখেন যে, আমি কি কর্‌ছি, তা হ'লে একটু গোলমাল বেধে যাবে। এক পক্ষ চোখ কাণ বুজিয়ে দেখুন গে।

[দূতের প্রস্থান।

তিন জন ফকিরের প্রবেশ

১ ফ। প্রভো! আপনার দেশ জুড়ে সুখ্যাতি বেরিয়েছে।

মাধব। যে কার্য্যে হস্তার্পণ করেছি, যদি প্রভুর ইচ্ছায় সফল হই, গোলোকে দুন্দুভি বাজবে। ভাই রে! তোমরা আমার প্রতি চরম কৃপা রেখো, সংসার-সংসর্গে আমি জরজর—তোমাদের কৃপা হ'লে আমাকে কলঙ্কিত কর্‌তে পার্‌বে না।

১ ফ। প্রভু কি বলেন, এতে যে আমাদের অপরাধ হয়?

মাধব। তোমাদের কার্য্য অবসান হয় নি!

২ ফ। আপনার চরণ-আশীর্ব্বাদে ও কৃষ্ণের কৃপায় সকল কার্য্যেই প্রস্তুত আছি, আপনার আজ্ঞায় বেশ্যাকে নাম-গীত শিখিয়েছি, এখন যদি স্বয়ং কলির নিকট যেতে বলেন, তাতেও প্রস্তুত।

মাধব। চল, আমার কার্য্য আছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—উজ্জ্বলার নৃত্যগৃহ

বালকবেশে সরস্বতী ও সোহাগীর প্রবেশ

সোহা। তুমি কে?

সর। আমি অনাথা, আমার বাপ মা আমায় বেচে গিয়েছে; যার কাছে বেচেছে, সে আমায় জায়গা দেয় না, আমি আশ্রয় খুঁজচি, শুনেছি, এই স্থানে এক রাজরাণী আছেন, তাঁর কাছে শরণাপন্ন হয়েছি।

সোহা। তুমি তবে বিদেশী?

সর। হ্যাঁ।

সোহা। দেখ, তোমার মুখ দেখে বোধ হয়, তুমি কোন রাজপুত্র, ছল কোরে নফর সেজে এসেছ।

সর। ছল কি? আমায় কেহ ছল শেখায়নি।

অলর্ক ও উজ্জ্বলার প্রবেশ

উজ্জ্বলা। এটি কে?

সোহা। চাকর, থাক্‌তে এসেছে, বড় মজার লোক; বল্‌ছিল, আমায় ত কেউ ছল শেখায় নি।

উজ্জ্বলা। কি গো, তোমায় কেউ ছল শেখায়নি।

সর। আপনি কি রাণী?

উজ্জ্বলা। না।

সর। তবে আপনাকে বল্‌ব না।

অলর্ক। উনি রাণী, বল না।

সর। আমি ছল শিখি নি, যেখানে ছলনা, সেখানেও থাকি নি। মনের আনন্দে থাক্‌তে চাই, আর কিছুই চাই নি।

অলর্ক। তুমি হেথায় এসেছ কেন?

সর। আনন্দে থাক্‌বো ব'লে।

উজ্জ্বলা। কেন? তোমার নাম কি?

সর। আমার নাম "বিষাদ"

উজ্জ্বলা। এ কি নাম?

বিষাদ। এটি আমার সাধের নাম, দিন কতক আপনাদের কাছে থাক্‌লেই বুঝতে পার্‌বেন।

উজ্জ্বলা। ভাল বিষাদ, তুমি কি কিছু কাজ জান?

বিষাদ। আমি নাচতে জানি, গাইতে জানি, আর প্রেমিক লোকের সেবা জানি। শুনেছি, আপনারা প্রেমিক, আমি সেবা কর্‌তে এসেছি।

উজ্জ্বলা। প্রেমিকের সেবা জান, আর কারো সেবা জান না?

বিষাদ। না, অপ্রেমিকের সেবা কর্‌তে পারি নি। আমার বড় কোমল প্রাণ, আমার সেবাও কোমল। অপ্রেমিকের নিকট সে সেবার আদর হবে না।

অলর্ক। তুমি এ বয়সে এত শিখলে কোথা?

বিষাদ। ঠেকে শিখেছি।

অলর্ক। বাঃ ছোক্‌রা! তুমি প্রেমিক না কি?

সর। আজ্ঞা হ্যাঁ। আমি যার সঙ্গে প্রেম করেছিলাম, সে আমার পানে ফিরে চাইলে না, অনেক ক'রে তারে পেলেম না, তাই মনে ভেবেছি, যখন প্রেম ক'রে সুখী হ'তে পার্‌লেম না, যদি প্রেম দেখে সুখী হ'তে পারি।

উজ্জ্বলা। সোহাগি! এ কে? তুই সাজিয়ে এনেছিস্‌ না কি?

বিষাদ। না, আমি আপনি সেজে এসেছি।

অলর্ক। (আংটী দিয়া) এই নাও।

বিষাদ। ধনের কাঙ্গাল নহি হে ভূপাল!
প্রেমের কাঙালী আমি।
প্রেমিক সুজন, করি আকিঞ্চন,
প্রেমিকের অনুগামী॥
আশ্রয়বিহীন, ভ্রমি দেশে দেশে
পুরে যদি মনোআশ।
প্রেমিকে হেরিয়ে, জুড়াইব আঁখি,
প্রেমিকের হব দাস॥
প্রেমিক প্রেমিকা তোমরা উভয়ে,
লোকমুখে শুনি বাণী।
কৃপা ক'রে সাথে, রাখ যদি দাসে,
জনম সফল মানি॥

উজ্জ্বলা। মহারাজ যে বলেন, মাধবই রসিক, আর কেউ লোক নেই; দেখ দেখি, এই ছেলেটির কেমন মিষ্ট কথা!

অলর্ক। কেন, তোমার মন ভুলেছে না কি?

উজ্জ্বলা। তোমার মতন পাথরে গড়া মন নয়, আমাদের মন সোজায় ভুলে যায়।

অলর্ক। দেখ, যেন শেষে আমায় কাঁদিও না।

উজ্জ্বলা। মনে করি ত কাঁদাই। তা পাথর ফুঁড়ে জল বেরুলে তবে ত তুমি কাঁদবে? ছোকরা! তুমি আজ থেকে এখানে থাক; তুমি যা চাও, তোমায় দেবো, আর কোথাও যেও না।

বিষাদ। চকোর যদি চন্দ্রালোক পায়, আর কোথাও কি যেতে চায়?

সোহা। বাঃ বাঃ! তোমার এই বয়সেই এত, আরো ত বয়েস আছে।

বিষাদ। তুমি যদি প্রেমিক হও, তা হ'লে কথা কব; নইলে আমি কথা কবো না।

সোহা। কি! রাজা রাণী দেখে এখন আমায় মনে ধর্‌ছে না নাকি? আমি না থাক্‌লে রাজা রাণী পেতে কোথা?

বিষাদ। এখন ত পেয়েছি, আর তোমায় ভাল লাগছে না।

সোহা। তুমি যে গাইতে জান বল্লে, তা গাইলে না?

বিষাদ। রাণী বলেন ত গাই।

উজ্জ্বলা। কই, গাও!

বিষাদ। আমি অমন গাইতে পারিনি—আপনারা দু'জনে গলা ধরাধরি ক'রে বসুন, আমি দেখি আর গাই।

উজ্জ্বলা। তুমি অমনিই গাও না।

সোহা। এইবার বেশ বলেছে ত? তোমরা কেন ব'স না।

উজ্জ্বলা। দূরে মড়া!

বিষাদ। না বস্‌লে আমি গাইব না, পছন্দ হয় রাখবেন, না পছন্দ হয়, তাড়িয়ে দেবেন।

অলর্ক। আচ্ছা, এস-না, গাই যাক্‌, দেখি না কি করে, বড় তৈয়ারী ছেলে।

বিষাদ। গীত

বেহাগ—ভরতঙ্গা

চাও চাও মুখ ঢেক না সরম সবে না।
চ'খে নাও মুখের ছবি,
ভাঙ্গলে যুগল ভাব রবে না॥
যে ভাব যার উঠছে মনে,
দেখ সে ভাব চাঁদবদনে;
চ'খে চ'খে চাও না দু'জনে,
না হ'লে আঁখির মিলন,
মরম-কথা কেউ পাবে না॥

এক জন দাসীর প্রবেশ

দাসী। ওগো, মাধব আস্‌ছে।

উজ্জ্বলা। সোহাগি! সোহাগি! আমরা চল্লুম। তুই বলিস্‌, রাজা হেথা নাই, আর আমার অসুখ করেছে। এস মহারাজ! এস্ ছোক্‌রা, আমি দোর দিয়ে যাই। খবরদার, বলিস্‌নে রাজা আছে, যত শীঘ্র পারিস্‌, তাড়িয়ে দিবি।

[অলর্ক, উজ্জ্বলা ও বিষাদের প্রস্থান।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। কি সোহাগি! চুপ ক'রে ব'সে রয়েছ যে?

সোহা। দাঁতের যে শুলুনী ধরেছে!

মাধব। আ মরি, মরি, ওগুলি প'ড়ে গেলেই আপদ যায়, আর বয়স ত হ'লো।

সোহা। আর আপনি খোকা আছেন নাকি?

মাধব। তোমার হিসাবে ছেলেমানুষ বই কি?

সোহা। আ মরি! তুলোয় ক'রে দুধ খান!

মাধব। তুমি পাহারায় আছ না কি? দোর ছাড়বে না?

সোহা। কি বল বাপু! আমার এখন ভাল লাগে না, দাঁতের জ্বালায় মর্‌ছি।

মাধব। মর্‌বে না—তার ভাবনা নাই, আগে মাথার চুল পাকুক, দুটি চক্ষু অন্ধ হোক, পা দুটি ফুলুক, এ দাঁত-শুলুনীতে কি কইমাছের প্রাণ বেরোয়?

সোহা। আমি চল্লুম, তুমি ব্যাজ ব্যাজ কর।

মাধব। তুমি আঁচ্চ, আমাকে তাড়াবে না কি? আমি রাজার সঙ্গে দেখা না ক'রে নড়চি নি।

(নেপথ্যে) হে'লা সোহাগি! অত ক'রে ব্যাজ ব্যাজ করিস্ কেন? আমি এত ক'রে বল্লুম, আমার মাথা ধরেছে, তা গ্রাহ্য হ'ল না?

সোহা। ইনি রাজাকে এখানে খুঁজতে এসেছেন।

(নেপথ্যে) বল্‌ বাপু, এখন যান, রাজা-টাজা এখানে নাই, রাজা খুঁজতে এসেছেন তা এখানে কেন? সভায় যান না!

সোহা। না গো বাপু, উনি রাগ কর্‌ছেন, আপনি যান, মানুষের অসুখ-বিসুখ বোঝেন না?

মাধব। অসুখ আর বুঝিনি, তা না হ'লে আর এসেছি কি কর্ত্তে, দেখছি, কত দেরি, তা হ'লে ঠ্যাং ধ'রে টেনে বার কর্ব্বো, তোমরা অবীরে, আর ত কেউ নাই?

সোহা। ন্যাকাম কর্ত্তে এসেছ?

মাধব। জলজ্যান্ত রাজাটাকে ঘরে দোর দিয়ে রেখেছ, আর আমার হ'ল ন্যাকাম?

সোহা। এখন তুমি যাবে কি না? অপমান হবে।

মাধব। তোমাদের বাড়ীতে এসে যে মান বেড়েছে, তার উপর আর কি অপমান হবে? দুটো দূরে ছাই বল্‌বে, তা বল, আমি জানি, যখন ঢিল মেরেছি, তখন ছিটকে লাগবে।

সোহা। বেরুবে কি না বেরুবে বল?

মাধব। ওগো, তোমরা এস গো—এস গো রাজাকে গুম্ করেছে!

[মাধবের প্রস্থান।

উজ্জ্বলা, রাজা ও বিষাদের প্রবেশ

উজ্জ্বলা। কোথা গেল রে? ছড়া হাঁড়ির জল গায়ে দিতুম, দেখ না, আমাদের রাজার কি মান! চাকরের চাকরের যুগ্যিও নয়, যা ইচ্ছা তাই ব'লে গেল!

অলর্ক। এখন গেছে ত? আর রাগ ক'রে কাজ নেই, এস।

উজ্জ্বলা। না, আমার পষ্ট কথা, যদি আমায় চাও, তা হ'লে ওর মুখ দেখতে পাবে না।

অলর্ক। ও একটা পাগল, ওর উপর রাগ কেন।

উজ্জ্বলা। পাগল! ঠ্যাং ধ'রে টেনে বা'র কর; বল, ওর মুখ দেখবে না?

অলর্ক। না, দেখবো না, তাই হবে।

উজ্জ্বলা। না দেখবে না; আমি দরওয়ানকে ব'লেছি, এবার দোরে এলে গলা ধাক্কা দিয়ে বা'র ক'রে দেবে।

অলর্ক। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

[উজ্জ্বলা ও সোহাগীর প্রস্থান।

অলর্ক। এ কি বিপদ!

বিষাদ। গীত

পিলু বাঁরোয়া—দাদ্‌রা

প্রেমের এই মানা,
না হ'লে প্রেম ত রবে না।
পিয়া বিনে কারুর পানে চাইতে পাবে না॥
প্রেমে সদাই অভিমান,
প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ,
সয় না কথার টান,
প্রেম সরু সুতোয় বাঁধাবাঁধি,
বাতাসের ত ভর সবে না!

অলর্ক। তুমি সত্যি বলেছ, ওকে ঠাণ্ডা ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে এস,—বলো, মাধবের মুখ দেখবো না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—উজ্জ্বলার বিলাস-গৃহ

উজ্জ্বলা ও অলর্ক

উজ্জ্বলা। আমি আর দিনকতক দেখি, বনিয়ে চল ভালই, না হয় যে দেশের মানুষ, সেই দেশে চ'লে যাব, তোমার সঙ্গে যে পোষায়, এমন বোধ হয় না। তোমার রাজ্য আছে, মোসাহেব আছে, মন্ত্রী এসে নাকনাড়া দেন, তোমার সব রেখে তবে ত উজ্জ্বলা। আমি যেমন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তোমার কাছে এলেম! আমাদের অদৃষ্টের দোষ, তুমি কি কর্ব্বে বল!

অলর্ক। তোমার যে দেখছি কিছুতেই মন পাওয়া যায় না।

উজ্জ্বলা। তা বৈ কি, এখন বল্‌বে বৈ কি! এখন না কি হাতে পেয়েছ, যা বল্‌বার ব'লে নাও, যে খোয়ার কর্ত্তে হয় ক'রে নাও। যদ্দিন কপালের ভোগ আছে হ'ক্। তার পর তুমিই বা কে, আর আমিই বা কে। কত বড় বড় রাজারাজড়ার ঘর থেকে সম্বন্ধ আস্‌ছে, কোন্ দিন আমায় নাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

অলর্ক। দেখ, তুমি ওই কথাই তোল, তোমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করেছি যে, স্ত্রীর মুখ দেখবো না; আর বেও করব না। সভা থেকে জ্ব'লেপুড়ে এলেম, একটা মিষ্টি

কথা কও—একটা গান কর—তা নয়, খালি ঝগড়া। অমন কর ত আর আস্‌ব না!

উজ্জ্বলা। তা অনেক কাল বুঝেছি, তা অনেক কাল বুঝেছি। আমি থাক্‌তে চাই নে ভাই, আমি চ'লে যাচ্ছি। এ জন্মটা জ্ব'লে মলুম।

অলর্ক। দূরে হোক—এর নাম কি আমোদ? এ ছাই পিণ্ডি, এ কোথা থেকে ছেয়ে-পেত্নী নিয়ে এসেছি, ভ্যান ভ্যান্ প্যান্ প্যান্, এ দাও ও দাও, যা চাচ্ছেন, তা দিচ্ছি—যা বল্‌ছেন, তাই কর্চ্ছি—প্যান্‌প্যানানি আর ঘোচে না।

উজ্জ্বলা। আর বাক্যির জ্বালা দিও না, বাক্যির জ্বালা দিও না; কেন পুড়িয়ে মার্‌ছ? একেবারে কেটে ফ্যাল, ফুরিয়ে যাক্। এই জন্য কি আমি সব ছেড়ে এলেম?

অলর্ক। আচ্ছা, তুমি এখন প্যান্‌প্যান্ কর, আমি চল্লেম।

উজ্জ্বলা। যাবে, যাও না। আমি কি বারণ কর্চ্ছি? ধ'রে বেঁধে মানুষকে রাখবার দরকার কি? মন ত আর ধ'রে বেঁধে রাখা যায় না।

অলর্ক। তুমি কি বল? আমায় কি কর্ত্তে বল?

উজ্জ্বলা। তোমার যা ধর্ম্মে হয়, একটা মানুষ সর্ব্বত্যাগী হয়ে এল, তার কি হিল্লে কল্লে বল দেখি? তা বলি নি, চিরকাল বেঁচে থাক, কিন্তু যদি তোমার শরীরের ভদ্রাভদ্র হয়—তখন যে একটা অবলার জাতকুল খেলে, তার কি হবে? মনে কর, আমি যেন না বুঝেই এসেছি, তোমার কি এই উচিত?

অলর্ক। তোমায় যা আমি অলঙ্কার দিয়েছি, তার একখানা বেচলে রাজ্য কেনা যায়, তোমার বাড়ী দেখে রাজার ঈর্ষ্যা হয়। তুমি যখন যা বলেছ, তাই শুনেছি—যখন যা চেয়েছ, তাই দিয়েছি,—তোমার কথায় মাধবের সঙ্গে দেখা করি না, আর কি আমায় কর্‌তে বল?

উজ্জ্বলা। লোক দেখানে দিয়েছ, তোমার রাজ্যে ঘর,—কেড়ে নিলেই হবে।

অলর্ক। মনে করেছিলাম, তুমি প্রেমিকা, আমি প্রেমের কিছু জানি না বটে, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় বল্‌তে পারি যে, দুই প্রাণ এক হওয়ার নাম যদি প্রেম হয়, তা হ'লে একজনের মনে এত অবিশ্বাস থাক্‌লে কখন প্রেম হ'তে পারে না। ছি ছি, কলঙ্কহ্রদে ডুবে আমি কি এই আমোদ কিন্‌লেম, মুক্ত খুঁজতে পাঁক তুল্লেম!

উজ্জ্বলা। ওগো, আর বাক্যির জ্বালা সয় না—আর বাক্যির জ্বালা সয় না; একেবারে মেরে ফেল।

অলর্ক। দূর হ'ক—এখানে থাক্‌তে নাই।

[অলর্কের প্রস্থান।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। যে দেখালে ভ্রু, তারে দেখাও ভ্রু। রাজাকে অমনি ক'রে হাত কর্‌বে মনে করেছ? আমি মনে করেছিলাম, তোমায় রাজরাণী ক'রে দেব, তা তুমি রাজার কাছে আমায় শুদ্ধ পর কর্‌তে চাও। তোমার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

উজ্জ্বলা। আহা, কি রাজরাণী ক'রে দিয়েছ!

মাধব। আমার অপরাধ কি? আমায় দুষছ কেন? তুমি রাজা দেখে ঘাব্‌ড়ে গেলে। একটা ফুসমন্ত্র ঝেড়েছিলাম, তাইতে রাজা হাত কর্‌তে পেরেছিলে। ভাব্‌লে, বুঝি মাধব বখরা চায়। আর দিন দুই সবুর কর্‌তে—কথা শুনে চল্‌তে—দেখতুম, কেমন না রাজা তোমায় সিংহাসনে বসিয়ে কোটালি করত।

উজ্জ্বলা। তোমরা সবাই অধর্ম্মে, আমি কি তোমায় রাজার পর কর্‌তে চেয়েছি? রাজা পোড়ারমুখো যদি এখন তোমার কাছে না যায়। এই যে আমার কাছ থেকে চ'লে গেল, আমি ধ'রে রাখতে পার্‌লেম? আমি কাঙ্গাল ছিলেম, কাঙ্গালই থাক্‌তেম, তোমার কথায় কান দিয়ে আমার সর্ব্বনাশটা হ'ল।

মাধব। তা বেশ, আমি চল্লেম, আমি যে কথা বল্‌তে এসেছিলেম, তা আর বল্‌বার আবশ্যক নাই।

উজ্জ্বলা। বলি, কি কথাটাই শুনি না।

মাধব। কাজ কি? আবার তোমার সর্ব্বনাশ ক'রে বস্‌ব। একবার কথা শুনে রাজা পেয়েছ, আবার কথা শুনে রাজ-সিংহাসন পাবে? একেবারে মাটী হবে।

উজ্জ্বলা। অত ঠাট্টায় কাজ কি, কথ'টাই কি বল না? রাজ-সিংহাসন অমনি প'ড়ে রয়েছে, পেলেই হ'ল।

মাধব। না, রাজা অমনি মাঠে চর্ ছিল, ধর্ লেই হ'ল।

উজ্জ্বলা। আর ন্যাকামর কাজ কি? কি বল্ বে বল, শুনি।

মাধব। আমার ন্যাকাম, না তোমার ন্যাকাম?

উজ্জ্বলা। হাঁ বাপু হাঁ, আমার চোদ্দ-পুরুষের ন্যাকামি, এখন কি বল্ বে বল?

মাধব। আচ্ছা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি সিংহাসন পাও, আমায় কি দাও?

উজ্জ্বলা। সিংহাসন পাই বা না পাই, আমায় কি কর্ তে হবে বল?

মাধব। তোমায় দুটো ঘুরঘুরে ধোরে খেতে হবে, আর কি!

উজ্জ্বলা। ন্যাকাম কর্ তে এসেছ না কি?

মাধব। চালাকি ক'রে উড়িয়ে দিলে হবে না। আমায় কি দেবে আগে বল, তার পর কি কর্ তে হবে বল্ ছি।

উজ্জ্বলা। তুমি কি চাও?

মাধব। যদি সিংহাসন পাও, তা হ'লে কি রাজাকে নিয়ে থাক্ বে?

উজ্জ্বলা। সে নিকেশ আমি তোমায় কি দেব?

মাধব। সেই নিকেশটাই চাই।

উজ্জ্বলা। রাজাকে ছেড়ে দেব, তোমার মত বেইমান আমি?

মাধব। বেইমানি তোমার চৌদ্দপুরুষ জানে না, কেমন ক'রে আর আমি সিংহাসন পাইয়ে দেব, আমার গর্দ্দানটা কেটো। শোন, তোমার ভালর জন্যই বল্ ছি, রাজা সিংহাসন ছেড়ে দিলেই যে তোমার একাধিপত্য হবে, তা না। প্রজারা আবার রাজাকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা কর্ বে। রাজারও মন ফিরে যেতে পারে, তুমি তা হ'লেই ভাস্ লে।

উজ্জ্বলা। তা হ'লে কি করব?

মাধব। তুমি স্বীকার পাও — আমার পরামর্শে চল্ বে!

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, আমি সিংহাসন পেলে, তোমার কি লাভ?

মাধব। কি জান, তুমি যখন মাতৃগর্ভে, তোমার মা'র পেটে স্বাতি-নক্ষত্রের জল পড়ে, তুমি যদি রাজ-সিংহাসনে ব'স, তা হ'লে আমার পিতৃপুরুষ বৈকুণ্ঠে যাবেন।

উজ্জ্বলা। ঠাট্টা কর্ তে এসেছ?

মাধব। না, আমি সত্যি বল্ ছি।

উজ্জ্বলা। তুমি যা চাও, আমি দেব, রাজাকে ছাড়তে বল ছাড়ব। তুমি আসতে চাও এস, আর তুমি যা বল্ বে, আমি তাই শুন্ ব; গান শিখতে বল, গান শিখব! ময়ূরপঙ্খী চড়তে বল, চড়ব।

মাধব। গাড়ী চড়তে বলি, গাড়ী চড়বে; লুচি খেতে বলি, লুচি খাবে; মোহনভোগ খেতে বলি, মোহনভোগ খাবে; এত কষ্ট কি কেউ কারো জন্যে স্বীকার করে গা!

উজ্জ্বলা। তুমি খুব রসিক মানুষ, মুখ-পোড়া রাজাকে আমার কাজ নাই।

মাধব। এইবারে ঠিক বুঝেছ, আমায় নিয়ে এখন তোমার ঢের কাজ! রাজ-সিংহাসন পেলেও কাজ, এই কথাটি যেন মনে থাকে। একটি কথা শিখিয়ে দিয়ে যাই, রাজা যখন তোমায় সিংহাসন দেবে, তুমি মন্ত্রী বেটাকে খুব অপমান ক'র, কিন্তু কর্ম্ম থেকে জবাব দিও না, আর যে যে তোমার বিরোধী হবে, সব কয়েদ দেবে, কাউকে প্রাণে মেরো না।

উজ্জ্বলা। কেন, শূলে দিলেই ত আপদ্ চুকে যায়?

মাধব। তা বুঝি জান না, এরা রক্তবীজের বংশ, একটা ম'লে দশটা হয়, প্রাণে মারছ জানতে পারলে, মরিয়া হয়ে সমস্ত প্রজা জুটে তোমায় মেরে ফেলবে! একবার বা কয়েদ কর্ লে, ভালমানুষ দেখে ছেড়ে দিলে, লোকের আশা থাক্ বে।

উজ্জ্বলা। যা কর্ তে হয়, তুমি ক'র।

মাধব। তাই ত তোমায় বল্ ছি, রাজ্য পেলে 'দিনকতক আমার কথা শুনো, আর কিছু চাই না।

উজ্জ্বলা। তুমি যা বল্ বে আমি তাই কর্ ব, তোমার চরণের দাসী হয়ে থাক্ ব।

মাধব। তবে এই কথা রইল, আমি চল্লেম।

[মাধবের প্রস্থান।

উজ্জ্বলা (স্বগত) পোড়ারমুখো সব পারে, এর কি মৎলব আছে! কি আর অন্য মৎলব, আমার উপর মন পড়েছে, পোড়ার বাঁদর এক

একটা কথা কয় খুব মিষ্টি। সোহাগি! সোহাগি! রাজা কোথায় গেল দেখিস ত। দেখা পেলে বলিস, আমি উপবাস ক'রে শুয়েছি।

বিষাদের প্রবেশ

বিষাদ। ঠাক্‌রুণ! মহারাজ কি চ'লে গেলেন?

উজ্জ্বলা। কেন, তোমার খোঁজ পড়ল কেন?

বিষাদ। আমি শুনে এসেছিলাম; আপনি প্রেমিকা, আপনার কাছে সুখে থাক্‌ব ব'লে এসেছি, কিন্তু আপনি মহারাজকে যখন কটু বলেন, আমার প্রাণ কেঁদে উঠে। দেখুন, আমি যদি স্ত্রীলোক হতেম, আমি মহারাজকে হৃদয়ে বসিয়ে রাখতেম।

উজ্জ্বলা। তুমি মহারাজকে যদি অত ভাল না বেসে আমাকে ভালবাসতে, তা হ'লে আমি তোমাকে হৃদয়ে রাখতেম।

বিষাদ। আমি আপনাকে মহারাজের চেয়ে, শতগুণে ভালবাসব, যদি আপনি মহারাজকে যত্ন করেন। দেখুন, রাজার কিছুই অভাব নাই, কত পদ্মিনী কামিনী ওঁর প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সেই রাজ্যেশ্বর আপনার প্রেমের ভিখারী, তাঁরে কেন আপনি অযত্ন করেন?

উজ্জ্বলা। তুমি কেঁদে ফেল্লে যে?

বিষাদ। কাঁদব না, প্রেমিকের বেদনায় আমি বড় ব্যথা পাই।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, আমি মহারাজকে যত্ন কর্‌ব।

বিষাদ। তবে ডেকে পাঠান।

উজ্জ্বলা। তুমি ভাবছ কেন, তিনি আপনিই আস্‌বেন।

বিষাদ। তিনি আপনি আস্‌বেন বটে, কিন্তু আপনি ডাকতে পাঠালে তিনি স্বর্গ হাতে পাবেন!

উজ্জ্বলা। তুমি ছেলেমানুষ, অত শিখলে কোথা?

বিষাদ। আমি যে প্রেমের দায়ে ঠেকেছি।

উজ্জ্বলা। যদি কখন রাজ্য পাই, তা হ'লে তুমি কেমন প্রেমিক, বুঝে নেব। কিন্তু সে আমার নিশির স্বপন, তুমি আমার সঙ্গে এস, তুমি কেমন প্রেমিক, তোমার পছন্দ দেখব, আমায় সাজিয়ে দেবে এস!

বিষাদ। আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি রাজাকে ডেকে আনি।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, তোমার সাধ হয়েছে, যাও। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—ক্রীড়া-কানন

অলর্ক ও মাধব

অলর্ক। মাধব! এতদিনে জান্‌লেম, প্রেম কথার কথা। আমি তোমার কথা শুনে অভ্যাস করেছি, কারুর প্রাণে ব্যথা দিই না। আমি তারে রত্ন ভেবে ঘরে এনেছিলাম, দাস হয়ে তার মন জোগালেম—এমন কি, তোমারও তত্ত্ব নিই নাই, কিন্তু কৈ, যে আমোদ খুঁজছি, তা ত পেলেম না। চাই অমৃত, পাই বিষ! আমি বলি এক, বোঝে আর! একে এনে অবধি এক দিনের তরেও সুখী হই নি।

মাধব। মহারাজ! আমি ত আনন্দ জানি না। শুনেছিলেম, প্রেমিকেরা আনন্দ লাভ করে, তাই আপনাকে বলেছিলেম; কিন্তু প্রেমিকার গল্প শুনেছিলেম, তিনি রাজনন্দিনী ছিলেন—এক জন রাখালের প্রেমে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে আনন্দ লাভ করেছিলেন।

অলর্ক। আমিও ত সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি।

মাধব। মহারাজ! সর্ব্বস্ব অর্পণ এরে বলে না। ধন, মান, জীবন, যৌবন—সমস্ত অর্পণ কর্‌লে তবে প্রেম লাভ হয়। আপনার এখনও রাজ্য আছে, মান আছে, সকলই আছে—আপনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছেন কেমন ক'রে?

অলর্ক। সে রাজনন্দিনী কি রাখালের মন পেয়েছিল?

মাধব। রাখালকে পায়ে ধরিয়েছে, যোগী করেছে, রাখাল তার জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে!

অলর্ক। মাধব! আমি যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করি, উজ্জ্বলা কি আমায় ভালবাসবে? দেখ, আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি যে, উজ্জ্বলা যদি ভালবাসে, তা হ'লে পৃথিবীতেই স্বর্গ, কিন্তু তার যে স্বভাব দেখছি, আর যাহা হয় হউক, সে প্রেমিকা নয়—প্রেমিকা হ'লে আমার প্রাণে

ব্যথা দিত না। মাধব! তুমি কি উজ্জ্বলার জন্য আমাকে সর্ব্বত্যাগী হ'তে বল?

মাধব। আমি কিছুই বলি নি, উজ্জ্বলা যখন আপনার নিকট আসে, সে আমাকে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিল যে, আপনি তার কাছে সর্ব্বদাই থাকবেন, অন্য কার্য্য করবেন না, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আপনি ভঙ্গ করেছেন। উজ্জ্বলা আমার শত্রু, কিন্তু সত্য কথা বলা উচিত, আপনি তার মর্ম্মে ব্যথা দিয়েছেন। সে আর কিছুই চায় না—সে আপনাকে চায়; সেই আশায় আপনার সঙ্গে এসেছিল।

অলর্ক। আমি রাজা—রাজকার্য্য ত দেখা উচিত।

মাধব। অবশ্য উচিত; কিন্তু তার নিকট প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা হয়েছে। প্রেমের এই রীতি, একবার সন্দেহ উপস্থিত হ'লে নানা সন্দেহের উদয় হয়। সেই জন্য আপনার সহিত দিনরাত কলহ করে। আমার মনে তো এই নেয়, আপনি তার সঙ্গে থাকেন, তার মন বেশ বুঝতে পারেন।

অলর্ক। না মাধব! সে প্রেমিকা নয়, সে অতি কুটিল।

মাধব। হ'তে পারে, সে প্রেমিকা নয়, কিন্তু সে প্রেমিকা কি নয়—পরীক্ষা করা হয়নি। ভেবে দেখুন, সে অবলা, তার মনে হ'তে পারে, যখন রাজা এই কথাটা রাখলেন না, তখন যে চিরদিন স্থান দেবেন, তার নিশ্চয় কি?

অলর্ক। মাধব! তুমি তারি হয়ে বল্‌ছ, আমার দুঃখ বুঝছ না।

মাধব। মহারাজ! আমি কারো হয়ে বল্‌ছি না, উজ্জ্বলা আমার শত্রু, বন্ধু নয়; কিন্তু আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বল্‌ব যে, প্রথম অপরাধ মহারাজের।

অলর্ক। আমারই অপরাধ? আমি এত কর্‌লেম!

মাধব। আপনি কি কর্‌লেন, স্ত্রীলোক তা বোঝে না। যখন কথা রাখলেন না, সে মনে কর্‌তে পারে যে, আপনি তাকে ভালবাসেন না; আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি যে, প্রেমে কথায় কথায় অভিমান, সে অভিমান ক'রে আপনাকে দু'কথা বলে।

অলর্ক। আমি ভালবাসি কি না পরমেশ্বর জানেন।

মাধব। মহারাজের মনে যদি এরূপ হয় যে, উজ্জ্বলা আপনাকে ভালবাসে না, ও ঝঞ্ঝাটে কাজ কি? ত্যাগ করুন না?

অলর্ক। ত্যাগ কর্‌ব, এ কথা মনে কর্‌লে আমার প্রাণ ফেটে যায়! আমি কি তাকে ত্যাগ কর্‌বার জন্যই কলঙ্ক-ভার বহন কর্‌লাম!

মাধব। মহারাজের এ কূল ও কূল দুকূল বাঁচাই কেমন ক'রে? যন্ত্রণা বোধ হয়, ত্যাগ করুন—আর তার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন, সর্ব্বস্ব অর্পণ করুন।

অলর্ক। তবু যদি তার মন না পাই?

মাধব। এ কখন হয় না। আমি ত সেই রাখালের কথা বল্‌ছিলাম, সে রাজনন্দিনীকে তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু যখন দেখলে যে রাজনন্দিনী তার জন্য ধন, মান, জীবন যৌবন সকলি অর্পণ করেছে, তখন সেই রাজনন্দিনীকে সিংহাসনে বসিয়ে তার কোটালী করেছিল—এ বৃন্দাবনের কথা সকলেই জানে।

অলর্ক। মাধব! আমার মনে সন্দেহ উদয় হচ্ছে—উজ্জ্বলা আমার নয়।

মাধব। তবে ত্যাগ করুন।

অলর্ক। না মাধব, তা পার্‌ব না।

মাধব। তবে কি এই ঝঞ্ঝাট চিরদিন পোহাবেন?

অলর্ক। না, আমি তোমার কথা রাখব, আমার অদৃষ্টে যা হয় হোক—লোকে ঘৃণা করে করুক, আমি সর্ব্বত্যাগী হব। মাধব! তুমি উজ্জ্বলাকে ডাক।

মাধব। যে আজ্ঞে।

[মাধবের প্রস্থান।

অলর্ক। (স্বগত) কে জানে, কি স্রোতে জীবন পড়েছে। শুনেছি, যে রত্ন চায়, তাকে সাগরে ঝাঁপ দিতে হয়, আমিও সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি, কিন্তু রত্ন ত পেলেম না। যদি উজ্জ্বলা আমার হয়, তা হ'লে আমি রাজ্য, ধন কিছুই চাই নি।

বিষাদের প্রবেশ

অলর্ক। কি হে বিষাদ! কি মনে ক'রে?

বিষাদ। মহারাজকে ডাকতে এসেছি!

অলর্ক। কেন? কিছু লাঞ্ছনা কম হয়েছে না কি?

বিষাদ। ছি ছি মহারাজ!
লাঞ্ছনায় তব যদি ভয়;
দিও না প্রেমিক পরিচয়।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা—প্রেমিকের আভরণ!
ফণীর মাথার মণি যেই জন চায়,
দংশনের ডর সে কি করে?
করি ভয় মধু-মক্ষিকায়
মধু কে হরিতে পারে?
প্রেম-সুধা সে ত নাহি পায়,
লাঞ্ছনায় ডরে যেবা!

অলর্ক। তুমি কি প্রেম জান? তোমার কথা শুনে বোধ হয়, তুমি প্রেমিক।

বিষাদ। প্রেম কভু না জানি কেমন,
করিয়াছি আত্ম-বিসর্জ্জন—
এই মাত্র আছে স্মৃতি।
কিন্তু আমি আর নহি ত আমার,
ভাল মন্দ নাহিক বিচার!
ভ্রমি অনুক্ষণ,
শুষ্ক পত্র পবনে যেমন—
হে রাজন্!
বুঝিতে না পারি,
কি তরঙ্গ চলে প্রাণে।
দোলে প্রাণ লহরে লহরে,
দুখ সুখ মাখা, সুখ দুখ ঢাকা,—
বিপরীত তরঙ্গের খেলা,
এ রীতি বুঝিতে কিছু নারি!
যারে চাই সেই ঠেলে পায়,
তবু প্রাণ পুনঃ তারে চায়,
বিড়ম্বনা বুঝিব কেমনে?
দিবস শর্ব্বরী আত্মহারা ফিরি,
না জানি কি ভাবে যায় দিন,
কভু আশার বিকাশ,
কভু বহে দীর্ঘশ্বাস,
পিয়াসী—পিয়াসা নাহি মেটে।
পড়েছি সংকটে,
অকূলে না হেরি কূল!

অলর্ক। বালকের অবয়ব তব
কিন্তু জ্ঞানী তুমি প্রবীণ সমান।
পশিয়াছ মম অন্তঃস্থলে—
মম প্রাণ যেই ভাবে চলে,
প্রত্যক্ষ করেছ সমুদায়।
আমি বুঝিতে না পারি
কিবা ভাবে ফিরি?
অমৃত কি গরল প্রয়াস।
চলে মন প্রমত্ত বারণ,
নাহি মানে মানা,
কি বাসনা বুঝিতে না পারি।
দুখ পাই তবু দুখ করি আলিঙ্গন,
কেবা জানে কি স্রোতে জীবন চলে,
উপায় কি জান তুমি?

বিষাদ। জানিলে উপায়,
করিতাম আপন বিহিত!
পড়েছি পাথারে,
কিন্তু কূলে যেতে নাহি সাধ!
অকূলে ভাসিব—
চিরদিন কাঁদিয়া কাটাব,
এইমাত্র উচ্চ অভিলাষ হৃদে!
সাধে নাম নিয়েছি "বিষাদ"
বিষাদ বাসনা—
বিষাদ আনন্দ মম,
যত্ন ক'রে হৃদয়-আগারে
বিষাদ রাখিব ধ'রে।

অলর্ক। তুমি অদ্ভুত বালক!
হ'তে যদি নারী—
হেন মনে অনুমান করি,
বুঝি মম পূরিত বাসনা,
ভালবেসে তোমারে বালক!
তুমি প্রেমময়,
হাসে ভাসে হাব-ভাবে পাই পরিচয়;
ভালবেসে পাইতাম প্রতিদান।

বিষাদ। ভাল কি বাসিতে মোরে
রমণী হইলে?
যদি ভালবাস—
নারী হই তব প্রেম আশে।
কিন্তু প্রেমিকের পরিচয় নাহি পাই,
লাঞ্ছনার ভয়ে—উজ্জ্বলারে ঠেল পায়,
হেন জনে প্রাণ সমর্পণে কিবা ফল,
বল হে রাজন্?

অলর্ক। শুন, প্রাণহীনা উজ্জ্বলা নিশ্চয়—
নহে কেন প্রাণের বেদনা নাহি বুঝে,
আমি প্রাণপণে যত্ন করি তারে,
সে আমারে করে অবহেলা।

বিশ্বাস প্রেমের মূল—নাহি তার মনে,
তার সনে কুক্ষণে আমার দেখা,
কণ্টক ফুটিল—
না হইল কুসুম-চয়ন,
ভুজঙ্গ দংশিল—মণি না মিলিল—
গরল জ্বলিল প্রাণে।

বিষাদ। ভাল মন্দ করে যে বিচার,
প্রেম কোথা তার?
প্রেম—বিমল গগন-বারি,
সুস্থান কুস্থান নাহি জ্ঞান,
সমভাবে হয় বরিষণ।
ভালবাসা স্বভাব যাহার,
ভালবাসে, ভালমন্দ গণনা না ক'রে।

তিন জন ফকিরের প্রবেশ

সকলে। গীত

খটমিশ্র—ভরতঙ্গা

বিরহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়।
প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গ নানা,
কখন হাসায় কখন কাঁদায়॥
এই পায়ে ধরি,
এই মুখ দেখে প্রাণ উঠে জ্ব'লে,
কাছে থেকে সরি,
আবার না দেখে তায় তখনি মরি—
হায় রে হায় বলিহারি নাচিয়ে
বেড়ায় পায় পায়॥

[বিষাদের প্রস্থান।

অলর্ক। তোমরা সেই বিরহিণী নয়?

১ ফ। আজ্ঞে হাঁ, আপনাকে ধর্‌তে এসেছি।

অলর্ক। আমায় ধর্‌তে এসেছ কেন?

১ ফ। আমরা চার বিরহিণী ছিলুম, আর আপনি এক বিরহিণী হলেন—এই নিয়ে পাঁচ বিরহিণী হলেম।

অলর্ক। আমি বিরহিণী, তোমায় কে বলে?

১ ফ। যারা অপঘাতে ম'রে ভূত হয়, তারা যেখানে যে অপঘাতে মরে, তা তারা টের পায়; আমাদেরও অপঘাত মৃত্যু, আর মহারাজেরও অপঘাত-মৃত্যু; সঙ্গী পেয়েছি, তাই এসেছি।

অলর্ক। আচ্ছা বিরহিণী, তোমরা ত খুব আমোদ ক'রে বেড়াও, কিন্তু আমি দিবানিশি জ্বলি; আমি ভূত হয়েছি বটে; কিন্তু তোমাদের মতন ভূত হয়ে ত নাচতে পারলুম না।

২ ফ। আমরা কি একেবারে নেচে-ছিলুম? ক্রমে ক্রমে নাচ শিখেছিলুম, আপনি যখন নাচ শিখবেন, তখন কি আর ঘরে থাক্‌বেন? আমরা তর্কে তর্কে ফির্‌ছি, কত দিনে আপনাকে ঘরের বা'র কর্‌ব।

অলর্ক। তোমাদের তাতে লাভ?

১ ফ। আমরা লাভ-লোকসান খতাইনি। আমরা সঙ্গী খুঁজি, যদি সঙ্গী পাই, নেচে গেয়ে বেড়াই। [প্রস্থান।

অলর্ক। বোধ হয়, সর্ব্বত্যাগী হ'লে আনন্দ পাওয়া যায়। এ ফকিরগুলো সদানন্দ—পরমানন্দে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে।

উজ্জ্বলা ও মাধবের প্রবেশ

উজ্জ্বলা। মহারাজ! ডেকেছেন কেন?

অলর্ক। উজ্জ্বলা! আমি বুঝতে পেরেছি, আমারি দোষ, আমি তোমার সঙ্গে প্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গ করিছি, কিন্তু আমি রাজা—অনন্যোপায় হয়ে কথা রাখতে পারি নি, রাজ্য রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য—এজন্য পারি নি।

উজ্জ্বলা। সে আমার অদৃষ্টের দোষ। কিন্তু মনে ক'রে দেখুন, আমি এ কথা পূর্ব্বে বলেছিলুম যে, যদি আমায় পায়ে স্থান দেন, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব; সে সাধ আমার মিট্‌ল না। আমি মনকে বুঝিয়েছি যে, সে সাধ মিটবার নয়, এখন আমার এইমাত্র মিনতি যে, একবার যেন দর্শন পাই, আপনাকে না দেখলে পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়, এই কথাটি যেন মনে থাকে।

অলর্ক। উজ্জ্বলা! আমায় দুষচ, কিন্তু তুমি যদি রাজা হ'তে, তোমারও সময়ে সময়ে রাজকার্য্য দেখতে হ'ত।

উজ্জ্বলা। মহারাজ! রাজকার্য্য জানি না। আমি ধ্যানে, জ্ঞানে, শয়নে, স্বপনে কেবল মহা-রাজকে জানি, আমার আর কিছু দেখবার সাধ নাই, কেবল চন্দ্রবদন দেখবার সাধ আছে। যখন সে সাধে বিষাদ হয়, আমি দশদিক শূন্য দেখি! আবার আপনার মুখ দেখলে পোড়া অভিমানের উদয় হয়, অভিমানে আত্মহারা

হয়ে কখন কি বলি, মহারাজ! আপনি অনুগ্রহ ক'রে মার্জ্জনা কর্‌বেন।

অলর্ক। তুমি রাজা হ'লে রাজকার্য্য দেখতে না?

উজ্জ্বলা। আমার চক্ষু আর কিছু দেখতে জানে না; যা দেখেছি, তাইতে মোহিত হয়েছি, আর কিছুতে সাধ নাই।

অলর্ক। আচ্ছা দেখি, পরীক্ষা ক'রে দেখি; আজ থেকে রাজ্য আমার নয়, তোমার। উজ্জ্বলা, আমায় কি দেবে?

উজ্জ্বলা। আমার আর কিছু ত নাই, যা ছিল, তা দিয়েছি।

অলর্ক। এখন কি তুমি আমায় ভাল-বাস্‌বে?

উজ্জ্বলা। না।

অলর্ক। কেন উজ্জ্বলা? সর্ব্বত্যাগী হ'লে কেন ভালবাসবে না?

উজ্জ্বলা। আমি ভালবেসেছি—আর নূতন ভালবাসবার শক্তি নেই—ইচ্ছা নেই মহারাজ! অভিমানে একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছে হচ্চে, বলি, আপনি আজ সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে ভালবাসা চাচ্ছেন, কিন্তু আমি আপনাকে দেখেই ভালবেসেছি! আপনি আমায় ভাল-বাসবেন, এ প্রত্যাশায় নয়, আমি ভালবেসেছি, আর উপায় নাই।

অলর্ক। উজ্জ্বলা! আমায় মার্জ্জনা কর, আমি এত দিন তোমার সহিত প্রেমের ভাণ করেছি। মাধব, মন্ত্রীকে ডাক, আজ থেকে রাজ্য আমার প্রিয়ার।

মাধব। এই যে মন্ত্রী আস্‌ছেন।

শিবরামের প্রবেশ

শিব। মহারাজ, পরিচারিকারা সংবাদ দিলে আজ কয়দিন রাজ্ঞী কোথায় চ'লে গিয়েছেন।

অলর্ক। তা আমার কি?

শিব। আমি দেশে দেশে দূত পাঠিয়ে কোথাও সংবাদ পেলেম না। তিনি কি আত্ম-হত্যা করলেন?

অলর্ক। তা হ'লে ত আপদ গিয়েছে; শোন, আজ হ'তে আমি আর রাজা নই, রাজ্যের অধীশ্বরী আমার প্রিয়া, তুমি দেশে দেশে ঘোষণা দাও—আমি নফরমাত্র।

শিব। মহারাজ! এ কি সর্ব্বনেশে কথা বলেন?

অলর্ক। আমার আজ্ঞা, তুমি পালন কর।

মাধব। (উজ্জ্বলাকে জনান্তিকে) এ ব্যাটাকে খুব অপমান কর।

উজ্জ্বলা। কি বলব?

মাধব। সোহাগি, তুই যা ইচ্ছা, তাই ব'লে গালাগালি দে।

সোহা। আমি পারব না বাপু।

[মাধবের প্রস্থান।

অলর্ক। মন্ত্রি! দাঁড়িয়ে রইলে যে? এই দণ্ডেই রাজ্যে ঘোষণা দাও।

শিব। মহারাজ! আমায় অবসর দিন, আমি রাজ্যে ঘোষণা দিতে পারব না, আপনিই দিন।

অলর্ক। তুমি আমার আজ্ঞা হেলন কর?

শিব। আমি রাজ-আজ্ঞাবাহী। মহারাজ বল্লেন, আপনি আর রাজা নন।

অলর্ক। প্রিয়ে, তুমি অনুমতি দাও।

উজ্জ্বলা। যাও, রাজ্যে ঘোষণা দাও।

শিব। আমি বারবিলাসিনীর দাস নই।

অলর্ক। আমার প্রাণেশ্বরী; বারবিলাসিনী ব'লো না।

উজ্জ্বলা। মন্ত্রি! তোমার বড় স্পর্দ্ধা!

শিব। মহারাজ! আমি মস্তক দিতে প্রস্তুত, তথাপি আমি বারবিলাসিনীর নফর হব না। হায়, হায়! এও আমায় দেখতে হ'ল।

সোহা। তবে রে বুড়ো ড্যাকরা! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

শিব। ওঃ বিধাতঃ! এত অপমান অদৃষ্টে লিখেছিলে?

অলর্ক। মন্ত্রি! যা হবার হয়ে গিয়েছে, আমি যে পথে অগ্রসর হয়েছি, সেই পথে চল্‌ব। তুমি অবাধ্য হ'ও না; আমায়ও বাতুল মনে ক'রে মার্জ্জনা কর! অবাধ্য হ'লে তুমি অধিক অপমানিত হবে। আমার মিনতি, তুমি অবাধ্য হ'ও না!

শিব। যে আজ্ঞা। [শিবরামের প্রস্থান।

অলর্ক। এস প্রিয়ে! সিংহাসনে বস্‌বে এস। দেখ, মন্ত্রীকে মার্জ্জনা ক'রো, ও আমার পিতামহের মন্ত্রী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, রাগ ক'রো না।

[অলর্ক, উজ্জ্বলা ও সোহাগীর প্রস্থান।

শিবরামের পুনঃ প্রবেশ

শিব। যা থাকে অদৃষ্টে! কার্য্যে অবসর নাই। রুষ্ট হবেন, প্রাণ বধ কর্‌বেন—করুন। কই, রাজা কোথা? বারবিলাসিনী আমায় অপমান কল্লে! এই জন্যেই কি আমি জীবন-ধারণ করেছিলেম! এর কি প্রতিশোধ নাই? অলর্ক—বালক! ওরে কি দুষব, বেশ্যার চাতুরীতে মুনি-ঋষিও মুগ্ধ হন, দুরাত্মা মাধব এই সর্ব্বনাশ কল্লে। রাজ্য ছারখার হ'ল। স্বর্গীয় মহারাজ আমার হস্তে রাজ্য সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর অন্নে প্রতি-পালিত হয়ে তাঁর মৃত্যুকালের অনুরোধ রাখতে পারলেম না। যাই, দেশত্যাগী হই গে, আমি লোকের কাছে কিরূপে মুখ দেখাব? এ অপমানের কি প্রতিশোধ হবে না? ধিক্! আমার ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণে ধিক্! না, লোকালয়ে আর মুখ দেখাব না।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। কি মন্ত্রী মহাশয়! ভাবছেন কি?

শিব। নরাধম, দূর হ, তোর ছায়া স্পর্শে সাধুজনও কলুষিত হয়।

মাধব। আমি দূর হচ্চি নি, হ'তে আপনি দূর হচ্ছেন।

শিব। বাপু, আমায় মার্জ্জনা কর, পথ দেখ।

মাধব। পথ দেখচি, বামুনের ছেলে বেশ্যার গালটা খেয়ে চুপ ক'রে থাক্‌বেন?

শিব। কেন বাপু, আমি ত তোমার নিকট কোন অপরাধ করি নি, আমার কাছে আর কি তোমার আবশ্যক? যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তা বেশ্যার অপমানেও কি পরিশোধ হয় নি? যদি না হয়ে থাকে, তুমি দুটো কটু ব'লে যাও।

মাধব। কটু বল্‌তে ত আসি নি।

শিব। আমার ভাগ্য প্রসন্ন; এখন স্থানান্তরে যান, আমি বৃদ্ধ—যথেষ্ট হয়েছে।

মাধব। কি বলতে এসেছি, শুনুনই না, আপনি ত খোকা নন, ভুলিয়ে দেব, যদি ন্যায্য কথা হয় শুন্‌বেন, না হয় আমি চ'লে যাব—এতে ত কোন দোষ নাই?

শিব। আচ্ছা বাপু, কি বল্‌বে বল?

মাধব। এ অপমানের প্রতিশোধ দিলে হয় না?

শিব। এই কথা, বলা ত হয়েছে, এখন পথ দেখ।

মাধব। কথা ফুরোয় নি, আরও কথা আছে।

শিব। বল বাপু, বল।

মাধব। কাশ্মীরপতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, তা আপনি জানেন?

শিব। ব'লে যাও, বাপু ব'লে যাও, আমাকে ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করো না, দোহাই তোমার।

মাধব। আচ্ছা, আমিই ব'লে যাচ্ছি, কাশ্মীরপতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, তিনি একবার আপনাকেও ডেকেছেন। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর ভগ্নীকে সিংহাসন দেন, জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যার পরিবর্ত্তে কাশ্মীর-কুলদুহিতা রাজ্যেশ্বরী হন, এ কি প্রার্থনীয় নয়? আপনি ভাবছেন, রাজার দশা কি হবে? তিনি সাধ্বী স্ত্রী—তিনি সিংহাসন পেলে রাজা যেমন রাজ্যেশ্বর, তেমনি থাক্‌বেন, এখন বেশ্যা-সক্ত হয়েছেন, দিন কতক তাঁরে একটু দমন করা।

শিব। তোমার সঙ্গে কি কাশ্মীরপতির পরিচয় আছে?

মাধব। এতক্ষণ আমি বল্‌বার জন্য উপাসনা করেছিলাম, এখন আবার আপনিই প্রশ্ন কর্‌ছেন। তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, শুনুন্, আমি মহারাজ জিৎসিংহের নিকট পরিচিত! তিনি আমায় বল্লেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণ কর্‌বেন। আপনি একবার সাক্ষাৎ কর্‌লে হয় না?

শিব। কাশ্মীরপতি ভগ্নীকে রাজা কর্‌বেন, না স্বয়ং রাজা হবেন? তাঁর আন্তরিক প্রতিজ্ঞা কি, তা কিছু বুঝ্‌লে?

মাধব। বোঝাবুঝি যা হয় আপনি গিয়ে কর্‌বেন।

শিব। বুঝেছি, তোমার ভাব বুঝেছি, আমায় রুদ্ধ কর্‌বেন, এই মাত্র।

মাধব। যদি তাই হয়, বেশ্যাদাস মন্ত্রী হওয়া ভাল, না কাশ্মীরপতির বন্দী হওয়া ভাল? যুদ্ধ হবেই—বেশ্যারাণীর দ্বারা কতদূর জয়লাভ হবে, তা আপনি বুঝুন, সৈন্যগণেরও অবস্থা দেখুন, ভাণ্ডার ধনশূন্য, তা অবগত আছেন। আমি এই সংবাদ দিলুম, আপনার যা বিবেচনা হয়, করুন।

শিব। শোন মাধব! তোমার কথায় কতক যুক্তি আছে, আমি অপমানিত হয়েছি বটে, তথাপি অলর্কের অনিষ্ট দেখ্‌তে পার্‌ব না।

মাধব। যুদ্ধ হ'লে অলর্কের প্রাণবধ দেখতে হবে। যদি এ যুদ্ধে জয় হয়, কনোজ-যুদ্ধ পশ্চাতে।

শিব। তোমার নিকট কাশ্মীরপতি কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন?

মাধব। আমায় দূতস্বরূপ আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, তাঁর অভিপ্রায় আমি যতদূর অবগত—জানাচ্ছি। তাঁর সিংহাসনে আশা নাই। কাশ্মীর ও অযোধ্যার মধ্যে অনেক রাজত্ব আছে, তিনি কাশ্মীর হ'তে অযোধ্যা শাসন কর্ত্তে পার্‌বেন না, এবার সেই সকল রাজা-দিগের অনুমতি অনুসারে সৈন্য লয়ে এসে-ছেন। তাঁর ভগ্নীর অপমানের কথা বলাতে রাজারা সৈন্যের পথরোধ করে নি। আপনার কি মনে হয় যে, তিনি এই সমস্ত রাজাদিগের নিকট মিথ্যাবাদী হবেন? আর যদি হন, এই স্বাধীন রাজ্যসকল ব্যবধান সত্ত্বেও অযোধ্যা রক্ষা কর্ত্তে পার্‌বেন?

শিব। মাধব! তুমি কে? আমি দেখচি, রাজকার্য্যে তুমি বিশেষ নিপুণ, অতি দূর-দর্শী, কিন্তু তোমার এরূপ মতিগতি কেন?

মাধব। সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? যে যেমন বর্ব্বর, আপনার কাজে তৎপর, অবশ্যই কোন কার্য্য আছে।

শিব। এইতে আমার অবিশ্বাস হয়, তোমার কি কার্য্য আছে, প্রকাশ কর।

মাধব। বোধ করুন, যদি উজ্জ্বলার প্রতি আমার মন থাকে, সে আমায় তাচ্ছিল্য ক'রে থাকে, এতদূর তাচ্ছিল্য ক'রে থাকে যে, রাজাকে পর্য্যন্ত বিরূপ করে, তা হ'লে কি আমার কার্য্য সঙ্গত বোধ করেন?

শিব। আশ্চর্য্য; মানব-প্রকৃতি দেবতারাও অবগত নন। চল, আমি কাশ্মীরপতির সহিত স্যাক্ষাৎ কর্‌ব, যদি ভগবান্ দিন দেন, বেশ্যাকে হাতে পাই। চল, এখন মিথ্যা রোষ প্রকাশ। (স্বগত) মাধব, তুমি যে অনিষ্টের মূলে, আমি ভুল্‌ব না।

চতুর্থ অংক

প্রথম গর্ভাংক

দৃশ্য—মন্ত্রণা-গৃহ

সোহাগী ও উজ্জ্বলা

সোহা। আমি বলি, তুমি রাজাকে মেরে ফেল, আপদ চুকে যাক্। রাজার মন কবে ফির্‌বে, কবে তোমায় তাড়িয়ে দেবে, এখন ভাঙ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে, এই বেলা একখানা ছুরি বুকে বসিয়ে দাও।

উজ্জ্বলা। না সোহাগি! তুই বুঝিস না, গোল হবে। দেখি, যদি চেপে রাখতে পারি, তা না হ'লে খুন ক'রে ফেলব। এখন আর ত পালাবার যো নাই, পাহারা রেখে দিয়েছি, কয়েদ থাক্‌বে, আমি মাঝে মাঝে কাছে গেলেই কয়েদ করিছি, তা বুঝতে পার্‌বে না। রাজা নিরুদ্দেশ শুনে প্রজারা যদি কিছু না বলে, তার পর মেরে ফেলব, একেবারে কিছু না, সব র'য়ে ব'সে ভাল।

সোহা। আমার কথা শুন্‌ছ না—দেখবে পস্তাতে হবে।

উজ্জ্বলা। না, তুই বুঝিস্ নি, মাধব পোড়ারমুখো খুন করতে বারণ করেছে।

সোহা। বারণ ক'রেছে কেন জান? তুমি যদি তার মনোমত হয়ে চল—ভাল, নইলে রাজার মন ফিরিয়ে দিয়ে তোমায় দূর ক'রে দেবে; এ যদি না হয়, আমায় বাপে জন্ম দেয় নি।

উজ্জ্বলা। রাজার মন ফেরাবে কি ক'রে?

সোহা। তুমি একটা সামান্য বেশ্যা; রাজার মন ফিরিয়ে তোমায় রাজ্যেশ্বরী করে দিলে, আর রাজার মন ফিরিয়ে তোমায় দূর ক'রে দিতে পারে না? ও সব পারে। আগে রাজাকে মার, তার পর ওরে মার। আর, কবে মন্ত্রীকে কয়েদ কর্‌বে?

উজ্জ্বলা। হঠাৎ মন্ত্রীকে কয়েদ কর্‌লে একটা গোল বাধবে। সে যখন হুকুম শুন্‌ছে, তারে এখন কিছু বল্‌বার দরকার নাই, তার আর কি, রাজার মাহিনে খেত, এখন আমার মাহিনে খাবে, তিন গুণ মাহিনা বাড়িয়ে দিয়েছি, আর জমিদারি দিয়েছি—সে হাত হয়েছে—তারে এখন চাই। শুন্‌চি, রাণীর ভাই যুদ্ধ কর্‌তে আসছে।

সোহা। রাণী কোথায় গেল, বল্‌তে পার? সে আবার একটা বিপদ, সে এসে প্রজাদের ক্ষেপাবে।

উজ্জ্বলা। ক্ষেপায় ক্ষেপাবে; টাকায় সব বশ; যারে পারি, কয়েদ কর্‌ব, যারে না পারি, টাকায় বশ কর্‌ব, তুই ভাবচিস কেন? এখন মাধবকে হাতছাড়া কর্‌চি নি। সে আমার দিকে থাক্‌তে কোন ভয় নাই।

সোহা। সে যদি বেঁকে?

উজ্জ্বলা। বেঁকবে কেন? তার মনের কথা বুঝিস্‌ নে, তোকে কত চ'খে আঙ্গুল দিয়ে আর বলব, সে আমায় চায়।

সোহা। না, আমার ত মনে নেয় না, তার একটা কি মৎলব আছে।

উজ্জ্বলা। আমার সঙ্গে আর মৎলব কি? রাজার ভয়ে কিছু বল্‌ত না, তার মনের কথা টের পেয়েছি।

সোহা। যেমন তারে ধ'রে পুতুল নাচায়, তেমনি মাধব আমাদের ধ'রে নাচাবে।

উজ্জ্বলা। না লো, তুই বুঝিস্‌ নি।

বিষাদের প্রবেশ

বিষাদ। ঠাক্‌রুণ! মহারাজ কোথায়?

উজ্জ্বলা। এই যে মহারাজ! আমি রাজ্যেশ্বরী, তুমি আমার প্রাণেশ্বর!

বিষাদ। কি বল্‌ছেন?

উজ্জ্বলা। কেন, তোমার মুখচন্দ্র মলিন [illegible] কেন, তোমার ভয় কি? আমি রাজাকে বন্দী করেছি, আর দিনকতক যাক, একটু [illegible]লটা থামুক, তখন বুঝতে পার্‌বে, [illegible] কত ভালবাসি। তোমার কিছু ভয় [illegible] [illegible]জাকে আমি কারাগারে বন্ধ করেছি।

[illegible]। ঠাকুরাণি!

[illegible] কেমন মন্ত্রণা তোমার?

ল'য়ে দিবাকর-কর, শশধর মনোহর।
তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী—রাজার প্রভায়—
সে জ্যোতি করো না আচ্ছাদন,
মুক্ত কর—কারাগারে নাহি রাখ তারে,
ফুল-শয্যাপ'রে নিদ্রা নাহি হয় যার।
সুপকার নানা যত্নে করে যার
সুখাদ্য প্রস্তুত—
কারাগারে কোন্‌ প্রাণে রাখ তারে?
তোমা বিনে নৃপতি না জানে,
প্রাণ মন কায় বিক্রীত তোমার ঠাঁই,
কোন্‌ দোষে বন্দী কর তারে?
ছি ছি তুমি নহ ত প্রেমিকা,
শীঘ্র চল রাজপদে যাচহ মার্জ্জনা,
মুক্ত কর ভূপতিরে।

উজ্জ্বলা। আমি রাজা চাই নি, রাজ্য চাই নি, তোমাকে নিয়ে বনবাসী হই, সেও ভাল, তুমি ভয় কর কেন? আমি রাজ্যেশ্বরী, আমি যখন অভয় দিচ্ছি, তখন তোমার ভয় কি? তোমায় বলি শোন, রাজাকে শীঘ্র মেরে ফেল্‌ছি, তোমার আপদ চুকিয়ে দিচ্ছি।

বিষাদ। অ্যাঁ!

উজ্জ্বলা। তুমি বেটাছেলে—এত ভয়?

বিষাদ। আমার সন্দেহ দূর হচ্চে না, তুমি কি সত্য সত্য রাজাকে বন্দী করেছ? আমি স্বচক্ষে না দেখলে প্রত্যয় করি না।

উজ্জ্বলা। সোহাগি! যা, দেখিয়ে নিয়ে আয়, স্বচক্ষে দেখে এস, রাজা ভাঙপানে অচেতন, সতর্ক প্রহরী পুরী রক্ষা কর্‌ছে, তা হ'লে ত তোমার প্রত্যয় হবে?

বিষাদ। হাঁ!

উজ্জ্বলা। সোহাগি, নিয়ে যা। মন্ত্রী এখনও দেরী কর্‌ছে কেন? এই যে আস্‌ছে।

[বিষাদ ও সোহাগীর প্রস্থান।

শিবরামের প্রবেশ

শিব। রাজ্ঞি! আপনি আমায় ডেকেছেন কেন?

উজ্জ্বলা। আর কে বিরোধী আছে? তাদের সকলকেই আজ রাত্রে কারাগারে দাও।

শিব। যে আজ্ঞে।

উজ্জ্বলা। সৈন্যেরা সকলেই ত বশ?

শিব। আপনার অর্থবলে সকলেই আপনার অধীন।

উজ্জ্বলা। সদানন্দ নামে যে পারিষদ, সে আমার বিরূপ। তার মুখ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। আজি তাকে কারাগারে পাঠাও।

শিব। যে আজ্ঞে।

উজ্জ্বলা। মাধব কোথায় গেল, তত্ত্ব নাও।

শিব। যে আজ্ঞে।

উজ্জ্বলা। শুন্‌ছি, রাণীর ভাই যুদ্ধ করতে আস্‌ছে, সে কতদূর?

শিব। কোথায় কি? আমি থাকতে সে সব ভাবতে হবে না; আপনি নিশ্চিন্তে রাজ্য করুন।

[শিবরামের প্রস্থান।

সোহাগীর পুনঃ প্রবেশ

উজ্জ্বলা। কি রে, বিষাদ কোথায় গেল?

সোহা। তার আর বিশ্বাস হয় না, আগে রাজা উঠুক, দেখি, কেমন বেরুতে না পারে।

উজ্জ্বলা। ছেলে মানুষ, ভয় পায়। আরও কাজ আছে; আজ আমি সেনাপতির কাছে যাব; সেনাপতি কেবল রাজার উপরোধে আমায় কিছু বলে নি, তাকে আগে বশ করা উচিত। সোহাগি, তুই পার্‌বি নি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—সজ্জা-গৃহ

অচেতন অবস্থায় অলর্ক—

পার্শ্বে বিষাদ দণ্ডায়মান

বিষাদ। উঠ উঠ, মহারাজ!

বারবিলাসিনী-ছলে জীবন সংশয় তব,
মেল পদ্মআঁখি,—বিলম্বে বিপদ হবে,
উঠ উঠ, মহারাজ!
সংজ্ঞাহীন, কি করি উপায়?
কোথা ভগবতি, দুর্গতি কর মা দূর।
একা নারী কি উপায় করি?
ভাঙ-পানে নিদ্রিত প্রহরী,
সচেতন হবে পুনঃ।

দুই জন চোরের প্রবেশ

১ চো। আঃ, শালারা খুব নেশা ক'রে ঘুমুচ্চে। আমরা এত দিন জানতুম যে, শালারা জেগে থাকে। মুরুব্বি সব সন্ধান রাখে। কোন্ ঘরে এলি? নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে—এখানে কি টাকা আছে? ওরে, জেগে আছে, পালা পালা!

বিষাদ। নাহি ডর, শুন হে তস্কর,

বন্ধু তব—অরি নহি আমি।
দিব যত ধন তব প্রয়োজন—
বন্দী পতি অরির কৌশলে,
রাজ-অঙ্গে হের আভরণ—করহ গ্রহণ,
অমূল্য রতন—রাজ্যেশ্বর হবে জনে জনে।
পিতা তোমা দোঁহে,
রক্ষা কর তনয়ার প্রাণ,
পতি-ভিক্ষা মাগিছে দুহিতা।

১ চো। আরে, এ কি! রাজার বাড়ীতে কি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়?

২ চো। আরে, যা হয় হোক না; বড় ঘরের কথায় আমাদের কান দিয়ে কাজ নাই, আমরা গহনা নিয়ে সরি আয়।

১ চো। না, সেটা বেইমানি হয়। দেখ, চেঁচালে না, আপনা হ'তে দিতে চাচ্ছে; আমরা টেনে নিয়ে যাই চল না, বনে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব, তার পর যা হবার, তাই হবে।

বিষাদ। রাখহ বচন—দিব আরো ধন,

নিয়ে চল পতিরে আমার,
বিলম্বে বিপদ হবে—প্রহরী জাগিবে।

২ চো। (রাজাকে দেখিয়া) ওরে ওরে, মেলা গহনা, মুক্তো দেখেছিস্—পায়রার ডিম, দুটোকে খুন ক'রে পালাই চ।

১ চো। তুই বড় অধর্ম্মে! চুরি কর্‌তে এসেছিস্, চুরি কর, খুন করা কেন? আর বাবু ধরপাকড় করে, খোঁচাটা খাঁচাটা দিবি।

বিষাদ। হে তস্কর!

সতী আমি, বাক্য মম নাহি কর হেলা,
কর অভীষ্ট পূরণ,
পূর্ণ হবে তব আকিঞ্চন।
দেহ যদি পতির জীবন দান—
যাবে দিন মহাসুখে পত্নী-পুত্র সনে।
রাণী আমি, শুনহ তস্কর!
পতির উদ্দেশে সাজিয়াছি বেশ্যাদাস।
মতি গতি প্রাণ, সর্ব্বস্ব আমার পতি,
কর পার বিষম সঙ্কটে,
কর দয়া—অতি দীনা আমি।

১ চো। যা থাকে অদৃষ্টে, নিয়ে চল!

চিরদিন ত পাপ ক'রে বেড়ালুম—যা থাকে অদৃষ্টে একটা ভাল কাজ করি আয়। সতী আশীর্ব্বাদ কর্‌লে কালীর কৃপা হয়।

[অলর্ককে লইয়া চোরদিগের ও বিষাদের প্রস্থান।

সোহাগী ও উজ্জ্বলার প্রবেশ

সোহা। আমি এখনও তোমায় বল্‌ছি, সাপ ঘেঁটিয়ে ছেড়ে দিও না। রাজা জেগে যখন দেখবে যে, আমি বন্দী, তখন আর এক ভাব হবে। প্রহরীর ত সব আক্কেল দেখলে? সব ঘুমিয়ে পড়েছে, ডেকে তুল্লুম, তবে উঠল। রাজা যদি জাগত, এখনি স্বচ্ছন্দে বেরুতে পার্‌ত। সকলে টাকার বশ—নয় ত রাজার গায়ে যে গহনা আছে, দুখানা দিলেই ছেড়ে দেবে।

উজ্জ্বলা। তুই যা হয় কর, আমি হাতে ক'রে মার্‌তে পার্‌ব না।

সোহা। আহা, এত দয়া গা! ওগো সর্ব্বনাশ! রাজা কোথা চ'লে গিয়েছে, সেই বিষাদে ছোঁড়া নিয়ে পালিয়েছে, সর্ব্বনাশ হ'ল। আমি যে ধুতুরা বেটে দিইছি, রাজা এখনও উঠে নি, তুমি দাঁড়াও, আমি লোকজন নিয়ে আসি।

[সোহাগীর প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। দেখ, ধর্ম্মের কর্ম্ম দেখ, কলিকাল কি না, যার উপকার কর, সেই বুকে ছুরি মারে। বিষাদটা এমন, আচ্ছা, যদি ধর্‌তে পারি, কুকুরে খাইয়ে মার্‌ব।

জিৎসিংহ, শিবরাম ও সেনাপতির প্রবেশ

শিব। এই সেই বারবিলাসিনী।

জিৎসিংহ। পাপিষ্ঠাকে বাঁধ। কোথায় বেশ্যাদাস রাজা কোথায়? পাপিষ্ঠা! সে মূঢ় রাজা কোথায়?

উজ্জ্বলা। দোহাই, দোহাই, আমি কিছুই জানি নে; আমি কত মানা করেছি, রাজা আমায় জোর ক'রে রাজা করেছে, মাধব জানে, তারে জিজ্ঞাসা কর।

জিৎসিংহ। মাধব কে?

শিব। বনে যে মহারাজের নিকট আমাকে নিয়ে যায়।

জিৎসিংহ। তার কি বেশ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে না কি?

শিব। মহারাজ! সেই সকল অনিষ্টের মূল। সে চোরকে বলে চুরি কর্‌তে, সাধুকে বলে সাবধান হ'তে।

উজ্জ্বলা। দোহাই মহারাজ! সেই পোড়ারমুখো আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

জিৎসিংহ। পাপিষ্ঠাকে নিয়ে যাও।

উজ্জ্বলা। দোহাই মহারাজ!

[উজ্জ্বলাকে লইয়া সেনাপতির প্রস্থান।

একজন সেনাপতির প্রবেশ

জিৎসিংহ। কি বীরসিং?

সে-প। বিনা যুদ্ধে দুর্গ করগত।

জিৎসিংহ। সন্ধান কর, রাজা কোথায়? মন্ত্রি! আমার ভগিনী কোথায়?

শিব। মহারাজ! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, কয়দিন খুঁজে বেড়াচ্ছি, তিনি যে কোথায়, তার সন্ধান পাচ্ছি না।

জিৎসিংহ। বোধ করি, পাপিষ্ঠারা কারাগারে দিয়েছে, নতুবা বধ করেছে। যদি আমার ভগিনীর সন্ধান না পাই, মন্ত্রি, আমার এই প্রতিজ্ঞা, অযোধ্যা শোণিতে প্লাবিত কর্‌ব! যে রাজ্যে এত অত্যাচার, সে রাজ্য নির্ম্মূল হওয়াই উচিত। তিন দিন অবসর দিলাম, অনুসন্ধান কর। মাধব কোথায়—তাকে ধর, সে নিশ্চয়ই সকল কথা জানে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—বন-পথ

চারিজন চোরের প্রবেশ

১ চো। ভাল, আমরা কেন মিছে গণ্ডগোল ক'রে মরি। আমাদের মাথার উপর একজন মুরুব্বি আছে, সে এসে যা হয় বখরা দেবে।

২ চো। মুরুব্বিকে ধর্‌বি, সে বড় এক গরাস্ খেয়ে নেবে, এঁটোকাঁটা চাট্টি আমাদিগের জন্য ফেলে রাখবে।

৩ চো। তুই ভেড়ো ত ভারি বেইমান, তোর বাবার বয়সে এমন কখন লুটিছিস্? যার দৌলতে এত পেলি, সেই হাত তোলা যা দেয়, সেই ভাল।

৪ চো। তিনি ত বলেছেন, এবার লুটের ত তাঁর বখরা নেই।

১ চো। সে ভাল মানুষ যেন বলেইছে, যে লুট লোটা গিয়েছে, এর এক পাই পেলে নাতির নাতি ব'সে খায়। তা যার দৌলতে এই, তারে বখরা না দিলে কি ধর্ম্মে সবে? মাথার উপর ধর্ম্ম আছে জানিস্?

২ চো। যা বল যা কও, বখরা হয় হউক। কৌটোটা আমি ছাড়্ব না, আমার ছোট মেয়েকে খেল্তে দেব।

৩ চো। আহা, কি রসের কথা বল্লি রে! সে ভাল মানুষের ছেলে বখরা চাইলে না, কেবল বল্লে যে, কৌটোটা আমায় দিস্, তোদের ধর্ম্মকর্ম্ম একেবারে গিয়েছে, সেই কৌটোটা নিতে চাস্? সে মস্ত ঘরওয়ালা লোক, তাঁর চরণকৃপায় কত ভাঁড়ার লুটতে পার্ব তার কি আর ঠিকানা আছে? গরীব-গুরবোকে দিয়ে থুয়ে, কুটুম পাঁচ ঘরের খবর নিয়ে, আবাদী জমি কিনে মজায় থাক্তে পার্ব।

২ চো। (কৌটা খুলিয়া) ওরে দেখ দেখ, কেবল ভো, কিছুই নেই, কেবল কাগজে কি নেখে রেখেছে।

১ চো। তুই ভেড়ে খুল্লি কেন? পরের সামগ্রীতে হাত দেওয়া তোর কেমন রোগ।

২ চো। মুরুব্বিটে এঁচেছিল যে, কৌটার মধ্যে মাণিক আছে—সাত রাজার ধন—তাই কৌটাটা চেয়েছে, যখন দেখ্বে ভুয়ো, কিছু কিছু হাত তোলা দিয়ে সব নিয়ে নেবে—কেবল মেহনতই সার।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। সর্ব্বনাশ হ'ল! রাণী কোথা চ'লে গেল? আমার বুদ্ধিতে অযোধ্যায় রক্তস্রোত বইবে।

১ চো। মশাই এসেছেন? বাঁচলেম, এই মালের গাদা দেখুন, আপনার বখরা নিন, আর আমাদের বখরা দিন। যত সব ছোট লোক কেবল ঝগড়া ক'রে মর্চে। দে রে দে, কৌটোটা দে।

মাধব। দেখি দেখি, দে।

২ চো। এই নিন; ও কেবল ভুয়ো, ওর ভিতর হীরেও নেই, মাণিকও নেই, একখানা কাগজে কি নেখে রেখেছে।

মাধব। (কৌটা খুলিয়া) মা! তুমি কোথায়? একবার তোমার অধম সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। মা বৈষ্ণবি! একবার দেখা দাও, অকৃতী সন্তান পবিত্র হোক্। মা! মা! তোমার সন্তান কাঁদ্ছে। গোলোক থেকে একবার দেখ। কৃপাময়ি, কৃপা ক'রে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমি বড় বিপদে পতিত।

৩ চো। ওরে এ কি ঢং, কৌটো খুলে কাঁদতে লেগেছে। মানুষটা কে, বোঝা যায় না, ক্ষেপা না কি? মশাই! আপনি মুরুব্বি, আমাদের বখরা ক'রে দিন।

৪ চো। এ ক্ষেপা—দেখ্ছিস নি? কত রকম পোষাক পরে। কখন রাজার—কখন পাগলের মতন।

মাধব। (স্বগত) অ্যাঁ, অ্যাঁ, এদের সাম্নে কি কর্ছি। (প্রকাশ্যে) ও আর বখরা কি? চারভাগ সমান ক'রে নে।

১ চো। আর আপনাকে কি দিতে হবে?

মাধব। আমি ত আগেই বলেছি, কিছু না। কেবল কৌটোটা নেব।

৩ চো। তা কি ভাল দেখায়, আপনি মুরুব্বি, আপনি না থাকলে কি রাজার বাড়ী চুরি কর্ত্তে ঢুকি? জমাদারের ডাকে দাঁত-কপাটি যেতুম।

২ চো। ভাল মানুষের ছেলে যখন নিতে চাচ্ছে না, তখন তোর জোর-জরাতি কেন?

৩ চো। অধর্ম্মে, আপনার পেট ভরাতে পারলেই বাঁচ।

মাধব। ওরে না না। তোরা ঝগড়া করিস্ নি, আমার যে কথা, সেই কাজ; যখন একবার বলেছি যে, কিছু নেব না, তা নেবই না। এই কৌটাটা আমি নিলুম, তোরা আর সব নিগে যা। চারভাগ কর (তদ্রূপকরণ) এই চারটে পাতা, কার কোন্টা, কোন্ পাতাটা নিবি বল্?

১ চো। আজ্ঞে, আমার এই পাতা।

৩ চো। আজ্ঞে, আমার এইটে।

৪ চো। দুটোর মধ্যে, আচ্ছা, এইটে আমার।

২ চো। আর দেন, ঐ বাকি পাতাটা—আর ভাল ভাল সব বেছে নিয়েছে।

মাধব। না রে! তোর কপালেই ভালটা পড়েছে! খাবার মত রেখে সব বিলিয়ে দিস।—আরে, এ মুক্তার মালা কোথা পেলি?

২ চোর। (স্বগত) এই রে, লোভে পড়েছে।

১ চো। আজ্ঞে, এ রাজার গলার মালা।

মাধব। তুই কোথা পেলি?

১ চো। কেন, রাজা-রাণীকে যে কুটীরে এনেছি, রাজাটা নেশায় বেহুঁশ, শুনিছি নাকি নতুন রাজা হয়েছে।

মাধব। তোরা রাজা-রাণীকে নিয়ে এলি কেন?

১ চো। রাণী ছেলেটা বল্লে, এখানে থাক্‌লে রাজাকে মেরে ফেল্‌বে, বড় কাঁদাকাটি কর্ত্তে লাগল, তুলে নিয়ে এলুম।

মাধব। তোরা বড় কাজ করেছিস্‌, নিশ্চয় পাপীয়সীরা প্রাণবধ কর্ত্তো, একজন গিয়ে নূতন রাজাকে খবর দে যে, রাজা রাণীর সন্ধান তোরা জানিস্‌, বিস্তর পুরস্কার পাবি।

২ চো। আর যদি ধ'রে ফেলে?

মাধব। না, কোন ভয় নেই। তোরা অযোধ্যা রক্ষা কর্‌লি।

১ চো। কোন ভয় নেই ত?

মাধব। না, আমি বল্‌ছি, কোন ভয় নেই।

১ চো। যখন মুরুব্বি বল্‌ছে ভয় নেই, তখন চ'।

২ চো। তাই চ'। [চোরদিগের প্রস্থান।

মাধব। ভগবন্‌, তোমার আশ্চর্য্য মহিমা। এ অধম তস্করের দ্বারা বোধ করি অযোধ্যা রক্ষা হবে। আমি আপনার বুদ্ধিতে সর্ব্বনাশ করেছিলাম—রাজার প্রাণ যেত, কাশ্মীরাধিপতির কোপে রাজ্যে মহামারী উপস্থিত হ'ত, বোধ করি, এই তস্করদের হ'তে সকল দিক রক্ষা হবে। [মাধবের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—কুটীর

অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় অলর্ক ও পার্শ্বে বিষাদ

অলর্ক। বিষাদ! আমি হেথায় কেন? আমার শরীরে বল নাই, মস্তিষ্ক ঘুর্‌ছে, আমায় কোথায় এনেছ? আমার বোধ হয়, যেন হলাহল পান করেছি।

বিষাদ। মহারাজ! উজ্জ্বলা আপনাকে বন্দী করেছিল। সে কুলটা আপনাকে ভাঙ দিয়েছিল, যার প্রভাবে আপনার এরূপ দশা।

অলর্ক। আমায় হেথায় আন্‌লে কে?

বিষাদ। আমি প্রহরীদের ভাঙ দিয়ে অচেতন ক'রে কতকগুলি বন্ধু তস্করের দ্বারা আপনাকে বাহিরে এনেছি।

অলর্ক। আমায় বন্দী করেছিল কে? আমি কিছু বুঝতে পার্‌ছি নি।

বিষাদ। উজ্জ্বলা আপনাকে বন্দী করেছিল।

অলর্ক। বিষাদ! যা বল্‌ছ, এ কি সত্য? না এ কোন কৌতুক? যদি কৌতুক হয়, ক্ষান্ত হও। তুমি জান না, আমার প্রাণের ভিতর কি হচ্চে, উজ্জ্বলা আমায় বন্দী করেছে, এ কি সম্ভব? বিষাদ! তুমি বালক, তোমায় ভালবাসি, তুমি মিথ্যা বলো না?

বিষাদ। মহারাজ! মিথ্যা বল্‌ছি না, সত্যই আপনাকে বন্দী কর্‌বার জন্য ভাঙ দিয়েছিল, তার অভিপ্রায় আমি সোহাগীর নিকট শুনেছি। যদি আপনাকে না দেখে প্রজারা কোন গোল না করে, তা হ'লে দু একদিনের মধ্যে আপনার প্রাণবধ করত।

অলর্ক। অসম্ভব! নহে অসম্ভব—
রমণীতে সকলই সম্ভব,
উজ্জ্বলায় সকলই সম্ভব।
সর্প সম চিকণ আকার,
সর্প সম কুটিল ব্যাভার,
সর্প সম দংশিয়াছে বার বার;
তবু কেন ভুলিতে না পারি তারে?
কে জানে কি মনের গঠন
এত অযতন, তবু তার প্রতি ধায়,
এ কি প্রেম! শত ধিক প্রেমে,
প্রেমে নাহি আনন্দের লেশ,
সকলই গরলময়।
সুধাই তোমায়—তুমি কেন কর দয়া,
মম সম ভাগ্যহীন জনে?

বিষাদ। মহারাজ!
তোমা বিনে কে আছে আমার।
তুমি প্রাণধন, জীবনের সার,
তুমি প্রভু ইষ্টদেব মম,
আমি তোমা হেতু বেশ্যার নফর,

তোমা হেতু বেশ্যাসনে করি ছল।
শূন্য ধরা তোমারে না হেরে তিল।
স্বর্গসুখ তব সহবাসে,
সুধা ক্ষরে তব মৃদু হাসে,
পরশে পবিত্র হয় প্রাণ,
ধ্যান জ্ঞান সর্ব্বস্ব আমার তুমি।
অলর্ক। কহ, কে তুমি বালকবেশে?
দেহ পরিচয়, না সয় সংশয়,
বুঝি প্রেম পেয়েছি ধরায়।
গেছে রাজ্য যাক্—নাহি তায় প্রয়োজন,
পেয়েছি অমূল্য ধন প্রণয় তোমার।
কহ তুমি পুরুষ কি নারী?
হৃদে ধরি স্নিগ্ধ করি তাপিত অন্তর,
আমি জরজর সাপিনীর বিষে—
বিষাদ। ভালবাসি সেই ভাল,
বাড়াও না আশা?
জ্বলিবে পিপাসা, তৃষানলে দগ্ধ হবে প্রাণ।
আমি বহু যত্নে বুঝায়েছি মনে,
এ জীবনে পাইব না তব ভালবাসা।
কেঁদে কেঁদে শিখেছি রাজন্!
তব প্রেমে নাহি মম অধিকার।
আশা পরিহরি, ধৈর্য্য ধরি
যায় দিবা এক ভাবে।
তোমার কথায় কত কথা মনে হয়,
সাগরে তরঙ্গ ওঠে
বাসনায় ব্যাকুল অন্তর।
অলর্ক। ধ্রুবতারা তুমি মম বিপদ-সাগরে,
তুমি বন্ধু, জীবনসর্ব্বস্ব মম।
কি কহিব—দেখাবার নয়,
কত মনে হয়!
এ সংসার নহে সুখাগার—
হইলে পুরুষনারী আমরা দুজনে—
পবিত্র বন্ধনে থাকিতাম বাঁধা পরস্পর,
স্বর্গ হ'ত কলুষিত ধরা।
বিষাদ। মহারাজ! যদি কোন কুহকের বলে
অকস্মাৎ হই নারী,
কহ সত্য করি, মনে কি ধরিবে তব?
পত্নী ব'লে চরণে কি দিবে স্থান?
অলর্ক। কে তুমি হে, দেহ পরিচয়?
এস এস হৃদয়ে আমার,
ত্যজ ছল, কহ সত্য পুরুষ কি নারী?
বিষাদ। আমি নারী।
অলর্ক। এস, ধরি হৃদয়ে তোমায়।
প্রেমময়ি! প্রেম কর দান।
আমি প্রেম আশে
করিয়াছি বেশ্যা-উপাসনা,
শুন লো ললনা!
আমি প্রেমের ভিখারী,
দেহ প্রেম প্রেমময়ী তুমি!
বিষাদ। দেখো রাজা!
পরিচয়ে নাহি হয় ঘৃণার উদয়।
অলর্ক। কেন কর ছল,
শীঘ্র বল, কে তুমি সুন্দরি?
প্রাণেশ্বরি! করো না বঞ্চনা।

আলিঙ্গন করিতে উদ্যত

(নেপথ্যে) এই ঘরে রাজা আছে।

বিষাদ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ—উঠুন, পালান, বুঝি আপনাকে বধ কর্‌তে আস্‌ছে।

অলর্ক। (উঠিতে গিয়া) উঃ! আমার মস্তিষ্ক ঘুরছে; চরণে বল নাই—তুমি পালাও, আমার জন্য অপেক্ষা করো না, আপনার প্রাণ রক্ষা কর, আমি চলৎশক্তিরহিত; বিষাদ, পালাও।

দুই জন অস্ত্রধারীর প্রবেশ

১ অস্ত্রধা। বালক! পথ ছাড়।

বিষাদ। ভগবান্! মহারাজকে রক্ষা কর।

২ অস্ত্রধা। বালক! ভাল চাও ত পথ ছাড়।

অলর্ক। বিষাদ, পথ ছাড়—পালাও।

বিষাদ। আমার প্রাণ বধ না ক'রে যেতে পারবে না।

২ অস্ত্রধা। তবে মর। (বিষাদের পতন)

অলর্ক। কে রে চণ্ডাল!

বিষাদ। প্রাণেশ্বর! মৃত্যুকালে এই খেদ রহিল যে, প্রাণ দিয়ে তোমার প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পাল্লেম না।

জিৎসিংহের প্রবেশ

জিৎসিংহ। এ কে? সরস্বতী! কে সর্ব্বনাশ কর্‌লে?

বিষাদ। দাদা এসেছ, আমার পতির প্রাণ রক্ষা কর, আমার পতি বিপন্ন, রাক্ষসীর ছলে বিপন্ন—দাদা! আমার প্রাণপতিকে বাঁচাও।

অলর্ক। (সরস্বতীকে বুকে লইয়া) প্রিয়ে!
এত দুঃখ দিয়েছি তোমায়,
গৃহে মম অমূল্য রতন,
মৃত্তিকা তুলিতে ডুব দিয়েছি সাগরে।
হায়! এ জ্বালা কি ভুলিব জীবনে,
প্রিয়ে! প্রিয়ে! মেলহ নয়ন,
হ'ও না নিষ্ঠুর—
যেও না আমারে ছাড়ি বিপদ সময়ে।

বিষাদ। নাথ! শোক করো না, আমার মত ভাগ্যবতী রমণী আর নাই, আমি পতির কোলে প্রাণত্যাগ কর্‌ছি। দাদা! আমার প্রাণপতির যেন কোন অকল্যাণ না হয়। তুমি আমার জন্য খেদ করো না, আমার ন্যায় পুণ্যবতী কেউ নাই, দেখ, এ পর্ণকুটীর স্বর্গ হ'তে প্রিয়! পতি আমায় কোলে নিয়েছেন। প্রাণনাথ! বিদায় দাও—(মৃত্যু)

জিৎসিংহ। দেখ্‌ দুরাচার,
কুৎসিত ব্যাভার তোর।

অলর্ক। প্রিয়ে! প্রিয়ে! আমার পানে চাও, কথা কও; তুমি ত কখন অবাধ্য নও, কেন কথা শুন্‌ছ না; কাশ্মীরপতি! তোমার অস্ত্রে কি ধার নাই? আমি যদি হতেম, পত্নীঘাতককে এই দণ্ডেই দ্বিখণ্ড কর্‌তেম। আহা! আহা! প্রাণেশ্বরি, কোথায় গেলে?

পঞ্চম অংক

প্রথম গর্ভাংক

দৃশ্য—শ্মশান

অলর্ক, জিৎসিংহ ও শিবরামের প্রবেশ

অলর্ক। চিতা-ভস্ম আদরে পবন মাখে গায়,
বিহঙ্গিনী গায়।
কলুষিত সঙ্গ ত্যজি পঙ্কিল ধরায়—
গেছে বিমলিনী বামা বিমল ভুবনে।
মানবের সনে কোথা দেবীর মিলন!
তাই বালা ছেদিয়া বন্ধন,
দেবলোকে করে বাস দেবতার সনে।
জ্বলে প্রাণ—জ্বলে,
ধরাতলে কে অভাগা মম সম?
কোথা পাব সেই পূতবারি,
যাহে স্নিগ্ধ করি প্রাণের সন্তাপ?
দাবানল—দাবানল জ্বলে,
নামি যদি সমুদ্র-সলিলে
শুকাইবে জলনিধি—
অন্তরের তাপে বহ্নি হইবে শীতল।
ভুজঙ্গম ত্যজিবে গরল,
কোথা স্থান, নির্ব্বাণ করিব হুতাশন,
ডরে মৃত্যু না আসিবে কাছে—
পাছে যমপুরী ভস্ম হয় মম অনুতাপে।
সরস্বতি! সরস্বতি!
প্রাণপ্রিয়ে, সরলা আমার!

শিব। মহারাজ! যা হবার হয়ে গেছে, অনুতাপে ফির্‌বে না। রাজ্য শত্রুকরগত, কাশ্মীরপতির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন ক'রে প্রজা-পালন করুন। কনোজ-ঈশ্বরও অগ্রসর, যাতে সমস্ত রক্ষা হয়, তার উপায় বিধানে যত্নবান হ'ন।

অলর্ক। মন্ত্রি!
আজীবন তব বাক্য করিয়াছি হেলা,
কর অধমে মার্জ্জনা!
বাক্য তব রাখিতে নারিব।
দেখ মন্ত্রি! শাখীপরে—
মনসুখে মুখে মুখে কপোত-কপোতী,
শারী-শুকে করে কেলি,
কোথা মম প্রাণেশ্বরী,
প্রিয়া বিনে চারিদিক শূন্যময় হেরি!
প্রাণশূন্য হের কায়া পুত্তলির প্রায়!
মুকুটের রত্ন মম ফেলেছি সলিলে,
সে রতন এ জীবনে নাহি পাব ফিরে।
যাও মন্ত্রি!
বাতুলের সনে নাহি কর বাদ-অনুবাদ।

জিৎসিংহ। মহারাজ! আর বিলাপে ফল কি? বিধাতার বিড়ম্বনা, কারুর হাত নাই—যদি তোমার কোন দোষ থাকে, তোমার অনুতাপে সহস্র প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। আমি মনে করেছিলাম, আমার মৃতভগ্নীর অনুরোধেও তোমায় মার্জ্জনা কর্ত্তে পার্‌ব না, কিন্তু আমি সরল প্রাণে বল্‌ছি, তোমার দুঃখে আমি দুঃখী। ঈশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করেছেন, তুমি ভুলে যাও, রাজকার্য্যে মন দাও।

অলর্ক। ভুলিবারে চাই—
ভুলাও আমায়।
সে ত নয় ভুলিবার।

জ্বলন্ত অক্ষরে,
লিপিবন্ধ মস্তিষ্ক-মাঝারে,
কেমনে ভুলিব বল?
সমীরণ কয়, পত্নীঘাতী এ দুর্জ্জন!
শুন অগণন প্রাণী,
শূন্যে কহে বাণী,
এই সেই পত্নীঘাতী!
হের মম পদভরে কম্পিতা মেদিনী—
শুন গভীর মেঘের ধ্বনি
করিতেছে তিরস্কার।

শিব। কাশ্মীরপতি! এঁর সঙ্গে কথা কওয়া বিফল। শোকানল কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ব্বাণ না হ'লে কোন যুক্তি শুন্‌বেন না। চলুন, আমরা যাই। আমি সত্যই মহারাজকে বল্‌ছি, রাজকোষে এক কপর্দ্দকও নাই। আপনি দেখবেন আসুন,—সৈন্যব্যয়ের নিমিত্ত যে অর্থ চাচ্চেন, প্রজার নিকট কর লয়ে, সাত বৎসরে তাহা পূর্ণ হবে না। উনি শোক করুন, শোক না ক'রে কোনরূপেই শান্তিলাভ কর্ত্তে পারবেন না।

জিৎসিংহ। চল—যা যুক্তি হয় কচ্চি, কিন্তু ইনি যদি ভীষণ অনুতাপে আত্মহত্যা ক'রে ফেলেন। এঁর ত এখন উন্মাদ অবস্থা।

শিব। সতর্ক প্রহরী থাকুক।

জিৎসিংহ। সেই উত্তম পরামর্শ—তুমি প্রহরীদের ব'লে দাও।

[জিৎসিংহ ও শিবরামের প্রস্থান।

দুই জন প্রহরীর প্রবেশ

অলর্ক। পূতপ্রবাহিণি! তুমি অনেক স্থান ভ্রমণ ক'রে আস্‌ছ, কিন্তু আমার ন্যায় পাতকী কি কোথাও দেখেছ? দেখেছ, তারা কোথা? তোমার গর্ভে, তবে তুমি পবিত্র বারি নও। আমার ন্যায় পাষণ্ড যখন তোমায় স্পর্শ করেছে, তুমি পবিত্র বারি নও। কোথায় যাব, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে দেখি, যদি প্রিয়াকে পাই। সে ত আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারে না, সে আমার সহবাস আশায় বেশ্যার কিঙ্করী হয়েছিল, তবে কোথায় প্রিয়ে! নাই—নাই,—প্রিয়া আমার নাই! দেখি, খুঁজে দেখি, কোথায় যাব, আর ত পা চলে না, এই খানেই বসি। মর্‌ব না, ম'রে প্রিয়াকে দেখতে পাব না, প্রাণেশ্বরীকে না দেখে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌ব না। সরস্বতি! সরস্বতি! কোথায় তুমি? চিতা-ভস্ম বুকে দিই—যদি প্রাণ শীতল হয়, আনন্দে পবন চৌদিকে ছড়াচ্ছে, পবিত্র ভস্ম, পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে পবন কলুষিত হয়েছে—তাই আদরে অঙ্গে মাখছে। ওঃ! যে পৃথিবীতে আমার বাস, সে নরক হ'তেও ভীষণ।

১ প্র। ও পাগল, অমন কচ্চে, ভাই আমরা একটু ঘুমুই গে চ'।

২ প্র। তাই চ', মরা অমনি সহজ আর কি? কা'ল রাত থেকে ঘুরে ঘুরে প্রাণান্ত,—না হয় চাকরি ছাড়িয়ে দেবে—আর পারি না।

১ প্র। চাকরি ছাড়িয়ে দেবে কেন? ও একটু কেঁদে কেটে বাড়ী চ'লে যাবে এখন, চল একটু আরাম করি গে, বৃষ্টি এলো, কে ভিজে মরে।

[প্রস্থান।

অলর্ক। বজ্র! তুমি বিফল তর্জ্জন গর্জ্জন ক'চ্চ, আমার নিকট আস্‌তে তোমার সাহস হবে না। দেখ, বৃত্রাসুরের মস্তক্ হতেও আমি কঠিন। কাদম্বিনি! তুমি কি সরস্বতীর নিমিত্ত রোদন ক'চ্চ? বিফল রোদন, আর তারে পাবে না; সে আমার কাছে নাই—আমি তারে বধ করেছি। সৌদামিনি! দ্রুতগমনে পৃথিবী অনুসন্ধান কর,—কলুষিত ধরায় সে নাই! তুমি ভুবনব্যাপী, দেবী মানবের নিকটে থাকে না, তা কি তুমি জান না? যাও, পবিত্র লোকে যাও—তথায় প্রিয়ার দেখা পাবে, হেথা নাই!—হেথা নাই!! হেথা নাই!!!

মাধবের প্রবেশ

মাধব। (স্বগত) হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম। ভগবান্! আমি অজ্ঞান, আমি জান্‌তেম না, কুকার্য্য দ্বারা সৎ অভি-সন্ধি সিদ্ধ হয় না। আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

অলর্ক। কে ও মাধব?

মাধব। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, আমি সেই নরাধম!

অলর্ক। মাধব, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর, বোধ করি, আমি তোমার নিকট বিশেষ

অপরাধী—নচেৎ কেন তুমি আমায় গুরুতর শাস্তি দিলে, অতি গুরুতর শাস্তি, মাধব, আমি তোমাকে দিতেও প্রস্তুত নহি।

মাধব। মহারাজ! কর তিরস্কার,
কিন্তু শুন উদ্দেশ্য আমার,
এক মাতৃগর্ভে জন্ম তোমার আমার,
আছে আর তিন সহোদর।
মাতৃ-উপদেশে,
কিশোর-বয়সে
চারিজনে হইয়াছি বনবাসী—
দিবানিশি কৃষ্ণপদ করি ধ্যান।
পরে লোকমুখে শুনি,
সহোদর সংসারে বিলিপ্ত মম।
তাই রাজা! ত্যজিয়ে গহন,
রাজ্যমধ্যে করিনু প্রবেশ।
আমি কনোজে যাতাই,
কাশ্মীর-রাজার কাছে যাই,
অন্তরের ছিল অভিলাষ,
নৃপমণি! ছাড়ি রাজ্যবাস,
সন্ন্যাস-আশ্রম করিবে গ্রহণ,
পাঁচ ভাই আনন্দে বঞ্চিব।

অলর্ক। তুমি সহোদর মম!
কেন অগ্রে দাও নাই পরিচয়?
কি হেতু কুটিল পন্থা করিলে গ্রহণ?
যদি তুমি আসিয়া সভায়,
বলিতে আমায়,
চল ভাই বনবাসে যাই—
হইতাম আনন্দে বিভোর,
আলিঙ্গন করিয়ে তোমায়
স্নিগ্ধ হত এ জীবন।
দেখি নাই ভ্রাতৃ-মুখ কভু,
চিরদিন ছিল সাধ—
হেরিবারে তোমাদেরি মুখ।
কিন্তু আর নাহি সেই প্রাণ,
হয়েছে শ্মশান,
যাও ফিরে কানন-আবাসে—
দেখ, চিতারজে সেজেছি সন্ন্যাসী,
কিন্তু নাহি করি ঈশ্বর-প্রয়াস।
ছেড়ে গেছে প্রিয়া,
তার প্রেমে বিভূতি মেখেছি গায়।

মাধব। আমার অন্য কার্য্য নাই, গোলোক-বাসী জননী যে সম্পুট তোমায় দিয়েছিলেন, সেইটি তোমায় দিতে এসেছি! আমার উপদেশে তস্করেরা অপহরণ করেছিল, তুমি নাও, তোমার সন্তাপ দূর হবে।

অলর্ক। দাও—
আদরে জননী মোরে করেছেন দান,
কিন্তু শোন, শান্তি নাহি চাই,
মনঃ-খেদে প্রিয়া মম
ধরিল "বিষাদ" নাম।
বলিত সে অভাগিনী,
বিষাদে অন্তরে দেছে স্থান,
সে বিষাদ সযতনে রাখিব হৃদয়ে।
দেখি কি আছে সম্পুটে—

সম্পুট পড়িয়া

"বিপদে কাণ্ডারী জেন শ্রীমধুসূদন,
তাপ দূর হবে সার কর শ্রীচরণ।"
এ সম্পুট নাহি প্রয়োজন,
জননীর আদরের দান,
গভীর সলিলমাঝে কর অবস্থান।

সম্পুট জলে নিক্ষেপ

সম্পদ না চাই—বিপদ বাসনা মম।
যাও, নাহি রহ উন্মত্তের কাছে,
ফিরে যাও, বিপিনে সন্ন্যাসি,
হা প্রিয়ে! কোথা তুমি?

[অলর্কের প্রস্থান।

মাধব। কি হ'ল, কি ফল লাভ কর্‌লেম? মা, তুমি গোলোক থেকে উপায় না কর্‌লে আর কোন উপায় নাই, আমি সুধা আশে সমুদ্রমন্থন কর্‌লুম—গরল উঠ্‌ল।

তিন জন ফকিরের প্রবেশ

ভাই রে! সর্ব্বনাশ—অলর্ক উন্মত্ত হ'ল, জায়াশোকে বিহ্বল, মাতৃদত্ত সম্পুটও জলে নিক্ষেপ কর্‌লে। দেখ, তোমরা যদি কোন উপায় কর্‌তে পার চল, দেখি, কোথায় গেল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—শ্মশানস্থ বৃক্ষতল

অলর্ক

অলর্ক। (স্বগত) আর কোথায় যাব, এই স্থানেই অবস্থান করি, আর পা চলে না, অঙ্গ অবশ হচ্চে। (শয়ন)

রাজমাতার আবির্ভাব—ছায়ামূর্তি

রা-মা। ত্যজ খেদ সন্তান আমার!
সুখ-দুঃখ অনিত্য সংসারে।
দেখ আমি ব্যাকুলা তোমার তরে,
এসেছি গোলোক ত্যজি তোমার কারণ
বাপধন! শোক ভিক্ষা দেহ জননীরে!
কর বৈরাগ্য আশ্রয়,
সার কর হরির চরণ।

অলর্ক। মা! দেখা হলো—হলো ভাল। তুমি আমার সরস্বতীকে খুঁজে এনে দাও, নইলে আমি সুখ চাই নে; প্রেম চাই নে;—আনন্দ চাই নে, আমি নারকী—নরকে অবস্থান কর্‌ব। মা! এ জ্বালা আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না।

রা-মা। বৎস! চেয়ে দেখ সরস্বতী আমার সঙ্গে, আমরা একলোকে বাস করি, সে তোমায় অনুরোধ কর্‌তে এসেছে, তুমি অনিত্য শোক ত্যাগ কর। মধুসূদনের শরণাগত হও, নহিলে তুমি আমাদের কাছে আস্‌তে পার্‌বে না, তোমার অধোগতি হবে, আমরা বড় ক্লেশ পাব।

অলর্ক। কৈ মা! আমার সরস্বতী কৈ? আমায় দেখাও,—আমায় যা বল্‌বে, তাই কর্‌বো।

রা-মা। এই যে সরস্বতী তোমার সম্মুখে। যাও, তোমার ভ্রাতারা তোমার জন্য মর্ম্ম-পীড়িত, অনুতাপে দগ্ধ! তারা তোমার মঙ্গল কামনা কর্‌ছিল, হিতে বিপরীত হ'ল, তাদের মার্জ্জনা কর।

অলর্ক। কৈ, সরস্বতী কৈ? প্রিয়ে, কোথায় তুমি?

সর। নাথ! এই যে আমি!

অলর্ক। কৈ? কৈ? আমায় আলিঙ্গন দাও।

সর। প্রাণনাথ! আমরা সূক্ষ্মশরীরী, আমায় স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না, আমি মা'র কাছে পরম সুখে আছি। জান ত আমি প্রেমিকার পূজা কর্‌তে ভালবাসি, গোলোকে আমি রাধাকৃষ্ণের পূজা করি, তুমি মধুসূদনের শরণাপন্ন হয়ে গোলোকে এস, উভয়ে পূজা করবো।

অলর্ক। না না, তুমি আমার হৃদয়ে এস। (নিদ্রাভঙ্গে) কৈ! কৈ! কে কোথায়? এ কি স্বপ্ন? কে আমায় বল্‌ছে স্বপ্ন নয়, না, স্বপ্ন নয়! প্রিয়া আমার গোলোকে, এ কথা নিশ্চয়। স্বপ্ন মিথ্যা—প্রিয়া গোলোকে, এ কথা মিথ্যা নয়! আজীবন প্রেম উপাসনা করেছে, নইলে আর কোথায় তার স্থান। মা! তোমার কথা রাখ্‌ব, সহোদরদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ব, আমি মধুসূদনের উপাসনা ক'রে তোমাদিগের নিকট যাব।

তিন জন ফকিরের প্রবেশ

অলর্ক। তোমরা কি আমার সহোদর?

১ ফ। হ্যাঁ ভাই, আমাদের মার্জ্জনা কর।

২ ফ। দেখ, আমাদের জ্যেষ্ঠ, যাঁকে আমরা পূজা করি, তোমার জন্য অধীর হয়েছেন। তিনি তোমার মঙ্গলকামনায় তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করেছিলেন, সহোদরকে ভিক্ষা দাও, আমাদের মার্জ্জনা কর।

অলর্ক। শুন ভাই! মা এসেছিলেন, তিনি গোলোক থেকে এসেছিলেন, আমি সরস্বতীকে দেখেছি, আর মনের ক্ষোভ নাই। বলছ স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়, সত্য—দেবাঙ্গনাদের গোলোকেই স্থান।

১ ফ। তুমি ভাগ্যবান্‌—কোথায় দেখ্‌লে?

অলর্ক। এই স্থানে মধুর বচনে আমায় সম্ভাষণ কর্‌লেন। সত্য—স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়: মাকে দেখেছি, প্রিয়াকে দেখেছি, তারা সুখে আছে।

২ ফ। এ কি উন্মত্ততা?

৩ ফ। আহা! জায়া-শোকে বিহ্বল হয়েছেন।

অলর্ক। ভাবছ স্বপ্ন,—দেখ, স্বপ্ন আর সত্যের প্রভেদ আমি জানি। তুমি আমায় জ্ঞানহীন বিবেচনা কর্‌ছ? আমি জ্ঞানহীন নই, আমি মধুসূদনের উপাসনা ক'রে তাঁদের নিকট যাব। যেখানে আমার জননী আছেন; যেখানে আমার প্রাণপ্রিয়া আছেন; মা বলেছেন, প্রিয়া বলেছেন, এ কথা মিথ্যা নয়! আমি আবার তাঁদের দেখব চল, আমায় জ্যেষ্ঠের নিকট নিয়ে চল, আমি তাঁর পদে প্রণাম ক'রে মধুসূদনের উদ্দেশে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—নদীতীরস্থ শ্মশান

উজ্জ্বলা ও সোহাগীর প্রবেশ

উজ্জ্বলা। সোহাগি! আর আমি চল্‌তে পারি নি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ গেল।

সোহা। চল, চ'লে চল, এ রাজ্যের বাহিরে না গেলে কেউ একটু মুখে জল দেবে না, চল, শোকালয়ে চল।

উজ্জ্বলা। মাথা মুড়ান দেখে আমাদের কেহ স্থান দেবে না। রাজদূত ঢেঁড়া দিয়ে গেছে জানিস ত?

সোহা। তবে তুমি থাক, আমি চল্লুম।

উজ্জ্বলা। সোহাগি! দাঁড়া, দাঁড়া, কাজ আছে।

সোহা। আবার তোমার কি কাজ?

উজ্জ্বলা। ঐ দেখ!

সোহা। কি?

উজ্জ্বলা। ঐ মাধব, আমার বড় পিপাসা পেয়েছে, ওর বুক থেকে রক্ত খাব—এই দেখ, ছুরি আছে, আমি পথে কুড়িয়ে পেয়েছি।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। কৈ! এখানে ত অলর্ক নাই? ভগবান্, আমার পাপের কিসে প্রায়শ্চিত্ত হবে? প্রভু! আমার অশান্তি দূর কর, আমি যার জন্যে সংসারে মিশলেম, যার জন্যে বেশ্যালয়ে গেলেম, যার জন্যে চোরের উপাসনা করলেম, যার জন্যে ছলনাময় জীবন যাপন করলেম, সে আশা আমার বিফল হ'লো?

উজ্জ্বলা কর্ত্তৃক মাধবের বক্ষে ছুরিকাঘাত

মাধব। কে রে! এতে কি আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে? সতী সরস্বতী মা! দেখে যাও—তোমার অভিশাপ পূর্ণ হ'লো। আমার বক্ষে শেলাঘাত হয়েছে, মা গো, এখন কি আমায় মার্জ্জনা করবে?

উজ্জ্বলা। ওরে সোহাগি! আয় আয়, এই রক্ত খা, প্রাণ ঠান্ডা হবে—প্রাণ ঠান্ডা হবে।

মাধব। কে ও, উজ্জ্বলা, আমায় মার্জ্জনা কর।

উজ্জ্বলা। হা, হা,—তুই এখনি মর্‌বি, আমার মনে তৃপ্তি হলো, আমার চুল মুড়িয়ে দিয়েছে, শোধ গেল।

(নেপথ্যে) ওরে এই দিকে আয়, মুরুব্বি এই দিকে আছে।

উজ্জ্বলা। ওরে সোহাগি, পালা! পালা! ধরতে আস্‌ছে।

সোহা। আর কোথায় যাব—এখনি ধ'রে প্রাণবধ কর্‌বে।

উজ্জ্বলা। দেখ্ দেখ্ সোহাগি, ভাব্‌চিস্ কেন, এই সামনে নদী,—এতে ডুব দিলে অনেক দূর গিয়ে পড়বো, কেউ ধ'রতে পারবে না।

সোহা। সে কি?

উজ্জ্বলা। (সোহাগীকে ধরিয়া) আমি তোকে ছাড়ব না, সঙ্গে নেবো, দুজনে কুকার্য্য ক'রে বেড়িয়েছি, চল, একসঙ্গে নরকে যাই।

সোহা। ওরে বাপ রে, খুন কর্‌লে রে!

উজ্জ্বলা। না, আমি একা যাব না।

সোহাগীকে ধরিয়া নদীতে ঝম্প প্রদান

চোরদ্বয়ের প্রবেশ

১ চো। আহা! আহা! এ কি সর্ব্বনাশ!

২ চো। ওরে ভাই, মুরুব্বি যে বলে, দীননাথকে ডাক্‌লে বিপদ যায়, আহা! মুরুব্বির যে বড় বিপদ্, আয় দীননাথকে ডাকি!

সকলে। দীননাথ! দীননাথ!

মাধব। কে রে, চরমকালে কে বন্ধু—কে এলে? তোমরা এসেছ, দেখ আমার সঙ্গে আর তিন জনকে দেখেছিলে, তাদের ডেকে দাও—আমার মৃত্যুকালে এই উপকার কর।

২ চো। এই যে তাঁরা আস্‌ছেন।

তিন জন ফকির ও অলর্কের প্রবেশ

১ ফ। এ কি প্রভু, এ কি হলো! কে সর্ব্বনাশ কর্‌লে?

মাধব। ভাই এসেছ, যদি অলর্কের দেখা পাও, বলো আমি মৃত্যুকালে তার নিকট মার্জ্জনা চেয়েছি। সে সদাশয়, মুমূর্ষুর কথা ঠেলবে না, সেই বেশ্যা আমায় ছুরি মেরেছে—ভাই রে, এতে কি আমার প্রায়শ্চিত্ত হয় নি?

২ ফ। দাদা, দাদা, চেয়ে দেখুন, এই যে অলর্ক!

মাধব। ভাই, কোথা তুমি? আমি চক্ষে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তুমি বল, আমার কি প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে?

অলর্ক। আহা! কি সর্ব্বনাশ হলো! দাদা! আপনি সদাশয়, দেখুন, আমি আপনার অবাধ্য হয়েছিলুম, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমার মা এসেছিলেন, প্রিয়াকে দেখেছি, আমি তাঁদের উপদেশে আপনাদের চরণ-কৃপায় মধুসূদনকে ডেকে গোলোকধামে যাব। দাদা, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

মাধব। ভগবান্! বুঝি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো, মৃত্যুকালে আমার প্রাণে শান্তি এলো। অলর্ক হরি উপাসনা কর্বে।

অলর্ক। দাদা! দেখ দেখ, মা এসেছেন, সরস্বতী এসেছে, তোমায় নিতে এসেছেন, তুমি মা'র সঙ্গে পরমানন্দে থাকবে। ঐ দেখ, জননী তোমার কাছে আস্ছেন।

(অলর্ক ব্যতীত সকলে)। কৈ—কৈ?

মাধব। দেখতে পাচ্ছ না? ঐ যে জননী এসেছেন, ঐ দেখ, হাস্যময়ী প্রতিমা। ভাই, বিদায় দাও, মা ডাক্ছেন! (মাধবের মৃত্যু)

(অলর্ক ব্যতীত সকলে)। হায়! প্রভু, কোথায় গেলে?

অলর্ক। কেন শোক কর? ঐ দেখ, তিনি অগ্নিবর্ণ বিমানে জননীর কোলে ব'সে চলেছেন, আমাদের আশীর্ব্বাদ কর্চেন। ঐ দেখ্, ঐ দেখ্, তোরা কাঁদ্চিস্ কেন? গোলোকনিবাসী গোলোকে চ'ল্লো। দাদার প্রীত্যর্থে হরিধ্বনি কর।

সকলে। হরিবোল।

যবনিকা পতন

হারানিধি

[সামাজিক নাটক]

(২৪শে ভাদ্র, ১২৯৬ সাল, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

মোহিনীমোহন (ধনাঢ্য ব্যক্তি)। হরিশ (গৃহস্থ ভদ্রলোক)। নীলমাধব (হরিশের পুত্র)। অঘোর (হরিশের জামাতা)। নব (হরিশের সম্পর্কীয় ভ্রাতা)। গুণনিধি (মোহিনীর সরকার)। ধরণী বাবু (ডাক্তার)। তেজচন্দ্র বাহাদুর (গোহিরপুরের জমিদার)। ভৈরব (লোক বলিয়া উল্লিখিত, তেজচন্দ্রের মুন্সী)। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র (উকীল), ধনীরাম (মোহিনীর দরোয়ান), সোনাউল্লা (পাহারাওয়ালা)। বেলিফ, জমাদার, চাপরাসী, পাহারাওয়ালাগণ, মুটে, মাতালগণ, গাড়োয়ান, চোপদার, পাইকগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

হৈমবতী (হরিশের স্ত্রী)। সুশীলা (হরিশের কন্যা)। কমলা (মোহিনীর স্ত্রী)। হেমাঙ্গিনী (মোহিনীর কন্যা)। কাদম্বিনী (মোহিনীর রক্ষিতা বেশ্যা)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের বৈঠকখানা

হরিশ ও মোহিনীমোহন

হরিশ। ওহে, এত চিঠি লিখলুম, তার ত তুমি একখানা জবাব দিলে না; আজ সাত দিন আফিস কামাই ক'রে ঘুরছি, তাও ত দেখা করতে পারলুম না।

মোহিনী। চিঠির জবাব দেব কি, ভাই? এত দিন ত এক জায়গায় ছিলুম না; আজ এখানে, কাল সেখানে, এই করেই বেড়িয়েছি; তার পর ইভ্‌নিং পার্টি, লেভি এই সব ক'রেই ঘুর্‌ছি।

হরিশ। তা ঘুরেচ—ঘুরেচ; এখন আমার সর্ব্বনাশ! আজ নীলেম; আজ না টাকা দিলে বাড়ী-বাগান বিক্রী হয়ে যাবে।

মোহিনী। সে জন্যে ভাবনা নেই,—সে জন্যে ভাবনা নেই।

হরি। ভাবনা নেই কি হে? এই এড-ভার্টাইজ্‌মেন্ট দেখ না, এতক্ষণ বোধ হয় বিক্রী হয়ে গেল।

মোহিনী। সে কি আর আমি দেখি নি?

হরিশ। তবে বল্‌চ, ভাবনা নেই?

মোহিনী। আমি সে ডেকে রেখেছি; জান না কি?

হরিশ। সত্যি না কি?

মোহিনী। সত্যি বৈ কি; তোমার বিষয় ছেড়ে দিতে পারি?

হরিশ। কত টাকায় ডাকলে?

মোহিনী। সাত হাজার; আরও কিছু পড়বে।

হরিশ। আর বাকী সুদ সমেত যে প্রায় বার হাজার হয়েছে।

মোহিনী। তার জন্যে তোমার ভাবনা নেই, আমি বাকী ক্লেমও কিনে রাখ্‌ব।

হরিশ। যাহা হয়, ভাই শীগ্‌গির শীগ্‌গির কর। যদি মাইনে সিজ করে, তা হ'লে আমি ছাপোষা লোক—মারা যাব। তোমার মতন ত তালুক-মুলুক নেই, ওই মাইনেটি ভরসা।

মোহিনী। তা সিজ কর্‌লেই বা; ইন্‌-সল্‌ভেন্ট যাবে, তা ভাবনা কি?

হরিশ। বেশ বলেছ! অপমানকে অপমান, আর চাকরীটির দফা গয়া। আমার আর বছর দুই হ'লে ওয়ান থার্ড পেন্সন হয়।

মোহিনী। কি হবে আর পেন্সনে? আমার সংসারে সেঁধোও, বিষয়-আশয় সব দেখ শোন, আমি ত আর একলা পেরে উঠি নি।

হরিশ। তাই তখন তোমার পরামর্শ নেব; এখন আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

মোহিনী। তা তুমি স্বচ্ছন্দে মাসেক ছ'মাস

বাস কর গে যাও। আমি পুজার পর নইলে বোধ করি আস্তাবল-বাড়ী সুরু করতে পারব না। ইংরেজটোলার বাড়ীখানা তৈয়ের করতে প্রায় লাখ টাকা পড়ল।

হরিশ। মাসেক ছ'মাস বাস করব কি হে?

মোহিনী। তোমার সঙ্গে ত আর অন্য ভাব নয়? একটা ভাড়া লেখা-পড়া ক'রে এক বৎসর থাকতে চাও, তাই; আমার তাতে অমত নেই।

হরিশ। মোহিনী, ঠাট্টা করছ না কি?

মোহিনী। এর আর ঠাট্টা বুঝলে কোন্‌-খানটা? বাড়ী কিনেছি, তুমি থাকতে চাচ্ছ, ভাড়া লেখা-পড়া ক'রে দেবে, এ আর ঠাট্টা কি?

হরিশ। বুঝেছি, বুঝেছি; তাই তখন হবে।

মোহিনী। কিছুই বোঝ নি; তুমি এখনও ঠাট্টা বিবেচনা করছ। তোমার মনে হচ্চে না—মনে ক'রে দেখ দেখি—বছর পাঁচ সাত্‌ আগে তোমার ভদ্রাসনটুকু চেয়েছিলুম কি না? তখন তুমি ইংরেজী মেজাজ ক'রে কাণ ম'লে দিতে এসেছিলে। তোমরা ত কেউ ভাল-মানুষিতে শোন না!

হরিশ। তুমি কি বলছ? এ কি আমার দেনায় বিকুলো?

মোহিনী। তবে কি আমার দেনায়?

হরিশ। অ্যাঁ!

মোহিনী। অ্যাঁ কি? বুঝতে পাচ্চ না? তবে তুমি বড়লোককে চেন না।

হরিশ। মোহিনী, কি বলছ? তুমি আমায় বললে যে, "আমার কিস্তির টাকার অভাব হচ্ছে।"

মোহিনী। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সেই কথা ত তুলছি; শোন,—আমি তোমায় বলেছিলুম যে, কিস্তির আটক হচ্চে, হাজার দশেক টাকা ধার করতে হবে; কেমন?

হরিশ। তাই ত।

মোহিনী। তার পর তোমায় বলি যে, ধনেন্দ্র গুঁইয়ের কাছে টাকা আনতে আমার লজ্জা করে; গুণনিধি আমার হয়ে ধার করবে।

হরিশ। এ ত তুমিও জান, আমিও জানি; এ সব কথা কেন?

মোহিনী। ও কথা আমার দরকার নেই, তুমি ও কথা তুলবে ব'লে বলচি। তোমায় জামিন হ'তে বলেছিলুম বটে?

হরিশ। তার পর কি হ'ল, শুনি।

মোহিনী। তুমি বন্ধুত্বের খাতিরে জামিন হলে।

হরিশ। তার পর, সেই জামিনের দায়ে বাড়ী বিক্রী হয়ে গিয়েছে, তুমি কিনেছ, ভেঙে আস্তাবল করবে, কেমন?

মোহিনী। এইবার তুমি বুঝেছ। তোমার ঠেঁয়ে বাড়ীটুকু চেয়েছিলুম; তুমি কাণ মোলে দিতে এলে! সে ঘা আমার অন্তরে অন্তরে আছে। তুমি গেরস্তমানুষ, অত তেজ কেন? বড়লোক চাচ্ছে, দর-দাম ক'রে সস্তা-মস্তায় ছেড়ে দাও; তা হ'লে ত আর এ সব কৌশল করতে হয় না। তা নয়, তুমি একবারে বেঁকে বসলে। পৈতৃক ভিটে, ভদ্রাসন বাড়ী,—কত ফ্যারেক্কাই তুললে! আমার গাড়ীর দরকার হ'লে এক পো পথ লোক গিয়ে আস্তাবলে খবর দেবে; আর তুমি বাড়ী, বাগানবাড়ী সামনে ব'সে ভোগ করবে! আনো, নাও, খাও, দশহাজার টাকার জন্যে যার ভদ্রাসন বিকোয়, তার এত তেজ কেন?

হরিশ। মোহিনী, তুমি কি সত্যি আমার এই সর্ব্বনাশ করবে?

মোহিনী। সর্ব্বনাশ কিসের? আমার সম্পাষ্যি হয় না; সম্পাষ্যি করব না?

হরিশ। হ্যাঁ হে, তুমি কি সব ভুলে গেলে? তুমি সাঁতার দিতে দিতে জলে ডুবে যাও, আমি আপনার প্রাণের মায়া না ক'রে তোমায় বাঁচাই; তোমার মার গহনা চুরি করে-ছিলে, তোমার বাপ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, আমি তোমায় মুখের খাবার খাওয়াই; তোমার কষ্ট হবে ব'লে বিছানা ছেড়ে দিয়ে মাদুরে শুই; হাড়ীপাড়ায় দাঙ্গা করেছিলে, তোমায় বাঁচাবার জন্য হাড়ীর লাঠি খেয়ে ছ মাস শয্যাগত হই; এখনও আমার গায়ে লাঠির দাগ আছে। আমি বিশ্বাস ক'রে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি, আর তুমি গলায় ছুরি দিচ্চ?

মোহিনী। কে বলে, তুমি লেখাপড়া শিখেছ? তুমি মূর্খ, তুমি কথামালাও পড় নি। বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল, সারস বা'র

করেছিল। তুমি কি জান না, সারস বাঘের মুখ থেকে মুখ বা'র ক'রে এনেছিল, এই ঢের? গরিব লোকের আর কাজ কি? বড়লোকের জন্য মাথা দেবে, বড়লোকের জন্য মেয়েমানুষ যোগাবে, কুকুরের মত দুটি খাবে, আর থাক্‌বে।

হরিশ। উঃ! ভগবান্‌, এত দূর?

মোহিনী। সকলে 'বাবু বাবু' বলে, উনি 'মোহিনী' 'মোহিনী' বলেন, বন্ধুত্ব জাহির করেন! আরে মূর্খ, তুই এ জানিস্‌ নি যে, গেরোস্ত-মানুষ আবার বড়লোকের বন্ধু কি? কেউ আত্মীয় হন, কেউ হাই ধরেন, কেউ ক্ষণজন্মা বলেন, আমি মনে মনে হাসি! থাক্‌ কুকুর ব্যাটারা; পাঁচটা জানোয়ার পুষি নি? পাঁচটা আসবাব রাখি নি?

হরিশ। মোহিনী!

মোহিনী। এখনও মোহিনী! সরকারী চাক্‌রীটুকু আছে, তাই?

হরিশ। আচ্ছা, মোহিনী বাবু, তোমার কি লোকভয় নেই, ধর্ম্মভয় নেই, মনুষ্যত্ব নেই? এই সম্পত্তি কি তুমি চিরকাল ভোগ কর্‌বে? একদিন ছেড়ে যেতে হবে, তা জান? ঈশ্বর তোমায় কি ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন এই কর্‌তে? আমি ছাপোষা গেরোস্ত, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌ছ?

মোহিনী। কার সর্ব্বনাশ হয়, কে মরে, কার অন্ন জোটে না, তা ধর্‌তে গেলে বড়লোকের বিষয় রক্ষা করা হয় না। তোমরা কি কুকুর-বেরাল, শুওর-গাধা খেতে পেলে কি না, দেখ? অত দূর কাজ নেই,—তোমাদের বাড়ীর চাকর, তার ব্যারাম-আরাম বোঝ? তার সময়-অসময় বোঝ? তোমার চাকর-দাসী ছাপোষা হ'লে কি তোমরা মাইনে বাড়িয়ে দাও? মুটে—যে মোট মাথায় ক'রে আসে, তার সঙ্গে যে এক পয়সার জন্যে ঝগড়া কর, তখন লোকভয় কর না, তখন ধর্ম্মভয় কর না? তোমায় এত কথা বোঝানর আবশ্যক কি, তা জান? প্রথম ত তুমি যোগ্য লোক; তোমায় আমার সংসারে কাজ কর্‌তে হবে; তাতে যত বন্ধুত্ব কর্‌তে পার, তত কম মাইনেয় থাক্‌তে পার। ঠিক কথা; তুমিও যেমন কম মাইনের চাকর খোঁজ, আমিও তাই চাই। আর দ্বিতীয়ই বল, আর প্রথমই বল, 'মোহিনী' ব'লে যে গদীতে এসে ঠেস মেরে বস্‌তে, একঘর লোক—কিছু সমীহ কর্‌তে না—ডাকলেই 'হুজুর' ব'লে এসে দাঁড়াতে হবে, সেই জন্যই আমার বাকী ক্লেম কিনে লওয়া। এখন রেগেছ, রাগো; কাল সকালে এসে ব'ল, কবে থেকে আমার চাক্‌রী নেবে?

হরিশ। যদি খেতে না পাই, যদি পরিবার-বর্গ অনাহারে মরে, যদি খণ্ড খণ্ড ক'রে কেউ কাটে, তবু কি তুই মনে করেছিস্‌, তোর চাক্‌রী আমি গ্রহণ কর্‌ব?

মোহিনী। ব'লে যাও, ব'লে যাও, মুখে বলা, কাজে করা, অনেক তফাৎ। যেমন বলে-ছিলে, "আমি প্রাণান্তেও ভদ্রাসন দেব না," আবার কায়দায় প'ড়ে দিলে, তেমনি কায়দায় প'ড়ে চাক্‌রী স্বীকার কর্‌তে হবে। আমি এক দিন সময় দিলুম; বিবেচনা কর। বন্ধু মানুষটা, অ্যাটাচমেন্ট বা'র ক'রে আর যেন বাড়াবাড়ি কর্‌তে হয় না; মাইনে সিজ কর্‌লেই ত দাঁত ছির্‌কুটে পড়্‌তে হবে। কি কর্‌বে? যেমন সময়, তেমনি চল্‌তে হয়; উপায় ত নেই। আমরা বড়লোক, এ রকম না কর্‌লে চল্‌বে কিসে বল? গাড়ী রাখ্‌তে হবে, ঘোড়া রাখ্‌তে হবে, বাগান রাখ্‌তে হবে, রাস্তাঘাট হাঁসপাতালের চাঁদা দিতে হবে, ভোজ দিতে হবে, পার্টি দিতে হবে। বড়লোকের ত আর অন্য রোজগার নেই; ঐ আমাদের রোজগার।

হরিশ। তুমি কি বড়লোক? বড়লোক ব'লে পরিচয় দিও না, বড়লোকের কলঙ্ক ক'র না। অনেক ধনাঢ্য প্রাতঃস্মরণীয়; তাঁদের ধন দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্য, তাঁদের নাম কর্‌লে দিন ভাল যায়, তাঁদের দানে দেশ অদৈন্য,—তাঁদের বড়লোক বলি; তুমি বড়লোকের চণ্ডাল!

মোহিনী। হাঁ হাঁ, আছে বটে—আছে বটে। তুমি যে রকম বল্‌চ, দু'টি একটা আহাম্মক আছে বটে; সে রকম আহাম্মক কি তোমাদের ভেতরে নেই? তাও আছে; পরোপকার এক ঢেউ। বাগাড়ম্বর বিস্তর হয়েছে; বল্লুম, বাড়ীতে স্থির হয়ে ব'স গে, ব'সে বোঝ গে। শুনেছি, তোমরা গেরস্তলোক,

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কিছু কর না, সব দিক বুঝে সুঝে দেখ; কেন বরবাদ যাবে? ভাড়া লিখে না দিতে চাও, আমার আস্তাবল-বাড়ীর উপর দু'ট ঘর আছে, থাক গে; আর ভাড়া লিখে দাও, স্বচ্ছন্দে বছর খানেক ভোগ কর। কাজে রিজাইন্ দিয়ে আমার কাজে ভর্ত্তি হও, বড় হিল্লে ছেড়ো না; তোমার আমি ভাল কর্‌ব। কেন চাক্‌রী-বাক্‌রী খুইয়ে পথের ভিখারী হবে? মোসা-হেবেরা বলে, বড়মাছের কাঁটাটাও ভাল। বুঝেছ, আমি তোমার ভাল কর্‌ব।

হরিশ। যথেষ্ট হয়েছে।

[প্রস্থান।

মোহিনী। এরে দেখ্‌ছি খেলিয়ে তুল্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

অঘোর ও নব

অঘোর। কেন বাবা, আর আমার সঙ্গে লাগ কেন? তোমাদের জামাই ত সাফ্ ম'রে গিয়েছে; ফের আমায় নিয়ে টানাটানি কেন বাবা? বাঁধিয়ে দিতে হয়, দাও; না হয়, তুমিও পথ দেখ, আমিও পথ দেখি।

নব। আহা, কি হয়েচে, আমায় বল না।

অঘোর। বাবা, অত ফুরসৎ নেই; চারি-দিকে লালপাগড়ী ঘুরছে, আমারও প্রাণটা ঘেমে লাল হচ্ছে। আর, তুমিও "জামাই বাবু" ব'লে সম্বোধন আরম্ভ করেচ। যখন জামাই বাবু কাবু হয়ে হাবুডুবু খাবে, তুমি কি তখন ঠেকাবে?

নব। বল না, কি হয়েচে; যদি কিছু উপায় থাকে, করি।

অঘোর। নাচার, বাবা; পরিষ্কার জেনে রাখ, কিছু উপায় নেই।

নব। তুমিও পরিষ্কার জেনে রাখ, আমি না বল্‌লে ছাড়চি নি।

অঘোর। এও ত নাচার! আচ্ছা বাবা, চটপট শুনে নাও। এন্ট্রান্সে ফেল হয়ে ত পড়াশুনা ছাড়ি।

নব। তার পর ত সৎমার বাক্স চুরি ক'রে পালাও।

অঘোর। বাঃ! বাঃ! তুমি বড় জবর শ্রোতা; অনেকটা এগিয়ে দিলে। তার পর একেবারে আগরায় গিয়ে সদারং বর্ম্মণ ডাক্তার —টুপী মাথায়, বাব্‌রী চুল, মাথার মাঝখান কামান; একদিন দেখি যে, খামোকা বরাৎ ফির্‌লো। সুশীল ভদ্র তাঁর স্ত্রীকে হাওয়া খাওয়াতে এনেছেন, কলকেতায় চিকিৎসা ক'রে কিছুই হয় নি, উপযুক্ত ডাক্তার দেখে আমার ডাক পড়লো, আমিও এসে নাড়ী ধর্‌লুম। বিধুমুখীর পেট উঁচু, মুখে কাপড় ঢাকা। শুনলেম, বড় জ্বর হয়, ক্যালোমেল প্রভৃতি ভাল ভাল ওষুধ ব্যবস্থা কর্‌লুম; দু'বেলা যাতায়াত; চার টাকা ক'রে ফি আর পাল্কী ভাড়া; ডাক্‌তে হয় না, আপনি হাজির হই।

নব। তুমি নাম ভাঁড়ালে কেন?

অঘোর। শুধু ত সৎমার চুরি না; দাঁদের তবিল ভাঙা, দু'ট একটা ঘড়ী মেরামত ক'রে দেব বলে বিক্রমপুর পাঠান, এমনি সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারণ। তার পর যা বল্‌ছিলুম; দু'বেলা আপনি গিয়ে হাজির হই; পেসেণ্ট কুলবধূ, হাতটি বার ক'রে দেন; লজ্জাশীলা জিবটি বা'র করেন না, আমারও তাদৃশ দরকার হয় না। একদিন সন্ধ্যার পর গিয়ে দেখি, পেসেণ্টের হাতখানি একটু শক্ত আর ঠাণ্ডা; আর বাড়ীতে জনপ্রাণী নেই, সমস্ত নীরব! ক্রমে একটু এদিক্ ওদিক্ আওয়াজ আসতে লাগল; দেখি, বাড়ীর সদরে কন্‌ষ্টেবল সাহেব; আর না, একদিক্ দে জান্‌লা ভেঙ্গে সটকে পড়লুম; বাড়ীতেও গেলুম না; তখন আমার হুঁশ এয়েছে; আঁচ করলুম, ঐ বেটীকে গর্ভস্রাব করাতে এনেছিল, মারা গিয়েছে। তার পর একখানা খবরের কাগজে দেখি, আর সদারং বর্ম্মণ নেই, অন্নপ্রাশনের নাম বেরিয়েছে!—অঘোর মিত্র এলায়েস সদারং বর্ম্মণ একজন গেরোস্তর মেয়েকে—কে তার ঠিকানা নেই—বা'র ক'রে এনে পেটে পোয়ে খুন করেছে।

নব। তার পর?

অঘোর। তার পর অঘোর মিত্র ম'ল।

নব। ম'লে কি?

অঘোর। মলুম বৈ কি। পুলিশ তত্ত্ব ক'রে দেখলেন—বা তত্ত্ব না পেয়েই দেখুন—যে অঘোর মিত্র মরেছে। কাগজওয়ালার সংবাদ ভুল হবার যো নেই; তাঁরা বিশেষ সূত্রে অবগত হয়েছেন যে, অঘোর এলায়েস সদারং রাত দুপুরে জলে ঝাঁপ দেয়! সেই পেণ্টুলেন, চাপকান, টুপী সদারংএর চেয়ে একটু রোগা, একটু ঢেঙ্গা, মুখখানা মাছে খেয়ে ফেলেছে, লাস নিয়ে পুলিশ হাজির করেছে; সুতরাং সে অঘোর মিত্র এলায়েস সদারং; তবে জলে ডুবে একটু ঢেঙ্গা ও রোগা হয়ে পড়েচে; অঘোর মিত্রকে পাওয়া চাই; সাত সাতটা খুন হয়েছে, তার তদ্বির হয় নি; এ খুনের তদ্বির না হ'লে ইন্‌সপেক্‌টারের কর্ম্ম যায়।

নব। তবে ত সে চুকেই গিয়েছে; আর গা-ঢাকা হয়ে রয়েছ কেন?

অঘোর। রোগে! দুঃখে সুখে এক রকম দিন কেটে যাচ্ছে, ঝোলবার বড় সখ নেই। ধরা পড়লে অঘোর মিত্র বাঁচবে আর ঝুল্‌বে; ইন্‌স্‌পেকটারের চাকরী যাবে; আর কাগজ-ওয়ালারা লিখবে, "আমরা তখনি সন্দেহ করে-ছিলুম যে, অঘোর মিত্র মরে নি." ব্যস্! হিসাব নিকাশ কৈফিয়ৎ কেটে ঠিক! ছেড়ে দাও, বাবা, চুপি চুপি তোমাদের মেয়েকে মাছ ভাত খাইও; আমিও আপনার পথ দেখি।

নব। আচ্ছা, সে মেয়েমানুষটা কে, সন্ধান পেয়েছ?

অঘোর। কেন বাবা, আর বাড়াবাড়ি? আমায় কি না ঝুলিয়ে ছাড়বে না? ঘুণাক্ষরে কথা যদি জান্‌তে পারে, অমনি আমি বেঁচে উঠব, আর চারিদিকে পুলিস খুঁজবে।

নব। সে কি?

অঘোর। আর যেতে না দাও বাবা, আপনা আপনি।

নব। তুমি আমায় লুকুচ্চ কেন? আমি কি তোমার শত্রু?

অঘোর। আচ্ছা, বাবা, বল্‌ছি। তোমাদের মেয়ের মাছের মুড়োর যোগাড় হয়েছে; আমার মুড়ীটি ঝুলিও না। শুনেছ ত আমায় ডাক্‌তে গিয়েছিল সুশীল ভদ্র; কল্‌কেতায় এসে দেখি, তিনি গুণনিধি সরকার—মোহিনী বাবুর পেয়ারের মোসাহেব; তাঁরে দেখেই বুঝলেম যে, তিনি আমার চেয়েও গুণনিধি! মোহিনী বাবু তাঁর ভাজের গর্ভসঞ্চার ক'রে জমাখরচ হিসাবে মুদ্দোর আমার নামে জমা দিয়েছিলেন।

নব। তা তুমি কেন পুলিসে ধরা দিয়ে এই সব বল্‌লে না?

অঘোর। বেশ বলেছ! আচ্ছা সাফাই গাচ্ছ! তোমাদের পাড়ার লোক; তোমরাও কোন্ না শুনেছ যে, ভাজকে বৃন্দাবনে রেখে এসে-ছিলেন; সেইখানে বৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন?

নব। তা ত শুনেছি।

অঘোর। বিশ্বাস করেছেন?

নব। তা, যেমন শুন্‌লেম।

অঘোর। আপনার সরল প্রাণ, সরল বিশ্বাস করেছেন, কেউ কেউ কুটিল লোক আছে—তারা বলে, ভাজকে নিয়ে আর এক কাজে সরেছিলেন; তার পর গুণনিধিকেও দেখলুম, বাবুর সরকারে চাক্‌রী কর্‌ছেন, হাল সব মালুম হয়ে গেল।

নব। এখানে গুণনিধির সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল, তোমায় চিন্‌তে পার্‌লে না?

অঘোর। তফাৎ থেকে দর্শন করেছিলুম।

নব। এ সব খবর পেলে কোথা?

অঘোর। কল্‌কেতায় এসে বাবুর বাড়ীর গয়লানীর খোলার ঘরে আড্‌ডা নিয়েছিলুম; সেই মাগীর ঠেঙেই শুন্‌লুম যে, ভাজের একটু পেট উঁচু হ'তে, নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে-ছিলেন; খাস মোসাহেবও সঙ্গে ছিলেন, আঁচ ক'রে বুঝলেম, ব্যাপারটা এই। এখন ত বেশ একটি রূপকথা শুন্‌লে; কিছু বক্‌শীশ টক্‌শীশ হুকুম হবে?

নব। বাবাজী, আমার ট্যাঁকও তোমার মত দরাজ। সাত সম্পর্কে টেনে টুনে ভাই হয়, তাঁর অন্ন মারি, আর প'ড়ে ঘুমুই; বিশেষের ভিতর আজও হাতেটানটা ধরে নি। তা, তুমি কেন আমাদের বাড়ী এসে লুকিয়ে থাক না?

অঘোর। বড্ড বল্লে! কথার ভাব আছে। মোহিনী বাবু কি গুণনিধি যদি ঘুণাক্ষরে টের পান—সদারং ডাক্তার হেথায় জামাইরূপে অবস্থান কর্‌ছেন, দু'পয়সা খরচ ক'রে একখানি চিঠি ডিটেক্‌টিভ পুলিসকে দেবেন।

নব। কেন, তার ত কাজ হয়ে গিয়েছে, আর তোমায় পুলিসে দেবে কেন?

অঘোর। কি জান, সজ্জন লোক সমাজের হিতার্থে খুনীকে ফাঁসী দিয়ে থাকে, এই এক কথা। আর, যদি কোন রকমে আমি সন্ধান ক'রে ধরতে পারি, সেও ত একটা আপদ্ বটে। আমায় ঝোলাতে পার্‌লে ও খাতাটা ক্লোজ হয়ে থাকে। আমার প্রাণে নানান্ গায়, মহাশয়ও আমার মত হ্যাঙ্গামে পড়লে ওই রকমই গাইতেন; বড় একটা শ্বশুরবাড়ীর তোয়াক্কা রাখতেন না।

নব। তা, এখন কোথায় থাক্‌বে?

অঘোর। কেন বাবা, আমি মরেছি, আর তোমার ঠাঁই-ঠিকানার দরকার কি, তোমায় ভেঙে চুরে আমি কোন কথা বলতুম না, বল্লুম কেন, তা জান? শুন্‌তে পাই, শ্বশুর মশাই না কি ওখানে আনাগোনা করেন; তা, একটু সাবধানে যেন যান আসেন। তাঁর উপর খুনী লাস না চাপুক, জালজালিয়াতটা চাপতে পারে।

নব। তোমার হাতে পয়সা-কড়ি আছে?

অঘোর। তা হ'লে বাবা তোমার কাছে হাত পাতি? তার জন্যে বড় ভাবিনি, কাণাটানা যা হয় সেজে একটা পথের সম্বল কর্‌তে পারলে হয়। তার পর দেশহিতৈষী হয়ে কাশিমবাজারে গিয়ে পড়ব, শতাবধি টাকা হাত করতে পারলেই সাফ নাগপুরে গিয়ে পড়ছি। এখন পস্তাচ্ছি চুরি-চামারি না ক'রে একটা দেশ-হিতৈষী হ'তে পারলে চলত। তা "গতস্য শোচনা নাস্তি," যা হবার হয়ে গিয়েছে। শ্বশুর মশাই, বিদায় হই।

নব। আচ্ছা, তুমি ঠিকানা না বল, কাল্‌কে এমনি সময় হাবড়ার পোলের কাছে দেখা ক'র, আমি তোমার শ্বশুরকে ব'লে কিছু আনব।

অঘোর। না বাবা, পাঁচ কান ক'র না, আমার টাকা চাই নি।

নব। আচ্ছা, বাবাজী, একটা কথা আমার রাখ—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একদিন দেখা করো। তুমি জান না, তার কি অবস্থা,—মাটীতে শোয়, দিনান্তে একবার ছটাক খানেক যব হোক, চাল হোক, চোনা দিয়ে, একটু ঘির ছিটে দিয়ে, একটু দুগ্ধ দিয়ে ফুটিয়ে নেয়; হাত দিয়ে খায় না; উপুড় হয়ে যে ক'গ্রাস খেতে পারে। তোমায় আর কিছু বলিনি, তুমি দেখা দিয়ে—তুমি বেঁচে আছ, সে জান্‌তে পারুক; একটা স্ত্রীলোকের প্রাণ রক্ষা হোক।

অঘোর। তুমিই কেন ব'ল না; আমার দেখা দেওয়া মিছে—আমায় সে চিন্‌তে পারবে না। বে হয়ে জোর দিন পোনর ঘর করেছে; তা তৃতীয় প্রহরে মদ-ভাঙ খেয়ে গিয়ে পড়তুম, ভোর না হতে হতে সরতুম; বাবাকে শুধু জানান যে, রাত্তিরে বাড়ী এসেছি।

নব। খুব চিনতে পারবে; তুমি একখানা ফটোগ্রাফ দিয়েছিলে, জান?

অঘোর। আমার কোন পুরুষে ফটোগ্রাফ দেয় নি, তবে আমার ফটোগ্রাফ আমার ঘরে ছিল, সেইখানা যদি নিয়ে এসে থাকে।

নব। আহা, কি হতভাগিনী! এমন পতি-ব্রতারও এমন দশা হয়? শুনতে পাই, সেই ফটোগ্রাফখানি বুকে ক'রে রাত্তিরে শুয়ে থাকে।

অঘোর। কি জান বাবা, গেরো ত আর এক রকম নয়; তিনি ফটোগ্রাফ নিয়ে থাকুন, আমি সরলুম। [প্রস্থান।

নব। শোন না, শোন না—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মোহিনী ও কাদম্বিনী

মোহিনী। তুই যদি এখান থেকে না যাস, তোর ভাল হবে না।

কাদ। আমি অবলা; তুমি কি আমায় এই করতে মজালে?

মোহিনী। মজালে কি? তুই জানিস নি? তুই কি ন্যাকা? এ পথে দাঁড়ালি কেন? আমার ত ঘরের মাগ ন'স; আমার যত দিন সখ ছিল, জায়গা দিয়েছিলুম; এখন অন্যত্তরে চেষ্টা দেখ্।

কাদ। তুমি আমায় অমন নিষ্ঠুর কথা ব'ল না, আমার প্রাণবধ ক'র না, আমি বেশ্যা হব ব'লে বেরিয়ে আসিনি; যদিচ তোমায়—দেখবা-মাত্র ভালবেসেছিলুম, তবু আমি কুলের বা'র হ'তে সম্মত হইনি; তুমি শনিকে দিয়ে দুমাস

চিঠি পাঠিয়েছ, বাড়ীর চারিদিকে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছ, কত প্রলোভন দেখিয়েছ, এখন কি সে সব ভুলে গেলে? তুমি সমস্ত রাত আমার ঘরের জান্‌লার নীচে ব'সে কাঁদতে; "গলায় ছুরি দেব, বিষ খাব";—সে সব কি ভুলে গেলে? আজ বলছ, আমি বেশ্যা! আমি বেশ্যা নই; আমি তোমায় ভালবেসে তোমার সঙ্গে এসেছিলুম। আমি বের রাত্তিরেই বিধবা হয়েছিলুম—স্বামী কি, তা জানি নি; তুমিই আমার স্বামী, তুমিই আমার ধ্যান জ্ঞান; তোমা ভিন্ন অপর কোন পুরুষকে স্বপ্নেও মনে স্থান দিই নি। আমি তোমার দাসী, আমায় পায়ে ঠেল না। তুমি যা ইচ্ছা ক'রে বেড়িয়েছ; আমি কখনও কিছু বলিনি, কখনও কিছু বলবার ইচ্ছাও করিনি। তুমি যাতে সুখে থাক, তাই কর, কেবল আমায় পায়ে রেখ।

মোহিনী। নে, নে, অমন ঢঙের কথা আমি ঢের শুনেছি।

কাদ। আমার এ ঢং নয়, আমি যথার্থই তোমার জন্যে পাগল, তোমার কথা শুনলে কর্ণ শীতল হয়, তোমায় দেখলে আমার চক্ষু পলক-শূন্যে হয়, তুমি স্পর্শ করলে আমার অঙ্গ কণ্টকিত হয়। আমি তোমার কাছে অধিক প্রার্থনা করি নি, আমি তোমার পরিবারের দাসীবৃত্তি করতে প্রস্তুত, আমায় বাড়ীতে দাসী রাখ; তোমার পরিবারকে বাতাস করব, পা টিপব, কেবল তোমায় এক একবার দেখতে পাব; এ ভিন্ন অধিক আকাঙ্ক্ষা করি না। তুমি নারীহত্যা ক'র না।

মোহিনী। সাবাস বিবিজান! আচ্ছা বক্তৃতা করেছ।

কাদ। তুমি ত নির্দ্দয় নও। দেখ, তোমার জন্য আমার বাপের মাথা হেঁট করেছি, ভাই লজ্জায় দেশত্যাগী হয়েছে, মা আমার শোকে প্রাণত্যাগ করেছে। আমি যে মুহূর্ত্তে তোমায় দেখেছি, সেই মুহূর্ত্তেই জীবন-যৌবন সমর্পণ করেছি। যখন তুমি আমায় বাগানে রেখেছিলে, আমার মা'র অনুরোধে আমার বাপ নিতে এসেছিল, আমায় আবার ঘরে জায়গা দিত, আবার আমি সংসারে থাকতে পারতুম; কিন্তু তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার হৃদয়েশ্বর; তোমার জন্যে সর্ব্বত্যাগ করেছি, কোন সুখের আশা রাখিনি, আমায় পায়ে রাখ, স্ত্রীহত্যা ক'র না।

মোহিনী। শোন্, বোঝ্—আমারও বয়স হয়েছে, তোরও বয়স হয়েছে, আর এ সব ভাল দেখায় না। তুই কোথাও থাক গে যা, আমি তোকে খোরাকী পাঠিয়ে দেব।

কাদ। যদি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারতুম, তা হ'লে আমি চলে যেতুম, আমায় দেখে তুমি অসুখী হও, আমি আর মুখ দেখাতুম না; কিন্তু প্রাণকে কোন রকমে বোঝাতে পারি নি; আমায় কুটীরে রাখ, একবেলা খেতে দাও; একবার দেখতে চাই, এতে কেন তুমি বঞ্চিত কর? তুমি কি সকলি ভুলে গেলে? তুমি কতবার বলেছ যে, আমা ভিন্ন জান না, অন্য স্ত্রী তোমার চক্ষে স্থান পায় না। তুমি কেন এমন নিষ্ঠুর হলে?

মোহিনী। দেখ্, অনেক হয়েছে—আর না। ভাল চাস ত চলে যা, নৈলে দরোয়ান দিয়ে বিদেয় ক'রে দেব।

কাদ। আর তুমি দুর্ব্বাক্য ব'ল না; আমার অনেক হয়েছে—অনেক সহ্য করেছি!

মোহিনী। দূর হবি কি না?

কাদ। না, দূর ক'র না; আমি অবলা, তোমা বৈ জানি নি।

মোহিনী। বটে রে হারামজাদী, রোজ রোজ ন্যাকাম? ভাল কথায় শুন্‌বি নি? ধনীরাম!

নেপথ্যে। মহারাজ!

মোহিনী। (কাদম্বিনীর প্রতি) এখনও বল্‌ছি, যা, তোরে গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেবে।

কাদ। কোথায় যাব?

মোহিনী। যা, নিধে ঘর ভাড়া ক'রে এসেছে, সেইখানে যা। এ বাড়ী আমার দরকার পড়েছে, নৈলে থাকতিস্, আপত্তি ছিল না।

ধনীরামের প্রবেশ

ধনী। মহারাজজী!

মোহিনী। ঠিকা গাড়ী হ্যায়?

ধনী। খাড়া হ্যায় মহারাজ!

মোহিনী। (কাদম্বিনীর প্রতি) তোর বাক্স-পেঁড়া কি আছে, নে। (ধনীরামের প্রতি)

এসকো শনি দুধওয়ালীকে ঘরমে রাখকে আও; গাড়োয়ান্‌কো বোলো, ওসকো বাকস্‌ লে যায়।

ধনী। যো হুকুম মহারাজ!

[প্রস্থান।

মোহিনী। (কাদম্বিনীর প্রতি) এই নে, এই একশো টাকার নোটখানা নে। ভাবছিস্‌ কেন? ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছি, আমার কাছে ছিলি—পাঁচ ব্যাটায় লুফে নেবে। আমার কাছে পেটভাতায় আছিস্‌ বৈ ত না; তোর ভালর জন্যেই বল্‌ছি।

কাদ। আচ্ছা—চল্লুম।

[কাদম্বিনীর প্রস্থান।

গুণনিধির প্রবেশ

মোহিনী। বেটী যেন ছিনে জোঁক!

গুণ। ওঃ—বেটীর কি মায়াকান্না।

মোহিনী। ওতে কি আমি ভুলি?

ধনীরামের পুনঃ প্রবেশ

ধনী। মহারাজ, বিবি চলা গিয়া।

মোহিনী। গাড়ীমে গিয়া?

ধনী। নেই হুজুর, এই বালা ফেঁককে চলা গিয়া।

মোহিনী। আচ্ছা, যানে দেও।

[ধনীরামের প্রস্থান।

গুণ। আবার মান করেছেন।

মোহিনী। নিধে, যত টাকা লাগে—আমার প্রাণ বাঁচে না—সুশীলাকে এনে দে; এই সাজান বাড়ী সুশীলাকে নইলে সাজবে না।

গুণ। বাবু, এ বড় মুস্কিলের কথা; টাকাতে ত হবেই না!

মোহিনী। দেখ না, প্রাতঃস্নানটান করতে যায় না? নিদেন জোর ক'রে এনে এখানে তোল, চার চক্ষে চাওয়াচাইয়ি হ'লে আমার হাত ছাড়ান বড় ভার। শুনেছি, ওর বাপকে বড় ভালবাসে; আমি ওর বাড়ী ছেড়ে দিতে রাজি আছি। দেখ্‌ না, চেষ্টা দেখ্‌ না; টাকায় কি না হয়? এখন দুঃখে পড়বে;—ওর বাপের মাইনে সিজ করব, ওর ভাই মেডিকেল কলেজে পড়ে—এখন কিছু আর নেই, যা জলপানি পায়। ওর মাকে টাকা কব্‌লে হোক, ওর ভাইকে টাকা কব্‌লে হোক, ওই একটা নবা ব'লে ভেতুড়ে আছে—সে ব্যাটাকে দিয়ে হোক, যেমন ক'রে হয়—দেখ্‌।

গুণ। দেখ্‌ছি; কিন্তু শনি বলে, বড় বেগোছ—রাবণের মত দশটা মাথা কেটে সোনার লঙ্কা দিলেও নয়।

মোহিনী। ও বেটীকে একটা কাজ বল্লেই অমনি করে; বেটীকে দূর ক'রে চাল কেটে উঠিয়ে দেব, কোন কর্ম্মের নয়।

গুণ। দেখি মশাই! আপনার বরাৎ আর আমার হাত-যশ।

মোহিনী। আমি চল্‌লুম; তুইও আয়; একটা কাজ আছে। দরোয়ান আর না কাদী বেটীকে ঢুকতে দেয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

হরিশের বাটীর দরদালান

সুশীলা ও হেমাঙ্গিনী

হেমা। দেখ্‌ দেখি সুশীলা দিদি! একটা বে থা দে, ঘর-ঘরকন্না করি—এই তোর ঠেঙে যা হোক্‌ এক আধটা ছড়া শিখেছি, বরকে শোনাই; ও মা, তা না, থুব্‌ড়ো ক'রে ঘরে রাখ্‌বি না কি? কবে আর গিন্নীবান্নি হবো, ঘর-ঘরকন্না করব?

সুশীলা। বে হ'লে তারে আদর করতে পারবি?

হেমা। ও মা! তা পারব না? আমি খুব পুরুষঘেঁষা আছি।

সুশীলা। পোড়ারমুখী, পুরুষঘেঁষা আছিস কি লা?

হেমা। কেন, কর্ত্তাবাবু এলে দাড়ী ধ'রে চুমু খাই, খেতে বস্‌লে বাতাস করি। আমি গান বলব মনে করেছিলুম, তা মা বলেছিল, বলতে নেই।

সুশীলা। কি গান বল্‌বি মনে করেছিলি?

হেমা। কেন, জ্যেঠাই মার ঠেঙে গান শিখে যাই নি?

গীত

বাঁকা সিঁতে ছড়ি হাতে ভাতার এসেছে।
হেসে কাছে বসেছে॥

কামিজ-আঁটা সোণার বোতাম চেনের কি বাহার,
রুমালে উড়ছে ল্যাভেণ্ডার,—
গলায় বেলের কুঁড়ির হার,
গলা ধ'রে সোহাগ ক'রে, নৈলে কি মন রসেছে?

সুশীলা। বেশ গান বলেছিস্; বর হ'লে বলিস্।

হেমা। সুশীলা দিদি! তোমার বর কখন্ আসে, কখন্ ঘর-ঘরকন্না কর?

সুশীলা। আমার দিবানিশি রয়েছে ঘরে,
দেখবে কি পরে?
হৃৎকমলে সদাই বিহরে॥
দিবানিশি আমার আমি নই,
মনে মনে কত কথা কই;
আমি সাধের ঢেউয়ে সদা ভাসি,
সাধে সারা হই॥
আমি সাধে কাঁদি, সাধে কত সই।
দেখ, নাই কিছু আর তার বিরহ বই॥
আমার বাদ ঘুচেছে, মন বুঝেছে,
বিরহে যতন ক'রে॥

হেমা। দাঁড়া ত—দাঁড়া ত, ছড়াটি শিখে নিই।

সুশীলা। দেবতা-বামুনের আশীর্ব্বাদে এ ছড়া যেন আর কেউ না শেখে।

হেমা। ও মা, তুই কি হিংসকুড়ে ভাই! তুই খালি আপনি বরকে শোনাবি, আমার বরকে শোনাব না?

সুশীলা। এ ছড়া কেঁদে কেঁদে বলতে হয়। তুমি যেন সাত জন্ম এ ছড়া না শেখ,—তোমার যেন হাসিমুখে হাসি থাকে।

হেমা। হ্যাঁ সুশীলা দিদি, তুই একদিন বর দেখালি নি গা? হোক না, আমি কি কেড়ে নেব? দিদি, তুমি কাঁদছ কেন?

সুশীলা। কাঁদব কেন? আমার বর দেখবি?—এই দেখ। (ফটোগ্রাফ প্রদর্শন)

হেমা। ও মা, সুশীলা দিদি জ্বালালে! এ কি বর লা? এ যে ছবি। না, না, দেখন্-হাসি মেসোকে বলিস্, একটি ভাল বর এনে দেয়।

সুশীলা। ছি দিদি, ও কথা কি বল্তে আছে?

হেমা। বল্তে নেই? আমি তা জানি নি ভাই।

সুশীলা। আমি বিধবা মানুষ, ও কথা শুন্তেও নেই।

হেমা। ও মা, তুই বিধবা? আমি বলি, তোরা কায়েৎ। তুই কি একাদশী করিস? আমি ভাই, সকালে উঠে একটু দুধ না খেলে বাঁচি নি।

সুশীলা। বালাই! মাছ ভাত খেয়ে পাকা-চুলে সিঁদুর প'রে কাটাও! তোরে আর একটা ছড়া বলি, শোন্।

হেমা। যেন ভাই বরকে বল্তে পারি, এমনি ছড়া ব'ল, তোমার একাল্সেঁড়ে ছড়া ব'ল না।

সুশীলা। বরকে বল্বি বই কি, এই শোন্—
যত্নে তুলে, পরেছি চুলে;
গোলাপ, বুঝব কি বাহার।
ওই আস্ছে লো ভাতার,
দে'খ যেন মনে ধরে তার॥
নৈলে তোমায় ফেল্ব ছিঁড়ে, চাব না ক আর।
দেখি বেলা, তোর কি মালা; যদি
ধরে সে গলা॥
আমার হৃদয়মাঝে থাক্বি লো তোলা;
না হ'লে তুই ফণীর হার—
মনের মত না হ'স যদি তার।
বুঝ্ব অধর, তোমার কেমন রাগ,
যদি তার বাড়ে অনুরাগ,
তোরে কর্ব লো সোহাগ;
নৈলে গরব তোমার ছার—
যদি না মনে ধরে তার॥

হেমা। আমি চল্লুম ভাই! কর্ত্তাবাবুর খাবার সময় হয়েছে; আমায় বাতাস ক'রতে হবে। আমি সকাল থেকে এর ওর তার বাড়ী ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চি। এই হীরে দিদির ছেলের ব্যামো হয়েছে, ডালিম দিয়ে এলুম—পদ্ম মাসীকে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে এলুম—আজ দশমী, তার হাতে কিছু নেই।

সুশীলা। এস দিদি, এস, তুমি রাজ-লক্ষ্মী! তুমি যেখানে যাবে, যেন লোকের দুঃখ দূর হয়। [হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

হরিশ, হৈমবতী ও নীলমাধবের প্রবেশ

হৈম। ব'স, জিরোও, ঠাণ্ডা হও; বল এখন।

নীল। বাবা, কি অসুখ করেছে?

হরিশ। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

হৈম। বিপদে অস্থির হ'ও না, তোমার ঠেঙেই শুনেছি, তা হ'লে বিপদ্ বাড়ে।

হরিশ। কি হয়েছে জান? আমার বাড়ী গিয়েছে, ঘর গিয়েছে, দেন্দার হয়েছি, চাকরীতে জবাব দিয়েছি।

হৈম। সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা; কি কর্‌বে? স্থির হও। সকলেরই ত বিপদ্ হয়, রামচন্দ্রকে বনে যেতে হয়েছিল। তোমায় কি বোঝাব? তুমি ত সকলই জান।

হরিশ। আমার এ সর্ব্বনাশ হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। আমি স্বপ্নেও জানি নি, মাগ-ছেলের হাত ধ'রে পথে দাঁড়াতে হবে; আমি স্বপ্নেও জানি নি, দেন্দার হব। উঃ, নরপিশাচ! এই কি সংসার? এই কি মানুষ? এই মানুষ কি ঈশ্বরের সৃষ্টি? দৈত্যের কল্পনায় এ সৃষ্টি হয় না। যারে প্রাণ উপেক্ষা ক'রে বাঁচিয়েছি, যারে মুখ থেকে নিয়ে খেতে দিয়েছি, যার মানরক্ষার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়েছি, সেই আমার বুকে দংশালে—সেই আমার স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসালে। তবে আর কারে বিশ্বাস কর্‌ব?

নীল। বাবা, অমন করেন কেন? চাকরী জবাব দিয়েছেন, ফের চাকরী কর্‌বেন।

হরিশ। পালাতে হবে—পালাতে হবে; নয় জীবন্মৃত হ'তে হবে—ইন্‌সলভেন্ট নিতে হবে। ইন্‌সলভেন্টকে কে বিশ্বাস ক'রে চাকরী দেবে? লোকে হাস্‌বে, আঙ্গুল দেখাবে—বল্‌বে 'এই ব্যাকুব বড়মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল, বড়মানুষের খোসামোদ করেছিল; উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে, জীবন্মৃত হয়ে আছে!' আমি লোকালয়ে আর মুখ দেখাতে পার্‌ব? বড়মানুষের মোসাহেব, বড়মানুষের কুকুর!

নীল। বাবা, যদি সর্ব্বস্ব গিয়ে থাকে, আমি ত আছি—আমাকে ত মানুষ করেছেন; এত দিন আপনি সংসারের ভার নিয়েছিলেন, এখন সংসার আমায় দিন; সুখে নির্ব্বাহ কর্‌তে না পারি, দুঃখে নির্ব্বাহ করব। আপনার চরণে আমার মতি আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ নই; আমার চেষ্টা কখনই বিফল হবে না, আমি পিতামাতার সেবা অবশ্যই কর্‌তে পার্‌ব, ঈশ্বর আমায় সাহায্য কর্‌বেন।

হরিশ। কোথায় ঈশ্বর? ঈশ্বর থাক্‌লে পাষণ্ডের মস্তকে এখনও বজ্রাঘাত হয় নি—এখনও কালসর্প দংশন করে নি—এখনও তার বাড়ী শ্মশান হয় নি? ঈশ্বর নেই, এ দৈত্যের সংসার!

নীল। বাবা, আপনি শান্ত হ'ন। দেখুন, মা কাঁদ্‌ছেন, সুশীলা কাঁদচে, আমি উৎসাহ-ভঙ্গ হচ্ছি। আপনি স্থির না হ'লে আমরা কোথায় দাঁড়াব?

হৈম। তুমি কেন ভাবচ? দীন-দুঃখীরও ত দিন যায়, আমাদেরও দিন যাবে। কোটাঘরে থাক্‌তুম—না হয় খোলার ঘরে থাক্‌ব, দুধভাত খেতুম—নয় নুনভাত খাব; চাকর-দাসী আছে—আমি দাসী হবো। আমার সাত রাজার ধন মাণিক সোণার চাঁদ ছেলে রয়েছে, আর আমার টাকার দরকার কি?

হরিশ। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তা জান?

হৈম। আমি জান্‌তে চাই নি। কিসের সর্ব্বনাশ? তুমি আছ, নীলমাধব আছে, সুশীলা আছে, তবে কিসের সর্ব্বনাশ? বালাই, শত্তুরের সর্ব্বনাশ হ'ক। তুমি বুক বাঁধ, সুদিন কুদিন আছে। আমি স্ত্রীলোক—বুক বাঁধতে পাচ্ছি, আর তুমি স্থির হ'তে পারচ্ না?

হরিশ। কি বিশ্বাসঘাতকতা—তুমি জান না। হায় হায়! আমি অন্ধ—আমি কারুর কথা শুনি নি। যে মোহিনীকে ঘৃণাক্ষরে নিন্দে করেছে, তাকে আমি মার্‌তে গিয়েছি; যে বলেছে, "বড়মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না," তাকে নির্ব্বোধ মনে করেছি; বোধ করি, মোহিনী চ'লে গেলে আমি বুক পেতে দিতে পারতুম্। ওঃ, আজ কি সর্ব্বনাশ—কি অপমান! চক্ষু খুল্‌ল, আর উপায় নেই। নব,—নব—

নবর প্রবেশ

নব। আজ্ঞে?

হরিশ। কে বলে, তুমি মূর্খ? তুমি বিদ্বান্—তুমি পণ্ডিত—তুমি সাধু; তুমি নর-চর্ম্মাবৃত পিশাচকে চিনেছিলে। তুমি আমায় জামিন হ'তে বারণ করেছিলে—আমি তিন দিন

তোমার মুখ দেখি নি; আজ তার প্রতিফল পেয়েছি। ভাই রে, তুমি আমায় মাপ কর। কোথায় যাব? এ দুঃখ কোথায় রাখ্‌ব? গিন্নি, আমার ইচ্ছা হচ্ছে—সপরিবারে নৌকায় চড়ে মাঝগঙ্গায় নৌকার তলা ছেঁদা ক'রে দিই। আরে চণ্ডাল, আরে ক্রূর, আমার এই সর্ব্বনাশ করলি—তোর কি সর্ব্বনাশ হবে না? তোর কি সর্ব্বনাশ হবে না? দেখি—দেখি—দেখি।

সুশীলা। বাবা!

হরিশ। মা, সকলে আজ পথের কাঙ্গালী হয়েছি। (যাইতে উদ্যত)

হেম। ব'স না, কোথায় যাচ্ছ?

হরিশ। চুলোয়!

[নব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবর আপন মনে প্রশ্নোত্তরকরণ

প্রশ্ন। নব, দাদার তুই কে?

উত্তর। খুড়ীর ভেয়ের ছেলে।

প্রশ্ন। কেমন আদরে আছিস্‌?

উত্তর। আহ্লাদে পুতের এমন হয় না।

প্রশ্ন। দাদার কখন কিছু করেছিস্‌?

উত্তর। হুঁ, ভাত মেরেছি, কাপড় ছিঁড়েছি, আর বৈঠকখানা জোড়া ক'রে ব'সে আছি। ব্যস্‌ বাবা, আজ থেকে ত ইস্তাফা! ও'রই ভাত নেই, তোকে দেয় কে?

প্রশ্ন। এখন কি কর্‌বি?

উত্তর। কিছু পারি না পারি, মোহিনী বেটার সর্ব্বনাশ কর্‌ব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কাদম্বিনীর বাটীর সম্মুখ

ধনীরাম ও অঘোরের প্রবেশ

অঘোর। দেখছি বাবা, বেজায় বেপড়তা; ট্যাঁকে একটি টাকা আছে। কল্‌কেতায় দেখ্‌ছি, অধ নাচারের তেমন সুবিধা আর নেই। এ বেটা দেখছি রাঁড়ের বাড়ীর দরোয়ান, অনেক বক্‌শীশ-টক্‌শীশ পেয়েছে; এর কাছে কিছু যোগাড় হবে না? আবার ওই পাহারাওয়ালা বেটা আস্‌ছে।

পাহারাওয়ালা 'সোনাউল্লা'র প্রবেশ

পাহা। দরওয়ানজী, দেউড়িতে তোম্‌, আর ঘাঁটীতে আমি আছি, চোরের বাবার সাধ্যি কিছু করে?

ধনী। হাঁ হাঁ! দাণ্ডাসে সিধা বানায় দেগা।

পাহা। (অঘোরের প্রতি) তোম্‌ কোন্‌ হায়?

অঘোর। রেয়ৎ বাবা। (স্বগত) এই পাহারা-ওয়ালা বেটা সে দিন আমায় তাড়া দিয়েছিল।

পাহা। এহানে কাহে? চলা যাও!

অঘোর। দরওয়ানজীর কাছে এসেছি, ঠাকুরজী, প্রণাম!

ধনী। কেয়া রে?

অঘোর। ঠাকুরজী, আমার বাপের শ্রাদ্ধ করেছি, একটি বামুন খাওয়াব; তা এ দেশের বামুনকে আমার শ্রদ্ধা হয় না; সব মদ খায়, রাঁড়ের বাড়ী যায়, তুমি যদি কৃপা ক'রে খাও।

ধনী। সব ভ্রষ্ট হ্যায়।

অঘোর। তুমি যদি কৃপা ক'রে ডাল-রুটী পাকিয়ে খাও, আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি।

ধনী। আচ্ছা, যাও—ঘিউ লেয়াও, আটা লেয়াও, অড়হরকি ডাল লেয়াও।

অঘোর। ঠাকুরজী, তুমি যদি পছন্দ ক'রে আপনার মত নিয়ে এস। আহা, সৎ ব্রাহ্মণ—তুমি খেলেই আমার বাবা বৈকুণ্ঠে যাবে। এই টাকাটি নাও; আমি অতি গরিব, আমার কিছু সংস্থান নেই।

ধনী। আচ্ছা, লেয়াও—লেয়াও!

পাহা। তোম খুব হুঁসিয়ারি মানুষ—ঠাকুরজীর মতন বামুন পাবা না।

অঘোর। ঠাকুরজী কি আমায় পায়ে রাখ্‌বেন?

ধনী। আচ্ছা, ঘাবড়াও মৎ—ঘাবড়াও মৎ, (পাহারাওয়ালার প্রতি) ভাই, তোম্‌ দেউড়িমে বৈঠো, হাম আতা; আবি তো রোঁদকা বক্ত নেই। কুছ্‌ প্রসাদ লিও।

পাহা। তা, তোমারা তো হামেসা খাতাই। —তোমারা তো হামেসা খাতাই।

[ধনীরামের প্রস্থান।

অঘোর। পাহারাওয়ালা সাহেব, ভাগ্যি তুমি ব'লে দিলে, তা নৈলে তো দরওয়ানজী খেতো না।

পাহা। হাম তোমারা তরফ হ্যায়; নৈলে দরওয়ানজী তোমার টাকা ছুঁতো না।

অঘোর। পাহারাওয়ালা সাহেব, তামাক নেই? দাও না, তামাক সেজে খাওয়াই।

পাহা। দেখ্‌ছি, দাঁড়াও (দরোয়ানের ঘরে পাহারাওয়ালার গমন)

অঘোর। পাহারাওয়ালা সাহেব, পাহারা-ওয়ালা সাহেব, ইনিস্পেক্‌টার জমাদারেতে ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

পাহা। অ্যাঁ, অ্যাঁ! কনে, কনে?

অঘোর। ওই যে মোড় ফির্‌লো।

পাহা। (চীৎকার করিয়া) খপর আচ্ছা হ্যায়, খোদাবন্দ!

[বেগে প্রস্থান।

অঘোরের ভিতরে গমন ও দরওয়ানের সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লওন

অঘোর। (বাহিরে আসিয়া) যা মনে করে-ছিলুম, তা নয়; তা, দশ টাকা—দশটাকাই সই।

[প্রস্থান।

পাহারাওয়ালার পুনঃ প্রবেশ

পাহা। হালা পাজী, খামোকা ছুট করালে, দাণ্ডায় সিধে কচ্চি।

ঘি ও আটা লইয়া ধনীরামের প্রবেশ

ধনী। আজ আচ্ছা ভোজন হোগা। কেঁও ভাই, তামাকু পিতা নেই?

পাহা। শালা কনে গেল, একবার দাণ্ডা লাগাই। অ্যাঁ, কনে গেল, কনে গেল?

ধনী। (গৃহে প্রবেশ ও বাহির হইয়া) আরে এ কেয়া? হামারা সর্ব্বনাশ হুয়া! দেও শালা, হামারা রুপেয়া; লেয়াও—রুপেয়া লেয়াও।

পাহা। আরে কি বল্‌ছো?—আরে কি বল্‌ছো?

ধনী। তোম্ চোট্টা হ্যায়। (প্রহার)

পাহা। আরে জুড়ীদার—জুড়ীদার, খুন কর্‌লে।

[প্রস্থান।

ধনী। পাক্‌ড়ো শালাকো!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

কমলা ও হেমাঙ্গিনী

কমলা। হ্যাঁ রে হেমা, তুই কর্ত্তাকে একটা কথা বল্‌তে পারিস্? দেখ, দেখনহাসিদের কর্ত্তা উঠিয়ে দেবে।

হেমা। ও মা, সর্ব্বনেশে কথা কস্ নি; তা হ'লে কি আমি বাঁচব?

কমলা। তুই বাছা, কর্ত্তাকে বল্‌তে পারিস্, ওদের স্থিতি যাতে করে।

হেমা। বল্‌ব না? সাতখানা ক'রে বল্‌ব; তুই যেমন!

কমলা। শোন্, শোন্, তুই ভাল ক'রে বল্‌তে পার্‌বি? কর্ত্তা যে শোনেন, এমন বোধ হয় না।

হেমা। শুন্‌বে না, বেটা ছেলে দুটো মিষ্টি ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেই শুন্‌বে।

কমলা। দেখ্, তুই বল্‌লেই বল্‌বে "হাঁ-হাঁ, তাই;" তুই ছাড়িস্ নি; তুই বল্‌বি, দেখনহাসি মাসীর বাড়ীটুকু ছেড়ে দিতে।

হেমা। তুমি আমায় অবাক্ করেছ বাছা, বাড়ীখানা কি না পাখী—যে, ধর্‌বে আর ছেড়ে দেবে। অনাছিষ্টি কথা; এমন কথা কখনও শুনি নি—এই তোর ঠেঁয়ে শুন্‌ছি।

কমলা। ওরে শোন্; ওদের বাড়ী ভেঙ্গে দেবে, তাড়িয়ে দেবে।

হেমা। না মা, না; দেখনহাসি মাসীদের বাড়ী ভাঙতে দিস্ নি, মা; তা হ'লে আমি কেঁদে কেঁদে বাঁচবো না মা!

কমলা। তা, বাছা, আমি কি কর্‌ব, বল? আমি বল্‌লে আমায় কাট্‌তে আস্‌বে।

হেমা। আমি যাই, কর্ত্তাবাবুকে বলি গে।

কমলা। আমার নাম করিস্ নি; বল্‌বি, শনি গয়লানী তোর ঝি'র সাক্ষাতে বল্‌ছিল, তাই তুই শুনেছিস্; আমি বলেছি, খবরদার বলিস্ নি!

হেমা। ও মা, সে কি গো! কর্ত্তাবাবু গুরুলোক, মিছে কথা ক'য়ে কি এহকাল পর-কাল খাবো? এই ত, বাছা, আর জন্মে কত কি করেছিলুম, তাই ভুগছি।

কমলা। না না, আমার নাম করিস্ নি।

হেমা। আমায় তেমন আলগা মেয়ে পাওনি—কচি খুকীটি পাওনি যে, পেটের কথা ছাড়ব।

কমলা। কি বলবি?

হেমা। আমি বল্‌ব, "কর্ত্তাবাবু, তুমি যে দেখনহাসি মাসীদের উঠিয়ে দিচ্ছ, আমার চলে কি ক'রে বল দেখি? সুশীলাদিদি সুন্দরী, আমিও সুন্দরী, আমাদের দুটিতে ভাবসাব আছে, আমরা আমোদ-আহ্লাদ করি, দুটিতে দুখের সুখের কথা কই। যে মানুষটি যায়, তেমনটি আর হয় না; আমি অমন সুশীলা-দিদিটি কোথায় পাব বল দেখি?" এই কর্ত্তা-বাবু আসছে; আমি বলি।

কমলা। চুপ কর্, আবাগী!

হেমা। চুপ কর্‌ব কি গো? আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় নেই; পষ্ট কথা ক'ব।

মোহিনীমোহনের প্রবেশ

মোহিনী। কি রে ক্ষেপি, কি রে?

হেমা। কর্ত্তাবাবু, তুমি দেখনহাসি মাসীদের উঠিয়ে দিও না; আমি একটা অখদ্যে অবধ্যে প'ড়ে আছি, আমার ত তোমার মুখ চাইতে হয়। আমি নানান্ জ্বালায় ঘুরি—সুশীলাদিদির সঙ্গে কথা ক'য়ে তবু একটু জুড়াই।

মোহিনী। তোরে কে বল্লে রে? কে বল্লে রে?

হেমা। হুঁ! তোমায় ব'লে আমি থানা পুলিস করি আর কি!

মোহিনী। (কমলাকে দেখাইয়া) এ বলেছে বুঝি?

হেমা। হ্যাঁ, তোমায় পেটের কথা ভাঙ্গি, তুমি মা'র গঞ্জনা নাও! কর্ত্তাবাবু, তোমায় বলছি, বাছা, তুমি কিন্তু দেখনহাসি মাসীদের গায়ে হাতটি দিতে পারবে না।

মোহিনী। না, না, কে বল্লে, মিছে কথা; যা। শুগে যা।

হেমা। আমি যাচ্ছি; দেখো, যেন তাদের মাথাতে কেশটি না ছেঁড়ে। (প্রস্থানোদ্যত)

মোহিনী। ক্ষেপি, আমায় চুম খেয়ে গেলি নে?

হেমা। বাছা রে, যত বুড়ো হচ্ছ, যেন ভীমরতি হচ্ছে! (চুম খাইয়া) আসি বাছা। ভাল কথা মনে—কর্ত্তাবাবু, একটা টাকা দাও; বেই বাড়ী তত্ত্ব কর্‌তে পাচ্ছি নি, বর-ক'নে ঘরে আনতে পাচ্ছি নি।

মোহিনী। এই নে, এই নে, যা।

হেমা। "যা" বাক্যি বল্‌তে আছে? বল "এস।" [হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

মোহিনী। তুমি এখন দাঁও পেয়েছ, বটে? আমি কিছু বলছি নি, কত দূর বাড়, তাই দেখ্ছি। মেয়েকে দে টাকা নে পাড়ার লোক-জনকে বিলাও; আমি কি করি না করি, তার ওপরও যে হাত দিচ্ছ, দেখ্ছি।

কমলা। আমি তো তোমার কোন কথায় থাকি নি। তোমার কিসের অভাব? যা আছে, তুমি ভোগ কর, ওই একটা মেয়ে, শিবরাত্তিরের শল্‌তে—কখন্ আছে, কখন্ নিবে যায়। লোকের মন্নি কুড়িও না, আমার প্রাণ কাঁপতে থাকে।

মোহিনী। তুমি একজন, তোমার প্রাণ একটা! খবরদার, তোমার প্রাণ কাঁপে, দয়া হয়—মন্নিতে ভয় হয়—এ সব কথার আজ শেষ কর। তুমি কেউ নও, এ কথা জেনো, আমার মেয়ে মানুষ কর্‌বার বাঁদী,—এর অধিক আস্পর্দ্ধা কর, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবো।

কমলা। আমি তোমায় কখন কিছু বলি নি, কখন কোন অনুরোধ করি নি; আমার এই কথাটি রাখ, আর আমি কখন কিছু বল্‌বো না। দেখনহাসিরা বিস্তর উপকারী, আমি দেখনহাসির যত্নে হেমাকে ফিরে পেয়েছি। দিনকে দিন বলে নি, রাতকে রাত বলে নি; ঘরকন্না ভাসিয়ে দিয়ে আমার হেমাকে বাঁচিয়েছে, তারে তুমি উদ্‌বাস্তু ক'র না।

মোহিনী। আর কি বক্তৃতা আছে, শুনি।

কমলা। দেখনহাসির নিঃশ্বাস পড়লে হাড়ে হাড়ে বিঁধবে; শুনেছি, তোমরাও দুজনে এক-সঙ্গে পড়েছ, একসঙ্গে খেলেছ, একসঙ্গে খেয়েছ, একসঙ্গে শুয়েছ, হরিশবাবু তোমার জন্যেই জামিন হয়েছিলেন; তাঁর সর্ব্বনাশ কর্‌লে ধর্ম্ম বিরূপ হবে।

মোহিনী। হুঁ, তুমি কে, তা জান?

কমলা। আমি তোমার স্ত্রী; সহধর্ম্মিণী! যাতে তোমার ভাল,, তাতে আমার ভাল; তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল; তোমার

জীবনে আমার জীবন। তাই তোমায় বারণ কর্‌ছি।

মোহিনী। এত দূর! ম'লে সহমৃতা যাও না কি?

কমলা। বালাই, ষাট; তুমি অক্ষয় অমর হও, আমি তোমার কোলে চোখ বুজি।

মোহিনী। তুমি কি, তা জান না?

কমলা। আমায় বল, আমায় শিখিয়ে দাও।

মোহিনী। তুমি বাঁদী, দাসী, আস্‌বাব।

কমলা। আমি তার চেয়ে ত কখন বড় হই নি, হবার ইচ্ছাও করি নি। আমি তোমার বাঁদী, তাই তোমার মঙ্গল খুঁজছি।

মোহিনী। তুমি অতি নির্ব্বোধ। তোমায় বুঝিয়ে বল্‌ছি, শোন! বল্‌বার কারণ আছে, নইলে তোমার মত নির্জ্জীব পদার্থকে বোঝাবার আবশ্যক ছিল না। আমার মেয়ে তোমার হাতে মানুষ হচ্চে, এই আমার বোঝাবার দরকার, আমার মেয়ে না তোমার মত অপদার্থ হয়। দয়া, ধর্ম্ম, শাপ, মন্নি, এ সব যদি মনে ছিল, বড়লোকের ঘরে এলে কেন? তুমি ছোট ঘরের মেয়ে, বড়লোক কেমন ক'রে হয়, জান না, সাত আট হাত মাটী কোদলাও, একটা পয়সা পাবে না, ক্রোড়টাকার সম্পত্তি কি অমনি হয়? গ্রাম জ্বালিয়ে প্রজা শাসন কর্‌তে হয়, গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিতে হয়, নাতোয়ানের বিষয় কেড়ে নিতে হয়, তবে বড়লোক হয়। বিষয় হ'লে লাঠির আগায় বিষয় রক্ষা কর্‌তে হয়! তুমি এ সব জান না; যেমন জান না, আমি জান্‌তে বলি নি—ঘরে ব'সে খাও দাও থাক, মেয়েটাকে উচ্ছন্ন দিও না, এই আমার কথা। আমি চোখ বুজলে মেয়েরেই বিষয়ই হবে; তুমি যদি দয়া, ধর্ম্ম, শাপ, মন্নি শেখাও, তা হ'লে এই অট্টালিকা দেখ্‌ছো—দুদিনে মাঠ হবে; তুমি মনে কর, আমি মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে, গরিবের বাড়ী পাঠাই, দয়া শেখাতে? তা নয়, খবরের কাগজে লিখবে যে, মোহিনী বাবু সদাশয়; তাঁর কন্যা দীন-দুঃখীর বাড়ী বাড়ী গে, যার অন্ন নেই, তারে অন্ন দেয়, যার বস্ত্র নেই, তারে বস্ত্র দেয়, দশটা বাড়িয়ে লেখে —এ খুন, দাগাবাজী, ঘরজ্বালানর হজমি-গুলি।

কমলা। তুমি কেন আমার সঙ্গে প্রতারণা কর? কেন আমায় দুঃখ দাও? তোমার ত সে স্বভাব নয়?

মোহিনী। তুমি ছোট লোক; এত দিন আমার সঙ্গে ঘর কর্‌ছো, তবু বল্‌ছো, প্রতারণা কর্‌ছি? চক্ষের ওপর যে কাজগুলো হয়ে গেল, তা দেখে তোমার জ্ঞান হয় নি? তোমার চক্ষের ওপর বড় বৌকে বৃন্দাবনে মার্‌লুম, কি ক'রে তার বিষয় হস্তগত কর্‌লুম, তা তুমি দেখ নি? না দেখে থাক, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, হেমাকে তুমি যা বল, তাই শেখে। কতকগুলো আগড়ম-বাগড়ম শিখেছে, ধর্ম্মকর্ম্ম, লোকভয় এ সব কথা তার মুখেও শুন্‌তে পাই। আমার একটি অনুরোধ রাখ—বল্‌লে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে পার, স্বামীর একটা কথা রাখ, ধর্ম্মকর্ম্ম এ সব যে লোক দেখান, তাই তাকে শেখাও। যদি না শেখাও, আমার মেয়ে আমি তোমার কাছ থেকে তফাতে রাখবো।

কমলা। আমি আমার পেটের সন্তানকে এই উপদেশ দেবো?

মোহিনী। তুমি না বল্‌লে, আমার জীবনে তোমার জীবন? যদি সত্য হয়, তা হ'লে আমি যা বল্‌ছি, তাই কর। যাক্—এ কথায় সে কথায় সময় কেটে গেল, শুন্‌ছি না কি তুমি তোমার দেখনহাসিকে টাকা ধার দিয়েছ? সত্যি বল।

কমলা। দিইছি।

মোহিনী। কত টাকা?

কমলা। দুশো টাকা, এই মাসকাবারেই দেবে।

মোহিনী। সে মাসকাবার হচ্ছে না; কিছু বন্ধক রেখেছ?

কমলা। না।

মোহিনী। ছোটলোক! সুদ কত হয়েছে?

কমলা। সুদের কথা কিছু হয় নি, টাকা হলেই ফেলে দেবে।

মোহিনী। তা বেশ! তারে বলো যে, আমি টের পেয়েছি—হয় টাকা দিক, নয় গহনা দিক্, নইলে আমি গেরোস্তর মেয়ে বাছবো না, জেলে দেবো। এতে আমার দশ হাজার টাকা খরচ হয়, তাও স্বীকার। কাল যেন গহনা দেখতে পাই, নইলে টের পাবে।

কমলা। আচ্ছা, আমি কালই গহনা নিয়ে আসবো; কিন্তু আমার একটি মিনতি রাখ। সর্ব্বনাশ করো না, সর্ব্বনাশ করো না, বিনি অপরাধে উদ্‌বাস্তু ক'র না।

মোহিনী। চোপ ছুঁচো বেটী! ফের ছোট মুখে বড় কথা? যাবি তো যা, নইলে মার খাবি।

কমলা। ওগো, আমায় মার, কাট, খুন কর, হরিশ বাবুদের সর্ব্বনাশ ক'র না।

মোহিনী। বটে, তোর ভারি আস্পর্দ্ধা হয়েছে, মেয়েটার জ্ঞান হয়ে অবধি তোর গায়ে হাত তুলি নি কি না? তাই মার খাবার সখ হয়েছে।

কমলা। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, এই কথাটি রাখ। স্ত্রীকে লোকে কত কি দেয়, না হয় আমায়ই বাড়ীখানা দিলে। (পদধারণ)

মোহিনী। পা ছাড়্ বল্‌ছি।

কমলা। আমি ছাড়বো না, তুমি বল, দেখনহাসিদের উঠিয়ে দেবে না?

মোহিনী। তবে রে হারামজাদী! (প্রহার)

হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ

হেম। ও কর্ত্তাবাবু, কি কর্‌লে, কি কর্‌লে, মা ম'রে যাবে, মা ম'রে যাবে! আমায় মেরে ফেল, কর্ত্তা বাবু, আমায় মেরে ফেল।

মোহিনী। কি রে, তুই এখনও ঘুমুস্ নি?

হেমা। না, কর্ত্তাবাবু! আমি কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছি, তুমি দেখনহাসি মাসীদের উঠিয়ে দেবে? আমি আর বাঁচবো না।

মোহিনী। না, না, উঠিয়ে দেবো না, তুই শুবি আয়! (কমলার প্রতি) দেখ্, তুই এই [illegible] করেছিস্, মেয়েটাকে শুদ্ধো ঘুমুতে [illegible] নি।

[illegible]। ও কর্ত্তাবাবু! মাকে আর মেরো না [illegible]বাবু! আমি তাহলে বাঁচবো না কর্ত্তা-[illegible] আমি তা হ'লে বাঁচবো না! আমায় তুমি [illegible] ফেল, কর্ত্তাবাবু, আমার বড় মন কেমন [illegible] কর্ত্তাবাবু! আমার মা বড় দুঃখী [illegible]বাবু! তুমি তাকে মের না, মের না।

মোহিনী। না না, তুই শুগে যা, শুগে যা, ওকে নিয়ে যা—ওকে নিয়ে যা। যাও মা, শোও গে, আমি ও ঘরে শুই গে, আমার তা নইলে অসুখ কর্‌বে, তোমরা শোও গে।

[প্রস্থান।

হেমা। ও মা, তুই আমার মাথা খেয়ে কেন এলি মা? আমি কেঁদে বাঁচবো না, মা! ও মা, তুই কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে আর কথা কস্‌নি মা, এইবার কর্ত্তাবাবু এলে তোকে লুকিয়ে রাখবো মা—আর বেরুতে দেবো না।

কমলা। না রে না, আমায় মারে নি, শুবি আয়।

হেমা। না মা, তোকে বড্ড মেরেছে মা, তোর গতর ভেঙে দিয়েছে মা।

কমলা। তা মেরেছে—মেরেছে, তোকে আমি মারি নি? আয়, শুবি আয়!

হেমা। ও গো মা গো, তুই কেন হেথা এসেছিলি গো? আমার বুক ফেটে যাচ্ছে গো, আমার দুঃখিনী মাকে কেন কর্ত্তাবাবু মারলে গো!

কমলা। আয় আয়, আবার কাল সকালে কই মাছ নিয়ে যাবি, তোর হীরেদিদির ছেলে পথ্যি কর্‌বে।

হেমা। আমি কোথাও যাব না, তোমায় আগলে ব'সে থাক্‌বো।

কমলা। তা আয়, আগলাবি আয়, শুই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

অঘোর ও নব

অঘোর। এই যে আমার কাচ শ্বশুর, বাপের ঠাকুর, তুলসীবনের বাঘ! আমি বাবা তোমার পেছু পেছু ধাওয়া করেছিলুম।

নব। পালালে, আবার ধাওয়া কর্‌লে যে?

অঘোর। কি জানেন, আমি পালালুম, আপনি ধাওয়া কর্‌লেন, তার পর আপনি যখন সর্‌লেন, তখন মনে ভাবলুম, ভাল হলো না, অম্‌নি অম্‌নি ছেড়ে দেওয়াটা ভাল দেখায়

না; জামাই ব'লে সম্বোধন কর্‌লেন, কুটুম্ব-কুটুম্বিতে তো চাই; মশাই একবার ধাওয়া কর্‌লেন, আমি একবার ধাওয়া কর্‌লুম।

নব। কি, ব্যাপারখানা কি?

অঘোর। প্রেমের দায়, বাবা, প্রেমের দায়! কি জানেন, মাইকেল সাহেব লিখেছিলেন, "যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে, মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে।"

নব। ও আবাগীর ব্যাটা, তোর আমার ওপর প্রেম হলো না কি?

অঘোর। কতক আপনার ওপর, কতক আমার বিধুমুখী প্রিয়ার ওপর।

নব। দূর, বেল্লিক ব্যাটা!

অঘোর। বাবা, প্রেমের ধারও ধার্‌লে না, প্রেমের রীতও বুঝলে না। কারুর শুভদৃষ্টিতে প্রেম জন্মায়, কারুর শুভকর্ণে প্রেম জন্মায়। আপনার প্রমুখাৎ বিধুমুখী প্রিয়ার সংবাদ শ্রবণমাত্র আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেমবীজ অংকুরিত হয়েছে।

নব। তাই বুঝি দৌড় দিয়েছিলে?

অঘোর। বাবা, দৌড় দিয়েছিলুম সাধে? যেরূপ হৃদয়ক্ষেত্রে বাক্যরূপ লাঙ্গল দিয়ে, প্রেমরূপ বীজ বপন করেছিলেন, তারি ধমকে দৌড়ে এসে আদ ঘটী জল খাই, তার পর দেখি, এক প্রহরের মধ্যে প্রেমের চারা দেখা দিয়েছে।

নব। ইস্‌, তোমার যে ভারি বাক্যির ছটা হে?

অঘোর। প্রেম বড় সংস্কৃতভাষী, তা কি জানেন না?

নব। এখন কথাটা কি?

অঘোর। প্রেমের তুফান খেল্‌ছে, হৃদয় গুর্‌গুর্‌ কর্‌ছে, বিধুমুখী প্রিয়ার জন্য প্রাণ আন্‌চান্‌ কর্‌ছে।

নব। ইস্‌, তোমার যে ভারি বাড়াবাড়ি!

অঘোর। ওই তো মশাইকে বল্‌লেম, এক প্রহরে প্রেমের চারা দেখা দিলে; তার পর যখন সংবাদ পেলুম যে, মহাত্মা গুণনিধি, প্রাতঃস্মরণীয় ধনেন্দ্র আর তস্করচূড়ামণি মোহিনী-মোহন তিনজনের শুভাশীর্ব্বাদে আমার শ্বশুরঠাকুর সংসারধর্ম্মে মুক্তিলাভ করেছেন, বিষয়কর্ম্মে বৈরাগ্য জন্মেছে, পৈতৃকবাড়ী-ভারগ্রস্ত ছিলেন, তা হ'তেও পরিত্রাণ লাভ করেছেন, তখনি পূর্ব্বোক্ত প্রেমের চারা একেবারে ফলে ফুলে বিকসিত হলো, সালঙ্কৃতা প্রিয়ার সহিত আমার সাক্ষাৎ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

নব। সালঙ্কৃতা কিসে ঠাওরালে? সে বিধবা আচারে আছে।

অঘোর। তিনি সালঙ্কৃতা হন, আর যা হন, তাঁর বাক্সতো সালঙ্কৃতা বটে! বের সময় শ্বশুর মশাই প্রায় হাজার বার শো টাকার অলঙ্কার প্রদান করেছিলেন কি না?

নব। ও আবাগীর ব্যাটা, তুমি কি সেই বাক্স নিয়ে সর্‌বার চেষ্টায় আছ?

অঘোর। দূত! আমার মনোভাব যথার্থ অনুভব করেছ গো।

নব। ও কাঠ-কুড়োনীর ছেলে, তোমায় কি আমি গহনা চুরি কর্‌তে নিয়ে যাব?

অঘোর। কেন বাবা, বেতালা গাচ্ছ কেন? আমি কোন্‌ একলা খেতে চাচ্ছি, তোমারও তো ট্যাঁক গড়ের মাঠ! এক্‌লা যদি খেতে চাইব তো প্রেমের কথা তোমার কাছে ভাঙবো কেন বাবা?

নব। তুই ব্যাটা কি আমায় তোর মতন ছোট লোকের ছেলে পেলি?

অঘোর। না বাবা, তুমি মহৎলোক, তোমায় ছোট লোক বল্‌তে চাই নি। বখরা না নাও, মশাইয়ের গুণ-কীর্ত্তন আজন্ম করবো। আপনি উঁকিটে ঝুঁকিটে মেরে দেখা করলে হতো, কিন্তু তাতে বিলম্ব প'ড়ে যাবে, চিন্‌তে পারুক না পারুক।

নব। তুই নিতান্ত পাষণ্ড।

অঘোর। মশায়ের কি মেধা চমৎকার! ঠিক ঠাউরেছেন; কিন্তু দেখছি, একটু উল্‌টো আঁচ করেছি, ভেবেছিলুম, আপনার তো অন্ন উঠলো, এখন হয় আপনাকে দেশহিতৈষী বা সাধু-পুরুষ কিংবা ছোট আদালতের মোক্তার, না হয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার,—এমনি একটা উপায় তো করতে হবে।

নব। আরে আবাগীর ব্যাটা, তোর মুখে ছাই, তুই কি আমায় তেম্‌নি পেলি?

অঘোর। তবে কি বাবা, ময়ূরভঞ্জের রাজা না টিপু সুলতানের গুষ্টি হবে! সে তো বাবা সহজে হবে না, কিছু রেস্তো চাই; তাতে

একটা জুড়ি চড়তে হবে, একটা বাড়ী ভাড়া ক'রতে হবে, তার পরে তো একটা বাঙ্গাল ঠকিয়ে নিয়ে সরবে।

নব। সে কি রে ব্যাটা?

অঘোর। সে কি? এইবার বাবা আমায় ধোঁকা দিয়েছ, কলকেতা সহরে এত রকম জুচ্চুরি হচ্ছে, তার খবর রাখ না? তবে তোমার কাছে পেটের কথা খুলে কিছু ভাল করি নি। দূত! বড় আশায় নৈরাশ হলেম গো, ভেবেছিলুম, গহনাগুলো তো বিক্রমপুর যাবেই, শ্বশুর মশাই কেন খান, খুড়শ্বশুর মশাইকে কিঞ্চিৎ দিয়ে আমি নিয়ে সরি। আহা, আমার নবীন প্রেম অংকুরিত হয়েছিল, তাতে তুমি ঘুণ ধরালে বাবা! আচ্ছা, তোমার ভাল হোক,—রাম রাম বাবা!

নব। ওহে শোন! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি।

অঘোর। পথে এস চাঁদ! সাদা কথা কও, প্রাণের ভেতর ঝাকড়দা-মাকড়দা রাখ কেন বাবা?

নব। আচ্ছা, যদি কিছু টাকা পাস, মোহিনী ব্যাটাকে জব্দ করতে পারিস?

অঘোর। বাবা, উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ। তাতে আমি নেই, আমিও লাখপতির ব্যাটা, তুমিও লাখপতির ব্যাটা, তবে যদি শ্বশুর মশাই যোগ দেন, তা হ'লে একহাত খেলি।

নব। আচ্ছা, তোর শাশুড়ীর ঠেঙে যদি দু'তিন শত টাকার যোগাড় করতে পারি?

অঘোর। গেয়ে যাও বাবা, গেয়ে যাও, বেড়ে সুর লাগাচ্ছ।

নব। ব্যাটাকে জব্দ করতেই হবে।

অঘোর। আছি বাবা, তাতে একহাত আছি। আমি নেপথ্যে সংগত করবো, আসরে কিন্তু তোমায় গাইতে হবে, আমি সুর তাল বাত্‌লে দেবো।

নব। কি রকম? কি রকম?

অঘোর। হেথায় কেন বাবা, চল কোথাও নিরিবিলি গে বসি, কেউ যদি আড়ালে আব-ডালে শোনে, তা হ'লে কিছু বেসুর করবে।

নব। আচ্ছা, তুমি কাল আমার সংগে দেখা ক'রো।

অঘোর। কেন বাবা, শুভকর্ম্মে বিলম্ব কেন? যদি শাশুড়ীঠাকরুণকে বাগিয়ে থাক, আজ রাতারাতিই সলা করা যাক, এস না।

নব। আজ বড় মন খারাপ আছে, একখানি বাড়ী দেখতে হবে, দাদা বলছে, আমরা আজই উঠে যাব।

অঘোর। দূর বেল্লিক ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, পাজী ব্যাটা। তোর কর্ম্ম না, তোরে তালিম দিতে পারবো না, আমার এ ধ্রুপদ গাওনা তোর বাবার সাধ্যি শেখে? চোর ব্যাটা, তোর টপ্পা-টুপ্পি গলায় আসবে। তাই তো বলছি, গহনার বাক্স প্রেম ক'রে নিয়ে সরা যাক, আয়।

নব। কেন রে ব্যাটা, গাল দিচ্ছিস কেন?

অঘোর। মন খারাপ কি রে ব্যাটা, মন খারাপ কি? মন খারাপ হয়, বৈরাগ্য জন্মায়,—জুদো পথ দেখ; আর ফুরতি ক'রে লাগতে পার, এস। ভেবেছিলুম, তুমি পোক্ত লোক—তা নয়, তোমায় সা রে গা মা থেকে তালিম দিতে হবে।

নব। তাই তো বাবা, বেঁচে থাক বাবা, বেশ বলেছ বাবা, তোমার একশো বছর প্রমাই হোক বাবা।

অঘোর। এই একটা টিপনিতেই একশো বছর প্রমাই বৃদ্ধি করলে, ক্রমে যে আমায় ত্রৈলংগস্বামী করবে, আমার প্রমায়ের গাছপাথর থই পাবে না।

নব। মোহিনী ব্যাটা যে সর্ব্বনাশ করেছে, এ খবর কোথায় পেলে?

অঘোর। শনি গয়লানীর দাওয়ায় ব'সে।

নব। সেখানে যে গুণনিধি ব্যাটা যায়। তবে যে বলেছিলে, গুণনিধির সঙ্গে দেখা করবে না?

অঘোর। অতো ওয়াকিবহাল ছিলুম না বাবা। তুমি তো দেখছি, এ দিকে খুব ওয়াকিব-হাল, রাত্তিরে জানালায় টোকাটা আশটা মার না কি?

নব। দূর পাজী।

অঘোর। তার পর যা বল্‌ছিলুম, শোন। শনির দাওয়ায় বাসা নিয়েছিলুম, অন্ধ নাচার সেজে বেরুচ্চি, দেখি যে, গুণমণি গুণনিধি উপস্থিত, গুণের সাগর আমায় বড় ঠাওর করতে পারলে না, তার পর ভেবে দেখলুম, সুশীল ভদ্দর ওরফে গুণনিধির সঙ্গে ত

আমার একদিন বই দেখা নয়? সদারং ডাক্তারের এক বেশ। আর এ কলকেতা, সেখানে হিন্দি কথা আর এখানে বাঙগালা কথা। তার ওপর আমি মরেছি, সংবাদপত্রে ছেপেছে, তার তো ভুল হবার যো নেই, ভাবলুম—রয়ে যাই, চিনতে পারবে না, একটা মতলবও আছে, কথার ভাবে বুঝলুম মোহিনী ব্যাটা গুণনিধিকে তাড়াবে, ভাবলুম, যদি কোন রকমে মিশে টিশে যায়, লাস তার কাঁধে চালান দিতে পারি।

নব। কি ক'রে বাবা, কি ক'রে?

অঘোর। অতো ব্যস্তর কাজ নয় বাবা, কাদায় গুণ পেতে থাকি, তার পর কি হয় দেখা যাবে। এখানে আর বাক্যব্যয় কেন, চল না নিরিবিলি যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

হরিশ ও হৈমবতী

হরিশ। আজই চল, এখানে আমায় সহস্র বিছেয় কামড়াচ্ছে। কত কথাই মনে হচ্ছে; এই ঘরে আপিস থেকে এসে আমার বাছাদের কোলে করতুম, আধ আধ কথা কইতো, আমার কর্ণকুহর শীতল হতো, বোধ হতো, আমি স্বর্গে; এই ঘরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ করেছি, সেই এক দিন আর এই এক দিন। যেখানে আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ মানুষ হয়েছেন, সেই বাড়ী আজ ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি, এর আগে আমার মৃত্যু হ'লে ভাল হতো। আমি স্বপ্নেও জানিনি যে, এ বাড়ী আমার নয়, চণ্ডালে অপহরণ করবে, আমি মনে মনে কত আশা-ভরসা করেছি। যে দিন শুনলেম, সুশীলার কপালে বজ্রাঘাত হয়েছে, সে দিন মনে মনে ভেবেছি যে, আমার নীলমাধব আছে, ভয় কি? নীলমাধব মানুষ হবে, তার ছেলেপুলে হবে, এ ছোট বাড়ীতে আঁটবে না, বাড়ী বাড়াব, তার নক্সা ক'রে রেখেছি,—আমার সে আশা আজ ফুরুলো।

হৈম। তা কি করবে, সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছে, আমি তোমার মুখেই শুনেছি যে, সংসার পরীক্ষার স্থল, এতে যে চিরদিন সুদিন আশা করবে, আশা নিষ্ফল হবে; সুদিনের পর কুদিন, কুদিনের পর সুদিন, পৃথিবীর এই নিয়ম, দুর্দ্দিন গিয়ে সুদিন হয়েছিল। দুর্দ্দিন এসেছে, আবার সুদিন হবে।

হরিশ। তুমি স্ত্রীলোক, বোঝ না। সুদিনের মূল উচ্ছেদ হয়েছে, হাস্যময়ী কন্যা বিধবা, পৈতৃক বাড়ী অপহৃত, বৃত্তিনাশ, যুবা-পুত্রের উৎসাহভঙ্গ; সুদিনের বীজ অঙ্কুরিত না হ'তে হ'তে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। ঋণের দায়ে কবে জেলে নিয়ে যায়। এখন যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিনই সুদিন। নইলে অনেক দেখতে হবে, অনেক সইতে হবে।

হৈম। বালাই, তোমার নীলমাধব অক্ষয় অমর হোক, বাড়ী গিয়েছে যাক, তুমি স্থির হও, তা হ'লে সকল থাকবে। চাকরীতে জবাব দিয়ে এসেছ, আপাততঃ গহনা বেচে চল্‌বে, চাকরী কি আর হবে না?

হরিশ। তোমায় কত বল্‌ব, কত শুন্‌বে? হয় ঋণের দায়ে লুকিয়ে থাক্‌তে হবে, নয় ইন্‌সল্‌ভেণ্ট যেতে হবে; লোকে জোচ্চোর বল্‌বে, জোচ্চোরকে কে চাকরী দেবে? চল, আজই পালাই, সকালে স্কুলের ছেলেরা আস্‌বে, কেউ স্কুলের মাইনে চাইবে, তখন তাদের কি বল্‌বো? আহা, অমন অনাথ বালকেরা এইখান থেকে দুটি শাক-ভাত খেয়ে স্কুলে যেত; কাল দেখবে, তাদের অন্নস্থল নেই! আরে চণ্ডাল! তুই এই সর্ব্বনাশ কর্‌লি? বই বগলে ক'রে ব'সে কড়ায়ের ডালের ঝোল অমৃত ব'লে খেয়ে যায়, আমায় বাপের অধিক জানে, তাদেরও সর্ব্বনাশ কর্‌লুম!

হৈম। কি কর্‌বে? বিধাতার বিড়ম্বনা, তোমার ত ইচ্ছে নয়,—

হরিশ। না, আমি আর তাদের মুখ দেখাব না, চল, আজই চল, সব বেঁধে ছেঁধে নাও, আমি আজই বেরিয়ে যাব।

হৈম। ঠাকুরপো বাড়ী দেখতে গিয়েছে, বাড়ী দেখে আসুক; নইলে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো?

হরিশ। না, এখনই চল; কালীঘাটে যাই চল, যেখানে যাত্রীরা থাকে, সেইখানে থাক্‌বো।

ওহো! স্ত্রীর গহনা বেচে উদরান্ন ক'রবো এই অদৃষ্টে ছিল? কি কর্‌বো, উপায় নেই! আহা, নীলমাধব আমার কত আশা করেছিল, ডাক্তার হব, বাড়ী কর্‌বো, দশ জনের একজন হয়ে চল্‌বো, তাকে আমায় বল্‌তে হবে, 'আমি তোমার বাপ, আমি তোমায় পড়াতে পার্‌বো না। তুমি কলেজ ছেড়ে, মোট বয়ে এনে, আমায় খাওয়াও।' অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই! অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই! আর কিছু নয়, অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই!

হৈম। যে বিপদ্‌ উপস্থিত নাই, সে বিপদ্‌ আশঙ্কা কর্‌ছ কেন? নীলমাধব বলেছে, এইবার তার জলপানি বাড়বে, তাকে আর তোমায় দেখতে হবে না, মেয়েটা এক সন্ধ্যে খায়, আমি মেয়েমানুষ, শাক ভাত খেয়ে চল্‌বে, নুন-ভাত খেয়ে চল্‌বে, তোমার এত ভাবনা কিসের? বাড়ী গিয়েছে, এমন ত লোকের যায়, আপদে বিপদে যায়, কন্যাদায়ে যায়, তুমি বদখেয়ালি ক'রে ওড়াও নি, আপনার দোষে খোয়াও নি, বন্ধুর জন্যে দিয়েছ, এ তোমার মহত্ত্বের পরিচয়। সে বিশ্বাসঘাতক হ'ল, তা তোমার কি? মনের দুঃখ ভগবান্‌কে জানাও, বুক বেঁধে আবার সংসার কর। তুমি ত কাপুরুষ নও, তবে বিপদে অধৈর্য্য হচ্ছ কেন?

হরিশ। অধৈর্য্য হব না? আমার দোষ নয়, কার দোষ? আমার স্বর্ণপ্রতিমা পরিবার—তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল; আমার ইন্দ্রজিতের মত ছেলে—তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল; পোড়াকপালী মেয়েটা—তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল; অখদ্যে অবদ্যে ভাইটে, যে আমা বই জানে না, যে কুকুরের মতন আমার পেছনে পেছনে ফেরে—তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল; যে অনাথ স্কুলের ছেলেরা আমার বাড়ী খেয়ে পড়তে যায়—তাদের মুখ চাওয়া উচিত ছিল! আমার আপনার মনুষ্যত্বের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল! আমার দোষ নয়? আপনি দৈন্য-হীন হলেম, স্ত্রীকে পথে বসালেম, মেয়েকে ...নী করলেম, আবার বল্‌ছ অধৈর্য্য হচ্ছ ...? কই অধৈর্য্য. আমি খুব ধীর! এখনও ...কে গুলী করি নি; আত্মহত্যা করি নি, ...মার মাথায় লাঠি মারি নি। হায় হায়, যেন ছায়াবাজি! হায় হায়, কি হলো! নীলমাধব মানুষ হবে, আমি পেন্‌সন্‌ নেব, তোমায় নিয়ে, মেয়েটাকে নিয়ে কাশীতে গে বাস কর্‌ব, আমার সব দিক্‌ জ্বলজ্বলাট হয়ে উঠল। বেশ হয়েছে, নির্ব্বোধের উপযুক্ত সাজা হয়েছে, বড়মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের উপযুক্ত ফল পেয়েছি।

নবর প্রবেশ

নব, বাড়ী ঠিক করেছ?

নব। আজ্ঞে, থাকবার মত বাড়ী একখানাও পেলুম না।

হরিশ। থাক্‌বার মতন কি? দরিদ্রের আবার থাক্‌বার মতন কি হে? খোলার ঘর, কুটীর! চল, তয়ের হও, এখনি বেরুবো।

নব। যে আজ্ঞা, কোথায় যাবেন?

হরিশ। কালীঘাটে, যেখানে যাত্রীরা থাকে, সেইখানেই থাক্‌বো, কাল একটা খোলার ঘর দেখে নেব।

নব। যে আজ্ঞা, চলুন, পৌঁছে দে আসি।

হরিশ। পৌঁছে দে আস্‌বে কি, তুমি কোথা থাক্‌বে?

নব। আমার বাড়ীতে।

হরিশ। তোমার বাড়ী?

নব। কেন, আমার এই বাড়ী।

হরিশ। তুমি গর্দ্দানা না খেয়ে বুঝি বেরুবে না? না বার ক'রে দিলে বুঝি বেরুবে না? মূর্খ!

নব। আজ্ঞে হাঁ, আমি মূর্খ নই, ফাঁক-তালায় বাড়ী ভোগ করব।

হরিশ। আরে গাধা—কাল বাদে পরশু যে গলা ধাক্কা দে তাড়িয়ে দেবে।

নব। কাল তাড়িয়ে দেবে ব'লে আজ কেন যাব? কাল মর্‌বো ব'লে আজ কেন মর্‌বো বলুন? আমরা ষণ্ডামূর্খ, আমাদের সূক্ষ্ম-বুদ্ধি নেই। আর কে তাড়িয়ে দেবে, তার চেহারাখানাও ত দেখা চাই। সরিফসেলে বাড়ী বিক্রী, দখল করা ত চাই। আমার বাড়ী, হট ক'রে বেরুব?

হরিশ। আরে মূর্খ, তুই যে আমায় ভাবালি, তুই কি শেষটা জেলে যাবি?

নব। তা মশায়ের ভাবনা-চিন্তা নেই,

এতদিন আপনার ভাত খেলুম, একটু ভাবুন না।

হরিশ। তবে থাক। (হৈমবতীর প্রতি) বেঁধে চেঁধে নাও।

নব। থাক্‌ব কেন? চলুন, রেখে আসি।

হরিশ। গিন্নি! নাও, তয়ের হয়ে নাও।

নব। দাদা! কখন কিছু আপনাকে বলি নি, একটা কথা আপনাকে নিবেদন কর্‌ছি, ফাঁকি দিয়ে বাড়ী কিনে নিয়েছে ব'লেই যে চোখ রাঙিয়ে বের ক'রে দেবে, তা কখনো হবে না; সরিফের লোক এলে বল্‌ব, আমার বাড়ী। তার পর মোকদ্দমা করুন, যা হয় হবে। আমি স্পষ্ট বল্‌ছি, আপনি বল্‌লেও আমি দখল ছাড়ব না, একমাস হোক, তার পর দখলের অর্ডার নিক, সরিফের লোক আসুক। আমি মূর্খ হই আর যা হই, কিন্তু দেখছি, ভাত খেতে বসেছি, খাওয়া হ'ল না, জলের গেলাস তুল্‌ছি, হাত থেকে পড়ে গেল; এগুলোও হয়; আর না হয় নেই নেই, তখন পথ দেখবো। কিছু না পারি, আদালতে ত ব্যাপারটা কি, শুনিয়ে দেব। মোহিনী বাবু যে কত সজ্জন, তা ত লোকে জান্‌বে। দাদা, একটা গল্প বলি শুনুন; বড়বাজারে যারা ছুরি-কাঁচি বেচে ঠকায়, পুজোর সময় এক ভট্টাচায্যি বামুনকে ঠকিয়েছিল; সেই ভট্টাচায্যি কিছু না পেরে, রোজ সকাল বেলা খেয়ে যেতো আর চেঁচাত, "খবরদার ছুরি-কাঁচি কেউ কিনো না, এরা জোচ্চোর; আমি ব্রাহ্মণ আমায় ঠকিয়েছে।" শুনেছি না কি, যে জোচ্চোর ব্যাটারা ঠকিয়েছিল, তার পায়ে ধ'রে, যা ঠকিয়েছিল, তার ওপর পাঁচ টাকা দে বামুনকে বিদায় করেছিল। আমি কিছু পারি আর না পারি, দু'ট লোককেও যদি সতর্ক কর্‌তে পারি, তবু আমার মনটা ঠান্ডা হবে। তা এখন তাড়াতাড়ি বেরুতে চাচ্চেন? কাল্‌কে একখানা বাড়ীটাড়ী দেখে যাবেন।

হরিশ। না, না, কাল থাক্‌লে স্কুলের ছেলেরা খেতে আস্‌বে, তাদের কি দেব?

নব। মশায়ের ত অন্য ভাবনা ঢের রয়েছে, সে ভাবনাটা আমার ওপর দিন।

হরিশ। না, আমি আজই যাব।

[প্রস্থান।

হৈম। ঠাকুরপো! ও থাক্‌বে না, ওকে মিছে বোঝাচ্ছ।

নব। তা উনি কালীদর্শন ক'রে আসুন না, তোমরা থাক না।

হৈম। সে কি ঠাকুরপো! ও যদি গাছতলায় দাঁড়ায় আমিও গাছতলায় দাঁড়াব; ও যদি পথে পথে ফেরে, আমিও পথে পথে ফির্‌বো, ও যদি জলে ঝাঁপ দেয়, আমিও জলে ঝাঁপ দেব। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, নীলমাধব আমার মানুষ হয়েছে, মেয়েটা রাঁধুনীগিরি করতে পারবে; আমার মান অপমান কি? ও যেখানে, সেই আমার বাড়ী।

নব। তা বেশ ঠাউরেছ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হাবড়ার পুলের ধার

কাদম্বিনী—অন্তরালে নীলমাধব

কাদ। মা জাহ্নবি! তোমার শীতল বক্ষে তাপিতাকে স্থান দাও! মা গো, অভাগিনীর আর পৃথিবীতে স্থান নাই! মা গো, আজ আমার সকল কথা মনে পড়ছে, শৈশবকাল মনে পড়ছে, মার স্নেহ মনে পড়ছে, বাপের আদর মনে পড়ছে, সুখের আবাস মনে পড়ছে, আজ আমি অনাথা! পৃথিবীতে আপনার কেউ নেই। আরে মন, আজ তোমার সুখশয্যা কোথায়? আজ তোমার কপট প্রণয়ী কোথায়? আজ তোমার অট্টালিকা কোথায়? আজ ধরণী তোমার শয্যা, আকাশ তোমার আচ্ছাদন, মা গো, বড় আশা ক'রে তোমার কূলে এসেছি—তুমি পতিতপাবনী—এই বোধে তোমার আশ্রয় নিয়েছি; আর কেন বিলম্ব করি? কার দ্বারস্থ হব? কোথায় অন্নাভাবে মরব? আরে মন, এখনও তোর ভয়—এখনও ছার প্রাণের আশা করিস্? মা পতিতপাবনি! মা ভয়হরা, এই মহাপাতকীকে অভয় দাও!

নীল। (স্বগত) বাবাকে কি ক'রে শান্ত করি? আমি কিছুতেই বোঝাতে পাচ্ছি নি! এত দূর বিশ্বাসঘাতকও আছে, আমি বই পড়েই মনে করতুম কবিকল্পনা! ভগবান্! এই প্রার্থনা করি, যেন অধর্ম্মে মতি না হয়।

কাদ। গীত

চরণে শরণ মাগি, কিঙ্করী তোমার।
হরশির-নিবাসিনী হর দুখভার॥
নাহি স্থান স্থলে জলে, এসেছি জুড়াব ব'লে,
নে জননি নে মা কোলে, কেহ নাহি আর।
প্রেমময়ী প্রেমবারি, অকূলে অবলা নারী,
কর মা ত্রিতাপহারী, তাপিতে নিস্তার॥

এই যে মা আমায় কলকল-নাদে আশ্বাস দিচ্ছেন, এই যে সুরতরঙ্গিণী আমায় আহ্বান করছেন।

নীল। (স্বগত) ভয় কি, পরমেশ্বর বল দেবেন, পরিশ্রমীকে পরমেশ্বর সাহায্য করবেন।

কাদ। গীত

ক'র না বঞ্চনা, কর মা করুণা,
অন্তিমে রাখ মা, ও রাঙ্গা চরণে।
এসেছি আশায়, রাখ তনয়ায়,
কে রাখিবে পায় জননী বিহনে॥
হর-আদরিণী, সাগর-গামিনী,
হের মা, হর মা, তিমির-যামিনী,
কাতর কামিনী, চাহ মা!
নিদারুণ জ্বালা সহে না মা আর,
গিরিবালা, কর দুস্তারে নিস্তার,
বহি দেহভার কলঙ্ক-পাথার,
তরিব তারিণি, তনু বিসর্জ্জনে॥

নীল। আহা, অতি সুন্দর গান!

কাদ। আর কেন, আর দেহের মমতা কেন? মা প্রেমময়ি, আমি প্রেমদায়ে কলঙ্কিনী। আমার আর স্থান নাই, তুমি রাঙ্গা পদে স্থান দাও; এই অন্তিমকালে যদি একবার আমার অভাগা পিতার দর্শন পেতেম, দুঃখিনী মাকে দেখতেম, যদি সহোদর থাক্‌তো, তা হ'লে সকলের কাছে একবার যোড়করে মার্জ্জনা চেয়ে বিদায় হতেম। আর কেন, মা গো, আমায় নাও। (ঝম্প প্রদানোদ্যত)

নীল। এ কি? তুমি জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ না কি?

কাদ। আমায় ছেড়ে দাও, কলঙ্কিনীকে স্পর্শ ক'রে কেন কলঙ্কিত হও?

নীল। ছি, ছি, আত্মঘাতী হবে? ভগবান্ কি আত্মঘাতী হ'তে জীবন দান করেছেন? আত্মঘাতী হয়ো না, অপরাধী হবে।

কাদ। কে তুমি? কেন আমায় বাধা দিচ্ছ? আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে দাও, এ জগতে আর আমার স্থান নাই!

নীল। জীবন-বিসর্জ্জন! এই কি তোমার প্রায়শ্চিত্ত? যদি দুর্ম্মতিবশতঃ কিছু অন্যায় ক'রে থাক, ভগবানের কাছে মার্জ্জনা চাও, তিনি দয়াময়, তোমায় মার্জ্জনা কর্‌বেন; পরোপকার-ব্রত কর, সেই মহৎ প্রায়শ্চিত্ত। ভগবানের আরাধনা কর, দীন-দরিদ্রের সেবা কর, মানুষমাত্রেই দুর্ব্বল, দুর্ব্বলতা কার না আছে?

কাদ। আমি কে, তা জান? আমি কলঙ্কিনী! বারবিলাসিনী! আমি আমার দুঃখিনী জননীর বুকে বজ্রাঘাত করেছি, সহোদরকে দেশত্যাগী করেছি, পৃথিবীতে কোথায় স্থান পাব? কে আমায় স্থান দেবে? আমি যে স্থানে পদার্পণ কর্‌ব, সেই স্থানই কলুষিত হবে, ওই শোন! সুরতরঙ্গিণী আমায় কলঙ্কিনী বল্‌ছেন।

নীল। তুমি জান না, ভগবান্ কলঙ্ক-ভঞ্জন! তিনি তাপিতের আশ্রয়, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও, দুর্ম্মতি দূর কর, এই মহারাজ্যে তোমার স্থান নেই? এ কথা মুখে আন? কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী সকলের স্থান আছে, আর তোমার স্থান নাই?

কাদ। তুমি বালক, তুমি জান না, তোমার পবিত্র মন, তাই তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, পরমেশ্বর আমার মতন পাপিনীকে স্থান দেন না।

নীল। অবশ্য স্থান দেন, এই দেখ, তাঁর দাসকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন; তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আমি তাঁর আদেশে তোমায় আশ্রয় দিতে এসেছি।

কাদ। তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা? আমার যে আবার জীবনে সাধ হচ্ছে!

নীল। আমি দেবতা নই, তোমার মতন দুর্ব্বল, কিন্তু তোমায় আমায় এই প্রভেদ— তুমি জগদীশ্বরকে প্রত্যয় কর না, আমি তাঁর চরণে দৃঢ়প্রত্যয় রাখি। আমার কি দুরবস্থা, তুমি জান না, আমার পিতা বিশ্বাসঘাতকের

ছলে প্রতারিত হয়ে উদ্‌বাস্তু হয়েছেন, আজ তাঁর পিতা-পিতামহের ভিটে ত্যাগ ক'রে যাবেন; আমি বৃত্তিহীন, কাল্‌কের সংস্থান নাই, দুঃখিনী মার গহনা বেচে উদরান্ন কর্‌তে হবে; বিধবা ভগ্নী, আমি সংসারের একমাত্র আশ্রয়, কিন্তু দেখ, আমি কাতর নই।

কাদ। তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ! তুমি কি মহাপাপে কখনও দগ্ধ হয়েছ? তুমি কি কুলে কালি দিয়েছ? তুমি কি চণ্ডালকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছ? আমি দিইছি, যার জন্যে কুলে কালি দিইছি, সেই আমায় পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে, তবে আমার লোকালয়ে স্থান কোথা? কলঙ্কিনীর স্থান কোথা?

নীল। ভাল, যার জন্যে তুমি সর্ব্বত্যাগী হয়েছিলে, সেই যদি তোমায় তাড়িয়ে থাকে, তা হ'লে মৃত্যুতে কি প্রতিশোধ দেবে?

কাদ। প্রতিশোধ? প্রতিশোধ! নূতন কথা, নূতন ভাব! আমায় ছেড়ে দাও, আমি জলে ঝাঁপ দেব না।

নীল। মা, তুমি আমার সঙ্গে এস।

কাদ। বাবা, তুমি কি সত্যিই কোন দেবতা ছল ক'রে এসেছ? তোমার সঙ্গে যাব না, তুমি বালক; তোমার মাথায় বিস্তর ভার রয়েছে, আর ভার দেব না, কিন্তু তুমি আমায় মা বলেছ! তুমি অভাগিনীকে মা ব'লে ডেকেছ, গঙ্গা দেবী সাক্ষী—জগৎমাতা রণে বনে দুর্গমে তোমায় রক্ষা কর্‌বেন। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! [প্রস্থান।

নীল। অদ্ভুত চরিত্র! যাই একবার ধরণীদের বাড়ী যাই, হাতে টাকা থাক্‌লে কখন না বল্‌বে না। মার গহনাগুলো বেচে খাব! [প্রস্থান।

জনৈক লোক (ভৈরব) ও অঘোরের প্রবেশ

লোক। মশাই, গোহিরপুরের জমিদারের ছেলে মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে এসেছে, কোথায় আছে, মশাই বল্‌তে পারেন?

অঘোর। সে ত জোচ্চোর!

লোক। মশাই, এমন কথা বলেন, লাখটাকা তার আয়, আমাদের সাতপুরুষ তার জমিদারীতে বাস।

অঘোর। বল্‌ব না? আমার দালালী ঠকিয়ে পালাল।

লোক। কোথায় আছে, জানেন মশাই?

অঘোর। যাও যাও, আমি জানি নি।

লোক। মশাই, অনুগ্রহ ক'রে বলুন, তাঁর মা অন্নজল পরিত্যাগ করেছেন।

অঘোর। উঃ, কি জমিদার গো! পঁচিশ টাকা দালালি বাকি, তা জুটলো না, চম্পট দিলেন! অমন জমিদারগিরি আমরাও কর্‌তে পারি।

লোক। মশাই, অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দিন, আপনার কি পাওনা, আমি দিচ্ছি।

অঘোর। পঁচিশটে টাকা, আর কি? এ বাবুর জুটলো না, জমিদার!

লোক। আমি দিচ্ছি মশাই, কোথায় আছে বলুন?

অঘোর। এই মর্‌ণিং ট্রেণে, সোনাগাজির মণিকে নিয়ে বেনারস যাচ্ছে।

লোক। মশাই, সত্যি?

অঘোর। ভোর বেলায় গঙ্গাতীরে তোমায় মিছে কথা! যাও যাও, জোচ্চোর দেশের লোক কি না?

লোক। কোথায় থাক্‌বে, কিছু সন্ধান জানেন?

অঘোর। আমি জানি নি, বাবা, পথ দেখ।

লোক। মশাই, রাগ করেন কেন? বলুন না, এই টাকা নিন। (টাকা প্রদান)

অঘোর। সিকরোলে।

লোক। মশাই, বড্ড উপকার কর্‌লেন। [প্রস্থান।

অঘোর। মা গঙ্গা, আমার কল্পতরু! অপরাধ নিও না মা? আমার মত অখদ্যে অবদ্যেও আদালতে তোমায় নেড়ে চেড়ে পেটের ভাত ক'রে গিয়েছে, আমিও হাবাতে, তোমার কৃপায় কিঞ্চিৎ পেলুম।

নবর প্রবেশ

নব। কি হে, আমি তোমায় কালকে খুঁজে খুঁজে হাল্লাক। ইস্‌, বড় লম্বা কোঁচা ঝুলিয়েছ যে?

অঘোর। ঝোলাব না বাবা, তোমাদের জামাই বাবু! মরণিংওয়াকে বেরিয়েছ না কি? রাজনীতিটুকু আছে দেখছি?

নব। বাবা, আমি নীলমাধবকে খুঁজতে এসেছি; তোমার ভাবখানা কি?

অঘোর। কাল রাত্তিরটে বাবা নিদ্রা হয় নি।

নব। কেন বল দেখি?

অঘোর। শনিবেটীর দাওয়ায় শুয়ে একটু ধোঁকা লেগেছিল।

নব। কি রকম?

অঘোর। সে দিন যখন তোমার মুখে প্রেয়সীর কথা শুনলুম, ভাবলেম্, যেমন আর পাঁচ বিধুমুখী, আমার বিধুমুখীও তেম্নি।

নব। যেমন আর পাঁচ বিধুমুখী কি?

অঘোর। কি জান বাবা, বিধুমুখীদের যখন সোয়ামি মরে, তখন মাছের শোকেই হোক, আর সোয়ামির শোকেই হোক, খানিক উপুড় হয়ে পড়েন, তার পর চিনির পানা মুখে দিয়ে উঠে বসেন, তার পর দিন দিন প্রবল শোকে ফুল্‌তে থাকেন—

নব। ফুল্‌তে থাকে কি রে ব্যাটা?

অঘোর। যেমন রাগে ফোলেন, তেম্নি অনুরাগে ফোলেন।

নব। দূর ব্যাটা বিশ্বনিন্দুক!

অঘোর। কিন্তু শনির দাওয়ায় যা শুনলুম, তাতে কিছু কোঁৎ খেলুম!

নব। পাজী বেটী বুঝি নিন্দা করেছে?

অঘোর। নিন্দেই করুক, আর সুখ্যাতিই করুক, তোমার শুন্‌বার দরকার নাই, কিন্তু শুনে আমার প্রাণটার ভিতর সমস্ত রাত তোলাপাড়া করছে যে, বুঝি বা দুর্ম্মতি ছেড়ে এই স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে পারলে সুখী হতেম।

নব। বুঝেছি ব্যাটা পাজি! দেখা ক'রে গহনা ঠকিয়ে নিবি, এই মৎলব।

অঘোর। না বাবা, দোহাই বাবা, তা নয়; আমি পেটের কথা তোমায় ভেঙে বলছি শোন। বলেছিলে যে, শাশুড়ী ঠাকরুণকে হাত ক'রে টাকা শ তিনেক আন্‌তে পারবে, আমার মনে মনে টাঁক ছিল, কে বাবা ক্রোড়পতির সঙ্গে লাগে, তোমায় বুঝিয়ে সুজিয়ে দুজনে সরবো; একটা সাক্‌রেদের মতন সঙ্গে থাকবে, আর যদি না রাজী হও, যা কিছু বাগাতে পারি, নিয়ে সরবো—কিন্তু আজ এক হাত খেলবো।

নব। ইস, তোর এমন মৎলব?

অঘোর। ধোঁকা খেও না বাবা, আজ আমার সে মৎলব নাই। ওই মোহিনী ব্যাটা আস্‌ছে, দেখ বাবা, এক চাল চালি। তুমি চট ক'রে একটা পার্ট রিহার্সেল দিয়ে নাও; আমি যেন গোহিরপুরের জমিদারের ছেলে, আমি মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পালিয়ে এসেছি, আর তুমি যেন আমার মেয়েমানুষ যোটাও।

নব। ছুঁচো ব্যাটা, এই কথা আমায় বলিস্?

অঘোর। কেন বাবা, আমিও যেমন গোহিরপুরের জমিদার, তুমিও তেমনি দালাল। দালালি না পার, আমার জমিদারিটুকু বজায় রেখে যেও, তোমার যা মুখে আসে ব'ল।

অদূরে মোহিনীমোহনের প্রবেশ

তুমি দশ হাজার লাগে, বিশ হাজার লাগে, গুণনিধির স্ত্রীকে যোগাড় কর।

মোহিনী। (স্বগত) এ দশ বিশ হাজার ঝাড়ে, এ লোকটা কে? কান পেতে একটু শোনা যাক।

নব। গুণনিধির সঙ্গে যে আমাদের ঝগড়া, তারে হাত করবো কি ক'রে?

অঘোর। টাকা ছাড়, টাকায় কি না হয়, চটপট যোগাড় কর। মোহিনীমোহন টের পেলে মাল বেহাত হবে, শুনেছি, ব্যাটা রাঘববোল; যা পায়, তা আড়ে গেলে।

মোহিনী। (স্বগত) এ কে? লোকটা দশ বিশ হাজার ঝাড়ে, দেখছি, আমায় চেনে।

অঘোর। সুশীলাকে আর ভাল লাগে না, ও পুরনো হয়ে গিয়েছে।

নব। চোপ্ ব্যাটা!

অঘোর। কেন বাবা, আমি বল্‌ছি, তাতে দোষ কি? চোপ কি? আমি আর ওকে চাই নি।

মোহিনী। (স্বগত) বটে, এ ব্যাটা ত খুব যোগাড়ে, গুণো ব্যাটাকে বলি যে, নবাকে হাত কর।

অঘোর। আমি চললুম, হ্যাণ্ডনোট কেটে টাকা নিতে হবে, দেখি মা বেটী টাকা পাঠায় কি না? পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাবে, তবে দেশে যাব, তা নইলে যে বেরিয়ে পড়েছি, সেই

আমি চল্‌লুম। (অগ্রসর হইয়া) নব শোন! এই সুরে যদি গেয়ে যেতে পার, পয়লাহাত গুণনিধি ব্যাটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি, মোহিনী ব্যাটা তোমায় এখনি ডেকে কথা কইবে, দুটো একটা বেফাঁশ বল্লে চোট না।

নব। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি।

অঘোর। তবে এই দিকে এস, ভেঙ্গে বলি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মোহিনী। লোকটা কে? বিশ পঞ্চাশ হাজারের কথা কয়, সন্ধান নিতে হচ্চে, নবা ব্যাটার ঠেঙেই ফুস্‌লে সন্ধান নিচ্ছি।

নব ও অঘোরের পুনঃ প্রবেশ

নব। তা মশাইকে বল্‌তে হবে না, তা মশাইকে বলতে হবে না।

অঘোর। দেখ, সন্ধ্যার পর পান্নার বাড়ীতে খবর দিও।

[অঘোরের প্রস্থান।

নব। (স্বগত) যা বলেচে ঠিক, আমরা কি করছি, ব্যাটা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে।

মোহিনী। কি নব বাবু, কি হচ্ছে? মর্ণিংওয়াক করতে এসেছেন নাকি?

নব। আজ্ঞে, না মশাই, আপনার জ্বালাতেই বেড়াচ্ছি।

মোহিনী। আঃ, শুনুন না, শুনুন না, ও ছোকরাটি কে?

নব। কোন্ ছোকরাটি মশাই?

মোহিনী। ওই যে, যার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন, বলুন না, বল্‌তে আর দোষটা কি?

নব। কি আর বল্‌বো মশাই, ও এক জন—

মোহিনী। আঃ, অত রাগ কেন হে? তোমার সঙ্গে ত ভাই আর আমার কিছু বিবাদ নাই। হরিশ বাবু কেবল তোমায় দুটি দুটি খেতে দিতেন বই তো নয়। আমার সংসারে এস, খাও দাও, গাড়ী-ঘোড়া চড়, মাসোহারা বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি, খরচ কর। ওই ছোকরাই টাকা ছাড়্‌তে পারে, আমরা কি পারি না হে?

নব। তা মনে কর্‌লে আপনি কি না পারেন, আমার মতন দশটাকে প্রতিপালন কর্‌তে পারেন।

মোহিনী। তা আমিই কোন্ নারাজ ভাই, আমিই ত সেধে সেধে তোমার সঙ্গে কথা কইলুম, তুমি ত রাগভরেই চলেছিলে।

নব। মশাই, একটু বিশেষ দরকারে যাচ্ছি, গুণনিধি বাবুর বাসায় যাব।

মোহিনী। তা যাও, তা যাও, একবার দেখাসাক্ষাৎটে হবে না? কাপ্‌তেনটা হাত করেছ দেখছি, তুমিও কিছু পাও, আমিও কিছু পাই, কেন জহুরী ব্যাটারা খায়? আজ হোক, কাল হোক, একবার বাবুকে নিয়ে যেও না।

নব। কেন বাবু মশাই?

মোহিনী। ওহে, আমি কি আর চিনি নি, আমায় ভাঁড়াচ্ছো কেন? তুমি আমার সঙ্গে মিশো, আমি তোমার ভাল কর্‌বো।

নব। আসি মশাই, আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বো এখন।

মোহিনী। চল না, চল না, আমি ত ওই দিকেই যাচ্ছি, একসঙ্গে যাই চল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

হরিশবাবুর বহির্ব্বাটী
হরিশ, হৈমবতী ও সুশীলা

হরিশ। গিন্নি! বাড়ী ছেড়ে যাওয়া বড় কষ্ট, বড় কষ্ট; এত কষ্ট আমি জান্‌তুম না; বড় কষ্ট, বড় কষ্ট।

গুণনিধি, বেলিফ, পেয়াদা ইত্যাদির প্রবেশ

গুণ। মশাই, অত তরস্ত নয়, যাবেন কোথা, দেনা দিয়ে যান। (পেয়াদার প্রতি) এই জিনিসপত্র সিজ কর।

হরিশ। সিন্দুক সিজ করো না—সিন্দুক সিজ করো না, ওতে আমার পরিবারের স্ত্রীধন আছে, আমার কোন সম্পত্তি নেই।

বেলিফ। বাবু। আমার উপর রাগ কর্‌বেন না, উনি যাহা দেখাইয়া দেবেন, আমি তাহা ক্রোক করিব। আপনার পরিবার আদালতে ক্লেম দেবেন।

গুণ। মশাই, সে ওয়ারিণও আস্‌ছে, ভাবতে হবে না, গিন্নীঠাকরুণের কাছে দুশ টাকা ধার করেছেন সে নালিস আজ রুজু হবে; পরিবারের স্ত্রীধন আছে, পিসীমার

লজ্জাবস্ত্র আছে! গায়ে গু মাখলে কি যমে ছাড়ে?

হরিশ। দ্যাখ্ পাজী! মুখ সাম্‌লে কথা ক।

গুণ। বাবুর লম্বাই চৌড়াইটে দেখ, জল খাবার টুক্‌নিটে নাই, আমীরি চাল্‌টে দেখ, এতেও দেনা শোধ যাবে না, মাগ বেচে দিতে হবে।

হরিশ। নির্ব্বোধ, প্রাণের ভয় রাখিস্ নি? তুই ছুঁচো, তোরে মেরে ফল নাই, এজন্যই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্।

বেলিফ। বাবু কেজিয়া কর্‌বেন না, কেজিয়া কর্‌বেন না; ভদ্দর মানুষ—আইনে লড়, মুখে মুখে কেন?

গুণ। বুঝ্‌ছ না সাহেব, ওর গায়ে বড় মুস্তি, ওর পরিবারেরও গায়ে বড় মুস্তি।

হরিশ। পাজী!

গুণনিধিকে পদাঘাত

হৈম। ও গো, তোমার পায়ে পড়ি, ও গো, তোমার পায়ে পড়ি, ঠান্ডা হও, ঠান্ডা হও।

হরিশ। হা পরমেশ্বর! এতও অদৃষ্টে লিখেছিলে! আমার কি মৃত্যু নাই?

গুণ। এই যে সব রঙ্গিণীরাও সেজে বেরিয়েছেন, এসো—দু'ট বাঁ পায়ে লাথি মার।

হরিশ। পরমেশ্বর কি নাই, পরমেশ্বর কি নাই? হায়, আমি কি কাপুরুষ! আমি কি নরাধম! কুলবধূকে পথের ভিখারী কর্‌লেম, আমার জীবনে ধিক্! কেন আর এ প্রাণ রাখি? কঠিন প্রাণ, এখনও বেরুলি নি? ওহো, এত অপমান!

হৈম। স্থির হও; স্থির হও; পরমেশ্বরকে ডাক, কি কর্‌বে?

হরিশ। পরমেশ্বর কোথা? পরমেশ্বর নাই; আমার কি অপরাধে এই শাস্তি? মোহিনী অট্টালিকায়, আমার গাছতলায়ও আশ্রয় নাই—মোহিনী ক্রোড়পতি, আমার পানপাত্রও নাই।

নীলমাধবের প্রবেশ

নীলমাধব! আমায় বিষ এনে দে, আমি খেয়ে মরি।

নীল। বাবা, কেন অস্থির হচ্ছেন? ভয় কি? চলুন!

হরিশ। কোথায় যাবো? আমার কোথায় স্থান? এই দেখ, ঘটী-বাটী পর্য্যন্ত সিজ হয়েছে, সর্ব্বস্ব গিয়েছে।

নীল। ভয় কি, আমার ঠেঁয়ে টাকা আছে।

গুণ। ভয় কি, ভয় কি, মাগ আছে, কুলো ঝাড়বে; মেয়ে আছে, রোজগার কর্‌বে।

হরিশ। দুরাচার, দস্যুর নফর!

নীল। বাবা, ও ইতর ব্যক্তি, ওর কথায় কান দেবেন না।

হরিশ। বাঃ, বাঃ, আমার কি অবস্থা! সপরিবারে ভিখারী হলেম, সপরিবারে ভিখারী হলেম! আকাশ আচ্ছাদন, রাজপথে শয়ন, গঙ্গাজল ভোজন, স্ত্রী-কন্যা পথের কাঙ্গালী, ভাল, ভাল, ভাল! আর কি কিছু দেখ্‌তে বাকী আছে? আছে আছে, আছে; নইলে এখনও কেন বেঁচে আছি? গিন্নি, তুমি কেন বেঁচে আছ? নীলমাধব কেন বেঁচে আছে? সুশীলা কেন বেঁচে আছে? একে একে পথে পড়ে মর্‌বে, শ্যাল-কুকুরে টেনে খাবে, এ সব দেখতে হবে, তাই বেঁচে আছি, না?—তাই বেঁচে আছি, না?

গুণ। মর্‌বে কেন? মর্‌বে কেন? বালাই, মাগ কুলো ঝাড়বে, মেয়ে ভৈরবী হবে, তোমার ভাবনা কিসের যাদু?

নীল। বাবা, চলুন, ছুঁচো কিচ্‌কিচ্ কর্‌ছে, কান দেবেন না; এস মা, সুশীলা এস।

হরিশ। আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, জীবনভার বহন করা অসহ্য!—পরিবারবর্গের উপায়—আমি জীবিত থেকে কি উপায় হবে? কি উপায় কর্‌লেম? লোক স্ত্রীকে অলঙ্কারে ভূষিতা করে, কন্যাপুত্রের জন্যে বিষয় রেখে যায়। আমি হতভাগা, আমার সকলি বিপরীত! স্ত্রীর অলঙ্কার, কন্যার অলঙ্কার আবদ্ধ হয়েছে—কবে দেহ আবদ্ধ হয়! এই আমার চরম; এই নিমিত্ত জীবনধারণ বিফল! খেদে আবশ্যক নাই, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই, ফুরিয়ে যাক্; আর কিসের মায়া? আর কিসের মমতা?—আমি মলে সহায়হীন জেনে, লোকে নীলমাধবের প্রতি দয়া কর্‌তে পারে। আমি জীবিত থাকলে সকলে ঘৃণা কর্‌বে, বড় মানুষের মোসাহেব ব'লে ঘৃণা কর্‌বে,

নির্ব্বোধ ব'লে ঘৃণা করবে, ভিখারী ব'লে ঘৃণা করবে! আর নয়, অধিক বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই। (গলায় চাদর জড়াইয়া পাক দেওন)।

সুশীলা। মা, মা, দেখ, বাবা কি করছেন দেখ! দাদা, দাদা, বাবাকে ধর।

হৈম। কি করছ, কি করছ, অমন করছ কেন? আমরা কার মুখ চেয়ে দাঁড়াব?

গুণ। দেয়ালা কর্‌ছে।

হৈম। কি কর, কি কর?

হরিশ। কি কর্‌বো? কর্‌বার কি আছে? উপায় কি আছে? উপায় থাকলে করতুম্, নিরুপায়! একবস্ত্রে গৃহত্যাগ কর্‌তে হবে, আশ্রয়শূন্য; পথে দাঁড়াতে হবে, তাই ভাবছি, তাই ভাবছি, একটা উপায় করি, আপদের শান্তি করি; যদি তোমার ইচ্ছে থাকে, তুমি এস, যার ইচ্ছে হয়, সঙ্গে এস। মা গঙ্গা আমার আশ্রয়; আর আশ্রয় নাই; চল গিয়ে ঝাঁপ দিই।

নীল। বাবা, কি বল্‌ছেন? আপনি অধৈর্য্য হ'লে আমরা কিরূপে স্থির থাক্‌বো? চলুন, দীনদরিদ্রেরাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

হরিশ। তারা কখন বড়মানুষের মোসাহেবি করেনি,—কালসর্পকে বন্ধু ব'লে স্থান দেয় নি, তারা কখন প্রতারিত হয় নি, তাদের কখন বাড়া ভাতে ছাই পড়ে নি, তারা কখন কুলবধূকে নিয়ে রাস্তায় যায় নি, বংশের দুলাল পুত্রের মাথায় বজ্রাঘাত করে নি, তাদের সঙ্গে আমার অনেক প্রভেদ! ঘৃণ্য, দীন, নীচ, পামর, চণ্ডাল! গিন্নি, আমায় বিদায় দাও, সুশীলা, বিদায় দাও! নীলমাধব, তুমি পিতৃহীন, অনাথাদের দেখো।

মোহিনীমোহনের প্রবেশ

মোহিনী। কি হে হরিশ বাবু! হাওয়া খেতে যাচ্ছ না কি?

নীল। মশাই, আপনার কি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব নাই? এই দুঃখের সময় পরিহাস করতে এসেছেন?

গুণ। বাঃ বাঃ! যেমন গাছ, তার তেমনি তেউড়।

মোহিনী। কি হরিশবাবু! ছোট খাট লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন না নাকি?

হরিশ। পাষণ্ড! নরাধম!

মোহিনী। ভিখারী! রাস্তার কুকুর!

হরিশ। আরে দস্যু! আরে জোচ্চোর! আরে চণ্ডাল! যদি প্রাণের মমতা থাকে দূর হ!

মোহিনী। ইস, হুকুম চালাচ্ছো যে?

গুণ। কার বাড়ী, কে দূর করে? এখনি মেয়েছেলের হাত ধ'রে টেনে বার করবো, তা জান?

নীল। মোহিনী বাবু! মানুষ এমন নির্দ্দয়, তা আমি স্বপ্নেও জানি নি। বোধ হয়, আপনার মত পশুও বিরল। একজন নির্দ্দোষী গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করেও কি আপনার তৃপ্তি-লাভ হয়নি? আপনার ক্রীতদাস, কুলস্ত্রীকে দুর্ব্বাক্য বল্‌ছে, তাই দাঁড়িয়ে শুন্‌ছেন? বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে বন্ধুর সর্ব্বনাশ করেছেন, এই কি আপনার পুরুষত্ব? কুলস্ত্রীর অপমান করছেন, এ কি আপনার পৌরুষ? আপনি লোকালয়ে মনুষ্য ব'লে পরিচয় দেন? যথার্থই আপনি অদ্ভুত সৃষ্টি।

মোহিনী। কি হে নীলমাধব, কুলস্ত্রী কে? তোমার বাবা যে খুব দাঁও মেরেছে, গোহির-পুরের জমিদারের ছেলে জামাই হয়েছে যে? আমি কিছু জানি নি?

হরিশ। তবে রে পাজী! (প্রহার)

গুণ। জমাদার সাহেব, জমাদার সাহেব, খুন কর্‌লে!

জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ

জমা। বাবুর সঙ্গে হামরা আছি, বুঝি জান না? চল্‌ থানামে চল্‌!

নীল। ছেড়ে দে হারামজাদা! (জমাদারকে প্রহার) বাবা পালান, বাবা পালান, দাঁড়াবেন না।

জমা। দোনোকো থানামে লে চলো।

হৈম। মা ভগবতি, কি কর্‌লে! (মূর্চ্ছা)

সুশীলা। ও মা, কি হলো, কি সর্ব্বনাশ হলো!

নীল। সুশীলা, ভাবিস্‌নি, মাকে দেখিস্, ভিক্ষে ক'রে খাওয়াস্, তাতে লজ্জা নাই, আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, হবে।

গুণ। ভিক্ষে কর্‌বে কেন, নতুন জামাই আছে, আদর ক'রে রাখ্‌বে।

[হরিশ ও নীলমাধবকে লইয়া পাহারাওয়ালা ও জমাদারের প্রস্থান।

বেলিফ। চাপ্‌রাসী, গাড়ীমে চিজ চালান দেও। [প্রস্থান।

মোহিনী। সুন্দরি! তুমি আমায় দয়া কর, আমি তোমার জন্যেই এ সকল করেছি, আমি বাড়ী ফিরিয়ে দিচ্ছি, জিনিসপত্র খোলসা দিচ্ছি, তোমার বাপকে, ভাইকে খালাস ক'রে আন্‌ছি, তোমার পায়ের গোলাম হয়ে থাক্‌ছি, তুমি আমায় দয়া কর, তোমার জন্যে প্রাণ যায়।

সুশীলা। ভগবান্‌! এও অদৃষ্টে ছিল? মা, মা, ওঠো; চণ্ডালের কাছ থেকে পালাই চল।

মোহিনী। কেন, গোহিরপুরের জমিদারকে দয়া কর্‌তে পার, আর আমায় পার না?

হৈম। পরমেশ্বর, কি কর্‌লে? পরমেশ্বর, কি কর্‌লে?

সুশীলা। মা, এখান থেকে শীগ্‌গির চল, চণ্ডালের হাত এড়াই চল।

গুণ। ছিল না কথা, হলো গাল,
আজ না হয় হবে কাল।

কাদম্বিনীর প্রবেশ

কাদ। পিশাচ, স'রে যা, তা নইলে আমি তোর চোখ উপড়ে ফেল্‌বো।

গুণ। বাবু! এখানে আর বাড়াবাড়ি কাজ নেই।

মোহিনী। চল, উকীলকে দিয়ে কেস্‌ সাজাতে হবে, শীগ্‌গির চল।

কাদ। মোহিনি, আবার দেখা হবে! (সুশীলার প্রতি)—মা, তোমাদের ত আর দাঁড়াবার জায়গা নাই, কোথায় যাবে?

সুশীলা। মা, তুমি কে?

কাদ। আমি যে হই, তোমাদের কি কোথাও যাবার স্থান আছে?

সুশীলা। না, মা!

কাদ। তবে আমার সঙ্গে এস।

হৈম। কোথায় যাব মা?

কাদ। চল, একখানি কুটীর দে'খে দিই গে।

হৈম। তুমি কে মা?

কাদ। আমি যে হই, পরমেশ্বর আমায় পাঠিয়েছেন, তুমি কিছু ভয় ক'র না, কিছু সন্দেহ ক'র না। আমার পরিচয় শুনবে? আমি নীলমাধবের মা।

সুশীলা। (হৈমবতীর প্রতি) চল মা, চল— ভগবতী আপনি এসেছেন।

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের বৈঠকখানা

মোহিনীমোহন ও গুণনিধি

মোহিনী। শুনেছি ত বেলিফ্‌ ব্যাটা নীলমাধবের হয়ে সাক্ষী দেবে, তা হ'লেই ত মকদ্দমা কাঁচলো, হরশে ব্যাটা জমাদারের হাত ছাড়িয়ে পালালো কি ক'রে? ভারি বেঁচে গিয়েছি, কানের কাছ দিয়ে গুলী বেরিয়ে গিয়েছে, মনে হ'লে এখনও গা কাঁপে, আচ্ছা, গুলী বার ক'রে দিচ্ছি। সব থানায় তো ফটোগ্রাফ দিয়ে এসেছি।

গুণ। আজ্ঞা হাঁ, যাবে কোথা? দু'দিনেই ধরা প'ড়ে যাবে।

মোহিনী। হ্যাঁ রে, যে কথা বল্‌লুম, তার কি?

গুণ। কোথায় কি মশাই, আমার আবার স্ত্রী কোথায়? সে শনিবেটী রিষ্‌ ক'রে বলেছিল, তাই মশাই ধ'রে বসেছেন।

মোহিনী। দেখ্‌চিস্‌ ত, জিতু সরকার বাবাকে মাগ দিয়ে তালুকমুলুক ক'রে ফেলেছিল?

গুণ। আমার ত আর মাগ নাই মশাই, বুড়ো পিসী আছে, তাতে মন ওঠে ত এনে দিই।

মোহিনী। শোন্‌! যদি দিস ত তের হাজার টাকা যা তোর নামে খরচ আছে, তা থেকে রেহাই দিই, আর কাদির দরুণ বাড়ীখানা দিই।

গুণ। মশাই, আপনার সে কেসো পেয়ারা না খেলেই নয়?

মোহিনী। মুখ বদলাই চাই রে, ব্যাটা মুখ

বদলাই চাই। আর বাবা, যদি না রাজী হও, আমার মন হয়েছে, আমি নেবই, আর তো ব্যাটাকে তের হাজার টাকার তবিল তস্‌রুপাতের দাবি দিয়ে জেলে দেবই।

গুণ। আমি কি মশাই তবিল ভেঙেছি? মাইনে হিসাবে টাকা নিয়েছি, আর আপনার মোকদ্দমা খরচার টাকা নিইচি, সে হিসাব দাখিল করেছি, আপনি পাস করেছেন।

মোহিনী। হাঁ, হাঁ, ব্যাটা হিসেব নিকেশ কি ক'রে দিই, তা হ'লে তো ব্যাটাদের হাতে পাব কিসে? তুই দেখ, এই স্বরূপ বাবুদের মর্টগেজখানা রেজেষ্টারি কর্ গে যা, এখন যা।

[গুণনিধির প্রস্থান।

নবর প্রবেশ

এস নব বাবু! সব ঠিক ত?

নব। আজ্ঞা, এলো ব'লে।

অঘোরের প্রবেশ

অঘোর। তেরি মেড়ুয়াবাদিকো যে'ও তে'ও।

মোহিনী। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন।

নব। আট হাজার টাকার নোট না কাটলে ইনি দেবেন না।

অঘোর। কেন বাবা, যে কথা হয়েছে, আমায় বোকা পেলে? তিন হাজার ছাড়, দশ হাজার লিখে নাও!

মোহিনী। বাঃ, দিব্যি আংটী, কত্‌কে কিন্‌লেন?

অঘোর। কি বাবা, গেঁড়া দেবে, বোকা পেলে? জহুরীর কাছে হ্যাণ্ডনোট কেটে নিয়েছি বাবা; অমনি ছাড়্‌বো? আমি চল্‌লুম, এ জোচ্চুরির জায়গায় আমি বস্‌তে চাই নি।

নব। আরে ব'স না, ব'স না।

অঘোর। কি বাবা মেড়ুয়াবাদী, একটু মদ খাবে? খালি আংটী বেচবে বাবা?

নব। নাও না, এই নোটখানা সই ক'রে দাও না?

অঘোর। তারিখের গোলমাল ক'র না বাবা।

নব। না, না, তারিখের ঠিক আছে, এই আগষ্ট এইটিট্র এইট ক'রে দিচ্ছি।

অঘোর। কি বাবা, বোকা পেলে? এক বচ্ছর বাড়িয়ে নিচ্ছ, এইটিট্রসেভেন কর ত বাবা রাজী আছি, তা নইলে চল্‌লুম।

নব। এই এইটিট্র এইট্ আবার এইটিট্র সেভেন কর্‌ব কি?

অঘোর। কি?

মোহিনী। নব, এইটিট্র সেভেন করুন না, আজই তা হ'লে নালিশ ঠুকে দিই।

নব। বেশ! বেশ! আচ্ছা, আচ্ছা, এইটিট্র সেভেন ক'রে দাও।

অঘোর। হাঁ বাবা, পথে এস বাবা, এক বছর চাপাচ্ছিলে বাবা, বোকা পেলে?

নব। আচ্ছা, সই কর।

অঘোর। টাকা বার ক'রে দাও বাবা, অমনি সই কর্‌বো, বোকা পেলে?

মোহিনী। আচ্ছা, এই টাকা নাও।

অঘোর। কি বাবা, ধাড়ি নোট দিচ্ছ? ভাঙাব কোথা বাবা? বাটা দেব? এমন ছেলে পাও নি বাবা, বোকা পেলে?

নব। আচ্ছা! আচ্ছা! খুচরা নোটই দিচ্ছি, বলেছি মশাই, বড় নোট নেবেন না।

মোহিনী। এই নাও, আমার তিন শ কেতা গোছানো আছে।

অঘোর। চল্‌লুম বাবা! নব, গুণনিধির মাগকে যদি দাও, তা হ'লে সুশীলাকে ছেড়ে—ছেড়ে—ঠিক বল্‌ছি বাবা, হাঁ, হাঁ।

[অঘোরের প্রস্থান।

মোহিনী। ও ব্যাটা কবে বাড়ী যাবে?

নব। কি ক'রে জান্‌ব, আপনিও ত সব সন্ধান নিয়েছেন।

মোহিনী। হাঁ হাঁ, সন্ধান নিয়েছি, কি ক'রে জান্‌লে?

নব। আমি ত আপনাকে নাম বলি নি, আপনিই ত বলেন তেজবাহাদুর।

মোহিনী। টেলিগ্রাফ ক'রেছিলুম হে, টেলিগ্রাফ ক'রেছিলুম; নইলে কি টাকা ছাড়ি? আমায় টেলিগ্রাফ করেছে খুঁজে দিতে, আমি পঞ্চাশ হাজার না হোতিয়ে কিছু খবর বল্‌ছি নি। এদিক্‌কার কি হলো?

নব। সব ঠিক।

মোহিনী। কি রকম? কি রকম?

নব। শুদ্ধ বাড়ীখানা, আর তার বাপের দেনাটা খোলসা কর্‌লেই হয়; কিন্তু এক কথা

আছে, আজ ত লেখা-পড়া হবে না; তা নইলে কিন্তু সে বিশ্বাস কর্‌বে না, যাক্ তবে দিন দুই—

মোহিনী। না, না, আমার প্রাণ যায়, সে দিন থেকে আমার মনে হয়েছে, আমার যদি অর্দ্ধেক বিষয় দিলেও পাই, তাতেও আমি রাজী আছি।

নব। সে রেজেষ্টারী করা লেখা-পড়া না পেলে রাজী হবে না।

মোহিনী। তবে কি হবে?

নব। দিন কতক যাক্, রেজেষ্টারী ক'রে এনে দেবেন।

মোহিনী। আমি রেজেষ্টারী ক'রে দেব, তার পর যদি ফাঁকে পড়ি; আমি তা কারুর হাতে যাচ্চি নি। ভাই, আর এক কাজ কর্‌লে হবে। আমি যদি একটা উকীলের বাড়ী থেকে একরার লিখে আনি, ঠিকঠাক হ'লে বায়না ক'রে, যে হরিশের সম্পত্তি আমার দেনায় বিকিয়েছে, তা হ'লে সোজা কাজ হয়, আর একটা নয় রেগুলার কনভেয়্যান্স আনি, জোর ক'রে রেজেষ্টারী ক'রে নিতে পারবে, আমিও আপত্তি করতে পার্‌বো না, উকীল সাক্ষী। সেও কিছু কাঁচা কাজ নয়? আর কন্‌ভেই কেন? এই একরারই যথেষ্ট। তার উপর কন্‌ভে ক'রে দিচ্চি।

নব। তা হবে না কেন? কন্‌ভেয়্যান্সটা সুশীলার নামে কর্‌বেন, বিকেলে যেন লেখা-পড়াগুলো দেখতে পাই।

মোহিনী। আচ্ছা। তবে আমি উকীলের বাড়ী চল্‌লুম আজই।

নব। যে আজ্ঞে।

মোহিনী। এইখানেই নিয়ে আস্‌বে?

নব। না, আমাদের দরুণ বাড়ীতে; তা নইলে সে রাজী হবে না, ওখানে সন্ধ্যার পরে লোক চলে না, বলে—ভূতে বাসা করেছে।

মোহিনী। হাঁ, হাঁ, শুন্‌ছিলুম বটে, ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

নব। ও ছাই! আমরা এতদিন বাস ক'রে এলুম; বলে ঘট ঘট ক'রে চলে, ঢিল পড়ে, কোন্ বেটী বুঝি অন্ধকারে ভয় পেয়েছিল; তবে আসি মশাই।

মোহিনী। ঠিক ত? আমি উকীলের বাড়ী যাই?

নব। আজ্ঞা, ঠিক বই কি।

[নবর প্রস্থান।

মোহিনী। (স্বগত) আস্তাবল বাড়ীটে হলো না—দেখা যাক্, হাতে ত আসুক, এই যে কাদি বেটীর দলিলগুলো কোলাট্যারেল সিকিউরিটি ব'লে দম দিয়ে নিয়ে নিইছি, তেমনি ক'রে এও গেঁড়া কর্‌বো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুটীর—পার্শ্বে জঙ্গল

সুশীলা ও হৈমবতী

সুশীলা। মা, তুমি একবার ভাতে বস্‌বে এস।

হৈম। না মা, আজ আমায় আর বলো না মা, আমি কর্ত্তার খবর পাই নি, নীলমাধবের খবর পাই নি, তবু তোমার কথাতে কাল দুধ খেয়েছিলুম, আর পোড়ামুখে অন্ন দেবো, আমার আঁধার ঘরের মাণিক সব ছড়িয়ে দিয়েছি।

সুশীলা। মা, তুমি অমন কর্‌লে আমি কেমন ক'রে বুক বাঁধ্‌বো মা, না খেয়ে কেঁদে কেঁদে কি কর্‌বে? তাতে ত কিছু উপায় হবে না, মা, ইষ্টদেবতাকে ডাক।

হৈম। মা, আমি মহাপাতকী, কার পতি-পুত্রকে বিষ দিয়েছি, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি, আহা, আর কি তাদের দেখতে পাব? আর কি কর্ত্তা ফির্‌বে? আর কি নীলমাধব মা বল্‌বে? যমদূতে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে! মা গো, যমদূতে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে! আহা, কি হলো, কি হলো, পরমেশ্বর, কি কর্‌লে?

কাদম্বিনীর প্রবেশ

কাদ। নীলমাধবের মা, কিছু ভেব না, ভেব না।

হৈম। দিদি! তুমি আমাকে আর নীল-মাধবের মা ব'লে ডেক না, আমি কি তার মা? —বাছা খায় নি, যমদূতে বেঁধে নিয়ে গেল; আমি আবাগী এখনও বেঁচে আছি; এখনও আমার বুক ফেটে প্রাণ বেরুলো না, আহা!

বাছার মুখ দেখ্‌লে পাষাণ ফাটে, আমার প্রাণ বেরুলো না, আমার প্রাণ বেরুলো না।

কাদ। ওগো, কিছু ভয় নেই, কিছু ভয় নেই, কোন্ বড় মানুষের ছেলে উকীল কৌনসুলি দিয়েছে, তারা বলেছে খালাস কর্‌বে। যদি মোকদ্দমা আজ না ওঠে, তারা জামিন হয়ে বার ক'রে আন্‌বে। সবাই বল্‌ছে, যে সাহেব মিন্‌সে ক্রোক দিতে এসেছিল, সে ঠিক কথা বল্‌লেই মোকদ্দমা টিক্‌বে না।

হৈম। দিদি! কেন আমায় মিছে প্রবোধ দিচ্ছ? অভাগীর সন্তানের হয়ে কে দাঁড়াবে? অভাগীর তিন কুলে কে আছে, তা হ'লে কি বাছাকে অনাথের মত ধ'রে নিয়ে যায়?

কাদ। নীলমাধবের মা, আমি কি তোমার নীলমাধবের মা নই? আমি পর, তাই তোমার প্রত্যয় হচ্ছে না, বুক চিরে ত দেখাবার নয়, তা হ'লে দেখাতেম যে, নীলমাধব আমার সর্ব্বস্ব! নীলমাধবের বিপদ্ জেনে আমি স্থির থাকি? আমি বুক বাঁধি, তুমি কি দেখনি যে, আমি পাগলের মত বেড়িয়েছি, সমস্ত রাত ব'সে তোমার নিশ্বেস গুণেছি; তুমি বিইয়েছ; আমি পর—তাই তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

হৈম। না, দিদি, না, আমার ভাঙ্গা কপাল, তাই প্রাণ ধরতে পাচ্ছি নি; আমার সোণার সংসারে আগুন দিয়েছি, তাই মন বুঝচে না, নীলমাধব আমার না খেয়ে গিয়েছে, তাই মন বুঝছে না, আহা, দিদি! বোধ করি, কর্ত্তা এতক্ষণ গলায় দড়ি দিয়েছেন; বড় অভিমানী —কখন কিছু ক্লেশ পান নি।

কাদ। তুমি নাও, খাও, আমি তোমায় মিছে কথা বল্‌ছি নি, নীলমাধবকে যদি না এনে দিতে পারি, তুমিও মলেই বা, আমিও মলেম বা, তাতে ক্ষতি কি?

সুশীলা। হ্যাঁ, মা, যে সাহেব ক্রোক দিতে এসেছিল, সে সাক্ষী দেবে কেন?

কাদ। আমি তার পায়ে ধরেছি, তার মেমের পায়ে ধরেছি, তারে রাজী করেছি, সে ধর্ম্ম-ভীতু লোক, ঘুষ দিতে গিয়েছিল, আমার সাম্‌নে ফিরিয়ে দিয়েছে।

সুশীলা। আবার যদি তার মন ফিরে যায়? টাকায় কি না হয়?

কাদ। না, সে ফিরবে না, আমার গান শুনে খুসী হয়েছিল, তার মেমও খুসী হয়েছিল। আমায় টাকা দিতে এল, আমি পায়ে জড়িয়ে ধর্‌লুম, বল্‌লুম, আমার ছেলেকে ভিক্ষা দাও, আমার মিনতি শুনে কাঁদতে লাগলো, যীশুখ্রীষ্টের নাম ক'রে দিব্যি করেছে, সে ঠিক কথা বল্‌বেই। এই নাও মা, তোমার ঘুঁটে বেচেছি, তার দাম নাও মা, আর এই ঘুন্‌সির দাম নাও।

সুশীলা। ও মা, এত দিচ্ছ কেন, সে দুপয়সারও ঘুঁটে হবে না, আর ঘুন্‌সি এক একটা এক পয়সায়, তুমি এত পয়সা দিচ্ছ কেন?

কাদ। ঘরে ব'সে থাক, জিনিসের দাম তো জান না? ঘুঁটে এখন পাওয়া যায় না, সাহেবেরা সব ধোঁ দিয়ে বাড়ীর হাওয়া সাফ করে, আর ঘুন্‌সি বল্‌ছ, জাহাজ জাহাজ ঘুন্‌সি সব বিলেত যাচ্চে।

সুশীলা। সত্যি?

কাদ। সত্যি না ত কি আমি ঘরে থেকে দিচ্চি? আমার ওতে লাভ রেখে তবে তোমায় দিচ্চি।

সুশীলা। হ্যাঁ মা, এ আদ্‌লা পয়সা কেন? চাল লেগে রয়েছে, ডাল লেগে রয়েছে?

কাদ। আমি যে পয়সার ব্যবসা করি, হাঁড়ির ভিতর রেখেছিলুম, তাই চাল ডাল লেগেচে।

নীলমাধবের প্রবেশ

নীল। মা, মা!

হৈম। বাবা নীলমাধব, আমার আঁধার ঘরের মাণিক, আমার অন্ধের নড়ি, আমার শিব-রাত্তিরের শল্‌তে।

নীল। মা, আমি আর এক মা পেয়েছি, যে মা আমায় খালাস করেছে। (কাদম্বিনীর প্রতি) মা, তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট করেছ, তুমি বেলিফের বাড়ী সন্ধ্যান ক'রে গিয়ে তার পায়ে ধরেছ?

হৈম। দিদি! দিদি! তুমি কে দিদি! তুমি কি দুঃখিনীর দুঃখে কৈলাস থেকে এসেছ?

নীল। মা, আমি দাঁড়াব না, তোমাদের একবার দেখা দিতে এসেছি, আমি বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি।

হৈম। সে কোথা, তাকে কি ছেড়ে দেয় নি?

নীল। এইখানেই আছেন, আমি আস্‌ছি। [প্রস্থান।

হৈম। কেন এলো না, কোথাও কি লজ্জায় চ'লে গেল?

সুশীলা। হ্যাঁ মা, তুমি গরীব মানুষ, তোমার অনেক খরচ হয়ে গেল, উকীল কৌন্‌সুলিদের নাকি মুঠো মুঠো টাকা দিতে হয় শুনেছি।

কাদ। না মা, আমি টাকা দিই নি, আমি চল্‌লুম, আমি চল্‌লুম। [প্রস্থান।

সুশীলা। মাগী আমাদের জন্য সর্ব্বস্ব খোয়ালে।

হরিশের প্রবেশ

হরিশ। চুপ!

হৈম। তুমি কোথায় ছিলে, নীলমাধব খুঁজ্‌তে গেল।

হরিশ। চুপ! আমায় লুকিয়ে রাখতে পার? আমি খুন করেছি, মোহিনী মর্ণিং-ওয়ার্ক্‌ কর্‌তে বেরিয়েছিল, আমি গুলী করেছি, বোধ করি মরেছে, বোধ করি মরেছে!

হৈম। ও মা, কি সর্ব্বনাশ, ও মা, কি সর্ব্বনাশ!

হরিশ। চুপ! আমি জমাদারের হাত ছিনিয়ে পালিয়েছিলুম, সে ওয়ারিণ আছে, বোধ করি, খুনিওয়ারিণও ঘুর্‌ছে, আমি তিন দিন ঘুর্‌ছি, কোথাও জায়গা পাই নি, কোথাও দাঁড়াতে সাহস করিনি, বাতাস নড়্‌লে বোধ হচ্চে, চৌকিদার আমার পিছনে এল; কোথাও দাঁড়াই নি, খালি ঘুরছি, খালি ঘুরছি, একটু মুখে জল দিই নি; খালি চৌকিদার, খালি চৌকিদার! পিস্তল ছাড়ি নি, গুলী ঠাসা আছে, যদি ধরে—গুলী কর্‌বো।

হৈম। ও মা কি হবে!

হরিশ। চুপ! তোমাদের ঘরের পেছনে বাঁশবনে নিরিবিলি দেখে লুকিয়েছিলুম, তোমাদের গলার সাড়া পেয়ে এসেছি, আমি কিছু খাই নি, খেতে দাও।

সুশীলা। আমি আন্‌ছি,—আমি আন্‌ছি।

হরিশ। চুপ! এখানে না, এখানে না, আমি বাঁশবনে যাই। গিন্নি! তুমি খাবার নিয়ে এস, চুপি চুপি এস, সুশীলা পার্‌বে না। ছেলে-মানুষ, লোকে দেখে ফেল্‌বে, চারদিকে চৌকিদার,—চারদিকে চৌকিদার! [প্রস্থান।

হৈম। তুই ব'স, আমি খাবার দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

সুশীলা। ও মা, কি হবে, কি সর্ব্বনাশ হলো।

নবর প্রবেশ

নব। সুশীলা!

সুশীলা। কাকা, সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাবা খুন করেছে!

নব। চুপ কর! চুপ কর! আমি সব জানি। ওঃ ভগবান্‌! তোদের এই দশা! এই নে টাকা নে, আমি বাড়ী ঠিক করেছি, সন্ধ্যাবেলা ভিখারী মাগী তোদের সেইখানে নিয়ে যাবে।

সুশীলা। তুমি টাকা কোথায় পেলে?

নব। পেয়েছি, আমি চল্‌লুম।

সুশীলা। ওই মাগী, উকীলকে টাকা দিয়ে দাদাকে খালাস ক'রেছে?

নব। না, আমি দিয়েছি।

সুশীলা। কাকা, বাবার কি হবে?

নব। ভাবিস্‌ নি, সে উপায় করেছি; আমি এখন চল্‌লুম। [প্রস্থান।

সুশীলা। ভগবান্‌! তোমার মনে যা আছে, হবে, আমি অবলা, ভেবে কি কর্‌বো? কয়দিন আমার ইষ্টদেবতার পূজা হয় নি, আজ একবার পূজা করি। (একখানি ছবি লইয়া) প্রাণনাথ! সঙ্গতি ছিল না, ফুলের মালা কিন্‌তে পারি নি, চক্ষের জলে মালা গেঁথেছি, পর। হৃদয়েশ্বর! প্রাণবল্লভ! আর দাসীকে ভুলে থেকো না, দাসী কত দিন বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বে? নাও নাথ! আমায় সঙ্গে নাও। প্রভু! প্রাণবল্লভ! দাসীকে কেন ভুলে আছ? দাসী ত তোমা ভিন্ন জানে না; আর নীরবে থেকো না—কথা কও, দাসীর প্রাণ শীতল কর। আমি বড় তাপিত, আমায় শীতল কর।

অঘোর। (নেপথ্যে জানালার পার্শ্ব হইতে) আহা! নারীরত্ন!

সুশীলা। হায় নাথ! আমার মনে পড়েছে,

যে দিন তোমার মুখ দেখেছিলুম, আমার কত সাধ মনে হয়েছিল, আজও সাধের সমুদ্র প্রাণে খেলে! হায়, মনের সাধ মনে রইলো! তোমায় সাজাব, তোমায় খাওয়াব, তোমায় শোওয়াবো, তোমার সেবা কর্‌বো, হেসে হেসে তোমার ছেলে তোমার কোলে দেব, নিদয় বিধাতা, কেন বাম হলে? আহা, নাথ! তুমি কোথা?

অঘোর। (নেপথ্যে) কি করবো বাবা, আমার অদৃষ্টে নাই; এ দেবলোকের জিনিস, আমার ভাগ্যে হবে কেন, দেখা দেবো? না বাবা, দেখা দেবো না, আমি মরেছি, সেই ভাল; মাগীরা নাক্ সিঁট্‌কে বল্‌বে, এর ভাতারটা এই। যদি গা ঝাড়া দিতে পার্‌তুম, যদি মনের ময়লা তুল্‌তে পারতুম, তা হ'লে একবার বুকে নিয়ে চুমো খেতুম। কাজ কি বাবা, আমার সে আশায়—সরে পড়ি। পুলিসের হাত এড়াব, আমার মতি ফিরবে, তবে ত বাবা এ রত্ন পাব? সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না! যেতে দাও বাবা, আপনা আপনি চ'লে যাই।

সুশীলা। হায় নাথ! যখন তোমার কণ্ঠস্বর শুন্‌তুম, আমি আত্মহারা হতুম; যখন তুমি নিদ্রা যেতে, আমি অনিমিষ-নেত্রে দেখতুম; যত দেখতুম, ততই সাধ বাড়তো, সে সাধ আমার ফুরোয় নি, সহস্র বৎসরে ফুরোবার নয়। মনের সাধ মনেই মিলিয়ে আছে; সাগরের ঢেউ সাগরে মিলিয়ে আছে! হায়, নাথ! কোথায় তুমি?

অঘোর। (নেপথ্যে) বুকের ভেতর ঢেউ খেল্‌ছে, খেল বাবা, আমি মুখ চেপে আছি, কিছু বল্‌ছি নি বাবা! যা পাব না, তার জন্য ধুক্‌পুকুনি কেন বাবা! আমি চোট্টা, জেলে যাব, মাগ নিয়ে ঘরকন্না কি আমার সাজে? এ রত্ন আমার ঘরে ছিল, বিনা আলোতে ঘর আলো কর্‌তো; কাদায় ছুঁড়ে ফেল্‌লুম। একবার একজামিনার সাহেবকে মনে পড়ে, যদি তিনটে নম্বর দিয়ে পাস ক'রে দিত, বোধ হয়, আর এক রকম জীবন হতো। হাতে পেয়ে চিন্‌তে পারি নি বাবা! বানরের গলায় মুক্তার মালা পড়েছিল, দাঁতে কেটেছি।

সুশীলা। তুমি এত নিষ্ঠুর! আর যন্ত্রণা দিও না, দাসীকে পায়ে রাখ, একটি কথা কও, একটি কথা কও! হতভাগিনী ডাক্‌ছে, দেখা দাও, একটি কথা কও।

অঘোর। (নেপথ্যে) সুশীলা!

সুশীলা। এ কি! প্রাণনাথ কি সদয় হলেন? কথা কও, আবার কথা কও, দাসীর প্রাণ জুড়াও! কই নাথ, কই তুমি, কথা কও।

অঘোর। (নেপথ্যে) সুশীলা, যদি দিন পাই, দেখা হবে।

[প্রস্থান।

সুশীলা। এ কি! সেই স্বর—কে ও, মা মা, আমায় কে ডাক্‌লে! স্বপ্ন! নিশ্চয় স্বপ্ন! না না, স্বপ্ন নয়—আমার প্রাণনাথ এসেছে, কই—কই—কই তুমি! প্রাণনাথ, কই তুমি?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাংক

গুণনিধির বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা

এক হস্তে ক্যাস বাক্স ও অন্য হস্তে মোট টানিতে টানিতে গুণনিধির বাহির হওন

গুণ। দেখি শালা, মাগ নেবে? থাকো শালা, তোমার চল্লিশ হাজারে ঘা দিচ্ছি, স্বরূপ বাবুকে মর্টগেজ ফিরিয়ে দিচ্ছি ও মর্টগেজ ফিরে পেলে আমার হয়ে তারা লড়্‌বে, তুমি আমার কচু কর্‌বে।

নবর প্রবেশ

নব। গুণনিধি বাবু?

গুণ। কি হে, কি হে, তুমি এমন সময় যে?

নব। ওরে, শনিবেটী মোহিনী বাবুর বাড়ী ছুটেছে, ঘরে তালা দিয়ে বেরুচ্ছে, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কোথা যাস্? বল্‌লে, মোহিনী বাবুকে খবর দে আসি যে, গুণো-ব্যাটা আজ পালাচ্ছে।

গুণ। অ্যাঁ, অ্যাঁ, আমি ত পালাচ্ছিনি! আমি এই মোটটা দেশে পাঠাচ্ছি।

নব। তবেই হয়েছে, বেটী দেখে গিয়েছে।

গুণ। বটে, বটে, তোমায় ভাই পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, শনিবেটীকে ফেরাও, দৌড়ে যাও, মোট দেখলে খামোকা সন্দেহ কর্‌বে, আমি কোন দোষের দোষী নই, খামকা সন্দেহ কর্‌বে।

নব। তুমি ত আর সত্যি পালাচ্ছ না, সন্দেহ কল্লেই বা, ভয়টা কি?

গুণ। না ভাই, না, তুমি ফেরাও—তুমি ফেরাও, বাবু বড় খারাপ লোক, তুমি ফেরাও।

নব। আচ্ছা, আমি চল্লুম।

গুণ। দাঁড়িয়ে রইলে যে হে? এই নাও, টাকা নাও।

[নবর প্রস্থান।

রেলে যাওয়া হবে না, নৌকা ক'রে শ্রীরামপুর অবধি যাই, আর মুটে ডাকবার তর সইবে না, মোটটা আপনিই ঘাটে নিয়ে যাই, ওঃ! বড্ড ভারী!

অন্ধবেশে অঘোরের প্রবেশ

অঘোর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, অন্ধ নাচারকে কিছু দাও।

গুণ। ওরে, ওরে, এই মোটটা ঘাটে দিয়ে আস্তে পারিস্?

অঘোর। পারবুনি ক্যানে?

গুণ। নে নে, শীগ্গির নে, ক্যাসবাক্সটা এর সঙ্গে দিই, আমি শুধু হাতে-পায়ে তফাতে তফাতে যাই। দ্যাখ, এই বাক্সটা বেঁধে নে, এই বাক্সয় কিছু নেই—আহিরীটোলার ঘাটে,—আহিরীটোলার ঘাটে, আমি এগিয়ে যাচ্ছি, না—ক্যাসবাক্সটা হাতে ক'রেই নিই।

অঘোর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

গুণ। আবার ব্যাটা চেঁচায়, মোট তোল্। আয় না ব্যাটা, শীগ্গির চ'লে আয় না, তুই ত আর সত্যি কাণা নস্?

অঘোর। উঃ, বড্ড ভারী!

গুণ। আঃ, নে না, এইটুকু ধাঁ কোরে মেরে দে না, দাঁড়া, আমি তুলে দিচ্ছি।

অঘোর। শালা, বেওয়ারিস বাপের গাধা পেয়েছে!

গুণ। আয় আয়, শীগ্গির চ'লে আয়।

অঘোর। আমি লার্বো।

গুণ। আরে দে—ব্যাটা দে—আমায় দে।

অঘোর। এই লাও, তবে লাও।

(গুণনিধির ঘাড়ে মোট ফেলিয়া দিয়া অঘোরের ক্যাসবাক্স লইয়া পলায়ন)

গুণ। ও রে বাপ রে, বাপ! (পতন)

নীলমাধবের প্রবেশ

নীল। বাবার সন্ধান না নিয়ে গেলে ত মার মুখে জল দিতে পার্বো না; কোথায় খুঁজি? আমাদের দরুণ বাড়ীতে কি গিয়েছেন? লোকে বলে, ভূতে বাসা করেছে, তিনিই বা লুকিয়ে আছেন,—না, মোহিনীর এক খিড়কি, সেখানে থাকবেন না। আগে এই ছোটলোক পাড়াটা খুঁজি, শেষ সে দিকে যাব।

(গুণনিধিকে দেখিয়া) কে তুমি?—কে! গুণনিধি?

গুণ। না বাবা, আমি নিধি টিধি নই, আমি পথিক।

নীল। কেন গুণনিধিবাবু, ভাঁড়াচ্ছ কেন, তোমার ভয় কি? উঠতে পার্বে? ওঠ, আমায় ধ'রে ওঠ!

গুণ। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে,—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার ক্যাসবাক্স গিয়েছে, আমায় ধরতে পারলে জেলে দেবে,—আমায় ধর্তে পার্লে জেলে দেবে।

নীল। ভয় নাই, ভয় নাই, তুমি এস।

গুণ। কে ও, নীলমাধব বাবু? তুমি আমাকে দয়া কর্ছ, আমি রাস্তায় একলা প'ড়ে আছি, আমায় গলা টিপে মার নি?

নীল। না না, তোমার ভয় নাই, তোমার উপর আমার রাগ নাই, তুমি ওঠ, ওঠ।

গুণ। নীলমাধব বাবু! আমি চিন্তে পারি নি, তুমি দেবতা, আমি চিন্তে পারিনি—আমি তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছি, আমার উপর তোমার এত দয়া? আমায় মাপ কর, আমায় মাপ কর।

নীল। গুণনিধি বাবু! আমি সত্যি বল্ছি, তোমার উপর আমার কিছু রাগ নাই, ওঠ, ওঠ।

গুণ। পা ভেঙ্গে গিয়েছে, মাথায় লেগেছে, আমি যেতে পারবো না। ধরে ধরবে, আমি সব প্রকাশ কর্বো; জেলে যাই যাব; শালাকে জব্দ কর্বো; শালার গুণাগুণ ঢাক পিটে দেবো।

গুণ। কাকে গালাগালি দিচ্ছ? ছি!

গুণ। সেই শালাকে—মোহিনী শালাকে। শালার সর্ব্বনাশ কর্তে পার্লুম না। শালার সর্ব্বনাশ কর্তে পার্লুম না।

নীল। গুণনিধি বাবু! অনেক হয়েছে, আর কেন পরমেশ্বরের কাছে অপরাধী হও? আর কেন লোকের সর্ব্বনাশ কর্তে ইচ্ছা কর?

গ্ণ। মোহিনী ব্যাটার সর্ব্বনাশ হ'ল না? মোহিনী ব্যাটার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, মোহিনী ব্যাটার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, তাতে পাপ নাই, তাতে পাপ নাই।

নীল। পাপ নাই, এ কথা মুখে এনো না। একবার লোভের বশীভূত হয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছ, এবার রাগের বশীভূত হয়ে আর একজনের সর্ব্বনাশ করতে চাচ্ছ? ছি! ছি! বয়েস হয়েছে, এখনও শেখ; এস, তোমায় কোলে ক'রে নিয়ে যাই, এ গলির রাস্তায় ত গাড়ী পাওয়া যাবে না।

গুণ। আমার মোট?

নীল। আচ্ছা, তুমি এইখানে থাক, আমি গাড়ী ঠিক-ঠাক ক'রে গাড়োয়ানকে নিয়ে আসছি, তোমার মোট নিয়ে যাবে।

গুণ। না বাবা, আমায় নিয়ে যা বাবা, দোহাই বাবা আমার মোট যাক বাবা।

[গুণনিধিকে লইয়া নীলমাধবের প্রস্থান।

সাহেবের বেশে অঘোর ও নবর প্রবেশ

অঘোর। সাবাস্‌ বাবা, তোমায় ডবল প্রমোসন দিলুম।

নব। সাহেবের পোষাক পর্‌লি যে?

অঘোর। কীর্ত্তি ত কিছু কম হয় নি, দরওয়ানের বাক্স ভাঙা থেকে আর অন্ধ নাচার থেকে সমান টানে বয়ে আস্‌ছি। কোট-পেণ্টুলুন বড় জবর পর্দ্দা বাবা, এতে অনেক দাগাবাজি ঢাকা যায়, আর ওর সঙ্গে যদি ভেরি গ্ল্যাড, ভেরি সরি, ডোণ্ট মেনসন—এমনি দুচারটে বুকনি ঝাড়া যায়, তা হ'লে বাবাজীকে বাবাজী, তরকারীকে তরকারী; তা হ'লে জুচ্চুরিও চলে, অনারেবলও হওয়া যায়। আপাততঃ গুণো ব্যাটা যদি পুলিশে জানায় যে, বাক্স চুরি গিয়েছে, তা হ'লে জমাদার সাহেব বরং তার বাপকে চালান দেবেন, তবু আমার পাশে ঘেঁষছেন না।

নব। তুমি এ রাস্তায় এলে কেন, গুণো যদি ফেরে?

অঘোর। সে ফিরছে না, তার জন্যে ভাবনা নেই; ভিকিরী বেটী এইখানে দেখা করতে বলেছে।

একজন গাড়োয়ানের প্রবেশ ও মোট লইতে অগ্রসর হওন

আরে ছোঁও মৎ, ছোঁও মৎ।

গাড়ো। কাহে সাব, বাবু মোট লেনে কহা।

অঘোর। আরে, উস্‌মে মুদ্দর হ্যায়।

গাড়ো। তোবা, তোবা, তোবা!

[গাড়োয়ানের প্রস্থান।

অঘোর। ধর তো বাবা, মোটটা ঠেলে রেখে যাই।

নব। কোথায় ঠেলে রেখে যাবি?

অঘোর। বাঃ! এমন নর্দ্দমা বোজান রাস্তা, তস্করের রাজপথ রয়েছে।

নব। ওটা কি হবে?

অঘোর। কি আছে, খুলে দেখতে হবে, চল যাই, মাগী বুঝি আবার মহাজনের বাড়ী আটকা পড়েছে?

নব। আচ্ছা বাবাজী! ও মাগী যে মোহিনীর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফিরছে, তুমি ধরলে কি ক'রে?

অঘোর। একদিন বেটী রাস্তায় ব'সে গাচ্ছে; লোকে চাল-টাল দিচ্ছে, পয়সা-টয়সা দিচ্ছে, মোহিনীর মেয়েটা একটা টাকা দিলে, বেটী যাবার সময় টাকাটা ফেলে চ'লে গেল।

নব। ভুলে গিয়েছিল।

অঘোর। দূর ব্যাটা, পাজী ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, তোকে তিন ক্লাস নাবিয়ে দেবো।

নব। কেন রে ব্যাটা, ছড়া ধরলি কেন?

অঘোর। টাকা ভুলে গেল কি রে ব্যাটা! টাকা ভোলে কি? এ কি ইষ্টিদেবতার নাম যে, ভুলে গেলেই হলো? স'রে পড়, স'রে পড়, তোমার উপযুক্ত ভাইপো আস্‌ছে; কাজ-কর্ম্ম হাতে কিছু নাই, এখনি গঙ্গাযাত্রা কর্ব্বে। দেখছ না, গুণনিধি ব্যাটার মোট খুঁজতে আস্‌ছে; তুমি বেরিয়ে পড়, মহাজন বাবুকে ঠিক কর গে, লেখাপড়াটা দেখেছ? সব ঠিক আছে?

নব। তা আছে, ওর উকীলের বাড়ীতে আমাদের উকীল দিয়ে পড়িয়েছি, সে বলেছে, ঠিক আছে, তুমি যাবে না?

অঘোর। আমি একটু ভিখারীবেটীর জন্যে অপেক্ষা কর্ব্বো। বাবু কোথায়? মেয়েকে সঙ্গে ক'রে ত বাগানবাড়ীতে নাবলো দেখলুম।

নব। কাদির দরুণ বাড়ীতে ব'সে আছে।

অঘোর। বুঝেছি বুঝেছি, বাগানে যদি

কেউ দেখা-টেখা করে, দেরি-টেরি পড়ুক, তুমি নাইয়ে উচ্ছুগ্‌গু ক'রে নিয়ে এস।

নব। আচ্ছা, চল্লুম। [নবর প্রস্থান।

নীলমাধব ও জনৈক মুটের প্রবেশ

নীল। কত রকম বদমায়েস লোক থাকে দেখ, আর গাড়োয়ান ব্যাটা আহম্মকের একশেষ; বলে মুদ্দোর তো মুদ্দোরই; দেখ দেখি, খোঁড়া মানুষটাকে নাবিয়ে দিলে।

মুটে। হ্যাদে, মোট কনে?

নীল। সাহেব, এইখানে একটা মোট ছিল জান?

অঘোর। জান্‌টে করে।

নীল। (নর্দ্দমাতে মোট দেখিয়া) এই যে, হেথায় কে সরিয়ে রাখলে?

অঘোর। তোমারা বোনাই রাখ্‌খা।

নীল। সাহেব, গালাগাল দাও কেন?

অঘোর। গালি ক্যা, হাম টোমারা বোনাই হ্যায়।

নীল। খবরদার, ঘুষিয়ে মুখ ভেঙেগ দেবো।

অঘোর। কুচপরওয়া নেই, হাম্‌কো পসন্দ নেই হুয়া, বহিনকো দোস্‌রা খসম দেও।

নীল। এ কে, পাগল না কি?

অঘোর। নেই, তোমারা বাপকো জামাই হ্যায়। [অঘোরের প্রস্থান।

মুটে। (মোট লইয়া) উঃ! চল গো চল, গর্দ্দানটা বেঁকে যেতে লেগেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের খিড়কির বাগান

কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী

হেমা। না, না, ও গান না, সেইটি বল।

কাদ। কোন্‌টা, কাল যেটা গেয়েছিলুম?

হেমা। না গো না।

কাদ। পরশু যেটা গেয়েছিলুম?

হেমা। না, না, না, সেইটি—সেই সে দিন যেটি রাস্তায় গাচ্ছিলে। তোমায় যে দিন আসতে বল্‌লুম, সেই যে?

কাদ। আচ্ছা, গাচ্ছি।

গীত

গোধন ফিরে, ধীরে ধীরে ধীরে
গগনে ছাইল রেণু।
(হাম্বা হাম্বা হাম্বা রবে)
ডুবিল রবি, রক্তিম ছবি,
বাজিল মোহন বেণু॥
আকুলবেণী, ধাইল রাণী,
ঘন শ্বাস বহে তাহে।
ননী লয়ে করে, স্তনে ক্ষীর ঝরে,
অনিমিখ পথ চাহে॥
গোঠে গহনে, ফিরায়ে গোধনে,
শ্রমবারি শ্যাম-কায়ে।
অলকা তিলকা, মলিন রেখা,
শিখিপাখা দোলে বাঁয়ে॥
ভ্রমর জিনি, নূপুরধ্বনি,
রুণু রুণু রুণু বাজে।
বনমালা দোলে, বলা সাথে চলে,
করে ধরি ব্রজরাজে॥
রাণী কুতূহলে, নিল কোলে তুলে,
মা ব'লে ডাকিল কানু।
রাখালেরা মিলি, দিল করতালি,
নাদিল শত ধেনু॥

কমলার প্রবেশ

কমলা। হেমা, তুই আয় তো মা, আমার চাবিটে ঘরে ফেলে এসেছি, খুঁজে নিয়ে আয়।

হেমা। ও মা, চাবি হারালি, কর্ত্তাবাবু যে তোকে বক্‌বে?

কমলা। তুই খুঁজে আন গে না।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

হাঁ গা, কাল বল্‌তে বল্‌তে রেখে দিলে, কি বল না?

কাদ। না বাপু! আমি ভিখারী লোক, বড় লোকের ঘরের কথায় কাজ নেই।

কমলা। বল বল, তোমার ভয় নেই।

কাদ। হুঁ, ভয় নেই, তুমি বাবুর কাণে তোলো, তার পর বাবু আমার গর্দ্দানা নিক্‌।

কমলা। না না, তোমার নাম ক'রবো না।

কাদ। দেখো, কাঙ্গাল মানুষের গলায় পা দিও না।

কমলা। না, না, তোমার ভয় নেই।

কাদ। বাবু একজনের মেয়ে বা'র ক'রতে

চাচ্চেন, তাঁরা সেই মেয়েটাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে বাবুকে বৈঠকখানায় নিয়ে যাবেন, তার পর আধমরা ক'রে প্রাণটি যখন ধুক্ ধুক্ কর্‌বে, তোমাদের পাশের খালি বাড়ীতে ফেলে দিয়ে যাবে।

কমলা। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

কাদ। ভিক্ষে কর্‌তে গিয়ে শুনলুম, তারা বলাবলি কচ্ছে।

কমলা। তার পর, তার পর?

কাদ। দেখলুম, একখানা চিঠি নিয়ে একটা লোক বেরিয়ে আস্‌ছে; তার পর তোমাদের বাড়ীতে আস্‌ছি, দেখি, সেই লোকটাও তোমাদের বাড়ী ঢুকলো, একটু দাঁড়ালুম, তার পর খানিক বাদে দেখি, একখানা চিঠি হাতে ক'রে বেরিয়ে এল, আমার ধোঁকা হলো, সঙ্গ নিলুম; তার পর দেখি, মিন্‌সেগুলোর হাতে চিঠিখানা দিলে, মিন্‌সেগুলো গর্জ্জাতে লাগলো, বল্‌লে, 'শালা ফাঁদে পড়েছে, কাল রাত্তিরে আস্‌বে।'

কমলা। আজ বল্‌লে, না কাল বল্‌লে? ঠিক্ শুনেছ, কাল বল্‌লে?

কাদ। হাঁ, কাল, তারা বল্‌লে, 'আজ রাত্তিরটে চোখ-কাণ বুজে কাটাও, কাল শালা হুলোর মুখ ছেঁচবো।'

কমলা। তুমি কাল আবার খবর নিও।

কাদ। তা নেব, আর আজ যদি কিছু হয় তো তোমায় খবর দেবো।

কমলা। তুমি কেমন ক'রে আস্‌বে? দোর যে বন্ধ থাক্‌বে?

কাদ। কেন, তুমি খিড়কির বাগানের দিকে উপরকার ঘরে তো শোও? আমি হরিশ বাবুদের দরুণ বাড়ীর ভেতর দিয়ে এসে, এইখান দিয়ে খবর দেবো, আমি চল্‌লুম।

কমলা। আজও কিছু নিলে না?

কাদ। ও নিয়ে কি কর্ব্বো? মাসকাবারি বন্দোবস্ত কর, রোজ এসে গেয়ে যাব।

[প্রস্থান।

হেমাঙ্গিনীর পুনঃপ্রবেশ

হেমা। মা, এই যে তোমার ঠেঁয়েই চাবি।

কমলা। হাঁ রে হাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

হেমা। দেখ দেখি, ভিখারীটি চ'লে গেল, আমি গান শুন্‌তে পেলুম না।

কমলা। হ্যাঁ রে হেমা, কর্ত্তা আজ তোকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন নি?

হেমা। ও মা, ভুলে গিয়েছিলুম্, মা! ভুলে গিয়েছিলুম। কর্ত্তাবাবু কত কি কিনে দিয়েছে, মা।

কমলা। তার পর কোথায় গেল?

হেমা। বাগানবাড়ীতে ব'সে রইলো।

কমলা। (স্বগত) আজ তো আর বাড়ী ফির্‌বে না, আমি বাগানেই যাই, সেইখানে গে বারণ করি। আমায় মারুক, কাটুক, যা করুক্ না; রাগ কর্‌বে? আজ তো নয়, কাল তো? প্রাণ যাক্ আর থাকুক, বারণ কর্‌বো।

হেমা। কি ভাবছিস্ মা?

কমলা। কিছু না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

নব

নব। এত দেরি কিসের হচ্ছে?

অঘোর ও কাদম্বিনীর প্রবেশ

এত দেরি কর্‌লে যে?

অঘোর। আরে নাও! এই বেটীকে খুঁজে খুঁজে; ষণ্ডা শালারা তো তাড়া দিলে, তার পর বেটীকে ধর্‌লুম! বেটী বড় প্যাথেটিক ক'রে এসেছে বাবা, সাবাস ভট্‌চায্যি! আচ্ছা বক্তৃতা ক'রে এসেছো খুড়ো, তোমার সঙ্গে বেটীর বে দেবো।

কাদ। দূর নচ্ছার ব্যাটা!

অঘোর। কেন বাবা, তুমিও এম. এ. পাস, খুড়োও এম. এ. পাস। যাও বাবা, এই দিক্ দিয়ে পাতলা হও, তোমার ঘাঁটীতে আড্ডা নাও।

[কাদম্বিনীর প্রস্থান।

নব। কি ভাবছিস?

অঘোর। যে উত্তম পাচক, সে মাল-মসলা না ঠিক ক'রে কি হাঁড়ি চড়ায়?

নব। আবার কি মাল-মসলা ছাড়বি?

অঘোর। তুমি তো সে দরোয়ান ব্যাটাকে আর পাহারাওয়ালা ব্যাটাকে ঠিক করেছ?

নব। হাঁ, তা ঠিক আছে।

অঘোর। আচ্ছা বাবা, প্যাঁজ রোসুন তোমার জেম্মা।

নব। প্যাঁজ রোসুন কি রে?

অঘোর। দরোয়ানজী পবিত্র রোসুন, আর পাহারাওয়ালা সাহেব অপবিত্র প্যাঁজ, দুটিকে ছাড়িয়ে ধর্‌লেই মোহিনীর চোখে জল বেরুবে; গরম মসলা আমার জেম্মা, এক হুদ্দো মাতাল ব'সে মদ খাচ্ছে, প্যাঁজ রোসুন ছুঁয়ে এলেই গরম মসলা ছাড়বো, তার পর ভিখারীবেটী গাওয়া ঘি এনে সাঁতলে নাবাবে।

নব। আচ্ছা! তুই বেটা কি পাজী! গরীব দরোয়ান, তার দশটা টাকা সিন্দুক ভেঙ্গে চুরি কর্‌লি?

অঘোর। তা নইলে বাবা, লম্বা কোঁচা ঝোলাতেম কি ক'রে? আমরা শ্বশুর জামাই উভয়ে মাতব্বর।

নব। আমি মনে কর্‌তুম, মোহিনী ব্যাটা সেয়ানা, তা নয়, ব্যাটা চট্‌ করেই ফাঁদে প'ড়ে গিয়েছে।

অঘোর। জোচ্চোর সেয়ানা হয় রে ব্যাটা?

নব। হয় না? এই যে তুই বেটা ঘাগি!

অঘোর। সেয়ানা কিসে দেখলে? বাবা, ভদ্রলোকের ছেলে দরোয়ানের বাক্স ভাঙিগ, ক্যাসবাক্স রাহাজানি করি, অন্ধ নাচার সেজে প্যাঁচার মতন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াই, সেয়ানা হলেম? না হয় এনট্রেন্স ফেল হয়েছিলেম, ফের এক্‌জামিন দিলে হ'তো, না হয় চাকরি কর্‌লে হতো, সোনার চাঁদ মাগ নিয়ে ঘরকন্না কর্‌লে হতো, তা নয়—'অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।' সাতঘাটের পানি খেয়ে বেড়াচ্ছি, কোন ব্যাটা চিন্‌তে পার্‌লে সেয়ানতামো বেরিয়ে যাবে, সেয়ানা হ'লে কি বাবা দুর্ম্মতি হয়?

(নেপথ্যে মোহিনী)। নব বাবু!

নব। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

অঘোর। (সুর করিয়া) "রথের পাশে নাগর এসে, দাঁড়িয়ে আছে তোর আশায়।"

[অঘোরের প্রস্থান।

মোহিনীমোহনের প্রবেশ

মোহিনী। এই বাবা দলিল এনেছি, এখন তোমার দলিল বার কর।

নব। মশাই, বড় তো মুস্কিল দেখছি, তেজা ব্যাটার ওপর ভারি পড়েছে, কিছুতেই রাজী হয় না।

মোহিনী। অ্যাঁ, জোচ্চুরি নাকি? জোচ্চুরি না কি?

নব। মশাই, ব্যস্ত হবেন না, শুনুন, আমি এক কৌশল করেছি, এই কাপ্তেনব্যাটার চাদর-খানা গায়ে দিয়ে আপনি একবার শোন, আমি তারে কাপ্তেনব্যাটার নাম ক'রে ডেকে আন্‌ছি; তার পর যখন আলোর কাছে গিয়ে, মুখের চাপা খুলে আলাপ কর্‌বে, আর আপনাকে শেখাতে হবে না।

মোহিনী। নব, তোমার আমি ভাল কর্‌বো। আচ্ছা, বেশ! আচ্ছা, বেশ! এ একটা রোম্যান্স হবে এখন।

নব। তবে শোন! আমি ডেকে আন্‌ছি, বেশ ক'রে মুড়ি দেন, একটু সন্দেহ হ'লে দৌড়ে আপনাদের বাড়ী গে সেঁধুবে।

[নবর প্রস্থান।

মোহিনী। কিছু বল্‌তে হবে না—কিছু বল্‌তে হবে না, উঃ! চাদরখানায় গন্ধ দেখেছ, ব্যাটা দজ্জাল মাতাল কি না? মদ ভাঙ খেয়ে কোথায় পড়েছে। (নেপথ্যে মলের শব্দ) ঐ আসছে।

নব, ধনীরাম ও মল পরিয়া পাহারাওয়ালার প্রবেশ

পাহা। ওই হ্যালার পুত হালা, সেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুইছে; দরোয়ানজী, সেই চাদর—দেহিচ?

ধনী। শালা চোট্টা।

[নবর আলো লইয়া প্রস্থান।

[অঘোরের প্রবেশ ও দলিল কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান।

পাহা। হালার পুত এহানে আইসে শুইচ; হালার পুত, এহানে আইসে শুইচ?

ধনী। দেও শালা রুপেয়া দাও। (প্রহার)

মোহিনী। ও বাবা, গেলুম, ও বাবা, গেলুম।

পাহা। বাবা বাইর কচ্ছি, টাহা দেও।

মাতালগণের প্রবেশ

১ মা। কই বাবা! মেয়েমানুষ কই বাবা!

(পাহারাওয়ালাকে জড়াইয়া ধরিয়া)

প্রেয়সী এখানে?

পাহা। আরে হালার পুত কেটা রে? ও দরওয়ানজী! দরওয়ানজী! মাতোয়ালা ধরেছে; হ্যাদে চুমো খায়।

২ মা। (দরোয়ানজীর টিকি ধরিয়া) ইস্! বেটী যেন ভট্টাচার্য্যি।

ধনী। আরে নারায়ণ, নারায়ণ!

৩ মা। (মোহিনীকে ধরিয়া) প্রাণপ্রেয়সি; কাঁদছো কেন বাবা, আমি তোমায় বর্ষাটা গেলে নথ গড়িয়ে দেবো।

পাহারাওয়ালার পলায়নোদ্যোগ

পাহা। হ্যাদে ভূতে পাইচে, ভূতে পাইচে।

১ মা। বাঙ্গাল্নি, যাস কোথা? যাস্ কোথা?

[পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

ধনী। আরে মাতোয়ালা হ্যায়, মাতোয়ালা হ্যায়!

২ মা। বেটী মেড়ুয়াবাদী কিনা, মাতাল নইলে পীরিত জানে?

মোহিনী। ও বাবা, ও বাবা!

৩ মা। কেঁদো না মণি, আমি তোমায় বেরালছানা দেবো।

ধনী। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

[প্রস্থান।

কমলা ও হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া কাদম্বিনীর আলো হাতে প্রবেশ

মাতালগণ। সাবাস্! সাবাস্! মালের গাঁদি লেগেছে!

১ মা। গাই-বাছুরে গাই-বাছুরে (সকলের করতালি ও হাস্য।)

কমলা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে মাতাল?

হেমা। কর্ত্তাবাবু! কর্ত্তাবাবু! এ কি কর্ত্তাবাবু? কই তুমি কর্ত্তাবাবু? (মূর্চ্ছা)

নীলমাধবের প্রবেশ

নীল। কিসের গোল, বাবাকে কি ধরেছে?

কমলা। বাবা নীলমাধব, রক্ষা কর।

মাতালগণ। গাই-বাছুরে—গাই-বাছুরে!

নীল। কে রে চণ্ডালেরা, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিস্?

১ মা। দোহাই জমাদার সাহেব! মাতাল হই নি বাবা, মাতাল হই নি বাবা!

[মাতালগণের বিক্ষিপ্তভাবে প্রস্থান।

কমলা। হেমা, হেমা, মা, মা, কি হলো?

নীল। এ কি দেখনহাসি মা, তোমরা হেথা কেন?

কাদ। মোহিনী! বলেছিলুম দেখা হবে, এই প্রথম দেখা, আবার দেখা হবে। যে দিন তোর সর্ব্বনাশ হবে, আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

নীল। এ সব কি মোহিনী বাবু, এ কি?

মোহিনী। সর্ব্বনাশ হয়েছে।

নীল। হেমাঙ্গিনি! হেমাঙ্গিনি! ভয় নেই, ওঠ ওঠ।

হেমা। কর্ত্তাবাবু! কর্ত্তাবাবু!

মোহিনী। এই যে মা আমি; এই যে মা আমি।

নীল। এই যে কর্ত্তাবাবু! এই যে কর্ত্তা-বাবু!

হেমা। নীলবাবু, সুশীলা দিদি কোথায়? দেখনহাসি মাসী কোথায়? তোমরা আমায় দেখতে এসেছ? আমায় কে ধর্তে এসেছিল, আমায় কে ধর্তে এসেছিল? কর্ত্তাবাবুকে মেরেছে! কর্ত্তাবাবুকে মেরেছে! ঐ আস্ছে! (মূর্চ্ছা)

নীল। ভয় কি, ভয় কি, আমি সব মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

হেমা। তাড়িয়ে দিয়েছ, তাড়িয়ে দিয়েছ?

নীল। এই দেখ, কিছু ভয় নাই, এই দেখ কর্ত্তাবাবু! এই তোমার মা, এই আমি।

মোহিনী। নীলমাধব! তোমায় কি বলবো? আমি নরাধম! তুমি এমন সদাশয়, আমি তা জানতুম না। আমি তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছি, আবার সর্ব্বনাশ কর্তে এসেছিলুম, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার সাজা যথেষ্ট হয়েছে, আমিই আমার বুদ্ধির দোষে স্ত্রীকন্যাকে এনে মাতালের মুখে ধরেছি, আমিই বুঝি আমার হেমাকে মারলুম। দেখ, আমার হেমা ধুলোয় প'ড়ে।

নীল। মোহিনী বাবু! দুঃখ কর্বেন না, দুঃখের সময় আছে, একে বাড়ী নিয়ে যান, ভাল ডাক্তার দেখান। এর বড্ড সক্ লেগেছে।

মোহিনী। বাবা, তুমি সঙ্গে এস, আমার হেমাকে তুমি বাঁচাও।

হেমা। ওই আস্ছে! ওই আস্ছে!

নীল। দেখনহাসি মা, কোলে ক'রে নাও।
কমলা। মা, মা, ভয় কি মা?
হেমা। ওই আস্‌ছে!
মোহিনী। আমার সর্ব্বনাশ হলো!

[সকলের **প্রস্থান**।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহন বাবুর বাটীর ছাদ
মোহিনীমোহন ও ধরণী ডাক্তার

মোহিনী। (স্বগত) আমায় গুপ্তশত্তুরে ছুরি মেরেছে, নীলমাধব ব্যাটাও এ ষড়যন্ত্রে আছে, নইলে এতো রাত্তিরে ও কোত্থেকে এল? ও ব্যাটা আছেই আছে, আবার ছুরি মার্‌বার চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) ধরণীবাবু! হেমা বাঁচবে তো?

ধরণী। বহুযত্নে,—

মোহিনী। তুমি বাঁচাও, তোমার পায়ে পড়ি, বাঁচাও।

ধরণী। কি করেন মশাই, আমি কি যত্নের ত্রুটি কর্‌বো?

মোহিনী। ডাক্তার বাবু! হেমা ভাল হবে, এই ব'লে লাকটাকার কোম্পানীর কাগজ নিয়ে যাও। নাও, নাও, আমি তোমায় দিচ্ছি, নাও। আমি শুনেছি, তোমার সাহেবের চেয়ে তুমি এ রোগ ভাল চেন, তোমার সাহেবও আমায় বলেছে।

ধরণী। আপনার টাকা রাখুন, আমি আরাম ক'রে নেব; আমি যা বলি, আপনি কর্‌তে পার্‌বেন?

মোহিনী। যা বলেন, আমার গলা কেটে দেবো, আমার বিষয়-আশয় যা আছে, সব দেবো, আমার হেমাকে বাঁচাও।

ধরণী। দেখবেন, বড় কঠিন কথা, গলা-কাটার চেয়েও শক্ত! আর ভাবেন তো অতি সোজা, কিছু কর্‌তে হয় না।

মোহিনী। কি বল—কি বল?

ধরণী। আমি বলবো, এখন না, একটু স্থির হয়ে শুন্‌তে হবে।

মোহিনী। না, তুমি বল, যা বল্‌বে, ক'রবো।

ধরণী। ব্যস্ত হবেন না, ব্যস্তর কাজ নয়, আমার অন্য জিনিস যোগাড় করতে হবে, তা পেলে আপনাকে বল্‌বো।

মোহিনী। যত টাকা হয় কেনো; যত টাকা হয় কেনো।

ধরণী। আচ্ছা, আমি ঘুরে আসছি।

[প্রস্থান।

মোহিনী। কি হবে, আমার হেমাকে কি ক'রে বাঁচাবো? আহা, বাছা আমার চোট লেগেছে, শুনে দৌড়ে গিয়েছে; কি ক'রে জব্দ কর্‌বো, কি ক'রে জব্দ ক'রবো, ওর বাপ ব্যাটাকে তো ধরুক,—নীলমাধব ব্যাটাকে কি ক'রে জব্দ করবো? ব্যাটা যেন কত সাধু! যেন কিচ্ছু জানে না, মাতালদের তাড়িয়ে দিলে, হেমাকে যত্ন দেখালে, এই বেটা সব্বার চেয়ে বদ্‌মায়েস। ওই বেটা লেখাপড়া জানে, ওরি মতলবে সব হয়েছে, লুঠ করাবো, খুন করাবো, রাস্তার লোক দিয়ে বলাৎকার করাবো! কাট্‌বো, মারবো, না হয় ফাঁসী যাব। হেমাকে কি ক'রে বাঁচাবো, হেমাকে কি ক'রে বাঁচাবো? আমার সব দিক্ বেপালট হচ্ছে, গোহিরপুরের জমিদার কি না সন্দেহ হচ্ছে; নালিস করে-ছিলুম,—করেছিলুম; এফিডেভিটটা করা ভাল হয় নি, আমার এখন বোধ হচ্ছে, জাল তেজচন্দ্র! মোকদ্দমাটা যায়, সেই চোটে এফিডেভিটটা ক'রে ফেল্‌লুম; ভাল কর্‌লুম না, আমায় দেখছি চারিদিকে বিপদে ঘেরেছে। স্বরূপ বাবুদের মর্টগেজখানা নিয়ে নিধে ব্যাটা পালিয়েছে, চল্লিশ হাজারে ঘা; হেমাকে আমি কি ক'রে বাঁচাবো? হেমাকে না বাঁচাতে পারলে জলে ঝাঁপ দেব। কে ও?

ধনীরামের প্রবেশ

ধনী। হুম্ ধনীরাম।

মোহিনী। এস, পাহারাওয়ালাকে এনেছ?

পাহারাওয়ালার প্রবেশ

পাহা। হাজির আছি বাবু।

মোহিনী। আচ্ছা, নবা তোমায় বল্‌লে যে, চোর ধরিয়ে দেবো?

পাহা। জী! মুই কি ঝুট বল্‌ছি।

মোহিনী। দেখ দেখি, এ বুদ্ধি নবার হয়? নীলে ব্যাটা আছে। যদি হেমাকে না সাক্ষী

দিতে হ'তো, আদালতে কুচ্ছো না উঠতো, নীলে ব্যাটাকে, নবা ব্যাটাকে আর কাদিবেটীকে আজই বুঝতুম। সে সব কথা উঠলে হেমা মারা যাবে, আমি বেঁধে মার খাচ্ছি। নীলমাধব কিছু বলেছিল?

পাহা। আজ্ঞা, যখন কাল প'ড়ে দৌড় দিই; রাস্তার বিচে পুছ করেছিল, 'কি কি? কি হয়েছে?'

মোহিনী। তুমি কি বল্‌লে?

পাহা। হল্লা হইচে! হল্লা হইচে!

মোহিনী। এই দেখ, ব্যাটা ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে ছিল, আবার জিজ্ঞাসা করেছে! যেন ন্যাকা, কিছু জানে না! আচ্ছা, ফের তোর সঙ্গে নীলমাধবের দেখা হয়েছিল?

পাহা। আজ্ঞে হয়েছিল, তেনারে দেখলুম, গুণনিধি বাবুরে বাড়ী নিয়ে গেলেন।

মোহিনী। তুই গুণনিধি বাবুকে চিনিস্?

পাহা। আজ্ঞে, তেনারে আর চিনি নি! সরকার বাবু।

মোহিনী। সে কোথায় আছে?

পাহা। পা ভেঙ্গে গিয়েছে, একটা খাপ-রেলের ঘরে রেখেছিল, ফের কাল কনে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, মুই সমজ কর্‌লাম, তানারা যে বাড়ীতে থাহেন, সেই বাড়ীতে নিয়ে যাবেন।

মোহিনী। ভিখিরী বেটী মা, নবা খুড়ো, আর গুণনিধি দোস্তো, ও ব্যাটা কিছু জানে না, আমায় গালাগাল টালাগাল দিচ্ছে?

পাহা। আজ্ঞে বল্‌ছিল।

মোহিনী। কি বল্‌ছিল?

পাহা। কেউ বল্‌ছিল, 'দরোয়ানজীর সাত মশাইর ইস্তিরীর আস্‌নেই ছিল।'

মোহিনী। আচ্ছা। পাজী ব্যাটা, আবার ঠাট্টা! আর কি বল্‌ছিল?

পাহা। কেউ বল্‌ছিল, 'না না, ওর বেটীরে মাতোয়ালা ধর্‌ছিল।'

মোহিনী। কে বল্‌ছিল? কে বল্‌ছিল? নীলে?

পাহা। আজ্ঞে, তানারা নন্।

ধনী। বহুত আদমি এস্‌মাফিক্ বোল্‌তা।

মোহিনী। উঃ! আবার পাড়ায় এই কলঙ্ক? চল তো, নিধে কোথায়, আমাকে দেখাবি।

ধনী। মহারাজজী! কুচ উপায় এস্‌কো কি জিয়ে, হাম্‌কা রেণ্ডি বোলকে জোঁট পাকড়ে থা।

পাহা। উঃ, চুমো দিয়ে গালে কামড় দিলে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ—পার্শ্বে রাস্তা

ধরণী ডাক্তার ও নীলমাধব

ধরণী। তুমি সেই পাভাঙ্গা পেসেণ্টটাকে কাল হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে, আমি এক বিপদে পড়ি, খাটিয়া সব যোড়া, দরোয়ানের খাটিয়াখানা টাকা দিয়ে নিয়ে তবে রাখি। ওয়ার্ডে জায়গা নেই, আউট হাউসে রাখতে হয়েছে, তোমার পেসেণ্ট খালি দোর দিতে বলে; বলে, "কেউ তো হেথা আস্‌বে না?"

নীল। বাঁচবে তো?

ধরণী। বাঁচতে পারে; বুঝি ডাকাতি ফাকাতিতে পা ভেঙ্গেছে?

নীল। মা, ধরণী তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এয়েছে, সুশীলা কোথা গা?

হৈমবতীর প্রবেশ

হৈম। ধরণী! আমি বলি আর কে, ভাল আছিস্ ত?

ধরণী। হ্যাঁ; দিদি, শুনে যাও।

সুশীলার প্রবেশ

সুশীলা। ভাল আছ?

ধরণী। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে এসেছি; মা! একটি লোকের প্রাণদান দিতে হবে।

হৈম। কি কি, কি হয়েছে?

ধরণী। হেমাঙ্গিনীকে বাঁচাতে হবে, না—ব'লো না মা! নির্দ্দোষী বালিকা তোমায় মার মতন জ্ঞান করে, তুমি না দয়া করলে মারা যাবে, তার আর চিকিৎসাশাস্ত্রে ঔষধ নাই।

হৈম। না বাছা, সে বাড়ীতে আমি নীল-মাধবকে পাঠাতে পার্‌বো না; আমার ভাঙ্গা কপাল, কি হ'তে কি হবে বাছা!

সুশীলা। মা, দাদাকে দেখলে ভাল থাকে।

হৈম। না বাছা, আমার শত্রুর পুরীতে পাঠাতে ভরসা হয় না, একে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে রয়েছে, আবার কোন্ দিন কি হয়?

ধরণী। আমি নীলমাধবকে যেতে বল্‌ছিনি, আবার নীলমাধবও তোমার কথা ঠেলে যাবে না।

হৈম। তবে কি বল্‌ছো?

ধরণী। তুমি মোহিনী বাবুকে মন থেকে মাপ কর।

হৈম। বাছা, আমি কি বল্‌বো? আমার যে প্রাণ কেঁদে ওঠে, আমার স্বামী কোথায়? সে যে না খেতে বেঁধে নিয়ে গেছে; তার পর সে কোথায় বনের পশুর মতন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে সাহস করে না; চারদিকে যমদূত ধর্‌বার জন্যে ফিরছে, কখন্ কি হয়; আমি পাতা নড়লে চমকে উঠি! বাবা, আমার যে প্রাণ কেঁদে উঠছে!

ধরণী। মা, তোমায় যে মার অধিক জানে, মৃত্যুশয্যায়—তবু একবার তোমাদের নাম ভোলে নি, সে দিবারাত্তির তার মাকে বলছে; "মা, আমার দেখনহাসি মাকে এনে দে, সুশীলা দিদিকে এনে দে—তা হলেই আমি ভাল হবো;" মা, তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ব'লে কি একজন অবলা বালিকার প্রাণ রক্ষা করবে না? সর্ব্বনাশ হয়েছে ব'লে কি পরোপকার করবে না? মা, তা হ'লে তো সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশই বটে! মানুষের যতই কষ্ট হোক, যতই বিপদ্ হোক, বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকতে পারে; তুমি কি এই ঘোর বিপদে মধুসূদনকে ডেকে বলবে, তোমার মনের বেগে অবলা স্নেহময়ী বালিকার প্রাণ রক্ষা করতে পারলে না? বিপদ্ বড় নয় মা, মহত্ত্বই বড়, বিপদের মৃত্যুর পর অধিকার নাই, মহত্ত্ব চিরদিনের সাথী! মা, তোমার উপযুক্ত কথা হয় নি।

হৈম। যদি আবার কোন বিপদে পড়ি?

ধরণী। যে বিপদ্‌কে ভয় করে, সে পরোপকার কর্‌তে পারে না, যার পরোপকার চিন্তায় প্রাণ না নৃত্য করে, সে পরোপকার করতে পারে না। মা, তোমায় আমি মানবী জানি নি, অন্নপূর্ণা ব'লে জানি। ছেলেবেলায় তোমায় স্কুলের ছেলেদের পরিবেশন করতে দেখে চক্ষে জল আসতো; ভাবতেম, এই অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি! এ আবার কি মা, আমার সে ধ্যানের মূর্ত্তি, তাতে আঘাত করো না। (সুশীলার প্রতি) দিদি! দিদি! তোমাকেও যেতে হবে, তুমি চিরসন্ন্যাসিনী! তোমার এই ব্রত।

হৈম। বাবা, আমি যাব, সুশীলাকে নিয়ে যাব, নীলমাধব, তুমিও এস, আর তোমায় মানা করবো না বাবা, তুমি আমার চক্ষু খুলে দিয়েছ, আমি মধুসূদনকে ডাকতে পারি নি, আমার মন ভারি, তাঁর চরণে উঠতে পারে না।

ধরণী। তবে পাল্কীতে এস। নীলমাধব, চল, আমরা পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে গাড়ীতে যাই।

নবর প্রবেশ

নব। নীলমাধব, কোথা যাচ্চ, একটা কথা বলি।

নীল। ধরণী, এগোও, আমি যাচ্ছি।

[হৈমবতী, সুশীলা ও ধরণীর প্রস্থান।

নীল। কি কথা?

নব। আসছি দাঁড়াও, কই গো, কোথা গেলে?

মোহিনীমোহন ও পাহারাওয়ালার বাহির হইতে জানালা দিয়া দর্শন

মোহিনী। ওয়ারিনখানা বার করতে বড় দেরি হয়ে গেল। কই রে ব্যাটা, সাড়া-শব্দ তো পাচ্চি নি। সন্ধান না পেয়েও বাড়ীর ভেতর ঢুকতে পাচ্চি নি।

পাহা। মশাই, এহানে আসুন, এহানে আসুন, কি বলছে শুনুন।

মোহিনী। চুপ।

নব ও কাদম্বিনীর প্রবেশ

নব। তুমি আবার কোথায় গিয়েছিলে?

কাদ। আমি কাগজগুলো ভুলে এসেছিলুম, আনতে গিয়েছিলুম।

নব। নীলমাধব, চল, আমরা পুরণো বাড়ীতে যাই।

নীল। কি ক'রে?

নব। এটা দেখ, কৌন্‌সুলির ওপিনিয়ন নিইছি, একটুকু পড়ে দেখ, বাড়ীতে গিয়ে

বাড়ী দখল করতেও পারবো, আর ড্যামেজ নিতে পারবো।

নীল। এ কি, মোহিনী বাবুর একরার দেখ্‌ছি যে! এ কোথায় পেলে?

নব। আজ একমাস বাগিয়েছি, তোমায় দেখাতে পারি নি, উকীলের বাড়ীতে ছিল।

নীল। তবে কি ধরণী যা বলেছে, সত্যি?

নব। সত্যি বই কি, আমি তো তারে বলেছি, আমাদের নাম করি নি বটে, ব্যাপারটা সব বলেছি।

কাদ। গঙ্গাতীরের প্রতিশোধ! গঙ্গা-তীরের প্রতিশোধ! তোমার মনে আছে?

নীল। তোমায় আর আমি 'মা' বল্‌বো না।

কাদ। কেন বাবা! তুমিই তো আমাকে গঙ্গাতীরে প্রতিশোধের কথা বলেছ।

মোহিনী। (নেপথ্যে) ও ব্যাটা! ঘরাঘরি—ন্যাকামো! টের পেয়েছে, আমি শুনেছি।

নীল। হুঁ,—আমার স্মরণ হলো বটে, আমি বলেছিলুম, তা কি এই প্রতিশোধ? হাঁ, আমি বলেছিলুম, কিন্তু কেমন জান? যেমন মহারোগে একটু বিষ দিলে ঔষধের কাজ করে, তেমনি তোমার প্রাণরক্ষার জন্য এই বিষময় কথা বলেছিলুম; দেখ্‌ছি, সে বিষ তুমি অল্প পরিমাণে পান কর নি, আকণ্ঠ পান করেছ। তুমি কি কাজ করেছ, বুঝতে পাচ্ছো কি? তোমার ঠেঁয়ে শুনেছি যে, একদিন তুমি কুল-মহিলার মর্য্যাদা জান্‌তে, কিন্তু কুলমহিলাকে মাতালের মধ্যে এনেছিলে। তুমিও একদিন বালিকা ছিলে, আজ তোমার কৌশলে বালিকার প্রাণসংশয়, যদি বাবাকে খুঁজতে সেখানে আমি না উপস্থিত হতেম, বোধ করি, মাতালদের পীড়নে তদ্দণ্ডে তার মৃত্যু হতো, আর কি সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা ছিল, তা তুমি বুঝতে পাচ্ছ? এই কি প্রতিশোধ! যদি প্রতি-শোধের ইচ্ছা ছিল অন্য প্রতিশোধ কি নাই? যে তোমায় ঘৃণা ক'রে ত্যাগ করেছিল, তারে তুমি জগতের হিত ক'রে দেখাতে পারতে যে, তুমি মহতের অপেক্ষাও মহৎ। শত্রুর অনিষ্টের জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করেছ, যদি ঈশ্বর-উপাসনায় সেই উদ্যোগ, সেই উৎসাহ থাকতো, যদি পরোপকারে সেই উদ্যোগ থাকতো, সেই উৎসাহ থাকতো, তুমি দেবী হতে। কিন্তু এখন তুমি কি? যে তোমার অনিষ্ট করেছিল, তাতে তোমাতে প্রভেদ কি? অগ্রপশ্চাৎ! তবে সর্পকে খল বল কেন? সর্প তার ঘাড়ে পা না দিলে দংশন করে না, আঘাত করলে দংশন করা সর্পের রীতি। মানুষের উচ্চ রীতি হওয়া আবশ্যক। কাকা, তুমি সত্য বল, তুমি কোন স্ত্রীলোকের নাম ক'রে মোহিনী বাবুকে ভুলিয়ে এনেছিলে? বল্‌ছো না,—সুশীলার কি? ঘাড় হেঁট ক'রে আছ? ওঃ, বুঝলেম, তোমার বাড়ীই বড়, মোহিনী বাবুকে প্রতি-শোধ দেওয়াই বড়, নইলে ভ্রাতুষ্কন্যাকে বেশ্যা ব'লে পরিচয় দিয়েছ? এই ক'রে বাড়ী ফিরিয়েছ, সেই বাড়ী আমায় ভোগ করতে বল্‌ছ? তোমাদের আর অধিক তিরস্কার করবো না। তোমায় মা বলেছি, তুমি গুরুজন, কিন্তু জেনো, ইষ্ট অপেক্ষা বিস্তর অনিষ্ট করেছ।

নব। এ না করলে দাদার উপায় কি কর্‌তুম?

নীল। সে উপায় আমি করেছি, নইলে কি বাবাকে আমি দিন-রাত্তির খুঁজছি, চৌকিদার ধরিয়ে দিতে? তা নয়, আমি আপনি গিয়ে আদালতে বল্‌বো, আমি মোহিনী বাবুকে গুলী করেছি।

[প্রস্থান।

মোহিনী। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি, আমার মাথা ঘুর্‌ছে।

কাদ। যদি নীলমাধব না 'মা' বলে, তা হ'লে ডুবে মর্‌বো!

নব। মাথা কাটা গিয়েছে, মাথা কাটা গিয়েছে!

নীলমাধবের পুনঃ প্রবেশ

নীল। কাকা! কই সে একরার, দাও। আমি মোহিনী বাবুকে ফিরিয়ে দেবো।

নব। বাবা, আমি ভালর জন্যে কর্‌তে গিয়েছিলুম,—ভালর জন্যে কর্‌তে গিয়ে-ছিলুম। (একরার প্রদান)

নীল। ভাল কাজ করো নি, এখন যতদূর প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব, করো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

অঘোর

অঘোর। বড় চুক হয়েছে, সেই সঙ্গেই একখানা একরার লিখে নিলে হতো, শ্বশুরের নামে খুন করবার চাজ্জর্ দিয়েছে, তা মিছে। আর তো ব্যাটাকে বাগানো যাবে না? এক উপায়, গোহিরপুরের জমিদার, সে হেথায় এলেও মেশ্‌বার যোগাড় পাওয়া যায়; মোকদ্দমায় আস্‌তে হবে, কিন্তু এর ভিতর যদি মোহিনী ব্যাটা রফা ক'রে ফেলে? খামোকা যেমন পাঁচশ টাকা দালালি হাতে লেগে গিয়েছিল, অমনি একটা যোটাযোট হয়, তবেই সুবিধা। দেখ্‌ছি বাবা! সকল কাজে যে খোদার যোগাড় চাই।

জনৈক লোকের (ভৈরব) প্রবেশ

লোক। ও মশাই, ও মশাই, ভাল আছেন?

অঘোর। তুমি কি রকম লোক হে? ভদ্র-লোককে চেন না, শোন না, খামোকা একটা গলাবাজি কর্‌ছ? কল্‌কেতার এটিকেট জান? আমাদের সাহেবানা ধাত, ইনট্রোডিউস্‌ না হ'লে আমরা কথা কই না।

লোক। সে কি মশাই, সে দিন আপনার সঙ্গে আলাপ হলো!

অঘোর। পাড়াগেঁয়ে লোক, বব্বুলে কি না, কে তুমি সাত পুরুষের কুটুম হে?

লোক। তা মশাই, কটু বলেন কেন, আপনার দ্বারা উপকার পেয়েছিলুম, দেখা হলো, আলাপ কর্‌ছি।

অঘোর। কি, কি, আপনি সেই বটে! সেই ভোরবেলা দেখা? চিন্‌তে পারি নি; মাপ কর্‌বেন মশাই, মাপ কর্‌বেন।

লোক। হাঁ, হাঁ, একবার দেখা, স্মরণ হয় নি, স্মরণ হয় নি, শ্রীযুত বেনারসে যান নি, আপনার কথাপ্রমাণ ষ্টেশনে গিয়েই ওয়েটীং রুমে ধরেছি, তিনি বাড়ী যাবারই মতলব করেছিলেন; আর মায়ে পোয়ে ঝগড়া, কত দিন রাগ থাকে।

অঘোর। বটে, বটে, আমার কথা কিছু হ'লো, আমার কথা কিছু হলো?

লোক। আজ্ঞা না, হ্যাণ্ডনোট কেটেছেন, বেশ্যালয়ে গিয়েছেন, এ সব কথা কি তুল্‌তে পারি? তা দেশে গিয়ে বুঝি মার ঠেঁয়ে টাকা-কড়ি নিয়ে হ্যাণ্ডনোট সব চুকিয়ে দিয়েছেন।

অঘোর। বটে, মশাই বটে, তা বেশ! তা বেশ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহাজনদের ঠেঁয়ে শুনেছি বটে, মহাজনদের ঠেঁয়ে শুনেছি বটে।

লোক। ভাল আছেন?

অঘোর। বড় ভাল ছিলুম না, এখন একটু ভাল হচ্ছি; আপনি আবার এখানে যে?

লোক। আরে মশাই, মোহিনীমোহন ব'লে এক ব্যাটা, শ্রীযুতের নামে জাল হ্যাণ্ডনোট ক'রে নালিশ করেছে।

অঘোর। বটে!

লোক। সে মশাই এক ফ্যাঁসাদ! ব্যাটার কৌশলটা দেখুন, শুনলেম, এক টেলিগ্রাম করেছে, শ্রীযুত কি রাগারাগি ক'রে চ'লে এয়েছেন; মা ঠাকরুণ মনে কর্‌লেন—বুঝি বড় লোক আট্‌কে রেখেছে, সাত পাঁচ মিনতি ক'রে তারে খবর পাঠিয়ে দিলেন, তাতে প্রায় একশ টাকা মাশুল পড়ে। ও মশাই, আমরাও বাড়ীতে পেঁছিান, আর এক উকীলের চিঠি! —যে, সাতাশী সালে শ্রীযুত হ্যাণ্ডনোট কেটে-ছেন।

অঘোর। আরে কও কথা!

লোক। অমনি খাড়া খাড়া শমন।

অঘোর। দেখ জোচ্চুরি! মোকদ্দমা হয়ে গিয়েছে না কি?

লোক। আজ্ঞা না, শোনানির পূর্ব্বে এফিডেবিট কর্‌লেম যে, দলীল জাল, মোকদ্দমা জাল, আর দরখাস্ত করলেম যে, জাল দলীল না উঠিয়ে নিতে পারেন।

অঘোর। তবে তো খুব জব্দে ফেলেছেন।

লোক। আরে মশাই, ব্যাপার কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি, ও বেটাও এফিডেবিট করেছে যে, শ্রীযুতকে চেনে ও বাড়ীতে সামনে ব'সে সই করেছে, এর দালাল-টালাল কিছু নেই।

অঘোর। একটা মৎফারাক্কা করেছিলেন বুঝি?

লোক। হাঁ, বড় কৌন্‌সুলি দে চেম্বারে, দরখাস্ত করেছিলেম যে, ওর নামে শোনানির আগে পুলিশ সুট হয়। দেখি যে, কৌন্‌সুলি

এফিডেবিট হাজির কর্‌লে, আমাদের দরখাস্ত টেঁক্‌লো না; শোনানি হোক্, তার পর যা হয় হবে।

অঘোর। খবরদার, ব্যাটাকে ছাড়বেন না!

লোক। হাঁ মশাই, আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, কালাপানি খাওয়াব, তবে ছাড়বো।

চোপদার ও পাইকের প্রবেশ

লোক। তোরা কোথায় পোঁছিয়ে পড়েছিলি?

চোপ। জলটল খেয়ে নিলুম।

অঘোর। দেখুন মশাই, আর একটা খবর দিই, ওই যে দুই ব্যাটা আস্‌ছে দেখছেন, ও দু ব্যাটা খুনে, বাবু কল্‌কেতা আসবেন শুনে মোহিনী ব্যাটা ওই দুই ব্যাটাকে টাকা দিয়ে খুন কর্‌তে শিখিয়ে দিয়েছে। এখন বুঝতে পাচ্ছি, ওই মোকদ্দমার জন্যেই এইটে করেছে।

লোক। কে ও দু ব্যাটা?

অঘোর। ভারি লেঠেল, এক ব্যাটা পাবনার দাঙ্গায় ছিল, এখন পাহারাওয়ালা হয়েছে, আর এক ব্যাটা মোহিনীর দরোয়ান, কাশীর গুণ্ডো ছিল, মোহিনী ব্যাটা বেড়াতে গিয়ে এনে রাঁড়ের বাড়ীই রেখেছে। দেখতে রোগা পট্‌কা, ভারি লাঠিবাজ।

লোক। বটে, বটে! লাঠিবাজ বার কর্‌ছি। ওরে গয়া! ওই দু ব্যাটা এলে বাঁধতো, দাঁড়া, একটা ফৌজদারী বাধাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে লাঠিবাজি! শ্রীযুতের সরকারে মুন্সিগিরি ক'রে ঢের লাঠিবাজি দেখে নিলুম।

অঘোর। মশাই! আমি ব্যাটাদের বারণ ক'রেছিলুম ব'লে, আমায় দেখতে পেলেই বলে 'চোর! চোর!'

লোক। এই যে চুরি বা'র করি!

ধনীরাম ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ

পাহা। ওই হালার পুত হালা!

ধনী। আরে এ ভদ্দর আদ্‌মি।

পাহা। বহুত ভদ্দর আমি পাহারাওয়ালা কাম্‌মে দেখ্‌কে লিয়া; আমি ঠিক চিনেচি, নব হালার সাথে এই হালাকে বাড়ীর মধ্যি দ্যাখছি, হালার সেই চাদর গায়ে ছিল, দেহনা, চোট্টা বল্‌লেই শিউরবে! আরে তোম চোট্টা হ্যায়!

অঘোর। হুঁ, চোট্টা তো হ্যায়ই।

পাহা। এ দরোয়ানজীর বাক্স ভাঙ্গা হ্যায়।

অঘোর। হুঁ, বাক্সো তো ভাঙ্গাই হ্যায়। দেখুন মশাই!

লোক। ধর ব্যাটাদের, আমার ঘড়ী ছিনিয়ে নিয়েছে, ব্যাটারা গাঁটকাটা, নিয়ে যা থানায়।

দরোয়ান ও পাহারাওয়ালাকে ধৃত করণ

ধনী। আরে এ কেয়া?

পাহা। আরে, আমি পাহারাওয়ালা, আমি পাহারাওয়ালা।

লোক। নে যা, ব্যাটাদের থানায় নিয়ে যা —এই ঘড়ী হাতে দে, আমি যাচ্ছি। (চেনসহ ঘড়ী প্রদান)

পাহা। দোহাই বাবুজির, দোহাই বাবুজির!

লোক। বল্ শালারা, মোহিনী বাবু তোদের কি ব'লে দিয়েছে?

অঘোর। কেমন শালারা! টাকা নিয়ে গোহিরপুরের জমিদারকে খুন কর্‌বে? এখন জেলে যাও, নয় কবুল দাও যে, মোহিনী বাবু তোমাদের টাকা দিতে চেয়েছিল, গোহিরপুরের জমিদারকে খুন কর্‌বার জন্যে! দাও কবুল দাও! মশাই, এরা গরীবলোক, এদের মেরে কি হবে? একটা ফৌজদারী বাধান। মোহিনী ব্যাটার নামে একটা ফৌজদারী বাধান, এ দু'বেটাদের দিয়ে সাক্ষী দেওয়ান, কবুল কর্ ব্যাটারা! তা হ'লে ছেড়ে দেবো, বল্, মোহিনী বাবু জমিদার বাবুকে খুন কর্‌বার জন্যে কত টাকা দিতে চেয়েছিল?

পাহা। আজ্ঞা হুজুর, পঁচিশ টাকা।

ধনী। আরে কব্?

অঘোর। এই শালা পাজী! এই শালা পাজী!

পাহা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দরোয়ানজী দিতে চেয়েছিল বই কি।

ধনী। হ্যাঁ বাবু! হ্যাঁ বাবু!

লোক। ওরে, নে যা তো আমাদের উকীলের বাড়ী। আমি চট্ ক'রে বাসা দে হয়ে

যাচ্ছি। শ্রীযুত পৌঁছেচেন কি না, দেখে যাচ্ছি।

অঘোর। কেমন হালা, আর চোর বল্‌বা?

পাহা। নাক-কাণে খৎ, বাবুজি! নাক-কাণে খৎ। আপনি জমাদারি কাম করুন।

ধনী। কেয়া বক্ত, "চোট্টা পাকড়্‌নে আয়া, চোট্টা বন্‌ গিয়া।"

[অঘোর ও লোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লোক। ভারি বুদ্ধি বার করেছেন, ছুঁচো মেরে কি হবে? মশাই! আপনাকে শ্রীযুতের সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে, আপনি শ্রীযুতের সংসারের বড় উপকারী!

অঘোর। দেখুন মশাই, মোহিনী কি ভদ্দর লোক!

লোক। ও আজন্ম ভদ্দর, অমন ভদ্দর আর কি আছে? শ্রীযুতের খুড়া মহাশয় আগরা জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছিলেন, সে দিন তাঁর ঠেঁয়ে গল্প শুনলুম যে, ওই ওর ভাজের—আর কি বল্‌বো মশাই! তারপর পেট উঁচু হ'তে—নিয়ে গে খুন করেছে; এক বেচারা নির্দ্দোষী, সদারং ডাক্তার, তার ওপরে ঝুঁকি পড়ে।

অঘোর। ও মা, এ সব তো আমি কিছুই জানি নি।

লোক। আপনি কোথা থেকে জান্‌বেন মশাই, আপনি ভদ্দর লোক।

অঘোর। উঃ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

লোক। মশাই, মাগীটে ওরে বাঁচিয়ে দিলে, নইলে বাবু চালান দিতেন।

অঘোর। কে মাগী? সে ভাজ মাগী তো ম'রে গেল শুনলুম!

লোক। তাই বিবেচনা করেই তো একটা বাড়ীর মধ্যে রেখে স'রে গিয়েছিল; কিন্তু সেটা মরে নি, এক দিন বেঁচেছিল।

অঘোর। এইবারে বাবা যথার্থ আশ্চর্য্য! ব'লে যান, মশাই, ব'লে যান—

লোক। ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মরবার সময় এজেহার নিতে গেলেন, মাগী কিছুতেই কারুকে জড়ালে না, বল্‌লে, আমার অদৃষ্টে ছিল হয়েছে, আমি কার নামে বল্‌বো? ভগবান্‌ আমায় মেরেছেন। ভাবলে, আমি তো যাচ্ছি, আর কেন শ্বশুরের বংশটা লোপ করি? হিন্দুর মেয়ে কি না!

অঘোর। যা হোক, সকলেরই কিছু গুণ থাকে দেখ্‌তে পাই, আমি কিন্তু "গুণাকর।"

লোক। আপনি "গুণাকর"ই তো বটেন, আপনি "গুণাকর"ই তো বটেন, অনুগ্রহ ক'রে আসুন মশাই, শ্রীযুতের সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।

অঘোর। আপনি যান, আমি যাব এখন।

লোক। যদি দুটোর পর যান তো ব্রজেন্দ্র-চন্দ্রের আফিসে যাবেন।

[লোকের প্রস্থান।

অঘোর। এইবার ত বুক ফুলিয়ে বেড়াও, কিন্তু মনটা তেমন ফুল্‌ছে না বাবা! খুড়োর সঙ্গে না দেখা ক'রে সুশীলার সঙ্গে দেখা কর্‌ছি নি,—বাবা, মাগ দেবো বলেছিলুম, তাইতে আমার মতন পাষণ্ডের মাথা হেঁট হচ্ছে, আর যারা বড়মানুষকে মাগ সত্যি দেয়, তারা মহাপুরুষ!

নবর প্রবেশ

কি বাবা, মুখ শুক্‌নো যে?

নব। তুমি যা বলেছ।

অঘোর। বাবা, গুণনিধিকে যে কোলে ক'রে নিয়ে যায়, সে বোন্‌ দেবো ব'লে বাড়ী নেবে? ফন্দী ক'রে কেমন কাজ গুছুলুম দেখ্‌লে? মোহিনী ব্যাটা তো আরও রাগুক, বাড়ীকে বাড়ী ফিরে পাবে, অন্ততঃ ব'লে বেড়াবে, যে, ব্যাটা বাড়ী দিতে রাজী হয়েছিল, লোকেও কোন্‌ না বল্‌বে, ছুঁড়ীও রাজী ছিল, দেখ বাবা, "সতী-লক্ষ্মীর" নামে কি কালী ঢালা গেল দেখ?

নব। তোর চোখে জল এলো যে? আমি ও কথা বলিনি? তুই তখন আমায় থাবা দিয়ে উড়িয়ে দিলি।

অঘোর। চোখের জল দে'খে জ্বললুম কেন বাবা? জল তো তোমার চোখে আসে নি? যাক্‌ বাবাজী! একটা মনের দুঃখ তোমায় বলি, এখন আমার নামে খুনি চার্জ্জ নেই। সে কেন, কি বৃত্তান্ত, তোমায় বল্‌বো; অনায়াসে সুশীলার কাছে যেতে পারি, কিন্তু যাবার যো নেই, "মাঝে পাঁচিল উঠে গিয়েছে বাবা! পাঁচিল উঠে গিয়েছে!"

নব। কেন, তোমার তো সেই আপত্তি ছিল, তা থেকে যদি কাটিয়ে থাক, কেন দেখা কর না?

অঘোর। ও কথা তুলো না বাবা; তা হ'লে আজই সট্‌কাব, মনে করেছিলেম, শ্বশুরব্যাটার একটা হিল্লে না লাগ্‌লে সর্‌ছি নি।

নব। কেন, এর মধ্যে কি তোমার প্রাণ উদাস হলো?

অঘোর। একটা রকম হয়েছে বই কি রে ব্যাটা, একটা রকম হয়েছে। খুড়ো, তুমি না বলেছিলে, জোচ্চোরেরা বড় সেয়ানা হয়? কিন্তু বাবা, আমার চেয়ে যে বেটা জোচ্চোর, তার তো ধ্রুবলোকের উপরে বাস। কিন্তু জোচ্চুরি ক'রে কি আদায় কর্‌লুম জান? লোকের স্বামী দাগাবাজ হয়, খুনে হয়, মোহিনীর উপর টেক্কা হয়, ধর আমার উপর যেতে পারে, কিন্তু বাবা, মাগ দেখিয়ে রোজগার করে, এমন স্বামী বড় বিরল, সেই "বিরল স্বামী" হলুম বাবা? না বাবা! আর সে প্রাণে ব্যথা দিচ্চি নি।

নব। দেখ, তোমায় দেখ্‌তে পেলে সে স্বর্গ পাবে, তুমি কেন মিছে ভাব্‌ছো?

অঘোর। স্বর্গ পাবে কি? স্বর্গেই তো সে আছে, সে আমায় দিন-রাত্তির দেখছে, তার প্রাণে কোন অভাব নেই; তবে মানুষের পশুত্ব! সে দেবী, তার আবশ্যক নেই; শ্বশুর মহাশয়ের একটা ঠিকেনা কর্‌তে পার্‌লেই বোঁ সট্‌কাচ্ছি।

নব। হ্যাঁ হে, কিছু কর্‌তে পার্‌লে, কিছু কর্‌তে পার্‌লে? আমি উকীলকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, নীলমাধব যা বলেছে, তা হয়, 'আমি কবুল দেবো যে, আমি গুলী করেছি।'

অঘোর। অত সোজা উপায়টি একেবারে কেন? একটা যোগাড় যেন লেগেছে।

নব। কিছু যোগাড় করেছ? কিছু যোগাড় করেছ?

অঘোর। আমি কে বাবা! খোদা যোগাড়ে।

নব। কি, কি? [উভয়ের প্রস্থান।

মোহিনীমোহনের প্রবেশ

মোহিনী। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নি, আমার মাথা ঘুর্‌ছে। নীলমাধব এতে নেই, না, কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি, আমার ঠিক বোধ হচ্ছে, নবা ব্যাটাতে আর গোহিরপুরের জমিদারই হোক্, আর জালই হোক, আমায় দেখতে পেয়ে, যেমন গঙ্গার ঘাটে দমবাজি ক'রে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলেছিল, আজ আমায় দেখেই যদি নীলমাধব নবাকে অমনি ক'রে ব'লে থাকে; কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি। এ ব্যাটা যদি ভণ্ড হয়, আমার উপর ভণ্ড,— কি স্কুলে চাঁদা দিয়ে ভণ্ডামি করি? নীলেকে দেখলে আমার মেয়েটা বড় ঠাণ্ডা থাকে, দূরে হোক্, ও এই ষড়্‌যন্ত্রে থাকে থাকুক, ওরে ডাকাই, মেয়েটা ওকে দেখলে যেন রোগ সেরে যায়। ডাক্তার আমায় কিন্তু ভয়ে বল্‌তে পার্‌লে না, মনে মনে ইচ্ছা যে, নীলমাধব আসে যায়, কিন্তু যদি আমার হেমা ভাল হয়, নীলমাধব সহস্রদোষে দোষী থাক্‌লেও ভুলে যাবো। হেমাকে কি আমি পাব? চারদিকে বিপদ। গোহিরপুরের জমিদার ব্যাটা এসেছে শুন্‌লুম।

নীলমাধবের প্রবেশ

নীল। মশাই, এ কাগজগুলি নিন, আমাদের বাড়ী সম্বন্ধে আপনার একরার, আর কনভেয়্যান্‌স।

মোহিনী। তুমি কোথায় পেলে?

নীল। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না।

মোহিনী। (স্বগত) ইস্, কারে কি ঠাউরেছি, এর ষড়্‌যন্ত্রে লাভ কি? চণ্ডাল মন, আর অবিশ্বাস আনিস্ নি! (প্রকাশ্যে) বাবা নীলমাধব, যথার্থই কি তোমার মত মানুষ হয়, আমি এ সম্ভব—জান্‌তুম না। আজ আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে, তোমার বাপ আমায় জল থেকে তোলে, আমি বাড়ী এসে বাবাকে বল্‌লুম, হরিশ আমায় সাঁতার দিতে নিয়ে গিয়েছিল; গয়না চুরি কর্‌লুম, বল্‌লুম, হরিশের পরামর্শে, আমার জন্য অস্থি চূর্ণ হয়ে গেল, বল্‌লুম, সেই ঝগড়া বাধিয়েছে। তোমার বাপ বাইরে থেকে এ সব কথা শুনে বল্‌তো, "বেশ করেছিস্, আমার নামে দোষ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিস্ তো?" তার এই সর্ব্বনাশ কর্‌লুম! এই কাজ আমাতেই সম্ভব, কিন্তু হরিশের ছেলে যা হওয়া উচিত, তুমি তাই।

নীল। মশাই, কুকার্য্য অনেকেই ক'রে থাকে, কিন্তু আপনার ন্যায় সরল প্রাণে স্বীকার, অতি কম লোকেই করে।

মোহিনী। বাবা নীলমাধব! তুমি আমার হেমাকে দেখতে এস, বোধ করি, তুমি কাছে বস্‌লেই সে প্রাণদান পাবে। তোমায় একটি অনুরোধ করি, তুমি তার প্রাণদান দাও। ডাক্তার আমায় ভয়ে বল্‌তে পারেনি, তার বরাবর ইচ্ছে, তুমি এস যাও। সে ঠিক ঠাউরেছে, তুমিই আমার হেমার পরম ঔষধ! বাবা, কাঙগালকে এই দান দাও, চন্ডালকে এই ভিক্ষা দাও!

ধরণীর প্রবেশ

ধরণী। নীলমাধব, তোমার আর বার হয় না, সে মিনিটে মিনিটে 'নীলবাবু' 'নীলবাবু' দশবার কর্‌ছে।

নীল। একটা কথা আছে, একটা কথা আছে।

ধরণী। আর নাও, রেখে দাও, কথা আছে! মশাই, আমি মশলা সব জোগাড় করেছি, এই-বার আপনি যত্ন কর্‌লেই হেমাঙ্গিনী বাঁচে।

মোহিনী। কি বাবা, কি বল?

ধরণী। বলেছিলুম, খুব শক্ত, আর খুব সোজা। প্রাণ থেকে হরিশ বাবুদের কাছে মাপ চান!

মোহিনী। ডাক্তার বাবু! হরিশ কি আমায় মাপ কর্‌বে? আমার তার শাপে এই সর্ব্বনাশ হয়েছে, এই সতী-লক্ষ্মীর শাপে আমার এই সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি হেমাকে হারাতে বসেছি। বাবা নীলমাধব, যদি জান, তোমার বাপ কোথায় আছে, বল? আমি তাঁর পায়ে গিয়ে ধর্‌বো, আর যদি শত্রুর সাম্‌নে না বল, তুমি তাঁরে আমার হয়ে মিনতি ক'রে বলো, আমার সাজা হয়েছে, হেমা বুঝি চ'লে যায়। কিছু ভয় করো না, আমি আদালতে বল্‌বো, আমি ফল্‌স চার্জ্জ দিইচি।

ধরণী। আসুন, আসুন, (নীলমাধবের প্রতি) এস হে।

নীল। একটা কথা বলি, শোন না।

ধরণী। আর নাও তোমার কথা, তোমার কথা শুনি, এস—

নীল। আরে না, না, হিতে বিপরীত হবে।

ধরণী। মশাই এগুন ত, বাবুর কি বক্তৃতা আছে, শুনি। তোমার বক্তৃতার জ্বালায় অস্থির।

মোহিনী। তোমরা এস বাবা।

[মোহিনীমোহনের প্রস্থান।

ধরণী। গলা সানিয়ে নাও, বক্তৃতা সুরু কর।

নীল। ওহে না, আমার আত্মীয় দ্বারা মোহিনী বাবুর বিশেষ সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ধরণী। হিয়ার, হিয়ার, ব'লে যাও, সে তো তুমি আমার ঠেঁয়ে শুন্‌লে। তোমার খুড়ো নাম ভাঁড়ালে, আমি বুঝে নিয়েচি—কে?

নীল। তবে আমি দেখনহাসি মাকে মুখ দেখাব কি ক'রে? হেমাঙ্গিনী শুনেছে, আমায় দেখলে তার অসুখ বাড়্‌বে বই কম্‌বে না।

ধরণী। ও হরি! বুঝেছি! বুঝেছি! দু'-দিকেই টান। তাই ত বলি, এত লোক রয়েছে, 'নীলবাবু' 'নীলবাবু' কেন? তোমারও 'নীলবাবু' রোগে ধরেছে, চল।

নীল। কি বলছো, আমি সেথায় যাই কেমন ক'রে?

ধরণী। (হস্ত ধরিয়া) এই হাঁটি হাঁটি পা পা—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

হেমাঙ্গিনী ও কমলা

হেমা। পেত্নীমাগী বলছিল—ওইখানটিতে দাঁড়িয়ে—ওইখানটিতে বলছিল—মর! মর! গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলবো! মা, তুমি আর —দেখতে পাবে না, কর্ত্তাবাবু দেখতে পাবে না, ব'লে "মর, মর, মর," দেখনহাসি মাসীকে দেখতে পেলুম না—সুশীলা দিদিকে দেখতে পেলুম না—তাদের কোথায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছে —ওই পেত্নীমাগী ধ'রে নিয়ে গিয়েছে—মা, নীলবাবু? মা, নীলবাবু? তারা আস্‌বে— তারা আস্‌বে—সেই ভূতগুলো সব আস্‌বে—, নীলবাবুকে ডাক মা, নীলবাবুকে ডাক;— নইলে তোমাকেও ধ'রে নিয়ে যাবে, কর্ত্তা-

বাবুকেও ধ'রে নিয়ে যাবে—আমাকেও ধ'রে নিয়ে যাবে।

কমলা। বালাই, বালাই, নীলবাবু এখনি এসে মেরে তাড়িয়ে দেবে।

হেমা। আস্‌বে? নীলবাবু আস্‌বে?

কমলা। আস্‌বে বই কি।

হেমা। দেখনহাসি মাসী?

কমলা। আসবে।

হেমা। সুশীলা দিদি?

কমলা। সেও আস্‌বে।

হেমা। দেখনহাসি মাসী আর কেমন ক'রে আস্‌বে? দেখনহাসি মাসীও আস্‌তে পার্‌বে না, সুশীলা দিদিও আস্‌তে পার্‌বে না, তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়েছে! তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়েছে! এলে আমার কাছে বস্‌তো, আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে পার্‌তো না। দেখ মা, মস্ত বাড়ী, বেশ বাড়ী, আমায় নিয়ে যাবে, কর্ত্তা-বাবু আমায় দেখতে পাবে না, তাই নিয়ে যাবে;. তোকে কাঁদাবে, কর্ত্তাবাবুকে কাঁদাবে, তাই নিয়ে যাবে; সুশীলা দিদি এলে নিয়ে যেতে পার্‌তো না! ও মা. সে ভূতগুলো আস্‌বে, ভূতগুলো আস্‌বে, নীলবাবুকে ডাক।

কমলা। বালাই, আমি মেরে তাড়িয়ে দেবো এখন।

হেমা। তুমি পার্‌বে না মা, পার্‌বে না! দেখনহাসি মাসী আসুক, সুশীলা দিদি আসুক, নীলবাবু আসুক।

মোহিনীমোহনের প্রবেশ

মোহিনী। এখন কেমন আছে?

কমলা। সেই সব কথা, 'দেখনহাসি মাসী', 'সুশীলা', 'নীলবাবু'!

মোহিনী। তুমি যাও, তাদের পায় ধর গে, আমি যেতুম, আমার কথায় আস্‌বে না, তোমার কথায় আস্‌বে, না এলে ছেড়ো না; পায়ে ধ'রে থাক্‌বে। না, আমি যাচ্ছি, নীলমাধবকে নিয়ে আমি যাচ্ছি, নীলমাধব তাদের নিয়ে আস্‌বে।

ধরণী ও নীলমাধবের প্রবেশ

ধরণী। মশাই শুনুন।

মোহিনী। ডাক্তার বাবু! তুমিও চল, নীল-মাধবের মাকে ডেকে আন্‌বে চল।

ধরণী। শুনুন না, সেই পরামর্শই কর্‌বো।

[ধরণী ও মোহিনীমোহনের প্রস্থান।

হেমা। মা, নীলবাবু?

নীল। এই যে আমি, এই যে আমি।

হেমা। নীলবাবু! তুমি ব'স, সে পেত্নী মাগী আস্‌তে পার্‌বে না, ভূতগুলোও আস্‌তে পার্‌বে না? মেরে তাড়িয়ে দেবে তো?

নীল। আমি সব তাড়িয়ে দিইছি, তারা দূর হয়ে গিয়েছে।

কমলা। বাবা নীলমাধব! তোমায় আর ছেড়ে দেবো না, আমার হেমা না ভাল হ'লে তোমায় ছেড়ে দেবো না।

হেমা। নীলবাবু! আর আমার ভয় কর্‌ছে না। (উঠিতে উদ্যত)

নীল। উঠ না, উঠ না!

হেমা। না, আমি উঠে বসি, আমার ভয় কর্‌ছে না, নীলবাবু! দেখনহাসি মাসী আশীর্ব্বাদ কর্‌বে, সুশীলা দিদি আশীর্ব্বাদ কর্‌বে, আমি ভাল হব।

কমলা। বাবা নীলমাধব! দেখনহাসি কি আসবে? আমার তো বাছা মুখ নেই যে, ডাকতে যাই।

নীল। তাঁরা আস্‌বেন।

হেমা। সত্যি? মিছে বলছো না? আমি তা হ'লে ভাল হবো, আমাকে নিয়ে যাবে না, কর্ত্তাবাবুকেও কাঁদাবে না, মাকেও কাঁদাবে না?

ধরণীর প্রবেশ

ধরণী। মা, একবার এ দিকে আসুন দেখি, যান, কে এসেছে দেখুন।

[কমলার প্রস্থান।

হেমাঙ্গিনি, যদি তোমার দেখনহাসি মাসী আসেন?

হেমা। আস্‌বে?

ধরণী। অমন ব্যস্ত হও তো আস্‌বে না।

হেমা। না, না, আমি ব্যস্ত হবো না। সুশীলা দিদি আস্‌বে?

ধরণী। আস্‌বে, তারা আস্‌ছে, তুমি অমন কর্‌লে আর আস্‌বে না, তারা নীচে এসেছে।

হেমা। নীলবাবু! আমায় নিয়ে চল; নীলবাবু, আমায় নিয়ে চল, আমার হাত
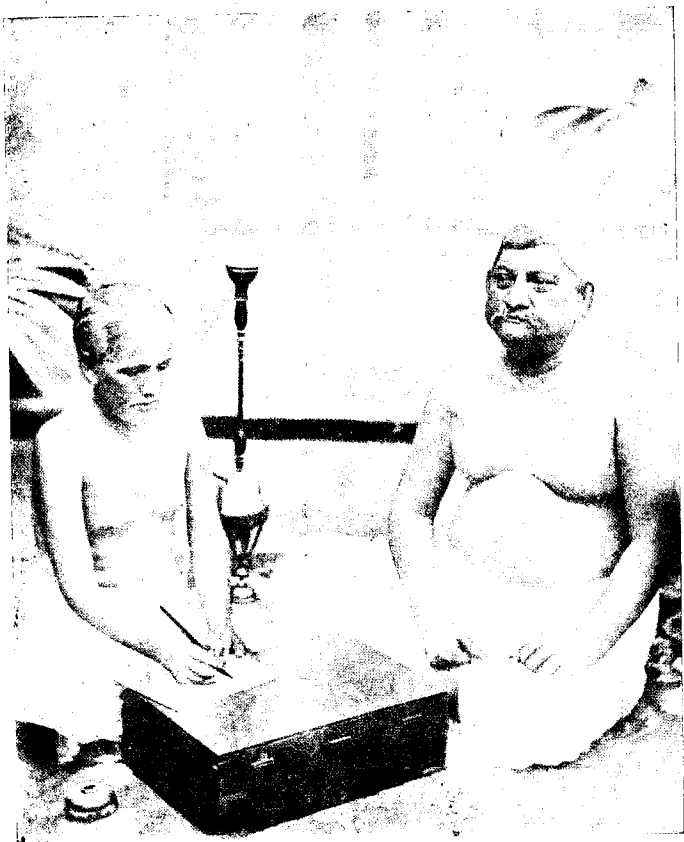
গ্রন্থরচনারত গিরিশচন্দ্র

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

ধর্‌লেই আমি যেতে পার্‌বো, আমার হাত ধর্‌লেই আমি যেতে পার্‌বো।

নীল। না, না, তুমি ঠান্ডা হও, তাঁরা এই-খানেই আস্‌বেন, তাঁরা তোমাকে দেখতে এসেছেন।

হেমা। কই নীলবাবু?

নীল। তুমি শোও, তা হ'লেই আস্‌বেন।

হেমা। কই?

নীল। তুমি উঠ্‌বে না?

হেমা। না।

কমলা, হৈমবতী ও সুশীলার প্রবেশ

ধরণী। এই তোমার সুশীলা দিদি এসেছে, এই তোমার দেখনহাসি মাসী এসেছে।

হেমা। দেখনহাসি মাসী! দেখনহাসি মাসী!

নীল। উঠ না, তা হ'লেই চ'লে যাবে।

হৈম। কি মা, কি মা?

হেমা। তুমি পায়ের ধুলো দাও, তা হ'লেই আমি ভাল হবো।

হৈম। ভাল হবে বই কি মা, ভাল হবে বৈ কি।

হেমা। সুশীলা দিদি, তোমরা এঁয়েছ? আমি ভাল হবো?

সুশীলা। কেন্ লো, ভাল হবি নাঁ তো কি! তোর কি হয়েছে?

হেমা। নীলবাবু! নীলবাবু! তুমি যেও না, তুমি আমার কাছে ব'স, আবার যদি তারা আসে?

সুশীলা। ঠাট্ দেখ! আমরা এয়েছি, আর কে আস্‌বে লা?

হৈম। না, আস্‌বে কেন, বালাই!

হেমা। তোমার কোলে মাথা দিয়ে বস্‌বো, সুশীলা দিদিকে আমি ভাল ক'রে দেখবো।

ধরণী। বসাও না, বসাও না।

[ধরণীর প্রস্থান।

হেমা। সুশীলা দিদি? তোর গলা ধ'রে একটু কাঁদ্‌বো, তুই কিছু বল্‌বি নি?

সুশীলা। কেন্ লা? কাদ্‌বি কেন্ লা?

হেমা। না, কাঁদ্‌বো না, তুমি ছড়া বল।

সুশীলা। বল্‌বো এখন, তুই ভাল হ।

হেমা। এই দেখ, আমি ভাল হয়েছি, আর আমার ভয় কর্‌ছে না—নীলবাবু! সুশীলা দিদি যদি থাকে, তুমি চ'লে গেলেও ভয় কর্‌বে না, তুমি তো সুশীলা দিদিকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না, আবার আস্‌বে?

ধরণী ও মোহিনীমোহনের প্রবেশ

ধরণী। দেখুন মশাই, আমার ঔষধ ঠিক কি না? কি রকম দেখে গিয়েছেন আর কি রকম দেখুন।

হেমা। কর্ত্তাবাবু, ভাল হয়েছি, দেখন-হাসি মাসীর কোলে বসেছি। সুশীলা দিদির সঙ্গে কথা কচ্চি, নীলবাবু রয়েছে, ভাগ্যিস্ তুমি সুশীলা দিদিদের এনেছ। নইলে তো আমায় নিয়ে যেতো। আমায় বলেছে, দিন দিন জ'রে জ'রে যাবি, গ'লে গ'লে যাবি, আর আস্‌বে না, সব পালিয়েছে, আমি ভাল হয়েছি, তোমার সঙ্গে গাড়ী ক'রে বেড়াতে যাবো।

মোহিনী। দেখনহাসি! আমি কি বল্‌বো, আমার কি বল্‌বার আছে? মার্জ্জনা চাইব, তার তুমি অপেক্ষা রাখ নি, তোমার পবিত্র মন, ক্রোধ স্পর্শ কর্‌তে পারে না, পৃথিবীতে দেবকন্যারা বাস করে, এ আমার স্বপ্নেও জ্ঞান ছিল না। যদিও আমার মত নীচ পাপাত্মা জগতে নাই, তবু আমার ভরসা হচ্ছে, যখন তোমরা আমার সহায়, পরমেশ্বর আমায় মার্জ্জনা কর্‌বেন। দেবকন্যার সম্মান রেখে আমায় মার্জ্জনা কর্‌বে না? সুশীলা! মা, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ জানি, তবু একবার পবিত্র মুখে বল, আমি তোমার ছেলে, আমি না বুঝে অপরাধ করেছি, আমি অবোধ অজ্ঞান অন্ধ! মা, কথা কইলে না? কথা কইলে না? ঘৃণা করো না, মা, তোমাতে তো ঘৃণা স্থান পায় না।

সুশীলা। আপনি আমার বাপের সমান।

মোহিনী। না, তোমার বাপের আমি সর্ব্ব-নাশ করেছি, দেখি, প্রাণ দিয়ে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয়। দেখনহাসি, তোমায় কি স্তব কর্‌বো, কি পূজা করবো, তোমার পূজা আমার সাজে না, তোমার গুণ-গান আমার সাজে না, চন্ডালের মুখে বেদধ্বনি সাজে না। একটি মিনতি, যদি অধমকে ঘৃণা না কর, অধমকে পায়ে রাখ।

হৈম। কি বল্‌ছেন?

মোহিনী। দেখনহাসি! আমায় বাধা দিও না, যদি আমায় চরণে রাখ, যদি আমায় ঘৃণা না কর, আমার হেমা আমার উপযুক্ত নয়, তুমি প্রাণদান দিয়ে তুমিই নাও।

কমলা। দেখনহাসি! তুমি আমায় কথা কইতে মানা করেছ, আমি কথা কই নি, কিন্তু প্রাণের আবেগে আর রাখ্‌তে পাচ্ছি নি, আমায় বলতে পার, তোমরা কি আমাদের মতন মানুষ? না, কৃপা ক'রে আমার হেমার প্রাণ দান দিতে এসেছ?

হেমা। কর্ত্তাবাবু, কেঁদো না। দেখনহাসি মাসী আমায় ভালবাসে, সুশীলা দিদি ভালবাসে, নীলবাবু ভালবাসে।

ধরণী। অনেক হয়েছে মশাই, আপনারা আমার পেসেন্টের (patient) কাছ থেকে স'রে আসুন, মা, স'রে এস; শুধু দিদি থাক, আর নীলমাধব—যদি হিতে বিপরীত না হয়, থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উকীলের আফিস

উকীল ও ধরণী

উকীল। বলেন কি মশাই, এ রোমেন্স (romance!)

ধরণী। কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে, সম্পূর্ণ শুধরেছে।

উকীল। আমার যতদূর এক্সপিরিয়েন্স (experience) তাতে তো অমন লোক শোধরায় না, তবে মস্ত বিপদ্ হয়, কেউ বা ফেরে আর—

ধরণী। আপনার এ টাকাটার ব্যাপার কি?

উকীল। ব্যাপার ওর মাতামহের প্রপারটী (property) রিসিভার (receiver) যায়, আজ দিন আষ্টেক হলো রিসিভার (receiver) খারিজ হয়েছে, ওর মামীর সেয়ারেতে (share) এই টাকা ডিক্লেয়ার (declare) হয়েছে, আর বাকি ওর মামীর দেইজীরা পেয়েছে।

ধরণী। ওর মামী কোথায়?

উকীল। মারা গিয়েছেন, উনিই তার ওয়ারিসান, আমি ভেবেছিলুম, হরিশবাবুর মেয়েকে দিয়ে আসবো, তা যখন উনিই জীবিত, ও'কেই দেবো।

ধরণী। দেখুন, ওই আসছে! আপনি যেন কোন কথাই শোনেন নি, এমনি ভাবে ওর সঙ্গে কথা কইবেন; তা না হ'লে ও পালাবে।

উকীল। কেন, টাকা নেবেন না? পালাবেন কেন?

ধরণী। আছে মশাই আছে, ওই একটা টেন্ডার পয়েন্ট ইন দি ম্যান (tender point in the man)।

অঘোরের প্রবেশ

মশাই, আপনার টাকা প্রস্তুত। এই যে বাক্স এনেছেন দেখতে পাচ্ছি?

অঘোর। ধরণী বাবু! আমি "স্বনামা পুরুষোধন্য!" শ্বশুরের নামে বিকুতে চাই নি। সে পরিচয় দেন তো, তা হ'লে সট্‌কাই।

ধরণী। মহাভারত! আপনাকে কথা দিইছি যে, আপনি না প্রকাশ করতে চাইলে প্রকাশ করবো না।

অঘোর। উকীল সাহেব কি কিছু সওয়াল করবেন না কি?

উকীল। আপনার নাম অঘোর বাবু?

অঘোর। আজ্ঞে কতক।

উকীল। আপনি কি বিশ্বম্ভর বাবুর পুত্র?

অঘোর। কাজেই।

উকীল। কাজেই কি মশাই?

অঘোর। কেউ তো ছেলে হব ব'লে তো ছেলে হয় না? তা হ'লে কি আর আমি জন্মাই।

উকীল। আমার আর বিশেষ জানবার আবশ্যক নাই, ধরণীবাবু যখন আইডেন্টিফাই (identify) কর্‌ছেন, আর রিসিট (receipt) দিয়ে টাকাটা নিচ্ছেন।—ছয় হাজার টাকা দেখে নিন।

অঘোর। মশাই, পড়ে পাই চৌদ্দ আনা, আর দেখাদেখি কাজ নেই!

তেজবাহাদুরের প্রবেশ

তেজ। হা—হা—হা! কি মিতে, কি মিতে, আমায় খুন কর্‌তে চেয়েছে? হা—হা—হা!

অঘোর। আর তো গর্দ্দানা বেঁচে গিয়েছে, এখন সে কথা কেন?

তেজ। মিতে, তোমার খাতক সব হাজির।

অঘোর। আজ্ঞা, আর খাতক না, সব মহাজন।

তেজ। আচ্ছা ভাই, তোমার অদ্ভুত লীলা, গর্দ্দানা নাও, গর্দ্দানা রাখ, খাতককে মহাজন কর।

গুণনিধি, ধনীরাম ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ

পাহা। আরো সেই হাংলা। কি ফ্যাসাদের মাধ্যি ফ্যাল্‌বে?

ধনী। দেখো ভাই, রাম কিয়া করে!

অঘোর। দরওয়ানজি! সে দিন একটি টাকা আমার বাপের শ্রাদ্ধে খেয়েছ, আজ এই নোটখানি নাও, আমার শ্রাদ্ধে খেও।

পাহা। ওঃ! ঘোর ফ্যাসাদ বাদাবে।

ধনী। নেই মহারাজ! আপকা তাঁবেদার হ্যায়।

তেজ। হা—হা—হা; নাও নাও, তোমার কিছু ভয় নেই।

অঘোর। পাহারাওয়ালা সাহেব, জমাদার সাহেব রোঁদ ফিরতে এসে তোমায় এই টাকা-গুলি দিয়ে গিয়েছে।

পাহা। আজ্ঞা, হুজুরেরি খেতেছি, হুজুরেরি খেতেছি।

অঘোর। গুণনিধি বাবু! সেই 'অন্ধ নাচার' আমার কাছে এই বাক্সটি দিয়ে গিয়েছে, আপনি হাঁসপাতালে ছিলেন, খুঁজে পাই নি, তাই দিতে পারি নি। দেখুন, যেমন বাক্স, তেমনই আছে, আর এই টাকা কটি আপনার ঠ্যাঙের দাম নিয়ে যান, "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে"—ভাই! দেখ, যা ক'রে ফেলেছি মাপ কর, তোমার কিছু ভয় নেই, লুকিয়ে বেড়াতে হবে না, মোহিনীবাবু তোমায় মাপ করেছেন। দরওয়ানজি! পাহারা-ওয়ালা সাহেব! যা হবার হয়ে গিয়েছে, মনে কিছু রেখো না।

ধনী। এ বাওরা হ্যায়, দশ রুপেয়া লিয়া, শ' রুপেয়া দিয়া।

পাহা। আরে হাম্‌কো তো খামোকা পঁচাশ রুপেয়া দিইচে।

গুণ। বাবু, আপনি যে আমায় সাজা দিয়েছিলেন, তাতে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে, আমার দুর্ম্মতি ঘুচেছে। মশাই, আমি মনিবের টাকা ও দলীল চুরি ক'রে পালাচ্ছিলুম; অনুগ্রহ ক'রে আপনারা মোহিনীবাবুকে দেবেন, আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাবো না।

অঘোর। মুখ দেখাও আর না দেখাও, বাবা! টাকা নাও; নইলে ফের মোট পায়ে ফেলে দেবো। গুণনিধি বাবু! যদি তুমি টাকা না নাও, জানবো, আমার উপর রাগ পড়ে নি।

[গুণনিধির টাকা গ্রহণ ও প্রস্থান।

উকীল। আপনি যা বলেছেন, মানুষটা শোধরাবার রকম দেখ্‌ছি।

অঘোর। এখন মশাই, আপনার সঙ্গে খাতা ক্লোজ করুন।

তেজ। আমার সঙ্গে দেনাপাওনা কি মিতে? আমার সঙ্গে দেনাপাওনা কি? আমারও কি ঠ্যাং ভাঙবে নাকি?

অঘোর। মোহিনীবাবুর এই তিন হাজার টাকা নিন, সুদেতে আর মামলা খরচেতে প্রায় হাজার টাকা হয়েছে।

তেজ। সে কি মিতে, সে আমি ধার করেছি, আমি দেবো।

অঘোর। আচ্ছা, আপনি দেন দেবেন, মিতের টাকাটা জিম্মা রাখুন, এও তো মিতের কাজ?

তেজ। টাকা বার ক'রে নিচ্ছ যে?

অঘোর। আরও ছোট ছোট মহাজন আছে, মহাশয়ের যেমন চারিদিকে পাওনা, আপনার মিতের তেমনি চারিদিকে দেনা, আপনার জমা, আমার খরচ, আমরা দুই মিতেতে হরিহর-মূর্ত্তি!

ধরণী। আরও সব ছিঁচকে রকম হিসেব আছে না কি?

অঘোর। না, সে মোহিনীবাবুর টাকা থেকেই চুকিয়েছি! এ আমার শাশুড়ীর।

ধরণী। শাশুড়ীর?

অঘোর। আমি কুলীনের ছেলে, আমার কি একটা শাশুড়ীতেই চলে?

তেজ। কি মিতে, শাশুড়ী কেড়েছ না কি?

অঘোর। না, সে আমায় কেড়েছে। মিতে, যা মনে করছো, তা নয়। "উপরি কিছু?"

সেটা বড় ছেলেবেলা থেকে নেই, তার পর 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' করেছে, তার পর মোহিনীবাবু ও আপনার কল্যাণে যখন সচ্ছল হলুম, তখন দেবীমূর্ত্তি দর্শন করেছি।

উকীল। দেবীমূর্ত্তি কি?

অঘোর। দেবীমূর্ত্তি কি, বুঝতে পাচ্ছেন না? যে উজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রাণের ঘোর তম নাশ করে, যে বিমল-প্রতিমা পাষাণ-হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি অংকুরিত করে, আমার হৃদয়ে অনুতাপ আনে, সেই দেবীকে তখন দর্শন করেছিলুম।

উকীল। ক্লীয়ার, ক্লীয়ার, এ্যাজ ডেলাইট; গিভ মি ইয়োর হ্যান্ড, ইউ আর এ চেঞ্জড্ ম্যান। আপনি যখন টাকা দিলেন, তখন আমার সন্দেহ ছিল। আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি।

তেজ। কি, কি! কথাটা কি, দেবীমূর্ত্তি কি?

অঘোর। বিধাতার ধ্যানের সৃষ্টি! নন্দন-কুসুম, অকলংক শশী সে প্রতিমার তুলনা নয়, প্রাণময়ী—প্রেমময়ী মূর্ত্তি!

তেজ। বটে মিতে, বটে—এত! আর বল, মাগের সংগে দেখাদেখি নেই?

উকীল। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি যে এসে কন্‌ফেস করলেন, আমরা যদি আপনাকে পীড়ন করতুম? আপনার সেই দেবী কি আপনাকে আসতে ব'লে দিয়েছিলেন? কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।

অঘোর। না, আমার আসবার দুই উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ যখন মোহিনীবাবু আদালতে গিয়ে বললেন যে, তাঁর ভ্রম হয়েছে, হরিশ বাবু তাঁকে গুলি করে নি, অপর লোকে গুলি করেছে!

উকীল। বুঝেছি, যখন দেখলেন, হরিশ বাবুর এগেনস্ট চার্জ উইথড্র হয়েছে, হরিশ বাবু সেফ্, আপনি যখন দেখলেন, তাঁর আর কোন বিপদ্ নেই—

অঘোর। আমি এক কথায় বলছিলুম, মশাই দলিল লেখার মত সংক্ষেপ করলেন বটে? যখন দেখলেম, এ দিকে মিটে গেল, তখন ভাবলুম, মোহিনীবাবু যথার্থ টাকা দিয়ে কেন জাহাজ চড়েন, ভাবলুম, মোহিনী বাবুরও হাওয়া খাওয়াটা বন্ধ হোক, আর জগতেরও একটু হিত হোক।

তেজ। জগতের হিত কি মিতে?

অঘোর। এত বড় একটা কারখানা হয়ে গেল, একটা লোক সাজা পাওয়া চাই, সেই মোহিনীবাবু থেকে দেখে আসুন, কি বিশ্বাসঘাতক ব্যাপারটা? এ মামলা যদি বেকসুর খালাস হয় বাবা, তা হ'লে তো খোদার রাজ্যে জীব থাকবে না! তাই এলুম, বলি দেখা যাক, যদি আমা হ'তে একটা হিত হয়?

উকীল। বিউটিফুল, ঠিক বিচার করেছিলেন, কোন জজকে এমন রায় দিতে দেখি নি!

অঘোর। কিন্তু তেজবাহাদুর আমার রায় আপীলে কাটলেন।

তেজ। মিতে, আমি তোমায় সহজে মিতে বলি নে, আমি লোকের দোষ স্বীকার করতে শুনেছি, চেপে চুপে যেখানটা না বললে নয়; কিন্তু তুমি যখন অকপটে দরওয়ানের দশটাকা চুরি পর্য্যন্ত সমস্ত বললে, তখন আমি ভাবলুম, অতি মহৎলোক; দৈববিপাকে এই সব হয়েছে।

উকীল। আপনি যথার্থই মহৎ।

অঘোর। মশাইও যে তেজবাহাদুরের মতন ভাবুক দেখতে পাই!

তেজ। আবার তেজবাহাদুর? মিতে না বল্লে আড়ি করবো; মিতে, তুমি মনে কিছু খুঁত রেখো না, মনে ক'রে দেখ, যদি তুমি জমিদার হ'তে, আর তোমার ছোট ভাই এমনি একটা খেলা করতো, তা হ'লে তোমার কাছে এলে তুমি কি তারে সাজা দিতে? না, এমনি ক'রে কোল দিতে? (পরস্পর আলিংগন)

উকীল। মশাই, মশাই, আপনি যে বলেন, মেডিক্যাল প্রফেসন ভেরি হার্ড; আপনার চক্ষে জল এল যে?

ধরণী। মশাই, মশাই, আপনিও যে বল্‌তেন, আপনারা বড় মারসিনারি, তবে রুমাল খুঁজছেন যে?

অঘোর। তুমি আমায় বল মহৎ, আর আমায় তুমি কোল দাও, আমি কিছু বিচার

করতে চাই নি ভাই, তুমি আমার রায় কেটে দেবে, পাঁচজন ভদ্র লোক বলুন, তোমার মত মহৎ কেউ দেখেছেন?

ধরণী। মশাই, মোহিনীবাবু আস্‌ছেন।

মোহিনীমোহনের প্রবেশ

তেজ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আপনি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছিলেন, আমি আপনাকে ক্লেশ দিতুম না, কলিকাতায় বাসা-বাড়ীতে থাই, আমিই আপনার অতিথি হতেম; কিন্তু আমার মিতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে আপনাকে কষ্ট দিইছি।

মোহিনী। বাবা, তুমি আমায় মাপ কর।

তেজ। মশাই! সে সব তো চুকে গিয়েছে, আবার ও কথা তুল্‌লে আমি লজ্জিত হবো। এই নিন, আমার মিতেকে ঋণে মুক্তি দিন।

মোহিনী। এ কি?

অঘোর। খরচা শুদ্ধ হ্যাণ্ডনোটের দাবী।

মোহিনী। বাবা! তুমি কে, আমি জানি নি, কিন্তু তুমি আমার শিক্ষাদাতা; তোমা হতেই আমার জীবন ফিরেছে।

অঘোর। তা ওয়াজীব বলেছেন বটে, আপনার মেয়েটিকে যমে-মানুষে টানাটানি কর্‌লে, মহাশয়ের জন্যেও জাহাজে কয়লা নিয়েছিল।

মোহিনী। যথার্থই তুমি উপকারী, আমার কঠিন অন্তঃকরণ কঠিন শিক্ষা ভিন্ন কোমল হতো না।

অঘোর। আচ্ছা, স্বীকার পেলেম। আমার একটি উপকার করুন, ঋণে মুক্তি দিন, যদি না দেন, বুঝবো, আপনি এখনও মার্জ্জনা করেন নি।

তেজ। মহাশয়, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, আমার মিতেকে খোলসা দিন।

মোহিনী। আচ্ছা, আমি নিলুম, উকীল বাবু আমার একটা কাজ করুন, এই টাকা আপনি কোন চেরিটেবিল পার্‌পাসে দেবেন, আমি চল্‌লুম। শুনেছি, হরিশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্‌ব।

ধরণী। অ্যাঁ, সত্যি না কি? চলুন চলুন।

তেজ। আমিও দেখা কর্‌ব, আমার বাপের ক্লাস্‌ফ্রেন্ড ছিলেন।

[ধরণী, মোহিনীমোহন ও তেজবাহাদুরের প্রস্থান।

অঘোর। (স্বগত) এইবার সটকাই। ভিকিরী বেটীকে টাকা ক'টা দিয়ে, খুড়োর কাছে বিদায় হয়ে আর একবার সুশীলাকে দেখে ভেগে পড়ি।

উকীল। মশাই, কি ভাবছেন?

অঘোর। ভাবছি, অঘোরের বেগে প্রস্থান।

[প্রস্থান।

উকীল। কোথা যান মশাই! ধরণী বাবু আস্‌ছেন, তিনি আপনাকে বস্‌তে ব'লে গেলেন, দাঁড়ান না! দাঁড়ান না! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কাদম্বিনী ও সুশীলা

কাদ। তুমি কেঁদ না, তোমার দুঃখের দিন অবসান হয়েছে, ভগবতী তোমার মনস্কামনা পূর্ণ কর্‌বেন।

সুশীলা। কেন মা, তুমি আশা দাও? আমি আশায় পাগলিনী! আমি আশায় প্রাণ ধ'রে আছি; আজও আমি একবার মনে করি নি— আমার স্বামী নেই, আজও আমি স্বামীর অকল্যাণভয়ে চুলের আগায় চিরুণী ঠেকাই, আজও কপালে খড়কে ক'রে সিঁদুর ছোঁয়াই, একাদশীর দিন লুকিয়ে একটা মাছের আঁষ দাঁতে কেটে ফেলে দিই, কে জানে কেন, আমার মনে হয়, স্বামী আমার বেঁচে আছেন! আমার মনে হয়, সৎমার তাড়নায়, বাপের অযত্নে তিনি মরা খবর দিয়ে কোথায় লুকিয়ে আছেন, মা গো! আমি মনে মনে ভাবি, আমি কি পাষাণী! স্বামী নিরুদ্দেশ! তাঁর উদ্দেশ নিলুম না, কৈকেয়ীর কথায় রঘুনাথ বনে গিয়েছিলেন, মা জানকী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আমার রঘুনাথ বনবাসী, আমি নিশ্চিন্ত আছি? একদিন আমার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি ধ্যান কর্‌ছি, আমার মনে হলো যেন, তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্‌লুম; সর্ব্বদাই, মনে হয়, তিনি আশে-পাশে আছেন, সেই দিন থেকে ভাবছি, বাবা ফিরে এলে আমি স্বামীর

অন্বেষণে যাব, যদি উদ্দেশ না পাই, কেদারনাথ দর্শন ক'রে মহাপ্রস্থান কর্‌বো।

কাদ। আচ্ছা মা! তোমার কেন মনে হয়?

সুশীলা। জানি নি, আমি পোনের দিন শ্বশুরঘর করেছি, তাইতেই একটি আশ্চর্য্য দেখেছি, আমি যখন মনে কর্‌তুম, আমার স্বামী আস্‌ছেন, তখনই দেখেছি, তিনি আস্‌তেন। বল্‌তে পারি নি, এখনও যখন আমি ধ্যানে বসি, আমার বোধ হয়, তিনি এসেছেন, আমার ফুলের মালা পর্‌ছেন, এক-দিনও মনে করি নি যে, আমি বিধবা।

কাদ। তবে তুমি একবার খেয়ে মাটীতে শুয়ে থাক কেন?

সুশীলা। যার স্বামী কাছে নেই, তার আর আহার কি? কিন্তু তোমায় তো বল্‌লুম, একাদশীর দিন যখন আমি মাছের আঁষ দাঁতে কেটে ফেলে দিই, তখন আমি ধর্ম্মভয় করি নি। পতির কল্যাণকামনা করি, মনে করি, যদি আমি যথার্থই বিধবা হই, আঁষ দাঁতে কেটে না হয় নরকে যাবো, কিন্তু যদি আমার স্বামী জীবিত থাকেন, তাঁর অকল্যাণ করবো? এ আমার প্রাণে সয় না।

কাদ। আচ্ছা, তুই যদি তোর স্বামীকে পাস তো তুই কি করিস?

সুশীলা। কি করি, কি তোমায় বল্‌বো? কি তরঙ্গ প্রাণে খেল্‌ছে, ক'টা দেখাব? আমি আপনিই জানি নি, তোমায় কি জানাব?

কাদ। একেলে ছেলে, তারা সব স্যায়না মাগ চায়, তোরে যদি পছন্দ না করে?

সুশীলা। কেন মা, এ কথা বল্‌ছো? কেন মা, এ কথা বলছো?

কাদ। বলছি, তোর মনে কি বল্‌ছে?

সুশীলা। মা, আমার মন পাগল; আমার মনের কথা ধরো না, কি বল্‌ছো মা বল, কি বল্‌ছো মা বল?

কাদ। অমন ছটফট করিস্‌ তো কিছু বল্‌বো না।

সুশীলা। না মা, তুমি বল, মা। তুমি বল, আমি কিছু করি নি, মা, তুমি বল?

কাদ। আমি তোর জন্যে একটি বুনো পাখী ধরেছি, তোকে দেবো, ভাবছি, যদি ছেড়ে দাও বাছা তো বনের পাখী বনে চ'লে যাবে।

সুশীলা। মা, তুমি স্পষ্ট ক'রে বল, আমার স্বামীর কি দেখা পেয়েছ? বল, বল, আমার জ্বালা তুমি বোঝ না।

কাদ। আমি মনের জ্বালা বুঝি নি! আমি প্রেমের জ্বালা বুঝি নি! অমন কথা মুখে এনো না। শোন, নির্ম্মল মন কখন মিছে বল্‌বে না।

সুশীলা। তবে কি আমার স্বামী আছেন? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

কাদ। দেখা হয়েছে।

সুশীলা। আমায় দাও! আমায় দাও!

কাদ। দেখ, তার মনে মনে একটি খেদ আছে, সে ভাবে যে, সে বড় দুষ্কর্ম্মান্বিত, তোমার উপযুক্ত নয়। অমনি মনে হয়, ভালবাসায় অমনি একটা ছাই-পাঁশ গড়ে, গড়ে—আর কেঁদে খুন হয়।

সুশীলা। তার পর মা, তার পর?

কাদ। সে তোর সঙ্গে দেখা করতে চায় না, যে, তাকে লোকে নিন্দা কর্‌বে, তুই মনে ব্যথা পাবি।

সুশীলা। তাঁর নিন্দা আমি শুন্‌বো কেন? যেখানে তাঁর নিন্দা, সে স্থান ত্যাগ কর্‌বো, যদি আবশ্যক হয়, প্রাণত্যাগ কর্‌বো, তুমি তাঁরে আন, মা!

কাদ। আ গেল যা! শুন্‌বি, না আপনি বক্‌বি? তোরে তো বল্‌লুম, ভালবাসা হ'লে গড়ে, একটা মাঝখানে পাঁচিল তোলে।

সুশীলা। মা, তুমি বল গে, আমার বুকে শেল বিঁধে আছে, বল গে।

কাদ। আমি সে সব বলেছি, আমার কথায় বোঝেনি, এখন তুই আপনি বোঝাতে পারিস্‌ ত দেখ।

সুশীলা। কই মা! কোথায় তিনি? কোথায় তিনি?

কাদ। ব্যস্ত হ'লে বাছা হবে না, আমার কথা শোন। এনে দিই, ঐ কাপড়খানি নাও, ও ঘরে যাও, ছাড় গে, মাথাটি আঁচড়াও, তোমার গহনার বাক্স তো পেয়েছ, গহনাগুলি পর গে, সে এলে আর ঘোমটা টেনে ব'সে থেকো না।

সুশীলা। হাঁ মা, সত্যি পাব?

কাদ। রাক্ষুসি! তুই মনে করেছিস্‌, আমার মেয়েকে সাজাব মিছিমিছি? জামায়ের জন্যে

মেয়ের আদর—মেয়ের সাজগোজ, তা জানিস? আমি কি তোর তেমনি মা? যে মেয়ের মায়া ক'রে বিধবা মেয়েকে কাপড় পরাব, চুল বাঁধাব?

সুশীলা। মা, তুমি যথার্থই আমার দুঃখ দেখে কৈলাস থেকে এসেছ।

কাদ। যা, এই ঘরে যা।

[সুশীলার প্রস্থান।

নবর প্রবেশ

কাদ। কি হলো?

নব। বল্লে, কাপড় ছেড়ে আসছি।

কাদ। আহা, সঙ্গে ক'রে আন্‌লে না?

নব। হাঁ, সে কি না কথার বশ, ছেলেটি সঙ্গে ক'রে আন্‌লে না?

কাদ। সে এ বাড়ীতে আসবে তো?

নব। হ্যাঁ, তারে আমি বলেছি যে, বাড়ীতে কেউ নেই; বউতে আর সুশীলাতে মোহিনী বাবুর বাড়ী গিয়েছে, সে কি শোনে? বউ পাল্কী ক'রে মোহিনীবাবুর বাড়ী যাচ্ছিল, রাস্তায় দেখেছিল, তাই বিশ্বাস কর্‌লে।

কাদ। ব্যাটাকে আজ খুব জব্দ কর্‌বো।

নব। কি রকম? কি রকম?

কাদ। তুমি আড়ালে থেকে দেখ না।

সাহেববেশে অঘোরের প্রবেশ

নব। এই যে ব্যাটা সাহেবের ছেলে!

অঘোর। এই যে ব্যাটা নবাবের নাতি।

নব। কেন রে ব্যাটা, এখন আবার বহুরূপী সেজে কেন?

অঘোর। বাবা, আমি ফাঁকা আওয়াজ দিই নি, কি জানি বাবা, শত্তুরের শিবিরে প্রবেশ কর্‌বো, যদি কেউ উঁকি-ঝুঁকিটে মারে, হঠাৎ তাড়া কর্‌তে পার্‌বে না, আর রেলগাড়ীর সুবিধে, ক্রোড়পতি যাও না কেন, চাপরাসী ভায়া গলাধাক্কা দেবেনই, তার একটা কোট দেখলে বুক পেতে দিচ্ছেন, পাছে বুটপরা পায়ে ব্যথা লাগে।

কাদ। তুমি কোথাও যাবে না কি?

অঘোর। হাঁ শাশুড়ী, আজ বিদায় হবো, তোমাকে নমস্কার, খুড়োকে নমস্কার ক'রে কোথাও গে বস্‌বো।

কাদ। কেন, সুশীলার সঙ্গে দেখা কর না?

অঘোর। কেন? খুড়োকে বে কর না?

কাদ। এই কথার কি ওই জবাব রে পাজী?

নব। কেন, তোর এ কি পাগলামো?

অঘোর। তোমরাই ঘোট খাইয়েছিলে বাবা, কিন্তু এ রত্ন আমার নয়, একরকম ধ্যানে-পুজোয় আছে, সে বেশ! আমি কি একটা বিভ্রাট ঘটাবো? সে হলো স্বর্ণপদ্ম, আমি হলেম কোলাব্যাং, তার অপাঙ্গের সৌরভে দশ-দিক্ আমোদ হয়, আমার গায়ের বাতাসে দেশ জ্বলে যায়। সে দেবতা, আর আমি পশু! সে আলো, আর আমি অন্ধকার, মিল্‌বে কেন বাবা?

কাদ। নব, একটু সর, আমি একটা কথা বলি। [নবর প্রস্থান।

অঘোর। কথার আগে বাবা এই টাকা কটি নাও, এ বাটপাড়ির ধন নয়, ভিক্ষে তো ক'রে থাক বাবা, না হয় জামায়ের ঠেঁয়েই কল্লে।

কাদ। আচ্ছা, আমি তোর টাকা নিই, তুই যদি একটি জিনিস নিস্?

অঘোর। হাঁ হাঁ, খুড়ো বল্‌ছিল বটে! তুমি কি দিতে চেয়েছ।

কাদ। গীত

যদি যত্ন কর দিই তোমার করে,
নইলে কাঁচা সোণা, চাঁদের কোনা,
আদরে রাখি ঘরে!
অতুলনা আমার এ রতন,
কারুর ঘরে আছে কি এমন,
পরকে দিতে সরে না তো মন;
সাধ থাকে নাও, নয় স'রে যাও,
দিতে চাই নি জোর ক'রে॥

অঘোর। সাবাস বেটী, সাবাস বেটী!
(সুর করিয়া) "মাসী অমন কথা কেন বল্লে,
নির্ব্বাণ আগুন কেন নুড়ো দিয়ে
জ্বাল্‌লে॥"

কি জিনিস দেবে দাও বাবা, চটপট বেরিয়ে যাই।

কাদ। ওই যা! বুঝি এ ঘরে ফেলে এসেছে।

[কাদম্বিনীর প্রস্থান।

অঘোর। এই বাবা বাদ্দির সেরা বাদ্দি বাজছে, মলের আওয়াজ কোথা থেকে, কোন্

বীর হানা দিচ্ছে? আমি একটু গ্রামভারি হয়ে বসি।

সুসজ্জিতা সুশীলার প্রবেশ

ইস্! এও যে গ্রামভারি।

সুশীলা। সাহেব! কে তুমি ভদ্দর লোকের বাড়ীর ভেতর ব'সে আছ?

অঘোর। (স্বগত) ও বাবা! এ যে দেখ্‌ছি আমার তিনি, সেপাই ঘাঁটী আটকেছে, পালাবার যো নেই, এমন গ্রামভারি তো কখন দেখি নি।

সুশীলা। সাহেব, কথা কচ্ছো না যে?

অঘোর। তুমি কি বল্‌ছ বিবি? হাম্ বাঙগালা বুঝে না।

সুশীলা। এই যে বেশ বাঙগলা বোঝ; ভদ্দর লোকের বাড়ীর ভেতর সেঁধিয়েছ যে?

অঘোর। পথ ভুল্‌কে আয়া বিবি, পথ ভুল্‌কে আয়া।

সুশীলা। পথ ভুলে অন্দরমহলে সেঁধিয়েছ?

অঘোর। হাম রাস্তাবন্দী সাহেব হ্যায়, ঘর জরিপ কর্‌নে আয়া।

সুশীলা। না, তোমার কি কুমত্‌লব আছে?

অঘোর। কুচ নেই বিবি! কুচ নেই! হাম যাটা, হাম যাটা।

সুশীলা। যাবে কোথা? (পথরোধকরণ) দাঁড়াও, পাহারাওয়ালা ডাক্‌ছি, তুমি চোর।

অঘোর। (স্বগত) ইস্! বাবা, নির্গম না জেনে ব্যূহভেদ ক'রে ভাল করি নি। (প্রকাশ্যে) নেই বিবি, হামকো ছোড় দেও, এই কানমলা হ্যায়, নাকমলা হ্যায়, হাম এ তরফ নেই আওয়েগা, একদম কল্‌কেতা ছোড়কে চলা যাতা।

সুশীলা। ইস্! কি রসের কথা বলছো? হাতে পেয়ে ছেড়ে দিই আর কি, তুমি কি কর্‌তে এসেছ, বল?

অঘোর। তোমার নবা খুড়াকো বাপকা সাধি দেনা আয়া।

সুশীলা। সাহেব, তুমি সাধি কর্‌বে? কর তো বল?

অঘোর। নেই বিবি, নেই, হাম চলে।

সুশীলা। দেখ, এক কাজ কর, যদি রাজী হও তো ছেড়ে দিই।

অঘোর। কেয়া বলো?

সুশীলা। আমার তো স্বামী আসে না, মনের মতন পুরুষ পাই নি, তোমায় আমার পছন্দ হয়েছে, আমায় সাধি কর্‌বে? হেঁট হয়ে রইলে যে? আমার মুখপানে চাও, পছন্দ হয় কি না বল?

অঘোর। নেই, তোম কালা হ্যায়, হামকো পছন্দ নেই হোতা, হাম্‌কো ছোড় দেও।

সুশীলা। সে কি সাহেব? আমি সোণার কমল, সৌরভে দেশ আমোদ করে; তা তুমি ফিরে চাচ্চ না তো, দেখবে কি?

অঘোর। (স্বগত) এ কি বাবা, সাজস না কি? (প্রকাশ্যে) তোম্ পরপুরুষসে বাত কর্‌তা, আচ্ছা নেই।

সুশীলা। পরপুরুষ আবার কোথায় সাহেব? তুমি তো ঘরের পুরুষ ঘরে এসেছ।

অঘোর। এ সব বুরাবাত হাম্‌সে মৎ বলো, হামারা আচ্ছা মেম্ হ্যায়।

সুশীলা। কোন্ শালী তোমার মেম ছাড়্‌তে বল্‌ছে, আমার সঙ্গে আলাপ কর, তোমার মেমের মতন না হ'তে পারি, তখন তুমি চ'লে যেও, নাও, ফেরো।

(গোঁপ ধরিয়া টানা ও গোঁপ খুলিয়া যাওন)

এ কি সাহেব?

অঘোর। দূর হোক্, সাজস বাবা সাজস, আমি বুঝেছি।

সুশীলা। তুমি যে দেখ্‌ছি বাঙগালী, তা বেশ হয়েছে, আমি তোমার মতন চেহারা বড় ভালবাসি, এই দেখ, অমনি চেহারা বুকে ক'রে রেখেছি।

অঘোরকে ছবি দেখান

অঘোর। প্রিয়ে! আমি বুঝেছি, হৃদয়েশ্বরি! হৃদয়ে এস।

(নেপথ্যে হৈমবতী) সুশীলা!

সুশীলা। মা এয়েছেন!

অঘোর। আমায় কোথাও লুকিয়ে রাখ, হঠাৎ দেখ্‌লে বল্‌বে, তোমায় ভূতে পেয়েছে।

সুশীলা। কেন, তুমি থাক না?

অঘোর। তুমি বোঝ না, বেশী আহ্লাদও ভাল নয়।

সুশীলা। তবে তুমি ওই ঘরে যাও।

[অঘোরের প্রস্থান।

(নেপথ্যে হৈমবতী) সুশীলা!

সুশীলা। যাই গো।

হৈমবতী ও কাদম্বিনীর প্রবেশ

হৈম। সত্যি না কি? কোথায় গেল?

কাদ। আমি কাপড় ছাড়িয়ে আনাচ্ছি, তোমার জামাই আবার সাহেব সেজে এসেছে।

[কাদম্বিনীর প্রস্থান।

সুশীলা। ও মা, ও মা!—এই যে বাবা, এই যে বাবা!

হৈম। আহা, সুশীলা! দেখ্, মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়।

হরিশের প্রবেশ

সুশীলা। বাবা, তোমার আর ভয় নেই, তুমি কোথায় ছিলে? চারদিকে সব লোক খুঁজতে গিয়েছে।

হরিশ। কেন, বাঁশবনে ছিলুম, গিন্নী তা জানে, ধরিয়ে দিতে পার নি?

হৈম। ও কি বল্‌ছো, তোমার কিছু ভয় নেই।

হরিশ। হবে।

সুশীলা। বাবা, তুমি স্নান ক'রে ফেল, কাপড় ছাড়।

হরিশ। হাঁ, নূতন কাপড় পর্‌বো—তুমিও পরেছ—আমিও পর্‌বো—তোমরা কোথা গিয়েছিলে?

হৈম। হেমাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।

হরিশ। মেয়ে নিয়ে?

হৈম। হাঁ, সুশীলা গিয়েছিল, আমি গিয়েছিলুম, নীলমাধবও গিয়েছিল।

হরিশ। তোমাদের বেশ সচ্ছল দেখ্‌ছি—বেশ বাড়ী—বেশ কাপড়—

সুশীলা। বাবা, আমাদের পুরানো বাড়ী ফিরে পাবো, তোমার জন্যই মা যান নি।

হরিশ। বটে, বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে, আমার কাছে দুঃখ পেয়েছ—বাঁশবনে ছিলুম, তোমরা বেশ দোতালায়; আমি কুকুর তাড়িয়ে ভাত খেয়েছি, তোমাদের বেশ চলেছে; আমার এই ছিন্ন বস্ত্র, তোমরা বেশ নূতন কাপড় পরেছ—বেশ হয়েছে, আমি খুসী হয়েছি।

হৈম। তিরস্কার কর, আমি তিরস্কারের উপযুক্ত বটে; আমি সে কুটীর ছেড়ে আস্‌তে চাই নি, তোমায় দেখতে পেলুম না, ঠাকুরপো জেদ কর্‌লে, ধরণী জেদ কর্‌লে, নীলমাধব জেদ কর্‌লে, তাই আমি এ বাড়ীতে এসেছি, আমায় যে কাপড়ে দেখেছিলে, সে কাপড় আমি ছাড়তে চাই নি, সেও তোমার মত ছিন্ন, ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়েছি, কিন্তু ভয়ে ছেড়েছি, তোমার কল্যাণের জন্য ছেড়েছি, বিধবা আচারে পাছে তোমার অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে ছেড়েছি।

হরিশ। বেশ! নীলমাধব বল্লে—কুটীর ছেড়ে এলে, নূতন কাপড়—আপনার জেদে পর্‌লে; মেয়েকেও পরিয়েছ, বেশ স্বচ্ছলে আছ—মোহিনী ঠিক্ বলেছিল, টাকায় সব হয়।

হৈম। তুমি কি বল্‌ছো! তোমার কথা শুনে গা শিউরে ওঠে।

হরিশ। কিছু না—আমি আর কি বল্‌বো? যাতে তোমার মত—যাতে নীলমাধবের মত—যাতে সুশীলার মত—তাতে আমি কি বল্‌বো? বল্‌লেই বা তোমরা শুন্‌বে কেন? স্বচ্ছল হয়েছ—স্বচ্ছল হয়েছ,—আমি কবে জেলে যাই, আমার মত কি?

হৈম। কি গো, কিসের মত? তোমার অমতে কি করেছি?

হরিশ। বল্‌লে না—নীলমাধবের মতে দোতালায় এসেছ, তোমার মতে কাপড় পরেছ, নবর মতে স্বচ্ছল হয়েছ, সুশীলার মতে হেমাঙ্গিনীকে দেখতে গিয়েছ।

হৈম। চল, তোমার সঙ্গে কুটীরে যাই, গাছতলায় যাই।

হরিশ। কেন, আমিই বা কুটীরে যাব কেন, গাছতলায়ই বা যাই কেন? বেশ বাড়ী পেয়েছি, অন্ততঃ একদিন শুই, আমার কুটীরে আর সখ নেই, গাছতলায় আর সখ নেই।

সুশীলা। বাবা, বাবা, তোমার অমতে গিয়েছিলুম, ভাল করি নি, আমায় ক্ষমা কর।

হরিশ। কিসের অমত; আমি যখন জামিন হয়েছিলুম, তোমাদের মত চেয়েছিলুম? তোমাদের পথে দাঁড় করিয়েছি, ছেলেকে বাঁধিয়েছি, এখন তোমরা মত ক'রে যদি বাড়ীতে এসে থাক, আমি বাধা দেবো? আমি

যেন কুকুর-বেড়ালের এ'টো খেয়েছি, তোমরা খাবে? যাও, গিন্নীকে একটা কথা বল্‌বো!

[সুশীলার প্রস্থান।

হৈম। কি বল্‌বে? তুমি কেন রাগ কর্‌ছো? আমার ত কিছু অপরাধ নেই!

হরিশ। রাগ করেছি কে বল্‌লে? রাগ করি নি, আমার সব মনে পড়ছে—মনে পড়ছে কি জান? আমাদের বের দিন—সুশীলার ভাতের দিন—নীলমাধব হবার দিন—সুশীলা বিধবা হবার দিন—যে দিন বাঁধা যাই—যে দিন মোহিনী ব্যাটাকে গুলি করি—গাছতলায় শুয়ে কুকুরের এ'টো ভাত খাই—বাতাস ডাক্‌লে চম্‌কে উঠেছি—পাতা নড়লে চম্‌কে উঠেছি—এখনও চম্‌কাচ্ছি—সব, সব, সব, একে একে মনে পড়ছে! গুলি করেছিলুম কেন জান? আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল ব'লে না—সর্ব্বনাশ করেছিল ব'লে না—তুমি পথে দাঁড়িয়েছিলে ব'লে না—আমায় বাঁধিয়েছিল ব'লে না—তবে কি শুন্‌বে?

হৈম। তুমি অমন কর্‌ছো কেন? স্থির হও, স্নান কর, খাও দাও, তার পর শুন্‌বো।

হরিশ। আমি বেশ স্থির আছি, এক কথা ধ'রে স্থির আছি, তার আর নড়-চড় নেই। গুলি করেছিলুম কেন জান? সহজে নরহত্যা কর্‌তে চাই নি—নরহত্যায় আমার ঘৃণা ছিল, তবে—তবে—হো—হো—হো!

হৈম। কি বল্‌ছো ব'লে ফেল, মনের আগুন রেখো না।

হরিশ। ভয় নেই, এ আগুনে আর কেউ পুড়বে না; বার করবার যো নেই, আগুন শিরায় শিরায় আছে! অস্থিতে অস্থিতে আছে! মজ্জায় মজ্জায় আছে! মর্ম্মস্থানে আছে!

হৈম। তুমি মোহিনীবাবুকে মাপ কর।

হরিশ। মাপ করেছি, আর আমার কারুর উপর রাগ নেই; আপনার উপর রাগ আছে, আমার জন্মের উপর রাগ আছে, কেন মানুষ হয়েছিলুম, তাই ভাবছি,—শুন্‌লে না? শুন্‌লে না? কেন গুলি করেছিলুম, শুন্‌লে না? আমি পালাচ্ছি! হাঁপিয়ে একজনের কানাচে লুকিয়েছি, শুন্‌লুম, শুন্‌লুম, কানের কাছে বাজ ডাক্‌লো! এখনও মাথার ভিতর ডাক্‌ছে! কি শুন্‌লুম? 'শনি, সুশীলাকে এনে দে—আমি যা চায় দেবো!' বাজ ডাক্‌লো—বাজ ডাক্‌লো! মূর্চ্ছা যেতে যেতে সাম্‌লে গেলুম, তাই নরহত্যা কর্‌তে গিয়েছিলুম, বুঝলে? যাও, কথা হয়েছে।

হৈম। কোথায় যাবো? তুমি নাইবে এস।

হরিশ। না, বড্ড ঘুম পেয়েছে, বড্ড ঘুম পেয়েছে, শরীর ভাল বোধ হচ্ছে না, আমি ঘুমুবো—ভাল ক'রে ঘুমুবো।

হৈম। তা শোবে এস, বিছানায় শোবে এস।

হরিশ। উঁহু, বোঝ না, বিছানায় শুতে পার্‌ব কেন? দেড় মাস গাছতলায় শুচ্চি, দেড় মাস গাছতলায় শুচ্চি! মেজে নইলে আমার ঘুম হবে না। বল্‌লে না, মোহিনীবাবু তোমাদের বাড়ী ফিরিয়ে দেবে?—বেশ হয়েছে! আমার পৈতৃক ভিটে বজায় হলো, টাকায় সব হয়! টাকায় সব হয়! আমি বুঝতে পারি নি, —আমি বুঝতে পারি নি।

হৈম। তুমি কি কিছু সন্দেহ করেছ? তোমার কথা শুনে আমার বুক কাঁপছে।

হরিশ। সন্দেহ কি, সন্দেহ আর নেই, তুমিই বোঝ না, কিসে সন্দেহ থাকবে? আজ যে তাড়িয়ে দিলে, স্বামীকে বাঁধিয়ে দিলে, তার বাড়ীতে মেয়ে সঙ্গে ক'রে যাচ্ছ? নীলমাধব বোনের হাত ধ'রে যাচ্ছে, কুটীর থেকে অট্টালিকায় উঠেছ, দেখছি, বেশ সুখে আছ—মোহিনীবাবুর সঙ্গে ঝগড়া ছিল, তাড়িয়ে দিয়েছিল, ভাব হয়েছে, আবার সব ক'রে দিচ্ছে। এতে সন্দেহ কি থাকবে বল? চোখে দেখে সন্দেহ কি? যা চাও, তা পেয়েছ, তার আর ঝগড়া কি? তুমি যা চাও—মেয়ে যা চায়—ছেলে যা চায়, তা পেয়েছ, আমি যা চাই, তা পাব! যাও, আমি ঘুমুই।

হৈম। তুমি কি আমায় এত নীচ অন্তঃকরণ মনে কর? আমি যদি নীচ হই, তোমার ঔরসের ছেলেমেয়ে নীচ নয়? তুমি কি বল্‌ছো? কি কুৎসিত মেঘে তোমার উজ্জ্বল মন ঢাকা দিয়েছে?

হরিশ। বুঝেছি, এস, আমি ঘুমুই।

হৈম। তোমার কাছ থেকে যেতে যে আমার ভয় কর্‌ছে, তোমার মুখ দেখে যে আমার প্রাণ শুকুচ্ছে।

হরিশ। কিছু না, কিছু না, বড় ক্লান্তি! বড় দেহভার, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে; ঘুমুলে সুস্থ হব।

হৈম। তা এইখানে ঘুমোও, আমি বাতাস করি।

হরিশ। না, একে সে শ্যাল-কুকুরের রব নেই, একে সে হৈঃ হৈঃ শব্দ নেই, একে সে আকাশ মাথায় নেই—দোতালা—তায় মানুষ কাছে, একলা ঘুমুবো, বুঝেছ? তুমি যাও, একটা কথা রাখ, আমায় ঘুমুতে দাও; যদি না যাও, বল, ফের বাঁশতলায় সেঁধুই। গিন্নি, শোন, তোমার কিছু বলবার আছে? ও সব না, তুমি নীচ না—ছেলে-মেয়ে নীচ না—ও সব আমি জানি। আমার ছেলে-মেয়ে নীচ হবে কেমন ক'রে? ও সব কথা না, অন্য কিছু কথা আছে? কিছু, কিছু বলবার আছে?

হৈম। কি ব'লছো?

হরিশ। কিছু না, আমার কিছু বলবার নেই, তুমি যাও।

হৈম। দোর দিচ্ছ কেন, দোর দিচ্ছ কেন?

হরিশ। নীলমাধব এলে দোর খুলিও, ততক্ষণ কেউ না ত্যক্ত করে।

[হৈমবতীর প্রস্থান।

(নেপথ্যে হৈমবতী) নীলমাধব এলে পাঠিয়ে দেবো?

হরিশ। হুঁ, (স্বগত) প্রতিশোধ নেই! মোহিনীকে মার্‌তে পারি—নীলমাধবকে মার্‌তে পারি—সুশীলাকে মার্‌তে পারি—গিন্নীকে মার্‌তে পারি—তাতেও কি প্রতিশোধ হবে—আমার এক লহমার জ্বালা কি জুড়বে? মৃত্যু ত সুখ,—তবে নরহত্যা কেন? তবে স্ত্রী-হত্যা কেন? এ জ্বালা মলে নিবতে পারে? মলে না নেবে, এর চেয়ে আর বেশী কি হবে? দেহভার—দেহভার আর সয় না, আর কোথাও যাই, আর কোথাও যাই। নরক আর কত ভয়ঙ্কর হবে? আশ্চর্য্য! এই পৃথিবীর এমন শ্যাম-কান্তি—এই ফলে ফুলে সুশোভিত—এই সূর্য্যের দীপ্তি—এই চন্দ্রতারকার শোভা, কিন্তু এ অপেক্ষা আর নরক কোথাও সম্ভব? হৃদয়ে কোটি কোটি অগ্নি, নরকে সে অগ্নি নাই—কবিকল্পনায় সে অগ্নি নাই—ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সে অগ্নি নাই—পৃথিবি, যেথায় যাই, তোমা অপেক্ষা সুন্দর স্থান—কিন্তু (পদশব্দ শুনিয়া) কিছু না—মনের ভ্রম। (বন্দুক বাহির করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত)

অঘোর, সুশীলা ও হৈমবতীর প্রবেশ
অঘোর কর্ত্তৃক হরিশের হাত হইতে
বন্দুক কাড়িয়া লওন

হরিশ। কে তুই?

অঘোর। আমি জামাই ভূত।

সুশীলা। বাবা, আমি অপবিত্রা ব'লে আত্ম-হত্যা হ'তে উদ্যত হয়েছিলে, তোমার সন্দেহ, আমরা মোহিনীবাবুর বাড়ী যাই, কিন্তু বাবা, জিজ্ঞাসা করি, সে কার শিক্ষায়? কে আমার কথা ফুটতে ফুটতে শিখিয়েছিল, পরোপকার পরম ধর্ম্ম? কে আমায় শিখিয়েছিল, শত্রুকেও স্নেহ কর্‌বে? কে আমায় শিখিয়েছিল, অনাথাকে আশ্রয় দেবে? কে আমায় শিখিয়ে-ছিল, পরোপকারে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে? শুধু কথায় নয়, কার্য্যে কে দেখিয়েছিল, পরোপকার পরমব্রত? যদি মোহিনীবাবুর বাড়ী গিয়ে থাকি, সে তোমার শিক্ষামত। এতে মাকে কেন দোষী কর? কাকাকে কেন দোষী কর? দাদাকে কেন দোষী কর? নির্দ্দোষী বালিকা যদি আমায় দেখ্‌লে বাঁচে, তুমি কি সেখানে যেতে আমায় বারণ কর? আমি ভেবেছিলুম, যদি না যাই, তুমি ঘৃণা করবে, কন্যা বল্‌বে না, আমি সেই ভয়ে গিয়েছিলুম; বালিকার প্রাণরক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলুম,—বাবা, আমি কি কলঙ্কিনী? আমার পানে চেয়ে দেখ আমার মুখে কি কলঙ্কের চিহ্ন?

অঘোর। মশাই, "মার চেয়ে যে দরদী, তাকে বলে ডান।" আমি যখন সন্দেহ কর্‌-ছিনি, আপনি কেন সন্দেহ করেন?

হরিশ। কে, অঘোর?

অঘোর। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে অনেক কথা, পরে শুন্‌বেন, এঁদের সান্ত্বনা করুন, এঁরা বড় ব্যাকুল হয়েছেন। বাবা! এমন কমিডি (comedy) হচ্ছিল, তুমি ট্রেজিডি (tra-gedy) কর্‌তে চাও।

হরিশ। মা, আমি বুঝ্‌তে পারিনি, আমি এ সকল কথা জান্‌তেম না, আমি পাগল অবস্থায় কি করেছি, মনে করো না; গিন্নি,

আমি উন্মাদ হয়েছিলুম, তুমি বুঝেছ? নইলে তোমাকে সন্দেহ করি? নবকে সন্দেহ করি? নীলমাধবকে সন্দেহ করি? সুশীলাকে সন্দেহ করি? আমি দুর্ব্বল, বিপদে কাতর হয়েছিলুম, কিন্তু তোমরা লোকশিক্ষা দিলে, বিপদে লোককে কিরূপ ধৈর্য্যশীল হ'তে হয়।

সুশীলা। বাবা!

হরিশ। বাবা অঘোর, আমার কাঙ্গালের রত্ন ব'লে কি তোমার মনে ধরে নি?

হৈম। বাবা, তুমি আজ সপরিবারকে জীবনদান করলে। আর বাবা, তোমার বাঁদীকে ছেড়ে থেকো না।

নীলমাধব, নব, মোহিনীমোহন ও ধরণীর সহিত কমলা ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ

মোহিনী। হরিশ, তুমি কি আমায় মাপ কর্‌তে পার্‌বে? ভেবে দেখ, মাপ করা তোমার বড় কথা না, তুমি বাল্যকাল থেকে আমায় মাপ ক'রে আস্‌ছো, আর একবার মাপ কর।

হরিশ। মোহিনী, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্তি হলো কেন? আমি কি কখনও কিছু অপরাধ করেছিলুম?

মোহিনী। ধন-মদ-মাতালের আবার প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি কি? অর্থের আশ্চর্য্য মহিমা! এই অর্থকে আমি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেছি, কি মত্ততা; কেউ বা মনে কর্‌তে পারে আমি অর্থ-হীন। অর্থ হ'লে অকাতরে দান ক'রে দেশের দুঃখ নিবারণ কর্‌তে পার্‌তুম; অনাথার, বিধবার অশ্রুজল মোচন কর্‌তে পার্‌তুম, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিতুম, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতুম! কিন্তু না—তা' ভ্রম! যার অর্থ নাই, অর্থ কি বিষময় পদার্থ, সে জানে না। অর্থে কেবল অনর্থ হয়, দুর্ব্বলকে আশ্রয় দেওয়া দূরে যাক, দুর্ব্বলপীড়ন প্রথম শিক্ষা দেয়। অষ্টপ্রহর মনকে উপদেশ দেয়, 'সতীর সতীত্ব নাশ কর, পরের অপহরণ কর!' এই অর্থের প্রতারণায় যে প্রতারিত না হয়, সে সাধু, আমি মত্ত হয়েছিলুম।

হরিশ। মোহিনী, আমি বুঝতে পেরেছি, আমরা আবার 'বাল্যকালের বন্ধু'।

মোহিনী। না, তোমার মুখের কথা নেব না, আমায় প্রমাণ দাও। সামান্য প্রমাণে শুন্‌বো না; আমি পুত্রহীন, যদি তুমি নীলমাধবকে আমায় দাও, তা হ'লে জান্‌বো যে, আমরা আবার 'বাল্যবন্ধুই' বটে; আমি বিনামূল্যে নেব না, আমার এই মেয়ে তোমায় দিলুম, এ অপেক্ষা অধিক ধন আর আমার নাই। দেখন-হাসি, মা সুশীলা, তোমরা আমার হয়ে অনুরোধ কর, হেমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, হেমা তোমাদের।

হরিশ। মোহিনী! আজ বড় সুখের দিন! হেমাঙ্গিনি! মা, এ দিকে এস; বাবা নীলমাধব! আমার বন্ধুর দান, এটি যত্নে রেখো।

মোহিনী। বাবা নীলমাধব! এই তোমার বিবাহের যৌতুক (দলিল প্রদান), তুমিই আমার অর্থের উপযুক্ত অধিকারী। আমার হাতে যেমন এই অর্থে অনর্থসাধন করেছে, তোমার হাতে মরুভূমে বারিধারার ন্যায় তাপিতকে শীতল কর্‌বে!

নব। দাদা, আজ কি আমোদের দিন, আজ আমোদের দিন!

কাদম্বিনীর প্রবেশ

কাদ। মোহিনী! মোহিনী! আমি বলে-ছিলুম, আবার দেখা কর্‌বো, যে দিন তুমি সম্পত্তিহীন হবে, সেই দিন দেখা কর্‌বো, আজ তুমি আমার ছেলেকে দিয়ে সম্পত্তিহীন হ'লে, এই আমার শেষ দেখা। হরিশবাবু জানেন না, নীলমাধব আমার ছেলে, ওরে গঙ্গাতীরে কুড়িয়ে পেয়েছি।

মোহিনী। কাদম্বিনি! তোমার কথায় বোধ হচ্ছে, আমায় তুমি মার্জ্জনা করেছ, কিন্তু আমি তো নির্ধন হই নি, আমার সাত রাজার ধন নীলমাধবকে পেয়েছি!

অঘোর। (জনান্তিকে) খুড়ো, আমার কথা শুন্‌লে না? তুমি বেটাই সোঁদা রয়ে গেলে।

হৈম। হ্যাঁ লো, 'বেন' বল্‌বি না 'দেখন-হাসি' বল্‌বি?

কমলা। তুই আগে তোর মিন্সের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা ঠিক কর্‌।

সুশীলা। বরকে ছড়া বল্‌তে পার্‌বি তো?

হেমা। সুশীলা দিদি! সে ছবিখানা ভাল না, এইবার তোর ভাতার আমার পছন্দ হয়েছে।

অঘোর। (জনান্তিকে) নীলমাধববাবু! বোঝ ভাই, যদি ভগ্নীপতি না পছন্দ হয়, এই বেলা বদ্‌লে ফেল, এই পছন্দসই ধরণীবাবু রয়েছেন।

ধরণী। দূর শালা ঢ্যাঁটা!

অঘোর। সকলে মনে ক'রছেন ঢ্যাঁটাই বটে, কয়লা ধূলে যায় না বাবা, কিন্তু চুরিটে-চামারিটে কর্‌ছি নি! যদি না বিশ্বাস করেন, (সুশীলার প্রতি) ঐ জামিন রইলো।

মোহিনী। হরিশ, এই কি তোমার জামাই?

হরিশ। হ্যাঁ, এই আমার "হারানিধি।"

যবনিকা পতন

কমলে কামিনী

[নাটক]

(১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৯শে মার্চ্চ, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

নারদ। বিশ্বকর্ম্মা। দারুব্রহ্ম। হনুমান্। গণক। রাজা শালিবাহন। ধনপতি সওদাগর। শ্রীমন্ত। মন্ত্রী। সভাসদ্। কারাধ্যক্ষ। ভৃত্য। কোটাল। জল্লাদ। গুরুমহাশয়। বালকগণ, কারিকরগণ, প্রহরিগণ, মালাগণ, সৈন্যগণ ও নাবিকগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

চণ্ডী। পদ্মা। খুল্লনা। লহনা। সুশীলা। দুর্ব্বলা। ধাত্রী ও যোগিনীগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাঠশালা

গুরুমহাশয় ও বালকগণ

গুরু। ল্যাখ্—ল্যাখ্—ল্যাখ্—
শুন্যি লিখবি ঘোড়ার ডিম,
তামাক আন্‌বি ক' ছিলিম?
১ বা। তিন ছিলিম।
গুরু। ল্যাখ্—একে চন্দ্র এক—
গায়ে কাপড় নাই দ্যাখ্।
২ বা। গুরুমশায়, সরস্বতী পূজায় কাপড় দেব।
গুরু। দুয়েকে দুই।
প'ড়ে প'ড়ে সব ল্যাখ্, আমি একটু শুই।
১ বা। গুরুমশাই, আঙ্ক দেগে দাও।
গুরু। কি রে ব্যাটা, কি রে ব্যাটা, আঙ্ক?
বাস্কো ভ'রে টাকা চাই।
২ বা। গুরুমশাই—
ক কিয়োর দাগা—
গুরু। ব্যাটা ক কিয়োর দাগা চায়!
সোজা কর্‌ব এক ঘায়।
ব্যাটা মাইনে কোথা রে?
ঐ যে আসছেন ব্যাটা—
—ছিরে দত্ত;
ভেড়ের ভেড়ে ঘরে ব'সে পুরাণ পড়ে।

শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। গুরুদেব! প্রণাম চরণে,
শাস্ত্রের বচনে
সন্দেহ উঠেছে মনে;
সূর্পণখা আত্মদান করিল শ্রীরামে।
আত্মদান দানের প্রধান,
তবে, নাক কান কি হেতু কাটিল ভগবান্?
গরল মাখায়ে স্তনে পূতনা রাক্ষসী,
দিতে এল কৃষ্ণের বদনে,—
চড়িয়া বিমানে পুলকে গোলোকে গেল!
গুরু। হাঁ! হাঁ! সাধুর পো,
ঠিক বল্‌ছো, ঠিক বল্‌ছো,
পূতনা-বধ হয়েছিল,—
পূতনা-বধ হয়েছিল।
শ্রীমন্ত। উচ্চগতি পাপমতি পূতনা পাইল,—
সূর্পণখা হ'ল অপমান,
এ কোন্ বিধান?
মীমাংসা না পাই গুরুদেব।
গুরু। ওর মীমাংসা ওতেই,
কেষ্ট লীলার কথা তাতেই,
যেমন ঘটায় কর্পূরায়,
ক্ষুর দিয়ে মাথা কামায়—
দা দিয়ে নয়।
শ্রীমন্ত। কহ ব্যাখ্যা করি গুরুদেব!
অবোধ অজ্ঞান আমি,
মীমাংসা তোমার বুঝিতে না পারি কিছু।

গুরু। কি জান দত্তের পো!
মীমাংসাটা কিছু কঠিন।
ওরে ভাঁজতে হবে—
গুঁজতে হবে—
ওরে ভাগ কর্‌তে হবে,
ছাগ কর্‌তে হবে,
তবে কতক বোঝা যাবে;
যেমন—
তিলটি খেলেই তালটি সইতে হয়,
যেমন—
তামাক না আন্‌লে বেত খেতে হয়,
তেম্নি
একটু জ্ঞান হ'লে তবে বুঝতে পার্‌বে।
শ্রীমন্ত। অজ্ঞান অবোধ আমি,
তাই ত সুধাই,
শাস্ত্রের বচনে সন্দ উঠে মনে,
ব্যাকুল হয়েছি বড়।
গুরু। দেখ শ্রীমন্ত!
অত তদন্ত কেন ক'চ্ছ বল ত?
এই যে দেড় বুড়ি বুঝ্‌লুম;
বাবা!
শাস্ত্র বোঝা কি বেণের ছেলের কাজ?
শ্রীমন্ত। কি বুঝালে বল আর বার।
গুরু। হতচ্ছাড়া ব্যাটা—
কি বুঝুলেম?
ব'কে ব'কে ফেকো উঠে গেল!
শ্রীমন্ত। বুঝিতে না পারি,
তাই ত জিজ্ঞাসি পুনঃ পুনঃ।
ভ্রান্তমতি—
ধর্ম্মের কি গতি বুঝিতে না পারি;
তাই ত সুধাই বার বার,
অবিচারে কটু নাহি কহ, গুরু!
গুরু। কটু—বেটা হয়েছেন চাণক্য বটু;
বেটা কড়ি গুণবেন,
শাস্ত্র নিয়ে মাথা ধরিয়ে দিলে!
বেটা ঘরের কথা মীমাংসা কর্‌ গে যা।
বেটার বাপ গিয়েছে ম'রে,
ওর মা'র পরণে কাল্যাপেড়ে;
দু'সতীনে মাছ খাবার কুমীর।
পুতনো ম'ল ম'ল,
তোর বাবার কি রে হারামজাদা!
ওর বাপ গিয়েছে সদাগরিতে
ওর মা বিউলেন ছেলে!
ঘরে তোর মা'র নাক কাণ সাম্‌লা;
তার পর,
তোর সুর্পণখার নাক কাণ সাম্‌লাস্‌!
জারজ ব্যাটা, বাদাই ব্যাটা, বেল্লিক ব্যাটা।
ব্যাটার যত ডিঙী মেরে চাল।
দেখ না—
কোথায় পুতনা, আর কোথায় সুর্পণখা।
শ্রীমন্ত। শুন গুরু! নাহি কহ কুবচন,
জারজ নহিক আমি;
পিতা মোর আছেন সিংহলে।
গুরু। তোমার বাপ আছেন সিংহলে,
আর তোমার জন্ম হ'ল কলে-কৌশলে;
জারজ ব্যাটা!
শ্রীমন্ত। গুরু তুমি, কি কব অধিক!
নহে বধিতাম প্রাণ।
গুরু। কি বল্লি?—কি বল্লি?
তালের মত কিল খেলি।
ব্যাটা যেন বিদ্যের দীঘি হয়েছেন,
বাপ মা'র গুণে এক গুণ
খালি মায়ের গুণে তিন গুণ;
বেণের ঘর নইলে
তোমার মুখে নুন টিপে দিতেম।
শ্রীমন্ত। গুরুদেব! প্রণাম চরণে,
ভাল শিক্ষা শিখালে আমায়।

[প্রস্থান।

গুরু। কলসী না জোটে ত
এক দাম্‌ড়ি আমার ঠেঁয়ে নিয়ে যাস্‌।
ব্যাটা বেণের ছেলে
ভারি তিলিয়ে উঠেছে,
ব্যাটাকে এই কর্‌তে শেখালেম,
ব্যাটা লোকের কাছে আমার মাথা কাটে?
জিজ্ঞেস কর্‌ গে যা তোর সুর্পণখা মাকে,
আর পুতনো বড় মাকে।
ঝালা-ফালা কর্‌লে রে
ঝালা-ফালা কর্‌লে;
ঐ আসছেন দুর্ব্বলা—

দুর্ব্বলার প্রবেশ

দুর্ব্বলা। বলি হ্যাঁ গা মশাই,
মোদের খোকা কোথা গা?
আজ ল্যাখ্‌তে আসে নি?

গুরু। ল্যাখ্‌তে আসে নি ত আসে নি;
যা—তুই বল্‌ গে যা।
আঃ! পুরাণের টীকে এনে পড়তে হবে।
বেণের ছেলে পুরাণের টীকা বুঝবেন।
দুর্ব্বলা। বলি হ্যাঁগা মশাই!
মশাই বলে কি মুখ-ঝাম্‌টা দিতে হয়?
নেই বা ছেলে ল্যাখ্‌তে আসবে,
কড়ি দিলে
ঢের তোমার মতন রোজা আস্‌বে,
মুখ-ঝামটা দিতে এসেছে!
গুরু। নারাণে! ধর্‌ ত বেটীকে।
দুর্ব্বলা। ছেলে কি কর্‌লে বল?
তার গায়ে গহনা-গাঁটী ছিল।
গুরু। আরে বেটী, বলে কি গো!
ওরে বেটী তোর ছিরে ছেলে—
ঘরে গিয়েছে চলে।
দুর্ব্বলা। ঘরে চলে গেছে, ঘরকে নেই—
গুরু। মাগী, বাজার ক'রে আস্‌ছিস,
ঘরে গিয়ে দেখগে যা।
দুর্ব্বলা। হাটারে বাজারে তোর ঘরে,
ছেলে কি কর্‌লি বল্‌?
নইলে গলা ধর্‌ব,
কোটালীতে নিয়ে যাব।
নারাণে ধর্‌ না?
গুরু। ওরে বাপু! তোর গুষ্ঠীর পায়ে পড়ি।
আর চেঁচামেচি করিস্‌ নে।
দুর্ব্বলা। ও মা! মিন্‌সে বলে কি গো।
ছেলে কোথা তার ঠিক নাই,
বলে "পায়ে পড়ি চুপ চুপ",
আর ও কথা বলিস্‌ নে।
গুরু। অ্যাঁ,
ছোঁড়াটা প্রাণ রাখবে না বলেছিল যে।
দুর্ব্বলা। ওমা! প্রাণে রাখ নি।
ওগো, খোকা কোথা গেল গো!
গুরু। আরে চুপ চুপ, তোর পায়ে পড়ি।
দুর্ব্বলা। ওগো, মুখ চেপে ধরে গো।
খোকা কোথা গেল গো।

গুরুমহাশয় পলায়নোদ্যত

সকলে। ও গুরুমশাই! কোথা যাও?
ও গুরুমশাই, কোথা যাও?
গুরু। ওরে ধর্‌লে রে। [প্রস্থান।

দুর্ব্বলা। ও আবাগের ব্যাটা গুরু,
ছেলে ল্যাখ্‌তে এলো, কোথা গেল?
ও আবাগের ব্যাটা গুরু,
ছেলে ল্যাখ্‌তে এলো কোথা গেল?
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

খুল্লনার গৃহ

খুল্লনা

খুল্লনা। গিয়ে নাথ পারাবার-পারে,
ভুলেছ কি, ভুলেছ আমারে।
ভুলিবে না ব'লে গেছ বার বার।
কেবা কি মোহিনী ফাঁদে
রেখেছে হে বেঁধে?
কি রতন আকিঞ্চনে ভ্রম?
রমণীর মন করিতে হরণ
জান নাথ বিধিমতে।
বুঝি কার চুরি করি মন,
প্রেমের বন্ধন
আপনি পরেছ প্রভু!
পাবে নাথ, বহু রত্ন ধন,
পাবে বহু সুন্দরী রমণী,—
কিন্তু গুণমণি!
হেন প্রেম কোথাও না পাবে!
দিন গেল বয়ে কত আছি সয়ে,
কথায় প্রত্যয় ক'রে,—
ব'লে গেছ এসে দিব দেখা,
রয়েছি হে আশাপথ চেয়ে।
দিয়ে গেছ' সন্তান-রতনে,
রেখেছি যতনে, দেখ এসে প্রাণেশ্বর।
হ'য়ে প্রভু তব প্রেমাধীন,
কেঁদে গেল দিন।
স্বপনে তোমারে পড়ে মনে;
রজনীতে
আশার ছলনে চমকিয়া উঠি।
ভাবি, তুমি দাঁড়ায়ে শিয়রে নাথ।
বহে যদি প্রবল পবন,
কাঁপে প্রাণ মন,
ভাবি বুঝি প্রাণধন ভাসে পারাবারে।
ভাসাইয়ে অকূল পাথারে
ভেসে গেছ' অকূল পাথারে;

কারে কব প্রাণের এ জ্বালা।
যদি পাই দেখা,
ধরি গলা কাঁদিয়ে জানাব দুখ।

লহনার প্রবেশ

লহনা। ওরে, তুই রাতদিনই কি কাঁদ্‌বি?
গেছে সাগর ব'য়ে
অমনি কথায় কথায় কি ধেয়ে আস্‌বে?
যখন মোটা মোটা গহনা পর্‌বি,
তখন বল্‌বি—
আর দিনকতক থাকলে হ'ত ভাল।
ভাতার! ভাতার! ভাতার!
ভাতার নিয়ে কি কর্‌বি আর,
সোণার চাঁদ ছেলে পেয়েছিস্‌ কোলে,
এখন ত কেঁদে মর্‌ছিস্‌, তখন দেখব,
সোণা-দানা বেছে নিস্‌ কি না?
আমার জন্যে
ভারি ক'রে আন্‌বেই গহনা,
আমি ত আর পরব না?
তোকেই দেব।
খুল্লনা। পতি বিনা রমণীর
কিবা আছে অলঙ্কার!
রত্ন-ধন ছার,
পতি প্রাণ, পতি মম ধ্যান-জ্ঞান,
সে রতন পারাবার পারে;
কাঁদিতে ক'র না মানা।
সংবাদ না পাই, কারে বা সুধাই—
উড়ে যাই হয় সাধ।
লহনা। আবার উড়বি কি লো?
ভাতার আর যেন কারো বিদেশে যায় না!
আমি যেন ছেড়ে দিয়েছি,
নইলে ভাতার
তোর ত একলার নয়,
আমার কি প্রাণ কাঁদে না?
কিন্তু আমরা সেকেলে মেয়ে,
আমাদের উড়ে পুড়ে যেতে
সাধ হয় না!
তোর কথা শুনে বাঁচি নি।
সাত ডিঙ্গা সাজিয়ে দেব না কি?
সদাগারিতে বেরোবি?
বেটাছেলে রোজগারে গেছে,
তার জন্য এত কান্না কিসের?
ও মা! তা কি এই ক'বচ্ছরে
এক দিনের তরে কান্না গেল না।—
এখন ভাতার যদি
দুটো বিয়েই ক'রে আনে ঘরে,
তা কি কর্‌বি?
সোণার চাঁদ ছেলে,
ছেলে মানুষ কর্‌, ঘর-ঘরকন্যা দ্যাখ্‌।
খুল্লনা। দিদি মনে হয়—
সে কখন ভুলে নাই মোরে।
জ্ঞান হয় কি বিপদ-ফেরে
প্রবাসে বঞ্চেন নাথ।
নাহি সমাচার, প্রাণ আমার
কোন মতে বুঝাইতে নারি।
আছি গো ছিরের মুখ চেয়ে,—
ছিরে নিত্য সুধায় আমায়,
আঁখি বারি সম্বরি অম্বরে,
নিত্য কত বুঝাই তাহারে।
বিদায়ের দিন, নিত্য নিত্য পড়ে মনে;
এ যন্ত্রণা কত দিন সব আর?
লহনা। ও বোন! আমাদের যেমন
ওদের কি তেম্নি মন?
এই দেখ না—
ফস ক'রে তোরে বিয়ে করে নিয়ে এলো,
ওরা কি অত বাছে,—
কোথায় কারে নিয়ে আছে;
ওঠ, আর কাঁদিস নে।
বেলা হ'ল, ছিরে এখন ত এলো না।

দুর্ব্বলার প্রবেশ

দুর্ব্বলা। বলি বড় মা, ছোট মা,
দুজনেই রয়েছ,
খোকা লেখতে গিয়েছিল,
পাঠশালে দেখতে পেলেম না।
মশাইকে সুধুলেম,
মিন্‌সে মুখ নাড়া দিয়ে বল্লে,
'কোথা তোর খোকা?'
ও মা, এক গা গহনা শুদ্ধ পাঠশালে
দিয়ে এনু—
আমি যেই কাঁন্‌তে নাগনু,
রোজা মিন্‌সে দৌড়,—
ও মা!
পোড়ারমুখে নাজ নাগে না গা!

খুল্লনা। কি রে! কি বলিস?
ছিরে নেই পাঠশালে?
ও মা চণ্ডি!
কত আর আছে তোর মনে। [প্রস্থান।

লহনা। পাড়া-বেড়ানী
পাড়া বেড়াতে গেলেন?
ছেলে রয়েছে ঘরে,
দোর দে লুকিয়ে;
দুরন্ত ছেলে—
রোজ পাঠশালে যেতে চায় না;
উনি গেলেন,—
পাড়ায় পাড়ায় ডোক্‌লা সাধতে;
একটু ছল ছুতো পেলে হয়,
দুখানা পাখা পায় ত উড়ে যায়।
অমন সর্ব্বনাশী নইলে কি
ছাগল চরাতে দিই।

দুর্ব্বলা। খোকা ঘর্‌কে—
ও মা কেঁদে মনু, রোজাকে কত গাল দিনু।
দ্যাখ বড় মা—
তোমরা কিন্তু ও রোজা রাখতে পাবে নি;
গতর-খেগো নারাণে ধ'রলে,
আর ছপর ছপর করে বেত মারলে—
আমি ভাল দেখে রোজা এনে দিব;
চার্ বিদ্যেয় কারকুন!

লহনা। ক্যান লো—
হতচ্ছাড়া মিন্‌সে তোকে মার্‌লে?
ছিরেকেও বুঝি মেরেছে?
তাই, দোর দে আছে।
আহা, তাই বটে,
বাছা চুপি চুপি গিয়ে দোর দিলে।
চ' ত চ' ত, জিজ্ঞাসা করি,
যদি ছিরের গায় হাত তুলে থাকে,
নাকে ঝামা ঘষে দেব।
গুরু মিন্‌সে, গতর খেগো মিন্‌সে।
তুই দেখগে যা ত—খুলি ছুঁড়ী
মাগী কোথা গেল?
ও মা—
আমার খান,
আর রক্তের তেজে দেখতে পান না,
আমার ছেলেকেই মারেন! [প্রস্থান।

দুর্ব্বলা। দেখব তোর রোজাগিরি!
আমায় দোকানি পশারি ভয় করে,
গাঁয়ের লোকটা শুদ্ধ ভয় করে;
উনি এলেন বেত মাত্তে।
ও মা! গতরখেগো মিন্‌সে মরে না গা!
বড় মা রাজী হয়েছে,
দেখি গে—
গেল কোথা ছোট মা;
আজ নূতন রোজা এনে তবে আর কাজ।
[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শ্রীমন্ত

শ্রীমন্ত। পিতৃলোক উদ্ধার কারণ
ভগীরথ এনেছিল সুরধুনী;
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু গেল তপস্যায়,
পিতৃভক্তি অসীম তাহার;
পবিত্র জনমে পবিত্র হইল ধরা।
কত শত মহাপাপী পাইল পরিত্রাণ।
আমি অধম সন্তান,
নিরুদ্দেশ পিতা,
তত্ত্ব নাহি লই তাঁর।
নরাধম, কুক্ষণে জনম মম;
জনকে না করি মনে।
ভাগ্যহীন,
পিতা না দেখিনু,
পিতৃ-স্নেহে না হইনু অধিকারী—
পিতার প্রসাদে
ধন জন বৈভব আমার,
কিন্তু কোথা পিতা—
ভ্রমেও না ভাবি মনে,
কে করিবে পুত্রের কামনা আর।
বংশের গৌরব হেতু পুত্র প্রয়োজন,
ভাল খ্যাতি রহিল বংশেতে,
জারজ হইল নাম।
নাহি বুঝি জননীর এ কি রীতি?
নিরুদ্দেশ পতি,
সংবাদ না লন তাঁর।

খুল্লনার প্রবেশ

খুল্লনা। ছিরে! রোষাগারে—
কি হেতু রে বাপধন?

কে তোরে কি বলেছে রে বল্?
কেন রে চঞ্চল,
অবিরল জলধারা বহে চ'খে?
বল্, বাছা বল্,
ত্যজি অন্নজল, কেন আছ ধরাসনে?
কার প্রাণ পাষাণ এমন,
দুঃখিনীর ধনে বলেছে রে কুবচন?

শ্রীমন্ত। কহ মাতা,
কোথা মম পিতা?
নরাধম, বিফল জনম মম।
উপহাসভাজন সমাজে—
লাজে নারি দেখাইতে মুখ;
মনোদুখ কব কি তোমারে—
জারজ কহিল গুরু।
মা গো, বুঝিতে না পারি,
কেমন কঠিন তুমি!
নাহি পতির সংবাদ;
কি সাধে মা রাখ প্রাণ?
কত লোকে কত কথা কয়,
নাহি প্রাণে সয়,
ছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
শুনি তব মুখে,
পিতা মম আছেন সিংহলে—
কিন্তু কোন কালে তত্ত্ব নাহি পাই।
তাই মা সুধাই,
অন্ন-পানি কেমনে গো দাও মুখে!
পিতার কৃপায় অতুল সম্পদ।
তাঁরে কভু নাহি কর মনে?

খুল্লনা। বাছা!
আমি নারী, অর্ণবে ভাসিতে নারি,
সংবাদ কেমনে আনি?
বলে গেল আসিব ত্বরায়।
আছি প্রতীক্ষায়,
কি উপায় করি বল?
দুর্গম সাগরে—ডরে কেহ নাহি যেতে চায়,
তত্ত্ব বল কেমনে পাইব?

শ্রীমন্ত। মা গো! আমি যাব পিতৃ-অন্বেষণে।

খুল্লনা। এ কি কথা বল যাদুমণি!
সংকটে কেমনে আমি পাঠাইব তোরে?
ধরি প্রাণ তোর মুখ চেয়ে,
কেমনে বিদায় দিব বল্?
তুই মোর দরিদ্রের ধন।
সিন্ধুমাঝে কেমনে ফেলিব,
কার মুখ চাব,
কেমনে বাঁধিব প্রাণ,—
ফেলিয়ে অকূলে, সে গেছে অকূলে,
ভুলে আছি তোরে লয়ে কোলে।
আমি রে দুঃখিনী,
যাদুমণি! তোমা বিনে নাহি আর,
কিসের সংসার?
ধন-জন কিবা ছার,
চাঁদমুখ বারেক না হেরিলে তোমার,
অন্ধকার হেরি সব!

শ্রীমন্ত। ভাণ্ডাইও না—
সত্য বল জননী আমার,
পিতা মম আছেন সিংহলে?
মা গো!
শুনি লোকমুখে,
জতুগৃহে পরীক্ষা দিয়েছ।
পতি পদে রাখি মতি;
এবে তাঁরে কেমনে ভুলেছ?
কি কারণ,
যত্নে মোরে কর মা পালন;
যদি নাহি হই মাতা, পিতা অনুগামী?
বহুক্লেশে অসীম সাহসে,
ভ্রমি দেশে দেশে—
কীর্ত্তি রাখিলেন পিতা;
নাহি ধাম,
ধনপতি নাম নিত্য যথা নাহি হয়।
পুত্র তাঁর—জারজ সকলে বলে;
প্রথম বয়সে
ভাল কৈনু নামের ব্যাসাদ,
গৃহে বসি না করি সঞ্চয়,
সঞ্চিত রতন করি ক্ষয়;
কুলাচার এ ত নহে মম।
মা গো! দেবতা ব্রাহ্মণ,
করিয়ে অর্চ্চন,
করে লোকে পুত্রের কামনা,
কেন বল জননী আমায়?
পুত্র সেই পিতারে সেবিবে,
নিরুদ্দেশে উদ্দেশ করিবে,
পিতৃ-নাম করিবে উজ্জ্বল।
মম রীত সব বিপরীত,
কদাচিৎ পিতারে না করি মনে।

না জানি গো কোথা অযতনে,
কেমনে করেন বাস।
যদ্যপি সিংহলে আছেন কুশলে,
সন্দেশ না আসে কি কারণ?
ভাবি তাই,
যদি কোন বিপদে পতিত,
বন্ধুহীন জনার্ণব-মাঝে,
কে তাঁরে দেখে মা বল?
শুনি দুরন্ত সাগর,
নিত্য গ্রাসে কত শত নর;
কি জানি জনক কোথা মোর।
পুত্র হয়ে পিতৃকার্য্য না করিব,
উদ্দেশ না লব,
হেন উপদেশ না দেহ জননি, আর।

খুল্লনা। ছিরে! কি বলিস্ শঙ্কা হয় মনে,
তুই যাবি সাগর বাহিয়ে,
তুলে খেতে শেখনি এখনও;
ঘুমাইলে একা নাহি রেখে যাই।
মনে হয়, পাছে পাও ডর;
মনে হয়,
চলে গেলে পায়ে ব্যথা লাগে তোর;
ননীর পুতলী তুই,
প্রাণ ধরে তোরে ছেড়ে দিব—
হেন কথা নাহি আন মুখে।
শ্রীমন্ত। নিশ্চয় যাইব,
নহে দেহভার না বহিব।
আজ হ'তে রহিলাম অনশনে,
জানিলাম মাতার আমার,
কলঙ্কিনী নামে নাহি ডর।
খুল্লনা। বৎস! গঞ্জনা দিও না আর,
শঙ্করীর পায়ে মেগে নিছি তোমা ধনে,
কে বলে জারজ তোরে?
বলুক যে বলে, নাহি করি ভয়,
পতিময় প্রাণ মম,
পালি তোরে, পতি অনুরূপ হেরি,
কল্যাণ করুন কালী!
যেও বাছা পিতৃ-অন্বেষণে—
সার্থক সন্তান তুমি,
পিতৃভক্তি আর না বারিব তব;
আমি অভাগিনী,
কাঁদিতে জনম মম।

দুর্ব্বলার প্রবেশ

দুর্ব্বলা। ও মা! এমন ত দেখিনে গা—
ব্যাটা উষ্ম করেছে—
পায়ে খানিক জল থাবড়ে দেবে,
মুখে চখে জল দেবে,
টেনে নিয়ে খাওয়াতে বসাবে;
ওমা! এ কি বিড়ির বিড়ির গো।
খোকা আয় রে—আয়,
তোকে জলপান কিনে দি,
এরা ভাত দিবেনি ক?
বলি বড় মা, হেথা রং দেখসে,
মায়ে-পোয়ে মুখোমুখি করে ব'সে আছে।

লহনার প্রবেশ

লহনা। ওমা সত্যি রং।
খুল্লনা। দিদি! ছিরে যাবে পিতৃ-অন্বেষণে।
অনুমতি বিনে নাহি ছোঁবে অন্নপানি।
দিছি অনুমতি,
যাবে,—রবে না শ্রীমন্ত আর।
লহনা। ও মা!
তোরা মায়ে পোয়ে খেপলি?
ও মা দুধের ছেলে, কোথা যাবে গো।
তোর বাপ গিয়েছে—গিয়েছে,
এমন কি কেউ যায় না?
শ্রীমন্ত। বড় মাতা!
মানা নাহি কর আর;
যাইব সিংহলে,
কোন মতে র'ব না হেথায়—
আমা বিনে কেবা আছে তাঁর,
উদ্দেশ লইতে বল?
যতদিন নাহি পাই পিতৃ-দরশন,
ততদিন না আসিব ফিরি।
লহনা। ভাল, যাস্ যাবি,
এখন খাবি দাবি আয়।
ডিঙ্গে সাজিয়ে
তুই যাবি, তোর মা যাবে,
আমি যাব, দুর্ব্বলা যাবে।
শ্রীমন্ত। মাতা! পরিহাস কথা এ ত নয়।
মা গো, কেমন কঠিন তুমি,
স্বামী গেছে দেশান্তরে,
বারেক না মনে কর।
পিতার যে দশা, সে দশা আমার হবে;

অন্য মম নাহি আকিঞ্চন।
যাঁর হ'তে হেরিনু সংসার,
শ্রীমুখ তাঁহার নিশ্চয় দেখিব,—
নহে মম জনম বিফল।
শুনি জননীর মুখে,
বরপুত্র ভবানীর আমি।
অপকীর্ত্তি কেন মা রাখিব,
পিতৃ-কার্য্য কেন না করিব,
জননীর কলঙ্ক ঘুচাব—
যাব মাতা, অন্যথা না হবে।

খুল্লনা। যাস্ বাছা, দিছি অনুমতি;
গেল বেলা করসে ভোজন।

[খুল্লনা ও শ্রীমন্তের প্রস্থান।

লহনা। দেখলি দুর্ব্বলা?
মাগী ছেলে ভুলুতে জানে না।

দুর্ব্বলা। হ্যাঁগা বড় মা!
খোকা যদি গো যায়,
খোকাকে না দেখে থাকতে নার্‌ব বাপু।
বড় মা! তুমি যেতে দিও নি।

লহনা। তুই মাগীও খেপলি নাকি?
দুধের ছেলে কোথায় যাবে,
বায়না নিয়েছে—
খেলে দেলেই ভুলে যাবে।

দুর্ব্বলা। বড় মা!
ঐ মিন্‌সে যত করেছে গো,
রোজা মিন্‌সে যত ক'রেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সওদাগরের বাটীর সম্মুখ
পদ্মা, হনুমান্ ও বিশ্বকর্ম্মা
ব্রহ্মা ও দারুক

পদ্মা। রাজপুরে শ্রীমন্ত গিয়েছে—
ফিরে গৃহে আসিবে এখনি;
শুন হে মারুতি!
ভার তোমা প্রতি ভবানীর,
চিরে দিবে ডিঙ্গা নির্ম্মাণের তরু,
পিতা পুত্রে বিশ্বকর্ম্মা—
করিবে গঠন।
সিংহলে নাহিক পূজা মার,
গিয়ে শ্রীমন্ত তথায়,
পূজা তাঁর করিবে প্রকাশ।
ডিঙ্গা গড়ে হেন যন্ত্রী নাহি হেথা।

হনু। ব'লো পদ্মা, ব'লো জননীরে,
যথাসাধ্য দেবী-কার্য্য করিব উদ্ধার।

বিশ্ব। মা'র কার্য্যে নাহি হবে ত্রুটি।

পদ্মা। রাতারাতি সাত ডিঙ্গা করহ নির্ম্মাণ।

বিশ্ব। দেবীর আদেশ কভু না করিব আন;
কালি প্রাতে সাত ডিঙ্গা ভাসাইব জলে।

পদ্মা। যাই, শঙ্করীরে দিই সমাচার।

[পদ্মার প্রস্থান।

হনু। ঐ বুঝি শ্রীমন্ত আসিছে,
ভক্তের লক্ষণ সব হেরি।

শ্রীমন্ত ও কারিকরের প্রবেশ

কারি। কর্ত্তা!
যদি সাত শয় কারিকর দিতি পার,
তবে দিন রাত খাটিয়ে,
এক বচ্ছরে গড়ি দিতি পারি।
তা যে গড়ন গড়বো—
তা' আর দেখতি হবে না।

শ্রীমন্ত। হেথা কত আছে কারিকর?

কারি। মোরা পাঁচ ঘর আছি,
কুমারখালিতে তিন ঘর আছে,
চাক্‌দায় দু'ঘর,
আর কোথায় কেটা আছে—
মুই ক'তি পারি নি।

শ্রীমন্ত। বৃথা আকিঞ্চন,
বৎসরেক কেমনে রহিব ঘরে!

বিশ্ব। বলি হ্যাদে ও ভাল মান্‌সের ছাওয়াল,
শোন্‌লাম, তোমার কি কাজ পড়েছে, যদি
মোদের দাও ত করি।

কারি। হ্যাদে কি কাজ কর্‌বার চাও?
ডিঙ্গা গড়্‌তি হবে, পার্‌বা?

বিশ্ব। হোঃ!
মোরা ডিঙ্গা গড়্‌তি পিছু পাও করবে?

শ্রীমন্ত। সাত ডিঙ্গা,
কত দিনে পার গড়ে দিতে?

বিশ্ব। যদি মনে করি—
তো রাতারাতি সাত ডিঙ্গা গড়ি।

কারি। হ্যাদে!
এ খ্যাপাগুলোন্ কন থেকে আইছে?
ওরে ডিঙ্গা, ডিঙ্গা, ডিঙ্গা,—

ঠোংগা গড়্‌বার বল্‌ছে না।
কর্ত্তা!
কারিকর জোগাড় কর্ত্তি ছয় মাস লাগবে;
সাত শয় কারিকর!

শ্রীমন্ত। রাতারাতি সাত তরী
পার নির্ম্মাইতে?

বিশ্ব। নইলে আলাম কেন?
এ ত উজনির কারিকর নয়,
যে ঠোগোর ঠোগোর ঠোগোর ঠুগতিইছে।

কারি। হ্যাদে বুড়ো, কে পারে?

শ্রীমন্ত। কেবা বৃদ্ধ যন্ত্রী তিন জন,
বেশধারী হয় অনুমান,
জরাজীর্ণ দেখিতে দুর্ব্বল,
তবু জ্ঞান হয়, অগ্নি যেন ভস্ম মাঝে।
বুঝি কোন দেবতা প্রসন্ন মম প্রতি,
বুঝি,
দাসের মিনতি শুনেছেন কৃপাময়ী—
বিশ্বকর্ম্মা বিনা,
রজনীতে সাত ডিংগা কেবা গড়ে?
দিব যত অর্থ চাহ,
নির্ম্মাণ করহ তরী।

কারি। কর্ত্তা, তুমি ছাওয়াল—
এরা জুয়োচোর।

বিশ্ব। আগুড়ি মোরা ধন কড়ি কিছু চাইনে।
কাল বিয়ানে,
ভোমরার জলে সাত ডিংগা না ভাসাই—
তো যা বল্‌বার বলো,
আর খুসি কর্‌তি পাল্লি,
বক্‌সিস ল্যাব।

শ্রীমন্ত। কালি গড়ে দিবে তরী?

বিশ্ব। বলি, দেখতি চাও, না শুন্‌তি চাও?
মোরা গড়তি চল্লাম।

[বিশ্বকর্ম্মা, হনুমান, দারুক ও ব্রহ্মার প্রস্থান।

কারি। হ্যাদে,
খ্যাপাগুলোন্‌ কন্‌থে মত্তে আল!

শ্রীমন্ত। দেবলীলা কে বুঝিতে পারে,
দেখি, কি আছে মায়ের মনে।

কারি। ডিংগা চান্‌ তো
কারিকর তল্লাস করেন,
কন্‌থে জুয়াচোর আলো,
মোরে দেখে পিট্টান দ্যালে,
আর বল তো মুইও দ্যাখতে থাকি।

শ্রীমন্ত। যেবা হয়, ক'ব কালি প্রাতে।

[শ্রীমন্তের প্রস্থান।

কারি। ছেলেটা ছেমো চাপা,
ঐ যে নুন্নড়ো বুড়োগুলো বল্লে,
যে কালি ডিংগা আন্‌বে,
ঐতি ভরসা বেঁধে বস্‌লো;
নিচু ছেলে, কাজের কি জান্‌বে,
মস্ত কাজটা, হাতে লাগলি হয়।

[কারিকরের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

খুল্লনা ও লহনা

খুল্লনা। ও মা চণ্ডি!
হবে যেবা আছে তোর মনে।
মা গো! পতিহারা আছি প্রাণ ধোরে,
নয়নের তারা ছিরে মোর,
তারে মা গো, কেমনে বিদায় দিব?
এস নাথ, ফিরে এস ঘরে,
হেরিলে তোমারে,
শান্ত হবে শ্রীমন্ত তোমার।
দুগ্ধের তনয়,
যেতে চায় অর্ণবে ভাসিয়ে।
বল, গৃহে কেমনে রহিব?
দেছ মাত্র একটি রতন,
সে রতনে বঞ্চনা কি হেতু কর?
বহিলে হে দক্ষিণ অনিল,
নীরবে সুধাই,
সংবাদ যদ্যপি তব পাই;—
বহে বায়ু কিছু নাহি বলে,
আঁখিবারি নিবারি দুকূলে।
পথিক যে আসে,
তব তত্ত্ব আশে করি কত উপাসনা,
জান না,—জান না,
ললনায় রেখেছ হে কি অসুখে!
ছিরে যেতে চায়, মরি হে শঙ্কায়,
ভয় দূর কর আসি।
ছলে লোকে কলঙ্কিনী বলে,
দাসীর কলঙ্ক নাশ!
বজ্রাঘাত ক'রে প্রাণনাথ—
কোথায় রয়েছ ভুলে?

লহনা। ওলো, কাঁদিস্‌ নে,

লোকের মুখে শুনি,
সাত শ' কারিকর লাগবে,
তবে,
এক বচ্ছরে সাত ডিঙ্গা তোয়ের হবে;
অমনি কি মুখের কথা?
সাতশ' কারিকর কোথা?
বচ্ছরের ভিতর ছিরের বে দেব,
বৌ আন্‌ব, ভুলে যাবে।
ও মা ঘুমিয়ে থেকে ডরিয়ে ওঠে,
এমন দস্যি কথাও ত শুনি নি,
সমুদ্রে ভেসে যাবে!

খুল্লনা। নাথ! কত দিন আর—
কত দিন রবে ভুলে?

লহনা। আ মর্! তোর কেবলি ভাতার!
তোমার ব'ন্! ধনও নয়, ছেলেও নয়,
ভাতারের জন্যে মনটি পড়ে আছে;
ছেলে এসে ঘরে শুয়েছে, দুটো ভুলো—
তা নয়,
ভাতার—ভাতার ক'রে কাঁদ্‌তে বস্‌লো।

খুল্লনা। দিদি! প্রাণনাথ থাকিলে আগারে—
যেতে কি চাহিত ছিরে?
কু-কথা কি বলিত কু-লোকে?
হায়!
ফাটে প্রাণ, মনে হ'লে বিদায়ের দিন।
কেন নাহি রাখিলাম ধ'রে,
কারে আর জানাব যন্ত্রণা,
পতি বিনা সব অন্ধকার মোর।

দুর্ব্বলার প্রবেশ

দুর্ব্বলা। হ্যাঁ গা বড় মা, হ্যাঁ গা ছোট মা!
শুনলুম নাকি পুরন্দরপুরে,
তিন মিন্‌সে বুড়ো থুড়থুড়ে,
রাতারাতি ডিঙ্গে গড়ে দেবে।
দ্যাখ, খোকাকে সে ডিঙ্গে চড়তে দিও নি,
সে মন্তরের ডিঙ্গে জলে টিঁক্‌বে নি;
বুঝি ঐ রোজা পোড়ারমুখো,
ঐ তিন্‌টে উপদেবতা ধরে এনেছে:
আমি সাধে বলি,
ও রোজা ঘরে রেখনি—রেখনি,
ও মা! হতচ্ছাড়া মিন্‌সে সব কত্তে পারে!

লহনা। অ্যাঁ কি বল্লি?
রাতারাতি ডিঙ্গে গড়বে?

দুর্ব্বলা। ও মা! তিন মিন্‌সে বুড়ো,
কেমন কেমন চলে,
কেমন কেমন বলে।

লহনা। রাতারাতি আর ডিঙ্গে গড়তে হয় না,
মুখের কথা, বিশ্বকর্ম্মা আর কি!

দুর্ব্বলা। ক্যানে গো, ভূতে পার্‌বে নি ক্যানে।
গাছ আঁকাড় করে তুল্লে,
নখে ক'রে ফাড়লে,
মছ মছ করে ডিঙ্গা গড়ে ফেল্লে—
ও মা ভূতে আর পারে নি?
ঐ রোজা মিন্‌সে কোত্থেকে
ভূত ধরে এনেছে;
আর ছেলে লেখানয়ে কাজ নেই বাপু।

খুল্লনা। শুন লো দুর্ব্বলা!
আজ নিশা থাকি জাগরণে,
প্রভাতে করিব চণ্ডীপূজা,
এনে দিও ফুল বিল্বদল;
দুর্গা বিনা দুঃখিনীর পানে কেবা চাবে!
কি কহিলে,
সাত ডিঙ্গা গড়ে দিবে রেতে?

দুর্ব্বলা। ওগো হে'গো!
হাটে বাজারে রা পড়েছে পারা—
ঐ বন বিঘে হলো,
একটা ধুলো উড়লো,
আর—
সন্‌-সনিয়ে তিন মিন্‌সে চলে গেলো।
রাজাকে ব'লে
ঐ রোজা মিন্‌সেকে বাঁধিয়ে দাও,
নইলে ভূতের দৌরাত্ম্যিতে
ঘরে টিক্‌তে নার্‌বে।
আজ দেবে ডিঙ্গে গোড়ে,
কাল যাবে কড়িকাঠ নে উড়ে—
ওমা! শুনেছি,
ভূতের ডিঙ্গে নাকি জলে টিক্ সয় না

লহনা। ওলো!
এখানে বসে ভাবলে কি হবে,
ছেলের কাছে যা—
ভূতের বাবার সাধ্য নাই ডিঙ্গে গড়ে।

খুল্লনা। মা গো!
দাসীকে ভুল না—
তোমা বিনা ভরসা নাহিক আর।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

শ্রীমন্তের শয়নাগার

শ্রীমন্ত

শ্রীমন্ত। (স্বপ্ন) মা গো—কোথায় আনিলে?
জলধি-কল্লোলে বধির শ্রবণ মম!
আহা, আহা কিবা পুরী মনোহর,
কেবা ভাগ্যধর অধিকারী,
বল মাতা হেমাঙ্গিনি!
এ কি অন্ধকার ঘোর কারাগার।
কোথায় আনিলে মা গো—
পিতা! পিতা। হেথা তুমি?
কোল দেহ অভাগা সন্তানে।

জাগরিত হইয়া

দুর্গা! দুর্গা!
বিচিত্র স্বপ্নের খেলা,
সত্য কি স্বপন?
কারাগারে বন্ধ পিতা মোর?

দুর্ব্বলার প্রবেশ

দুর্ব্বলা। ওগো খোকা, দ্যাখ—
এই ল্যাখন একজন দিয়ে গেল।
[পত্র দিয়া দুর্ব্বলার প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। (পত্রপাঠ)
"বিশ্বকর্ম্মা, দারুক, ব্রহ্মা আর হনুমান্,
চন্ডীর আজ্ঞায় গড়ে ডিঙেগ সাতখান;
ভাসিছে সুন্দর তরী ভ্রমরার জলে,
দুর্গা ব'লে কুতূহলে চল রে সিংহলে।"

দুর্ব্বলার প্রবেশ

দুর্ব্বলা। হ্যাঁগা, মালাদিগে কি আস্‌তে বলেছিলে? সকাল থেকে ক্যাঁচ ম্যাচ কচ্ছে—যেন কিষ্কিন্ধ্যে পুরী করেছে।

শ্রীমন্ত। কে মালা?
দুর্ব্বলা। নেয়ে মালা গো—নেয়ে মালা।
শ্রীমন্ত। এখানে ডাক না।
[দুর্ব্বলার প্রস্থান।

কি কব মা, কতই করুণা তব,
নিজগুণে রেখ মা চরণে।
ভজন-সাধন-হীন আমি,
আশা দিয়ে ভাসায়ে সলিলে,
ভুল না অধমে মাতা!
ল'য়ে তব নাম করিব পয়াণ,
পূর্ণ মনস্কাম কর গো, জননি মম।

মাজিগণের প্রবেশ

১ মাজি। হৈ কর্ত্তা! ডিঙ্গা ত বাইতে হবে,
তিনটে বুড়ো কারিকর
মোদের খবর দিলে—
দ্যাখলাম এ্যারোল ডিঙেগ বেনিয়েছে,
জলে ভাস্‌তিছে যেন সোণার চাঁপা।
শ্রীমন্ত। কোথা ডিঙ্গা?
১ মাজি। ডিঙ্গা তোমার লয়;
বল্লে যে শ্রীপতি সওদাগরের।
শ্রীমন্ত। চল দেখি গিয়ে কোথায় তরণী।
১ দাঁড়ি। হ্যাদে, এ ক্যামন সয়দাগর।
আপনার ডিঙ্গা কনে?
মোদের দেখিয়ে দিতি হবে;
ক্যাবল্ ছেলেটা—
ও কি সয়দাগরিতে যাতি পার্‌বে?

গণৎকারের প্রবেশ

গণ। খুড়ো!
তোমার ডিঙেগ সাত খান ভাস্‌ছে জলে,
বৌ-ঠাক্‌রুণ বল্লে যাবে সিংহলে,
বড় লগ্ন ছিল,
আজ বৈকেলে যাত্রা কর্‌লে,
বায়ু বইবে ঈশান কোণে,
ভোরে যেত ধনে ধনে,
দক্ষিণে কেতু, রাহু বাম;
পূর্ণ করেন মনস্কাম।
শ্রীমন্ত। এস, যাই দেখি গিয়ে তরী।
গণ। বড় ভাগ্যিমান এ সাধুর পো,
বেড়ে উঠবে শোঁ শোঁ।
[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পূজাগৃহ

খুল্লনা

ভূপ-খাম্বাজ—একতালা

জয় নীলবসনা পদ্মাসনা
বিমল-উজ্জ্বল-বরণে।
মধুর হাস তমোবিনাশ,
মন বিকাশ স্মরণে॥

নগবালা নব নলিনীমাল,
নব নীরদ কেশজাল,
নব নিশাকর শোভিত ভাল,
তড়িত জড়িত চরণে॥
তন্ময়ী তারা ত্রিতাপতারিণী,
শরণাগত-শমনবারিণী,
পরমা প্রকৃতি প্রমথচারিণী,
দুর্গা দুখহরণে॥

খুল্লনা। হেমাঙ্গিনী, হেমঘটে হও অধিষ্ঠান!
পদছায়া দেহ গো অভয়া,
পূজা ধর মহামায়া।
কৃপা করি ইচ্ছায় মা গড়িয়াছ তরী,
পদতরী শুভংকরী, দিও মা, ছিরেরে।
দেখা দিয়ে বলেছ দাসীরে,
পূজা লবে দয়াময়ি!
হও মা সদয়,
কিঙ্করীর ঘুচাও গো ভয়?
ইচ্ছাময়ি! ইচ্ছায় তোমার,
ছিরে যাবে পারাবার পার,
দেখ, যেন থাকে মনে গণেন্দ্রজননি,
দুরিতনাশিনি!
দুর্গমে দিও মা দরশন।
ছিরে তোর, দিয়েছ আমায়,
তোর দাসে, সঁপি তোর পায়,
স্থান দিও ভুল না ভৈরবি!
পাথার দুস্তর,
নিস্তারিণি! কর মা নিস্তার,
মা! আমার ছিরে এনে দিও ঘরে,
মহেশমহিষি!
দাসীর মিনতি রেখো,
দেখ, দেখ দুঃখিনীর ধনে।

শঙ্করা-ছায়ানট—যৎ

কিঙ্করীরে কৃপাময়ি! ভুলেছ কি আছে মনে।
পূজিতে রাজীবপদ বারি ঝরে দু'নয়নে॥
পরাণ শিহরে তারা, ভাসাব নয়ন-তারা,
অভাগিনী পতি-হারা, সন্তানে সঁপি চরণে!

শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। শুভদিন আজি,
আজি যাত্রা করিব জননি!

খুল্লনা। শোন্ ছিরে, পূজ অভয়ারে,
মাগ' মনোমত বর,
কর ধ্যান একমনে মায়ের চরণ—
ইচ্ছাময়ী প্রসন্ন হইবে,
সুফল ফলিবে,
বিফল সকলি মায়ের করুণা বিনা।
নিলে মার নাম, পূর্ণ সর্ব্বকাম,
গভীর সাগরে, উচ্চ গিরিশিরে,
রণে, বনে, মশানে, নাহিক ভয়।
দয়াময়ী মা আমার,
কর সার পদযুগ তাঁর,
পারাবার তরিবে গো-ক্ষুর সম।

শ্রীমন্ত।— গীত

কেদারা-কামোদ—একতালা

রেখ মা আমারে, অকূল পাথারে,
গিরিশ-মানস-আসনা॥
পিতা পরবাসে, যাব বড় আশে,
শবাসনা পূর বাসনা॥
স্মরি শঙ্করি! সভয়ে,
দেখো রেখো ও মা অভয়ে,
ভুল না ভুল না ভবেশ-ললনা,
করো না দাসে ছলনা॥
দাসে দয়া কর কালি! ঘুচাও মনের কালী,
মুণ্ডমালী মহেশমোহিনী।
হররমা দুখ হর, কলঙ্ক ভঞ্জন কর,
অপাঙ্গে মা শশাংকধারিণী॥
গৃহবাস পরিহরি, অকূলে ভাসাব তরী,
শুভংকরি, তুমি মা ভরসা।
যাব মা গো বড় আশে, নিরাশ ক'র না দাসে,
হর দুর্গে দীনের দুর্দ্দশা॥
সহে না মা অপমান, রাঙ্গা পদে দেহ স্থান,
দেখ তারা সন্তান তোমার।
তুমি অনাথের গতি, রেখ রেখ হৈমবতী,
ভুল না মা সন্তানের ভার॥

বেহাগ-খাম্বাজ—আড়াঠেকা

মা ব'লে ডাকিলে তোরে, আশায় হৃদয় পূরে।
ভেসে যাব পারাবারে,
থেকো না থেকো না দূরে॥
কৃপা কর হৈমবতী,
পদে যেন রহে মতি,
তব নামে ভগবতি, অন্তর ভাসে মধুরে॥

গণকের প্রবেশ

গণ। থামাও এখন পুজোর কিলকিলি;
যাত্রা ক'ত্তে হবে বেলাবেলি।
শ্রীমন্ত। মা গো! হয়েছে সময়,
বিদায় কর মা মোরে;
মঙ্গলার কর মা অর্চ্চনা—
কর মা মঙ্গল গান।
শুভ লগ্নে করি মা পয়াণ,
আসিব মা ধরিয়ে পিতার কর।
খুল্লনা। লহ এ অঙ্গুরী—
পেলে পিতৃ-দরশন দিও নিদর্শন।
অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা তুলি
দিই মা, ছেলের হাতে,
দেখ চণ্ডি! ভুল না কো,
থেকো সাথে সাথে;
তোমার ছিরে এন ঘরে, অধিক কব কি।
সংকটে সাগরে রেখ হিমালয়ের ঝি॥
শুন বাছা! রেখ মনে মায়ের বচন,
দুর্গা নাম ভুল না কখন;
যথা যেরূপে রহিবে, দুর্গা নাম লবে,
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হবে তোর।
যেবা নিত্য দুর্গা নাম লয়,
বিপদ্ না রয়,
ভব-ভয় ঘুচে অনায়াসে!
পূর্ণ কাম, ভুল না সে নাম,
দেখ রে, ভুল না কথা,—
যাত্রা কর "দুর্গা দুর্গা" ব'লে।

আড়ানা-খাম্বাজ—একতালা

দুর্গে দীনদুখহারিণী।
শিবরাণী ভবভয়বারিণী।
জাগো মাগো হৃদয়ে—জয়দে জগজননী।
অপারে দূরে, বিপদ-সাগরে,
দুর্গা নাম বল অবিরাম,
দয়াময়ী হর-ঘরণী॥
রঞ্জিত রাঙা চরণকমলে,
মধুসাগর সতত উথলে,
প্রাণ সদা পিও কুতূহলে,
দূরে যাবে দুঃখ-রজনী॥

শ্রীমন্ত। বড় মাতা! বিদায় যাচি গো পদে—
লহনা। বাছা তোর চাঁদ মুখ—
আর কদ্দিনে দেখতে পাব?
ছিরে!
তো বিনে আমার পুরী অন্ধকার হবে?
শ্রীমন্ত। দুর্ব্বলা, কর গো আশীর্ব্বাদ।
দুর্ব্বলা। মনের সুখে থেক,
বাপ-পোয়ে ঘর্‌কে এস।
গণ। এই ব্যালা ডান পা বাড়াও।
সকলে। দুর্গা! দুর্গা! [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

মগরার মোহানা

শ্রীমন্ত ও নাবিকগণ

নাবিকগণ।

মাল-বিভাস—খেমটা

ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে, কত্তিছে গোঁ গোঁ—
ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো।
হ্যাদে দ্যাখ চাকচিকুনি,
দ্যাখবি হ্যানে জলের ঘানি,
ঝোড়ো দাদা উষ্ম ক'রে আসতিছে সোঁ সোঁ।
শেষে সামাল দিতে নার্‌বা ডিঙ্গা,
ডাক্‌বে বুড়ো কোঁকোর কোঁ॥
শ্রীমন্ত। জিনি মেঘের গর্জ্জন,
এ কি ভীম জলনাদ।—
জল, জল, চারিদিকে,
স্থল নাহি দেখি আর,
উঠে-ফোটে—ছোটে,—
স্থির কোথা দর্পণ যেমন;
কোথা মহারোলে পাকে পাকে বুলে;
এই কি সমুদ্র, কর্ণধার?
মাজি। এ মগরার মোহানা গো,
ডিঙ্গে বেঁধে থোব ভাবছি;
ওরে, ডান পারের টেক্ তেগ্যা বা—
ম্যাঘটা উঠতেছে ঝাঁ ঝাঁ।
শ্রীমন্ত। দেখ দেখ কর্ণধার!
অকস্মাৎ ঘোর মেঘ উঠিছে ঈশানে;
বুঝি দ্রুত ইরম্মদ বাহনে ছুটিছে,
গগন ঘেরিছে,
চারিদিক এখনি বেড়িবে,
যেন কালের দর্পণ।
কাল জল দেখে কাঁপে কায়,
দেখ উল্কাপ্রায় ধায় মেঘরাশি,

দলকে দামিনী,
বজ্রনাদে বিদারিয়া দিশা।
এ কি ঘোর নিবিড় তমসা,
যেন কোটি দৈত্যের ফুৎকার,
ঘোর হুহুঙ্কার,
এলো এলো এলো মহাবায়।
মাজি। হ্যাদে বাদামওয়ালা।
সকলে। আরে গেল-গেল-গেল—
১ না। হ্যাদে টান দে—
২ না। দিতি হয় টান এসে দে;
হাঁপানে নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে।
৩ না। হ্যাদে! ডিঙ্গা দুলে খায়।
সাদুর পোলা, দেবতার নাম নে,
এ হাঁপানে ডিঙ্গা রাখতি পারে—
কেটার দাদা?
শ্রীমন্ত। বুঝি আর নাহিক নিস্তার,
আশাশূন্য অকূল পাথার,
এ কি ভয়ঙ্কর জলধারা—
জ্ঞান হয়, একাকার হবে পুনঃ।
ঘোরনাদী তরঙ্গ বিশাল,
তাল-তরু সম তোলে শির;
ডিঙ্গা লয়ে খেলিছে ভৈরবী খেলা।
তোলে ফেলে, গেল বুঝি গেল তরী,
বিষম সংকটে কে আসিবে তটে;
শঙ্করি! রাখ গো পায়।
রক্ষ রণাঙ্গনা, আঁধার-বরণা,
এ ঘোর আঁধারে নাহি দেখি দিশা;
করি-করাকার ধারা অনিবার,
রাখ দাসে করীন্দ্রনাশিনি!
বিদ্যুৎবরণি!
আকুল পরাণী দারুণ দামিনী হেরি;
ঘন ঘোর ছাঁদে পবন নিনাদে,
কাঁদে প্রাণ রাখ কৃপাময়ি!
রুদ্ররূপে তরঙ্গ ধাইছে,
রুদ্রাণি! শ্রীপদে রাখ,
রাঙা পদ ভবার্ণবে তরী,
আইলাম স্মরি,
ক্ষুদ্র জলে কেন তবে ডুবে মরি?

জয়জয়ন্তী-মল্লার—ঝাঁপতাল

তুমি মা রয়েছ কাছে, মা আমারে ব'লে দেছে।
ছেলে ব'লে নে মা কোলে,
ভয়ে মরি ডুবি পাছে॥
কাঁদিলে মা এস ধেয়ে, কেন মা না দেখ চেয়ে,
মা কি তুমি নও মা তারা,
মা তুমি ত মা বলেছে॥
সকলে। গেল গো!—গেল গো!
শ্রীমন্ত। এখনি ডুবিবে তরী,
দুর্গে! তার দুস্তরে দীনেরে।
[ঝম্প প্রদান।
সকলে। ওরে চর চর!
ধবজি গাড়, ধবজি গাড়।
শ্রীমন্ত। এ কি অকস্মাৎ দিনমণি ভাতে,
বারিবিন্দু নাহি আর
নাহি সমীরণ-শন্‌শনি।
স্থির শান্ত জল,
যেন ঝড়দল, জলধারা,
হয় নাই কোন কালে।
নির্ম্মল গগন,—
ব্যোমচর ধীরে ধীরে ফিরে,
প্রতিবিম্ব নীরে,
দিক্ হাসে, হাসে ধরা স্বর্গবাস পরি,
কি কুহক বুঝিতে না পারি।
২ না। হ্যাদে এই পাঁচগণ্ডা—
আর এই দু'বছর ডাঁড় ধত্তেছি,
মগরার এমনটা ত দেখি নি;
হেতা আঁদি এলে,
তিন দিনের কম-ত ছাড়ে না,
মোর মেজ তালুই বল্‌ত—
এই মগরাটা আঁদির জড়।
হ্যাদে আর জলে দাঁড়িয়ে কেন?
ও সাধুর পোলা?
শ্রীমন্ত। সকলি মা করুণা তোমার,
সারাৎসারা পরাৎপরা ভবদারা,
দীনে দয়াময়ী বিনে, দুর্গম অরণ্যে,
জলে, স্থলে, অনলে, গরলে,
রণে, বনে, বিপদ্‌সাগরে
কে তারে মা তারা!

সাহানা খাম্বাজ—তাল ফের্‌তা

শরণাগত দীনে, কে রাখে জননী বিনে।
আকিঞ্চন, যেন রহে মন,
নিয়ত রাঙ্গা চরণে।
ভীত তাপিত পতিত জন,

যে চাহে রাঙ্গা পদ শরণ,
প্রসন্নময়ি! প্রসীদ তখন,
দুর্গম রণে গহনে॥
ডাক মা বলি বদন ভরি,
দিনকর শশী ভ্রমে যারে ডরি,
যার মহিমা প্রকাশে পবন,
ভুল না ভুল না, মা ব'লে ডাক না,
কিবা ডর আর শমনে॥

চল, বাও, আর শঙ্কা কিবা—
দয়াময়ী করেছেন দয়া;
দে'খ ধ্বজা—
পশ্চাতে আসিছে ছয় ডিঙ্গা।

নাবিকগণের গীত

হ্যাদে! দ্যাখ উঠল রে ফুরফুরে বা
কেমন কেমন করে গা।
বদন তুলে বৌ সোণা তুই ফিরে চা।
চাঁদের কোণা খাইছ ছাঁচি পান;
কও না কথা, দিস্ নে ব্যথা;
রাখ্ না মানে মান,
তোর গোস্মা ভারি, সইতে নারি,
দ্যাখ্ না রে তোর ধরি পা॥

[প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক

শূন্যে চন্ডী ও পদ্মা

চন্ডী। দ্যাখ্ পদ্মা!
ছিরে মোরে ভোলে নি সংকটে।
পদ্মা। মা গো! মনোভ্রান্তি ঘুচাও মা মোর;
বুঝিতে না পারি,
কি ভাবে গো ভবেশ্বরী!—
অনায়াসে ব'লে দিতে পারি,
কোথা সাগরে জঠরে, প্রস্তর-পিঞ্জরে
ক্ষুদ্র কীট কিবা করে;
কিংবা ব্রহ্মলোকে পরম পুলকে,
চতুর্ম্মুখ কি ভাবে মগন।
মা গো!
তোর চরণ-কৃপায় সকলই ত জানি;
কিন্তু মা গো বুঝিতে না পারি,
ভক্ত সনে খেলা তোর।
এই ত মা আজ্ঞায় তোমার,
যেন ভীম পারাবার,
এল ধেয়ে শতমুখী হ'য়ে—
নদ নদী অগণন।
ভূতদ্বন্দ্ব গগনে ব্যাধিল,
পলকে অমনি হাসে দিনমণি;
কেন গো জননী?
কি কাজে এ কাজ তোর?
চন্ডী। শোন্ পদ্মা!
মোহে অন্ধ ভবে ভ্রমে নর—
পাছে মৃত্যু-দন্ড লয়ে ধায়,
ফিরিয়ে না চায়,
মদগর্ব্বে উন্মত্ত বেড়ায়;
রিপুর বন্ধনে,
আগুপাছু যাইতে না পারে।
এক চক্রে ঘোরে,
বার বার মজে, বুঝেও না বুঝে,
জড় প্রকৃতি-জড়িত।
জড় ইন্দ্রিয়-চালিত।
জড়তায় চৈতন্য লুকায়,
সুখ-লিপ্সা সহজে প্রবল,
তাহে আশা করে ছল,
ওঠে নাবে অর্ণবে যেমন।
হিংসি পরস্পরে মহাপাপ ঘোরে,
দুস্তর নরকে ডোবে।
আহা!
জীবের এ দশা দেখিতে না পারি আমি,
হায়! হায়! কাঁদিতে না চায়,
জড়তা কেমনে যাবে?
হৃদ্‌পদ্ম না হ'লে বিমল,
কোল দিলে সে ত না জানিবে,
মম প্রেম সে ত না বুঝিবে;
না ঝরিলে নয়নের জল।
না ফোটে কমল,
প্রেমে কমলিনী পানে
না চায় চৈতন্য-রবি।
সে আলোক বিনে, বল না কেমনে,
ভক্ত মম রবে মম কোলে;
জ্যোতির্ম্ময়ী আমি, ক্লেশ তার হবে তায়।
ছিরে মা বলে আমায়—
হৃদয় জুড়ায় শুনে,
পদাশ্রয় দিব তারে।

তাই তারে করিব ছলনা,
ভক্তি যাহে পায় উত্তেজনা;
ভক্ত মোরে ভক্তিপণে কেনে।
পদ্মা। মা গো!
তত্ত্ব কে বুঝিবে তোর,
পঞ্চানন ধ্যানে নাহি পায়;
কি কাজ করিব মাতা!
চণ্ডী। চল কালীদহে!

[**প্রস্থান।**

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সেতুবন্ধ

নাবিকগণ ও শ্রীমন্ত

মাজি। হৈ কর্ত্তা!
রামায়ল মুই শুন্‌লাম,
পীরির গানের কাছে কিছু খাট ঠেকে।
শ্রীমন্ত। শুন কর্ণধার, অপূর্ব্ব কথন,
কপিগণ বেঁধেছিল এ জাঙ্গাল,
ঐ দেখ মন্দির সুন্দর,
মহেশ্বর রামেশ্বর নামে—
তাহে সর্ব্ব-বরদাতা প্রসন্ন-দেবতা।
২ না। হ্যাদে কর্ত্তা!
তবে না কি শুন্‌চি—
হলুমালটা সাগর লোঁপিয়েল?
মাজি। ওরে টান দে—টান দে—
শ্রীমন্ত। বলেছি তোমারে,
সাগর-লঙ্ঘন কথা।
মাজি। হ্যাদে পাল ছেড়ে দে—
খুঁজতে গিয়েল কারে?
২ না। মনে রাখতি পারে না,
ঐ হলুমালটা হেরিয়েল।
শ্রীমন্ত। হরেছিল সীতারে রাবণ।
৩ না। ওই শুন্‌চিস্‌?
যেটার নাক কেটে দিয়ে এল;
হ্যাদে বাইতে জানে না;
কও কর্ত্তা, কও?
মাজি। রামটা জুয়ান কেমন ছিল গো?
২ না। বড্ডি—
দশটা মাথা কড়মড়িয়ে খায়?
৩ না। বুঝি গর্দ্দানটা খুব জবর ছ্যাল।

শ্রীমন্ত। ভূতপতি ভব, ভব-ভয় বার,
রামেশ্বর হর দুঃখ-ভার;
পিনাক মণ্ডিত পবিত্র পাতা,
পিতা নিরুদ্দেশ উদ্দেশ-দাতা,
কাতর কিঙ্কর শরণ মাগে,
জারজ গালি হৃদয়ে জাগে—
ভাসি ভাসি নমি পাথারমাঝে;
স্থান দিও পদে রাজীবরাজে।
২ না। হ্যাদে দেখ—
কর্ত্তা মোদের মন্দির দেখলিই
বিড়ির বিড়ির বক্তি থাকে;
প্যারের নাম দে—
হ্যাদে ও কর্ত্তা, কি বল্‌তেছিলে?
হা, রাবণটার নাক কেটে দিলে;
রাবণটা বন ছিল কার?
ওর ভাইরে না বল্‌তি গেল?
৩ না। হ্যাঁ, চুপ দে, খয়ের ধোষম!
শ্রীমন্ত। শুন কর্ণধার,
রামেশ্বর মহাদেবে পূজে
রামচন্দ্র পেয়েছিল সীতা,
আহা! মনোবাঞ্ছা পূরিবে কি মোর?
মাজি। তুই ভেড়্যা, বল্লি হলুমালটা হেরিয়েল,
হেরিয়েলো সীতে, শোন!
শ্রীমন্ত। আহা! কিবা নীলচক্র মনোহর,
তমালনীলিমা জিনি
কিবা নীলিমা বিশাল,
নীল ধীর তরঙ্গ উথাল,
নীল বক্ষে নীলাকাশ ছবি ধরে,
আহা! ঊর্দ্ধে নিয়ে ভাতে দিনকর,
কিরণ-নিকর জড়িত তরঙ্গ খেলে,
মম হৃদি-স্থলে দে মা দুর্গা, আসি দেখা,
তব পদ স্মরি, ভাসি এ অকূলমাঝে;
ভুল না মা হৈমবতি।
মা গো, নিলে তোর নাম,
আশায় হৃদয় নাচে!
নিলে তোর নাম কলঙ্ক পলায় দূরে,
কালি! হৃদয়ের কালী কর দূর,
হায়! কোথায় জনক মম,
কবে পিতা ব'লে পুলকে পূরিবে প্রাণ
হবে মম সার্থক জীবন,
পবিত্রা সাবিত্রী সম জননী আমার
দাসী তোর, মহেশবিলাসি!

রেখ না মা কলঙ্ক তাহার নামে।
২ না। হেগা কর্ত্তা!
যদি হলুমালটা পেলিই এলো
তো লেঞ্জে আগুন দিলে কার?
ভাল বল্তি পারিস্,
হ্যাদে ও মাজি! রামায়ল ত শুন্লি—
মাজি। নে, টান দে—টান দে।
২ না। টান দিচ্চি,
তুই কইতে পারিস্?
মাজি। পুছ কর সাধুর পোলারে,
মোরে পুছ কচ্ছ? ভটচাজ্জি পেইচ?
ছলটা ধরা তোর কেমন বাই,
শুন্লি লেঞ্জে আগুন দিলে,—বস্।
২ না। কথাটা পড়লিই তলিয়ে বুঝতে হয়।
মাজি। নে রাখ তোর বোজাবুজি,
সোজাসুজি ডাঁড় বেয়ে চল্।
ঐ ধুজি না দেখিয়ে
সাধুর পোলা এক গোল তুল্লে,
বলি ও কর্ত্তা!
এ হাল যে কেউ টান্তি চায় না,
তুমি ত রামায়ল গান ক'চ্চ,
পুছবে এনে ল্যাজির কথা।
শ্রীমন্ত। বাহ তরী দিব পুরস্কার,
পাব কি পিতার দরশন?
সীমাশূন্য সলিল প্রান্তর,
কোথা পাব, কোথায় খুঁজিব;
এতদিন সিংহলে কি হেতু পিতা মোর।
বুঝি বিধি বাম, না পাইব পিতৃ-দরশন;
নিরুপায়ে উপায় মা তুমি,
ভরসা মা চরণ দু'খানি—
নহে কি গো ভাসি এ অর্ণবে,
মা গো!
তীর সম বেগে তরী যায়—
তবু প্রাণ ধায় আগে আগে,
যত দিন বয়, তত মম ব্যাকুল হৃদয়;
কোথায় আমার পিতা;
আমি অভাজন, চরণ-দর্শন,
কখন কি পাব!
উঠে কোলে, পিতা বোলে জীবন জুড়াব!
কর্ণধার! কতদূর আর,
কত পথ সিংহল যাইতে?
মাজি। কর্ত্তা! এ তোমার রামায়ল লয়,
পট পট বল্তি থাক্বে,
এ পানি টালি যাতি হবে!
মোরা কি কসুর কত্তি নেগেছি,
দিন রাত বাইতিচি।
শ্রীমন্ত। মম হৃদি-বেগ নাহি জান কর্ণধার,
মনে হয় পক্ষভরে যাই উড়ে,
মনে হয়,
অকূল পাথার সাঁতারিয়ে হই পার!
মাজি। হ্যাদে, সাধুর পোলা,
বিড়ির বিড়ির বক্তিছ, বক,
সাঁতার দিবার চাও কনে,
দেখতেচ—
মহানাটার বিগে,
গোঁ গুঁইয়ে জল ঢুক্তেছে,
এরিরে বলে লঙ্কার মহানা।
২ না। হ্যাদে, এটা কোন লঙ্কা গো?
যেতা খুব আম খেয়ে এলো!
মাজি। আম খেয়েলো খেয়েলো—
তু-সুমুন্দির কি,
ফের রামায়ল খুঁচিয়ে তোল্চ্চেন;
তুই বড় খোট ধরিয়েওয়ালা,
বল্দিনি?
পিরির পালার তোরে একটা জিজ্ঞাসি—
"মাঠে বসি খেল্তিছিল—
মসলমানের ছেলে,"
ক দিনিই?
২ না। হ্যাদে মামু,
পুছ্ করেছে দ্যাখ।
মাজি। পুছ্ কর্ছে দ্যাখ,
উনি লাজের কথা পুছ্ কর্বার পারেন,
আর কেউ পুছ্ কর্বার পারে না;
কার্কুন হইচেন,
চ তুই চ,
তোরে ফের মুই পুছ্ কর্বো।
২ না। চ দেহি কেটা
পুছ্ কর্বার মত পুছ্ করে,
বল দেহি কোহিল ডাহে কেন?
মাজি। হেরে, তোরা টান্বি?
না, বকর বকর কত্তি দিবি?
কোয়েল ডাহে কেন?
কোয়ল ডাহে তোর ব'নেরে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কালীদহ

শ্রীমন্ত ও নাবিকগণ

শ্রীমন্ত। আহা! আহা! হেথা কোথা শুনি পিকরব;
সীমাশূন্যে সলিল-মাঝারে
ভ্রমর-গুঞ্জন কিবা হেতু।
আহা! মৃদু মধু কুসুম-সৌরভ,
কোথা হ'তে বহিছে অনিল?
দেখ চেয়ে,—দেখ দেখ ন্যেয়ে,
অসীম সাগরে কি সুন্দর উপবন।
থরে থরে স্তবকে স্তবকে,
নানা বর্ণ ফুটিয়াছে শতদল!
কুমুদ কহ্লার কোকনদ নানা রাগে,
অনুরাগে উড়ে বসে অলি,
হংস হংসী সুখে করে কেলি,
প্রেমরণে মৃণাল ধরিয়া টানে।
চক্রবাক চক্রবাকী খেলিতেছে সুখে,
মুখে মুখে খঞ্জনী খঞ্জনে ধরে,
ডাহুকী ডাহুকে চুম্বিছে কৌতুকে,
পদ্মবনে আনন্দ উৎসব!
ষড়ঋতু বিরাজে এ স্থানে,
কুহুতান মন্দ মন্দ;
মেঘের গর্জ্জন সনে;
কার এই কুসুম-ভাণ্ডার?
মাজি। হ্যাদে ও কর্ত্তা,
জলের মাঝে ভাঁড়ার পালে কম্‌নে?
শ্রীমন্ত। দেখ দেখ কর্ণধার,
কুসুম রতন কত
হাসে ভাসে স্থির কালীদহে।

পঞ্চম-বাহার—একতালা

সাগর ধরে আদরে হৃদয়ে,
অসীম কুসুম-প্রান্তর।
ধীর সলিল ঢল ঢল,
মৃদু অনিল তর তর॥
শতদল কত দোলে দলে দলে,
যেন শত শশী ভাসে কাল জলে,
আমোদিনী ভাসে কুমুদিনী,
তরুণ তপন যেন মণিশ্রেণী,
রক্ত পীত সিত রাগে,
কহ্লারমালা হাসে অনুরাগে,
অলি ছোটে, মধু লোটে—
বিহঙ্গ-গীত উথলে কত, কুহু কুহু—পিকস্বর॥

ক্রোড় অঙ্ক

শ্রীমন্ত ও নাবিকগণ

শ্রীমন্ত। দেখ দেখ কর্ণধার!

দেশ-বেহাগ—কাওয়ালী

চাঁচর চিকুর কাল কাদম্বিনী।
কে বামা নবীনা নলিনী-বাসিনী?
ধীরে কত চাঁদ নখরে ফিরে,
দোলে রাঙা পদ কত কমলকুঞ্জে,
মধু আশে কত ভ্রমর গুঞ্জে,
মরি মরি, কিবা মাধুরী নেহারি,
হেমজড়িত দামিনী॥
গ্রাসে রমণী করী ধরি করে,
উগারে পুন প্রাণ শিহরে,
হাসে, তম নাশে,
কত রবি ছবি কিরণে ঠিকরে,
পল্লব জিনি নবীন অধরে,
করী ধরে কে রে ভামিনী॥

মাজি। হ্যাদে এটা খেপা নাহি?
বল্‌তিছে কি?
হ্যাদে কর্ত্তা, কি গো?
শ্রীমন্ত। হের মনোহর কমল কাননে,
ভয়ঙ্করী সুন্দরী বিহরে,
এলাইত বেণী, জিনি কাদম্বিনী,
গ্রাসে করী ধরি বিকটদশনা,
দেখ না ললনা,
শতদলে বসিয়াছে ছলে,
ভুবনমোহিনী,
নাহি জানি কেবা কুহকিনী,
নীরে নারী ভয়ঙ্করী,
রমা নিরুপমা, পদতলে লোটে রবি।
মাজি। হ্যাদে কর্ত্তা কনে গো?
শ্রীমন্ত। দেখ দেখ কালীদহে,
তরঙ্গে না জানি,
কমলিনী কেমনে ফুটিল?
কমলে কামিনী কোথা হ'তে এল?
করী ধরে করে—

কমল মৃণালে ভার নাহি লাগে তায়!
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে
অনায়াসে বারণ গ্রাসিছে।
দেখ দেখ সুন্দরী ভাসিছে,
কালীদহে কমল-আসনে;
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়,
পিয়ে মধু কমল আধারে,
গুঞ্জি ভৃঙ্গ কমল-চরণে লোটে।
ওঠে ধ্বনি মধুর কিঙ্কিণী জিনি,
জলে মহোৎসব, শুনি পিকরব,
ভয়ে পবন না চলে, বসি শতদলে,
দেখ, বামা খেলিছে ভৈরবী-খেলা।
৩ না। হ্যাদে কনে কর্ত্তা?
২ না। আরে চুপ দে হালা,
দেখতিছিস্ নি,
বিড়ির বিড়ির বক্তি থাকে,
জলে ঝাঁপ দিতি চায়।
জলের বিচখানে বলে কোহেল ডাহে,
আর দেখ্ না,
বলতেছে মেয়ে ছেলেটা, নাহি
হাতী গিল্তি পারে।
শ্রীমন্ত। আহা! জুড়াল এ প্রাণ,
হেরি রাঙ্গা চরণ দুখানি;
সাধ হয় ধরি হৃদে,
প্রাণ চায় বিকাইতে পায়,
মা বলিতে রসনা ব্যাকুল,
ভয়ে কাঁপে কায়, তবু আঁখি ধায়,
হেরিবারে বারণবদনী।
৩ না। হ্যাদে এহানে চর পালি হয়,
এ পাগলারে নি,—
কোন সুমুন্দি বাইতি পারে।
২ না। চর পালি মুই সর্বো,
ন্যেয়েগিরি কর্তি ত
আর জান দিতি আসি নি?
গোলুইয়ে চলতিছি
ডাঁর গে ধত্তেছি, ধেকা মেরে কি
দরিয়ার বিচে ফেলায় দিবে?
জান দিতে কি চাটগাঁ থেকে আইচি?
শ্রীমন্ত। দেখি দেখি, দেখিতে না পাই,
পুন হাসে কমলবাসিনী,
পুন করী গ্রাসে, উগারে ভামিনী পুনঃ—
দেখ দেখ কর্ণধার!

মাজি। বিয়ান থে দেখতিছি
গণ্ডার ধত্তেছে, হাতী ধত্তেছে,
একটা বাগ পালি ধর্বে অ্যানে?
শ্রীমন্ত। ভাগ্যবান্!
এ সাগরে কেবা অধিকারী,
এ অসীম প্রসূনভাণ্ডার বল কার?
অধিষ্ঠাত্রী কে দেবতা রাখে বন।
হের কিবা অপূর্ব্ব এ লীলা,
করী সদা দলে মৃণালিনী,
হের! নবীনা রমণী,
নিবারিছে প্রমত্ত বারণে,
যথা মানব-হৃদয় মৃণালিনীময়,
গর্ব্বমত্ত করী তাহে দলে,
করুণায় গর্ব্ব পরাজয়
চিত-শতদলে দলিতে না পারে,
শতদলপরে,
করুণা-প্রতিমা আনন্দে বিহরে,
হের আজি নীরে সেই খেলা!
২ না। হ্যাদে বল্তিছে,
ছাতির উপর হাতী চালায় দিবে,
হ্যাদে মামু সেঁতরে পালিয়ে যাই,
চরে গেলি আর জান থাকবে না।
হাতী নিয়ে ছাতির উপর চাপাবে।
মাজি। আরে চুপ দে,
যা বলে তা শুনে যা,
তোরে আমি বল্তেছিলুম,
রামায়লের কথা তুলিস্ না।
শ্রীমন্ত। সাক্ষী হও, ওহে কর্ণধার,
নৃপতিরে দিব সমাচার,
কালীদহে দেখিলাম কিবা ছবি।
মাজি। ভাবচ কেন কর্ত্তা,
মোরা ঠিক ঠাক বল্বো,
জলের বিচে কমলকলি দুল্তিছে,
হাতীটা ধর্তিছে আর গিল্তিছে!

ক্রোড় অঙ্ক

শ্রীমন্ত ও কর্ণধার

শ্রীমন্ত। ধন্য কর্ণধার!
ধন্য তব তরী সঞ্চালন,
তীরবেগে বারি মাঝে ধায়;
দেখিতে দেখিতে কালীদহ লুকাইল।

পরজ ভৈ'রো—কাওয়ালী

ফুরাল সুখ স্বপন।
কমলবাসিনী, লুকাল কামিনী,
লুকাল করী কমলবন॥
মরি কি মাধুরী, ভুলিতে কি পারি,
বিমল বারি, কুসুম সারি,
অমলিনী নারী, গ্রাসে করী ধরি,
নিয়ত নেহারে মন।
রাঙা পদ ঝলকে, দামিনী খেলে পুলকে,
একি একি একি, দেখি দেখি দেখি,
ভুলিতে নারে নয়ন॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাজা ও সভাসদ্‌গণ

সভা। মহারাজ!
যে সখের কালীদহ পেয়েছেন,
কত লোকের কপালে যে দ' পড়বে,
তার ঠিকানা নাই!
রাজা। হা হা! মিথ্যা কথা কয় কেন সব,—
কিন্তু আর অনেক দিন হলো,
সওদাগর এসে নাই।
সভা। মহারাজের কাজটা অনেকদিন
চলে আসছে,
দেশ-বিদেশে ধ্বজা উঠেছে!
আর মহারাজের যে কারাগারের সার,
তার বাহারি এক,—
যেন পশুশালা,—
তর-বেতর জানোয়ার
দাড়ি গোঁপ নিয়ে বাহার দিচ্ছেন।
মন্ত্রী। কেন কেন? মহারাজের দোষ কি?
এসে সব মিথ্যা কথা বলে কেন?
সভা। বলে কেন?—নইলে সর্ব্বনাশ
হবে কেন?
রাজা। সর্ব্বনাশ কি! কয়েদীদের
খেতে দিতে কত পড়ে জান?
কেউ সাত ডিঙ্গা ধন আনুক,
কেউ দশ ডিঙ্গা ধন আনুক,
মহারাজের কষ্ট কর্‌তে হবে না,
কেউ পনের ডিঙ্গা ধন আনুক,
তেমন পনের বৎসর খাবে।
সভা। আহা! যেমন কালীদহ অগাধ!
মহারাজের দয়াও তেমনি অগাধ!
রাজা। কই, কারুকে ত খালাস
কর্‌তে এলো না?
যারা পুরান কয়েদী,
খোরাক বন্ধ করে দাও।
সভা। মন্ত্রী মহাশয়ের শলা কি?
আমি ত বলি, এক দম মশানে নিয়ে
সাফাই কর!
কালীদহ রয়েছে,
আবার কারাগার ভর্ত্তি হবে।
রাজা। বড় মন্দ ব'ল্‌ছ না,
এই দেখ না,
কেউ সাত ডিঙ্গা ধন নিয়ে এসেছেন,
তারে চৌদ্দ বৎসর বসে খাওয়াও;
তবে কি জান,—
নাম লিখিয়ে সব হাড়গুলো রাখা চাই;
কারুর যদি ছেলে-পুলে এল,
যদি অস্থি গঙ্গায় দিতে চায়।
মন্ত্রী। সব হাড় রেখে আর কি হবে,
দুটো থাকবে, যদি নিতে আসে, একখানা,
খসিয়ে দেওয়া যাবে।
সভা। আহা, মন্ত্রী ম'শায়!
আপনি ম'লে রাজাকে সদুপদেশ কে দেবে?
রাজা। দেখ মন্ত্রি!
দিনকতক আর দেখা যাক্,
মানুষের যা দর হবে, হাড়ে তা হবে না?
সব হিসেব ক'রে রাখ,
কার কত খোরাক পড়ে।
সভা। তা ত চাই—তা' ত চাই,
বেহিসাবী খোরাক দেবেন না মহারাজ।

নেপথ্যে দামামা-ধ্বনি

মহারাজ! বুঝি পড়েছে,—পড়েছে!
রাজা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দামামার শব্দ শুনা যাচ্ছে,
কে এল, কারুকে তত্ত্ব নিতে পাঠাও না।
সভা। মহারাজ! সতর্ক কোটাল আছে,
ধর্‌তে বোল্লে বেঁধে আনে,
হয় ত কালীদহ অবধি
মহারাজের কষ্ট কর্‌তে হবে না,

চোর বলেই বেঁধে আন্‌বে এখন।
অনেক দিন কিছু পড়ে নি,
হন্নে হ'য়ে আছে সব!
রাজা। ভাল মন্ত্রি! কিছু বল্‌তে পার?
সকলেই যে কালীদহে
কমলে-কামিনী দেখে,
ব্যাপারটা কি?
সভা। মহারাজ! যার যেমন বক্ত,
কারুর দিন ফুরালে কাল দেখে,
আর কপাল ভাঙ্গলে কালীদহ দেখে,
আর কারাগারে হাড় কালী হয়!

শ্রীমন্ত ও কোটালের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। মহারাজের জয় হোক্‌!
কোটাল। মহারাজ!
পরিচয় দিচ্ছে সওদাগর,
কিন্তু চোর কি, বুঝতে পাচ্চি নি।
সভা। এক রকম বুঝে
বেঁধে আন্‌লেই হ'ত,
তা এনেছ এনেছ,
এখানে সুবিচারের ত্রুটি হবে না,
মন্ত্রী মহাশয় আছেন!
রাজা। কে তুমি?
আহা! অতি সুন্দর বালক!
সভা। মহারাজ! ভাবিত হবেন না,
দিনকতক থাক্‌লেই দলে মিশে যাবে!
রাজা। কে তুমি?
শ্রীমন্ত। বাণিজ্যের আশে সাজাইয়া তরী,
এসেছি এ দেশে ভূপ!
দেশে দেশে ঘোষে তব যশ,
তাই আইনু তোমার আশ্রয়!
সভা। দিনকতক থাক্‌লে চক্ষু-কর্ণের
বিবাদ ঘুচবে;
কি সব সামগ্রী এনেছ?
শ্রীমন্ত। আনিয়াছি দ্রব্য নানাজাতি—
বিনিময় হেতু;
সুলভ যে দ্রব্য পাব, কিনে লব হেথা।
সভা। যদি সুলভ বল্লে—
তা অন্ধকার ঘরের চেয়ে,
এ দেশে আর সুলভ কিছুই নাই।
রাজা। দেখ, দিব্যি ছেলেটি!
কোতোয়াল, এ সওদাগর।

মন্ত্রী। কিন্তু নজর রেখো,
কে কি রকমে আসে,
তা তো বুঝা যায় না।
শ্রীমন্ত। আনিয়াছি উপহার
নৃপতির তরে,
পেলে অনুমতি,
রাজপদে করি সমর্পণ।
সভা। বলি, কিছু দেবে ত?
তাতে রাজার অবারিত দ্বার,
কিছু মানা নাই।
শ্রীমন্ত। আনিয়াছি—
অমূল্য মাণিক নৃপবর তরে,
আর আর এনেছি রতন,
যোগ্য জনে বিতরণ হেতু।
সভা। বা—বা—বা!
এমন মাণিক আর তোমার কটি আছে?
শ্রীমন্ত। ইহা সম নাহি রত্ন আর,
শুনি, যুধিষ্ঠির-সিংহাসনে ছিল এ রতন।
রাজা। ভাল ভাল, তুমি ভাল সওদাগর,
বলি নানান্‌ দেশ বেড়িয়ে এলে,
কোথাও কিছু কি দেখলে?
শ্রীমন্ত। কত গ্রাম, কত দেশ হেরিনু নয়নে
গণনা কে করে তার?
সভা। বলি সে কথা নয়, সে কথা নয়,
কালীদহে কিছু দেখলে?
শ্রীমন্ত। মহাশয়!
অপরূপ দেখিয়াছি কালীদহে।
সভা। ও বাপু! ও সব কথা ছেড়ে দাও,
আজ পঁচিশ বৎসর দেখছি।
মন্ত্রী। কালীদহে কি অপরূপ দেখলে?
শ্রীমন্ত। জিনি নন্দন-কানন,
হেরিলাম শতদলবন;
পিক গায়, অলি গুঞ্জি ধায়,
কুতূহলে খঞ্জন-খঞ্জনী খেলে।
সভা। মহারাজ!
এই ত সব জুত মত হয়ে আস্‌ছে,
কোটাল গেল কোথা?
বাপু! তোমার ক'খান ডিঙে?
শ্রীমন্ত। সাত তরী সাজায়ে এনেছি!
রাজা। পদ্মবন কালীদহে দেখেছ নিশ্চয়?
শ্রীমন্ত। কথা মিথ্যা নয়,
সাক্ষী আছে নাবিক সকল।

রাজা। বাপু!
জিজ্ঞাসা করি,
সদাগরি কি মিথ্যা না হলে হয় না?
দেখ, তুমি বালক,
মিথ্যাকথায় আবশ্যক কি?
সভা। ওর তাদৃশ আবশ্যক নাই,
মহারাজের যৎকিঞ্চিৎ
আবশ্যক আছে কি না!
ব'লে যাও—ব'লে যাও,—
জলে ত খুব পদ্মফুল দেখলে,—তার পর?
রাজা। শুন, রাজা আমি,—
সাবধানে কথা কও,
যদি মিথ্যা হয়, ধনে প্রাণে যাবে।
সভা। তোফা বুক্‌ড়ি চাল খাবে,
আর ধোবা নাপতের খরচ নাই,
মজা মেরে থাক্‌বে।
শ্রীমন্ত। মিথ্যা নাহি বলি নরনাথ!
কালীদহে দেখিয়াছি কমল-কানন,
শতদলে দেখেছি সুন্দরী,
করী ধরি গিলে—
উগারে কামিনী পুনঃ।
সভা। মহারাজ! কোটালকে ডাকি?
রাজা। দেখ, তুমি বালক—দেখে দয়া হয়—
রাজসভায় এসে কেন প্রতারণা ক'চ্ছ?
শ্রীমন্ত। নাহি করি প্রতারণা,
দেখিলে প্রত্যয় তব হইবে হে ভূপ?
রাজা। আর যদি না দেখাতে পার?
শ্রীমন্ত। মহারাজ! স্বচক্ষে দেখেছি,
দেখিয়াছে নাবিক সকল,
যদি মম কথা মিথ্যা হয়,
দণ্ড লব মহীপাল!
আছে সপ্ত তরী, যাব পরিহরি।
রাজা। যদি মিথ্যা হয়,
তোমার তরী কেড়ে লব,
মশানে প্রাণবধ কর্‌বো।
সভা। হাঁ মহারাজ!
বধটা এই ছোক্‌রা দিয়েই সুরু হোক্‌।
শ্রীমন্ত। কিন্তু যদি কথা সত্য হয়:—
রাজা। তোমার সহিত কন্যার বিবাহ দিব,
আর অৰ্দ্ধেক রাজ্য দিব;
কিন্তু এখনও ক্ষমা চাও,
পথে কি কেউ বলে যে—
এ কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হই?
শ্রীমন্ত। মহারাজ! প্রত্যক্ষ ঘটনা,
করেছি বর্ণনা, হেরিয়াছি কমলে-কামিনী।
সভা। হাঁ হাঁ, দেখেছ বৈ কি!
না দেখলে আর যমে ডাক্‌বে কেন?
রন্ধ্রগত শনি
না হলে কি সিংহলে এসেছ?
শ্রীমন্ত। মহারাজ! মিথ্যা নাহি কহি,
তরী মম রয়েছে প্রস্তুত,
দেখাইব কামিনী গিলিছে করী।
সভা। আজ এক দিন তোমারি কি রাজার,
বলি, নেহাত রাজকন্যা বে কর্‌বে?
শ্রীমন্ত। মহাশয়! বাক্যব্যয় হেথা অকারণ,
রাজসভা পরিহাস স্থান নহে।
সভা। বলি বাপু! যদি এত বোঝ,
জলে হাঙ্গর-কুমীর আছে বল্লে না কেন?
বল্‌তে হয়,
মাচ ওড়ে, পাখী জাহাজ গেলে,
সে বরঞ্চ দেখতে দেরী হতো,
না হয় উড়ে গেছে বল্লেই পার্‌তে—
এ কমলে-কামিনীর ফল
হাতে হাতে ফলে;
সত্য মিথ্যা,
কালীদহ বেড়িয়ে এলেই বুঝতে পার্‌বে।
শ্রীমন্ত। এ কি! অবিশ্বাস কিবা হেতু,
স্বচক্ষে দেখেছি,
দেখিয়াছে নাবিকসকল,
প্রাণ হয়েছে শীতল,
কমলে সুন্দরী হেরি!
সভা। আবার—
একবার বেড়িয়ে এলেই হিমাঙ্গ হবে।
রাজা। চল দেখি গিয়ে কোথা পদ্মবন?
সভা। মহারাজ! কোটালদের পেছনে পেছনে
আস্‌তে বলুন। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার

সুশীলা ও ধনপতি

সুশীলা। কহ কারাবাসি!
কেন তুমি কথা নাহি কহ?
কেন মম খাদ্যদ্রব্য নাহি লহ?

বুঝিয়াছি অতি দুঃখী তুমি,
আমি নিত্য তব দুঃখে কাঁদি;
না দিবে উত্তর, লহ তবে খাদ্যদ্রব্য,
আনিয়াছি তোমার কারণে।
দেখ,
চিরদিন দুঃখ আর নাহি রয়,
হইবে সময়, যাবে তুমি নিজ দেশে।
ধনপতি। রাজসুতা,
কি কারণে নিত্য এসো হেথা,
মৃত্যু বিনা শৃঙ্খল না ঘুচিবে আমার;
আর আলোক সংসার—
এ নয়নে কভু না হেরিব;
নীলকান্তি গগন দর্শন,
আর নাহি ভাগ্যে মোর;
কে আছে, কে উদ্দেশ লইবে,
কারাগারে কোথা দেখা পাবে?
শঙ্কর বিমুখ।
সুশীলা। শুনিয়াছি আচার্য্যের মুখে,
কভু কারও প্রতি দেবতা বিমুখ নহে,
শিক্ষা হেতু মানব যন্ত্রণা সহে;
ধৈর্য্য ধর, রাখ দেব-পদে আশ,
সে আশে নিরাশ নাহি হবে।
ধনপতি। আর আশা—
এত দিন আশায় রয়েছে প্রাণ,
অনাহারে শরীর করিব ত্যাগ,
কিন্তু কথায় তোমার—
আশা হয় উদ্দীপন।
অন্ধকার,—অন্ধকার,
আর কি স্বাধীন হব?
সুশীলা। কেহ কি আত্মীয় নাহি তব?
বল যদি পরিচয়, পত্র লিখি তথা—
অর্থদানে তৃষিয়া পিতায়,
কারামুক্ত যদি কেহ করে।
ধনপতি। শুন, পরিচয় যদি সাধ,
ধনপতি নাম, উজানিতে ধাম,
আছে দুই জায়া গৃহে:
লহনা খুল্লনা নামে:
গ্রহ বাম,
গর্ভবতী জায়া রাখিয়ে এলাম ঘরে,
তত্ত্ব নাহি পাই,
বুঝি এত দিনে কেহ বেঁচে নাই:
এইমাত্র পরিচয় মম।

কারাধ্যক্ষের প্রবেশ

কারা। কুমারি! কারাগার থেকে আসুন, মন্ত্রী ম'শায়ের আসবার সময় হয়েছে, আপনি আসুন, জান্‌তে পাল্লে আমার গর্দ্দানা যাবে।
সুশীলা। বন্দি! যথা শক্তি করিব উপায়,
মনে মনে চিন্ত দেবতায়,
দেখি কি উপায় হয় আমা হ'তে।
কারা। কুমারি! আর বিলম্ব কর্‌বেন না।
সুশীলা। যত্নে তুমি রেখ এ বন্দীরে,
পুরস্কার দিব আমি।
[সুশীলার প্রস্থান।
কারা। দ্যাখ, তোমার কথা কওয়া নিষেধ,
কেন কথা কইলে?
ধনপতি। কুমারীর অনুরোধে।
কারা। ভাল, অন্ধকূপেও হলো না,
অন্য স্তরে যাবার সাধ হয়েছে?
ধনপতি। মন্ত্রী এলে,
আমিই কহিব মম অপরাধ কথা,
কথা কহিয়াছি আমি রাজকন্যা সনে।
কারা। এ্যাঁ! এ্যাঁ!
ও কথায় আর কাজ নাই,
ও কথায় আর কাজ নাই,
আবার কেন,
কারাগার মারাগারে দেবে?
ধন। যাও, তবে বিরক্ত না কর মোরে।
কারা। বেটার
চোদ্দ বৎসরে চালটুকু গেল না,
টাকার লোভ সামলাতে হলো,
আর রাজকুমারীকে আস্‌তে দেব না;
মহাশয়! এ ভোজনসময়,
আসুন ভোজনগৃহে।
ধন। যাও, বিরক্ত না কর মোরে!
কারা। দেখুন, নিয়ম পালন কর্‌তেই হবে,
নইলে অধিক বিরক্ত হবেন।
ধন। চল। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাজা, শ্রীমন্ত ও সভাসদ্

রাজা। কোতোয়াল! এ প্রতারককে দক্ষিণ মশানে নিয়ে বধ কর।

শ্রীমন্ত। নরনাথ!
কৃপা কর অবোধ বালকে,
মিথ্যা নহে বাণী, দেখেছি কামিনী;
কমলিনী মাঝে গ্রাসিছে বারণ ধরি।
নাহি জানি কোথা গেল বন,
বুঝিতে না পারি,—
কোথা গেল অপূর্ব্ব কামিনী;
কোথায় লুকাল করী।
লহ ধন,
কৃপা করি দেহ প্রাণ দান।
জিজ্ঞাসহ নাবিকসকলে,
দেখেছে কমল-দল জলে।
মহারাজ ব'ধ না জীবন,
বিদেশী বণিকসুত আমি,—
গৃহে রেখে দুঃখিনী জননী,
আসিয়াছি পিতার উদ্দেশে।
রাজা। মিথ্যাবাদি! এখনও প্রবঞ্চনা?
মন্ত্রী। এই যে নাবিকদের আন্‌ছে।

নাবিকগণের প্রবেশ

ওরে তোরা কি দেখেছিস্‌?
মাজি। হৈ কর্ত্তা! দ্যাখছি কর্ত্তা!
মন্ত্রী। আরে কি দেখেছিস্‌?
১ না। হৈ কর্ত্তা!
১ প্র। আরে ভেড়ের ভেড়ে!
যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছে বল্‌ না।
মাজি। হৈ কর্ত্তা! বল্‌ছি কর্ত্তা।
রাজা। তোরা যখন সিংহলে আসিস্‌,
কালীদহে কিছু দেখেছিস্‌?
২ না। ওরে, সেই কথাটা
এহানে ওঠবে বুঝি।
মন্ত্রী। নাবিক তোদের ভয় নাই,
কালীদহে কি কিছু দেখেছিস্‌?
মাজি। হৈ কর্ত্তা! বল্‌ছি কর্ত্তা!
রাজা। কে বল্‌ছিল?
মাজি। ঐ খ্যাপা ছাওয়ালটা কর্ত্তা!
রাজা। কি বল্‌ছিল?
মাজি। জলের বিছখানে বাগটা ধর্‌ত্তিছে,
সিংহিটা ধরত্তিছে,
হ্যাদে কওনা কর্ত্তা!
মোরা কি বল, বল্‌তি জানি?
শ্রীমন্ত। সত্য কহ, নাবিক সকল,
ধর্ম্ম সাক্ষী জিজ্ঞাসি তোমায়;
দেখ নাহি কালীদহে,
পদ্মমাঝে পদ্মমুখী বামা,
করীশির অধরে ধরিছে?
মাজি। হৈ কর্ত্তা! ঐটা কর্ত্তা!
বল্‌তিছিল কর্ত্তা!
মন্ত্রী। কে বল্‌ছিল?
মাজি। সাধুর পো কর্ত্তা, রামায়ল বল্‌তিছিল,
ঐটা বল্‌তিছিল!
মন্ত্রী। বলি, তোরা পদ্মবন দেখেছিস্‌।
১ না। দেখছি কর্ত্তা! দ্যাশে দ্যাখছি কর্ত্তা!
মন্ত্রী। কালীদহে পদ্মবন দেখেছিস্‌?
মাজি। চর্‌চরিয়ে জল ভাংগতিছে,
পদ্মবন দ্যাখলাম ক'নে;
ছাওয়ালটারে ভুলিয়ে নিয়ে এলাম,
নইলে ঝাঁপ দিতি চায়।
সভা। বলি ওহে বাপু,
সিংহলে এসে পদ্মবন বায়না নিলে কেন?
রাজা। তোরা কালীদহে পদ্মবন দেখিস্‌ নি?
১ না। দোহাই কর্ত্তা!
দ্যাখতে পাই নি কর্ত্তা।
রাজা। মিথ্যাবাদি!
আর কি তোর বলবার আছে?
শ্রীমন্ত। মহারাজ! ধর্ম্ম-অবতার,
করহ বিচার, কি কাজে করিব প্রতারণা?
বুঝিতে না পারি, কে মোরে করিল ছল;
দেখেছি সাগরে শতদল;
কোথা গেল নাহি জানি,
বুঝি জলোচ্ছ্বাসে ডুবিয়াছে দল।
সভা। আর পরীটা গেছে উড়ে,
আর হাতীটা গেছে পালিয়ে।
রাজা। এই বালক, তোর এত মিথ্যা কথা,
কোটাল! দুরাচারকে বধ কর,
আর ধন-সম্পত্তি
রাজকোষে নিয়ে এস।
শ্রীমন্ত। কৃপা কর, কৃপা কর মহারাজ!
বড় আশে এসেছি এ দেশে;
ফিরে যাব, বড় সাধ মনে,
অবোধ ভাবিয়া দেহ প্রাণদান,
লহ ধন, ছেড়ে দাও মোরে।
রাজা। এ বর্ব্বরের মুণ্ড এনে দেখাবে।

[রাজার প্রস্থান।

সভা। বলি বাপু, যা হবার তা ত হলো,
এখন সত্যি কথাটা বল দেখি,
ব্যাপারটা কি?
শ্রীমন্ত। মহাশয়! সত্য কহি।
কহ, মিথ্যায় কি অভীষ্ট সাধিব,
কেন ভূপে লয়ে কালীদহে যাব?
সভা। বলি ছোক্‌রা, শোন,
এর আগে কখনও আমি ভাবি নাই—
তুমি একটু ভাবালে বাপু,
আমি তোমায় ছাড়ছি না,
তোমায় কাট্‌বার সময় জিজ্ঞাসা কর্‌ব,
কি বল?
শ্রীমন্ত। মহাশয়! মৃত্যুকাল নিকট আমার,
শুন বিবরণ.—
দেখিয়াছি অপূর্ব্ব কমল-বন;
কুমুদ-কহ্লার,
কত শত ফুটিয়াছে ফুল;
গন্ধে মুগ্ধ হয়ে, দেখিলাম চেয়ে;—
দেখিলাম, অমল কমলে
বিমলা নবীনা বামা.
বরণঘটায় সাগর করেছে আলো;
দামিনী বিকাশি, অধরে মধুর হাসি,
খেলে অবহেলে করী ধরে,
হেরিয়া বামায়, বিমুগ্ধের প্রায়,
তত্ত্ব তাঁর না বুঝিনু;
কুতূহল হইল প্রবল,
তাই সভাস্থলে করি উত্থাপন।
স্বচক্ষে দেখেছি,
নহে কেন মরণ করিব পণ?
সভা। ভাল চল, মশান অবধি চল,
দেখ, এ দেশে যত সওদাগর এসে,
সবাই ঐ রকম বলেছে,
ডিঙ্গে টিঙ্গে গিয়েছে;
বেশীর মধ্যে তোমার মশান;
দেখ, তুমি বালক, দেখে দয়া হচ্ছে—
সত্যি বল্লে রাজাকে গিয়ে দুটো কথা **বলি**।
শ্রীমন্ত। মিথ্যা কয়ে রাখিতে
জীবন নাহি সাধ।
বলিয়াছি—সত্য যা দেখেছি।
সভা। বাবা, তর-বেতর দেশ,
তর-বেতর লোক!
জান্ ছাড়ে, তবু গোঁ ছাড়ে না।
কিন্তু কেমন কেমন ঠেক্‌ছে,
কথাটা সত্যি সত্যি লাগছে,
সাত ডিঙ্গে পাই তো—
একবার সিংহলে সদাগরিটা কত্তে **আসি**;
বলি মা কালীদহ!
এ সৃষ্টির লোকের কপালে দ পড়াও?
কোটাল। চল চল, গোল ক'রে ত
সময় কাটালে,
আবার তোমার মাথা নিয়ে—
রাজার কাছে দেখাতে হবে।
শ্রীমন্ত। শুন হে কোটাল!
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর,
ডাকি ইষ্টদেবে।
কোটাল। আর ন্যাখরায় কাজ নেই,
ডাক্‌তে ডাক্‌তে চল,
মশানে যেতে যেতে ডাকা হবে এখন।

ক্রোড় অঙ্ক

রাজকুমারী ও ধাত্রী

রাজ-কু। দেখ ধাত্রি! কেবা যুবা,
কোটাল লইয়ে যায়।
ধাত্রী। মিথ্যাবাদী এক জন
আসি রাজার সভায়,
সাধুর তনয় দিলা পরিচয়;
গল্পচ্ছলে কহিলা সভায়,
কালীদহে কামিনী গিলিছে করী।
রাজ-কু। মিথ্যাবাদী!
হেরিলে বদন, জ্ঞান হয় মহাজন,
—মিথ্যাবাদী!
ধাত্রী। বলিলাম, শুনেছি যেমন।
রাজ-কু। কোথা লয়ে যায়?
ধাত্রী। মশানে বধিতে প্রাণ।
[সভাসদ্, শ্রীমন্ত ও কোটাল ইত্যাদির **প্রস্থান**।
রাজ-কু। ধাত্রি! শুনি লোকমুখে,
আসি হেথা বণিক্ সকল,
কহিয়াছে কমলে-কামিনী কথা;
মিথ্যা হেতু কারাগার দণ্ড সবাকার,
কি কারণে এ যায় মশানে?
দেখ ধাত্রি! যাও, কহ কোটালেরে,
যুবার না বধে প্রাণ;
পিতারে মিনতি করি প্রাণদান লব **ওর**।

ধাত্রী। বৃথা আকিঞ্চন,
রাজ-আজ্ঞা বড়ই কঠিন।
রাজ-কু। আহা! দারুণ সিংহল,
আসি হেথা লাভের আশায়,
প্রাণনাশ কার,
কেহ পরে শৃঙ্খল গলায়।
নাহি কি উপায় বাঁচাতে যুবার প্রাণ?
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মশানের নিকট

শ্রীমন্ত, কোটাল এবং প্রহরিগণ

শ্রীমন্ত। লহ এ অঙ্গুরী—
কৃপা করি ক্ষণেক বিলম্ব কর।
কোটাল। আহা! তুমি বেশ সওদাগর,
আহা বেশ আংটীটি;
দ্যাখ বাপু,
শীগগির শীগগির ডেকে নাও,
রাজার জোর হুকুম,
তোমার গৰ্দ্দানা নে দেখাতে হবে।
আহা বেশ আংটী,
বেশ সদাগর,
বড় ভাগ্যি—
তোমার গৰ্দ্দানা কাটতে পেলুম।
আহা বেশ আংটী,
বেশ সদাগর,
দ্যাখ, আমার খুব হাত সাফাই,
শীগ্‌গির কেটে ফেল্‌ব।
শ্রীমন্ত। আঁধার অনন্তকাল ভীষণ নিকট,
নীলাম্বরশোভা,
আর নাহি নয়ন হেরিবে।
বিহঙ্গ-সঙ্গীতে,
প্রভাত না পূরিবে পরাণ আর;
মলয়-মারুত,
আর নাহি চুমিবে ললাট;
উষ্ণ হৃদয়ের স্রোত,
শুষিবে মশানভূমি,
ছিন্নশীর্ষ দেহ
প'ড়ে রবে গৃধ্র-কোলাহল হেতু;
হায়! কোথা পিতা মোর,
অহো! দুঃখিনী জননি!
মা মা ব'লে তোমারে আর না ডাকিব,
আর নাহি বন্দিব চরণ;
বিদেশে বিপাকে হারাই জীবন।
জগতলোচন রবি!
বিদায় মাগি হে পায়,
আর না হেরিব স্বর্ণকর;
ওহো! অনন্ত আঁধারে এখনি পশিব।
হে কোটাল!
আছে গুপ্তধন, দিতেছি তোমায়,
দেহ মোরে প্রাণদান।
কোটাল। কৈ? কৈ? দেখি, দেখি।
শ্রীমন্ত। লহ ধন, দেহ প্রাণদান।

অর্ঘ্য দেখিয়া

এ কি অর্ঘ্য!—
মাতা দিয়াছেন যাহা;
ও মা চণ্ডি!
এ বিপদে তোমারে মা আমি আছি ভুলে;
রক্ষা কর মহিষমৰ্দ্দিনি!
মশানে মা যায় প্রাণ;
বিপদে বরদে! রাখ পায়,
মহাভয়ে ভুলেছি তোমায়;
দেখা দাও দারুণ মশানে।
বিনা দোষে মরি,
দেখ গো শঙ্করি!
কোথা মা, কোথায় তুমি;
ভয়ঙ্কর ভূমি,
চারিদিক হেরি অন্ধকার,
মাংসজীবী করিছে চীৎকার;
নীরব, নীরব প্রান্তর সম।
রাখ মা! রাখ মা!
ওই মা! কৃপাণ করে
দেখা দে গো! এখনি বধিবে।
রাখ কালি!
কেহ নাহি তোমা বিনে;
মতি মম চক্রাকারে ঘোরে,
মরণ নিকট,—মরণ নিকট—
কর্ণে কে গো বলে বারে বারে,
রবিকর আঁধার নয়নে হেরি।
মা গো!
আশা দিয়ে এনেছ সিংহলে,
কোথা গেলে, দেখা দাও—

দুর্গা ব'লে এসেছি গো চ'লে!
দুর্গা ব'লে, দুর্গমে ডাকি গো, তারা!
দেখা দাও দুরিতনাশিনি!
মহাভয়ে স্মরি দিগম্বরি,
চাহ মা নয়ন-কোণে।
বরপুত্র ভবানি তোমার,
ভীম ভয়ে
ডাকি গো তোমায়, ভীমা।
রক্ষা কর, রাজীব-নয়না।
রাখ পদ্মাসনা,
প্রাণ যায়, মৃত্যুঞ্জয়-জায়া!
মহাভয়ে কোথায় অভয়া?
এস শিবে! এখনি বাঁধিবে,
আর ছিরে তোরে ডাকিতে নারিবে;
দেখা দাও,—দেখা দাও,
কৈ দুর্গে? কোথায় মা তুমি!

কোটাল। দ্যাখ দ্যাখ, এ গাইবে না কি?

২ প্র। অমন কত লোকে কত রকম করে।

কোটাল। দ্যাখ ভাই!
অনেক টাকা পাওয়া গেল,
একটু ঠাণ্ডা রকম কোপ দিতে হবে।

৩ প্র। নে, নিয়ে চল ভাই।

১ জন। খানিক মজা দ্যাখ না,
মুড়ি ত দ্যাখাবো বৈকালে।

যোগীয়া-ভৈ'রো—যৎ

কিঙ্করে রাখ শঙ্করি পদে বিপদে।
কোথা মা, দেখা দে মা শ্যামা নিবিড় নীরদে॥
ডাকি প্রাণভয়ে অভয়ে,
রাখ মা রাখ তনয়ে,
মা বিনে জানি নি, ও মা হররাণি,
বরবন্দিনী বামা বরদে।
চারিদিক্ আর, হেরি আঁধার,
শশিশেখরা সঙ্কটে তার, দুর্গে দুখ বার,
ও মা মরি গো মরি, দেখ কৃপা করি,
সহায়হীনে শুভদে॥

জয় কপালমালিনী, পাবক-ভালিনী,
অভয় প্রদায়িনী সনাতনী;
জয় ত্রিনেত্রধারিণী, ভয়ার্ত্ত-তারিণী,
দুর্গতিহারিণী ঘোরাননী;
জয় উমেশ-সঙ্গিনী, অশেষ রঙ্গিণী,
উমা উলঙ্গিনী কলুষহরা;
জয় ভীমা ভয়ঙ্করী, শ্যামা ক্ষেমঙ্করী,
বামা শুভঙ্করী পরাৎপরা।
জয় গভীরনাদিনী, বিমান-ছাদিনী,
মঙ্গলবাদিনী মঙ্গলা মা;
জয় করালকামিনী, বিশাল যামিনী,
ভৈরবভাবিনী নিরুপমা।
জয় শিবানী শঙ্করী, ঈশানী ঈশ্বরী,
শশাঙ্ক শেখরি কৃপা কর;
জয় জগত-বিভাসিনী, ত্রাস-বিনাশিনী,
শ্মশানবাসিনী শঙ্কা হর।

৩ প্র। ও এখন কত রং কর্‌বে,
নে নিয়ে চ'ল, নিয়ে চ'ল;
কাঁদ্‌তে কাঁদতেই ত কাটতে মজা!
এর পর মুখ কর্‌বে কেমন, জানিস্?
যেন পেঁচাটা।
কাটতেও সুখ নাই, কুটতেও সুখ নাই—

১ প্র। দ্যাখ, এ খুব কাছড়াবে।

কোটাল। একটু দাঁড়া না,
অনেক টাকা ত দিয়েছে।

শ্রীমন্ত।—

টোড়ি-ঝিল্লা—একতালা

দুস্তরে নিস্তার না দেখি মা আর,
ভরসা তোমার, তার মা আমায়।
আশা দিয়ে তারা ভাসালি পাথারে,
সঙ্কট-সাগরে রাখ রাঙা পায়।
এস মা মশানে, শ্মশানবাসিনী,
দুর্গে দুখহরা দুরিতনাশিনী,
কৃপাণ করাল, তোলে মা কোটাল,
কপালমালিনী যায় প্রাণ যায়॥

৩ প্র। কি আর মজা দেখবি,
ও গাইতেই থাক্‌বে, নিয়ে চল্।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস

চণ্ডী ও পদ্মা

চণ্ডী। পদ্মা!
মম প্রাণ উচাটন বল কি কারণ,
কে কোথায় ডাকিছে আমায়;
কে চায় আশ্রয় কহ ত্বরা সুবদনি!
স্তনে ঝরে ক্ষীর, হ'তেছি অস্থির,
ব্যাকুল সন্তান কোথা,

সন্তানের রোদন সহিতে নারি,
যে বা যে আশায় চাহে পদাশ্রয়,
এখনি তাহারে দিব।
মা ব'লে ডাকিলে,
দিগম্বরে যাই সখি ভুলে,
ধেয়ে যাই কোলে নিই তারে;
বল শীঘ্র বল, হতেছি বিকল;
আঁখিজল কে ফেলে আমারে স্মরি,
ভীতভয়হরা নাম ধরি তারা,
শীঘ্র বল, রহিতে না পারি আর।

পদ্মা। আকাশ পাতাল ভূমি,
বিশ্বরূপা মা গো তুমি,
আছ মগ্ন আপন মায়ায়,
মা, আমায় কি সুধাও?

চণ্ডী। শীঘ্র পদ্মা করহ গণন,
দক্ষিণ নয়ন, কাঁপে ঘনে ঘন,
ভক্তের সংকট মম,
কোন মতে প্রাণ নহে স্থির।

পদ্মা। (স্বগত) জাগ মন, খুল রে নয়ন,
ব্রহ্মাণ্ড করহ বিচরণ;
হের স্বর্ণপদ্মে ঝলিতেছে ব্রহ্মলোক,
পুলক! পুলক!
হের, শোক নাহি হেথা;
পরম আলোকে নেহার গোলোকে,
আনন্দেতে নাচে গায়;
সুরপুরে মিলিয়া অমরে,
সুখে করে সুধাপান।
মা'র কৃপাবলে, আঁধার পাতালে,
আনন্দ-উৎসব সদা;
হের মর্ত্ত্যে,
বাসনা জড়িত, মানব পীড়িত।
মা গো! ছিরে তোরে সংকটে ডাকিছে;
আজ্ঞায় তোমার,
পদ্মবন সাজিল যোগিনী।
করী-রূপ ধরিনু জননি!
কালীদহে দেখা দেছ শ্রীমন্তেরে,
এ সংবাদ দিল সে সিংহলে,
নৃপতি সদলে,
এসেছিল দেখিতে কৌতুক,
কে তোমার বোঝে মা ছলনা,
বিপদে পড়েছে ছিরে,
মশানে কোটাল তারে বধে।

চণ্ডী। কে কোথায় সাজ রে সত্বর,
কেবা ছার সিংহল-ঈশ্বর।
নাহি ডর, ভক্তেরে মশানে বধে?
পুনঃ আজি হব রণাঙ্গনা;
রুধিরে মগনা করিব ধরণীতল,
রসাতল করিব সিংহল;
বরপুত্র ছিরে, পীড়ন তাহারে,
কে আমারে জগতে ডাকিবে আর?
মম ভক্তে করিছে পীড়ন,
মিলি ত্রিভুবন, রাখিতে নারিবে তারে।
সাজিলে শঙ্কর, করিব সমর,
ভক্ত মম প্রাণের অধিক।
জ্বলে—প্রাণ জ্বলে,
আহা! ছিরে কত কেঁদেছে মা ব'লে,
যথা পড়িয়াছে অশ্রুবিন্দু তার,
রুধির-পাথার বহিবে প্রবল বেগে,
শালবানে সবংশে নাশিব,
তবে পুনঃ ফিরিব কৈলাসে।

রণবেশে ভূত, দানা ও যোগিনীগণের প্রবেশ

সারঙ্গ—একতালা

তাথেইয়া তাথেইয়া ধীয়া, ধীয়া, ধীয়া
রণে সাজে রণরঙ্গিণী।
উগ্রতুণ্ডা জয় চামুণ্ডা অট্টহাসিনী॥
ভব ব্যোম রণ-শিঙ্গা নিনাদে,
পিব পিব পিব রুধির সাধে,
হন হন হন ঘন ঘন ঘন, ভাষে ভীমভাষিণী॥
সাজে বিশ্বনাশী,
কেশ রাশি লট পট বেগে দুলিছে,
বিষম উজ্জ্বল প্রলয়-অনল,—
ধিকি ধিকি ভালে জ্বলিছে;
সন্ সন্ সন্ প্রলয় পবন,
প্রলয়-চপলা চমকে ঘন,
ত্রিনয়নে ক্ষরে কোটি অক্ষ,
ঘূর্ণিত মহারুদ্র-চক্র,
উদয় প্রবল-যামিনী॥

নারদের প্রবেশ

নারদ।—

পলাশী-বারোঁয়া—চপক

জয় যোগমায়া-জগদীশ্বরী যজ্ঞেশ্বরী
যোগিনী।
মনসিজ পদপঙ্কজরজ মহেশ্বর-মোহিনী॥

বরবন্দিনী বরদে শশিশেখরা সারদে,
করুণা কুরু মে কনকবরণী,
কামরূপা তুঁহি কারণকারিণী,
জন-জীবন নারায়ণী নম নগেন্দ্রনন্দিনী,
সুর সম্পদ নব নীরদ
সর্ব্বাণী শিব-মোহিনী।

কি কাজে মা সেজেছ সংহার-সাজে?
অকালে প্রলয় উদয় করো না তারা!
ছার শালবানে নিধন কারণে
এ সাজ সাজে না তোর;
হের অট্টহাস, সুরবৃন্দ পেয়েছে তরাস,
দিক্‌বাস-অঙ্গনা শুন মা!
হের, ঘোরতম আচ্ছাদিছে দিবা—
সূর্য্য হীনপ্রভা,
বাসুকি ব্যাকুলা মহী ধরি,
সম্বর, সম্বর! সর্ব্বনাশ এখনি হইবে।

চণ্ডী। দেখ আচরণ,
ছিরে মোর অঞ্চলের ধন,
তারে দুঃখ দিতেছে সিংহলে।
কাঁদে বাছা কাঁদে অসহায়,
কেহ নাহি চায়,
আহা!
কত সয়, বালকের প্রাণে?
শালবানে এখনি নাশিব,
সিংহাসনে ছিরেরে বসাব;
বহাব রুধিরে নদী।

নারদ। ছার কাজে এত সজ্জা তোর!
ত্রৈলোক্য সভয়, হবে বিশ্বক্ষয়,
রণসজ্জা দেখে তোর।
ছিরে ডাকে তোরে,
তারে বল বধিতে কে পারে—
হেন শক্তি কি আছে ধরায়?
সহজে যদ্যপি নাহি হয় কার্য্যোদ্ধার,
ক'র রণ রণাঙ্গনা;
দেবগণ সভয় সকল।

চণ্ডী। ভাল, যাব অন্য বেশে,
কহ গিয়া দেবগণে;
সাবধানে রহ সবে রণসাজে,
হবে যবে মশানে হুঙ্কার,
আগুসার হয়ে দিবে হানা;
আয় পদ্মা! যাই দুই জনে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মশান

শ্রীমন্ত, কোটাল ও প্রহরিগণ

শ্রীমন্ত।

টোড়ি-ঝিল্লা—একতালা

চরম সময় হও মা উদয়,
দেখে মরি তারা শ্রীপদ-নলিনী।
ডাকি দুর্গা ব'লে, কেন আছ ভুলে,
দুর্গমে দে দেখা দানবদলনী॥
শ্রীপদ স্মরিয়ে, সাগর বাহিয়ে,
মশানে মা মরি, দেখ না আসিয়ে,
ও মা শবাসনা, কর মা করুণা,
কাতর কিঙ্কর, কেশরিবাহিনী॥

কোটাল। হ্যাঁ রে, এ গান না ভূতের মন্ত্র?
আমার প্রাণটা কেমন ছম্‌ ছম্‌ কর্‌ছে,
নে ভাই! আর দেরি করিস্‌ নে,
শীগ্‌গির, শীগ্‌গির নে,
ঐ তুই যে, দেখতেই লাগলি?
আবার এই যোড়হাত করে বসে এই—

১ প্র। পা বাঁধ, হাত বাঁধ,
নে আয় টেনে।

শ্রীমন্ত। কোতোয়াল!
রাখ প্রাণ ক্ষণকাল আর,
বারেক ডাকিব মা'রে;
প্রাণ যাবে, এখনি ত সকলি ফুরাবে;
এ জনমে আর না ডাকিব মাকে।

কোটাল। ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গলো,
ও পুরনো হয়ে গেল,
কোপ খেলেই সব সেরে যাবে।
এক কোপেই নিকাশ কর্‌বো,
ভাবিস্‌ নে।

শ্রীমন্ত। হায়! মরণ নিকট,
কিবা ভয় আর—
হই অগ্রসর, দুর্গা ব'লে,
কর্ম্মফলে দুঃখ পাই তারা!
অন্তে দিও দরশন।
পিতা নিরুদ্দেশ,
অভাগিনী জননী রহিল একা;
বৃথা খেদ, খেদ কার মেটে এ সংসারে?
দুর্গা ব'লে ত্যজি প্রাণ।
হও প্রস্তুত কোটাল,

জঞ্জাল করহ দূর;
এ সময় কোথা মা শঙ্করি!

৩ প্র। তোরে বল্লুম তখন,
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কোপ দে,
ওই পেঁচামুখ হয়ে দাঁড়াল,
কাটিস্‌ নি, কাটিস্‌ নি, কর্‌তো—
কোপ দিতে কেমন মজা ছিল,
তোদের নিয়ে আমোদ হবার যো নেই।

শ্রীমন্ত।

আলাহিয়া-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

কেন ভোল, দুর্গা বল, দুর্গা বল মন আমার।
জীবনে মরণে মন চরণ ছেড় না মার॥
বাসনা ছলনা করে, মায়া-মোহ রাখে ধরে,
তাতে ত শমন-করে, পাবে না নিস্তার॥
দুঃখ পেয়ে কর্ম্মফলে, ডাক দুর্গা দুর্গা বলে,
অন্তিম মোহের ছলে, ভুলো না রে আর॥

কোটাল। নে নে বাঁধ, বাঁধ।

সভাসদের প্রবেশ

সভা। বলি, কাট্‌বার সময়
একবার জিজ্ঞাসা করি,
হ্যাঁ বাপু, কমলে-কামিনী দেখেছিলে?

শ্রীমন্ত। সত্য কথা, কমলে-কামিনী।

কোটাল। মশাই!
কাটবার সময় হয়েছে।

সভা। সত্য কথা?
বলি একটা সাফ কথা বলেই মারা যাও না,
ছি! প্রাণে ভারি ধোঁকা দিয়ে চল্লে।

বৃদ্ধার প্রবেশ

বৃদ্ধা। ওরে ও বাপু!
আমার অন্ধের নড়ি,
শিবরাত্রির সোল্‌তে—
আমার শ্রীমন্তরে কেউ দেখেছ?
আহা! এই যে আমার শ্রীমন্ত,
দুধের বাছারে বেঁধেছ কেন গা?
তোমাদের মিনতি করি,
বাছারে খুলে দাও।
ও গো!
ছিরে বই আর আমার কেউ নাই।

সভা। না, ছোঁড়াটা একটা বেগড়
না ক'রে যাচ্ছে না,
বুড়ীটাকে দেখে ভয় হয়।

বৃদ্ধা। ও বাছা সকল! ও বাপ সকল!
আমার বাছাকে ছেড়ে দাও,
ও গো! আমার বাছারে কত লেগেছে,
ছেড়ে দাও।

কোটাল। ইস্‌! বুড়ীর দাঁত দেখেছ!

বৃদ্ধা। ও বাছা! আমায় ভিক্ষা দে,
আমায় ছেলেটি ভিক্ষা দে,
আমার আর কেউ নাই।

কোটাল। আরে বুড়ি!
রাজার হুকুম জানিস্‌ নে,
এখানে ঘ্যান ঘ্যান কর্‌তে এলি!

বৃদ্ধা। ও বাপ সকল! ছেড়ে দে,
আমার আর কেউ নাই;
ও বাপ সকল! ছেড়ে দে।

সভা। উঁহু,
কাজটা কেমন কেমন ঠেকছে;
বুড়ী নয়;—আগুন যেন ছাই চাপা।

বৃদ্ধা। ও বাবা শ্রীমন্ত; কোলে আয়।

শ্রীমন্ত। মা! মা!

কোটাল। আরে বুড়ী করে কি?

বৃদ্ধা। ও বাবা! নিয়ে যাস্‌ নি,
ও বাবা!—
কোথায় ধরে নিয়ে যাস্‌—
ও বাবা! কোথায় ধরে নিয়ে যাস্‌?

৩ প্র। কোপ দে।

অস্ত্রাঘাত ও অস্ত্রভঙ্গ হওন

কোটাল। এ্যাঁ—এ কি রে?

সভা। না, তামাসা বড় নয়।

৩ প্র। অলক্ষণে বুড়ীকে তাড়িয়ে দে ত।
বল্লুম তোরে গান নয়, ও ভূতের মন্তর।
অলক্ষণে বুড়ী—
আমার তলোয়ার ভেঙ্গে যায়।

ধাক্কা দেওন, বৃদ্ধার হুঙ্কার ও পদ্মার আবির্ভাব

সভা। একি! রকম বাড়ে যে?
বুড়ী একলা ছিল, দোক্‌লা হ'ল;
বাবা! এ গুম্‌গুম্‌নি শব্দ
কোন দিক্‌ থেকে?
ইস্‌! কিল-কিলানী বাড়লো যে!
কমলে কামিনী বুঝি ওল্‌টায়;
সাত ডিঙ্গা ধন নিয়ে বুঝি শিঙ্গে ফোঁকায়!
না বাবা! আমি ত চল্লুম। [প্রস্থান।

হুঙ্কার

কোটাল। বাপ রে। বাপ রে!
পেত্নী না কি—
মাল্লে রে! [প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। মাগো! চল যাই পলাইয়ে,
দুরন্ত কোটাল—
অস্ত্র লয়ে এখনি ফিরিবে;
কে তুমি মা! প্রাণরক্ষা করিলে মশানে?

বৃদ্ধা। চণ্ডী আমি, দেখ ছিরে দেখ!

বৃদ্ধার চণ্ডীর বেশধারণ

চণ্ডী। এস, অভয়ে অভয় কোলে
আজি ক্ষিতি রুধিরে ভাসাব।

শ্রীমন্ত। অকিঞ্চনে আর মা ভুল না,
মা গো! ভোলা মন,
তোমার চরণ নিয়ত না করে ধ্যান;
মা গো! কৃপা কর,
আর যেন না থাকি তোমারে ভুলে;
মা গো! দাসীর তনয়,
তাই এত দুঃখ দেছ দয়াময়ি!
মা, মা আমার!
দয়াময়ী বিনে,
দীনে কে চরণে দেয় স্থান?
দূরে মাতা শুন কোলাহল,
কাঁপিছে মশান, দূর বীরপদভরে,
বুঝি আসিছে সমরে শালবান্ নরপতি।
দেখ মা! দেখ মা!
অস্ত্র-আভা লাগিছে গগনে।
বড়ই কঠিন ভূপ,
যদি কভু পায় সে আমায়, তখনি বধিবে।

চণ্ডী। আয়! আয়!
আশ্রয়ে আমার,
ত্রিসংসারে কার নাহি অধিকার,
আয়! আয়!
কে কোথায় রুধিরপ্রিয়।

গান করিতে করিতে ভূতগণের ও
যোগিনীগণের প্রবেশ

সারঙ্গ-একতালা

হা হা হু হু হু হু হি হি হি
হুম্ হুম্ হুম্ হুম্।
সন্ সন্ সন্ হন্ হন্ হন্
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ লক্ লক্ লক্,
চক্ চক্ চক্, চাকুম চাকুম চুম॥
মার মার মার মার
খর খর খর তর্ তর্ তর্,
পিব পিব পিব হি হি হি,
ঠক্ ঠক্ ঠক্ বাজে করতালে,
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্, ধিকি ধিকি ধিকি,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্॥

কোটাল ও সৈন্যগণের প্রবেশ

সৈ-গ। মার্! কাট! বাঁধ!

চণ্ডী। আয় ছিরে!
আয় অন্য ধারে,
হেথায় বাধিবে রণ।
[চণ্ডী ও শ্রীমন্তের প্রস্থান।

উভয় দলের যুদ্ধ

সৈ-গ। ওরে পালা পালা,
কারুর প্রাণ থাক্‌বে না।

সৈন্যগণের পতন

পদ্মা। রহ সবে অদৃশ্য বিমানে,
আজ্ঞামত করিবে পশ্চাৎ।

ভূত-গ। রণ! রণ! রণ!
[প্রস্থান।

রাজা, সভাসদ্ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। আরে বল কি?

সভা। আর বল কি?
উল্‌টো কমলে কামিনী!
এবারে কালীদহে না,
সিংহলে দ' পড়লো।

রাজা। অ্যাঁ! বল কি?
সব সৈন্য মারা গেছে?
কৈ? কেউ ত নাই।
কে সেনা বধ করলে?
অদ্ভুত! অদ্ভুত!
মন্ত্রি! কিছু বুঝতে পার?

মন্ত্রী। তাই ত—তাই ত—

সভা। আর বুঝবেন কি?
কালীদহে দ' না পড়ে,
সিংহলে দ' পড়েছে মহারাজ!
একেবারে কমলে কামিনী,
কিছু গর্ সুবিধা

দোহাই মহারাজ!
আমি কখন কিছু ভাবি নি—
কিন্তু প্রাণের হাঁক্‌পাকুনিতে,
ছোঁড়ার সঙ্গে মশান পর্য্যন্ত এসেছি;
মহারাজ! দাঁড়ান ভার,
গুম্‌গুমানি শব্দ শুন্‌ছেন?
রাজা। শুন্‌ছি,
কিন্তু কই, কিছুই ত দেখতে পাইনে।
সভা। না বাবা।
যে যেখানে ঝোড়ে ঝাড়ে আছ,
অমনি থাক,
আর দেখা দিয়ে কাজ নেই।
রাজা। এ কি কোনও দেবমায়া?

দৈববাণী

পদ্মা। চণ্ডী সনে বাদ কর আরে রে অজ্ঞান!
ছিরে তাঁর দাসীর সন্তান;
মশানে পাঠাও তারে?
রাজা। আমি দেবদেব মহাদেবে জানি,
চণ্ডী কে, আমি জানি না;
দেবী দেখা দিন,
আমি বিধিমতে পূজা দেব;
কিন্তু আমি অপরাধী নই,
আমার এ দণ্ড কেন?
মিথ্যার দণ্ড করা রাজার কার্য্য;
আমি সেই কার্য্য করেছি
কই? কমলে কামিনী ত—
দেবীর বরপুত্র আমায় দেখায় নি;
দেবী কি মিথ্যার প্রশ্রয় দেন?

শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। মিথ্যা নহে,
সত্য হের কমলে কামিনী।

পটপরিবর্ত্তন

হের স্রোতস্বতী বেগবতী,
সীমাশূন্য কালীদহ সম;
হের কমল-কানন,
দেখ! দেখ! নলিনী-বাসিনী,
কামিনী গিলিছে করী।

টোড়ি-ঝিল্লা—একতালা

হের রক্তোৎপল চরণ-যুগল দুলিছে।
তরুণ তপন আদরে নখরে খেলিছে॥
কিবা উজ্জ্বল ছবি, জিনি কোটি রবি,
ভৈরবী বামা নবীনা,
শশী বিকাশি, অধরে হাসি,
কুন্দকুসুমদশনা।
ভালে কিবা সিন্দূর জ্বলে,
এলোকেশী করী গ্রাসিছে।

রাজা। বল, বল হে বণিক্‌!
তুমি মার প্রধান সন্তান,
কি দিয়ে পূজিব মাকে?
দে মা! ভক্তি দে মা।
দিব তোরে উপহার।
অজ্ঞানতা-তমঃ হলো দূর,
আহা! কি মাধুরী নেহার নয়ন!
পিও মন!—কমলচরণে মধু।
সভা। যা থাকে কপালে,
মা ব'লে দু'বার ডাকি,—মা মা!
বলি বাপু ছোকরা!
তুমি ত যেমন তেমন নও,
তোমার মাকে বল,
এই সৈন্যগুলোকে বাঁচিয়ে দেন।
আহা! আহা!
না হয় একবার দেখে মর্‌বে এখন।
শ্রীমন্ত। বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে সবার,
ভক্তাধীন মা আমার,
উঠ সেনা অমৃত পরশে
সৈন্যগণ। ওরে! ধল্লে রে। মাল্লে রে?
আহা! আহা! আহ!

পটপরিবর্ত্তন

রাজা। আহা! কি হ'ল, কি হ'ল,
দেখিতে দেখিতে কামিনী লুকালো।
মা গো! কোথা গেলে কমলবাসিনী?
বৎস! ত্যজ রোষ,
না জেনে করেছি দোষ,
সত্যবাদী তুমি,
নিরবধি জননীর পদে মতি।
আমি অভাজন,
নারিলাম চিনিতে তোমারে,
কিন্তু নহি মিথ্যাবাদী।
করিয়াছ প্রতিজ্ঞা পূরণ,
দেখায়েছ কমলে-কামিনী,
মম বাণী মিথ্যা না হইবে,

অর্দ্ধরাজ্য তব,
তনয়ায় অর্পিব তোমায়,
এস বৎস! এস সভাতলে।
[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

সুশীলা

সুশীলা। বুঝি এতক্ষণ বধেছে যুবার প্রাণ,
আহা! কে অভাগা,
এসেছিল দারুণ সিংহলে!
মিথ্যাবাদী যুবা, প্রত্যয় না হয় মোর;
বিধি-বিড়ম্বনে প্রাণে মরে পরবাসে।
আহা প্রাণে না মারিয়ে,
যদি তারে রাখিত গো পিতা,
নিত্য গিয়ে দেখিতাম তারে,
অভাগারে করিতাম যতনে সান্ত্বনা;
আহা!
কি কঠিন অপরাধ, প্রাণদণ্ড তার!

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। শুন মা সুশীলা! অদ্ভুত দেবের লীলা,
যে যুবারে দেখেছিলে বেঁধেছে কোটাল,
মশানে বধিতে প্রাণ,—
তারে সমাদরে নগরে এনেছে রাজা;
অদ্ভুত কাহিনী,
দেখায়েছে না কি কমলে-কামিনী।
সমরে সবারে,
একা যুবা করিয়াছে পরাভব।
অসম্ভব বার্ত্তা রাজপুরে,
যারা পড়িল সমরে,
পুনঃ প্রাণ পাইল যুবার গুণে।
সুশীলা। ধাত্রি! সত্য কি জীবিত যুবা?
কিংবা তুমি ভুলাও আমায়,
আহা! কত আমি সাধিনু জনকে,
রোষ না পড়িল তাঁর,
বল ধাত্রি! কিবা এ বারতা?
ধাত্রী। দেবাশ্রিত বিদেশী বালক,
কে তারে বধিতে পারে?
সুশীলা। ধাত্রি! চল যাই দেখি গে যুবারে,
আহা! বিরস-বদনে,
ধীরে ধীরে চলেছে মশানে,
দেখে কত নয়নে ঝরিল জল,
চল ধাত্রি! বিলম্ব না কর।
ধাত্রী। শুনি বন্দিগণে দিতে মুক্তিদান
গেছে যুবা কারাগারে,
উজানিতে ধাম,
পিতৃ-অন্বেষণে না কি এসেছে সিংহলে।
সুশীলা। উজানিতে ধাম!
বুঝেছি, বুঝেছি, কেবা পিতা তার,
আমি যাব কারাগারে। [প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

কারাগার

শ্রীমন্ত, রাজা ও সভাসদ্‌গণ

শ্রীমন্ত। কি আশ্চর্য্য!
কেহ নাহি দেয় পরিচয়,
বুঝি মম পিতা বেঁচে নাই,
হেরিয়ে আমায়,
বিকল অন্তর অবশ্য হইত তাঁর।
মহারাজ!
বন্দিগণে দিয়াছেন মুক্তিদান?
রাজা। মুক্ত সবে তোমার কৃপায়।
সভা। বাবা! তুমি ভ্যালা ছেলে!
আজ পঞ্চাশ বৎসরের পালা উল্‌টে দিলে,
আহা—মন্ত্রী মহাশয়ের দুঃখ দে'খে
আমার বুক ফেটে যায়;
বলি মন্ত্রী মশাই,
জুয়ান পুত মলেও অমন দুঃখ হয় না।
শ্রীমন্ত। মহারাজ! নাহি কি বন্দীর নাম?
সভা। বাপু! তুমি কাঁচ ছেলে,
এই সবে এসেছ সিংহলে,—
এ কারাগারে নাম-ধাম নাই।
বন্দী নাম, অন্ধকার গোত্র,
আর নিবাস এই শ্রীবাস।
পুরনো কাগজ অনেক উল্‌টালে,
যদি নাম-ধাম পাওয়া যায়।
রাজা। মন্ত্রি! আছে কি স্মরণ—
এসেছিল কি কেহ হে ধনপতি নামে?
মন্ত্রী। হালে ত কেউ নয়।

সুশীলা, ধাত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

সুশীলা। পিতা! এসেছিল উজানি হইতে,
ধনপতি নামে সাধু।

গর্ভবতী জায়া রেখে ঘরে,
ভাসি পারাবারে,
কারাগারে সিংহলে করিছে বাস।
হের বন্দি! কথা মিথ্যা নয়,
তোমার তনয়,
তত্ত্ব ল'তে এসেছে বিদেশে,
যুবা! পিতৃপদ করহ বন্দনা।
শ্রীমন্ত। সুভাষিণি? কে তুমি সুন্দরী?
পিতা! পিতা! কর আশীর্ব্বাদ,
হের নিদর্শন!
কোলে লহ আপন নন্দন।
ধন। দিগম্বর!
এত দিনে দাসে কি সদয় হলে?
আহা! জুড়াল তাপিত প্রাণ।
ধন্য পুত্র কুলে মম।
প্রসাদে তোমার,
কারাগারে হইনু উদ্ধার।
শ্রীমন্ত। পিতা! চণ্ডীর চরণ-প্রসাদে,
কারাগারে উদ্ধার তোমার,
মাতার প্রসাদে, আর তব আশীর্ব্বাদে,
গৌরব বাড়িল মোর;
আমি মাত্র নিমিত্ত জনক,
পিতা! মায়ে কেন আছ ভুলে?
দুর্গা ব'লে ডাক কুতুহলে।
ধন। মা গো! এত ছল্য অকৃতী তনয়ে।
মা গো! তোমার ছলনে,
তব ঘট আইলাম পদে ঠেলে,
সন্তানের অপরাধ,
কেমনে নিলি মা বল্?
দুর্গে! দয়া কি মা করিবি আমারে?
ধন্য পুত্র! ধন্য তুমি।
ধন্য বলি মানি আমা!

সুশীলার প্রতি

মা! মা!
কে মা তুমি অরিপুরে মঙ্গলরূপিণী?
রাজবালা!
ভাবিতাম বালিকা তোমারে।
রাজা। বৈবাহিক! ক্ষম অপরাধ,
সত্যবাদী তুমি!
কমলে-কামিনী নহে প্রবঞ্চনা কথা,
ত্যজ রোষ,
পুত্রে দেহ কন্যা-বিনিময়ে।
ধন। মা গো! কুললক্ষ্মী মা আমার!
রাজা। এ হ'তে অধিক রত্ন নাহিক আমার,
লহ বৎস নিজ গুণে।
ধন। বৎস!
কারাগারে সুখস্বপ্ন সম,
মা আসিত দেখিতে আমায়;
অমূল্য এ ধন,
ঘর মম হবে আলো।
শ্রীমন্ত। মহারাজ!
দেহ সাজাইয়ে তরী
আজি যাত্রা করি,
দুঃখিনী জননী আছে ঘরে,
ধরি পিতৃকরে,
বন্দিব গো চরণ দুখানি।
রাজা। বৈবাহিক!
রহিতে না করি অনুরোধ,
ভাগ্যবতী রমণী তোমার,
ভগবতী বাঁধা যাঁর ভক্তিপণে,
হেথা আর বিলম্বে কি কাজ?
চ'ল যাই সভাতলে,
আনন্দ-ঘোষণা দেহ মন্ত্রি, রাজ্যময়।
সভা। ছোকরা! সবই তোমার
তুরিৎ রকম,
তুরিৎ একটু ভক্তি দিতে পার?
আহা! মা! মা,—
কি রূপেই দেখা দিলি মা!
সকলে।—

রাজবিজয়—ঝাঁপতাল

জয় চণ্ডিকে ভবানী।
জয় জগদ্ধাত্রী উমা ঈশ্বরী ঈশানী॥
জয় জয় জয়, গেল ভব-ভয়,
মহেশ-মোহিনী, মহীতে উদয়,
অভয়া সদয়া, দেন পদছায়া
মহামায়া হররাণী॥

যবনিকা পতন

মলিনা-বিকাশ

[গীতিনাট্য]

(২৯শে ভাদ্র, ১২৯৭ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

বিকাশ (রাজকুমার)। বিলাস (ঐ সখা)। মহেশ্বরী (তপস্বিনী)। মলিনা (অপর রাজকুমারী)। তরলা (ঐ প্রধানা সখী)। অন্যান্য সখিগণ।

সংযোগ-স্থল—চন্দ্রশেখর পর্ব্বত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ মন্দির

মলিনা

মলিনা।—

গীত

পূরবী—দাদ্‌রা

পাখী, তোর পেলে মধুর স্বর,
তোর মত কুঞ্জবনে গাই লো নিরন্তর।
ফুলের মাঝে সোহাগ করি,
ফুলের রেণু অঙ্গে পরি,
খেলি চকোরের সনে মেখে চাঁদের কর।

বিকাশ ও বিলাসের প্রবেশ

বিকাশ। আহা! সখা, দেখ দেখ, কবির ধ্যানাতীত সৌন্দর্য্যের সীমারূপিণী রমণী-মূর্ত্তি।

গীত

পূরবী—যৎ

মরি কে রমণী বিপিনবাসিনী,
ভ্রমে একাকিনী বন-আমোদিনী;
মাধুরী-মালায় বিকশিত কায়,
হেরিয়া বালায় চায় কমলিনী।
সাজি হেম-হারে ঊষা মৃদু হাসে,
ফেরে ধীর বায় পরিমল-আশে;
সোহাগে উথলি, ফোটে ফুল-কলি,
মোহিত-হৃদয় গায় বিহঙ্গিনী।

বিলাস। দেখ রাজকুমার, তোমার এই রীতিটি ছাড়, পয়ার বাঁধ, গান গাও, ফুল সোঁকো, একলা আকাশ-পানে চেয়ে থাক, আমি কিছু বারণ করি নে; ঘাটে মাঠে পথে যে মেয়েমানুষ দে'খে দাঁতকপাটি যাও, ঐটুকু বাদ দাও। তোমার সব বেয়াড়া ঢং; ভাটে সম্বন্ধ আনে, রাজার ছেলের বে হয়; তা নয়, ছদ্ম-বেশে বিদেশে এসে বাস; রাজকুমারী কি না হেটো মেয়ে, হাটে বাজারে ফেরে, তারে তুমি দেখবে, তবে তার সঙ্গে কথা কইবে। এই যে আমারও রাজমন্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে, আমি কি তাকে দেখতে চাই? হবে হোক্, দেখবো—পছন্দ না হয়, একটা ভাত-রাঁধা গোছ আটপৌরে থাক্‌বে, আবার পোষাকি রকম কোথাও দেখা যাবে।

বিকাশ। ভাই, ও সুন্দরী কে, তুমি পরিচয় নিতে পার?

বিলাস। আবার বাড়াবাড়ি কেন? চল, কোন্ মন্দিরে তোমার রাজকুমারী শিবপূজা কর্‌তে আসে, দে'খে আসি গে চল।

বিকাশ। না ভাই, আর আমি রাজ-কুমারীকে দেখবো না।

বিলাস। তুমিও দেখবে না, সেও তোমাকে দেখা দেবার জন্যে অট্টালিকা ছেড়ে ঘুর্ ঘুর্ করে বেড়াচ্ছে। ভাটের কথা তুমি যেমন বিশ্বাস কর! মহারাজ মদনসেনের কন্যা মাঠের মাঝ-খানে শিবপূজা কর্‌তে আস্‌বে, তোমার সঙ্গে কথা কইবে, তুমি প্রেম-আলাপ করে, তবে তারে বে কর্‌বে; তার তো আর বর জুট্‌বে না, তাই তোমার মত ছেমোচাপা আদাড়ে নাগর মাঠ থেকে নিয়ে যাবে।

বিকাশ। ভাই, শোন, আমি একটি মনের কথা বলি।

বিলাস। আরে, মনের কথা শুনে শুনে যে হাল্লাক হয়েছি।

বিকাশ। ভাই বিলাস, আমার প্রতি যদি তোমার বিরাগ জ'ন্মে থাকে, তা হ'লে আমার সঙ্গে কেন কষ্ট পাও? আমি উন্মাদ, আমি মনের বশে ফিরি; মন যা চায়, তাই করি, কোন রকমে নিবারণ কর্‌তে পারি নে।

বিলাস। বিকাশ, তুমি রাগ কর্‌লে? আমিও পাগল, আবোল-তাবোল কত কি বলি, কিছু মনে করো না; তোমার কষ্ট হয়, তাই বলি। আমার একটা মনের কথা শোনো। তুমি উন্মত্ত হয়ে বেড়াও, আমি তার কারণ বুঝতে পেরেছি। তুমি প্রেমিক, কিন্তু তোমার প্রেমের আধার নাই, তাই তুমি কবিতায় উন্মত্ত থাক। কবিতা ফকিরের—রাজকুমারের নয়। রাজ্যশাসন তোমার ভার; যার সংসারে কিছুই প্রিয়বস্তু নাই, সেই কল্পনায় ঘুরে বেড়ায়।

বিকাশ। তুমি সত্যই অনুভব করেছ, সংসারে সত্যই আমার কিছু প্রিয়বস্তু নাই। বিবাহ? কারে বিবাহ কর্‌বো? রাজকুমারের পত্নীর অভাব নাই। কিন্তু আমায় আমার জন্যে ভালবাসে, যদি এমন নারী পাই, তারে বিবাহ কর্‌বো ভেবেছিলেম, কিন্তু সে সাধও আজ আমার ফুরিয়েছে। আমি চিরকাল সৌন্দর্য্যের উপাসনা করি, তাই ফুলের কাছে যাই—চাঁদের পানে চাই—নারীর স্বরে মুগ্ধ হই—কিন্তু আমার ধ্যানের প্রতিমূর্ত্তি কখন দেখি নি; আজ সেই প্রতিমা দেখেছি।

বিলাস। না ভাই, পায়ে পায়ে হোঁচোট খেলে, তোমায় কি ক'রে তুলি বল? রাজোদ্যানে গোলাপ ফুটে আছে, তা তুলতে সাধ হ'লো না, কোথায় বনমল্লিকা দে'খে ভুলে গেলে; তা যাও, দুটো কথা ক'য়ে এস।

বিকাশ। মরি মরি! কে তুমি সুন্দরি—
রূপের লহরী খেলিছে বনে,
কোন্ অভাগার হৃদয়-আগার,
করেছ আঁধার কহ ললনে?

মলিনা। শিবের কিঙ্করী, সহ-সহচরী,
পূজি স্মর-অরি বিপিনবাসী,
বসি কুঞ্জবনে, গাই পাখীসনে,
হেরি সযতনে ফুলের হাসি।

বিকাশ। কহ না কুমারি, বুঝিতে না পারি,
তুমি বনচারী কিসের তরে;
এ কি বিধাতার, না বুঝি আচার,
রতনের ভার রাখে সাগরে!
জনক জননী, নাহি সুবদনি—
কহ বরাননি, কি তব নাম?

মলিনা। মলিনা দাসীর নাম শুন ধীর,
অদূরে কুটীর, তথায় ধাম।
দুখিনী যোগিনী, কুটীরবাসিনী,
বনবিহারিণী দুহিতা তাঁর;
শঙ্কর আশ্রয়, শুন মহাশয়,
অন্য পরিচয় নাহিক আর।

বিকাশ।

ইমন-কল্যাণ-চৌতাল

বৃথা আকিঞ্চন।
ধ্যানে গড়া ছবি, নহে তো মানবী,
অকারণ কেন হবি জ্বালাতন।
দেবের ভূষণ, এ নারী রতন,
ত্যজিয়া নন্দন, আলো করে বন;
বৃথা অভিলাষ, বাড়িবে পিয়াস,
এ আশে—হতাশে হবি রে মগন।

মলিনা। কেবা তুমি মহাশয়, নাহি জানি পরিচয়,
উদয় হয়েছ আসি বনে;
আসিয়া কুটীর-বাস, কর ধীর, শ্রমনাশ,
কিঙ্করীর মিনতি চরণে।
অতিথি হইলে তোষ, তুষ্ট হন আশুতোষ,
অতিথির সেবা মম ব্রত।
আমি অতিথির দাসী, সদা সেবা অভিলাষী
যোগিনী—অতিথি-সেবা-রত।

বিকাশ।—শুনিয়া মধুর ভাষ,
পূর্ণ মম অভিলাষ,
পরিতোষ হয়েছি কুমারি!
কার্য্য আছে সবিশেষ, যেতে হবে দূরদেশ,
বিলম্ব করিতে নাহি পারি।

[বিকাশ ও বিলাসের প্রস্থান।

মলিনা। ইনি কি কোন যোগীপুরুষ—দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়ান? যোগীর সাজ তো নয়; কার্য্যে বিঘ্ন হবে, তাই বুঝি কৃপা কর্‌লেন না।

তরলা ও সখিগণের প্রবেশ

সখিগণ। গীত

খাম্বাজ—কাওয়ালী

কমলমালা সরসীর বুকে,
অলি চুমিছে সুখে,—
ডুবলো নীরে কুমুদিনী সই, মলিন মুখে।
দলে দলে খেলে সোণার কর,—
হেরে ধূসর শশধর,
আমোদিনী কমলিনী রঞ্জিত অধর;
উথলে ওঠে হৃদয়-মধু লোটে মলয় কৌতুকে।

তরলা। মলিনা! তুই এখানে একলা কি কর্‌ছিস্, মন্দিরে যাবিনে?

মলিনা। দেখ ভাই, মন কি চায়, তা জানিস্? যেন সদাই ঘুরে বেড়ায়; কেন ঘোরে, কিছু বল্‌তে পারিস্?

মলিনা ও তরলা। গীত

খাম্বাজ—যৎ

মনের কথা মন কি জানে সই;
সুধাই তারে বারে বারে বল্‌তে পারে কই?
কি ভাবে মগন থাকে, কারে সে যত্নে রাখে,
কে জানে কখন্ কাকে চায়;
কভু খেলে মলয় বায়,
কভু চাঁদের আলোয় ফুলমালা দোলায়,
আড়-নয়নে তারার পানে চায়,
হয় ত মাতে ঝঞ্ঝাবাতে, মেঘের সনে গায়,
বাজ পেতে নেয় বুকের মাঝে,—
মন নিয়ে সই সারা হই।

সখিগণ। গীত

কাফি-সিন্ধু—খেম্‌টা

মন সদা চায় আপন বিলায়,
মনের মতন মন যদি পায়।
বোঝে না কি তার ব্যথা,
তাই তো ঘোরে যেথায় সেথায়।
ফুলের হাসি দেখ্‌তে পেয়ে,
হাস্‌বে ব'লে যায় সে ধেয়ে,
ফুলের বুকে অলির খেলা দেখে লো চেয়ে,
আপন হিয়ে শূন্য হেরে, মুদিত হয়ে ফিরে যায়!
মেঘে দামিনীর খেলা, হেরে তার বাড়ে জ্বালা,
আপন ভাবে হয় লো বিভোলা;
বুঝতে নারে, চায় সে কারে,
বাজ্ বুকে তাই নিতে চায়।

তরলা। চল্ লো চল, বাবার পূজার সময় হলো।

[সকলের প্রস্থান।

বিকাশ ও বিলাসের প্রবেশ

বিলাস। বাবা, এ বনে এ বাঘ আছে কে জানে! আমারও হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে! ছুঁড়ী গাইতে গাইতে এল, মন ছিঁড়ে নিয়ে পালালো, আমি তো আর দেশে যাচ্ছিনে।

বিকাশ। ভাই, বোধ হয়, এ কোন মায়া-কানন, এখানে দেবীরা বসবাস করেন।

বিলাস। আরে দুত্তোর মায়াকানন, দেবীরা বাস করে! শুন্‌লে না, বল্‌লে, শিবের পূজার সময় হয়েছে। ওরা নর্ত্তকী, কিন্তু ঠেকাঠেকি, তোমায় গাছতলায় ছুঁড়ী মজিয়েছে, আর আমায় ঐ আবাগী বাগিয়েছে।

গীত

পাহাড়ী-ভৈরবী—খেম্‌টা

যদি ওই মনোমোহিনী পাই;
আড়-নয়নে চাই, পাকা পান খাওয়াই,
সারাদিন ফিরি কাছে,
ফিঙে যেমন কাকের পাছে,
আর কি করি, বল্‌তে নারি,—
মিলিয়ে দাও তো ভাই।
আমি প্রেমের চোটে ডাক ছেড়ে খুব গাই।

বিকাশ। তোমার কেবলই পরিহাস।

বিলাস। সত্যি বল্‌ছি, পরিহাস নয়, আমার প্রাণটা আঁচ-পাঁচ করছে; আমি যদি রাজকুমার হতেম, ছুঁড়ীকে ভুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যেতেম।

বিকাশ। কেন, তুমি ত খুব নারীর মন ভোলাতে পার?

বিলাস। আরে বোঝ না, ও ধড়ীবাজ, ওরা কি কথায় ভোলে। "উলি উলি নাচ্‌না-উলি— নয়নবাণে ভাঙ্গে মাথার খুলি।" ওরা এই মন্দিরে আছে কেন, তা জান? রাজা-রাজড়া

পূজা দিতে আস্‌বে, আর নয়না হেনে গাঁথবে। তুমি খালি পাপিয়ার বুলি শুন্‌লে বই তো নয়, দুনিয়ার তো কিছুই জান না!

বিকাশ। তুমি বর্ব্বর, তুমি রত্ন চেন না, অমন রূপ কি সামান্য নর্ত্তকীর হয়? ও স্বর্গীয় সরলতা নর্ত্তকী কোথায় পাবে?

বিলাস। আচ্ছা চল, মন্দিরে চল, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়ে দিচ্ছি। যদি তুমি দুটো একটা হীরে-মতিটতি ছাড়্‌তে পার তো, পালকে পাল ছুঁড়ী দেশে নিয়ে যেতে পারি।

বিকাশ। না, তুমি জান না, নিশ্চয়ই কোন উচ্চকুলোদ্ভবা বালিকারা এই মন্দিরে কুমারী-ব্রত অবলম্বনে বাস কর্‌ছে।

বিলাস। তোমার কোন্‌ কথাটা বিশ্বাস কর্‌বো বল? এই বল্লে দেব-কন্যা, আবার বল্‌ছো উচ্চকুলোদ্ভবা কন্যা। আচ্ছা, তুমি শিবিরে চল, আমি সন্ধান নিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

মহেশ্বরী ও মলিনা

মহে। মা মলিনা, একটি গল্প বলি, শোন। এক রাজার ছেলে হয় না, রাণী দেবদেব চন্দ্রশেখরের কাছে সন্তানের প্রার্থনা করেন; বাবা সদয় হয়ে স্বপ্ন দেন যে, 'তোর একটি কন্যা-সন্তান হবে, কিন্তু যত দিন না বিবাহ হয়, সে কুমারী আমার, আমি তারে লালন-পালন কর্‌বো, তোদের অধিকার থাক্‌বে না; যে দিন বিবাহ দেব, বর-ক'নে বরণ ক'রে ঘরে নিয়ে যাবি।' শুভদিনে রাণীর মেয়ে হলো, রাণী চক্ষের জলে ভেসে, বাবার আদেশে মন্দিরে এনে মেয়েটিকে দিয়ে গেল।

মলিনা। আহা! ভগবতী তারে কি লালন-পালন কর্‌লেন?

মহে। বাবা তাঁর দাসীকে লালন-পালন কর্‌তে দিলেন।

মলিনা। তার পর তার বিবাহ হলো, রাজা রাণী বর-ক'নে নিয়ে গেল?

মহে। না, তার বিবাহ হয় নাই।

মলিনা। তবে সে কন্যা কোথা মা?

মহে। তুমি তারে জান, কিন্তু সে যে রাজ-কুমারী তা তুমি জান না।

মলিনা। কই মা, আমি তো বাবার কুমারী কে, তা জানি নে।

মহে। আচ্ছা, মলিনা, তোরে যদি কেউ রাজকুমার বিবাহ করে?

মলিনা। না—মা।

মহে। না কি রে, রাজরাণী হবি, অট্টালিকায় থাক্‌বি।

মলিনা। না—মা, আমি বিবাহ কর্‌বো না। তুমি বলো না, আমার কান্না পায়।

মহে। তবে কি তুই আমার মত যোগিনী হয়ে চিরকাল ছাই মেখে থাক্‌বি?

মলিনা। হ্যাঁ—মা, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পার্‌বো না।

মহে। তাই থাকিস্‌, আজ থেকে তবে আমার মতন অতিথ সেবা কর্‌।

মলিনা। আমি তো মা অতিথ-সেবা কর্‌তে বড় ভালবাসি। আমার বাকল পর্‌তে, ছাই মাখতে বড় সাধ, তুমি মানা কর, তাই বাকল পরি নি।

তরলার প্রবেশ

মহে। আচ্ছা, তুই আমার পূজার ফুল তুলে আন্‌গে, তরলা আমার কাছে থাক্‌।

[মলিনার প্রস্থান।

মা তরলা, আমার তো মলিনার কাছে কোন কথা প্রকাশ কর্‌তে সাহস হলো না। ও আমায় মা ব'লে জানে, যদি শোনে, আমি মা নই, তা হ'লে অধীর হবে। শুন্‌লি তো চিরসন্ন্যাসিনী হয়ে থাক্‌তে চায়। এদিকে রাজকুমারেরও পণ, যে তারে রাজকুমার না জেনে ভালবাস্‌বে, তারে বিবাহ কর্‌বে। তুই বাছা, যদি কৌশল ক'রে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে পারিস্‌, আমি রাজা রাণীকে বর-ক'নে দিয়ে মায়াজাল থেকে মুক্ত হই।

তরলা। ভগবতি, আর শুনেছেন, রাজ-কুমার চাকর সেজেছেন, আর একটা বিট্‌লে বামুন তাঁর সঙ্গে ছিল, তারে রাজকুমার সাজিয়েছেন।

মহে। তা যাই হোক্‌, তুই দেখ্‌ মা, আমি

স্মর-হরের কিঙ্করী, মদনের লীলা জানি নে, তুই যা জানিস্ কর্।

তরলা। মা, কিছু চিন্তা করো না, হর যখন বর এনে দিয়েছেন, তখন তিনিই দু'হাত এক ক'রে দেবেন।

[মহেশ্বরীর প্রস্থান।

বিলাসের প্রবেশ

বিলাস। আঃ! আপোদ গেল, বুড়ী মাগী যেন আমার শনি! ওলো—ও ছুঁড়ী, তুই তো নাচনাউলী?

তরলা। আ মর্ পোড়ারমুখো, কাকে কি বলছিস্?

বিলাস। আর কাকে কি বল্ছি? এই ধেই ধেই ক'রে নাচলি, আর নাচনাউলী নয়? আমার সঙ্গে আর অত কায়দা কেন,—আমি কে, তা জানিস্? আমি রাজকুমার! আমি যেখানে যাই, হীরে মতি ছড়িয়ে দিই; তুই যদি রাজী হস্ তো দলকে দল উধাও ক'রে নিয়ে যাই। কেন বনে প'ড়ে আছিস্, ভাল ভাল বাগানে—অট্টালিকায় থাকিস্; এক একটা গোলাপের কেয়ারি দেখলে দাঁতকপাটি যাস্।

তরলা। তুই হলিই বা রাজকুমার, আমি কে, তা জানিস্? আমি মহারাজ মদনসেনের কন্যা, মন্দিরে শিবপূজো কর্তে আসি, তোর চেয়ে কত ভাল ভাল গণ্ডা গণ্ডা রাজকুমার আমার জন্যে আস্ছে।

বিলাস। না—না, মিছে কথা বলিস নে, মিছে কথা বলিস নে; আমি মহারাজ মদন-সেনের কন্যার জন্যে এসেছি বটে, কিন্তু তোকে পেলে আমি আর কারুকে চাই নে। এই আমার আংটী দেখ্, আমার নাম খোদা দেখ্; আমি তোমার হব, আর আমার যে এক বন্ধু আছে, ওই মলিনা ছুঁড়ীকে তাকে দেব। এতে যা লাগে, এতে হীরে দিয়ে পথ বাঁধাতে হয়, তাও সই, আর মুক্তার ঝালর কর্তে বলিস্, তাও সই।

তরলা। আমি তোর মাথা মুড়োবো আর তোর বন্ধুকে দিয়ে ঘাস কাটাবো, এতে মাণিকের পাহাড় কর্তে হয়, তাও সই, আর পান্নার ঝরণা কর্তে হয়, তাও সই।

বিলাস। দেখ, হাসি-ঠাট্টার কথা নয়, মাইরি, তোমার জন্যে আমি মরি, আর সে ছুঁড়ীটার জন্যে আমার বন্ধু সারা।

তরলা। তুমি আমার জন্যে মর?

বিলাস। সত্যি বল্ছি, যে দিব্যি কর্তে বলিস্, তুই যেমন নাচনাউলী আর আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তুই যদি কৃপা করিস্, তোকে বিবাহ ক'রে আমি ঘর করি।

তরলা। এ্যাঁ, তুমি ব্রাহ্মণ—ছি! ছি! ছি! পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইলেম। আমি ভেবেছিলেম, তুমি রাজকুমার, আমার বর, আমার ভালবাসা পরীক্ষা কর্তে এসেছো, হায়! হায়! আমি আশায় নৈরাশ হলেম।

বিলাস। তুমি কি সত্য রাজকুমারী?

তরলা। সত্য না তো কি মিছে, দেখছো না, আমার রাজকুমারীর মতন চলন-বলন, রাজকুমারীর মতন সরল প্রাণ।

বিলাস। দেবি, আমায় মার্জ্জনা করুন, আমি না জেনে অপরাধ করেছি, আমি মনের বেগে মনের ভাব প্রকাশ করেছি। আমি ভেবেছিলাম, আপনি নর্ত্তকী, কিন্তু আপনার মোহিনী ছবি আমার প্রাণে অঙ্কিত রয়েছে—আমার পাপ মন, আমার বন্ধুর রমণীর প্রতি আসক্ত হয়েছে, এ প্রাণ আমি বিসর্জ্জন দেব, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্বো। [গমনোদ্যত]

তরলা। আ! ও ঠাকুর, শোন না? আমিও যে তোমার রূপে মোহিত হয়েছি।

বিলাস। দেবি, অমন পাপ-কথা মুখে আনবেন না। আমার একটি মিনতি শুনুন,—রাজকুমার পরম প্রেমিক, অমন স্নেহময় হৃদয় বোধ করি, জগতে আর নাই। সংসারের কোন বার্ত্তাই জানেন না, সর্ব্বদাই কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকেন। যদি যত্ন করেন, অমন রত্ন আর পাবেন না।

তরলা। ঠাকুর, তুমি তো বেশ—আমায় বেশ বোঝাচ্ছ, আমি অমন ছেমোচাপা রাজ-কুমার নিয়ে কি কর্বো? দুটো কথা কইবে, দুটো আমোদ-আহ্লাদ কর্বে, আবার তার উপর শুন্তে পাই, তোমার বন্ধু মলিনাকে দেখে মুগ্ধ!

বিলাস। দেবি, শত শত তারামালায় চন্দ্রকে বেড়ে থাকে, যদিও আমার বন্ধু

আপনার সহচরীর প্রতি অনুরাগী, তাঁর প্রাণে অযত্ন নাই, তিনি অতি ক্ষুদ্র ফুল ছিঁড়তে পারেন না। আপনি নারীরত্ন, আপনাকে কি তিনি অযত্ন করবেন?

তরলা। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি আমার একটি উপকার কর, তোমার বন্ধুর মন কি ক'রে ভোলাতে হয়, তা তো আমি জানি না। তুমি আমার সঙ্গে থেকে আমার হয়ে দুটো কথা কয়ে আমাদের মিলন ক'রে দেবে।

বিলাস। দেবি, ওইটি মার্জ্জনা করুন, আমার পাপ-মন আপনার প্রতি নিতান্ত আসক্ত। আর আমি রাজকুমারকে মুখ দেখাব না। আমি কপটবন্ধু, জীবন-বিসর্জ্জনই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

তরলা। দেখ ঠাকুর, মর্‌তে হয় এর পরে মরো, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুর মিলন ক'রে না দিয়ে তুমি যেতে পারছো না; যদি না সম্মত হও, আমিও প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো। মাথা হেঁট ক'রে রইলে যে?

বিলাস। আমি আর আপনার মুখের পানে চাইবো না। আচ্ছা, আমি স্বীকার কর্‌ছি, আমার বন্ধুর সঙ্গে আপনার মিলন অবধি আমি এখানে থাক্‌বো, কিন্তু আপনি স্বীকার পান, আমার এ পাপ মতি যেন কখনও আমার বন্ধু না জান্‌তে পারেন। তার পর যদি আমার সংবাদ না পান, তা হ'লে রাজকুমারকে জানাবেন যে, পাগল বামুন তাঁকে বড় ভালবাস্‌ত।

তরলা। আচ্ছা, আমাদের মিলনের পর যেতে ইচ্ছা হয়, যেও, কিন্তু তোমার বন্ধুকে বলো না যে, আমি জানি, তিনি রাজকুমার।

বিলাস। বেশ বেশ, আপনি ঠিক বুঝেছেন। আপনি যেন জানেন না, তিনি রাজকুমার, অথচ তাঁরে যত্ন কর্‌ছেন, তা হলেই তিনি মোহিত হবেন।

তরলা। তবে চল, তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

গীত

পিলু—পোস্তা

কি জানি পারি কি হারি,
শিখি নি ছলা-কলা, অবলা নারী।
ধ'রে যদি ধরা না দেয়,
না দিয়ে প্রাণ, প্রাণ কেড়ে নেয়,
কি জানি, কি হয় শেষে সাধের প্রেম খেলায়।
মিনি সুতার মালা গাঁথা, কারিকুরি চাই ভারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সন্ন্যাসিনী-বেশে মলিনার প্রবেশ

মলিনা।— গীত

নট-মল্লার—যৎ

ভালবাসি বিভূতি তোমায়।
নাই তো ভূষণ তোমার মতন
তাইতে মাখি গায়॥
তরু, তোরে ভালবাসি,
তাই তো লো তোর তলায় আসি,
দেখ কেমন বাকল বসন, সেজেছে আমায়।
বিজনে ধুতুরা ফোটে, হেরে সাধ কত ওঠে,
কে জানে কি মনে তার, কার পানে সে চায়॥

সন্ন্যাসী-বেশে বিকাশের প্রবেশ

বিকাশ।— গীত

দেশ—একতালা

কে তুমি রমণী সেজেছ যোগিনী,
তরুতলে কেন বসি একাকিনী।
বিপিনবাসিনী কি রঙ্গে রঙ্গিণী,
কি বাসনা তব হৃদিমাঝে জাগে,
এসেছ গহনে কার অনুরাগে,
সাধিয়াছ বাদ কাহারি সোহাগে,
শূন্য-হৃদি কার বল সোহাগিনি।
ধূসর নীরদ ঢাকা শশধর,
বিভূতি-ছাদিত হেম-কলেবর,
বাকল-বসনা কেন গো ললনা,
শৈবাল-অঙ্গিনী কেন বিমলিনী।

মলিনা। আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? সেই যে সকালবেলা দেখা হয়েছিল, তুমি কাজ আছে ব'লে চ'লে গেলে। আহা, তুমি সন্ন্যাসী সেজেছ কেন?

বিকাশ। তুমি সন্ন্যাসিনী সেজেছ কেন?

মলিনা। আমি তো সাজি নাই, আমি সন্ন্যাসিনী। এত দিন ভগবতী মহেশ্বরী আমায় বিভূতি মাখতে বারণ কর্‌তেন, তাই বিভূতি মাখি নি।

বিকাশ। তবে আজ বিভূতি মেখেছ কেন?

মলিনা। আমার বর আস্‌বে, বে ক'রে নিয়ে যাবে, কিন্তু বিভূতি মাখলে আর বে কর্‌বে না, আমায় বন ছেড়ে যেতে হবে না।

বিকাশ। কেন, তুমি কি বে' কর্‌বে না?

মলিনা। না, বে' কর্‌লে অট্টালিকায় থাক্‌তে হবে, বনে বনে বেড়াতে পাব না, পাখীর গান শুন্‌তে পাব না। ভগবতী মহেশ্বরীকে দেখতে পাব না।

বিকাশ। তুমি কি বন এত ভালবাস?

মলিনা। আহা! বন ভালবাস্‌ব না? তুমি যদি কখন কুঞ্জবনে শিলাতলে চাঁদের আলোয় বস্‌তে, তা হ'লে তুমিও বন ভালবাস্‌তে। বন কেমন মনোহর, তোমায় কি বল্‌বো। তুমি যোগী হ'লে কেন? সকালবেলা ত তোমার এ বেশ দেখি নি।

বিকাশ। আমি যোগী হলেম কেন? আমিও বন ভালবাসি, কিন্তু এক রাজকন্যা আমায় বে' করবে, অট্টালিকায় থাক্‌তে হবে, আমি তাই যোগী হয়েছি।

মলিনা। তুমিও কি বনে থাক?

বিকাশ। না, বনে থাকি না, কিন্তু আজ থেকে বনে থাক্‌বো।

মলিনা। তুমি কি বনের শোভা দেখে মোহিত হয়েছ?

বিকাশ। না, আমি তোমায় দেখে মোহিত হয়েছি, যেথায় তুমি থাক্‌বে, সেইখানে থাক্‌বো।

মলিনা। তুমি আমায় দেখে মোহিত হয়েছ? তবে তুমি কখন বনের শোভা দেখ নাই, পাখীর গান শোন নাই, তা হ'লে তুমি ও কথা বল্‌তে না।

বিকাশ। আমি অনেক পাখীর গান শুনেছি, অনেক বনের শোভা দেখেছি, কিন্তু তোমার মত মধুর স্বরও শুনিনি তোমার মত সৌন্দর্য্যও দেখি নি।

মলিনা। তুমি কোন্‌ বনের শোভা দেখেছ, কোন্‌ বনে পাখীর গান শুনেছ, এ বনের ফুল দেখলে, এ বনের পাখীর গান শুনলে অমন কথা বলতে না; এ দেবদেব চন্দ্রশেখরের বন, এমন মনোহর বন আর কোথাও নাই, এমন ফুল আর কোথাও ফোটে না, এমন চাঁদ আর কোথাও উঠে না—হেথায় ঊষার উজ্জ্বল বরণ, দিনকরের স্নিগ্ধ কিরণ, এমন ধীর সমীরণ অন্যকোথাও বয় না, এমন পাখীর গানে ভুবন মুগ্ধ হয় না।

বিকাশ। সুন্দরি, যে স্থানে তুমি থাক, সেই স্থানই সুন্দর।

মলিনা। তা তো নয়, এ মহেশ্বরীর বন, তাই এত সুন্দর।

বিকাশ। তুমি জান না, তোমার কি আশ্চর্য্য মোহিনী, আমার হৃদয়ে একমাত্র তোমার ছবি বিরাজমান, আমি তোমার ধ্যানে যোগী হয়েছি।

মলিনা। আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে, তুমি যে বল্লে, অট্টালিকায় থাক্‌তে হবে বলে যোগী হয়েছ? ছি! ছি! ছি! আমার জন্য যোগী হয়েছ কেন?

বিকাশ। তোমার জন্য যোগী হয়েছি কেন? তুমি আমার ধ্যানের দেবী, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তোমা ভিন্ন জগতে আর আমার কিছুই নাই।

মলিনা। ছি! ছি! ছি! আমি তো দেবী নই, যোগীর মানবীকে ধ্যান কর্‌তে নাই।

বিকাশ। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী, তুমি আমার নয়নের আলো, যেখানে তুমি, সেই স্থানই স্বর্গ।

মলিনা। তুমি আমায় ভালবাস?

বিকাশ। আমি কে? আমি তো আর আমার নই, আমি তোমার—আমার মন, প্রাণ, কায়, সকলি তোমার পায় অর্পণ করেছি; তোমার প্রেমে—আমি এই যোগীর বেশ ধারণ করেছি।

মলিনা। তবে তুমি এ বনে থেকো না; ভগবতী বলেন, যোগীর স্ত্রীলোককে ভালবাস্‌তে নাই, আর যোগিনীরও পুরুষ-মানুষকে ভালবাস্‌তে নাই, আমি চল্লেম।

বিকাশ। তুমি যেও না, আমি থাকায় যদি তোমার বিঘ্ন হয়, আমিই যাচ্ছি।

মলিনা। তুমি রাগ ক'র না, আমি রাগ ক'রে যেতে চাই নি, আমি তোমায় ভাল কথা বলেছি, যদি আমায় ভালবেসে থাক—ভুলে যাও।

বিকাশ। ভুল্‌বো? কাকে ভুল্‌তে বল? ভোলা আমার সাধ্য নয়—আমার অস্থিতে

অস্থিতে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তোমার মূর্ত্তি চিত্রিত।

গীত

বেহাগ—একতালা

হৃদয়-মাঝারে প্রতিমা বিহরে,
পূজিব আদরে দিবস-যামিনী;
অঙ্কিত পাষাণে মুছিব কেমনে,
আঁকা প্রাণে প্রাণে, প্রাণ-প্রমোদিনী।
মোহিনী-প্রতিমা বিহরে নয়নে,
নেহারি কুসুমে ঊষার বরণে;
ভ্রমর-গুঞ্জনে পিককুল-তানে,
বিহরে ভুবনে ভুবনমোহিনী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

মলিনা

গীত

কেদারা—আড়াঠেকা

আজ কি পাখী, নাই তোমার সে স্বর,
গানে তোর মন ভোলে না, নাচে না অন্তর।
নাই কি শোভা কুঞ্জবনে,
আমোদ কি নাই তোমার মনে,
আজ কি পাখী, আছ বিমানে,—
বল পাখী, আজ কি কারো
হেরেছ মলিন অধর?

তরলার প্রবেশ

তরলা। কি লো, কি ভাবছিস্?

মলিনা। দেখ তরলা, একটি সন্ন্যাসী বল্লে, আমায় ভালবাসে—আমিও ভাবছি, আমিও কি তারে ভালবাসি? আমার তার কাছে যেতে ইচ্ছা কর্ছে, তার কথা শুন্তে ইচ্ছা কর্ছে, আমি কত ক'রে মন বেঁধে রেখেছি।

তরলা। সে কি লো! তুই আবার কোন্ সন্ন্যাসীকে ভালবাসলি?

মলিনা। ভালবাসি কি না, জানি নে, আমি তাই তোরে জিজ্ঞাসা কর্ছি। ভগবতীকে যেমন ভালবাসি, তেমন নয়, তা হ'লে আমি ভালবাসি কি না, বুঝতে পার্তেম; সে সন্ন্যাসী বল্লে, আমায় দেখে সন্ন্যাসী হয়েছে, আমি ভাবছি, সে বনে একলা কেমন ক'রে থাক্বে?

তরলা। কেন, আমরা কেমন ক'রে রয়েছি?

মলিনা। আমরা চিরকাল বনবাসী, বন আমাদের গৃহ; কিন্তু তার বনের শোভা ভাল লাগে না, পাখীর গান ভাল লাগে না, সে কি ক'রে বনে থাক্বে ভাই? দেখ সখি, সকালে যখন আমি গাছতলায় বসেছিলেম, তখন তাঁর আর এক বেশ দেখেছিলাম; কিন্তু এখন তাঁরে সন্ন্যাসী দেখে আমার চক্ষে জল এলো, তাঁর কাছ থেকে যখন উঠে আস্তে চাইলেম—তাঁর মুখখানি মলিন হলো, চক্ষু দুটি ছল ছল কর্তে লাগল, আমার সেই কথাই মনে পড়ছে; তুমি তাঁরে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তবে আমার মন স্থির হয়।

তরলা। তুই কেন গিয়ে বোঝা না?

মলিনা। না ভাই, সে আমার কথায় আরও ব্যাকুল হবে, আমি তাঁরে কোন কথা বল্তে পার্ব না। আহা, যোগিনীর যোগীর কাছে থাক্তে যদি কোন দোষ না থাক্তো, তা হ'লে সখি, আমি তাঁর কাছে থাক্তেম; সে পাগল, আমি বুঝতে পেরেছি, সে আমায় দেখলে ভাল থাকে।

তরলা। তুই আমাদের ছেড়ে তার কাছে থাক্তে পার্তিস্?

মলিনা। কেন, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেম।

তরলা। সে তোরেই চায়।

মলিনা। তা সত্যি—তবে ভাই কি কর্তেম? দেখ্ ভাই, তোরা যা, আমি একটু ভাবি।

তরলা। দেখ মলিনা, যোগী যোগিনীতে বে' হয়, তুই তারে বে' কর্বি?

মলিনা। ছি! ছি! ছি!

তরলা। কেন, তুই ভগবতী মহেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিস্ দেখি?

মলিনা। না—না, ভগবতীকে এ কথা বলিস্‌নে।

তরলা। তবে চল্—সকলে যাই, তারে বোঝাই গে।

মলিনা। না সখি, সে আমার কথা বুঝবে না, আরও কাতর হবে; আমি তো বলেছি, সে পাগল! সে ফুলের চেয়ে আমায় সুন্দর দেখে, পাখীর স্বরের চেয়ে আমার স্বর মধুর বলে।

তরলা। চল্, একবার বোঝাই গে, তার পর না বোঝে, আমরা চ'লে আস্‌বো।

মলিনা। না সই, যদি না বোঝে, আমি চ'লে আস্‌তে পারবো না।

গীত

হাম্বীর—কাওয়ালী

দেখলে তারে আপন-হারা হই;
গেলে পরে আর তো ফিরে
আস্‌বে না লো সই।
প্রাণে সই পাষাণ বেঁধে,—
এসেছি কাঁদিয়ে কেঁদে,
বল্‌বে কত মনের খেদে,—
কি ব'লে বল্ আসবো চ'লে,
জানে না সে আমা বই।

গীত

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ—খেম্‌টা

ওলো সই, তুই তো একা নয়,
পড়লে ফেরে আপন-হারা অম্‌নি সবাই হয়॥
ধরাধরি মনের ফাঁদে, ধরা দিলে কাঁদায় কাঁদে,
বাঁধা পড়ে বাঁধে এ বাঁধে;
ব্যথা দিয়ে, ব্যথার ব্যথিত হয়ে ব্যথা কত সয়।

মলিনা। সখি, তোরা কি বল্‌ছিস্? আমিও ভালবাসি? যদি ভালবেসে থাকি, আমি তো তবে অপরাধী হলেম,—যোগিনীর ত পুরুষকে ভালবাস্‌তে নাই; ভগবতীর কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব? ছি! ছি! ছি! আমার এ কি হ'লো? ঐ ভগবতী আস্‌ছেন, আমি যাই ভাই, আমার মাথার দিব্যি, ভগবতীকে কিছু বলিস্‌নে।

[মলিনার প্রস্থান।

মহেশ্বরীর প্রবেশ

মহে। মা তরলা, কি হলো?

তরলা। ভগবতি, দেবদেব আপনি সংঘটন করেছেন, মলিনাও রাজকুমারের জন্য উন্মত্ত, রাজকুমারও মলিনার জন্য উন্মত্ত।

১ সখী। তরলাও বিলাসের জন্য উন্মত্ত, বিলাসও তরলার জন্য উন্মত্ত।

মহে। দেবদেব প্রসন্ন হয়ে এত দিনে বুঝি আমার মায়ারজ্জু ছেদন করলেন। আজ শুভদিনে তুই মলিনাকে নিয়ে রাজার প্রমোদ-উদ্যানে যা, আমি রাজকুমারকে নিয়ে যাচ্ছি। তোরা আমার সঙ্গে আয়, চ না, আমরা রাজ-কুমারকে নিয়ে যাই। [সকলের প্রস্থান।

বিকাশ ও বিলাসের প্রবেশ

বিকাশ। ভাই বিলাস, আমি আর একবার সেই দেবীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে নির্জ্জন গহ্বরে গিয়ে বাস কর্‌বো; তুমি দেশে যাও, আমার মাকে সান্ত্বনা ক'রো।

বিলাস। কুমার, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, যে তোমায় তোমার জন্যে ভালবাস্‌বে, তার তুমি পাণিগ্রহণ কর্‌বে; সে প্রতিজ্ঞা কেন তুমি ভঙ্গ কর্‌ছো? রাজকুমারী তোমার অনু-রাগিণী, তারে কেন তুমি ত্যাগ কর, তুমি ত কঠিন নও, তবে কেন অবলা কুমারীর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার কর?

বিকাশ। ভাই, রাজকুমার প্রতিজ্ঞা করে-ছিল,—রাজকুমার কঠিন নয়,—কিন্তু আমি তো আর রাজকুমার নই।

মহেশ্বরীর প্রবেশ

মহে। বাবা, তোমাদের আমি মলিন দেখ্‌ছি কেন? এ দেবদেব চন্দ্রশেখরের আনন্দ-উপবন, এখানে কেউ নিরানন্দ হয় না, সকলেরি মনো-বাসনা পূর্ণ হয়—যদি কিছু কামনা থাকে, আমার সঙ্গে এস, অদূরে কাম্যবন আছে, সেথায় গেলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ঐ শুন, দেববালারা গান কর্‌ছেন।

বিকাশ। আহা! দূরস্মৃতির ন্যায় সঙ্গীত ফুরাল।

মহে। বাবা, এস, আমি চন্দ্রশেখরের দাসী, আমার কথা উপেক্ষা করো না, ঐ শুন, দূর-সঙ্গীত তোমায় আহ্বান কর্‌ছে।

[মহেশ্বরীর সহিত বিকাশের প্রস্থান।

বিলাস। আমি নিরানন্দই থাক্‌বো! আমার কামনা,—পাপ-কামনা, এ কামনা পূর্ণ হ'লে আমি কপট বন্ধু হব।

তরলার প্রবেশ

তরলা। ও ঠাকুর, ও ঠাকুর, এক্‌লা ব'সে ভাবচ কি?

বিলাস। এ কি!—রাজকুমারি! দেখুন, আমার অপরাধ নাই, আমি যথাসাধ্য রাজকুমারকে বুঝিয়েছি, তিনি মলিনার জন্যই উন্মত্ত।

তরলা। তবে ঠাকুর, আমার উপায় কি হবে, আমায় রাজকুমারের কাছে নিয়ে চল, আমি একবার বুঝিয়ে দেখি।

বিলাস। দেখুন, আমি যাব না, আপনি যান; একজন যোগিনী বল্লেন, এখানে কাম্যবন আছে সেখানে গেলেই কামনা সিদ্ধ হয়; রাজকুমার সেথায় গিয়েছেন।

তরলা। তবে তুমি আমায় নিয়ে চল।

বিলাস। না—না, আমি যাব না।

তরলা। কেন ঠাকুর?

বিলাস। দেখুন, আমার মনেও কামনা আছে, যদি কাম্যবনে গেলে আমার সে কামনা সিদ্ধ হয়, তা হ'লে আমি মহাপাপে মগ্ন হব। আমি তো বলেছি, আমার পাপমন আপনার রূপরাশিতে মগ্ন হয়েছে।

তরলা। তার তো এক উপায় আছে, তুমি কেন কাম্যবনে গিয়ে প্রার্থনা কর না যে, রাজকুমারীর উপর তোমার কখনও না মন হয়, আর ঠিক রাজকুমারীর মতন একটা নাচনাউলী তোমার জোটে।

বিলাস। না না, তা হবে না, কাম্যবনে কামনা করেও আপনার ছবি আমার মন থেকে যাবে না।

তরলা। আচ্ছা, তবে আর এক কামনা কর্‌লে হয়। আমি কামনা কর্‌বো যে, আমি রাজকুমারী না হয়ে নাচনাউলী হই, আর মলিনা যেন রাজকুমারী হয়।

বিলাস। দেবি, আমার সঙ্গে ছলনা করবেন না।

তরলা। হয় না? তুমি জান না; কাম্যবনে কামনা কর্‌লে এমন কিছুই নেই যে হয় না। চুপ ক'রে রইলে যে? আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়? রাজকুমারী কে?—মলিনা, না আমি?

বিলাস। অ্যাঁ! আপনি রাজকুমারী নন?

তরলা। আচ্ছা ঠাকুর, আমি যদি এখনি চম্‌কে উঠে বলি, আপনি রাজকুমার নন?

বিলাস। কুমারি, কি বল্‌ছেন?

তরলা। কুমার, কি বল্‌ছেন?

বিলাস। আমি তো বলেছি, আমি কুমার নই।

তরলা। আমি তো বলেছি, আমি কুমারী নই।

বিলাস। দেখ, অমন ক'রে ধোঁকা দিলে ভাল হবে না কিন্তু।

তরলা। দেখ, অমন ক'রে ধোঁকা খেলে ভাল হবে না কিন্তু।

বিলাস। এ তো ভারি উৎপাত!

সরলা। এ তো ভারি উৎপাত!

বিলাস। তুমি বুঝি সত্যি মনে করেছ, আমি রাজকুমার?

তরলা। তুমি বুঝি সত্যি মনে করেছ, আমি রাজকুমারী?

বিলাস। আঃ! আমি দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, আমি কুমারের সখা, মহারাজের সখার পুত্র।

তরলা। আঃ! আমিও দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, আমি কুমারীর সখী, মহারাণীর সখীর কুমারী।

বিলাস। প্রিয়ে, সত্যই এ আনন্দ-ভুবন!

তরলা। দেখ—দেখ, বিট্‌লে বামুনের রকম দেখ! আমি চল্লেম, রাজকুমারকে ব'লে দিই গে।

বিলাস। প্রাণেশ্বরি, আর তুমি আমাকে নাচাতে পার্‌বে না।

তরলা। ঐ দেখ গো, বামুন আমায় কি বল্লে গো।

বিলাস। ঐ দেখ গো, বাম্‌নী আমার মন কেড়ে নে পালায় গো।

গীত

ঝিঁঝিঁট—খেম্‌টা

বিলাস। মন কেড়ে নে দেখ গো পালায়।
তরলা। একলা পেয়ে মজায় অবলায়॥
বিলাস। তুমি কি না মজবার মত?
তরলা। দেখ, ঠাট জানে কত!
উভয়ে।—
কলে বলে কথার ছলে দেখ গো ভোলায়—
তরলা। দেখ গো জ্বালায়,—
বিলাস। ঐ দেখ, প্রাণ নিয়ে পলায়।

[বিলাস ও তরলার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবনস্থ কুঞ্জ

মলিনা ও তরলা

মলিনা।— গীত

বেহাগড়া—কাওয়ালী

কেমনে মন নিবারি,
যতনে যাতনা বাড়ে তারে কি ভুলিতে পারি।
বাসনা বারি বিরাগে,
মলিন বদন মনে জাগে
অনুরাগে গলি সোহাগে,—
ছিঁড়িতে নারিল ডুরি, কি করি যে মন তারি!

তরলা। কেন লো, ভুল্‌বি কেন লো?

মলিনা। যোগিনীর যে ভালবাস্‌তে নেই?

তরলা। তোরে এই ঠাটের কথা কে শেখালে?

মলিনা। ভগবতী বলেন, তুই কি শুনিস্‌ নি?

তরলা। আর এই যে ভগবতী বিল্বপত্রে লিখে দিয়েছেন যে, সে যোগীকে ভালবাস্‌তে আছে।

মলিনা। তবে কি সত্যই যোগীকে ভালবাসতে দোষ নেই?

তরলা। এই দেখ্‌ না, ভগবতী বিল্বপত্রে লিখে দিয়েছেন।

মলিনা। তবে চল্‌ ভাই, আমি তাঁর কাছে যাই, আর দেরি কর্‌বো না, তাঁকে আমি বলেছিলাম যে, এ বনে থেকো না—যদি চ'লে যান?

তরলা। আগে দেখ্‌, তার কাছে থাক্‌তে পার্‌বি কি না দেখ?

মলিনা। হ্যাঁ ভাই, আমি থাক্‌তে পার্‌বো। তাঁরে বল্‌বো, একখানি কুটীর বাঁধ, সেই কুটীরটিতে দুজনে থাক্‌বো। দেখ্‌ ভাই, তোরে এত দিন বলি নি, পাখী দুটিতে মুখোমুখি ক'রে ব'সে থাকে, দেখে আমারও সাধ হ'তো, এখন আমরাও দুজনে মুখোমুখি করে ব'সে থাক্‌বো। চল্‌ ভাই চল্‌, এখন আর দেরি করিস্‌ নে।

তরলা। আর সে যদি না তোর সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে ব'সে থাকে? ভগবতী বলেছেন, না পরখ ক'রে তোকে তাঁর কাছে যেতে দেবেন না, ভগবতী তাঁরে নিয়ে আসবেন।

মলিনা। না—না, পরখ কর্‌তে হবে না, সে আমার জন্যে যোগী হয়েছে।

তরলা। তাঁর কাছে আর তোর যেতে হবে না, ভগবতী তাঁরে নিয়ে আস্‌বেন। তুই এই বনের ভিতর ব'স, এই মালাছড়াটি নে; তোরে যদি সত্যি সে ভালবাসে, তা হ'লে এই বন খুঁজে তোরে বার কর্‌তে পার্‌বে, তোর কাছে এলে পরিয়ে দিস্‌।

মলিনা। বেশ! বেশ! মালাছড়াটি দে তো, অতি সুন্দর মালা! আমি মালা পরিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বো, ফুল সুন্দর—কি আমি সুন্দর?

তরলা। আচ্ছা, তাই জিজ্ঞাসা করিস্‌; তুই এখন লুকিয়ে ব'সে থাক্‌।

মলিনা। দেখ্‌ ভাই, আমার মনে আনন্দ হ'লে চখে জল আস্‌তো, যেন স্বপনের মত কি কথা মনে পড়তো, তাই ভগবতী আমায় মলিনা ব'লে ডাকেন; কিন্তু ভাই, আজ আমার প্রাণ বিকসিত হচ্ছে, একটু ভয়ও হচ্ছে—কে জানে ভাই, আমি কেমন হয়ে গেছি।

তরলা। থাক্‌, তুই লুকিয়ে থাক্‌, তুই লুকো—লুকো, ঐ দেখ্‌ সে যোগী আস্‌ছে, কিন্তু তার আর সে বেশ নেই।

মলিনা। দেখ্‌ ভাই, আমি এই বেশ দেখতেই ভালবাসি। তোরে তো বলেছি, যোগীর বেশ দেখে আমার চোখে জল এসেছিল।

সখিগণের প্রবেশ

সকলের কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত হওন

বিকাশের প্রবেশ

গীত

বেহাগ—খেম্‌টা

কুঞ্জের ভিতর হইতে সখিগণ

প্রেমের এ প্রমোদ-বনে
প্রেমিক কেমন যাবে জানা;
মনোহর প্রেমের বাসর
মিছে প্রেমের ভাণ সাজে না।

প্রেমিকা অনুরাগে, একাকিনী কুঞ্জে জাগে,
সোহাগে সোহাগিনী,
নাও হে হৃদে নাই তো মানা।
প্রেমিকা যার যেখানে,
প্রাণে প্রাণে সে তো জানে,
প্রেমে যার প্রাণ টানে না,
ছলনা তার প্রেম কামনা।

১ম কুঞ্জের সখী।
ছি! ছি সই, মলিন হয়ে যাব লো ঝরে
অরসিক ছোঁয় যদি করে—
আস্‌বে অলি, প্রেমের কলি,
ফুটেছি প্রমোদ-ভরে।

সকলে। ভালবাসে খুঁজে আসে,
ভাণ ক'রে তো আস্‌বে না।

২য় কুঞ্জের সখী।
আমার আসিছে বঁধু তাই তো মধু
ধরে না বুকে,
আমার বঁধু বিনে কারু পানে কি চাই
হাসিমুখে,
যে প্রেম জানে না,
কর্ লো মানা আস্‌তে সুমুখে।

সকলে। তার প্রাণ ব'লে দেয় ফুটি যেথায়
ঠাটের ভালবাসে না?

৩য় কুঞ্জের সখী।
আমি ছোট কলি, তা ব'লে কি প্রেম
জানি নে সই!
বঁধুর আমি, আমার বঁধু—
আর তো কারুর নই,
অরসিকের লাগলে বাতাস অমনি সারা হই।

সকলে।
বঁধু মনে বুঝে আসে খুঁজে ফুটলে
প্রাণে বাসনা।

৪র্থ কুঞ্জের সখী।
আমার নাগর বিনে
কারুর পানে চাই নে স্বজনি;
থাকি সোহাগভরে, আদর করে গুণমণি,
সয় কি পরশ অপ্রেমিকের, প্রেমিক রমণী।

সকলে। আমার প্রাণ জানে সে প্রেমিক-রতন
ফুট্‌লে কোথাও থাকে না।

বিকাশ। এ কি কোন কুহক! বনদেবী কি আমায় গঞ্জনা দিচ্ছেন? এই কুঞ্জেই কি আমার প্রাণেশ্বরী?
সখিগণ।

গীত

ভৈরবী—যৎ

নাহি সৌরভের গরব, নাই রঙের বাহার,
নাই তো মধু ছড়াছড়ি ভ্রমরের বিহার।
আছে চেয়ে আশা-পথ, মলিন-কুঞ্জ অবনত,
ঐ তো এল নাগর মনোমত;
সোহাগিনী আমোদিনী হেরে বিকাশ-মলিনা।

মলিনা। দেখ, কেমন সুন্দর মালা, এখন বল দেখি, ফুল সুন্দর—কি আমি সুন্দর?

বিকাশ। হৃদয়েশ্বরি, হৃদয়ে এস, কাম্যবনে আমার আশা পূর্ণ হ'ল।

মলিনা ও বিকাশ।—

গীত

ভৈরবী—যৎ

সুধা ঢাল সুধাকর;
আমোদে কুমুদী-সনে খেল নিরন্তর।
মধুর মলয়ে হেলি, ফুলকলি করে কেলি,
প্রমোদে প্রমোদ-বনে গুঞ্জরে ভ্রমর।

বিলাসের প্রবেশ

ভৈরব—যৎ

বিলাস। আমারও পুরেছে আশা,
বাঁয়ে আমার ভালবাসা,
যার যা মনে প্রমোদ-বনে কসে আমোদ কর।

সখিগণ। দেখ লো নয়নে নয়ন ভাসে আদরে,
দেখ লো সই, ঈষৎ হাসি মধুর অধরে,
আদরে করে করে, কমল যেন কমল ধরে,
দেখ লো আদরে হিয়ে কাঁপে থর থর।

মহেশ্বরীর প্রবেশ

মহে। মা মলিনা, মহেশ্বর-পালিতা কুমারীকে কি এখন চিনেছ? তুমিই সেই রাজ-কুমারী। মহেশ্বর কৃপা ক'রে তোমার উপযুক্ত রাজকুমারকে এনে দিয়েছেন। ঐ দেখ, তোমার

পিতা-মাতা বর-ক'নে বরণ ক'রে নিয়ে যেতে আস্‌ছেন। মা তরলা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে চিরসুখী হও, মলিনা যেমন তোমার সখী, রাজকুমার তেমনি তোমার স্বামীর সখা। মা, যেমন শিবব্রত করেছিলে, তেমনি মনোমত পতি নিয়ে সুখে ঘর কর। ঐ দেখ, রাজ-অমাত্য রাজার সঙ্গে, আর তোমার জননী রাণীর সঙ্গে তোমাদের নিয়ে যেতে আস্‌ছেন। রাজকুমার, এ শিবের কুমারী আজ তোমার নারী, যত্নে রাখলে আশুতোষ সন্তুষ্ট হবেন। কুমারবান্ধব, যে বনলতা আজ তোমায় অবলম্বন করেছে, দেখো, যেন অযত্নে মলিন না হয়।

সখিগণ। গীত

ভৈরবী—ভর্‌তংগা

প্রাণে প্রাণে ফুলের ডোরে বাঁধলে ফুলশর,
সাধে সাধ উথলে ওঠে, বয়ে যায় লহর।
আমোদে তারা ফোটে,
ফুলের মধু মলয় লোটে,
যামিনী আমোদিনী প'রে চাঁদের কর;—
জয় জয় জয় হর-দিগম্বর!

যবনিকা পতন

নিমাই সন্ন্যাস

[চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ]

(৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

নিমাই (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য)। নিতাই (অবধূত)। প্রতাপরুদ্র (উড়িষ্যাধিপতি)। রায় রামানন্দ (জমিদার)। কেশব ভারতী (নিমাইয়ের দীক্ষাগুরু)। সার্ব্বভৌম (সভাপণ্ডিত)। অদ্বৈত, হরিদাস, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, গোপীনাথ (ভক্তগণ)। বক্রেশ্বর (নিমাইয়ের ভৃত্য)। নট, জামাই, ব্রাহ্মণ, ধোপা, সভাসদ্‌গণ, প্রতিবাসিগণ, বৈষ্ণবগণ, বালকগণ, শিষ্যগণ, দেবগণ, রথযাত্রিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

শচী (নিমাইয়ের মাতা)। বিষ্ণুপ্রিয়া (নিমাইয়ের পত্নী)। নটী, মালিনী, ধোপানী, দেবীগণ, প্রতিবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাংক

পুরী—রাজসভা

প্রতাপরুদ্র, রায় রামানন্দ ও সভাসদ্‌গণ

প্রতাপ। রায় রামানন্দ! তুমি প্রভুর কৃপার পাত্র—তুমি আমায় কৃপা কর, প্রভু বৃন্দাবনে গিয়েছেন, প্রভুর বিরহে প্রাণ অতিশয় কাতর হয়েছে, আমার জীবন শূন্যজ্ঞান হচ্ছে—তুমি কোন উপায় কর।

রামা। মহারাজ! যে প্রভুর নিমিত্ত ব্যাকুল, প্রভু তার নিমিত্ত ব্যাকুল; আপনি অচিরে তাঁর দর্শন পাবেন।

প্রতাপ। আমি ভক্তবৃন্দের নিকট শুনেছি যে, তুমি প্রভুকে নিয়ে আনন্দ কর, তোমার দ্বারা নট-নটীরা শিক্ষিত হয়ে নিত্যই গৌরাঙ্গ-লীলা তোমায় প্রদর্শন করে, কৃপা ক'রে যদি তুমি আমায় সে অভিনয় দেখাও;—আর এক আমার পরম খেদ, প্রভুর নাগর-মূর্ত্তি দেখি নাই, কি উপায়ে আমি সেই নটবর-মূর্ত্তি দেখতে পাবো?

রামা। মহারাজ! ব্যাকুলতাই একমাত্র উপায়।

প্রতাপ। প্রভু যারে তারে বলেন, "আমায় দাসত্বে মুক্তি দাও," এরই বা কারণ কি?

রামা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ অদর্শনে শ্রীরাধা এত ব্যাকুল হতেন যে, তাঁর শরীরে সম্পূর্ণ মৃত্যু-লক্ষণ দৃষ্ট হ'তো—এই বিরহ-বিকার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বল্‌লেন, "রাধে! তোমার প্রেমে আমি চির-ঋণী রইলেম;—কিসে তোমার ঋণ পরিশোধ হবে?" শ্রীরাধা উত্তর করলেন, "আমি দাসী, আমার নিকট ঋণ কি?" শ্রীকৃষ্ণ বার বার কাতর হয়ে বল্‌লেন, "প্রিয়ে! আমায় কৃপা কর, কিসে তোমার ঋণ মুক্ত হব বল?" রাধা বল্‌লেন—"প্রাণেশ্বর! যদি দাসীরে করুণা কর্‌লেন, তবে এই ভিক্ষা যে, অধম জীব যেন তোমার কৃপালাভ করে।" ভগবান্‌ তুষ্ট হয়ে বল্‌লেন, "তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, আমি দ্বারে দ্বারে প্রেম বিতরণ কর্‌বো, জীবকে উদ্ধার ক'রে তোমার ঋণ হ'তে মুক্ত হব।" বৃন্দা ব্যঙ্গ ক'রে বল্‌লেন যে, "কপট-চূড়ামণি! তোমার কথায় প্রত্যয় কি? খৎ লিখে দাও, তবেই মানি।" এ কথায় মুরলী-মোহন তাঁর প্রেমের মহাজন শ্রীমতীকে দাসখৎ লিখে দিলেন। সখিগণ যে খতে সাক্ষ্য, তাই প্রভু গৌরবেশে দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করছেন।

প্রতাপ। রায়! শ্যামসুন্দরের এ গৌরবেশ কেন?

রামা। প্রেমবিকার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বল্‌লেন, "রাধে! তোমার ন্যায় আমি একজন্ম বিরহে ব্যথিত হয়ে রোদন কর্‌বো, তোমার ন্যায় ধরাসনে লুণ্ঠিত হব, প্রেমে তোমার কি অপূর্ব্ব সুখ, আমি এক জীবন আস্বাদন কর্‌বো।" কিশোরী উৎকণ্ঠিত হয়ে বল্‌লেন, "তুমি রোদন কর্‌বে, তোমার কোমল কায়া ধূলায় ধূসরিত হবে, এ আমার সহ্য হবে না।" ভগবান্ উত্তর কল্লেন, "বিরহজনিত সুখ তুমি কি একাই অনুভব করবে?—আমায় কেন বঞ্চিত কর? মানা করো না, আমার বাসনার প্রতিরোধ করো না।" রাধা বল্‌লেন "যদি এ দুঃখভোগ তোমার নিতান্ত ইচ্ছা হয়, অন্তরে তুমি থেক, বাহিরে তোমায় আমি আবরণ ক'রে রাখবো, তুমি যে ধূলায় লুণ্ঠিত হবে, তা দেখ্‌তে পারবো না।" শ্যামসুন্দর ব্যাকুল হয়ে ধরাশায়ী হবেন—ভাব্‌তে ভাব্‌তে শ্রীমতী উৎকণ্ঠিত হলেন, হৃদয়াবেগে শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে শ্যাম-অঙ্গ আবরণ করলেন, এই নিমিত্ত অন্তঃ কৃষ্ণ, বহিঃ রাধাভাবে গৌর-লীলা, এই নিমিত্তই প্রচ্ছন্নভাবে গৌর অবতার, এই নিমিত্তই অপ্রেমিক তাঁহাকে অবতার অস্বীকার করে।

প্রতাপ। ভাল রায়! তুমি কৃপা ক'রে আমার একটি সন্দেহ ভঞ্জন কর, প্রভু কি নিমিত্ত বিধবা জননীর প্রতি, যুবতী পত্নীর প্রতি নির্দ্দয় হলেন, কেনই বা সে ভক্তমনোরঞ্জন নাগরবেশ পরিত্যাগ কর্‌লেন?

রামা। মহারাজ! আমি কিছুই জানি না; গৌরাঙ্গলীলা গৌরাঙ্গই জানেন, কিন্তু নট-নটীগণের অভিনয়ে আমার হৃদয়ে একটি ভাবের উদয় হয়—আপনি অভিনয় দেখুন, আমি ভরসা করি, আপনার হৃদয়েও সে ভাব উদয় হবে?

প্রতাপ। সে তোমার ন্যায় ভক্তের কৃপায়; তবে শীঘ্রই আয়োজন কর, আমি রাজ্ঞীদিগকে সংবাদ দিই গে, তাঁরাও সকলে লীলা-সন্দর্শনে উৎসুক।

[প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দের প্রস্থান।

প্র, সভা। দেখ, এই রামানন্দটা ভক্ত-বিটেল—ব্যাটা বাবরিটে বাহার দিয়ে, হাতী চড়ে ডঙ্কা বাজিয়ে "গৌর গৌর" করে।

দ্বি, সভা। আর তুমিও যেমন! ব্যাটা অতি নচ্ছার, বাগানে বেশ্যা নিয়ে দিবারাত্তির পড়ে আছে, কারুর গা ধুইয়ে দিচ্ছে, কারুর চুল বেঁধে দিচ্ছে, ব্যাটা ভক্তির সাগর, রাজাটা খেপেছে, খেপেছে, এমন জগন্নাথ প্রভু থাক্‌তে কি না গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ;—বাবা! দশ অবতারের ভিতর তো গৌরাঙ্গ পেলেম না।

প্র, সভা। ওই ভণ্ড ব্যাটারা ওই এক ধুয়ো ধরেছে, আর কি—আচার-ব্যাভার সব উল্‌টে দিলে, ব্যাটারা পেট-বৈরাগীর দল, পুজো কর্‌তে তর্ সয় না, বলে নিয়ে আয় প্রসাদ।

দ্বি, সভা। এবার রোসো; ব্যাটাদের জিজ্ঞাসা কর্‌বো, বলি গৌরাং যদি তোদের অবতার তো মাথা মুড়িয়ে কেষ্ট কেষ্ট করে কেন?

প্র, সভা। তা জানিস্ নে? ব্যাটারা বলে, রাধাভাব, আর ওরা সব ব্রজগোপী।

দ্বি, সভা। রাজাটা বিগ্‌ড়ল, তা নইলে "গুপীর পিণ্ডিদান" যাত্রা কর্‌তুম, বুড়ো বুড়ো মন্দারা কি ক'রে বলে 'সখী'।

প্র, সভা। চল, অভিনয় দেখি গে, তা নইলে রাজা রাগ কর্‌বে।

দ্বি, সভা। আরে, বেশ বেশ ছুঁড়ী আছে, দু এক বেটীকে বাগানে আন্‌তে প্যারিস? টপ্পাটুপ্পী শোনা যায়।

প্র, সভা। আর বুঝি জানিস নি? ও বেটীদেরও ভাব লেগেছে, ও বেটীরাও ঐ বৈরাগীর মতন ঢিপ ঢিপ আছাড় খায়।

দ্বি, সভা। আর বুঝি ঐ রামানন্দ ধেয়ে গিয়ে কোল দেয়, যা হোক্, ব্যাটা খুব মজায় আছে।

প্র, সভা। চল চল, খানিক লঙ্কা-মরিচ নিয়ে যেতে হবে।

দ্বি, সভা। কেন রে?

প্র, সভা। চখে দিয়ে ভক্ত হব, ঝর্ ঝর্ ক'রে কাঁদবো, আর কি।

দ্বি, সভা। দেখ্, আমি তোর কাছে বস্‌বো, যখন কাঁদ্‌তে হবে, গা টিপে দিস্।

প্র, সভা। ঐ ব্যাটাদের মুখ চেয়ে থাকবো আর কি,—ও ব্যাটারাও কাঁদ্‌বে, আমরাও লঙ্কা টিপছি আর কি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

নট ও নটী

নট। প্রিয়ে,
মধুর চৈতন্য-লীলা করি প্রদর্শন,
নব-রস-বশ রসিক সুজন
মনোবিমোহন কর আজি রঙ্গস্থলে,
প্রফুল্ল অন্তরে—
করিব হে প্রভু-গুণগান,
জুড়াইবে প্রাণ, জনম সফল হবে;
উচ্চরবে হরিসংকীর্ত্তন
সভাজন আনন্দে শুনিবে,
প্রেমরসে দ্রবিবে পাষাণ-হিয়া।
নটী। নাথ!
হরিগুণ করি গান হরিনামগুণে,
কিন্তু মম ভয় হয় মনে,
মতিহীনা আমি অতি দীনা,
নিগূঢ় লীলার ভাব কেমনে প্রকাশি?
সাধু ভক্তজন—
মানসরঞ্জন কি গুণে করিব বল?
যেই ভাব করি অনুভব
শুকদেব আনন্দে বিভোর,
কোথায় সে তত্ত্ব পাবে দাসী?
নহে যার মধুময় প্রাণ,
মধুর আখ্যান,
সে কি হে বর্ণিতে পারে?
নারী আমি হব মাত্র নিন্দার ভাজন।
নট। প্রিয়ে! ত্যজ ভয় মনে,
শ্রীগৌরাঙ্গ পতিতপাবন।
পতিতে লো কৃপা তাঁর অতি,
তাঁর কৃপা-বলে
রঙ্গস্থলে উত্তীর্ণ হইব সবে,
সেই রাঙ্গা চরণ-কমল মম বল।
মহাপ্রভু কৃপার আগার,
বার বার অঙ্গীকার তাঁর,
যে লবে অভয় নাম,
গুণধাম সদয় হইয়ে,
আপনি আসিয়ে,
পূরাবেন মনস্কাম তার।
এস ভক্তিসনে
একমনে করি নামগান,
মহাপ্রভু হয়ে অধিষ্ঠান
পূরাবেন মনের বাসনা,
প্রিয়ে! ভেব না, ভেব না,
অভয় গৌরাঙ্গ নাম।
নটী। নাথ! ক্ষুদ্র নটী, ভক্তি কোথা পাব?
মন নহে বশ
একমনে কেমনে গাইব?
শঙ্কা হয় মনে,
সে নামে কলঙ্ক পাছে রটে।
নট। প্রিয়ে! গৌরাঙ্গের মহিমা অপার,
অতি নীচ অতি প্রিয় তাঁর,
নির্ভয়ে কর লো নাম গান,
ভগবান্ অধিষ্ঠান হবেন হৃদয়ে,
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়,
দীননাথ দীনের ঠাকুর।
উভয়ে।—

গীত।

কামোদ-মিশ্র—একতালা

ডাকে হে পতিত তোমায়,
পতিতপাবন পূরাও সাধ।
দীনের ঠাকুর, কোথায় গৌরচাঁদ॥
নামের গুণে এস গুণধাম,
হৃদয় ভরি হেরি হরি, ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নাম ভরসা করি আশা, পূরবে মনস্কাম,
আমার মন রসে না প্রেম জানে না,
বাঁধো পেতে প্রেমের ফাঁদ।
রাঙ্গাচরণ দুটি চাই,
মধুর গৌর নামটি যেন পাই,
রাই-কিশোরীর দোহাই, হরি তোমারই দোহাই,
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে,
দাও হে প্রেমসুধার স্বাদ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শয়নকক্ষ

নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া

নিমাই। তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? এ কি! তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রইলে যে? ছি! আবার কাঁদছো—কথা কবে না? কেঁদ না, কাঁদ্‌লে মনে ব্যথা পাই।

বিষ্ণু। না।

নিমাই। 'না' ব'লে যে আরও কাঁদ্‌ছো!

বিষ্ণু। আমি দাসী।

নিমাই। আবার নীরব হ'লে যে? কি বল্‌ছিলে, বল।

বিষ্ণু। প্রভু! এ সুখস্বপন আমার ভেঙ্গে যাবে।

নিমাই। প্রিয়ে, আমি তোমার কাছে অপরাধী।

বিষ্ণু। প্রভু! জন্মজন্মান্তর তপস্যা ক'রে আমি পদসেবা কর্‌তে পেয়েছি।

নিমাই। বল, কি বল্‌বে বল? আমি তোমার সঙ্গে কথা কইনি ব'লে কি অভিমান করেছ? দেখ, আমাতে আমি নেই, আমার মতি স্থির নাই।

বিষ্ণু। প্রভু! আর কি তোমায় দেখতে পাব না?

নিমাই। কেন প্রিয়ে?

বিষ্ণু। আমি দাসীর যোগ্য নই, কিন্তু তবু কৃপা ক'রে আমায় চরণ স্পর্শ কর্‌তে দাও; তোমায় দেখ্‌তে পাই, তুমি অন্যের সঙ্গে কথা কও, মধুরস্বর শুন্‌তে পাই, আমার অধিক সাধ নাই। প্রভু! আমায় বঞ্চিত কর্‌বে? তুমি দয়াময়, কেবল কি আমার প্রতিই নির্দ্দয় হবে?

নিমাই। আমি বলেছি, আমাতে আর আমি নেই, আমাকে মার্জ্জনা কর।

বিষ্ণু। আমি কি তোমায় মার্জ্জনা কর্‌বো? আমি নিশ্চয় জানি, আমিই অপরাধিনী, তোমার কৃপার যোগ্য নই। দয়াময়! তুমি ত কারুর প্রতি নির্দ্দয় নও?

নিমাই। প্রিয়ে! আমি অতি নির্দ্দয়, আহা! তোমার মনে কত ব্যথা দিয়েছি, তুমি আবার কাঁদ কেন?

বিষ্ণু। প্রভু! তোমার কথায় আমার হৃদয়ে আশার সাগর উথ্‌লে উঠছে—আমি কি অভাগিনী! এ আশায় নৈরাশ হব?

নিমাই। কেন প্রিয়ে?

বিষ্ণু। প্রভু! আমার পিপাসা যুগ-যুগান্তরে মিট্‌বে না।

নিমাই। তোমার অভিমান কি গেল না?

বিষ্ণু। মান অভিমান—তুমি আমার সর্ব্বস্ব, কিন্তু অন্তরে আমি তোমার সহিত দিবারাত্র কথা কইছি, প্রভু! আমার সাধ মেটবার নয়?

নিমাই। আবার কাঁদ কেন?

বিষ্ণু। তুমি যে ছেড়ে যাবে!

নিমাই। না, আমি কি ছেড়ে যাই?

বিষ্ণু। আমি দাসী, আমায় কেন প্রবঞ্চনা কর? আমি চিরদিন জানি, তোমার চরণসেবার যোগ্য নই।

নিমাই। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, যুগ-যুগান্তরে তোমার কাছে আমি বাঁধা।

বিষ্ণু। তুমি কি সন্ন্যাসী হবে?

নিমাই। প্রিয়ে!

আমি প্রেমের সন্ন্যাসী চিরদিন,
আমি প্রেমাধীন,
প্রেমের পসরা বই শিরে,
প্রেমব্রত লয়ে
আমি এসেছি সংসারে,
প্রেম বিনা কিছু মম নাহি আর,—
প্রেম-অনুরাগী,
প্রেমে গৃহী, প্রেমে আমি যোগী,
প্রেমে সর্ব্বত্যাগী,
প্রেমময় বলে হে আমায়;
প্রেমে যথা তথা রই।
তুমি প্রেমময়ী,
প্রেমডোরে বেঁধেছ আমায়,
কেন মিছে কর ভয়—
প্রাণেশ্বরি, কহি সত্য করি,
প্রেমডুরী কাটিতে না পারি,
বিস্তীর্ণ সাগর উচ্চ শৃঙ্গধর,
মরুভূমি লঙ্ঘি
আসি প্রেমিকের পাশে।
হের, প্রেমনীরে আঁখি সদা ভাসে।
প্রেমিক আমার প্রাণ।
এস প্রিয়ে,
ফুল-অলঙ্কারে সাজাই তোমারে,
সাধ ক'রে এনেছি ভূষণ।

ফুল-অলঙ্কার পরাইয়া দেওন

বিষ্ণু। প্রভু!

আমি দাসী, সদা অভিলাষী
মনোমত সাজাব তোমায়,

তুমি ত নির্দ্দয়,
মনসাধ রহিল হে মনে।

নিমাই। তোমায় সাজিয়ে দেই, তুমি আমায় সাজিও, এই তুলসীর মালা পর, এ অপেক্ষা রত্ন আমার আর নেই, আহা, প্রিয়ে! এই তুলসীর মালায় তোমার শোভা শতগুণ বৃদ্ধি হলো।

দেখ প্রিয়ে নয়নে আমার
ভুবনমোহিনী ছবি তব,
প্রাণে মম সদা ঐ ছবি,
অস্থিময় ও ছবি অঙ্কিত;
আমার, আমার,
প্রেমময়ী মাধুরী তোমার,
ভুলিব না জন্মজন্মান্তরে।

বিষ্ণু। কেন প্রভু! ভুলাও আমায় আর,
ত্রিভুবনে নহ তুমি কার,
তুমি দয়াময়,
কেবলি হে আমারে নিদয়,
ডাকে যে তোমারে, কোল দেহ তারে;
অধিক না চাই।
পদ-প্রান্তে পাই যেন স্থান।

নিমাই। কৈ, তুমি আপনি সাজলে, আমায় সাজিয়ে দেবে না?

বিষ্ণু। প্রভু!
আছে কি রতন, কি দিয়ে সাজাব,
কোথা হেন পাইব কাঞ্চন,
তব
বর্ণের প্রভায় মলিন না হবে যাহা;
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্তমণি
কোথা হেন আছে হে, না জানি,
নয়নের রাগে জ্যোতিহীন নাহি হবে?
নন্দন-কাননে হেন আছে কি কুসুম,
অঙ্গের সৌরভে যার গৌরব না যাবে?
বল যদি গুণনিধি, প্রেমময় তুমি,
প্রেম-আঁখিনীরে মালা গেঁথে দিই গলে।

নিমাই। দেখ, কেমন ফুলের অলঙ্কার দেখ, আমার সাধ হয়েছে, তোমার হাতে সাজবো।

বিষ্ণু। প্রভু! তোমার সাধ নয়, আমার মনসাধ পূর্ণ কর্‌বে; কিন্তু সাধ তো পূর্ণ হবে না। কোটি জন্ম যদি সাজাই, তবু সাধ বাড়্‌বে।

নিমাই। এস যোগনিদ্রা জগৎমোহিনি!
কার্য্যে মম হও অনুকূল,
এস শীঘ্র, বিলম্ব না সহে,
কাল ব'য়ে যায়
এ বন্ধন ছেদন করিতে নারি,
জীবের উদ্ধার-ভার লয়েছি এবার
কতদিন গৃহবাসে রব?
এস শীঘ্র, ভক্ত আছে প্রতীক্ষায়।

বিষ্ণু। প্রভু! কি বল্‌চেন?

নিমাই। বড় নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে।

বিষ্ণু। শয়ন করুন্, আমি পদসেবা করি।

নিমাই। অকূল সংসার
জীবকুল আতঙ্কে আকুল,
নিদ্রা যাব জীবে করি মুক্তিদান।

নিমাইয়ের শয়ন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পদসেবা

বিষ্ণু। নিদ্রে! কেন এস রে নয়নে
প্রাণধনে হেরি ভাল ক'রে,
বাসনা কি পূরে,
যত দেখি তত বাড়ে সাধ:
বক্ষে ধরি অভয়চরণ
তবু ভয় না হয় বারণ,
কেন মন হও উচাটন?
আরে রে নয়ন! দেখ রূপ সাধ মিটাইয়ে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়ন ও নিদ্রা

নিমাই। প্রিয়ে!
ঋণী আমি রহিলাম তব প্রেমে,
কি করিব সতি!
হরিবারে জীবের দুর্গতি
যেতে হ'ল ত্যজিয়ে তোমায়!
ভেব না ভেব না,
হৃদি-মাঝে কর হে ভাবনা,
দেহ যাবে—
তিলমাত্র প্রাণ নহে তোমা ছাড়া,
মম প্রেমে জীব অধিকারী।
আর প্রিয়ে রহিতে না পারি,
জেনো মনে—
অবিচ্ছেদ তুমি আমি চিরদিন।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। (স্বপ্নে) জগত-মাঝারে
এ ঐশ্বর্য্য আছে আর কার,
রূপের ভাণ্ডার
এ কি! এ কি! কি দেখি কি দেখি,
প্রাণনাথ কেন দেখি মস্তকমুণ্ডন?
(জাগিয়া)
নাথ! নাথ! কোথা তুমি?
কি হ'ল কি হ'ল
কালনিদ্রা কেন চখে এল,
কে রে হরে নিল হৃদয়ের নিধি?
নাথ! নাথ! দে'খে যাও মরে অভাগিনী,
ও মা! ও মা! কি হ'ল আমার,
এসো গো জননি!
প্রাণনাথে না হেরি শয্যায়,
মা গো, দেখে যাও ভেঙেছে কপাল!

শচীর প্রবেশ

শচী। কি রে, কোথায় নিমাই?
বিষ্ণু। কাঁদিতে মা কেন বা জাগিনু!
ধরেছিনু চরণ-দুখানি,
ফাঁকি দিয়ে প্রভু গেছে পলাইয়ে।
শচী। নিমাই! নিমাই!
কোথা আছ বাপধন?
তোমা বিনে কে আছে আমার?
মার্কণ্ডের পেয়েছি প্রমাই,
মোর মৃত্যু নাই,
বাম বিধি,
অঞ্চলের নিধি কোথা গেল?
বিষ্ণু। দেখ শীঘ্র, দেখ মা নগরে,
পতি বিনা না রাখিব প্রাণ,—
প্রভু! আমি শত অপরাধী,
তুমি গুণনিধি করুণাসাগর
তবে কেন ঠেলিলে চরণে?
যায় প্রাণ, দেখা দেও এ সময়,
মা গো, শীঘ্র যাও, পতি এনে দাও,
আর না সহিতে পারি।
শচী। নিমাই, নিমাই!
লুকায়ে কি আছ যাদুমণি?
গুণমণি গেছে ফাঁকি দিয়ে;
বাছা, রহ এইখানে,
দেখি আমি প্রতিবাসি-গৃহে,
নিমাই, নিমাই!

[শচীর প্রস্থান।

বিষ্ণু। হায় কালনিদ্রে! কেন এলি চক্ষে? (মূর্চ্ছা।)

পুষ্পমাল্য হস্তে মালিনীর প্রবেশ

মালিনী। এ কি, ঠাকরুণ ভূঁয়ে প'ড়ে কেন গো?
বিষ্ণু। কার তরে হার গেঁথে এনেছ মালিনি!
দেখ দেখ আঁধার আগার,
কি কাজ চন্দনে, কি কাজ বসনে,
কি কাজ গো কুসুম-মালায়?
অবলার হাহাকার
করিয়াছে পুরী অধিকার;
বিনা চিতানল
কিসে আর হবো গো শীতল,
আদরিণী আদরে যাহার
সে তো নাহি আর;
আমি অভাগিনী
হেন নিধি রাখিব কেমনে?
আয় মালা!
প্রাণকান্ত দিয়াছেন তোরে,
ধরি তোরে হৃদয়ে আদরে,
তুমি হে বুঝিবে সব জ্বালা,
এবে আমি অধীনী তোমার;
তোমার সহায়ে নাম গাব তাঁর;
আরে রে বদন,
বস্ত্রে তোরে করি আচ্ছাদন,
কালামুখ কেহ নাহি দেখে,
ফুরাইল জীবনের সাধ।
মালা! তুই বিষাদের অধিকারী।
আর নাহি ভয় বিচ্ছেদে তোমার,
তোমারে সঁপেছে প্রভু মোরে,
মিলনে করেছি তোরে ভয়,
গেছে সে সময়,
রহিল রে স্মরণ কেবল।
হা নাথ! হা জীবন-আধার!
তোমা হারা এখনও জীবন ধরি। (মূর্চ্ছা)
মালিনী। হায়! কি হলো, হায়! কি হলো?

খাদ্য-সামগ্রী হস্তে প্রতিবাসিনীর প্রবেশ

প্রতি। কি গো! তোমরা হায় হায় কর্‌ছ কেন?

মালিনী। সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রভু কোথা চ'লে গেছেন।

প্রতি। অ্যাঁ, আমি যে বড় সাধ ক'রে তাঁর জন্যে সামগ্রী এনেছি, প্রভু কি কর্‌লেন, এ আনন্দে কেন নিরানন্দ করলেন?

মালিনী। ওগো! তুই ঠাক্‌রুণের কাছে যা, আমি শচী মা কোথায় গেলেন দেখি গে। আহা! বুড়ী একবারে গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পথ

শচী, বক্রেশ্বর ও জনৈক ভক্তের প্রবেশ

শচী। বাবা বিশ্বম্ভর! কোথায় তুমি? তোমার দুঃখিনী মা মরে, একবার দেখে যাও, আমার হারাধন অঞ্চলের নিধি! আমার কে আছে? তুমি আমায় কাতর দেখলে অস্থির হ'ও, আমি মরি, তুমি কোথায় রইলে? কোথায় ভুলে আছ? বাবা, আমার কে আছে? এস বিশ্বম্ভর! এস, আমায় সান্ত্বনা ক'রে যাও।

ভক্ত। মা! আপনি না স্থির হ'লে আমরা প্রভুর সন্ধানে যেতে পারছি নে। বক্রেশ্বর! তোমার কথায় মার সম্পূর্ণ প্রত্যয়, তুমি বুঝাও।

বক্রে। মা গো! আপনি গৃহে যান, আমি অঙ্গীকার কর্‌ছি, যেথায় পাব, প্রভুকে ধ'রে নিয়ে আসব, আপনি না ধৈর্য্য অবলম্বন কর্‌লে আমরা যেতে পাচ্ছি না।

শচী। বাবা! আমি পাষাণী, নইলে আমার সোনার চাঁদ চ'লে গেল, আমি কি ক'রে জীবিত আছি? যাও, আমার নিমাইকে এনে দাও।

বক্রে। ঠাকুর! আপনি মাকে বাড়ী নিয়ে যান।

[বক্রেশ্বরের প্রস্থান।

ভক্ত। মা। মা! এসো।

শচী। হা নিমাই! তুমি কোথায়?

[শচী ও ভক্তের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কেশব ভারতীর বাটীর সম্মুখ
নিমাই, নিতাই, কেশব ভারতী ও
বৈষ্ণবগণ

সকলে।— গীত।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা

রাধে! যাই বিকায়ে প্রেমের দায়।
প্রেমময়ী রাখ রাখ রাঙ্গা পায়॥
তোমার প্রেম-তরঙ্গে ডুবে মরি,
এসেছি তাই দেহ ধরি,
হরি ব'লে ঘরে ঘরে ফিরি কিশোরী;—
আমি খৎ লিখেছি আপন হাতে,
অষ্ট সখী সাক্ষী তায়॥
আমার কি ধন আছে আর, শুধবো তোমার ধার,
তোমার প্রেমের ঋণে চন্দ্রাননে
দিই হে নয়নধার,—
আমায় দাস-খতে পার কর এবার
নাও হে প্রাণ মন কায়।
রাধে! কৃপা ক'রে রাখ ঋণের দায়॥

নিমাই। আমি সকলের কাছে দন্তে তৃণ ধ'রে বল্‌ছি, আমায় দাসত্বে মুক্তি দাও, দাও, আমায় দাসত্বে মুক্তি দাও। রাধে! রাধে! মান-দণ্ডে যোগী ক'রে কি সাধ তোর পূরে নি?

রাধে! কত দিন রাখিবি বাঁধিয়ে পায়,
দেখ দেখ আঁখিধারা বয়ে যায়,
বৃন্দাবনে মম অদর্শনে
যত তুমি কেঁদেছ কিশোরি,
দেখ প্যারি কেঁদে মরি,
হয় নি কি প্রতিশোধ তার?
রাধে!
তোর প্রেম অকূল পাথার
আমি লো রাখাল,
সে প্রেমের ধার কেমনে শুধিব বল?
শুন কুঞ্জসখী তোর
বিহঙ্গিনী দিতেছে গঞ্জনা,
ছি ছি, ছি ছি, ছি ছি হে গোপাল!
প্রেম তো জান না;
সমীরণ বলে
"প্রেমনীরে রাধারে ভাসালে

অবলায় কাঁদালে রাখাল,
বহি প্রেমভার সহে না লো আর,
কর হে উদ্ধার সুধাংশুবদনী রাই"!
মরি মরি শুন ব্রজেশ্বরি!
লাঞ্ছনা সহিতে আর নারি,
ত্রিসংসার শ্রীমতী তোমার
সবে বার বার করে তিরস্কার,
বলে ওই ওই শ্রীমতীর প্রেমদাস।
রাধে, কোথা যাব পরাণ জুড়াব,
এস প্রাণেশ্বরি, তোরে হৃদে ধরি
নিভাব,—নিভাব দাবানল।

কেশব। এ কি হেরি অদ্ভুত প্রলাপ,
নবীন বয়সে
ভাবাবেশে অঙ্গ ঢল ঢল,
যেন
সোণার কমল পবন-হিল্লোলে দোলে,
জিনি শতদল বদনমণ্ডল
নয়নযুগল তরুণ অরুণসম;
সাধ হয় এ সোণার চাঁদে
রাখি হৃদে,
স্নিগ্ধ করি কঠোর সন্ন্যাসী হিয়া।
আহা! আহা! কি দিব ইহারে,
মরি মরি অকূল সাগরে
ভাসাইয়ে কারে প্রেমের পাগল এল,
হায় কার আঁধার সংসার,
এ কুমার নিভায়েছে গৃহ-আলো!
বৎস! বল বল,
কে তুমি কি ভাবে এসেছ কুটীরে মম?

নিমাই। প্রভু! প্রভু! এ দুস্তর ভবার্ণবে আমায় চরণ-তরী দিন। তুমি পিতা, নবজীবন-দাতা আমায় শিক্ষা দাও কৃষ্ণপদে যেন আমার মতি হয়।

কেশব। বাপ! আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী, আমি তোমায় উপদেশ দিবার যোগ্য নই, এ কঠোর পন্থা গৃহীর নয়।

নিমাই। প্রভু!
কৃষ্ণ-প্রেমে হইব সন্ন্যাসী,
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান,
কৃষ্ণ মম প্রাণনাথ,
শাস্ত্রে অজ্ঞ আমি অতি দীন,
কৃষ্ণ-প্রেমাধীন,
কোথা যাব, কোথা কৃষ্ণ পাব;
প্রাণনাথে কে আমারে দেবে
তুমি প্রভু নিদয় হইলে?
দেহ গুরু, দেহ মোরে ব'লে
মম প্রাণধন পাইব কেমনে?
কর হে করুণা,
প্রতারণা করো না, ক'রো না;
কৃষ্ণ বিনা রহিতে না পারি,
দুরূহ বিরহে জ্ব'লে মরি,
পিপাসীরে বারি কর দান;
প্রেমতত্ত্ব শিখাও আমায়।
যাহে কৃষ্ণ রাখে পায়,
কৃপায় তোমার প্রাণধন হৃদয়েতে ধরি,
দেখ প্রভু! দেখ জ্ব'লে মরি,
কোথা কৃষ্ণ! কোথা বাঁকাশ্যাম?
কোথা গুণধাম! বাঁশরি-বয়ান!
ব'লে দাও, ব'লে দাও গুরুদেব;
হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর!

কেশব। বৎস! হেরে তোর সুধাংশু অধর,
কম্পিত অন্তর মম।
একে তব নবীন বয়স;
কভু ক্লেশ সহে নি কোমল কায়—
বৎসহারা গাভী সম জননী তোমার
করে হাহাকার;
আহা বাছা! কার তুই অঞ্চলের নিধি?
কারে বাম বিধি,
হারায়েছে তোমা ধনে।
কঠিন আশ্রম
পদব্রজে ভুবনভ্রমণ,
এ পথে কেমনে করি পথী?
ফাটে বুক হেরি তোর মুখ,
কাঙ্গালিনী কে রে অভাগিনী পত্নী তোর,
যাও বৎস! গৃহে যাও ফিরি,
হের—
তোরে হেরে ভাসি আঁখি-নীরে,
কেমনে রে দিব এ কঠিন ব্রত;
আছে শাস্ত্রের নিয়ম—
বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ যবে,
সন্ন্যাস আশ্রম
গ্রহণ উচিত সেই কালে।
তব জননীর অনুমতি বিনে
এ কঠিন কার্য্য করি কেমনে সমাধা?

নিমাই। প্রভু! ধরি ভঙ্গুর শরীর

পলে পলে কাল হরে পরমায়ু,
বিলম্বে যদ্যপি এই দেহ ভগ্ন হয়,
পেয়ে ভয় পদাশ্রয় করেছি গ্রহণ।
কৃষ্ণধন করি আকিঞ্চন,
বঞ্চনা করো না দাসে।
আমি অকিঞ্চন—
কৃপায় তোমার, পাব নিরঞ্জন
বড় আশে লয়েছি আশ্রয়,
নিরাশ করো না দয়াময়!
জিনি প্রভু শর-সমীরণ কালের গমন,
কৃষ্ণনাম সাধন করিব কবে আর,
প্রাণ মম হয়েছে আকুল;
তুমি দেব অকূলকান্ডারী!
হয়ে অনুকূল, দেহ কূল দীনজনে;
পাথারে সাঁতার নাহি জানি,
শ্রীপদ-তরণী কভু না ছাড়িব।
যদি মোরে ডুবাইবে ভবে
প্রভু তব কলঙ্ক রটিবে,
কবে সবে—
"এসেছিল অভাজন লইতে শরণ
বারি বিনে মরেছে পিপাসী।"

কেশব। বৎস! অধিক না বল,
ভুবনের কর্ণধার তুমি সারাৎসার,
জপ, তপ, সাধন আমার
সফল হইল এত দিনে।
তুমি জগদ্‌গুরু,
আমি তব গুরুযোগ্য নহি।
লোক শিখাবারে,
গুরু ব'লে আদর আমারে,
তুমি ইচ্ছাময় ভক্তির আধার,
মহিমা অপার, তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে ভবে,
মম কীর্ত্তি রবে দীক্ষাগুরু হয়ে তোর,
কিন্তু বৎস! তবু কাঁদে প্রাণ,
হেরে তোর চন্দ্রমা-বয়ান,
আহা! কোন্ প্রাণে হেরিব নয়নে
মুড়াইবি চাঁচর চিকুর?
সন্ন্যাসীর বেশে হেরে তোরে,
কার প্রাণে বল ধৈর্য্য ধরে?
কঠিন প্রস্তরে বহিবে প্রবল স্রোত,
কঠোর তাপস-হিয়া হয় রে চঞ্চল।
এস বৎস! করি গঙ্গাস্নান,
কার্য্য তব করি সমাধান।

নিমাই। আমার কালাচাঁদ, আমার কালাচাঁদ
আমার কালাচাঁদ আজ আমার হবে,
প্রাণধন কৃষ্ণসনে বিবাহ আমার,
আনন্দ অপার—
উলুধ্বনি আনন্দে সকলে দেহ।
কত মনে উঠে গো আমার
শূন্য হৃদাগার পূর্ণ হবে কালশশী ধরি,
যত্ন করি পেতেছি আসন কৃষ্ণধন পাব আশে,
তুলি প্রেম-কলি নানা রাগে
অনুরাগে গেঁথে দিব মালা গলে।
কারে না কহিব
গুপ্তনিধি গোপনে রাখিব।
আমি যাঁর আজ তাঁর হব,
কৃষ্ণ বিনে রাধা আর কার?

নিতাই, নিমাই ও বৈষ্ণবগণের গীত

লুম-খাম্বাজ—একতালা

আজ ধর্‌বো লো সই মনচোরা আমার।
নয়ন-জলে গেঁথে মালা বঁধুর গলায় দিব হার॥
সই লো সাধের কালাচাঁদে, প্রাণ-মন দিছি সাধে,
আমার চিকণ কালা ভালবাসি
কালা রাধার প্রাণাধার॥
কথা কইবো লো কত, বল্‌বো তাঁরে
কেঁদেছি যত,
দেখবো যদি হ'তে পারি তাঁর মনের মত,
সে আমার হয় বা না হয়,
আমি তো সই হব তাঁর।
আমার আমি রব কি সই আর?

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

নাগরিকগণ

১ নাগ। ভাই! আমি নবদ্বীপ গিয়েছিলুম। নিমাইটাকে কত ঠাট্টা ক'রে এসেছি, আজ আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, আহা! ওর বৃদ্ধ বিধবা মা—যুবতী স্ত্রী—তাদের উপায় কি হবে? আহা, এ সোণার চাঁদকে বিদায় দিয়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধর্‌বে?

২ নাগ। ভাই! আমি এই নবদ্বীপ থেকে আস্‌ছি, কেউ মালা নে, কেউ চেলীর কাপড়

নে, কেউ খাবার নে দেখলুম, নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। একটু পরেই দেখি, গ্রাম-শুদ্ধ লোক হা হা ক'রে চীৎকার করছে, 'নিমাই কোথা গেলি রে? নিমাই কোথা গেলিরে?' দেখতে দেখতে স্ত্রীপুরুষ চারিদিক্ থেকে ভেঙ্গে এল, কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ চুল ছিঁড়ছে; কেউ গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর বল্‌ছে, 'হা নিমাই! তুমি কোথা গেলে?' এই শব্দ ভিন্ন কিছুই নাই।

১ নাগ। এই ঐশ্বর্য্যটা ছেড়ে এল হে? এই লোককে ভাবতুম ভণ্ড? এ যে সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতার।

স্ত্রীলোকদ্বয়ের প্রবেশ

১ স্ত্রী। ওলো! আয়, এ পথে আয়, এ পথ দিয়ে সোণার চাঁদ যাবে, ওরে! প্রাণ ফেটে যায় রে, প্রাণ ফেটে যায়, কোন্ প্রাণে নাপিত মাথা মুড়ায়ে দেবে?

২ স্ত্রী। গীত

কাফি-বাঁরোয়া—একতালা

সইলো কার ভেঙ্গেছে কপাল,
কেমন ক'রে প্রাণ বাঁধে।
আহা! কোন্ অভাগী বিদায় দেছে
এ সোনার চাঁদে।
মরি শূন্যঘরে কেমন ক'রে রয়,
না জানি লো অনাথিনীর প্রাণে কত সয়,
দিয়ে নিধি, নেছে বিধি,
এমন কি কার হয়?
কার সাধে সই বিষাদ ওঠে
দিবানিশি প্রাণ কাঁদে॥
দেখ্‌লো চেয়ে মত্ত গোরা ঢ'লে ঢ'লে যায়,
হরি ব'লে পড়ে গ'লে ধূলায় ধূসর কায়,
অরুণ নয়ন শতধারা ধায়;
পায়ে পায়ে পদ্ম ফোটে, ভ্রমর জোটে তায়,
পাগলপারা দিশেহারা বলে রাধ শ্রীরাধে,
এ পাগল কে রে পাগল করে,
প্রাণ পড়ে বিকায় সাধে॥

নিমাই ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ

নিমাই। জয় রাধে, শ্রীরাধে! ব্রজেশ্বরি, আমায় ঋণে মুক্তি দাও।

[সকলের প্রস্থান।

নাগরিকগণের পুনঃপ্রবেশ

১ নাগ। ওগো, কোন্ দিকে গেল, ওগো, কোন্ দিকে গেল?

২ নাগ। অন্ধ! বাবা! আমায় নিয়ে চল, আমি দেখতে না পাই, দুটো কথা শুনুব, এই যে গৌরাঙ্গ, এই যে গৌরাঙ্গ, জয় গৌরাঙ্গের জয়।। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কেশব ভারতীর আশ্রম
কেশব ভারতী ও নিমাই

কেশব। বৎস! তোমার উপদেশমত তোমায় দীক্ষা দিলাম, সন্ন্যাসীর নাম চাই।

নিমাই। গুরুদেব! আপনার যা অভিরুচি, আমি মন্ত্র পেয়েছিলাম, আপনাকে দেখালেম, আর আমি তো কিছুই জানি না।

দৈববাণী। ভাগ্যবান্ কেশব ভারতি! ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কেশব। বৎস! দেবাদেশে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দিলাম।

নিতাই, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের প্রবেশ ও গীত

বৈষ্ণবগণ।

মোগলমিশ্র—একতালা

প্রেম-সাগরে গৌরহরি ভেসে যায়
অকূল প্রেম-পাথার।
আয় রে রঙ্গে ভঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
সবাই মিলে দিই সাঁতার॥

নিমা-নিতা।

এ সময় কোথায় রাই আমার।
নে রে চূড়া নে, নে নে রে ধড়া নে,
নে রে ফিরে বাঁশরি।
ননী খাব না, আর তো যাব না
ব্রজে মান করেছে কিশোরী।
রাধার প্রেমাবেশে যোগিবেশে
ফির্‌বো দেশে দেশে,
গৃহবাসে কাজ কি আর?

সকলে।

কেঁদে কেঁদে যায়,
সোনার গোরারায়,
হরি ব'লে ধূলাতে লোটায়।

গোরা প্রেম বিলায়,
প্রেম কে নিবি আয়,
হরি শোধে রাধার প্রেমের ধার॥

নিমা-নিতা।

হের নয়নধার
কোথা রাই আমার,
কিশোরি বল না, শোধ কি হ'ল না,
তোমার প্রেমসাগরে কিসে হব পার॥

নিমাই। ভাই! তোমরা সকলে ঘরে ফিরে যাও, আমায় বিদায় দাও, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার প্রাণনাথকে আমি পাই।

চন্দ্র। প্রভু! আমার কে আছে, আমি কোথায় যাব? আমায় সঙ্গে নাও।

নিমাই। তুমি আমার পিতার স্বরূপ, যেখানে তুমি, সেইখানেই আমি সর্ব্বদা বিরাজ-মান—আমি মহাব্রতে ব্রতী হয়েছি, আর এখানে থাকতে পারি না—সকলে আমায় বিদায় দাও—আমি আমার প্রাণেশ্বরের কাছে চল্‌লুম—ওই শোন, ওই শোন, ওই শোন, আমার প্রাণনাথ বাঁশী বাজায়ে ডাক্‌ছে—যাই যাই প্রাণনাথ—আর অধীর করো না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পথ

প্রতিবাসিদ্বয়ের প্রবেশ

১ প্র। ওহে! বড় মজা হয়েছে, নিমাইটে সট্‌কেছে।

২ প্র। কারু মেয়ে নিয়ে পালিয়েছে নাকি?

১ প্র। না হে, শুন্‌ছি, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছে।

২ প্র। আরে না—সে অমন ঢং করে, নদে জ্বালাবে, তবে যাবে, ও বোষ্টমব্যাটাদেরও সন্দীটুকু আছে, কোন ব্যাটা যাবার নয়, মর্‌বারও নয়।

১ প্র। না হে সত্যি, বোষ্টম ব্যাটারা বুক চাপড়াচ্ছিল, আর ভূ'য়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

২ প্র। ও ব্যাটারা অমন হাসন-হোসন খেলে, ধাড়ী দাগাবাজ!

১ প্র। না, না, ওর মা মাগী যে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গেল দেখলুম।

২ প্র। সত্যি নাকি?

তৃতীয় প্রতিবাসীর প্রবেশ

৩ প্র। কি হে, কি হে?

১ প্র। নিমাই পণ্ডিতটা সরেছে, নেড়া ব্যাটাদের ছাতুর হাঁড়িতে ঘা পড়েছে।

৩ প্র। রকমটা কি?

২ প্র। শুন্‌ছি, নিমাই পণ্ডিতটে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, মনটাতে কিছু ধোঁকা হ'ল। না, ফিরবে এখন, তুমিও যেমন, এই মজা ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়?

১ প্র। না হে, যারা নিমাইকে দেবার জন্যে জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল, তারা যে সে সব গঙ্গায় ফেলে দিলে, বাড়ীতে মরা কান্না উঠেছে শুনে এলুম।

৩ প্র। বটে, বটে, তবে আমার ওষুধ ধরেছে।

২ প্র। আরে রোসো না, তোমরা আবার কি টীপ্‌নি ঝাড়্‌চো।

১ প্র। তোমরা কি জান্‌বে বল? কাজীর আমার এখানে যাওয়া আসা আছে কি না, আমি কাজীকে টিপে দিয়েছিলুম।

২ প্র। হাঁ হাঁ, কাজীর সঙ্গে তোমার কুটুম্বিতে আছে, আমি জানি। বলি হ্যাঁ হে, সত্যি বেরিয়ে গেছে?

১ প্র। বলি তোমার কাছে হলপ কর্‌বো না কি হে? রাত্রে উঠে চ'লে গিয়েছে।

৩ প্র। তোমরা তো আমার কথা শুন্‌বে না; সত্যি না তো কি মিছে কথা, বেরিয়ে গেল, তাই রক্ষে, নইলে কাজী আজ বাড়ী ঘেরাও কর্‌তো; আর আমিও টিপে দিলুম, গ্রামের লোকটা বাঁধা যাবে, বাঁধা আর যেতো না, নবাবকে চিঠি লিখে খালাস ক'রে আন্‌তুম।

২ প্র। চিঠি লিখ্‌বে কেন? তোমার বাড়ীতে যখন কাঠ কাট্‌তে আস্‌বে, অমনি ব'লে দিলেই চল্‌তো। তুমি যে বেয়াড়া বেল্লিক হে! কথাটার খবর নিচ্ছি, না নবাব, কাজী, মোল্লা, মুন্সী বায়াত্তর পুরুষের খবর দিচ্ছ।

৩ প্র। তুমি যে বড় শক্ত শক্ত বল,—

২ প্র। এবার কাজী এলে আমার বাড়ী

ঘেরাও ক'রে দিও আর কি? একটু চুপ কর না। (প্রথম প্রতিবাসীর প্রতি) দেখ, নিমাইটে বড় একগুঁয়ে, ওর ভক্তি হয়েছে, নইলে বাড়ী থেকে বেরুত না।

১ প্র। আজ যে তোমারও ভাব লাগে দেখি।

২ প্র। বলি এই বোঝ না কেন, চুড়া বেঁধে, চেলির কাপড় প'রে, ফুলের মালা গলায় দিতে কি আমরা নারাজ, ঘর-বাড়ী ছাড়া কিছু মুস্কিল। আস্‌বে এখন,—না বাবা, কিছু ঠাউরে উঠতে পাচ্ছিনি।

৩ প্র। কি বল্‌লে? আস্‌বে? আমি ফিরিয়ে আনাব।

২ প্র। এবার কি বাদ্‌শাকে চিঠি লিখ্‌বে, তোমার ঘরের জলের ভারী। দেখ নিমাইটা ভন্ড নয়।

১ প্র। বোষ্টম ব্যাটারা ধর্‌তে গিয়েছে।

২ প্র। ও বুঝেছি বুঝেছি, বুজরুকিটা কিছু বেশী রকম জাহির কোর্‌বে। কোথা মাঠে ঘাটে ব'সে আছে, বোষ্টম ব্যাটারা টানা-টানি ক'রে আন্‌বে, প্রভু এস, এস। ঐ বীর বলাই আছেন, না গেছেন? ঐ জটে ব্যাটা?

১ প্র। সেও সরেছে।

২ প্র। তবে কার কিছু চুরি করেছে?

৩ প্র। হ্যাঁ তো, আমার সেই কাশ্মীরী জোড়াটা?

২ প্র। বাপু, চৌদ্দ পুরুষে ভেড়ার রোঁ-গাছটি দেখনি, কাশ্মীরী কাশ্মীরী ঝাড়্‌ছো কেন? দেখ, সন্ধান নাও, যদি গিয়ে থাকে, তা হ'লে কথাটা বড় সোজা নয়, এস, দেখ্‌তে হ'ল।

৩ প্র। এবার আট পণ কড়ি হ'লেই ফাঁড়িদারকে ঘুষ দিয়ে ব্যাটাদের জব্দ কর্‌বো, শালারা বড় শক্ত শক্ত বলে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুটীর-সম্মুখ

নিমাই

নিমাই। আরে, আরে কে এলো এ ব্রজে
বধিতে গোপীর প্রাণ।
রাধা কৃষ্ণ-প্রাণা,
কৃষ্ণ বিনে জানে না, জানে না,
আরে ক্রুর কেন রে অক্রুর
ব্রজে এলি নিয়ে রথ?
নারী-বধে ভয় নাহি তোর,
সে আমার, যেতে সাধ ছিল না রে তার,
জীবন-আধার কেন তুই নিলি হ'রে?
আহা! বঁধু যায় রে যখন,
আমি তো রে জানি তাঁর মন,
সে তো যেতে চায় নাই সই,
বঁধু রথে আমি পথে
যেতে যেতে কি কথা বলিতেছিল,
কথা না সরিল,
নয়নজলে ভেসে গেল পীতধটী,
আহা! আঁখি দুটি আঁকা আছে প্রাণে,
আমার সে মদনমোহন,
নাহি জানি কে করে যতন,
গেল দিন আশা-পথ চেয়ে,
কৈ ফিরে এল, রাধা প্রাণে মলো,
কালা কৈ, কৈ লো আমার শ্যাম,
ওই কানু, ওই বাজে বেণু,
চল ত্বরাত্বরি ধরি গে মুরারি।
গহন কাননে,
নাম ধ'রে শুন বাজে বাঁশী,
যাই—যাই—যাই কালশশী।
ফিরে চাও ফিরে চাও,
কোথা যাও কালাচাঁদ?

[অন্তরালে অবস্থিতি

জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ। বুঝি প্রভু এতক্ষণে উঠেছেন, আহা! আমার ভাগ্যের পরিসীমা নাই, আমি সচ্চিদানন্দ অতিথি ঘরে পেয়েছি, আমি কাঙগাল, বিধাতা নিধি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।

নিত্যানন্দ, মুকুন্দ ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ

মুকুন্দ। কৈ, কৈ প্রভু কোথা গেল?
নিত্যা। মশাই, প্রভু কোথা?
ব্রাহ্মণ। প্রভু যে আপনাদের সঙেগ ছিলেন।
মুকুন্দ। কৈ, প্রভুকে যে দেখতে পাই নে।
নিত্যা। হ্যাঁ রে, আমার সঙেগ এত ছল,
এই কি রে এই কি তোর দাদা বলা,

যুগে যুগে সাধি,
যুগে যুগে পদে ধরি কাঁদি,
তথাপি নির্দ্দয়, সদয় না হও মোরে,
ভাব লুকাইয়ে ফাঁকি দেবে,
ফাঁকি দিতে আমারে নারিবে,
প্রাণ দিয়ে ধরিয়ে আনিব তোরে।
আরে কানু, বাজাও রে বেণু,
প্রাণ যায় তোমা অদর্শনে।

ব্রাহ্মণ। হায় আমি কাঙগাল, এ রত্ন কি আমার ঘরে থাকে?

সকলে। হায়! প্রভু, কোথায় গেলে?

মুকুন্দ। চল, চল, চতুর্দ্দিকে প্রভুর অন্বেষণ করি গে।

নিত্যা। চতুর্দ্দিকে কোথায় যাব? গগন-ভেদী হরিধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে চল যাই, হরিনাম শুনে থাকতে পারবেন না।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

নিমাই। কৃষ্ণ হে! কোথায় তুমি? দেখে যাও, প্রাণ যায়, হা কৃষ্ণ! হা নিষ্ঠুর!

নিত্যানন্দ ও মুকুন্দ প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ

নিত্যা। ওই শোন, সকরুণ রোদন শোন, আহা! কানাই আমার একা ব'সে রোদন কর্‌ছে, চল, শীঘ্র চল।

নিমাই। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? তুমি কি আমায় ভুলে গেছ? আমি জ্ব'লে মরি, আর সয় না, প্রাণধন! কোথায় তুমি? কৈ রে, আমার কৃষ্ণ কৈ রে, ওরে আমার কৃষ্ণ কোথায় গেল?

মুকুন্দ। প্রভু! প্রভু! শান্ত হন।

নিমাই। আমার কৃষ্ণ এনেছ? কৈ, একবার দেখাও, জান তো আমি কৃষ্ণ অদর্শনে রইতে পারি না, কৃষ্ণ কোথায় আছেন, বল? আহা! তুমিও কৃষ্ণ অদর্শনে কাঁদচো? এস, তোমার গলা ধ'রে কাঁদি, আমিও কৃষ্ণ বিনা অধীর। কৈ, কৃষ্ণ কৈ? একবার কৃষ্ণকে দেখাও, তোমার কৃষ্ণ তোমারই থাক্‌বে, আমি নেব না, একবার-মাত্র দেখবো, আমি না দেখে বাঁচি না, কৃষ্ণ কি রাগ করেছেন? কেন রাগ করেছেন? যাও, তাঁরে আন, আমার উপর রাগ করা তাঁর সাজে না; আমি আর মান কর্‌বো না। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কে আমায় কৃষ্ণ এনে দেবে? তুমি জান, আমার কৃষ্ণ কোথায়? তোমার পায়ে ধরি, আর আমাকে দুঃখ দিও না, আমার কৃষ্ণকে না দেখে বাঁচবো না।

মুকুন্দ। প্রভু! আপনার এ অবস্থা দেখলে প্রাণ ফেটে যায়, আপনি ধৈর্য্য ধরুন।

নিমাই। কৃষ্ণ-হারা হয়ে আমি কেমন ক'রে ধৈর্য্য হব? আমার দেহ প্রাণ সকলি আমার কৃষ্ণ, আমার কৃষ্ণকে কি এ পথে কেউ দেখছ? দেখ, আমি কৃষ্ণকে দেখ্‌তে বড় ভালবাসি, কৃষ্ণ কোথায়? আমার কৃষ্ণ কোথায়? সখি! আমার সে মনচোরা রাখাল কোথায়? নইলে প্রাণ যায়। কৃষ্ণ হে! মরি, একবার দেখা দাও।

নিত্যা।— গীত।

গৌর-মিশ্র—একতালা

এ কি তব রীতি আরে রে নিদয়।
নাহি কি মাধব, নারীবধে ভয়॥
তোমা বিনে হরি হের ব্রজেশ্বরী,
কনক-নলিনী ধূলাতে লোটায়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ঝরে দুনয়ন,
ক্ষণেক চেতন, ক্ষণে অচেতন,
না জানি কেমন তব আচরণ,
দয়াময় বলে কি গুণে তোমায়!
ব্রজে আর নাহি বিনা হাহারব,
পিক শুক শারী সকলে নীরব,
শূন্য-প্রাণে ধেনু শূন্যপানে চায়,
হাম্বা রবে ডাকে আঁখি ভেসে যায়,
ভেদিয়ে গগন উঠেছে রোদন,
গোপ-গোপী রহে প্রাণশূন্য কায়॥
পাগলের প্রায় কৃষ্ণ ব'লে ধায়,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে পড়ে হে ধরায়,
বলে দেখ দেখ প্রাণ রাখ রাখ,
এ সময়ে কৃষ্ণ রহিলে কোথায়?

নিমাই। এসেছে কি এসেছে মাধব,
কেন কৃষ্ণ নাম রব কর আজ কুঞ্জবনে,
কৈ কানু রাধা ব'লে কৈ বাজে বেণু,
কৈ সই প্রাণনাথ মোর,
কৈ সখি কুঞ্জে ফোটে কলি,

কৈ মত্ত অলি ধায় মধুলোভে,
আসিলে কেশব হ'ত পিকরব,
হাহা রব কেন তবে শুনি।
নীলকান্তমণি কৈ দাও হৃদয়ে আমার,
মরি ক্ষতি নাই,
দেখে যাই শ্যাম আমার এনে দাও,
বল বল বাজাতে বাঁশরি মরে গো কিশোরী,
সে নয় নিদয়—কে তাঁরে রেখেছে ধ'রে!
সে আমারে তিলেক না হেরে,
রহিতে না পারে, শতধারে ভাসে সদা।
শ্যাম আমার রাধাময় প্রাণ,
করে রাধাময় গান,
রাধা ধ্যান রাধা জ্ঞান তাঁর।
হা রে, হা রে, আন রে আন রে,
কালা কত কাঁদে আমা বিনে
জেনে শুনে কি কর কি কর,
শ্যাম নটবর আন রে আমার কাছে।
আমা বিনে সে কি আর সে আছে সজনি!
গুণমণি বুঝি কে'দে কে'দে ফেরে দেশে দেশে,
যোগিবেশে রাধা নাম গায়।
প্রাণ যায়, দেখাও আমায় মম শ্যামরায়,
ঐ বুঝি বাঁশরি বাজায়,
মানে ছাই আর কাজ নাই,
মরে রাই রাধানাথ বিনে,
কে রে কে রে চিতচোরে আন ধরে,
কৈ কৃষ্ণ কোথা প্রাণনাথ?

সকলে গীত

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা

চল চল সখি চল ত্বরা করি,
চল মধুপুরী চিতচোরে ধরি,
যাবো আর তায় আন্‌বো বে'ধে।
সে তো নয় তো কারু রাইয়ের কালা
ধর্‌তো পায়ে কে'দে কে'দে॥
প্রেম-পণে রাধা নেছে কিনে,
সে তো জানে না সজনি রাধা বিনে,
দেছে দাসখৎ লিখে সই যে দিনে;—
শ্যাম আর কার,—শ্যাম গোপিকার,
রাধার কোটালি করেছে সেধে॥

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাংক

ময়দান

রাখাল-বালকগণ

১ বালক। হৈ যা, গোরুটা উদিক গ্যাল হে।

২ বালক। উতিই তো তোকে বলি, একটা তল্‌তা বাঁশ নিয়ে আয়।

১ বালক। একটা তল্‌তা বাঁশে তুই মাঠ ঘেরাও কর্‌বি নাকি?

২ বালক। তা কেন, একটা ফুটো ক'রে একটা বাঁশী কর্‌বো, একজন রাখাল কানাই ছেলো, বাঁশী বাজালে নাকি গরু পালাতে নারে। ওই কানাইটা বাঁশী বাজাতো, মাঠের গরু মাঠেই থাক্‌তো।

১ বালক। তুই ছোঁড়া যেমন বাদাড়ে, কোথাকারের মিছে কথা আন্‌লি।

২ বালক। আরে হ্যাঁরে, দিদিমার কাছে শুনুনু, সে কানাইর আর একটা কি নাম আছে, বেশ নাম, আমি ভুলে যাচ্চি, দেখ ভাই দেখ, কে আস্‌ছে। বুঝি বামুনঠাকুর, প্রণাম করি আয়, দেখছিস্‌ আমাদের দেখে হাস্‌ছে।

নিমাই ও নিতাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কে ও নিতাই! তুমি কোথা হতে? তুমি কি বৃন্দাবনে যাবে? বল্‌তে পার, বৃন্দাবন কত দূর, আমি সেই ব্রজরজে একবার গড়াগড়ি দেব।

নিতাই। একবার হরিধ্বনি কর, বহুকাল হরিধ্বনি শুনি নাই।

২ বালক। ও ভাই, সে কানাইর নাম হরি, হরি, হরি।

বালকগণ। হরি, হরি, হরি, হরি।

নিমাই। দেখ দেখ দেখ রে নিতাই,—
এই মোর মধু বৃন্দাবন,
ধেয়ে আয় শ্রীদাম সুদাম,
বোল হরিবোল আয় রে সুবল,
কোল দে রে বহুদিন পরে দেখা।
যাও রে সুবল, যাও পুনঃ আয়ানের ঘরে,
আন কিশোরীরে, প্রাণ মম যে করে,
কি কব তোমারে!
মম প্রাণেশ্বরী রাই, বহুদিন দেখি নাই,

কত কাঁদি বিরহে তাঁহার।
রাধা বিনে সংসার আঁধার;
হেরি যদি চম্পকের কলি
কিশোরী চম্পকবরণ পড়ে মনে,
হেরি কুন্দফুল হই রে আকুল,
হাস্যাধরা রাধার দশন ভাবি।
হেরি কিশলয়
জ্ঞান হয় কিশোরীর রঞ্জিত অধর,
কাল-কাদম্বিনী
হেরি প্রাণ ব্যাকুল অমনি,
মনে পড়ে রাধার চাঁচর কেশ।
ব্যথিত অন্তরে হেরি সুধাকরে
সুধাংশুবদনী রাধা বিনা;
বিমল কমল করে ঢল ঢল
জ্ঞান হয় রাধার নয়ন দুটি;
শুন শুন গঞ্জনা দিতেছে বনপাখী,
আমি বিনে প্যারী মোর কাঁদে রে একাকী,
বারেক নিরখি
আন তারে, আন রে সুবল।
করে ধরি বাঁশী—
রাধা বলে তাই ভালবাসি;
শিরে শিখি-পাখা রাধা নাম আঁকা
রাধা নাম অঙ্গের ভূষণ,
রাধা নাম করি রে কীর্ত্তন;
রাধা রাধা, দেখা দাও, কেন বাম হও,
ফিরে চাও, আমি সদা বাঁধা তোর পায়;
রাখ রাধে, নহে প্রাণ যায়।
মরি মরি কোথায় কিশোরী,
দেখ যোগী আমি তোর প্রেমে।

বালকগণ। হরি, হরি, হরি, হরি।

নিমাই। কে রে হরি ব'লে তাপিত অন্তরে
কে অমৃত দিলে,
আমি হরি অভিলাষী,
হরিনাম-সুধার প্রয়াসী,
কোলে আয় রাখাল বালক,
আয় আয় যাব যমুনায়।

নিতাই। প্রভু! যদি হও ভকতবৎসল,
লয়ে তব ছল তোমারে ভুলাব আজি,
কাঁদে ভক্তবৃন্দ আনন্দ করিছ একা,
দেখি হে ভক্তের সখা,
মম ছলে ভোল কি না ভোল।
কাঁদে শচী মাতা,
হাহা রবে কাঁদিছে অনাথা বিষ্ণুপ্রিয়া,
সমাচার দিয়া জুড়াব সবার হিয়া,
ভক্তদল বিকল সকল।
কপট নির্দ্দয়, নাহি তব দয়ালেশ,
দেখি হরি পারি কি হে হারি,
শান্তিপুরে ভুলাইয়ে লয়ে যাব,
অশান্ত বৈষ্ণবগণে করিব সান্ত্বনা,
দেখি রাখ বা না রাখ প্রভু ভক্তের সম্মান।
(প্রকাশ্যে) প্রভু, ও দিকে কোথা যাচ্ছেন? যমুনা যে এদিকে।

নিমাই। অ্যাঁ, এদিকে যমুনা?

নিতাই। হাঁ প্রভু—(বালকের প্রতি) না ভাই রাখাল?

১ বালক। যমুনা কি?

নিতাই। শোন না—তোমরা বল না।

২ বালক। ওরে, হাঁ রে যমুনা এই দিকে, ঠাকুর বল্‌ছেন।

বালকগণ। গীত

বিভাষ-মিশ্র—একতালা

বাজিয়ে বেণু গোঠে যায় কানাই।
বনফুল নে রে তুলে রাখালরাজে চল সাজাই।
ধটি ভরে নে রে বনফুল,
শোন ঐ ডাক্‌ছে কানাই চল রে নেচে চল,
ওরে নাচবে কানাই কদমতলায়
নয়ন ভরে দেখব ভাই॥

[নিতাই ও নিমাইয়ের প্রস্থান।

বৈষ্ণবগণের প্রবেশ

বালকগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

মুকুন্দ। প্রভু এই পথে অবশ্য এসেছেন, নইলে রাখাল-বালক হরিনাম কোথায় পেলে? বাপু! বল্‌তে পার, এ পথে কারুকে যেতে দেখেছ?

২ বালক। দেখ্‌বো না কেন? এ পথ দে গোঁসাই ঠাকুর গিয়েছে—দুই জন গোঁসাই ঠাকুর। আমরা নাচ্‌লুম, সেই গোরা গোঁসাই ঠাকুর কেমন ঢলে ঢলে নাচে।

মুকুন্দ। কোন্ দিকে গেল বাপু?

২ বালক। এই দিকে গেল—যমুনায়।

মুকুন্দ। যমুনায়!

২ বালক। হ্যাঁ যমুনায়। সেই যে সঙ্গের গোঁসাই ঠাকুর বল্‌লে! হাঁ ঠাকুর, তোমরাও তো গোঁসাই, হরিবোলে নাচ দিকিন, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

মুকুন্দ। সত্যই প্রভু যমুনায় গিয়েছেন, তোমরা ব্রজের বালক সন্দেহ নাই। তোমরা যে স্থানে, সেই স্থানেই বৃন্দাবন, সেই স্থানেই যমুনা বিরাজমানা। প্রভু কি এই পথেই গেলেন?

২ বালক। চল গোঁসাই, তোমাদের দেখিয়ে দেই, আয় রে! হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর

নিতাই ও নিমাই

নিতাই। (স্বগত) ব্রাহ্মণ কি অদ্বৈতকে সংবাদ দিলে না, প্রভু যদি জান্‌তে পারেন, আমি ছল ক'রে শান্তিপুরে এনেছি, মত্ত-সিংহের ন্যায় কোন্ দিকে চলে যাবেন, তার নিশ্চয় নাই। বোধ করি ঐ অদ্বৈত আস্‌ছে।

নিমাই। নিতাই! এই কি সেই বংশীবট?

নিতাই। হাঁ প্রভু।

নিমাই। এই যমুনা পুলিন?

নিতাই। প্রভু! দেখুন তরঙ্গিণী আপনার চরণ দর্শনে নৃত্য কর্‌ছে।

অদ্বৈত ও ভক্তবৃন্দের প্রবেশ

নিমাই। দে রে, দে রে বাঁশরি আমায়,
রাধা ব'লে বাজাব আবার;
এই তরঙ্গিণী-তটে, এই বংশীবটে
খেলেছি রাখালবেশে,
এই তো যমুনা-তটে, আসি ব্রজবালা
কালা ব'লে দিত বনমালা,
বংশী-রবে ঐ বহে উজান যমুনা।
আয় ব্রজাঙ্গনা,
দেখ তোর রাধাকৃষ্ণ করে কেলি,
কালরূপ ঢেকেছি অন্তরে,
রাধারূপ দেখ রে বাহিরে,
দেখ দেখ চম্পকবরণী রাই।
ভিন্ন কায় তৃপ্ত নহে প্রাণ
এক সঙ্গে হের অধিষ্ঠান,
যুগল হেরিয়ে
গোপীভাবে জুড়াও রে হিয়ে,
প্রেমময়ী রাধা, প্রেম লহ রে আসিয়ে,
নে রে শাখী পাখী নীড়ে ডাকি,
প্রেম দিব, শ্রীরাধার প্রেমদাস আমি।
কিশোরীর অপার-ভাণ্ডার,
প্রেম-পারাবার,
যত চাও নিয়ে যাও, প্রেম না ফুরায়,
আমি যার প্রেমে ভ্রমি ধরাধামে,
যে প্রেমের নাহি হয় শোধ,
লহ আসি কল্পতরু কিশোরীর দান।
প্রেমের নয়নে
উচ্চ নীচ সকলি সমান,
যার যত চায় প্রাণ
কর পান নব অনুরাগে,
পিয়াসা বাড়িবে তত ঢেলে দিব প্রেমবারি।
আরে আরে কলির মানব!
কিশোরীর প্রেমের উৎসব,
এ বৈভব পায় নাই কেহ কোন যুগে।
প্রেমের উৎসবে রোগ শোক নাই,
প্রেমার্ণব উথলে সদাই,
নিত্যানন্দ বিরাজে হৃদয়ে।
সংশয় ঘুচায়ে দেখ চেয়ে
প্রেমে অবতীর্ণ আমি,
পুণ্যভূমি মেদিনী কৃপায় মম—
নাহি তপ জপ যজ্ঞ প্রয়োজন,
অহেতু এ প্রেম বিতরণ,
দীন জন দেখ তোর দীননাথ।

নিতাই। গীত

বিভাষ মিশ্র—একতালা

দীনের সখা দিয়ে দেখা
দীনবেশে আজ প্রেম বিলায়।
রাধা কৃষ্ণ নব প্রেম লীলায়॥
এ ভাব হয় নি রে আর পূর্ণ প্রচার,
প্রেম-পারাবার উজান ধায়,
প্রেমে মত্ত গোরা পাগলপারা

প্রেম নে দ্বারে দ্বারে যায়।
গোরা জীবের তরে কেঁদে ফেরে,
প্রেমের ধারে দেশ ভাসায়।
রাধা-কৃষ্ণ যুগলমিলন দেখবি যদি আয়॥

নিমাই। হে শ্যামা যমুনা, পুলিনে তোমার
মুরলীমোহন বাজাত বাঁশী,
আদরে হৃদয়ে ধরি যার ছবি
উথলিত তব লহররাশি।
শ্যামবসনা, তুমি কি জান না,
মাধবে ধরিতে আমি উদাসী?
দেখ না দেখ না প্রাণ রহে না,
বিরহে ব্যাকুলা অকূলে ভাসি।
বিরহ-বিধুরা আসি ব্রজবালা,
মনোর বেদনা জানাতো তোরে।
জানাতো সজনি বলে দেহ মোরে,
কোথা গেলে পাব সে চিতচোরে?
তব কালজলে পূজি কাত্যায়নী,
কালাচাঁদে পেলে ব্রজের নারী।
কাল ভালবাসি এসেছি গো তাই,
সে বিনে আমি তো রহিতে নারি।
কৃষ্ণ-প্রদায়িনী তুমি তরঙ্গিণী,
প্রাণকৃষ্ণধনে দাও গো দাও।
দেহ লো মাধবে, হৃদে ধরি সাধে,
প্রাণ মন কায় নাও গো নাও।
তাই তরঙ্গিণী মুরলীর ধ্বনি,
শুনি উন্মাদিনী ফিরি গো কেঁদে।
এনে দে এনে দে নবীন নীরদে
মম শ্যামচাঁদে দে রে এনে দে॥

অদ্বৈত। হায় প্রভু! কেন ভক্তের হৃদয়ে শেলাঘাত ক'রে শিখামুণ্ডন কর্‌লেন? ভক্তের হৃদয়ানন্দ নাগরবেশ কেন লুকালেন? হায়! এত অদৃষ্টে ছিল, এ দীনবেশে তোমায় দেখতে হল? হায়! গৌরহরি, তুমি কি কর্‌লে?

সকলে। হায় প্রভু! এ সর্ব্বনাশ কেন কর্‌লে?

নিমাই। কে ও অদ্বৈত? আমি বৃন্দাবনে এসেছি, তুমি কেমন করে জান্‌লে?

অদ্বৈত। প্রভু! ও পারে আমার বাস, আপনি বিস্মৃত হচ্ছেন?

নিমাই। কি, মথুরায়? আমার কৃষ্ণ কেমন আছেন? কৃষ্ণকে কি দেখে এলে?

অদ্বৈত। প্রভু, এ যে জাহ্নবী, এ ত যমুনা নয়।

নিমাই। জাহ্নবী!
ভাই রে নিতাই,
এত ছিল মনে তোর।
জাহ্নবী দেখায়ে
যমুনা বলিয়ে ভুলায়ে আনিলে!
কেন রে—কেন রে
ব্রজে যেতে দিলি না আমারে;
ব্রজে গেছে প্রাণ মন,
শূন্য দেহ লয়ে কিবা তব ফল, বল!
হায় হায় ব্রজে যাওয়া হ'ল না আমার,
কৃষ্ণ বলে লুটাব ধূলায়
বড় সাধ ছিল মনে—
কেন তাহে সাধিলে হে বাদ?
ত্যজে ব্রজপুরী রহিতে কি পারি
আমার সে ব্রজধাম;
ব্রজে গেছে সকলি আমার,
তুমি ছলে রাখিলে ভুলায়ে।

নিতাই। প্রভু! তুমি যথায় বিরাজমান
ব্রজধাম তথায় উদয়।
বংশীধর তুমি ব্রজেশ্বর,
ব্রজের রাখালরাজ তুই,
ছল বল সকলি তোমার,
তোমারে ভুলাতে কেবা পারে।
তুমি যবে ডাকিলে যমুনা ব'লে,
যমুনা কি ছিল আর ব্রজে?
তব পদ নিয়ত কামনা, করিছে যমুনা,
পুণ্য নীর তার পরশে তোমার,
ব্রজেশ্বর ভুলাইও অন্যজনে,
নিতায়েরে ভুলাতে নারিবে।

অদ্বৈত। প্রভু! যদি কৃপা করে এ দিকে এলেন, আমার আবাস পবিত্র করুন।

নিতাই। প্রভু! শীঘ্র চল, তোমার তো ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, তিন দিন অনাহারে আছি, আমাদের দুটি অন্ন দাও।

নিমাই। চল চল, সকলে চল, আজ সংকীর্ত্তন কর্‌বো, তোমরা সকলে ভক্ত-চূড়ামণি, আমার গুণমণি তোমাদের প্রেমে বাঁধা। চল চল, তোমাদের কৃপায় আমার প্রাণ-নাথ পাব।

সকলে। গীত

ভৈঁরো-ঝিল্লার—একতালা

কর পার নেয়ে এবার,
তুফান ভারী যমুনায়।
না হেরি কূল-কিনারা,
ঢেউ দেখে সই প্রাণ শুকায়॥
তরঙ্গ রঙ্গ করে, আতঙ্কে প্রাণ শিহরে,
বুঝি সই কপট নেয়ে পাথারে ভাসায়॥
এসে সই পরের কথায়,
কূল ত্যজে কি হল দায়॥

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবদ্বীপ

প্রতিবাসিগণ ও নিতাই

১ প্রতি। শুনেছি, মাথা মুড়িয়ে ভেক নিয়েছে।

২ প্রতি। না ভাই, ওর সঙ্গে ঠাট্টা-ঠুট্টি ক'রে বড় ভাল করি নাই, ও মহাপুরুষ!

১ প্রতি। আমি বলি, ও বড় ভাল কর্‌লে না, বুড়ো মা—যদি সন্ন্যাসীই হবে তবে ফের বিয়ে করাই বা কেন?

২ প্রতি। তুমি বুঝি বল, যে বেটার সাত-কুলে কেউ নাই, সন্ন্যাসী হ'লেই তার বাহার? মনের জোর বোঝ দেখি, এই আধিপত্যটা ছেড়ে চ'লে গেল। রাজারও তবু খাজনা সাধ্‌তে হয়, এর ভারে ভারে সামগ্রী যোগান দিচ্ছে। পরিবার রূপে গুণে লক্ষ্মী বল, সরস্বতীই বল, এ সব ছেড়ে চ'লে গেল। ইস্‌, এই লোকটাকে অসাধু বল্‌তেম হে!

১ প্রতি। তোমারও দেখ্‌ছি যে ভক্তির ঢেউ উথ্‌লে উঠ্‌ছে।

২ প্রতি। না বাবা! প্রাণে ধোঁকা খেয়েছি, এর ভাবটা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, অমন জগা মাধা, দেখ হয় তো ফির্‌ল, ঐ এক ঢেউ তুলে আস্‌ছে, কিন্তু রকমখানাটা কেমন ঠেক্‌ছে।

তৃতীয় প্রতিবাসীর প্রবেশ

৩ প্রতি। কালী করালবদনী! কালী করালবদনী!

২ প্রতি। দেখ দেখ, এ আবার এক ঢেউ দেখ, রামধন মুখুয্যে তিলক পুঁছে রক্তচন্দনের ফোঁটা কেটেছে, বলি ও মুখুয্যে, তোমার তিলক গেল কোথায়?

৩ প্রতি। তুমিও যেমন, বেটার নেড়া-নেড়ীর কারখানায় গিয়েছিলুম, খালি মোচার ঘণ্ট—লাউয়ের বাক্‌লা—তন্ত্রে লিখেছে, মদ পাঁঠা না খেলে উদ্ধার নেই।

২ প্রতি। মুখুয্যে মশায়ের তন্ত্রের খোলসা জ্ঞানটা হয়েছে।

৩ প্রতি। তন্ত্রের খোলসা লেখা।

২ প্রতি। রাগই কর আর যাই কর, আমাদের যদি দশ বেত হয়, তোমার যে পঁচিশ এর পক্ষে আর সন্দেহ নাই। ভোল ফিরালে কেন বল দেখি?

৩ প্রতি। তুমিও যেমন, ব্যাটাদের ভণ্ডামি। ব্যাটারা টিপ্‌ টিপ্‌ করে পড়ে, আমিও একদিন দাঁতকামটি করে পড়লুম, অমনি কোন ব্যাটা পায়ে ধ'রে, কোন ব্যাটা কোলে করে নোনাজলে গাটা ভাসিয়ে দিলে, গঙ্গায় গা ধুয়ে তবে বাড়ী আসি। ব্যাটাদের কি প্রেমের ঢেউ গো! কালী করালবদনী! জননী রমণী শক্তিরূপা সনাতনী! তন্ত্রের ব্যাখ্যা মদ পাঁঠা দে পুজো দিতে হবে; চল্‌লেম রাজবাড়ীতে হোম কর্‌তে হবে।

২ প্রতি। রাজাকে নির্ব্বংশ কর্‌তে হবে বুঝি?

৩ প্রতি। তোরা সব বেল্লিক, তোর বাড়ীতে যদি হোম করি, তোরও সদ্য বোল-বোলা হয়।

২ প্রতি। কেন, তুমি কি বেম্মদত্যি? তা চন্দনের ফোঁটা কেটেছ, বেশ করেছ। শ্মশানে যাও, তুমি যেমন কালভৈরব হয়েছ, কৈলাস থেকে ষাঁড় আস্‌ছে তোমায় নিতে।

৩ প্রতি। আট পোণ কড়ি দাও না, বাজারটা ক'রে নিয়ে যাই।

২ প্রতি। একটি ছেলে নিয়ে ঘর করি, তোমায় দান দে কি নির্ব্বংশ হব ঠাকুর, পথ দেখ।

৩ প্রতি। কালী করালবদনী, কালী করালবদনী!

[প্রস্থান।

নিতাইয়ের প্রবেশ

গীত।

রামকেলি-মিশ্র—একতালা

আমার সাধ হয় সদা, যাই গো **ভেসে,**
কূলে আমায় কে আনে।
প্রাণের কথা প্রাণই জানে॥
প্রাণের কথা প্রাণে সুধালে,
সে তো কিছুই না বলে,
আঁখি ভেসে যায় জলে;—
আমি প্রেম বিরাগে হলেম উদাসী
কে পরালে ফাঁসী ভাল তো বাসি,
আমি প্রাণের টানে দেখ্‌তে আসি,
বুঝালে কি প্রাণে মানে॥

১ প্রতি। ঐ দেখ বাবা! ধ্বজা দেখা দিয়েছে বীর বলাই ফিরেছে, এই সব ফেরে এই। আমি ত বলেছি, ব্যাটারা ফের নদেয় এসে জ্বালাবে, বলি বলাইচাঁদ, টান কিসের বুঝতে পার্‌চো না? মালপোর টান,—ক্ষীর, সর, নবনী-ডোরে ঝুটকি বাঁধা, যাবে কোথা? বলি বাবাজী কি, একবারে নেয়ে এলে? পূজো আহ্নিক সব সেরে এলে, ভোগে বস্‌বে বুঝি?

২ প্রতি। বলি, তোমার কানুর গোঠে যে এত দেরী?

১ প্রতি। বাবা, কত ঢংই জানো, এই বুড়ো বুড়ো মদ্দরা ব্রজের বালক সাজেন। কি বল হে, আবার তার চেয়ে বাহার তোমার গোপী-ভাব; বলি এখন মহাপ্রভু! তোমার প্রাণ-কানাই;—

নিতাই। গীত

টোরী-ভৈরবী-মিশ্র—যৎ

আমি মত্ত থাকি মধুপানে,
মনের কথা বলি তাই।
আর তো ফিরে আস্‌বে না কানাই॥
আমি বুঝালেম যত, রইল নীরব সে তত,
নিঠুর কে আর আছে তার মত,
কে কেমন আছে ব্রজে
এলেম যদি দেখে যাই॥
কি ভাবে আছে কানাই কব কেমনে,
মনের কথা আছে গো মনে,
কেবল দেখি ধারা নয়নে,
কানু 'রা' বলে আর ধূলায় পড়ে,
তেমন কানু আর ত নাই॥

২ প্রতি। বলি তোমার গানের ছটা একবার রাখ না,—দুটো সাদা কথা কও না, শুনেছি, নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, কোথায় আছে, জান কি?

নিতাই। শান্তিপুরে।

২ প্রতি। নদেয় আস্‌বে না?

নিতাই। সন্ন্যাসীর দেশে আস্‌তে মানা।

২ প্রতি। আচ্ছা, বল্‌তে পার, সন্ন্যাসী হল কেন?

১ প্রতি। বুড়ো মা, যুবতী স্ত্রী, ছেড়ে যাওয়া কি ভাল দেখায়?

নিতাই। নাহি জানি কি ভাবে সন্ন্যাসী,
দু'নয়নে বারি-ধারা বয়,
কভু মৌন রয়,
কভু রাধা ব'লে পড়ে ধরাতলে।
কভু উচ্চহাস, কভু বা হুঙ্কার,
কি ভাব তাহার কেমনে বুঝিব বল;
কভু হরি ব'লে নাচে বাহু তুলে,
কভু ঝাঁপ দেয় জলে,
প্যাগলের মতি, নহে স্থির।
যারে তারে ধেয়ে কোল দেয়,
কারু ধরে পায়,
কারে বলে দাসত্বে মোচন কর।
কি ভাব গোরার প্রাণ জানে তাঁর,
পাগল যে নয়,—
পাগল-হৃদয় কেমনে বুঝিব বল?

১ প্রতি। না বাবা! ঘাট হয়েছে, যদি গান থাম্‌ল ত ছড়া ধর্‌লে, খুব মাতলামোটা ক'রে নিলে যা হোক্, দেখ বুজ্‌রুকী বড় চল্‌বে না হেথায়, আর—

চতুর্থ প্রতিবাসীর প্রবেশ

৪ প্রতি। না না, বুজরুকী চল্‌বে না, আমি থাক্‌তে বুজরুকী চল্‌বে না, কাজীর কি হুকুম জান?

২য় প্রতি। বাপু। তুমি কি আবার পাজীর পাজী, বলি অবধূত ঠাকুর! চল্লে কেন? কথা-

টার জবাব দিয়ে যাও না? সোজা কথায় বল্‌তে পার? আমি শান্তিপুরে যাব, তার সঙ্গে দেখা হবে?

নিতাই। গীত

টোরী-ভৈরবী—একতালা

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী।
প্রেমের দ্বারী আছে দ্বারে,
করে মোহন বাঁশরি॥
বাঁশী বল্‌ছে রে সদাই,
প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই,—
ডাক্‌ছে দ্বারী আয় ভিখারী,
জয় রাধা নাম গান করি,
রাধা ব'লে নয়ন-জলে ভাসে প্রেমের প্রহরী॥

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

২ প্রতি। বাবা! গান ধরে আর প্রাণটা কেমন আন্‌চান করে দেয়, আমি তো বাবা শান্তিপুরে যাচ্ছি, কি রাই ফাই কিশোরী কিশোর করে, কিছু বুঝতে পারি নে, ভিতরে কিছু কথা আছে।

৪ প্রতি। তুমি দাঁড়াও না, এ ব্যাটাকে শুদ্ধ গাঁছাড়া কর্‌ছি।

১ প্রতি। বাপু, তুমি একটু মাপ করবে, তোমায় আর বল্‌তে হবে না,—আকবর শার পিসে, জাহাঙ্গীরের প্রপৌত্র, নবাব তোমার জামাই, আর তোমার পক্ষিরাজ ঘোড়া, তাল-পত্রের খাঁড়া ঘরে মজুত, এতেও বাবা যদি তোমার মন না উঠে, একখানা ফর্দ্দ এনো, আমি সই ক'রে দেব।

৪ প্রতি। না, না, তোমরা বুঝতে পারচো না, নবাবের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আছে, নইলে কি বলি, নবাব আমায় এমনি ঠাট্টা করে।

২ প্রতি। বাপু! ওকে না তাড়াও, আমাদের তো তাড়ালে, এস হে—এস।

৪ প্রতি। ব্যাটারা দু একটা কথা ধরে ফেলে, চার পোণ কড়ি হলে মন্দ বামুনকে সাক্ষী করি। যাই, ও পাড়ায় মেজ গিন্নীর সঙ্গে গল্প করি গে। শালারা, বিশ্বাস কর্ আর না কর্, শুন্‌তে কি তোদের বাবার মাথায় বাজ পড়ে?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শচীর বাটী

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া

শচী। কে রে, নীলমণি এলি? আয় বাবা আয়, কোলে আয়; আমি নয়নজলে অন্ধ হয়েছি, তোকে দেখতে পাইনে। গোপাল! আর তো তোরে গোঠে যেতে দেবো না, আমি পথ পানে চেয়ে ক্ষীর সর নবনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আয়, গোপাল আয়! হাঁ রে, ঐ তো হাম্বা রবে গোধন ফিরে এল, আমার ঘর-আলো নীলমণি তো এল না? গোপাল, দেখে যা, আমার পুরী শূন্য, প্রাণ শূন্য, শূন্য বৃন্দাবন, একবার দেখে যা, ধেনু তৃণ ছোয় না, গোঠে যায় না, নীলমণি আর একবার মা বলে যা; মা বলা ধন বই তো আর আমার নাই। নীলমণি! আমার আঁধার ঘরের মণি! দেখরে তোর দুঃখিনী জননী মরে! আয় ধেয়ে আয় গোপাল! প্রাণ যায়, একবার দেখে যা, নীল-মণি! বহুদিন আমায় মা বলে ডাক নি, বাবা রে, কে তোরে ভুলালে? তুমি তো মা বিনে আর জান না? কে রে ক্ষুধা পেলে তোর মুখে তুলে দেয়, পীতধটী কে তোরে পরায়? মোহনচূড়া বেঁধে দিয়ে কে তোরে সাজায়? ঐ শোন্, অবোধ ব্রজের বালকেরা তোমায় কানাই বলে ডাক্‌ছে। বাবা! আর কি গোঠে যাবি না? আর কি ননী খাবি না? ওরে, ননীর তরে বেঁধেছিলাম বলে কি রাগ করেছ? আয় গোপাল! আর তো তোরে বাঁধবো না! কে রে, গোপাল এলি?—দেখ রে, স্তনে ক্ষীর আর ধরে না, কে ও—নীলমণি? বাবা, মাকে ভুলে কোথায় ছিলি?

নিতাইয়ের প্রবেশ

নিতাই। মা! আশীর্ব্বাদ করুন।

শচী। কে রে? কে রে? গোপাল কি ঘরে এলি?

গীত।

আলেয়া—একতালা

মাকে ভুলে কোথায় ছিলে,
কোলে আয় রে নীলমণি।
শূন্য ধরা রতন-হারা
কাঙগালিনী তোর জননী॥
মা প'ড়ে তোর ধরাসনে,
মা বলে ডাক্ চাঁদবদনে,
শূন্য ব্রজ দেখ্ রে নয়নে;—
দেখ্ রে গোপ-গোপী ধরাতলে,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে—
দেখ রে গোপাল ব্যাকুল রাখাল,
শুন হাহাকার ধ্বনি॥

নিতাই। মা, আমি নিতাই, তোমার নিমাইয়ের সংবাদ এনেছি।

শচী। বল বল নিতাই আমায়;
কোথা আছে অঞ্চলের ধন?
দেখ্ রে দেখ্ রে,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দু'নয়ন,
আছে প্রাণ পথ পানে চেয়ে।
আহা! বাছা না জানি কি করে,
কে রাখে আদরে,
শূন্য ঘরে রহিতে না পারি আর,
কিছু তো রে বলি নাই তারে,
অভিমান করে
তবে কেন ছেড়ে গেল মোরে?
মার প্রাণ বল কিসে বাঁচে,
চাঁদমুখ আর কি দেখিব তার?

নিতাই। শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে প্রভুকে নিয়ে এসেছি, আপনার চরণদর্শন প্রতীক্ষায় তিনি রয়েছেন।

শচী। চল যাই, আর কেন বিলম্ব করি? নিতাই! নিতাই! আমার নিমাইকে দেখতে পাব? বাবা! হরি তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্বেন, আমার তাপিত প্রাণে বারি দিলি, আমি বৌমাকে সঙ্গে নিই, তুই একটু দাঁড়া।

নিতাই। মা গো! তাঁর যেতে মানা, তিনি গেলে প্রভুর নামে কলঙ্ক হবে।

শচী। অ্যাঁ! তবে কি হবে? আমার পাগ্লী মেয়েকে কে দেখবে? পরের বাছা এনে আমি এত জ্বালা দিলুম।

নিতাই। মা! তুমি তাঁরে ব'লে এস, আমি দোলা প্রস্তুত করি গে।

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

শচী। আহা! আমি কি বলে বোঝাব, কি বলে শান্ত করব, আহা! বাছা আমার ছিন্ন কমলিনীর ন্যায় দিন দিন মলিন হ'য়ে যাচ্ছে। হা নিমাই! তোর মনে এই ছিল?

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ

বিষ্ণু। মা, মা!

শচী। মা! তুমি অনেক সহ্য করেছ; কি কর্বো মা? কঠিন সন্ন্যাস ব্রত,—তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবার যো নাই। তুমি আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দাও, আমি তোমায় কি বুঝাবো। নিমাই আমার শান্তিপুরে এসেছে, আমি সেথায় যাব, তুমি ঘরে থাক। মা গো! এই চির-বিষাদিনী আমি কি কর্বো, সন্ন্যাসীর স্ত্রীদর্শন নিষেধ।

বিষ্ণু। যাও মা যাও, বিধাতা আমায় বাম, আমি চিরদিন জানি।

শচী। তোরে কার কাছে রেখে যাব?

বিষ্ণু। জননি! তুমি ভেবো না, আমার স্বামী আমায় সঙ্গিনী দিয়েছেন। এই মালা আমার সঙ্গিনী, আমার পতি সন্ন্যাসী, আমি চির-সন্ন্যাসিনী। মা! যাও, যারে বিধাতা বিমুখ, তুমি কি কর্বে?

শচী। বাছা রে! তোর অদৃষ্টে এত ছিল? আহা! মা কমলা, তোমায় অতল জলে ফেলে দিলেম।

বিষ্ণু। মা, তুমি যাও, পাগলের মন স্থির নয়, আবার যদি কোথায় চলে যান, সংবাদও পাব না, মা গো! রোদনই আমার আনন্দ, প্রভু আমায় কাঁদ্তে রেখে গেছেন।

শচী। তবে যাই মা!

বিষ্ণু। মা! এস।

[শচীর প্রস্থান।

আরে পোড়া বিধি,
যদি নিধি নহে রে আমার,
কেন অভাগীরে দিলি;
কেন মজাইলি,
ফেলিলি রে অকূল-পাথারে।
হরিনাম বিলাবে সবারে,

অভাগীরে দিয়ে গেল কারে?
স্বপনে জাগরণে
তোমা বিনে কিছু কি হে জানি আর?
তুমি প্রভু ধ্যান, তুমি মম প্রাণ,
তোমা হারা হ'য়ে
রহিতে কি পারে নারী?
এ সংসারে আমিই কি অপরাধী?
গুণনিধি আমারে না দেবে দেখা?
হায়! হায়! পত্নী যদি না হতেম তব,
দাসী হ'য়ে সদা কাছে রয়ে
সেবিতাম চরণ দু'খানি;
দিয়া পদ-ছায়া
নৈরাশ করিলে অবলায়।
আরে রে নিঠুর!
কি বুঝিবে নারীর পরাণ?
আরে ভাগ্য নিদারুণ!
পতি মম ভুবনরঞ্জন
তাহে আমি হইনু বঞ্চিতা।

গীত।

সরফর্দ্দার-মিশ্র—কাওয়ালী

কি দোষে ঠেলিলে রাঙ্গা পায়।
তুমি তো নিদয় নহ, প্রাণ যায়॥
তব পদ অভিলাষী, কেন হে বঞ্চিতা দাসী,
একাকী অকূলে ভাসি, রাখ নাথ অবলায়।
বাড়ালে বাড়িল আশা, প্রবল হ'ল পিপাসা,
গেছে আশা আছে তৃষা, দহিতে এ প্রমদায়॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অদ্বৈতের বাটী

অদ্বৈত, হরিদাস, নিমাই, নিতাই, মুকুন্দ ও বৈষ্ণবগণ

অদ্বৈত। এ কি রঙ্গ গৌরাঙ্গ তোমার,
প্রেমভক্তি সার—
করিলে প্রচার,
কেন তবে হলে যোগী?
বল মোরে, খণ্ডাও সংশয়,
জ্ঞানমার্গে কি হেতু হে গমন তোমার?
তুমি বৈষ্ণবের পতি,
কহ প্রভু, কি হইবে বৈষ্ণবের গতি?
কবে এবে পাষণ্ড দুর্জ্জন
"জ্ঞানপথে পথি বিশ্বম্ভর,
প্রেমপন্থা ধরিয়াছে বৈষ্ণব বর্ব্বর!"
নিরুত্তর করিবে সবারে?
নিমাই। শুন শুন বিলম্ব নাহিক কিছু আর,
ধরামাঝে কৃষ্ণপ্রেম করিব প্রচার,
কৃষ্ণ-অনুরাগী,
কৃষ্ণপ্রেমে যোগী দেখাইব ত্রিভুবনে,
দ্বারে দ্বারে যাব, গৃহে গৃহে কব—
কৃষ্ণ-প্রেম বিনা তুচ্ছ সকলি সংসার,
এ হেতু সন্ন্যাস ব্রত মোর,
তন্ত্র মন্ত্র যাগ যজ্ঞ সকলি বিফল,
কৃষ্ণ প্রেম নাহি যাহে;
সেই যোগী কৃষ্ণ-প্রেম অনুরাগী যেই,—
জ্ঞানমার্গ সার্থক তাহার—
কৃষ্ণ-প্রেম যে ভেবেছে সার,
কৃষ্ণ-ধ্যান কৃষ্ণ-জ্ঞান, কৃষ্ণ তপ জপ,
অসার সে শাস্ত্র যাহে কৃষ্ণভক্তি নাই।
কৃষ্ণের দোহাই,—
সত্য সত্য সত্য এই কথা!
দেহ শুচি কৃষ্ণপদে সদা যার রুচি,
সেই শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত যেই জন,
যাহে কৃষ্ণ-প্রেম নাই,
যত্ন ক'রে ত্যজিবে সদাই,
তপ জপ বৃথা পরিশ্রম,
কৃষ্ণ-প্রেমে মূল্য—ব্যাকুলতা,
ত্যজ ভ্রম—
কৃষ্ণ-পদে মাগি লব প্রেমের লালসা,
পূর্ণ হবে জীবের পিপাসা,
ত্যজিয়ে সংশয়—
হৃদে ধর অভয় চরণ,
হৃদিমাঝে হেরিবে ব্রজের লীলা।
আর কভু প্রাণ না টলিবে,
সখীভাবে মনোবৃত্তি চরিতার্থ হবে,
প্রাণে প্রাণে আপনি বুঝিবে
শমনের অধিকার নাহি আর।
কৃষ্ণ-প্রেমে বল—হরি! হরি!
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শচী ও ভক্তবৃন্দের প্রবেশ

নিমাই। মা, মা! আমায় কৃপা কর, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

শচী। বাবা! তোমাকে লোকে কত বলে, কিন্তু বাবা! তুমি আমার সেই দুধের ছেলে নিমাই।

নিমাই। মা! আমি তোমার কুসন্তান, আজীবন দুঃখ দিয়েছি, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেছি, কিন্তু তুমি যেখানে থাক্‌তে বলবে, আমি সেইখানেই থাক্‌বো। কেবল দেশে যাওয়া, গৃহিণীর দর্শন সন্ন্যাসীর নিষেধ,—আর তোমার সকল আজ্ঞা পালন কর্‌ব। অবুঝ সন্তান বলে মনকে প্রবোধ দাও, তুমি কাঁদ্‌লে আমার সন্ন্যাস-ব্রত বিফল হবে; আমি কৃষ্ণ পাব না, আমার কলঙ্ক রটবে; প্রসন্নময়ী জননি! আমায় প্রসন্না হও।

শচী। বাবা! তুমি যাতে সুখী হও, তাই কর। একটি কথা রাখ, বিশ্বরূপের মত আমায় ভুলে থেক না, এক একবার দেখা দিও, আর আমি অধিক চাই নে।

নিমাই। মা! আমি বৃন্দাবনে যাত্রা কর্‌বো, তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা ক'রে রয়েছি।

শচী। বাবা! বৃন্দাবনে তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পার্‌বো না, বৃন্দাবনে গেলে আর তুমি আস্‌বে না।

সকলে। প্রভু! প্রভু! আমরা জাহ্নবীতে প্রাণত্যাগ কর্‌বো, তোমায় বৃন্দাবনে যেতে দেব না।

নিমাই। হে বৈষ্ণবগণ! কেন আমায় অপরাধী কর্‌বে? আমি সংসার ত্যাগ করেছি, আর কেন বন্ধন দাও? তোমরা মুক্তি না দিলে, আমি মুক্ত হ'তে পার্‌বো না। মা! তোমার পুত্র সন্ন্যাসব্রতে কলঙ্ক অর্পণ কর্‌বে, এই কি তোমার ইচ্ছা? মা! কৃপা কর, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।

শচী। বাবা! তুমি নীলাচলে যাও, সেথাও ত ভগবান্ বিরাজমান, তোমার বৃন্দাবনে কাজ কি? হে হরিভক্তগণ! নীলাচলে থাক্‌লে তোমরাও গমনাগমন কর্‌তে পার্‌বে, আমিও আমার নিমাইয়ের সংবাদ পাব।

সকলে। প্রভু! আমরা কোথায় যাব?

নিমাই। সকলে সঙ্গে গেলে আমার কার্য্যলাভ হবে না, তোমরা গৃহে যাও, সংকীর্ত্তন ক'রে জীব উদ্ধার কর, বৎসর বৎসর নীলাচলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হবে।

মুকুন্দ। প্রভু! আমরা গৃহে যাব না, আমাদের তোমা বই আর কেউ নাই।

হরি। প্রভু, আমি অধম যবন, আমার দশা কি হবে?

নিমাই। তুমি চিন্তা করো না, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি তোমার আশা পূর্ণ হবে।

নিতাই। দেখ, দেখ রে পতিত!

দীন বেশে দেখ ভগবান্!
গোলোক ত্যজিয়ে ধরায় আসিয়ে
দেখ পাপভার বহে তোর নারায়ণ,
ওরে দীন! এ করুণা কোথা পাবি আর?
পুত্র পরিবার
কেবা তোর আছে আপনার,—
তোর দুঃখে তাপিত যে জন।
হের নিরঞ্জন,
তাপিত তোমার দুঃখে।
তোর দুঃখে সন্ন্যাস-গ্রহণ
দীনবেশে ধরণী ভ্রমণ,
তোর তরে দ্বারে দ্বারে ফেরে হায়;
তুমি যার তরে
মত্ত আছ সংসার-সমরে,
দেখ রে—দেখ রে—
সে তো তোর নহে রে আপন।
নিত্যধন আপনার তোর,
যেই বিভু বহে তোর ভার।
আপন হইতে যেই আপনার।
রে পতিত! আপনার মত ভাব তাঁরে;
হরি তোর,—হও রে হরির,
দেখ দেখ পরম কাঙ্গাল
প্রেম যাচে দ্বারে দ্বারে।
এ প্রভুরে দিও না বেদনা,
পাপে লিপ্ত রয় না—রয় না,
নিত্যধনে কত দুঃখ দিবে আর?
আসি হরি,
পাপী তোরে দেছেন নিস্তার;
ভাব মনে—ক্লেশ হবে তাঁর
বার বার গতায়াতে।
হরির কৃপায় নাহি তোর শমনের ডর,
রে পতিত! বাক্য মম ধর,
দয়াল ঠাকুর,
বার বার দিও না রে ক্লেশ।
দেখ দেখ, নাগরের দেখ দীন বেশ,

গোলোক-ঈশ্বর কত বা যন্ত্রণা দিবে।
রে পতিত! কহি বার বার
পতিতপাবনে দুঃখ দিও না রে আর,
তোর পাপে তাপে
বার বার অবতার হরি;
ভালবাস ভাল যে তোমার,
যে তোমার বহে পাপভার
তাহে দেহ ভালবাসা।
তারি প্রেমে—
পাপে রহ বিরত সর্ব্বদা।
ওরে ঈশ্বরের দীনবেশ,
কতই দেখিবি আর!

২ প্রতি। প্রভু, আমি তোমার নিন্দা করেছি, আমার কি উদ্ধার হবে? আমি কপটতা ভিন্ন কিছু জানি না। এ সংসারের সকলকে উদ্ধার কর্‌লে, আমিই পড়ে থাক্‌বো? না, তা কখনই না, প্রভু, তুমি দীননাথ! যদি কেউ দীন থাকে তো আমি, তোমার চরণের যোগ্য আমি বই আর কেউ নাই।

নিমাই। তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

২ প্রতি। আমার মস্তকে চরণ দাও, গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ, জগৎ গৌরাঙ্গময়; কৈ আমি, আমি আর কোথায়?

নিমাই। উঠ, সংকীর্ত্তন করি এস।

২ প্রতি। প্রভু! প্রভু! কৈ আমি? গোরাচাঁদ, গোরাচাঁদ, গোরাচাঁদের মেলা!

জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ

নিমাই। তুমি কি আমায় কিছু বল্‌বে?

স্ত্রী। প্রভু! তুমি অন্তর্য্যামী, সকলি জান; বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আমায় পাঠিয়েছেন, তিনি আমায় বল্‌তে বলেছেন যে, এ সংসারে তিনিই কি অপরাধিনী? জীবের দুঃখভার মোচন কর্‌তে যে আপনি গোলোক ত্যজে এসেছেন, তিনি কি জীব নন? তিনিই একমাত্র অভাগিনী, কেবল তাঁরে দুঃখ দেওয়াই কি আপনার সংকল্প? দয়াময়! তাঁর প্রতি এত নির্দ্দয় কেন? তাঁর মনে এই খেদ যে, তাঁর জন্যই আপনাকে গৃহত্যাগ করালে, তাঁর খেদ শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হলো। তিনি সজলনয়নে বল্‌লেন যে, প্রভু যদি বল্‌তনে, আমিই তাঁর কণ্টক, তা হ'লে আমি জাহ্নবীতে ঝাঁপ দিয়ে তাঁর কণ্টক মোচন কত্তেম। আহা! প্রভু! অবলার কি দুঃখ! শ্রীচরণে তাঁর আর একটি নিবেদন যে, আপনার পত্নী হয়ে জগতে তাঁকে ভাগ্যবতী বলে, কিন্তু তাঁর অদৃষ্টগুণে তাঁর সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য হ'ল! এ জন্মে আর আপনার দর্শন পাবেন না। প্রভু! অবলার কে আছে? দুঃখিনী কার মুখ চেয়ে জীবনযাপন কর্‌বেন? আহা, প্রভু! তাঁর দুঃখের কথা আপনাকে অধিক কি বল্‌বো, আপনি যে মালাটি তাঁরে দিয়েছিলেন, সেই মালা জপ করেন, আর এক একটি অন্ন রাখেন, জপ, সাঙ্গে যে কটি অন্ন হয়, তাতেই তাঁর সেবা হয়। ধরাতলে শয়ন, দিবা-রাত্তির রোদন, অভাগিনীর দশা দেখ্‌লে পরাণ বিদীর্ণ হয়। প্রভু! আমি হীনমতি নারী, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দুঃখের কথা আর অধিক কি বল্‌বো, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, তোমায় দয়াময় কি গুণে বলে? যে তোমার নিতান্ত অধীনী, যে তোমা বই কিছুই জানে না, যুগে যুগে তাঁরেই তুমি কাঁদাও? প্রভু! আর যে বলে বলুক, যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দেখেছে, সে তোমায় কখনও দয়াময় বল্‌বে না,—আহা! অবলা পতিপ্রাণা, তাঁর অদৃষ্টে কি এই ছিল!

নিমাই। আমার দশা দেখে যাও, আমিও সুখী নই; আমিও ধরাসনে, আমিও অনশনে, আমিও রোদনে কালযাপন কর্‌চি, জীবের দুঃখে আমি অতি কাতর, এ দুঃখের অংশ জগতে আর আমি কাকে দিব? আমার প্রাণ-প্রিয়ার নিমিত্ত আমারও প্রাণ যে ব্যাকুল, তা কেবল তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌বেন, আর আমি কাকে ব'লে জানাব? আমার জগতে তিনি ভিন্ন কে আছে? জীবের দুঃখে আমার সহিত সমদুঃখী আর কে আছে? যে কার্য্যে ব্রতী হয়েছি, যদি সফল হয়, যদি জীবের উদ্ধার কর্‌তে পারি, সে কেবল তাঁরই কৃপায়, জীবের ভার সম্পূর্ণ তাঁর—অধিক আর কি বল্‌বো, এই আমার পাদুকা নিয়ে তাঁকে কালহরণ কর্‌তে বল। আমি জানি, তিনি অতি দুঃখিনী, দে'খে যাও, আমিও অতি দুঃখী। [পাদুকা প্রদান]

স্বামী। প্রভু! যতদিন যতক্ষণ না আমি দেবীর হাতে দিই, ততক্ষণ এই পাদুকা মস্তকে ধারণ কর্‌তে পারি?

নিমাই। তুমি হরি বল, কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করেছেন।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

গীত।

সিন্ধু-খাম্বাজ—লহু আড়া

আমার প্রাণ-বঁধুয়া নাচে রে হিমাচলে।
আমায় প্রাণে প্রাণে ডাক্‌ছে বঁধু,
প্রাণ টানে তাই যাই চ'লে॥
প্রেমে বঁধুর ভাসে চাঁদবয়ান,
আমি ভাসিয়ে দিব কুল শীল মান,
হেরে বঁধুর বয়ান জুড়াইব প্রাণ;—
আমায় যে যা বলে সকল সব,
বঁধু বিনে প্রাণ জ্বলে॥
আমার বঁধু যেমন তেমন নয়,
প্রেমের সাগর নবীন নাগর,
এমন কি কারো হয়,
আমার সদয়-হৃদয় হৃদয়নিধি কত কথা কয়—
আমার প্রাণেশ্বর পেলে পরে
মান ক'রে বসবো ছলে॥
দেখ্‌বো লো সই, বঁধু কি বলে॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উড়িষ্যা—গ্রাম্য পুকুর ঘাট

ধোপা ও ধোপানী

ধোপা। ধোপানী! কাপড়গুলো কি ক'রে সিদ্ধ করেছিস?

ধোপানী। কাচতে জানে না, "সিদ্ধ করেচিস্ কি ক'রে?" আর ও কি কাপড়। বাঙলা ছেড়ে উড়ে মেড়ার দেশে এসে গোম্‌ড়া গোম্‌ড়া কাপড় বয়ে প্রাণ গেল। দাও, ভাল ক'রে আছাড় দাও।

ধোপা। আছড়াব? তবে দেখ যদি কাপড় ফাটে, তবে এক চড়ে তোর গাল ফাটিয়ে দেব।

ধোপানী। ও কাপড় ফরসা হবে না—ও গুণচট্—অমনি থাকবে।

ধোপা। যদি ফরসা হবে না তো তোমায় কুঁড়ে পাথরটি যোগাব কেমন ক'রে?

ধোপানী। তা ফরসা কর গে যাও, আমি আর বক্‌তে পারি নে, ঘুটে কুড়ই গে, কি আমার—ধোপা গো। উড়ে মেড়ার কাপড় সাফ কর্‌বেন।

[ধোপানীর প্রস্থান।

ধোপা। আগে কাপড় ফাটাই, তার পর ওর গাল ফাটাবো।

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। ও বাপু, বহুকাল হরির নাম শুনিনি, এবার হরি বল।

ধোপা। ঠাকুর, সর, গায়ে জল লাগবে—তখন আবার বল্‌বে।

নিমাই। বাবা! একবার কৃপা ক'রে হরি বল, আমি হরির নাম না শুনে ব্যাকুল হয়েছি।

ধোপা। বলি যাও না, একটা ভট্‌চার্জ্জি ধ'রে বলাও না, আমরা মুরুক্ষুর মানুষ, আমরা কি অত পারি?

নিমাই। বাবা, হরি বল, চতুর্ব্বর্গ পাবে।

ধোপা। আর বর্গে কাজ নেই, কাপড় যার বাগাতে পাচ্ছিনি, তোমার কথা শুনি, আর আমার কাপড় কাচা প'ড়ে থাকুক্।

নিমাই। আমি তোমার হয়ে কাপড় কাচি, তুমি হরি বল।

ধোপা। তুমি যে বেশ বাবাজী না, বাবাজী! তোমার কাপড় কেচে কাজ নাই, কি বল্‌বো বল? আমি কিন্তু ভিক্ষে টিক্ষে দিতে পার্‌বো না।

নিমাই। হরিবোল, বল হরিবোল।

ধোপা। হরিবোল।

নিমাই। হরিবোল, হরিবোল।

ধোপা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। বাবাজী! তুমি কে বাবাজী? তুমি আমায় ধর বাবাজী। হরিবোল,—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল (পতন) বাবাজী! বাবাজী তুমি কে? হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। বাবাজী তোমার পা দেও, আমি তোমার পা বুকে রাখ্‌ব (পা লইয়া) বাবাজী! বাবাজী! হরিবোল!

স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ

১ স্ত্রী। ওলো আন্ আন্ ভিক্ষে আন, ঠাকুর এখানে দাঁড়িয়ে আছে, আহা, বাছা রে, তোর কি কেউ নাই? এ সোনার চাঁদ কোন্ প্রাণে ছেড়ে দিয়েছে? আহা, কোন্ ভাগ্যমানী তোরে পেটে ধরেছিল বাবা! এ নবীন বয়সে কেন তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

২ স্ত্রী। তোমার কি মা বাপ নাই?

নিমাই। মা গো একা আমি।
কেহ নাহি আর,
নাহি পিতা-মাতা নাহি পুত্র ভ্রাতা,
দুহিতা বা প্রণয়িনী,
নাহি বন্ধু,—
সিন্ধু মাঝে সদা ভাসি।
পিতা বলি পরের পিতায়
মাতা মম যথায় তথায়,
কেহ ভ্রাতা, কেহ পুত্র
কেহ বা দুহিতা—
কেহ সখা কেহ সখী,
নাহিক বিকার, আমি যার তার,
শত্রু কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
ভেদাভেদ প্রাণে মম নাই,
যথা তথা যাই—
কেহ রুষ্ট, তুষ্ট কেহ মম প্রতি।
যেই রুষ্ট বলে, নিই তারে কোলে,
তুষ্ট যেই সে করে আদর।
মত্ত প্রাণ থাকে মা বিভোর
কেহ মোরে বাঁধে করে করে,
দ্বারী আমি হই কারু দ্বারে,
কারু ধরি পায়ে,
নিত্য মত্ত থাকি মা খেলায়,
খেলিতেছি চিরকাল।
যতদিন রবি শশী রবে
এ খেলার অন্ত নাহি হবে,
নিত্য নিত্য আনন্দের খেলা
খেলা মম আদি-অন্তহীন।

১ স্ত্রী। আহা! মরি মরি! বাছা বুঝি নবীন বয়সে পাগল হ'য়েছে, আহা! কোন্ অভাগীরে ফাঁকি দে চ'লে এসেছে গো? বাছার মুখ দেখে বুক ফেটে যায়। কথাগুলি যেন মধু ঢেলে দেয়!

নিমাই। মা গো! আমি সাধে কি পাগল,
পাগল করেছে মোরে।
দিবানিশি কাঁদি যার তরে,
সে তো ফিরে নাহি চায়।
আমি যার তরে যুগে যুগে আসি,
যার প্রেমে হয়েছি উদাসী,
কোথা সে আমার?
কোথা চন্দ্রাননী কনক-নলিনী
মৃগাক্ষি-গঞ্জিনী,
কুঞ্জসখী গোপিনী কোথায়?
প্রেমদায় আসিয়া ধরায়
পথে পথে কেঁদে কেঁদে ফিরি,
কোথা প্রাণেশ্বরি!
দেখা দাও—
দেখ দেখ হয়েছি আকুল,
দেহ কূল গোপীকুলরাণি!
কমলিনি প্রাণপ্রিয়ে!
কোথা রাধা?
মনপ্রাণ বাঁধা সদা তাঁরি পায়।
রাধে, রাধে! হয়ো না নিদয়,
প্রাণ যায় দেখা দাও।—

২ স্ত্রী। এ কি এ কি, কে এ সন্ন্যাসী?

১ স্ত্রী। দেখ্ দেখ্, কি রূপ দেখ্, বৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ রাধা ব'লে কেঁদেছিল, কে রে গোরাচাঁদ রাধা ব'লে এল, রাধা-প্রেমে মাতুয়ারা কে রে তুই! শত জন্ম রূপ দেখলে সাধ মিটে না; আহা! বিধাতা সহস্রলোচন দিলে প্রাণ ভ'রে রূপ দেখতেম।

নিমাই। আনন্দে সকলে মিলে বল হরি হরি,
ঋণে আমি তার,
ব্রজেশ্বরী দিয়েছেন পসরা শিরে;
হরিবোল বল রে বল রে
পদে রাখিবেন রাই,
রাধা-প্রেম বিনে গতি নাই।
রাধা-প্রেমে বাঁধা আছে হরি,
তাই নাম নিয়ে ফিরি,
হরি বল, কেনা রবে রাধা-শ্যাম,
হরি নাম বিনা নাহি ধন,
হরিগুণ কর রে কীর্ত্তন,
হরিনাম কর বিতরণ,
গোলোক পাইবে হৃদিমাঝে।
হবে এ জীবন ফুল্ল নিধুবন,

হৃদি ফুল্ল কমল-আসন,
ওহে বাঁকা হয়ে মুরলীবদন,
রাধা-অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়ে,
চোখে চোখে চেয়ে,
করিবে রে প্রেম-বিনিময়,
সে কৌতুক হেরি, মত্ত হবে প্রাণ,
আত্মদানে অমৃত করিবে প্রাণ,
মনোবৃত্তি আনন্দে নাচিবে,
যুগলে হেরিবে,—
মধুলীলা হবে ধরাতলে;
গোপীভাবে গোপীপ্রেমে বল হরি হরি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, এই যে হরি, বল না, হরিবোল শুনে আমি হরিপ্রেম পাব। গৌরহরি, গৌরহরি গৌরহরি।

১ স্ত্রী। হরি, কৃপা ক'রে ভিক্ষা দাও।

নিমাই। মা, আমি অধম জীব, আমায় হরি ব'ল না, হরিবোল শুনে আমি হরি প্রেম পাব।

সকলে। গৌরহরি, গৌরহরি, গৌরহরি।

নিতাই ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ

নিমাই। আমি জীবাধম, আমায় হরি ব'ল না।

নিতাই। দেখ দেখ, প্রভু বড় দায়ে ঠেকেছেন।

২ স্ত্রী। প্রভু! ভিক্ষা নাও!

নিমাই। মা! ঢের হয়েছে, আর নেব কি, আর দিও না মা, কতদিন বেঁধে রাখবে?

সকলে। গৌরহরি, গৌরহরি।

নিমাই। নিতাই, নিতাই! বারণ কর, আমার অপরাধ হবে।

নিতাই। প্রভু, আমি কি কর্‌বো, আমরা কি শিখিয়ে দিয়েছি, তুমি অন্তরে বলিয়ে বাহিরে লুকাতে চাও!

সকলে। গৌরহরি, গৌরহরি।

নিমাই। মানা কর্‌বে না? এই নাও ভিক্ষা নাও, আমি চল্লেম।

সকলে। গৌরহরি, গৌরহরি, গৌরহরি।

[ধোপা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধোপা। আহা! প্রভু, নৃত্য কর, আমি করতালি দেই, আহা! কি মধুর নাম দিয়েছ, হরিবোল, হরিবোল।

ধোপানীর পুনঃপ্রবেশ

ধোপানী। বলি, এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কি কর্‌ছ? কাপড় কাঁড়ি করা প'ড়ে রয়েছে, আর তুমি হাততালি দিয়ে নাচ্ছ। পাগল হয়েছ নাকি?

ধোপা। পাগ্‌লি! দেখ্‌, ঐ প্রভু দাঁড়িয়ে নাচ্‌ছেন।

ধোপানী। ও কি বল গো?

ধোপা। পাগলি, দেখ দেখ, চাঁদের আলো ঠিক্‌রে পড়ছে।

ধোপানী। ওগো দেখসে গো, মিন্‌ষেকে ভূতে পেয়েছে।

ধোপা। আহা, দেখতে পাচ্ছিস্‌ নে, ঐ যে নাচছেন, হরিবোল হরিবোল।

ধোপানী। ওগো, তোমরা এস গো। মিন্‌ষেকে পাগলা গুঁড়ো খাইয়েছে গো।

ধোপা। শোন্‌, শোন্‌, তোকে নাম ব'লে দিই শোন্‌, তুইও দেখতে পাবি।

ধোপানী। মা গো! গেলাম গো! কি দেখাবে গো!

ধোপা। হরিবোল, ঐ যে, দেখ না, ঐ যে প্রভু দাঁড়িয়ে নাচছেন।

ধোপানী। ওরে গেলেম রে! ধর্‌লে রে! ঘাড় ভাঙ্‌লে রে! ওরে এল রে! বাবা রে!

[প্রস্থান।

ধোপা। ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, প্রভু তোকে কৃপা কর্‌বেন, ঐ প্রভু যাচ্ছেন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পুরী—রাজপথ—দূরে শ্রীমন্দির,

নিমাই, নিতাই ও বৈষ্ণবগণ

নিমাই। হা নির্দ্দয়! হা নির্দ্দয়!

নিতাই। প্রভু! শ্রীমন্দিরের শোভা দেখুন।

নিমাই। আহা! দেখ, চূড়ার উপরে কে দাঁড়িয়েছে দেখ! ঐ প্রাণধন বংশীবদন। দেখ দেখ, মোহনচূড়া দেখ, গলাবিলম্বিত বনমালা দেখ, দেখ দেখ, নয়নের ভাব দেখ, আমায় ডাক্‌ছেন—যাই—যাই। (মূর্চ্ছা)

সকলে। গীত

পরজ-মিশ্র—কাওয়ালী

দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ঐ।
ইঙ্গিত অঙ্গুলি চম্পককলি রেখেছে লো,
আমি চল্‌তে নারি, ধর আমারে সই।
রাধা রাধা ব'লে মুরলী,
ওঠে তান তরঙ্গিণী উথলি,
ধীরে মধুর রোল, প্রাণ উতরোল,
ঘোরা যামিনী কামিনী সাধে কি কাননে চলি,
আকুলা মুরলী, রাধা বলি,
ধর লো ধর লো, পড়িল ঢলি,
মুরলী ডাকিছে বারে বারে কই রসময়ি॥

দুই জন লোকের প্রবেশ

নিমাই। ঐ যে, ঐ যে আমার বংশীবদন।
[নিমাই ও বৈষ্ণবগণের প্রস্থান।

১ পু। বাবা! গ্রাম ছেড়ে তির্থিবাস কর্‌তে এলুম, তাতেও নিস্তার নেই, এ বাবা কি এক গৌরাঙ্গী ঢং এলো।

২ পু। গেছে, গেছে।

১ পু। গেছে কোথা? চল ভাই, রাজার কাছে গে নালিশ করি, এ যে মেয়ে ছেলে আট্‌কে রাখা ভার!

২ পু। সে কথায় আর কাজ নেই, ওই উত্তরপাড়ার ধোপা ধোপানীকে খেপিয়েছে, দু'বেটা বেটীতে কাপড় ফেলে দে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌ছে।

১ পু। ভাই! আমি তো এ দেশ ত্যাগ কর্‌ছি, আমি কাশী গিয়ে বাস করি গে; আমার যুবতী স্ত্রী ঘরে, শেষে কি জাত খোয়াব? ভায়া! বল্‌ব কি, দোরে কি খিল দে রাখ্‌তে পারি, আমি আবাগীর বেটীকে যত বলি যে, নেড়া সন্ন্যাসী আর দেখ্‌বি কি? বেটী তত বুক চাপড়ায়, বলে গৌরাং প্রাণ মজিয়ে গেল কোথায়?

২ পু। বলি, তোমার তো এক স্ত্রী, আমার শাশুড়ী, শালী, খুড়ী, জ্যেঠাই, সব গড়াগড়ি দিচ্ছেন, বাবা! রথ দেখ্‌তে এসে বুঝি পথে পথে কেঁদে বেড়াই, আর এ কি এক বালাই বুঝ্‌তে পারি নে, চাটুয্যেদের বুড় বুড় মন্দগুলো খেপেছে। এ কি ঢং, মেয়ে মদ্দে কেবলি বল্‌ছেন,—"প্রাণনাথ! প্রাণনাথ!"

১ পু। ঐ সন্ন্যাসী ব্যাটা কি যাদু জানে, হ্যাঁ দেখ, কথা ভাল নয়, চল পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি নে বেটীদের পাতকুওর দড়ীতে বেঁধে চল গরুর গাড়ী ক'রে বেরিয়ে পড়ি, রাস্তায় কথা শুনেই এই, চোখাচোখি হ'লে আর জাত থাক্‌বে না।

২ পু। জাতের দফা গয়া। শুনেছি যে, জগন্নাথের ডুরীর টান, এ প্রেমের ডুরীতে টান পড়েছে। তোমায় দুঃখের কথা বল্‌বো কি, আমার জ্যেঠাই মাগী ষাট বৎসর পেরিয়েছে, তাঁর আবার গুপীভাব ধর্‌লো, আর আমার স্ত্রীতে শালীতে কুঞ্জবন ক'রে ব'সে আছে।

প্রথম লোকের স্ত্রীর প্রবেশ

প্র স্ত্রী। হা প্রভু! তুমি কোথায় গেলে?

১ পু। ও আবাগীর বেটী, মাথা খেয়ে বেরিয়ে এলি কেন? জগন্নাথের বায়না নিবি, তাই নে, আবার প্রেমের সন্ন্যাসীর বায়না নিবি কেন?

প্র স্ত্রী। প্রভু! দেখা দাও, নইলে আত্ম-হত্যা হব।

১ পু। আরে না, না, না, অমন কাজ ক'র না, তোমায় বলি, শোন, কাশীতে তোমায় ওর চেয়ে ছোঁড়া সন্ন্যাসী দেখাবো।

জ্যেঠাইয়ের প্রবেশ

জ্যেঠাই। হা প্রভু! তুমি কোথায় গেলে?

২ পু। ও আবাগীর বেটী! তুমি যে কবে মর্‌তে যাও? মড়ীপোড়ার বায়না নাও না?

১ পু। আরে টেন না, টেন না, আমি প'ড়ে যাব।

প্র স্ত্রী। দেখ্‌বে এস! মদনমোহন রূপ দেখবে এস, গৌরহরি, গৌরহরি।

১ পু। আবাগীর ব্যাটা গৌরহরি! দেশে কি আর লোক পেলে না, আমি দেশের লোকের জ্বালায় পালিয়ে এলাম, এখানে শুধু হরি নয়, গৌরহরি।

[১ পুরুষ, তৎপত্নী ও জ্যেঠাইয়ের প্রস্থান।

২ পু। ও বুড়ী বেটী গেল—গেল, আমি মাগ বেটীদের সাম্‌লাই।

নেপথ্যে। গৌরহরি! গৌরহরি!

২ পু। ঐ বুঝি রণমুখী হ'য়ে আস্‌ছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জগন্নাথের মন্দির

নিমাই, নিতাই ও স্ত্রী-পুরুষগণ

নিমাই। রে নির্দ্দয়! তুমি কি জান না
জগৎ শূন্য হেরি তোমা বিনা,
আরে বনমালি!
চতুরালি না জানি কেমন তোর?
তোমা বিনা পলকে প্রলয়,
দিক্‌ তমোময়,
শূন্য দেহে প্রাণ নাহি রয়,
তবু চিত-চোর, এ কি রীতি তোর,
প্রাণ মম মজায়ে লুকাও?
আর তোরে ছেড়ে নাহি দিব,
ভুজ-পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
হৃদি-মাঝে রাখিব রে কালাচাঁদ;
আরে তোর সনে ছিল কি বিবাদ?
আয়, আয় রে নির্দ্দয়!
প্রাণ যায় তবু আছ দূরে? (মূর্চ্ছা)

সকলে। গীত

হিন্দোল-বাহার—তেওরা

কুলনারী দিয়েছি কুলে কালি।
তবু কেন ছল কর বনমালী॥
নারীর প্রাণেতে বাজে,
এ কাজ তোমায় কি সাজে,
তোমার তরে জলাঞ্জলি দিয়েছি লাজে,
প্রাণ মন সকল নিয়ে কেমন এ চতুরালি॥

নিমাই। নয়নের জলে গেঁথেছি মালা।
ধর ধর ধর ধর হে কালা॥
আছে কি রতন আমি কাঙ্গালিনী।
পদ-অভিলাষী দাসী প্রেমাধীনী॥
চাও কালশশি! চাও ফিরে চাও।
সকলি তোমার সকলি নাও॥
ওহে প্রাণনাথ! এস হে প্রাণে।
নাথ বিনে নারী বল কি জানে॥
তুমি পতি গতি তুমি হে আশা।
দাবানল সম দহে পিপাসা॥
দেহ প্রেমবারি প্রেমিকবর।
ধর প্রাণনাথ মিনতি ধর॥

সকলে। গীত

লুম-মিশ্র—লোফা

পুরুষগণ।
দারুহরি সিংহাসনে নরহরি ভূতলে।
স্ত্রীগণ।
শ্যামহরি আর গৌরহরি,
রূপ হেরি সই! প্রাণ গলে॥
সকলে।
প্রেম-সাগরে উঠলো রে তুফান।
পুরুষগণ।
আপনি হরি, হরি, হরি বলে
হরিনাম বিলায়।
স্ত্রীগণ।
হরি চায় হরির পানে নারীর মন মজায়॥
পুরুষগণ।
রাজরাজেশ্বর শ্যাম।
স্ত্রীগণ।
যোগী আমার গোরা গুণধাম॥
পুরুষগণ।
হরির তত্ত্বে মত্ত হরি ডাকে রে হরি বোলে।
স্ত্রীগণ।
রাধার প্রেমে পাগল
বয়ান ভাসে নয়নের জলে॥
সকলে।
প্রেম-সাগরে উঠ্‌লো রে তুফান।

নিমাই। তোমরা কেন আমায় অপরাধী কর? অধম জীবের সহিত ঈশ্বরের তুলনা করো না। সকলে হরি বল, আমি শুনি।

সকলে। গৌরহরি, গৌরহরি, গৌরহরি!

নিমাই। নিতাই, নিতাই! আর আমি হেথা থাক্‌বো না। হরি, দীনবন্ধু হরি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। করুণাময়! তোমার মনে এই ছিল? আমায় শ্রীমন্দিরে এনে অপরাধী কর্‌লে?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সার্ব্বভৌমের বাটী

সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ

১ শিষ্য। আর তুমিও যেমন,—গোঁড়া ব্যাটাদের সঙ্গে তর্ক কর, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই। শাস্ত্রের বচন "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং", লাঠি ব্যতীত দোরস্ত হবে না।

২ শিষ্য। দেখ না, ব্যাটাদের মজা দেখ না, যারে অবতার বল্‌ছে, সে বল্‌ছে, আমি অবতার নই। ও ব্যাটারা দশচক্রে তারে ঘটাবে!

১ শিষ্য। সে দিন বড় মজা হয়ে গিয়েছে, গোপীনাথ এসেছেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে তর্ক কর্‌তে, দু'এক বাক্যতেই রেগে ঘেমে টেনে দৌড়। ও'র নাম "সার্ব্বভৌম।" দেখ না, ব্যাটাদের কথা শুনে গা জ্বলে যায়। আরে ব্যাটারা, এ কথা বুঝিস্‌ নি, দশ অবতারের ভেতর কি গৌর আছে?

২ শিষ্য। ব্যাটাদের বিট্‌লেপনা দেখ না, কোথায় অবতার বেদ উদ্ধার কর্‌বে, না বেদ লোপ! তন্ত্র, মন্ত্র, যাগ, যজ্ঞ সব গোল্লায় যাক, ও'র এক "হরি বল," তুমি বলেছ ঐ গৌরাংটা, ওটা ভক্তবিটেল, লোক দেখানে, বলে যে "আমি অবতার নই"—ঘরের ভেতর ব্যাটা দিগ্বিজয় অবতার হয়—হরি ব'লে যদি তরে, তবে হরি কি কেউ বলে না? শঙ্করাচার্য্য ব'লে গিয়েছেন—যোগসাধনের দ্বারা দেহ রাখ, তবে ধর্ম্মকর্ম্ম হবে—বাবা! কুকি দিয়ে যদি কাঁদ্‌লে হ'তো তো খুব খানিক বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদা যেত।

১ শিষ্য। তুমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিদ্যাশিক্ষার বিষয় গল্প কর্‌ছিলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এলেন আর হলো না।

২ শিষ্য। হাঁ, হাঁ, সে অতি আশ্চর্য কথা। উনি তো ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌তে টিরহুট যান, তখন তো আর অন্য চতুষ্পাঠী ছিল না, ভারতবর্ষে ঐ একমাত্র ন্যায়ের চতুষ্পাঠী ছিল, ও'র এমনি প্রখর মেধা, 'অধ্যাপক ও'র প্রশ্নের উত্তর কর্‌তে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং উনি প্রশ্ন কর্‌লেই নানাবিধ তিরস্কার কত্তেন।

১ম শিষ্য। বটে বটে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় অসামান্য ব্যক্তি, তার পর?

২য় শিষ্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন ক্রোধপরবশ হয়ে অধ্যাপকের নিধনবাসনায় খড়্গ লয়ে তাঁর বাটীতে উপস্থিত হন।

১ শিষ্য। উচিত তো, উচিত তো।

২ শিষ্য। তার পর শোন, দেখেন, গুরু আর গুর্ব্বঙ্গনা প্রাসাদোপরি, পূর্ণচন্দ্রোদয়—পত্নী পতিকে সম্বোধন ক'রে বল্‌ছেন—"দেখ, পূর্ণচন্দ্রের কি অপরূপ শোভা!" অধ্যাপক বল্‌লেন যে, "পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা আমার ছাত্রের বুদ্ধি শক্তি মনোহর।"

১ শিষ্য। বটে বটে, অধ্যাপক বিচক্ষণ ছিলেন। তার পর?

২ শিষ্য। তার পর সার্ব্বভৌম মহাশয় গুরুর চরণস্পর্শ ক'রে বল্‌লেন, "প্রভু! আমায় বধ করুন, আমি কৃতঘ্ন; আপনার নিধন-কামনায় খড়্গ লয়ে আমি গমন করেছিলেম।" অধ্যাপক শান্ত ক'রে বললেন—"বাপু! তোমার অপরাধ নেই।" গুরুশিষ্যে পরম প্রীতি হলো, কালে সার্ব্বভৌম মহাশয় ন্যায়-শাস্ত্রে পারদর্শী হলেন, অন্যস্থলে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী হবার আশঙ্কায় টিরহুটের অধ্যাপকেরা কোন পুস্তক আন্‌তে দিতেন না। সার্ব্বভৌম মহাশয় সকল পুস্তক কণ্ঠস্থ ক'রে ন্যায়শাস্ত্র বিস্তার করেছেন, ন্যায়শাস্ত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নাই।

১ শিষ্য। গোপীনাথ আসেন ও'র সঙ্গে তর্ক কত্তে!

সার্ব্বভৌম-জামাতার প্রবেশ

জামাতা। শিবোহং শিবোহং।

১ শিষ্য। তুমি বলছিলে, কলিতে অবতার নাই, এই জামাই-অবতার সাক্ষাৎ।

জামাতা। বরং ব্রুহি, বর নাও, তোমরাও আমার যথার্থ ভক্ত; কি জান, আমি সাক্ষাৎ—মহাদেব, গৌরীহারা হয়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছি, শিবোহং শিবোহং শিবোহং।

১ শিষ্য। বলি ষাট্‌টি গৌরীর তো মাথা খেয়েছেন?

জামাতা। আর দেড়শটি নিয়ে অন্তর্ধান

হবো। শিবোহং শিবোহং শিবোহং—বর নাও, তুমি আমার কালভৈরব, আর তুমি আমার পঞ্চানন্দ।

২ শিষ্য। আহা, সার্ব্বভৌম মহাশয় কি সৎপাত্রেই কন্যাদান করেছেন।

জামাতা। নন্দী যথার্থ বলেছেন, সার্ব্বভৌম আমার দক্ষরাজ; নন্দী! আমার বলদ আন, আমি ভিক্ষায় যাব।

১ শিষ্য। যাও যাও, এখন পাঠের সময়, এখন ত্যক্ত করো না।

জামাতা। ক্যান্‌রে শালারা, তোম্ শালারা শিবোহং কর্‌সেক্তা আর হাম্ কর্‌সেক্তা নেই?

২ শিষ্য। বামুনের ঘরে বলদ আর কি!

জামাতা। বামুনের ঘরে জম্ভাসুরের বেটা মহিষাসুর, এই যে স্বয়ং দক্ষরাজ এ দিকে উপস্থিত।

[সার্ব্বভৌম-জামাতার প্রস্থান।

সার্ব্বভৌমের প্রবেশ

১ শিষ্য। মহাশয়, আপনার জামাতা তো বড় ত্যক্ত করেছে, কটু কাটব্য ক'রে গালাগাল দেন।

সার্ব্ব। ও দুরাত্মাকে এ স্থানে প্রবেশ কর্‌তে দিও না।

গোপীনাথের প্রবেশ

সার্ব্ব। কি হে গোপীনাথ! কৃষ্ণচৈতন্য কোথায়?

গোপী। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বল্‌তে আর আপনার বাধা কি?

সার্ব্ব। ও আমার সন্তানের তুল্য, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, আমারও দৌহিত্রের স্বরূপ, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, বিশেষ সম্মান কর্‌তে পার্‌বো না।

গোপী। দেখুন, আপনি দিগ্‌গজ ভট্টাচার্য্যই বটেন, অমন অমানুষিক রূপ-লাবণ্য দেখে কি আপনার অন্তঃকরণ বিগলিত হয় না?

সার্ব্ব। ভায়া! আমার যদি চৈতন্যকে দেখে স্নেহ না হবে, তবে তাঁকে উপনিষদ্ পড়াবার জন্য কি হেতু এত ব্যগ্র হয়েছি?

গোপী। ভট্টাচার্য্য! তোমার নিতান্ত ভ্রম, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেখে তোমার কি জ্ঞানোদয় হ'ল না?

সার্ব্ব। ভাল ভাল, তোমার নিকট জ্ঞানের ব্যাখ্যা শুন্‌লেম, তোমার বলা উচিত ছিল যে, প্রেমে ভক্তির উদ্রেক হ'ল না।

গোপী। ভট্টাচার্য্য! আমি সত্য সত্যই বলছি, তোমার ন্যায় পণ্ডিত মূর্খ আমি দেখিনি।

সার্ব্ব। আর ভায়া! অতি সুপণ্ডিত জ্ঞান-হীন হ'তে চান, তা সে ভাল কোরেছেন, জ্ঞান পরিত্যাগ করলেই কৃষীদের কর্ম্মের উপযোগী হবেন।

গোপী। সত্য সত্যই ভট্টাচার্য্য, তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, বিধাতার কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা, তোমার ভ্রম দূর হ'ল না?

সার্ব্ব। ভ্রম—প্রেমিকের এ কি কথা? ভ্রম তো মায়াবাদীর মতে। ভায়া, বল্‌তে কি, গৌরাঙ্গ অবতার তো শাস্ত্রে দেখিনি, অশাস্ত্রীয় কথা ধোপা নাপ্‌তে মান্‌তে পারে, ব্রাহ্মণ—বিদ্যা-চর্চ্চা ক'রে থাকি, সাধনের নাম উন্মত্ততা কি ক'রে বল্‌বো? নৃত্য, গীত—বয়স অধিক হলো, এ সবে এখন আর রুচি নাই, এখন দাও তোমার অবতারকে পাঠিয়ে দাও, একটু উপনিষদ্ শোনাই। আহা! নবীন বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, যাতে ধর্ম্মরক্ষা হয়, তার একটা উপায় করি, চৈতন্য পরম ধার্ম্মিক, আমি তাঁকে অদ্বৈতমার্গে নিয়ে আস্‌বই!

গোপী। বুঝ্‌লেন, ঈশ্বরের কৃপা বিনা বিদ্যা-বুদ্ধি বিড়ম্বনামাত্র।

সার্ব্ব। এ কথা একশতবার, মূর্খের সহিত শাস্ত্রালাপ, এ হ'তে বিড়ম্বনা আর কি অধিক হ'তে পারে? ভায়া! নিশ্চয় জেনো, জ্ঞান ব্যতীত সকলি বিফল, ভক্তি জ্ঞানের অংশমাত্র। আহা! চৈতন্য বালক, তোমরা পাঁচজনে মিলে দেখ্‌ছি খারাপ ক'রে তুল্‌বে, আমার শংকা হচ্ছে, একে ভারতী সম্প্রদায়ের দীক্ষিত!

গোপী। দেখ, তোমার বুড়ো বয়সে মতিচ্ছন্ন ধরেছে।

সার্ব্ব। ভাল ভাই! আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুমতি হোক্।

নিমাইয়ের প্রবেশ

সার্ব্ব। এস, আজ এত বিলম্ব হ'লো কেন? চল, উপনিষদ্ শুন্‌বে চল।

নিমাই। অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন, দেব-দর্শনে বিলম্ব হয়েছে।

সার্ব্ব। সন্ন্যাসীর উপনিষদ্ শ্রবণ অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই, তুমি সুবোধ, ক্রমে সকলি বুঝতে পার্‌বে,—চল, পাঠ করি গে।

নিমাই। আপনার উপদেশে কৃষ্ণভক্তি পাব, আমার সম্পূর্ণ আশা।

[সার্ব্বভৌম ও নিমাইয়ের প্রস্থান।

গোপী। প্রভুর এ কি লীলা?

১ শিষ্য। উপনিষদ্ পাঠ-লীলা আর কি? মহাশয় তর্ক করুন দেখি, জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা কোন্ মার্গ উত্তম?

গোপী। বাপু, তোমরা দিগ্‌গজ পণ্ডিতের ছাত্র, গজের উপর গজ।

১ শিষ্য। দেখুন, আপনি বুঝতে পার্‌ছেন না—যেমন রজ্জুর সর্পভ্রম, তেমনি এই জগৎভ্রম। জ্ঞানখড়্গের দ্বারা এই সর্পকে ছেদন কর্‌তে হবে, তবে এই অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হবে—যেমন লোহার দ্বারা লোহাকে ঘ'ষে—ক্ষয় কর্‌তে হয়, তেমনি মনের দ্বারা মনকে ক্ষয় কর্‌তে হয়, তবেই চৈতন্যলাভ হয়।

গোপী। বাপু! এখানে রয়েছি, একটু থাকি না, কেন বিরক্ত কর্‌ছো?

২ শিষ্য। কি জানেন, সোহং মায়ামুক্ত শিব, মায়াবদ্ধ জীব।

গোপী। এমন কটি শিব বাপু তোমরা?

১ শিষ্য। শিব? একমাত্র শিব, আপনিও শিব—তবে বদ্ধ আর মুক্ত।

গোপী। বলি—শিবের এখন কতখানি মুক্তি হ'ল?

২ শিষ্য। শিব চিরকালই মুক্ত—জীব বদ্ধ—এক শিব বিরাজমান, কর্ম্মক্ষয় দ্বারা জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

গোপী। বাপু! তুমি কতটা শিব, কতটা জীব?

১ শিষ্য। সোহং আমিই শিব—তবে ভ্রম মায়া অনাদি অবিদ্যা।

গোপী। বাপু! তুমি তোমার অবিদ্যা নিয়ে থাক, আমি তবে চল্লুম। প্রভু! যদি ঐ বুড়কে নিয়ে নাচাও, তবেই তোমার যথার্থ মহিমা। ভক্তবৎসল! তবেই মনের খেদ যাবে—নইলে সমুদ্রে প্রাণত্যাগ কর্‌বো, তোমার নিন্দা সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

১ শিষ্য। অর্ব্বাচীন!

২ শিষ্য। নাস্তিক—ও জ্ঞানতত্ত্ব সোহং, ও কি যে সে বুঝতে পারে? চল টীকে টিপ্পনী দেখা যাক্ গে।

১ শিষ্য। তোমার মেধা কিছু খর, আমার মেধা কিছু মাদা, বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিও, কি বল! শিব তো আমরা উভয়েই।

২ শিষ্য। তার আর সন্দেহ কি?

সার্ব্বভৌম-জামাতার প্রবেশ

জামাতা। ওরে শালারা! শিব যদি সব শালা হোঙেগ তো নন্দী কোন্ শালা হোঙেগ?

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সার্ব্বভৌমের গৃহ

সার্ব্বভৌম ও নিমাই

সার্ব্ব। মহা শাস্ত্র এ উপনিষদ্,
কি নিমিত্ত নাহি কর মনঃ সন্নিবেশ?
এ কি চমৎকার—
ভাল মন্দ কিছু নাহি কহ,
যথা জ্ঞান ব্যাখ্যা করি তব বোধ হেতু,
কি কারণ রয়েছ নীরব?
বুঝিতে না পারি,
বোধগম্য হয় বা না হয়,
অথবা কি সংশয় উদয় তব প্রাণে?
কহ বৎস! এ কি তব অদ্ভুত ব্যাপার?

নিমাই। হে আচার্য্য! মূর্খ আমি,
শাস্ত্রে মম নাহি অধিকার,
তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ় আমি—
তব আজ্ঞামতে,
সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুরোধে,
কয় দিন করেছি শ্রবণ!

সার্ব্ব। নাহি মম মানা
জিজ্ঞাসহ পুনঃ পুনঃ সংশয় যথায়

কহি শুন ব্যাখ্যা মর্ম্ম মম,
নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বর
অদ্বিতীয় চেতনস্বরূপ,
অনাদি অবিদ্যাযোগে জগৎকল্পনা,
ভ্রমমাত্র নাহি কিছু আর;
ভ্রম এ সংসার,
ভ্রমবশে ভাব আমি জীব।
জ্ঞানালোকে ভ্রম কর দূর,
অনাদি অবিদ্যা কর নাশ
দ্বৈতভাব নাহি রবে।
ভ্রমে ভাব তুমি আমি ভেদ,
এই বৃক্ষ, এই গৃহ, অসত্য এই কথা,
এক—নাহি বহু—
বহুবাদ ভ্রমাত্মক জেন জেন সার—
ভ্রমযুক্ত জীব, ভ্রমমুক্ত শিব,
ভ্রমে শক্তি আকার কল্পনা—
ভ্রমযুক্ত মনের ধারণা,
সেই মন দুঃখের কারণ;
হ'লে মন চৈতন্যে বিলীন
সিদ্ধত্ব হইবে লাভ।
সেই মার্গে কর বিচরণ,
প্রশস্ত অদ্বৈত পথাশ্রয়,
জন্মে যাহে নিরাকার জ্ঞান।

নিমাই। মূলসূত্র অর্থে মম নাহিক সংশয়;
কিন্তু—
ব্যাখ্যা শুনি হয় মম বিকল হৃদয়,
সূর্য্যের কিরণ যথা আবরণ মেঘে,
তব ব্যাখ্যা সূত্র অর্থ করিছে গোপন;
যেই বিভু ব্রহ্মসনাতন,
বিশ্বাধারে স্থাপন লয়—যেই ইচ্ছাময়
বহুরূপে হইলা প্রকাশ,
তাঁরে তুমি কহ নিরাকার?
সৎ চিৎ আনন্দ-আলয়,
যড়ৈশ্বর্য্য বিরাজিত যাঁহে,
নির্গুণ কেমনে কহ তাঁরে?
মায়ার অতীত প্রভু পরাৎপর—
অতুলনা অব্যক্ত মহিমা যাঁর,
মায়াধীন জীব সনে তুলনা তাঁহার
কিরূপে সম্ভবপর?
ইচ্ছা যাঁর—নাহি তাঁর মন,
করে বিলোকন—নাহিক নয়ন,
কহ হেন কেমনে ধারণা করি?
সৃষ্টবস্তুমাত্রে আছে যেই বিশেষণ,
মহাবস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ—
বিভিন্ন অবশ্য মানি,
কিন্তু কিরূপে না জানি
কহ তাঁরে নির্ব্বিশেষ?
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ,
শক্তিত্রয় যাহে বিরাজিত,
নিরাকার নির্গুণ সে জন
ধারণা করিতে নারে মন,
সেই তত্ত্ব লোকে অপ্রকাশ,
শ্রুতি তাহা করিছে প্রকাশ,
শ্রুতি কহে সবিশেষ ভগবান্,
কহিছে পুরাণ
পূর্ণানন্দ বিগ্রহ সে সনাতন,
কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্রে সপ্রমাণ।
হে আচার্য্য!
হয় মম বিচলিত প্রাণ,
নিত্যানন্দধাম বাঁশরি-বয়ান!
লীলা যাঁর ব্যাসদেব করেন প্রচার,
নিরাকার কেমনে সে শ্যাম?
দেখ, দেখ
অই বংশীধারী নিকুঞ্জবিহারী,
দেখ দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ
সম্মুখে তোমার বিরাজিত ভগবান্,
দেখ দেখ সাকার ঈশ্বর,
বিভু পরাৎপর
জ্ঞানগর্ব্ব কর দূর,
ত্যজ অভিমান, কর প্রেমপূর্ণ প্রাণ,
অনায়াসে দেখিবে গোলোকলীলা।
প্রত্যক্ষ করহ দরশন,
নহি নিরাকার,
হের আমি সাকার-ঈশ্বর।

চৈতন্যের ষড়্ভুজমূর্ত্তি ধারণ

সার্ব্ব। এ কি সত্য না স্বপন! আমি কোথায়? গোলোকে না ধরায়? এই যে দেবতা আমার সম্মুখে, ধনুর্ব্বাণ, মোহন মুরলী, দন্ড, কমন্ডলু, সাক্ষাৎ ভগবান্ গোলোকপতি।
প্রভু! ধন্য ধন্য মহিমা তোমার,
লৌহপিন্ড গলিল কৃপায়,
প্রভু! প্রাণ মম কুতর্কে জড়িত,
জ্ঞানগর্ব্ব নরকে পতিত,

হায় প্রভু!
কি হ'তো আমার
অপার করুণা বিনা?
প্রেমভক্তি করিতে প্রচার
অকপটে তব অবতার;
শক্তি দেহ, করি স্তব স্তুতি,
প্রেমহীন কঠিন হৃদয়
কি দিব তোমায়,
প্রেমময়, দেহ প্রেম মোরে।
দিব হে তোমারে—
পাষাণ অন্তর
নিরন্তর কঠোর কুতন্ত্রে রত,
বিদ্যা-অভিমানী
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানি,
ওহে হৃদয়ের চাঁদ!
দেহ দেহ প্রেমের আস্বাদ!
ওহে নিরঞ্জন!
যত জীব করেছ তারণ,
যত জন তরিবে কৃপায়,
মম সম মূঢ় কেহ নয়;
পাষাণ—পাষাণ, কর বারিদান,
হীন কেহ নাহি মম সম।
তব রূপ সম্মুখে দেখিয়ে
না গলিল হিয়ে,
বল ওহে, কেমনে মিটিবে খেদ?
দেহ শক্তি সর্ব্বশক্তিমান্।
করি তব প্রেম-কীর্ত্তি গান,
প্রেমে মত্ত নৃত্য করি উন্মত্ত হইয়ে;
প্রেমে লুঠি চরণ-পঙ্কজে,
কবে তব নাম উচ্চারণে
কণ্ঠ হবে অবরোধ?
তব ধ্যানে কবে অঙ্গ হবে কণ্টকিত?
কবে শতধার নয়নে আমার
বহিবে তোমার প্রেমে?
প্রভু! প্রভু! কি আনন্দ মম,
কি আনন্দ মম!
এ ক্ষুদ্র অন্তরে আর নাহি ধরে,
কি আনন্দ—হে আনন্দময়!
গৌরাঙ্গসুন্দর, গৌরাঙ্গসুন্দর!
সকলি গৌরাঙ্গময়,—
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়।

[উভয়ের **প্রস্থান**।

ষষ্ঠ গর্ভাংক

রাজপথ

প্রতাপরুদ্র ও সভাসদ

সভা। মহারাজ! করেন কি—করেন কি?

প্রতাপ। তুমি জান না, প্রভু এই পথে সংকীর্ত্তন কর্‌বেন, আমি কত কোটি জন্ম তপস্যা করেছি, তাই এই পথ মার্জ্জনা কর্‌ছি। হায়! আমার অদৃষ্টে কি হবে? প্রভুর পদ-স্পর্শ কর্‌তে পার্‌ব? ভাল, এ জন্মে না পারি, জন্মজন্মান্তরে কর্‌বো। দয়াময় গৌরচন্দ্র! তোমার নামে না কলঙ্ক হয়, আমি পাপাশয়, তোমার কৃপার পাত্র।

বৈষ্ণবগণের প্রবেশ

সকলে। গীত

দেশমিশ্র—রূপক-ধামার

চাঁদের কিরণ শ্যাম-অঙ্গে মদনমোহন **বিরাজে**।
আমার প্রাণনাথ ঐ রথ-মাঝে॥
নটবর নবীন-নীরদকায়,
সেজেছে শ্যাম মালতী-মালায়,
এই রূপ সই! মজায় অবলায়,
ঐ আড়নয়নে চায় গো।
সখি! দেখ্‌বি আয় রসরাজে॥

[গান করিতে করিতে **প্রস্থান**।

সপ্তম গর্ভাংক

মিশ্রের অন্তঃপুর

বিষ্ণুপ্রিয়া

বিষ্ণু। লো পাদুকে!
তুমি মম জীবন-সঙ্গিনী,
ভাগ্যবতী তুমি সতি!
আদরে তোমায়
শ্রীচরণ দেন পতি মোর,
বল সে আমার আর কি গো হবে,
সুধাকর সে অধর আর কি হেরিব,
হেরি বঙ্কিম নয়ন
লাজে সই নয়ন ফিরাব,
লাজ ভুলি পুনঃ ফিরে চাব,
হবো লো আপনহারা,
সখি!

সে কি ভুলে আছে,
বল লো কিসে ধৈর্য্য ধরি,
মরি মরি যোগিবেশে গেছে চ'লে,
কি বল কি বল,
আসিবে সে রমণীরঞ্জন,
পুনঃ মধুভাষে সম্ভাষিবে প্রিয়া বলি?
দেখ সখি! তোরে মোর কিরে,
ভুলাও না ভুলাও না আশা দিয়ে।
সত্য, তবে সত্য কি আসিবে বঁধু?
বল সখি!
কি সাজে ভুলাব রসরাজে?
এ সাজে কি ভুলিবে তাঁর মন,—
দেখ দেখ, বিনায়েছি বেণী
ফুলসাজে সেজেছি সজনি,
পরেছি লো যা লো সখি!
আন তুলে ফুল—মালতী বকুল
গাঁথিব চিকণ মালা,
ব'লে গেছে
আসিবে আসিবে প্রাণনাথ।
থরে থরে অগুরু চন্দন
রাখ সখি করিয়া যতন,
শ্রী অঙ্গে লেপিব সাধ পুরাইব,
দেখ সখি! ফুলে যেন বৃন্ত নাহি রহে,
কুসুম জিনিয়ে কমনীয় কায়ে
দেখ যেন নাহি বাজে।
দেখ দেখ নয়ন আমার
হ'ও না রে বন্দী,
যবে গুণনিধি
হাসি হাসি আসিবে দাসীর পাশে,
ধারা তব কর সংবরণ,
ওগো আমি দরশন-অভিলাষী,
কেঁদো আঁখি! যত পার
প্রাণপতি চ'লে গেলে!
হ'ও না রে মলিন-বদন,
হাসিমুখে নিরখিব প্রাণনাথে।

গীত

বাগেশ্রী-মিশ্র—কাওয়ালী

যখন আসবে লো সে মান ক'রে সই
ঢাক্‌বো লো বয়ান।
বঁধু আদর ক'রে চিবুক ধ'রে অধরসুধা
কর্‌বে পান॥
চাব না রব গরবে, আগে সে কথা কবে,
কথা কইব লো তবে,—
আমি তার আদরে আদরিণী;
তাই তো সই কর্‌বো মান,
তাই তো লো মান, কর্‌বো প্রেমের ভান॥

কৈ সই! কৈ এল প্রাণনাথ?
কৈ কৈ প্রাণবঁধু!
কৈ সই সে আমার?
আশা দিয়ে গেল ভুলাইয়ে,
কৈ কৈ এল সে নির্দ্দয়?
নিশির শিশির ঝরে লো সজনি।
শুনি মৃদুধ্বনি চমকি অমনি।
ভাবি বুঝি মম গুণমণি আসে;
সচকিতে চাই, আঁখি দুটি ভাসে;
ফুল-কলি চুমি আদরে সমীর;
মম বঁধু বিনে হই লো অধীর।
কুহুরবে ঐ ডাকে লো কোকিল
প্রাণে সাধ মম নাহি আর তিল।
শুন লো সজনি বিহঙ্গিনীগণে;
সে নাই আমার কেঁদে ওঠে প্রাণে!
সে চাঁদ-বদন না হেরি নয়নে;
উহু মরি মরি চাঁদের কিরণে।
কৈ সে আমার কৈ সই এল?
নিশি পোহাইল, শশী অস্ত গেল।

গীত

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ

শুকাল মালতী-মালা প্রাণনাথ এল না।
রজনী পোহাল সখি! প্রাণ কেন গেল না॥
বাসর সাজায়ে সাধে, না হেরিনু হৃদিচাঁদে,
কে বাদ সাধিল সখি! কাঁদাইতে ললনা॥
বায়স কর্কশস্বরে, গঞ্জনা দিতেছে মোরে,
শুন লো বলিছে ছলে ঘরে ফিরে চল না,
বাসর সাজায়ে আজ কার আশে বল না।

ধিক্ প্রাণে কিবা প্রয়োজন?
নিজ হস্তে জ্বালিব রে চিতা,
পতি পায় ঠেলে যারে
তার আর কি কাজ সংসারে?
ছি ছি! আর কেন সব?
জ্বালা জুড়াইব প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন;
হা নির্দ্দয়! দেখে যাও যায় প্রাণ। (মূর্চ্ছা)

নিমাইয়ের আবির্ভাব

নিমাই। ওঠো ওঠো, চন্দ্রাননি!
তোমা বিনে আমি আর কার?
দেব-দেহে সতত রহিব কাছে,
নরদেহে ফিরি আমি জীবের উদ্ধারে।

দেব-দেবীগণের প্রবেশ

জনৈক দেব। স্বর্গে আর কিবা প্রয়োজন?
এস করি সার্থক নয়ন,
যুগলমিলন হের আজি ধরাতলে।

গীত

বাহার-মিশ্র—একতালা

দেবগণ। জয় জয় জয় যুগল ঠাম,
জয় জয় গৌরাঙ্গ।
দেবীগণ।
চাঁদে চাঁদে কিরণ ঠিকরে চাঁদে চাঁদে রঙ্গ॥
উভয়ে।
আমরা যুগল ভাঙ্গা দেখতে নারি।
দেবগণ।
কলুষনাশন দীনতারণ কনক-বরণধারী।
দেবীগণ।
চূড়া ঝলমল বেণী দলদল
শোভিত কুসুমসারি।
দেবগণ।
গৌরচন্দ্র চরণ বন্দন প্রেমানন্দ মেলা।
দেবীগণ।
আদরে বাঁধি ভুজ-মৃণালে,
নয়নে নয়নে খেলা॥
দেবগণ।
চিত্ত বিভোর নেহার নেহার
মাধুরী মাধব-সঙ্গ।
দেবীগণ।
রাসরসে রসিক রসিকা মাধুরী-তরঙ্গ।
উভয়ে।
আমরা যুগল ভাঙ্গা দেখতে নারি॥

যবনিকা পতন

জনা

[পৌরাণিক নাটক]

(৯ই পৌষ, ১৩০০ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ। মহাদেব। নীলধ্বজ (মাহিষ্মতীর অধিপতি)। প্রবীর (ঐ পুত্র, যুবরাজ)। অগ্নি (ঐ জামাতা)। বিদূষক। ভীম (মধ্যম পাণ্ডব)। অর্জ্জুন (তৃতীয় পাণ্ডব)। বৃষকেতু (কর্ণপুত্র)। অনুশাল্ব (দৈত্যাধিপতি, পাণ্ডববন্ধু)। উলূক (জনার ভ্রাতা)। কাম, গঙ্গারক্ষকদ্বয়, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক, ভৈরব, দূতগণ, প্রমথগণ, সৈন্যগণ, রাখাল বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

জনা (নীলধ্বজের স্ত্রী)। স্বাহা (ঐ কন্যা, অগ্নির স্ত্রী)। মদনমঞ্জরী (প্রবীরের স্ত্রী)। বসন্তকুমারী (ঐ সখী)। নায়িকা (দুর্গার সখী)। ব্রাহ্মণী (বিদূষকের স্ত্রী)। গঙ্গা, রতি, সখিগণ, পরিচারিকা, ডাকিনী ও যোগিনীগণ, গোপিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদূষক

নীলধ্বজ। কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর,
দেহ বর,
যেন নটবর নবঘন-কায়
বাঁশরি-বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম
নর-রূপী নারায়ণে পাই দরশন।
অগ্নি। চিন্তা দূরে কর, মহারাজ,
আশা তব অচিরে পূরিবে।
জনা। নাহি অন্য বাসনা আমার,
যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে ত্যাজি প্রাণ বায়ু,
ভাগীরথী-পদে মতি রহে চিরদিন,
বাল্যকালে মাতৃ-হীনা আমি
মার কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।
অগ্নি। মম বরে পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়।
প্রবীর। তব যোগ্য বীর সনে সদা রণ-সাধ,
চির দিন আছে এ বিষাদ
সমকক্ষ বীর না মিলিল!
বর যদি দিবে বৈশ্বানর,
ভুবন-বিজয়ী রথী দেহ মোরে অরি,
মরি কিম্বা মারি,
মিটুক সমর বাঞ্ছা মোর।
অগ্নি। শীঘ্র তব পূরিবে বাসনা।
স্বাহা। তব পদ বিনা, প্রভু, নাহি অন্য সাধ
পতি মাত্র গতি অবলার
তব পদে নিরবধি স্থির রহে মতি।
অগ্নি। প্রেমে বাঁধা প্রণয়িনী আছি তব পাশে;
শুন প্রাণেশ্বরি, কহি সত্য করি,
'স্বাহা' নাম যেই না করিবে উচ্চারণ
আহুতি গ্রহণ তার কভু না করিব।
ভাব-চক্ষে হের গুণবতি!
দানি পূর্ব্বস্মৃতি,
লক্ষ্মী জনার্দ্দন ক'রেছেন অর্পণ তোমায়,
বহু ভাগ্য মানি হৃদি-বিলাসিনি,
করিয়াছি সে দান গ্রহণ।
তুমি বসুমতী,
লক্ষ্মীশাপে কন্যারূপে পাইলা নরপতি,
বার বার অবতার হ'য়ে নারায়ণ,
তব বক্ষে করিবে ভ্রমণ।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দনে হেরি সিংহাসনে,
হ'য়েছিল সাধ তব মনে
মাধবের রাজীব-চরণ ধরিতে হৃদয়-মাঝে
ঈর্ষ্যায় মাধব-প্রিয়া দিলা অভিশাপ
'নীলধ্বজ ঝিয়ারী হইবে।'
কিন্তু,
বাঞ্ছা-পূর্ণকারী হরি কল্পতরু-শ্যাম
কারও প্রতি কভু নহে বাম!
পৃথ্বী-রূপে ধর বক্ষে মাধব-চরণ।

শুন রাজা!
প্রজাগণে জনে জনে কিবা দিব বর,
নররূপী পীতাম্বর আসি এই পুরে
পুরা'বেন বাসনা সবার!
আমিও পবিত্র হব নেহারি শ্রীহরি।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে করহ প্রস্থান,
ধ্যানে মগ্ন রব সঙ্গোপনে।

[অগ্নি ও বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কিহে তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদূ। তোমার ভাব বুঝছি।

অগ্নি। তুমি তো কিছু চাইলে না?

বিদূ। আজ দেখছি তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি; তাই হ'চ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়, কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্ব্বনাশ হয়, একথা নিশ্চয়।

অগ্নি। দূর মূর্খ!

বিদূ। আর কাজ কি দেবতা, তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি, তুমিও এবার সটকাচ্ছ!

অগ্নি। আমি যা করি, তুই কেমন করে বল্লি যে হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়!

বিদূ। আমি কি একলা জানি, তুমিই কি আর জান না? আমায় কি পেয়েছ ধান্‌কাণা শুন্‌বে তোমার দয়াময় হরির গুণ-বর্ণনা!—পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তার পর বৃন্দাবনে ঝুঁকে, গোপ গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ মিন্‌সে দিশেহারা; আর রাধা?—তাঁর কাঁদা সার, একশ বচ্ছর দেখলেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা পার, কাণ দেন্ না কথায় কার, যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার!

অগ্নি। আরে ছিঃ ছিঃ, তুই কৃষ্ণনিন্দা কচ্ছিস্!

বিদূ। নিন্দে কেন, তোমার শ্রীহরির গুণ! যেখানে যান জ্বালান আগুন; যদি পদার্পণ হলো মথুরায়, অম্‌নি সেখানে উঠলো হায় হায়! পরে কৃপাময় হ'লেন পাণ্ডবসখা—বেজায় পিরীত, রথের সারথি হলেন, এক গাড়ে বংশটা খেলেন্; তাই ভাবছি এমন সুখের মাহিষ্মতী পুরী, উদয় হ'য়ে শ্রীহরি, না জানি কি কারখানাটাই কর্‌বেন, আমায় যদি বর দাও ত শোন, যদি সটকাতে চাও ত সটকাও, স্বাহা দেবীকে সঙ্গে নাও; যদি হরিগুণ গাও, তোমার গায়ে জল ঢেলে দেব! ডাক্‌লেই দয়াময় এসে উদয় হবে, আর রাজ্যটা ছারখার দেবে।

অগ্নি। তুমি জ্ঞানী, তোমার মুখে একথা সাজে না! হরি ভবের কাণ্ডারী, চরণ-তরী দিয়ে জগৎ উদ্ধার করেন, যে তাঁর পদাশ্রয় পায়, তার ভবের বন্ধন ঘুচে যায়।

বিদূ। সে বহুকাল থেকে দেখে আসছি! যে ফেরে তার আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে।

অগ্নি। না না, তোমার প্রতি হরির বড় কৃপা! তুমি অচিরে তাঁর রাঙ্গা পায়ে স্থান পাবে।

বিদূ। তোমার সাতগুষ্ঠী গে স্থান পাক্, তোমার দেবলোক উদ্ধার হ'য়ে যাক্! হুতাশন, নির্ব্বাণ হয়ে পরম শান্তি লাভ কর, আমাদের উপর জুলুম কেন? শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ; কৃষ্ণভক্তি দিতে হয় শেষা-শেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না! তা নইলে তোমায় সাফ বলছি, আমি বামুণের ছেলে, হোম কর্‌তে তোমায় আবাহন ক'রে ঘি'র বদলে জল ঢেলে দেব।

অগ্নি। আচ্ছা, তোমার রাজার জন্যে এত দরদ, তোমার আপনার দশা কিছু ভাব না?

বিদূ। আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় প'ড়ে বিশবার হরি হরি বল্লুম, একবার নাম কল্লে ত'রে যায়! আমার উপায় হয়েছে, তোমায় ভাবতে হবে না।

অগ্নি। ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম!
হরি ভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।
হরির মহিমা তোমা সম কেবা জানে!
এক নামে মুক্তি পায় নরে
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।
হে ব্রাহ্মণ! অসামান্য বিশ্বাস তোমার,
তুমি যার হিতকারী তার কিবা ডর!
রণে বনে দুর্গমে সে তরে,
অন্তে পায় হরির চরণ।

বিদূ। যেও না দেবতা! আমি খুব চটকদার বামুন, আগাগোড়া তা বুঝে নিয়েছ,

মোণ্ডা পেলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! আমায় আর কৃপায় কাজ নেই, তুমি বল যে রাজার কোন ভয় নেই, তার পর লক্‌লকে জিব বা'র ক'রে ঘি খাও, আমায় একটু দাও বা না দাও, ভাল-মন্দ একটা বলে যাও!

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তুমি যার প্রতি সদয়, তার কোন আশঙ্কা নাই!

বিদূ। আমার সদয় নিদয়ের কথা নয়, তুমি পরিষ্কার ব'লে যাও রাজার কোন ভয় নেই; দয়াময় হরি এসে তাড়াতাড়ি না উদ্ধার করেন, দিনকতক মহারাজের রাজ্য যেন ভোগ হয়।

অগ্নি। তুমি নিশ্চিন্ত হও, রাজার কোন ভয় নেই।

বিদূ। তবে দেবতা তোমায় প্রণাম করি, আস্তে আস্তে সরি।

[প্রস্থান।

অগ্নি। দ্বিজোত্তম অতি বিচক্ষণ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী ও সখিগণ

গীত

নটমল্লার (মিশ্র)—খেমটা

সখিগণ। গীত

প্রাণ কেমন কেমন করে স্বজনি।
কেন এল না গুণমণি॥
ভুলে তো থাকে না সই,
শুকালে কমল-মালা বল এলো কই;
কোমল প্রাণে কত সই;—
কেন এলো না বল না, আনিগে চল না,
কিসে রমণী বাঁচে, ধনি, বিহনে হৃদয়মণি॥

মদন। সখি! আজ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, আমার প্রাণের ভিতর যেন আগুন জ্বল্‌ছে, তিনি কেন এখনও এলেন না?

বসন্ত। আমার নয়ন-মণি, গুণমণি,
না হেরে প্রাণ কেমন করে।
কে লো হায় নিদয় হ'য়ে,
হৃদয় নিধি রাখ্‌লে ধরে।
যদি সে যত্ন করে রাখুক্‌ ধ'রে,
তায় ত আমার নাইকো মানা;
বারেক হেরে ফিরে দেব,
একবার এনে প্রাণ বাঁচা না।
দেখব কেবল চোখের দেখা,
তারি রতন থাক্‌বে তারি।
পলকে প্রলয় আমার,
না দেখে কি রইতে পারি?
শুকালো ফুলের মালা,
প্রাণের জ্বালা বাড়্‌লো তত,
যদি সই না পাই তারে
দেখে জুড়ুই কতক মত।
সে তো সই নয়লো আমার,
মজেছি সই আমার জেনে,
ব'লে দে জানিস্‌ যদি,
কি দিয়ে সই তারে কেনে?
বুঝি হায় অযতনে, অভিমানে গেছে চলে!
যা লো যা আন্‌লো তারে,
মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে ব'লে।

মদন। সত্যি আজ—

বসন্ত। সত্যি নয় ত কি মিছে?
ওলো সই, সত্যি বলি, মনের কলি
ফুটেছে হায় যারে দেখে,
বল না, মন কি বোঝে
চোখের আড়ে তারে রেখে?
পল ব'য়ে যায় যুগের মত,
সে বিনে সব দেখি আঁধার,
আমি তায় আমার জানি,
বিকিয়ে পায় হ'য়েছি তার।
সে যদি সই, পায়ে ঠেলে,
প্রাণে বড় দাগা লাগে,
মনে হয় পর ত সে নয়,
সে যে আমার প্রাণে জাগে।

মদন। সই, পরিহাস কর পরিহার!
কে জানে লো কেন কাঁদে প্রাণ;
যেন হৃদাগার শূন্যময় মম,
যেন কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি।
কেন লো স্বজনি, গুণমণি এখন' এলো না!
নহে সখি প্রেমের প্রলাপ,
ছার প্রেম, ক্ষার দিই তায়,
প্রাণনাথ থাকুন কুশলে,
নাহি চাই ভালবাসা মিষ্ট-সম্ভাষণ,

নাহি চাই দরশন তাঁর!
'প্রাণপতি আছেন কুশলে'
যদি কেহ বলে,
যাই চ'লে নিবিড় অরণ্য মাঝে।
সই, নাহি আর প্রয়াসী তাঁহার।
কেন হৃদি-পদ্মে উঠে হাহাকার,
কেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে
সিন্দুর মলিন যেন শিরে।
যাও, সখি, যাও—
দেখ কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন গুন্ গুন্ ধ্বনি,
যেন কে রমণী কাঁদে শোকাতুরা;
সেই স্বরে এক তারে কাঁদে মম প্রাণ!
স্বজনি লো এনে দাও প্রাণেশ্বরে।

বসন্ত। ওলো তোর নিত্যি নূতন ঢং
বালাই বালাই ছাই মুখে তোর
একি আবার রং।
অমন কথা ব'লবি যদি আর,
চ'লে যাব তোর সোহাগের মুখে দিয়ে ক্ষার।
তোর মনের মুখে নুড়ো জ্বালি,
মন্ নিয়ে তুই থাক্;
আর কি খুঁজে পাওনি সোহাগ?
এমন সোহাগ রাখ্!

মদন। সই!
শুন শুন এখনও সে রোদনের ধ্বনি,
দূরে ক্ষীণ স্বরে কাঁদে কে রমণী!
ওই শুন ওই শুন,
প্রাণ আর বুঝাইতে নারি!
যাও ত্বরা ত্বরি
দেখ কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন ওই শুন,
পুনঃ পুনঃ উঠে মৃদু রোল!
কেন কাঁদে অন্তর আমার!
কি হ'লো কি হ'লো,
মন না বুঝিতে পারি;
বল সখি, একি বিড়ম্বনা,
প্রাণনাথ কেন লো এলো না!
চল যাই, দেখি কোথা পাই,
কোন মতে ধৈর্য্য নাহি মানে মন।

বসন্ত। (নেপথ্যে প্রবীরকে দেখিয়া)
আয় লো আয়,
নিয়ে দুজনার বালাই আমরা চলে যাই;
প্রাণনাথ এলো কি না ভাবছ তাই?
এক্‌লা ব'সে নিরিবিলি চিরকাল ভোগ কর।

সখিগণের গীত

হাম্বির মিশ্র—ত্রিতালি

এলো তোর প্রাণবঁধু এলো।
টেনেছ প্রেমের ডুরি
লুকিয়ে কোথা থাক্‌বে বল?
ওলো এত কি মানা, হাতে ধরে কাছে বসা না,
নইলে সই, ব'লবে বঁধু সোহাগ জানে না:—
ওলো গরব কিসের তোর, যার গরবে গরবিনী,
কর তারে আদর,
থাক থাক মান তুলে রাখ,
মানে কিলো এলো গেল।

প্রবীরের প্রবেশ

প্রবীর। কেন প্রাণেশ্বরি, বিমলিনী হেরি,
প্রভাত-সমীরে কমলে নীহার যথা ঝরে!
কেন আঁখিজল ঝরে অবিরল,
কেন বিধুমুখে হাসি না নেহারি।
কেন লো ক'রেছ অভিমান্!
বিলম্বে কি ব্যাকুলা হ'য়েছ?
অন্তরে অন্তরে, চাঁদ মুখ তোমার বিহরে,
তোরই তরে দেরী এত!
মুছ আঁখিজল, মন প্রাণ হ'তেছে বিকল,
তোল মুখ হেসে কথা কও,
কেন অধোমুখে রও,
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও।

মদন। রাখ রাখ মিনতি আমার।
প্রাণনাথ, কত বল, বুঝিতে না পারি,
কেন আঁখি-বারি সম্বরিতে নারি,
তুমি পাশে, তবু কেন হুতাশে পরাণ কাঁদে,
বল বল কি হ'লো আমার।

প্রবীর। বিলম্ব যেহেতু মম, শুন লো প্রেয়সি;
রাজ পথে করিতে ভ্রমণ,
সর্ব্বসুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম ধায় দূরে।
তখনি অমনি তোমারে পড়িল মনে।
মনোহর বাজী,
নেচে চলে ফুল-সাজে সাজি,
সাধ হ'লো ধ'রে আনি দিব তোরে।
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে।

হাওয়ায় হারায় বলবান হয়,
ছুটিলাম পাছে পাছে তার,
শ্রম-জল ঝরে অনিবার
তবু পাছে ধাই তার,
পাছে করি বহু বন-রাজী
ধরিলাম বাজী,
আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে।

মদন। আচম্বিতে কোথা হতে এলো হেন হয়,
ভয় হয়—মায়া ত এ নয়!

প্রবীর। চিন্তা ত্যজ সুবদনি, মায়া ইহা নয়।
অশ্বভালে রয়েছে লিখন—
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির
যজ্ঞ-অশ্ব দেশে দেশে ফেরে,
অৰ্জ্জুন রক্ষক তার।
লিখিয়াছে অহংকারে.—'ঘোড়া যে ধরিবে.
ফাল্গুনী বাঁধিবে তারে'।

মদন। পায়ে ধরি, প্রাণনাথ, দেহ ঘোড়া ছাড়ি।
ননদিনী-মুখে বার্ত্তা শুনি.—
মহাবীর পাণ্ডব ফাল্গুনী।
খাণ্ডব-দাহনে
পরাজয় ক'রেছিল দেবগণে;
বাহু-যুদ্ধে মহেশে তুষিল,
দেব-অরি নিবাতকবচে নিপাতিল,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পায় পরাজয়,
সৰ্ব্বত্র বিজয়,
সেই হেতু বিজয় তাহার নাম।

প্রবীর। জানি, সতি, মহারথী বীর ধনঞ্জয়!
অনলের বরে
হেন অরি মিলিয়াছে ঘরে,
এতদিনে মিটিবে সমর সাধ।

মদন। যুঝিতে কি চাও, প্রভু, অৰ্জ্জুনের সনে?

প্রবীর। চমৎকৃত কেন চন্দ্রাননে!
সত্য যেই ক্ষত্রিয় নন্দন,
রণ তার চির আকিঞ্চন;
উচ্চ অধিকার—
ক্ষত্রিয়ের সম আছে কার,
সম মান জীবনে মরণে!
হ'লে রণজয়, মান্য লোকময়,
পড়িলে সমরে দম্ভভরে যায় স্বর্গপুরে।
তুমি ক্ষত্রিয় কুমারী
সমরে কি ডর তব?
রণ সাজে বীরাঙ্গনা সাজায় পতিরে,
হাসি মুখে সমরে যাইতে কহে।

মদন। রাখ নাথ দাসীর মিনতি,
ছেড়ে দাও হয়,
পাণ্ডব সংহতি কর' না কর' না বাদ;
পাণ্ডবেরে কেহ নারে জিনিতে সমরে
নারায়ণ রথের সারথি
ভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয়।

প্রবীর। হেন হেয় পতি সাধ কি রে তোর?
অহংকারে ধরিয়াছি ঘোড়া
প্রাণ ভয়ে দিব ছেড়ে?
সম্মুখ সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।

মদন। ক্ষম দোষ, পাণ্ডব-সহায় হরি,
ডরি, পাছে রুষ্ট হয় জনাৰ্দ্দন।

প্রবীর। নিজ কৰ্ম্ম করিলে সাধন
রুষ্ট যদি হন জনাৰ্দ্দন
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধৰ্ম্মের স্থাপন হেতু হন অবতার;
নিজ ধৰ্ম্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বহু প্রীতি তাঁর;
তবে কেন ভাব অকারণ।
ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে।
যাও প্রিয়ে, মাতার সদন,
পিতৃ সন্নিধানে
যাই আমি দিতে সমাচার।

[সকলের **প্রস্থান।**

তৃতীয় গর্ভাংক

পাণ্ডব-শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অৰ্জ্জুন

অৰ্জ্জুন। অকস্মাৎ কেন সখা, ত্যজিয়া হস্তিনা
দাসে আসি দিলে দরশন?
ও রাজীব-চরণ-প্রসাদে
করিতেছি অনায়াসে রাজাগণে জয়।
ভয়ে হয় নাহি ধরে কেহ।
কভু যদি কেহ অশ্ব ধরে,
অশ্বভালে লিখন নেহারে,
সভয় অন্তরে—

মিনতি করিয়ে কত বাজী দেয় ফিরে।
বিশ্বজয়ী অধ্যক্ষ সকল,
কেহ নাহি হৃদে বাঁধে বল
রাখিতে যজ্ঞের হয়।
শুন দয়াময়—
পাণ্ডবের সর্ব্বত্র বিজয়
বিপদ-ভঞ্জন নাম স্মরি।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন সখা!
যে হেতু এসেছি হেথা আজ;
নীলধ্বজ রাজার তনয়
ধ'রেছে যজ্ঞের বাজী,
মহাবীর প্রবীর তাহার নাম,
জাহ্নবীর বরে
শিব-অংশে জন্মেছে কুমার,
শূলী-সম বলী রথী,
সমরে তাহার নিস্তার নাহিক কার।
ভাবি পাছে যজ্ঞ বিঘ্ন হয়!

অৰ্জ্জুন। যজ্ঞেশ্বর, বিঘ্ন-বিনাশন,
বঞ্চনা ক'র না দাসে।
তুমি সখা যার,
ত্রিভুবনে কি অসাধ্য তার!
কি ছার প্রবীর ওহে শ্রীমধুসূদন!
কৃপায় তোমার
দুস্তর কৌরব রণে পেয়েছি নিস্তার,
কালকেয় করিয়াছি ক্ষয়
বিজয় চরণ স্মরি।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব নর গন্ধৰ্ব্ব কিন্নর—
বিদিত হে বাহুবল তব,
কিন্তু জেন দেব-কৃপা বলবান্।
যার প্রতি দেব রুষ্ট নয়,
শুন ধনঞ্জয়,
ত্রিভুবনে নাহি সাধ্য বিনাশিতে তারে।
দেব-বরে দেব-অংশে জন্মেছে কুমার,
দেবের প্রসাদে মাতৃভক্তি অপার তাহার;
সত্য কহি,
শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন—
বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।
মাতৃ-পদধূলি বীর নিত্য ধরে শিরে,
ম্রিয়মাণ ডরে মম চক্র আসে ফিরে,
পাছে ভস্ম হয়!
মাতৃভক্ত মহাতেজা!
প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।

অৰ্জ্জুন। গৰ্ব্ব মান বীর-অহঙ্কার
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে!
তব যজ্ঞভার, পাণ্ডব তোমার,
তুমি প্রভু, দাস মোরা সবে।
চিন্তামণি সহায় যাহার
কিবা চিন্তা তার!
নিজ কাৰ্য্য উদ্ধার' কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। শিব-বরে বলী বীর প্রবীর কুমার
শিব পূজা বিনা কাৰ্য্য না হবে উদ্ধার।
ধ্যানযোগে চল যাই কৈলাস-আলয়,
চল কুঞ্জবনে নিভৃতে বসি গে ধ্যানে।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জনার কক্ষ

জনা ও প্রবীর

প্রবীর। দাও মা গো সন্তানে বিদায়!
চ'লে যাই লোকালয় ত্যজি,
ক্ষত্রিয়-সন্তান, অপমান কেন সব?
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,
আদেশ পিতার
ফিরে দিতে অৰ্জ্জুনেরে!
পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন—
করি অশ্ব অৰ্জ্জুনে অর্পণ,
চ'লে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি!
বৃথা ধনু ধরেছি মা করে,
বিফল জীবন,
শত্রু ভয়ে অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব!
বীরদম্ভে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহন করি,
ত্যজি রণ ক্ষত্রিয়নন্দন
পরাজয় মানি লব?
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব,
কেন মা গো ধ'রেছিলে গর্ভে মোরে?

জনা। বৎস! ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডবফাল্গুনী শুনি।

তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে-যাইতে যাদুমণি!
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম,
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান প্রদানে!

প্রবীর। ডরে পূজা—ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,
ঘৃণায় অর্জ্জুন
কথা নাহি কবে মম সনে;
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী?
রণে যদি না যাই, জননী,
দেবতার হবে অপমান।
মাগো! তব পদে মতি,
তোমার চরণ মম গতি,
অক্ষয় কিরীট শিরে তব পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,
সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে?

জনা। নয়ন আনন্দ তুমি জীবন আমার,
ভাবি মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ!

প্রবীর। রণমৃত্যু হ'তে কিবা আছে
মা কল্যাণ?
কে কোথায় ক্ষত্রিয় রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে?
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননি?
ক্ষত্রিয়নন্দিনী কার ভীরু পুত্র সাধ?
পিতার নিষেধ যদি,
না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,
কিন্তু লোকময় কলঙ্ক-ভাজন—
রাখিব জীবন ছার,
মনে স্থান দিও না জননি!
রণে যদি যেতে মোরে মানা,
বন্দিয়া চরণ—
বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন।

জনা। স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হো'ক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।

প্রবীর। ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

নীলধ্বজ ও বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। এই যে মায়ে পোয়ে একত্র হ'য়েছেন! নিশ্চয় দামোদর আস্‌ছেন সন্দেহ নাই, অগ্নি দেবতার বর কি আর বিফল হয়? মনে ক'চ্ছ রাজা, রাণী ঠাকরুণ বোঝাবেন, উনি না ঢাল খাঁড়া ধ'রে রণাঙ্গনা হ'য়ে দাঁড়ান, ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হ'য়েছে! আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে ব'লেছেন, কেঁদে দুলাল রাণীর কাছে এসেছেন! সকাল থেকে পুরে হরি হরি রব, এ কি বিফল হয়!

নীল। রাণি, নিবার' কুমারে তব,
চাহে রণ অর্জ্জুনের সনে।
অবোধ বালক
নাহি জানে পাণ্ডব-বিক্রম!
শঙ্করে যে বাহুযুদ্ধে তোষে,
ত্রিভুবনে যার যশ ঘোষে,
অবোধ নন্দন দ্বন্দ্ব চাহে তার সনে।
নহে, কহে ত্যজিব জীবন।
সভয়ে কহিল হুতাশন
অর্জ্জুনেরে পূজা দিতে।
বাজী ফিরে দিতে পুত্রে বুঝাও মহিষি!

জনা। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম মহারাজ!
কিন্তু প্রভু! ক্ষত্রিয় জননী
রণে যেতে পুত্রে কেন করিব নিষেধ?
কতদিন শুনেছি শ্রীমুখে
যুদ্ধকর্ম্ম ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের!
চাহে পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম করিতে পালন,
মা হ'য়ে কি হেতু কহ করিব বারণ?

বিদূ। বুঝলেম ত্রিভঙ্গ-মুরারি শীঘ্র এসে পুরী অধিকার কচ্ছেন, তার আর সন্দেহ নাই! করুণাময়ের কৃপাবলে হাহাকার উঠলো ব'লে; থাকি চেপে, বরং নিস্তার আছে রাজার কোপে!

নীল। শুন সখা, কি বলে মহিষী!

বিদূ। আজ্ঞে হাঁ—ব'ল্‌ছেন—ব'ল্‌ছেন—

জনা। তব উপদেশ কিবা কহ দ্বিজোত্তম!

বিদূ। আজ্ঞে হাঁ,—সত্যি তো, সত্যি তো, —তাই তো, তাই তো—(স্বগত) মাগী এখন রণমুখী, উগ্রচণ্ডাকে কে ক্ষেপায় বাবা!

নীল। বাতুল হ'য়েছে রাণি,
হেন বাণী সে হেতু তোমার।
সমর পাণ্ডব সনে কভু কি সম্ভবে?
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ জগতে বিদিত;

দেবতা-মণ্ডলে
পরাজয় পুরন্দর পাণ্ডব-সমরে।
জনা। পাণ্ডবে পূজিতে সাধ নাহি হে রাজন!
পাণ্ডবের কীর্ত্তি-গান
শ্রবণে নাহিক সাধ মম।
জানি প্রভু, তোমার চরণ,
পূজা করি জাহ্নবীরে,
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী, মম পাণ্ডবে কি ডর?
দেব-বরে দেব সম জন্মেছে কুমার
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণে করিয়াছে সাধ,
তাহে বাদ কি কারণে সাধ নরনাথ!
নীল। পতনের অগ্রগামী হেন বুদ্ধি রাণি!
এই বুদ্ধি করি দুর্য্যোধন
হইয়াছে সবংশে নিধন;
ধ্বংসপ্রায় ক্ষত্রকুল এ বুদ্ধি প্রভাবে।
কৃষ্ণার্জ্জুন সনে বাদ নরে না সম্ভবে;
বিধাতা বিমুখ যার রন্ধ্রগত শনি,
হেন বুদ্ধি ওঠে তার ঘটে;
পূজ্য জনে পূজাদানে অসম্মত যেই
তার নাহি সম্মান জগতে।
কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ,
অবতার হরিতে ধরার ভার,
নরশ্রেষ্ঠ পূজ্য লোকমাঝে!
দুষ্ট বুদ্ধি নাহি হবে যার,
কৃষ্ণার্জ্জুনে অবশ্য পূজিবে,
নহে দুর্য্যোধন সম অবশ্য মজিবে।
জনা। হীনবুদ্ধি নারী বুঝিতে না পারি—
কেমনে মজিল দুর্য্যোধন!
হ'য়ে সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর
কাটাইল অতুল প্রতাপে,
অতুল গৌরবে পড়িল সম্মুখ-রণে?
জীবনে মরণে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন?
পূজ্যজনে পূজাদান অবশ্য বিধান,
পূজা-আশে আসে নাই ধনঞ্জয়,
দিয়ে লাজ ক্ষত্রিয়সমাজে
বীরদম্ভে ফেরে ল'য়ে বাজী,
যেন কহে,—
'আছ কেবা কোথা শক্তিমান্
আগুয়ান হও রণে!'
হেন রণ-আবাহন উপেক্ষা যে করে
শত ধিক্ হেন অস্ত্র-ধরে!
মৃত্যু শ্রেয়ঃ হেয় প্রাণ হ'তে!
পুত্রের কল্যাণ, প্রভু, কর কি কামনা?
কেন তবে দাও তারে কলঙ্কের ডালি?
ক্ষত্রোচিত গৌরব-ইচ্ছায়
পুত্রবর চায় রণে যেতে
পরাজিতে দাম্ভিক অরিরে;
মন্দ যদি তায় কভু হয় নরনাথ,
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত,
প্রফুল্ল নয়নে
নন্দনে হেরিব রণস্থলে।
বীরমাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ,
যদি হয় জয়, পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম।
উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব,
তুমিও না নিবার, রাজন্!
নীল। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা,
নহে কেন হেন বুদ্ধি ঘটিবে তোমার!
বংশের দুলালে চাও অর্পিতে শমনে!
ব্রহ্মশির পাশুপত অস্ত্র করগত,
নিবাতকবচ হত প্রভাবে যাহার,
রণসাধ তার সনে!
বিড়ম্বনা বিনা জন্মে হেন বুদ্ধি কার?
যতক্ষণ নাহি রোষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন,
সযতনে দুইজনে আনিয়ে আলয়ে,
বহুমানে ফিরে দিব হয়।
রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা,
যাও রণে নন্দনে লইয়ে,
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি।
জনা। দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞা মাত্র চাই;
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
তনয়ে করিব রথী, সারথি হইব,
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।
নারায়ণ অরিরূপী যার
করগত গোলোক তাহার!
সুসময় উদয় ভূপাল,
অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে।
রাজ্য ছার, জীবন অসার,
অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর,
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।
ব'য়ে যায় জাহ্নবীর পূজার সময়,
বিদায় চরণে এবে।
যথা ইচ্ছা কর নরপতি,

পতি তুমি কত আর কব,
রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব।
[প্রস্থান।

নীল। রাখ বাক্য, রণসাধ ত্যজহ প্রবীর!

প্রবীর। দাস পদে আজ্ঞাবাহী, দেব,
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব।
কিন্তু তাত!
নিবেদন করি শ্রীচরণে
কলঙ্ককালিমামাখা কুৎসিত বদন
লোকে কভু না দেখাব আর।
কহ কিবা আজ্ঞা দেব, কিঙ্করের প্রতি।

নীল। যাও পুত্র,
ডাকি আন বৈশ্বানরে মন্ত্রণা-ভবনে,
মন্ত্রণার মত কার্য্য করিব পশ্চাতে।
[প্রবীরের প্রস্থান।

বিদূ। আর কি মন্ত্রণা? যদি ভালাই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও। আর যদি রাণীর কথা শোন, তা হ'লেই কিছু গোলযোগ; কিন্তু মাগী যখন ক্ষেপেছে, হানাহানি না হ'য়ে যে যায়, এমন ত বুদ্ধি যোয়ায় না! একে সকাল থেকে হরি হরি, তাতে রাজকার্য্যে নারী, তার উপর বেজায় বাকোঁয়াড়া সুত, কিছু না কিছু জুত আস্‌ছে নিশ্চয়। মন্ত্রণা ক'রে কি হবে বল? যা হয় একটা ক'রে ফেল! হরি হে! তোমার মহিমা তুমিই নিয়ে থেক, অন্তিম কালে দেখ, আর রাজবাড়ীতে দুটো মোণ্ডার পথ রেখো।

নীল। বল দেখি সখা, এখন উপায়?

বিদূ। রাজারাজড়া গেল তল, বামুন এখন উপায় বল্‌, উপায় বড় যোয়াচ্ছে না!

নীল। যা হবার হবে, যুদ্ধ করি।

বিদূ। তাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন।

নীল। কিন্তু জয়-আশা ত কোন মতেই নাই।

বিদূ। আশায় লোক বেঁচে থাকে, নিরাশা ধ'রে যদি কাজ করেন, কাজটা নূতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা কি ঘটে সেই একটা কথা!

নীল। বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করি।

বিদূ। অমন কাজ কদাচ কর্‌বেন না, মহারাজ! কাঙ্গালের এই কথাটি রাখুন। কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কারু কখন হয়নি। আমি সাতদিন যদি মোণ্ডা খেতে না পাই, মনে এলেও নাম মুখে আনিনে; কি জানি বাবা, কে কখন বৈকুণ্ঠ থেকে রথ আন্‌ছে, চতুর্ভুজ হ'লে পাশ ফিরে শুতে পার্‌ব না। মহারাজ, এটি আমার মিনতি, বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ করবেন না। আর তেত্রিশ কোটী দেবতা আছেন, যারে ইচ্ছে হয় ডাকুন। বাঁকাঠাকুর সোজা পথে চল্‌তে শেখেন নি; মুনিঋষিরা বলে শোনেন না—'যদি বাঁকাটিকে চাও ত সৃষ্টিসংসার ভাসিয়ে দাও, কপ্নি নাও'। লোকে ভয়ে কেবল দয়াময় বলে, কিন্তু দয়াময় কেবল ফির্‌ছেন—কার উপযুক্ত ছেলে শ্রীচরণে রাখবেন, কোন্‌ সতীর কঙ্কণ খুল্‌বেন, কোন্‌ কুল নির্ম্মূল ক'রে গোপাল হ'য়ে ননী খাবেন। করুণাময়ের চরিত্র শুনে আমার আক্কেল জন্মে গিয়েছে। মহারাজ, ভোরের বেলা রজকের মুখ দেখে উঠি সেও ভাল, তবু শ্রীহরি স্মরণ ক'রে কখনও উঠ্‌ছিনি। দয়াময়ের নাম যে নিয়েছে, সে ত সে, তার চোদ্দপুরুষ অকূলে ভেসেছে।

নীল। ছিঃ সখা, অকারণ কেন কৃষ্ণনিন্দা ক'চ্ছ?

বিদূ। নিন্দে কি মহারাজ! সংস্কৃত ক'রে এই কথা ব'ল্লেই স্তব হ'তো! মুনিরা যে মন্তর আওড়ায় তার মানে বোঝেন? যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের না একজনের সর্ব্ব-নাশ ক'রেছেন। নাম কিনা মুরারি, নাম কিনা ধনুধারী, নাম কিনা কংসারি, দানবারি, অরির একেবারে কেয়ারি! নাম কিনা ননীচোর, নাম কিনা বসনচোর, এই ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের কাজের ভেতর। যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এক গাড়্‌ করে, যোগাড় ক'রে আপনার ভাগ্নে মারে, যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাখ্‌লে না, তাকে ডেকে উপায় হবে, কদাচ ভেব না। যদি ঐহিক সুখ চাও ত হরিনাম যেথা হয়, কাণে আঙ্গুল দাও, আর যদি সকাল সকাল বৈকুণ্ঠে শুভগমন বাসনা থাকে, বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণ হৃদয়ে ধ'রে বনবাসে যান। ভবনদীর কাণ্ডারী কিনা! নৌকাভরা লোক তো চাই, দেহ ধ'রে এসে দেশে দেশে ফিরে লোকের সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন তাই। ওমা,

এই মারে তো এই মারে, কাট্‌ শিশুপালের মাথা, ফাঁড়্‌ জরাসন্ধকে। শুনেছি ধরার ভার হরণ কর্ত্তে এসেছেন, তা ধরার ভার বেশ হাল্‌কা করে যাচ্ছেন বটে।

নীল। কৃষ্ণ বিনা এ সংকটে না হবে উপায়।
কৃষ্ণের রাজীব পায় লইব আশ্রয়॥

[প্রস্থান।

বিদু। হরি হে, তোমার দোহাই! শীঘ্র না চরণ পাই, দুটো মোন্ডা খেতে এসেছি, দুদিন খেয়ে যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাংক

কৈলাশ-পর্ব্বত—উপত্যকা

মহাদেব, প্রমথগণ ও যোগিনীগণ

প্রমথগণ। গীত

দেশকার—তাল লোফা

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়।
হরিনাম প্রেম ভরা হরি বলি আয়॥
নাচ ভাই হরি বলে, নামে রস উথলে চলে,
কর নাম বদন ভরে, নামে মন মাতায়॥
হরি নাম কর্‌বি যত, সাধের তুফান উঠবে তত
সাধে সাধ সাগর হয়ে উজান বয়ে যায়॥
হরিনাম যে জানে না, রস জানে না তার রসনা,
নামে কারু নাইকো মানা, যে চায় সে তো পায়॥

মহাদেব। হরি বল প্রমথমণ্ডল!
নাচ হরি ব'লে বাহু তুলে;
প্রেম-নিকেতন, প্রেমের গঠন,
প্রেমিকের প্রাণ প্রেমময়;
হরিনাম কীর্ত্তন কর রে কুতূহলে,
প্রেমানন্দ যে নামে উথলে,
যে নামে উন্মাদ ভোলা;
হরি হরি বাঁশরিবদন,
ব্রজনাথ রাধিকারঞ্জন,
রাসরসে বিভোর রসিকবর,
রসের সাগর উথলে রসের নামে।
গোবিন্দ গোবিন্দ, অপার আনন্দ,
বাঁকা শ্যাম গুণধাম আনন্দ-পুতলি,
বনমালী গোপিনীর প্রাণ।
উচ্চরবে কর নাম গান—
হরি বল, হরি বল, বল হরি হরি!
উচ্চরবে হরি বল শিংগা,
হরিনাম বাজাও ডমরু!
কুলু কুলু রবে
হরিধ্বনি জটামাঝে কর সুরধুনী!
হরিনামে ত্যজ শ্বাস ফণি,
মাত বৃষ হরি নামোৎসবে,
হরিনামে মত্ত হও কৈলাসশিখর!

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ এবং মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলিংগন

গীত

যোগিয়া—তাল লোফা

যোগিনীগণ। হরি হরি হরি,
প্রমথগণ। হর হর হর,
উভয়ে। কায়ে কায়ে মিল্‌লো ভালো।
প্রমথগণ। মদনদহন,
যোগিনীগণ। মদনমোহন,
প্রমথগণ। রজতবরণ,
যোগিনীগণ। আধ কাল॥
(আধ) গোপিনী মোহন চাঁচর কেশ,
প্রমথগণ। (আধ) ঘনঘটা জটাজাল,
আধ ভস্ম লেপন,
যোগিনীগণ। চন্দন আধ বনমালা,
প্রমথগণ। হাড়মাল॥
যোগিনীগণ। আধ ভালে তিলক ঝলক,
প্রমথগণ। শিশু শশী আধ ভাল॥
যোগিনীগণ। মণিকুণ্ডল দল দল দল,
প্রমথগণ। ফণিকুণ্ডল করাল॥
যোগিনীগণ। আধ পীতবসন, ভুবনমোহন,
প্রমথগণ। আধ বাঘ ছাল,
যোগিনীগণ। রক্তোৎপল যুগলচরণ,
উভয়ে। হরিহরের রূপে ভুবন আলো॥

মহাদেব। জানি পীতাম্বর
পবিত্র কৈলাসপুরী কিসের কারণ!
কৈল জনা জাহ্নবী-অর্চ্চনা,
পুত্রের কামনা করি,
জাহ্নবীর অনুরোধে কিংকরে আমার
পাইয়াছে জনা গুণবতী।
মহাশক্ত মাতৃভক্ত প্রবীর সুধীর,
ত্রিভুবনে নাহি হেন বীর
নিবারিতে মহাশূরে,

কিন্তু পূর্ণ হয়েছে সময়,
আনিব দাসেরে পুনঃ কৈলাস আলয়ে।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবে।
মাতৃপদধূলি লয়ে পশিলে সমরে,
শূল নাহি স্পর্শিবে তাহায়!
যাও ফিরে, কামদেব উপায় করিবে।
বিশ্বজয়ী কামের প্রভাবে,
মাতৃনাম যেই দিন না লবে প্রভাতে,
সেই দিন নাশ তার।
যাও ধনঞ্জয়!
সদয়া অভয়া তোর প্রতি।
সখা তোর হরি!
হরিভক্ত প্রাণ মম বিদিত ভুবনে।
প্রবীরের শক্তি কালি করিতে হরণ,
পাঠাইব পার্ব্বতীর প্রধানা নায়িকা।

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর গৌরীপতি ভোলা
অনাদি পুরুষ সনাতন,
জগদ্‌গুরু কল্পতরু, আশুতোষ হর,
মহেশ শঙ্কর,
দিগম্বর বৃষভবাহন,
জটাধর রজতভূধর,
কিঙ্কর বিদায় মাগে,
প্রণমে পাণ্ডব, পদে রেখো ভূতনাথ!

অর্জ্জুন। পশুপতি, হীনমতি স্তুতি নাহি জানি,
বীরসাজ দিয়াছ আমায়,
ধনু ধরি ফিরি হে ধরায়,
তব কার্য্যে নিমিত্ত মহেশ!
কিঙ্করে, শঙ্কর, রেখ চরণ-অম্বুজে।

গীত

দেশমিশ্র—ঠুংরী

যোগিনীগণ। বনফুলভূষণ শ্যাম মুরলীধর
গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
প্রমথগণ। বিভূতিছাদন বিষাণবাদন,
ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী
যোগিনীগণ। দুকুলচোরা রাস-রসিকবর,
প্রমথগণ। উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জ্জটী স্মরহর,
যোগিনীগণ। রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু মঞ্জীর গুঞ্জন,
প্রমথগণ। ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন,
যোগিনীগণ। মানোন্মাদিনী, রঙ্গিণী
গোপিনীমোহন মানভিখারী
প্রমথগণ। মুড় চন্দ্রচূড় হাড়মালগল
জটা-তরঙ্গিত-জাহ্নবীবারি॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জনার পূজাগৃহ

জনা পূজায় আসীনা

জনা। মা জাহ্নবি! তোমার পাদপদ্ম পূজা ক'রে পুত্র কোলে পেয়েছি, দেখ মা! দাসীরে বঞ্চনা ক'র না; মা হয়ে মা, মার প্রাণে ব্যথা দিও না। নিস্তারিণি, সংকটে নিস্তার কর, তোমার পাদপদ্ম এ কিঙ্করীর একমাত্র ভরসা। কলনাদিনি, হরশিরোবিহারিণি! দেখ মা, অকূলে ভাসিও না; ভবরাণি ভবভাবিনি, জননি, বড় দায়ে ঠেকেছি।

স্তব

তরঙ্গ-অঙ্গিনী, আতঙ্কভঙ্গিনী,
শিবশিরোরঙ্গিণী, শুভঙ্করী।
মাতঙ্গমর্দ্দিনী, মঙ্গলবর্দ্ধিনী,
মহেশবন্দিনী, মহেশ্বরী।
প্রবলপ্রবাহিনী, সাগরবাহিনী,
অভয়প্রদায়িনী, অভয়করা।
কুলুকুলুনাদিনী, কলুষবিবাদিনী,
ভক্তপ্রসাদিনী, দুরিতহরা।
পঙ্কজমালিনী, আশ্রিতপালিনী,
সন্তাপচালিনী, শ্বেতকায়া।
বর দে বরদে, জয় দে জয়দে,
দেহি শুভদে, চরণছায়া।

গীত

রামকেলী—যৎ

মা হয়ে মা, মায়ের মনে ব্যথা দিও না জননি।
সমর-সাগর ঘোরে সঁপি গো নয়নমণি॥
স্মরি পদকোকনদে, ঝাঁপ দিছি এ বিপদে
পতিত দুস্তর হ্রদে, তার' পতিতপাবনি।
তুমি মা প্রসন্ন হয়ে, কোলে দিয়েছ তনয়ে,
অভয়ে, ডাকি মা ভয়ে, চাহ প্রসন্ননয়নি॥

কেনরে মন, তুই থেকে থেকে কে'দে উঠছিস, আমার প্রবীরের অকল্যাণ হবে। যদি স্থির না হোস, আমি জাহ্নবী তটে ব'সে তীক্ষ্ণ ছুরিকায় বুক চিরে তোকে বা'র ক'রব। হীন প্রাণ, প্রবীর আমার জাহ্নবীর বরপুত্র, তার অমঙ্গল আশঙ্কা করিস্? আমি কি ক্ষত্রিয়-পুত্রী নই? আমি কোথায় মঙ্গল গান ক'রে হাস্যমুখে কুমারকে যুদ্ধে বিদায় দেব, তা নয়, আশঙ্কায় অভিভূত হ'য়েছি? আমি অতি হীনা, যদি মন স্থির না করতে পারি, কালি প্রাতে জাহ্নবী-সলিলে প্রাণত্যাগ ক'রব। দেখ্‌ছি আমি ক্ষত্রিয়জননী নই, চণ্ডালিনীর ন্যায় আমার আচার; বীরমাতা হ'য়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরবপথে কি কণ্টক হ'ব? কদাচ নয়, জনার জীবন থাকতে নয়। প্রাণ, তুই বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে বাহির হ, ক্ষতি নাই, আমি পণ ক'রেছি—রণ, রণ, রণ, স্বয়ং জাহ্নবীর কথাতে বারণ হবে না।

স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর প্রবেশ

মদন। মা, তোমার মিনতি চরণে,
রণে যেতে প্রাণনাথে কর মানা।
যমজয়ী রথীবৃন্দসনে,
একা কেবা নিবারে অর্জ্জুনে?
কর মানা, রণে যেতে দিও না দিও না;
দুখিনী নন্দিনী পদে পতিভিক্ষা চায়,
বঞ্চনা ক'র না তায় নিদয়া হইয়ে।
ওমা, দারুণ পাণ্ডব, সহায় কেশব,
ইন্দ্রে জিনি' অনলে করিল পূজা,
হুতাশন হীনতেজ অর্জ্জুনের শরে।
রণে দে মা ক্ষমা,
হাহাকার তুল না গো রাজপুরে।

জনা। পতির মঙ্গল যদি চাহ, গুণবতি,
ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে।
রাজকার্য্য পুরুষের ভার,
অংশী তুমি কেন হও তার?
জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয়ের কুলে,
মালা দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে,
রণ শুনি বিষণ্ণ হোয়ো না বালা!
ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ,
জয় পরাজয়—
যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম,
বীরাঙ্গনা পতিরে না বারে রণে যেতে।
যদি শুনে থাক পাণ্ডব-কাহিনী,
দ্রুপদ-নন্দিনী এলাইল বেণী
স্বামিগণে সমরে উৎসাহ দিতে;
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়
রন্ধনশালায় পশি,
ভীমে কৈল উত্তেজনা বধিতে কীচকে;
শত ভাই কীচক-নিধন তাহে।
উত্তর গোগৃহ-যুদ্ধে একক অর্জ্জুনে
বিরোধিতে রামজয়ী ভীষ্মদেব সনে
পাঠাইল বীরাঙ্গনা;
বীরপত্নি, নিরুৎসাহ ক'র না পতিরে।
বীর কার্য্যে ব্রতী তব পতি,
নিজকার্য্যে রহ গুণবতি।
ত্যজি ভয় ক্ষত্রিয়তনয়া
উচ্চকার্য্যে স্বামীরে উৎসাহ কর দান।

মদন। কৃষ্ণসখা অজেয় পাণ্ডব শুনি, রাণি,
তাই মাগো কে'দে উঠে প্রাণ।
শুনেছি মা অমঙ্গল ধ্বনি আজি—
যেন দূরে
মৃদুস্বরে কাঁদে কে প্রভুর নাম স্মরি;
মনে হ'লে এখন শিহরে কায়।
মা হ'য়ে, মা, অকূলে ফেল না দুহিতায়,
আপন নন্দনে, মাগো নাহি ঠেল পায়।

জনা। এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হতে?
যুদ্ধ কার্য্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে তথা অমঙ্গল-আশঙ্কা সর্ব্বদা।
কিন্তু তোর সম,
শুনি' দূর সমীরণ-ধ্বনি,
রোদনের ধ্বনি অনুমানি
অকল্যাণ চিন্তা কেবা করে?
আরে হীনমতি
পতি-ভক্তি এই কি তোমার?
কেবা সে অর্জ্জুন?—কেবা নারায়ণ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হ'তে।
ভাব তুমি শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়,
কুলবালা, কুলব্রত কর আচরণ।
যুদ্ধ-পণ কভু মম হবে না লঙ্ঘন।

[প্রস্থান।

মদন। ননদিনি!
ধরি পায়, জননীরে কর লো মিনতি।
পাণ্ডবসমরে কারু নাহিক নিস্তার,

বার বার শুনিয়াছ বৈশ্বানর-মুখে,
ভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা কর গুণবতি,
কাঙ্গালিনী পায়ে ধরি' যাচি প্রাণপতি।
বল গিয়ে জননীরে যুদ্ধে ক্ষমা দিতে,
কার শক্তি কৃষ্ণ-সখা পাণ্ডবে জিনিতে?

স্বাহা। মাতার বদনভাব করি দরশন,
বাক্য নাহি সরিল আমার।
শুনেছ ত ঠেলেছেন পিতার বচন।
বাধা দিলে দৃঢ়তর হবে তাঁর পণ,
ভালমতে জানি জননীরে।

মদন। বল তবে কি উপায় করি সুলোচনে?
এ সংকটে কিসে হব পার?

স্বাহা। চল সখি, দোঁহে যাই পাণ্ডব-শিবিরে।
কৃষ্ণগুণগানে তুষ্ট করি' ফাল্গুনীরে
মাগি লব রাজ্যের মঙ্গল।
পার্থের বচন, শুনি, মিথ্যা কভু নয়,
যদি তিনি দানেন অভয়,
তবে ত উপায়, নহে সংকট বিষম।

মদন। জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছি হারা
কর ত্বরা বিহিত ননদি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

প্রান্তরমধ্যে বটবৃক্ষ

দুইজন গঙ্গারক্ষকের প্রবেশ

১ রক্ষ। সে দিন যে মজা হয়েছিল! সেদিন একজন ছাপা-কাটা তুলসীর মালা-আঁটা, গঙ্গায় যাচ্ছিলেন মর্‌তে, চিরকাল পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ক'রেছেন, এখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করবেন! খাটে চ'ড়ে গলা টিপে বেটার দফা সারলুম, তে-শুন্যে ম'লো, গো-ভাগাড়ে আমগাছে ভূত হয়ে আছে।

২ রক্ষ। আমিও কাল খুব মজা ক'রেছি। দিনের বেলা যোগী সেজে থাকতেন, রাত্তিরে সেবাদাসীর কোলে শুতেন, মাতব্বর শিষ্যেরা সব জড় হয়ে, ঘাড়ে ক'রে গঙ্গায় দিতে চলে-ছিলেন; ঝড় তুলে, পগারে ফেলে, ঘাড় বে'কিয়ে ধরলেম, এখন মালিনীর বাগানে বেলগাছে বেহ্মদত্তি হয়ে আছেন।

১ রক্ষ। মজার মধ্যে মজার একশেষ হয়েছিল, একটা পূজরী বামুন নিয়ে—যোগাড় ক'রে একটা নিষ্ঠে বামুন, তাকে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত এনেছিল। চিত হ'য়ে খাটে শুয়ে শ্বাস্ টান্‌ছে, যারা নিয়ে গেছে তাদের একটু তন্দ্রা এসেছে, আমি তুলে নে গিয়ে ব্যাটাকে ব্যাসকাশীতে মার্‌লুম, আর চিৎ হ'য়ে তার সাজ সেজে খাটের উপর শুলুম। ব্যাটার গাধা-জন্ম হ'য়েছে; কিন্তু শেষটায় গঙ্গা পাবে, গঙ্গার হাওয়া লেগেছিল গায়, উদ্ধার হবেই হবে। এক জন্ম তো ধোপার বোঝা ব'য়ে ঘাস খেয়ে আসুক।

২ রক্ষ। ও সব কথা থাক্ ভাই, এখন ঘোড়া কোথা পাই বল্, ছিষ্টি খুঁজলুম্, মা ব'লেছেন ঘোড়া চুরি করে এনে পাণ্ডবদের দিতে; পাতি পাতি ক'রে ঘর খুঁজলুম্, নগর খুঁজলুম্, অশ্বশালা খুঁজলুম্, ঘোড়া ত কোথাও পেলুম্ না।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। কে বাবা! দুশমন্ চেহারা রাত দুপুরে বটতলায় খাড়া আছ? যে রাজ্যময় হরি হরি রব, অমন-তর-বেতর চেহারা দেখা দেবে বই কি! মতলবখানা কি? কারুর ঘরে আগুন দেবে?

১ রক্ষ। কেন ঠাকুর, অকারণ আমাদের গালাগালি ক'রছ?

বিদু। গালাগালি আর কি ক'চ্চি ত্রিবক্র-বদন? চেহারা দুখানা কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি; চেহারা দেখে প্রাণ খুসী হয়েছে, তাই পরিচয় চাচ্চি। এই তোমাদের মতন চটক্‌দার চেহারাই খুঁজছি; কোথা যাচ্ছিলুম জান? চোরপাড়ায়; তা আমার বরাত ভাল, পথে আপনাদের দর্শনলাভ।

২ রক্ষ। চোরপাড়ায় কেন যাচ্ছিলে, ঠাকুর?

বিদু। অন্তরা ভাংচি, একটু সবুর কর না; ঘোড়া চুরি কর্ত্তে পার্‌বে?

১ রক্ষ। ঠাকুর, তুমি কি আমাদের চোর পেলে?

বিদু। অধীনকে আর অধিক বঞ্চনা কেন? আগুন কি চাপা থাকে চাঁদ? আমি কি আর বুঝতে পারিনি? তোমরা বোনেদি লোক, এক পুরুষে কি আর অমন ছাঁচ দাঁড়িয়েছে? রাজার ঘোড়াশালা থেকে যত ঘোড়া পার চুরি কর,

আমি কোটালদের সে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব; মনের সাধে যত পার ঘোড়া চুরি ক'রো, কেবল একটি ঘোড়া পাণ্ডবদের ছেড়ে দিও, এইটি আমার মিনতি। সেই ঘোড়ার পরিবর্ত্তে —রাজা বামনীকে একটি হীরের কাঁঠী দিয়েছিল, চাও যদি, এনে শ্রীকরে অর্পণ ক'র্‌ব।

২ রক্ষ। কি ঠাকুর, মিছে বক্‌ বক্‌ ক'রছ? আমাদের কি বদমায়েস্‌ পেয়েছ?

বিদু। কেন বাবা! এই রাত দুপুরে খড়া বেয়ে উঠবে, এটা সেটা কি হাতাবে বল? পাঁওদলে রাজার অশ্বশালে চল, নানান রকম ঘোড়া আছে, নিয়ে সর; ভাবছ অশ্ব-রক্ষকেরা? তাদের মাদক দিয়ে আমি ঘুম পাড়িয়েছি। তবে ঘোড়ার চাটের ভয়ে আমি এগুতে পারি নি।

১ রক্ষ। তোমায় ক'টা ঘোড়া দিতে হবে?

বিদু। বালাম্‌চিটি না। ঐ একটি ঘোড়া পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিতে হবে, এই আমার অনুরোধ; তার বদলে হীরের কাঁঠীটি পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছি।

২ রক্ষ। আচ্ছা, আমরা ঘোড়া পেলে তোমার কি লাভ হবে?

বিদু। কি জান, আমার শূলেব্যথা হ'য়েছিল, তাই পঞ্চানন্দের কাছে হত্যা দিছিলুম্‌। আর জন্মে তুমি ছিলে আমার মেসো, আর উনি ছিলেন আমার পিসে; তাই পঞ্চানন্দ হুকুম দিয়েছেন, যদি তোর মেসো-পিসেকে দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে পারিস, তা হ'লে তোর শূলব্যথা সার্‌বে। প্রাণের দায়ে জখম হ'য়ে এসেছি বাবা! তবে বাপধন, শুভা-গমন হোক্‌।

১ রক্ষ। ঠাকুর, তুমি ঠিক্‌ ঠাউরেছ, আমরাও ঘোড়া চুরি কর্ত্তে এসেছি।

বিদু। তবে, সোণারচাঁদ এতক্ষণ চালাকি ক'চ্ছিলে কেন? ঘোড়া-চোর তোমাদের বদনের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা, একি ঢাকতে পারে? তা এস, ত্বরা কর।

২ রক্ষ। কিন্তু ঠাকুর, তোমার কি দরকার, না বল্লে আমরা যাব না।

বিদু। এই যে ভেঙ্গে ব'ল্লুম যাদু!

১ রক্ষ। সত্যি না বল্লে আমরা এগুচ্ছি না।

বিদু। সুপাত্রে অশ্বদান, আর কি? বাক্য-ব্যয়ে রাত বয়ে যায়।

২ রক্ষ। ঠাকুর, আমরা তো অশ্বশালা খুঁজে হাল্লাক্‌ হ'য়েছি, খুঁজে তো পেলুম না।

বিদু। সে ভাবনায় কাজ কি, আমার পেছনে এস না? একটা ভার আমার ওপরেই দাও না?

১ রক্ষ। তবে চল ঠাকুর।

বিদু। ভ্যালা মোর বাপরে, একেই বলি চোর-শিরোমণি। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গাভ্যন্তর

মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণের **প্রবেশ**

মন্ত্রী। মাহিষ্মতী পুরী হায় মজে এত দিনে।
কৃষ্ণদ্বেষী হ'লো নরবর,
উপদেষ্টা বালক-রমণী।
যে জন পাণ্ডব-অরি কৃষ্ণ অরি তার,
কৃষ্ণ শত্রু যার, তার কোথায় নিস্তার?
কারু কথা রাজা নাহি মানে,
যুদ্ধ পণ পাণ্ডবের সনে!
হয় বুঝি বংশ-নাশ মহিষীর দোষে;
কহ সেনাপতি, উপায় সঙ্কটে।

সেনাপ। প্রস্তর বাঁধিয়ে পায় ডুবিলে পাথারে,
লম্ফ দিলে গিরি-শির হ'তে,
কে কোথায় পায় পরিত্রাণ?
জীবনের রাখে যেই সাধ,
অর্জ্জুনের সনে কভু সে কি করে বাদ?
যুদ্ধের নিয়ম হয় সমানে সমান,
বলীয়ানে-পূজাদান শাস্ত্রের বিধান!
মতিচ্ছন্ন ভূপতির ঘটেছে নিশ্চয়;
নহে, জেনে শুনে
কে কোথায় কৃষ্ণে করে অরি।

১ সেনানা। বাক্য-ব্যয় করি অকারণ,
শ্রেয়ঃ কার্য্য উচিত এখন।
কহ মন্ত্রিবর, কিবা তব অভিপ্রায়,
পাণ্ডব-বিরুদ্ধে কালি যাবে কি সমরে?

মন্ত্রী। কহ অগ্রে কিবা মত তোমা সবাকার?
মম মত কহিব পশ্চাৎ।

যুক্তি স্থির কর ত্বরা,
রাজার আজ্ঞায় প্রাতে যেতে হবে রণে,
প্রাণ দিতে পান্ডবের শরে।
অসম্মত হও যদি বধিবে প্রবীর।
মারীচের দশা মো সবার,
রাম নয় রাবণ মারিবে।

সেনাপ। বিপক্ষ পান্ডব,—রণ অসম্ভব,
প্রভাত নিকট, কর উপায় সত্বর।

১ সেনানা। মোর মত জিজ্ঞাস হে যদি,
কহি সত্য কথা; প্রাণ বড় ধন,
অকারণ বিসর্জ্জন দিতে নাহি সাধ।
পড়িতে অনল-মাঝে পতঙ্গের প্রায়
যুক্তি না যুয়ায় মম।

সেনাপ। চল তবে মন্ত্রীবর, নৃপতি-সদনে,
বুঝাই রাজায় ক্ষমা দিতে কাল রণে।

মন্ত্রী। বোঝাবুঝি হয়েছে বিস্তর,
কোন কথা রাজা নাহি শুনে;
চামুন্ডারূপিণী রাজ্ঞী রুধির-প্রয়াসী,
রাহুরূপী পুত্র গর্ব্বে ধ'রে
মজাইল নীলধ্বজরাজে।

১ সেনানা। তবে আর কার মুখ চাহ মন্ত্রিবর?
আত্মরক্ষা শাস্ত্রের বিধান,
প্রভাত না হ'তে চল
যাই পলাইয়ে;
পান্ডব-আশ্রয় ল'য়ে রাখিব জীবন।

সেনাপ। এ নহে উচিত কভু।
পুত্রসম এতদিন পালিল ভূপাল,
অসময়ে লব গিয়ে শত্রুর আশ্রয়?
ধর্ম্মে নাহি সবে হেন কাজ।

১ সেনানা। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম?
আত্মরক্ষা মহাধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
বিশেষতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন,
ত্যজ্য সেই, একবাক্যে কহে সাধুজন।
দেখ, বিভীষণ ধার্ম্মিক সুজন,
রাবণে করিল ত্যাগ রামের কারণ।
আসে ওই দেউটি জ্বালিয়ে
বিভীষণা চামুন্ডারূপিনী।

জনা ও দেউটি হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ

জনা। ধিক্ মন্ত্রিবর, শত ধিক্ সেনাপতি!
প্রায় নিশা অবসান,
আছ সবে জম্বুক-সমান দাঁড়াইয়ে?
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী,
উৎসাহ-বিহীন আছ পুতলি সমান?
মরণে কি মন্ত্রী এত ভয়?
রণ-মৃত্যু না হ'লে কি এড়াবে শমন?
উচ্চ জন্ম লভি, নাই গৌরব-কামনা?
ধিক্ ধিক্ কি কব অধিক,
সুসজ্জিত না হেরি বাহিনী!
ঘোর রবে কর সিংহনাদ,
বজ্রাঘাত করি শত্রু-বুকে।
হুহুঙ্কারে খর্ব্ব কর শত্রু-অহঙ্কার,
সাজায়ে বাহিনী শীঘ্র প্রকাশ বিক্রম।
অমর কি জন্মেছে পান্ডব?
পান্ডব কি প্রস্তর-গঠিত—
তীক্ষ্ন তীর নাহি পশে কায়?
বীর-পুত্র বীর-অবতার তোমা সবে,
রণোৎসাহ কেন নাহি হেরি?
বাঁধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর,
বীরদম্ভে বিমুখ পান্ডবে।
কিবা ভয়?—রণজয় হইবে নিশ্চয়।
জাহ্নবীর বরে মম প্রবীর কুমার,
কুমার-সমান শক্তিধর;
আগুয়ান তার বাণে কে হবে সংগ্রামে?
সাজ রণে কে আছ কোথায়,
বাজাও দুন্দুভি ঘোর রবে,
চল চল গৃহ-দ্বারে অরি।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ!

জনা। চল চল বিলম্বে কি ফল?
সাজাও স্যন্দন,
সাজায়ে বাহিনী আগুবাড়ি দেহ রণ।
সাজ শীঘ্র, রণজয় হইবে নিশ্চয়।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ রায়।

জনা। কারে ভয়? জাহ্নবী সহায়।
স্মরিয়ে জাহ্নবী-পদ প্রবেশ সমরে,
পান্ডব সহায় যদি যুঝে পুরন্দর,
তবু জয় হইবে সমর।
গভীর গর্জ্জনে
মাতৃনাম উচ্চারি বদনে,
চতুরঙ্গ দলে দেহ হানা,
শত্রু-শিরে পড়ুক ঝন্ঝনা
অগ্নিময় বাণ-বরিষণে।
দহ শত্রুগণে;
পান্ডবে জিনিবে, মহাকীর্ত্তি

বিমলা। কোন্ সন্ন্যাসী গো, কোন্ সন্ন্যাসী?

ফ'ক্-মা। ঠিক বলেছে! মাণিকটা হাতে দিলেই ছেলে ভাল হবে!

বিমলা। ওগো! তুমি চ'লে যাও! চ'লে যাও! থেকো না! সেই সন্ন্যাসী তবে তো ঠিক কথা বলেছে—যে ফকির ভাল হবে, কিন্তু তিন দিন যেন ফকিরের মা কাছে আসে না।

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্!

বিমলা। ঐ দেখ! ঐ দেখ! বেশ নাচ্ছিল গাইছিল, আবার বাই চাল্‌বে।

ফ'ক্মা। ও ফ'ক্‌রে! ও ফ'ক্‌রে! আমি তবে যাই?

বিরাগ। হুম্।

ফ'ক্-মা। দেখিস্ কোথাও যাস নি! এইখানে থাকিস্।

বিরাগ। হুম্।

ফ'ক্-মা। (জনান্তিকে) দ্যাখ্, মাণিকটা কারুকে দেখাস্ নি!

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্!

বিমলা। ও বাছা, তুমি যাও যাও। দেখ্‌ছো না? তুমি থাক্‌লেই বাই বাড়ে।

ফ'ক্-মা। আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। হ্যাঁলা, হ্যাঁলা, রাজকুমারীর সঙ্গে ভাব হয়েছে?

বিমলা। বড্ডো গো, বড্ডো।

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্।

বিমলা। যাও বাছা, যাও যাও।

ফ'ক্-মা। ফ'ক্‌রে, আমি যাই?

বিরাগ। হুম্।

ফ'ক্-মা। দেখিস্, ভাল ক'রে খাস দাস। ও মাছের মুড়ো খায়, একটু দুধ নইলে পেটের অসুখ করে, বেগুন পুড়িয়ে প্যাঁজ দে লঙ্কা দে চট্‌কে দিস।

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্।

ফ'ক্-মা। এই যাই বাছা যাই! আর দেখ্, একটু গুগলির ঝোল ক'রে দিস্।

[প্রস্থান।

বিরাগ। তোমরা সাত বাটপাড়ের কাণ কাট, এতো মিছে কথাও আসে!

বিমলা। আমাদের তো দুটো কথা মিছে। তোমার যে আগা গোড়া মিছে।

বিরাগ। কেমন শিক্ষা পেয়েছি বল। আমার বন্ধুর স্ত্রীর কাছে নিয়ে চল।

শিখা। তুমি কি ক'রে তারে উদ্ধার কর্‌বে?

বিরাগ। আমি সমস্ত রাত যাতায়াত কর্‌বো, প্রথম প্রথম শান্ত্রীরা জিজ্ঞাসা কর্‌বে —'কে?' তার পর, ত্যক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। সেই সময় নিয়ে চ'লে যাব। একবার বেরিয়ে পড়্‌তে পাল্লে, চিৎকুমারের একটা আংটী আমার ঠেঙে আছে, কেউ আর কিছু বল্‌বে না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তপুরস্থ কক্ষ

বারি

বারি। ছি ছি ছি মন, এখনও প্রয়াস,
জীবনের আশ গেল না,
ফণিনী সঙ্গিনী, ফণিনী ভাবিয়ে,
সভয়ে শমন এল না।
ফণিনীর শ্বাসে ছিল না এ জ্বালা,
যে জ্বালায় জ্বলে প্রাণ,
ভুলাইয়ে ছলে এসেছি চলিয়ে,
দিছি প্রেমে প্রতিদান।
আছে কি না আছে, আমা বিনে সে যে
পলকে প্রলয় মানে,
আমি সে সাপিনী, সে তো তা জানে না,
আমি তার তাই জানে।
কতই সয়েছি, কেন সব আর,
জীবন দুঃখের ভার,
রহিল বেদনা, ম'লে কি ভুলিব,
দেখা তো পাব না তার।

বিরাগের প্রবেশ

বিরাগ। কি রাজকুমারি! তুমিও সহর দেখ্‌তে এসেছ না কি? শুনছি না কি নাগর ধর্‌তে এসেছ?

বারি। কে বিরাগ! আমায় রক্ষা কর।

বিরাগ। চুপ, এখানে বিরাগ নয়, ফ'ক্‌রের মার ফ'ক্‌রে; কিছু ভয় করো না, আমি মাণিক পেয়েছি। বাহার এতক্ষণ কি কচ্ছে বল্‌তে পারি নি। আমি তারে জল থেকে বা'র ক'রে আনি।

বারি। যাও যাও, শীগ্‌গির ফিরে এস।

বিরাগ। তুমি মহারাজকে এই আবেদনপত্র পাঠিয়ে দাও—এর মর্ম্ম এই—"তুমি কুমারী নও, উজ্জয়িনী-রাজকুমারের পত্নী।"

বারি। কি ক'রে পাঠাব?

বিরাগ। কেন, তোমার মিতিনের হাতে।

বারি। আমার মিতিন কি? কি বল্‌ছ?

বিরাগ। আমার স্ত্রী।

বারি। তোমার স্ত্রী কি?

বিরাগ। তোমার পছন্দ হয় না ব'লে কি আর কারুর পছন্দ হ'তে নাই?

বারি। আমার পছন্দ নয় কেন? তোমারই পছন্দ নয়. সত্যি কি বিবাহ করেছ?

শিখার প্রবেশ

বিরাগ। (শিখার হস্ত ধারণ করিয়া) সত্যি মিথ্যা জিজ্ঞাসা কর।

বারি। মিতিন! মিতিন! তুমি এ ক্ষেপা-টাকে বে করেছ?

শিখা। আমায় ক্ষেপালে, তা কি কর্‌বো বল?

বিরাগ। কে ক্ষেপেছে, তোমার মিতিন বেশ দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্ছে; আবার তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। আমি বেহায়া, তাই পায়ে হাতে ধ'রে রয়েছি।

শিখা। বেহায়া খুব বটে! আমি বনে গিয়ে সেধে পেড়ে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ওঁর পুজো কল্লেম. আর উনি বলেন তাড়িয়ে দিচ্ছিলো। ওঁর ভিরকুটি কত? একলা আমায় পেয়ে মন ওঠে না!—আমার এ সখীকে বলেন—বে ক'রবি?—ও সখীকে বলেন—বে ক'রবি?

বিরাগ। ওঁর ফ'করের মার ফ'করে জুট্‌লো. আমি কি ভেসে যাব না কি?

শিখা। তুমি ভাস্‌বে, কত লোককে ভাসাবে!

বিরাগ। তবে চল্লেম?

শিখা। দ্যাখলো দ্যাখ, কে কারে তাড়ায় দেখ!

বারি। শীগ্‌গির এস।

বিরাগ। ভেব না। এ রাজা পরম ধার্ম্মিক, তাতে আবার তোমার শ্বশুরের বন্ধু. যদি টের পান যে. তোমার বিবাহ হয়ে গিয়েছে. তিনি কখনই তাঁর পুত্রের কথা শুন্‌বেন না। বাহারকে আন্‌তে পাল্লে হয়।

বারি। তুমি আমায় নিয়ে যাও, এখানে আমি থাকব না।

বিরাগ। তাই হবে।

[প্রস্থান।

শিখা। আচ্ছা, তুই কি ক'রবি মনে করেছিলি?

বারি। ভেবেছিলুম, জলে ঝাঁপ দেব।

শিখা। জলে আর তোমার কি কর্ত্তো ভাই! তুমি তো শুন্‌তে পাই, পানকৌড়ির মতন উঠতে আর ডুবতে।

বারি। কেন, প্রাণ বার ক'রবার কি উপায় আর পেতুম না? আমি আপনার জন্যে এক তিলও ভাবি নি, ভাবতুম, তার দশা কি কর্‌লুম।

শিখা। সে তোমার সঙ্গে থেকে থেকে বেশ জলের নীচে শুতে শিখেছে।

বারি। যদি দিন পাই, তোমায়ও শেখাব।

শিখা। দিন পেলে বুঝি পুকুরে গুঁজড়ে ধর্‌বে?

বারি। ওলো, আমায় ধর্‌তে হবে না, আপনি গুঁজড়ে পড়বি।

শিখা। তা ঠিক বলেছিস ভাই! গুঁজড়ে পড়েছি!

বারি। আর আমি গা ভাসান দিয়েছি?

শিখা। তা নৈলে তো ভাই আর তোর সঙ্গে দেখা হতো না।

বারি। সে ওষুধ তুমি আপনিই ক'রে রেখেছ. এত ধরাবাঁধা ক'রে দেখা ক'রতে হ'ত না।

শিখা। ধরাবাঁধায় দোষ কি ভাই? তোমার রূপ দেখলে মুনির মন টলে।

উভয়ের গীত

শিখা। দেখলে তোরে টলে মুনির মন
নারী হয়ে ফিরাতে নারি নয়ন;
বারি। নাগর-বাঁধা বিনিয়ে বেণী
দেখনি কি চাঁদবদন?
শিখা। তোর নয়ন হেরে হয় না কে বিভোর?
বারি। সাম্‌নে দেখেছি লো সই,
তোর নয়নের জোর।

শিখা। বলিস্ মিতের কথা তোর?—
সে তো মনোচোর!
বারি। ভাল ক'রে তাই বেঁধেছ
দিয়ে প্রেমের ডোর!
উভয়ে। তোর কথার কানে কে আঁটে—
নয় তুমি যেমন তেমন!
সখিগণ। চল লো চল থামুক লড়াই—
আস্বো লো তখন।

বিমলা। ওলো, আমাদের যাবার সময় হয়েছে।

শিখা। তবে আসি মিতিন?

বারি। এস দিদি, আর যদি দেখা না হয়, এক একবার মনে করিস্, আমি বড় অভাগিনী!

শিখা। বালাই! দেখা হবে না কেন?

বারি। ভাই, যদি না উদ্ধার হ'তে পারি, এ প্রাণ কি রাখ্বো?

শিখা। তুই কিছু ভাবিস্ নি, সতীর কোন ভয় নেই, ভগবান্ রক্ষাকর্ত্তা!

[বারি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বারি। গীত

আশা, তোরে রাখি যতনে।
নিবিড় আঁধারে নহে প্রবোধ কি দিব মনে॥
পলকে প্রলয় মানে, আমা বিনে সে কি জানে,
নয়নজলে ভাসে অভিমানে,
কে আছে বুঝাবে তারে,
আছে কি আমা বিহনে!

বিরাগের প্রবেশ

বিরাগ। এইবার চ'লে এস; আমি দু-বার তিনবার আনা-গোনা ক'রে দেখলুম প্রহরীরা আর কেউ জেগে নেই। কেউ যদি জাগে, আমি ধুপ ধুপ শব্দ কল্লেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জলটুঙি

ক'নে বেশী ফ'ক্‌রে ও চিংকুমারের প্রবেশ

ফ'ক্‌রে। তোড়া মেয়ে সাজালি কেনে?

চিং-কু। তোর রাজকুমারের সঙ্গে বে হবে।

ফ'ক্‌রে। আড়ে ছ্যাঃ! ড়াজকুমাড়ী বে কড়বো!

চিং-কু। না, আগে রাজকুমার তোর কাছে যাবে, তুই তার ক'নে হবি, তার পর তোকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাবে।

ফ'ক্‌রে। আড়ে ছ্যাঃ!

চিং-কু। তবে তোর রাজকুমারী বে হবে না! কাপড় মুড়ি দিয়ে রাজকুমারের সঙ্গে রাজসভায় আস্‌বি! রাজকুমারী তোকে দেখবে আর বে ক'রবে।

ফ'ক্‌রে। ছ্যাঃ! বে ক'ড়বো না! আমড়া চল্লুম। লে ঝোঁট খুলে লে।

চিং-কু। তা হ'লে যে তোরে ফ'ক্‌রে চিন্‌বে, আর তেল ক'রবে।

ফ'ক্‌রে। আমড়া পালাই।

চিং-কু। কোথা পালাবি? ধ'রবে এখনি।

ফ'ক্‌রে। তবে তোড়া ড়াজকুমাড়ীকে পাঠিয়ে দিস্।

চিং-কু। রাজকুমারীই ত রাজকুমার সাজ্‌বে।

ফ'ক্‌রে। ড়াজকুমাড় বড় হবে?

চিং-কু। তোকে পাবার জন্যে আর কি ক'রবে? একবার তুই ক'নে হয়ে রাজসভা থেকে বেরুলেই তোরে অন্দরমহলে নিয়ে যাবে; সেখানে তোর ঝোঁট খুলে দেবে, তার পর রাজকুমারী ক'নে হবে, আর তুই বর হবি! তুই চুপ ক'রে অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকবি।

ফ'ক্‌রে। লাচবো না?

চিং-কু। একলা যখন থাকবি, লাচবি। রাজকুমার এলে আর লাচবিনি, মুড়ি দিয়ে বস্‌বি।

ফ'ক্‌রে। তোড়া যে বল্লি ড়াজকুমাড়ী?

চিং-কু। দেখ, দেখ, তোরে কেমন সেজেছে দেখ!

ফ'ক্‌রে। আড়ে ছ্যা! তোড়া ঝোঁট খুলে লে।

চিং-কু। তবে আমি সেপাই ডাকি? তোকে ধরুক?

ফ'ক্‌রে। না, তোড়া বড় ক'রে দে।

চিং-কু। আচ্ছা, তুই বস্‌গে যা। বরাবর জলটুঙিতে যা। এই রাস্তা দে বরাবর যা, আমি টোপর নিয়ে যাচ্ছি।

ফ'ক্‌রে। বাজনা আনিস্।

চিং-কু। তা আন্‌বো।

ফ'ক্রে। সত্যিকাড় ড়াজকুমাড়ী দিস্। ছ্যাঃ! ড়াজকুমাড় বে ক'ড়বে না, ছ্যাঃ!

চিৎ-কু। তবে যা, ঐ পথে যা।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। আরে! কোন্ রে?

চিৎ-কু। নাচ্ নাচ্ এইবারে!

ফ'ক্রে। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্।

প্রহরী। শ্বশুরা! আওরত বন্‌কে আয়ি!

ফ'ক্রে। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্।

প্রহরী। যাও দাদা, চলা যাও! ভোর রাত ধুপ্ ধুপ্ লাগাই! শ্বশুরা!

[ফক্‌রে ও প্রহরীর প্রস্থান।

সৌরভকুমারের প্রবেশ

সৌরভ। চিৎ! শুন্‌ছি না কি রাজকুমারী পাগল হয়েছে?

চিৎ-কু। সম্ভব। সে সাধ্বী স্ত্রী, স্বামী আছে! যুবরাজ কেন দুরভিসন্ধি ছাড়ুন না? রাজধর্ম্ম সতীর সতীত্বরক্ষণ!

সৌরভ। না, এই রাত্রেই আমি তারে বে ক'রবো। তার ব্রত সাঙ্গ হয়েছে। আমি পুরুৎ ডেকে নিয়ে যাচ্ছি। বে হ'লে ত আর মহারাজ ফেরাতে পারবে না!

চিৎ-কু। তবে যান।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

বাহার, বিরাগ, বারি ও শিখার
নটনটীবেশে প্রবেশ

গীত

কিনেছি সাধের হাটে পাই হে যেন পাই।
কেন হায় হারাই হারাই মনে হয় সদাই॥
প্রাণ মন দিয়ে বিসর্জ্জন, কিনেছি রতন,
আমার মনের মতন ধন,
তাই করি যতন—
এ নিধি মুনির মন হরে
পাছে কেউ হরে, তাই ত ভয় করে,
এসেছি তাইতে হেথা ভরসা পেলে চ'লে যাই॥

রাজার প্রবেশ

রাজা। কি আশ্চর্য্য! দেখ দেখ, আমার কন্যার মত মুখখানি, আর সে দিন যে রাজ-কুমারী জল থেকে উঠেছেন, তাঁর মত অবিকল এ'র চেহারা। তোমাদের কি প্রার্থনা বল।

বারি। মহারাজ! আমার প্রার্থনা, আমার স্বামীকে আমি পাই।

বিরাগ। মহারাজ! আমার প্রার্থনা, আমার পত্নীকে আমি পাই।

রাজা। কে তোমার স্বামী?

বারি। (বাহারকে দেখাইয়া) ইনি আমার স্বামী।

রাজা। তোমার পত্নী কে?

বিরাগ। (শিখাকে দেখাইয়া) ইনি আমার পত্নী।

রাজা। তবে আমার কাছে তোমাদের প্রার্থনা কি?

বারি। মহারাজ! আমাদের গোপনে গন্ধর্ব্ব বিবাহ হয়েছে। মহারাজ! আজ্ঞা করুন, এ বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত।

রাজা। অবশ্যই সঙ্গত।

বারি ও বিরাগ। যে আজ্ঞা মহারাজ!

ধাঙড়কন্যার প্রবেশ

ধা-কন্যা। গীত

ফিরি বনে, মনে নাই কারিকুরি,
কে জানে হান্‌বে মোর বুকে ছুরি।
ফুটেছিনু বনের ফুল হেন,
মোরে ছিঁড়লে কেন,
হই আপনা-হারা, জান্ শুকিয়ে সারা
ক্ষেপা পারা খালি ঘুরি ফিরি॥

রাজা। আজ নাচের পালা দেখ্‌ছি। তোর আবার কি?

ধা-কন্যা। হামার মানুষটা হামায় দে।

রাজা। কে তোর মানুষ?

ধা-কন্যা। যার আংটী হামার আঙ্গুলে।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে যুবরাজের অঙ্গুরী।

ধা-কন্যা। সেইটে হামার মানুষ।

রাজা। যুবরাজকে ডাক।

চিৎ-কু। মহারাজ! তাঁরা সস্ত্রীক আস্‌ছেন।

ফ'ক্‌রের মার প্রবেশ

ফ'ক্‌-মা। কৈ, দাও রাজা! অর্দ্ধেক রাজ্যি দাও! আর ফ'ক্‌রের সঙ্গে তোমার মেয়ের বে দাও! তাদের বেশ ভাব হয়েছে।

রাজা। চিৎকুমার! এ কি?

চিৎ-কু। মহারাজ, আপনি পরম ধার্ম্মিক। আপনার কোন বিপদ্‌ হবে না। আপনার কন্যার যদি মনন হয়ে থাকে ত যোগ্যপাত্রেই হয়েছে।

ফ'ক্‌-মা। হাঁ, তা হয়েছে। আমার ফ'ক্‌রে —সোনার চাঁদ ফক্‌রে!

ফ'ক্‌রে ও সৌরভকুমারের প্রবেশ

ফ'ক্‌রে। এইবার ঝুঁটী খুলি। তোড়া এবাড় ড়াজকুমাড়ী হ। আড়ে ছ্যাঃ! এ যে গোঁপ আছে, আড়ে ছ্যাঃ! এ যে সত্যি ড়াজকুমাড়— ড়াজকুমাড়ী লয়!

রাজা। এ কি রহস্য! যুবরাজ! এ অঙ্গুরী কার?

সৌরভ। ও চুরি করেছে! মৃগয়া কত্তে হারিয়ে গিয়েছিল।

চিৎ-কু। যুবরাজ! মিথ্যা বল্‌বেন না। মনোগত বিবাহ করেন নি সত্য; কিন্তু এ যুবতীকে আপনি আংটী দিয়েছেন—আমার কাছে নিজ মুখে প্রকাশ করেছেন!

বিরাগ। সুন্দরি! তুমি যুবরাজকে চাও, কি এই সাত রাজার ধন মাণিক চাও? এর প্রভাবে সরোবরের নীচে যেতে পারবে সেখানে দেখবে, ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, সমস্ত তোমার হবে। কি তোমার অভিলাষ, বল?

ধা-কন্যা। বাপ্‌কে ডাক।

ধাঙড়ের প্রবেশ

ধাঙড়। লিয়ে লে, ঐ মাণিকটে লিয়ে লে, তোর তো রাজার বেটাটাকে লিয়ে তিনটে বিয়ে হ'ল। আবার একটা দেখে লিবি। লিয়ে লে, মাণিকটা লিয়ে লে।

সৌরভ। মহারাজ! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর শ্রীচরণে কখন আমায় অপরাধী পাবেন না। অধর্ম্ম গোপন থাকে না, চপলতা-বশতঃ আমি বুঝ্‌তে পারিনি।

চিৎ-কু। মহারাজ! ইনি বিদর্ভরাজকুমার, এঁর কৌশলে সাপ মরে, আর ইনি আপনার কন্যা শিখা।

বিরাগ ও শিখা। (প্রণামকরণ)

রাজা। সুখী হও।

চিৎ-কু। মহারাজ! ইনি উজ্জয়িনী-রাজ-কুমার, আর ইনি, যে রাজকুমারী জল থেকে উঠেছেন, সেই রাজকুমারী।

বাহার ও বারি। (প্রণামকরণ)

রাজা। সুখী হও।

ফ'ক্‌রে। ওমা—মা! চল ঘড় যাই চল, ঘড় যাই চল, ছ্যাঃ ছ্যাঃ! সত্যিকাড় ড়াজকুমাড় বে কল্লে। আমার ঝুঁটি বেঁধে দিলে! এবাড় ধুপ্‌ ধুপ্‌ কড়ে লাচবো, আড় তোড় ঘড়েই থাকব।

বাহার। ফ'করের মা! তুমি আমার এই অঙ্গুরী নাও। বৃদ্ধকালে আর অধর্ম্মে মতি ক'রো না। এর মূল্যে যাবজ্জীবন সুখে থাকতে পারবে।

সখিগণের প্রবেশ

গীত

ফুরুল রূপকথাটি মুড়ল নোটে।
হাততালি দে 'ভাল ভাল' বল একচোটে॥
দিও না ব্যথা, রেখ হে কথা,
মুড়িয়েছে নোটে, যেন মুড়িও না মাথা,
রোজ ভাল বল, আজ পাছে ভোল,
ভাল ব'লে যাও ঘরে যাও, দেখবে ঘর আলো,
ছাড়ব না, না বল্লে ভাল, পেয়েছি আপন কোটে॥

যবনিকা পতন

পারস্য-প্রসূন বা পারিসানা

[গীতিনাট্য]

(২৭শে ভাদ্র, ১৩০৪ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

হারুণ-অল্-রসিদ (বোগদাদের খালীফ)। জাফের (খালীফের মন্ত্রী)। সুলতান মহম্মদ (বসোরার নবাব)। এল্‌ফদল্ (বড় উজীর)। নুরুদ্দিন (এল্‌ফদলের পুত্র)। এল্‌মোইন্ (ছোট উজীর)। সেন্‌জারা (নবাবের পারিষদ)। ইব্রাহিম (উপবন-রক্ষক)। দালালগণ, ইয়ারগণ, সভাসদ্‌গণ, রক্ষকগণ ও জেলে ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

পারিসানা (পারস্যদেশীয় দাসবালিকা, পারস্য-প্রসূন)। আর্‌সা (এল্‌ফদলের স্ত্রী, নুরুদ্দিনের মাতা)। এন্‌সানি (এল্‌মোইনের স্ত্রী)। বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ, পরিচারিকা, জেলেনী ও সখিগণ ইত্যাদি।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাংক

বসোরা—গোলাম-বাজার

বাঁদীগণ ও দালালগণ

সকলে। গীত

নয়া নয়া চাঁদের হাট,
নয়া সুরৎ নয়া ঠাট।

১ দালাল ও বাঁদীদ্বয়।

ছিল সেওড়া গাছে,
নাকের বিচে বজ্‌রা চলেছে,
যে দেখেছে সে তোবা বলেছে—
গাঁ ছেড়েছে তাল্লাক দিয়ে,
পালিয়ে গেছে পেরিয়ে মাঠ॥

২ দালাল ও বাঁদীদ্বয়।

ঘোর যুবতী খুপ্‌সুরতী,
তাকিয়ে যেন মাজা,—
চ্যাপ্‌টামুখী চাঁদবদনী,
কোলা বেঙের ধাঁজা,
গমকে গোঁ ভরে যায়,
শানের মেঝে ধরে ফাট॥

৩ দালাল ও বাঁদীদ্বয়।

গো-ভাগাড়ে, ঘুমিয়েছিল বটগাছের ডালে,
দু'টি গাল উলেছে খালে,—
দেখ্‌লে হকিম তক্কা ছাড়ে,
হুমড়ি খেয়ে পড়ে লাট॥

৪ দালাল ও বাঁদীদ্বয়।

পগার পারে ঝোপের ভিতর ছিল বিরলে,
খাম্‌কা এসেছে চ'লে,—
গরবিনী গোবর-গাদা
জুটেছে তাই মিল্‌লো সাট॥

এল্‌ফদলের প্রবেশ

১ দা। আরে আইসেন, সাহেব আইসেন,
এই পিঁড়ি পেইতে বইসেন।

২ দা। আরে মৎ বৈসো ওস্কা পাশ,
ওরা তোমায় চিজ্ দেহাতে পার্‌বে?

৩ দা। আরে নে নে,—ফজর্ সাম্,
তুই কর্‌তেছিস্ কুলীর কাম্।

২ দা। ওডা চিজ্ কনে পাবে,
তোমায় ঘুরায়ে ঘুরায়ে সার্‌বে।

৪ দা। হামার এই কাম, গোলাম আলি নাম,
খাতা—লিছু আর গোলাপজাম।
চাও যদি খুপ্ সুরতী ঠাম, ফেল দাম।
দিল ঠান্ডা ক'রে, হাত ধ'রে নে ঘরে যান।
আর যদি রন্দী চিজ্ চাও,
ওনাদের কাছে যাও।

এল্‌ফদল্। আরে সম্‌জো হাল,
মাংতা আচ্ছা মাল,
হাম্ নেমক্ হালাল;
নবাবকো কাম্‌মে ম্যায় আয়া।
ম্যায়তো বড়া উজীর, দোয়া করে পীর,
তো মিল্ যায় জায়গির।

আচ্ছা বাঁদীকি দর্ কেয়া?
দর বাৎলাও, চিজ্ দেখলাও
জল্দি কর, মৎ ডর,
কই আচ্ছা মাল লাও?

৪ দা। খোদা-কশম,—খোদা-কশম,
চিজ্ দেহেই হবা জখম।

৫ দা। সিরাজসে লায়া বাঁদী,
সুরৎ ক্যায়সা,—য্যায়সা বাদ্সাজাদী!
লেন্যা আমীরকা কাম, যো ছোড়ো ইনাম্;
মুলুক্ ঢুঁড়ো তামাম্,—সুবে সাম,
নেহি মিলেগা য়্যায়সা ঠাম,
গুল্‌কা রং—গুল্‌কা ঢং।

এল্ফদল্। ম্যায় মুলেগা, করেগা নবাব সাদি।

৪ দা। আরে মৎ যাও, খোদা-কশম,
মাল বড়া রদ্দী,
নেহি উর্দি, ধরা সর্দ্দি,
খোদা-কশম্ চিজ্ বহুৎ রদ্দী।

পারিসানার গীত

যো লেওয়ে, সো পাওয়ে, দিল মেরি নেহি।
দোর্দি সহি, বেদর্দি সহি॥
মস্গুল্ হোকে, কই কদর্‌সে গুল্‌কো দেখে,
ছাতিপর উঠায় রাখে,
জমিন্‌মে তোড়কে ফেঁকে,
গুল্ ওয়সে রহে, যো য্যায়সা রাখে,
মুঝে য্যায়সি রাখো, ম্যায় ঐসি রহি॥

এলফ্দল্। আরে তোফা—তোফা—তোফা!
কহ সাফা,
ইস্কি ক্যা দর?
মেরা লাগা নজর্।

৫ দা। ম্যায় ঠিক নেহি, মেরে একই দর,
লাখ রুপেয়া ফেকো,—লে চল ঘর।

এলফ্দল্। আরে কেয়া হ্যায়,
ঠিক্ বোলো যিস্‌মে দেগা।

৫ দা। আরে খোদা-কশম্—খোদা-কশম্,
কম্‌তি নেহি লেগা।

এল্ফদল্। দেতা হাজার রুপেয়া—চিজ্
লেয়াও।

৫ দা। খোদা-কশম্, বাৎ না উঠাও।
দিল্ তোড়্‌কে,
দেতা দশ হাজার ছোড়্‌কে
লে আও হাজার আশী,
কম্‌তি কহতো গলেমে লাগাও ফাঁসী!

এল্ফদল্। আরে লেও লেও চার হাজার।

৫ দা। আরে খোদা-কশম্—খোদা-কশম্,
শুননে সে আওয়ে বোখার!
তোমারা খাতির্‌সে
ছোড়ে ফের দশ হাজার;
সোত্তর লেয়াও?

এল্ফদল্। আরে, যাও যাও যাও,
দিল্‌লাগি কাহে উঠাও,
দেতা আউর এক—

৫ দা। খোদা-কশম্—খোদা-কশম্,
আপ্‌তো মালেক;
খাতির্‌সে ছোড়্‌তা ফের দশ
হুয়া ষাট্—ব্যস্।

এল্ফদল্। আরে শুন্ মেরা বাত,
হাম্ বড়া উজীর,
নবাব কিয়া হুকুম জাহির,
ছোটা উজীর কেৎনা কিয়া,
নবাব উস্‌কা বাৎ নেহি লিয়া;
হাম্‌কো হুকুম দিয়া,
লেয়াও আচ্ছা বাঁদী,
হাম্ করেগা সাদি
তোম্ বেচো, লেও আট হাজার,
নেহিতো হোগা গুণাগার।

৫ দা। খোদা-কশম্—খোদা-কশম্,
নে দেও আউর দোহাজার,
ইস্‌মে লাফা-কেয়া,
ইস্কি পিছে যো খর্চা কিয়া,—
সো বাতায়া,
দেখ্‌কে নবাব খুসি হোগা,
আপ্‌কে ইনাম দেগা।
তব্ হামারা বাৎ ইয়াদ হোগা।
ঘরমে লে যাও,
বহুত হায়রাণ হ্যায়, থোড়া তদ্বির লাগাও;
ধো-ধাকে নয়া পোষাক দেকে তর্ বানাও,
তব্ নবাবকো পাশ্ লে যাও।
আপ্ য্যায়সা বড়া উজীর,
মিলেগা ত্যায়সা বড়া জায়গির।

সেলাম

এল্‌ফদল্‌। আচ্ছা বাঁদী!
হোতা মেরা লেড়্‌কাসে সাদি।
[পারিসানাকে লইয়া প্রস্থান।

বাঁদীগণ। গীত

আমরা বিকোবো আর হাটে।
এখন চর্‌বো ধাপার মাঠে॥
আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা খাবো পানি উলে মেটে ঘাটে॥
শুন্‌ লো সজনি, সাম্‌নে আঁধার রজনী,
বুঝ্‌বো তেমাথা পথে, কর্‌বো কুঁদুনী
সখের ছাঁদুনী, ধর্‌বো কাঁদুনী,
হয় যদি তায় হোক খুনোখুনি;
সই লো সব সাম্‌লে থাকিস্‌,
কেউ যেন না পথ হাঁটে॥
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এল্‌ফদলের বাটীর একটি কক্ষ

পারিসানা

পারি। গীত

তোরে করি লো মানা,
ফুটো না ফুটো না কলি, পাবে বেদনা।
যে পাবে সে তুলে নেবে,
অযতনে শুকাইবে,
প'ড়ে রবে ধুলায় নীরবে;
কলিকা জান না, কেউ তো কদর জানে না॥
নিয়ে যাবে হাট-বাজারে,
বেচ্‌বে তোরে যারে তারে,
সৌরভে সে ভুলাবে কারে;
তা'ই বলি লো কমল-কলি,
যাতনা প্রাণে সবে না॥

সখীগণের প্রবেশ

সখিগণ। গীত

অযতনে ছিল এ রতন।
মরি হায় বুক ফেটে যায় দেখ্‌লে চাঁদবদন।
মেখে ফুলের রেণু চাঁদের কিরণে,
নয়ন দুটি এঁকেছে ধ্যানে,
এলোকেশে বেশ করেছে—
পাতায় ঢাকা ফুল যেমন।
মরি, নারী হেরে মজে নারীর মন॥

আর্‌সার প্রবেশ

আর্‌সা। এনেছি যতনে, যতনে রাখিব,
ভেব না গো বিনোদিনি!
রমণীর মণি তুমি মা আমার,
নৃপশিরবিলাসিনী।
রমণী-রতন সাধ নবাবের,
উজীরে কহিল ডাকি,
রূপগুণযুতা অতুলনা নারী,
পাইলে যতনে রাখি।
নবাবের সাধ পুরাতে, তোমারে
আনিয়াছে স্বামী মম,
প্রধানা বেগম হবি আদরিণী—
কেহ নাহি হবে সম।
থেকো সাবধানে শুন আমোদিনি—
রাণী হবে রেখো মনে,
কুমার আমার চঞ্চল-স্বভাব
না মিশে তোমার সনে।
মধুর সম্ভাষে ভুলায় রমণী,
কত মত জানে ছলা,
রেখো নিজ মান, ভুল না ভুল না,
মজো না সরলা বালা।

পারি। রাখিবে যেমন রবো সেইমত,
নাহি প্রাণ-মন-সাধ,
থাকি যার কাছে তারি মনে মন,
সাধ সনে মম বাদ।
স্মৃতির উদয় যেই দিন হ'তে,
পরের সে দিন জানি,
পর-প্রীতি হেতু ফুটে ফুল-কলি,
ফুল নহে অভিমানী।
সোহাগ-বিরাগ নাহি ঠাকুরাণি,
অধীনী আপনহারা,
পর আপনার কেবা আছে আর,
সম এ জীবন-ধারা।

আর্‌সা। ছি ছি মা অমন কথা,
আর বলো না আর বলো না,
আজ বাদে কাল বেগম হবে,
তোর সনে বল্‌ কার তুলনা?
মনের মতন সাজিয়ে তোরে,
পাঠিয়ে দিব সভার মাঝে,
তুল্‌বি বদন, নয়না-ছুরি,
বাদ্‌সার যেন বুকে বাজে।

যতনে সিংহাসনে,
বুকে ক'রে তুল্‌বে যবে,
কথা কি সর্‌বে মুখে,
মুখ পানে তোর চেয়ে রবে।
হেসে হেসে মধুর ভাষে
যখন দু'টি কথা কবি,
সোহাগে ফুট্‌বে হৃদয়,
হৃদ্‌-মাঝে তোর বস্‌বে ছবি।
প্রাণ মন তোরে স'পে,
ভুল্‌বে সদাই তোর কথাতে,
কিবা তোর থাক্‌বে বাকি
নবাব যখন পাবি হাতে।
এখানে থাক্‌ না দু'দিন
খাওয়াই দাওয়াই আদর ক'রে,
কে জানে, তুই মা আমার
মন সরে না দিতে পরে।
যা হবার হবে পরে,
কার বা মেয়ে থাকে বশে,
নবাবের মাথার মণি,
রাখ্‌বো ঘরে কি সাহসে।
রাজ-মহলে রাজ-আদরে,
তুই তো আমায় যাবি ভুলে,
মোহিনী ছবিখানি,
আমি হৃদে রাখ্‌বো তুলে।
সে তখন যা হয় হবে,
ভুলিস্‌ নে মা, কারুর কথায়,
হ'ও না আপন-হারা,
বাজ পেতে নিও না মাথায়।
আছিস্‌ তোরা মানা করিস্‌,
নুরুদ্দিনকে কাছে যেতে,
দুষ্ট ছেলে দেখ্‌তে পেলে,
তখনি সে উঠ্‌বে মেতে।
[প্রস্থান।

সখিগণ। চল চল লুকোও ঘরে
এল ব'লে পাচ্ছি সাড়া,
হ'লে পরে চ'খে চ'খে,
ভার হবে লো তারে ছাড়া।
জহর যেমন তোর আঁখিতে
তেমনি আঁখি জহর-ভরা,
বদন তুলে চাইলে পরে
হয় লো নারী জ্যান্তে মরা।
যেমন তোমার মধুর হাসি,
তারও হাসি মধু ঢালে,
চতুরা কে রমণী,
কথাতে না পড়ে জালে।
সমানে বাধ্‌লে সমর,
হানাহানি হবে নানা,
রণে আর কাজ কি ম্যানে,
থেকো না লো করি মানা।
[সখীগণের প্রস্থান।

নুরুদ্দিনের গান করিতে করিতে প্রবেশ

গীত

মনের মতন রতন যদি পাই।
বুকের নিধি বুকে নিয়ে উধাও হয়ে যাই॥
আমার ব'লে ডাকে সে আমায়,
আবেশে মুখের পানে চায়,
হয়ে তার প্রেম-ভিখারী বিকিয়ে থাকি পায়;
আমার ফুট্‌লো কলি হৃদ্‌-মাঝারে,
আদরে বসাবো কারে,
মন নিয়ে যে মন দিতে চায়,
মনের মতন কেউ তো নাই॥

ধ্যানে বুঝি মন, করে দরশন,
এ রতন মনোময়ী,
না জেনে বাসনা, করিত কামনা,
মোহিনী মানস-জয়ী।
মানব-মানসে, অধর-সরসে,
ধ্যানে হেরিবারে নারে,
ছবি প্রাণ মাখা, প্রাণে রহে ঢাকা,
প্রাণ সদা খোঁজে যারে।
নারী অতুলনা, বদন তোল না,
বারেক চাহ না ফিরে,
দেখিব নয়ন, করিব যতন,
রাখিব হৃদয় চিরে।
দেহ পরিচয়, জুড়াও হৃদয়,
শুনি প্রেমময় বাণী,
জন-বিনোদিনী, মন-বিকাশিনী,
আমোদিনী প্রেম-রাণী।

পারি। থেকো না আমার সনে,
কইতে কথা আছে মানা,
পণে কেনে পণে বেচে
প্রেম তো আমার নাইকো জানা।
গড়েছে নারীর মতন,
প্রাণ তো আমার তাড়িয়ে দেছে,

ফুটেছি শুকিয়ে যাবো,
পরের তরে আছি বেঁচে।
মন দিয়ে মন নিতে নারি,
নারীর গঠন নই তো নারী,
ভেসে যাই ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
যে তুলে নেয় হই তো তারি।

নুরু। হৃদয়ে নিছি তুলে,
আর যেও না কারু কাছে,
ধর প্রাণ—যতন কর,
ফির্‌বে তোমার পাছে পাছে।
প্রাণ নিয়ে প্রাণ খুঁজে দেখো,
খুঁজে পেলে আমায় দিও,
আমার আর নই তো আমি,
যা আছে তা তুমি নিও।

সখিগণের গান করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ

গীত

ফুটেছে কমল-কলি,
আপনি এসে জুটলো অলি।
সে কেন শুন্‌বে মানা মিছে কেন বলাবলি॥
গোপনে কমল বিকাশে,
মনে মনে মন জেনে তাই ভ্রমরা আসে,
যারে যে ভালবাসে, সে যায় তার পাশে;
জেন লো প্রেম যেখানে সেখানে ঢলাঢলি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

এল্‌ফদলের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

আর্‌সার প্রবেশ

আর্‌সা। এ কি অনাবৃষ্টি,
গায়ে হচ্ছে অগ্নিবৃষ্টি,
এমন গুষ্ঠীছাড়া ছেলে কি আর হবে!
যেটি মানা কর্‌বে,
সেটি আগে ধর্‌বে,
বারে বারে মিন্‌সে কত সবে।
মেনে পীর,
হয়েছে বড় উজীর,
তাইতো তাকে নবাব হুকুম দিলে;
আন্‌লে বাঁদী,
নবাব কর্‌বে সাদি,
হতচ্ছাড়া ছোঁড়া তারে নিলে!
চারিদিকে দুষ্‌মন,
ছোট উজীর নয় যেমন তেমন,
নবাবকে কি আর বল্‌তে বাকি কর্‌বে।
পড়্‌লে নবাবের রাগে,
জল খায় গোরু বাঘে,
সব্বাইকে মেরে ছোঁড়া মর্‌বে।

এল্‌ফদলের প্রবেশ

এল্‌ফদল্‌। কোথায় গেল নোরো ছোঁড়া,
লাগাবো বিশ কোড়া,
এ বাৎ কি থোড়া সমুজ্‌ কর্‌ছে!
নবাবের বাঁদী আন্‌লুম ঘরে,
ছোঁড়া কি না তারে ধরে!
আমার কোতল, গিন্নী টেনা পর্‌ছে!
দেখ, ছোঁড়ার করি কি হাল,
ঝাড়ি গায়ের ঝাল,
রক্তে আমার আগুন জেবলে দিলে;
কোথা ইনাম্‌ পাবো,
তা নয় কোতল হবো!
কুটকুটে ওল ভাতে দিয়ে খেলে!
দেখ বক্ত,
কাম্‌টা হলো ভারি শক্ত,
ফোক্ত যদি নবাবের কাণে উঠে;
ওঠে পাঠ,
মোকাম হয় মাঠ,
আর জল্লাদের হাতে উজিরি যায় ছুটে!
ধর—দে তাড়া,
ওই পালায় ছোঁড়া,
আর আন্‌ তো সেই ছুঁড়ীকে,
তার সমুঝ্‌ করি থোড়া?

পারিসানা ও সখিগণের প্রবেশ

সখিগণ। গীত

হ'লে হায় চ'খে চ'খে
আর কি থাকে মন বিকুলো।
বাধা কি সাধে মানে
প্রাণে প্রাণে মিলে গেল॥
নিত্যি তো হচ্ছে এমন,
মনের ফাঁদে পড়ে লো মন,
মন খুঁজে নেয় তার মনের মতন;
চলে মন মনের স্রোতে,

বাধা কে হায় দেবে তাতে,
বিধির লিখন হয় যেমন হলো।
দুজনে কোথায় ছিল,
কোথা থেকে কোথায় এলো॥

এল্‌ফদল্‌। তবে রে বেটী রদী, বাঁদীর বাঁদী!
বাদশাই তক্ত কি তোর বরাতে মেলে!
এনে ঘরে পড়্‌লেম বিষম ফেরে,
গুষ্ঠীসুদ্ধর মাথা বেটী খেলে!
বেহায়ী শুন্‌লিনে মানা,
সাম্‌নে সোণা—হলি কাণা;
হীরে ফেলে ওড়নায় কাচ বাঁধ্‌লি
ওলো সয়তানী, ছিল কি দুষ্‌মনী,
গস্তানি তুই খুব বেইমানী সাধ্‌লি।
বল বেটী,
নয় মাথায় দেবো তিন চাঁটি,
মাথা খেয়ে কি দেখে তুই ভুল্লি!
সমুঝ্‌ কর্‌লিনে তিল,
গলায় বেঁধে শিল,
দরিয়ার বিচে খামকা গে উল্লি!

পারি। গীত

প্রেম-সাধ নাহি পরশে,—
পরের ইঙ্গিতে ফিরি, নহি তো আপন বশে॥
কিশোরে সয়ে বেদনা, প্রাণ মম অবেদনা,
অতি বেদনায় প্রাণ ব্যথা জানে না;
বাসনা কামনা মানা, প্রাণ কিসে প্রেমে রসে॥
কি দোষ বল মা মম, পাষাণ-পুতলি সম,
মতিহীনা গতিহীনা—জীবন বহে অবশে॥

আর্‌সা। তবে রে বেটী—তবে রে,
শেষে তোর কি হবে রে,
এই বয়সে এত ঝুটো কথা!
বেটা আমার খুপ্‌সুরৎ
তোর দিলেগে লাগ্‌লো জোৎ,
তাইতে ওৎ ক'রে লো খেলি আমার মাথা!
বল দেখি সাচ্চা বাৎ,
আমার বেটাকে তোর চায় না আঁৎ,
আমার সাথে বুরা বাৎ ক'স্‌নে,
যা হবার হয়ে গেছে,
পাকা ফল ফল্‌বে না কেঁচে,
ঝুট্‌ মুট্‌ আর গুনাগারি হ'স্‌ নে।

সখিগণ। গীত

সরোবর—বুক পেতে ধরে,—
নিয়ে বুকে চাঁদের ছবি জল আলো করে॥
ধীর পবনে উঠে কত ঢেউ,
সে কি হায় গুণ্‌তে পারে কেউ,
চাঁদ মেখে গায়,
ঢেউ ভেসে যায় সোহাগের ভরে॥
সাজে সই, চাঁদের হারে,
চাঁদ কেন তার হৃদাগারে,
যদি সুধাও তারে বল্‌তে সে নারে,—
সে জানে রূপের কদর,
রূপ হেরে যার মন হরে॥

এল্‌ফদল্‌। যা তোরা যা, পেয়েছি যে ঘা,
মাগী মিন্‌সেয় বোসে খানিক সাম্‌লাই,
কোত্থেকে আনলুম বালাই!
কোত্থেকে আন্‌লুম বালাই!
[সখিগণ ও পারিসানার প্রস্থান।
শোন গিন্নি, পীরকে দিয়ে সিন্নি,
মনে মনে যা জানি তা করি।

আর্‌সা। আমারও হচ্ছে আঁচ,
ভাবছি সাত পাঁচ,

এল্‌ফদল্‌। তোমার তো নাই কেউ,
বুঝ্‌তে নারি—কোন্‌ সড়ক্‌ এখন ধরি।
একটি মনের মতন হয় বউ,
ক্ষতি কি তায়, রাখবো কথা চেপে।
বড় একটা হয় নি গোল,
কে বল বাজাবে ঢোল,
কেউ গোল করে তো টাকা দেবো মেপে।

আর্‌সা। ছোট উজীর সয়তানের সেরা!

এল্‌ফদল্‌। কিসে পাবে এন্দারা—
চুপি চুপি লেড়কার দেবো সাদি;
যদি নবাব পুছ করে, বল্‌ব দেখ্‌ছি ঘুরে,
এখনও পাইনে ভাল বাঁদী।

আর্‌সা। তবে আছে একটা বাৎ,
বুঝ্‌ কর তোমার লেড়কার সাত,
বাঁদীর সাথে সাদি যদি না করে?

এল্‌ফদল্‌। সাদি কর্‌বে না, ধর্‌ব গর্দ্দানা,
বুকে হাঁটু দেবো, যায় ভেড়ো যাক্‌ ম'রে।

আর্‌সা। তুমি খুব শাসাবে,
যখন আক্কেল পাবে,

আমি ছাড়িয়ে দেবো,
যদি বাঁদী করে সাদি
তা আগে বাত্‌লে নেবো।

নূরুদ্দিনের প্রবেশ

এল্‌ফদল্‌। বেশ সাবাস্‌,
বেটা কোথায় যাস্‌?
এখুনি করবো খুনোখুনি।
তোর বেইমানী আগাগোড়া জানি,
দাঁড়া কিলিয়ে তুলো ধুনি। (প্রহার)
নূরু। বাবা বাবা, তোবা তোবা,
আর মেরো না জান বেরুবে।
এল্‌ফদল্‌। তবে রে বেটা,—নচ্ছার বেটা,
তবে রে বেটা—তবে,—
আর্‌সা। কেন আর হও হায়রাণ,
দাও ছাড়ান;
দাও বেটার এই বাঁদীর সাথে সাদি।
নূরু। বাহবা, বাহবা,—তুমি আচ্ছা বাবা,
কি বল্‌বো মা. সাদি দাও যদি,
দেব কাজ-কর্ম্মে মন
রোজগার কর্‌বো কাঁড়ি কাঁড়ি ধন,
দেখ দেখি বেচাল আর কি পাবে।
এল্‌ফদল্‌। আমি দিই সাদি,
তার পর বউ নে ঘরে ব'সে কাঁদি!
বউ ফেলে জুয়া খেল্‌তে যাবে।
নূরু। আমি দিয়েছি তাল্লাক্‌,
জুয়া খেলে হয়েছি হাল্লাক,
বদ্‌খেয়ালি আর কি মিঞা করে,
আবার—ফের—হয়েছে ঢের,
চোরাটির মতন ব'সে থাক্‌বো ঘরে।
আর্‌সা। তবে বাঁদীকে ডাকি?
নূরু। সত্যি নাকি!—সত্যি নাকি!
আজিই সাদি দেবা,
এরেই বলি মা. আর এরেই বলি বাবা।

পারিসানা ও সখিগণের প্রবেশ

এল্‌ফদল্‌ ও আর্‌সা।

গীত

ঝুম্‌কে ঝুম্‌কে আয়ি।
আজি জান্‌কা জান্‌ তুঝে বিলায়ি॥
দেখ যতনসে রতন লিও,
নেহিতো ঘুমায়ে দিও,
বেদরদী না হোনা বুরা কিও;
নেহি বাৎকি, চিজ আঁৎকি,
দুখমে সুখ্‌মে এ রতন সাৎকি,
এ কলিজা কি রোসেন হো তুঝে বাতায়ি॥

সখিগণ। গীত

প্রেমে সই, মানা কি মানে।
যেখানে মন টানে তার সে তো তা জানে।
রূপে সই মন মজে না,
যে বলে সে মন বোঝে না,
ভাসতে সদা রূপ-সাগরে মনের বাসনা,
খেলে প্রেম রূপ-লহরে,
রূপের টানে প্রাণ টানে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নূরুদ্দিনের বাটী—নাচঘর

নূরুদ্দিন ও ইয়ার

ইয়ার। তুমি জান না, এ দুনিয়া, হেথা কেউ কারুর না। তবে কি জান, দিনকতক যা আমোদ ক'রে নিতে পার; বোঝ না, বাপ মা কার চিরদিন থাকে; কেন সারা হও শোকে; আমোদ কর, মজা মার, কি হবে কেঁদে কেটে; কবর থেকে বাপ মা কি আস্‌বে? কেন রাত-দিনই ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ কর,—আহ্লাদ-আমোদ কর, দান-ধ্যান কর, দশজনে ভাল বল্‌বে,—ভালবাস্‌বে!
নূরু। কি জান ইয়ার,
কর্‌তো ভারি পিয়ার,
বাপ মার ধার এ জন্মে কি শোধ যাবে!
কি জান, প্রাণ বোঝান দায়,
সদাই করে হায় হায়!
দিন যাক, সবই সবে,—সবই সবে।
ইয়ার। আরে নাও নাও এস,
চেপে গদীতে বসো,
প্রাণ ভরে খানিক গান শোন;
শুন্‌লে গান,—তাজা হবে জান,
গলা যেন তলোয়ারখান;
মিছে কান্নাকাটি কেন?

এনেছি গুল সরাব,
পিয়ে যা বাদ্‌সা জনাব;
সরাব ঢাল, আমিরী চাল্ চাল,
র'সো আমি সব নিয়ে আসি।

[ইয়ারের **প্রস্থান**।

নুরু। আচ্ছা, ডাকি আমার জানিকে;
সেও ত কাঁদে কাটে, একলা থাকে,—
মিছে নয়, কার কে,—
আমোদ করি দুজনে জম্‌কে ব'সে।
ও জানি,—ও মণি!
এস, একটু সরাব্ টানি;
কি হানি,
টাকা-কড়ির তো অভাব নাই,
এস, মজা ওড়াই।

পারিসানার প্রবেশ

পারি। বেশ বেশ, এস আমোদ করি দু'জনে।
নুরু। না—না, ইয়ার বক্‌সি নে।
পারি। তবেই হয়েছে,
যা আছে তা ফুঁক্‌বে দু'দিনে!
নুরু। আরে নে নে, আর হাড় জ্বালাস্ নে,
আমোদ করি আয়।
পারি। আচ্ছা, যা বল তাই, শুন্‌বে না ত,
আর কাজ কি কথায়।

স্ত্রী-পুরুষগণের প্রবেশ

সকলে। গীত

ঝন ঝণ বাজে পায়েলা।
হেলা দোলা পিয়ারা মিল্‌কে খেলা॥
সুরখ পিয়ারা চলে, সুরখ আঁখি ঢুলে,
পিয়ালা পি লেও বোলে;
রোসেন রাতি, কিয়ে রোসেন ছাতি,
রোসেন কি লহর চলে, দিল্ কি আসক্ মিলে,
রোসেন কা হরদম মেলা॥

নুরু। আও জান্, ক্যা তোমারা নাম?
চক্‌কা মোকান তোম্‌কো দিয়া!
আও পিয়ারি,
মেরা বড়া বাগিচা তোমারি,
দিল্‌কো চায়েন তোম কিয়া।
আও বিবি আও,
দোস্‌রা কাম্‌রেমে যাও,
বহুৎ হ্যায় মাল খাজানা,
লে লেও যেত্তা খুসি, ওস্কা ক্যা ঠিকানা।
আও জান্ হীরা, দেখো আংগুঠীকি হীরা,
তোমারি কিরা,—
বেচ্‌নেসে মুলুক মিলে;
লে লে তোমকো দেতা হ্যায় লে—
মেরা বহুৎ হ্যায় মুলুক মোকান,
শোন মেরি জান্,—মেরি জান্—
যো পসন্দ্ সো লেও,
পিয়ারি! মুঝে সরাব্ দেও।

সকলে। গীত

তারারা তারারা প্রাণ কেমন করে।
তোরি তরে, এস হৃদয় পরে॥
তারারা তারারা বদন তোল,
হেসে দু'টো কথা বল,
তারারা তারারা ছাড় ছলা, এস ধর গলা,
তারারা নয়নে প্রাণ নে'ছ হ'রে।
তারারা স'পেছি প্রাণ তোরই করে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাবের দরবার

সুলতান মহম্মদ, এল্‌মোইন ও সেনজারা

মহ। কোন ব্যাটা একটা বাঁদী আন্‌তে পার্‌লে না! কেউ কচ্ছেন দেওয়ানি—কেউ কচ্ছেন উজিরি।

সেন। আ মরি মরি! আহা, নবাবের যৌবন থাক্‌তে থাক্‌তে কেউ একটা বাঁদী এনে দিলে না গা? তা নবাব যে আমায় বলেন না;—সে দিন একটি তোফা বাঁদী হাতে এসে-ছিল,—মুখখানি যেন কাঁসী, নাকটি যেন আল্‌থরণ বাঁশী, ভেট্‌কী মাছের মতন হাঁ, আর বুনো ময়ূরের মতন রা; কি বল্‌বো রঙের কথা, যেন কচি সজ্‌নেপাতা, হাত দু'খানি যেন হাতা, চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, যেন মাথায় ধরেছে ব্যাঙের ছাতা; যদি চালালে ঠ্যাং, যেন মাদোয়ান ছাড়্‌লে ল্যাং, আর পা মুড়ে বসলো যেন পাথুরে কোলা ব্যাং। গায়ে লাগে না কাতুকুতু, খালি খায় ছোলার ছাতু;

ঘেঁটু ফুল দে সেজে আর হাটে বসেছিল, হাজার টাকায় বিকিয়ে গেল।

মহ। নে ব্যাটা মস্করা রাখ্!

সেন। আর একটি বাঁদী দেখেছিলাম আজ বৈকালে; সাতটি কোলের ছেলে ফেলে হাটে এসেছে, রূপের চটকে যেন আটচালা ছেয়েচে; দেহ যেন তাকিয়া, যে দেখে, তার ছোটে হায়া, ঘুচে যায় নাওয়া খাওয়া।

মহ। হ্যাঁ উজীর, তুমি কি কর্‌লে?

এল্। তা আমার অপরাধ কি জনাব, আপনি এল্‌ফদলের উপর ভার দিলেন, সে বড় উজীর; আমি কিন্তু তখনই বলেছিলাম যে, জনাব, ওর কাম নয়; সে আজ আনি কাল আনি ক'রে শিঙ্গে ফুঁক্‌লে।

সেন। ভয় কি, তুমিও আজ আনি কাল আনি ক'রে শিঙ্গে ফুঁক্‌বে।

মহ। শোন উজীর, আমার সাফ কথা, আমি বাঁদীর জন্য মন-মরা হয়ে রয়েছি।

সেন। নবাব মন-মরা হয়ে রয়েছেন?

মহ। হ্যাঁ, মন-মরা হয়ে রয়েছি, একটা বাঁদী হয়।

সেন। হ্যাঁ, একটা বাঁদী হয়।

মহ। হ'লো কাছে বস্‌লো, গায় একটু হাত বুলুলে।

সেন। হ'লো দাড়ী কুলুলে, পাকা দাড়ী দুটো তুল্‌লে।

মহ। হ'লো মুখ মুছালো—খাইয়ে দিলে।

সেন। হ'লো বুড়ো হাব্‌ড়া ম'লে, খানিক চোখ রগ্‌ড়ে কাঁদ্‌লে।

মহ। তবে রে বেটা, তোর যত বড় মুখ, তত কড় কথা, আমি মর্‌বো!

সেন। বালাই, আপনি কি বুড়ো, আপনার কাঁচ যৌবন, বাঁদী সাদি কর্‌বেন দেড় পণ।

মহ। হ্যাঁ হ্যাঁ—হ'লো একটা গাইলে।

সেন। হ'লো দুটো ঠোনা দিলে দু'গালে।

মহ। হ'লো হেসে দুটো মিঠে বাত বল্‌লে।

সেন। হ'লো কাম্‌ড়ে নিলে, নয় আঁচড়ে দিলে।

মহ। তবে রে বেটা!

সেন। কাম্‌ড়ালে আমায়।

মহ। তোরে কাম্‌ড়াবে কেন?

সেন। তবে মাটী কাম্‌ড়ে পড়্‌লো।

মহ। হ'লো দুটো ফুল তুল্‌লে।

সেন। হ'লো ইঁদুর ধর্‌লে—ছুঁচো মার্‌লে।

মহ। ইঁদুর ধর্‌লে কি রে বেটা?

সেন। সে কি ধর্‌বে, ধর্‌বে তার কেলে বেরালে।

মহ। কেলে বেরাল কি রে বেটা?

সেন। তা বল্‌ছি জনাব, গর্দ্দানাই নাও আর শূলেই দাও, বাঁদী যেই মহলে আস্‌বে, দুটো ধেড়ে বেরাল পুষ্‌বে, দুটোতে দোর চেপে বস্‌বে; যে কাছে আস্‌বে, দুই থাবা লাগাবে।

মহ। উজীর, শোন, যদি ভালাই চাও তো বাঁদী কিনে আন, নইলে উজিরি কেড়ে নেবো, দূর ক'রে দেবো।

সেন। হাটে বাজারে নেও খবর,
বাঁদী আন্‌বে খুব জবর,—
যেন খোদার খাসী,
যেন তার থাকে মাসী,
বয়স সত্তর কি আশী।

মহ। ক্যান্ রে বেটা,—মাসী ক্যান্ রে বেটা, মাসী কেন?

সেন। জনাব! মাসী নইলে কি বাঁদী, কলা নইলে কি কাঁদি, লোকে কথায় বলে, যেন নর আর মাদী।

মহ। নর-মাদী কি রে বেটা, নর মাদী কি?

সেন। ঐ মাসী বেটী নর, আর মাদী বেটী বাঁদী।

মহ। নাও উজীর, ফরমাস তো শুনলে? যাও চ'লে, সাত দিনের ভিতর বাঁদী যোটাও, নইলে জাহান্নামে যাও।

সেন। হ্যাঁ, এড়ান পাবে না ম'লে, জনাব সাত পয়জার লাগাবে কবর থেকে তুলে।

এল্। জনাব, যদি মাপ হয় তো বলি, একটা বেইমানী খবর শুন্‌ছি, বড় উজীর নাকি পারস্য থেকে হুজুরের জন্য বাঁদী কিনে তার ছেলেকে দেছে; আর ছেলে বেটার আমিরি দেখে কে,—রোজ রোজ খানা, নাচ্‌না, গাওনা; আর তার একটা ছুঁড়ী আছে, দুনিয়ার বিচে যত আউরৎ, তার কাছে যেন বাঁদী। তাই তো মনে মনে বলি, এমন ছুঁড়ী কোথায় পেলে?

ধরেছি এ'চে, জনাবের জন্যে বাঁদী কিনে সখ ক'রে আপনার বেটাকে দিয়েছে।

সেন। জনাব! মিছে মিছে মিছে, আমি রোজ রোজ ওদের বাড়ী যাই,—এক বেটী কাল —কুজী—খাঁদী, ছুঁড়ী না ছাই; দেখি তার সঙ্গে উজীরের ছেলের হয়েছে সাদি। ছোট উজীর! ফন্দিবাজি কর্‌ছো, তা চল্‌ছে না, ভাল বাঁদীর কর ঠিকানা।

মহ। আ গেল, তুমি ঝুট বল! আমি চল্লেম, আমার খানার সময় হলো, যাও সাত দিনের ভিতর বাঁদী নে এস, যেখানে পাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

প্রথম ইয়ার ও নুরুদ্দিন

১ ই। কি হে নুরুদ্দিন মিঞা, বেড়াতে বেরিয়েছ না কি?

নুরু। না ভাই, তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে এলেম, বাড়ীতে তো তোমায় পাবার যো নাই, দু'তিন দিন গিয়ে ফিরে এসেছি, তোমার চাকর বল্লে—বাড়ী নাই।

১ ই। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ঝঞ্ঝাটে বেড়াচ্ছি, চল্লেম, সেলাম—সেলাম!

নুরু। ওহে শোন না, শোন না, বড় বিপদে পড়েছি।

১ ই। ভাই, আমার বিপদ দেখে কে?

নুরু। ওহে, কিছু টাকা না হ'লে আর আমার চল্‌ছে না।

১ ই। আমায় কেন বল্‌ছো, আরো ত তোমার পাঁচ ইয়ার আছে, তাদের বল্‌তে পার না? একখানা বাড়ী দিয়েছিলে এই জোর,—তা না হয় ফিরিয়ে দেব, জুলুম দেখ!

নুরু। অ্যায় খোদা! একে আমি মুখের জিনিস খাইয়েছি, ওহে করিম—করিম?

১ ই। আঃ! আঃ, যে কাজে যাব, সেই কাজেই পেছু ডাক্‌বে? রাখ ভাই তোমার ইয়ারকি; এখন আমার ফুপুর নানার চাচির মেসোর বড় ব্যামো; আমি হকিম ডাক্‌তে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

নুরু। ভগবান্! এই দোস্তি! এই বল্‌তো, আমার জন্য জান দিতে পারে! এই দুনিয়া! ঐ দেদার আস্‌ছে, ও আমার কিছু উপকার করবেই। ওহে, ওহে, ওহে দেদার!—

দ্বিতীয় ইয়ারের প্রবেশ

২ ই। কি হে নুরুদ্দিন যে?

নুরু। তুমি তো আর আমাদের ওদিকে ভুলেও মাড়াও না।

২ ই। যাবো কি ভাই; আমি কি আর এ দেশে ছিলেম।

নুরু। আমার সব শুনেছ?

২ ই। না, কিছুই তো শুনিনে।

নুরু। আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

২ ই। বটে, বটে, বড় দুঃখের কথা—বড় দুঃখের কথা!

নুরু। তা দেখ ভাই, সরম খুইয়ে তোমায় বলি, আজ যে কি খাব, তার সংস্থান নাই!

২ ই। কি আপশোষ,—কি আপশোষ!

নুরু। তুমি ভাই যদি আমার একটি উপকার কর, হাজার দশেক টাকা কর্জ্জ দাও, আমি একটা কারবার-সারবার ক'রে খাই।

২ ই। ও আমার দশা,—কি বল্‌বো ভাই; আমিও বড় পেঁচে পড়েছি, তোমার সেই বাগানখানা নিয়েই সর্ব্বনাশ করেছি। সেই বাগানখানাই নিয়ে ইমাম মল্লিকের সঙ্গে মামলা, বাড়ী ঘর-দোর সব বাঁধা পড়েছে, জরুর গহনা বেচে খরচা যোগাচ্ছি।

নুরু। তা ভাই, কিছু না হয় দাও, আমার যে সত্যি সত্যি ডান হাত বন্ধ।

২ ই। কোথায় কি পাব বল, বিষয় পেলেই কি দু'দিনে ফুঁকে দিতে হয় হে, সামলে চল্‌তে হয়।

[প্রস্থান।

নুরু। এই দুনিয়া! এই মানুষ! এই দোস্তি! দূর হউক, ঘরে দোর দে না খেয়ে মরবো, তবু আর ছোট লোকের খোসামোদ কর্‌বো না, কমিনার কাছে হাত পাতবো না!

তৃতীয় ইয়ারের প্রবেশ

৩ ই। কি হে, আমিরি ফুরিয়ে গেল, অত নবাবি কি চলে! ক'দিন আমাদের বাড়ী

গেছেলে শুনলেম, আমি তখনই বুঝেছি, কিছু ধার চাই; ও আছেই,—আজ আমিরি, কা'ল জোচ্চুরি।

নুরু। হ্যাঁ হে, তোমার বাড়ী ছিল না, ঘর ছিল না, দোর ছিল না, আজও যে আমার বাড়ীতে রয়েছ!

৩ ই। তা কি বলছি না, আরও দুখানা থাকে, দাও না, নিচ্ছি, আহাম্মকের ধন—বুদ্ধিমানের অধিকার। এখনও বাড়ীখানা আছে, তা শুন্‌ছি বাঁধা, ছেড়ে দাও—যা কিছু পাও, নিয়ে কোথাও দুঃখে সুখে কাটাও,—সেলাম।

চতুর্থ ইয়ারের প্রবেশ

৪ ই। কি হে, তোমার টাকা ধার কর্‌তে যে দালাল বেরিয়েছে, তোমার মতন ফতুর হবার কার গরজ পড়েছে বল? বাঃ—বাঃ, রাতের স্বপন ভোরে ফুরাল! সেই যে অপয়া বাড়ীখানা দিয়েছ, সেই ইস্তক আমার একদিনও ভাল নাই; তখনই ভেবেছিলাম যে, এ লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ী নেবো না, হাভাতের জিনিস নিতে নাই।

[প্রস্থান।

নুরু। এই কি সংসার, এই কি ঈশ্বরের প্রধান সৃষ্টি! এই মানুষ কি দয়া-ধর্ম্মের আধার! কৃতজ্ঞতা! তোমায় পশুপক্ষীর হৃদয়ে দেখেছি, বাঘ-ভালুকের হৃদয়েও থাকা সম্ভব; কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তোমার স্থান নাই, এ কথা নিশ্চয়! রাক্ষস, দৈত্য, দানা, লোকে যাদের অত্যাচারী বলে, তাদেরও দয়া আছে, তাদেরও ধর্ম্ম আছে, তাদেরও কৃতজ্ঞতা আছে। সয়তান কি মানুষের চেয়ে ভয়ংকর? না—সয়তান মানুষের মতন ছল জানে না, মানুষের মতন বন্ধুর আকারে আস্‌তে জানে না, সয়তানকে দুষ্‌মন জানে, মানুষকে বন্ধু জানে। সয়তান! যদি তোমার সয়তানী শেখ্‌বার প্রয়োজন হয়, তা হ'লে মানুষের সঙ্গে দোস্তি কর, বিশ্বাসঘাতকতা শিখ্‌বে, অকৃতজ্ঞতা শিখ্‌বে, হাসিঢাকা কুটিলতা শিখ্‌বে; তোমার নরকের নীচের নরকে দেখে এস, সেখানেও মানুষের বাস; মানুষের তুলনায় তুমি দেবতা, মানুষ আর তোমার ঠেঁয়ে কি শিখবে! তুমি সকল দোষের আকর হ'লেও তুমি কপট বন্ধু নও। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে দেখ, তুমিও প্রাণে দাগা পাবে। পৃথিবি! শাস্ত্রে বলে, তুমি সুন্দর, মানুষের থাক্‌বার জন্য সৃষ্ট হয়েছ; কিন্তু মানুষের নিঃশ্বাসে তুমি নরক অপেক্ষাও ঘৃণিত স্থান।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নুরুদ্দিনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

পারিসানা

পারি। গীত

কে জানে কেমনে দিন বয়।
না জানি কঠিন প্রাণে স'য়ে স'য়ে কত সয়॥
বহিয়ে জীবন-ভার
যন্ত্রণা হয়েছে সার,
গঞ্জনা আমার আমি তার,—
বেদনা রাখিতে বিধি গড়েছে মম হৃদয়!
কে জানে কি আছে বাকী,
দেখি আরও কত হয়॥

নুরুদ্দিনের প্রবেশ

নুরু। স'রে যাও—স'রে যাও, তুমি মানুষের পয়দা—স'রে যাও—আমি বাঘের সঙ্গে খেলবো, ভালুকের সঙ্গে দোস্তি কর্‌বো, কালসাপ বুকে রাখবো! মানুষ না—মানুষ না—স'রে যাও—তুমি মানুষের পয়দা।

পারি। কি বল্‌ছো?

নুরু। দেখ, আয়নায় দেখ,—তোমার মানুষের মতন মুখ, মানুষের মতন চোখ, মানুষের মতন চাতুরী-ঢাকা সুন্দর গঠন, তুমি স'রে যাও—স'রে যাও—আমি মানুষের বিষে জরজর হয়েছি! স'রে যাও—স'রে যাও।

পারি। আমি তোমার বাঁদী, আমায় তুমি কি বল্‌ছো?

নুরু। মানুষ গোলাম হয়, বাঁদী হয়, জানের জান্‌, কলিজার কলিজা হয়, আবার কুটিল দাঁতে বুকের ভিতর কামড়ে ধরে! অকৃতজ্ঞতা—অকৃতজ্ঞতা-বিষে জরজর হয়েছি!

পারি। আমি ত তোমায় তখনি বলেছিলেম যে, দুনিয়ায় দোস্তি নাই; দুনিয়ার দোস্ত

টাকা; দুনিয়ার দোস্ত বল, আর দুনিয়ায় দোস্তি নাই।

নুরু। শিখেছি, আর কেন সে শিক্ষা দিচ্ছ, হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায় জেনেছি, আর শিক্ষার আবশ্যক নাই। বন্ধু ভেবে যাদের বাড়ী গেলাম, যাদের বাড়ীতে পদার্পণ কর্‌লে আপনাদের ধন্য বিবেচনা কর্‌তো, চুল দিয়ে জুতো ঝেড়ে দিতে চাইতো, আজ তাদের চাকর আমায় দেখে দোর দিয়েছে। আমি তবু বুঝতে পারিনে,—আমি ভেবেছিলেম, অসভ্য লোক আমার মান জানে না, তাই অমন করছে। যার বাড়ী যাই, শুনি—বাড়ী নাই, আমি বুদ্ধিহীন, সত্য বিশ্বাস করেছি—হবে কোন কাজে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু আজ সব ধন্ধ ঘুচেছে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটেছে, যারা আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়েছে, তাদের কাছে উদরান্নের জন্য হাত পেতেছি, কুকুরের মত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে! তুমি যাও, কেন আর আমার সঙ্গে থাক? কেন অন্নাভাবে মর? আমার উপায় যা হবার তা হবে। তুমি কেন আর আমার সঙ্গে থেকে দুঃখ পাও?

পারি। তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব?

নুরু। তা আমি কেমন ক'রে বল্‌বো? তোমার যেথায় প্রাণ চায়—যেথায় স্থান পাও,—যেথায় সুখে থাক, যাও! আর আমার কাছে থেকো না, আমার কোথাও স্থান নাই! যদি থাক্‌তো, যেতেম, তোমায় সঙ্গে নিতেম! এই বাপ-পিতামহের বাড়ী, এইখানেই জন্মেছি, এইখানেই মর্‌বো! তার পর যে হয় টেনে ফেলে দেবে! তুমি আর তিলবিলম্ব করো না, হেথায় থেকো না, আমার ঘরে অন্ন নাই! হাভাতের ঘরে থাক্‌তে নাই, তুমি জান না?

পারি। প্রভু! আমি কিছুই জানি না! কিছু জানবারও অধিকার নাই! আমি বাঁদী, আমার জানবার অধিকার কি? আজীবন যদি কিছু শিখে থাকি, 'আমার কিছু জানতে নাই', এই শিখেছি। বালিকা বয়সে মা বাপ 'জান্‌তে নাই' শিখিয়েছে, পুতুলের মতন যেখানে রাখে, থাক্‌তে শিখেছি, উঠ্‌তে বল্লে উঠ্‌তে হয়, বস্‌তে বল্লে বস্‌তে হয়, যে দাম দিয়ে কিনে নেবে, তার হ'তে হয় শিখেছি। আমার ইচ্ছা নাই,—প্রাণ নাই—মন নাই; তোমার কাছে দু'দিন আর এক শিক্ষা শিখেছিলেম, সে শিক্ষাও আমার ফুরাল, কিন্তু দাগ রইল। যদি কখনও মৃত্যু হয়, যদি বাঁদীর মৃত্যু থাকে, সে দাগ যাবে কি না জানি না! আমায় যেতে বল্‌ছো? কোথায় যাব? তুমি যেখানে রাখ্‌বে, সেইখানেই থাক্‌বো!

নুরু। আমায় কি বল্‌ছো, আমি কে? আমি অর্থহীন পুরুষ,—জীবন্মৃত পুরুষ,—হেয়, ঘৃণ্য, লোকের উপহাসস্থল!

পারি। তবে তুমি আমায় বিলিয়ে দিচ্ছ কেন? লোকে বলে, আমার রূপ আছে, শুন্‌তে পাই, রূপের দরও আছে; যারা তোমার সাহায্যের জন্য এক টাকাও দিতে প্রস্তুত নয়, তারা আমার জন্য হাজার হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত হবে। আমায় বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচ, যথেষ্ট অর্থ পাবে; যদি সাবধানে চল, আজীবন অভাব হবে না; আমার জন্য ভেবো না, আমি বাঁদী, বাঁদীর দশা যা হয় হবে। বাজারের জিনিস বাজারে বেচে এস, তাতে তোমার দোষ কি, তাতে তোমার দোষ নাই। তোমায় আমি ভালবাসতে শিখেছি,—শিখেছি তার আর চারা নাই; তুমি সুখে আছ, তোমার অভাব নাই, যদি এ ধারণা আমার মনে থাকে, তা হ'লে এ হেয় জীবনে কতক শান্তি পাবো; তুমি আমার মমতা করো না!

উভয়ের গীত

নুরু। প্রাণহীনা পাষাণে গঠন।
পারি। বোঝ না বেদনা মম,
তাই কহ কুবচন॥
নুরু। বোঝ না মম বেদনা,
তাই দিতেছ যন্ত্রণা;
পারি। মম ব্যথা তুমি জান না;—
কেমনে বুঝাব বল
দেখাতে তো নারি মন,—
নুরু। প্রাণ ধ'রে দিব পরে,
পরে কি জানে যতন॥

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। নুরুদ্দিন সাহেব, আপনার দু'জন দোস্ত এসেছে।

নুরু। কে—কে?

দাসী। আপনার সঙ্গে তাঁদের পথে দেখা হয়েছিল, তখন তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, তাই চ'লে গেছেলেন।

নূরু। ওহো বুঝেছি, বুঝেছি—তাই ত বলি, এত বেইমানি কি হয়, তোমায় তো বলেছিলেম, আমার দোস্তরা তেমন নয়, তারা থাক্‌তে কি আর কষ্ট পাব; যাও দাই, তাদের আস্‌তে বল।

[দাসীর প্রস্থান।

কি ভাব্‌ছো? আবার সুদিন হবে, কেউ কি লাখ টাকার কম দিতে পার্‌বে? যে আমার ঠেঁয়ে অতি কম পেয়েছে, সে পাঁচ লাখ টাকা পেয়েছে। তোমার কি হলো! এত বিমর্ষ হয়ে রইলে কেন?

পারি। প্রভু, দাসীর কথা শোন, পেছনের দোর দিয়ে পালাই চল, নইলে নিশ্চয় বিপদ্ হবে, ওরা বন্ধু নয়, শত্রু।

নূরু। তোমার ভারি অবিশ্বাসী মন, ওরা দোস্ত; দুষ্‌মন নয়।

দুইজন ইয়ারের প্রবেশ

১ ই। নূরুদ্দিন, নূরুদ্দিন, তোমার বরাত ফিরেছে।

২ ই। আবার আমিরি কর আর কি।

নূরু। যখন তোমরা আমার বন্ধু, আমি তো আমীরই।

১ ই। শোন—শোন। ও সব কথা রাখ, কাজের কথা শোন।

২ ই। উজীর সাহেব এসেছেন, তোমার সদরে খাড়া আছেন, তোমার বাঁদীকে নবাবের বড় মন হয়েছে, বেচে ফেল, যা চাও, তাই পাবে।

নূরু। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে, এখন কি এনেছ, দাও সরাব্-টরাব আনান যাক্, অনেক দিন আমোদ হয়নি।

১ ই। আমোদ তো এখন হরদম হবে, আমোদের ভাবনা কি, নবাব যখন হাতে হবে।

নূরু। তোমরা কি বল্‌ছো, আমার বাঁদী কে? আমার স্ত্রী।

২ ই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাই তাই বলেছি, খুব দর বাড়িয়েছি।

নূরু। কি হে, কি পাগলের মতন বক্‌ছো?

১ ই। বিশ্বাস ক'র্‌ছো না, এই দেখ, ছোট উজীর সাহেব আপনি এসে উপস্থিত হয়েছেন।

এল্‌মোইনের প্রবেশ

এল্। এই বাঁদী,—বাঃ বাঃ, তোফা বাঁদী, আচ্ছা বাঁদী—উমদা বাঁদী, নূরুদ্দিন মিঞা, কি দর চাও, বল; আচ্ছা, দর করো না, বল, যা চাও দেবো।

নূরু। পাজি! তোর জরুর কি দর বল্? হেথায় নিয়ে আয়, আমি কিন্‌বো।

১ ই। আহে নূরুদ্দিন মিঞা, পাগ্‌লামো করো না, পাগ্‌লামো করো না, কিস্‌মৎ পা দিয়ে ঠেলো না।

নূরু। সাবধান, তোমাদের সঙ্গে আমি নুন-রুটি একত্রে খেয়েছি, তাই এখনও সয়ে আছি, নইলে এতক্ষণ গর্দ্দানার উপর মুণ্ডু থাক্‌তো না। তুই উজীর নস্, তুই চামার,—তুই আমার স্বর্গীয় পিতার দুষ্‌মন! এ তাঁর গৃহ, এখনি দূর হ, নইলে তোরে আমি জুতিয়ে তাড়াবো।

এল্। কি—এত বড় বাৎ! কই হ্যায় রে?

রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ

এই বেটাকে বাঁধ! আর এই বেটীকে টেনে নিয়ে চল্!

১ র। আরে, ইস্‌কা বাপ্‌কা নিমক খায়া, ইস্‌কো বাঁধে ক্যায়সে?

২ র। য়্যায়সা হো সেকে!

এল্। বাঁধ না বেটারা, দাঁড়িয়ে রইলি যে?

১ র। খামিন, উও বড়া জুয়ান হ্যায়।

নূরু। আরে নরাধম—আমায় বাঁধবি।

আক্রমণ

সকলে। বাবা রে, খুন কর্‌লে,—খুন কর্‌লে। [ইয়ার ও রক্ষকদ্বয়ের প্রস্থান।

নূরু। নরাধম! (উজীরকে প্রহার)

এল্। তোবা—তোবা, হয়েছে বাবা—হয়েছে, ছাড়ান দে!

নূরু। পাজি! বাঁদী কিন্‌বে?

এল্। না বাবা, না। আমার বেটীর সাথে সাদি দিতে এসেছি।

নুরু। তুই পাজী, তুই বেইমান।

এল্। বেইমান মোর চৌদ্দপুরুষ।

নুরু। পাজী—

এল্। পাজী মোর চাচা।

নুরু। তুই মোর দুষ্‌মন।

এল্। হাঁ বাবা, দুষ্‌মন মোর নানী।

নুরু। বাঁদীর বাচ্ছা, বাঁদী নেবে?

এল্। না বাবা, না বাবা, মুই বাঁদীর বাচ্ছার বাচ্ছা বাবা!

নুরু। মরবার বয়স হলো, তবু পেজোমো গেল না?

এল্। না বাবা না—গেল না বাবা—গেল না।

নুরু। আজ বাদে কাল মর্‌বি।

এল্। কাল মর্‌বো বাবা—কাল মর্‌বো।

নুরু। যা দূর হ, তোরে মাপ কল্লেম।

এল্। বেশ কর্‌লে বাবা—বেশ কর্‌লে।

নুরু। খবরদার—আর এ পথ মাড়াস্ নে।

এল্। আর এই নাকে কাণে খৎ বাবা—নাকে কাণে খৎ। [প্রস্থান।

পারি। আরও এখনও হেথা রয়েছ! পালাও! নইলে প্রাণে মর্‌বে!

নুরু। তোমায় কার কাছে রেখে যাব?

পারি। আমার মায়া ক'র না! আমায় সঙ্গে নিলে এখনি ধরা পড়বে।

নুরু। প্রাণের ভয়ে স্ত্রী ছেড়ে পালাবো, আমায় এমন কাপুরুষ মনে করো না। আর পালাবই বা কোথায়? যে অর্থহীন, তার পৃথিবীতে স্থান কোথা?

পারি। এখানে থেকো না, চল, আমরা দু'জনে পালাই!

নুরু। কোথায় যাব?

পারি। যেখানে দু'চোখ যায়, চল—কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে থাকি।

নুরু। তুমি যাও। তোমার প্রাণে এখনও কোন সাধ পোরে নি! যদি ইচ্ছা হয়, নবাবের কাছে যাও, আমি বারণ কর্‌বো না, আমায় কোথা যেতে বল? রাজার হালে ছিলেম, কোথায় কুকুরের মত পালাবো!

পারি। তবে এস দু'জনেই মরি! তোমার পদে এই আমার মিনতি,—নবাবের দূত তোমায় বন্দী কর্‌তে এলে, তুমি আগে আমার প্রাণবধ ক'রে তার পর যা হয় করো! তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে—এ আমার বাঁদীর কঠিন প্রাণে সইবে না! আজীবন দুঃখ পেয়েছি, আর দুঃখ দিও না! ঐ শোন, কার পদশব্দ শোন, বোধ হয়, রাজদূত আস্‌ছে!

সেনজারার প্রবেশ

সেন। বাবা নুরুদ্দিন! পালাও—পালাও—এই থোলে নাও, এতে আশর্‌ফি আছে; তোমার খিড়্‌কির দোরে দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত আছে, দ্রুতবেগে সমুদ্রের ধারে যাও। আমার বন্ধু সওদাগরিতে যাচ্ছেন, এই পত্র দেখিও, তা হ'লেই তোমাদের জাহাজে স্থান দেবেন। তোমার বাপের অনেক খেয়েছি, কিছু ঋণ পরিশোধ কর্‌তে দাও, পালাও, পালাও!

নুরু। মিঞা, তুমি আমার বাপের সমান।

[নুরুদ্দিন, পারিসানা ও সেনজারার প্রস্থান।

রক্ষকগণসহ এল্‌মোইনের প্রবেশ

এল্। ধর বেটাকে—বাঁধ বেটাকে, কোথায় গেল—কোথায় গেল—খোঁজ বেটাকে—বাঁধ বেটাকে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বোগদাদ্—দিলখোস-বাগ

নুরুদ্দিন ও পারিসানা

নুরু। গীত

বিস্তার মেদিনী,—
মানব-বেদনা তুমি বুঝ কি মা শ্যামাঙ্গিনি।
কোথা হেরি মরুভূমি,
কোথা আমোদিনী তুমি,
কোথা তুঙ্গ শিলামালা, কোথা সলিলধারিণী॥
তোমার হৃদয় সম, হের মা হৃদয় মম,
তোমারি গঠন সম, এ গঠন নিরুপম,
সহে মা তোমার যত, এ হৃদয় সহে তত,
প্রখর রবির কর, আঁধারে চলে দামিনী॥

আহা, দেখ দেখ, অতি সুন্দর উপবন, এস, আমরা এইখানেই বিশ্রাম করি।

ইব্রাহিমের প্রবেশ

ইব্রা। হালা—ফের আবার আইছ,—বাগিচার মধ্যি শুইছ, সাথে ম্যায়ালোক আন্‌ছো! মজা উরাবে রাতে; এই ডান্ডার চোটে মজা উরান দ্যাহাচ্ছি। আরে হ্যাদে, এ দুটো কেডা, দ্যাখ্‌তেছি যেন বাদ্‌সার ছাওয়াল, আর এডা যেন বাদ্‌সার বেটী, কিছু বল্‌বো না, বক্‌শিশ দেবে অ্যানে।

নুরু। মিঞা, সেলাম।

ইব্রা। আরে কেডা তুই ভাল মান্‌ষের বেটা, পরের বাগিচায় আইছ?

নুরু। সাহেব, এ কার দৌলতখানা?

ইব্রা। কেডার কও, দ্যাখ্‌ছ না, তোমার সাম্‌নে দারিয়ে আছি।

নুরু। তবে ত বেশ ভালই,—ভালই হয়েছে; আমরা প্রবাসী লোক, আপনার আশ্রয়েই থেকে যাই।

ইব্রা। থাক্‌বা থাহ, কিন্তু আজ মোর রোজার দিন, খাতি দাতি কিছু পাবা না; খাতি দাতি চাও, গাঁট্‌তে পয়সা ফেলে বাজারথে কিনে আনো।

নুরু। কেন সাহেব, রোজার দিনে তো রাত্রে রোজা খুল্‌বো।

ইব্রা। না, মুই রাতদিনই রোজা কর্‌তি থাহি,—আজ নয়, কাল নয়, রোজা খোলবো পরশু সাঁজে।

নুরু। মিঞা, এই দু'টি আশর্‌ফি নাও, তুমি যদি কাউকে দিয়ে আনিয়ে দাও।

ইব্রা। এ্যাঁ—কি জোচ্চুরি কর্‌বার আইছ, তামায় হিঙ্গুল মাখাইছ, ঠিক আশর্‌ফির মতন কর্‌ছো!

পারি। কেন সাহেব, সন্দেহ কর্‌ছো? দেখ্‌ছো না, ও আশর্‌ফি, তা যা হয় কিছু খাবার আনিয়ে দাও, তোমার তো লোকজন আছে।

ইব্রা। আরে পরদেশী মানুষ আইছ, কে ঠহাবে! আপনি যাই, আপনিই যাই।

নুরু। মিঞা সাহেব, আর দু'টি আশর্‌ফি নাও, একটু সরাব্ যদি আন, আমরা রাত্রে সরাব্ না খেলে থাক্‌তে পারি না।

ইব্রা। কি! এত বড় বাৎ মোরে কও। মুই সরাব্ ছুঁই?

পারি। তা নয়, তুমি সরাব্ ছোঁও না জানি, কাউকে ব'লে যদি অনুগ্রহ ক'রে আনিয়ে দাও।

ইব্রা। কি কর্‌বো, যাই, ঐ গাধাডা চর্‌তিছে দ্যাখতিছ?

পারি। এই একটা গাধাই ত দেখতে পাচ্ছি।

ইব্রা। ঐডের গলায় ঝুলিয়ে সরাব্ আন্‌বো, মুই ছুঁবো না,—মুই ছুঁবো না, বুড়া হলেম, সরাব্ ছুঁতি পারি!

পারি। হ্যাঁ, তা তো বটে,—তা তো বটে; তায় হলো তোমার রোজার দিন।

নুরু। আর দেখ মিঞা, আর এই চার্‌টি আশর্‌ফি নাও, যদি কোন নাচ্‌নাওয়ালী টাচ্‌নাওয়ালী পাও, তা হ'লে বায়না দিয়ে নিয়ে এস।

ইব্রা। কি, আমোদ কর্‌বা নাহি, আমোদ কর্‌বা নাহি! তা আন্‌ছি, তা আন্‌ছি, মোর রোজার দিন, মুই থাক্‌তি নার্‌বো—মুই থাক্‌তি নার্‌বো।

পারি। মিঞা, আমারও রোজার দিন, আমি তোমার সঙ্গে এক কোণে প'ড়ে থাক্‌বো; ওরা আমোদ-টামোদ কর্‌তে হয় কর্‌বে।

ইব্রা। হ্যাদে, তুমিও রোজা কর্‌ছো নাহি, তা বেশ বেশ, দু'জনে থাক্‌বো, রোজা খুল্‌তি হয় খোল্‌বো, রাখ্‌তি হয় রাখ্‌বো।

পারি। তা সেই ভাল, তুমি এস গে, সব জিনিসপত্র নিয়ে এস।

ইব্রা। (স্বগত) ওঃ, আজ খুব বরাত খুলেছে; এক আশর্‌ফির মধ্যি খানা আর সরাব্ কিন্‌বো, তা থেয়েও কিছু থাক্‌বে; আর এক আশর্‌ফির মধ্যি নাচ্‌নাওয়ালী বায়না করবো, তা থেয়েও কিছু থাক্‌বে; দেহ না—পদীরে দেবো দু'টাহা, খুঁদীরে দেব চার, পুঁটিরে দেব তিন, আর ময়নারে দেব পাঁচ, এই আঁচ কর্‌ছি। ওঃ, বড় মজা হবে অ্যানে, এই আশর্‌ফিতে বছর চল্‌বে। আর এই ছুঁড়ীডের বুঝি আমার উপর মন পড়্‌ছে; কি জান, ও চহের কারখানা, ওর চহি লাগ্‌ছে; বুঁড়া দ্যাখ্‌লি কি হয়, রসিক সমঝেছে।

[প্রস্থান।

নুরু। বুড়োটা ভণ্ড, ওর বাগান নয়, কোন আমীর লোকের বাগান। চল, নিদেন এক দিনের তরে আমিরী চাল চালি, তার পর কাল সকালে যা থাকে কপালে।

নুরুদ্দিনের গীত

কাল কি হবে, আজকে ভেবে কি হবে।
ভেবে ভেবে ভবের খেলা
বুঝতে পারে কে কবে?
ভেবে ভেবে যায় তো চিরকাল,
ভেবে কে বদ্‌লেছে কার হাল,
আজ ভাবে কাল সুখে রবে
আসে না সে কাল;
সময়ের স্রোত বয়ে যায়
ওঠা নাবা ঢেউ চলে তায়,
কা'ল ভেবে যে কাল কাটাবে,
ভয়ে ভয়ে সে রবে;
ছেড় না দিন পেয়েছ,
আমোদ ক'রে নাও তবে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বোগ্‌দাদ—দিলখোস-বাগের পশ্চাৎ—ক্ষুদ্র নদী

হারুণ-অল্‌-রসিদ ও জাফের

হারুণ। জাফের! আমার দিলখোসবাগে কোন আমীরকে বাসা দিয়েছ?

জাফের। না জনাব।

হারুণ। তবে ও কি! ও রোস্‌নাই কিসের? আমি ভেবেছিলেম বুঝি সহরে আগুন লেগেছে; দেখ্‌ছি তুমি কিছুই খবর রাখ না।

জাফের। জনাব! আমার এখন স্মরণ হলো, বাগিচা-রক্ষক আমায় বলেছিল যে, মক্কা থেকে কতকগুলি মোল্লা আস্‌বে তাদের ঐ বাগিচায় স্থান দেব।

হারুণ। আচ্ছা, কি রকম মোল্লা দেখি গে চল?

জাফের। জনাব! তারা ফকির লোক, তাদের কাছে গে কি কর্‌বেন, কা'ল সকালে তাদের সভায় ডেকে পাঠান যাবে।

হারুণ। আশ্চর্য্য হচ্ছো কেন? আমার তো প্রজার কুটীরে কুটীরে ফেরা চিরদিন স্বভাব। এরা তীর্থস্থান থেকে এসেছে বল্‌ছো, এদের কাছে যাব দোষ কি? উজীর, এত আলো জেবলে মোল্লারা কি দেব-সেবা কর্‌ছে, আমায় দেখ্‌তে হবে। এই যে পোলের দোরও খোলা দেখ্‌ছি, বোধ হয়, আমার সকল হুকুমই এইরূপ তামিল হয়। এই যে কারা আস্‌ছে, ঠাউরে দেখ দেখি,—জেলেই বোধ হচ্ছে না? মাছ ধর্‌তে আস্‌ছে; আস্‌বে না কেন, হুকুম আমার মুখের কথা বই ত নয়,—তোমার মতন উজীর থাক্‌তে আর তো তামিল হবে না। এই তোমার মোল্লাদের সঙ্গে ভাব্‌ছি আমি মক্কায় যাব, আজ আমার হুকুম বেতামিল, কাল তক্ত থেকে আমায় নাবাবে?

জাফের। জাঁহাপনা! গোলামের গোস্তাকি মাফ হয়।

হারুণ। কতবার মাফ হবে? এই দিকে এস, লুকোও, জেলেরা যেন আমাদের দেখ্‌তে না পায়। (অন্তরালে অবস্থান)

জেলে ও জেলেনীর প্রবেশ

উভয়ের গীত

রকম রকম জাল আছে।
যেখানে যা জাল চলে তা,
ঠিক ফেলি এঁচে এঁচে॥
কাত্‌লা কি রুই দিলে গা ভাসান,
দু'জনে দিই বেড়া-জালে টান,
বিষম জালে পায় না এড়ান;
নিয়ে ছেঁক্‌নী জাল, করি চুনো পুঁটি ঘাল,
ঘুরণ-জালে হয় কত নাকাল;—
পড়ে কুচো চিংড়ি আপ্‌নি ধরা,
পোল চাপা দি পেঁকো মাছে।
ঘাই দিয়ে কি এড়িয়ে যাবে,
জেলে জেলেনীর কাছে॥

জেলে। মাগী, মাগী! চুব্‌ড়ি পাত—চুব্‌ড়ি পাত!

জেলেনী। মিন্‌সে মাছ বের করিস্‌নে, মাছ বের করিস্‌নে, কে আস্‌ছে?

জেলে। তুই মাগীও যেমন, কে আর আস্‌বে? উপরে আলো জেলে হল্লা ক'রে সরাব্ খাচ্ছে, শুন্‌তে পাচ্ছিস নে?

হারুণ-অল্-রসিদের প্রবেশ

হারুণ। কে তুই?

জেলে। কেউ নই বাবা—কেউ নই!

হারুণ। চুরি ক'রে মাছ ধর্ছিস্?

জেলে। মাছ ধর্ছি বাবা; চুরি করি নে বাবা! তোমার জন্যই মাছ ধর্ছি বাবা!

হারুণ। আমার জন্য মাছ ধর্ছিস্ তো দে—মাছ দে?

জেলেনী। ও বাবা! ও মাছে বড় কাঁটা বাবা! এই দুটো পেটি কেটে দিই, নিয়ে যাও বাবা! মুড়ো দু'টো রেখে যাও বাবা!

জেলে। চোপ্ বেটী,—এখনি দু'টো মুড়োই উঁড়িয়ে দেবে।

হারুণ। এই দিকে মাছ নিয়ে আয়।

জেলে। যাচ্ছি বাবা, যাচ্চি। জেলেনি, তুই জাল গুড়িয়ে বাড়ী যা, আমার বোধ হয়, দিন গুড়িয়েছে। জমাদারের সঙ্গে যাই!

[হারুণ-অল্-রসিদ ও জেলের প্রস্থান।

জেলেনী। গীত

মিন্সে যদি মারা যায়।
ভাব্ছি তাই,
মনের মতন মানুষ পাওয়া হবে দায়॥
একটু যেমন বয়স হয়েছে,
সে তেমন থাকে না কাছে
নেশার ঝোঁকে আন্মনে আছে;—
খিট্খিটে নয়, হেসে কথা কয়,
মনের মতন হয়ে সদা রয়;—
প্যান্পেনে, নয় জড়ানে,
ফিরে না সে পায় পায়॥

জাফেরের প্রবেশ

জাফের। ও মাগী!

জেলেনী। কি বাবা! কি বাবা! মাছের মুড়ো দু'টো ফিরিয়ে এনেছ বাবা? ও বড় কাঁটা মাছ; খেলে গলায় বাধবে, ও পাকা মাছ চিবুলে দাঁত ভাঙবে।

জাফের। ও মাগী, শোন্, শোন্,—এই টাকা নে, মাছ কিনে নিস্; বল্তে পারিস্, ঐ বৈঠকখানায় কারা আলো জেবলে গোল কর্ছে?

জেলেনী। দোহাই বাবা! জানি নে বাবা!

জাফের। পোলের ফটক খোলা আছে, কি ক'রে জান্লি?

জেলেনী। ঐ সর্দ্দার মালী সরাব্ কিন্তে গেছেলো, ভুলে দোর খুলে রেখেছে; আমি হাট থেকে যেতে দেখেছিলেম।

জাফের। সর্দ্দার মালী কে?

জেলেনী। ঐ যে বাবা বুড়ো, দাড়ী নাড়ে, যে এই বাগানে থাকে; ঐ যে বাবা, যে চোখ বুজে রাত-দিন নেমাজ পড়ে।

জাফের। আরে কে এসেছে জানিস্?

জেলেনী। না বাবা! বড় কাঁটা মাছ বাবা; মুড়ো দুটো দিয়ে যা বাবা! খেতে পার্বি না, দোহাই বাবা! দোহাই বাবা!

জাফের। চোপ মাগী!

[জাফেরের প্রস্থান।

জেলেনী। আমায় কর্লে মুখে চোপ, মিন্সের দিয়েছে গর্দ্দানায় কোপ! হায় হায়, কি হলো, মিন্সে ছিল ভাল, এদ্দিনে মারা গেল? আমি এখন অবলা, কি করি—কি আর কর্বো, ঘরে যাই, দুটি খাই, কেঁদে কেটে চোখ-কাণ বুজে কোনমতে আজকের রাতটা কাটাই। কা'ল সকালে যখন কবর দিতে যাব, মনের মতন যাকে পাব—নিকে কর্বো! আহা, যেমনটি গেল, তার চেয়ে একটি ভাল হয়!

খালীফ-প্রদত্ত রাজপরিচ্ছদে জেলের পুনঃ প্রবেশ

জেলে। হাঃ—হাঃ—হাঃ! কি রকমটা দেখাচ্ছে; একবার জলে মুখটা দেখি; ওঃ, আমীরের বাচ্ছা!

জেলেনী। ও বাবা! ও বাবা! আমার জেলে কোথায় গেল?

জেলে। (স্বগত) দেখ্ছি, বেটী চিন্তে পারে নি, বাবা ব'লে ফেলেছে।

জেলেনী। ও বাবা! কথা কচ্ছো না কেন বাবা?

জেলে। স'রে যা বেটী, আমি এখন রেগেছি।

জেলেনী। আ মলো! তুই মুখপোড়া?

জেলে। খবরদার বেটী, আমীর-ওমরার সঙ্গে মুখ সাম্লে কথা ক'স।

জেলেনী। তবে রে ঝেঁটাখেকো, তুমি আমীর হয়েছ?

জেলে। স'রে যা বেটী, খানিক পায়চারি করি; আমরা আমীর-ওম্‌রা, পায়চারি না কর্‌লে পান্তাভাত হজম হয় না।

জেলেনী। এখনো ন্যাকামো,—খ্যাংরার চোটে তোর আমিরি বের কর্‌ছি।

জেলে। এখানে খ্যাংরা কোথায় পাবি বেটী? খ্যাংরা কোথায় পাবি? শোন্‌-শোন্‌—এইবারে বরাত ফির্‌লো, দেখ্‌ছিস্‌ বেটী দেখ্‌ছিস্‌,—এ সব হীরে মুক্তো—একটার দাম হাজার টাকা; এই জুতোর মুক্তোটা তোর নথে দেব।

জেলেনী। আর ঐ জুতো দে তোর নাক ভাঙবো।

জেলে। আমার বেটী কুঁজড়ো—জেলের মেয়ে কি না, এই আমিরি একটু ঠান্ডা হয়ে শেখ; তা না হ'লে আমার সঙ্গে আমিরি কর্‌বি কি ক'রে?

জেলেনী। তবে রে পোড়ারমুখো—তোল্‌—জাল তোল্‌, নদীর ধারে আমিরি ক'রছেন!

জেলে। তবে চল্‌ চল্‌, ঘরে চল, পা টিপ্‌বি আর আমিরী বাত শুন্‌বি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দিলখোস বাগের নাচঘর

নুরুদ্দিন, পারিসানা, ইব্রাহিম, নাচনাওয়ালীগণ

নাচনাওয়ালীগণ। গীত

সরলা মিলে সরলে।
আমোদে ঢল ঢল পিয়ালা চলে॥
পিয়ালা জানে না ছলা, পিয়ালা চুমে সরলা,
আমোদে ঢলে পিয়ালা, আমোদে বলে পিয়ালা,
আমোদে প্রাণ ঢেলেছি, আমোদে আছি গ'লে॥

ইব্রা। হ্যাদে সোনারচাঁদ! এদের তো নাচ-গান হ'ল, এইবার তুমি একটি গাও।

পারি। মিঞা, কাছে ব'স, দুটো কদর্‌ কর।

ইব্রা। আচ্ছা আচ্ছা, বস্‌ছি বস্‌ছি।

পারি। কিছু খাও।

ইব্রা। সে কি! সে কি! রোজা কর্‌ছি—সবার সামনে এ কি বল্‌তিছ, রোজা কর্‌ছি—রোজা কর্‌ছি।

পারি। আমি এই ওড়্‌না ঢাকা দিচ্ছি।

ইব্রা। ছাড়্‌বা না,—ছাড়্‌বা না?

পারি। না মিঞাসাহেব, ছাড়্‌বো না।

ইব্রা। আচ্ছা আচ্ছা, আর রাত অইছে, রাত অইছে, অ্যাহন রোজা খুল্‌তে দোষ কি? এইবার গাও—আরে ছি ছি, সরাব্‌ আমি ছুঁই?

পারি। ছোঁবে কেন? আমি আল্‌গোছে গালে ঢেলে দিচ্ছি।

ইব্রা। আরে কি কইছ! ছুঁড়ীরা রইছে, ছুঁড়ীরা রইছে।

পারি। এই আঁচল ঢাকা দিয়েছি।

ইব্রা। আরে কি কর্‌লে—কি কর্‌লে!

মদ্যপান

নাচ্‌নাওয়ালীগণ। নৃত্য-গীত

রসের গুঁড়ো বুড়ো আমার,
খায় না কেবল আড়ে গেলে।
ছোঁয় না সরাব্‌ নিষ্ঠে ভারি
আল্‌গোছে দেয় গালে ঢেলে॥
ভাবে মজে চোখ বুজে থাকে,
নেটী-পেটী কাছে আসে, যে তারে ডাকে
আত্তিসো সে সবার মন রাখে;
সদা চায় প্রাণ ঢেলে দেয়,
প্রাণের মতন প্রাণ পেলে,
আগা গোড়া চলে এক চেলে॥

পারি। আর একটু খাও?

ইব্রা। দেখ,—ওরা সব দ্যাখ্‌তিছে?

পারি। খাবে না? তবে আমি উঠে যাই?

ইব্রা। আচ্ছা খেতেছি, তুমি আঁচল ঢেকে দেও, (মদ্যপান) এইবার তুমি গাও।

পারি। তুমি নাচ তো গাই।

ইব্রা। হ্যাদে লাচ্‌তে কি আছে,—লাচ্‌তে কি আছে?

পারি। নাচ্‌বে না? তবে আমি গাইব না।

ইব্রা। তুমি মোরে ব্যভ্রম কর্‌তি চাও?

পারি। আহা, নাচলেই বা, এখানে আর কে আছে; এস আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে নাচি এস।

ইব্রা। তুমি লাচ্‌বা?—তুমি লাচ্‌বা? ওঃ, তাই কও না ক্যান্‌, তাই কও না ক্যান্‌, বিবিজান! সরাব পিবে না?

পারি। তুমি আগে খাও।

ইব্রা। বিবিজান, লাচ্‌বা না?

পারি। তুমি নাচ তো আমি গান গাই।

গীত

পারি। দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে গিয়েছি ঠেকে।
প্রাণ মন মজ্‌লো মুখ দেখে॥

ইব্রা। বিবিজান ঝুট্‌ না বল?

পারি। বিদেশী ছল কত জানে,
নইলে প্রাণ কেন টানে,
মানে মানে ফির্‌বো কেমনে;
মন তে মানা না মানে,
দেখ না নয়ন-বাণ হানে;—
রসিক এসে রসের ঘরে,
দাঁড়িয়েছে এঁকে বেঁকে॥

ইব্রা। বিবিজান ম্যারে ফেল!

জেলের বেশে হারুণ-অল্‌-রসিদের **প্রবেশ**

হারুণ-অল্‌-রসিদের গীত

অ্যানেছি মছলি তাজা,
পাবে মজা ভ্যাজে খ্যালে।
দ্যাখবে অ্যানে চাটের চটক,
পিয়ার সনে সরাব ঢ্যালে॥
বেচি না হাট-বাজারে যারে তারে,
নই তো তেমন জ্যালের ছ্যালে,
যে দর্‌ করে তার যাই না ঘরে,
মাছ দিয়ে যাই আমীর প্যালে॥

ইব্রা। আরে মাছ ব্যাছচো, কি দর্‌?

হারুণ। আরে সর্‌ সর্‌, এ মাছের তোর কিসির খবর?

ইব্রা। কি বল্‌ছো, মোরে চিন্‌ছো কি না চেন্‌ছো? মুই এই বাগিচার মালেক: হালার পুত তা কি জান্‌ছো?

হারুণ। আরে তুই তো কমিনা,
সরকারে পা'স মাহিনা।

ইব্রা। হ্যাদে বটে বটে,—তোর গোস্তাকি বের কচ্ছি সোঁটার চোটে।

পারি। আরে মিঞা বসো বসো,
সরাব ঢাল কাছে এস?

ইব্রা। আচ্ছা, তুমি বল্‌ছ বস্‌ছি, কা'ল ফজরে হালার নাকে ঝামা ঘস্‌ছি।

হারুণ। দ্যাখবি অ্যানে শ্যাষে,
কে কার নাকে ঝামা ঘষে।

ইব্রা। বিবিজান! মোর ভারি গোস্মা, জান?

পারি। তা জানি, একটু সরাব টান।

নুরু। বাঃ বাঃ! তোফা মাছ, তুমি কি চাও?

হারুণ। এই বিবির একটি গান শোন্‌বার চাই।

পারি। আমার গান শুন্‌বে?

হারুণ। হ্যাঁ, বড় সাধ ক'রে আইছি।

পারি। গীত

জানি না জীবনে আমি কার।
জানা মানা, প্রাণহীনা,
যার কাছে থাকি তার।
ব্যথার ব্যথিত আছে,
শুনিনে তো কার কাছে,
না জানি পাষাণে কেন প্রণয় যাচে;
ব্যথার ব্যথিত হয়ে, আছে মম মুখ চেয়ে,
যাতনা সয়ে,—
পাষাণে বহে কি বারি,
প্রাণ কি আছে আমার?
পিয়াসা, প্রেম বাসনা, কিশোর বয়সে মানা,
গঞ্জনা লাঞ্ছনা কামনা;—
প্রেম-আশা কেন মম, নাহি প্রেমে অধিকার।

নুরু। দেখ, তুমি ওর গান শুন্‌লে, আমার একটি গান শোন।

গীত

যতনেরি ধন নারী রাখিতে নারি যতনে।
যে জানে সে জানে ব্যথা কথায় কব কেমনে॥
সাধ যারে হৃদে রাখি, ধূলায় লুণ্ঠিত দেখি,
আরো কত আছে বা বাকী,—
ঘন ঢাকা হৃদি চাঁদে, কার নাহি প্রাণ কাঁদে,
ঢেকেছে বিষাদ ঘন, হৃদি-চাঁদ হৃদি সনে!

হারুণ। আপনি কেডা! কোন্‌ আমীরের ছাওয়াল?

নূরু। আমি বিদেশী।

হারুণ। আর ওনারে যে দ্যাখছি, উনি কি আপনার কবিলে? এমন রূপও দেহিনে, আর এমন গানও শুনিনে!

নূরু। তোমার কি মনোমত?

হারুণ। হ্যাদে, ওনারে কার না মন চায়?

নূরু। আচ্ছা, যদি যত্নে রাখ তো তুমি নাও; আর এই আশর্‌ফি নাও, আমার ঠেঁয়ে আর কিছুই নাই, থাক্‌লে দিতেম।

হারুণ। কি বলছেন, ওনারে নেব কি! উনি যে আপনার কবিলে?

নূরু। শোন, আমার অনেক জিনিস ছিল; যে যখন যা ভাল বলেছে, তখন তা দিয়েছি; আজ তুমি আমার জানিকে ভাল বলেছ, তুমি নাও, আমার যা ছিল, তা ফুরল।

হারুণ। হ্যাদে বিবি, তুমি মোর সাথে আস্‌বা?

পারি। গীত

প্রাণ দিয়ে ঠেল না হে পায়।
পাষাণে পেয়েছি প্রাণ,
প্রাণ যে তোমারে চায়॥
পেয়ে তব ভালবাসা,
হৃদয়ে ফুটেছে আশা,
প্রেমে দেছ প্রেম-পিয়াসা,—
নিরাশা-সাগরে চাহ ডুবাইতে অবলায়॥

ইব্রা। হ্যাদে জ্যালিয়া, তোর ভাবড়া মুই দ্যাখতিছি।

হারুণ। কি দ্যাখবি, এই বিবিরে নিয়ে আয় আশর্‌ফি নিয়ে মুই চল্‌লেম।

ইব্রা। আর যাবা না—তবে আর রং কর্‌বা কিসি? দু'টা মাছ আন্‌ছো, এই দু'টা টাকা নাও, ভাল মান্‌ষের পোলার মতন চুপি চুপি চলি যাও।

হারুণ। কি! মুই আশর্‌ফি ছাড়বো, বিবিরে ছাড়বো?

ইব্রা। ছাড়বা ক্যান্? বোস কর, মুই আস্‌তিছি; ছাড়বা না? পিঠির ছাল ছাড়াবো অ্যানে, বোস্ কর, তাল্লাক—যদি সরবা।

হারুণ। মুই বোস করছি, তাল্লাক—যদি না ফেরবা।

ইব্রা। এ সিদে বাৎ; ডাণ্ডা দ্যাহিলেই আরো সিদে হবে অ্যানে।

[ইব্রাহিমের প্রস্থান।

জাফেরের প্রবেশ

হারুণ। জাফের!

জাফের। জনাব!

হারুণ। আমার সভার পরিচ্ছদ এনেছ?

জাফের। হাঁ খামিন! পাশের কামরায় আছে।

হারুণ। বিদেশী, তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমার পরিচয় আমি শুনবো। মা! তুমি এখানেই বসো, কিছু ভয় নাই।

[হারুণ-অল্-রসিদ, নুরুদ্দিন ও জাফেরের প্রস্থান।

ইব্রাহিমের পুনঃ প্রবেশ

ইব্রা। কনে গেল, কনে গেল?
বিবিজান, ধর্‌তি পার্‌লে না?

নাচনাওয়ালীগণ। গীত

হুন্দ মুন্দ মন্দ রেগেছে
(তারা) পেয়ে সাড়া, পাড়া ছাড়া,
খাড়া খাড়া ভেগেছে॥
ঝাঁক্‌ছে যে হুঙ্কার, ঘুম ভেঙেছে ধোপার,
রোকে বোকে আস্‌ছে ঝুঁকে, ধ'রে রাখা ভার—
যেন খোল্ মাখা বিচালি দেখে
গোইলে বাগে তেগেছে॥

ইব্রা। এই যে হালা আশর্‌ফি রেখে প্যালাছে। বিবিজান, তোমার মরদটাও কনে গেছে দ্যাখছি।

১ নাচ। তোমার ভয়ে ওকে ফেলে পালিয়েছে।

ইব্রা। বেশ হইছে, বেশ হইছে! অ্যাহন তোমরাও যাও, কা'ল তোমাদের টাহা দেব অ্যানে। তোমরা কনে থাহ? তোমাদের পেঠিয়ে দিছে কেডা?

১ নাচ। নাচঘরে আলো জ্বালা দেখে, আমরা আপনা-আপনি এসেছি।

ইব্রা। অ্যাহন যাও, অ্যাহন যাও—কা'ল টাহা পাবা। বিবি, এ আশ্‌রফি থাক্ মোর সাথে। হ্যাদে বল্‌ছি যাও, তবু দেঁড়িয়ে রলো,

—এ বিবিজানের সাথে আছে বাৎ। অ্যাঁ! যাব কনে,—ঐ জাঁহাপনা,—বিবিজান! তোমার লেগে গেল গর্দ্দানে।

রাজবেশে হারুণ-অল্-রসিদ ও নুরুদ্দিনের প্রবেশ

হারুণ। এই যে তুমি ফিরে এসেছ, কি সাজা দেবে?

ইব্রা। (ভয়ে কম্পন) জাঁ—হা—প—না, জাঁ—জাঁ—পনা—পনা—

হারুণ। সাজা দেবে, না সাজা নেবে?

পারি। হজ্‌রৎ, যার দেব-দর্শন হয়, শুনেছি সে বর পায়, আমার দেবতা প্রত্যক্ষ, আমি প্রার্থনা করি, জাঁহাপনা এ ব্যক্তির প্রাণ-দান দিন।

হারুণ। মা, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই। দূর হ বেইমান! এই দেবীর কৃপায় তোর আজ জীবন-রক্ষা হলো।

[ইব্রাহিমের সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান।

নুরুদ্দিন! এই পত্র নাও, আজই তুমি স্বদেশে যাও, তোমার নবাব মহাসম্মানে তোমায় তক্ত ছেড়ে দেবেন।

নুরু। বন্দেনেবাজ! গোলাম তক্ত প্রয়াস করে না; নবাবের তক্ত নবাব ভোগ করুন; আমি যাতে নিজের বাড়ীতে থেকে, জনাবের কৃপায় রুটি ক'রে খেতে পারি, তাই যেন নবাব করেন।

হারুণ। বুঝ্‌লেম, তুমি অতি সজ্জন। তুমি যাও, কোন আশঙ্কা করো না; আমার কথায় তুমি পুনর্ব্বার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে। এটি আমার কন্যা, এ আমার কাছে থাক; আমরা যথাসময়ে তোমার বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হবো, আপাততঃ রাজকার্য্যে বিব্রত আছি, নইলে একত্রে যেতেম। (নাচ্‌নাওয়ালীদের প্রতি) তোমরা কি ক'রে এলে, তোমাদের কে এখানে নিয়ে এল?

১ নাচ। জাঁহাপনা! আমরা উদ্যান-ভ্রমণে এসেছিলাম, অপূর্ব্ব নরনারী দেখ্‌লেম। জাঁহাপনার আজ্ঞা আছে, "বিদেশী লোক দেখলে অভ্যর্থনা কর্‌বে।" ইতিপূর্ব্বে আমরা এমন সমাদরের ব্যক্তি দেখি নাই।

হারুণ। যথার্থ বলেছ; আমি তোমাদের উপর পরম সন্তুষ্ট হয়েছি, আজ হ'তে তোমরা বাঁদী নও, আমার এই কন্যার সখী, আমার কন্যার ন্যায় রাজপুরে আদরে থাক।

[প্রস্থান।

নাচ্‌নাওয়ালীগণ। গীত

দেখি আজ নূতন দুনিয়া।
নূতন তানে, নূতন প্রাণে গেয়ে যায় হাওয়া॥
নূতন শশী উঠেছে,
শশী ঘেরে নূতন নূতন তারা ফুটেছে,
নূতন ফুলে আজকে নূতন সৌরভ ছুটেছে—
প্রাণ মন নূতন জীবন পেয়েছি নূতন হিয়া।
উথলে উঠে নূতন রসের দরিয়া॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বসোরা—নবাবের দরবার

সুলতান মহম্মদ, এল্‌মোইন, নুরুদ্দিন, সেনজারা ও রক্ষকগণ

এল্। আন্‌ছে মৌত টেনে, হ্যাদে আর যাবা কনে! বন্দেনেবাজ! এ ঝুট সনন্দ আন্‌ছে; ওর সাথ খালীফের অইছে মুলাকাৎ; বল্‌তিছে এহন ঝুটবাৎ—মোদের দ্যাখ্‌ছি সাফ বোকা জান্‌ছে।

মহ। এ কে?

এল্। জাঁহাপনার পেয়ারা উজীরের ছাওয়াল। ঐ বাঁদীটে নিয়ে ভেগে গেল, অ্যাহন একটা ফন্দি এঁচে ঘরে অ্যাল। ওরে জায়গির দেও, তালুক দেও, মুলুক দেও।

মহ। আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, এ খালীফের সই-মোহরই বটে!

এল্। বন্দেনেবাজ! জাল কর্‌ছে।

সেন। হ্যাঁ, খুব সোজা কাজটা; খালীফের সই-মোহর জাল করেছে, বড় সোজা কাজটা।

এল্। ওরে কি তুমি যে সে পাইছ? আর বন্দেনেবাজ! দ্যাহেন দ্যাহেন, উপরে কি কাটি দিছে দ্যাহেন। জাঁহাপনার বাদ্‌শাই তক্ত দিবার হুকুম,—জাল প্রমাণ হতি কি আর বাকি আছে?

নুরু। বন্দেনেবাজ! এ জাল নয়, খালীফ যথার্থই তক্ত দিতে লিখেছিলেন; আমার মিনতিতে পত্র পরিবর্ত্তন করেছেন।

এল্। আরে বাঃ বাঃ! বড় সাচ্চা আদ্‌মী দ্যাখ্‌তিছি, জাঁহাপনার উপর মেহের-বাণী কর্‌ছে,—তক্ত দিতি চেহেল, ছাড়ি দিছে; এ জাল বুঝ্‌তি কি আর বাকী আছে।

সেন। উজীর সাহেব, আমার কান্না আস্‌ছে—আপনি ম'লে উজিরি কর্‌বে কে? যা সূক্ষ্ম ঠাউরে দেখেছেন, যখন তক্ত দিবার কথাটা কেটে দিয়েছে, তখন তো জালই বটে।

এল্। হ্যাদে, ও সয়তানী কথা সমুঝ কর্‌ছো? ও আপনার কেরামতি জাহির কর্‌বার চায়।

সেন। সয়তানী কথা সমুঝ্ কর্‌তে উজীর সাহেব খুব পারেন, সয়তান যেন ওঁর ভাই বেরাদার!

এল্। তা জাঁহাপনাকে কি আপনি তক্ত ছাড়্‌তি বলেন না কি? বল্‌তিছেন এ জাল নয়?

সেন। আমি কিছুই বল্‌তে চাইনে; জাঁহাপনা, বান্দার আরজ্ এই, যখন এ ব্যক্তি পালিয়েছিল,—

এল্। সে শলার মধ্যি অনেকেই ছ্যাল।

সেন। উজীর সাহেবও কি ছিলেন?

এল্। আমি থাক্‌বো ক্যান, আমি হচ্ছি সবার দুষ্‌মন।

সেন। তা সত্যি।

এল্। কার সাথ দুষ্‌মনী কর্‌ছি, কার সাথ সয়তানী কর্‌ছি?

সেন। সে হুজুরের মালুম আছে। জাঁহাপনা! বান্দার আরজ, যখন এ ব্যক্তি পলাতক হয়ে পুনর্ব্বার ফিরেছে, আর প্রবল-প্রতাপশালী খালীফের নাম নিয়েছে, তখন সহসা কোন কাজ করা উচিত নয়।

মহ। উজীর, তুমি যা জান কর, আমার মাথা খারাপ হচ্ছে,—মাথা খারাপ হচ্ছে, আমি চল্লেম, আমার খানার সময় হয়েছে।

এল্। জাঁহাপনা! হুকুম দিন, যাইয়ে কোতল করি।

সেন। জাঁহাপনা! খালীফের নাম নিয়েছে, সহসা একটা কাজ কর্‌বেন না।

মহ। না না, খালীফের নাম নিয়েছে, আমি চল্লেম; আমার মাথা খারাপ হয়েছে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

[মহম্মদের প্রস্থান।

এল্। হ্যাদে সুমুন্দি! কোড়া লাগাই-ছিলে, ইয়াদ আছে? চল অ্যানে।

নুরু। কোথায় যাব?

এল্। হালুয়া খাবা না? হালুয়া খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

সেন। উজীর সাহেব, সাবধান! খালীফ টের পেলে অনর্থ কর্‌বে।

এল্। এই হালার পুতের জন্যি তো কোতল কর্‌বার পাল্লাম না, আরে বাঁধ বাঁধ।

সেন। উজীর সাহেব, বাঁধ্‌বার দরকার কি?

এল্। না, কিছু নয়, তুমি জাহাজ তৈয়ার কর অ্যানে, ফের পালান দেবে, হ্যাদে সুমুন্দি, পালাবা না? তোমার বাবারে জাহাজ তৈয়ার কর্‌তি বল।

সেন। উজীর সাহেব, কি বলছেন?

এল্। ও যা বল্‌তিছি, ও আঁতে আঁতে সমুঝ কর্‌তিছে। এবার নুরু মিঞারে আর পালাবার দিচ্ছিনে। নুরু মিঞা, এম্‌নি কোড়া লাগাইছিলে তো। (প্রহার) এই এম্‌নি—এম্‌নি।

সেন। উজীর সাহেব, আর মার্‌বেন না—আর মার্‌বেন না!

এল্। হ্যাদে, যে তোমার শলা শুন্‌তি চায়, তারে শলা দিও, মোর আপন শলা মোর আপন কাছে।

নুরু। হে ধীবর! কেন তুমি আমায় যম-দূতের মুখে পাঠালে! কোথায় তুমি—এস, রক্ষা কর! আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে! হে ধীবর! এসে দেখা দাও, তোমার নফরের যন্ত্রণা দেখ! আহা, সে অভাগিনী কোথায় রইল! এ সময় একবার দেখা হলো না। (উজীর কর্ত্তৃক পুনঃ প্রহার)

সেন। উজীর সাহেব, আপনার শরীরে কি দয়া নাই? এ যে মারা যাবে!

এল্। দয়া—এই সুদির সুদ দিতেচি (প্রহার), ক্রমে সুদ আসল দেবো অ্যানে। এ সুমুন্দির সাথ চুক্তি না ক'রে কি মুই ছাড়্‌বো?

সেন। উজীর সাহেব, আপনি অন্যায় কাজ কর্‌ছেন। যারা যারা উপস্থিত আছ, শোন, এ ব্যক্তি খালীফের অনুচর, এর প্রতি যে পীড়ন কর্‌বে, তার সর্ব্বনাশ হবে।

নূরু। প্রাণ ওষ্ঠাগত! এখনি বেরুবে। ভগবান্! আমার এই প্রার্থনা, যেন অন্তিম-কালে তোমার পায়ে মতি থাকে! যেন যন্ত্রণায় তোমায় না ভুলি, হা ভগবান্! জল—

এল্। ঘাম্‌তিছ আবার জল খাবা, ঠাণ্ডা লাগবো যে—তোমার বাপের দোস্ত, তোমায় জল দিতি পারি।

নূরু। উজীর! তুমি শত্রুকে দয়া কর্‌তে শেখ নি; এক দিন তোমায় ভগবানের কাছে দয়া প্রার্থনা কর্‌তে হবে। জন্মালে মরণ আছে, কিন্তু আমার মৃত্যুতে জেনো যে, রাজ্যের মহা অনিষ্ট হবে।

এল্। যবে হয়, তবে হবে, অ্যাহন তুমি ভাবতিছ ক্যান্? মিয়াসাহেব, আপনার কাম দ্যাহেন যায়ে, হ্যাদে দ্যাখছেন কি, কুত্তা খাওয়াবো, আরে ট্যানে নিয়ে চল।

রক্ষকগণ। উজীর সাহেব, আমরা পার্‌বো না, এ খালীফের অনুচর।

[রক্ষকগণের প্রস্থান।

একজন রক্ষকসহ পুরুষবেশে এন্‌সানির প্রবেশ

এন্‌সা। পার্‌বে না?

এল্। তুমি একা পার্‌বে?

এন্‌সা। আমার লোক আছে, এই যে আমার লোক।

এল্। তুমি পার্‌বা, তুমি পারবা? নিয়ে চল,—সুমুন্দিরে নিয়ে চল; চল হালুয়া খাবা,—আরে জল দিতিছ যে—জল দিতিছ যে?

এন্‌সা। আরে উজীর সাহেব, বোঝেন না! টাক্‌রা লেগে ম'রে গেলে ওরে সাজা দেব কি ক'রে? রোজ রোজ এমনি কোড়া লাগাব, আর জল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবো; যদি খেতে না চায়, মুখ চিরে খাওয়াতে হবে, ম'রে গেলে তো ফুরিয়ে গেল।

এল্। আরে বেশ সমুঝ্ কর্‌ছো,—বেশ সমুঝ কর্‌ছো, তুমি মোর জানের দোস্ত।

নূরু। ভগবান্! বল দাও, যেন ঘোর দুঃখে তোমায় কখনো না ভুলি! ভগবান্! বল দাও, যেন কখনও অধর্ম্মে মতি না হয়, যেন অন্তকালে আমার দুষ্মনকে মার্জ্জনা ক'রে, তোমার চরণে মার্জ্জনা চাইতে পারি। প্রভু! পাপ হ'তে আমায় রক্ষা কর।

এল্। আরে নিয়ে চল্, নিয়ে চল্; আরে কনে যাবা মিঞা, কয়েদখানা দ্যাখ্‌বা, তা পাবা না, আপনার কাম দেখ।

[সেনজারার প্রস্থান।

এন্‌সা। (জনান্তিকে) চল, ভয় করো না, আমি দুষ্‌মন নই, বন্ধু। (প্রকাশ্যে) চল, আর ঢং কর্‌তে হবে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবির

হারুণ-অল্-রসিদ ও সেনজারা

হারুণ। যখন তুমি আমার কন্যার প্রাণরক্ষা করেছ, তুমি আমার দোস্ত।

সেন। বন্দেনেবাজ! আমি আপনার দাস মাত্র।

হারুণ। না, আজ হ'তে তুমি আমার পারিষদ। কি উপায়ে নুরুদ্দিনের সন্ধান পাই? আপনি কিরূপে জান্‌লেন যে, সে জীবিত আছে?

সেন। তার কারারক্ষক আমায় বলেছে।

হারুণ। সে কে?

সেন। সে এক অদ্ভুত চরিত্র, তার প্রকৃতি আমি কিছুই বুঝতে পারি নে, যখন নুরুদ্দিনকে কারাগারে দেয়, জাঁহাপনার ভয়ে কেউ তাকে বন্দী কর্‌তে সাহস করে নাই, সে ব্যক্তি আপনি এসে কারারক্ষকের পদ গ্রহণ কর্‌লে। কিন্তু দেখলেম, তার নুরুদ্দিনের প্রতি অতি কোমল ব্যবহার। ঘূর্ণিত নয়নে যখন উজীরের প্রতি দৃষ্টি কর্‌তে লাগ্‌লো, জ্ঞান হলো যেন তারে নয়নাগ্নিতে ভস্ম কর্‌বে। বোধ হয়, কোন অভাগা খোজা;—বালকের মত শ্মশ্রুহীন মুখ, কিন্তু ললাট-রেখায় বয়সের চিহ্ন লক্ষিত হয়। ক্ষিপ্তের ন্যায় আচার, ক্ষিপ্তের ন্যায় শূন্য-দৃষ্টি, ক্ষিপ্তের ন্যায় অর্থ-হীন কথা উচ্চারণ করে; কিন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ,

যেন কোন মন্তব্য দৃঢ়ীকৃত ক'রে কার্য্যসাধনে রত আছে। আমি তারে এখানে আস্‌তে বলেছি. বোধ হয়—ঐ সে।

এন্‌সানির প্রবেশ

হারুণ। কে তুমি?

এন্‌সা। এখন পরিচয় দেব না, বধ্যভূমে বল্‌বো, বধ্যভূমে বল্‌বো, যখন খালীফ এসেছে, আর আমার ভয় কি? কা'ল নুরুদ্দিন বধ হবে,—কা'ল নুরুদ্দিন বধ হবে।

হারুণ। কি! মোউৎ কার কেশাকর্ষণ করেছে! সয়তান কারে দোজকে স্মরণ করেছে; স্বেচ্ছায় কে খালীফের ক্রোধানলে ঝম্প দেবে! আপনি কি ঠিক সংবাদ জানেন, জাফের এখনও পৌঁছায় নি?

সেন। বন্দেনেবাজ! তার জলপোত চরে বদ্ধ হয়েছে; বাদ্‌সার একজন সেনাও উপস্থিত হ'তে পারে নি।

এন্‌সা। কাল বধ্যভূমিতে পরিচয় দেব,—বধ্যভূমিতে পরিচয় দেব, খালীফ এসেছে, ভয় কি? কাল আমার প্রতিশোধের দিন!—কাল আমার প্রতিশোধের দিন!

[এন্‌সানির প্রস্থান।

হারুণ। শুনুন, আপনার নবাবকে সতর্ক করুন, নুরুদ্দিনকে বধ কর্‌লে, এ সুন্দর সহরের চিহ্নমাত্র থাক্‌বে না; আবালবৃদ্ধ-বনিতা, কারুর প্রাণরক্ষা হবে না।

সেন। জাঁহাপনা! গোস্তাকি মাফ হয়; এ পাগলের কথার অর্থ স্বতন্ত্র অনুমান হচ্ছে, বল্লে, "খালীফ এসেছে, ভয় কি, প্রতিশোধের দিন।" আর নুরুদ্দিনের প্রতি বন্ধুভাব, উজীরের প্রতি ক্রোধভাব দেখেছি। দাসের অনুভব এই যে, এই ব্যক্তিই নুরুদ্দিনের প্রাণরক্ষার কোন উপায় কর্‌বে।

হারুণ। আপনি বল প্রকাশে নিষেধ কর্‌ছেন কেন?

সেন। খামিন! উজীর অতি খল, জাঁহাপনা দণ্ড দেবেন বটে! কিন্তু নুরুদ্দিনের উপর তার অতি ক্রোধ! তার প্রাণ যায়, তাতে কাতর নয়, কি জানি, ক্রোধ ক'রে যদি সে নুরুদ্দিনকে বধ করে! এতদিন সে বধ কর্‌তো; জাঁহাপনার ভয়ে নবাব হুকুম দেন নি। বিশেষতঃ রাজ্যময় সকলেই নুরুদ্দিনের পক্ষ, তাই সাহস কর্‌তে পারে নি।

হারুণ। তুমি কি উপায় বল?

সেন। খামিন! আসুন, পাগলের কাছে যাই, ও নিশ্চয় কোন উপায় করেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্যারিসানা ও জনৈক সখীর প্রবেশ

প্যারি। ছিল না যাতনা, প্রণয় কামনা,
পণে বেচা-কেনা কায়,
চির পরাধীনা, দীনা বিমলিনা
কেন বা ঘটিল দায়!
বাসনা ছুটিল, পিয়াসা উঠিল,
তখনি ফুরায়ে গেল,
ছি ছি কি ছলনা, যাতনা গেল না,
এত কি লাঞ্ছনা ছিল!
সে ভালবাসিয়ে, গিয়েছে ভাসিয়ে,
না জানি কত সে সহে,
কঠিন হৃদয়, তাই এত সয়,
তাই প্রাণ দেহে রহে,
করি প্রেম আশ, হতাশ হুতাশ,
কারাবাস বুঝি সার,
পরের তাড়না, কে করে সান্ত্বনা,
দেখা তো হলো না আর।
বিধির ছলনে, দেখা তার সনে,
মজাতে জনম মম!
সুকোমল চিতে, বুঝি ব্যথা দিতে,
ভুবনে এসেছে প্রেম।
কায় প্রাণ মন, জীবন যৌবন,
সে আমারে বিলায়েছে,
বিনিময়ে তার, নেছে দুঃখভার,
কেঁদে কেঁদে চ'লে গেছে!

সখী। ভেব না প্রাণ সজনি,
গুণমণি আসবে তোমার,
এ প্রাণ বিফল হ'লে,
প্রেমের কে আর ধার্‌বে লো ধার।
বাড়াতে প্রেম-পিয়াসা
হয় লো দুদিন প্রেমে বাঁধা,
কোমল প্রাণে মেশামেশি,
আছে লো তায় হাসা-কাঁদা।
পোহাবে দুখের নিশি,
হেসে উদয় হবে রবি,

আদরে হৃদ্‌নলিনী,
ধর্‌বে বুকে রবি-ছবি।
দেখ্‌ লো মনে বুঝে,
প্রেমিক মনে ঠিক কথা কয়,
দেখ না মন বুঝ না,
মনে আশা হয় কি না হয়।
প্রেমের আশা মিছে হ'লে
থাক্‌তো কি সই প্রেমের আদর,
প্রেমিকা প্রাণ বাঁধ না,
প্রেমে কর সাহসে ভর।

হারুণ-অল্‌-রসিদের পুনঃ প্রবেশ

হারুণ। মা, তুমি যথার্থই অনুমান করেছ, আমি মনে স্থান দিতে পারিনে যে, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌তে সাহস কর্‌বে।

পারি। জাঁহাপনা! অনুমান নয়, আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি।

হারুণ। তুমি এরূপ কথা বল্‌ছো?

পারি। বন্দেনেবাজ! আমি বাঁদী, আমার আর স্বতন্ত্র প্রাণ-মন নাই, আমার স্বামীর মনে আমার মন! যখন তাঁর প্রাণ মলিন হয়, আমারও প্রাণ মলিন হয়; যখন তিনি প্রফুল্ল হন, তখন আমিও প্রফুল্ল হই। আমি দেখেছি, যেন আমার প্রাণ অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ হয়েছে, এতেই আমার নিশ্চয় অনুমান হচ্ছে যে, যাঁর প্রাণে আমার প্রাণ, তিনি কোন তমোময় কারাগারে আবদ্ধ।

হারুণ। তুমি কি মনে মনে কল্পনা ক'রে দেখেছ? ও তোমার ভ্রম, ভালবাসায় ওরূপ ভ্রম হয়।

পারি। না জাঁহাপনা! আমার ভ্রমও নয়, আমার স্বতন্ত্র প্রাণও নয়।

হারুণ। তবে তুমি কি বল্‌তে চাও যে, যদি তোমার স্বামীকে কেউ বধ করে, তা হলে তোমার মৃত্যু হবে?

পারি। সেই দণ্ডেই মৃত্যু হবে।

পারিসানার গীত

সে দিয়েছে নবীন জীবন।
প্রভেদ কেবল দেহে, প্রাণে রয়েছে বন্ধন॥
উভয়ে আপন হারা, এক স্রোতে বহে ধারা॥
যে ভাবে সে বহে যাবে, সে ভাব পরশে মন॥
একান্তর নিরন্তর, কভু নহে স্বতন্তর,
অন্তরে অন্তর তার, রহি সে রহে যেমন॥

হারুণ। মা, আমি বুঝলেম, যথার্থই তুমি পতিপ্রাণা, বিধাতার বিড়ম্বনায় তুমি বাঁদী হয়েছ; তোমার মত উচ্চমনা নারী আমি কখন দেখি নাই; তুমি অপেক্ষা কর, সত্বরেই তোমার পতির সঙ্গে মিলন হবে।

সখিগণের প্রবেশ

গীত

সজনি ফুরিয়েছে তোর দুখের রজনী।
আদরে বসবি বামে, আস্‌ছে তোর গুণমণি॥
হৃদয়ে কত অনুরাগ, বিচ্ছেদে বেড়েছে সোহাগ,
মিলনে সোহাগ টোটে হয় কভু বিরাগ,
বিরহ প্রেমের ভূষণ, প্রেমিকার হৃদয়-মণি।
বিরহ তাইতে এত যতন করে রমণী॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বধ্যভূমি

এল্‌মোইন ও এন্‌সানি

এল্‌। হ্যাদে পাইছো কনে? পাইছো কনে? তোমায় বল্‌বো কি, কাল যহন তক্তয় বসবো, উজির্ কামড়া তোমারেই দেবো।

এন্‌সা। নুরুদ্দিনকে কখন্‌ বধ কর্‌বেন, নবাব কি বধের হুকুম দিয়েছেন?

এল্‌। নইলি সরঞ্জামটা দ্যাখ্‌ছো কিসির? ভাবতিছি সাপে খাওয়াবো, কি হাতী ডলাবো, কি ফাঁসী চড়াবো, কি আগুনে পোড়াবো, ছাল ছাড়াবো কি কুত্তা খাওয়াবো।

এন্‌সা। তুমি খালীফের মোহর ঠিক জাল কর্‌ছো, কেউ ধরতি পাল্লে না যে, এডা জাল। আমি ল্যাখেছি যে, খালীফ হুকুম দিছে, 'পত্র-পাঠ নুরুদ্দিনকে মার্‌বা।' একদিনে দুটো কর্‌লাম না, নুরুদ্দিনকে মেরে কাল ল্যাখবো যে, 'তুমি তক্ত ছ্যাড়ে এই উজীরকে তক্ত দেবা!' বোকা নবাবডা ডরেই তক্ত ছ্যাড়ে মক্কায় যাবে অ্যানে। আর তুমি সেই বাঁদীডার কথা কি বল্‌তিছিলে,—সে আইছে নাহি? সত্যি তারে দ্যাখ্‌ছো নাহি?

এন্‌সা। যে সদাগর তাকে সঙ্গে ক'রে বধ্যভূমিতে আন্‌ছে, তার নূরুদ্দিনের উপর ভারি রাগ; সে সকল লোকের সাম্‌নে নূরুদ্দিনকে দেখাতে চায় যে, তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে আর একজনের কাছে গেল। নূরুদ্দিন তার মেয়েকে চুরি করেছিল না কি করেছিল, সেই রাগের চোটে তার বাঁদীকে এই সহরে এনেছে। আর বাঁদীটারও শুন্‌ছি তোমার উপর মন পড়েছে; সে নাকি তোমাকে কোথায় দেখেছিল।

এল্‌। দ্যাহেছিল, দ্যাহেছিল; যে দিন নূরুদ্দিনকে ধর্‌বার যাই; সে দিন দ্যাহেছিল। কি বল্লে, তার মন পড়ছে? চক্‌মকে উজীরের সাজে দ্যাহেছিল কি না; নবাব দ্যাহেলিই আরো পছন্দ কর্‌বে অ্যানে, নূরুদ্দিনকে আন্‌বার গেল কেডা?

এন্‌সা। সে আমার লোক নিয়ে আস্‌ছে; কিন্তু তোমার সাজগোজটা আজ বড় ভাল নয়! তুমি একটু সেজেগুজে এস। সওদাগর নূরুদ্দিনের বাঁদীকে সঙ্গে নিয়ে এল ব'লে।

এল্‌। বল্‌ছো ভাল, বল্‌ছো ভাল; এই যে নূরুদ্দিন আস্‌ছে।

নূরুদ্দিনকে লইয়া রক্ষকের প্রবেশ

হ্যাদে নূরুমিঞা, এ সরঞ্জামটা দ্যাখ্‌ছো! মোর নানীর সাথ তোমার সাদি দিতি আন্‌ছি। দ্যাহে ন্যাও—দ্যাহে ন্যাও চারু তরফ দ্যাহে ন্যাও।

এন্‌সা। উজীর সাহেব, তুমি যাও যাও; সেজেগুজে এস গে!

এল্‌। যাতিছি, যাতিছি, নূরুমিঞা, দ্যাখতিছ, আবার দ্যাখাব অ্যানে, তোমার জরু মোর গলা ধর্‌য়া খাড়া হবে। মোর নানীরি তোমায় দেবো, আর তোমার জরুরি মুই নেবো।

এন্‌সা। যাও, শীগ্‌গির যাও, সেজেগুজে এস।

এল্‌। মিঞা, আস্‌তিছি, তোমার সাদি দ্যাখ্‌বো আসে। [প্রস্থান।

সওদাগর বেশে হারুণ-অল্‌-রসিদের প্রবেশ

এন্‌সা। আমি জানি, — জানি, — আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, কালীফের সাক্ষাতে বল্‌বো, কোমল জীবনে যে দাগা পেয়েছি, তার প্রতিশোধ দেব।

হারুণ। কে তুমি?

এন্‌সা। শুন্‌বে, — শুন্‌বে — আমি উজীরের স্ত্রী।

হারুণ। তোমার এ দশা কেন?

এন্‌সা। আমি যৌবনে কাফের উজীরকে ভালবেসেছিলেম, কিন্তু সে আমায় পাগল করেছিল, পাগলা-গারদে দিয়েছিল; আমি মনের জোরে আরাম হয়েছি,—তারে প্রতিশোধ দেব ব'লে আরাম হয়েছি; আজই তার প্রতি-শোধ দেব—জাঁহাপনার বরে প্রতিশোধ দেব! সে আপনার বাঁদীর লোভে আস্‌ছে। তারই কারাগারে তারে বন্ধ কর্‌বো, তারই কৌশলে বধ্যভূমিতে আস্‌বে; মার্‌তে হয় মার্‌বো,— রাখতে হয় রাখ্‌বো। না—না, মার্‌বো! আবার পাগল হবো! তার পর আমার জীবনের সাধ ফুরুবে।

এন্‌সানির গীত

আমার প্রাণে জ্বলে যে অনল।
সাগরের অতল জলে, হবে না তা সুশীতল॥
যে দিন ঘৃণা ক'রে পায়ে ঠেলেছে,
কত কথা বলেছে,
সেই দিনেই এ আগুন জ্বলেছে;—
নেবে না জলে, জলে জ্বলে আগুন হয় প্রবল॥

হারুণ। তুমি কি চাও?

এন্‌সা। এখন জানিনে,—এখন জানিনে— উজীর এলে বল্‌বো।

[এন্‌সানির প্রস্থান।

নূরু। এই তো বধ্যভূমি! এখনি প্রাণ যাবে। পৃথিবি, বিদায় দাও। সূর্য্যদেব, বিদায় দাও। আমি মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ নই, আমার যন্ত্রণা শেষ হবে, ভগবান্‌ আমায় রাঙ্গা পদে স্থান দেবেন। আক্ষেপ এই,—তার সঙ্গে আর দেখা হলো না! শুন্‌লেম, কাফের উজীর তারে হস্তগত করেছে! আহা! না জানি সে কি যন্ত্রণাই পাবে! সে আমা ভিন্ন জানে না! বোধ হয়, সে আত্মহত্যা কর্‌বে! ভগবান্‌! চরম সময় বল দাও! তুমি বলদাতা, যেন মৃত্যুকালে সংসার ভুলে তোমার নাম নিতে নিতে প্রাণত্যাগ

কর্‌তে পারি! যেন সকলের কাছে প্রমাণ কর্‌তে পারি যে, আমি জগৎপিতার আশ্রয়ে যাচ্ছি! মাটীর দেহ মাটীতে মেশাবে, শ্বাস-বায়ু পবনে মেশাবে, চক্ষের জ্যোতিঃ সূর্য্যের জ্যোতিতে লয় হবে, উজ্জ্বল আত্মা দেহবন্ধন ত্যাগ ক'রে পরমোজ্জ্বল পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত হবে! ভগবন্! মৃত্তিকায় আবদ্ধ হয়ে, ইন্দ্রিয়ের ছলনায় প্রতারিত হয়ে কত অপরাধ করেছি, দয়াময়! নিজগুণে মার্জ্জনা কর।

গীত

অন্তে তব কিঙ্করে রেখো
জ্যোতির্ম্ময়, রাজীবচরণে!
আসি ধরা'পরে, নরদেহ ধ'রে,
বঞ্চিত চিত নিয়ত সাধনে॥
শৈশবে হৃদে ফুটিল বাসনা,
যৌবনে সদা যুবতী কামনা,
কাঞ্চন, নিশি-দিন আকিঞ্চন;
জানে না রসনা ডাকিবে কেমনে॥
সম্পদ্-মদ পিয়ে অবিরত,
মাতুয়ারা মতি ভ্রম-পথে রত,
সাথে ছায়া সম ফিরিছে শমন,
জাগেনি স্বপন অচেতন মনে॥

হারুণ। ওহে, তুমি তো বড় নির্ব্বোধ, একজন জেলের চিঠি নিয়ে এই বিপদে পড়েছ?

নুরু। তুমি কে?

হারুণ। আমি তোমার বন্ধু।

নুরু। যদি বন্ধু হও, রাজাধিরাজ হারুণ-অল্-রসিদের নিন্দা করো না; আমার অদৃষ্টে যা ছিল, হয়েছে!

হারুণ। হারুণ-অল্-রসিদ কে? সে জেলে;—সে আমার আশর্‌ফি ভুলিয়ে নিয়েছে, তোমার স্ত্রী ভুলিয়ে নিয়েছে!

নুরু। তুমি না পরিচয় দিলে আমার বন্ধু?

হারুণ। হাঁ, তোমায় মুক্ত কর্‌তে এসেছি।

নুরু। তুমি যাও! আমি তোমার দ্বারা মুক্ত হব না।

হারুণ। তুমি অতি নির্ব্বোধ, এখনি তোমার প্রাণবধ হবে। যদি জেলেই না হয়, সত্যই হারুণ-অল্-রসিদ হয়, তা হ'লে সে তোমার কি কর্‌লে?

নুরু। খালীফ্ আমার পিতার স্বরূপ, তিনি নিশ্চিন্ত নাই। যদি তিনি সংবাদ পান, তা হ'লে আমার মুক্তির উপায় নিশ্চয় কর্‌বেন। আর আমি মলেমই বা, ক্ষতি কি? আমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির মৃত্যুতে পৃথিবীর কিছু আসে যায় না; কিন্তু খালীফ হারুণ-অল্-রসিদের জয়। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, তাঁর গৌরব-রশ্মি শারদ-কৌমুদীর ন্যায় জগদ্ব্যাপী হউক, জগতে চিরশান্তি বিরাজ করুক। তোমার নিকট আমার একটি মিনতি,—আমার মৃত্যু-সংবাদ পেলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন, নিশ্চয়ই এ রাজ্য ধ্বংস কর্‌বেন! আমার এই আবেদন তাঁর পদে জানিও যে, আমার মৃত্যু-কালে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার রাজপদে আবেদন,—যেন আমার শত্রু মিত্রকে তিনি মার্জ্জনা করেন! আমার প্রাণবধের প্রতিশোধে যেন নরহত্যা না হয়, আমি সকলকে মার্জ্জনা করেছি; তিনি সন্তানের প্রতি কৃপা ক'রে সকলকে ক্ষমা করেন, দাসের স্বর্গের পথ মুক্ত করেন, যেন ভগবানের নিকট মার্জ্জনা চেয়ে আমি দাঁড়াতে পারি যে, প্রভু, আমার জীবনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমার প্রাণ-বধে অপর কারুর প্রাণবধ হয় না।

হারুণ। আরে যাও যাও, তুমিও যেমন, তোমার খালীফ্‌ও তেমন। আমি হ'লে তার নামও মুখে আন্‌তেম না।

নুরু। তুমি দূর হও, নিন্দুক।

হারুণ। আচ্ছা, চল্লেম, ভাল কর্‌তে এলেম, মন্দ হলো।

নুরু। তোমার দ্বারা প্রাণরক্ষা হওয়াও অগৌরব। তুমি মহাজন ব্যক্তির নিন্দা কর! যে উচ্চ ব্যক্তির নিন্দা করে, সে হেয়,—যে শোনে, সে হেয়, আমি খালীফের নিন্দুকের দ্বারা হেয় জীবন রক্ষা কর্‌তে চাই না।

হারুণ। আচ্ছা, আমি চল্লেম, খালীফ্ তোমায় রক্ষা করে কেমন, আমি এসে দেখ্‌ছি।

[প্রস্থান।

এল্‌মোইন ও এন্‌সানির পুনঃ প্রবেশ

এল্। (নুরুদ্দিনের প্রতি) আর কি, এইবার তোমার সাদি দিতিছি। (এন্‌সানির প্রতি) হ্যাদে, হ্যাদে, সে ছুঁড়ীডে ক'নে?

এন্সা। এলো ব'লে, ঐ আস্ছে!

নূরু। আহা! অভাগিনী!

এল্। বাছা নিঃশ্বাস ফ্যালতিছে। আহা, ভেব না, ভেব না, বেশী নিঃশ্বাস আর পড়বে না, এই বন্ধ ক'রে দিতিছি।

সেনজারার প্রবেশ

সেন। উজীর সাহেব, কি কর্ছো?

এল্। ঠাওরাতিছি, শূলী দেবো, কি ফাঁসী চড়াবো, কি আগুনি পোরাবো।

সেন। তোমার যে রকমে মর্তে সখ।

এল্। মোর মর্বার সখ কি বল্ছো?

সেন। বলি আজ তো তুমি মর্বে?

এল্। তুই বড় বাড়াইছিস্, দ্যাখ দ্যাহিন, তোর কি হাল্ডা করি।

সেন। উজীর সাহেব, রাগ করো না, তোমার সেই বাঁদী আস্ছে।

এন্সা। উজীর সাহেব, ইনি একটা কি কথা বল্ছেন শোন, বড় মজার কথা।

[এল্মোইন, এন্সানি ও সেনজারার প্রস্থান।

ছদ্মবেশী হারুণ-অল্-রসিদের পুনঃ প্রবেশ

হারুণ। নূরুদ্দিন, ভয় করো না, সত্যই খালীফ তোমার মুক্তির জন্য এসেছেন।

নূরু। অ্যাঁ! জাঁহাপনা! কোথায়?

হারুণ। এই তোমার সম্মুখে।

নূরু। জাঁহাপনা! দীন প্রজার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছেন?

হারুণ। আমি কষ্ট পাইনি, তোমায় কষ্ট দিয়েছি। তুমি শঙ্কা দূর কর; আমি এত দিন তোমার সন্ধান কর্তে পারিনি; দুর্জ্জনদের আজ সমুচিত দণ্ডবিধান ক'রে তোমায় সিংহাসনে বসাব।

নূরু। জাঁহাপনা! সে অভাগিনী কোথায়?

হারুণ। এখনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে; আহা, কারাগারে কত কষ্টই পেয়েছ!

নূরু। উজীর কষ্ট দিতে এনেছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর আমায় এখানে রক্ষা করেছেন। জাঁহাপনার ভয়ে কেহই আমার কারারক্ষক হ'তে স্বীকার হয়নি; উজীরের কাছে আবেদন ক'রে একজন স্বেচ্ছায় আমার কারারক্ষক হলো। প্রথম মনে হয়েছিল যে, সে শত্রু; তার পর দেখলেম, সে পরম বন্ধু; আশ্চর্য্য এই, সে স্ত্রীলোক, পুরুষ নয়!—ঐ সে ব্যক্তি।

হারুণ। আমি ওরে জানি, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।

নূরু। জাঁহাপনা! আপনি একা এই শত্রুর মাঝখানে! আমার ভয় হচ্ছে, দুরন্ত উজীর জান্তে পার্লে সর্ব্বনাশ কর্বে।

হারুণ। চিন্তা করো না, এই যে আমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এলাম, এই আমার উরু-দেশে দেখ, অতি নিষ্ঠুর শোণিত-পিপাসী, কঠোর বিপক্ষশ্রেণী ভেদ ক'রে শত সহস্র ব্যক্তির উষ্ণ শোণিত পান করেছে। (তরবারি প্রদর্শন) হেথায় কয়েকজন ক্ষুদ্র জীব মাত্র দেখতে পাচ্ছি, আমার নামে বীর-হস্ত হ'তে অসি খসে যায়।

নূরু। জাঁহাপনা! আমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির জীবনে-মরণে কি আসে যায়; কিন্তু আপনি প্রজারক্ষক, আপনার জীবন অমূল্য।

হারুণ। ঈশ্বর আমায় প্রজাপালনের ভার দিয়েছেন, আমার নরহস্তে মৃত্যু নাই।

জাফেরের প্রবেশ

জাফের, তোমার মত ব্যক্তিকে আর কোন ভার অর্পণ কর্বো না; তোমার অর্ণবযান কি এখন এসে উপস্থিত হলো?

জাফের। ধর্ম্মাবতার! মাফ হয়; আমার অর্ণবযান চড়ায় আবদ্ধ হয়েছিল, আমি ধীবরের ডিঙ্গিতে পূর্ব্বে হেথায় উপস্থিত হয়েছি, সওদাগরী তরীতে আমার সেনারাও এসে উপস্থিত হয়েছে, বধ্যভূমিতে আগতপ্রায়। বন্দেনেবাজ! ইতিপূর্ব্বে আমি নিশ্চিন্ত থাকি নাই, এ রাজ্যের সেনাপতি, সেনাগণ, সকলেই আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর্বে।

হরকরাসহ এল্মোইন ও সেনজারার প্রবেশ

এল্। আচ্ছা আচ্ছা, আমি গলা জড়ায়ে চুমা খাবো অ্যাহন, ছুঁড়ীডেরে আস্তি দেও, ছুঁড়ীডেরে আস্তি দেও, বেশ মৎলব বের কর্ছো। তোমারে তো বল্ছি, তোমার ভাল কর্বো। খুব মজা হবে অ্যানে,—নূরু দ্যাখতি থাকবে আর বুক ফাটতি থাক্বে। হ্যাদে হরকরা, বল্তি থাহ, "আজ নূরুদ্দিন খুন হবে। খালীফ বাদ্সার মোহর জাল কর্ছে।"

নূরু। আজ উজীর খুন হবে, খালীফ বাদ্‌সার মোহর জাল করেছে।

এল্‌। ইস্‌, মর্‌বার সময় বড় লম্বাই বাৎ ঝাড়ছো যে?

নূরু। তুমি মর্‌বার সময় বড় লম্বাই বাৎ ঝাড়ছো যে!

এল্‌। আরে বাঁধ্‌ তো, বাঁধ্‌ তো?

সেন। উজীর সাহেব, উজীর সাহেব, এখন বাঁধা থাক; ঐ সে বাঁদীটে আস্‌ছে, তোমায় সাদি কর্‌বে।

এল্‌। হ্যাদে হ্যাদে, সেইডেই তো বটে, সেইডেই তো বটে।

পারিসানা ও সখীর প্রবেশ

পারি। প্রভু, এতদিন বাঁদীকে ভুলে ছিলে! আর ভুলে থেক না! আর পায়ে ঠেল না!

নূরু। প্রিয়ে! দৈববিড়ম্বনায় তোমায় ছেড়েছিলেম, আর জীবনে—মরণে বিচ্ছেদ হবে না।

এল্‌। হ্যাদে দেখ্‌তিছি মোর সাম্‌না-সাম্‌নি প্রেম কর্‌তি লাগলো।

স্ত্রীবেশে এন্‌সানির প্রবেশ

এন্‌সা। এস প্রাণনাথ, আমরাও প্রেম করি।

এল্‌। আরে তুই কেডা,—তুই কেডা?

এন্‌সা। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না, আমি তোমার সেই প্রেমিকা, যারে পাগল করেছিলে, যারে কারাগারে দিয়েছিলে, যে নফর হয়েছিল!

এল্‌। আরে কেডা আছিস্‌; বাঁধ্‌ তো, বাঁধ্‌ তো, সবগুলারে বাঁধ্‌।

খালীফ-সৈন্যগণের প্রবেশ ও এল্‌মোইনকে বন্ধনকরণ

আরে, আমায় বাঁধিস্‌ ক্যান্‌—আমায় বাঁধিস্‌ ক্যান্‌?

সেন। কেন উজীর সাহেব, এই তো খালীফের হুকুম তুমি আমায় দিয়েছ, এই প'ড়ে দেখ।

এল্‌। এ যাদু নাহি! যাদু নাহি!

এন্‌সা। যাদু বৈ কি, আমার প্রেমের প্রতিশোধ তুমি বুঝতে পাচ্ছ না?

এল্‌। এ জাল! জাল! এ বেইমানী! এ সয়তানী!

এন্‌সা। হ্যাঁ প্রাণনাথ! এ বেইমানী, সয়তানীর প্রতিফল।

হারুণ। জাফের! নবাব কোথায়?

সুলতান মহম্মদের প্রবেশ

মহ। আপনার দাস এই হুজুরে হাজির আছে।

হারুণ। তুমি কোন্‌ সাহসে আমার হুকুম লঙ্ঘন করেছ?

মহ। জনাব! আমি আপনার হুকুম চির-কাল মস্তকে রাখি, আমায় এই কাফের বুঝিয়েছিল যে, এ আপনার হুকুম নয়, জাল।

হারুণ। তুমি নবাবের উপযুক্ত নও—নূরুদ্দিনই যথার্থ যোগ্য। তার মাহাত্ম্য দেখ, আমি বার বার তারে নবাবি দিয়েছি, সে গ্রহণ করে নি, তারই অনুরোধে তোমায় দণ্ড দিলেম না।

মহ। নূরুদ্দিন! তুমি আমার জীবনদাতা, আমি এ তক্তের উপযুক্ত নই, তুমিই গ্রহণ কর। আমার বৃদ্ধ বয়স হয়েছে, আমি মক্কায় যাব।

নূরু। নবাব সাহেব, মক্কায় যেতে হয় যান। আমার অন্য কামনা নাই, আমি জাঁহা-পনার দাস, আমি চিরদিনই তাঁর পদাশ্রয়ে থাক্‌বো।

হারুণ। জাফের! এ কাফেরের প্রাণবধের বিলম্ব কি?

এন্‌সা। জনাব! দাসীর প্রতি আজ্ঞা আছে যে, আমি যা বর চাইবো, তা পাব, প্রাণবধ কর্‌লে ফুরিয়ে যাবে; আজ্ঞা হয় যে, আজীবন আমার গোলাম হয়ে থাকুক।

পারি। পিতা! আজ আপনার কন্যার সুখের দিন, এ দিনে কারুর জীবনবধে আজ্ঞা দেবেন না।

হারুণ। মা! তোমার কথামতই কার্য্য হবে, (এন্‌সানির প্রতি) তুমি কি চাও?

এন্‌সা। আমি এই বেইমানের পরিচ্ছদ এনেছি। এ নরপশু, এর সঙ্গে নরের ব্যবহার কর্‌বো না, পশুবৎ শৃঙ্খল-বাঁধা থাক্‌বে, 'চার পায়ে হাঁটবে।

এল্‌। হ্যাদে মোরে শূলী দিতি চাও,

দেও, ফাঁসী দিতি চাও, দেও, এই বেটীর হাত ছাড়ান দেও।

এন্‌সা। প্রাণনাথ! কেন ভাব্‌ছো? আজ আমাদের আবার সুখের মিলন।

নুরু। মা! বোধ হয়, তুমি বিস্তর সহ্য করেছ, কিন্তু আমায় তুমি পুত্র বলেছ, এ'কে আমায় ভিক্ষা দাও।

এন্‌সা। বাবা! তুমি মা ব'লে আমার প্রাণ জুড়িয়েছ, আমি তোমার কথায় প্রতিশোধ ভুল্লেম।

এল্‌। নুরু, নুরু, তুমি কাট্‌বা না শূলী দেবা! যা হয় ঝটপট ক'রে ফেল।

নুরু। উজীর সাহেব, তোমার ভয় নাই, বৃদ্ধ হয়েছ, একটা উপদেশ নাও, স্থির জেনো, তোমার বুদ্ধিতে সংসার চল্‌বে না। আপনার বুদ্ধিতে কি অবস্থায় পড়েছ দেখ; আমার মিনতি রাখ, এ জীবনের কটা দিন ঈশ্বরসেবায় অতিবাহিত কর। জেনো, পৃথিবীতে পাপের সাজা আরম্ভ হ'তে পারে, কিন্তু শেষ হয় না। যদি নরক-যন্ত্রণা বাড়াতে না চাও, আমার কথা অন্যথা করো না।

হারুণ। নুরুদ্দিন, তোমার সঙ্গে যে দিন আমার প্রথম দেখা, সে দিন শুনেছিলেম যে, তুমি কোন মোল্লাদের কার্য্যে থাক; কিন্তু এতদিন আমি বুঝতে পারিনে যে, তুমিই যথার্থ পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র। বুঝ্‌লেম যে, দয়াবান্‌ ঈশ্বরের তুমিই যথার্থ দাস। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, তুমি তোমার প্রণয়িনীকে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত কর।

সখিগণের প্রবেশ

সখিগণ। গীত

মনের মতন রতন পেলি কি দিবি তা বল?
পারি। আমি তো সই কেনা তোদের,
কেন করিস্‌ ছল?
নুরু। বল না আমায় কি দেবে,
সখিগণ। বল কি, আছে বা কি
আর বা কি নেবে,
নুরু। জান তো কথার ছলনা,
সখিগণ। আর কি নেবে ভেঙ্গে বল না,
পারি। সকলই তোমার,
কিছু নাই তো হে আমার,
ভালবাসা-প্রেম-আশা
ফুটিয়েছে হে হৃৎ-কমল।
সখিগণ। সখী-সখা থাক সুখে,
বাসনা করি কেবল।
সকলে।—
আমোদ করে দেখ্‌লে পরে আমোদের **মিলন**।
আমোদভরে দেখ্‌বে ঘরে,
আমোদভরা চাঁদবদন॥
আমোদে চলে রজনী,
আমোদে চলে সজনি,
আমোদ করা ধারা লো যার,
আমোদে তার ভাসে মন॥

যবনিকা পতন

পাণ্ডব-গৌরব

[পৌরাণিক নাটক]

(১৩০৬ সাল, ৬ই ফাল্গুন, শনিবার, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

মহাদেব। ব্রহ্মা। ইন্দ্র। কার্ত্তিক। দুর্ব্বাসা। নারদ। বলরাম। শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি। প্রদ্যুম্ন। অনিরুদ্ধ। ভীষ্ম। দ্রোণ। বিদুর। যুধিষ্ঠির। ভীম। অর্জ্জুন। নকুল। সহদেব। দুর্য্যোধন। কর্ণ। দুঃশাসন। শকুনি। প্রতিকামী, দণ্ডী, কঞ্চুকী, ঘেসেড়া, দূত, সহিস ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

কুন্তী। দ্রৌপদী। রুক্মিণী। সুভদ্রা। উর্ব্বশী। উত্তরা। অপ্সরাগণ, গঙ্গাসহচরিগণ, জয়া, ঘেসেড়ানী, সখী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ প্রান্তর

দণ্ডী

দণ্ডী। পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচলগামী,
আসে ছায়া বিকাশিয়া কায়া;
নিবিড় গহন,
পাখী ফিরে নিজ নীড়ে;
স্তব্ধ—স্তব্ধ ক্রমে দূর গ্রাম্য কোলাহল;
শ্বাসহীন সমীরণ যেন নিবিড় গহন-ছবি হেরে!
পথ-শ্রান্ত পথ-ভ্রান্ত শ্বাপদ কান্তারে,
তুরঙ্গিনী অন্বেষণে বিজনে ঠেকিনু দায়;
ওই দূরে তুরঙ্গিণী—
মায়া অসংশয়,—
জ্ঞান হয়, জীবন সংশয় মোর!
ঘোর ঘটা, সন্ধ্যার ভীষণ ছটা বনে।

উর্ব্বশীর প্রবেশ

মরি মরি কে সুন্দরী হেরি,
এ বিজনে বিষাদিনী!
উর্ব্ব। হা বিধাতঃ!

গীত

কঠিন বিধাতা ভাল কাঁদালে কামিনী।
ত্রিদিববাসিনী ভ্রমি বনমাঝে তুরঙ্গিণী।
জ্বালিতে স্মৃতির জ্বালা, নিশীথে অবলা বালা,
গগনে তারকামালা, ছিল গো মম সঙ্গিনী।
ভ্রমিতাম ছায়া-পথে, ছিন্ন পদ মৃত্তিকাতে,
তীক্ষ্ন তৃণ বিঁধে অঙ্গে,
মন্দার-ফুল-অঙ্গিনী।

দণ্ডী। কহ, কে তুমি বিজনে,—
ধরাসনে—বিপিন করেছ আলো?
হেমাঙ্গিনী, কেন বিষাদিনী,
কি ভাবে ভামিনী ত্যজিয়াছ গৃহ-বাস?
বিহনে তোমার—
শূন্য কার হৃদয়-আগার,
সংসার আঁধার হেরে!
দেহ পরিচয়,
অবন্তী-ঈশ্বর আমি।
উর্ব্ব। শুনি ব্যথা, ব্যথা কেন পাবে অকারণ?
অদৃষ্ট-ঘটনা, বিধাতার বিড়ম্বনা!
দণ্ডী। ত্যজ খেদ বালা, এস মোর সাথে।
উর্ব্ব। যাব তব সাথে! জান কি, কে আমি?
পরিচয় শুনেছ কি মম?
দণ্ডী। দেবী তুমি জেনেছি নিশ্চয়!
নহে, যে হও সে হও,
আদরে রাখিব সিংহাসনে।
অপ্সরী, কিন্নরী, দানবী, মানবী,
নিশাচরী হও যদি,—ক'রনা বঞ্চনা,
ললনা, চল না হে কৃপা করি।
উর্ব্ব। এ গহনে কি হেতু রাজন্?
দণ্ডী। আজি সুপ্রসন্ন বিধি—
নারীনিধি পাব দরশন,

কিম্বা, বিধি-বিড়ম্বনে,
বিরহ আগুনে চিরদিন পুড়ে হব খার—
যদি কৃপা-কণা না পাই তোমার বালা!

উর্ব্বা। এসেছ কি তুরঙ্গিণী-অন্বেষণে?
জান কি হে কোথা গেল তুরঙ্গিণী?
আমি জানি।

দণ্ডী। এ কি রঙ্গ কহ লো রঙ্গিণি!
তুরঙ্গ-প্রসঙ্গ কিবা হেতু?
সত্য বটে, আসিয়াছি তুরঙ্গিণী ধরিবারে,
কিন্তু হৃদয়-রঞ্জিনি, বাঁধিয়াছ প্রেম-ফাঁসে।

উর্ব্বা। শুন, ব্রহ্মার নয়ন, আজি রাত্রে,—
না হেরিবে তুরঙ্গিণী আর।
কালি প্রাতে, রবি সহস্র কিরণে;
না হেরিবে বন-নিবাসিনী,—
যারে হেরি চঞ্চল হৃদয় তব ভূপ!
মায়া নারী—মায়া তুরঙ্গিণী!

দণ্ডী। কহ প্রকাশি সুন্দরি,
তব ভাষা বুঝিতে না পারি!

উর্ব্বা। ইন্দ্রালয়ে আইল দুর্ব্বাসা,
নৃত্য-গীত উপভোগ হেতু।
হেরি জটাজুট, বৃদ্ধ শ্মশ্রু, পশুর আকার,
মনে মম জন্মিল বিকার,
নাচিব কি বন্য-জন্তু তৃপ্তি হেতু!
মনোভাব বুঝিলেন অন্তর্যামী ঋষি,
কহিলেন রুষি,—
"আরে পাপীয়সি, রূপ-গর্ব্বে অবহেলা কর মোরে?
হও গিয়ে তুরঙ্গিণী বনে,
আইলে শর্ব্বরী
নারী রূপ ধরি, দগ্ধ হও অনুতাপানলে।"
কত কাঁদিলাম ধরিয়ে চরণ,
নাহি হ'ল শাপ-বিমোচন,
আমি নয়—দেবরাজ কহিলেন কত।
অবশেষে সদয় হইয়ে, দিলা ঋষি কয়ে,—
"অষ্ট-বজ্র মিলনে ঘুচিবে অভিশাপ।"
তাই দিবসে তুরঙ্গী, রাত্রে নারী বেশ মম!

দণ্ডী। ভাল, সত্য যদি তোমার বচন,
তথাপি হে করি আকিঞ্চন,
আইস তুমি মমালয়ে।
অতি যত্নে গোপনে রাখিব,
দুইজনে বঞ্চিব যামিনী সুখে।

উর্ব্বা। জান না দারুণ অভিশাপ,—
মম আশ্রয়দাতার, অচিরে ঘটিবে সর্ব্বনাশ;
মম সম মনস্তাপে দহিবে সে জন!
করি হে বারণ,
কেন তুমি মজিবে আমার তরে?

দণ্ডী। লো সুন্দরি,
রত্ন তরে গভীর সাগরে পশে নরে,
মৃত্তিকা-জঠরে, নিবিড় আঁধারে,
প্রবেশে বা কত জন,—
জীবন সংশয় হয় তায়!
সামান্য রতন করি আকিঞ্চন
দিতে চায় প্রাণ বিসর্জ্জন!
তুমি যদি হও লো সদয়,—
ঋষি-শাপে নাহি করি ভয়,
চল চল,—ভেব' না বিষাদে।

উর্ব্বা। মোহ-জালে ম'জ না ভূপাল!

দণ্ডী। কেন আর কর হে বঞ্চনা,
করে নর কঠোর সাধনা
স্বরগ কামনা করি।
নিত্য নব রঙ্গ, অপ্সরীর সঙ্গ,
উচ্চ-ভোগ স্বর্গে শুনি;
যদি অনুকূল বিধি,—
মিলাইল সে নিধি ধরায়,
স্বর্গ-সুখে কোন্ ডরে হইব বঞ্চিত?

উর্ব্বা। হে রাজন্!
জান কি হে অপ্সরীর হৃদয় গঠন?
শুনেছ কি উর্ব্বশীর নাম?
সে উর্ব্বশী সম্মুখে তোমার,
বিষাদিনী বনমাঝে!
কিন্তু কেবা সে উর্ব্বশী,
পরিচয় জান কি হে তার?
শুনেছ অপ্সরী, নারী,
কিন্তু নাহি নারীর হৃদয়!
অপরূপ বিধির সৃজন,
রূপে ভুবন-মোহিনী, বিলাসিনী,—
স্বর্গবাসে যায় লোক ভোগ-আকাঙ্ক্ষায়,—
পায় মাত্র প্রেমহীন দেহের সঙ্গম।
হয়েছি অশ্বিনী, বন-নিবাসিনী,
স্বর্গ হ'তে ধরায় পতন—
তথাপিও মনের গঠন—অপরিবর্ত্তনশীল!
প্রেম-আশে, লয়ে যাবে বাসে
প্রাণহীনা কামিনীরে?

ভোগতৃষা বাড়িবে কেবল—
নাহি হবে অন্তর শীতল।
মানা করি,—ফিরে যাও ঘরে;
নিজ মন বুঝিতে না পারি,
কেন আজি সতর্ক তোমারে করি!

দণ্ডী। প্রাণহীনা তুমি
ভাল, তব বাক্য সত্য যদি হয়,
দেব বা দানবে, গন্ধর্ব্ব-মানবে,
তপস্বী বা ঋষি—
কে তোমারে হেলা করে সর্ব্বভূতে?
তব বিলোল-কটাক্ষ-লালসায়,
কেবা নাহি ফিরে তব পায়?
স্বর্গচ্যুত হবে, তপ জপ যাবে,
ভেবে কে বিলাস ত্যজে?
এবে আর নাহিক উপায়,
রূপের প্রভায় জর জর মনোপ্রাণ;
যে হয় সে হয়,—এস তুমি মম সাথে!

উর্ব্ব। চল তবে,
ভুজঙ্গিনী স্পর্শিতে যদ্যপি সাধ!

দণ্ডী। কেন আত্ম-গ্লানি কর সুবদনি?
বচনে নয়নে অমৃতের প্রস্রবণ তব,
অমৃতে নির্ম্মিত কলেবর,
অলকায় আনন্দ খেলায়,—
তুমি প্রাণহীনা, ধারণা না হয় সুবচনি!

উর্ব্ব। স্বেচ্ছাধীনা, পরাধীনা স্বর্গপুরে যেই,
প্রাণময়ী ভাব তারে?
মম সম বিধাতা বিমুখ তব প্রতি!
লালসায় যেইদিন, যে চেয়েছে মোরে—
করিয়াছি তখনি ভজনা তার
শাপগ্রস্ত হব এই ডরে।
ইচ্ছাধীন নহে প্রতিদান,
তপে শীর্ণ কাষ্ঠ সম দেহ,
হীন-চিত কুরূপে কুৎসিৎ—
ভোগ্য দেহ সবার সেবার ডালি।
স্বর্গে ভ্রমি কালিমা হৃদয়ে ধরি!

দণ্ডী। যত কর মানা, তত তৃষা কর উত্তেজনা,
এস তুমি, যা হয় অদৃষ্টে মোর।

উর্ব্ব। ভাল, চল রাজা,—
বারি-আশে কালানল ল'য়ে।

দণ্ডী। এস, চল আমোদিনি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা ও নারদের প্রবেশ

দুর্ব্বা। শুন হে দেবর্ষি, কব অধিক কি আর,
ক্রোধ মাত্র লভিয়াছি তপস্যার ফলে।
কেন মোরে নিজ অংশে সৃজিল শঙ্কর,
চিরদিন বহিতে এ অনুতাপানল।
ক্রোধে যারে তারে দিই অভিশাপ,
অনুতাপে দহে শেষে প্রাণ!
হের মহাভাগ, ত্যজি যোগযাগ,
এসেছি কণ্টকময় কানন মাঝারে—
উর্ব্বশীর যোগাতে আহার।

নার। মুনিবর, কহ একি অদ্ভুত কথন?
করি উর্ব্বশীর আহার বহন,
ভ্রম তুমি বনমাঝে?
জন্মিল সংশয়, কহ মহাশয়,
কিবা এ অদ্ভুত লীলা!

দুর্ব্বা। শুন ঋষিবর, করি তপ সহস্র বৎসর,
ভাবিলাম তপ পূর্ণ মম।
তপে ক্লিষ্ট ইন্দ্রিয় সকল,
কৈল স্তুতি অশেষ বিশেষ—
সুখভোগ ইচ্ছা করি।
কুক্ষণে হে সদয় হইয়ে, আসি ইন্দ্রালয়ে
ঠেকিলাম মহা দায়ে।
ইন্দ্রিয়ের হয়ে অনুগামী,
এ দশা আমার হেরি!

নার। বিশেষিয়া কহ দেব, কিবা বিবরণ?

দুর্ব্বা। ইন্দ্রিয়ের অনুরোধে কহি পুরন্দরে,
আজ্ঞা দেহ অপ্সর-অপ্সরিগণে—
আরম্ভিতে নৃত্য-গীত।
আইল উর্ব্বশী, হেরিয়া রূপসী—
নয়ন ইন্দ্রিয় তৃপ্ত মম।
পারিজাত-পরিমলে তৃপ্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়,
তুষিতে শ্রবণ চাহিলাম গীত শুনিবারে।
পরে শুন বিড়ম্বনা,
হেরি মোরে উর্ব্বশীর মনে হৈল ঘৃণা,
ভাবিল সে পশুসম আকার আমার!
অমনি হৃদয়ে মহা উপজিল ক্রোধ,
অভিশাপ করিলাম তারে,
"বনে রহ অশ্বিনী হইয়ে
যামিনীতে হও নারী;
অষ্ট-বজ্র দর্শনে হইবে পূর্ব্ববৎ।"
আহা বনে ভ্রমে ত্রিদিব বাসিনী,
বিষাদিনী কাঁদে কত।

শুন মম অধীর হৃদয়,—
অষ্ট-বজ্র-সংঘটন সামান্যে না হয়,
কেবা জানে কত কাল ভুঞ্জিবে হেথায়!
আহা হীন-বুদ্ধি নারী,
কেন হায় অহেতু করিনু ক্রোধ!
এই ফল লভিলাম তপোবলে?
হায়, তমোগুণে জন্ম, তমোপূর্ণ আমি!
কহ ঋষিরাজ, কোন্ হেতু, তুমি এ বিপিনে?

নার। হরগৌরী কোন্দল দেখিতে হৈল সাধ,
গেলাম কৈলাসপুরে,
হেরিলাম বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী সনে—
আনন্দে করেন গান।
করিয়ে প্রণাম, তুলিলাম কত কথা,
গাহিলাম কুচীন আখ্যান,
তাহে মহামায়া ঈষৎ হাসিল,
বাধিল না কোন্দল দু'জনে,
অবশেষে মহেশ কহিলা,—
"যাও তুমি দুর্ব্বাসা সদনে,
বহুদিন তত্ত্ব নাহি তার
দেখা হ'লে পাঠা'য়ো কৈলাসে।"
বহুদিন করি অন্বেষণ,
অবশেষে এসেছি এ বনে।

দুর্ব্বা। রুদ্রেশ্বর, এতদিনে—
পড়েছে কি মনে দীন হীন দাসে তব!
যাই তবে, ঋষিরাজ, ভেটিতে ভোলায়।

নার। কহ মোরে তপোধন, কোথায় উর্ব্বশী?

দুর্ব্বা। এসেছিল রাজা এক মৃগয়া-কারণে,
তার সনে গিয়াছে উর্ব্বশী।
কিন্তু রাজা কোন্ দেশবাসী,
কহিতে না পারি,
যোগ-দৃষ্টিহীন আমি তমোগুণে
পাব তত্ত্ব মহেশ সদন,
আচরিব পরে যেবা আজ্ঞা হবে তাঁর।
বিদায় দেবর্ষি তব পায়।

নার। নারায়ণ,—নারায়ণ!

[দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

অষ্ট-বজ্র একত্রে মিলন—
না হইল সংঘটন সমুদ্র-মন্থনে,
তারক-নিধনে, মৈষাসুর বধে,
শুম্ভ-নিশুম্ভের রণে,
অদ্ভুত ব্যাপার—অদ্ভুত ব্যাপার—
শিব-অংশে জন্ম দুর্ব্বাসার,
বিফল নহিবে বাক্য তার!
অষ্ট-বজ্র-সম্মিলন,
দ্বাপরে কি হবে সংঘটন!
বাড়ে সাধ দেখিতে এ বিষম বিবাদ,
কালাচাঁদ পূরান যদ্যপি।
অকারণ হাসিল কি মহামায়া!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর পথ

কঞ্চুকী

কঞ্চু। তাই তো বলি!—ঘুড়ী নিয়ে কি কখন কেউ দিন রাত্তির থাকে? যা ঠাউরেছি তাই! ও একটা ছুঁড়ী এনে ঘুড়ীর ল্যাজ পরিয়ে রেখেছে! কত রকম বেরকম ঘোড়া-ঘুড়ী দেখ্‌লুম,—কামিনীধানের চেলের ভাত খায়, আধ সের গাওয়া ঘি খায়, রাজায় গা ঢলাই মলাই করে, এ ছুঁড়ী না হয়ে যায়! ছুঁড়ীই বা বলি কি করে? ভোরের বেলা তো বেটী চিঁহিঁ ডাক্‌লে, চাট ছুড়্‌লে, গা ভাঙ্গলে!—এ কালের ছুঁড়ীগুলো সব পাজী হয়েছে, এদের ঘুড়ীর অংশে জন্ম। ছুঁড়ী-গুলোর তো ঘুড়ীর মতন আচার-ব্যবহার চিরদিনই! ঘুড়ীতে ল্যাজ দোলায়, এরা চুল ঝাড়ে; চাট তো ছুঁড়ীতেও মারে, ঘুড়ীতেও মারে! ছুঁড়ীতেও হাড়ে কাম্‌ড়ে ধরে, ঘুড়ীতেও হাড়ে কাম্‌ড়ে ধরে! তবে এটার কিছু বাড়াবাড়ি,—চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাকে। কি জানি বাপু, কালে কালে কতই হয়! তা ছুঁড়ীরা সব পারে!

রাজ্ঞীর জনৈক সখীর প্রবেশ

ওলো ছুঁড়ী—ওলো ছুঁড়ী! শোন্ তো তোরে পরখ করে দেখি।

সখী। আ-মর মুখপোড়া, আমাকে আবার কি পরখ করবি?

কঞ্চু। একবার ডাক্, চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডাক্।

সখী। নে নে বুড়ো, ন্যাকরা রাখ্!

কঞ্চু। আচ্ছা, সত্যি বল্ না,—এখনকার ছোঁড়াগুলো কি চিঁ-হিঁ ডাক্‌লে ভোলে?

সখী। ভোলে বই কি। আচ্ছা তুই বল্,—কেন জিজ্ঞেস কচ্চিস্?

কঞ্চু। তা সব বল্‌চি, তুই আগে বল, খুর কোথা পাস্?

সখী। কেন, কিনে আনি।

কঞ্চু। আর চুলগুলো ছেড়ে দিয়ে বুঝি ল্যাজ করিস্!—তা বালামচির মত রং করিস্ কি ক'রে বল দেখি?

সখী। সে তোরে শিখিয়ে দেব। তুই কেন জিজ্ঞেস কচ্চিস্ বল্ দেখি?

কঞ্চু। দ্যাখ, আমি নূতন আস্তাবলে গিয়ে সেঁধিয়েছিলুম। রাজাকে দেখ্‌তে পেলুম না, তাই তেতলায় পড়ে এক কোণে মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্চি। দেখি সন্ধ্যের আগে রাজা এক ঘুড়ীর মুখ ধরে ঠক্ ঠক্ করে উঠ্‌লো! ভয়ে কিছু বল্লুম না, কোণে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছি। একবার চোখ খুলে দেখি,—ঘুড়ী খুর ল্যাজ ছেড়ে একেবারে ছুঁড়ী হ'য়ে বস্‌লো। আবার ভোরের বেলা দেখি, খুর-ল্যাজ পরে—খট্‌খট্ ক'রে নীচেয় নামল'। রাজা ঘুড়ীকে নাইয়ে দিয়ে গা আঁচড়ে দিয়ে, নাইতে গেল, আর আমি 'দুর্গা—দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়্‌লুম! হ্যাঁ রে, খাম্‌কা তোরা ঘুড়ী হওয়া বিদ্যে শিখ্‌লি কেন বল দেখি? শুধু পায়ের চাট ছেড়ে বুঝি আর মন ওঠে না?

সখী। সরে যা—সরে যা, আমি তোরে চাট্ মার'ব।

কঞ্চু। আমায় চাট্ মেরে আর কি কর্‌বি বল? আমি কামিনীধানের চালও খাওয়াতে পার্'ব না, আর আধ সের গাওয়া ঘিও দিতে পার্‌বো না। রাজ-রাজড়া দেখে চাট্ ঝাড় গে, যে ল্যাজ আঁচড়ে দেবে।

সখী। (স্বগত) আর কি সন্ধান নেব, এই তো সন্ধান পেলুম। নিশ্চয় কোন রাক্ষুসী ঘুড়ী সেজে রয়েছে, রাণীরও কপাল ভেঙেছে।

[সখীর প্রস্থান।

কঞ্চু। দূর হ'ক—আপদ গেল। চাট্ মার্‌তে মার্‌তে রেখে গেছে। ছুঁড়ীর আর ধার দিয়ে চল্'ব' না। কামড়ে নিলেই বা কি কর্'ব'—বুড়ো বয়সে কি অপঘাতে মর্'ব'! বেটীরা খাম্‌কা ঘুড়ী সাজা শিখ্‌লে কেন?

নারদের প্রবেশ

ঋষিরাজ, প্রণাম।

নার। কি কঞ্চুকী, মহারাজ কোথায়? সভায় আছেন না কি?

কঞ্চু। সভায়, সে দফায় গয়া, আর মহারাজ সভায় বসেন!

নার। তবে কি এখন মহারাজ অন্তঃপুরেই থাকেন না কি?

কঞ্চু। সে অন্তঃপুরও বটে, আস্তাবলও বটে।

নার। অন্তঃপুরে আস্তাবল কি কঞ্চুকী?

কঞ্চু। আরে ঠাকুর, তোম্‌রা একেলে লোক নও,—ও সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমিই কি বুঝ্‌তুম, এখন রাজরাজড়ার বাড়ী আর অন্তঃপুর থাক্‌বে না, য'টা রাণী ত'টা আস্তাবল তৈয়ারী হবে।

নার। সে কি হে?

কঞ্চু। একেলে ঢং ঠাকুর—একেলে ঢং! তুমি বুঝ্‌বে না। এখন ছুঁড়ীদের কি গয়না হয়েছে জান? বালাম্‌চির ল্যাজ, খুরওয়ালা ঘুড়ীর খোলস গায়, ঘুড়ীর মুখোস মুখে। চার পায়ে খট্ খট্ করে তেতলায় ওঠে। আর ভোর হ'লেই আড়া-মোড়া দিয়ে চিঁ হিঁ ডেকে ওঠে।

নার। না—না! এও কি হয়?

কঞ্চু। আরে ঠাকুর, তপিস্যে করে বেড়াও, আজকালকার ছুঁড়ীদের তুমি দেখ নি। আমি নাক কাণ মলা খেয়েছি, আর যদি কোন বেটীর কাছে যাই। কি জানি কখন খপ্ করে ল্যাজ বা'র ক'রে চাট্ ঝেড়ে দেবে! এই যে খট্‌রা হাতে মহারাজ আস্‌ছেন।

দন্ডীর প্রবেশ

নার। মহারাজের জয় হ'ক!

দন্ডী। কে ও ঋষিরাজ, প্রণাম। (স্বগত) কোত্থেকে আবাগীর ব্যাটা মুনি এল। (প্রকাশ্যে) আমার পুরী পবিত্র! (স্বগত) তুরঙ্গিণীর সন্ধান পেয়েছে না কি? (প্রকাশ্যে) আসতে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়। (স্বগত) তাই তো কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশ্যে) আসুন, সভায় আসুন।

নার। আর সভায় যাব না। ভাবলুম, যাচ্চি

এ দিকে, মহারাজের কল্যাণ করে যাই। ভাব্‌চি দ্বারকা গিয়ে প্রভুকে দর্শন করব’।

দণ্ডী। তবে আর বিলম্ব কর্‌তে ব’ল্‌ব না—তবে আর বিলম্ব কর্‌তে ব’ল্‌ব না। (স্বগত) আপদ গেলে বাঁচি।

নার। ভাবছিলুম, কৃষ্ণদর্শনে যাব, মহারাজ যদি কোন উপহার দেন, সঙ্গে লয়ে যাই।

দণ্ডী। তাঁর যোগ্য উপহার আর কি দেব ঋষিরাজ,—তাঁর যোগ্য উপহার আর কি দেব ঋষিরাজ, আমি ক্ষুদ্র মানুষ! (স্বগত) ব্যাটা ছাড়ে না, যেন কাঁটালের আটা!

নার। যা দেবেন,—ভক্তের ভগবান! মহারাজকে কিছু অন্যমন দেখচি?

দণ্ডী। আজ্ঞে, না না! (স্বগত) কতক্ষণে বালাই বিদেয় হয়!

নার। তাঁর তো কিছুরই প্রয়োজন নাই, তবে সেদিন আমাকে বল্‌ছিলেন,—যে সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা এক তুরঙ্গিণী যদি দেন—তাহলে গ্রহণ করেন।

দণ্ডী। হায় ঋষিরাজ, সর্ব্বসুলক্ষণা তুরঙ্গিণী কোথা পাব যে, শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ ক’র্‌ব বলুন। আমি সন্ধানে রইলুম, যদি পাই, দ্বারকায় পাঠিয়ে দেব।

নার। মহারাজের হাতে উটি কি?

দণ্ডী। (স্বগত) এই সার্‌লে ব্যাটা!

কঞ্চু। ঋষিরাজ, ওইতে ছুঁড়ীর বালাম্‌চি আঁচড়ে দেয়।

নার। মহারাজের হাতে ও কি বল্লেন?

দণ্ডী। ও কিছু নয়—কিছু নয়। অশ্বশালা দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, পড়েছিল, অম্‌নি হাতে ক’রে নিয়ে এসেছি।

নার। অশ্বশালায় গিয়েছিলেন?

কঞ্চু। গিয়েছিলেন কি?—রাতদিন পড়ে থাকেন? তবে আর তোমায় বল্লুম কি? ঘুড়ী-সাজা ছুঁড়ী আছে।

দণ্ডী। কঞ্চুকী, তুমি অন্তঃপুরে যাও—অন্তঃপুরে যাও।

কঞ্চু। মহারাজ, ওইটি মার্জ্জনা করতে হবে। আমি এতদিন অন্তঃপুরে যেতুম আস্‌তুম। ঘুড়ীর চাট কে খায় বলুন? বুড়ো হয়েছি, এখন কি হাড়গোড় ভাঙ্গব না কামড় খেয়ে অপঘাতে মর্‌ব’।

দণ্ডী। আহা—দেখুন ঋষিরাজ, কঞ্চুকী এক্ষণে বৃদ্ধ হয়েছেন, এক রকম বুদ্ধিভ্রম হয়ে গিয়েছে। যাও—যাও কঞ্চুকী, এখন তুমি যেখানে যাচ্চ—যাও।

কঞ্চু। ঋষিরাজ, ঘুড়ী-সাজা ছুঁড়ীটাকে নিয়ে যাও, রাজ্যের আপদ চুকে যা’ক।

নার। হাঁ মহারাজ,—বলছিলেম; এখন স্বয়ং অশ্বশালার তত্ত্বাবধান করেন না কি?

দণ্ডী। আর না,—কদাচ কখন গেলেম। (স্বগত) কি ফ্যাসাদেই ফেল্‌লে দেখছি, (প্রকাশ্যে) আরে না! কদাচ কখন গেলেম—কদাচ কখন গেলেম।

নার। মহারাজ যখন স্বয়ং অশ্বশালায় যান, তখন অবশ্যই অতি সুন্দর অশ্ব-অশ্বিনী আছে।

দণ্ডী। কোথায়—কোথায়?

নার। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই শুনলুম বটে, তাই বনে অশ্ব-অন্বেষণে গিয়েছিলেন। নগরে সবাই বল্‌চে, অতি সুন্দর অশ্বিনী ধরে এনেছেন।

দণ্ডী। তা এনেচি বটে,—তা এনেচি বটে; —তা সে কি আর শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য?

নার। তবেই হয়েছে! ঠাকুরের সেই অশ্বিনীটিই দরকার। এই মহারাজের কাছে দূত এল বলে, আমি সেদিন শুন্‌লুম্‌,—মহারাজের কাছে দূত আসবে, এখন স্মরণ হচ্চে—ওই অশ্বিনীটির জন্যই বটে।

দণ্ডী। কিসের অশ্বিনী?—আসুক দূত, —আমি দেব না। কেন দেব? ইস,—ভারি গরজ। যাও তুমি বল গে,—আমি দেব না,—যা কর্‌তে পারেন করুন। আমি বন হ’তে ধরে নিয়ে এলুম—তাঁর জন্য আর কি?

নার। মহারাজ! দিলে ভাল হ’ত—দিলে ভাল হ’ত।

দণ্ডী। তোমার মুণ্ডু হ’ত—তোমার তিলক হ’ত, তোমার তুলসীর মালা হ’ত—তোমার ছাই হ’ত!

নার। তবে দেখুন, কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত হয় করুন।

দণ্ডী। তোমার সাতগুষ্ঠী কর্‌বে।—ঝগড়া বাধাতে এসেছ বটে, তাই দ্বারকায় যাচ্চ—নয়? উঃ, কেন দেব—কেন দেব—উঃ প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ব’ না। [দণ্ডীর প্রস্থান।

কণ্ডু। ঋষিরাজ, তোমায় আস্তাবল দেখিয়ে দেব, তুমি ঢেঁকি চড়িয়ে ছুঁড়ীটাকে লয়ে যাবে। রাজ্যের আপদ চুকে যাবে। কোত্থেকে রাক্ষসী ধরে এনেছে, তার মায়া ছাড়তে পাচ্চে না। ঋষিরাজ, তোমার পায়ে ধরি, একটা উপায় কর।

নার। তুমি যাও, মধুসূদন উপায় করবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

কৃষ্ণ ও সুভদ্রা

সুভ। আজ্ঞা দেহ যাদব-প্রধান,
পুত্র-বধূ সনে যাব পুনঃ বিরাট ভবনে—
স্নান করি জাহ্নবী সলিলে।
হে কেশব, চিরদিন আশ্রিত পান্ডব তব,
আসন্ন সংগ্রাম, শুনি দুর্য্যোধন,
সংযোজন করিয়াছে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা।
বিরাট পঞ্চাল মাত্র পান্ডব সহায়,—
আর আর ক্ষুদ্র রাজা কয় জন।
ভাবি, হে মধুসূদন, মহারণে না জানি কি হবে?

কৃষ্ণ। ধর্ম্মবলে বলী পঞ্চ পান্ডুর তনয়,
ত্রিভুবনে শক্তি কার পরাজিতে?
জেন গুণবতী, আমি ধর্ম্ম-অনুগামী,
ধর্ম্ম মম প্রাণ, ধর্ম্ম রক্ষা করে যেই জন—
কারে তার ডর ত্রিভুবনে?
চাহ যদি পান্ডব কল্যাণ, পান্ডবঘরণী তুমি—
ধর্ম্মে মতি রেখ' চিরদিন;
সীমন্তে সিন্দূর কভু দূরে নাহি হবে।

সুভ। নারী আমি কিবা জানি ধর্ম্মের মহিমা,
দেহ উপদেশ, কর আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্মে যাহে রহে মতি।
হে শ্রীপতি, সারধর্ম্ম তব শ্রীচরণ
জানিয়াছি পতি-উপদেশে।
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান।

কৃষ্ণ। শুন ভদ্রা সারধর্ম্ম আশ্রিত-পালন,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান।
যেবা দেয় অনাথে আশ্রয়,
চিরদিন গাই তার জয়,
বাঁধা রহি তার দয়া-গুণে।
অসহায় যেইজন—আশ্রয় যাচিবে,
যত্নে তারে করিবে রক্ষণ।
ধন, প্রাণ, মান—
আশ্রিতের তরে দেবী দিতে বিসর্জ্জন,
কাতর না হও কভু;
আশ্রিত পালন, ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।

সুভ। তব শক্তি বিনা,
আশ্রিতে রক্ষিতে শক্তি কে ধরে ভুবনে?
ধর্ম্ম কর্ম্ম তোমার চরণে,
রেখ' মনে, আমি ত আশ্রিতা তব।
মম হৃদে রহি সর্ব্বক্ষণ,
নিজ কার্য্য করিও সাধন, আমারে নিমিত্ত রাখি।
দয়াময়, বিদায় মাগি হে পায়।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। পান্ডব আমার সখা—দেহ, মন, প্রাণ!

নারদের প্রবেশ

নার। শুন চিন্তামণি, অদ্ভুত কাহিনী,
অবন্তীর স্বামী আনিয়াছে অপূর্ব্ব অশ্বিনী
বিজন কানন হ'তে।
হেন তুরঙ্গিণী নাহি ত্রিভুবনে।
তব রত্নাগার, তুলনা নাহিক তার আর,
কিন্তু অশ্বিনী এমন—নাহি তব অশ্বাগারে।

কৃষ্ণ। হেন সুলক্ষণা তুরঙ্গিণী অতি প্রয়োজন মম ঋষি;
যাও তুমি অবন্তী-নগরে,
কহ দন্ডীরাজে, অশ্বিনী অর্পিতে মোরে।
পরিবর্ত্তে তার, চাহে যদি কৌস্তুভ রতন,
করিতে অর্পণ—এখনি প্রস্তুত আমি।
নারীরত্ন, ধনরত্ন, অশ্ব বা অশ্বিনী যেই জাতি,
আশুগতি ধায় যেই বায়ু'পরে,
শত শত অর্পিব তাহারে, অশ্বিনীর প্রতিদানে
যাও ঋষিরাজ, করিয়ে মিনতি,
শীঘ্রগতি আন তুরঙ্গিণী।

নার। হায় হায়, কথায় কি ভেজে দন্ডীরাজ,
কত করিয়ে মিনতি,

চাহিলাম, "অশ্ব দেহ নরপতি,—
শ্রীপতি হবেন তুষ্ট তাহে।"
কহে দম্ভ করি,—"কোথাকার হরি?
কহ,—কেন দিব অশ্বিনী তাহারে?"
এইরূপ কতই ঝঙ্কার, কত তিরস্কার,
করিল সে কব কত!

কৃষ্ণ। বলেছ কি ধনরত্ন করিব অর্পণ,
তুরঙ্গিণী বিনিময়ে তার?

নার। একরূপ বলাই হয়েছে;
বলিয়াছি কৃষ্ণ তুষ্ট যার প্রতি
ত্রিভুবনে তার কি অভাব?
তাহে কতরূপ কথা,
সে কথায় বেজে আছে ব্যথা প্রাণে।
অবজ্ঞা করিয়া, কহিল সে কত কথা,
দাস হয়ে নারি প্রভু আনিতে জিহ্বায়!

কৃষ্ণ। বটে বটে,—এত স্পর্দ্ধা তার?
যাও ঋষি, কহ প্রদ্যুম্নে,
রণসজ্জা করিতে এখনি,—
অবন্তী করিব নাশ।

রুক্মিণীর প্রবেশ

রুক্মি। কহ শ্রীনিবাস,
কার প্রতি রোষ এত আজি?
বুঝি সত্যভামা হেতু
পারিজাত পুনঃ প্রয়োজন?
কিম্বা ওহে মদনমোহন,
অন্য কেবা প্রধানা কামিনী,
উত্তেজনা করিয়াছে?
চিন্তামণি,
কোন্ কার্য্যে অকস্মাৎ রণ-আয়োজন?

কৃষ্ণ। দেবি, জান না, দুর্ম্মতি কত
অবন্তী-ভূপতি!
বন হ'তে এনেছে অশ্বিনী সুলক্ষণা,
নারদ যাচিল মোর হেতু,
দম্ভভরে কহিল সে কটু কত।

রুক্মি। চিন্তাতীত গতি তব ওহে জগৎপতি!
কেহ যদি বল করি হরে কা'র ধন,
হও হরি তখনি তাহার অরি!
হীনমতি কেমনে হে বুঝিব চরিত?
বিপরীত-রীতি কিবা আজি,
অবন্তীর অশ্বিনী হরিতে কেন সাধ?

কৃষ্ণ। কবে রত্ন হরি নাহি আনি সুবদনি,
তুমি সতী দৃষ্টান্ত তাহার;
কত ছলে আনি তোমা পিতৃ-গৃহ হ'তে।

রুক্মি। কালাচাঁদ,
অশ্বিনী কি ঠেকে কোন দায়,
ডাকে হে তোমায়?
কিম্বা ব্যাকুলিত হেরিতে চরণ,
দিবানিশি করিছে রোদন
তোমারে স্মরণ করি।
কিম্বা দর্পী কোন জন,
সে দর্প হরণ প্রয়োজন—
দর্পহারী পৃথিবীর হিতে;
অথবা বাড়াতে কোন ভক্তের সম্মান
ভক্তাধীন, আগুয়ান তুমি?

কৃষ্ণ। দেবি, তুমি ওই মত কহ চিরদিন;
কেন, নাহিক আমার সাধ?
অশ্বিনীর নাহি প্রয়োজন?
করি যে কার্য্য সাধন,—
উচ্চ প্রয়োজন দেখ তুমি তাহে!
ভাব কি প্রেয়সি,
তোমা হেন রত্নে মম নাহি আকিঞ্চন?

রুক্মি। ইচ্ছাময় নাহি তব সাধ,—
এ কথা না আসিবে জিহ্বায়,
তোমার কৃপায় নাথ।
কার ইচ্ছা-বলে,—ভূমণ্ডল চলে,
উজ্জ্বল তপন, চঞ্চল পবন,
ঘূর্ণ্যমান গ্রহ তারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল,
আখণ্ডল স্বর্গ অধিকারী?
আমি নারী—কৃষ্ণ হৃদে ধরি!
কি কোন্দল বাধালে, কোন্দল-প্রিয় ঋষি।

নার। চিরদিন কর মোরে দোষী
ওই তব স্বভাব কেমন!
আসি যাই কৃষ্ণ-দরশনে,
ফিরি হরিগুণ-গান করি,—
নাহি জানি বিবাদ কেমন!
নহি ত' তেমন,—
তুমি তব সতিনী যেমন
ইন্দ্র সনে বাধাইলে রণ!
হরি, দ্বারকায় থাকিতে পারে কি নারে।
তোমাদের কোন্দলের দায়

রুক্মি। কৃষ্ণ-ভক্ত তুমি মহাঋষি,
তাই দিবানিশি তব নাম পুরে,—

কোন্দলের অভাব কি হেতু হবে?
আছে নানা বাহন জগতে,—
কচকাচ মুল ঢেঁকী বাহন কাহার?

নার। তোমারে আঁটিতে কেবা পারে?
নারায়ণ আপনি মেনেছে হার।
আসি যদি কৃষ্ণ-দরশনে,
সাধ্যমত অন্তঃপুরে নাহি যাই;
কেন মিছে জোটাব বালাই,
কোন্দুলীর মুখ দেখি!
ঠাকুরাণি, চরণে প্রণাম—
করি আমি স্বস্থানে প্রস্থান।

[প্রস্থান।

রুক্মি। যদি তব বাজী প্রয়োজন—
নারায়ণ, প্রের দূত অবন্তী নগরে,—
ডরে দিবে অশ্বিনী ভূপাল।
নারদের বাক্যে রোষ নহে ত উচিত।

কৃষ্ণ। ভাল,
তব ইচ্ছামত কার্য্য করিব সুন্দরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাংক

রাজোদ্যান

উর্ব্বশী, মেনকা, মিশ্রকেশী, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রবেশ

উর্ব্ব। প্রসন্ন অদৃষ্ট মম সখিবৃন্দ আজি,
তাই আসি ধরাধামে দিলে দরশন।
দেবরাজে জানাইও মম নমস্কার,
জানাইও নিবেদন পদে,—
দেখে যাও আছি কি বিষাদে,
হায় কত দিনে পাইব নিস্তার।

মেন। চিন্তা ত্যজ সুকেশিনি,
দুখ-নিশি অবসান তব;
নারদ-বচনে সবে এসেছি ধরায়,
তোমায় আশ্বাস দিতে।
শুন সুবদনি, চিন্তামণি ব্যাকুল তোমার তরে!
জানিহ নিশ্চয়, মিথ্যাবাদী মুনি কভু নয়,
দিতে উপদেশ আদেশ তোমার প্রতি।
বিপদে কান্ডারী হরি করহ স্মরণ,
আশু হবে দুঃখ বিমোচন,
অষ্ট-বজ্র হেরিবে ধরায়।

উর্ব্ব। কেন সখি, প্রবোধ দিতেছ মোরে আর,—
অঘটন সংঘটন কভু কি গো হয়?
যাহা হয় নাই—হবে, সে কি লো সম্ভবে?
নারায়ণ জানি না কেমন,—
অকারণ কেন তবে কৃপা হবে তাঁর।

মিশ্র। "অহেতুকী" দয়াসিন্ধু কহিলেন মুনি,
"ভুঞ্জি তাপ অভিমান বশে,
তাপহর ভগবান করেন মোচন।"
দরশন পাও যদি পীতাম্বর,
শাপ নহে জেন' সখি—বর!
ভগবৎ কৃপার ভাজন যেই জন,
পাপ-তাপ নির্ম্মূল সমূলে তার;
না কর সংশয়, সুদিন উদয় তব।

উর্ব্ব। কঠিন দুর্ব্বাসা, হায়, তাই এ যন্ত্রণা।
জান না সজনি,
কাননবাসিনী সহিলাম কত জ্বালা।
সেও ছিল ভাল, এ কি কাল হ'ল,
আইলাম রাজগৃহে,
এত ছিল ভালে, নরে স্পর্শে অহর্নিশি!
স্পর্শ লাগে অঙ্গার সমান।
হায় হায়—প্রাণ নাহি যায়,
নারী হয়ে সহে আর কত!
দেবাশ্রিতা দেবের বাঞ্ছিতা—
মানবের ভোগ্যা এবে—
মৃত্তিকা গঠিত যার কায়!

রম্ভা। শোক পরিহর, লো সুন্দরি,
এস করি হরিগুণগান।
ঋষি-বাক্য নাহি কর হেলা,
ঘুচিবে লো জ্বালা,
বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন স্মরি,
মত্ত চিতে করি হরি গান।

অপ্সরাগণ। গীত

দয়াময় রাখ হরি রাঙ্গা পায়!
দীন-শরণ, দুরিত হরণ,
বিপদ-বারণ, কলুষ তারণ,
অবলায় হের করুণায়॥
দারুণ হুতাশে, ভাসে নিরাশে,
ঋষি-রোষে ঘোর প্রবাসে,
দেহি বিপদে শ্রীপদ প্রমদায়॥

উর্ব্বশী। হ'য়েছে সময়, ভূপতি আগতপ্রায়;
যন্ত্রণায় যাপিব যামিনী!
যাও ফিরে অমর-আবাসে;
করি সখি সবারে মিনতি,
দিও দেখা পাইলে সময়।

মিশ্র। কঠিন ধরায় আগমন,
নামি মৃত্তিকায় ভার লাগে কায়,
ঘন বায়ু—শ্বাস নাহি বহে।
মলিন সকল, চিত্তে জন্মে মল;
কি জানি পারি কি হারি নামিবারে পুনঃ,
যাব স্বর্ণ-মেঘে, শক্তি নাহি ফিরে
যেতে আর!

উর্ব্বশী। বুঝ সখি, বুঝ তবে কি যন্ত্রণা মোর!
অহর্নিশি রয়েছি ধরায়,
আসিয়ে যথায় ভার তব হয় জ্ঞান।
একে তাপিতা কামিনী,
তাপপূর্ণ তাহে এ মেদিনী,—
সুবদনি, সহি যত কহি আর কত।

মেন। চিন্তা ত্যজ, কর সখি হরি-গুণ গান;—
পাবে পরিত্রাণ ঘোর বিপদ-সাগরে।

উর্ব্বশী। গীত

অকুল পাথারে, রাখ অবলারে,
বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন॥
বারে বারে হরি, আসি দেহ ধরি,
নয়নের বারি করেছ মোচন॥
তারা সম খসি, ধরাতলে আসি,
কাঁদি দিবানিশি, এস কালশশী,
উপায় না হেরি, বিনা পদতরী,
হে দীনশরণ কোথা হে কাণ্ডারী,
কাতরা কিঙ্করী, তব পদ স্মরি,—
এস নাথ এস, কর'না নিরাশ,
শ্রীনিবাস ভীত-ত্রাস-বিভঞ্জন॥

মেন। ওই শোন, গর্জ্জে জলধর,
ফিরিবারে বলিছে সত্বর, আর না রহিতে
পারি।

অপ্সরাগণ। গীত

যাইলো আর রইতে নারি প্রাণ কেমন করে।
তোরে ভালবাসি, নয় কি আসি মাটির উপরে॥
গরজে স্বর্ণ জলধর, তার মলিন সোণার কর,
মাটির হাওয়ায় হয়েছে কাতর;
যাই তবে সই—হবে দেখা অমর নগরে,
আস্‌তে হেথা মন কি লো সরে॥

[প্রস্থান।

উর্ব্বশী। হেরি যে বয়ান যোগভঙ্গ হইয়াছে
কত,—
সেই মুখ নেহারি দর্পণে, ঘৃণা হয় মনে।
যেই অলকায়—
বাঁধিয়াছি পায় কঠোর তপস্বী প্রাণ,
যেই হাসি-ফাঁসি—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী
প্রয়াস করে,
যেই আঁখি-রঙ্গে—পতঙ্গ সমান
ঝাঁপ দেছে বিলাস-বর্জ্জিত ঋষি,—
এবে হায় মলিন সকলি!
কৃপা বিধাতার, অশ্বিনী আকার
দর্পণে দেখিতে নাহি পাই!
বাড়িল জঞ্জাল, আইল ভূপাল,
বিরাম বিহীন জ্বালা!

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। প্রিয়ে, সর্ব্বনাশ বাধায়েছে দেবর্ষি
নারদ,
বিষম বিপদ, কৃষ্ণ চায় তোমারে লইতে,
অশ্বিনীর বিবরণ করেছে শ্রবণ!
দূত আসি দ্বারকা হইতে দেখাইল ভয়—
সবংশে মজিব, যদি না অর্পি তোমায়:
এ সংকটে উপায় না হেরি।

উর্ব্বশী। মানিলে না মানা নরপাল,
মম হেতু ঘটিবে জঞ্জাল বলিয়াছি বার বার!
এবে আর কি উপায় হবে,
আমা হেতু নিশ্চয় মজিবে,—
কৃষ্ণ সহ রণে কেবা জিনে?

দণ্ডী। কালি প্রাতে তোমারে লইয়ে,
যাব পলাইয়ে।
আছে কৃষ্ণ-দ্বেষী রাজা বহু,
অবশ্য কেহ না কেহ আশ্রয় দানিবে।
যদি যায় প্রাণ,
প্রাণান্তে তোমারে দান করিতে নারিব,—
নহে তোমা হেতু সবংশে মজিব,
যেথা হয়—যাব পলাইয়ে।
রাজ্য হ'ক খার,—পুড়ুক সংসার,
তোমা হারা ধরিতে নারিব প্রাণ।
চল, প্রাতে করিব প্রয়াণ—

যা হবার হবে শেষে।
ঊষা সমাগত প্রায়,
হবে তব অশ্বিনীর কায়,
চিনিতে নারিবে কেহ।
এস ত্বরা পলায়নে হইব উদ্যোগী।
উর্ব্বশী। (স্বগত) সত্য কিহে মদনমোহন,
শ্রীচরণে দাসীরে রাখিবে?
কৃপার সাগর পীতাম্বর মুরহর শ্যাম,
আসি গুণধাম, পূর্ণ কর কাম!
শুনি হৃষীকেশ,
তব ঊরুদেশে জন্ম দুঃখিনীর!
জগন্নাথ, নন্দিনী তোমার,—
নিদারুণ দুখভার হর প্রভু ত্বরা!
ওহে ভক্তাধীন, হই স্রোতাধীন—
পদতরি স্মরি হরি!
দণ্ডী। মৌন তুমি কেন প্রাণেশ্বরি?
দণ্ডধর, পুরন্দর কিম্বা গদাধর,—
তোমায় আমায়—বিচ্ছেদ ঘটায় কেবা?
জীবন থাকিতে নাহি ত্যজিব তোমায়!
প্রাণ ছেড়ে রহিতে কে পারে?
উর্ব্বশী। চল রাজা, করি পলায়ন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর

সুভদ্রা ও উত্তরা

সুভদ্রা। গীত

বিমল গভীর ধবল ধার।
কুলু কুলু কল্লোল
উথাল বিশাল রঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ হার॥
চন্দ্র-মূর্দ্ধনী-জটা-বিহারিণী
তাপহারিণী বারি,
সুখদা বরদা মোক্ষদা,
মত্ত-মাতঙ্গ-মর্দ্দনকারিণী শুভে শিবনারী;
শিখরবাসিনী, সাগরগামিনী,
মকরবাহিনী জননী করুণা অপার॥

সুভ। চিরদিন গৃহ করি আলো,
রাজমাতা হ'য়ে রহ পাণ্ডব-আগারে!
সেই কামনায়,
পতিতপাবনী-পদে করেছি মানস,
বসি তিন দিন তীরে,
দান দিব দরিদ্র অনাথে।
আজি শেষ দিন, করি স্নান দান,
ফিরে যাব পিত্রালয়ে তব।
অভিমন্যু আসিয়াছে মায়া-রথ লয়ে।
সুমতি কি হবে দুর্য্যোধন,
সন্ধি সংস্থাপন করিবে পাণ্ডব সনে!
কে জানে ঘটিবে কিবা।

তরঙ্গোপরি গঙ্গা-সহচরীগণের গীত

ধবল ধার বহিছে বিমল,
কহিছে মৃদুল নাদে।
দ্রবময়ী হয়ে শিখর বাহিয়ে,
নর-তাপে মম কাতর হিয়ে,
কে কোথা কাঁদে বিষাদে,
প্রাণ তাহে কাঁদে॥

উত্ত। দেখ মাগো, আনন্দে নাচিছে তরঙ্গিণী,
যেন আমোদিনী তরঙ্গ নাচিছে,
হিল্লোলে বহিছে হরিনাম।
প্রেমবারি প্রেমে দ্রবময়ী,
করি কুলুকুলু ধ্বনি,
অবনীতে করিছে প্রচার—দ্রব হও পরদুঃখে,
মিল আসি, এ প্রেম-প্রবাহে।

গীত

আশ্রিত জন মাগিলে শরণ,
তারি তরে মম অভয় চরণ,
ত্যজি কমণ্ডলু হর-জটা কটা,
বহে কুলু কুলু ফেনিল ঘটা,
যে ডাকে মা বলে, লই তারে কোলে,
দুরিত তাড়িত কলুষজড়িত,
তাপিত অপরাধে॥

সুভ। শুনি যেন আনন্দের ধ্বনি চারিদিকে,
যেন দিক্‌চয় করিতেছে জয় জয় ধ্বনি,
যেন দেববালাগণে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলে!
হয় উত্তেজনা মনে,
দয়াময়ী সনে হৃদয় মিলায়ে রহি।
মরি মরি নৃত্য করে বারি,—
নরতাপ হরিবারে!

গীত

যতনে যে জন পালে আশ্রিত,
তারে হেরি মম চিত পুলকিত,
আমোদিত সলিলোত্থিত, চাহি পরহিত,
শরণাগত যে জন রত,
পূত পূজিত মম সম ব্রত,
ধরম করম সফল জনম,
জীবন বহে অবাধে॥

দণ্ডীরাজার প্রবেশ

দণ্ডী। মিথ্যাবাদী শঙ্করের দূত,
মিথ্যাবাদী ত্রিভুবন!
দুর্জ্জয় কেশব—
পরাভব পুরন্দর যার তেজে,
কারে বা দূষিব, কে যুঝিবে তার সনে?
হায়, ত্রিভুবনে না মিলিল আশ্রয় কোথায়!
আর আছে কি উপায়?
তুরঙ্গিণী সনে পশিব জাহ্নবী-জলে।

উত্ত। দেখ গো জননি,
দীন হীন কেবা নাহি জানি,
কূলে বসি করিছে রোদন,—
বদনে বিষাদ মাখা!
হায় হেরি মুখ প্রাণ ফেটে যায়,
যেন নিরাশ-সাগরে ভাসে!
জ্ঞান হয় অনাথ নিশ্চয়,
শূন্যময় হেরি এ সংসার,—
ঝাঁপ দিতে আসিয়াছে জাহ্নবীর নীরে।

সুভ। সত্য দীন জন,
এস, দেখি, কেবা এ অনাথ!

দণ্ডী। ত্রিতাপহারিণী, তাপিততারিণী,
হর-শির-নিবাসিনী!
তারিতে অবনী, পতিতপাবনী,
পূতধারা-প্রবাহিণী।
সন্তান তোমার, সহে না মা আর,
কাতরে রাখ গো পায়।
চাহ ত্রিনয়নে, করুণা নয়নে,
অনাথ আশ্রয় চায়॥
অরি বলবান, নাহি আর স্থান,
দুরিত-দলনী-বারি।
কেহ নাহি আর, এ জীবন ভার,
কত মা সহিতে পারি॥
অকূল পাথার, না হেরি নিস্তার,
এ দীন শরণাগত।
রাখ মা আশ্রিতে, জুড়াও তাপিতে
পূর্ণ কর মনোরথ।

সুভ। (দণ্ডীর প্রতি) কে তুমি উন্মাদপ্রায়
জাহ্নবীর তীরে?
কহ, কি বেদনা মনে?
যদি সাধ্য হয়, জানিও নিশ্চয়,
করিব তোমার আমি শোক-বিমোচন।

দণ্ডী। কে তুমি গো মধুরভাষিণি?
কথা শুনি জুড়ায় তাপিত প্রাণ!
কিন্তু মাতা, বৃথা দেহ আশ্বাস আমায়,
জাহ্নবী-জীবনে, তনু-ত্যাগ বিনা,
নাহিক উপায় মম।
অভাগা, অবন্তীপতি আমি,—
সংসার-সমুদ্রে ভাসি।
শুনি মম দুখের বারতা,
দুখ পাবে দয়াময়ী!
নারী তুমি, কি উপায় হবে তোমা হ'তে?
ত্রিজগতে কার শক্তি রক্ষিতে আমায়।

সুভ। কি হেন শঙ্কট, যার নাহিক উপায়?
কিবা মনস্তাপ কহ বিস্তারি আমায়।
কোন মহাপাপে দহে কি হৃদয়?
কিম্বা কোন শত্রু বলবান, করে অপমান,
ত্যজিবারে চাহ প্রাণ মানরক্ষা হেতু?
কি অনর্থ ঘটেছে তোমার,
নাহি যার প্রতিকার?

দণ্ডী। বিধিবিড়ম্বনে মোর কৃষ্ণ সহ বাদ,
নাহি শক্তিধর ত্রিভুবনে
বিরোধিতে চক্রধর সনে।

সুভ। কহ মতিমান্ অদ্ভুত কথন,
নারায়ণ বিরোধী কি হেতু?
যদি করে থাক, কোন দুর্নীতি আচার,
কৃষ্ণ-পদে মাগহ মার্জ্জনা,
অপার করুণা ক্ষমিবেন অপরাধ।

দণ্ডী। নহি কোন দোষে দোষী,
শুন গো জননি,
আনিলাম তুরঙ্গিণী কানন হইতে,—
প্রাণ সম সে অশ্বিনী মম!
সংবাদ নারদ দিল তাঁরে,—
চান কৃষ্ণ অশ্বিনী লইতে।

সুভ। শুনিলাম অদ্ভুত বারতা,
কভু কি অযথা কার্য্য করেন মাধব!
অশ্বিনী তোমার, তুমি না করিলে দান,—
রুষ্ট তাহে কোন্ হেতু যদুপতি?
দণ্ডী। জাহ্নবীর নীরে,
আসিয়াছি প্রাণ ত্যজিবারে,—
নাহি কহি মিথ্যা কথা।
শুনিলাম বারতা—যাদব-দূত মুখে,
না দিলে অশ্বিনী, মম সবংশে নিধন!
কামরূপী তুরঙ্গিণী করি আরোহণ,
করিলাম ভুবন ভ্রমণ।
বড় আশে গেলেম যথায়,
ততোধিক নিরাশ তথায়,—
কেহ নাহি হইল আশ্রয়দাতা!
সুভ। অসম্ভব কি শুনি কাহিনী!
মহাপরাক্রম যত ক্ষত্র রাজগণ,
কেহ না আশ্রয় দান করিল তোমায়?
কৃষ্ণদ্বেষী আছে বহু রাজা,
মহাতেজা, মহাধনুর্দ্ধর,—
যাও তথা, কহ মনোব্যথা,
নিশ্চয় আশ্রয় পাবে।
জরাসন্ধসুত যমদূত সম বলে,
বিপক্ষদমন শিশুপালের নন্দন,
ভগদত্ত, শাল্ব, শল্য আদি রাজগণ,
যার কাছে যাবে,—স্থান তুমি পাবে,—
তবে কেন ত্যজ প্রাণ?
দণ্ডী। কত আর কব গো তোমায়
মানব কি ছার,—দেব-দৈত্য, অপ্সর-কিন্নর,
সাগর-তপন, পবন-শমন,
বিরিঞ্চি-বাসব স্থানে—এসেছি নিরাশ হ'য়ে।
যাই শিব-স্থানে—
পথে দেখা দুর্ব্বাসা সহিত,
ঋষি কয়,—"কৈলাস আলয়ে,
না পাইবে পরিত্রাণ,
মহেশ আদেশে কহি যুক্তি যেই সার,—
ভরত-বংশের বীর আশ্রিতপালক,
হবে হিত যথোচিত লইলে শরণ!
সুভ। শিব-উপদেশ তবে কেন কর হেলা?
দণ্ডী। বীরহীনা বসুন্ধরা শুন সুহাসিনি,
বড় আশে রাজা দুর্য্যোধনে,
দুখ-কথা করি নিবেদন,—
শুনি উত্তর তাহার, বিদরিল হৃদয় আমার!

কহিল নৃপতি,—
"পাণ্ডবসংহতি করি রণ-আয়োজন,
যাদব-বিগ্রহে এবে নারিব পশিতে,
ঘুচাও বিবাদ,—কৃষ্ণে তুরঙ্গিণী দানে।"
দেব, দৈত্য, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
কত কব কি দিল উত্তর,—
বিদরে হৃদয় মাতা সে কথা স্মরণে।
শুভ। শরণাগতেরে কেহ নাহি দিল স্থান?
ধারণা না হয় মম মনে।
দণ্ডী। মনে মনে কৃষ্ণদ্বেষী আছে বহু জন,
কিন্তু পশিতে সম্মুখ রণে, পরের কারণে
কেহ হৃদে না বাঁধে সাহস;
অপযশ শ্রেয় লইল মানি—
চক্রপাণি সহ রণ গণি অসম্ভব।
রাম-রূপ ধরি হরি বাঁধিলা সাগর,
কিন্তু শুন কিবা সমুদ্র কহিল।
কহে,—"হরি সনে রণে,
সলিল শুকাবে, অধিকার যাবে!
কিঙ্কর কি হয় কভু প্রভুর বিরোধী?"
নারায়ণ পারিজাত করিল হরণ,
ভাবিলাম পুরন্দর হবে বাদী,
কিন্তু অদ্যাবধি কাঁপে পুরন্দর—
চক্রের গর্জ্জন স্মরি!
ব্রহ্মা হতজ্ঞান—স্থান কোথা দেবে মোরে?
পথে যেতে ফিরাইল হর,—
চক্রধরে ত্রিভুবনে ডরে!
সুভ। ত্যজ ভয়, মহাশয়, দানিব আশ্রয়,—
আইস মোর সাথে তুরঙ্গিণী লয়ে।
দণ্ডী। পাগলিনী তুমি মা জননি!
আছ সুখে পতি-পুত্র লয়ে,
ঠেকিবে বিপাকে কেন অভাগার তরে?
সুভ। শুন নৃপমণি, বীরাঙ্গনা বিপদ না জানে,
অহেতু যদ্যপি বাদী হন চক্রপাণি,—
তাঁরে আমি তিল নাহি গণি,
আশ্রিতপালন ধর্ম্ম মম।
পাণ্ডবঘরণী, যাদবনন্দিনী
সুভদ্রা আমার নাম।
দণ্ডী। কি কহিলে?
কৃষ্ণসখা পাণ্ডবঘরণী,—কৃষ্ণের ভগিনী!
তুমি দিবে আশ্রয় আমায়?

অনাথে মা কেন কর প্রতারিত?
অর্পিবে যাদব-করে বুঝি অভিপ্রায়!
সুভ। অহেতু আশঙ্কা তুমি কেন কর চিতে?
বীরাঙ্গনা হতে,—
হীনকার্য্য অসম্ভব চিরদিন!
সত্য তুমি বলেছ রাজন,
চিরদিন পাণ্ডবের সখা নারায়ণ,
কিন্তু, আশ্রিত বর্জ্জন কভু করে না পাণ্ডব!
শুন ধরাপতি, যার শক্তি সেই জানে।
পূজি শশাঙ্ক-শেখরী,
আশ্রিতে রক্ষিতে নাহি ডরি,—
হয় হ'ক ত্রিভুবন বাদী।
গঙ্গাতীরে সত্য করি কহি মহীপাল,
পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন,
মজে যদি তোমার কারণ,—
তথাপি গো রক্ষিব তোমারে।
যে হয় সে হয়, ত্যজ ভয়,—এস মোর সাথে।
দণ্ডী। বিস্ময় জন্মায় চিতে কহি মা সরল,
শঙ্কা দূর নাহি হয় কোন মতে।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন চিরদিন এক প্রাণ,
কৃষ্ণ সনে বিবাদ কি সম্ভবে মা তাঁর?
তুমি দয়াময়ী, দয়ায় আশ্বাস দান,
কিন্তু মাতা অগ্র-পর না কর বিচার,
অপরাধী হবে তুমি পতির সদনে,—
আত্মীয়-স্বজনে কহিবে তোমারে কটু!
গৃহে ফিরে যাও গো জননি,
যা' হবার হইয়াছে মম;
তুমি কেন মজ' মোর সনে!
সুভ। পাণ্ডবের রীতি তুমি নহ অবগত,
অসঙ্গত-বাণী নৃপ কহ সেই হেতু।
দেব-দৈত্য, যক্ষ-রক্ষ সহ পাণ্ডব করিল রণ,
বাহুযুদ্ধে প্রীত ত্রিলোচন,
হত কালকেয়গণ পাণ্ডবের শরে!
যাদবের সনে বাদ উদ্বাহে আমার,—
শুন নাই এ সব কাহিনী?
পৃথিবীর বীরগণ যত,
কর দিল পাণ্ডব-প্রধানে।
গদাধর ভীমের বিক্রমে,—
জরাসন্ধ হত, হিড়িম্বা কির্ম্মির পাত,
নিষ্কণ্টক তপোবন পাণ্ডব-শাসনে।
আশ্রিতপালন, পাণ্ডবের লক্ষণ
বিদিত ত্রিভুবনে।
কুন্তীদেবী পাণ্ডব-জননী,
পরহিতে সমর্পণ করিল নন্দনে,—
ভুবনে বিদিত কথা!
ত্যজ মনোব্যথা, এস ত্বরা, শঙ্কা কর দূর।
উত্ত। মৌন কেন রহ মহীপাল?
পাণ্ডব-আশ্রয়ে তুমি কারে কর ভয়?
জেন' স্থির, যদি কভু রবি-শশী খসে,
সাগরে না রহে জল, অনল শীতল,
মেরু যদি নড়ে, বিশৃঙ্খল ব্রহ্মাণ্ড যদ্যপি,
পাণ্ডব না আশ্রিতে ত্যজিবে।
শুন বাণী, নৃপমণি,
আমিও পাণ্ডব-কুল-নারী,
স্বচক্ষে দেখেছি, পাণ্ডব-কুলের রীতি,
ভদ্রাদেবী দেছেন আশ্রয়,—
যম-ভয় নাহি আর তব।
দণ্ডী। বুঝেছি মা, মজিব মজা'ব তোমা সবে।
ত্রিভুবন একত্রে মিলিবে যদুপতি-আবাহনে;
মহারণে দুর্দ্দৈব ঘটিবে,—
কে আঁটিবে নারায়ণে?
কৃষ্ণ-বলে বলী মা পাণ্ডব,
কৃষ্ণ-বলে দহিল খাণ্ডব,
কৃষ্ণ-বলে বিজয়ী সংসারে!
তাঁর সহ রণে—পরাক্রম সকলি টুটিবে!
পতি-পুত্র সনে কেন মা মজিবে?
গৃহে যাও—পশিব সলিলে!
সুভ। কদাচিৎ তোমারে না ত্যজিব রাজন,—
স্থির এ প্রতিজ্ঞা মোর।
বংশক্ষয় হয় যদি রণে,
তিলমাত্র নাহি গণি মনে,
সত্য, কৃষ্ণ-বলে বলী পাণ্ডুপুত্রগণ,
কিন্তু, কৃষ্ণ সখা—পাণ্ডবের ধর্ম্মের পালনে!
পাণ্ডুবংশ-নারী,
পরিহরি যাই যদি তোমারে ভূপাল,—
কুলে দিব কলঙ্কের কালি!
হবে অধর্ম্ম সঞ্চার,
কৃষ্ণ সখা না রহিবে আর,
পাণ্ডুবংশ ছারেখারে যাবে।
অনাথ নৃপতি তুমি, আজি পুত্র সম মম,
মজে যদি সকলি সমরে,
লইয়ে তোমারে দিক-অন্তে করিব প্রস্থান,—
ত্যজিব না তোমারে কদাপি।
আত্মহত্যা মহাপাপ জান ত' ধীমান্!

পুত্র বলি সম্ভাষি তোমারে,
রাখ বৎস জননীর মান,—
তোমা হ'তে হ'বে মহা ধর্ম্ম উপার্জ্জন;
ত্রিভুবন করিবে কীর্ত্তন পান্ডবের যশোগান।
ক্ষত্র তুমি, কর রাজা ভীরুতা বর্জ্জন।
দন্ডী। চল ভগবতি, চল মহাদেবি,—
শঙ্করী সহায় মম হেরি—
পান্ডু-কুল-নারীরূপে।
তবে কিবা ভয়, জয় জয় পান্ডবের জয়!
নিরাশ্রয় আশ্রয় পাইল!—
শঙ্কা দূর শুভঙ্করি তোমার প্রসাদে!
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পান্ডব-অন্তঃপুর
ভীম ও দ্রৌপদী

ভীম। শুন দেবি, সন্ধি নাহি হইবে স্থাপন!
দুর্য্যোধন করিয়াছে পণ,
সূচ্যগ্রে মেদিনী নাহি করিবে প্রদান।
রাখ মতি গোবিন্দের পদে,
একমাত্র পান্ডব-ভরসা জনার্দ্দন;
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব অবশ্য হইবে,
সমরে কৌরবকুল হইবে নির্ম্মূল!
দুঃশাসন-হৃদয় বিদারি
লো সুন্দরি,—বেণী তব করিব বন্ধন।
দ্রৌপ। একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরব সহায়,
তাহে নারায়ণী সেনা দেছেন শ্রীহরি,
সেও অক্ষৌহিণী একাদশ;
শুনি গুণমণি, কৃষ্ণ সম বীর জনে জনে।
না বুঝি কেমনে তবে হবে রণ-জয়!
ভীম। সুকেশিনি, কিবা হেতু কর লো সংশয়,
যেই লয় কৃষ্ণের আশ্রয়, তার কোথা ভয়?
নিশ্চয় জিনিব রণ, ভে'ব না ভামিনি!

সহচরীর প্রবেশ

সহ। দেব, ভদ্রাদেবী মাগিলেন চরণ দর্শন।
ভীম। ভদ্রাদেবী? কিবা প্রয়োজন?
(দ্রৌপদীর প্রতি) যাও সতি,
দ্রুতগতি আনহ দেবীরে।
[দ্রৌপদী ও সহচরীর প্রস্থান।

ভীম। প্রয়োজন মাতার বুঝিতে কিছু নারি,
অবশ্য নহে ত কোন সামান্য কাহিনী।
অমঙ্গল কিছু কি ঘটেছে দ্বারকায়,
কিবা হেতু কল্যাণী আসেন মম পুরে?

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভ। করি দেব, চরণ-বন্দন,
সঙ্কটে পড়েছি, পদে রাখ বীরবর।
ভীম। কহ দেবি—কি সঙ্কট তব?
কা'র সনে ঘটেছে কি বাদ-বিসম্বাদ?
শমন কি স্মরণ করেছে কোন জনে?
সুভ। অবধান ক্ষত্রিয়-প্রধান,
স্নান হেতু যাই গঙ্গাতীরে,—
হেরিলাম অনাথ জনেক,
মহা অভিমানে, মান রক্ষার কারণে,
অরি-ডরে আসিয়াছে পশিতে সলিলে।
পান্ডব-বংশের নারী দেখিতে নারিনু,
পান্ডব-গৌরব মনে হইল উদয়,
দম্ভ করি দানিনু অভয়;
করি মম আশ্বাসে বিশ্বাস
আসিয়াছে মম বাসে।
আশ্রিত, শরণাগত দীন,—
সঙ্কটে ঠেকেছি আজি তাহার কারণে!
ভীম। করিয়াছ কুলরীতি-মত গো কল্যাণি,
বিষাদ কি হেতু ভাব মনে?
শরণাগতের তরে ত্যজিতে জীবন,—
পান্ডব না ডরে কভু জান সুবদনি!
বরাননি, উদ্বিগ্ন কি হেতু তবে?
অর্জ্জুন কি অসম্মত সাহায্য প্রদানে?
সুভ। ডরে তাঁর চরণে করি নি নিবেদন!
ভীম। কেন বৎসে, কিবা ডর?
জান না কি ফাল্গুনিরে তুমি?
ভুবন হইলে অরি গান্ডীবী বিজয়
অভয় দানিবে, হবে আশ্রিত যে জন,—
নিষ্কণ্টক সুরলোক যার ভুজ-বলে!
সমাচার দিতে তারে কি আশঙ্কা তব?
সুভ। দেব, জানি আমি সকল কাহিনী,
শুন শুন বীর গদাপাণি,
পান্ডব-আশ্রিত সনে কৃষ্ণের বিবাদ;
শ্রীকৃষ্ণের ডরে,
কেহ তারে না দিল আশ্রয়,
অনাথ আইল তাই ত্যজিতে জীবন।

ভীম। সযতনে রাখ দেবি, আশ্রিতে আবাসে,
ধন্য ধন্য পাণ্ডব-কুলের তুমি নারী,
ধন্য তুমি যাদব-ঝিয়ারী!
যদ্যপি বিরোধ কভু কৃষ্ণ সনে হয়,
সম্ভব এ নয়,
রক্ষিব শরণাগতে প্রতিজ্ঞা আমার!
কিন্তু মা গো, শুনি সমাচার,—
কৃষ্ণ সনে কি হেতু বিবাদ!

সুভ। অবন্তীর অধিপতি আছিল এ জন।
সুলক্ষণা তুরঙ্গিণী আনিল বন হ'তে,
সেই তুরঙ্গিণী—চিন্তামণি করিলেন সাধ;
কিন্তু প্রাণ সম সে অশ্বিনী তা'র,
নারিল ভূপতি, কৃষ্ণে করিতে অর্পণ।

ভীম। কহ সাধিব, কি হইল অতঃপর?

সুভ। কৃষ্ণভয়ে, তুরঙ্গিণী লয়ে
পলাইল নরপতি;
কামরূপী তুরঙ্গী বাহনে,—
ত্রিভুবনে করিল ভ্রমণ
কিন্তু, কোথাও না পাইল আশ্রয়!

ভীম। অদ্ভুত আখ্যান,
কেহ তারে নাহি দিল স্থান?

সুভ। ব্রহ্মলোকে করিলেন বিরিঞ্চি নিরাশ,
কহিলেন বিধি,—"আমি বিধি যাহার কৃপায়
শত্রু তার শত্রু মম,—তাহারে আশ্রয়?
কদাচিৎ আমা হ'তে সম্ভব এ নয়!"

ভীম। অনুচিত হেন কথা কহিলেন ধাতা!

সুভ। পরে পুরন্দরপুরে, ধর্ম্মরাজ-স্থানে,
বরুণ সমীপে, উপনীত হইল ক্রমে ক্রমে।
একবাক্য সকলে কহিল, স্থান নাহি দিল;
কহিল সকলে,—
"কিঙ্কর কি করে কভু প্রভু সনে বাদ!"

ভীম। আশ্রিত-পালন-ধর্ম্ম অমর ভুলিল?

সুভ। যক্ষ-রক্ষ, দানব-গন্ধর্ব্ব আদি যত,—
নাগ, নর, অষ্টবসু, দিক্‌পালগণ,
বঞ্চিত করিল সবে,
মনে ভয়, হবে ক্ষয়, কৃষ্ণের বিগ্রহে!

ভীম। যাও গুণবতি, গৃহে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে।
কুল-লক্ষ্মী তুমি,
আসিয়াছ বাড়াইতে কুলের গৌরব।
ধর্ম্ম-নরপতি, চিরদিন ধর্ম্মে তাঁর মতি,
উচ্চকার্য্য-সুযোগ-পিয়াসী সদা,
মহা উচ্চ-কার্য্য তাঁর হবে পৃথিবীতে
তোমা হতে পাণ্ডুকুলবধূ।
আশ্রিতে আশ্রয় দানে পাণ্ডু-পুত্রগণ
অর্জ্জিবে অতুল ধর্ম্ম অমূল্য জগতে!
সে ধর্ম্ম অর্জ্জন হেতু তুমি বীরাঙ্গনা।
ধন্য ধন্য দয়াময়ি আশ্রিত-পালিনি,
জগন্মাতা অভয়াস্বরূপা ভবে!
হৃদয়ের লহ আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্ম-সাধ চিরদিন পূর্ণ হ'ক তব।

সুভ। প্রণাম চরণে, মাগে বিদায় নন্দিনী।

ভীম। যাও বৎসে,
অঞ্জন-বিহীনা নিরঞ্জনের ভগিনী।

[সুভদ্রার প্রস্থান।

ভীম। বিবরণ করিয়া শ্রবণ,—
ধর্ম্মরাজ হইবেন আনন্দে মগন।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। দেব, গোবিন্দ হবেন মম
সারথি সমরে।
বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছে দুর্য্যোধন,
তথাপি ধার্ম্মিক রাজগণ,
স্বপক্ষ হইল সবে;
নিবেদিছি ধর্ম্মরাজ-পদে সমাচার,
আসিয়াছি নিবেদিতে চরণে তোমার।

ভীম। ভাই, শুনেছ কি
অবন্তী-রাজার বিবরণ?

অর্জ্জুন। শুনিলাম দ্বারকায়,
রাজ্য ত্যজি সে না কি গিয়াছে কোথা চলি।

ভীম। আসিয়াছে নরপতি বিরাট ভবনে,
কৃষ্ণ-ভয়ে পাণ্ডবের লইতে আশ্রয়।

অর্জ্জুন। দণ্ডীরাজ—পাণ্ডব আশ্রিত?

ভীম। চমৎকৃত হয়ো না ফাল্গুনি!—
দেব-নাগ-নরে, গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে,
যক্ষ-রক্ষ দিক্‌পাল আদি—
কৃষ্ণবাদী কে দিবে আশ্রয়?
ধর্ম্মরাজ কার জ্যেষ্ঠ ভাই?
ধর্ম্ম-নীতি কে শিখিবে ভবে,
ধর্ম্ম-আত্মা ধর্ম্মরাজে না করিলে সেবা?
প্রাণ-বিসর্জ্জনে—আশ্রিত-পালনে,
উপদেশ কেবা দিবে?

অর্জ্জুন। কঠোর ক্ষত্রিয় তুমি বীর-কুলোত্তম,
ক্ষত্র-ধর্ম্ম একমাত্র তুমি অবগত।
কনিষ্ঠ তোমার দেব, তব অনুগামী;
দিব ঝাঁপ অনলে নিশ্চয়,

আশ্রিতরক্ষণ হেতু।
ভাবি বীর, নিষ্কণ্টক হ'ল দুর্য্যোধন!
ভীম। নিষ্কণ্টক দুর্য্যোধন?
কদাচ না ভেব মনে!
ধর্ম্ম-যুদ্ধে অবশ্য লভিব জয়।
শ্রীহরি ধর্ম্মের সখা,—
স্মরি তাঁরে জিনিব তাঁহারে।
কিন্তু যদি হয় পরাজয়,
কণ্টক-শয্যায় তবু শোবে দুর্য্যোধন!
রাজসূয়ে বৈভব হেরিয়ে—
ঈর্ষ্যায় করিল দুষ্ট—ছল-অক্ষ-ক্রীড়া।
শতগুণে পুনঃ মূঢ় জ্বলিবে ঈর্ষ্যায়,
শুনিবে যখন,
পাণ্ডব—আশ্রিত হেতু ত্যজেছে জীবন!
পুনঃ কহি শুন ধনুর্দ্ধর,
উল্লসিত হয় যদি মূঢ় পাণ্ডবের পরাজয়ে,
এল গেল কিবা তায়?
রাজ্য লয়ে থাকুক কুশলে।
এস ত্যজি কলেবর অতুল গৌরবে;
দীননাথ হরি শরণাগতের ত্রাণ,
রক্ষিব শরণাগতে তাঁহার স্মরণে।
অর্জ্জুন। রাজা যদি হন অসম্মত?
ভীম। ধর্ম্মরাজ অসম্মত?
বাঞ্ছিত-কর্ত্তব্য-কার্য্য-সুযোগ উদয়,—
হইবেন ধর্ম্মরাজ অতি উল্লসিত!
জান' ত নিশ্চিত,—
ধর্ম্মপথে মতিগতি তাঁর!
অর্জ্জুন। দেব, তব পদে শত নমস্কার,
হ'ল মম ভ্রান্তি নাশ,—
বিকাশ অন্তর তব বীরবাক্য শুনে।
অসম্ভব সম্ভব যদ্যপি হয়,
মক্ষিকায় চা'লে মেরু,
রণভঙ্গ তব যদি হয় সংঘটন,
যুদ্ধ-ভয় উদয় হৃদয়ে তব,
তথাপি প্রতিজ্ঞা শুন, হে বীরকেশরি,
রক্ষিতে আশ্রিতে নাহি ডরিব কেশবে।
সহদেব নকুলে লইয়ে,
চল ভাই ত্বরা যাই নৃপতি সদনে,
করি যুক্তি মিলি পঞ্চজনে।
ভীম। যুক্তি কিবা?—নিশ্চয় যুঝিব।
অর্জ্জুন। নিশ্চয়, অগ্রজ বীর্য্যবান।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন

কুন্তী। শুন যুধিষ্ঠির, অন্তর অধীর,
বিপদের নাহিক অবধি,
আশ্রয় দিয়াছে ভদ্রা অবন্তী-ঈশ্বরে,
কৃষ্ণ সনে বাদ তার!
শুনি, বৃকোদর করিয়াছে পণ,—
সুভদ্রার অনুরোধে,
যুঝিবে কৃষ্ণের সনে, দণ্ডীর রক্ষণে।
দ্বন্দ্ব কৃষ্ণসনে, সন্দ হয় মনে,
পাণ্ডু-কুল হইল নির্ম্মূল,
প্রতিকূল বিধি, তাই এত বিড়ম্বনা!
যুধি। শুনিয়াছি কৌরব-সদনে,
এসেছিল দণ্ডী নরপতি,—
বিরোধ শ্রীপতি সনে।
জেনে শুনে ভদ্রা তারে আনিয়াছে ঘরে?
কুন্তী। উন্মাদ করেছে বৃকোদরে,
করিয়াছে পণ, তব বাক্য করিবে হেলন,
নিবারণ কর যদি দণ্ডীরে রাখিতে।
যুধি। নিশ্চয় কৃষ্ণের ছল জেন'গো জননি,
কৃষ্ণের ভগিনী নহে কৃষ্ণের বিরোধী!
কৃষ্ণ-দ্বেষী জনে কেন স্থান দিবে পুরে?
অবশ্য রহস্য কোন থাকিবে ইহার।

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ

কুন্তী। বৃকোদর,
এ বৃদ্ধ বয়সে ব্যথা দিও না মায়েরে!
ইন্দ্র সম অরি দুর্য্যোধন,
উপস্থিত রণ,
হরি মাত্র পাণ্ডব-সহায়;—
রণে বনে, দুর্গমে-সঙ্কটে,
পাইয়াছ পরিত্রাণ যাহার কৃপায়,
দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ,
দুর্ব্বাসাপারণে ত্রাতা শ্রীমধুসূদন,
পাণ্ডব-বান্ধব নাম!
তুচ্ছ দণ্ডী হেতু, কর দ্বন্দ্ব তার সনে?
ভীম। জননি, কি নাহি জানি কৃষ্ণের মহিমা!
জানি না কি হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রাতা জগন্নাথ!
দেহ মন প্রাণ,

পাণ্ডবের হরি বিনা কেবা আর?
কার কৃপাবলে নতশির পৃথিবীর রাজদলে?
কিন্তু কৃষ্ণ সখা কি কারণে পুত্রের তোমার,
ভুলেছ কি মহাদেবি?
তব ধর্ম্মবলে—ধর্ম্মরাজের জননি!
ব্রাহ্মণনন্দন হেতু অর্পিলে নন্দনে,—
ভয়ংকর বক নিশাচর-মুখে।
চিরদিন সয়ে মা যন্ত্রণা,
করিয়াছ ধর্ম্ম-উপাসনা,
পাণ্ডব-বান্ধব কৃষ্ণ তব পুণ্যবলে।
ঘটে যদি হরি সহ বাদ, ভেব' না বিষাদ,—
তথাপি পাণ্ডব-সখা হরি,
নহে ধর্ম্মে কেবা দেয় মতি?—
আশ্রিতপালন-ব্রতে করে উত্তেজনা?
জান না কি আশ্রিততারণ নারায়ণ!
তবে মাতা কেন কর ভয়?
রণ যদি হয়, বিজয় নিশ্চয়,
অভয়-চরণে বঞ্চিত হব না পঞ্চজনে,
পাণ্ডব-ভরসা শ্রীচরণ।
পদে তাঁর রাখিয়ে বিশ্বাস,
কবে কেবা হয়েছে নিরাশ!
হতাশ কি হেতু মাতা?
দয়াময় আশ্রিত-আশ্রয়,
রুষ্ট না হইবে কৃষ্ণ আশ্রিতপালনে।

যুধি। বিষম বৈষ্ণবীমায়া বুঝিতে না পারি,
শুধাই তোমায়,
কেবা কবে পাইয়াছে ত্রাণ,
শত্রু করি ভগবানে?

ভীম। শুনেছি শ্রীমুখে বারে বার,
হরি কভু অরি নহে কার,
মিত্রভাব, শত্রুভাব—তারণ-কারণ!
যদি তনু হয় ক্ষয়, কিবা তাহে ভয়?
পার হ'ব ভবার্ণব গো-খুর সমান!
আজীবন মহারাজ সয়েছ যন্ত্রণা,
ব্রত তব ধর্ম্ম-উপাসনা;
সেই ব্রতে পূর্ণাহুতি দেহ নরনাথ,—
ধর্ম্মহেতু ধর্ম্ম-আত্মা শরীর বর্জ্জনে।

যুধি। দারুণ সংশয় উদয় হৃদয়ে ভাই,—
সারধর্ম্ম কৃষ্ণপদ জানি চিরদিন,
বুঝি শ্রীপদে হয়েছি অপরাধী।
শত্রু ভাবে নহে ভাই আমার সাধন,
তবে কেন শত্রুভাবে আজি জনার্দ্দন,
আশ্রিতপালন কর্ত্তব্য নিশ্চয় জানি,
কিন্তু তা' হ'তে কর্ত্তব্য—কৃষ্ণ-চরণ-শরণ!
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত্যজি বিভীষণ,
রামে কৈল পূজা,
ত্যজি আপন জননী,
ভরত পূজিল চিন্তামণি,
পিতৃঘাতী শত্রুসেবা করিল অংগদ,
অতুল সম্পদ শ্রীপদ পাইল তায়!
পড়ি পাছে বৈষ্ণবী মায়ায়,—
তাই শংকা হয়, বৃকোদর!

ভীম। একমাত্র উপায় কেবল,
ভেদিতে বৈষ্ণবী মায়া—
শিখিয়াছে দাস দেব, তব উপদেশে।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয় যার,
তার পরে মায়ার নাহিক অধিকার!
রাজধর্ম্ম, ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রিত-রক্ষণ,
রণ আকিঞ্চন ক্ষত্রিয়ের।
পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ইষ্টদেব গুরু—
আবাহন যে করে সমরে
প্রবোধিতে তারে, ক্ষত্র-রীতি চিরদিন।
ভীরু করে গুরু বলি সমরে সম্মান!
পৃষ্ঠ দেয় রণে, মিথ্যা বোধ দিয়া নিজ মনে,
নাহি বুঝে—ভয় নয় ধর্ম্ম-আচরণ।
কহিলে রাজন,
ধর্ম্ম হেতু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত্যজে বিভীষণ,
ধর্ম্ম হেতু তব বাক্য করিব হেলন,—
নিবারণ কর যদি আশ্রিতরক্ষণ।

অর্জ্জুন। কহ মাতা, কি হেতু চিন্তিত?
যে করেছে আশ্রিতে রক্ষণ,
কবে তার হয়েছে পতন?
ভেব' না মা শ্রীকৃষ্ণ বিরূপ,
অরি-রূপ ধরি ধন্য করিবেন কুল,—
ধন্য ধন্য তুমি মা জননী,
আশ্রিতপালন-শক্ত পুত্র গর্ভে ধরি,—

যুধি। এ সংকটে কাণ্ডারী শ্রীহরি।
বাড়িল রজনী, যাও সবে নিজ স্থানে,
প্রভাতে করিব যুক্তিমত।
জেন' ভীম, জেন' হে অর্জ্জুন,
প্রাণভয়ে নাহি দিব ধর্ম্মে বিসর্জ্জন।

কুন্তী। হরি, পার কর এ সংকটে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরমধ্যস্থ কুটীর

ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী

গীত

উভয়ে। কালা রাতি চলে সাঁই সাঁই সাঁই।
ঢাল পিয়ালা ঢাল চাই চেক্‌নাই॥
পু-ঘে। ঢাল, চেক্‌না বদন তোর চেক্‌না হবে,
স্ত্রী-ঘে। ঢেলে নে, ভাল তোয় বাসবো তবে,
পু-ঘে। ভর পিয়ালা পিয়ে দে না,
স্ত্রী-ঘে। পড়ি ঢলে ঢলে মোরে ধরে নে না,
পু-ঘে। চুমি তোর আঁখি লালি,
স্ত্রী-ঘে। সর সর দেব গালি,
পু-ঘে। মজা উড়ানা প্রাণে তোর
দরদি কি নাই?
স্ত্রী-ঘে। তোর বেইমানি ভারি রে
তোরে বাতাই॥

স্ত্রী-ঘে। চুপ, থাম! ওই আস্‌ছে।

পু-ঘে। কেন রে খেঁদি?

স্ত্রী-ঘে। ওই খুরের শব্দ পাচ্চিস্‌ নি?

পু-ঘে। খুরের শব্দ কি রে?—পায়ের শব্দ!

স্ত্রী-ঘে। ওই ঘুড়ীভূত।

পু-ঘে। ঘুড়ীভূত কি রে?

স্ত্রী-ঘে। ঘুড়ীভূত কি? সে দিন—সেই রাজা ঘুড়ী চড়ে এ'ল! বল মানিস কি না?

পু-ঘে। মানি।

স্ত্রী-ঘে। তবে ঘুড়ীভূত—মানিস্‌ নি বল্‌চিস্‌?

পু-ঘে। তা এল এল, তা ঘুড়ীভূত কি?

স্ত্রী-ঘে। পট্‌ পট্‌ কাণ নাড়ে, কেমন?

পু-ঘে। কাণ নাড়ে, তা কি?

স্ত্রী-ঘে। শোন্‌ আগে বলি। কথা বল্‌তে গেলে মুখ-থাবা দিস্‌। কাণ নাড়ে ত?

পু-ঘে। নাড়ে।

স্ত্রী-ঘে। ল্যাজ নাড়ে?

পু-ঘে। নাড়ে।

স্ত্রী-ঘে। পা ছোড়ে?

পু-ঘে। ছোড়ে।

স্ত্রী-ঘে। কেউ কাছে গেলে কাম্‌ড়াতে আসে?

পু-ঘে। আসে।

স্ত্রী-ঘে। এই বোঝ্‌, ঘুড়ীভূত কি না বোঝ্‌।

পু-ঘে। হাঃ হাঃ,—তবেই তুই ঘোড়ার ঘাস কেটেছিস্‌!

স্ত্রী-ঘে। তুই ঘোড়াভূত মান্‌বি নি?

পু-ঘে। না।

স্ত্রী-ঘে। মান্‌ বলচি, নইলে আমি খুনো-খুনি হ'ব।

পু-ঘে। মিছে কেন বক্‌চিস্‌; নে নে, আয় গান করি আয়!

স্ত্রী-ঘে। আগে মান্‌বি কি না বল্‌, তার পর তোরে বুঝে নিচ্চি,—তুই কত বড় ঘেসেড়া! ওঃ, ঘোড়াভূত মানবে না—আর ঘেসোড়াগিরি করবে!

পু-ঘে। তোর মত ত' আর আমি মাতাল হইনি।

স্ত্রী-ঘে। আচ্ছা মাতাল হয়েছি—হয়েছি; তুই ঘোড়াভূত মান্‌বি কি না বল্‌?

পু-ঘে। না।

স্ত্রী-ঘে। তবে বেরো তুই! তোর মত পাঁচ পোণ ঘেসেড়া আমি এখনি বাজার থেকে নিয়ে আসবো। আমার সাফ কথা,—ঘোড়াভূত মান্‌তে চাও, আমার সঙ্গে থাক, ভাত বেড়ে দিচ্চি খাও। আর যদি না মান্‌তে চাও—বেরোও!

দ্বারকার দূতের প্রবেশ

বেরো এখনি।

পু-ঘে। আচ্ছা, ওই একজন মানুষ আস্‌চে ওকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, ঘোড়াভূত আছে কি না?

দ্বা-দূ। ওগো বাছা, আমি বিদেশী, আমায় একটু জায়গা দিতে পার?

স্ত্রী-ঘে। তুমি ঘোড়াভূত মান?

দ্বা-দূ। খুব মানি।

স্ত্রী-ঘে। ওই শোন্‌ পোড়ারমুখো! (দূতের প্রতি) আচ্ছা, ঘোড়াভূত কেমন বল?

দ্বা-দূ। আচ্ছা, তুমি বল—তুমি বল!

স্ত্রী-ঘে। আচ্ছা, আমি বল্‌চি! খট্‌ খট্‌ চলে, পট্‌ পট্‌ কাণ নাড়ে, সর্‌ সর্‌ ল্যাজ ঝাড়ে, কেমন?

দ্বা-দূ। ঠিক্‌।

স্ত্রী-ঘে। বল্ পোড়ারমুখো, এখন মান্‌বি কি না?

পুং-ঘে। আচ্ছা, তুই ঘোড়াভূত, ঘোড়াভূত—কি বল্‌চিস্?—আমায় বুঝিয়ে বলতে পারিস্?

স্ত্রী-ঘে। তোর আক্কেল থাকে তো তোরে বোঝাই! বোঝ্, রাজাটা যে এ'ল, রাজার আস্তাবলে ঘুড়ী রাখ্‌লে পারতো,—তা নয় আলাদা বাড়ীতে ঘুড়ী নিয়ে আছে। ঘুড়ীটা রাজা ছাড়া কারেও কাছে ঘেঁষতে দেয় না, সন্ধ্যে হ'ল ত' দোর দিলে, আর ভোর না হ'লে খুলবে না! এইতে বোঝ্, ঘোড়াভূত কি না? ওই আস্‌চে!

দূরে উর্ব্বশীর প্রবেশ

উর্ব্ব। নিশীথিনী ভয়ঙ্করী আজি,
তারকা চন্দ্রমা-হীনা
অদৃষ্টের প্রতিরূপ মম।
ভীষণ পবন-স্বন মিশিতেছে দীর্ঘশ্বাসে,
হাহাকার প্রতিধ্বনি জলদ গর্জ্জন,
ধারা বরিষণে ঘন আবরণ,—
দূরে যাবে যামিনীর,
হাসিবে সীমন্তে চন্দ্র পরি'।
কিন্তু অনিবার আঁখি-ধারা বরিষণে,
ঘোর দুঃখ-তমঃ নাহি যাবে দূরে,
সুখের চন্দ্রমা নাহি উদিবে ললাটে।
মজিল অবন্তীপতি আমার কারণে;
পাণ্ডুবংশ ধ্বংস বুঝি হয়!
পাপ ক্ষয় কত কালে হবে!
দেখিতে দেখিতে বহে গেল কত দিন!

স্ত্রী-ঘে। ওই দেখ্‌ছিস,—ঘোড়াভূত মানিস নি! ঘাস খেতে এয়েছে—(দূতের প্রতি) কেমন বল, ভূত নয়?

দ্বা-দূ। ঠিক ঠাক্।

স্ত্রী-ঘে। তুমি ব'স, তোমাদের কোন্ দেশ?

দ্বা-দূ। সে অনেক দূর।

স্ত্রী-ঘে। তা হ'ক, তোমাদের দেশে ঘোড়া-ভূত আছে?

দ্বা-দূ। ঢের, রোজ মাঠে এমন বিশ ত্রিশটা চরে।

স্ত্রী-ঘে। (ঘেসেড়ার প্রতি) শোন্ মুখ-পোড়া, তবে না কি ঘোড়াভূত নেই! (দূতের প্রতি) কেমন, তোমাদের ঘোড়াভূত দিনের বেলা ঘোড়া হয়ে থাকে—আর রেতের বেলায় ঠিক ভূত হয়!

দ্বা-দূ। হুঁ, রেতের বেলায় ধেই ধেই করে নাচে।

স্ত্রী-ঘে। না—না, নাচে না—কাঁদে!

দ্বা-দূ। হুঁ, ভেউ কেউ করে কাঁদে।

স্ত্রী-ঘে। না না, ভেউ ভেউ করে কাঁদে নয়, কাঁদে কেমন জান? উঃ—আঃ! ওই দেখ, এইবার কাঁদ্‌বে।

উর্ব্ব। ওহো-হো দারুণ বিধাতা,
এ দশায় কেন না হইনু স্মৃতি-হারা!
মনে জাগে স্বর্গের বসতি,
মনে জাগে নন্দন-কানন,
মনে জাগে মন্দারের মালা,
দেবের সহিত খেলা,
মনে পড়ে নিতম্বিনী অপ্সরী সঙ্গিনী,
নৃত্য গীত মঞ্জীরের ধ্বনি,
আনন্দে অমৃত পান।
দহে, স্মৃতি দহে দাবানল সম;
অশ্বিনী হৃদয়ে দহে স্মৃতি।
দুর্গতি, দুর্গতি,—
যা'ক স্মৃতি অতল সলিলে,
পরমাণু হো'ক তনু!

স্ত্রী-ঘে। দেখ, তোমার কি বোধ হয়? আমার বোধ হয়, আর জন্মে এটা সাপ ভূত ছিল, নইলে এমন ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বেস ফেল্‌বে কেন?

দ্বা-দূ। ছিলই তো; আমি জানি, আমাদের বাড়ীর কাছে একটা হাঁড়ালের মধ্যে ছিল।

স্ত্রী-ঘে। বটে, তুমি গুণিন্ না কি?

দ্বা-দূ। হুঁ।

স্ত্রী-ঘে। তবে একটা কাজ করতে পার, এটাকে কুপোয় পুরেতে পার? মিন্সে মদ খেয়ে পড়ে ঘুমোয়, আর ওটা খট্ খট্ করে বেড়ায়, আমার প্রাণ কাঁপ্‌তে থাকে।

দ্বা-দূ। আচ্ছা বল দেখি, এখন ও কি রকম ভাবে আছে?

স্ত্রী-ঘে। আর ভাব কি? ওর গুণিন্‌টা ওর পিঠে চড়ে এ'ল, সন্ধ্যাবেলা হ'লেই দোর

দেয়, ভারি রাত্রি হলে একবার হাওয়া খেতে ছেড়ে দেয়। ভোর হলেই চার পা তুলে ছুটে বাড়ীর ভেতর সেঁদোয়!

দ্বা-দু। আচ্ছা, চার পা কি করে হয়?

স্ত্রী-ঘে। না—এ ভূত ধরা তোমার কর্ম্ম নয়! চার পা কি করে হয়, তাই জান না!—তুমি আবার ভূত ধরবে!—চুপ!

উর্ব্বশী। ছিঃ ছিঃ! এত কি লাঞ্ছনা ছিল ভালে!
যে অর্জ্জুন আমারে ঠেলিল পায়,
তার প্রেয়সীর গৃহে আজ আমি দাসী!
ধিক্ কলেবরে!—
অক্ষয় অমৃত পানে,
অনলে না জ্বলে, সলিলে না হয় নাশ!
তীক্ষ্ন অস্ত্র মর্ম্মে নাহি পশে!
হায় হরি, গোলোকবিহারী,
ঊরুদেশ হ'তে সৃজিলে কি মোরে—
দিতে এ দারুণ তাপ?
অসময় দেহ দেখা!

স্ত্রী-ঘে। ঐ গুণিন্ রাজাটা আস্‌চে। এইবার ধরে নিয়ে গে, আস্তাবলে পুরবে।

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। প্রিয়ে, প্রভাত নিকট,
নহে আর উচিত তোমার—
প্রান্তরে রহিতে একা।
অকস্মাৎ রূপের বর্ত্তন,
কেহ যদি করে দরশন,—
চমৎকৃত হবে,—
আরোপিত গল্প কত উঠিবে নগরে!
রোদনে কি হবে তব শাপ বিমোচন?
বিফল কি হেতু কর তাপ!

উর্ব্বশী। মর্ম্মব্যথা তুমি কি বুঝিবে?
শ্বাস রুদ্ধ হয় মম মৃত্তিকার গৃহে!
প্রান্তরে আসিয়ে, শিরে হেরি নীলাম্বর,
হেরি উজ্জ্বল তারকামালা,—
ভুবনমোহিনী-বেশে ভ্রমিতাম যথা।
হেরি ছায়াপথ,—
যেই পথে যাইতাম দেবেন্দ্রে ভেটিতে!
হেরি মেঘদল চলে,
ভাবি মনে,—
বিদ্যুৎ-অঙ্গিনী কোন সঙ্গিনী আমার
যাইতেছে কোন লোকে।
যাও, রাজা যাও,—
কারাগারে পশিব এখনি।
ক্ষণেক বিরাম তরে এসেছি হেথায়,—
ব্যাঘাত তাহাতে নাহি কর।

দণ্ডী। অধীরা নিতান্ত হেরি
সুন্দরি, তোমায়—
আপাতত কয় দিন হতে।
বিষময় যেন তব জ্ঞান হয় মোরে!
রাজ্যহারা, বন্ধুহারা, পরান্ন-পালিত,
দুর্গতি হয়েছে কত তোমার কারণে!
পলমাত্র তোমারে না হেরি,—
আকুল আমার প্রাণ!
কিন্তু তব এ কোন্ বিধান?
কাছে গেলে, ভাস নয়নের জলে,—
স্পর্শে যেন অগ্নি লাগে কায়!
চেয়ে থাকি তোমার বদন পানে,
তৃষিত নয়নে—
বদন ফিরায়ে লও!
বুঝিতে না পারি কিবা তব আচরণ!

উর্ব্বশী। কল্পনায় কভু কি হে পেয়েছ আভাস,—
কি ছিলাম, হইয়াছি কিবা?
পৃষ্ঠোপরে করিয়া বহন
দেখায়েছি স্বর্গপুরী।
কিন্তু মানব-নয়ন,
যোগ্য নহে সৌন্দর্য্য হেরিতে,—
পেচক যেমতি রবিকর হেরিতে অক্ষম।
ছিল জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির গঠিত কায়,
রূপের ছটায় মুগ্ধ হ'ত ইন্দ্রের নয়ন!
এবে মাখা মৃত্তিকায়, লুটাই ধরায়!
বহিয়ে মন্দার-গন্ধ ছানিত সমীর—
শীতল স্পর্শিত কায়;
বহি পূতি-গন্ধভার,—
তীক্ষ্ন তীর সম এ সমীর বিন্ধে দেহে!
কীটপূর্ণ-বারি পান—সুধা বিনিময়ে,
কত সহে—কত সহে!
মৃত্যু নাই, এ যন্ত্রণা কেমনে এড়াই!

দণ্ডী। হ'ক স্বর্গ যতই সুন্দর,
কিন্তু প্রেমহীন স্থান সে নিশ্চয়।
নহে মম প্রেমে—
পাইতাম প্রতিদান তোমার নিকটে।
জ্ঞান হয়—স্বর্গভোগ বিলাস কেবল,
হৃদয়ের বিনিময় নাহিক তথায়!

উর্ব্বা। মহারাজ কর' না ভর্ৎসনা,
বড়ই যন্ত্রণা মনে।
ভালবাস যদ্যপি আমায়,
অপরাধ ক্ষম ভূপ অবলা ভাবিয়ে!
চল যাই,—প্রভাত নিকট।

[উভয়ের প্রস্থান।

স্ত্রী-ঘে। ওই ওর গুণিন্ মন্ত্রের চোটে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চে,—এই বেলা ধর।

দ্বা-দূ। কাল, কালসাজিতে ধর্‌বো।

স্ত্রী-ঘে। তবে তুমি আজ এখানে থাক।

দ্বা-দূ। থাক্‌বই ত'।

পু-ঘে। ওঃ, তোর যে ভারি আমোদ দেখ্‌ছি। তুই ত ভূতের রোজা, আমি আবার তোর রোজা।

দ্বা-দূ। কেন বাপু, কেন বাপু! আমি বিদেশী অতিথ!

পু-ঘে। তুই গোয়েন্দা!

স্ত্রী-ঘে। ও আবাগীর বেটা, তোর মতিচ্ছন্ন ধরেছে। এদিকে ঘোড়াভূত গর্জ্জাচ্চে আর তুই গুণিন্‌কে খ্যাপাচ্চিস্।

পু-ঘে। দাঁড়া গুণিন্, তোকে আজ থোলেয় পুরে ভীম ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাচ্চি।

স্ত্রী-ঘে। ও মুখপোড়া, থাম্—ও মুখ-পোড়া, থাম্! ও ভাল গুণিন্, এখনি তোকে ধুলোপড়া দেবে।

পু-ঘে। দাঁড়া বেটি, আমি এখনি দুমুঠো বালিপড়া ওর চোখে ঝাড়ছি! (দূতের প্রতি) কে তুই বল?

দ্বা-দূ। আমি বিদেশী।

পু-ঘে। বিদেশী তো জানি, কে তুই?

স্ত্রী-ঘে। তোর কি?

পু-ঘে। (দূতের প্রতি) তুই সন্ধান নিতে এসেছিস্,—তুই গোয়েন্দা।

স্ত্রী-ঘে। গোয়েন্দা বটে, তা তুই কি কর্‌বি?

পু-ঘে। দ্যাখ্ না আধাছানার মোণ্ডা খাওয়াব।

স্ত্রী-ঘে। ও মিন্সে, গোয়েন্দা কিরে মিন্সে—গোয়েন্দা কিরে মিন্সে? ও যে গুণিন্,—গোয়েন্দা তো ভূতের রোজা।

পু-ঘে। দাঁড়া না, ওকে সোজা করে দিচ্চি!

দ্বা-দূ। দেখ বাছা, তুমি সাম্‌লাও, ওই ঘোড়াভূতটা এর ঘাড়ে চেপেছে।

স্ত্রী-ঘে। ওগো, তবে তুমি ঝাড়িয়ে দাও,—তবে তুমি ঝাড়িয়ে দাও!

দ্বা-দূ। তুমি খপ্ করে এই কেলে হাঁড়িটে নিয়ে এর মাথায় চাপিয়ে দাও।

স্ত্রী-ঘে। ওগো আমি পার্‌বো না,—আমি পার্‌বো না!

জনৈক সহিসের প্রবেশ

সহি। ওরে বাপ্‌রে, মারে! সত্যিই ঘোড়া-ভূত রে!

স্ত্রী-ঘে। ও মা কি হবে,—ও মা কি হবে!

পু-ঘে। সিদে, ধর ব্যাটাকে, ব্যাটা গোয়েন্দা।

সহি। ওরে বাপ্‌রে, ওরে বাপরে, আমার বুক ধড়ফড় কচ্চে! চাট্ মার্‌তে মার্‌তে রেখেছে! ওরে বাপ্‌রে—ওরে বাপ্‌রে! কোথাকার গণ্ডী দেওয়া রাজা, ঘুড়ীভূত এনে পুর্‌লে রে!

দ্বা-দূ। কি কি, দণ্ডী রাজা?

পু-ঘে। হ্যাঁ হ্যাঁ,—তোরে এই ঠাণ্ডি গারদে পুরি দাঁড়া। সিদে ধর—এই ব্যাটাই ওস্তাদ!

সহি। এই ব্যাটা ওস্তাদ! তবে আর তুই যাবি কোথা?

পু-ঘে। চল, টেনে নিয়ে চল, ভীম ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাই চ!

[দূতকে উভয়ে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

স্ত্রী-ঘে। ওরে বাপ্‌রে, সর্ব্বনাশ হলো রে!—কি ঘোড়াভূতের উপদ্রব রে,—আজ রাত্তিরেই ঘাড় ভাঙ্গবে রে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ

অনি। অবধান, যাদব-প্রধান,
ভ্রমি ত্রিভুবন, এল দূতগণ,—
দণ্ডীরাজ অন্বেষণ কেহ না পাইল।
দূতগণ যাইল যথায়, শুনিল তথায়,—

এসেছিল দণ্ডীরাজ সাহায্য কারণে।
কিন্তু কেবা শক্তি ধরে
যদুবীর সহ বাদ করে—
সর্ব্বস্থানে হইল বিমুখ!
শেষে এক বার্ত্তাবহ সংবাদ আনিল,
জাহ্নবীর তীরে তারে দেখিয়াছে লোকে;
হয় অনুমান,
অভিমানে গঙ্গায় ত্যজেছে প্রাণ।

কৃষ্ণ। ফিরিয়াছে দূতগণ ভ্রমিয়া ভুবন?

অনি। দক্ষ এক দূত গেছে বিরাট নগরে,
ফেরে নাই সেই জন।

কৃষ্ণ। বৃথা তথা অন্বেষণ!—
আছে তথা পাণ্ডুপুত্রগণ,
গেলে দণ্ডী, বন্দী ক'রে প্রেরিত হেথায়।
কি সাহসে যাইবে তথায়?
জান ত পাণ্ডব মম পরম বান্ধব!

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্য। যদুমণি,
কি শুনি, কি শুনি, কি বুঝিব লীলা তব!
ফিরিয়াছে দূত এক মৎস্যদেশ হ'তে—
পাণ্ডবের রথে;
হতজ্ঞান হইয়াছি সংবাদে তাহার।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির,—
দণ্ডীরে আশ্রয় দেছে উপেক্ষি তোমায়।

কৃষ্ণ। এ কি কথা সম্ভব-অতীত!

সাত্য। অসম্ভব সম্ভব তোমাতে, যদুনাথ!
বিরিঞ্চির বোধাতীত লীলা লীলাময়,
মূঢ় আমি কেমনে বুঝিব!
কিন্তু সত্য এ বারতা,
পাণ্ডব-আশ্রয়ে আছে অবন্তীর পতি।

কৃষ্ণ। মদ্যপায়ী অথবা উন্মাদ সেই জন?
কে জানে সম্মান মম পাণ্ডব সমান!
রাজসূয় মহাযজ্ঞে হেরিল ভুবন,
মহারাজ যুধিষ্ঠির পূজিল আমারে।
কালি অর্জ্জুন আইল, বরণ করিল,
আসন্ন কৌরব-রণে স্বপক্ষ হইতে।
গিয়ে থাকে দণ্ডী যদি বিরাটভবনে,
জানিহ নিশ্চয়,
ধনঞ্জয় নিজ হস্তে করিয়ে বন্ধন,
সমর্পণ করিবে চরণে।
প্রাণতুল্য সখা সে আমার,
বার্ত্তাবহে আনহ সাত্যকি।

[সাত্যকির **প্রস্থান**।

অনিরুদ্ধ, মিথ্যা এ সংবাদ,—
কিবা অনুমান তব?

দূতের সহিত সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি, সতর্ক কর বার্ত্তাবাহকেরে,
রাখে যদি প্রাণের মমতা,—
মিথ্যা নাহি কহে।

সাত্য। কহ কি বারতা তব?

দূত। মিথ্যা নাহি কহি দেব যাদব-ঈশ্বর,
দণ্ডীরাজ উদ্দেশে ভ্রমি নানাদেশ,
উপনীত হইলাম জাহ্নবীর তীরে।
শুনিলাম লোকমুখে,—
গেছে দণ্ডী অশ্বিনীবাহনে
সুভদ্রাদেবীর সনে।
সে কথায় বিস্ময় জন্মিল অতি মনে।
মৎস্যদেশে, গুপ্তবেশে করি অন্বেষণ,
অশ্বপাল, তৃণবাহী বর্ব্বরের করে
যে দণ্ড পাইনু,—
তাহা কহিব কেমনে—
প্রাণ মাত্র ছিল অবশেষ!
লয়ে গেল পাণ্ডব-সভায়,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠির,—
"কহ কৃষ্ণে, আশ্রয় দিয়েছি দণ্ডীরাজে।"
কহিলা রাজন,
"জানাইও যদুপতি-চরণে মিনতি,
যদুপতি পাণ্ডবের গতি,—
পাণ্ডবে চাহিয়ে যেন ক্ষমেন দণ্ডীরে।"
পরে করি মোরে অশেষ সান্ত্বনা,
রথোপরে দ্বারকায় দেন পাঠাইয়ে।

কৃষ্ণ। বুঝিতে না পারি এই বাতুলের বোল,
যাও তুমি আপনি সাত্যকি।
দূত-বাক্য সত্য যদি হয়,
দণ্ডী যদি থাকে মৎস্যদেশে,
বল', যুধিষ্ঠিরে,
অচিরে প্রেরিতে তারে তুরঙ্গিণী সনে;
কিন্তু যদি গর্ব্বিত-পাণ্ডব
অবহেলা করে মোরে,

শুন রথী, আজ্ঞা তব প্রতি,—
কহিবে পাণ্ডবে হ'তে সমরে প্রস্তুত।
পরে দেবলোকে ব্রহ্মলোকে, কৈলাসভবনে,
জানাইবে পাণ্ডবের দুর্নীতি আচার,
দেবলোক, নাগলোক, বসু দিক্‌পাল
বরিবে সবারে মোর হইতে সহায়!
জান তুমি,—
যথোচিত হিতকারী পাণ্ডবের আমি,
এই কি তাহার প্রতিদান?
ভুবনে যাহারে কেহ নাহি দিল স্থান,
করি অপমান, আশ্রয় দানিল তারে?
যাও অনিরুদ্ধ, তুমি কহ মন্মথেরে,
রাখিতে যাদবসৈন্য সমরে প্রস্তুত।
[অনিরুদ্ধ ও দূতের প্রস্থান।

সাত্য। হে ব্রজবিহারী, তত্ত্ব বুঝিবারে নারি,—
—বার্ত্তা অসম্ভব!
কার বলে বলীয়ান হইল পাণ্ডব?
হে মাধব,
তোমারে উপেক্ষা করে রাজা যুধিষ্ঠির!
মতি গতি তব পদে চিরদিন!
হে রাধারমণ,
ভ্রান্ত মন না বোঝে কারণ,
ছন্নমতি কি হেতু হইল তার?
ধন, মান, প্রাণ,—পাণ্ডবের সকলি হে তুমি,
পাণ্ডব শরণাগত পদে!
না জানি কি দারুণ মায়ায়,
যদুরায় ভুলাইয়ে মজাও আশ্রিতকুল!
হে শ্রীকান্ত, একান্ত অশান্ত মতি মম,
স্বপ্নজ্ঞান হয় সমুদয়,—
পাণ্ডবের সহ বাদ,—হে পাণ্ডব-সখা!

কৃষ্ণ। বুঝ রথী, রীতি পাণ্ডবের,—
ভৃত্য সম আসি যাই করিলে স্মরণ,
বুঝ এবে মম প্রতি আচরণ!

সাত্য। কিছুই বুঝিতে নারি হরি!
আজ্ঞাকারী,—আজ্ঞা তব করিব পালন!
কিন্তু হে ভুবনপাবন,
রোষের লক্ষণ নাই বদনে তোমার!
যেন উল্লাসে—শ্রীমুখ সুপ্রকাশ,—
কহ মাত্র রোষ-ভাষ!
তোমার তুলনা মাত্র তুমি,—
অজ্ঞান কেমনে আমি বুঝিব মহিমা!
[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদ-কক্ষ

পঞ্চপাণ্ডব

যুধি। দেখ পুনঃ করিয়ে গণনা,
অবশ্য অশুভ দিনে পাণ্ডব উদয়!
নহে হেন অশুভ লক্ষণ কি কারণ?
কৃষ্ণ-সনে পাণ্ডবের বাদ,—
অতি অসম্ভব লোকে;
কিন্তু অসম্ভব সম্ভব অদৃষ্ট দোষে মোর!

সহ। দেব, আমিও বুঝিতে কিছু নারি!
হেন শুভ নক্ষত্র-গ্রহের সম্মিলন,—
হয় নাই কভু প্রভু!
নহে প্রভু, একা তব,—
অদৃষ্ট প্রসন্ন হেন আমা সবাকার—
হয় নাই পূর্ব্বে কভু।
কিন্তু, কেন হেন অশুভ ঘটনা-স্রোত,
বুঝিতে না পারি!

ভীম। অতি সত্য গণনা তোমার বীরবর,
পাণ্ডবের শুভদিন উদয় নিশ্চিত,—
অন্তর্যামী ক'ন মম অন্তরে বসিয়ে।

অর্জ্জুন। দ্বারকায় রণ আয়োজন,
এতক্ষণ হতেছে নিশ্চয়;
যুক্তি নয় নিশ্চিন্ত রহিতে।

যুধি। কৃষ্ণ অরি,—কে হবে সহায় নাহি জানি।

নকু। কিন্তু আশ্চর্য্য কাহিনী,—
শুন নৃপমণি,
সমাগত যত রাজা সাহায্যে তোমার,
কৌরব বিপক্ষে;
দেব, সবে কহে একবাক্যে করি দৃঢ়পণ,
বারিবে যাদবসেনা দণ্ডীরে রাখিতে!

দূতের প্রবেশ

দূত। দেব, আসিয়াছে রথী এক
দ্বারকা হইতে,
সাত্যকি তাহার নাম।

যুধি। যাও সহদেব,
সমাদরে আন বীরবরে।
[দূতসহ সহদেবের প্রস্থান।

আসন্ন অনর্থ—তার নাহিক সংশয়!

সহদেব ও সাত্যকির প্রবেশ

সাত্য। অবধান ধর্ম্ম নরবর,
পীতাম্বর প্রেরিলেন মোরে;
শুনিলেন দূতমুখে আশ্চর্য্য বারতা,
দন্ডীরে আশ্রয় না কি দেছেন আপনি?
এ নহে উচিত মহারাজ,
জগতে বিদিত রাজা কৃষ্ণ-বন্ধু তব,—
তার শত্রু আশ্রয় পাইল তব পুরে!
না বুঝিয়ে হয়েছে যে কাজ,
অব্যাজে করহ সংশোধন!
অশ্বিনীর সনে, দন্ডী নরাধমে,
মম করে করহ অর্পণ,
বন্দী করি লয়ে যাব দ্বারকানগরী।
ভীম। তুমিও পান্ডব-বন্ধু ওহে ধনুর্দ্ধর,
সংযুক্তি শুধাই তোমায়,—
আমি দি'ছি দন্ডীরে অভয়,
উচিত কি আশ্রিতে বর্জ্জন?
তুষ্ট কি হবেন কৃষ্ণ আশ্রিতে ত্যজিলে?
সাত্য। সত্য, ধর্ম্মরাজাশ্রিত আমি চিরদিন,
কিন্তু অদ্য বিপক্ষের দূত,
যোগ্য নহি যুক্তিদানে,—
কর কার্য্য যুক্তিমত।
জানাই তোমায়, যেমতি আদেশ মম প্রতি,—
দেহ দন্ডীরাজে মোরে তুরঙ্গিণী সনে,
নহে হও প্রস্তুত সত্বর,
রোধিতে যাদব-আক্রমণ।
যুধি। কৃষ্ণসনে বিবাদ না করি কদাচন,
পান্ডবের একমাত্র সখা হরি;
কিন্তু নারি আশ্রিতে ত্যজিতে।
তাহে যদি বাধে রণ,
স্মরি শ্রীমধুসূদন, পঞ্চজনে পশিব সমরে।
সাত্য। বুঝিলাম, বিধাতা বিমুখ তোমা প্রতি,
কৃষ্ণ শত্রু কর সেই হেতু।
অবশ্য শুনেছ নৃপ দন্ডীরাজমুখে,—
আশ্রয়-কারণ ত্রিভুবন করিল ভ্রমণ;
কিন্তু কে দিল আশ্রয়?—কেহ নয়!
জানে সবে ধ্বংস হবে কৃষ্ণ সনে বাদে।
তবে কেন মতিচ্ছন্ন হেন?
দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প পুষিয়াছ গৃহে।
যুধি। কি কারণ ত্রিভুবন বর্জ্জিল দন্ডীরে
জানিবারে নাহি মম সাধ।
হরিতে পরের রাজ্য ধন,—
রণ করে ক্ষত্র-রাজগণে!
বিবাদে কে কবে ডরে?
বিশেষতঃ রাজকার্য্য—
আশ্রিত-পালন।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম, রাজ-ধর্ম্ম ডরে পরিহরি,
রাখিতে সে হেয় প্রাণ ইচ্ছা নাহি করি,—
হরির চরণে নিবেদন।
সাত্য। অমঙ্গলে কেন টান লোকে?
উপস্থিত কৌরব-সমর,
মহা মহা রাজগণ কৌরব-সহায়,
উপায় তাহাতে মাত্র হরি।
পরের কারণ,—
কি হেতু কিনিয়া লও যাদববিগ্রহ?
বিপদের রবে কি অবধি?
অর্জ্জুন। ক্ষণপূর্ব্বে ছিলে বীর,
অসম্মত উপদেশ দানে,
এবে কেন স্বীয় পণ করিছ লঙ্ঘন?
উপদেশ-স্রোত বহে জলস্রোত সম।
রাজ-আজ্ঞা করেছ শ্রবণ,
বাক্য ব্যয়ে অধিক নাহিক প্রয়োজন।
যাচি বীরবর,
আতিথ্যস্বীকার কর পুরে।
সাত্য। গুরু তুমি, তৃতীয়পান্ডব,
আজ্ঞাবাহী চিরদিন এই দাস;
কিন্তু আজি বীর, বিপক্ষের দূত।
পথপানে আছেন চাহিয়ে;
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা,
বার্ত্তা আনিতে সত্বর!
নমস্কার মম পান্ডব-চরণে,
হই বিদায় এখন।
ভীম। এক নিবেদন শুন বীরবর মম,
জানাইও হরির চরণে—আমি তাঁর বাদী;
বিরোধী হইয়া আমি রেখেছি দন্ডীরে।
যুদ্ধে হবে বহু সৈন্যনাশ,
সে হেতু প্রয়াস আমি করি রাঙ্গা পায়,
করুণায় পূর্ণ মম করুন কামনা;—
করিব কৃষ্ণের সহ দ্বৈরথ-সমর,
পরাজয় করিয়ে আমারে
তুরঙ্গিণী সনে দন্ডী করুন গ্রহণ।
সাত্য। মধ্যমপান্ডব, তব স্পর্দ্ধা অধিক।
চক্রপাণি সহ চাহ দ্বৈরথ সমর?
ভাব বীর্য্যবান আপনারে,—

সোসর কেশব-সহ করিতে সমর?
হীনবুদ্ধি বিনা হেন স্পর্দ্ধা নাহি হয়!
ভীম। এ নহে স্পর্দ্ধা ধনুর্দ্ধর,
বাধিলে সমর বীর স্বচক্ষে দেখিবে!
পণ মম জানে অরিগণে,—
রণে পৃষ্ঠ দেখাইতে নিষেধ আমার।
দেখ যদি থাক উপস্থিত,—
চক্ষু হেরি পলক না পড়িবে নয়নে।
সাত্য। কৃষ্ণের অধিক প্রীতি তোমা পঞ্চজনে,
এতক্ষণ বাধে নাই রণ সেই হেতু।
বলরাম নাহি দ্বারকায়,
গিয়াছেন তীর্থ-পর্য্যটনে,—
নহে হলের ফলকে উপাড়িত মৎস্যদেশ।
অর্জ্জুন। আসিয়াছে দ্রুতগামী রথে,
শীঘ্র তাঁহে দেহ সমাচার।
হলের ফলকে ডরে অস্ত্রহীন জন!
সাত্য। বিলম্ব নাহিক, হবে বিক্রম পরীক্ষা!
যদুপতি দেন যদি যুদ্ধের আরতি,
শিব, ব্রহ্মা, পুরন্দর আদি দেবগণে,
কেবা না হইবে তাঁর সমরে সহায়;
দেখিব, পাণ্ডব পঞ্চজন,—
হেন সমাবেশ কিসে করে নিবারণ!
ভাবি তাই, নিশ্চয় হয়েছে ছন্নমতি,
যার বলে বলী, তারে কর অবহেলা?
এখনো ত্যজহ দুষ্ট পণ,
কৃষ্ণের চরণে কর দণ্ডীরে অর্পণ।
ভীম। মতি গতি হয় যদি তোমার সমান,
গ্রহণ করিব উপদেশ।
কিন্তু আপাতত,
বাক্যব্যয় প্রয়োজনহীন তব রথী!
আছে ভার, সমাচার দিতে শীঘ্রগতি,
আপাতত নিজ কার্য্য করহ সাধন,
যে হয় কর্ত্তব্য মোরা সাধিব সকলে।
সাত্য। বিধাতার বিড়ম্বনা বুঝিনু নিশ্চিত!
নকু। অতি তীক্ষ্ম বুদ্ধি তব, দেব!
যুধি। ধর্ম্ম চাহি দিয়াছি হে দণ্ডীরে আশ্রয়;
লয় যেই ধর্ম্মের আশ্রয়,
অটল তাহার মতি, ডরে নাহি টলে।
আর্থিক আকাঙ্ক্ষা নাহি মম।
রঘুরাজ উপাখ্যান করেছ শ্রবণ?
নিজ হস্তে অঙ্গ কাটি অর্পি শার্দ্দূলেরে,
রক্ষিল ব্রাহ্মণসুতে।
সেই পুণ্যফলে,
রামচন্দ্র অবতার, বংশেতে তাঁহার,
তাঁর নামে রঘুনাথ নাম শুনি।
ধর্ম্মের আশ্রয়ে কোথা বিপদের ভয়?
অনিত্য এ দেহে এক ধর্ম্ম মাত্র সার!
অনিত্য সংসার হেতু ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
বলেছি ত', নাহি মম মন,
নিবেদন করিও গোবিন্দ-চরণে।
সাত্য। তবে বিদায় এক্ষণে!
যুধি। যথা রুচি মতিমান।

[সাত্যকির প্রস্থান।

যুধি। জানাইল সাত্যকি আভাসে,
অসুরারি-সেনা হবে যাদব সহায়।
ধর্ম্মযুদ্ধে যে হইবে সহায় আমার,
সে সবারে দিব সমাচার।
মম মতে দুর্য্যোধনে কহিতে উচিত।
বাদ যবে কৌরব পাণ্ডবে,
এক পক্ষ তারা শত ভ্রাতা,
বিপক্ষ আমরা পঞ্চজন।
এবে ভরতবংশের সহ যাদব-বিগ্রহ,
উচিত—সংবাদ দান।
কর ভাই, যেই মত যুক্তি সবাকার।
অর্জ্জুন। মম মতে উচিত সংবাদ দান।
ভীম। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা দেব।
যুধি। বহু কার্য্য উপস্থিত, ত্বরান্বিত হও সবে।

[ভীম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভীম। রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
অসম্ভব সম্ভব সকলি ভবে,—
যাবে ধনঞ্জয় কৌরবসভায়,
দীনভাবে যাচিতে আশ্রয়—
ত্রিভুবনে এ কথা কি প্রত্যয় করিত কভু?
নাহি জানি কি ভাষায়,
ভুবনবিজয়ী ধনঞ্জয়—
যাচিবে আশ্রয় আজি কৌরবসদনে!
ঘৃণা হয় মনে;—
কিন্তু রাজ-আজ্ঞা ঠেলিব কেমনে,—
ধর্ম্মরাজ অনুগামী আমি;—
নহে এতদিন সহে কি দারুণ অপমান—
হ'ত পাশক্রীড়া-স্থলে কৌরবসংহার।
দারুণ এ অপমান,
কৌরব-সাহায্য চাহে পাণ্ডুপুত্রগণ!

আছে কি উপায়,—
সয় স'ক হৃদয়ে আমার,
সহেছি বিস্তর,—দেখি আর কত সয়।
জ্বলে প্রাণ তক্ষক-দংশনে মম,
ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক—হেরি আঁধার সংসার।
দারুণ এ অপমানে কিসে পাব ত্রাণ—
প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ।—
ঠেকিয়াছি দণ্ডীরে লইয়া।
এ কি কোথায় এ মুরলীর ধ্বনি;
দূর হ'তে আসে যেন ভেসে!
যেন মৃদু রবে, করিছে আশ্বাস দান।
সত্য, কি কল্পনা?
উচ্চতর বাঁশরি-নিনাদ,—
কালাচাঁদ আসেন কি পুরে?
বংশীরব হয় হৃদিমাঝে,—
বাজান মুরলীধর হৃদয়ে আমার;—
কহে হৃদয় বাঁশরিনাদে,
ভেটি কালাচাঁদে নিবারিব জ্বালা!
লজ্জানিবারণ বিনা লজ্জা নিবারণ
কে আর করিবে?
কিন্তু এবে শত্রু-ভাবে হরি,—
দ্বারকায় কিরূপে যাইব?
কৌরবের অপমান না জানি কেমনে
ফাল্গুনি হইল বিস্মরণ!
আহা, না জানি
কে দেয় আশ্বাস মম হতাশহৃদয়ে!
কে কহে নীরব ভাষে অন্তর-মাঝারে,
"আছি আমি, ভাব কেন ভীমসেন,—
তোমারে কে করে অপমান?
ভেব না, ভেব না—
অতুল গৌরব লাভ করিবে পাণ্ডব।"

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য-পথ

কঞ্চুকী ও শ্রীকৃষ্ণ

কঞ্চু। ওরে ছোঁড়া,—ওরে ছোঁড়া?

কৃষ্ণ। কেন্ রে বুড়ো,—কেন্ রে বুড়ো?

কঞ্চু। তুই কে?

কৃষ্ণ। আমি যে হই, তোর কি?

কঞ্চু। আমার তোরই মত একটি কেলে ছোঁড়াকে দরকার। তার নাম কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। কেন, তোর কি দরকার আমায় বল্ না?—আমি কৃষ্ণ।

কঞ্চু। তুই কি রকম কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। তুই যে রকম কৃষ্ণ চাস্।

কঞ্চু। আমি যাকে খুঁজচি সে মাছ হয়।

কৃষ্ণ। আমিও হই।

কঞ্চু। সে আবার বরা হয়!

কৃষ্ণ। আমিও হই।

কঞ্চু। মাঝে ছেড়ে গেলুম,—সে আবার কাছিম হয়।

কৃষ্ণ। আমিও হই।

কঞ্চু। সে যে যা' বলে, শোনে।

কৃষ্ণ। আমিও শুনি।

কঞ্চু। বেশ কথা, তবে শোন্ এখন, এক ছুঁড়ীকে তুই জব্দ করতে পারবি?

কৃষ্ণ। পারবো।

কঞ্চু। 'পারবি' না—সে বড় শক্ত ছুঁড়ী! তুইও কাছে যাবি, আর সে ল্যাজ তুলে দৌড় মার্‌বে!

কৃষ্ণ। তবে কি করবো?

কঞ্চু। বেটী যাতে আর না ঘুড়ী হতে পারে। তা'হলেই জব্দ!

কৃষ্ণ। কি করে ঘুড়ী হয়?

কঞ্চু। তা কি আমি জানি! তুই যে করে মাছ হ'স্, সে সেই করে ঘুড়ী হয়।

কৃষ্ণ। সে কোথায় আছে?

কঞ্চু। তুই তবে কেমন কৃষ্ণ? আমি যে কৃষ্ণকে খুঁজ্‌ছি সে শুনেছি—সব জানে।

কৃষ্ণ। আমি জানি, তুই জানিস্ কি না, দেখ্‌ছিলুম।

কঞ্চু। আমি কিছুই জানি নে। যা জান্‌তুম, তা বুড়ো হ'য়ে ভুলে গেছি।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি তোর একাজ ক'রবো, সে ছুঁড়ী—যাতে ঘুড়ী হতে না পারে, তা করবো। তুই আমার এক কাজ কর্‌তে পার্‌বি? আমি তোরে রথে করে বিরাটনগরে পাঠিয়ে দিচ্চি। তুই, সেখানে সুভদ্রাদেবী আছে, তাকে একটি কথা বল্‌বি।

কঞ্চু। সুভদ্রাদেবী! ছুঁড়ী তো?—আমার কর্ম্ম নয়। বুকের ছাতিতে চাট মেরে দেবে, আর রক্ত উঠে মর্‌বো!

কৃষ্ণ। না না, সে ঘুড়ী সাজে না।

কঞ্চুকী। তোর কথায় সাজে না! ঠিক ঘুড়ী সাজে, তুই ছুঁড়ীদের চিনিস নি।

কৃষ্ণ। না—রে, সত্যি সাজে না।

কঞ্চুকী। আচ্ছা, তার কাছে তোর কি দরকার? আচ্ছা, তাকে বে কর্‌বি?

কৃষ্ণ। দূর বুড়ো, সে আমার ভগ্নী।

কঞ্চুকী। আমার আবার ধোঁকা হচ্চে,—তুই কি রকম কৃষ্ণ? আমি যে কৃষ্ণের কাছে এসেছি,—তার বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নাই,—সে একা।

কৃষ্ণ। তাই তো, তুই যে ফ্যাঁসাদে ফেল্‌লি!

কঞ্চুকী। তাই তো কি? আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! তুই ছোঁড়া জোচ্চর, মিথ্যাবাদী।

কৃষ্ণ। আরে, না রে না, আমি সেই কৃষ্ণই বটে!

কঞ্চুকী। তোর মৎলব বুঝেছি,—তুই ছোঁড়া লম্পট, কার বউ-ঝিকে কুলের বার কর্‌বার চেষ্টায় আছিস্, আমি সে কাজে নাই।

কৃষ্ণ। আরে, না রে না, আমি তোরে ভাল কথা বলে দেব!

কঞ্চুকী। তোদের ভাল কথার কি ইসারা আছে। আচ্ছা, তুই কি ভাল কথা ব'ল্‌বি শুনি।

কৃষ্ণ। উত্তর গোগৃহের কাছে অম্বিকা দেবী আছেন,—

কঞ্চুকী। বুঝেছি, বুঝেছি,—রাত্রিবেলায় সেইখানে তারে যেতে বল্‌বো। কেমন, তোর মৎলব আমি আগেই ঠাউরেছি। আমি চল্লুম।

কৃষ্ণ। আরে বুড়ো যাস্ নি—যাস্ নি, শোন্ না।

কঞ্চুকী। দূর ছোঁড়া—আর তোর দম্‌বাজিতে ভুলি!

কৃষ্ণ। আরে বুড়ো, শোন্—শোন্—শোন্।

কঞ্চুকী। শুনে আর কি হবে বল?

কৃষ্ণ। তুই আমার সঙ্গে মিতে পাতাবি?

কঞ্চুকী। সত্যিকার মিতে—না দম্‌বাজির মিতে?

কৃষ্ণ। দ্যাখ মিতে, যে দম্‌বাজি করে, তার সঙ্গে দম্‌বাজি করি; আর যে সত্যি মিতে হয়, যে দম্‌বাজি জানে না, তার আমি সত্যি মিতে হই।

কঞ্চুকী। আমার সাতপুরুষে দম্‌বাজি জানে না।

কৃষ্ণ। তা জানি মিতে।

কঞ্চুকী। দ্যাখ, তোর কথা বড় মিষ্টি!—আচ্ছা, কি বল্‌বি শুনি। দ্যাখ, আমি বুড়ো-মানুষ, আমার সঙ্গে দম্‌বাজি করিস্ নি!

কৃষ্ণ। আমি কি মিছে কথা কই মিতে! আমার মুখ দিয়ে মিছে কথা বেরোয়ই না।

কঞ্চুকী। সত্যি—মাইরি?

কৃষ্ণ। মাইরি।

কঞ্চুকী। তবে আয়, কোলাকুলি করি আয়! যে মিথ্যে কথা বলে না, তারে আমি বড় ভাল-বাসি।

কৃষ্ণ। দেখ মিতে, তুই সুভদ্রার কাছে যা। তারে অম্বিকা দেবীর স্থানে সঙ্গে করে নিয়ে যাবি।

কঞ্চুকী। কোথায় তার দেখা পাব?

কৃষ্ণ। বাণেশ্বরের মন্দিরে। দেখ্‌তে পাবি,—একটা বনের ভিতরে কাঁটাবন জ্বল্‌ছে, তুইও মায়ের কাছে রাজার জন্যে বর চাবি, আর সুভদ্রাকেও বর চাইতে বল্‌বি। মার বরে সব মঙ্গল হবে।

কঞ্চুকী। আচ্ছা,—সেও পথ জানে না, আমিও পথ জানি না। কাঁটা বন, আগুন জ্বলছে, সেখানে কি ক'রে যাব?

কৃষ্ণ। মাকে নমস্কার করে বেরুলেই গান শুনতে পাবি। দ্যাখ, সেখানে সতী অঙ্গ পড়েছে,—মার পায়ের আঙ্গুল,—বড় জাগ্রত দেবী! মার কাছে যে বর চাবি—তাই পাবি।

কঞ্চুকী। আচ্ছা, তুই মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্ নি? তুই তো সেই সুভদ্রা ছুঁড়ীকে নিয়ে সট্‌কাবি না?

কৃষ্ণ। ছিঃ ছিঃ মিতে, ও কথা কি বলতে আছে? আমি যে মিথ্যে কথা জানিই নি।

কঞ্চুকী। দ্যাখ মিতে, তুই ছোঁড়া খুব সাম্‌লে থাকিস্—ছুঁড়ীর পাল্লায় পড়িস্ নে। আমাদের রাজাটা পড়ে একদম লটাপটা! আচ্ছা, বল্‌তে পারিস্,—তুই তো সব জানিস,—ও ছুঁড়ীটে কে? রাজাকে পেয়ে বস্‌লো কেমন করে?

কৃষ্ণ। তা জানিস্ নে মিতে!—ও উপ-দেবতা,—আসমানে বেড়ায়। তুই যা না, একবার

অম্বিকা দেবীকে জানা,—আমি তাকে ঝাড়িয়ে তাড়িয়ে দেব।

কঞ্চু। দ্যাখ মিতে, তোর ঠিক কথা,—ও ডাইনীই বটে! তুই তো ঠিক বল্‌ছিস্, তাকে তাড়াবি?

কৃষ্ণ। হুঁ;—মা অম্বিকার কৃপায় ঠিক তাড়াব।

কঞ্চু। তোর অম্বিকা মা কেমন?

কৃষ্ণ। দেখ্‌লে চক্ষু জুড়োবে।

কঞ্চু। বটে!—মা তাড়াবে?

কৃষ্ণ। তা নয় তো কি?

কঞ্চু। মা ঝাড়িয়ে তাড়াবে?

কৃষ্ণ। তা কেন,—মায়ের নাম করে আমি তাড়িয়ে দেব।

কঞ্চু। তাই করিস। তবে দ্যাখ, কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে বল?

কৃষ্ণ। আয়, রথে করে পাঠিয়ে দি। বল্‌তে বল্‌তে যাই চ'—আরও অনেক কথা আছে!

কঞ্চু। দ্যাখ মিতে, তুই দম্‌বাজ হ'স, আর যাই হ'স, আমার প্রাণটা কিন্তু গলিয়ে দিলি।

কৃষ্ণ। না মিতে, আমি দম্‌বাজ নই।

কঞ্চু। তবে দ্যাখ মিতে,—আর একবার কোলাকুলি করি আয়।

[কোলাকুলি করিয়া উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-প্রাঙ্গণ

বলদেব ও সুভদ্রা

বল। শুনিলাম অনর্থ বেধেছে তোমা হেতু,
বিবাদ করেছ না কি গোবিন্দের সনে?
করি আমি তীর্থ-পর্য্যটন,
পথে লোক-মুখে করিনু শ্রবণ,
সাজে ত্রিভুবন—
কৃষ্ণ-আবাহনে পাণ্ডব-নিধন হেতু।
জান ভগ্নি, কৃষ্ণের চরিত,—
কহি যদি হিত, কোন মতে ভুলাইবে মোরে;
ইচ্ছা তার রোধিতে নারিবে কেহ।
অশ্বিনী অর্পণে কর বিবাদ-ভঞ্জন,
নহে বড় প্রমাদে পড়িবে,—
কে রক্ষিবে পাণ্ডবে মাধব যদি রোষে!

সুভ। পণ করি জাহ্নবীর তীরে,—
দণ্ডীরে আশ্রয় দিছি;
কহ দেব, সত্য ভঙ্গ করিব কেমনে?
আদরিণী ভগ্নী আমি তোমা দোঁহাকার;
সেই বলে করি অহঙ্কার,
সত্য করি জাহ্নবীর কূলে—
দিয়েছি আশ্বাস,
অকূলে ভাসাতে তারে নারি!
নহে দণ্ডী কোন দোষে দোষী,—
তার প্রতি রোষ কেন অকারণ!
অনাথের নাথ কৃষ্ণ ভুবনে বিদিত!
তাঁর নাম স্মরি অনাথে আশ্রয় দিছি;
নিরাশ্রয়ে নিরাশ করিব কি প্রকারে?

বল। বিপরীত বুদ্ধি ভদ্রা তোর চিরদিন;
কুলে কালি দিলি, অর্জ্জুনে বরিলি,
রথ অশ্ব চালাইলি তার;
যদুকুল সেনানাশ করিল পামর।
সেই দিন যেত যমঘর—কৃষ্ণ যদি না রাখিত!
বুঝিবা স্পর্দ্ধা তোর সেই দিন হ'তে—
যাদববাহিনী পুনঃ জিনিবে পাণ্ডব।

সুভ। অনিশ্চিত জয় পরাজয়,—
ভয়ে কোন্ ক্ষত্র হয় সমরে বিমুখ?
রাজসূয় যজ্ঞকালে কেবা না জানিল,
পাণ্ডব বিক্রম ত্রিভুবনে?
বিগ্রহে পাণ্ডব নাহি পৃষ্ঠ দেয় কভু,—
দেবগণে পুরন্দর সনে এ বারতা জানে,
গঙ্গাধর জানেন আপনি;
খাণ্ডবদাহনে পাণ্ডবের বাণের গর্জ্জন
শুনেছিল ত্রিভুবন;
শুনিয়াছে ধনুকটঙ্কার যত যাদবীয় চমূ!
ন্যায়রণে, আশ্রিত রক্ষণে,
পাণ্ডব না হবে পরাঙ্মুখ।

বল। নিতান্ত বৈধব্য তোর সাধ।
স্নেহবশে করি মানা, নাহি শোন কাণে—
বংশনাশ করিবি নিশ্চয়!

সুভ। ক্ষত্রিয়-রমণী দেব, বৈধব্যে না ডরে,
সাজাইয়ে পুত্রে দেয় পাঠায়ে সমরে।
রণে বংশনাশ ক্ষত্রিয় প্রয়াস করে;—
বাধা তায় নাহি দেয় বীরাঙ্গনা!
বীর-পত্নী, বীরকুল-নারী,
কুলরীতি কেমনে লঙ্ঘিব?
আর্য্যগণে কেমনে কহিব,—

দণ্ডীরে করিতে ত্যাগ?
অপযশ হবে লোকময়,
দানিয়া অভয়, ভয়ে পুনঃ আশ্রিতে ত্যজিল!
মৃত্যু শ্রেয়ঃ পাণ্ডবের অপকীর্ত্তি হ'তে!
সত্য, বাদ বাধে আমা হেতু,—
কিন্তু এবে মম অনুরোধে,—
দণ্ডীরাজে না ত্যজিবে রাজা যুধিষ্ঠির।

বল। শুন ভদ্রা, তুমি মোর প্রাণের সমান,
প্রাণতুল্য ভাগিনেয় অভিমন্যু মম,
কহি এত তাহার কল্যাণ-হেতু।
যুঝিতে হইবে তোর পতি পুত্র সনে,—
হেন বাঞ্ছা নাহি কদাচিৎ!
কর তুমি বিহিত ত্বরিত,
নহে জেন' সকলি মজিবে!
কহি স্নেহ-বশে,
পিতামাতা কি কবেন মোরে,—
সমরে করিলে নাশ পতিরে তোমার!
সহি তাই তোর মুখে যদুকুলগ্লানি,
নহে এতক্ষণ,
হলের ফলকে তুলি বিরাট নগর
ফেলিতাম সাগরের জলে।

সুভ। চিরদিন মম প্রতি স্নেহ তব অতি,
বিদিত একথা লোকময়।
কিন্তু, শুন হলধর,
কঠিন ক্ষত্রিয় পণ।
উপযুক্ত অরি সনে বাদ,
ক্ষত্রিয়ের সাধ,—
অগোচর নহে প্রভু তব।
কৃষ্ণ সহ মিলি ত্রিভুবন,
দিবে আসি রণ,—
বীর-হৃদি উত্তেজিত রণ-আশে।
সে উৎসাহ করিতে নির্ব্বাণ,
শক্তিমান্ কেবা ভবে?
ন্যায় রণ—আশ্রিত কারণ,
বাদী ত্রিভুবন—অতি গৌরবের কথা!
হবে যুদ্ধ, না হবে অন্যথা;
মজে যদি, মজুক সকলি!—
বৃথা মহাবাহু, মোরে কর অনুরোধ!
চাহ যদি আমার কল্যাণ,
শ্রীকৃষ্ণে বুঝায়ে কহ,—
প্রাণসম অশ্বিনী দণ্ডীর,
অন্যায় কি হেতু সাধ করিতে হরণ?

বল। জন্ম তোর পাণ্ডব-বিনাশ হেতু।

সুভ। ও কথা শুনিনু বার বার!
কিন্তু নিবেদন করি শ্রীচরণে,
আশ্রিত বর্জ্জনে, পাণ্ডব না হইবে সম্মত।
রণে যদি মজে পাণ্ডুকুল,
তথাপি না ত্যজিবে দণ্ডীরে,—
পুত্র সম সে আশ্রিত জন।
যদবধি কণ্ঠে রবে প্রাণ,—
শুন বীর্য্যবান্, স্থান আমি দিব তারে।
হ'লে প্রয়োজন,
কাটি বেণী বিনাইব গুণ,
অশ্ব রজ্জু করিব ধারণ পুনঃ;
নারী হয়ে ধরিব ধনুক।
বিধাতা বিমুখ যদি হয়,
পাণ্ডব যদ্যপি পায় পরাজয় রণে,—
যাদবঝিয়ারী, পাণ্ডুকুলনারী,
পিতৃকুল, পতিকুলে শিখিয়াছি দেব,
ভুবনে পরম ধর্ম্ম আশ্রিতরক্ষণ!
এ ধর্ম্ম হেলন, কহ কেন বা করিব?
ভগিনী তোমার—
হীনপ্রাণা নহি তো রমণী!
হলপাণি করি যোড়পাণি,
কর ক্ষমা, ঠেলি যদি বাক্য তব।

বল। ভগ্নী আর নহ তুমি মম।
সর্পাঘাত হইয়াছে পাণ্ডবের শিরে,—
ঔষধে কি করে আর!

সুভ। করিবারে ধর্ম্মসংস্থাপন,
দণ্ডিতে দুর্জ্জন, সাধুজন-ত্রাণ হেতু,
অবতীর্ণ তোমা দোঁহে।
তবে দেব কি হেতু ছলনা?
ধর্ম্মহেলা উপদেশ কিবা হেতু?
এ ছলনা সাজে না তোমায়!
ধর্ম্মের সেবায়, অমঙ্গল কোথা কার হয়,—
যদুপতি ধর্ম্মের আশ্রয়দাতা।
হে অনন্ত, অনন্ত-বিক্রম,—
ধর্ম্মরক্ষা হেতু কর ধরণী ভ্রমণ,
কেন দেহ হীন উপদেশ?
হীনবুদ্ধি নারী,
ডরি যদি করিবারে ধর্ম্ম উপাসনা,—
কর উত্তেজনা, ধর্ম্মের আশ্রয়দাতা।
সর্ব্বনাশে নাহি মম ভয়,
চিন্তা, পাছে ধর্ম্ম ভঙ্গ হয়!

চিরদিন কেবা রয় ভবে?
আছে কত জন পতিপুত্রহীনা!
স্থায়ী কিছু নহে চিরদিন,—
বন্ধু মাত্র ধর্ম্ম এ সংসারে।
থাক্ ধর্ম্ম, হ'ক সর্ব্বনাশ,
তিলমাত্র নাহি তাহে গণি!
বল। ভাল—বোঝা যাবে পণ পাণ্ডবের!
সুভ। যথা অভিরুচি দেব।
[প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

কৌরব-কক্ষ

দুর্য্যোধন ও শকুনি

শকু। শুভবার্ত্তা শুন দুর্য্যোধন,
কৃষ্ণ সহ বাধিয়াছে পাণ্ডবের রণ।
পরে পরে অরি হবে নাশ,
পূর্ণ তব আশ,
নিষ্কণ্টক বস' সিংহাসনে।
দুর্য্যো। বার্ত্তা কহ মাতুল সুধীর,
বিবাদ কি হবে না ভঞ্জন?
বাধিবে কি রণ?
প্রত্যয় না জন্মে মম মনে;—
নিশ্চয় এ কৃষ্ণের চাতুরী!
যদুপতি মহা মায়াধর,
কে জানে, কি মায়াজাল করিছে বিস্তার,—
তত্ত্ব কিছু বুঝিতে না পারি।
শকু। আর তত্ত্ব কিবা,
ভীষ্ম দ্রোণ কহে তারে নারায়ণ;
কিন্তু সে অতি হীনজন—
পরস্ব নাহিক জ্ঞান।
সুন্দর রতন আছে যার,
প্রয়োজন তার।
দণ্ডী আনে তুরঙ্গিণী কানন হইতে,
অমনি জন্মিল তার লোভ।
তোমা সনে পাণ্ডবের আসন্ন সমর,
জানে—পাণ্ডুপুত্রগণে সমরে না হবে
অগ্রসর,—
আয়াস ব্যতীত হবে অশ্বিনী অর্জ্জন।
এ সময়ে যুক্তি এই শুন দুর্য্যোধন,
যাই আমি ভীমের সদন,
করি উত্তেজনা, যুদ্ধে যেন নাহি দেয় ক্ষমা;
যুধিষ্ঠিরে ভরসা দানিব,
আমরা সকলে হব স্বপক্ষ তাহার।
পরে বাধিলে সমর,
কৌতুক দেখিব দাঁড়াইয়ে।
দুর্য্যো। পরম আনন্দ যার পাইলে সংগ্রাম,
তারে কি করিবে উত্তেজনা?
জেন' স্থির,—বৃকোদর ক্ষান্ত নাহি হবে।
কহ যুধিষ্ঠিরে,
সহায় হইব আমি যাদব-সমরে।
শকু। উত্তম কৌশল,
মৎস্যদেশে এখনি যাইব।
অদৃষ্ট প্রসন্ন যবে যার,—
অনুকূল ঘটনা তাহার!
একচ্ছত্র সিংহাসনে হবে অধিকারী।
[শকুনির প্রস্থান।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। শুনি সখা, পাণ্ডবের বিপদ সমূহ।
যদুকুল সাহায্যের হেতু,
পাণ্ডব বিপক্ষে সাজে অসুরারি সেনা।
দম্ভ করি কহে হরি নাশিব পাণ্ডবে,—
স্বপক্ষ যে হবে তার সবংশে সংহার!
দেখি সখা যাদবের দম্ভ অতিশয়,—
ক্ষত্রিয়-সমাজে দেয় লাজ!
কি কহিব বিবাদ পাণ্ডব সনে,
নহে ইচ্ছা হয় মনে,
কৃষ্ণ সহ বিরোধিতে পাণ্ডব সহায়ে।
দুর্য্যো। তব যোগ্য কথা বীর অঙ্গদেশপতি,
মান হেতু বিবাদ আমার,—
নহে সিংহাসন তরে।
দ্বন্দ্ব মম ভীমসেন সনে,
দম্ভে তার অঙ্গ জ্বলে!
নহে, রাজা হোক যুধিষ্ঠির,—
ক্ষোভ নাহি মনে!
উচিত সমরে মম সাহায্য প্রদান।
কর্ণ। অবশ্য উচিত।
যাদব-সমরে যদি ভীম হয় নাশ;
হত না হইবে দুষ্ট তব গদাঘাতে,—
প্রতিজ্ঞা হইবে ভঙ্গ সখা!

হবে মম প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,
পর-হস্তে হয় যদি অর্জ্জুন নিধন।

দুর্য্যো। পুনঃ দেখ,
জিনে যদি পান্ডুপুত্রগণে,
জয় পরাজয় নিশ্চয় নাহিক রণে,—
অতুল গৌরব লাভ করিবে তাহারা,—
পৃথিবীর রাজা হবে অনুগত ডরে।
মম পক্ষে স্বপক্ষ না রবে, বিপক্ষ প্রবল হবে,
অতি শ্রেয়ঃ এ সমরে সাহায্য প্রদান।
ছিঃ ছিঃ, না বুঝে তখন,
ত্যজিলাম দন্ডীরাজে,—
বাড়াইতে পান্ডবের মান;
দিলাম কৌরবকুলে কালি।
এবে বুদ্ধি ভ্রম করি সংশোধন
মিলিয়ে পান্ডবসনে।

কর্ণ। সখা, তুমি অতি বিচক্ষণ।

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশা। অতি শুভসংবাদ রাজন,
কৃষ্ণ হ'তে হয় বুঝি পান্ডবনিধন।

দুর্য্যো। দুঃশাসন,
জান না কি অপযশ তাহে?
ভারতবংশের মহা কলঙ্ক রটিবে!
সত্য বটে, পান্ডবের চির অরি আমি,
কিন্তু মর্ম্ম তুমি বুঝ তার,—
আছে জ্ঞাতিত্ব বিবাদ চিরদিন,
জয় পরাজয়ে,—
ভরত রাজার বংশ রবে হস্তিনায়।
হয় যদি যাদবের জয়,
যদুকুল প্রবল হইবে;
কবে সবে, ভীরু দুর্য্যোধন—
প্রাণভয়ে বংশ মান দিল বিসর্জ্জন।
এ নহে ক্ষত্রিয়-আচরণ!
পান্ডবের ব্যবহার হের মম প্রতি,
কৈল যবে গন্ধর্ব্বে দুর্গতি মো সবার,
ধনঞ্জয় বিনা আবাহনে,
প্রবেশিল রণে, বংশের গরিমা হেতু।
কাপুরুষ নহি ত আমরা,—
বংশ-মান দিব বিসর্জ্জন!
ভীম সহ বিবাদ আমার,
অন্য চারি জন, শত্রু নয়,
মিত্র মম জেন' চিরদিন।
জেন' বীর, পর সহ বাদে—
এক শত পঞ্চ ভাই মোরা;
জ্ঞাতি যুদ্ধে অন্য মত—
পঞ্চ জন তারা, মোরা শত সহোদর।

প্রতিকামীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ,
বীর ধনঞ্জয় উদয় হস্তিনাপুরে,
বাঞ্ছা তাঁর রাজ-দরশন।

দুর্য্যো। আন বীরে মহা সমাদরে;—
গন্ধর্ব্ব-সমরে ত্রাতা মম।

[প্রতিকামীর প্রস্থান।

যাও সখা, কহ পিতামহে,
একত্র করিতে যত সৈন্যাধ্যক্ষগণে
মন্ত্রণা ভবনে।

[কর্ণের প্রস্থান।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

এস ভ্রাতা, বীর চূড়ামণি,
শুনিয়াছি দন্ডীর আখ্যান।
আদেশে আমার
ভেটিবারে ধর্ম্মরাজে গিয়াছে মাতুল;
জানাইতে নিবেদন রাজার সদন,
যদি হয় রাজ-অনুমতি,—
একশত পঞ্চ ভাই মিলিয়ে সমরে,
ভারতবংশের গর্ব্ব দেখাব যাদবে।

অর্জ্জু। এসেছি কৌরব-শ্রেষ্ঠ,
রাজার আজ্ঞায়।
লাঘবিতে পান্ডব-বিক্রম,
সংগ্রামে সাজিছে ত্রিভুবন;
সাজে অসুরারি দল কৃষ্ণের সহায়ে।
বিগ্রহে সাহায্য তব চান যুধিষ্ঠির।

দুর্য্যো। জানাইও বীরবর, নমস্কার মম,
বাড়িল সম্মান মোর রাজ-আবাহনে।
আজ্ঞায় আমার,
এসেছে সামন্তগণে মন্ত্রণাভবনে,
হবে সবে মুহূর্ত্তে প্রস্তুত।
মম অনীকিনী,
মিলিবে সত্বর তব বাহিনী সহিত।

অর্জ্জু। কুরুপতি, আজ্ঞা হয়—যাই দ্রুতগতি,
জানাইতে সংবাদ রাজায়;

ধর্ম্ম-নরপতি,
আনন্দিত মতি,—হবেন বদান্যে তব।
দুর্য্যো। যাও বীর ভারতগৌরব,
যাইব মন্ত্রণাগৃহে রণ-আজ্ঞা দিতে।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরমধ্যস্থ কুটীর

কঞ্চুকী, ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী

কঞ্চু। সারথি তো বল্লে—যা সোজা, পূর্ব্বমুখে চলে। এখন কোন্ দিক সোজা, কোন্ দিক বাঁকা? একে রথে চড়ে গা টল্‌চে, ঐ ছোঁড়াটাকে জিজ্ঞাসা করি। ওরে ছোঁড়া, ওরে ছোঁড়া,—

পু-ঘে। খপরদার, হুঁসিয়ার হ'য়ে কথা কোস্। আমাকে তুই ছোঁড়া বলিস্?

কঞ্চু। তুই ছোঁড়া ন'স! তোদের দেশে ছোঁড়া কেমন? আমাদের দেশে তোর মতন যারা, তাদের বলে ছোঁড়া; আর আমার মতন যারা,—তাদের বলে বুড়ো।

পু-ঘে। দেখ্, ছোঁড়া ছোঁড়া ক'স নে,—মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্!

কঞ্চু। কেন, তুই রাগ কচ্চিস্ কেন? তোদের দেশে যে ছোঁড়া আর এক রকম, তা কেমন করে জানবো বল্? আচ্ছা, তোরে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি,—তোদের দেশে সূয্যি উঠে কোন্ দিকে?

পু-ঘে। (ঘেসেড়ানীর প্রতি) আরে শোন্ শোন্, ও খেঁদি, এই বুড়োটা কি জিজ্ঞাসা করছে শোন্! বলে—তোদের দেশে সূয্যি উঠে কোন্ দিকে?

স্ত্রী-ঘে। নে নে, তুই সরে আয়! ও বুড়োর চলন দেখ্‌ছিস্? ও কে, তা কে জানে!

পু-ঘে। কে আবার? তুই এমন ছম্‌ছমে হয়েছিস্ কেন? (কঞ্চুকীর প্রতি) তোদের দেশে সূয্যি উঠে কোন্ দিকে?

কঞ্চু। আমাদের পূবে, তোদের দক্ষিণে ওঠে, না? আচ্ছা, তুই বল্লি—তুই ছোঁড়া ন'স্, তবে তুই কে?

পু-ঘে। আমি রাজা।

কঞ্চু। বটে;—তোরও একটা ঘুড়ী আছে না কি? তাই ঘাস ছিঁড়ছিস্, না?

পু-ঘে। হ্যাঁ।

কঞ্চু। ঐ ছুঁড়ী তোর ঘুড়ী নয়?

পু-ঘে। ওরে খেঁদি, তোরে বল্‌চে ঘুড়ী!

স্ত্রী-ঘে। তুই চলে আয়! ও ভালমানুষ নয়, ওর চোখ দেখেছিস্? এখন কত রকম লোক আনাগোনা কচ্চে, তুই বলিস্—আমার গা ছম্ ছম্ করে কেন? ঐ মিন্সের মুখ দ্যাখ দেখি।

কঞ্চু। আচ্ছা, ও ছুঁড়ীটা ঘুড়ী হয় কখন? রেতের বেলা? আমাদের রাজার ছুঁড়ীটা দিনের বেলা ঘুড়ী হত।

পু-ঘে। আমার এটা রেতের বেলা ঘুড়ী হয়।

কঞ্চু। তবেই তো তোমার মুস্কিল! ঘাসও কাট্‌তে হয়, আর পিটে চড়ে বেড়াতে পাস্ না।

পু-ঘে। আর ভাই, দুঃখের কথা বলিস্ কি? তুই যদি ভাই এটাকে নিয়ে যাস্! তা'হলে আপদ যায়!

কঞ্চু। বাপ্ রে, আমি ওদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ করি। ঘুড়ীর জ্বালায় আমাদের দেশ উৎসন্ন গেল। তোর দেশে সুভদ্রা কে আছে রে?

পু-ঘে। কেন?

কঞ্চু। সে আমাদের রাজার ঘুড়ীটা পুষেছে। আমি তার কাছে যাব! আমি সেই ঘুড়ীটা মানুষ করবার ফিকিরে আছি।

স্ত্রী-ঘে। ঐ শোন্ মুখপোড়া,—ঐ কি বল্‌চে! কেমন আমার কথা মিলছে। আমি তোরে বলচি, দেশ ছেড়ে পালাই চ, এখানে কত কি হ'চ্চে!

পু-ঘে। (কঞ্চুকীর প্রতি) তুই কি ক'রে মানুষ করবি?

স্ত্রী-ঘে। গুণ কর্‌বে রে মুখপোড়া,—গুণ কর্‌বে। পালিয়ে আয়, বুঝ্‌তে পাচ্চিস্ নি?

পু-ঘে। আমি তো সেই ফিকিরেই আছি। তোরে গুণ ক'রে থ'লেয় পুরে নিয়ে যায় তো আপদ যায়। দু'টো কথা কইতে দেবে না!

স্ত্রী-ঘে। দ্যাখ্,—ভাল চাস্ তো চল্লে আয় বল্‌চি, নইলে তোরে আমি ঘরে ঢুকতে দেব না!

পু-ঘে। (কঞ্চুকীর প্রতি) আচ্ছা, তুই বল্লি নি,—তুই কি ক'রে মানুষ কর্‌বি?

কঞ্চু। তুই কি মনে করিছিস্‌, আল্‌গা বলে কি আমি এতো আল্‌গা যে, তোর কাছে সব ভেঙ্গে বল্‌ব। বল্‌, তোদের কোন্‌ দিক্‌ পূর্ব্ব দিক্‌? বাণেশ্বরের মন্দির কোন্‌ দিকে বল্‌?

পু-ঘে। আমাদের দেশে পূব দিক নাই।

কঞ্চু। সত্যি না কি? তোদের তো ভারি বিশ্রি দেশ, তোদের দেশে আর কি নাই বল্‌?

পু-ঘে। হাওয়া নেই।

কঞ্চু। এই যে গায়ে লাগছে।

পু-ঘে। ও হাওয়া নয়—জল।

কঞ্চু। তবে খাবার জল কি বল্‌?

পু-ঘে। ঐ জল কলসীতে পুরে রাখি, গড়িয়ে গড়িয়ে খাই।

কঞ্চু। আচ্ছা ঐ যে রথে আস্‌তে আস্‌তে নদী দেখে এলুম, তাতে তো জল দেখ্‌লুম!

পু-ঘে। তুই রথে করে এলি? তোরে কে পাঠালে? তুই কোত্থেকে এলি?

কঞ্চু। তা আমি বলবো না। সে ছোঁড়া আমায় মানা করে দিয়েছে।

পু-ঘে। তুই সুভদ্রা দেবীকে খুঁজছিস্‌? (স্বগত) এ কে তা হলে? এর সঙ্গে তো তা হ'লে তামাসা ক'রে ভাল করি নি! বুড়ো বামুন দেখ্‌চি,—কোন রাজার বাড়ীর কঞ্চুকী হবে। তামাসা ক'রে তো ভাল করি নি,—এখনি ভীম ঠাকুর গর্দ্দনা নেবে! (প্রকাশ্যে) ম'শায়—আমায় মাপ করুন, আপনার সঙ্গে তামাসা করেছি, ভাল করি নি!

কঞ্চু। কি তামাসা করেছিস্‌?

পু-ঘে। ম'শায় মাপ করুন। আমি ঘেসাড়া,—আমি রাজা নই। ঝক্‌মারি ক'রে বলেছি, আমাদের দেশে পূব দিক নাই!

কঞ্চু। তবে কি তুই মিছে কথা বলেছিস্‌?

পু-ঘে। আজ্ঞে হাঁ—মাপ করুন।

স্ত্রী-ঘে। ওরে বাপ্‌ রে—ওরে সর্ব্বনাশ কল্লে রে—ছোঁড়ারে গুণ করলে রে।

কঞ্চু। আচ্ছা, তুই যে বল্লি,—এই ছুঁড়ীটা ঘুড়ী হয়, সেও মিছে কথা?

পু-ঘে। আজ্ঞে মিছে কথা কয়েছি—ঘাট করেছি মশায়!

স্ত্রী-ঘে। আরে বাপ্‌ রে—মিন্সে বুঝি মারা গেল রে, ওরে বাপ্‌ রে—আমার কি হবে!

কঞ্চু। ও যদি ঘুড়ী নয়,—তবে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্চে কেন?

পু-ঘে। ও এমন লাফায়,—মাপ করুন মশায়,—মাপ করুন।

কঞ্চু। এইবার তুই মিথ্যা কথা বল্লি, আমি চল্লুম।

পু-ঘে। মশায় রাগ কর্ব্বেন না,—রাগ কর্ব্বেন না। চলুন আপনাকে ঐ বাণেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে যাই।

স্ত্রী-ঘে। ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে,—আমার মিন্সেকে নিয়ে যায় রে। ওরে কি হলো রে—বাপ্‌ রে, পালাই রে! প্রাণ বড় ধন রে!—মিন্সে গেলে মিন্সে পাব,—মলে আর ভাত খেতে পার্ব্বো না রে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীতীর

কুন্তী ও কর্ণ

কর্ণ। কেন মাতা, পুনঃ মোরে করেছ স্মরণ?
কুন্তী। দেখ বৎস, বিপন্ন তোমার ভ্রাতাগণ,
  এ সময়ে কর পুত্র, সাহায্য প্রদান।
কর্ণ। মাতা, বাদ মম নাহি তব অন্যপুত্র সনে,
  ঈর্ষ্যানল জ্বলে মাত্র হেরিলে অর্জ্জুনে।
  গায় শতমুখে লোকে অর্জ্জুনের গুণ-গান।
  কহে ইন্দ্রপুত্র ইন্দ্রের সমান,
  আমিও মা,—সূর্য্যপুত্র তোমার সন্তান
  কিন্তু লোকে কয়, রাধার তনয়;
  হেরিয়ে তপনে দীর্ঘশ্বাস করি সংবরণ!
  মা গো, মৃত্যু ইচ্ছা হয়,
  স্মরিলে পূর্ব্বের কথা।
  দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে,
  উঠিলাম লক্ষ্যভেদ হেতু,
  নিবারিল দ্রুপদনন্দিনী,—
  কটুবাণী শুনিল সে নৃপতিমণ্ডল।
  কহিল পাঞ্চালী,—
  "সূতপুত্রে বরিব না কভু।"
  বিঁধে আছে শেল সম হৃদে।
  যাবে খেদ লক্ষ্যভেদী পার্থে বিনাশিলে।

কুন্তী। নহে বৎস রোষের সময়,
আসে যদুবীর,
তার যুদ্ধে কে রহিবে স্থির,—
তুমি না ধরিলে ধনু পাণ্ডবসহায়ে?
কর্ণ। বৃথা চিন্তা কেন কর মাতা;
যাদবসমরে যদি না রাখি অর্জ্জুনে,
নিজহস্তে বাঁধব কেমনে?
নাহি কর ভয়,
দুর্য্যোধন হইবে সহায়;
জয়লাভ নিশ্চয় হইবে।
মিলিলে মা কৌরব পাণ্ডব,
ত্রিভুবনে আহবে কে জিনে?
কুন্তী। বৎস, তুমি নহ অবগত,
কৃষ্ণ নহে নর,—নারায়ণ নররূপে;
দুষ্কর সমর তার সনে।
রাবণ সমান পাছে বংশনাশ হয়,
হুতাশ জন্মেছে মনে।
কর্ণ। জানি মাতা, কৃষ্ণ নারায়ণ,
তাই শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে,
ভেটিবারে চাহি রণে;
দিনকর আকর আমার,—
বুঝাইতে চাহি লোকে।
হ'ন নারায়ণ কৃষ্ণ, তবু এবে নর,
অঙ্গে বিন্ধে শর,
ভঙ্গ আছে সংগ্রামে তাঁহার;
বহু ধনুর্দ্ধর নিবারিল বহু রণে তাঁরে।
ধনুকরে সমরে মা না ডরি কেশবে।
অবতার উপদেষ্টা মম;
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডবের আমি,—
উপস্থিত বিগ্রহে রক্ষিব জ্যেষ্ঠ সম।
মাতা, যাব ফিরে,
সাজিছে কৌরব সেনা,
বিলম্বিলে ভগ্নোদ্যম হবে দুর্য্যোধন।
যাও গৃহে ঠাকুরাণী, লহ নমস্কার,—
কৃষ্ণ হ'তে নাহি কিছু ভয়।
[কর্ণের প্রস্থান।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। (স্বগত) কি কথা কহেন মাতা
সূতপুত্র সনে!
অনুরোধ বুঝি জননীর,
বুঝাইতে দুর্য্যোধনে, সাহায্য প্রদানে।
(প্রকাশ্যে) ভাব কি জননি,
দানিয়াছি দণ্ডীরে অভয়,
সূতপুত্র-বাহুবলে করিয়া নির্ভর?
একে হৃদে জ্বলে গো আগুন,
গিয়াছিল আপনি অর্জ্জুন—
দুর্য্যোধনে নিমন্ত্রণ হেতু।
ধিক্ হেন অপমান, তুচ্ছ হয় প্রাণ,
দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু,—
সেই কুরু রণে সাথী!
কৃষ্ণ-রণে যদি বাঁচে প্রাণ,
ঝম্প দিব হুতাশনে।
কুন্তী। বৎস,
খল সম আচরণ যোগ্য তব নয়।
সত্য দুর্য্যোধন, করিয়াছে দুর্নীতি আচার,—
জ্ঞাতিশত্রু চিরদিন!
কিন্তু শত্রুতায় বংশের গৌরব
ভোলে নাই কুরুরাজ!
নহে শুধু জীবন সংশয়,—
কাল যাদব-সংগ্রামে।
দেখ বিচারিয়া মনে,
পরাজয় হয় যদি রণে,
হবে তায় ভরতবংশের অপমান।
নিজমান হেতু নাহি ত্যজ দণ্ডীরাজে,
পিতৃলোক গৌরব কি—না চাহ রক্ষিতে?
হীনজন নহে দুর্য্যোধন,
সম যোগ্য অরি তব;
তোমা হ'তে শতগুণে ঈর্ষ্যা তব প্রতি।
যদি এই রণে পাও পরিত্রাণ,
কভু মনে নাহি দিও স্থান,—
বন্ধু হবে কুরুপতি?
না করিবে সূচ্যগ্র মেদিনী দান।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ পণ,
হবে না বারণ—
ত্রিভুবন একত্র মিলিলে।
কিন্তু উচ্চাশয়—জেন সে নিশ্চয়,
হইবে সহায় বংশের সম্মান ভাবি,
যাদবে ভরতে বিসম্বাদ!
ভীম। যাও মাতা,
যা হবার হইয়াছে, কি হইবে আর!
নাহি কারি বংশের সম্মান?
জ্ঞান হয়,—পুরন্দর করে না সাহস—
এ হেন কর্কশবাণী কহিতে সম্মুখে।

রাখিব বংশের মান, দেখিবে জগৎ।
ভীমসেন বংশ-অভিমানী,
ত্রিভুবন মানিবে জননি;
উদ্ভব ভরতবংশেতে মম—
বংশের বিক্রম প্রকাশিব ভূমণ্ডলে।
নহে বংশের সম্মান হেতু মাতা;
বংশের সম্মান হেতু মূঢ় দুর্য্যোধন,
না করিবে রণ।
পশু সে দুর্ম্মতি, পশু সম ব্যবহার,
বংশের মর্য্যাদা কোথা তার?
নিজ কুলাঙ্গনারে—দেখাইল উরুস্থল।
নহে বংশের মর্য্যাদা হেতু;
ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়ে নীচাশয়
এ সমরে হইলে সহায়,
কবে সবে,—"দণ্ডীরাজ মাগিল আশ্রয়,
অক্ষম এ কুরু-কুলাধম;—
ভীমসেন, দণ্ডীরে দিয়াছে স্থান।"
এই লজ্জা বারণ কারণ,
করে দুষ্ট হেন আচরণ!
অতি ক্রূরমতি, নারিলাম করিতে দুর্গতি,—
দেখি—কৃষ্ণমাত্র ভরসা আমার!

কুন্তী। করিবে কি তুমি বৎস,
কৃষ্ণ সহ প্রীতি?

ভীম। নহে মা ভরতবংশ ভোজবংশ সম,
ভোজবাজি, ইন্দ্রজাল শিখে নাই কেহ—
ভরতের বংশধরগণে।
ভরতবংশের পণ না হয় লঙ্ঘন;
সাক্ষ্য তার ভীষ্ম পিতামহ,—
পণরক্ষা হেতু ক্ষত্র উচ্চ বংশধর,
ক্ষত্রজয়ী রাম সহ করিল সমর,
অবতার আখ্যা যার।
মিথ্যাবাক্যে যায় মা সময়,
কৃষ্ণ সহ সম্প্রীতি আমার,
নহি আমি শ্রীকৃষ্ণবিরোধী;
প্রাণ ধন জীবন সর্ব্বস্ব মম হরি,
জানি আমি কৃষ্ণ তুষ্ট যায়,
দণ্ডীরে অভয় দিছি তাঁর প্রীতি হেতু।
[প্রস্থান।

কুন্তী। একি!
বনপথে যায় ভদ্রা উন্মত্তার প্রায়!
শূন্য পানে চায়,—
দৃষ্টি আর নাহিক ধরায়,
চলে সাথে বৃদ্ধ এক জন।
কোথা যায়?
দুশ্চিন্তায় জন্মিয়াছে বুদ্ধিভ্রম!
নহে কুলনারী, কোথা যায় যামিনীতে?
[কুন্তীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নিবিড় বন

সুভদ্রা ও কঞ্চুকী

সুভ। কহ, কোন্ পথে লয়ে যাও মোরে?
শাল বৃক্ষ নিবিড় কানন,
পত্রে পত্রে ঠেকেছে গগন,
দূরে ঘোর জলদ সমান,—
বিদ্যমান শৃঙ্গধর।
উন্নত তৃণের শির,—
নরপদ চিহ্ন নাহি হেরি!
দুস্তর কান্তারে কোথা লয়ে যাও মোরে?

কঞ্চু। সেই কেলে ছোঁড়া ব'লেছিল, তুই ভয় পাবি; আবার আমি সঙ্গে করে নিয়ে গেলে যাবি। কত কি গান গাবে,—তুই শুন্‌বি,—আর সঙ্গে কে সব যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

ঘোরা যামিনী, ভেব না ভামিনী,
হরিপদে প্রাণ ঢাল।
দেখ না গহনে, রূপের কিরণে,
গগনে উঠিছে আলো॥
দেখ রূপের ছটা উথলে উঠে,
চল লো চল লো চল, মুছে ফেল মনের কালো॥

সুভ। সত্য শুনি সঙ্গীতের ধ্বনি;
গভীরা যামিনী,—
যেন নিশীথিনী সঙ্গিনী সংহতি
করে গান, বিমোহিত প্রাণ,—
আগুয়ান সঙ্গীতলহরী।
পন্থাহীন ঘোর বন-পথ,
কহ বৃদ্ধ, যাব কোন্ দিকে?

কঞ্চু। ছোঁড়া বলেছিল, পূব দিকে যেতে, তা তোদের দেশে ত পূব দিক নাই; যে দিকে হয় চল!

সুভ। কোথা যাব, কোথা হব অগ্রসর!
ফিরিবার পন্থা না নেহারি।

চিত্তে নারি করিতে নির্ণয়—
কোন্ পথে এসেছি কাননে।
ঘোর বনে শ্বাপদ-ঝঙ্কার,—
আগুসার হইব কেমনে?

কঞ্চু। হ্যাঁ দেখ্; সে ছোঁড়া এ সব কথা বলেছিল; আর বলেছিল,—পথ না পেলে চোক বুজে আমায় দেখিস্। তুই একটু দাঁড়া, আমি ব'সে একটু চোখ বুজে দেখি।

সুভ। বুঝিতে না পারি;
কেহ বা করেছে ছল এই বৃদ্ধ সনে!

কঞ্চু। এ্যাঃ—তোর মনে ধোঁকা লেগেছে! সে বলেছে, ধোঁকা করিস নি। আমায় চোখ বুজে দেখবি, আর যে দিকে হয় চল্‌বি।

সুভ। আইলাম গহন কাননে, বাতুল-বচনে,
কল্পনায় সঙ্গীতের ধ্বনি ওঠে কাণে!
কামনায় জ্ঞান হয় দেবতা উদয়;
বৃদ্ধের কথায়, করিয়া প্রত্যয়,—
ঠেকিয়াছি ঘোর দায়!

কঞ্চু। তুই আমায় অবিশ্বাস কচ্চিস্, না? আচ্ছা, তোরে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, তুই অন্ধকার দেখ্‌ছিস্,—কি আলো দেখ্‌ছিস্?

সুভ। তমাচ্ছন্ন তমোময় স্থূল এ আঁধার।
চারিদিকে রুদ্ধ করে পথ।
জগৎ আঁধারময়—দিগ দিক না হয় নির্ণয়।

কঞ্চু। এই বার তোর হয়েছে, নয় আর একটু হ'লেই হবে; এইবার তুই আলো দেখ্‌বি। (কৃষ্ণের প্রবেশ ও প্রস্থান) দ্যাখ্ দ্যাখ্ —ঐ ছোঁড়াই আলো করে চলেছে।

সুভ। আলো ক'রে কেবা যায়?

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

ধীর মাধুরী, গীত লহরী,
মৃদুল রোল কানন ভরি,
ধীর তান তরঙ্গে,
এস এস তুমি এস লো সঙ্গে,
রঙ্গিণী হের রঙ্গে ভঙ্গে চলিছে
গোলোক-নারী, সারি সারি,—
রাখ মনে মলা নয় ত ভাল,
বরাননা করি মানা,
কেন সরল প্রাণে গরল জ্বাল, নয় ত ভাল॥

কঞ্চু। তোর চোখ কোথা? আমার কথা না শুনিস্, এই গান শুনতে শুন্‌তে চ'। দ্যাখ্, আমি তোকে জিজ্ঞাসা করি, এরা কারা গাচ্চে বল দেখি? বেশ গায়! তুই তো বলছিস্ আমি বুড়ো; তুই কেন, সবাই বলে বুড়ো। তুই আলো দেখ্‌তে পাচ্চিস্ নে কেন বল দেখি? তুই যে আমায় বল্‌লি—তুই বিপদে পড়েছিস্। আমিও দণ্ডীরাজকে নিয়ে বিপদে পড়েছি—তুইও তাকে নিয়ে বিপদে পড়েছিস্। সে বল্লে, বিপদ হ'লে যে ডাকে, তার আমি কাছে থাকি, তার পথ আমি আলো করে দি'। আমি তো আলো দেখ্‌ছি, তোর বুঝি তেমন বিপদ নয়, —তাই অন্ধকারে আছিস্!

সুভ। কিবা কহে এই বৃদ্ধ দ্বিজ?
কেবা কালো এর?
বলে,—পথে দেখা হ'ল তার সনে।
কালো! কে সে?
যাব আমি যথায় দেখাবে পথ।

কঞ্চু। আচ্ছা দ্যাখ্, আমার কত বয়স ঠাওরাচ্চিস্? খুব বয়স তো মনে কচ্চিস্! তা তাই বটে। আচ্ছা, মনে কর্, তোর মত ছুঁড়ীও দেখেছি, তার মত কেলে ছোঁড়াও দেখেছি। দেখেছি ত? বল,—আচ্ছা! কিন্তু তার মত আমি ছোঁড়া দেখি নি!—তার কি কল্লি বল? কেমন? তুই বল্‌বি আমি বুড়ো হয়ে বোকা হয়েছি—পূব পশ্চিম জানি নি। আমায় সেই ছোঁড়া বলেছিল,—পূব পশ্চিমের ধার ধারিস্ নে! বলেছিল,—সব বিশ্বাস করিস্; তাই ঘেসেড়ার কথায় বিশ্বাস কর্‌লুম,—শুনলুম যে, পূব দিক নেই। মনে করিস্ নি, ঘেসেড়ার কথায়; সেই ছোঁড়ার কথায়! সে বলেছে যে পূব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ ও সব জানিস্ নি। না মেনে তো ঠকি নি; তোকে তো বাণেশ্বরের মন্দিরে ধরেচি। তবে চ,' আমার সঙ্গে চ'।

সুভ। কহ বৃদ্ধ, কোথা তুমি দেখ আলো?
কালো কালো—
গভীর কালোর উপর কালো!
স্থূল কলেবর এ আঁধার!
যেন আঁধারে আঁধার ঢাকা,
তীক্ষ্ম দৃষ্টি ভেদিতে না পারে।

কঞ্চু। তুই আমার মুখ দেখ্‌তে পাচ্চিস্?

সুভ। না।

কঞ্চু। আমি তোর মুখ দেখ্‌তে পাচ্চি। তুই আমায় দেখতে পাচ্চিস্ নি;—তোর মনের

ঘোর, তোর প্রাণের ফারফোর! আমার হাত ধর, আমার সঙ্গে চ'। ঐ শোন্ আবার গান।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

গোলোকবিহারী সাথী,
হরি বলে চল মাতি,
হের রাজীব-চরণ ভাতি,
চল চল ওলো পোহাল রাতি,
যুবতী কোথা ভকতি,
মনে সন্দ করা নয় যুকতি,
সুমতি তুমি সতী,
তোমারি কারণে, গহন বনে,
বনকুসুম-মাল,
আঁখি বাঁকা, বাঁকা পাখা,
এল তোরি তরে বাঁকা কাল বনমাল॥

সুভ। কোথায় উঠিছে এই তান?
কোথা যায়? হাওয়ায় মিশায়!
এ গহনে গায় কেবা?
কভু ওঠে তান—গগন গহনব্যাপী;
কভু অতি ধীর,
নীর যথা সাগরে মিশায়!
পুনঃ ঘোর রোল—আনন্দ-হিল্লোল,
অমানুষী প্রভাব কাননে!
কহ বন্ধু,
কে তোমার কালো?

কঞ্চু। তুই তো তিন শ' তেত্রিশ বার জিজ্ঞাসা কর্‌লি,—আমি বল্‌তে পারলুম না। তুই ফের জিজ্ঞেস কর, আমি বল্‌বো জানি নি, —আবার জিজ্ঞেস কর্‌বি, আবার বল্‌বো জানি নি। এখন তুই এগুবি কি পেছুবি? এগুতেও পারবি নি, পেছুতেও পারবি নি। আমার হাত ধর্, আমি টেনে নিয়ে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

ধীর গহনে মঞ্জীর ধ্বনি,
উঠে পুনঃ পুনঃ শুন বিনোদিনী
হেলিছে দুলিছে চলিছে শ্যাম,
ফিরে ফিরে তোরে চায় অবিরাম,
ভুবনমোহন ঠাম;
দূরে দূরে চলে ধীরে ধীরে,
মঞ্জীর-রুণু মিলে সমীরে,
চাহে ফিরে ফিরে, বালা
কূল পাবি লো অকূল নীরে,
দেখ ঢেউ দে রূপের আলো,
গিরিধারী শুভকারী,
কেন জড়িয়ে রাখ সন্দজাল, রূপে আলো॥

সুভ। সঙ্গীত উঠিছে পুনঃ!
চল বন্ধু, অগ্রপর কিছু না ভাবিয়ে—
চলিব সংহতি তব।
কৃষ্ণ বাদী, বিপদের নাহিক অবধি,
কেন মিছে করি আর ভয়?

কঞ্চু। তোর ভয় গিয়েছে?
সুভ। কি জানি!
কঞ্চু। তুই মরিস্ বাঁচিস্—ভাবিস্ নে?
সুভ। না।
কঞ্চু। তুই আলো দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?
সুভ। যেন বিদ্যুতের মত।
কঞ্চু। তবে এখনও তোর মন ভাল হয় নি! আয়—নে আমার হাত ধর!

সুভ। (কঞ্চুকীর হস্ত ধরিয়া)
এ কি! এ কি দেখি,
ছানিত কিরণ মাখি,
দিকচয় আমোদে মোদিনী;
পুলক-ঝলকে,
হৃদি-দৃষ্টি পূর্ণিত আলোকে!
উজ্জ্বল আলোক বিশ্বময়;
ওঠে যেন আলোক-সঙ্গীত—
আলোকে মিশায়ে যায়।
বহে যেন আলোক-পবন,
বিজলীতে আলোকের কায়!
যেন আলোক ঘটায়, গঠিত এ কায়,
যেন আলোকের বন,
তরুলতা ফল পুষ্প আলোকে মগন!
আলোকের পাখী, আলোক নিরখি,
আলোক-সঙ্গীতে আলোক হৃদয়ে ধরে!
আলোক-গঠিত ঋজু পথ,
যেন ছায়া-পথ,
চল বন্ধু,—হও অগ্রসর।

কঞ্চু। তুই ঠেকে শিখেছিস্,—ঠিক বুঝেছিস্। কিন্তু আমিও বুঝেছি,—অত আলো ভাল নয়। র'য়ে স'য়ে দুটো হোঁচট খেয়ে যে দিকে হয় যাই চল্! ভাবচিস্, কে

এ বুড়ো? অত ভাবনাতে তোর কাজ কি? তুই আপনার কাজ গুড়ো! কেলে ছোঁড়া বলেছে, অম্বিকা দেবীর স্থানে চল! না চলিস্, বল; আমি সাফ্ সোজা পথে চলে যাই! তোর কি চাই? কেলে ছোঁড়ার কথায় তোর ভালাই খুঁজি। যদি বুঝি সুজি, তোর ভালাই নেই, সোজা-পথে আপ্নি চলে যাই।

সুভ। কহ বৃদ্ধ, কার কথা কহ তুমি?
কেবা তব কালো?

কণ্ডু। তার নামটি তোরে বল্বো না,—গলা কাটলেও না। সে আমার মিতে! সে মানা ক'রে দিয়েছে!—তার কথা না শুন্লে হয়!

সুভ। মিত্র তব?
কালো নাম কহ বার বার,
বুঝিলাম বর্ণ তাহার কালো।
কিরূপ গঠন?—কিরূপ বদন-ভাব?
কি হেতু হিতৈষী মম!
আমার কারণ,—
কি হেতু বা অনুরোধ করেছিলে তারে?

কণ্ডু। হ্যাঁ দেখ্, তুই অনেকবার জিজ্ঞাসা কচ্চিস্ বটে, সে কেমন? আমিও মনে করি তোরে বলি, কিন্তু বল্‌তে পারি না। তার যেই মুখ মনে পড়ে, আর সব গুলিয়ে যায়,—আমি কে ভুলে যাই! কোথায় আছি ভুলে যাই! সে কেমন হ'য়ে যায়। আমি কি তোর জন্যে উপরোধ করেছিলেম, আমি আপনার রাজার জন্যে বলেছিলুম। আমি তোরে একটা কথা চুপি চুপি বলি শোন্,—ওটা ঘুড়ী নয় ওটা ডাইনী ছুঁড়ী! আমাদের রাজাকে পেয়েছে! তুই অম্বিকা দেবীর পুজো করলেই ওটা ছেড়ে পালাবে, আর তোরও ভাল হবে!

সুভ। এ কালোবরণ অন্য কেহ নহে আর,
মম প্রাণধন শ্রীমধুসূদন;
নহে এ সংকটে হিতৈষী কে হবে!
এই দীন বৃদ্ধ,
মিত্র এর দীননাথ বিনা কেবা?
বুঝিতে না পারি—দৈবের অদ্ভুত সংঘটন।
প্রভু-ভক্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
পাইয়াছে ভক্তাধীনে প্রভু-ভক্তি বলে।
চল বৃদ্ধ, তুমি মম অকূলে কান্ডারী!
চল চল পূজি মা অম্বিকা।
বুঝিয়াছি কালো কেবা তব,
ভান্ডা'ও না আর, কৃষ্ণ নাম তার
নহে অহেতু কি উপদেষ্টা হয় অবলার?
হেতু শূন্য দয়াপূর্ণ কেবা?
কার ধ্যানে আর বাহ্যজ্ঞান হয় দূর!
নিশ্চয় অনাথনাথ কালো মিত্র তব।

কণ্ডু। চল্ চল্, বক্‌বি না যাবি? রাতা-রাতি ফিরে আস্‌তে হবে। ঐ দেখ্, গাইতে গাইতে তারা আগে আগে যাচ্চে। ওরা চলে গেলে আর পথ চিন্‌তে পারবি নি। রাত দেখ্‌ছিস্ সাঁ-সাঁ কর্‌ছে!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাংক

দ্বারকার কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি

কৃষ্ণ। দেখ দেখ মধ্যম পান্ডব,
চিরদিন ভীমসেন স্নেহ করে মোরে!
মম সহ দ্বন্দ্ব কভু করে?
ব্যঙ্গ তুমি বোঝ নি সাত্যকি?
দেবগণে সমাচার দেছ অকারণে!

ভীমের প্রবেশ

এস ভাই, এস বৃকোদর!
দন্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে?

ভীম। না জানি কি গুরু অপরাধে,
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি!
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে,—
দুর্যোধন সহায় হইলে।
অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি, তব পদ স্মরি, করিয়াছি পণ,
রণে দুর্যোধনে করিব নিধন,—
গদাঘাতে ভাঙ্গি ঊরু।
মরমে দহিয়ে, তোমারে স্মরিয়ে,
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী!
যা'ক মম প্রতিজ্ঞা অতলে!
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন!
কুশলে কৌরব রহুক হস্তিনাপুরে;
খেদ নাহি করি,
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব;—
এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়,
ইচ্ছা কিহে তব ইচ্ছাময়?
সন্ধি হেতু আসি নাই চক্রধারি!

কৃষ্ণ। কহ বীর কিবা প্রয়োজন?
কহ তবে কিবা হেতু আগমন?
ভীম। মিনতি দাসের এই রাখ যদুপতি;
উপস্থিত রণ, আমার কারণ,—
আমি তব অরি,—
নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব।
বধিয়া আমায় বিবাদ ঘুচাও প্রভু।
আসিয়াছি দ্বৈরথ-সমর আকিঞ্চনে,
আকিঞ্চনে করো না বঞ্চনা,
বাঞ্ছাকল্পতরু তব নাম।
কৃষ্ণ। বুঝিয়াছি বৃকোদর তব অহঙ্কার;
তুমি বলবান,
বাহুবলে নাহিক সমান তব,
তাই চাও যুদ্ধ মম সনে!
বুঝেছি কৌশল,
কিন্তু তুমি যদাধিক ছল,
তা হ'তে অধিক ছল আমি।
বুঝাও আমায়,
শত্রু নহে আর চারি ভ্রাতা তব!
বুদ্ধিহীন হেন কি ভেবেছ মোরে?
প্রশ্রয় তোমায় নাহি দিলে যুধিষ্ঠির,
বল না কেমনে,—
দণ্ডী সহ কর বাস বিরাট নগরে?
কেন বা অর্জ্জুন,—ভ্রমিয়া ভুবন,
সহায় করিছে যত ক্ষত্র রাজগণে?
সহদেব নকুল দু'জনে,
প্রাণপণে যুদ্ধ-আয়োজন কেন করে?
কহি আমি শুনেছি যেমন।
ভীম। গিরিধারি, নাহি বাহুবল তব,
চাহ বুঝাইতে;
তোমা হ'তে আমি বলাধিক।
ক্ষত্রিয় সমাজে,
কথা বটে সম্মান-সূচক,—
ছল নহি আমি, অতি ছল তুমি,—
মুক্তকণ্ঠে করি হে স্বীকার।
ছলে চাহ ভুলাইতে,
ছলে কহ আশ্রিতে ত্যজিতে;—
চতুরের চূড়ামণি তুমি!
কিন্তু শুনি চিন্তামণি,
কল্পতরু ধর নাম,—
মিথ্যাবাদী নহে যুধিষ্ঠির!
অনল সমান হৃদি দগ্ধ হয় অপমানে,
সে অনল নির্ব্বাণ কারণে,—
স্থান চাই তোমার চরণে!
সূতপুত্র কৌরবের ক্রীতদাস,
তাহারে সাধিল মাতা সাহায্য কারণ;
স্বচক্ষে নেহারি তবু প্রাণ ধরি!
করি নাই আঁখি উৎপাটন,
দেহ রণ—লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ!
কণ্ঠে প্রাণ থাকিতে আমার,
দুর্য্যোধন মৃত্যু নাহি হয়!
গদাধর, বধিয়া আমায়,—
অপমানে কর ত্রাণ।
কৃষ্ণ। সম-বল সহ রণ ক্ষত্রিয়-নিয়ম,
যেই জরাসন্ধ সহ রণে ভঙ্গ দিছি কতবার,
তৃণবৎ ছিঁড়িলে তাহারে!
ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন,
কিন্তু তব চরণের ঘায়,
গিরি-শির চূর্ণ শত শত!
নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায়;
ল'ব তুরঙ্গিণী এই প্রতিজ্ঞা আমার,
ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ!
পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে,
কিন্তু কোন মতে স্থান মম
নাহি পায় চিতে;
জানিতাম সরল তোমায়,—
দেখি তুমি আমা হ'তে অধিক চতুর!
ভাল, বল দেখি কিসে তুমি হতমান?
ভীম। বুঝেও না বুঝে যেই জন;—
কথার শকতি নাহি বুঝা'তে তাহায়!
রাধার নন্দন কর্ণ শত্রু বাল্যাবধি,
করিল পাণ্ডব-মাতা তাহারে মিনতি,
পাণ্ডবের কুলনারী আনি কেশে ধরি,
যেই অরি ঊরু দেখাইল,
সভামাঝে বসন হরণ,—
করেছিল আকিঞ্চন,—
তারে পাণ্ডবপ্রধান করিয়ে সম্মান,
আবাহন করিল সমরে হতে সাথী!
হা কৃষ্ণ, এ হ'তে কিবা হবে হে দুর্গতি?
জানা'ব কাহায়, দীর্ঘশ্বাস ঢালি তব পায়,
সেই তপ্ত-শ্বাসে,—
দগ্ধ হোক্ চরণ তোমার!
কৃষ্ণ। ভাল ভাল, শঠ বৃকোদর,
ঘুচাইলে চতুরালী অহঙ্কার!

কর্ণ সহ কুন্তীদেবী কি কথা কহিল,
জানি আমি সে গুহ্যবারতা;
শত্রু তুমি, কি হেতু তোমারে কব?
মাতৃজ্ঞান করে কর্ণ তারে!
আসন্ন-সমরে, পদ বন্দিবারে,
করেছিল আকিঞ্চন,
দরশন পেয়েছিল সে কারণে তাঁর।
কৌরব পান্ডবে যদি মিলে এ আহবে,
তাহে তব কিবা অপমান?
বাড়িবে কেবল ভরতবংশের মান,
তোমার সম্মান অধিক বাড়িবে তাহে!
মম ডরে দন্ডীরে ত্যজিল দুর্য্যোধন,
কিন্তু যথা অনল সদনে উত্তাপিত হয় কায়,
সেইরূপ তোমার প্রভায়,
প্রভান্বিত দুর্য্যোধন।
অতুল বীরত্ব তব ক্ষত্রিয় ব্যভার—
পশিয়াছে হৃদয়ে তাহার!
ক্ষত্র-ধর্ম্ম শিখিয়াছে ক্ষত্রিয়সমাজ,—
তব উচ্চ আদর্শ হেরিয়ে।
তাই ভয়ে যারে করিল বর্জ্জন,
তাহার রক্ষণে পুনঃ প্রবেশিল রণে।
যাও যাও,—কি বুঝাও ভীমসেন!
চাহ বধিয়া আমায় বিপদ করিতে দূর।
চাহ ভ্রাতৃগণের কল্যাণ;—
ভাব মনে ত্রিভুবন আমার সহায়,
পাছে হয় অকল্যাণ ভ্রাতার কাহার;
তাই ছল করি আসি দ্বারকায়
পুরাইবে অভিলাষ।
যাও যাও,—
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ তোমা সহ কভু না করিব।

ভীম। অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল;
তুমি লজ্জাহীন, তোমারে কি লজ্জা দিব?
সম তব মান অপমান,
নহে ক্ষত্র হ'য়ে কহ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়-সদনে,
পরাজয় ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ!
নিন্দা-স্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে রুষ্ট কথা ক'য়ে?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়-মন-প্রাণ, অর্পণ করেছি রাঙগা পায়—
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা,
রণস্থলে, দেবতামন্ডলে,
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ!
নহ কভু ভক্তাধীন!
নহে কেন কর হতমান?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ,
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে! [**প্রস্থান।**

সাত্য। এ লীলা কি লীলাময়, বুঝাও **আমায়!**
আসি দ্বারকায়, যে জন যা চায়
তারে কর তখনি অর্পণ।
কিন্তু ক্ষত্র তুমি,
ক্ষত্র আসি মাগিল সংগ্রাম,
জলাঞ্জলি দিয়ে মানে, বিমুখ হইলে রণে!
তুরঙ্গিণী যদি প্রয়োজন,
পাইতে অশ্বিনী বৃকোদরে পরাজয়ি;—
পূর্ণ তব হ'ত অভিলাষ,—
নিবারণ হ'ত সেনানাশ।
দেব-নরে, এ ঘোর সমরে,
না জানি অনর্থ কত হবে!
বুঝি দেব প্রলয় নিকট।

কৃষ্ণ। নিরাশ্রয়া অনাথিনী বালা,
কাঁদে মহাসংকটে পড়িয়ে।
প্রভুভক্ত বৃদ্ধ চাহে প্রভুর কল্যাণ;—
লয়ে কৃষ্ণনাম এসেছিল দ্বারকায়।
অবলায় করিব বঞ্চিত—এই কি বিহিত?
প্রভুভক্ত জনে যদি ভক্তি নাহি পায়,
প্রভু-অনুগত কহ কে হবে ধরায়?
ব্যর্থ মম হবে কৃষ্ণনাম,
ধর্ম্মের হইবে অসম্মান!
সময়ে বুঝিবে প্রয়োজন;
যাও বীর, কর যদুসৈন্য সুসজ্জিত।
[উভয়ের **প্রস্থান।**

চতুর্থ অংক

প্রথম গর্ভাংক

মন্ত্রণাগৃহ

ভীষ্ম, দ্রোণ, কুন্তী ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। কহ পিতামহ,
ধ্বংশ কি ভরতবংশ হবে এ সমরে?
মম বুদ্ধি না যুয়ায়,
কোন্ দিকে ধায় এই ঘটনার স্রোত!
জান তুমি চিরদিন ভারত-গৌরব,

মৃত্যু-ভয় শিক্ষা কভু শ্রীচরণে তব
করে নাই এ সন্তান!
কিন্তু দেব কি হবে না জানি!
বুঝি ত্বরা প্রলয় সম্ভব,
নহে অসম্ভব সম্ভব কি হেতু আজি হেরি!
পাণ্ডব-বিরোধী কেন পাণ্ডবের হরি?

ভীষ্ম। অনন্ত ঘটনা-স্রোত
বহিতেছে অনন্ত প্রভাবে,
কেবা উহা করিবে নির্ণয়!
মহামায়া-মাহাত্ম্য কি রবে—
ক্ষুদ্র নরে যদি তাঁর রহস্য ভেদিবে!
মায়ার সংসারে ধর্ম্ম মাত্র ধ্রুবতারা।
টলে মন সুপথে কুপথে, মায়ার প্রভাববলে,
ভগবান করেন ছলনা,
সেই হেতু চক্রী তাঁর নাম।
কিন্তু তারি সার্থক জীবন,—
ধর্ম্ম যার জীবনে আশ্রয়।
কর্ত্তব্য তোমার বদ্ধ তোমার হৃদয়ে
ধর্ম্ম-সেবা কর্ত্তব্য-সাধন।
দান, ধ্যান, যাগ, যজ্ঞ, প্রতিষ্ঠা যাহার,—
নহে মাত্র ধর্ম্ম-উপাসনা;
ধর্ম্ম করে ঘৃণা,
কর্ত্তব্য হইতে কার্য্য না হলে উদ্ভব।
নিজ ধর্ম্ম বুঝহ অর্জ্জুন,
উপদেষ্টা এই স্থলে অকপট-হৃদি।
সখা কৃষ্ণ সনে যদি হইবারে বাদী,
হৃদি তব করে হে বারণ,—
ভীমসেনে করহ বর্জ্জন,
অপযশ ভয়,—তাহে কিবা হয়!
ধর্ম্ম অবলম্ব তব,
নির্ভয়ে করহ বীর ধর্ম্ম-উপাসনা।
কিন্তু যদি আশ্রিত পালনে, ক্ষত্রধর্ম্ম টানে
অভয় হৃদয়ে কৃষ্ণ সনে পশ রণে।
তুচ্ছ কর জয় পরাজয়,
দুখ সুখ গণে নীচ জনে।
কিন্তু মনুষ্যত্ব-প্রার্থী যেই ভাগ্যবান নর,
শুভাশুভ না করে গণনা,
ঝম্প দেয় ধর্ম্ম লক্ষ্য করি।
কি কহ আচার্য্য বীর?

দ্রোণ। তব মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়ে শ্রবণ,
আর্দ্র হয় মন,
বেদবিধি সার বাক্য মুখাম্বুজে তব!

কুন্তী। কহ আর্য্য, মার্জ্জনা করিয়ে মা'র প্রাণ,
অবোধ আমার দেব এ পঞ্চ সন্তান,
ত্রাণ কি পাইবে কালরণে?
জানি আমি অতি শ্রেয় ধর্ম্ম-উপাসনা,
জেনে শুনে তবু কাঁদে গো মায়ের প্রাণ।
মা'র প্রাণ চাহে সদা পুত্রের কল্যাণ,
ক্ষত্রিয় রমণী, বাঘিনী, সিংহিনী—
সবারি মায়ের প্রাণ!
কহ দেব, ভরতবংশের চূড়া,
ভেঙেছে কি কপাল আমার?

ভীষ্ম। শুন বৎসে, ভবিষ্যৎ ইচ্ছায় যাঁহার,
জানে সেই ইচ্ছাময় ভবিষ্যৎ ফল।
বৃকোদরে কালকূট করিল প্রদান,
ঈর্ষ্যাবশে যেই কালে দুর্য্যোধন,
সে সময়ে, কেহ কি ভাবিত,
না হইয়ে মৃত,
ভীমসেন আসিবে ফিরিয়ে,—
শতগুণে বলীয়ান অমৃত পিয়িয়ে!
জতুগৃহে হইলে দাহন,
কেবা মাতা জানিত তখন,
লক্ষ্মী অংশে দ্রৌপদী সুন্দরী
পাণ্ডব-রমণী হবে;
বলবান দ্রুপদ সহায়ে,
পাণ্ডব ফিরিবে রাজ্যে পুনঃ?
দ্বাদশ বৎসর বনে—দুর্ব্বাসা-পারণে,
অজ্ঞাত বৎসর—মুগ্ধ করি
সতর্ক দূতের আঁখি,
সতর্কে ফিরিল যারা সন্ধানের হেতু—
এ দুর্দ্দিনে বিরাট সহায়,
এ সকল ভবিষ্যৎ ফল
গণনা-অতীত মাতা!
কর যাঁর ভয়,—সেই জন তোমার সহায়,
বহু প্রীতি তাঁর, ধর্ম্মে যাঁর স্থির মতি।

দ্রোণ। ভীষ্মদেব উঠিতেছে মনে,—
কৃষ্ণ সনে সন্ধি-প্রস্তাবনা,
ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ উচিত তোমার!
চিত্তে যেবা লয়, কর তুমি মতিমান!

ভীষ্ম। চিত্তে আমি কর্ত্তব্য করেছি স্থির,
কিন্তু বীর,—অতি উগ্র বৃকোদরে;—
আসি পাছে করে সে উত্তর;
"পিতামহ পাইয়াছে ডর দেবতার সনে রণে,
তাই সন্ধি করিছে প্রার্থনা।"

ক্ষত্র হয়ে ন্যায্য বাক্য কহিতে নারিব,
গর্জ্জিয়ে উঠিব,—
সেই ক্ষণে যুদ্ধ দিব বৃকোদরে।
দ্রোণ। অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা যাঁর প্রচার ভুবনে,
প্রতিজ্ঞা-পালনে,
ক্ষত্রকুলান্তক রাম সহ বিরোধিল,
শত্রু-মুখে নাহিক প্রচার,—
রণে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন।
এ হেন স্পর্দ্ধা কিবা রাখে ভীমসেন,
হৃদয়ে এ চিন্তা দেয় স্থান।—
সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভীম আদর্শে তোমার।
ভীষ্ম। ভাল ভাল—কি কহ অর্জ্জুন,
কি কহ মা কুন্তী দেবি?
বিদুরে পাঠাই—
মার্জ্জনা চাহিয়ে দণ্ডী হেতু।
হ'ত ভাল বৃকোদর থাকিলে এ স্থানে।
আঃ, যুক্তি মত করি কার্য্য,
কিবা কবে ভীম?
কি কহ আচার্য্য বীর?
বুঝা'য়ো আচার্য্য ভীমসেনে;
অকারণ দ্বন্দ্ব যদি মিটে সেই ভাল।
হে আচার্য্য, কুলের গৌরব বৃকোদর!
অসম্মত ত্রিভুবন আশ্রয়-প্রদানে,—
করিল আশ্রয় দান।
রাখিল ক্ষত্রিয় মান ক্ষত্র-কুলোত্তম!
তব যোগ্য অগ্রজ হে পার্থ ধনুর্দ্ধর!
কহ কিবা?—পাঠাই বিদুরে
ভারতবংশের এতে অসম্মান কিবা?
অকারণ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
অর্জ্জুন। দেব, তব বাক্য এ বংশে
কে করিবে লঙ্ঘন?
দ্বন্দ্ব মাত্র করিয়াছে বৃকোদর,
নেতা তুমি এ সমরে।
ভীমসেন নহে ত অজ্ঞান,
তব দ্বন্দ্ব তব করে করিয়ে অর্পণ,—
ভীমসেন নিশ্চিন্ত রয়েছে।
ভীষ্ম। দেখ দ্রোণ, বালকের বুঝ অভিপ্রায়?
চায়—দ্বন্দ্ব যাতে হয়।
জানে, বৃদ্ধ পিতামহ,
উত্তেজিত হবে শুনি উত্তেজনা-বাণী।
দেখ দ্রোণ বীর—উপস্থিত অরি চাহে রণ,
বীরদর্পে করি আক্রমণ!

দ্রোণ। তাহে তুমি হবে দোষী।
হ'ন কৃষ্ণ গোলোকের নাথ,
নর-দেহধারী বালক চক্ষেতে তব।
সামান্য কারণে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত;
দুই পক্ষে বুঝাইতে উচিত তোমার।
সুভদ্রা-সম্বন্ধে যদু পরম আত্মীয়।
ভীষ্ম। উচিত—উচিত।
পার্থ, করিলাম স্থির—
সমরে নাহিক প্রয়োজন।
করুক বিদুর তাঁর চরণ গোচর।
আশ্রয় দিয়েছে ভীম,
আশ্রিতে বা ত্যজিবে কেমনে?
পরিবর্ত্তে তার,
যেবা তব অমূল্য রতন, হয় প্রয়োজন,
কহ আমি দিব তায়!
লয়ে যাব ভীমসেনে—মাগিতে মার্জ্জনা।
কিন্তু যদি চা'ন তিনি আশ্রিতে বর্জ্জন,
অনিবার্য্য রণ, ক্ষত্র হয়ে কি করিব আর!
দেখ হে আচার্য্য—এ যে সঙ্কটের স্থান,
যদ্যপিও ত্যজে ভীমসেন,
হইবে আশ্রয় দিতে বংশ-মান হেতু!
কুন্তী। যুক্তি মত কর দেব, এ মিনতি মম।
ব্যাকুল অন্তর,—
পাণ্ডব-বান্ধব কৃষ্ণ সহ বিসম্বাদে!
ভীষ্ম। করিব মা যুক্তি মত।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নিবিড় বনের অপর পার্শ্ব

সুভদ্রা ও কঞ্চুকী

সুভ। গভীরা রজনী, ভীষণ কান্তার—
কিন্তু হেথা কোথা অম্বিকার স্থান?
অন্ধকার কাঁটাময় পথহীন বন,
কহ বৃদ্ধ, কোন্‌দিকে হব অগ্রসর?
নাই সেই সঙ্গীতের ধ্বনি,
পথ-প্রদর্শনকারী।
নীরব কানন,
যেন গাম্ভীর্য্যের নিভৃত আলয়।
এ কি দাবানল?
অকস্মাৎ দীপ্তি কি অদূরে?
উঠিতেছে স্বর্ণ-বর্ণ-শিখা।

হয় যেন আনাগোনা কত!
এই কি দেবীর স্থান?

কঞ্চু। হুঁ—হুঁ, সে বলেছে যে, যেখানে কাঁটা বন জ্বল্‌বে, সেই স্থান!

সুভ। কোথা মা ত্র্যম্বক-জায়া,
দেখা দে অম্বিকে,
ঠেকে দায় রাঙ্গা পায় লয়েছি আশ্রয়,—
তার' তারা তাপিতা তনয়া!
বর দে মা বরাভয়করা,
রণজয় দে রণরঙ্গিণী,
তেজোময়ী তড়িৎ-হাসিনী, কলুষনাশিনী,
করালিনী, কপালমালিনী,
হে দুর্গে, দুর্গতি বার'!
অভয়ে আশ্রয়দাত্রী বিশ্বকর্ত্রী শিবে,
অশিব কর মা দূর।
এস মাগো আশুতোষ-জায়া,
পদ-ছায়া দে মা অনাথায়।
দৈত্য-দম্ভ হারিণী জননি,
রণজয় যাচে মা নন্দিনী
বঞ্চনা ক'রনা ত্রিনয়না!

গীত

শিবদে শশিশেখরা শিবে শিব-সীমন্তিনী।
ভুল না ভুবনেশ্বরী ভীত-চিত বিভাষিণী।
স্মরি পদ হররানী, আশ্রিতে আশ্রয় দানি,
তোমা বিনা নাহি জানি জননি,
দেহি অভয়া অভয়বাণী,
প্রসীদ প্রসন্নময়ী প্রপন্নে পদদায়িনী॥

কঞ্চু। এ বেশ বল্‌তে পারে। আমি অত জানি না। তুই মা অন্তর্যামী, মনের কথা বুঝে নে,—আমায় বর দে। ছুঁড়ী যেন একেবারেই ছুঁড়ী হয়ে যায়, ঘুড়ী হয়ে রাজাকে পিঠে করে আর না পালায়। আমি ওদের বংশে অনেক দিন আছি, ওদের সর্ব্বনাশ কি দেখ্‌তে পারি? দন্ডীরাজাকে রাখ মা, ঐ ছুঁড়ীকে উড়িয়ে দে, যেমন ফুঁ দিয়ে অসুর উড়িয়ে দিস্‌!

সুভ। আশ্রিত পালিকে, অম্বিকে, কালিকে,
শিবরাণী লজ্জানিবারিণী।
রুধির-মগনা, রঙ্গিণী ললনা,
ঘোরাননা রণ-বিহারিণী॥
বরাভয়করা, খড়্গ-শূলধরা,
শবাসনা শশাঙ্ক-শেখরী।
শ্মশান-বাসিনী, অসুর-ত্রাসিনী,
কপালিনী চন্ডী চণ্ড-অরি॥
ভীমা ভয়ঙ্করী ঈশানী ঈশ্বরী,
মহামায়া মহিষমর্দ্দিনী।
পেয়েছি মা ভয়, হও গো সদয়
জয় দে মা যোগিনী-সঙ্গিনী॥

গীত

ধিয়া তাধিয়া নরমালী।
ঘোরাননা রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী॥
অট্ট অট্ট হাস ত্রিপুর-ত্রাস,
প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাষ,
দম্ভ বিনাশ, অসুর হ্রাস,
কোটি অরুণ ছটা চরণে বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনী রূপিণী,
অম্বে জগদম্বে, জয়ন্তে জয়দে কালী।
অম্বিকে ত্র্যম্বক-কামিনী কপালী॥

জয়ার প্রবেশ

জয়া। সকাতর প্রাণে, কে তোমরা দুইজনে,
আসিয়াছ অম্বিকার করিতে অর্চ্চনা?
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তোমা দোঁহে,
উন্মত্ত-ভৈরব-কৃত রক্ষিত এ স্থান।
পীঠস্থান, পড়িয়াছে সতী পদাঙ্গুলী,—
তেজোময়ী শিখা ওই হের বিদ্যমান,
হবে দোঁহে সিদ্ধ-মনস্কাম;—
করেছেন মহাদেবী অর্চ্চনা গ্রহণ।

কঞ্চু। তুই কে?

জয়া। মায়ের কিঙ্করী।

কঞ্চু। বল্‌লি না—আঙ্গুল পড়েছে। তোর মা কোথা?

জয়া। অংশ নাই অনন্তের শুন রে অজ্ঞান,
বিশ্বময়ী ভুবনব্যাপিনী।
কেশব-অস্ত্রের ঘায়,
শ্রীঅঙ্গ যথায় হইল পতন,
পূর্ণ ভাবে প্রকট তথায় দেবী।

কঞ্চু। তুই ত' তার দাসী? তোর কথায় যাব না। দেবীকে দেখা দিতে বলগে যা, নইলে আমি রইলেম। (সুভদ্রার প্রতি) তুমি যাও তো যাও বাছা, যার জন্যে এলুম, সে রইল আগুনে

চাপা। আমি তো যাব না! যা, যা—দেখা দিতে বল্‌গে যা।

জয়া। নিতান্ত করেছ বৃদ্ধ মরণ কামনা!

কঞ্চু। তুই বেটী দাসী কি না—তোর দাসীর মতই বুদ্ধি! বুড়ো হয়েছি মলুমই বা—তা'তে এল গেল কি? শোন্ শোন্,—ওকে যা বল্‌তে হয় বল্; আমি এখানে রইলুম—আমায় তাড়াতে পার্‌বি না। তুইও নয়—তোর ভৈরবের বাবাও নয়?

জয়া। জননীর হয়েছে বাসনা,
প্রকাশিত হইবারে পাণ্ডব-পূজায়।
দেবদেব অদূরে ছিঁড়িল জটা
করি ধূমময় স্থান রোষে, উঠে তায়
অমৃত ভৈরব, সতী-অঙ্গ রক্ষার কারণ!
অমৃত ভৈরব আর অম্বিকা ভৈরবী,
প্রকাশ করিবে যেই, এই দেব দেবী
পৃথিবীতে, পরাজয় নাহি কভু তার।
বল' যুধিষ্ঠিরে—করে মন্দির নির্ম্মাণ—
ভৈরব ভৈরবীস্থান।
কর এই সিন্দূর গ্রহণ;
আইস মোর সাথে,
করিব বর্ণন—সিন্দূর-মাহাত্ম্য কিবা।
কব বৎসে, গোপনে তোমায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

কঞ্চু। যা বেটী, কে তোর ভৈরব আছে, দেখি কে আমায় তাড়ায়! আমি বামুনের ছেলে, এই গায়ত্রী নিয়ে ব'সলুম। তোকে না দেখে আমি দাসীর কথায় যাব না।

(দৈববাণী) যাও বৎস, রণস্থলে পাবে দরশন।
হবে তব বাসনা পূরণ,—
রাজা তব ফিরিবে অবন্তীপুরে
তুমি প্রিয় কিঙ্কর আমার।
পূর্ণ যবে হবে অভিলাষ,
পাবে স্থান কৈলাস-আলয়ে!

কঞ্চু। আচ্ছা বেটী,—আজ কথা শুনে গেলুম। রণস্থলে যদি দেখ্‌তে না পাই, ফের চলে আস্‌বো, এই তো পথ চিন্‌লুম।

সুভদ্রার পুনঃপ্রবেশ

তোর কাজ হয়েছে, তোর মুখ দেখেই আমি ঠাওর পেয়েছি; আমারও কাজ হয়েছে। চল্—এখন ফিরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরপার্শ্বস্থ পথ

দণ্ডী ও উর্ব্বশী

দণ্ডী। শুন প্রিয়ে,
ভদ্র আর না হেরি এ স্থানে,
মিলি দেবগণ, অচিরে করিবে আক্রমণ।
অসুরারি দলবলে পশিবে সংগ্রামে,
সাধ্য কেবা ধরে ত্রিভুবনে—
নিবারে এ দুর্ম্মদ বাহিনী!
সহায় সহিত নাশ পাণ্ডব হইবে;
উপায় না রবে,—বধিবে আমায়,
কৃষ্ণ লবে তোমারে কাড়িয়ে,
প্রাতে যবে হবে তব অশ্বিনী আকার,
পলাইব দুই জনে,
রহিব নিভৃত স্থানে লোক-অগোচর।

উর্ব্ব। রাজা, নাহি যাব এ স্থান ত্যজিয়ে,
কেন তুমি মজ' মোর আশে?
অকপটে বলেছি তোমায়,
কাঁদে প্রাণ থাকিয়ে ধরায়,
কর তুমি প্রেম-আলাপন,
বিষবৎ হয় জ্ঞান!
দিবস-যামিনী—অশ্বিনী-কামিনী,
কহ কত সয়—ত্রিদিবমোহিনী আমি!

দণ্ডী। এই কি রে তোর আচরণ?
ছিলি গহন কাননে, সিংহাসনে দি'ছি স্থান!
ত্যজি রাজ্য, ত্যজি প্রণয়িনী,
বংশধর নন্দনে ত্যজিয়ে,
আছি তোর সনে পরাশ্রয়ে।
এত যত্নে তোর নাহি উঠে মন?
তুই বারবিলাসিনী,
পাষাণী প্রণয়হীনা!
যোগ্য শাপ দেয় নাই মুনি,—
অহল্যা সমান,
উচিত আছিল তোর প্রস্তর হইতে।
কালি বল্‌গা দিয়ে মুখে,
চালাইব সুতীক্ষ্ন চাবুক ঘায়,—
প্রবেশিব সাগর-মাঝারে,
দেহ তোর মকর-কুম্ভীরে খাবে।

উর্ব্ব। সেও ভাল তোমার প্রণয়-ভাষ হ'তে!
মকর-দংশন নয় তীক্ষ্নতর তত,
তব কর-পরশন যথা।

প্রেম-আশে দেবগণে করিয়াছে সেবা,—
প্রেমের গৌরব কিবা তব?
ভাব—রাজ্যধন করেছ বর্জ্জন!
একচ্ছত্র রাজগণে,
দ্বিজে দান করিয়ে পৃথিবী
তপ করি ঊর্দ্ধ পদে,
দেখা পায় মম নর-কলেবর ত্যজি।
অতীত যদ্যপি পুনঃ হয় তিন দিন,
তোর সহ হয় মম বাস,
অগ্নি-কুণ্ডে করিব প্রবেশ;—
বিষ তোর বচনে স্পর্শনে!

দণ্ডী। প্রাতে বুঝাইব অগ্নি শীতল কেমন,
তুষানলে মায়ারূপী অশ্বিনী পুড়াব;
দ্বারকায় দগ্ধ-মুণ্ড লয়ে দেখাইব,
বিবাদ ঘুচাব,
আশ্রয়দাত্রীর হিত করিব নিশ্চিত,—
দুশ্চারিণি দগ্ধ করে তোরে। [প্রস্থান।

উর্ব্বশী। হায় হায়! হেন কায় না দহে অনল,
সলিলে না হরে প্রাণ-বায়ু,
তীক্ষ্ম অস্ত্রে নাহিক নিধন,
আকাশ-নির্ম্মিত কায়া।
হরি—হরি, দীনবন্ধু, পতিতপাবন,
যদি দুহিতায় করেছ স্মরণ,
হে মধুসূদন কি হেতু বিলম্ব কর!
কর পদাশ্রিতে আশ্রয় প্রদান,—
ভগবান, কর ত্রাণ সঙ্কট-সাগরে।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। উপযুক্ত যন্ত্রিগণে,—
বিশ্বকর্ম্ম সম সুনিপুণ,—
নির্ম্মিল মন্দির দুই অতি সুগঠন।
বন্দি দেবীর চরণ, উল্লসিত মন,
রণজয় করিব নিশ্চয়।
জ্ঞান হয় শত গুণ বল মম ভুজে।
শুনি সৈন্য-কল-কলধ্বনি,—
ভীমসেন সাজায় বাহিনী।
আসিতেছে দেব অনীকিনী,
শূলপাণি সেনাপতি,
বারিব শঙ্করে রণে অম্বিকার বরে।
বিষাদিনী প্রান্তরে কে নারী?
কহ মাতা ত্রিদিববাসিনী,
ত্রিদিব ত্যজিয়ে কেন মর্ত্ত্যে আগমন?

উর্ব্বশী। যেই অশ্বিনীর তরে বেধেছে সমর,
আমি সেই অশ্বিনী, অর্জ্জুন!
কামিনী যামিনীযোগে অশ্বিনী দিবায়,
দুর্ব্বাসার অভিশাপে এ দশা আমার,
কিন্তু শুন বীরমণি,
প্রাতে যবে হইব অশ্বিনী,
পৃষ্ঠে মোর করি আরোহণ,
পলাইবে দণ্ডীরাজা ক্ষত্রিয়-অধম!
ভাবে মনে—দেব-রণে নাহিক নিস্তার,
কৌরব-পাণ্ডব-বংশ হইবে নিপাত,—
কৃষ্ণ লবে অশ্বিনী কাড়িয়ে।
ত্রিভুবনে এ তত্ত্ব না হইবে গোচর
ক'বে প্রাণভয়ে,
পাণ্ডব ত্যজিল দণ্ডীরাজে।

অর্জ্জুন। এতক্ষণে বুঝিলাম দ্বন্দ্ব কি কারণ;
কেন দণ্ডী ঝাঁপ দিতে চাহিল সলিলে!
কহ মাতা, কিসে শাপ হইবে মোচন?
যদি সাধ্য হয়, করিব নিশ্চয়,
অকপটে জানাও জননি!

উর্ব্বশী। অষ্টবজ্র হইলে মিলন,
হবে মম শাপ বিমোচন।

অর্জ্জুন। তবে—তব দুঃখ দূর
অচিরে হইবে;—
অষ্টবজ্র নিশ্চয় মিলিবে মহারণে!

উর্ব্বশী। কিন্তু ভাবি বীরমণি, আমার কারণে
পাণ্ডুবংশ-অকল্যাণ হয় বা এ রণে।

অর্জ্জুন। শুন বরাননে, খাণ্ডব দাহনে
গদা, পাশ, বজ্র, দণ্ড, শক্তির প্রভায়,
গুরুর কৃপায় হয় নাই নিধন আমার,
অষ্টবজ্র সম্মিলনে পাণ্ডব না ডরে।
এস অভয়ে আলয়ে মম,
দয়াময় জগন্নাথ প্রসন্ন তোমায়,
রাখিবেন পায়, তাই রণ-আয়োজন!
এস ত্বরা, বিলম্ব না কর।
শুন সৈন্য-কোলাহল,—
যেতে হবে রণে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। বুঝেছি উর্ব্বশী, তোর মন,
অর্জ্জুন তোমার প্রিয়!
ধিক্ ধিক্,—কালামুখী, লাজ নাই তোর!

লোক মুখে আছি অবগত,
স্বর্গে গেলি ভজিতে তাহারে,
দূর করে দিল তোরে;
দুশ্চারিণী ফেরো তার পায়।
ফাল্গুনির নাহি আর সে চিত্ত-সংযম।
কত দিন থাকে আর,
নারী হয়ে যাচে বার বার,
মতি স্থির পুরুষের রহে কত দিন?
ভাল, রসরঙ্গ প্রেমভঙ্গ করিব নিশ্চয়,
যে ব্যথা বেজেছে তার দিব প্রতিশোধ।
[প্রস্থান।

ঘেসেড়া ঘেসেড়াণীর প্রবেশ

স্ত্রী-ঘে। দেখ্‌লি মুখপোড়া—ঘোড়াভূত নয়? ঐ অর্জ্জুন ঠাকুরকেও পেলে! সোমত্ত মানুষ এক্‌লা মাঠ দিয়ে যাচ্চে, অমনি পেছু নিয়েছে। মাঠের ধারে আর থাক্‌বো না, চল্‌,—এখান থেকে পালাই!

পু-ঘে। তাই ত রে দেখেছিস্‌—কেমন সুন্দরী হয়; ঐ অর্জ্জুন ঠাকুর—যে কারো পানে চায় না,—ওকে—কি না সঙ্গে করে নিয়ে গেল! যা বলেছিস্‌ ঘোড়াভূতই বটে, কাল সকালে গিয়েই ধর্ম্মরাজকে বল্‌বো।

ঝাঁটা, শীল ও কলসী লইয়া কণ্চুকীর প্রবেশ

কণ্চু। থাক্‌ বেটী থাক্‌—কোথায় যাস্‌ আমি দেখ্‌ছি। তবে রে বেটী, এ মাঠ থেকে ঘরে উঠেছে! আমি কণ্চুকী, আমি কি তোরে ছাড়ি! নে, বল বেটী, তুই কি নিয়ে যাবি? শিল নিবি, না ঝাঁটা নিবি—না কলসী নিবি?

পু-ঘে। ঠাকুর, তুমি কাকে বল্‌চ?

কণ্চু। তুই পালা পালা,—তুই ছেলেমানুষ বুঝ্‌বি নি। ও রাজারাজড়া ছেড়ে তোকে পেতে এসেছে। তুই সরে পড়—আমি বেটীকে ঝাঁটা মুখে দিয়ে তাড়াচ্ছি।

স্ত্রী-ঘে। ও মুখপোড়া,—তোকে বল্লুম, ও বুড়ো ভারি গুণিন্‌। এই দ্যাখ—কি সর্ব্বনাশ করে! ব'ল্‌ছে,—আমায় ঝাঁটা মুখে দেবে।

কণ্চু। ঝাঁটা মুখে নিবি নি তবে কি মুখে নিবি? শিল না কলসী? আমি তোরে না তাড়িয়ে যাচ্চি নে।

স্ত্রী-ঘে। এই সর্ব্বনাশ করলে! ও বাবা, আমি শিল কি করে মুখে দেব?

পু-ঘে। দেখ ঠাকুর, ও আমার ইস্তিরী! তুমি যা বলচ'—ও ঘোড়াভূতটুত—তা নয়।

কণ্চু। তুই ছোঁড়া, কি জান্‌বি। ভূত যদি নয়, তো ঘুড়ী হয় কেন? যত বেটী যেখানে ঘুড়ী হয়, সব আমি তাড়াব।

স্ত্রী-ঘে। ও মুখপোড়া, আমি আবার ঘুড়ী হয়েছি কবে?

কণ্চু। হ'স না তো কি? আমায় ও বলেচে, তুই রেতের বেলায় ঘুড়ী হ'স, এই ভোরের বেলায় ছুঁড়ী হয়েছিস্‌।

স্ত্রী-ঘে। না বাবা, দোহাই বাবা—আমি ঘুড়ী হই নেই বাবা!

কণ্চু। না হ'স্‌ নেই হবি। এই শিল মুখে কর্‌। যা অমনি নদী পেরিয়ে বেরিয়ে যা। নইলে আঁশ বঁটি দিয়ে তোর নাক কাট্‌বো।

পু-ঘে। দেখ গা, ও ঘুড়ী হয় না।

কণ্চু। হয়, তুই রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস্‌, ঠাওর পাস নে। এই মাঠে চরে; খাব্‌লা খাব্‌লা ঘাস খেয়েছে,—এই আমি মাঠে দেখে এলুম।

পু-ঘে। ও তো ঘাস খায় নি,—ঘাস কেটে এনেছে।

কণ্চু। কাটবে কেন? দাঁতে করে ছিঁড়েছে। তুই হলুদ পুড়িয়ে ওর নাকে ধর্‌ দেখি, তিড়িং তিড়িং করে নাচ্‌বে এখন; যেমন সে দিন তিড়িং তিড়িং করেছিল। আর তুই তো সে দিন বল্লি যে, রেতের বেলায় ঘুড়ী হয়।

পু-ঘে। সে বাবা, আমি মিছি মিছি করে বলেছিলুম। ওকে শিল খাইও না বাবা!—ও বেশ রেঁধে দেয় বাবা! তুমি বল তো, তার হাতের একদিন তোমায় শাকচড়চড়ি খাওয়াই বাবা, ওকে গাঙ্‌ পার করো না বাবা!

কণ্চু। ডাইনি নয়?

পু-ঘে। না বাবা, ও আমার ইস্তিরী বাবা, ওকে গাঙ্‌ পার করো না বাবা! ওর আগেকার মিন্সে মর্‌তে বাবা, আমি ওকে নিয়ে ঘর কর্‌চি!

কণ্চু। ঐ দেখ্‌ দেখি, তবে বল্‌ছিস্‌ ডা'ন নয়। একটার ঘাড় ভেঙ্গেছে, এবার তোর ঘাড় ভাঙ্গবার জন্য শাকচড়চড়ি খাওয়াচ্চে। বল বেটী বল—কি নিয়ে যাবি?

স্ত্রী-ঘে। আমি শিল পারবো না—ঝাঁটা।

কণ্চু। তবে নে,—যা গাঙ্‌ পেরিয়ে যা।

স্ত্রী-ঘে। (ঝাঁটা লইয়া) ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে, কোথাকার দাস্যি বুড়ো রে!

[প্রস্থান।

পু-ঘে। ও খেঁদি—ও খেঁদি,—গাঙ্ পেরুস্ নি!

[প্রস্থান।

কণ্ডু। সে বেটীকে শিল দিয়ে তাড়াব,—আজ এই ঘুড়ীর বংশ নির্ব্বংশ কচ্চি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

কৃষ্ণ, সাত্যকি ও দণ্ডী

কৃষ্ণ। শুন হে সাত্যকি,—
কিবা কহে দণ্ডীরাজ!
চাহে রাজা অশ্বিনী করিতে সমর্পণ,
নিবারণ করে ধনঞ্জয়।
পাণ্ডবের চরিত্র বুঝহ মতিমান্!
সাত্য। শুন অবন্তী-ঈশ্বর,
তুমি কি সম্মত ভূপ তুরঙ্গিণী দানে?
প্রতিবাদী অর্জ্জুন তাহায়?
দণ্ডী। আমি বুঝিলাম মনে অশ্বিনী কারণে,
কৃষ্ণ সনে বিবাদের নাহি প্রয়োজন,
আসিতেছি অশ্বিনী লইয়ে,
কাড়িয়া লইল পার্থবীর।
কর যদুপতি, পাণ্ডবে সংহার,
অর্জ্জুনের আগে বধ প্রাণ;
তবে জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ!
নিল কাড়ি অশ্বিনী আমার,
বুঝ আচরণ,
অশ্বিনীর আশে মোরে দিয়েছে আশ্রয়!
অতি দুরাশয়।
আমি দিব অশ্বিনী তোমায়।
আমার অশ্বিনী, আমি করি সমর্পণ,
পাণ্ডবের কিবা আছে অধিকার?
কৃষ্ণ। দেখ—দেখ,
কি শত্রুতা মম সনে সাধিছে পাণ্ডব!

বিদুরের প্রবেশ

শুন শুন বিদুর কি বলে,
অর্জ্জুন কৌশল-পটু,
চাটুবাক্যে চাহে বুঝি ভুলাতে আমায়!
বিদু। শুন যদুনাথ,
প্রণিপাত ভীষ্মদেব করেছেন পায়,
মিনতি তাঁহার—পাণ্ডব তোমার চিরাশ্রিত,
কর প্রভু রোষ সম্বরণ;
দণ্ডীরাজ লয়েছে আশ্রয়,
ক্ষত্র হয়ে কিরূপে ত্যজিবে এবে তায়?
ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রিতপালন—তব উপদেশ প্রভু।
কৃষ্ণ। কোথা দণ্ডীরাজে কহ বিদুর সুমতি?
হের রাজা উপস্থিত আমার সদন।
এ তো নয় আশ্রিতে আশ্রয়দান,—
পাণ্ডব অশ্বিনী লবে বঞ্চিয়া আমায়!
জন্মিয়াছে সুবুদ্ধি রাজার,
দিতে চায় অশ্বিনী আমারে,
জোরে পার্থ রাখিয়াছে কাড়ি!
বিদু। চমৎকার কথা কিবা কহ যদুপতি!
কৃষ্ণ। কর চক্ষু-কর্ণে বিবাদভঞ্জন।
এই দণ্ডীরাজে হের সম্মুখে তোমার;
লয়ে যাও ভীষ্মের সদন,
স্বরূপ অবস্থা রাজা করিবে প্রচার!
তবু যদি কন ভীষ্ম ক্ষমা দিতে রণে,
যুদ্ধ না করিব আর করি অঙ্গীকার।
কিন্তু বুঝাইও অর্জ্জুনের আচরণ,
দ্বন্দ্ব করি অশ্বিনী কারণ,
নাহি জানি তাহাতে পার্থের প্রয়োজন।
যাও নরপতি বিদুর সংহতি।
ক'র তুমি স্বরূপবর্ণন,
অর্জ্জুনের আচরণ জানাও সকল।
দণ্ডী। শঙ্কা হয়, পাণ্ডব-আলয় পুনঃ যেতে!
কৃষ্ণ। তবে মিথ্যা কথা তোমার সকলি।
রেখেছ অশ্বিনী কোথা করিয়ে গোপন,
ভাণ্ডাইতে দোষার্পণ কর পার্থোপরে।
যাও, হেথা তব নহে স্থান,
পাণ্ডব-আশ্রিত যেই,—অরি সে আমার।
দণ্ডী। দেহ পদে স্থান,
ফিরে গেলে পাণ্ডব বধিবে।
কৃষ্ণ। পাবে তায় উপযুক্ত ফল,
ছল করি দোষ দেহ আশ্রয়দাতার!
বুঝিলাম বিবরণ,—
এসেছিলে মম স্থানে হবে না প্রচার।
রহ গিয়ে পাণ্ডব-আলয়ে,
ত্রিভুবনে কোথা তুমি পাবে না আশ্রয়!
আন যদি অশ্বিনী ত্বরিত,

তবে তব হিত,—
নহে পান্ডব সহিত বধ করিব তোমায়।
দন্ডী। এ কি একে হ'ল আর,
প্রাণরক্ষা ভার—
সুভদ্রার অন্তঃপুরে রব লুকাইয়ে।
পুত্র বলি সম্বোধন করিয়াছে সতী,
জননী বিহনে নাই আমার নিষ্কৃতি!
[দন্ডীর প্রস্থান।
বিদু। হে শ্রীপতি,
মম প্রতি অনুমতি কিবা?
তুমি পান্ডবের সখা, বিদিত সংসারে;
অহঙ্কার করে তারা সেই অহঙ্কারে।
কৃষ্ণ। দেখি তুমি বাকপটুতায় সুনিপুণ,
শুন মম দৃঢ় এ বচন,—
সন্ধি নাহি হবে বিনা অশ্বিনী অর্পণে।
বিদু। কপটের চূড়ামণি তুমি চিন্তামণি,—
জানি আমি বহুদিন।
সুমতি কুমতি-দাতা—
কুমতি দানিয়ে পুনঃ কর তারে নাশ।
ধার্ম্মিক পান্ডবগণে দিয়েছ সুমতি,
কৃষ্ণময় সবার অন্তর,—
কুমতি না পাবে তথা স্থান।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম ত্যজি নাহি অধর্ম্ম অর্জ্জিবে।
কৃষ্ণ। অতি সুমতি সুজন,—
আচরণ বোঝে ত্রিসংসার!
চিরদিন যাচি যার হিত,
সেই মম শত্রু হ'ল শেষে?
উপহাস করে লোকে!
স্নেহে কহি হিতবাণী এখনো তোমায়,
আত্মীয়গণের যদি মাগহ কল্যাণ,
বুঝাইয়ে আন তুরঙ্গিণী।
দেখে যাও রণসজ্জা মোর,—
কেহ নাহি পাইবে নিস্তার।
বিদু। হাসি পায় যদুপতি কথায় তোমার,
আছে কপটতা, নাহি স্নেহ তব হৃদে!
করি তোমারে আশ্রয়,—
কে কোথায় আছে সুখে?
যে জন করেছে তব আশ,
হেন কোথা কেবা শ্রীনিবাস,
সর্ব্বনাশ কর নাই যার?
তব আচরণ মাত্র সঙ্গত তোমাতে!
করি ধর্ম্মাশ্রয় ধার্ম্মিক সুজন
পান্ডুপুত্রগণ পরাজয় করিবে তোমারে।
ধর্ম্মবল ত্রিভুবন প্রত্যক্ষ বুঝিবে।
প্রয়োজন নাহি মম কটক চর্চ্চিয়ে,
প্রের দূত আমার সংহতি,
দেখাইব ক্ষত্রিয়ের সমর-উৎসাহ।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভীষ্ম মহাশয়
যাদবের কল্যাণ কারণ,
করেছেন বীরবর সন্ধির প্রস্তাব।
কৃষ্ণ। ছল এত কৌরব পান্ডব,—
নাহি মম ছিল অনুভব!
কথায় কথায়,—দূত আসি মিনতি জানায়,
সন্ধি কর পান্ডবের সনে।
দ্বন্দ্ব অশ্বিনীর হেতু—
অশ্বিনী না দিবে যদি পণ,
তবে কেন সন্ধির প্রার্থনা?
বুঝি অভিপ্রায়,
নাহি করি সৈন্য সমাবেশ,—
অনায়াসে হয় জয়লাভ।
সে বাসনা কভু না পূরিবে,
ছলে মোরে ভুলাতে নারিবে!
যাও হে বিদুর,—কহ শান্তনুকুমারে,
যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা তুরঙ্গিণী বিনা!
বিদু। তোমা সম চক্রী কেবা কহ চক্রধারী,
কেবা জানে কিবা চক্র আছে তব মনে!
পরস্ব-লালসা সদা,—
মনোচোর ননীচোরা নাম!
যার যেই সুন্দর রতন, তব আকিঞ্চন,
না দিলে বিবাদ সেই ক্ষণে।
দ্বন্দ্ব যদি সাধ, ঘুচাও বিবাদ,
সমরে ভারতবংশ নহে পরাঙ্মুখ।
অশ্বিনী কারণ, যথাসাধ্য কর তুমি রণ,
যাদব-বিক্রম যত ভীষ্মের বিদিত।
একা রণে জিনে পার্থ সুভদ্রা-হরণে,—
নমস্কার, ফুরাইল দৌত্যকার্য্য মম।
[প্রস্থান।
সাত্য। ভাল প্রভু, দন্ডীর কি আচরণ?
কৃষ্ণ। অকৃতজ্ঞ মূঢ় জেন' সর্ব্বকাল।
আশ্রয়দাতার দুষ্ট অনিষ্ট সাধিতে,
এসেছিল করে ছল;
বধিতাম নিশ্চয় দুর্জ্জনে,

নারিলাম ভক্তের কারণে।
প্রভুভক্ত কঞ্চুকী পাইবে তাহে ব্যথা,
সেই হেতু দুষ্টের নিস্তার।

রুক্মিণীর প্রবেশ

রুক্মি। হরি, সত্য হেরি সমর-উদ্যোগ;
কোলাহলে চতুরঙ্গ অনীকিনী চলে;
অমর সমরে আগুয়ান,
যক্ষ, রক্ষ, দানা,—
গর্জ্জি চলে কোটী কোটী সেনা,
প্রলয় কি নিকটে মুরারি?
পুনঃ প্রভু বুঝিতে না পারি,
পান্ডবনাশের কেন হেন আয়োজন!
তোমারি আশ্রিত পঞ্চজন।
সমকক্ষ কেবা তার তোমা সহ রণে?
দেব হলধরে কে সমরে বারে?
তবে কেন হরি, হেন আয়োজন?

কৃষ্ণ। জান না, প্রেয়সি তুমি পান্ডব-বিক্রম,
ভারতবংশীয় বীরগণে নাহি জান।
এত সৈন্য করি সংযোজন,
তবু নাহি বুঝে মম মন—
নিশ্চয় জিনিব রণ!
একক অর্জ্জুন,
পরাজিল ত্রিভুবনে খান্ডবদাহনে!
অগ্নির রক্ষায় আমি ছিলাম সহায়,
বাহুবল দেখেছি তখন।
দেব হ'তে উদ্ভব সকলে,
দেব-তেজে পূর্ণ সবে।
মানরক্ষা হেতু যাই রণে,—
কে জানে কি হয় শেষে!

রুক্মি। অন্ত কেবা পায় ওহে শ্রীকান্ত তোমার;
এত চিন্তা পান্ডব-বিক্রমে?—
তাই চিন্তামণি-সংশয় না যায়,
জিন বা না জিন রণ!
পান্ডব-নিধন নাই ব্যাসের বচন—
জন্মিল প্রত্যয় আজি তাহে নারায়ণ।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, তব মনে হেন কি হে লয়,
রণে মম হবে পরাজয়?

রুক্মি। বুঝিতে না পারি এ কি বাদ,—
প্রকারে করিছ আশীর্ব্বাদ,
প্রকারে শ্রীমুখে কহ পান্ডবের জয়!
যেবা ইচ্ছা কর ইচ্ছাময়,
আমার সর্ব্বস্ব তুমি, থাকে যেন মনে।

কৃষ্ণ। ভেব না প্রেয়সি, পুনঃ ভেটিব ত্বরায়।

রুক্মি। নাম তব হৃদে রাখি ধরি,
অধিক কি পারি—আমি নারী!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মন্দিরসংলগ্ন পথ

দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও কৌরব-পান্ডব মহিলাগণ

দ্রৌপ। অমৃত বাবার স্থান আর কত দূর
শ্রীমন্দির অম্বিকাদেবীর কোথা?

সুভ। হের দুই ধ্বজা উড়িতেছে দূরে,—
পান্ডবের জয় যেন করিছে প্রকাশ।
মাতার বচন সাধ্বি অন্যথা না হবে!
পূজিয়া বিজয়দাতা অমৃত বাবায়,
রণজয় অসংশয় হবে যাজ্ঞসেনী।

মহিলাগণের গীত

নাচে ক্ষেপা ভোলা ভাবে টল্ টল্ টল্।
ঢল্ ঢল্ ঢল্ শিরে গঙ্গাজল॥
রজতবরণ, রজত-হাসি,
মন বিকাশি ভোলা প্রেম-পিয়াসী,
ঢলু ঢলু কিবা আঁখি ঢলে,
শশী কপালে ধিকি আগুণ জ্বলে,
চল্ চল্ চল্ দিব বিল্বদল, ভালবাসে পাগল॥

[সকলের প্রস্থান।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। নেতাগণ গেল সবে পূজার কারণ;
সহসা হইলে আক্রমণ,—
অসহায় সেনাগণ পড়িবে প্রমাদে।
উল্লসিত সেনা,
উত্তেজিত পদাতি অবধি।

কুন্তীর প্রবেশ

কুন্তী। এ কি ভীম তব আচরণ?
সকলি অদৃষ্টগুণে দেখি!
পূজিবারে রুদ্রদেব অমৃত ভৈরবে,
কৌরব পান্ডব মিলি যাবে,—
রণজয় বর আশে।

কি সাহসে তুমি রহ বাসে
অগৌরব করিয়ে ভৈরবে?
অম্বিকার পূজক ব্রাহ্মণ দেখেছে স্বপন,
পূজিলে ভৈরবে রণজয় হবে,
দেবীর আদেশ শুনি।
কার বলে কহ তুমি হেন অভিমানী?
দেবীবাক্য কর হেলা?
ভীম। চিরদিন জান ত জননি,
কৃষ্ণ বিনা অন্য দেব-দেবী নাহি জানি।
বিক্রীত সে পায়, আমি ক্রীতদাস,
কেমনে করিব দেবি অন্যে উপাসনা?
কুন্তী। সেই হেতু যুদ্ধসাধ তার সনে!
ভীম। মাতা ভেব' না বিষাদ,—
কেবা করে বাদ?
কে দেছে আশ্রয় কহ অনাথ দন্ডীরে?
বিহনে অনাথনাথ কে আশ্রয়দাতা?
কার দয়ার প্রবাহ—
বহিতেছে মোর হৃদে?
কার বলে ত্রিভুবন অরি,
তবু মম হৃদয় অটল!
কৃষ্ণভক্ত আমি, নাহি কৃষ্ণ সনে বাদ,
কার্য্য তাঁর আশ্রিত-রক্ষণ;
সে কার্য্যে নিযুক্ত আমি কিঙ্কর তাঁহার।
কুন্তী। দেবদেবী পূজিতে কি আছে দোষ?
হরের পূজায়, কি হরির অসন্তোষ?
এ অতি বিদ্বেষভাব তব!
ভীম। মহাদেব পিতা, মহেশ্বরী জগন্মাতা,
জানি আমি চিরদিন কৃষ্ণের বচনে।
কিন্তু মাতা,
মাতা পিতা হন কি বিরূপ পর সম,—
সন্তান না করিলে কামনা?
না চাহিতে স্তন দান করেছ জননি,
তদবধি জানি,
জগৎপিতা, জগন্মাতা দিবেন নিশ্চয়,—
শ্রেয় বস্তু আমার সংসারে যাহা হয়।
পর যেই সে করে কামনা;
পিতা মাতা প্রয়োজন আপনি জোগায়।
মাতা, আমি বুঝিতে না পারি,
ব্যোম্ ব্যোম্ রব করি মুখে,
বগল বাজায়ে, পূজি মহাদেবে,—
পুনঃ তার কামনা হৃদয়ে রহে!
কুন্তী। তবে কেন নাহি পূজ হেন মহাদেবে?
ভীম। পীতাম্বরে পূজি দিবানিশি,
দিগম্বর পান সেই পূজা।
হর-হরি এক আত্মা নাহি তার ভেদ।
মম মনে নাহি মাতা দ্বিধা,
দ্বিধা না করিব হরি-হর।
কুন্তী। রণজয় কামনা কি নাহিক তোমার?
ভীম। বাসনা সমষ্টিমাত্র মানব-জীবন।
হবে যবে বাসনাবর্জ্জন,—
সেই দিন দেহ নাহি রবে।
সে বাসনা—
পূরাতে সক্ষম বাঞ্ছাকল্পতরু শ্যাম!
তাঁর ইচ্ছা ফলে,—ইচ্ছা আমার বিফল।
কুন্তী। হয় যদি কামনা উদয়,
হরি যদি বাঞ্ছাকল্পতরু,
কি কারণ বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি কর,—
বাঞ্ছামত মাগি বর?
ভীম। আর্ত্ত যেই—সেই করে বরের প্রার্থনা।
ডাকে বিপদভঞ্জন বিপদে হইতে পার।
কিন্তু মহা সম্পদ আমার,
আমি বর কি হেতু মাগিব?
কুন্তী। সম্পদ তোমার?
হায় হায় কি কব অদৃষ্ট মোর!
ভীম। কারে কহ সম্পদ জননি?
ত্রিভুবন করিয়ে সহায়,
হরি কার হয় অরি?
কোন্ ক্ষত্র রথী হেন লভেছে সমর?
সম্মুখ-সমরে তনুক্ষয়—
ক্ষত্রিয়ের বিপদ সে নয়!
কর গো কল্পনা, মাতা আছে তো মরণ?
কর মা কল্পনা,—ভীম মরিবে কিরূপে?
সাগরে অরির ডরে পশি,—
কিম্বা রোগে, তাপে হীন দেহ বহি?
ধর্ম্মের কারণে,—রক্ষ দেব রণে,
হরির সম্মুখে হইব সমরশায়ী,—
বাঞ্ছনীয় মৃত্যু কি ভীমের ইহা হ'তে?
আসিবেন শঙ্কর সমরে,
পূজিব সে পদাম্বুজে হেরিব যখন।
কুন্তী। শিব সহ যুদ্ধ-সাধ!
ভীম। উচ্চ অরি সহ যুদ্ধ বীরের বাসনা।
কুন্তী। বিধাতা হইলে বাদী আছে কি উপায়!
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

কঞ্চুকী ও উর্ব্বশী

কঞ্চু। আচ্ছা—ঘুড়ীর বাচ্ছা ঘুড়ী ডাইনি বটে। যারে দেখে—তারে পায়, মেয়েমদ্দ বাছে না। অর্জ্জুনের সঙ্গে ফুস্ ফুস্ করে—ভদ্রাদেবীর সঙ্গে ফুস্ ফুস্ করে; রাজাকে ছেড়েছে, আমার হাড়ে বাতাস লেগেছে। এদের বুঝি বংশটা খেয়ে যায়! দিক্ না—বনের ঘুড়ী বনে ছেড়ে; রেতে মানুষ হয়,—ডালে উঠে বসবে এখন। (উর্ব্বশীকে দেখিয়া) কি ভাব্‌চে!—আর কি ভাব্‌বে—কার সর্ব্বনাশ কর্‌বে ঠাওরাচ্চে।

উর্ব্ব। এত দিনে পূরে নি কি ধাতার বাসনা!
হেরে দূরে মরীচিকা তৃষিত নয়ন;
ভাবিলাম অষ্টবজ্র হবে সম্মিলন,
দেবনরে সমর উদ্যোগে।
কিন্তু হায়!
দন্ডীরাজা চায় অর্পিতে আমায়,—
হবে তায় বিবাদভঞ্জন।
কিসে তবে শাপান্ত হইবে!
দুস্তরে কে নিস্তারে আমারে!
বিলাসিনী বামা, শিখি নাই ভজন সাধন;
শ্রীমধুসূদনে কেমনে ডাকিব!
শ্রীচরণ কেমনে পাইব!
ভ্রমিতাম তপোভঙ্গ করি;—
ধর্ম্ম পথে অরি,—মহাপাপে সহি মনস্তাপ!

কঞ্চু। বিজির বিজির ক'রে আজ রাত্‌টে বকো, কাল নয় পরশু, শিল মুখে ক'রে পালাতে হ'চ্চে। রাজার ঘাড় থেকে তোমায় ঝাড়িয়ে তাড়াচ্ছি।

উর্ব্ব। আমি না গেলে—তুই কেমন ক'রে তাড়াবি?

কঞ্চু। কি করে তাড়াব? তবে আর মিতে কি বলে দিলে? অম্বিকাদেবীর স্থানে অন্ধকারে তবে কি কর্‌তে গেলুম? তুই যেখানকার ডা'ন, সেখানে তোকে চালান না দিয়ে আমি আর নিশ্চিন্ত হচ্চি না।

উর্ব্ব। অম্বিকাদেবী কি বলেছেন?

কঞ্চু। সে দেখ্‌তে পাবি; যখন গাঙ্ পার হয়ে যাবি—তখন বুঝতে পার্‌বি।

উর্ব্ব। তুই কি আমায় তাড়াবার জন্য এসেছিস্?

কঞ্চু। তা নয় তো কি,—তুই ঘাড়ে চাপবি ঘাড় পেতে দিতে এসেছি?

উর্ব্ব। আচ্ছা,—আমি কে বল্ দেখি?

কঞ্চু। তোর কে কুলুচি দেখেছে বল! কোন্ শ্যাওড়াবনের কি হবি—আর কি!

উর্ব্ব। আমি অপ্সরী।

কঞ্চু। বটে!—তোরা কি মুখে করে যাস্ বল?—আমায় বাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। শিল, নোড়া, কোস্তা, ঝাঁটা—যা পছন্দ হয়,—যোগাড় করে রাখ্‌চি।

উর্ব্ব। তোদের রাজা কোথায়?

কঞ্চু। সে সন্ধান তোরে বলি! আমায় ন্যাকা পেলি আর কি। আচ্ছা তোর ঘোড়া রোগ হলো কেন?

উর্ব্ব। তুই ঠিক বলছিস্ আমায় তাড়াবি?

কঞ্চু। ঠিক। তোরে একটা ভাল কথা বলি, শেষটা কেন নাকাল হ'য়ে যাবি! দ্যাখ্, বোঝ্—তোকে যেতেই হবে। আমার মিতে যখন বলেছে,—তোরে যেতেই হবে। তুই তো শুধু ঘুড়ী হোস,—সে মাছ হয়, বরা হয় আরও কত কি হয়! তার সঙ্গে তুই পার্‌বি?

উর্ব্ব। হে ব্রাহ্মণ, শ্রীচরণ দেহ মোর শিরে,
কৃষ্ণ তব মিতা?
দুহিতায় এতদিনে পড়েছে কি মনে!
দ্বিজোত্তম, কর আশীর্ব্বাদ;
পূরে যেন সাধ—কর পার, অকূল পাথার!
ব'ল মিতারে তোমার,
যন্ত্রণা সহিতে আর নারি।

কঞ্চু। ও বাবা, এ যে মন্তর ঝাড়্‌ছে,—আমার বুক কেমন ক'চ্চে। আমার ঘাড়ে চাপবার যোগাড় ক'চ্চে না কি? না না, কথা ভাল নয়,—সরে পড়ি। [প্রস্থান।

উর্ব্ব। দীননাথ, একান্ত ভরসা তব;
অন্তর বিকল,—পল বহে বর্ষ সম।
দৈত্য-অরি দুস্তরে কান্ডারী,
দুর্গতি কর হে দূর।

সুভদ্রার প্রবেশ

কাঁপে প্রাণ সন্ধির প্রস্তাবে।
শুন চন্দ্রাননি,

দণ্ডী চায় যদুনাথে অর্পিতে আমায়;
হবে তায় রণ নিবারণ।
দুরন্ত সন্তাপে তবে কিসে পাব ত্রাণ?

সুভ। কর মাতা শোক সম্বরণ
দণ্ডী যদি চাহে তোমা করিতে অর্পণ,
তথাপি না ত্যজিব তোমারে।
কিবা ভয়? রহ অসংশয়,
দণ্ডীসনে দিছি আমি তোমারে আশ্রয়।

উর্ব্ব। শুন ভদ্রা, সংশয় উদয় হয় মনে,
শাপ মুক্তা হব অষ্টবজ্র দরশনে।
কিন্তু নারী আমি,
অষ্টবজ্র কেমনে দেখিব?
রণস্থলে কেমনে মা যাব?
মূর্চ্ছিতা হইব অস্ত্রনাদ শুনি কাণে।
শুন নাই বজ্রের ঝঙ্কার,
বজ্র বলি যেই শব্দ ধরায় প্রচার—
শতকোটী গর্জ্জন তাহার,
বৃত্রাসুরঘাতী বজ্র-ঝঙ্কারের সহ,
না হয় তুলনা!
অষ্টবজ্র না জানি কেমন!
না জানি কি গভীর গর্জ্জন—
নিয়ত উত্থিত তাহে।
ব্রহ্মশির নারায়ণ পাশুপত আদি,
মহা অস্ত্র বজ্র যাহে বারে,
গভীর ঝঙ্কারে কেমনে রহিব স্থির!
দিবসে বাধিবে রণ,
জান আমি দিবসে অশ্বিনী,
জ্বালাইতে অনুতাপ স্মৃতি মাত্র জাগে,
নহে অশ্ব সম প্রকৃতি সকলি।
রণস্থলে কিরূপে যাইব?
অষ্টবজ্র কেমনে হেরিব?
শাপ, মাতা, কিসে হবে বিমোচন!

সুভ। ঠাকুরাণি, দুশ্চিন্তা ক'র না অকারণ।
কৃষ্ণমাতা কাত্যায়নী তোমার সহায়।
আমি দাসী তাঁর, প্রসাদে তাঁহার,—
রণ-স্থলে আমি লয়ে যাব।
মিছে কেন ভাব? করেছেন ঈশানী উপায়।

উর্ব্ব। তব ভাষে, সুহাসিনি, অন্তর জুড়ায়।
কিন্তু ক্ষম মাতা,—তবু মনে না হয় প্রত্যয়,
নারী তুমি কেমনে যাইবে রণে?
শুনেছি মা, রণ কোলাহল,
দৈত্যদল আক্রমিলে স্বর্গপুরী।
উঠে শিহরি অন্তর, মনে হ'লে রণনাদ।
সামান্য গো নহে রণস্থল,
ঢাকি রবি শশী তারা,
দেখেছ মা, ঘোরতর বারি-বরিষণ,
দামিনী দলক, কঠোর নিনাদ-ধ্বনি,
সেই মত অস্ত্রধারা হয় বরিষণ।
ঘন ঘন অস্ত্রদীপ্তি চমকে আঁধারে।
পুনঃ পুনঃ কঠোর নিনাদ,
পুনঃ পুনঃ ঘোর অন্ধকার!

সুভ। ওই মত ধরণীতে হয় বহু রণ,
দেখিয়াছি ঐ মত অস্ত্র বরিষণ,
মহা অস্ত্র চমকে চপলা সম।
ওই মত অস্ত্রের নিনাদ,
শুনিয়াছি উদ্বাহের দিনে।
অশ্ব-রজ্জু সে সময়ে ছিল করে মম।
নিশ্চয় অশ্বিনী লয়ে যাব রণস্থলে।
তবু যদি সন্দ দূর না হয় সুন্দরি,
কৃষ্ণমাতা কাত্যায়নী কৃষ্ণ-অনুরোধে—
আবির্ভাব রণাঙ্গনা হইয়ে হৃদয়ে,
সুরেশ্বরী শক্তিদান করিবে আমায়।
দেব দৈত্য নর মাঝে নির্ভয়ে পশিব;—
করিব তোমারে সাথী করি অঙ্গীকার।

উর্ব্ব। কুলাঙ্গনা তুমি, নাহি পরদৃষ্টি সহে,
বিশেষতঃ পাণ্ডব আশ্রয়ে—
দেখেছি মা পাণ্ডবের কুলবধূ-রীতি।
স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতল আদি,
সমরে হইবে প্রতিবাদী
কেমনে মা পাণ্ডবঘরণী—
দিনমণি না স্পর্শে যাহারে,—
কুলাচার বর্জ্জিত ব্যভার,—
সমরে হইবে উপস্থিত?
কবে কিবা পতি, দেবর ভাসুর
বীরশ্রেষ্ঠ শ্বশুর ঠাকুর,—
প্রতিবাসী জ্ঞাতিগণে?
কহ গো কেমনে, রণস্থলে পশিবে মা তুমি?
আমা হেতু হবে কি গো কলঙ্কসঞ্চার?

সুভ। চিন্তা দূর কর ঠাকুরাণি!
তুমি মম কুলের জননী—
চন্দ্রবংশধর পুরূরবা-বিমোহিনী।
ঠাকুরাণি, যাব তব সাথে,—
লাজ কিবা তাতে?

দোষী কেবা করিবে আমায়?
পুত্রবধূ, কুলাঙ্গনা, অনুগামী সদা।
উর্ব্বশী। জিতেন্দ্রিয় পতির কথায়
শিখিয়াছ,—আমি কুলনারী।
কিন্তু মাতা লাজ পরিহরি,
পাপ ব্যক্ত করি মা তোমায়;—
স্বর্গে যবে হেরিনু অর্জ্জুনে,
পুরুরবা নারী আমি হ'নু বিস্মরণ,
বুঝ মাতা, সে লাজের কথা।
মন দিয়া শুন বৎসে, সন্দেহ কারণ,
হের শুভে আকাশ-নির্ম্মিত এই তনু,
নাহি কভু ক্ষয়;
কিন্তু ব্যোমকেশ
শূলাঘাতে করে ব্যোম নাশ,
সেই শূলী আগত সংগ্রামে!
যাহে হয় প্রলয় উদয়;—
হেন ত্রিশূল অনলে—
পরমাণু হবে পুনঃ তনু!
সুভ। যারে হেরি শিব শবময়,
ধূলায় লুটায়, রাঙ্গাপদ লয় হৃদিমাঝে!
সেই অম্বিকা সহায়, ত্র্যম্বকে কি ভয়?
অভয়-হৃদয়ে তুমি রহ সুকেশিনী।
দেখেছ পতাকা মম ঘরে,
রক্তিম পতাকা ওই দেবীর সিন্দূরে;
যে সিন্দূর কিঙ্করী,—
মাতার প্রসাদ, আনি দিল।
সিন্দূরে আরক্ত ধ্বজা পবনে উড়িবে,
উড়াইবে মহাঅস্ত্র যত,—ঝটিকায় তৃণ হেন।
শঙ্কা ত্যজ শশাঙ্ক-আননি!
বুঝি আসিছেন ভীষ্মদেব।
[উর্ব্বশীর প্রস্থান।
জ্ঞান হয় অনুরোধ অশ্বিনী কারণ।

ভীম ও ভীষ্মের প্রবেশ

ভীম। শুন মাতা, পিতামহ স্বরূপ কহিল,
তার যদি হয়ে থাকে মন,
কৃষ্ণে করে অশ্বিনী অর্পণ,—
বিবাদ তাহার হেতু আর কিসে বাদ?
রণ নাহি প্রয়োজন।
সুভ। হে আর্য্য!
মার্জ্জনা কর অবলা দাসীরে,
পিতামহ দেন হেন উপদেশ?
কব আমি অভিমন্যে,
পিতামহ হেতু চিতা করিতে প্রস্তুত!
ইচ্ছা মৃত্যু যদি,—তবু মৃত্যু নিকট উঁহার।
ভীষ্ম। নাতিনী হইয়ে কহ মোরে কটুবাণী!
ন্যায্য কথা! কেন দ্বন্দ্ব, কিবা প্রয়োজন?
ভাবে সুভদ্রা সুন্দরী, শঙ্কররে ডরি,—
করি আমি রণ পরিহার।
শুন বৃকোদর,
বহু অস্ত্র প্রভা আমি দেখেছি সমরে,
সত্য কহি,
ত্রিশূল-প্রভাব দেখিতে বড়ই সাধ,
কিন্তু দণ্ডী ঘটায় প্রমাদ, ঘুচায় বিবাদ।
নেতা-পদ দিয়াছ আমায়,
কহ কিরূপে করিব আমি অন্যায় আচার?
ভীম। শুন বীরবর ভারত-ঈশ্বর,
কুললক্ষ্মী ভদ্রা মাতা কুলরীতি জানে।
কুলরীতি কহে দেব কুলাঙ্গনাগণে;
ভদ্রা লজ্জাশীলা হইয়ে বিকলা,
মনোখেদে রুষ্টকথা কহিল তোমায়।
জিজ্ঞাসি মাতায়—তার অভিপ্রায়!
ভীষ্ম। বৃকোদর,
স্থূলবুদ্ধি কে বলে তোমারে?
অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি তব!
ভাল ভাল, বুঝি কুলরীতি,
কহে হৃদয় আমার, নিশ্চয় সমর শ্রেয়।
ভীম। শুন মাতা,
খুল্লতাত-বাণী যবে শ্রবণে পশিল,
উদয় হইল মনে, এক ঘায় নাশি পাতকীরে!
কিন্তু পুত্র সম্বোধন সাধিব করেছ তাহায়,
করিলাম রোষ সম্বরণ।
পুনঃ আচার্য্য-বচনে—
পিতামহ করেছেন স্থির,
সমরে নাহিক প্রয়োজন।
এ বচনে প্রথমতঃ উঠেছিল মনে,
সেই মত কহিলাম পিতামহে।
কবে ত্রিভুবন মিলি,
ভয়ে অনেক বুঝায়ে, বৃদ্ধ গঙ্গার নন্দন,—
করিবারে অশ্বিনী অর্পণ,—
উপদেশ দিয়াছেন অবন্তী-ঈশ্বরে।
বীরবাক্যে বীরশ্রেষ্ঠ বীর,
মধুর সম্ভাষে কহিল আমায়
"বৃকোদর, প্রাণ কি রে না চায় আমার,—

শংকরের সহ রণ।"
লজ্জা হ'ল বৃদ্ধের বচনে।
বুঝিলাম যার ধন—সেই করে সমর্পণ;
বাদী কেন হব, করে যদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ!

সুভ। ভারতবংশের রীতি শুনেছি যেমন,
আর্য্যগণসমীপে বর্ণিব সেই মত।
সূর্য্যবংশ প্রকট ত্রেতায়,
রামচন্দ্র সূর্য্যবংশধর,
একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিলা ধরায়।
চন্দ্রবংশ উদয় দ্বাপরে।
মহা-বংশোদ্ভূত পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণে,
করিল ভারত অধিকার।
ভরত হইতে নাম ভারতভূমির।
পররাজ্য ধন, বাহুবলে ক্ষত্রিয় গ্রহণ করে।
অন্যায় সমরে পিতামহ হরিতে গোধন—
মৎস্যরাজ্যে করিলেন আগমন।
দণ্ডী আছিল আশ্রয়ে, পেয়ে ভয়—
হয় যদি অরির আশ্রিত,
অশ্বিনী রতন তার রাজ-প্রয়োজন;
এ হেন রতন,—অনুমানি করিত অর্জ্জন,
বীর্য্যবান ভারতের রাজগণে,—
পরে নারায়ণে করিত অর্পণ,
নারায়ণ জানাইলে প্রয়োজন।
সাক্ষী তার পিতামহ ভারতপ্রবর,
সম্মুখ সমরে—অস্ত্রত্যাগ করাইল ভৃগুরামে;
পরে যথাবিধি করিলেন স্তুতি:
নাগ নর অমর প্রভৃতি
দেখেছিল ভারতবংশের রীতি।

ভীষ্ম। সত্য ভীম, ভারতবংশের এই রীতি।
বৃদ্ধ হয়েছি সম্প্রতি,
কহে পাছে উগ্র আজ প্রাচীন বয়সে,
সেই হেতু সন্ধি কথা আনি মুখে।
সত্য মম কুললক্ষ্মী দেছে উপদেশ!

ভীম। তবে রণ—রণ পিতামহ।
হে বীর কেশরী, পদে নিবেদন,—
ব্যূহ যবে করিবে স্থাপন,
হলধর-সম্মুখে স্থাপিও প্রভু মোরে।
শুনি বীর মহা বলধর,—
যাদব সেনার নেতা।
আক্রমিব চক্রধরে বিমুখি তাঁহারে।
কুললক্ষ্মী কুলদেবী মম!
ঘৃতস্রোত দানে যথা প্রবল অনল,
ক্ষণকাল হয় হীনবল—হইতে উজ্জ্বলতর,
সেইরূপ প্রজ্বলিত সমর-উৎসাহ;
সন্ধির প্রস্তাবে,
হয়েছিল হীনবল ক্ষণকাল তরে।

ভীষ্ম। শুন ভীম, নাহি আর কথার সময়,
মহাদেবী কুললক্ষ্মী মম;
জিনিয়া সমর,—
করিব অশ্বিনী দান কৃষ্ণের চরণে।
চল চল,—
সন্ধির প্রস্তাব শুনি নিরুৎসাহ সেনা,
চল বৃকোদর—বংশধর বংশের গৌরব,—
মিলাইলে শঙ্করে সমরে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম গর্ভাংক

বনপথ

দণ্ডী ও সুভদ্রা

দণ্ডী। মা গো,
যাদব বিরূপ মম দৈব বিড়ম্বনে,
কর্ম্মদোষে করিলাম বিপক্ষ পাণ্ডবে,—
ছিল ভাল গঙ্গাজলে তনু বিসর্জ্জন।

সুভ। বৎস,
শুনেছি সকল বিবরণ।
ঈর্য্যাবশে গিয়েছিলে কৃষ্ণের সদন।
কিন্তু তুমি ত্যজ ভয় মন,
পুত্র বলি দিয়েছি আশ্বাস,
কৃষ্ণকণ্ঠে যাবৎ রহিবে মম প্রাণ,
জেন' বৎস,—
নাহিক তোমার অকল্যাণ।
কিন্তু হায়, অকারণ
পার্থোপরে বিদ্বেষ তোমার।
জানিহ নিশ্চয়, জিতেন্দ্রিয় ধনঞ্জয়—
মাতৃজ্ঞান করে বীর উর্ব্বশী দেবীরে।

দণ্ডী। বৃথা মা করুণাময়ী কর গো ভর্ৎসনা!
জান না যন্ত্রণা,
হৃদি মাঝে জ্বলে তুষানল,
প্রতিদানহীন প্রেমাগুন।
ধূমাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক আমার—

হিতাহিত নাহিক বিচার,—
মরি মাতা পিশাচীর প্রেমের তৃষায়।

সুভ। ছিঃ ছিঃ,—
কেন মোহে কর আত্ম-বিসর্জ্জন!
যে নহে তোমার,—
কেন বার বার আকিঞ্চন তার?
বিবেক-আশ্রয়ে কর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,
অকারণ কেন জ্বল' বাসনা-তৃষায়?

দণ্ডী। মাতা,
সত্য করি নিবেদন পাদ-পদ্মে তব,
অনুতাপ-তাপে তৃষা হইয়াছে নাশ।
রাজার নন্দন, পিশাচী কারণ,—
পিতৃরাজ্য দি'ছি বিসর্জ্জন!
পতিপ্রাণা রমণী বঞ্চিয়ে,
আত্মজে ত্যজিয়ে—
হইলাম শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী।
প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞানে,—জাহ্নবী-জীবনে—
তনুত্যাগ সংকল্প করিনু।
শুন মাতা,
পাইলাম প্রতিদান কিবা।
কহে দুষ্টা যাইলে নিকটে—
শ্বাস-বায়ু বাজে তার কায়,—
ঘৃণায় সে ফিরিয়া না চায়,—
এ জ্বালায় কার মতি রহে স্থির?
মজিলাম প্রেতিনী আনিয়ে বন হ'তে!
সংশয় জীবন,—
শুনি বিবরণ, অর্জ্জুন বধিবে প্রাণ।

সুভ। অবগত নহ বৎস পাণ্ডব-চরিত।
কুৎসা কিবা ছার,
নারীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা করিয়ে,
হইলে শরণাগত,—রাখিত পাণ্ডব।
বংশধরে করিয়ে সংহার,
কেহ যদি মাগে পরিহার,
তখনি নিস্তার তার পাণ্ডবের করে।
কিন্তু কর দুরাশা বর্জ্জন,
ধরায় না ফুটে কভু স্বর্গের কুসুম!
উর্ব্বশী জননী, ইন্দ্র-সোহাগিনী,
ঋষি-শাপে ধরণীবাসিনী।
কর তুমি প্রেমের গরিমা?
ধরায় বাঁধিতে চাও ত্রিদিব-রঞ্জিনী!
জেন' বৎস,—প্রেম নয় স্বার্থপর,
আত্ম-ত্যাগ প্রেমের লক্ষণ,
মোহ মাত্র প্রেমের এ ভাণে।
যদি প্রেম হইত বিকাশ,
হেরি তার বদনে নিরাশ—
অশ্রুধার ঝরিত তোমার!
দুঃখ-ভার মোচন কারণ,
কায়মন করিতে অর্পণ।
পর-দুঃখে শিক্ষা কর আত্ম-বিসর্জ্জন,
ধন্য হবে মানব-জীবন,
আত্ম-ত্যাগী পায় মাত্র আনন্দ আস্বাদ,
নহে বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ,
পূরিত এই ধরা।
শুন দূর-সৈন্য-কোলাহল,
আসন্ন সমর,—
নাহি ভয়,—রহ স্থিরচিতে।
নাহি আর কথার সময়,—
বহু কার্য্য আছে মম।

[প্রস্থান।

দণ্ডী। জীবন-মমতা ধন্য, ধন্য রূপ-তৃষা,
ফুরা'ল সকলি, তবু আকাঙ্ক্ষা রহিল,—
হায় যদি উর্ব্বশী চাহিত ফিরে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

রণস্থল

ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির

যুধি। হের দূরে ভারত-প্রধান,
দেবসেনাগণে আগুয়ান পুনঃ রণে।
হের পুনঃ সাজায়ে বাহিনী,
ত্রিপুরারি অগ্রসর বৃষধ্বজ রথে;
শুন ঘন ঘন পিনাক-টঙ্কার,
বিদ্যুৎঝলার সম দেব-অস্ত্র ঝলে।
হের ঐরাবতে পুরন্দর চলে,
আক্রমিতে দুর্য্যোধনে।
শক্তিধর লক্ষ্য করি আসে ধনঞ্জয়ে।
ভীম-গদাধর যক্ষের ঈশ্বর,
যক্ষবল বলে,—
ধায় দ্রুত পাঞ্চালে করিতে আক্রমণ।
আসে তূর্ণ দানবীয় সেনা
বিরাটের বলচূর্ণ হেতু।
হের বিভীষণ, অনল সমান রোষে,—
রক্ষগণে করে উত্তেজনা,

ঘটোৎকচ নাশ হেতু।
কৃষ্ণ-হলধর, প্রদ্যুম্ন প্রখর,—
যদুগণে উৎসাহ প্রদানে,
ভীমসেনে লক্ষ্য করি।
পবন শমন বরুণ তপন
বিরিঞ্চি অনল মহাবল,
সহ নিজ দল বল,—
চলে বামপাশে বেড়িতে বাহিনী।
আসে অরি প্রলয়-প্লাবন!

ভীষ্ম। শুন যুধিষ্ঠির,
হও স্থির,
পুনঃ দেবসেনা, মুহূর্ত্তে ফেরাব।
অস্ত্র ধনু বশিষ্ঠ দানিল,
ভুবন বুঝিল তার বল:
হের ধনু কোদণ্ড সমান,
মূর্ত্তিমান মহাবাণ তূণে;
বারিব শঙ্করে, অসুরে অমরে,
যাদব-গৌরব লাঘব করিব রণে।
ক্ষত্র অস্ত্রধর, হও অগ্রসর,
আসন্ন সমর পুনঃ।
দল পুনঃ দেব-দৈত্যদলে,—
বাহুবলে প্রভুত্ব স্থাপহ ভূমণ্ডলে!
ধাও বীর, বিরিঞ্চিরে কর নিবারণ,
রুধি আমি কৈলাসীয় ঠাট।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ

দুর্য্যো। হের সখা একেশ্বর বৃকোদর
চূর্ণ করে যাদব-বাহিনী।
পুরন্দরে সত্বরে আক্রমি আমি।
শমনে দমিছে অশ্বত্থামা,—
রোধ' বীর অন্য দেবগণে।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

কর্ণ। নির্লজ্জ এ দেবসেনাগণ,
সমরে না রহে স্থির,
দেখি পুনঃ কি সাহসে আসে।

[প্রস্থান।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। হে অর্জ্জুন, শক্তিধরে নিবার সত্বরে,—
হের শিখী'পরে ধায় তারকারি,
শঙ্করের সাহায্য কারণে,
আক্রমিতে পিতামহে।
ধন্য ধন্য ভারত-প্রবর,—
খরতর অস্ত্রের নির্ঝর,
ঢাকিতেছে ত্রিপুরারি;—
রজত ভূধর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছাদিত যেন।
সহদেব নকুল সুমতি,
ধাও দ্রুতগতি,
পুরন্দরে সাহায্য প্রদানে
পশে রণে অশ্বিনীকুমার;
ধাও দ্রুতগতি দেবদর্প কর চূর!
ঘটোৎকচ,—হের কি কৌতুক,
দর্প করে রক্ষ-সেনাগণে,
কতক্ষণ সহ বীর!
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্ট দৈত্যদলে—
অভয় হৃদয়ে সৈন্যাধ্যক্ষচয়,—
দেহ হানা—দেবসেনা এখনি ভাঙ্গিব।
রহ রহ যক্ষের ঈশ্বর,
হুঙ্কার ঘুচাই তব।

[প্রস্থান।

দ্রোণের প্রবেশ

দ্রোণ। যুঝে অশ্বত্থামা মৃত্যুনাথ সনে,
কৃপাচার্য্য, শীঘ্র পশ' সাহায্যে তাহার।

[প্রস্থান।

ভীষ্মের পুনঃ প্রবেশ

ভীষ্ম। নেহার অর্জ্জুন, একা বৃকোদর—
পশিয়াছে বিপক্ষবাহিনী ভেদি।
অনল উথাল ছাড় অস্ত্রজাল,
বিন্ধ শীঘ্র বিপক্ষবাহিনী।
ধন্য বৃকোদর,—ধন্য গদাধর;
একা রোধে শত যোধে।
এস রথীবৃন্দ দ্বন্দ্ব করি অবসান,
বলবান্ শত্রু পরাজয়ি।

[প্রস্থান।

উভয়দিক হইতে ভীম ও বলরামের প্রবেশ

বল। কোথা যাও, রণ মোরে দেহ বৃকোদর,—
হলের ফলকে পাঠাইব ছায়ালোকে।
কর দুষ্ট যাদবে চালন,—
হেন স্পর্দ্ধা হীন জন হ'য়ে?

ভীম। হলধর, কেমনে কহিলে কহ হীন জন?
যাদব-বিক্রম পঞ্চবার পরীক্ষিত রণে!

শস্য জন্মে হলের ফলক সঞ্চালনে,—
বীরদেহে নাহি পশে।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। ভীমে বাঁধি বধহ পান্ডবে।
ভীম। ডাক হরি, আর কেবা সহায় তোমার!
দেখ চেয়ে ফিরে নাহি চায়,
শৃগালের প্রায়, পলায় স্বপক্ষীয় বীরগণ!
[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ভীষ্ম ও মহাদেবের প্রবেশ

মহা। নির্ম্মূল করিব ক্ষত্রকুল।
ভীষ্ম। কৃত্তিবাস, করিয়াছ বিক্রম প্রকাশ,—
কর পুনঃ যথা অভিলাষ দেব!
[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

ইন্দ্র। বিনাশিব পান্ডবে এখনি।
অর্জ্জুন। ত্রিদিব-ঈশ্বর,
বিফল গর্জ্জনে পান্ডব না পাবে ডর।
[যুদ্ধ করিতে করিতে বীরগণের
প্রবেশ ও প্রস্থান।

বলরাম ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

বল। হে প্রদ্যুম্ন, কেন মোরে বার—
বৃকোদর বধুক আমায়,—
ঘুচুক দারুণ জ্বালা!
গোবিন্দ অনন্ত বলি করে ব্যাখ্যা মম;
পরাক্রম বিদিত হইল
ভীমসেন বারে মোরে।
ধিক্ ধিক্ শতধিক এ জীবনে,—
ধিক্ হলধর নামে,—
সংগ্রামে সামান্য নরে করে পরাজয়!
ছেদি বাহু অগ্নি-কুন্ডে প্রদানি আহুতি,
তুষানলে ত্যজি হেয় প্রাণ—
তবে জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ!
জিনে মোরে কুন্তীর নন্দন,
বৃথা প্রাণ ধরি, ত্যজ সম্বরারি,—
ছিঃ ছিঃ—কেন মাতৃ-গর্ভে না হ'ল মরণ!
ভুবন হেরিল—গৌরব টুটিল,
পরাজিল—পরাজিল বার বার।
প্রদ্যু। শুন শুন বীর অবতার,
কুক্ষণে যাদবসেনা রণে আগুসার,
কব দেব কি অধিক আর,—
বার বার সুতপুত্র করে পরাজয়!
হেরি দেব দুর্দ্দিন উদয়—
না জানি কি মায়ার প্রভাবে—
প্রবল ভারতবংশ যাদব-সংগ্রামে।
কৃষ্ণসনে করিয়া যুকতি,
কর রথী যে হয় বিহিত।
রণে যাওয়া নহে তো উচিত,
জরজর কলেবর তব;—
দাসে ভিক্ষা দেহ দেব, যেও না সমরে।
বল। শুন কথা প্রদ্যুম্ন নিশ্চিত,
গোবিন্দ পান্ডবগণে প্রীত,—
এ সকল তাহারি কৌশল দেখি;
প্রাণ দিব তাহারি সম্মুখে,—
বার বার অপমান পান্ডবের হাতে!
[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকীর প্রবেশ

সাত্য। চক্রধর, হের দেব অদ্ভুত সমর,—
দেব রক্ষ যক্ষের ঈশ্বর,
পুনঃ ভঙ্গীয়ান হের বিপক্ষ-বিক্রমে!
হলধর অশক্ত সমরে,
উদাস তোমারে হেরি হরি!
এ তত্ত্ব বুঝিতে কিছু নারি,
কার বলে বলীয়ান অরি,—
শমনে সমরে বারে!
হের দেব, ধুমহীন অগ্নির সমান,—
দ্রোণ বীর্য্যবান,
ত্যজে অস্ত্র, প্রদীপ্ত সংসার তেজে।
আশ্চর্য্য কথন,—গঙ্গাধরে গঙ্গার নন্দন
নিবারণ করে অনায়াসে।
শুন পুনঃ পুনঃ গান্ডীব ঝঙ্কার,
স্বপক্ষ আকুল মহারণে।
জিনি শত পবন-হুঙ্কার,
পর্ব্বত আকার গদা করিছে ঝঙ্কার,—
বৃকোদর সঞ্চালনে।
রামশিষ্য কর্ণ মহাশূর, দর্প করে চূর!—
হের ঐরাবত ফেরে কৌরবপতির গদা ঘায়।
বিরিঞ্চি সমরে নহে স্থির—
খন্ড তনু যুধিষ্ঠির শরে!
পরাজয় নিশ্চয় নেহারি।
করহ উপায়—

নহে যায় যায়, হয় সর্ব্বনাশ;
বীরগণ হতাশ গণিছে!
কৃষ্ণ। যাও তুমি সত্বর সাত্যকি;
নমস্কার দেহ মম শঙ্কর-চরণে,
কহ দেবদেবে এ আহবে ধরিতে ত্রিশূল,
বিরিঞ্চিরে লইবারে কমণ্ডলু,
ইন্দ্রে কহ,
বজ্র লয়ে করে সংহারে বিপক্ষদলে,
মহাপাশ ধরুন বরুণ,
শক্তিধরে শক্তি লইবারে কহ,
কহ মৃত্যুনাথে
দন্ড হাতে অরাতি নাশিতে,
আমি চক্র করিব ধারণ,—
রিপুকুল করিতে নিধন।
আগত যামিনী,
তাহে যেন কেহ নাহি রণে দেয় ক্ষমা।
দিবানিশি করিব সমর,
রিপুক্ষয় যদবধি নাহি হয়।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাংক

শিবির-অভ্যন্তর

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, কৃষ্ণ, কার্ত্তিক ও দেবসৈন্যগণ

ব্রহ্মা। সৃষ্টিনাশ কর কৃত্তিবাস,—
ধরি শূল নির্ম্মূল করহ ক্ষত্র-কুল!
অপমান প্রাণে নাহি সহে!
দাবানল সম হৃদি দহে,
অমরে জিনিল নরে!
ত্রিপুরারি, তারকারি, মুরারিচালিত—
দেবসেনা সাগরতরঙ্গ সম,
বিমুখিল কৌরব পান্ডব।
বজ্র করে ধর বজ্রধর,
মহাপাশ নিক্ষেপ বরুণ,
লোকহর দন্ডধর—ধর প্রহরণ,
ভস্ম হোক ভীষ্ম, অদ্ভুত রহস্য—
স্থান নাই লজ্জা রাখিবার!
মহা। কার বলে বলী আজ নর,—
কহ মুরহর,
কি মায়া-আচ্ছন্ন দেবসেনা?
যোগ-দৃষ্টি আচ্ছন্ন আমার,
নর-অস্ত্রে বিকল শরীর।

কৃষ্ণ। দেবদেব, এই সে মন্ত্রণা,
উপায় নাহিক ইহা বিনা,—
মহা অস্ত্র নিক্ষেপ উচিত!
হিতাহিত কি আর বিচার,
যায় সৃষ্টি যাক ছারখার—
পরিহার মানিতে নারিব,
বধিব দুর্ম্মদ অরি।
মহা। ইহা বিনা উপায় নাহিক দেবসেনা,
ধর নিজ প্রহরণ, প্রবেশ সমরে।
দেব-সে। জয় জয় মহাদেব পিনাকী ত্রিশূলী,
দলি শত্রু চল রণ-স্থলে।
ইন্দ্র। দেব দিগম্বর, করি যোড়কর—
নিবেদন জানাই চরণে;—
খান্ডবদাহনে,
ব্যর্থ বজ্র পান্ডবের রণে;
সে সময়ে পাশদন্ড আদি প্রহরণ,
নিস্তেজ অর্জ্জুন শরে!
ভাবি তাই পাছে লজ্জা পাই—
মহা অস্ত্র ধরি পুনঃ।
বিশেষতঃ বুঝ দিগম্বর,
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা অমরসংসারে;
অশ্বত্থামা শুনিলে মরণ,
তবে হবে দ্রোণের পতন;
ইচ্ছামৃত্যু গঙ্গার নন্দন।
নাহি হবে পান্ডব-নিধন, ব্যাসের বচন,—
ব্যাস নারায়ণ—দেবদেব, কহ তুমি বার বার।
তবে হে সংহারকারি—হে ত্রিশূলধারি,—
তবে অস্ত্রত্যাগে কহ কিবা ফল?
হবে মাত্র দানব প্রবল,—
সগত বজ্র ব্যর্থ হেরি রণে।
কৃষ্ণ। চক্র মম ব্যর্থ কভু নয়,
লোকক্ষয় শূলে নহে বিফল ত্রিকালে।
কার্ত্তি। দেব ত্রিলোচন, পদে নিবেদন,—
হেন রঙ্গ কভু না নেহারি,
রহে মৃত্তিকায় মৃত্তিকার কায়,
মহা অস্ত্র দেহে নাহি পশে।
গান্ডীব ঝঙ্কারে বধির শ্রবণ;
অবশ্য রয়েছে কোন নিগূঢ় কারণ।
নরে করে ভুবন বিজয়,
হেন অসম্ভব কিসে হইল সম্ভব!
পঞ্চানন পরাভব রণে।
জ্ঞান হয়, মায়ের প্রভায় ঘটে হেন অঘটন।

মহা। যেবা হয় শূলক্ষেপ করিব নিশ্চয়,
দেখি, কে সহে প্রভাব তার?
চল,—চল অমরমণ্ডল,
গর্ব্বিত ভারতবংশ ধ্বংস করি রণে।
দেব-সে। জয় জয় ত্রিপুরারি!
[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

ভীম ও দ্রৌপদী

ভীম। শুন সুকেশিনি,
কেন তুমি হও অভিমানী?
সহদেব নকুল দুর্ব্বার,
পরাজিয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে—
পুরন্দরে বিমুখি সমরে,
রক্ষিয়াছে দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন হয় নি নিধন,
গদাঘাতে করেছি বারণ—
দেব-অস্ত্রাঘাত তার প্রতি।
জিয়ে সে দুর্ম্মতি শত ভাই দুর্য্যোধন!
অদ্ভুত এ ভুজদ্বয় বলে;
ধৃতরাষ্ট্র বংশধর রয়েছে কুশলে—
রণস্থলে গদা-ঘায় হইতে নিধন।
ত্যজ শোক মন,—তব প্রতিজ্ঞাপূরণ,
এলোকেশী বেণীর বন্ধন,—
হবে সাধ্বী কৃষ্ণসখাগুণে।
গদা ধরি রক্ষা করি কৌরবের দল,
কেশব সহায় তায়!
তাঁরি পদধ্যানে,—
শব সম হেরি দেবী বিপক্ষবাহিনী।
দ্রৌপ। শুন বীরমণি, নহি অভিমানী,
দুঃশাসন-বক্ষ-রক্ত করিব দর্শন,
নহে মম পণ,
প্রতিজ্ঞা তোমার বীরেশ্বর!
পাণ্ডব-ঘরণী, এলায়েছে বেণী,—
পুনঃ বেণী করিব বন্ধন,
দুঃশাসন পড়িলে সমরে।
কিন্তু তার বধভার নহে ত আমার,—
প্রতিজ্ঞা তোমার।
কি তোমারে কব মন-খেদ,—
সুভদ্রার সনে কথা কয়ে,
গেল পার্থ সমরে সাজিয়ে,
না আসিল মম অন্তঃপুরে।
হয় তাই মনে—বুঝি পাণ্ডুপুত্রগণে,
সভাস্থলে অপমান না সহিল,
বুঝি মনে মনে সকলে ভাবিল,
পঞ্চ স্বামী বেশ্যা-মধ্যে গণ্য তার!
ভীম। শুন দেবি, যুধিষ্ঠির তব স্বামী,—
কটুবাণী কেন কহ দ্রুপদনন্দিনি!
তুমি রাজ্যেশ্বরী,
তব অপমান করিয়াছে কৌরব-প্রধান,
প্রতিদানে পাণ্ডব বিমুখ,—
কেন হেন মনে দেহ স্থান?
শুন সতি, এ ঘোর সমরে,
লক্ষ্য ছিল কৌরবের শত ভ্রাতা প্রতি;
রক্ষিতে সবায়,—
হের অস্ত্রঘায় খণ্ড খণ্ড তনু মম।
রণজয় হইবে নিশ্চয়।
অনিবার্য্য কৌরব পাণ্ডবে রণ;
কেন সতি হতেছ বিমন?
সতীর সম্মান—রাখিবেন ভগবান।
দ্রৌপ। বৃকোদর,
তব উপরোধে সহি মাত্র তাপ-ভার।
ভীম। আক্রমণে আসে পুনঃ অরি।
শুন গভীর গর্জ্জন—
বীরাঙ্গনা, শুন পুনঃ গভীর গর্জ্জন,
উপস্থিত রণ।
দ্রৌপ। মম পণ—অর্পিত তোমার পায়।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

ভীষ্ম ও জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। ভীষ্মদেব,
রণে পুনঃ সজ্জিত অমর।
ভীষ্ম। বুঝেছি লক্ষণে—
অভিমানে স্তব্ধ দেবদল—
ফিরে নাই ত্রিদিব-আলয়।
অনিবার্য্য নিশা-রণ;
পার যদি আন কিবা অন্য সমাচার।
[দূতের প্রস্থান।

ভীমের প্রবেশ

আসন্ন সমর,
কোথা তুমি ছিলে বৃকোদর?
ভেবেছ কি পরাজিত অসুরারি অরি—
ফিরে যাবে আপন আলয়ে?
সেনাপতি শঙ্কর আপনি।
যাও, কর উৎসাহিত সেনানিচয়,
সহজে কি দেবসেনা চায় পরাজয়?
অসুরারি দল কিরে ফিরে বৃকোদর—
সমরে মানিয়ে পরাজয়?
যাও ভীম, নিশা-রণ জানিহ নিশ্চয়,—
উত্তেজিত কর ক্লান্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণে।

ভীম। যাই দেব, বীরশ্রেষ্ঠ পিতামহ,—
অপরাধ করহ মার্জ্জনা।

[ভীমের প্রস্থান।

ভীষ্ম। রহ সবে সতর্ক প্রস্তুত,—
নিশায় বাধিবে রণ পুনঃ।
দৃঢ় প্রহরণে রহ সাবধানে,
যুদ্ধে অরি পুনঃ বিমুখিব!
মৃত্যু নাই অসুরারি দলে—
জিয়ে তাই দারুণ প্রহারে!
শক্তিহীন জরজর কলেবর সবে।
নাগ, রক্ষ, দানবীয় চমু,
পলায়েছে নিজ স্থানে।
লজ্জা-ডরে, যাদব না ফিরে ঘরে,
আছে মাত্র যাদব, অমর,
পরাভূত অন্য শত্রু যত!

অর্জ্জুন ও দ্রোণের প্রবেশ

অর্জ্জুন। শুনি দেব, দেবসেনা করেছে মন্ত্রণা,
শূল আদি সপ্ত বজ্র চালিবে সমরে।
হের আর্য্য, পাশুপত অস্ত্র গর্জ্জে তূণে,
দে'ছেন পার্ব্বতীনাথ এ দাসে কৃপায়;
শূল তায় পাবে পরাজয়
শুনেছি শ্রীমুখে তাঁর।
অস্ত্রের অভাবে বিফল হইবে—
দেবের অমৃত পান।
ধরি অস্ত্র, যা হবার হবে,
পৃষ্ঠ কেন দিব রণে?

ভীষ্ম। পৃষ্ঠ দিব রণে?
শুন ধনঞ্জয়, কভু কি এ হয়,—
ধনু করে অরাতি দেখিবে পৃষ্ঠদেশ;
মহা অস্ত্র অবশ্য ত্যজিব,
সপ্তবজ্র ভস্মসাৎ করিব পলকে।
শ্রীরামের শিক্ষাদাতা বশিষ্ঠ ধীমান্,
করেছেন ধনুর্ব্বাণ দান,
কোটী বজ্র তূণে আছে মম।
সত্য কিম্বা মিথ্যা কহে বৃদ্ধ পিতামহ,
পথিকের প্রায় বীর দাঁড়ায়ে দেখহ;—
একা রথে নিবারি অমরে!

দ্রোণ। বীরবর,
আমি জানি একা তুমি সক্ষম সমরে!
কিন্তু বীর, অন্য ধনুর্দ্ধরে, মহা অস্ত্র ধরে,
অব্যর্থ অমর প্রহরণ, ব্যর্থ হয় যার তেজে!
ব্রহ্মশির অশ্বত্থামা ধরে,
ব্রহ্মার নাহিক তাহে ত্রাণ;
ভগদত্ত নরক-নন্দন,
রাখে সে বৈষ্ণব অস্ত্র অব্যর্থ বিশিখ;
ধরে গদা যুধামন্যু বীর,
অস্ত্রধারী অরির নিস্তার নাহি তায়!
রামশিষ্য কর্ণ মতিমান্,
মহা-অস্ত্র রাম কৈল দান,—
সে শরে সম্বরে কে সংসারে;
গুরুর কৃপায়—অস্ত্র মম আছে তূণে।
আজ্ঞা তুমি দেহ বীরবর,
নহে নিশ্বাস ছাড়িবে যত ক্ষত্র অস্ত্রধর,
মহা রণে যদি নাহি মিশে।
বীরবৃন্দে ধনুর্দ্ধর বলহ সত্বর,
দৃঢ় প্রহরণে—আক্রমণে হোক্ অগ্রসর।

ভীষ্ম। যথা কথা কহেছ সুমতি।
বৃহস্পতি বুদ্ধির প্রভায়!
শীঘ্র যাও—রথীবৃন্দে কহ মহামতি,
আগুবাড়ি থানা দিতে রণে।
এস—সৈন্য সাজাই অর্জ্জুন!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বনপথ

উর্ব্বশী ও সুভদ্রা

উর্ব্ব। ছিনু তুরঙ্গিণী,
রণবার্ত্তা কিছুই না জানি,
সুলোচনা, কর মা বর্ণনা—
কি হ'ল সমরে আজি?

আইল শর্ব্বরী, কেন কৃশোদরী,
শুনি তব সৈন্য কোলাহল?
বীরকণ্ঠে শুন বালা সৈন্য-উত্তেজনা,
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা,
কম্পে ধরা রথগ্রাম সঞ্চালনে।
সংগ্রাম কি বাধিবে নিশায়?

সুভ। লোকমুখে এই মাত্র শুনি সমাচার,
পাঁচ বার পরাভব দেব-অনীকিনী।
বার্ত্তা শুনি, পুনঃ আক্রমিবে—
না জানি কি হবে,—
মর নয় অমর অরাতি!

উর্ব্ব। অগ্নিশিখা প্রায়,
অস্ত্র-দীপ্তি নেহার গগনে—
ঘোরনিশা প্রদীপ্ত আভায়!
জ্ঞান হয় দূরে হেরি অসুরারি দল,
যেন সমুদ্র-কল্লোল,—
সপ্ত বজ্র বুঝি মিলিয়াছে সুবদনি;—
রিপুধ্বংশ-সংকল্পে ধরেছে দেবগণ!

সুভ। সত্য তুমি বলেছ সুন্দরি,—
সত্য তব অনুমান।
গর্জ্জে অস্ত্র, আভা উঠে ব্যোমদেশে,
এ সময় কোথা মা অম্বিকে,
আশ্রিত-পালিকে—
এস এস, হও হৃদে অধিষ্ঠান!
বিশ্বকর্ত্রী শক্তিরূপা তেজের আকর,
নিজ তেজে তেজোময়ী কর দুহিতায়।
উর দেবি, উর মহেশ্বরি,—
উর মা শঙ্করি,
চন্দ্রচূড়া ব্যোমকেশি,
উর মাতা চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডবিঘাতিনি,
শুম্ভ-হন্ত্রী, নিশুম্ভনাশিনি,
মহিষমর্দ্দিনি উর!
উর ভয়ঙ্করি, সংহাররূপিণি,
ত্র্যম্বকত্রাসিনি,
মহাবিদ্যা উর করালিনি!
এস জগন্মাতা,—ডাকিছে দুহিতা—
এস সতি সতীর আশ্রয়ে।
চল, চল,—চল মা উর্ব্বশী,
চল রণে পশি,
এস এস অষ্টবজ্র করিতে দর্শন;—
নাহি ভয়, চল সাথে নির্ভয় হৃদয়!
এস পাছে লক্ষ্য রাখি পতাকায়।
আদ্যাশক্তি-শক্তিপূর্ণা আমি তাঁর দাসী;
এস, হের স্বচক্ষে রূপসি,—
মার তেজে তেজস্বিনী নন্দিনী কেমন!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

দেব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের
পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান

মহা। মেনে লও পরাজয় গঙ্গার তনয়!

ভীষ্ম। গঙ্গাধর, করহ মার্জ্জনা,
রাখিতে নারিব আজ্ঞা তব!
মেগে লব পরাজয় ক্ষত্রপুত্র হয়ে,—
হেন দীক্ষা নাহি মম গুরুর প্রসাদে!

মহা। ত্যজি শূল, কি কহ মুরারি?

কৃষ্ণ। অজ্ঞান ক্ষত্রিয়গণ শুন, শূলপাণি,
বুঝাইয়ে কহি পুনঃ,—
শুন শুন ক্ষত্রিয়-মণ্ডল,
অকারণ নাহি কর বল,
প্রবল অমর-তেজ বারিতে নারিবে;
ভস্ম হবে মহা প্রহরণে!
মাগি ক্ষমা ফেরহ কুশলে।

ভীষ্ম। চক্রধর, বার বার দেখায়েছ ডর,
ফল তাহে ফলে নি মুরারি।
ধর্ম্মবলে ক্ষত্রকুল বলী,
দেবদলে দলি দেখাইবে ধর্ম্মের প্রভাব!
হান ত্বরা শূল চক্র আছে যা সম্বল।

মহা। হান অস্ত্র, হয় হ'ক, বিশ্বের সংহার!

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভ। সম্বর সম্বর শূলপাণি,—
মহেশ্বরী মহিমা বুঝিয়ে।
হের পতাকা দাসীর করে,
রক্তবর্ণ দেবীর সিন্দূরে,—
অস্ত্রপ্রভা করেছে হরণ;
যষ্টি সম নিস্তেজ এখন।
প্রভাময়ী সিন্দূর আভায়—
হরিয়াছে প্রভা তার।
দণ্ডধর, দণ্ডে নাহি বল,
শক্তিহীন-শক্তি শক্তিধারী,
হের হরি, চক্র তব আভাহীন!

মহা। কে ভীষণা, কে গো রণাঙ্গনা,
শূলধর শঙ্কর সম্মুখে রহ?
তত্ত্ব এ তো নহে সাধারণ;
দেখ বিধি, যার বিধি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—
সেই মহাশক্তির প্রভাব।
হের অট্টহাস,—দিক সুপ্রকাশ,
রণে আসে কপালমালিনী!
শুন খড়্গ গর্জ্জে ঘন ঘন—
মৈষাসুরে নিধনে যেমন!
তাথেই তাথেই নৃত্য ধেই ধেই,
ঘোর রোলে ডাকিনী যোগিনী নাচে!
গন্ডগোল—শুন ঘোর রোল,—
মাভৈঃ মাভৈঃ—দূর-ধ্বনি!
হের পতাকা মোহিনী,
মহাশক্তি-অংশে বীরনারী
করে ধরি স্থিরা রণস্থলে!
রণে ক্ষমা দেহ দেবগণ।
ভীষ্ম। অস্ত্র সম্বরণ কর ক্ষত্রিয় সকল,
রণ-ভূমে আসে ভীমা রুধিরদশনা
রক্তবীজ-বিনাশিনী!
হের ঊষা হীনপ্রভা চরণ-আভায়!
ডাক মায়,—"জয় জগজ্জননি"!
সকলে। "জয় জয় জগজ্জননি!"

পট-পরিবর্ত্তন

যোগিনীর সহিত কালীর আবির্ভাব

যোগিনীগণের গীত

হিলি হিলি হিলি হিলি
কিলি কিলি কিলি কিলি
পিব রুধিরধার।
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ কপালে খেলা,
পরি নরশির-হার॥
নরকর সারি কিঙ্কিণী পরি,
লগনা মগনা রণকেলি করি,
হুঙ্কার ঘোর দিশা বিভোর গভীর তান,
হান হান হান হান হান,
মাতঙ্গিনী রণরঙ্গিণী সমরে বিহরে,
অরিদলনী পদভার।

সকলে। জয় জয় জগন্মাতা!
সুভ। শাপ মুক্ত,—কর অষ্টবজ্র দরশন!

দন্ডীর সহিত কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চু। মিতে, এই তোর মা? বাঃ বাঃ মিতে, কি তোর মা রে! জয় মা, আমার মিতের মা! (উর্ব্বশীর প্রতি) কেমন বৌটি, এবার গাঙ্ পারে যা,—আমার মিতে তেমন মিতে নয়। মিতে, রাজাটাকে পায়ে রাখিস্, ওর উপর রাগিস্ নে।

কৃষ্ণ। তা কি হয় মিতে! তুমি যার অভয়-দাতা তার কিসের ভয়? শাপ মুক্ত উর্ব্বশী,—দ্বন্দ্ব কিবা আর!

মহা। চক্রি, চক্র সকলি তোমার!
ভক্তাধীন, পান্ডবের বাড়ালে গৌরব—
পরাভবি পিনাকধারীরে!
ইথে কৃষ্ণ আনন্দ অপার,—
কৃষ্ণপ্রেমে পরাজয় মম।
কৃষ্ণ। জিজ্ঞাস মায়েরে শূলপাণি;
লীলা মার;—
আমি মাত্র লীলার আধার!
ভীষ্ম। মহেশ্বর,
ক্ষত্রিয় সেনার আমি নেতা;
সবার কারণে,—
মাগি আমি মার্জ্জনা চরণে।
মহা। গঙ্গার নন্দন,
ক্ষত্রগণ নিজ ধর্ম্ম করেছে পালন।
ধর্ম্মরাজ,
হোক্ ধর্ম্ম পঞ্চভ্রাতা সাথী।
বৃকোদর, নাহি ভবে তোমার সোসর;
উমা আশ্রিতপালিনী—
সদয়া তোমার প্রতি।
মহাশক্তি অংশে জন্ম তব ভদ্র মাতা,
পূজা তব প্রিয় অম্বিকার;
বীরাঙ্গনা,
রণাঙ্গনা অতি প্রীত আশ্রিতরক্ষণে।
উর্ব্ব। নমস্তে কালিকে করালবদনী।
তারা বাঘাম্বরা বিভূষণা-ফণি॥
নমস্তে ষোড়শী পঞ্চ প্রেতাসনা।
ভুবন-ঈশ্বরী আরক্ত বরণা॥
ভৈরবত্রাসিনী ভৈরবী নমস্তে।
রুধির-দশনা নমঃ ছিন্নমস্তে॥
ভীমা ধূমাবতী ধূর্জ্জটি-গ্রাসিনী।
বগলা, অসুরে মুদ্গরে নাশিনী॥

মাতঙ্গী শ্যামাঙ্গী নমঃ রক্তাম্বরা।
নমঃ মহালক্ষ্মী শিরে সুধা ঝরা॥
নমঃ মহাবিদ্যা অবিদ্যাবারিণী।
কেশব-জননী তার' নিস্তারিণী॥

গীত

কৃষ্ণমাতা কাত্যায়নী নকুল-কুল-কামিনী
নিবিড় নীরদ নিরুপমা বামা
নব-নিশাকর-ভালিনী
গোপিনীগণ শ্যামসোহিনী,
পূজি তোমা মৃগ-ইন্দ্র-বাহিনী;
নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা উমেশ আসনা,
পূরিল হৃদয়-বাসনা,
চরণঅরুণকিরণ পরশে হরণ দুঃখযামিনী॥

(সুভদ্রার প্রতি) বৎসে,—
শাপমুক্ত তোমার প্রসাদে।
(দণ্ডীর প্রতি) দণ্ডীরাজ,
বহু যত্ন করেছ দাসীরে; যাই নিজালয়,—
মহাশয়, নিজগুণে কর হে মাৰ্জ্জনা।

নারদ ও দুর্ব্বাসার প্রবেশ

দুর্ব্বা। শাপ দিয়ে পাইয়াছি বহু মনস্তাপ,
ক্ষম গো জননি!
উর্ব্ব। শাপ নয়, বর তব দেব!
কঞ্চু। দূর দূর! (দণ্ডীর প্রতি) রাজা, আপদ য্যা'ক! চল ভালয় ভালয় দেশে চলে যাই। (নারদের প্রতি) দেখ ঠাকুর, এসেছ, বেশ করেছ, আর কোঁদল বাধিও না।
নার। আরে না ঠাকুর, তোমার মিতেই কোঁদলের মূলাধার; অষ্টবজ্র মেলালে!
কঞ্চু। বেশ করলে! (উর্ব্বশীর প্রতি) দূর হ', বেটী দূর হ'।
কৃষ্ণ। শোক ত্যজ অবন্তী-ঈশ্বর,
উর্ব্বশীর কৃপায় হেরিলে মহামায়ী,—
নরজন্ম সার্থক তোমার!
দণ্ডী। হে মুরারি, ধন্য আমি তোমার কৃপায়!
(কঞ্চুকীর প্রতি) হে ব্রাহ্মণ,
শুভক্ষণে রাজগৃহে তব পদার্পণ,
সফল জনম,—পিতৃলোক পাইল উদ্ধার।
কঞ্চু। মিতে, একটা কথা বলি। এই হানাহানিতে অনেকে মরেচে, তাদের বাঁচিয়ে দে!
কৃষ্ণ। ওই দ্যাখ্ মিতে, মার চরণ-প্রভায় সব বেঁচে উঠেছে।

সমবেত সংগীত

হের হর-মনমোহিনী
কে বলে রে কালো মেয়ে।
মোর মায়ের রূপে ভুবন আলো,
চোখ থাকে তো দেখ্‌না চেয়ে॥
বিরল হাসি ক্ষরে শশী,
অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী;—
ভ্রমর ভ্রমে কমল ভ্রমে,
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে॥

যবনিকা পতন

সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় দানিবাবু

বিনোদিনী দাসী

(সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকার সৌজন্যে)

সিরাজদ্দৌলা

[ঐতিহাসিক নাটক]

(১৩১২ সাল, ২৪শে ভাদ্র, শনিবার মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

॥ হিন্দু ও মুসলমানপক্ষীয় পুরুষগণ ॥

সিরাজদ্দৌলা (বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব—ভূতপূর্ব নবাব আলিবর্দ্দীর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র)। মীরজাফর খাঁ (সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি—আলিবর্দ্দীর সম্পর্কীয় ভগিনীপতি)। মীরণ (মীরজাফরের পুত্র)। সকতজঙ্গ (পূর্ণিয়ার নবাব—আলিবর্দ্দীর মধ্যমা কন্যা আয়মনা বেগমের পুত্র)। রাজবল্লভ (নবাব-অমাত্য—ঘসেটীবেগমের মৃতস্বামী ঢাকার শাসনকর্ত্তা নওয়াজেসের দেওয়ান)। রায়দুর্লভ (নবাব-মন্ত্রী)। মোহনলাল (নবাব-মন্ত্রী)। জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, জগৎশেঠ স্বরূপচাঁদ (শ্রেষ্ঠী ভ্রাতৃদ্বয়)। মীরমদন (নবাব-সেনানায়ক)। মাণিকচাঁদ (নবাব-সেনানায়ক)। উর্মিচাঁদ (বণিক)। আমীরবেগ (মীরজাফরের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী)। কামিনীকান্ত, ওরফে করিমচাচা (নবাব-পারিষদ, রায়দুর্লভের আত্মীয়)। দানসা (ভণ্ড ফকির)। মীরকাসিম, মীরদাউদ, রাসবিহারী, মহম্মদীবেগ, লছমন সিংহ, সকতজঙ্গের উজীর ও সভাসদ্‌গণ, নগরবাসী ও নাগরিকগণ, বন্দীগণ, নবাবসৈন্যগণ, প্রহরীগণ, খোজা, লোকসকল।

॥ ইংরাজ ও ফরাসীপক্ষীয় পুরুষগণ ॥

ক্লাইব (ইংরাজ সেনাপতি) ড্রেক (কলিকাতার গভর্ণর)। হলওয়েল (কলিকাতার পুলিশ-অধ্যক্ষ)। ওয়াট্‌স্‌ ও চেম্বার্স (কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ)। ওয়াল্‌স্‌ ও স্ক্রাফ্‌টন (ইংরাজ উকীলদ্বয়)। কুট, কিলপ্যাট্রিক ও ওয়াট্‌সন (ইংরাজ সেনানায়কগণ)। মঁসা লা (নবাবের আশ্রিত ফরাসী সেনাপতি)। সিনফ্রে (নবাবের ফরাসী গোলন্দাজ)। ইংরাজসৈন্যগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী-চরিত্র

আলিবর্দ্দী-বেগম। ঘসেটীবেগম (আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা—ঢাকার শাসনকর্ত্তা মৃত নওয়াজেসের স্ত্রী)। আমিনা বেগম (আলিবর্দ্দীর কনিষ্ঠা কন্যা—সিরাজের মাতা)। লুৎফউন্নিসা (নবাব-মহিষী)। উম্মৎজহুরা (নবাব-কন্যা)। জহরা (সিরাজ কর্ত্তৃক হত হোসেন কুলিখাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণা স্ত্রী)। ওয়াট্‌স্‌-পত্নী, মেমগণ, জোবেদী, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—মতিঝিল-কক্ষ

ঘসেটীবেগম ও রাজা রাজবল্লভ

রাজবঃ। বেগম সাহেব, আমাদের সকল আশা নিষ্ফল! সিরাজ নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসন লাভ করেছে। সেনাপতি মীরজাফর, মন্ত্রী রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ মৃত্যু-শয্যায় বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীর বিনয়বচনে সিরাজের দুর্নীতি আচরণ মার্জ্জনা করেছে।

ঘসেটী। এই সংবাদ দিতে এসেছ? স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, এই জন্য কি আমি তোমার কথায় সৈন্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত জল-স্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় করেছি? ভীরু, কাপুরুষ, তুমি এই সংবাদ দিতে এসেছ?

রাজবঃ। বেগম সাহেব, আমার কোন অপরাধ নাই। আমি সত্য বলছি, রাজ-কর্ম্মচারীরা সকলেই সিরাজের প্রতি বিরূপ ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ নবাবের অন্তিম বিনয়নম্র বচনে সকলে বশীভূত হয়েছে।

ঘসেটী। রাজবল্লভ, তুমি এত সরলচিত্ত কতদিন হয়েছ? সরল চক্ষে সকলকে দেখ্‌তে কতদিন শিখেছ? বৃদ্ধের বিনয়ে সকলের অন্তর দ্রব হয়েছে—না? তোমার অন্তরও দ্রব হয়েছে না কি? তোমার পুত্র কৃষ্ণদাস যে নবাবী অর্থ লয়ে কলিকাতায় ইংরাজের শরণাগত হয়েছে, সেই অর্থ প্রত্যর্পণ কর্‌বার নিমিত্ত তারে

মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমন করতে পত্র লিখেছ না কি? পিতা-পুত্রে সেই অর্থ নবাবের চরণে অর্পণ করে মার্জ্জনা প্রার্থনা করবে না কি?

রাজবঃ। বেগম সাহেব, তিরস্কারের সময় নয়, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ধনরত্ন যা পারেন, যতদূর সাধ্য গোপন করুন, সিরাজ-সৈন্য মতিঝিল আক্রমণে অগ্রসর।

ঘসেটী। আমার সৈন্য কোথায়?

রাজবঃ। আপনার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসপাত্র, প্রধান মন্ত্রণাদাতা মীর নজরআলী, আক্রমণ সংবাদ পাবা মাত্র সৈন্য ল'য়ে পলায়ন করেছে। সৈন্যের কর্ত্তৃত্বভার তাঁরই উপর ছিল। আমায় বৃথা অপরাধী কচ্ছেন; এক্ষণে আপনি সতর্ক হোন। শীঘ্রই সিরাজ আপন দুর্ব্ব্যবহারে সকল মন্ত্রীকেই প্রকাশ্য শত্রু কর্‌বে। সুযোগ অনুসন্ধানে আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

ঘসেটী। হ্যাঁ—সুযোগ অনুসন্ধান! যে দিন সিরাজ যুবরাজ হ'লো সেইদিন হ'তে সুযোগ অনুসন্ধান কচ্ছ। দিন গেল, তোমার সুযোগ আর উপস্থিত হ'লো না! এক্রামদ্দৌলাকে সিংহাসন দেবে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সে সুযোগ হ'লো না। বাছা কবরশায়ী হ'লো। তোমার স্বার্থপর হৃদয়, তুমি জান না, আমার সেই পালিত পুত্র গর্ভের সন্তান অপেক্ষা প্রিয় ছিল; তুমি জান না, সে কি বজ্রাঘাত আমার বুকে করে গেছে। এখন দেখছি তার শিশু সন্তান মোরাদদ্দৌলা কবরশায়ী না হ'লে আর তোমার সুযোগ হবে না। যাও, দূর হও! ছিঃ ছিঃ, এই কাপুরুষকে কেন প্রত্যয় করেছিলেম! যাও যাও, দূর হও! নবাবকে সেলাম দাওগে!

রাজবঃ। আমার অপরাধ নাই—আমার অপরাধ নাই। ঐ সৈন্য-কলরব শোনা যাচ্ছে। আপনি সতর্ক হোন, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

ঘসেটী। কি হলো—কি হবে—সত্যই তো সৈন্য-কোলাহল শুনছি। কেন মীর নজরআলির কপট প্রেম-বচনে কর্ণপাত করেছিলেম; কেন ভীরু রাজবল্লভকে প্রত্যয় করেছিলেম; কেন আমি ঈর্য্যাবশে হোসেনকুলির বধে সম্মত হলেম! এই কাপুরুষ রাজবল্লভের পরিবর্ত্তে সে জীবিত থাকলে, সিরাজ নিষ্কণ্টকে কখনই সিংহাসন পেত না।

জহরার প্রবেশ

জহরা। বেগম সাহেব, পরিচয়ের সময় নাই—আপাতত জানুন, আমি আলিবর্দ্দী-বেগমের পরিচারিকা। আপনার ধন-রত্নের জন্য চিন্তিত হবেন না; ঝিলগর্ভে গুপ্তভাণ্ডার কেউ জানতে পারবে না; আর আপনার জহরৎ প্রভৃতি যা কিছু আছে, আমি সমস্তই সংগ্রহ ক'রে আপনাকে দেবো। নবাব আপনাকে রাজপুরে ল'য়ে যেতে আপনার নিকট আসছে, প্রতিরোধ করবেন না। প্রকাশ্য শত্রুতায় ফল নাই, স্নেহের আবরণে শত্রুতা গোপন করুন। ঐ আপনার মাতা আসছেন।

[প্রস্থান।

আলিবর্দ্দী-বেগম ও আমিনার প্রবেশ

আলি-বেগম। মা ঘসেটী, তুমি অভিভাবকহীনা, এই নিমিত্ত সিরাজের ইচ্ছা, তুমি রাজ-অন্তঃপুরে তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী আমিনার সঙ্গে বাস করো।

আমিনা। এসো দিদি, বাল্যকালের ন্যায় দুই ভগ্নি একত্রে বাস করি। এখন তো আমরা উভয়ে স্বামীহীনা।

ঘসেটী। মা, আমি পতিহীনা, সহায়হীনা, আমার সহিত ছলনার প্রয়োজন কি? সরল ভাষায় বলুন, আমার স্বামীর আবাস হতে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছেন। মতিঝিল আমার স্বামী বড় যত্নে নির্ম্মাণ করেছিলেন, আমায় এই স্থানে থাকবার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বন্দী, সে আদেশপালনে সক্ষম নই; নবাবের ইচ্ছা প্রতিরোধ করা আমার শক্তি নাই।

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সিরাজ। আপনি বন্দী নন, নবাব-মাতার ন্যায় রাজপুরে আদরে অবস্থান করবেন।

ঘসেটী। নবাব-মাতার তো অনেক বাঁদী আছে, তবে আমার যাবার প্রয়োজন কি?

আমিনা। কেন দিদি অমন কথা বলছো—আমি তোমার ছোট ভগ্নি, আমি তোমার বাঁদী।

সিরাজ। আপনি অন্যায় বোঝেন, উপায় নাই, এস্থান আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

ঘসেটী। কেন?

সিরাজ। কেন?—আপনি কি সত্যই অবগত নন! সরল ভাষায় শুনুন,—জনশ্রুতি এইরূপ, যে এক্রামদ্দৌলার পুত্রকে সিংহাসন দেবার ষড়যন্ত্র এই লালকুঠিতে হয়! অচিরে সেই শিশু পুত্রের সিংহাসন লাভ হবে, রাজা রাজবল্লভ দেওয়ান হবেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হব;—এই সাহসে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরাজ কলিকাতায় আশ্রয় দিয়েছে; আর পুনঃ পুনঃ আমাদের আজ্ঞা অমান্য ক'রে তাকে ঢাকার হিসাব-নিকাশের জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে নাই এবং অপরাপর আদেশও উপেক্ষা করেছে। আপনি রাজপুরে অবস্থান করলে, সে জনশ্রুতি থাকবে না। রাজ্যের মঙ্গল হবে, আর ইংরাজ প্রভৃতি রাজ্যের শত্রুরা শাসিত হবে।

ঘসেটী। অযথা জনরব, ইংরাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন কচ্ছে, রাজ্যের শত্রুরা নিয়মাধীন নয়,—এর সহিত আমার কি সম্বন্ধ? তুমি নবাব, আমায় বন্দী করতে এসেছ—এই কথাই তো যথেষ্ট!

সিরাজ। আপনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই নিমিত্ত সরল ভাষায় আপনাকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি। জনরবে রাজ্যের অমঙ্গল; আপনি রাজপুরবাসিনী হ'লে, সে জনরব থাকবে না। সেই নিমিত্তই আপনাকে ল'য়ে যেতে এসেছি। আপনি যেতে প্রস্তুত হোন।

ঘসেটী। রাজ্যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, ইংরাজ নবাবের অবাধ্য, নানা প্রকার জনশ্রুতি—এইজন্য আমার উচ্ছেদ হবে? এইজন্য আমি আবাসহীনা হবো? এইজন্য এক্রামদ্দৌলার পুত্র তোমার অন্নদাস হবে? ভাল, হোক! নবাব বাহাদুর, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিকারী, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! পতিহীনা, অসহায়া রমণীকে বাসচ্যুত করা তোমার প্রথম নবাবীর পরিচয়। তোমার কুলনারীর সম্পত্তি অপহরণ, তোমার প্রথম রাজকার্য্য। তোমার প্রথম কার্য্যে তোমার কুলনারীর অশ্রুবিসর্জ্জন;—এই আরম্ভ, কিন্তু শেষ নয়। তোমার কুলনারীর অশ্রু বারিধারার ন্যায় এই বাঙলায় পতিত হবে, কিন্তু সে অশ্রু-বিসর্জ্জনে বঙ্গভূমি শীতল হবে না। সে অগ্নিময় অশ্রুধারায় নগর দগ্ধ হবে, অট্টালিকা দগ্ধ হবে, রাজ্য ভস্মীভূত হবে, হাহাকার-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হবে। তোমার কুলনারী আবাসহীনা হওয়া এই প্রথম, শেষ নয়। তোমার কুলনারী আবাসহীনা হবে, পথে পথে ভ্রমণ করবে, ভিক্ষা-অন্নের জন্য ব্যাকুলা হবে, আকাশ ব্যতীত অপর আচ্ছাদন থাকবে না। মা, কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি প্রস্তুত।

আলি-বেগম। চল মা, শিবিকা প্রস্তুত।

[ঘসেটী, আলিবর্দ্দী-বেগম ও আমিনার প্রস্থান।

জহরার প্রবেশ

সিরাজ। কে তুমি?

জহরা। আমি নববাব-মহিষীর বাঁদী, তাঁর আজ্ঞায় ঘসেটীবেগমের পরিচ্ছদ নিতে এসেছি।

সিরাজ। তুমি কোথায় থাক?

জহরা। আমি সর্ব্বত্রে থাকি, আমি এক মুহূর্ত্ত স্থির নই। বায়ু যেমন উত্তপ্ত হ'য়ে ঘূর্ণায়মান হয়, আমিও তেমনি অন্তর-তাপে দিবা-রাত্র ঘূর্ণায়মানা! নবাব-দর্শন, দাসীর নিয়তই বাসনা, সেই বাসনা পূর্ণ করতে এসেছি। [প্রস্থান।

সিরাজ। এ পরিচারিকা কি উন্মাদিনী! আমায় দেখবার বাসনা কেন?

মীরজাফর, জগৎশেঠ, মহতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, মোহনলাল, মীরমদন প্রভৃতির প্রবেশ

সিরাজ। কি সংবাদ?

রায়। জনাব মতিঝিল ভূমিসাৎ করবার আদেশ প্রদান করেছেন। অতি কঠিন আজ্ঞা। প্রজাবর্গের অসন্তোষের কারণ হবে। প্রজারা আদর ক'রে এই সুরম্য প্রাসাদকে লালকুঠি ব'লে থাকে। মতিঝিল এই প্রদেশের একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য।

সিরাজ। বুঝলেম, আপনি নবাবের আদেশ পালনে অক্ষম, অবসর গ্রহণ করুন। মোহনলাল, রায়দুর্লভের কার্য্যভার আজ হ'তে তোমার উপর অর্পিত। লালকুঠি ভূমিসাৎ করো।

মোহন। জনাবের আজ্ঞা অচিরে প্রতিপালিত হবে। [প্রস্থান।

সিরাজ। (মীরজাফরের প্রতি) সেনাপতি, ধনাগার হস্তগত করেছেন?

মীরজাঃ। জনাবকে সুমন্ত্রণা প্রদান করতে স্বর্গীয় নবাবের নিকট বান্দা প্রতিশ্রুত। লালকুঠি লুণ্ঠন অবৈধ। জনাবের মাতৃস্বসাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

সিরাজ। আপনিও অবসর গ্রহণ করবেন। মীরমদন, সৈন্যের ভার আজ হ'তে তোমার উপর অর্পিত, সেনাপতি অবসর গ্রহণ কচ্ছেন, তুমি রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে গিয়ে ধনাগার হস্তগত করো। বোধ হয় পুরাতন সমস্ত কর্ম্মচারীই কার্য্যে অক্ষম হয়েছেন। তুমি আর মোহনলাল সমস্ত কার্য্যে নিজ নিজ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করো। রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতিকে ধনাগার প্রদর্শন করো। মীরমদন, যাও।

মীরমঃ। নবাবের আজ্ঞা-পালনে গোলামের আনন্দ।

[রাজবল্লভ ও মীরমদনের প্রস্থান।

সিরাজ। লালকুঠি ভঙ্গ হবে, ঘসেটী বেগমের ধনরত্ন রাজকোষে আসবে এতে আপনারা সকলে অসন্তুষ্ট! মন্ত্রণাস্থান, সৈন্য সঞ্চয়ের অর্থ নষ্ট হচ্ছে! মৃত্যুকালে নবাব বৃথা আয়াস পেয়েছিলেন, রাজকার্য্যে সাহায্য দান করতে বৃথা অনুনয় করেছিলেন। খলের খলতা বিনয়-বাক্যে মোচন হয় না। বিদ্রোহীর গৃহ ভঙ্গ, বিদ্রোহীর ধনলুণ্ঠন অন্যায়কার্য্য! কি সুহৃদ্‌বর্গে আমরা পরিবেষ্টিত!

[সিরাজের প্রস্থান।

রায়দুঃ। আর এস্থানে নয়, প্রস্থান করুন। ভগবান অর্ব্বাচীন নবাব-হস্তে আজ জীবন রক্ষা করেছেন, এ নিমিত্ত ধন্যবাদ দিন।

স্বরূপ। আলিবর্দ্দীর মধ্যমা কন্যা আয়মনা বেগমের পুত্র সকতজঙ্গের নিকট কি পূর্ণিয়ায় দূত প্রেরিত হয়েছে?

মীরজাঃ। হ্যাঁ, মীরণ তথায় প্রেরিত হয়েছে। ওঃ, এমন অপমান জন্মেও হয় নাই! কি আশ্চর্য্য! ঘৃণিত নীচবংশোদ্ভব, নবাবের কুৎসিত কার্য্যের সহচর মোহনলাল মন্ত্রীপদে স্থাপিত হলো, পথের কাঙ্গাল মীরমদন সেনাপতি, এদের নিকট আমাদের অবনত মস্তকে থাক্‌তে হবে! রাজকার্য্য এই নীচজন-নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীগণের দ্বারা সম্পন্ন হবে! জীবনে ঘৃণা হচ্ছে।

রায়দুঃ। হেথায় আর বৃথা আক্ষেপ উচিত নয়।

জগৎ। চলুন, নবাব আমাদের আর এখানে একত্র দেখলে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুর

আলিবর্দ্দী-বেগম ও সিরাজদ্দৌলা

বেগম। কহ বৎস, এ কি বার্ত্তা শুনি?
প্রাচীন অমাত্যগণে করি অপমান,
উচ্চপদে স্থাপি নীচজনে
করিতেছ রাজকার্য্য সমাধান।
ছিল যারা সিংহাসনে স্তম্ভের স্বরূপ,
বিরূপ তোমার আচরণে;
ভালমন্দ না করি বিচার,
যেই কার্য্য যেই ক্ষণে উঠে তব মনে,
সেই কার্য্য সেই দণ্ডে কর সমাধান;
ভয়ে ভীত রাজ্যে যত অমাত্য প্রধান,
যোগ্য উপদেশ দানে না করে সাহস।
শুনি, মতি-স্থৈর্য্য নাহিক তোমার।
আকুল অন্তর মম এ জন-প্রবাদে।

সিরাজ। মাতা, অহেতু গঞ্জনা দেহ মোরে।
কহ, হিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ অমাত্য প্রধান,
করিয়াছি তার অপমান?
কোন্ হীন জনে উচ্চ স্থানে করেছি স্থাপন?
রাজ্যের অবস্থা তুমি জান না জননী!
স্বার্থপর অমাত্য সকল,
করে সবে স্বার্থ উপাসনা;
কারো নাহি মঙ্গল কামনা।
চলে জনে জনে নিজ স্বার্থ অনুসারে।
সেনাপতি মীরজাফর,
দিবারাত্র মন্ত্রণা তাহার,
কি সুযোগে সিংহাসন করিবে গ্রহণ।
রাজা রাজবল্লভের জান আচরণ,
পুত্র কৃষ্ণদাসে, কলিকাতা ইংরাজ-সকাশে
অর্থ সহ করেছে প্রেরণ।
সতত মন্ত্রণা যত অমাত্য মিলিয়ে

কি উপায়ে সাধিবে আমার পদচ্যুতি।
কভু বা গোপনে—
ষড়যন্ত্র সকতজঙ্গ সনে,
কভু দানে ইংরাজে উৎসাহ
উপেক্ষিতে নবাবী প্রভাব।
মাত্র বন্ধু মোহনলাল আর মীরমদন,
যে দোঁহারে স্বার্থপর অমাত্যনিচয়
নীচ বলি করিছে ঘোষণা,
প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ দুর্জন।
চক্ষুশূল সবাকার এই হেতু।

বেগম। একি, হেন ক্রূর আচরণ!

সিরাজ। হায়, এ সময় কোথা মাতামহ!
আছিলাম মেরুর পশ্চাৎ,
ঝঞ্ঝাবাত না স্পর্শিত কায়,
এবে অসহায় জনপূর্ণ অরণ্য মাঝারে!
হাসি পাশে লুক্কায়িত অসি,
চারিদিকে নিধন কামনা মম,
বঙ্গেশ্বর একেশ্বর সংসার-কান্তারে।

বেগম। কায়মনোবাক্যে করো কর্ত্তব্য পালন,
সার কর ঈশ্বর-চরণ,
ফলাফল অর্পিয়ে তাঁহায়।
স্বর্গগত নবাবের আদর্শের পরে
স্থির দৃষ্টি করহ স্থাপন।

সিরাজ। চিন্তা দূর কর মাতা নবাব-মহিষী,
দুর্জ্জনের মনস্কাম কভু না পূরিবে।

বেগম। বিদ্রোহ সময়—
শুন বৎস উপদেশ মম—
ভূতপূর্ব নবাবের জানো আচরণ,
হ'লে সব দোষে দোষী,
করিতেন মার্জ্জনা তাহারে।
দৃষ্টান্তে তাঁহার করো মার্জ্জনা সবায়;
রাজকার্য্যে পুনঃ সবে করহ স্থাপিত,
মার্জ্জনার সম উচ্চ নাহি রাজনীতি।

সিরাজ। তব আজ্ঞা হবে না লঙ্ঘন।
প্রতিগৃহে আপনি যাইয়ে
করিব সম্মান সবে।
কিন্তু তাহে না ফলিবে ফল;
কুটিলতা কুটিল না করিবে বর্জ্জন।
আদাব জননী!

বেগম। বৎস, হও চিরজয়ী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পূর্ণিয়া—সকতজঙ্গের সভা

সকতজঙ্গ, মীরণ, উজীর, সভাসদগণ ইত্যাদি

সকত। মীরণ, তোমার বাবাকে গিয়ে বলো—কুচ পরোয়া নাই, আমি সব ঠিক করেছি, দিল্লী থেকে ফরমান আনাচ্ছি। আমিই বাঙগলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব,—সিরাজ কে? ওতো ফাঁকতালে নবাব হয়েছে। ও-ও আলিবর্দ্দীর নাতি, আমিও আলিবর্দ্দীর নাতি। আমি মেজো মেয়ের ছেলে, ও ছোট মেয়ের ছেলে, ও নবাবী পাবে কিসে?—কি বাবা, বলতে পারি কি না?

সভাসদ্‌গণ। হকই তো—হকই তো।

সকত। কেমন, ঠিক বলিনি?

সভাসদ্‌গণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো।

সকত। খবরদার—চুপ করো। আমি মীরণ চাচাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

মীরণ। হ্যাঁ—আমার পিতাও এই কথা হুজুরকে ব'লে পাঠিয়েছেন।

সকত। পিতা কে? বাবা? রেখে দাও—তোমার বাবা, আমি বাবার বাবা বসে!

সভাসদ্‌গণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো।

সকত। চোপ্‌রাও—বেয়াদবি? মীরণ চাচার সঙ্গে বেয়াদবি? আমি ও ভালবাসি নি।

সভাসদ্‌গণ। তাইতো হুজুর—তাইতো হুজুর!

সকত। হ্যাঁ—মীরণ চাচা রয়েছে, বেয়াদব হ'য়ো না। দেখ মীরণ চাচা, কথাটা কি বোঝো, তোমার বাবা তো মীরজাফর? ঠিক বল্‌ছ তো? হ্যাঁ—তোমার বাবা মীরজাফরই বটে। শোন, তারে ব'লো, ব্যাপারখানা কি জানো, আলিবর্দ্দীর তিন মেয়ে, আমি মেজো মেয়ের ছেলে, বল্‌বে আলিবর্দ্দীর ছেলে ছিল না, সিরাজকে পুষ্যিছানা নিয়েছিল? নিক—আমিই বাপের বেটা, সিরাজ নয়—সিরাজ নয়—ও বাপের বেটা নয়, কি বল?

সভাসদ্‌গণ। নয়ই তো—নয়ই তো।

সকত। না চুপ—কথা কইতে দাও। শুনেছ তো বড় মাসী ঘসেটী বেগমের সঙ্গে হোসেন-কুলির ব্যাওরাটা শুনেছ তো? আর তুমি জান

না, তুমি আপনার লোক, তোমায় ঘরের কথা বলি, ছোট মাসী আমিনা বেগম—তিনিও—তিনিও ঐ হোসেনকুলি—ঐ হোসেনকুলি—সিরাজ তাই তাকে ধরে কেটে ফেল্লে! শুনেছি, আলিবর্দ্দী আর তার বেগমের টিপ্‌নি ছিলো।—তা দেখ—বেশ করেছে।

সভাসদ্‌গণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো।

সকত। তবে আর কি মীরণ মিঞা।—তুমি আমার সুবাদে চাচা হও। আলিবর্দ্দীর বোনকে তোমার বাপ বিয়ে ক'রে নয়? দেখ বাবা—সম্পর্ক সব ঠিক আছে।

সভাসদ্‌গণ। আছেই তো—আছেই তো—

সকত। কি থাকবে না, তার বাপকে থাকতে হবে। মীরণ চাচা, নবাব তো আমি—কি বলো?

মীরণ। হুজুরই তো নবাব! তাই পিতা পাঠিয়ে দিলেন, সিরাজ সজ্জিত হ'য়ে আস্‌ছে, আপনি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হোন।

সকত। আসুক, এক ফুঁয়ে ওড়াবো—বুঝেছ—বুঝেছ? কাল কি পরশু গিয়ে মুর্শিদাবাদের গদিতে বস্‌ছি। তোমার বাবাকে ব'লো, ভাল ভাল মেয়েমানুষ আমার শ'খানিক চাই। আমি গুণে নেব, একটা কম হ'লে চলবে না। আমি উজিরি তাকে দিলুম, বুঝেছ? হুঁসিয়ার হয়ে কাজ কর্‌তে ব'লো। আর সিরাজের সেই গঙ্গায় বেড়াবার নৌকাখানা আছে তো? সেখানা যেন ঠিক সাজানগোছান থাকে। সিরাজ খুব ঝানু আছে। নৌকায় বেড়িয়ে দু'ধারেই ভাল ভাল মেয়েমানুষ দেখেছে—আর বেগম করেছে। কেমন না—খবর, রাখি কিনা বলো? আচ্ছা, আমিও দেখ্‌বো, আগে মুর্শিদাবাদে পোঁছুই।

মীরণ। হুজুর, সিরাজ অনেক সৈন্য নিয়ে আস্‌ছে। পিতা বিশেষ করে বল্লেন, আপনি সত্বর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। বোধ হয় সিরাজ এতক্ষণ রাজমহলে এসে পড়লো।

সকত। অ্যাঁ—সত্যি নাকি?

উজির। হ্যাঁ জনাব, দূত এসে সংবাদ দিয়েছে।, হুজুর, সত্বর সেনানায়কদের প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দেন।

সকত। হ্যাঁ ডাকো—ডাকো—ফকির দানসাকে ডাকো। সে যে বল্লে—"ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো।" কি হ'লো—তবে কি হ'লো। অ্যাঁ, আমি এখন লড়াইয়ে যাই কি ক'রে বল!

উজির। হুজুর, আপনি হুকুম দেন, আপনার সেনাপতিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, আপনার হুকুমের অপেক্ষা কচ্ছে।

সকত। আমি হুকুম দিলুম, হুকুম দিলুম, লড়তে বলো, লড়তে বলো।

উজির। আপনার স্বাক্ষরিত হুকুম দেন। এই বান্দা হুকুমনামা লিখে এনেছে, হুজুর সই করে দেন।

সকত। আচ্ছা—এসো বাবা এসো। ধরো, হাত ধরো। যেদিকে তুমি হাত চালাবে, সেই দিকে হাত চালাবো, সেদিকে ঠিক আছি। (সকতজঙ্গের হস্ত ধরিয়া উজিরের সহি করিয়া লওন ও অন্য একখানি হুকুমনামা বাহিরকরণ) এই তো হ'লো, আবার কি?

উজির। ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়কের পত্র।

সকত। ওঃ, জ্বালাতন করছে, নবাবি কর্‌বো কখন? এসো—(পুনরায় পূর্ব্বোক্ত-রূপ সহিকরণ ও অন্য আর একখানি হুকুম-নামা দেখিয়া) বাপ্‌, আর নয়—(সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া) বাতাস করো—বাতাস করো—আর পারি না,—সরাব দে, সরাব দে। (ভৃত্যগণের ব্যস্তভাবে তথাকরণ)

দানসা ফকিরের প্রবেশ

ফকির—ফকির—বাঙ্গলার ফৌজ এসেছে, তুমি কি কচ্ছ?

দানসা। হঃ! কনে?

মীরণ। ফকির সাহেব, রাজমহলে উপ-স্থিত।

দানসা। হঃ! দেখো যাইয়ে—ফুঁইয়ে উরাইচি। দেখো যাইয়ে কাশিমবাজার দিগে রর দিছে। তেমন দানসা ফকির পাইচো? পুচ করো ঐ দূতটারে—

দূতের প্রবেশ

উজির। কি সংবাদ, বাঙ্গলার ফৌজ কত দূর?

দূত। বান্দা দেখে এলো, নবাব-সৈন্য রাজমহল পরিত্যাগ ক'রে কাশিমবাজার অভিমুখে চলেছে।

দানসা। অঃ শ্‌ুনে লন—শ্‌ুনে লন, ফ্‌ুঁইয়ে উরাইচি—ফ্‌ুঁইয়ে উরাইচি।

সকত। কুচ পরোয়া নাই (উজিরের প্রতি) ফের সই করাবে? গর্দ্দান নেবো—কোতল করবো। বাবা দানসা,—এক পেয়ালা খাও।

দানসা। হঃ, আমি ম্‌ুসলমান, সরাব খাবার পারি? তবে হঃ, ল্যাক্‌চে—ল্যাক্‌চে, নবাবজাদা দিলি গ্‌ুণা থাকবে না।

সকত। দেখ মীরণ চাচা, তোমার বাবা বল্‌ছেন—একবার ম্‌ুর্শিদাবাদ যাবো, সিরাজকে তাড়িয়েই লক্ষ্ণৌয়ে স্‌ুজাউদ্দৌলার ঘাড়ে গিয়ে প'ড়ব, তারপর দিল্লী। তুমি বাদ্‌সাই পারবে? বেশ পারবে—খ্‌ুব পারবে।

মীরণ। হ্যাঁ হ্‌ুজ্‌ুর—হ্যাঁ হ্‌ুজ্‌ুর!

সকত। দেখ তোমায় বাদ্‌সাই দিয়ে আমি খোরাসানে যাবো, সেখানে একটা ন্‌ুতন সহর তৈরি করবো,—বাঙ্গলার জল হাওয়া আমার সয় না; আর দেখ এসব বেটীদেরও আমার পছন্দ হয় না; তুমি বাদ্‌সাই পারবে তো?

মীরণ। পারবো বই কি, পারবো বই কি!

সকত। আচ্ছা মীরণ চাচা, আমোদ করো—আমোদ করো।

সভাসদ্‌গণ। আমোদ করো—আমোদ করো।

সকত। লাও—লাও—নাচনাউলি লে আও। মীরণ চাচা, টে‌ংকে রেখো, কোন্‌ কোন্‌ বেটী তোমার দরকার।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

রঙ্গিলা পিও পিয়ালা।
ঝননা ঝনরণ বাজে পায়েলা॥
যৌবন মাতোয়ারী, আপনি সামারি
হাতে হাতে ধরি, খেল সারি সারি
আকুল কুন্তল, চঞ্চল অঞ্চল,
নারী চাহিয়া হ্‌ুঁসিয়ারী ভারি;
বিরহী বিয়োগ ব্যাকুলা॥

সকতজঙ্গের ঐ সঙ্গে ন্‌ৃত্য ও পতন

সভাসদ্‌গণ। আহা, আহা, কি হলো, কি হলো!

সকত। চোপ্‌ বেয়াদবি ক'রো না!

সকলের সকতজঙ্গকে ধরিয়া উত্তোলন

কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ,—বাহবা বাহবা,
কেয়াবাৎ!

[-সকতজঙ্গকে লইয়া কয়েক-জন সভাসদের প্রস্থান।

উজির। তোমরা সব যাও।

দানসা। ফ্‌ুঁইয়ে উরাইচি—ফ্‌ুঁইয়ে উরাইচি।

[সকলের প্রস্থান।

উজির। সাহেব, কিছ্‌ু তো ব্‌ুঝলেম না, বাঙ্গলার ফৌজ ফির্‌লো কেন?

মীরণ। আমার তো কিছ্‌ুই অন্‌ুমান হচ্ছে না।

উজির। আমার বোধ হয়, কলিকাতায় ইংরাজের সহিত কোন বিবাদ হ'য়ে থাক্‌বে। যদি আমার অন্‌ুমান সত্য হয়, আমাদের পক্ষে বড় শ্‌ুভ। বাদ্‌সাহি সনন্দ আনা নিতান্ত প্রয়োজন। নচেৎ নবাবের বির্‌ুদ্ধে য্‌ুদ্ধে, প্রজারা আমাদের পক্ষ হবে না। কিন্তু দিল্লীতে উৎকোচ প্রদানের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন। সকতজঙ্গ বাহাদ্‌ুরের অপব্যয়ে তো ধনাগার শ্‌ূন্য।

মীরণ। চিন্তা কি? জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ সে অর্থ দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। এ প্রস্তাব হয়েছিলো, পিতাও শেঠজীকে অন্‌ুরোধ করেছেন।

উজির। আস্‌ুন আস্‌ুন, মন্ত্রণা-গ্‌ৃহে আস্‌ুন। এ সকল গ্‌ুহ্য আন্দোলন এ স্থানে প্রয়োজন নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ম্‌ুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপ্‌ুরস্থ বেগম-কক্ষের সম্ম্‌ুখ

ল্‌ুৎফউন্নিসা

ল্‌ুৎফ। নবাব এখনো আস্‌ছেন না কেন? এখনি ওয়াট্‌সের মেম আসবে। আজ তিন দিন এসে স্বামীর উদ্ধারের জন্য কাঁদাকাটি কচ্ছে, আজ মেম এলে বড় অপ্রতিভ হব।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নীর প্রবেশ

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী।—(জান্‌ু পাতিয়া) বেগম সাব—বেগম সাব, বাঁদীর আর্জ্জি কি মঞ্জ্‌ুর

হইল? আমার জানের জান দুখ পাইল, কেমন করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা সইবো, আমি খানাপিনা ছাড়িয়া দিয়াছে।

লুৎফ। ওঠো মেম সাহেব, কেঁদো না কেঁদো না। কেন জানু পেতে জোড় হাত কচ্ছ? আমি নবাবকে বল্‌বার অবকাশ পাইনি। নবাব বড়ই রাজকার্য্যে ব্যস্ত। আমি পরিচারিকাকে পাঠিয়েছিলেম। নবাব বলেছেন, তিনি এখনি অন্তঃপুরে আসবেন। আজ নিশ্চয় তোমার স্বামীকে আমি মুক্ত করবো। তুমি সতী, সতীর মর্য্যাদা অবশ্যই রাখবো।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। সব হাল আপনি শোনেন।

লুৎফ। মেম সাহেব, তুমি সকলই তো বলেছ।

ওয়াটস-পত্নী। ভাল করিয়া ওয়াকিফহাল হোন, নবাব ওজর করিলে উত্তর করিতে পারিবেন। আমার স্বামীর কোন দোষ নাই। হাল এই, নবাব কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে আজ্ঞা দেন যে, তিনি পেরিং পয়েণ্ট যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা ভাঙিয়া ফেলিবেন আর রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে পাঠাইবেন। গভর্ণর ড্রেক সাহেব নবাবী আজ্ঞা নিল না। নবাব সেই রাগ করিয়া আমার স্বামী ও চেম্বার্স সাহেবকে কয়েদ দিয়াছেন। বেগমসাব, নবাবকে বুঝাইবেন যে, আমার স্বামী ও চেম্বার্স সাহেব কাশিমবাজারের কুঠির কাজে নিযুক্ত। নবাবী-আজ্ঞা ড্রেক সাহেব মানিলো না, তাহাতে আমার স্বামী কি করিতে পারেন। আমার স্বামী নবাবের অবাধ্য নন, নবাব যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিয়াছেন। ড্রেক সাহেব কথা শুনে না, তিনি কি করিবেন?

লুৎফ। তুমি স্থির হও, তোমার স্বামী মুক্তি পাবেন। ঐ নবাব আসছেন, তুমি মাতামহীর নিকট যাও।

[ওয়াট্‌স্‌-পত্নীর প্রস্থান।

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সিরাজ। কেন, তলব কেন? আমায় মার্জ্জনা করো, তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই যে তোমার নিকট আসি; অনেক কার্য্য রয়েছে, এখনই দরবারে যেতে হবে।

লুৎফ। এক দণ্ডও কি দাসীর নবাবের সেবা কর্‌বার অধিকার নাই, নবাবের কি মুহূর্ত্তের জন্য বিরামের সময় নাই?

সিরাজ। প্রিয়ে, নবাবি নয়, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব। মাতামহী নিত্য দরবারসংলগ্ন জানানা-প্রকোষ্ঠ হ'তে দরবার-কার্য্য দেখেন। তুমি তাঁর সঙ্গে থেকো, সকলই বুঝবে।

লুৎফ। বাঁদীর একটি আবেদন আছে।

সিরাজ। আবেদন! আদেশ বলো। বলো কি হুকুম?—এই দণ্ডে সমাধা হবে।

লুৎফ। একজন বিদেশিনী রমণী আমার নিকট আবেদন জানিয়েছে—রাজরোষে তার পতি কারারুদ্ধ। দাসীর মিনতি, কৃপা করে নবাব তার পতিকে পরিত্রাণ দেন। আহা! অতি কাতরা, জানু পেতে করজোড়ে তার মনের বেদনা আমায় জানিয়েছে। পতি-পরায়ণা, পতির নিমিত্ত ব্যাকুলা, নয়ন-জলে গণ্ডস্থল ভেসে গেল, সে বেদনা আমার প্রাণে বেজেছে। সে অভাগিনীর স্বামীর মুক্তি আজ্ঞা হয়।

সিরাজ। তোমার নিকট ওয়াট্‌সের বিবি এসেছিল। যখন তুমি তার প্রতি প্রসন্ন, দরবারে উপস্থিত হয়েই তারে মুক্তি প্রদান করবো। অনেক কার্য্য রেখে তোমার অনুরোধে অন্তঃপুরে এসেছি, এখনি দরবারে যেতে হবে। তুমি পরিচারিকা দ্বারা জানালেই আমি ওয়াট্‌স্‌ ও চেম্বার্সকে মুক্তি দিতেম। এর নিমিত্ত স্বয়ং অনুনয়-বিনয় কেন?

সিরাজ-কন্যা উম্মৎজহুরার প্রবেশ

উম্মৎ। জনাব, আপনি মায়ের মহলে আসেননি কেন? মা বলেছেন আপনার জরিমানা করবেন। আপনি কোথায় ছিলেন?

সিরাজ। এই যে মা জরিমানা দিচ্ছি। (চুম্বন)

লুৎফ। তুমি খোদাকে ডেকে নবাবকে দোওয়া কর্‌তে বললে না?

উম্মৎ। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আয়ে খোদা—জনাবকে দোওয়া করো।

উম্মৎজহুরার গীত

ডাকলে তুমি অম্‌নি শোনো,
অম্‌নি তুমি কাছে এসো।

আমি তোমায় ভালবাসি,
তুমি আমায় ভালোবাসো॥
শুনেছি দুনিয়া তোমার,
তুমি বলো তুমি আমার,
আমায় তুমি খেলতে ডাকো,
আমার কাছে কাছে থাকো,
আমি তোমায় দেখে হাসি,
তুমি আমায় দেখে হাসো॥

সিরাজ। এ গান তুমি কোথায় শিখ্‌লে?

উম্মৎ। কেন জনাব, আমি আপনি শিখি। আপনি বসুন, আমায় কোলে নিন। মা আসুন।

সিরাজ। আমি যে এখন যাবো?

উম্মৎ। কোথায় যাবেন? আমায় সঙ্গে নেবেন না, দেলখোসবাগে যাবেন? আমায় নিয়ে চলুন, মায়ের জন্য ফুল তুলে আনবো।

সিরাজ। এখন না, আমি এসে তোমায় নিয়ে যাবো।

উম্মৎ। দাঁড়াও—আমি চুমো খাই। (চুম্বন) আপনি মাকে চুমো খেলেন না?

সিরাজ। আমি আসি—আমি আসি—(প্রস্থানোদ্যত)

উম্মৎ। মা, জনাব তোমার চুমো খেলেন না, তুমি জনাবের চুমো খেয়ো না। আমি নবাব-বেগমকে বলে দিগে, জনাব বড় দুষ্ট হয়েছেন। [প্রস্থান।

গমনোদ্যত নবাব-সম্মুখে তস্‌বির হস্তে জহরার প্রবেশ

সিরাজ। কে তুমি?

জহরা। নবাবের নিকট এই ভেট এনেছি।

সেলাম করিয়া আচ্ছাদিত তস্‌বির প্রদান

সিরাজ। কে পাঠিয়েছেন?

জহরা। এই পত্রে প্রকাশ আছে।

সিরাজ। তোমায় কি কোথাও দেখেছি?

জহরা। আমি জনাবের নিকট পরিচিতা। ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করেছি, আমি সর্ব্বত্র-গামিনী—নবাব দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী।

[পত্র প্রদান পূর্ব্বক জহরার প্রস্থান।

সিরাজ। (পত্র পাঠ করিয়া) পত্রবাহিকা কোথায়?

লুৎফ। চলে গিয়েছে।

সিরাজ। অদ্ভুত পত্র!—শোনো—(পত্রপাঠ) "জনাব, যদিচ দাসীর মৃত্যু রটনা হইয়াছিল, দাসী জীবিতা—সমাজ-তাড়নায় দাসী রাজ-পুরে উপস্থিত হইয়া নবাব-সেবার অধিকার পায় নাই। প্রার্থনা, দাসীর অনুরূপ এই তস্‌বির নবাবের শয়ন-গৃহে স্থান পায়। দাসীর নাম তস্‌বিরের নিম্নে দেখুন।"

(তস্‌বিরের আবরণ খুলিয়া) একি!—"তারা"—তারাই বটে, (লুৎফউন্নিসার প্রতি) প্রিয়ে, তুমি এ তস্‌বির-বাহিকাকে কখনো দেখেছ?

লুৎফ। না প্রভু।

সিরাজ। জেনো, এ শত্রু। এ পত্র জাল,—আমি জলভ্রমণকালীন রাণী ভবানীর কন্যা তারাকে দর্শন ক'রে, তাঁর প্রতি আসক্ত হই। তারপর তাঁর মৃত্যু রটনা হয়। তারা জীবিতা থাকতে পারেন, কিন্তু এ পত্র জাল। আমার পাপমতি উদ্দীপ্ত করা, এই পত্রবাহিকার উদ্দেশ্য;—হাবভাব, নয়নের কোণে তার শত্রুতা! এ বহুবেশধারিণী। যখন মাতৃস্বসা ঘসেটী-বেগমকে মতিঝিল থেকে নিয়ে আসি, তখন মাতামহীর বাঁদীর বেশে, ঘসেটীবেগমের পরিচ্ছদ বহন করতে দেখেছিলেম! আজ সে বেশ নাই, আজ তারার পত্রবাহিকা। একে কদাচ রাজ-গৃহে স্থান দিয়ো না।

[সিরাজদ্দৌলার প্রস্থান।

লুৎফ। বাহিকা শত্রু হয় হোক, সুন্দর তস্‌বির, শয়নাগারে নবাবের তস্‌বিরের পাশে রাখবো। দেবমূর্ত্তি নবাবের পার্শ্বে এই দেবী-মূর্ত্তিই শোভা পায়।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নীর পুনঃ প্রবেশ

তোমার ভয় নাই, তোমার স্বামী আজই মুক্তি পাবেন। নবাব উদার, তোমার স্বামীর সঙ্গী চেম্বার্স'ও মুক্ত হবেন।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। খোদা বেগম সাহেবকে দয়া করুন। এ খবরে আমার জান বাঁচ্‌লো। আমি ভাল ভেট পাঠাবে।

লুৎফ। না না—তোমাকে কিছু পাঠাতে হবে না। তুমি আশীর্ব্বাদ করো, যেন আমি পতি-সোহাগিনী হই।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। নবাবের কলিজা হ'য়ে, বেগমসাব বারোমাস থাকবে।

লুৎফ। তুমি যাও, তোমার স্বামী দর্শন করগে।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। বাঁদীর এক আর্জ্জি, বাঁদী কখনো আপনাকে ভুলিবে না।

[ওয়াট্‌স্‌-পত্নীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার

মীরজাফর, জগৎশেঠ, মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি

জগৎ। নবাব বোধ হচ্ছে, যুদ্ধে যাবার পরামর্শের নিমিত্ত দরবারে ডেকেছে। যে প্রকারে হয়, নবাবকে নিরস্ত করতে হবে। ইংরাজ আমাদের বিস্তর উৎকোচ দিয়েছে।

মীরজাঃ। কিন্তু ভাবছি সেদিন মতিঝিলে যেরূপ অপমানিত হয়েছিলেম, নবাবের ইচ্ছার প্রতিরোধ করতে গিয়ে আজ আবার সেরূপ অপমানিত না হই। সেবার বৃদ্ধা নবাব-বেগমের অনুরোধে, সিরাজ রাজকার্য্যে আমাদের পুনরায় সংস্থাপিত করেছে; এবার কর্ম্মচ্যুত করলে, আর বেগমের অনুরোধ শুনবে না। এখন মীরমদন, মোহনলাল পরামর্শদাতা, তাদের পরামর্শ মতই কার্য্য হবে। অতি সাবধানে নবাবকে ইংরাজ-যুদ্ধে বিরত করা উচিত। যেরূপ শুনছি, সকতজঙ্গ তো মানুষ নয়। আমাদের এক ভরসা ইংরাজ, তাদের সঙ্গে যোগ দিলে কতকটা নবাবকে দমনে রাখতে পারা যাবে।

স্বরূপচাঁদ। ইংরাজ উচ্ছেদ হলে, নবাবের দৌরাত্ম্যে কি আর রক্ষা থাকবে।

জগৎ। সকতজঙ্গের নিমিত্ত দিল্লী হতে ফার্‌মান আনতে তো বিস্তর ব্যয় করলেম। এদিকে সকতজঙ্গটা বানর। ভাবছি, বুঝি বা আমার অর্থব্যয় বিফল হয়। (মীরজাফরের প্রতি) দেখুন, মহাশয়ের পরামর্শে অর্থব্যয় করেছি।

*[রাজা রাজবল্লভের প্রবেশ

রাজবল্লভ। ম'শায়, আমার সর্ব্বনাশ! এই কৃষ্ণদাসের পত্র শুনুন :—(পত্রপাঠ) "কাশিমবাজারের কুঠি আক্রমিত এবং চেম্বার্স ও ওয়াট্‌স্‌ কারারুদ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ কলিকাতার গভর্ণর ড্রেকের নিকট আসিয়াছে। নবাব-দূত রামরাম সিংহ কলিকাতায় বণিকপ্রবর উমিচাঁদকে এক পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই—'সম্ভবতঃ ইংরাজ দমনে নবাব শীঘ্রই কলিকাতায় যাইবেন! আপনি ধনরত্ন লইয়া যত শীঘ্র পারেন, কলিকাতা হইতে পলায়ন করুন।' পত্র, কলিকাতায় ইংরাজ-পুলিশের অধ্যক্ষ হলওয়েলের হস্তগত হয়। ইহাতে আমাকে ও উমিচাঁদ বাবুকে ইংরাজ কারারুদ্ধ ও আমাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। গভর্ণর ড্রেক আমায় বলেন,—'তোমার পিতা ঘসেটীবেগমের পুষ্যিপুত্রের পুত্র মোরাদদ্দৌলাকে নিশ্চয় সিংহাসন দেবে। সিরাজদ্দৌলা সিংহাসন পাইবে না। তোমার পিতার এই প্রতারণায় আমরা নবাব-বিরুদ্ধে তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি এবং নবাব-দূতের পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছি। এক্ষণে তোমার পিতা নবাবের সহিত মিশিয়াছে ও নবাব আমাদের উচ্ছেদ করিতে আসিতেছে। তোমার পিতাকে পত্র লিখিয়া যদি নবাবকে নিরস্ত করিতে না পারো, তোমার বিশেষ অমঙ্গল জানিবে।' সমস্ত অবস্থা অবগত করিলাম, যেরূপ ভাল হয় করিবেন। কারাগারে আমরা উভয়ে চিঁড়া-গুড় খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি।"

রায়দুঃ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনলুম বটে। উমিচাঁদের বাড়ী লুট হয়েছে।]*[১]

স্বরূপচাঁদ। ম'শায় এখানে আর নয়, নবাব আসছেন।

নেপথ্যে নকিব ফুকরাণ। নবাব মনসুরোল মোলক সিরাজদ্দৌলা সাহকুলি খাঁ মীরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর—

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সকলের দণ্ডায়মান হইয়া কুর্নিশ করণ

সিরাজ। আসন গ্রহণ করুন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, মহারাষ্ট্রের উপর্য্যুপরি দৌরাত্ম্যে ভূতপূর্ব্ব নবাব আলি-

[১] অভিনয়ের সময় সংক্ষেপার্থে ৬ষ্ঠ ও ৮ম গর্ভাঙ্কের পরিবর্ত্তে *[ ]* অংশটি সন্নিবেশিত হইল।

বন্দী,—রাজা, আমীর, ওমরাহ, জমিদার প্রভৃতিকে স্বীয় অধিকার রক্ষার নিমিত্ত সৈন্য বৃদ্ধি ক'র্‌তে আজ্ঞা দেন। কলিকাতায় ইংরাজেরাও সে সময়ে সৈন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সুচতুর ইংরাজ, সেই সুযোগে কেবল সৈন্য বৃদ্ধি ক'রেই ক্ষান্ত হয় নাই; স্বাধীন রাজার ন্যায় দুর্গ সংস্কার করেছে। যদিচ এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নাই, তথাপি ইংরাজ বলবৃদ্ধি ক'রতে ক্ষান্ত নয়। বিনা আদেশে শত্রুর গতিরোধ করবার জন্য বাগ-বাজারে পেরিং নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেছে! এই রাজবিরুদ্ধ আচরণ হ'তে নিরস্ত হবার নিমিত্ত বার বার নবাব-দূত প্রেরিত হয়। কিন্তু ইংরাজ, দূতের অবমাননা ও স্বেচ্ছাচারী কার্য্য হ'তে নিরস্ত হয় নাই।

জগৎ। জনাব, পেরিং দুর্গ নয়, সামান্য প্রাকার মাত্র!

সিরাজ। পেরিং সামান্য প্রাকার, বোধ হয় শেঠজীর অভিপ্রায়, তা ভঙ্গ না ক'রে নবাব-আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় নাই। কিন্তু রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস—যিনি ঢাকা হ'তে নবাবী অর্থ ল'য়ে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁকে ইংরাজ, নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশ উপেক্ষা ক'রে, মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে নাই; এ কিরূপ সঙ্গত বিবেচনা করেন?

রায়দুঃ। অতি অসঙ্গত।

সিরাজ। রাজ্যে বিগ্রহানল প্রজ্বলিত হওয়ায় প্রজার অমঙ্গল, এই নিমিত্ত বার বার ফিরিঙ্গিকে মার্জ্জনা করেছি। কিন্তু হীন-বুদ্ধি ফিরিঙ্গি সেই মার্জ্জনা আমাদের দুর্ব্বলতা বিবেচনায় আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না। তাদের সেই ভ্রম দূর করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব কল্যই আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা ক'রবো। আমার সমভিব্যাহারে যেতে আপনারা সকলে প্রস্তুত হ'ন।

জগৎ। জাঁহাপনা, দাসের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এখনো নিরস্ত হওয়া উচিত। চারিদিকে শত্রু, সকতজঙ্গ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হ'চ্ছে, সকতজঙ্গকে দমন করা অতি কর্ত্তব্য। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করা এক্ষণে উচিত নয়।

সিরাজ। শেঠজী, যদি সুমন্ত্রণা না হয়, আমরা সে কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হব না। লোকের মুখে প্রচার, যে ইংরাজদূত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে আসে, তারা কি নবাবের আদেশ মত কার্য্য করতে প্রস্তুত?

জগৎ। জাঁহাপনা, জনশ্রুতি মাত্রেই অদ্ভুত; বাণিজ্য সম্বন্ধে কখনো কখনো অর্থের প্রয়োজন হ'লে, ইংরাজ আমার নিকট আসে সত্য, কিন্তু তারা সামান্য ব্যক্তি, রাজকীয় কর্ম্মের কোন কথা উত্থাপিত হয় না।

সিরাজ। নিশ্চয় জানবেন, ফিরিঙ্গিরা আমাদের সহিত সদ্ভাব রাখতে উৎসুক নয়। কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হ'লে আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হ'তেম না। ভূতপূর্ব্ব নবাবের পদানু-সরণ পূর্ব্বক আমরা কাশিমবাজারের কুঠি অবরোধ করি, আর তার অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্‌ ও চেম্বার্স সাহেবের মুচলেখায় স্বাক্ষর ক'রে লই। কিন্তু সে মুচলেখার মর্ম্মানুসারে কলিকাতায় কোন কার্য্যই হয় নাই। যখন রাজমহলে সকতজঙ্গের বিরুদ্ধে আমরা যাত্রা করি, কলিকাতা হ'তে ইংরাজের এক পত্র দরবারে উপস্থিত হয়,—সে পত্র দূতের অপমান অপেক্ষা অধিক অমর্য্যাদাসূচক। সেই নিমিত্ত ওয়াট্‌স্‌ ও চেম্বার্সকে কারারুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদের উদ্ধারার্থে দেখা যায়, কলিকাতার ইংরাজ ব্যগ্র নয়। আমরা কলিকাতায় উপস্থিত হ'লে কিরূপ ব্যবহার করে তা দেখা নিতান্ত আবশ্যক। সকতজঙ্গকে দমন না ক'রে সেইজন্য রাজমহল হ'তে সসৈন্যে প্রত্যাগমন করেছি। অতএব আপনারা কলি-কাতা যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হোন। অবশ্যই আপনারা আমার রক্ষার্থে গমন করবেন, সন্দেহ নাই।

মীরজাঃ। জাঁহাপনার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা, রাজ-অমাত্যগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালনে সকলেই উৎসুক। (স্বগত) আর বাধা দেওয়া উচিত নয়, অপমানিত হ'তে হবে।

সিরাজ। ওয়াট্‌স ও চেম্বার্সকে দরবারে উপস্থিত হ'বার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তাদের নিকট শুনলেই নিশ্চিত বুঝবেন যে, আমাদের অবজ্ঞা করাই ইংরাজের মন্তব্য।

ওয়াট্‌স ও চেম্বার্সকে লইয়া দূতের প্রবেশ এবং উভয়ের জানু পাতিয়া নবাবকে অভিবাদন

গাত্রোত্থান করুন। সাহেব, আপনারা মুচলেখায় স্বাক্ষর করেছেন, কিন্তু তার মর্ম্মানুসারে অদ্যাবধি কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই।

ওয়াট্‌স্‌। জনাব, কলিকাতায় কাউন্সিলের কোন সংবাদ আমরা পাইলো না। গভর্ণর ড্রেক কি করিতেছেন, কেমন করিয়া বলিবে।

সিরাজ। ভাল, ইচ্ছা হয় কলিকাতায় গিয়ে সংবাদ লউন। নবাব-আদেশে আপনারা মুক্ত। আপনার সাধ্বী স্ত্রী বেগমকে আপনাদের মুক্তির জন্য অনুরোধ করেছেন। তাঁরই কৃপায় আপনারা মুক্ত, আপনারা যথাস্থানে গমন কর্‌তে পারেন।

উভয়ে। নবাবকে খোদা লম্বা জীবন দিক।

[সেলাম করিয়া উভয়ের প্রস্থান।

সিরাজ। এখন বোধ হয় সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে যে, আমরা কলিকাতায় উপস্থিত না হলে ইংরেজের চৈতন্য হবে না।

রাজবঃ। সেইরূপই তো অনুমান হ'চ্ছে।

জগৎ। (স্বগত) নবাব প্রস্তুত হ'য়েই আমাদের দরবারে ডেকেছে।

সিরাজ। চিন্তাচিহ্ন হেরি কেন বদনে সবার?
বৃদ্ধ আলিবন্দী সবে করেছে পালন,
আমি তাঁর পালিত নন্দন।
শত দোষ যদিও আমার,
তবু উচিত হে তোমা সবাকার,
সে সকল করিতে মার্জ্জনা।
স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন,
হিতাহিত ছিল না বিচার,
মদ্যপানে করিয়াছি শত শত দুর্নীতি ব্যভার!
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন,
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর—
জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার;
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে;
প্রজার মঙ্গল কার্য্য সতত সাধন,
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।
যথা সাধ্য আত্ম-সংশোধন
চেষ্টা করি দিবানিশি।
হও অনুকূল তোমরা সকলে—
কুশলে যাহাতে হয় রাজ্যের শাসন।

মীরজাঃ। রাজ্যের কুশল আমাদের দিবা-নিশি কামনা। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রজার অমঙ্গল বিবেচনায়, শেঠজী জাঁহাপনাকে যুদ্ধে নিরস্ত হতে অনুরোধ করেছিলেন; মারহাট্টা উৎপীড়নে প্রজাসকল বিকল, নানা কারণে রাজকরও বৃদ্ধি হয়েছে, যুদ্ধ ব্যয়ার্থে রাজকর আরও বৃদ্ধি হবে। তবে এখন বুঝলেম যে দাম্ভিক ইংরাজ দমন কর্ত্তব্য বটে। অমাত্যগণ কি বলেন? সদ্বিবেচনাই অনুমিত হচ্ছে?

স্বরূপচাঁদ। কৌশলে কার্য্য নির্ব্বাহ হ'লেই, সব দিক মঙ্গল হ'তো।

রাজবঃ। যখন উপায় নাই, যুদ্ধই কর্ত্তব্য।

সিরাজ। হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা ক'রবেন না। কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গলার নই। আপনাদের যদি বর্জ্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীকেই রাজ-কার্য্য প্রদান ক'র্‌বো। আপনাদের আত্মীয়-বান্ধব, স্বদেশনিবাসী নির্ব্বাচিত হবে, কোন বিদেশী রাজকার্য্য প্রাপ্ত হবে না। হিন্দু-মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙ্গলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীই কার্য্যভার প্রাপ্ত হবে। যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন, পূর্ণিয়ায় সকতজঙ্গের সঙ্গে যোগদান করুন কিম্বা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন করে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। কিন্তু স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুশ্‌মন।

মীরজাঃ। জনাব—জনাব—কেন বার বার এমন কথা বলছেন! যদি ফিরিঙ্গিযুদ্ধে নবাব অগ্রসর হন, আমরা প্রাণপণে তাঁর সাহায্য ক'রবো। একি—সকতজঙ্গ, বিদ্রোহ—এসব কথা কেন? এতে আমরা কুণ্ঠিত হই।

সিরাজ। ওহে হিন্দু-মুসলমান—
এস করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন;
হই বিস্মরণ পূর্ব্ব বিবরণ;
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন।
আমি মুসলমান, করি বাক্যদান,
ভুলে যাব যাহা আছে মনে;
পূর্ব্ব কথা আলোচনার নাহি প্রয়োজন॥

সিংহাসনে হয় যদি সকত স্থাপিত,
বাঙ্গালার নাহি ক্ষতি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান—
নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ-অগ্র স্থান
জানিহ নিশ্চিত—
রাজ্যলিপ্সা প্রবল সবার।
দাক্ষিণাত্যে বুঝহ ব্যভার
ছলে বলে বিস্তার করিছে অধিকার।
ইংরাজের অমাত্য ইংরাজ,
মন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী।
বঙ্গের সন্তান—হিন্দু-মুসলমান,
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর।
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর—চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়াম-ব্যারিক

ড্রেক্, হলওয়েল ও কৃষ্ণদাস

ড্রেক। তোমার বাবার দ্বারাই আমাদের সমস্ত কুত্তায় খাইতে বসিয়াছে। তোমার বাপ আমাদের দুশমন, not friend.

কৃষ্ণদাস। সাহেব, আমার পিতার কোন অপরাধ নাই।

হলওয়েল। তুমি বাক্য অধিক জানো, হামি জানে। কিন্তু এক এক করিয়া আমার কথার উত্তর দাও। তোমার বাবা, গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখিয়াছিল কি না, যে সিরাজ নবাব হইল তো কি হইল? নবাবের বড় মাউসি ঘসেটীবেগমের পুষ্যিছানা সিরাজের ভাই একামদ্দৌলার নাবালক লেড়কাটাকে হামি নবাব করবে। নবাবের চাচী ঘসেটীবেগমের টাকা আর তোমার বাবার চালাকি এই দুই একত্রিত করিয়া, সিরাজকে গদি হইতে নামাইবে। এখন কি হইল?

কৃষ্ণ। সাহেব, আমার পিতা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

ড্রেক। Fool, প্রাণপণ কাকে বলো! যেখন নবাবী ফৌজ ঘসেটীবেগমের লালকুঠিতে আসিল, একঠো গুলি ছাড়িয়াছিল? একঠো তলোয়ার খাপ হইতে বাহির হইয়াছিল? তোমার বাবা কুত্তাকা মাফিক ভাগলে; যে ঘসেটীবেগমের সাথ দোস্তি করিয়াছিলো, সে ঘসেটীবেগমের হাল কি হইবে তাহাও ভাবিলো না। এস্‌কা নাম বেইমানি।

কৃষ্ণ। সাহেব, আমার পিতা কি জানেন যে, তাঁরা প্রস্তুত হ'তে না হ'তে, সিরাজ আক্রমণ করবে।

হল। এ কথা কি তোমার বাবা বলিয়াছিলো যে তিনি না প্রস্তুত আছে? প্রস্তুত না আছে জানিলে কি গভর্ণর ড্রেক সাহেব নবাবের দূতের অপমান করিত, না প্রথম যখন দূত গিয়াছিল ঐ ওক্‌তে পেরিং পয়েন্ট ভাঙিয়া দিত; কেল্লা মেরামতি করিত না, নবাব যেমন যেমন বলিয়াছিল, সব কাম তেমন তেমন করিত।

কৃষ্ণ। বাবার ত্রুটি হ'য়েছে, বাবার ত্রুটি হ'য়েছে আমি স্বীকার পাচ্ছি।

ড্রেক। তুমি স্বীকার পাইতেছ তো হামি খোস হইয়া গেল। দেখো, ফের্‌বি যখন নবাব দূত পাঠাইল, তখন বি তোমার বাপ কিছু বলে না।—ফের ড্রেক সাব, নবাবকা অপমান করিল।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ—শেষে রামরাম সিংহের ভাই রাজারাম সিংহ এসেছিল বটে, কিন্তু সে ফিরিওয়ালার বেশে এসেছিল, একথা লিখে তো নবাবের নিকট কৈফিয়ত দিয়েছেন।

ড্রেক। হ্যাঁ, আমরা লিখেছি; সে তোমার বাপের সলা না, হাম্‌রা লিখা জানে। লেকেন তোর বাপ্‌-বেটা দুশ্‌মন আছে, এ ইংরাজ লোক ভুলিবে না।

কৃষ্ণ। আমরা চিরদিনই আপনাদের আশ্রিত, আমরা চিরদিনই আপনাদের বন্ধু!

হল। হ্যাঁ, বুড়া নবাব আলিবর্দ্দীর আমলে যখন তোমার বাবা ঢাকার নোয়াজেসের দাওয়ান ছিলো (ও উল্লুক নামে ঢাকার সর্দ্দার ছিল, কিছু দেখিত না, মুর্শিদাবাদে মতিঝিলে

রেণ্ডি নিয়ে আস্‌নাই করিত) তেখন তোমার বাবা প্রজা লুটিয়া টাকা লইয়াছে আর আমাদের উপর কি জুলুম করিয়াছে, তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। না স্মরণ থাকে, আমি তোমায় ইয়াদ করিয়া দিতেছি।

কৃষ্ণ। সাহেব—সাহেব—

ড্রেক। Silence! আমাদের মালজাহাজ আটক করিল, এজেন্টদিগকে কয়েদ করিল, ফের নবাব যখন মর্‌বে শুনলে, তেখন কাশিম-বাজারে ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকা পাশ বলিল—'সিরাজদ্দৌলা নবাব হইবে না, তোমার বাবা যাকে নবাব করিবে সেই নবাব হইবে।' তুমি কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আসিল। ইংরাজ খোলা বাহুতে তোমাকে receive করিল, তোমার বাপের বেইমানি সব ভুলিয়া গেল।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ—আপনাদের কাছে আমরা চির-কৃতজ্ঞ।

ড্রেক। হাঁ—হাঁ তা বুঝেছি। But look here, তোমার বাবা যে রাজবল্লভ সেই রাজ-বল্লভ আছে। এদিকে ঘসেটীবেগম জানানায় বন্দী হইল, আর ইংরাজের উপর নবাব রাগিল। এখন কি নয়া সলা করিতেছ বলো? নবাব তাহাকে কিছু বলিল না কেন?

কৃষ্ণ। সাহেব, মুর্শিদাবাদ হ'তে আমি কোন পত্র তো পাইনি।

ড্রেক। ঝুট মৎ বলো। আমাদিগের চক্ষু বন্ধ করিতে পারিবে না,—তোমার মনস্থ ফলিবে না। তুমি কলিকাতা হইতে যাইতে পারিবে না।

কৃষ্ণ। সাহেব, আমি ক'লকাতায় আপনাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, ক'লকাতা হ'তে কোথায় যাবো?

ড্রেক। কেন, তোমার বাবার নিকট যাইবে না? তোমার বাবার কারণ হামলোক নবাবকা দুশ্‌মন হুয়া, আর তোমার বাবা নবাবের দোস্ত হুয়া,—হামাদের বিরুদ্ধে নবাবকে লইয়া আসিতেছে। যদি সকল সত্য না বলো, তোমায় কয়েদ থাকিতে হইবে।

কৃষ্ণ। সাহেব, কি কথা আমি তো কিছুই জানিনে।

ড্রেক। জান না, তোমায় আমি বলিয়া দিতেছি। এই পত্র দেখ, কেস্‌কা জানো? spy রামরাম সিং উমিচাঁদকে লিখিয়াছে। এ চিঠি যে ব্যক্তি লইয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি তোমার বাবার চরের মত চালাক নয়, এই নিমিত্ত আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে। তোমার বাবা খুব চালাক আদ্‌মি। আর মিথ্যা বলিও না, সকল খবর হামাদিগের দাও, নচেৎ তোমায় কয়েদ করিয়া রাখিব! তোমায় কয়েদ করিয়া তোমার বাবার দুশ্‌মনির শোধ লইব।

কৃষ্ণ। সে কি সাহেব! আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আপনারা না আশ্রয় দিলে, নবাব হয়তো প্রাণবধ ক'রতো।

ড্রেক। সেই নিমিত্ত তোমার বাবা হামাদের বিরুদ্ধে নবাবকে সঙ্গে আনিতেছে।

কৃষ্ণ। সাহেব, সে কি কখন হয়? এই মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিয়াছে?

ড্রেক। উমিচাঁদের প্রতি এই রামরাম সিংহের চিঠি পাঠ করো। (পত্র প্রদান করিয়া) বড় আওয়াজে পাঠ করো।

কৃষ্ণ। (পত্রপাঠ) "সময় থাকিতে কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়ুন। নবাব সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এবার ইংরাজের আর রক্ষা নাই। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ প্রভৃতি সেনানায়কগণ নবাব-সৈন্য পরিচালনা করিতেছে।"

ড্রেক। বস্‌ করো। Rascal, what have you got to say now? তোমার বাবা হামাদিগকে মারিতে আসিতেছে আর তুমি হামাদের চক্ষু বন্ধ করিবার নিমিত্ত বলিতেছ,—তোমরা হামাদের দুশ্‌মন নও।

কৃষ্ণ। সাহেব, আমি সত্য বলছি, আমি কোন সংবাদ অবগত নই।

হল। চোপ্‌রাও—you sooty devil. The friend উমিচাঁদের হাল এখনি দেখিবে। দুইজনে কারাগারে যাইয়া সল্লা করো।

উমিচাঁদকে ধৃত করিয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ

ড্রেক। Ah! here you are. Good morning উমিচাঁদ! তোমার দোস্তকে দেখিতেছ? দুইজনে মিলিয়া কলিকাতা যাইতে হইবে, আমরা তোমাদের ঘোড়ার ডাকে বসাইয়া দিবে।

উমি। সাহেব, আমি কোম্পানি বাহাদুরের

প্রজা। বিনা অপরাধে আপনাদের লোক আমার প্রতি জুলুম করেছে, আমায় বন্দী ক'রে এনেছে, আমি কোন দোষে দোষী নই!

ড্রেক। হাঁ — হাঁ — বুঝিয়াছি! নবাব কলিকাতা আক্রমণে আসিতেছে কিনা,— তোমরা হামাদের দোস্ত, তোমাদের প্রতি অত্যাচার হইবে, এই নিমিত্ত কেল্লার বিচে তোমাদের রাখিবে।

উমি। আমার অপরাধ কি—আমার অপরাধ কি?

ড্রেক। তুমি দুশ্‌মন! তোমাদের কয়েদ-খানায় অবস্থান করিতে হইবে।

উমি। বিনা অপরাধে আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার কেন ক'চ্ছেন? আমায় বন্দী করেছেন, আমার বাড়ী লুট করেছেন, আমার পরিবার-বর্গের কি অবস্থা তা জানি না।

ড্রেক। তাহাদের নিমিত্ত ফোর্টে স্থান আছে। এখনো বলিতেছ, কি কসুর? কারাগারে কৃষ্ণদাসের নিকট শুনিবে। Who is there?

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

Take them to prison.

কৃষ্ণ। সাহেব—সাহেব—বিনা অপরাধে—

ড্রেক। Damn your eyes, silent you bloody nigger. (সৈনিকের প্রতি) Away with them.

[উভয়কে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

হল। Let's go and train the recruits.

ড্রেক। Woe me, they have never held a pen-knife!

দূতের প্রবেশ

দূত। হুজুর—হুজুর—

ড্রেক। Hang your হুজুর! ক্যা খবর কহো?

দূত। নবাব-সৈন্য ডবল্ কুচে এসে বরাহ-নগরে ছাউনি পেতেছে।

ড্রেক। Sound bugle. To the Pering point—to the Pering point.

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—পথ

নাগরিকাগণ

গীত

জনরব শতমুখে আজব ভেরী শোন্ বাজায়।
॥ ধ্রু॥
(ওলো) বলিহারি নবাবী-কেতায়।
যেটা ধরবে যখন, ছাড়বে না তো—
রাখবে নবাব জেদ বজায়॥
জোয়ান পাঠান মুস্‌কো কেলে,
কোল্‌কাতা উপড়ে ফেলে,
হাতীর পিঠে নে যাবে চেলে;
কাতার কাতার নবাবী ফৌজ,
কুচ ক'রে আসছে হেথায়॥
ছাউনি ফেলে বরানগরে, নবাব আছে গোঁ ধরে,
কখন কি করে;
কাল ভোরে বা কোল্‌কাতাটা
মুর্শিদাবাদে চালান যায়॥
নবাবী কেতা, কার আছে দু'মাথা,
কইবে এক কথা;
শুন্‌চি নাকি গড়ের মাঠে
হাওয়া খেতে বেগম চায়।
নিয়েছে বায়না ভারি, বুঝবে না কারো কথায়॥

বোঁচকা-বুঁচকি বাঁধিয়া কতিপয় স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ

সকলে। ও বাপ্ রে, কি হলো রে, কোথায় যাবো! ঐ নবাব এলো, পালা—পালা—

[সকলের কলরব করিয়া বেগে প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—ফোর্ট-উইলিয়মস্থ কারাগার

কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদ

কৃষ্ণ। ম'শায় আর চিঁড়ে-গুড় খেয়ে প্রাণ তো বাঁচে না, এ অন্ধকূপে আর কতদিন থাকবো? এইখানেই কি মৃত্যু হবে? আর তো কোন উপায় দেখিনে! পিতাকে পত্র লেখেছি, সে পত্র পাঠিয়েছে কিনা জানিনে। আজো তো আমার মুক্তির উপায় কিছু করলেন না।

উমি। বাবা আমি ধনে-প্রাণে গেলেম! ধনে-প্রাণে গেলেম! বাড়ী লুট করে যে যা পেয়েছে হাতিয়েছে।

কৃষ্ণ। আহা, আপনার পরিবারবর্গের কিছু সংবাদ পান নি?

উমি। তারা কোন রকমে পালাবে, তারা তো টাকার মতো অচল নয়। সম্বৎসরের আয় নবাবের এলাকা ছাড়িয়ে কোলকাতায় এনে রেখেছিলুম। ওঃ, পথে বসালে।

কৃষ্ণ। ম'শায়, বিজাতি ফিরিঙ্গিকে বিশ্বাস করে অতি অন্যায় করেছি। যদি দিল্লীতে যেতেম কি পুর্ণিয়ায় সকতজঙ্গের আশ্রয় নিতেম, কিম্বা যদি নবাবের পায়ে-হাতে ধ'রে পড়তেম, তাহলে এ দুর্দ্দশা হ'তো না। পিতা বুঝলেন না;—নবাব ক্রোধনস্বভাব বটে; ক্রোধ হ'লে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। কিন্তু দেখেছি অতিশয় দোষ ক'রে গিয়ে মার্জ্জনা চাইলে মার্জ্জনা পায়! যতই দোষ থাকুক, মেজাজ অতি উচ্চ। হায়—হায়, কেন ফিরিঙ্গির আশ্রয়ে এলেম।

উমি। বাবা, আগে কে জানে বলো, যে এরা এমন ধড়িবাজ! মনে করতেম বাঁদুরে জাত,—ডাব চেনে না, ছোবড়া খেতে যায়; পাল্কির ছাদে উঠে বসে, এক পয়সার সামগ্রী নিয়ে দুটো টাকা ফেলে দেয়। ব্যাটারা কতো হাতে-পায়ে ধর্‌লে, বললে একটু কুঠি ক'রে দাও, আমরা এখানে ব্যবসা করবো।

কৃষ্ণ। ম'শায় এরা বড় চতুর। এক পয়সার সামগ্রী নিয়ে দুটো টাকা ফেলে দেয় সত্য—সামান্য টাকা খরচ ক'রে আমিরি দেখায়—কিন্তু মনে করেন কি, ব্যবসা আপনি ওদের চেয়ে জানেন? দেখুন আমাদের দেশ, আপনার নিকট ব্যবসা-বাণিজ্য শিখলে, ক'বছরের মধ্যে ক'টা কুঠি করেছে দেখুন! কি অপমানিতই হলেম। আমাদের সামান্য চাকরকে যেরূপ কুবচন বলি নাই, তা অপেক্ষাও অকথ্য ব'লে আমায় তিরস্কার করলে। উঃ—এত অদৃষ্টে ছিল! অতি সামান্য ব্যক্তি, উদরের জ্বালায় এদেশে এসেছে, কিন্তু যে দুর্ব্বাক্য বললে, স্বয়ং নবাব এরূপ বলেন না! হায় হায়, স্বদেশীকে বিশ্বাস না করার উপযুক্ত শাস্তি পেলেম!

উমি। ব্যাটারা মনে ক'রেছে, আমায় কয়েদ ক'রে আরও টাকা হাতাবে। আমি আর এক কাণাকড়িও ছাড়বো না, চিঁড়ে খেয়ে মরি, ফাঁসি দিগ—তাও কবুল—এক কড়িও ছাড়বো না।

জনৈক পর্টুগিজ-গার্ড ও একজন ফিরিঙ্গির প্রবেশ

গার্ড। বাবু—বাবু স্যালাম! সুখবর দিতি আইচি। আমার উপর গোস্যা হবেন না। মোর চাটগাঁয়ে ঘর, মোরা পর্ত্তুগিজ! মোরা র‍্যাংরেজ নই, মোর উপর গোস্যা হবেন না;—কি করবো নুন খাইচি, পাহারা দিতি হইচে। নবাব আসতিছে, এই খবর দেলাম, মোর গর্দ্দানটা বাঁচান।

ফিরিঙ্গি। বাবু সাব—বাবু সাব, হামি বাঙ্গালার আদ্‌মি, হামি বন্দুক পাকড়াতে জানে না। হামকো পাকড় লিয়ে হাতমে বন্দুক দিলো। বাবু, হামার জান বাঁচাও—নবাব আতা—হাম লোককে কোতল করে গা।

দূরে তোপধ্বনি

গার্ড। ঐ শোনেন, নবাবী ফৌজ তোপ দাগতিছে। দই বাবু সাব, মোদের জানটা বাঁচাবেন।

কৃষ্ণ। নবাবী-সৈন্য কোথায়?

গার্ড। ঐ পূব দিকটে আসি ঝোক্‌চে।

ফিরিঙ্গি। হামি আপলোককে খবর লেকে দেতা হ্যায়।

পুনরায় তোপধ্বনি

গার্ড। ঐ শুন্‌তিছেন—তোপ দাগ্‌তিছে? দ্যাখ্‌বেন বাবু দ্যাখ্‌বেন, জানটা বাঁচাবেন।

ফিরিঙ্গি। Here comes bloody Holwell. বাবু, গরীবকো মনে রাখিবেন।

[পর্টুগিজ গার্ড ও ফিরিঙ্গির প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বোধ হয় আমার প্রাণ বধ করতে আসছে। আমার মারীচের দশা, রামে মারলেও মেরেছে, রাবণে মারলেও মেরেছে; নবাবের হাতে পড়লেও তো আমার নিস্তার নেই!

হল্‌ওয়েলের প্রবেশ

হল। উমিচাঁদ বাবু, তুমি রাখবে তো বাঁচবে, নয়তো সব মারা যাবে! বাবা, কসুর

হইয়াছে, ঐ কালা আদ্‌মিটা আপনার চুকলি করলো, ড্রেক সাব সম্‌জতে পারলে না, আপনাকে বহুত দুখ দিলো; বাবু forgive and forget! আমরা ব্যবসা করিতেছি by your help—forgive and forget! নবাব হইতে হাম্‌লোককো জান বাঁচাও।

উমি। সাহেব, আমি কি করবো? আমায় রাস্তার ভিখারী করেছ। তোমার গোরায় আমার বাড়ী লুটে নিলে; আমি এই কয়েদ-খানায় চিঁড়ে-গুড় খাচ্ছি।

হল। আপনার যাহা গিয়াছে, East India Company তাহার double দিবে, টাকার নিমিত্ত কিছুই পরোয়া করিবেন না, হামাদের জান বাঁচান। কৃষ্ণদাস বাবু, হামাদের কসুর হইয়াছে। উমিচাঁদ বাবুকে বুঝাইয়া বলেন, হামাদের জান বাঁচান।

উমি। সাহেব, কি করতে হবে—বলুন।

হল। আপনার দোস্ত General মাণিক-চাঁদ rampart attack করিয়াছে। তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়া দেন, নবাব হামাদের সহিত peace করে। নবাব যেমন যেমন বলে, হামি লোক তেমন তেমন করবে।

কৃষ্ণ। যেদিকে হোক আমার প্রাণ যাবে।

হল। কৃষ্ণদাস বাবু, আপনার বাবা আপনাকে রক্ষা করিবেন। উমিচাঁদ বাবু, এই মুন্‌সির নিকট পত্র লিখিয়া আনিয়াছি, একঠো সই করিয়া দেন। আমি rampart হইতে পত্রটা ফিঁকে দিবে।

উমি। আচ্ছা সাহেব, দাও। দেখো সাহেব, তখন গোলমাল ক'রো না, আমার সিন্দুকে তিন লাখ টাকা ছিলো!

হল। না না! We are Christians, হামাদের দ্বারা এমন হইতে পারে না। মিথ্যা বলিলে আমাদের ধরম্‌ যায়।

উমিচাঁদের সহিকরণ

হল। (স্বগত) Woe me, to bend before niggers!

[হলওয়েলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। দেখ্‌ছেন কি? কাজ গুছিয়ে চলে গেল। আসুন খাটিয়ায় প'ড়ে দুর্গানাম করি।

নবম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়ম

ড্রেক ও হলওয়েল

দুইজনের দুই দিক হইতে প্রবেশ

ড্রেক। Pering lost. The devil has lent them wings. The enemy like locust have surrounded the fort. Let us die like Englishmen.

হল। Peace refused, they are scaling the rampart.

ড্রেক। How to save the ladies?

হল। Escort them on board the man-of-war. The enemies are not in the west. I go back to the rampart.

বিবিগণ সহিত জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মেমলোককো লেকে জাহাজমে উঠিয়ে, দুশ্‌মন চড়্‌ গিয়া, কেল্লা নেহি বাঁচানে শেখো গে।

ড্রেক। জাহাজ নদীকা বিচমে হ্যায়, বোট হ্যায় নেই, ক্যায়সে জাহাজমে লে যায়?

সৈনিক। মীরজাফর সাহেবকা দোস্ত, আমীরবেগ সাহাব, বোট লেকে হাজির হ্যায়; হাম র‍্যামপার্টমে রহা, হামকো ইসারা দিয়া। সোবে মৎ কিজিয়ে, জল্‌দি জল্‌দি—দুশ্‌মন আবি কেল্লা মে ঘুসে গা।

মেমগণ। Oh, save us—save us from the tyrant Nowab!

ড্রেক। Fear not, follow me.

[সকলের প্রস্থান।

কতকগুলি মদমত্ত গোরাসৈন্যের প্রবেশ

সকলে। La—Ta—Ra—Ra! La—Ta—Ra—Ra!!

১ গোরা। Open the gate. Let's go out. Hang Governor Drake, hang Holwell!

[সকলের প্রস্থান।

হলওয়েলের প্রবেশ

হল। Ah the drunken swines! All is lost, they have opened the gate.

নেপথ্যে। আল্লা আল্লা হো—এদিকে—এদিকে ফাটক খুলেছে, পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—একঠো গোরা না ভাগে।

নবাব-সৈন্যগণের প্রবেশ

১ সৈন্য। এই হলওয়েল, পাক্‌ড়ো।

হলওয়েলকে সকলের ধৃতকরণ

হল। Oh Christ!—to be taken by niggers!

[হলওয়েলকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়মস্থ নবাব-দরবার

সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, রায়দুর্ল্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ, মীরণ, করিম চাচা প্রভৃতি

বন্দী অবস্থায় হলওয়েলকে লইয়া দূতের প্রবেশ

সিরাজ। কি নিমিত্ত মানীলোকের অসম্মান ক'রে সাহেবকে শৃঙখলাবদ্ধ করা হয়েছে? শৃঙখল-মুক্ত করো। (শৃঙখল-মুক্ত হইয়া হল-ওয়েলের জানু পাতিয়া অভিবাদন) হলওয়েল, বোধ হয় এখন বুঝেছ, যে বারবার নবাবের অসম্মান করা তোমাদের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।

হল। জনাব, আমি পুলিশের অধ্যক্ষ, ড্রেক সাহেব গভর্ণর ছিলেন।

সিরাজ। তিনি স্বয়ং তো জাহাজে পলায়ন করেছেন শুনতে পাই। তোমার বীরত্বে আমি পরম সন্তুষ্ট। আমার ধারণা ছিল, ড্রেক যেরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছে, সে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, কদাচ পলায়ন করবে না।

হল। জনাব, he is a brave man, অনুমান হয়, উল্টা বায়ুতে তিনি আসিতে পারেন নাই।

সিরাজ। হলওয়েল, তোমরা উচ্চজাতি, তার আর সন্দেহ নাই। তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ড্রেকের সম্পূর্ণ দোষে বিপদগ্রস্ত হয়েও, বন্দী-অবস্থায় তার নিন্দার প্রতিবাদ কচ্ছ; তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা বাঙলার কর্ত্তব্য। আমরা তোমার এই বীরোচিত ব্যবহারে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আমি এখন বুঝলেম, কি নিমিত্ত অপরাপর পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে তোমাদের এত উন্নতি। যারা যারা বন্দী হ'য়েছে, তাদের জীবনের কোন শঙ্কা নাই। যদি শেষ অবস্থায়ও তোমরা সরলভাবে সন্ধির প্রার্থনা করতে, এ অবস্থাপন্ন হ'তে না।

হল। জনাব, আমরা সন্ধির প্রার্থনা করিয়া, দুর্গ প্রাচীর হইতে চিঠি ফেলিয়া দিলো। একটা লোক চিঠি লইয়া গেল। কিন্তু নবাবী কোন হুকুম হইল না।

সিরাজ। সেনানী মাণিকচাঁদ, একথা কি সত্য? আপনার সেনাই তো দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করেছিল।

মাণিক। জনাব, পত্রের কথা বান্দা কিছুই অবগত নয়।

সিরাজ। এরূপ অনেক পত্র আমাদের গোচর হয় না। এ অনিয়ম অমাত্যবর্গের সংশোধন করা উচিত। (মীরজাফরের প্রতি) মীরজাফর খাঁ বাহাদুর, আপনি এই ফিরিঙ্গি বন্দীর ভার গ্রহণ করুন।

মীরণ। (জনান্তিকে মীরজাফরের প্রতি) আমি ভার গ্রহণ কচ্ছি।

মীরজাঃ। উত্তম।

মীরণ। (দূতের প্রতি) আমার সঙ্গে সাহেবকে নিয়ে এসো। (স্বগত) মেম বেটীদের কোথায় ধ'রে রেখেছে!

[মীরণ, হলওয়েল ও দূতের প্রস্থান।

রাজবঃ। (জনান্তিকে রায়দুর্ল্লভের প্রতি) ঐ কৃষ্ণদাসকে নিয়ে আসছে, আজ আমি পুত্র-হীন হ'লেম।

রায়দুঃ। (জনান্তিকে) ভগবানকে ডাকুন, নবাবকে কোনরূপ অনুরোধ করতে তো আমার সাহস হ'চ্ছে না।

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভ। চিন্তা দূর করুন। নবাবের মার্জ্জনা আছে, তা কি আজও আপনাদের অনুমিত হয় নাই। রাজা রাজবল্লভ, আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি—

রাজবল্লভের সেলামকরণ

উমিচাঁদ ও কৃষ্ণদাসকে লইয়া দোস্ত মহম্মদের প্রবেশ ও উভয়ের নবাবের সম্মুখে জানু পাতিয়া অভিবাদন

কৃষ্ণদাস, উমিচাঁদ, আসন গ্রহণ করো। এঁদের কোথায় দেখা পেলেন?

দোস্ত। জনাব, অন্ধকূপের ন্যায় একটা গৃহে এঁরা বন্দী ছিলেন।

সিরাজ। উমিচাঁদ, নবাবী অধিকার অপেক্ষা কলিকাতা নিতান্ত নিরাপদ স্থান নয়, এতদিনে ধারণা হয়ে থাকবে।

উমি। জনাব, জনাব—কারবারের সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতায় ছিলেম; সমুচিত দণ্ড হয়েছে, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে।

সিরাজ। কৃষ্ণদাস, নবাব-চরিত্র তুমি অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত কলিকাতায় এসে ইংরাজের শরণ নিয়েছিলে। আমি যৌবন-সুলভ অনেক দোষে দোষী, স্বীকার করি। কিন্তু কেউ শরণাগত হ'য়ে আশ্রয় পায়নি, বা গুরুতর অপরাধ ক'রে মার্জ্জনা প্রার্থনায় দোষ মাপ হয়নি, বোধ হয় আমাদের শত্রুর মুখেও শুনবে না। বিদেশী আপনার হয়, ইতিহাস-পৃষ্ঠায় এর দৃষ্টান্ত নাই। তুমি তোমার পৈতৃক আশ্রয়দাতা বর্জ্জন করে সমুচিত ফলভোগ ক'রেছ,—ফিরিঙ্গির দুর্ব্বচন সহ্য ক'রেছ,—দোষ অপেক্ষা তোমার দণ্ড অধিক হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। জনাব,—জনাব, ফিরিঙ্গির দ্বারা পীড়িত হওয়া অপেক্ষা আত্ম-গ্লানিতে বান্দার অধিক দণ্ড হ'য়েছে।

সিরাজ। যাঁর হৃদয়ে ধারণা যে, স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার হয়, তাঁর সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রম, এই উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদেশীর ব্যবহার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চক্ষের উপর এই দৃষ্টান্ত দর্শন ক'রে যার ভ্রম দূর না হবে, যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থ-চালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষ্যায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে কুলাঙ্গার। মাতৃভূমির কলঙ্ক! তার জীবন ঘৃণিত!! এই দৃষ্টান্তে যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীতি জন্মায় যে, শত দোষে দোষী হ'লেও স্বদেশী আপনার, বিদেশী চিরদিনই পর, তা'হলে আমাদের যুদ্ধ-শ্রম ও রণব্যয় সফল!

সকলে। (জানু পাতিয়া) জনাব স্বরূপ বলেছেন।

সিরাজ। বাঙলায় এই বিশ্বাস দৃঢ় করুন! রাজা মাণিকচাঁদ, আজ হ'তে কলিকাতায় আপনি আমাদের প্রতিনিধি। কলিকাতার পরিবর্ত্তে এ স্থানের নাম আজ হ'তে আলিনগর। প্রজারা ভয়ে স্থান পরিত্যাগ ক'রেছে। অদ্য রাত্রেই ঘোষণা দেন, কারো কোন ভয় নাই;—সকলেই নিজ নিজ আবাসে প্রত্যা-গমন করুক। নগরে শান্তি স্থাপিত হোক।

মাণিক। নবাবের বদান্যতায় দাস বহু সম্মানিত।

সিরাজ। দরবার ভঙ্গ হোক।

[সিরাজদ্দৌলা, মাণিকচাঁদ প্রভৃতি কয়েকজনের প্রস্থান।

রায়দুঃ। দেখুন, কি অপমান, সামান্য কেরাণী মাণিকচাঁদ প্রতিনিধি নিযুক্ত হ'লো।

করিম। কৃষ্ণদাসেরও বড় অপমান হ'লো—রাজবল্লভ-চাচা কি বলেন?

রায়দুঃ। কিছু বিশ্বাস নাই। "অব্যবস্থিত-চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ!" আজ এক ভাব, কাল যে কে অপমানিত হবে তার নিশ্চয়তা নাই।

করিম। তাই তো—এখন তো ইংরেজ কুপোকাৎ হ'লো। ফরাসী, ওলন্দাজ, ওদের উদ্বাস্তু ক'রে তেমন কাজ হবে না; আর ওরা ইংরাজের দশা দেখে ঘেবড়োবেও না। এখন গিয়ে সকতজঙ্গের ঘাড়ে চাপো—আর তো উপায় দেখছি নে।

রায়দুঃ। করিম চাচা, তুমি আমার অন্নে পালিত;—তোমার সহিত আমার দূর সম্পর্ক মাত্র। আমার অনুরোধে আমির-ওমরাও সকলে তোমায় ভালবাসে। তোমার কামিনীকান্ত নামের পরিবর্ত্তে আদর করে "করিম-চাচা" ব'লে ডাকে। দেখছি তুমি নবাবের নিকট ভাঁড়ামি ক'রে তার প্রিয় হ'য়েছ, সেই নিমিত্ত গর্ব্বে যথারীতি সকলকে সম্মান প্রদান করো না। তোমার সকল কথায় কথা কওয়া ভাল নয়।

করিম। কেন বাবা, সভায় থাকলে, এক জনকে দিয়ে তো প্রস্তাব করা চাই। আমি সুর ধরিয়ে দিলুম, এখন যে যার আঁতের কথা খোলবার সুবিধা পাবে।

মীরজাঃ। ছিঃ, তুমি বড় বেয়াদব হ'য়েছ।

করিম। চাচা উমিচাঁদ, কিছু বেয়াদবি হয়েছে কি? বেকুব নবাব, নবাবিই জানে না; কারুর গর্দ্দানী নেবার হুকুম দেয় না,—ওকে আগে তক্তা থেকে নাবাও। এমন একজন নবাবের বেটা নবাবকে বসাও, যে হুট্ ব'লতে জুতো শুদ্ধ লাথি ঝাড়ে, যে কয়েদ ক'রে টাকা আদায়

করে! টাকা ভাঙগলে মাপ, শত্রুতা ক'রলে মাপ —এ ব্যাটা কি নবাব, ছ্যাঃ! জিব শুকুচ্ছে বাবা, পরামর্শ কি আঁটবে আঁটো। ভেব না, যা মুখে এলো বললেম, আর পেটে কিছু নাই! আগুন খাও, আঙরা ছ্যারাবে! আমার কি বাবা! দু'টান চণ্ডু আর দু'পেয়ালা মদ,—তোমাদের পাঁচ জনের কল্যাণে জুটবে! যেতে যেতে বাবা তোমাদের একটা তারিফ দিয়ে যাই। এই যে কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে দিলে, তাতে একটা বাহবা দিলে না বাবা!

[করিম চাচার প্রস্থান।

মীরজাঃ। আজ রাত্রি অধিক হয়েছে, নিজ নিজ শিবিরে যাই চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

করিম চাচার পুনঃ প্রবেশ

করিম। মীরণ চাচা চ'লে গেল, চণ্ডুর যোগাড় কে করে। কালাচাঁদ, তোমার প্রেমেই আমি যামিনী যাপন করি। এইটেতে নবাব বসেছিল না? একবার হেলে বসি। (নবাব-সিংহাসনে উপবেশন) উঁহু,—হ'লো না—এ জায়গা বড় সোজা নয়, এ ফোর্ট উইলিয়ম, এখানে অনেক ব্যাটাকে সেলাম দিতে হবে,—এখানে অনেক মুকুট গড়াগড়ি যাবে। ফোর্ট উইলিয়ম, আমি তোমায় আগে সেলাম দিই বাবা! কিছু ভেবো না—তোমার এ শ্রী থাকবে না, তোমার পুষ্যিপুত্রেরা জাহাজ ক'রে এলো বলে। ও মাণ্‌কে-ফাণ্‌কের কাজ নয়, রসো না দু'দিন হুকুম চালাগ, দু'দিনে বাবা "লাড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর" ক'রে পালাবে! আমিই "লাড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর" ক'রে ভাগি। তাই তো কামিনী, অর্দ্ধযামিনী, একাকিনী কোথায় যাবে! মাঠে হাওয়ায় শয়ন করবে? আজ আমি একটি অপূর্ব্ব নায়িকা হবো। আকাশ চন্দ্রাতপ, ধরণী শয়ন, আহা বিরহ আর সহ্য হয় না। যদি সুরা-সমুদ্র পেতেম, ঝাঁপ দিতেম। ওঃ, এত গোলাগুলি রয়েছে, দুটো চারটে আফিমের ছিটে কেউ দিতো, মনের ব্যথা নাক ডাকিয়ে প্রকাশ করতেম। মীরজাফর চাচা কিনা চণ্ডু টেনে শোবে। চাচা আমার গদীতে বসলে নাকে-কাণে-মুখে নল দিয়ে চণ্ডু টানবে।

[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—সুসজ্জিত তোরণ

নাগরিকাগণ

গীত

আসছে ওই নবাব বাহাদুর।
জঙগলা কাঙগলা ফিরিঙ্গি সব
বাঙগলা হ'তে হ'লো দূর॥
গুড়ুম গুড়ুম নবাবী কামান,
পাহাড় হয় দু'খান,
কোলকাতায় নবাবী নিশান;
কার্‌দানি ছ'রকুটে গেছে,
ভেঙেগছে বিলাতী ভুর॥
ঘুচেছে হুট্‌ মুট্‌ গুট্‌,
দিয়েছে পাল তুলে ছুট,
নেইকো আর ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ ড্যাম্‌—
ফের্‌কে দু'ঠ্যাং, ঠুকে বুট, ফুঁকে চুরুট্‌;
নাই বাগিয়ে ঘুসি চোখ রাঙগানি
ঘেউ ঘেউয়ে বুলডগি সুর॥

[সকলের প্রস্থান।

মোহনলাল ও লছমন সিংহের প্রবেশ

মোহন। এত শীঘ্র রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা! সকতজঙেগর কর্ম্মচারীরা কার্য্যকুশল বটে। কই—কে—কোন্‌ ফকির?

লছমন। আজ্ঞে, এই দিকেই এসেছে।

মোহন। আর যে একজন স্ত্রীলোক বল্‌লে?

লছমন। আজ্ঞে, সে লোকের অন্দরে প্রবেশ ক'রে, ঘরে ঘরে জাঁহাপনার অপবাদ দিচ্ছে, আমার ভগ্নীর নিকট সংবাদ পেলাম!

মোহন। কি বলে?

লছমন। বলে—এইবার নবাব এসে দেশে আর সতী রাখবে না। ইংরাজদের ভয় ছিল, তাই এতদিন দৌরাত্ম্য করে নাই! আবার নাকি নবাবদূত রাণী ভবানীর কন্যা তারাবাইকে আনবার জন্য প্রেরিত হয়েছে। আর ফকির ব'লে বেড়াচ্ছে, যতদিন সকতজঙগ না বাঙগলার গদীতে বসে ততদিন দেশ ছেড়ে সকলে পালাও। নবাব এসে সব কোতল করবে, ঘর পোড়াবে, জলে ডোবাবে! যার বাহুতে বল আছে, সে সকতজঙেগর পক্ষ হও।

মোহন। সেই স্ত্রীলোকের কি বেশ?

লছমন। ফকিরণীর বেশ।

মোহন। আমায় নবাব মুর্শিদাবাদ রক্ষার নিমিত্ত রেখে গিয়ে দেখছি বড় সুযুক্তির কার্য্য করেছেন। বিদ্রোহী সকতজঙ্গের কর্ম্মচারীরা, এরূপে রাজ্যে প্রজার মনে বিদ্বেষ জন্মাবার চেষ্টা করবে, আমার ধারণা ছিল। এই সকল বিদ্রোহীদের দমন করা অতি প্রয়োজন।

লছমন। হ্যাঁ জনাব, অনেক নির্ব্বোধ প্রজার মনে আতঙ্ক জন্মেছে।

মোহন। ফকির অতি দুর্জ্জন! কিরূপে অপবাদ রটনা কচ্ছে দেখো। নবাব এখন প্রকৃত প্রজাপালক। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর যৌবন-সুলভ চপলতা আর নাই; মদ্যপান পরিত্যাগ করেছেন, অসৎসঙ্গীদের বিদায় দিয়েছেন। প্রজার মঙ্গল তাঁর একমাত্র কামনা।

লছমন। ঐ ফকির আসছে।

দানসার প্রবেশ

মোহন। ফকিরজি, সেলাম!

দানসা। সেলাম তো বটে! আমোদ কত্তিচ, নবাবটা আস্‌তিচে, হুঁস রাখো না। সহরে কোতল হুকুম দিচে, কারো গর্দ্দানী থাক্‌পে না!

মোহন। বটে ফকিরজি, বটে!

দানসা। হঃ—খালি কাট্‌তি কাট্‌তি আস্‌তিচে। জোয়ান মেয়ে ছেলেটা পেলি জাত খাতিচে। প্যাটে পোয়ে দেখলেই প্যাট চিরে দেখ্‌তিচে—প্যাটে ছেলেটা কেমন থাহে!

মোহন। বটে ফকির সাহেব, বটে!

দানসা। বিশখানা লায়ের মদ্দি আদ্‌মি ভর্ত্তি করি, দরিয়ার বিচে ডোবাইচে; হাপাইয়ে জল খাইয়ে কেমন মরে দেখ্‌তিচে! ঘরের মদ্দি আদ্‌মি পুরে তালা লাগাইয়ে, আগুন ধরাইচে; আদ্‌মিগুলো জ্বালার চোটে চ্যাল্লাচ্চে, শুন্‌তিচে আর হাস্‌তিচে!

মোহন। তবে ফকির সাহেব—কি হবে ফকির সাহেব!

দানসা। যাও—মোর সলানী শুনো। বাল-বাচ্চা নিয়ে পুর্ণিয়ায় যাও. তোমায় জোয়ান দেখ্‌তিচি, সকতজঙ্গের ফৌজ হও যাইয়ে। খেলাত পাবা, টাকা পাবা, আর জোয়ান ব্যাটার মত কদরে থাকবা!

লছমন। আর বুড়োদের কি কচ্ছে?

দানসা। মাটির মদ্দি আদ গাড়ি কুত্তা খাওয়াচ্চে!

মোহন। কেন বল দেখি ফকিরজি, এত দৌরাত্ম্য কেন কচ্ছে?

দানসা। তবে শোন্‌বা? একটা জিন এসে ওর বেগম হইচে। সে বিটীর নাম লুৎফন্নিসা। হাজার আদমির লউ না পিলি তার পিয়াস ছোটে না! এই ছোট ছ্যালের কাবাব বড় পছন্দ করে। তার দু'পাল কোত্তা আচে। সেগুলোন বুরোবুরীর মাস খাবে, আর কিছু খাতি চায় না। এই শুন্‌লে, এখন আপনার লোক যে যেখানে পার, নিয়ে চলে যাও।

মোহন! তা হ্যাঁ ফকিরজি—তুমি পালাচ্ছ না?

দানসা। আমায় কেডা কি করে? মুই সেই জিন ব্যাগমটারে ধর্‌বার আইচি। বুরা হইচি, এখন আর চল্‌তি পারি না। দুকুরি মাইয়া জিন রাখচি। এই তারি উপর শোয়ার হ'য়ে চলি। এ ব্যাগম জিনটা ভারি জবর সোয়ারি; ওরে ধরবার আইচি।

মোহন। ফকির সাহেব, তাই জিনটাকে ধ'রে নিয়ে যাও. তাহ'লে তো আপদ চুকে যায়, তা' হলেই তো আর আমাদের ভয় নাই?

দানসা। আরে জিন কি একটা পুষচে, একটা মরদ জিন পুষচে।

মোহন। তার নাম কি ফকিরজি?

দানসা। লালমুহুনে।

মোহন। সে কি খায়?

দানসা। জোয়ান ব্যাটাছেলের মগজের চর্ব্বি খায়।

মোহন। এইবার তো বলতে পারলে না ফকিরজি—এবার তো বলতে পারলে না—সে কি খায় জানো? ফকিরের ঘাড়ের রক্ত খায়।

দানসা। চালাক কচ্চ—চালাক কচ্চ? ফকিরের সাতি চালাকি? দ্যাখবে এনে—দ্যাখবে এনে।

মোহন। না ফকিরজি, তুমিই দেখবে এনে। এই দেখ। (বন্ধন)

দানসা। অ্যাঁ, ফকিরকে বাদ্‌চো—ফকিরকে বাদ্‌চো?

মোহন। বাঁধবো না, আমিই যে লাল-মহম্মদ জিন। তোমার ঘাড়ের রক্ত খাবো।

দানসা। হ্যাদে, তুমি এমন লোকটা—তামাসা বোঝো না—তামাসা বোঝো না? তুমি জান না—কেতাবে লিখচে, নিন্দি কর্‌তি হয়, নবাবের পের্‌মাই বারে।

মোহন। জানি। আর যে নিন্দা করে তার পরমায়ু কমে। (লছমনের প্রতি) একে কারাগারে নিয়ে যাও।

লছমন। আর কারাগারে কেন? এইখানেই প্রাণবধ করুন, প্রজাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

মোহন। না—ফকিরবেশধারী, এর প্রাণদণ্ড করা আমার উচিত নয়, নবাব স্বয়ং দণ্ড দেবেন।

দানসা। দই মোহনচাঁদ, মোরে ছারান দাও, তোমায় পান খাইবার কিছু দিতিচি।

মোহন। ফকিরের কি আছে দেখো, সমস্ত সরকারিতে জমা দিয়ো।

দানসা। কি করলাম, কেন সয়তানী বেটীর সলায় ভেজলাম!

[মোহনলাল ও লছমনের সহিত বন্দী-ভাবে দানসার হাঁ করিয়া প্রস্থান।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার

সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, মীরমদন, রাসবিহারী প্রভৃতি

সিরাজ। (অমাত্যবর্গের প্রতি) আমার জিজ্ঞাস্য যে, কি নিমিত্ত হলওয়েল কারারুদ্ধ ছিল? নবাবী-আদেশ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হলওয়েলকে মুক্তিদান ক'রে ওলন্দাজদিগের হস্তে প্রত্যার্পণ করাই নবাবী-আদেশ ছিল, কিন্তু নবাব-আদেশের বিপরীত কার্য্য কি নিমিত্ত হয়েছে? এর উত্তর আমার সেনাপতি মীরজাফর সাহেবের নিকট পাবার ইচ্ছা করি, কারণ কলিকাতায় তাঁহার হস্তেই হলওয়েল প্রভৃতি অর্পিত হয়েছিল।

মীরজা। কর্ম্মচারীদের ভুলক্রমেই হয়েছিল। এখন হলওয়েল মুক্তিলাভ করেছে।

সিরাজ। কর্ম্মচারীদের সে ভুল সংশোধন আপনার দ্বারা হয় নাই। আমরা তাদের কারারুদ্ধ হওয়ার অবস্থা, মাতামহী বেগম-মহিষীর নিকট অবগত হ'য়ে, অমাত্য মীরমদন দ্বারা তাদের মুক্তির আজ্ঞা প্রেরণ করি। হলওয়েল একটি লোমহর্ষণ সংবাদ প্রদান কর্‌লে। ঈশ্বর করুন তার সংবাদ মিথ্যা হোক। সংবাদ সত্য হলে, নবাবী-রাজ্যের চিরকলঙ্ক স্বরূপ তাহা জগতে ঘোষিত হবে। সংবাদ এই যে "ব্ল্যাকহোল্‌" নামে ইংরাজ দুর্গস্থিত একটি ক্ষুদ্রায়তন কারাগারে, ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দী করে রাখা হয়। সেই কারাগারের একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ মাত্র ছিল, অপর বায়ু-প্রবেশের পথ ছিল না। সেই নিমিত্ত অশেষ যন্ত্রণায় অধিকাংশ হতভাগ্য ইংরাজের প্রাণ নষ্ট হয়। এ প্রাণনাশের দায়িত্ব আমারই মস্তকে স্থাপিত হবে। আপনার উপর যদিচ ভার অর্পিত হয়েছিল, তাহা সাধারণে বিদিত হবে না। যাহা হবার হয়েছে, কিন্তু এ কার্য্যে রাজ্য কলঙ্কিত!

মীরজাঃ। জনাব, এ মিথ্যা রটনা।

সিরাজ। ঈশ্বর করুন, মিথ্যাই হোক!

মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। জনাব, জয়-সংবাদ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'লে, নগরে মহোৎসব হয়, প্রজাবর্গ পরমানন্দে মত্ত থাকে। সেই সময় দানসা নামে একজন ফকির, জনাবের নামে কলঙ্ক রটনা এবং পূর্ণিয়ার সকতজঙ্গ বাহাদুরের প্রশংসা ক'রে, প্রজাবর্গকে বিদ্রোহী হ'তে উৎসাহিত করেছিল। বান্দা তারে কারারুদ্ধ করেছে, আজ্ঞা হলে দরবারে উপস্থিত করি।

সিরাজ। উপস্থিত করা হোক!

মোহন। (দানসাকে আনিবার জন্য দূতকে ইঙ্গিতকরণ ও দূতের প্রস্থান) আরও জনাবের জমাদার লছমন সিংহের মুখে সংবাদ পেলেম যে, এক ফকিরবেশিনী স্ত্রীলোক ঐরূপ কুৎসা ক'রে অট্টালিকা হ'তে কুটির পর্য্যন্ত গমনাগমন ক'রে; নবাব-অন্দরেও কখনো কখনো প্রবেশ করে,—অবগত হ'লেম। সে স্ত্রীলোক

বহুরূপধারিণী, বহু অনুসন্ধানে নগর-রক্ষক এ পর্য্যন্ত তারে ধৃত করতে পারে নাই। সে রমণী নবাবের অন্দরে প্রবেশ করে, যদি সত্য হয়, কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের বিষয়! সে দুশ্চরিত্রা ঘরে ঘরে রটনা করেছে যে, নবাব রণজয় ক'রে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'য়েই, অতি হীন আজ্ঞা প্রচার ক'রবেন; এবং রাণী ভবানীর কন্যা তারাবাইকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করা হবে। সেই তারাবাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি নবাবের শয়নগৃহে আদরে স্থাপিত হ'য়েছে।

সিরাজ। (স্বগত) ও বুঝলেম, সেই তস্বিরবাহিকা। (প্রকাশ্যে) সে স্ত্রীলোককে বন্দী করবার জন্যে বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হোক।

দানসাকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ

দানসা। দই জনাব, দই জনাব—মোর কসুর নাই, মোর কসুর নাই। একটা মন্দিরির পাশ দিয়ে আস্‌তিছিলাম; একটা হদুর ভূত আমার ঘারে চাপ্‌ছিলো, তাই আবল-তাবল বক্‌তিছিলাম। দই জনাব—জনাবের দোওয়া করি! মুই ফকির, রোজার দিন ছেপ্‌ গিল্‌ছিলাম, তাই হদুর ভূতটা ঘারে চাপ-ছিলো।

সিরাজ। আমরা মুসলমান। তোমার অঙ্গে মুসলমান ফকিরের পরিচ্ছদ। এইজন্য রাজ-বিদ্রোহী অপরাধেও তোমার প্রাণদণ্ড হ'লো না। এর নাসা-কর্ণ ছেদ ক'রে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে এরে নগর ভ্রমণ করাও, আর নগরে যেন ঢ্যাঁড়্‌রা দেওয়া হয় যে ফকির রাজদ্রোহী; যদিচ ফকির —এই অনুরোধে সামান্য দণ্ড হয়েছে, যে ব্যক্তি রাজদ্রোহী হবে, তার প্রতি শূলদণ্ডের আদেশ।

দানসা। দই জনাবের—দই জনাবের! ভূত ঘারে চাপ্‌ছিলো!

[দানসাকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

সিরাজ। সকতজঙ্গের সংবাদ রাসবিহারী এনেছে। বোধ হয় সকলেই অবগত, যে ফৌজদার নির্ব্বাচিত হয়ে রাসবিহারী আমাদের হুকুমনামা সকতজঙ্গের নিকট ল'য়ে যায়। সকতজঙ্গের উত্তর শুনুন। (রাসবিহারীর প্রতি) পত্র পাঠ করো।

রাস। (পত্র পাঠ) "সিরাজ, পত্র পাঠ মাত্র মীরজাফর, জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি আমার কর্ম্মচারীদিগকে নবাবী সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া সপরিবারে ঢাকা প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করিবে। তুমি আমার ভ্রাতা, খুল্লতাত-পুত্র, তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইবে না। তোমার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে। অবাধ্য হইলে তোমার মঙ্গল নাই। আমি রেকাবে পা দিয়া রহিয়াছি। অবাধ্য হইলে অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তোমার প্রতি দণ্ড বিধান করিব। ইতি —দিল্লী-সম্রাটের ফার্‌মান্‌ অনুসারে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সকতজঙ্গ।"

সিরাজ। এ পত্রের কি বিধান?

জগৎ। উন্মাদ।

রায়দুঃ। দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য।

মীরজাঃ। এখন বর্ষাকাল উপস্থিত। ইংরাজ-যুদ্ধে সৈন্যেরা ক্লান্ত। এখন সৈন্য পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা।

সিরাজ। শেঠজীর অনুমান সকতজঙ্গ "উন্মাদ"! কিন্তু দিল্লীর সনন্দের কথা কি? আর আমাদের অমাত্যদিগকেই বা সকতজঙ্গ কি নিমিত্ত তার নিজের কর্ম্মচারী বলে উল্লেখ ক'রেছে?

জগৎ। জনাব, মদ্যপায়ীর প্রলাপ—প্রলাপ!

সিরাজ। প্রলাপ? সনন্দ প্রলাপ?

জগৎ। জনাব, প্রলাপ ব্যতীত আর কি হ'তে পারে?

সিরাজ। ভাল, রীতি আছে যে শেঠ বংশ-ধরগণ, বাঙ্গালার নবাবের জন্য দিল্লী হ'তে ফার্‌মান্‌ আনয়ন করেন, সুতরাং আমাদের নিমিত্ত ফার্‌মান্‌ আনা আপনার উপর ভার, সে ফার্‌মান্‌ কি আনা হয়েছে?

জগৎ। অর্থের অভাবে আনা হয় নাই।

সিরাজ। রাজকোষে অর্থের অভাব বা শ্রেষ্ঠীবরের অর্থের অভাব? শ্রেষ্ঠীগণ নিজ অর্থব্যয়ে পূর্ব্বে পূর্ব্বে ফার্‌মান্‌ আনয়ন করেছেন, পরে রাজ-অর্থে আপনার অর্থ পরি-শোধ ক'রে ল'য়েছেন। এ স্থলে সে কার্য্য কেন হয় নাই?

জগৎ। অর্থের অভাব—অর্থের অভাব।

সিরাজ। বার বার ঐ কথাই বলছ?

অপব্যয়ী সকতজঙ্গের অর্থের অভাব হয় নাই, নবাবী অর্থেরই অভাব হ'য়েছে?

জগৎ। রণব্যয়ে রাজকোষ শূন্য।

সিরাজ। কিন্তু রাজ্য প্রজা-শূন্য নয়। এ কথা নবাব-দরবারে কেন জ্ঞাপিত হয় নাই? প্রজার দ্বারা অনায়াসে অর্থের সঙ্কুলান হতো।

জগৎ। তা'হলে প্রজা পীড়িত হ'তো।

সিরাজ। দয়ার্দ্র-হৃদয়! সেই নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করো নাই? নবাব-দরবারে সাবধানে কথা কও, নচেৎ এখনি বেকুবির দণ্ড হবে! কি বলবার আছে? তোমার দোষ খণ্ডনের কি কথা আছে! কৃতঘ্ন! বারবার মার্জ্জনার এই ফল! নবাব-অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে নবাব-বিরুদ্ধ আচরণ! দুষ্ট, খল, বিশ্বাসঘাতক —এই দণ্ডে তিন কোটি মুদ্রা নবাব-দরবারে উপস্থিত করো, নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

জগৎ। জনাব, বাঙ্গলার সিংহাসন তো স্বাধীন, বাঙ্গলার নবাব দিল্লীর সুবেদার নাম মাত্র। স্বর্গীয় আলিবর্দ্দীর আমল হ'তে তো কর প্রেরিত হয় নাই।

সিরাজ। বিশ্বাসঘাতক, এইমাত্র দরবারে বললে, অর্থাভাবে সনন্দ আনা হয় নাই, পরক্ষণেই অন্য প্রকারে দোষ-স্খালনের চেষ্টা পাচ্ছ! রাজদ্রোহী, ধূর্ত্ত, শঠ, এই মুহূর্ত্তে অর্থ উপস্থিত না হলে, তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা হবে।

জগৎ। তিনকোটি মুদ্রা কোথা পাবো?

সিরাজ। এখনো নবাব সমীপে প্রতারণা? বেইমান! (জগৎশেঠকে চপেটাঘাত) কে আছিস, রাজদ্রোহীকে কারাগারে নিয়ে যা!

[জগৎশেঠ মহাতাবকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

দুষ্ট অমাত্যগণ। (জানুপাতিয়া) জনাব— জনাব—মানী ব্যক্তির অপমান ক'রবেন না।

সিরাজ। মানী ব্যক্তি কে—শত্রু! নিজ অর্থ-ব্যয়ে দিল্লী হ'তে সকতজঙ্গের নিমিত্ত ফার্‌মান্ এনেছে। আমরা চক্ষুহীন নই, কুমন্ত্রণা আমাদের নিকট গোপন নাই। রাজদ্রোহীর সম্পূর্ণ শাস্তি আমরা দিই নাই। এস্থলে কাহারো কোন অনুরোধে আবশ্যক নাই।

মীরজাঃ। জনাব, আমাদের রাজদ্রোহী হবার ইচ্ছা নাই, দিল্লীর ফার্‌মান্ যাঁর নিকট, তিনিই নবাব, তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না। আপনার অস্ত্র আপনাকে প্রত্যর্পণ কচ্চি। (অস্ত্রক্ষেপণ)

দুষ্ট অমাত্যগণ। আমরাও দিল্লীর ফার্‌মান্ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসমর্থ। (সকলের অস্ত্র নিক্ষেপ)

সিরাজ। বিদ্রোহী—বিদ্রোহী—

মোহন। বিদ্রোহীদের প্রতি কারাগার আজ্ঞা প্রদান হোক।

মীরজাঃ। মোহনলাল, মন্ত্রীর পদ পেয়েছ, তুমি সুমন্ত্রী। নীচ ব্যক্তির উচ্চপদ প্রাপ্তির সফলতা তোমার দ্বারা হবে।

সিরাজ। কি—কি? আপনারা আমায় পরিত্যাগ করতে চাচ্ছেন?

মীরজাঃ। জীবন তুচ্ছ!—অপমানিত হবার ইচ্ছা নাই।

মীরমঃ। জনাব, আজ্ঞা দেন।

রায়দুঃ। মীরমদন, অকারণ অসিতে হস্তার্পণ কি নিমিত্ত? যদি আমাদের প্রতি বল প্রকাশ হয়, আমরা তো বাধা দিতে প্রস্তুত নই।

সিরাজ। একি — বিষম-ষড়যন্ত্র — বিষম-ষড়যন্ত্র! মাতামহ কালসর্প পোষণ করেছেন।

বেগে আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ

বেগম। কি করেন—কি করেন? অমাত্য-বর্গ—কি করেন? স্বর্গীয় নবাব মৃত্যুকালে, বালক সিরাজকে আপনাদের করে অর্পণ ক'রেছিলেন। মুমূর্ষুর শয্যা স্পর্শ ক'রে ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সিরাজকে রক্ষা করবেন। আপনাদের উপর সিরাজের ভার অর্পণ ক'রে, বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হয়ে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেছেন। বৃদ্ধের নিকট আপনারা সকলেই প্রতিশ্রুত, সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবেন না। সিরাজ বালক, আপনাদের অনেকের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হয়েছে। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত। এ সঙ্কট সময়ে এ বালককে পরিত্যাগ করবেন না। ঘোর বিপদ হতে বালককে উদ্ধার করুন। সিরাজ যদি অমর্য্যাদাসূচক কথা ব'লে থাকে, আমি নবাব-মহিষী, সিরাজের পক্ষে আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'চ্ছি, বালকের অপরাধ বিস্মৃত হোন। অস্ত্র গ্রহণ করুন, আমি হাতে তুলে দিচ্ছি।

মীরজাঃ। অধিক বলবেন না—অধিক বলবেন না, এই আমি সেলাম ক'রে নবাব-তরবারি গ্রহণ কচ্ছি।

সকলে। আমরা সকলেই নবাবের নিমিত্তে প্রাণদানে প্রস্তুত। এই অস্ত্র গ্রহণ ক'রলেম।

বেগম। সিরাজ, শ্রেষ্ঠীবরকে আনবার নিমিত্ত আজ্ঞা দাও।

[সিরাজের মীরমদনকে ইঙ্গিত করণ ও মীরমদনের প্রস্থান।

সিরাজ, স্বর্গীয় নবাবের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে কোরাণ স্পর্শ করে, তোমার প্রতিজ্ঞা কি বিস্মৃত হয়েছ, মানীর অসম্মান করো? শ্রেষ্ঠীবর আসছেন, যথাযোগ্য বিনয়ে তাঁর তুষ্টি সাধন করো। তুমি জনসমাজে নবাব, কিন্তু আমার বালক, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রো না। তুমি কি বিবেচনাশূন্য হয়েছ? যাঁদের অস্ত্রবলে তুমি দুর্দ্দম ইংরাজকে অনায়াসে দমন ক'রেছ, যাঁদের প্রভাবে শত শত্রুর বিরুদ্ধাচরণেও তুমি সিংহাসনে স্থাপিত, সেই সকল অমাত্যের প্রতি অনুচিত ব্যবহার নবাবের উপযুক্ত নয়।

সিরাজ। মাতামহী—মাতামহী, আমায় নবাব কি নিমিত্ত বলো? আমার নবাবি প্রয়োজন নাই; এ স্বর্ণ-মুকুট নয়—এ কণ্টক-মুকুট! এ রাজদণ্ড নয়—আমারই যমদণ্ড! সিংহাসন আরোহণ অবধি শয়নে-স্বপনে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি নিশ্চিন্ত নই! হায়! পূর্ব্বে যদি জানতেম, জানু পেতে মাতামহকে অনুরোধ করতেম, যে এ কণ্টকপূর্ণ আসন আমায় দেবেন না, আপনার অপর আত্মীয় আছে, তাদের দেন। মহাশয়, আপনাদের সকলের যদি অভিপ্রেত হয়, যে আমি অযোগ্য, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করে বাঙলার গদীতে স্থাপন করুন।

মীরজাঃ। জনাব, সমস্ত বিস্মৃত হোন, আমরা রাজভৃত্য।

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদকে লইয়া মীরমদনের প্রবেশ

বেগম। শ্রেষ্ঠীবর, আমি নবাব-মহিষী!

জগৎ। কেন মা,—আপনি হেথায় কেন?

বেগম। আমার বালক সন্তানের রক্ষার্থে! আপনার নিকট অপরাধ স্বীকার করবার নিমিত্ত! বৃদ্ধ মৃত্যুকালে আপনাদের হস্তে সিরাজকে অর্পণ করেছিলেন, আমিও অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে দরবারে উপস্থিত হ'য়ে, সিরাজকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ কচ্ছি। বিপদের সময় সিরাজকে ত্যাগ করবেন না। সকতজঙ্গ সজ্জিত, আপনারা সকলে আমার সিরাজকে রক্ষা করুন। সিরাজ, শ্রেষ্ঠীবরের সম্মান করো।

সিরাজ। শ্রেষ্ঠীবর! ক্রোধ চণ্ডাল, নবাবও চণ্ডালগ্রস্ত হয়। আপনি বিজ্ঞ, এ কথা আপনার অবিদিত নাই।

সকলে। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার অধি-পতিকে আমরা সকলে অভিবাদন করি। আমরা রাজভৃত্য।

সিরাজ। কুক্ষণে দরবার সন্নিবেশিত হয়েছে, অদ্যকার সভা ভঙ্গ হোক।

মীরজাঃ। দরবার ভঙ্গ হোক, কিন্তু সকতজঙ্গ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ-আজ্ঞা প্রদান অচিরে আবশ্যক।

সিরাজ। উচিত বিধান আপনারা করুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—জগৎশেঠের বাগান-বাড়ী

মীরজাফর, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি

রায়দুঃ। শ্রেষ্ঠীবর, স্বর্গে নন্দনকাননের কথা পুস্তকে বর্ণনা আছে, আপনার এই উপ-বনের শোভা যে তদপেক্ষা কিছু কম, এ আমার ধারণা হয় না। নবাবের অভ্যর্থনার এরূপ আয়োজন, বোধ হয় এ পর্যন্ত কাহারও দ্বারা হয় নাই।

জগৎ। রাজা স্নেহচক্ষে আমার সকল কার্য্যই উত্তম দেখেন।

রায়দুঃ। না, না, আমি স্বরূপই বলছি—এই মীরজাফর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

মীরজাঃ। স্বরূপ শেঠজি।

জগৎ। বান্দার প্রতি আপনার অনুগ্রহও তো লোক-প্রসিদ্ধ।

স্বরূপ। সকতজঙ্গের যুদ্ধের পর নবাবের যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে;—বিনয়ী, নম্র, সকলকে যথাযোগ্য উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছেন।

জগৎ। যেন বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী যৌবন লাভ ক'রে, প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন।

রায়দুঃ। কিন্তু কুমন্ত্রীর পরামর্শে, আবার কখন কি মূর্ত্তি ধারণ করেন, কিছু বলা যায় না। বরং মীরমদন ভাল, আপনার সৈন্য পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু মোহনলালের দৌরাত্ম্য অতি অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

রাজবঃ। এখন আবার সকতজঙ্গকে পরাজিত করেছে আর অহঙ্কারে তার পা ভূতলে পড়ে না! শুনতে পাই, পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে বরখাস্ত ক'রে, আপনার আত্মীয়-স্বজনকে এনে তাদের কার্য্যে নিযুক্ত কচ্ছে।

রায়দুঃ। নবাবের নিকট পূর্ণিয়ার অধিকার পেয়ে, সেখানেও ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেছে। মাননীয় গোলাম হোসেন খাঁ বাহাদুরকে বলেছে কি জানেন, দুইশত টাকা বেতনে যদি কার্য্য করো, থাকো, নচেৎ চ'লে যাও।

রাজবঃ। তাই তো ভাবছি, তার কুমন্ত্রণায় পাছে নবাব আবার পূর্ব্ববৎ হন।

জগৎ। আজকের দিন ও সব কথা থাক। নবাব আসছেন।

[নবাবকে অভিবাদন করিয়া আনিবার নিমিত্ত সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে নকিব ফুকরান। নবাব মনসুরোল মোলক সিরাজদ্দৌলা সাহকুলিখাঁ মীরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর—

বন্দীগণের প্রবেশ ও গীত

গগনে শশধর তারকা মাঝে।
ভূপতি সমাজে সিরাজ রাজে—
ধু ধু ধু জয়ভেরী বাজে॥
অবিরল চূর্ণ, দুর্জ্জন ক্ষুণ্ণ,
স্থল-জল-গগন আমোদপূর্ণ,
মেদিনী উপবন মোহিনী সাজে॥
গৌরব সৌরভ, উথলে বিজয় রব,
মহানন্দ মেলা, মহান্ উৎসব,
বীরবৃন্দ পূজে বীরেন্দ্র রাজে॥

মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ প্রভৃতির সহিত সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সকলে। জগদীশ্বর নবাব বাহাদুরের মঙ্গল করুন।

জগৎ। জনাব, বান্দা যে এই উচ্চ সম্মান লাভ করবে, বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব যে আজ বান্দার অতিথি হবেন, বান্দা এ কখনো স্বপ্নেও চিন্তা করে নাই। এ সম্মান কল্পনাতীত।

সিরাজ। শ্রেষ্ঠীবর! আর আমি নবাব নই। মাতামহের হস্ত-ধারণ ক'রে যে বালক আপনাদের নিকট উপস্থিত হতো, যে আপনাদের পুত্রের ন্যায় স্নেহের পাত্র ছিল, আজ আমি আপনাদের সেই বালক।

মীরজাঃ। জনাব, তখনো জনাব নবাব ছিলেন, এখনো নবাব। তখনো যে হৃদয়ের রাজভক্তি জনাবকে অর্পণ করতেম, সেই রাজভক্তিতে এখনো হৃদয় পরিপূর্ণ।

সিরাজ। হ্যাঁ, এই বিষম সঙ্কটে তা সম্পূর্ণ প্রদর্শিত হয়েছে। সকতজঙ্গের বিদ্রোহ আমরা সামান্য ব'লে উপেক্ষা করতেম, কিন্তু যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হ'য়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যে সকতজঙ্গের কর্ম্মচারীরা সকলেই সুদক্ষ ছিল। সেনানায়কেরা বিশেষতঃ শ্যামসুন্দর, লালুহাজরা প্রভৃতি—অতিশয় রণ-বিশারদ ছিল। বঙ্গীয় অমাত্যগণ যদ্যপি না সম্পূর্ণ উৎসাহ সহকারে তাদের আক্রমণ করতেন, যদি অদ্ভুত বীরবীর্য্য না প্রকাশ করতেন, যদি সিংহাসন রক্ষার্থে না প্রাণপণ করতেন, সকতজঙ্গ নিশ্চয় মুর্শিদাবাদের আসন বিচলিত করতো।

রায়দুঃ। ন্যায়বান ঈশ্বর, ওরূপ অকর্ম্মণ্য মদ্যপায়ীকে কখন রাজাসন প্রদান করেন না। আমাদের যুদ্ধ-কৌশল অপেক্ষা সকতজঙ্গের দুর্ব্বুদ্ধিই তার পতনের প্রধান কারণ। শোনা যায়, যুদ্ধের সময় বারাঙ্গনা বেষ্টিত হ'য়ে সকতজঙ্গ মদ্যপানে নিযুক্ত ছিলো।

সিরাজ। হে অমাত্যগণ, আমরা কিরূপে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো; আপনাদের কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার আমাদের নিকট নাই। কিন্তু আমরা আপনাদের স্নেহের

উপর নির্ভর ক'রে শত অনুরোধ করবো, যেরূপ স্নেহ-চক্ষে দেখ্ছেন সেইরূপ স্নেহ-চক্ষেই দেখবেন, শত অপরাধ গ্রহণ করবেন না। বাল্যাবধি আপনাদেরই আদরে আমার চিত্ত দমন করা শিক্ষা হয়নি, তার দায়িত্ব আপনাদেরই। যদি কখনো কখনো আমি উগ্রতা প্রকাশ করি, সে আপনাদের মার্জ্জনীয় নিশ্চয়।

জগৎ। জনাব, বান্দার হৃদয় আজ আনন্দে পরিপ্লুত। অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হ'য়ে নবাব আজ আমাদের অতিথি। এ উচ্চ সম্মানে আজ আমি সম্মানিত।

মীরজাঃ। যুদ্ধজয়-উৎসবে যে নবাব স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করবেন, এ আমাদের সামান্য সম্মান নয়। আমি অমাত্য-বর্গের মুখপাত্র হ'য়ে নবাবের নিকট সকলের হৃদয়ভাব প্রকাশ কর্চ্ছি।

মীরমদনের প্রবেশ

মীরমঃ। জনাব, সংবাদ অতি জরুরি, এই নিমিত্ত বান্দা এই আনন্দ-উৎসবের ব্যাঘাত ক'রে, হুজুরে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছে, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়।

সিরাজ। কি সংবাদ? তোমার মুখভাবে অতি উৎকট সংবাদ ব্যক্ত হচ্ছে।

মীরমঃ। নচেৎ ক্রীতদাস আনন্দের বিঘ্ন করতে সাহসী হতো না। কলিকাতা হ'তে ইংরাজের এই পত্র উপস্থিত হয়েছে। অনুমতি হয় পাঠ করি।

সিরাজ। পাঠ করো—

মীরমঃ। নিজামৎ মন্সুরোল মোলক—

সিরাজ। ইংরাজের কি বক্তব্য পাঠ করো।

মীরমঃ। (পত্র পাঠ) "ইতিপূর্ব্বে আমরা নবাব-দরবারে পত্র প্রেরণ করি। মীরজাফর খাঁ বাহাদুরের নিকট, নবাব-সরকারে পেশ করিবার নিমিত্ত সেই পত্র প্রেরিত হয়। পত্রের মর্ম্ম,— যে গভর্ণর ড্রেকের অপরাধ মার্জ্জনা হয় ও আমরা কলিকাতায় কুঠি পুনঃস্থাপিত করবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হই। আমরা দুই লক্ষ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত। সে পত্রের উত্তর নবাব-দরবার হ'তে না পাওয়ায়, আমরা বাদসাহের নিকট যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অধিকার স্থাপনের নিমিত্ত অগ্রসর হইলাম। ইহাতে নবাব বাধা প্রদান করেন, দুঃখের বিষয় বটে— রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বড় অমঙ্গলের কারণ, কিন্তু আমরা নিরস্ত থাকিব না। ভরসা করি—"

সিরাজ। থাক, মর্ম্ম তো এই?

মীরমঃ। হ্যাঁ জনাব।

সিরাজ। পত্র কার স্বাক্ষরিত?

মীরমঃ। সাবৎজঙ্গ। ইনি কর্ণেল ক্লাইব, দাক্ষিণাত্যে নিজাম সেলাবৎজঙ্গের নিকট এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

সিরাজ। (মীরজাফরের প্রতি) খাঁ বাহাদুর, এরূপ পত্রের তো কোন সংবাদ আমাদের নিকট নাই?

মীরজাঃ। জনাব, এ পত্রের বিষয় বান্দাও কিছু অবগত নয়।

সিরাজ। শেঠজি, রাজা রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, আপনারা কিছু অবগত আছেন?

সকলে। না জনাব!

সিরাজ। এই পত্রের মর্ম্মে প্রতীত হচ্ছে, যে বিতাড়িত ইংরাজ, কলিকাতা পুনরধিকার করবার নিমিত্ত প্রস্তুত। এখন ইংরাজ কোথায় তা কি কেউ অবগত আছেন? সকলেই নীরব! বুঝলেম—না! আমরা অযোগ্য কর্ম্মচারী-বেষ্টিত নই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে রাজ্যের পরম শত্রু ইংরাজ, কোথায় কি অবস্থায় অবস্থিত, এ সংবাদ কোন অমাত্যেরই গোচর নয়! কলিকাতা হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে ইংরাজ যখন সাতিশয় দুরবস্থায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত, তাহাদের প্রতি নবাবের অনুকম্পা হয়—এ সকল আবেদন, আমাদের নিকট অমাত্যবর্গ করেন; আমরাও তাঁদের আবেদন সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করেছিলাম। ইংরাজের দুঃখের অবস্থা সকলে অবগত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যে তারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, একথা কারো গোচর হয় নাই! মোহনলাল-নির্ব্বাচিত কতকগুলি নূতন কর্ম্মচারীর নিকট এ আভাস আমরা কতক প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু যখন প্রধান কর্ম্ম-চারীগণ এ সকলের কোন উল্লেখ করেন নাই, আমরা সেই নূতন কর্ম্মচারীদের ভ্রম বিবেচনায় সে সংবাদ উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদেরই ভ্রম! পূর্ণিয়ার বন্দোবস্তের নিমিত্ত যদি মোহন-লাল নিযুক্ত না থাক্‌তো, বোধ হয় আনু-

পূর্ব্বক সমস্ত সংবাদ আমাদের অগোচর থাকতো না!

দূতের প্রবেশ

দূত। রাজা মাণিকচাঁদ নবাব-দর্শন আশায় অপেক্ষা কচ্ছেন।

সিরাজ। তাঁরে সত্বর আসতে বল!

[সেলাম করিয়া দূতের প্রস্থান।

ইনি বোধ হয় আরও অদ্ভুত সংবাদ লয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

মাণিকচাঁদের প্রবেশ

কি সংবাদ বিনা আড়ম্বরে প্রকাশ করুন।

মাণিক। জনাব, কর্ণেল ক্লাইব কলিকাতা অধিকার করেছেন।

সিরাজ। তিন সহস্র শিক্ষিত সেনা রাজা মাণিকচাঁদের আজ্ঞাবর্ত্তী ছিল, কত সৈন্য লয়ে ইংরাজ তাদের বিমুখ করেছে? আর ইংরাজ যখন ব্যঙ্গলায় পদার্পণ করেছিল, সে সংবাদ রাজা মাণিকচাঁদের পাওয়া উচিত ছিল। যদি বহু সৈন্যে সজ্জিত হ'য়ে ইংরাজ উপস্থিত হয়ে থাকে, এ সংবাদ প্রেরিত হ'লে, নবাব-সৈন্যের অভাব নাই, সে সৈন্য রাজা মাণিকচাঁদের সাহায্যে প্রেরিত হতো। এখন ইংরাজ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে আগমন করতে প্রস্তুত কিনা, যদি আপনি অবগত হ'য়ে থাকেন, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রকাশ করুন।

মাণিক। জনাব, কলিকাতা-যুদ্ধে বিমুখ হবার পরই, নবাব-সমীপে সত্বর উপস্থিত হ'য়েছি। ইংরাজ মুর্শিদাবাদ আসবার কল্পনা করবে এ কখনো সম্ভব নয়।

সিরাজ। সম্ভব-অসম্ভব বিচার-ভার আপনার উপর অর্পিত নয়, স্বরূপ অবস্থা কি জ্ঞাপন করুন।

মাণিক। জনাব, হুগলী বন্দর আক্রমিত হবে, কোন দূতের নিকট সংবাদ পেলেম। সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করবার নিমিত্ত অপেক্ষা করি নাই।

সিরাজ। ইতিপূর্ব্বে আপনারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন যে সকতজঙ্গের ন্যায় অর্ব্বাচীনকে ভগবান কখনো সিংহাসন প্রদান করেন না। এক্ষণে আমাদের ধারণা হচ্ছে যে, আমাদের ন্যায় অকর্ম্মণ্য সিংহাসনে বহুদিন স্থান পায় না। মীরমদন, এসো।

[সিরাজদ্দৌলা ও মীরমদনের প্রস্থান। মীরজাফর ব্যতীত অন্যান্য সকলের অনুগমন।

মীরজাঃ। সর্ব্বনাশ উপস্থিত; নবাব নিশ্চয় আমার বিশেষ অনিষ্টের নিমিত্ত কৃত-সংকল্প হবে। মীরমদন প্রভৃতির কুমন্ত্রণায় বুঝি বা প্রাণবধের আদেশ দেবে। আমি এই রাত্রেই মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করে ইংরাজের শরণাপন্ন হই, নচেৎ আর নিস্তারের উপায় নাই।

জহরার প্রবেশ

জহরা। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি, চিন্তার কারণ কি? আপনার সুদিন আগত, এ সময় বিমর্ষ কেন?

মীরজাঃ। তুমি কে? কি বলছ? বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি বলে কাকে অভিবাদন কচ্ছ?

জহরা। মীরজাফর খাঁ, আমার নিকট মনোভাব গোপন করো না, আমায় শত্রু-জ্ঞান করো না, তোমার রাজ্য-লিপ্সা অচিরে পূর্ণ হবে। তোমার বলবান সহায় উপস্থিত,—তোমার কার্য্যে রাজকোষ অপেক্ষা ধনপূর্ণ ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হবে।

মীরজাঃ। তুমি কি বল্‌চ? তুমি কে?

জহরা। আমি সয়তানী,—আমার সয়তানি-দৃষ্টিতে ভূত-ভবিষ্যৎ অবগত। তোমার হৃদয়ের সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি তোমার সম্মুখে প্রদর্শন করাবার নিমিত্ত উপস্থিত হ'য়েছি, তুমি আমায় শত্রু জ্ঞান ক'রো না। তোমার যত অর্থ প্রয়োজন, আমি তোমায় দেব। অর্থলোভী ইংরাজের সহিত মিলিত হও। কার্য্যোদ্ধার করো। আমার কথা মিথ্যা নয়;—তার প্রমাণ স্বরূপ এই হীরকখণ্ড গ্রহণ করো। রাজা রাজবল্লভের সহিত পরামর্শ করলে জানতে পারবে—এই হীরকখণ্ড কার। এ বহুমূল্য বুঝতে পেরেছ কি? স্বকার্য্য-সাধনে যত্নবান হও।

[জহরার প্রস্থান।

মীরজাঃ। কে এ? এ কি ঘসেটীবেগমের সহচরী! সয়তানী বলে পরিচয় দিলে,—

যথার্থই সয়তানী! আমার হৃদয়ের সুপ্ত-সয়তান জাগরিত করেছে। আলিবর্দ্দীর সময়ে আমার বিদ্রোহ সফল হলে, এ বাঙ্গলার গদী আমারই হতো। বাঁদীর কথায় রাজ্যলিপ্সা আবার উত্তেজিত। অমাত্যেরা সকলেই সিরাজের প্রতি বিরূপ, কিন্তু আমার আশা কি পোষণ করবে? সকলেরই রাজ্যলিপ্সা, কিন্তু তাদের রাজ্যে অধিকার কি? আমারই প্রকৃত অধিকার হওয়া উচিত। কৌশলে সকলের মনোভাব বুঝে দেখি, সিরাজের প্রতি সকলেই বিরূপ। ওঃ, এ রাজ্য-আশা কি সফল হবে!

রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ প্রভৃতির প্রবেশ

নবাব কি বল্লেন?

জগৎ। কিছু না, নিঃশব্দে হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে রাজপুরী অভিমুখে গমন করলেন।

মীরজাঃ। আমরা সে পত্র গোপন ক'রে ভাল করি নাই। এখন নবাবের কিরূপ আজ্ঞা হবে কে জানে! একে তো আমাদের সকলের উপর সন্দেহ, পত্র গোপন করায় সে সন্দেহ দৃঢ়ীভূত রয়েছে। অপর দণ্ড না হোক, বিশেষ অপমানিত হ'তে হবে নিশ্চয়।

জগৎ। আমাদের তো পত্র গোপন ক'রবার ইচ্ছা ছিল না। ইংরাজের পত্র যদি নবাবকে দেওয়া হ'তো তাহলেও নবাব ক্রুদ্ধ হতেন, ভাবতেন আমাদের ষড়যন্ত্রে এরূপ পত্র লিখেছে। বিশেষ ইংরাজ এত শীঘ্র কলিকাতা আক্রমণ করতে সাহস করবে, এরূপ আমাদের দ্বারা অনুমিত হয় নাই।

মাণিক। ইংরাজ অতি উদ্যমশীল, বোধ হয় পত্রের উত্তর আস্‌বার অপেক্ষাও করে নাই। এরূপ গোপনে কার্য্য করেছিল যে, যখন সসৈন্যে ক্লাইব বজবজের নিকট উপস্থিত হলো, তখন সংবাদ পেলেম। গণনায় তিন সহস্র সৈন্য আমার নিকট ছিল বটে, কিন্তু সকলেই অকর্ম্মণ্য; ইংরাজের সম্মুখীন হয়, এমন সৈন্য আমার ছিল না। ইংরাজের রণতরী অতি অদ্ভুত চলৎ-দুর্গ!—এই রণতরী বলেই ইংরাজ এত প্রতাপশালী।

রায়দুঃ। আমাদের ইংরাজের প্রশংসার সময় নয়। কি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করুন;—ক্রুদ্ধ নবাবকে কিরূপে শান্ত করা যায়!

মীরজাঃ। এই অর্ব্বাচীন সিরাজের পরিবর্ত্তে যদি রাজা রায়দুর্লভ বা আপনাদের মধ্যে অপর কেউ গদী প্রাপ্ত হ'তেন, রাজ্য নিরাপদ হ'তো। মহাভয়ে দিন-যামিনী অতিবাহিত করতে হতো না।

জগৎ। সত্য।

রায়দুঃ। গদীর যোগ্য আপনিই, আর কে বলুন?

জগৎ। মহারাজ স্বরূপ আজ্ঞা করেছেন। খাঁ সাহেবের অপেক্ষা গদীর উপযুক্ত আর কে আছে?

মিরজাঃ। কি বলেন—কি বলেন?—

জগৎ। এ মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান নয়। মহারাজ রায়দুর্লভ, সময় নির্দ্ধারিত করুন। আপনার আবাসে, কি কর্ত্তব্য, গোপনে আমরা পরামর্শ করবো। আজ আমাদের আর একত্রে থাকবার প্রয়োজন নাই। স্বরূপ বলেছেন—স্বরূপ বলেছেন খাঁ সাহেবের গদী হ'লে রাজ্য সুখের হয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ

নবাব-অন্তঃপুরস্থ ঘসেটীবেগমের কক্ষ
ঘসেটীবেগম

ঘসেটী। শিরায় শিরায় অগ্নি—শিরায় শিরায় অগ্নি! ছিঃ ছিঃ, এত অদৃষ্টে ছিল, আমিনার বাঁদী হ'লেম! আমিনার পুত্র সিংহাসনে, আমার এক্রামদ্দৌলা কবরে! আমিনা নবাব-মাতা, আমিনার পুত্রের গৃহে আমি বন্দী। আবাস ভূমিশায়ী, অর্থহীনা, সহায়হীনা, আমিনার পুত্রের অন্নদাসী। আমি নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমার ছায়া স্পর্শ ক'রতে লোকে ঘৃণা করে, আমিনার ছায়ায় সেলাম দেয়! আমিনা অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী, আমার গুপ্ত ধনাগার লালকুঠি ইষ্টকচূর্ণে আবৃত! এক শান্তি, ঝিলগর্ভে ধনাগার নির্ম্মিত। যারা ধনাগার নির্ম্মাণ করেছিল, তারাও সেই ধনাগারে মৃত। সে সন্ধান রাজ-

বল্লভও জানে না। ভূমি খনন করে সে সন্ধান পাবে না। থাকো—থাকো, যারা হত হয়েছ, অশরীরি অবস্থায় ধনাগার রক্ষা করো; সিরাজের শত্রুর হস্তে ধনাগার অর্পণ করো, যারা সিরাজের মস্তক ছেদন ক'রে ভূতলে পাতিত করবে তাদের হস্তে অর্পণ করো। ছিঃ ছিঃ, কি কুক্ষণে রাজবল্লভের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! কুক্ষণে তার কুমন্ত্রণায় কর্ণপাত করেছিলেম! কুক্ষণে সেই ভীরুর উত্তেজনায় রাজ্য-লালসা করেছিলেম! হোসেন কুলি—হোসেন কুলি! তুই কোথা?—দেখে যা, যেমন ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হ'য়ে তোর প্রাণবধে সম্মত হ'য়েছিলেম, তার সমুচিত দণ্ড পেয়েছি। আমি বন্দী, সিরাজের বাঁদী, সহায়-সম্পত্তি-হীনা; আমার গর্ভধারিণী মাতা কারারক্ষক! এমন কেউ নাই, যে আমায় এই কারাগার হ'তে উদ্ধার করে!

জহরার প্রবেশ

জহরা। এই যে আমি আছি।

ঘসেটী। কে তুমি?

জহরা। নবাব-মহিষীর বাঁদী, যে, তুমি লালকুঠি হ'তে আস্‌বার সময়, তোমার শিবিকায় বস্ত্র জড়িত ক'রে তোমার বহুমূল্য রত্নাদি সঙ্গে দিয়েছিল, সেই ছদ্মবেশী নবাব-মহিষীর বাঁদী।

ঘসেটী। কে তুমি পরিচয় দাও।

জহরা। আমি জহরা, যে হোসেন কুলিকে স্মরণ ক'রে, উচ্চরবে হৃদয়-তাপে স্নিগ্ধ-বায়ু সন্তাপিত ক'চ্ছ, সেই হোসেন কুলি আমার স্বামী। তার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা আমার সঙ্গে দিবারাত্র ভ্রমণ ক'চ্ছে,—তার উত্তেজনায় আমি এক মুহূর্ত্ত স্থির নই। সিরাজের শোণিত-ধারা সে পান করবে; হস্তীপৃষ্ঠে তার মৃতদেহ যেমন নগর-ভ্রমণ করেছে, সিরাজের মৃতদেহ তেমনি হস্তীপৃষ্ঠে নগর-ভ্রমণ করবে, তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবে,—সিরাজকে কবরে দেখে সেই অতৃপ্ত আত্মা তবে নিজ কবরে প্রবেশ করবে! নচেৎ সে শান্ত হবে না, শোণিত-তৃষায় হা হা রবে সে আমার আহার নিদ্রা হরণ করেছে! তুমিও প্রেতিনী, পিশাচিনী, নরক-সহচরী; আমিও প্রেতিনী, পিশাচিনী, নরক-সহচরী! নারকীয় সয়তানি-শক্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। আমি তোমার সঙ্গিনী, প্রতিবিধিৎসার সহচরী, আমায় অবিশ্বাস ক'রো না।

ঘসেটী। তুমি কি এখন আর নবাব-মহিষীর বাঁদী নও?

জহরা। না,—বাঁদীর গন্দির্স কি আমার অঙ্গে দেখছ? আমি নানা বেশধারিণী। যে কার্য্যে নবাব-মহিষীর বাঁদী হ'য়েছিলুম, সে কার্য্য উদ্ধার হ'য়েছে, আর আমার বাঁদী হবার প্রয়োজন নাই। তোমার জহরৎ গোপনে তোমায় অর্পণ করবার জন্য বাঁদী-বেশ ধারণ করেছিলেম। একটি হীরকখণ্ড তা হ'তে গ্রহণ করেছি; আপনার কার্য্যে নয়, তোমার কার্য্যে। আমি তোমার পাপ-সহচরী। গুপ্ত ধনাগার আমি জানি, তোমার নিকট তার চাবি ল'তে এসেছি। আমায় দাও, সে ধনের বিশেষ প্রয়োজন। আমায় সন্দেহ ক'রো না। আমি সে ধনাগারের সন্ধান দিলে, এখনি নবাব সে স্থান খনন করে সে ধন গ্রহণ করতে পারে! আমার অর্থের প্রয়োজন নাই—বুঝেছ? সে প্রয়োজন থাকলে, তোমার রত্নাদি অতি সতর্কে সংগ্রহ করে বস্ত্রাবরণে তোমায় অর্পণ করতেম না। ঝিলগর্ভে তোমার ধনাগার আমি জানি; নবাবকে সন্ধান প্রদান ক'রলে বহু অর্থ লাভ হয়। দাও, আমায় চাবি দাও। সাবধানে অবস্থান করো, নারী-হৃদয় চূর্ণ করো, নারী-জিহ্বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করো, কেবল অন্তরাগ্নি উদ্দীপ্ত রাখো। তুমি অচিরে জানতে পারবে, —আমি নারকীয় শক্তিসম্পন্না, সয়তানকে আত্মবিক্রয় করেছি! বাঙ্গলায় আগুন জ্বালাবো, যে স্থানে হোসেন কুলির রক্ত পড়েছে, সে স্থান অরণ্য হবে!

ঘসেটী। তুমি অসহায়া নারী, তুমি এত সাহস কিসে ক'চ্ছ?

জহরা। আমি অসহায়া? সয়তান আমার সহায়, সেই সয়তান মিরজাফরের হৃদয়ে, সেই সয়তান জগৎশেঠের হৃদয়ে! সেই সয়তান রায়-দুর্লভের হৃদয়ে, সেই শয়তান রাজবল্লভকে চালিত কচ্ছে। হৃদয়ের সয়তান এখনো মুখা-বরণ খোলে নাই, তাই তারা আপনার হৃদয়ে সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি দেখে নি। আমি সেই

সয়তানের আবরণ উন্মুক্ত ক'রে, সেই বিভীষিকার ছবি তাদের প্রদর্শন করাবো। তারা বিমুগ্ধ হ'য়ে শয়তানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হবে। আমি সেই শয়তানের আভাস কতক মীরজাফরকে দিয়েছি, বাঙগলায় আগুন জ্বলবে, বাঙগলায় আগুন জ্বলবে! সাবধান, হৃদয়ভাব গোপন রেখো। দাও দাও, চাবি দাও!

ঘসেটী। (চাবি প্রদান করিয়া) এই নাও, কিন্তু দেখো, তুমি স্ত্রীলোক, আমার ভয় হয়।

জহরা। তুমি এখনো সন্দেহ ক'চ্ছ? অচিরে তোমার সে সন্দেহ দূর হবে। তুমি অচিরে সংবাদ পাবে যে, সমস্ত বাঙগলা-বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সিরাজের শত্রু। সিরাজের কলঙকধ্বজা গগনমার্গে উড্ডীয়মান হবে। সমস্ত জগৎ তা দর্শন করবে। সিরাজের নামে লোকের ঘৃণার উদ্রেক হবে। সিরাজের শত্রুকে দেবতাবোধে পূজা করবে। শয়তানের অবতার বলে সিরাজ ইতিহাসে উল্লিখিত হবে। লুৎফউন্নিসার নিকট নবাবের নামাঙ্কিত মোহর আছে, সেই মোহর যদি কোনরূপে সংগ্রহ করতে পারো, দেখ। তাতে বিশেষ কাজ হবে।

ঘসেটী। কিরূপে সংগ্রহ করবো?

জহরা। সে কি! তুমি রাজ্য-প্রাপ্তির ষড়যন্ত্র করেছিলে, সামান্য একটা মোহর অপহরণ করতে পারবে না! আমি চল্লুম, দেখ, যে রকমে পারো, সংগ্রহ করো।

ঘসেটী। শোনো—শোনো—

জহরা। শোনবার অবকাশ নাই, অনেক কাজ। তোমায় তো ব'লেছি, প্রতি হৃদয়ে শয়তান জাগরিত করতে হবে। আমার তিলমাত্র অবসর নেই। আবার নবাবের শত্রু উপস্থিত। ইংরাজ কলিকাতা অধিকার ক'রেছে, হুগলী বন্দর লুঠ করেছে, সকল সংবাদ এখনই রাজপুরে পাবে।

[প্রস্থান।

ঘসেটী। না না, সত্যই আমার সহায়,—সত্যই শয়তান, আমার সাহায্যের নিমিত্ত এরে প্রেরণ করেছে। প্রতিবিধিৎসার আগুন ওর চক্ষে দেখেছি, সিরাজের শোণিত-তৃষায় ওর জিহবা শুষ্ক। এ আমার শত্রু নয়, সুহৃদ। নারী, নারীরই তো প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা আর কার? স্বর্ণকান্তি হোসেন কুলিকে কে বধ করলে? নারীর প্রতিহিংসা! হোসেন, হোসেন—কুক্ষণে আমায় বর্জ্জন ক'রে তুই আমিনার প্রেমে আবদ্ধ হ'য়েছিলি! নচেৎ সিরাজের কি সাধ্য যে, সে, তোরে রাজপথে বধ করে। নারী-হৃদয় চূর্ণ ক'রবো! না, নারীর স্বভাবজাত শঠতায় হৃদয় আবরিত করবো। আজ লুৎফউন্নিসা রণজয়ে আনন্দ ক'রছে,—সেই আনন্দে যোগদান করবো! আমিনা অপেক্ষা সিরাজের প্রতি স্নেহ প্রকাশ ক'রবো, নারী কতদূর কৌশলময়ী, বাঙগলায় তার আদর্শ রেখে যাবো! দেখি, যেরূপে পারি, মোহর সংগ্রহ করি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুরস্থ সজ্জিত উদ্যান

লুৎফউন্নিসা

গীত

উপবনে এসো নিশা, সেজে এসো মনের মতন।
শিখবো সতি, নিশাপতির যতন তুমি করো কেমন॥
প'রে রতন কুসুম গাঁথা সাজো বিলাসিনী লতা,
তরুবরে সোহাগ ক'রে, সোহাগ সখি শিখাও মোরে,
ভুবনের সুষমারাজি, উপবনে এসো আজি,
আসবে হেতায় ভুবনমোহন রমণী-রঞ্জন,
সাধ হয়েছে পূজবো শ্রীচরণ॥

ঘসেটীবেগমের প্রবেশ

ঘসেটী। এ কি! আজ সমস্ত নগর রণজয়-উৎসব ক'রছে, রাজপুরে উৎসব, তুমি এক-পার্শ্বে এই ক্ষুদ্র উপবনে কেন?

লুৎফ। শ্রেষ্ঠীপ্রবর মহাতাবচাঁদ, নবাবের অভ্যর্থনার জন্য, উপবন সজ্জিত করেছেন। আমিও মা, আজ নবাবের অভ্যর্থনার জন্য আমার স্বহস্তরোপিত উপবন কেমন সজ্জিত ক'রেছি দেখুন। মাসী-মা, আজ আমি নবাব প্রত্যাগমন করলে, বিশ্রাম-গৃহে যেতে দেব না, আমি এইখানে তাঁরে অভ্যর্থনা ক'রবো। দেখুন, কোথায় কি ত্রুটি আছে বলুন?

ঘসেটী। নবাবের আসন তো রেখেছ, পার্শ্বে তোমার আসন কই?

লুৎফ। আমি নবাবের প্রজা, আমি নবাবের পার্শ্বে বসবো কেন? আমার উপবনে নবাব নিমন্ত্রিত, আমি নবাবকে পূজা করবো, আমার আসন তাঁর পদতলে। আপনি আসন গ্রহণ করুন, যদি পূজার ত্রুটি হয়, ব'লে দেবেন। মাসী-মা দেখুন—এই উপবন রাজ্যের আদর্শ স্বরূপ। এই দেখুন, এই কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ, সকতজঙ্গের অনুরূপ,—তার উপর নবাবের যশোপুষ্প বিকশিত, সৌরভে দেশ আমোদিত ক'চ্ছে। এই দেখুন, পুষ্পিত বৃক্ষ সকল কুসুমভারে অবনত, বিনীত ভাবে নবাবকে রাজভক্তি প্রদান ক'রবে। এই দেখুন, শেফালিকাদ্বয় দ্বারপালের ন্যায় দণ্ডায়মান,—ভক্তি-কুসুম উপহার দিয়ে রাজদর্শকবৃন্দকে শিক্ষা প্রদান ক'রবে। এই দেখুন, উদ্যান-কণ্টক সকল স্বহস্তে নির্ম্মূল ক'রে লতা-বন্ধন ক'রে রেখেছি। নবাবের কণ্টক, নবাবের শত্রু, এইরূপ বন্ধন দশায় উচ্ছেদ হ'য়ে রাজ্যের একপার্শ্বে পতিত থাকবে। যে সকল তরুলতা অনিয়মে শাখা প্রসারণ করেছিলো, সে সকল শাখা ছেদন করেছি,—দেখুন বিনয়ীর ন্যায় তারা অবস্থান ক'রছে। বোধ হয়, আমার রাজ-অতিথি আগত। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি! আমার হৃদয়-আসনের আদর্শ স্বরূপ এই পুষ্পিত আসন গ্রহণ করুন, বাঁদীকে পদসেবার অধিকার দেন।

খোজার প্রবেশ

একি খোজা! নবাব কোথায়?

খোজা। বেগম সাহেব, নবাব বাহাদুর এই পত্র প্রেরণ করেছেন।

লুৎফ। (পত্র পাঠ) "প্রিয়ে, ভেবেছিলেম তোমার সঙ্গে আলাপের অবসর হবে। বিধাতা বিমুখ, তোমার বিমল প্রেমাস্বাদ আমার অদৃষ্টে নাই। আমি কলিকাতায় ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলাম। শঠ অমাত্যগণ ষড়যন্ত্র ক'রে ইংরাজ-সৈন্য বাঙগলায় উপস্থিত করেছে, তাদের দমন নিতান্ত প্রয়োজন। যেরূপ বিপদ-তরঙ্গ উত্থিত, যেরূপ সংহার-মেঘ উদয়, যেরূপ বিপ্লব-পবনের আড়ম্বর—ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত নিস্তার লাভ করা অসম্ভব। যদি ঈশ্বর-কৃপায় বিপদ্‌মুক্ত হ'তে পারি দেখা হবে, নচেৎ পত্রে বিদায় গ্রহণ করিলাম—তোমার চিরানুরাগী সিরাজ।"

(খোজার প্রতি) তুমি যাও; তুমি চিরদিন নবাবের অগ্রগামী, হায়! আজ এই কুসংবাদ কেন নিয়ে এলে?

[খোজার অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান।

জগদীশ্বর! ভেবেছিলেম, আমার এই উপবন, সুন্দর নবাব-রাজ্যের অনুরূপ। কিন্তু না, এ কপট অনুরূপ, আমি স্বহস্তে নষ্ট করবো। এ কপট-পুষ্পে আসন সজ্জিত—দূর হোক! কপট গোলাপ, ছিন্ন হও! কণ্টক তরু, তোমরা তো আবদ্ধ নও, দৃশ্যে মলিন কিন্তু সম্পূর্ণ সতেজ, রবি-তাপে শীর্ণ হও।

সজ্জিত উপবন ভঙ্গ করণ

ঘসেটী। কি—কি? বৎসে, সহসা এমন উদ্বিগ্না হ'লে কেন?

লুৎফ। মাগো, এই দেখুন, ইংরাজ আবার সজ্জিত। নবাব যুদ্ধ-যাত্রা করেছেন।

ঘসেটী। সে কি? তবে কি ভবিষ্যৎ-গণনা সত্য?

লুৎফ। কি কি, কি গণনা মা?

ঘসেটী। বৎসে, আমি সিরাজের যুদ্ধজয়-বার্ত্তা শ্রবণ ক'রে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করছি, দরিদ্রদিগকে ধনরত্ন বিতরণ করবার নিমিত্ত বাঁদীদিগকে উপদেশ দিচ্ছি,—এমন সময় জনৈক বাঁদী, এক ফকিরণীকে আমার নিকট ল'য়ে এলো। সে ফকিরণী আমায় তিরস্কার ক'রে বললে—"কিসের উৎসব, মাদ্রাজ হ'তে ইংরাজ শত্রু আগত,—তা জান? বিনা দোষে নবাব একজন ঈশ্বর-জনিত ফকিরের কর্ণ-নাসিকা ছেদ করেছে, তা কি অবগত নও? ফকিরের অভিশাপে অচিরে রাজ্য দগ্ধ হবে! যদি মঙ্গল প্রার্থনা থাকে, সেই ফকিরকে প্রসন্ন করো"। বৎসে, এই ফকিরের কর্ণনাসিকাচ্ছেদন সংবাদ তুমি কিছু জানো?

লুৎফ। হাঁ—হাঁ—শুনেছিলেম, রাজাদেশে একজন ভণ্ড ফকিরের কর্ণনাসিকাচ্ছেদ হয়েছিল। সে ফকির রাজদ্রোহী।

ঘসেটী। বৎসে, ফকির ভণ্ড নয়,—তিনি নবাবের মঙ্গলের জন্য এসেছিলেন। নবাব

যখন যুবরাজ ছিলেন, দিল্লী হ'তে ফৈজি নাম্নী এক পরমাসুন্দরী বারবিলাসিনীকে এনে বেগম করেন। বারনারী স্বভাববশতঃই প্রতারণাপরায়ণা; তার শয়ন-গৃহে অপর পুরুষকে ল'য়ে এসেছিল। সেই অপরাধে নবাব, যৌবনসুলভ ক্রোধ বশতঃ ফৈজির গৃহের বায়ুপ্রবেশের সকল দ্বার রুদ্ধ ক'রে উৎকট যন্ত্রণায় তার প্রাণবধ করেন। সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ফকির আগমন করেছিলেন। রাজ্যের শত্রুরা, হায়, অভাগা রাজ্য শত্রু-পূর্ণ! রাজ্যের শত্রুরা, সেই সাধুর প্রতি এই রাজ-দ্রোহিতা অপবাদ প্রদান করে। সাধুর কোপাগ্নি যা'তে প্রজ্বলিত হয়, এই তাদের ইচ্ছা। দেখ্‌ছি, শত্রুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে!

লুৎফ। মা, মা, সত্য বলেছেন, নবাব কখনো কখনো অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায়, ফৈজির নাম ক'রে অনুতাপ করেন। এখন কিরূপে ফকিরকে প্রসন্ন করা যায়?

ঘসেটী। ফকিরণী আমায় বলেছে—"তাকে নিমন্ত্রিত ক'রে সম্মানের সহিত রাজপুরে এনে, তাঁর চরণে অনুনয়-বিনয় করা, আর উপায় নাই।" কিন্তু সিরাজ যুদ্ধে গমন করেছে, কি উপায় হবে?

লুৎফ। কেন, আমরা যদি নিমন্ত্রণ করি?

ঘসেটী। না—সিরাজের আহ্বান ব্যতীত ফকির—নগরে পদার্পণ করবেন না।

লুৎফ। তবে কি উপায় হবে?

ঘসেটী। দেখ, এক উপায় বোধ হয় হ'তে পারে। যদি সিরাজের নামাঙ্কিত মোহর পাওয়া যায়, সেই মোহর-অঙ্কিত পত্র তাঁর নিকট প্রেরিত হ'লে, কিরূপ হয় বলা যায় না। কিন্তু সে মোহরই বা কিরূপে পাওয়া যাবে! সে মোহর পাওয়া গেলে, তাঁকে নিমন্ত্রিত ক'রে আন্‌তে পারা যায়। কিন্তু সে উপায় তো নাই!

লুৎফ। মা, আমার গৃহে তাঁর নামাঙ্কিত মোহর থাকে। তিনি আমার গৃহে অনেক পত্র মোহরাঙ্কিত করেন।

ঘসেটী। তবে একখানা কাগজ, আমায় মোহরাঙ্কিত ক'রে দেবে চলো। (স্বগত) কোথায় মোহর থাকে সন্ধান পেলে, আমি অপহরণ করবো। (প্রকাশ্যে) চলো।

লুৎফ। নবাব-মহিষীকে একথা বলি?

ঘসেটী। ইচ্ছা হয় বলো,—কিন্তু ফকিরণী বলেছে, দেবকার্য্য গোপনেই করা উচিত। আমার বিবেচনায় এখন গোপন রাখা কর্ত্তব্য। যদি কৃপা ক'রে ফকির উপস্থিত হন, তখন মা, আমিনা, তুমি, আমি সকলেই তাঁর শরণাপন্ন হবো। সেই সময় মা জানতে পার্‌বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—উমিচাঁদের উদ্যানস্থ কক্ষ

সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, করিম চাচা, মীরমদন প্রভৃতি

মীরজাঃ। জনাব, বান্দার ক্ষুদ্র বিবেচনায় সন্ধিস্থাপন কোনরূপেই কর্ত্তব্য নয়। আপাততঃ ফরাসীর সহিত ইংরাজের বিবাদ উপস্থিত। এই নিমিত্ত কপট ইংরাজ সন্ধি স্থাপন করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে সন্ধি কোন মতে স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। স্বর্গীয় নবাবের সময় হ'তে, ইংরাজ নানা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু পত্রের মর্ম্মানুসারে কোনও কার্য্য করে নাই।

রায়দুঃ। ইংরাজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নয়, এই নিমিত্তই সন্ধিতে সম্মত। সুযোগ প্রাপ্ত হ'লেই, সন্ধি ভঙ্গ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তাদের দমন করবার এই উত্তম সুযোগ! আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছি, যুদ্ধ করাই সঙ্গত।

সিরাজ। (উমিচাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত)

উমি। জনাব, যদিচ কার্য্যের অনুরোধে ইংরাজের সহিত মৌখিক সদ্ভাব আছে, কিন্তু ইংরাজ আমায় আবদ্ধ করেছিল, আমার আবাস লুণ্ঠন করেছিল, পরিবারবর্গ ইংরাজের দৌরাত্ম্যে নিহত,—এ সকল এক দণ্ডের নিমিত্ত বিস্মৃত হই নাই! ইংরাজ দমিত হ'লে আমার প্রতিহিংসা তৃপ্ত হয়। আমার মন্তব্য, যুদ্ধ ব্যতীত আর কি হতে পারে!

করিম। চাচা, কোলকাতা থেকে পালিয়ে, পলতায় যখন ইংরাজ নোনাপানি খাচ্ছিল, তখন সদ্ভাব ক'রে তাদের সামগ্রী বেচে লাভ করেছ। কেবল দোষ দেখলেই তো হবে না, গুণও গাও।

রসদ যুগিয়ে এক গুণে একশো গুণ তো দাম নিয়েছ চাচা। এক টাকায় একটা চাঁপা কলা বেচেছ। দিনকতক ইংরেজ থাকলে, যা লুট করেছে, তার দুনো আদায় করবে, ভাবনা কি?

রাজবঃ। জনাব, বান্দাও—খাঁ সাহেব, বণিকপ্রবর উমিচাঁদ ও রাজা রায়দুর্লভের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করে।

করিম। (স্বগত) এলোমেলো ক'রে দে মা, লুটে পুটে খাই।

সিরাজ। কি করিম চাচা, কি বল্‌ছ? তোমার মত কি?

করিম। জনাব, কথার মতামত—না অন্তরের মতামত?

সিরাজ। (ঈষদ্ হাস্য করতঃ) সে কি করিম চাচা?

করিম। আমার কথার মতামত, যাতে ভাল হয় করুন। অন্তরের মতামত, সরাবের স্রোত ব'য়ে যাগ্, কামানের গোলার মত আফিমের তাল গাদা হ'য়ে থাকুক, যাকে পাই বাগমাফিক লুটে নি, আর আপ্‌না-আপনি খুব বাহাদুর ব'লে বগল বাজাই।

মীরমঃ। জনাব, কৃতদাসেরও অভিপ্রায় যুদ্ধ, ইংরাজ অতি কপট।

করিম। চাচা গান ধরেছ ঠিক,—কিন্তু তোমার সুরটা কিছু বেয়াড়া, আমার সুরে মেলে না। আমার সুর কি জানো? একটা ওলট-পালট হ'লেই কিছু আরামে থাকি। তোমার মত, না ওলট-পালট হয়।

সিরাজ। (ঈষদ্ হাস্য সহ) কি করিম চাচা, রাজ্য বিশৃঙ্খল হয়, এই তোমার ইচ্ছা?

করিম। আজ্ঞে হ্যাঁ। সব ঠিকঠাক্ হ'য়ে গেল, রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চললো, তাহ'লে আমার লাভ কি বলুন? বরাদ্দ মাফিক মদটুকু, বরাদ্দ মাফিক আফিংটুকু, বরাদ্দ মাফিক চণ্ডু,—জনাবও যদি মদ না ছাড়তেন, তাহ'লে কত সুবিধা ছিলো। একটা ওলট-পালট না হ'লে আমার সুবিধা কিসে হয় বলুন? বেওয়ারিস প্রজা দাবিয়ে মজা করি কিসে বলুন?

মীরমঃ। করিম চাচা, তুমি এমন? রাজ্যের বিশৃঙ্খলা কামনা করো?

করিম। কেন চাচা, উল্টো বুঝলে কেন? আমার কি বাঙগলা দেশে জন্ম নয়, আমি কি মতলববাজ নই, আমি কি আপ্‌নি গাঁট দিতে জানি নি? আমি কি আপনার ভালাই খুঁজি নি, যে পরের ভালাই খুঁজতে যাবো? প্রজার ভাল হলো না হলো, আমার কি ব'য়ে গেল? বাঙগলায় জন্মেছি, আমার আপনার ভালই ভালো! প্রাণে বৈরাগ্য আছে—তাই মনে করি —কে কার, কার জন্যে ভাববো—আপনি গুছিয়ে নিই, পরকালে না হোক, ইহকালের তো কাজ বটে!

সিরাজ। ছিঃ ছিঃ করিম চাচা, তুমি এমন?

করিম। জনাব, নেশাখোর মানুষ, আঁতের সুরে গেয়ে ফেলেছি। মুখের সুরে গাই একবার শুনুন, প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। জনাব, হুজুর, কদাচ ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করবেন না, ইংরাজ অতি ছল, অতি কপট। জনাব ক্ষণজন্মা, দ্বিতীয় সেকেন্দর সা, সমস্ত পৃথিবী অধিকার করবেন। দিনরাত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকুন। এই ইংরাজকে তোপে উড়িয়েই সসৈন্যে দিল্লীতে যাত্রা ক'রে, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করুন। আপনি না দিল্লীর তক্তে বসলে দিল্লীর শোভা হবে না! মীরমদন চাচা, এইবার আমার গাওনা পছন্দসই কি?

মীরমঃ। চাচা, তুমি বঙ্গবাসীর নিন্দা করো? আমরা কি বঙ্গবাসী নয়? তোমার বিবেচনায় কি আমরা সকলেই স্বার্থপর?

করিম। চাচা, এই রাজসভাসদ্‌দের ন্যায় গোটাকতক আগাছা গজায়। নইলে এই বঙ্গভূমিরূপ বিধাতার সাধের উদ্যানে স্বার্থকুসুম ফুটেই রয়েছে, ছোট বড় সব স্ব স্ব প্রধান,—সুসৌরভে এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায় দেখ! এ বাঙগলায় যিনি শান্তি স্থাপন করবেন, তিনি বিধাতা পুরুষ। বাঙগলা ফিরে গড়তে হবে, পুরাণো বাঙগলায় চলবে না।

সিরাজ। কেন করিম চাচা, তোমার এত বিরাগ কেন?

করিম। জনাব, এই বাঙগলায়, যদি তিন জনের দু'মত দেখাতে পারেন, তা হ'লে নাকে খৎ দিয়ে, আফিং ছেড়ে দেবো। তিন জনের তিন মত! যদি একমতে বাঙগলায় কাজ হতো, বঙ্গবাসী যদি এক মতে চল্‌তে শিখতো, তাহ'লে বাঙগলায় মাটি থাকতো না, সোণা হতো। বাঙগলার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাঁচও

তেমনি ঝুড়ি ঝুড়ি। এই প্যাঁচ খেলা চলেছে—যেটা কাটে, যেটা থাকে।

দূতের প্রবেশ

দূত। জনাব, ইংরাজ উকীলদ্বয় ওয়ালস্ ও স্ক্রাফ্টন সাহেব নবাব-দর্শনে সমাগত।

সিরাজ। সমাদরের সহিত নিয়ে এসো। (স্বগত) ইংরাজকে বিশ্বাস করা কঠিন নয় বটে। কিন্তু উপদেষ্টা অমাত্যবর্গ, নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য ক'রে উপদেশ প্রদান কচ্ছে। রাজ্যে গোলযোগ স্থায়ী হ'লেই তাদের মঙ্গল। করিম চাচা প্রকারান্তরে তাদের মনোভাব যথার্থ বলেছে।

ওয়ালস্ ও স্ক্রাফ্টনের প্রবেশ ও জানু পাতিয়া নবাবকে অভিবাদন

আসন গ্রহণ করুন। বক্তব্য প্রকাশ করুন।

ওয়ালস্। জনাবের পত্র আহ্লাদের সহিত প্রাপ্ত হইয়া, পত্রের আদেশানুসারে কর্ণেল ক্লাইব, আমাদিগকে তাঁর প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রে প্রকাশ, যে জনাব আমাদের হুগলী বন্দর লুণ্ঠন মার্জ্জনা করিবেন; ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হওয়ায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা কতক পূরণ করিবেন।

সিরাজ। হ্যাঁ, আমাদের অভিপ্রায় সেইরূপ।

স্ক্রাফ্টন। জনাব, আমাদেরও অভিপ্রায়—আমরা বণিক, বাণিজ্য করিব, যুদ্ধ-বিগ্রহে বিস্তর ক্ষতি, নবাব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের মার্জ্জনা করেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য। সন্ধিপ্রস্তাবে আমরা এই দণ্ডেই সম্মত।

সিরাজ। উত্তম। আপনারা দাওয়ানখানার শিবিরে যান, সন্ধিপত্র প্রস্তুত, স্বাক্ষর করুন।

স্ক্রাফ্টন ও ওয়ালস্। হুজুরের যেইরূপ হুকুম।

[উমিচাঁদ ও ইংরাজদ্বয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ওয়ালস্। উমিচাঁদ বাবু, দাওয়ানখানা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেন।

উমি। সাহেব শোনো, শোনো,—দাওয়ান-খানায় যেয়ো এখন—এ কপট নবাবকে বিশ্বাস ক'রছ? ভেবেছ কি নবাব সত্যিই সন্ধি করতে প্রস্তুত?

উভয়ে। তবে কিরূপ—তবে কিরূপ?

উমি। নবাবের তোপ আসতে বিলম্ব হবে জেনে, এই সন্ধির প্রস্তাব করেছে। এখন তোপ এসেছে, এখনি যুদ্ধ আরম্ভ করবে। তোমরা দাওয়ানখানায় পৌঁছন মাত্র, তোমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখবে।

ওয়ালস্। Oh the Devil!

স্ক্রাফ্টন। তবে আমরা এখন কি করিব?

উমি। লম্বা ঠ্যাং চালিয়ে দাও, পেছু পানে চেয়ো না, কেল্লায় পৌঁছে হাঁপ ছেড়ো।

উভয়ে। সেলাম, আমরা চলিলাম—আমরা চলিলাম।

উমি। একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না।

[ইংরাজদ্বয়ের দ্রুত প্রস্থান।

যাক, লড়াই তো বাধলো!

স্বরূপচাঁদের প্রবেশ

স্বরূপ। খাঁ সাহেব আপনার নিকট পাঠালেন,—কি হলো?

উমি। খাঁ সাহেবকে বলবেন যে, তাঁরও যে স্বার্থ, আমারও সেই স্বার্থ। আমি তাঁর অনুরোধ মত কার্য্য করেছি! ইংরাজ উকীল দ্রুতপদে কেল্লায় প্রতিগমন করেছে, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই, চিন্তা নাই, চলুন! আমি স্বয়ং গিয়ে সংবাদ দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়াম মধ্যস্থ গৃহ

ক্লাইব, ওয়ালস্, স্ক্রাফ্টন ও ওয়াটসন্

ক্লাইব। You are fools! Why could'nt the Nowab capture you then and there in the Darbar camp?

ওয়ালস্। Umichand—

ক্লাইব। A greater knave than you are fools.

জহরার প্রবেশ

Who are you? Ardali—

জহরা। আমি সাহেবদের পেছনে পেছনে

এসেছি, আর্দ্দালির অপরাধ নাই। আমায় ঘৃণা করো না, একটি ক্ষুদ্র তৃণ জ্বলে নগর দগ্ধ করে। সত্যই নবাব, সাহেবদের বন্দী ক'রতো। দরবার তাঁবুতে বন্দী করে নাই, তার কারণ, লোককে জানাতে চায়, তার কর্ম্মচারীরা কি করেছে, তা জানে না। যেমন বলে, অন্ধকূপে হত্যার কথা কিছুই জানে না, সেইরূপ এই সাহেবদের বন্দী ক'রে ব'লতো, আমার আমলারা কি ক'রেছে জানি না। নবাবের তোপ এসে পোঁচেছে; কেবল বড় তোপগুলো এসে পোঁছে নাই, আজ সন্ধ্যার সময় পোঁছোবে। কাল প্রাতে আক্রমণ আরম্ভ হবে।

ক্লাইব। তুমি শত্রু নও কিরূপে জানিব?

জহরা। আমায় বন্দী করে রাখো। আমার কথার একবর্ণও মিথ্যা হ'লে ফাঁসী দিও।

ক্লাইব। Governor Watson! What do you say for or against a night attack?

জহরা। হ্যাঁ সাহেব, আমি সেই বলতেই তোমাদের এখানে এসেছি, আজ রাত্রেই আক্রমণ করো।

ক্লাইব। কি! তুমি ইংরাজী জানো?

জহরা। না—তোমার ভাব-ভঙ্গিতে, তোমার মনোভাব বুঝেছি। আমি কে জানো? আমি হোসেনকুলির স্ত্রী, যে হোসেনকুলিকে নবাব স্বহস্তে রাস্তায় বধ করেছিল। আমি সেই অভাগিনী—প্রতিহিংসা-অনলে দিনরাত দগ্ধ হচ্ছি। কে নবাবের শত্রু, আমি তার মুখভাবে বুঝতে পারি। নবাব সম্বন্ধে কে কি ব'লছে, তার হাবভাবে তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। সাহেব, অন্ধকার রাত্রি, আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হও! আমায় অবিশ্বাস ক'রো না। আমি তোমাদের বন্ধু কিনা জানি না, কিন্তু নবাবের পরম শত্রু।

ক্লাইব। আচ্ছা বিবি, তোম্‌কো খেলাত দেগা।

জহরা। হাঃ হাঃ! সাহেব ভেবেছ আমি খেলাতের প্রত্যাশী। না, না, সাহেব—আমি সিরাজের শোণিত-পিপাসী। পৃথিবীতে এত রত্ন নাই, সাগর গর্ভে এত রত্ন নাই,—যে রত্ন আমাকে বশীভূত করে! তোমরা সাহেব সব জানো।—নারীর প্রতিহিংসা কি জানো না?

ক্লাইব। হাঁ, হাঁ, বিবি! তোমার বাক্য আমরা লুইব, রাত্রে attack করিব। তুমি যাও, দূর হইতে তামাসা দর্শন করিবে, হামরা সব উড়াইয়া দিব। যাও বিবি, সেলাম।

জহরা। সাহেব, আমি যাবো না, আমি কেল্লায় থাকবো। যদি কোন দুর্ঘটনায় তোমাদের যুক্তি বিফল হয়, তুমি আগে আমায় সন্দেহ ক'রবে, তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন না হলে আমার কার্য্যোদ্ধার হবে না। আমি যাব না। তোমরা যুদ্ধ জয় ক'রে আসবে, সংবাদ পাবো, তার পর এ স্থান হ'তে যাবো।

ক্লাইব। Governor Watson! Send for the blue jackets.

ওয়াটসন্। All right.

ক্লাইব। আইস বিবি, হামাদের যুদ্ধ-আয়োজন দেখিবে। আজ নবাবকে শিক্ষা দিব।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—গড়ের মাঠ

অদূরে নবাবের সৈন্য-শিবির

করিম চাচার প্রবেশ

করিম। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে তারার ঝাঁক দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা থেকে আকাশে উঠে তো ভোর রাতটা জাগো, একটু আফিং-টাফিং খাও না কি? অন্ধকার রাত্রেই তোমাদের কিছু বাহার বেশী, চোরের মাসতুতো ভাই ছিলে না কি? এত দিন তোমাদের সঙ্গে আলাপ, ভোর রাত জেগে আলাপ কচ্ছি, কিন্তু চিন্‌তে পারলেম না চাঁদ। প্যাট প্যাট ক'রে চেয়ে কি দেখছ? দেখ বাবা,—সমুদ্রের গর্ভে নজর যাবে, কিন্তু মানুষের পেটের মধ্যে সেঁধোনো তোমাদের কর্ম্ম নয়। বড় জবর মাটির দ্যাল, বুঝেছ বাবা! ও,—তোমাদের পাহারা দিতে রেখেছে। তোমাদের আকাশে বুঝি যুদ্ধ-হাঙ্গামা নাই? তাহলে বাবা ঘুমিয়ে পড়তে। এই সব দেখ না, নবাবী ফৌজের তাঁবু পড়েছে, বেবাক পাহারা-ওয়ালা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে; দু'পিপে মদ খেলেও অমন ঘুম আসবে না। লড়াই দাঙ্গাটা

বড় ঘুমের ওষুধ দেখছি! নবাব থেকে ঘেসেড়া ব্যাটা পর্য্যন্ত তোফা নাক ডাকাচ্ছে। দেখ দেখ —এই কেল্লার দিক্‌টে মিটমিটে আলো, কি বলো দেখি? ওদের বিলিতী ধাত, দিশি ওষুধ খাটে না, লড়াই দাঙ্গা বাধলে বড় ঘুমোয় না। (ক্রমশঃ কুজ্ঝটিকায় দিক্‌ আবৃত হওন) এই যে তোমরাও দিব্যি কোয়াসার তাঁবুর ভিতর গা ঢাকা দিলে। একটু ঘুমুবে বোধ হচ্ছে। তোমাদেরও যুদ্ধ-হ্যাঙ্গামা বাধলো নাকি, নইলে খামকা এতটা ঘুম এলো কেন?

জহরার প্রবেশ

জহরা। কে তুমি?

করিম। প্রেয়সি, এতদিনে কি আমায় মনে পড়লো?

জহরা। কে তুমি?

করিম। কেন চাঁদ, চিনতে পাচ্ছ না? আমি আফগানি আমলের বাঙ্গলার নবাব, মাম্‌দো হয়ে এই গাছটিতে থাকি। তোমার মতন আমার পেত্নী বেগম ছিল। আজ মাসকতক কে এক ব্যাটা গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আমার গৃহশূন্য করেছে। যখন এসে পড়েছ বিধুমুখী, চলো নিকে ক'রে, ডালে গিয়ে শুই। ঐ দেখ বেগমেরা পাতায় পাতায় মহল ক'রে আছে। ঝর ঝর করে রিশ জানাচ্ছে। চলো, নীচের ডালে গিয়ে শুই।

জহরা। করিম চাচা, নবাবী শিবির কোন্‌টা বলতে পারো?

করিম। কেন চাঁদ, নবাবী গাছের ডাল তোমার পছন্দ হচ্ছে না? তুমি গুয়ে-পেত্নীর বাচ্ছা, পায়খানায় থাকো, কখনো গাছের ডালে শোও নি, তাহ'লে আরাম পেতে। যদি প্রেম ক'রতে হয় তো গাছের ডালে—এমন পীরিত কোথাও হয় না।

জহরা। করিম চাচা, তুমি বড় মানুষ হয়ে যাবে, যা চাও পাবে।

করিম। মানুষ ছিলেম, মাম্‌দো হয়েছি, আবার মানুষ কি করে হই বাবা! এসো মাম্‌দো পীরিত করি এসো। (নেপথ্যে তোপ ধ্বনি)—ঐ শোনো আমাদের নিকের তোপ হচ্ছে।

জহরার প্রস্থানোদ্যোগ

গুয়ে-পেত্নী প্রাণ, যদি মেছো-পেত্নী হ'তে, তা'হলে এই কোয়াসায় তোমায় মৎস্যগন্ধা করতেম। তা এ গাছের ডাল যদি পছন্দ না হয় তবে তোমার সেওড়া গাছেই চলো, আমি তোমার নির্ঘাৎ পীরিতে পড়েছি।

নেপথ্যে কলরব বৃদ্ধি

[জহরার প্রস্থান।

এই যে, এতক্ষণে নবাবী ফৌজের নেশা ছুটেছে। এখানে বাবা বড় ঝাঁজ, সর্ষে পোড়া দিয়েছে। এখন কোন্‌ দিকে সরি, আওয়াজ ত চারদিকেই।

মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ প্রভৃতির প্রবেশ

মীরজাঃ। সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো! চতুর্দ্দিক হতে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, অন্ধকারে শত্রু-মিত্র দেখা যাচ্ছে না। কোথায় যাই! কেন ষড়যন্ত্র ক'রে সন্ধি ভঙ্গ করলেম!

করিম। ঐটুকু প্যাঁচ করেছ। ইংরাজ যেমন সদালাপী, ওদের গোলা তেমন নয়। এখানে আলাপ করতে এলেই কিছু প্যাঁচ। তবে দেখ চাচারা, যখন লড়তে এসেছে, গাঙ্গ্‌পার হয়ে চলে গিয়ে ডন ফেলগে।

[করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবাবিটে আমারই সাজে। যে ব্যাটার তিন-কুলে কেউ নাই, সেই তো বাঙ্গলার নবাব। সিরাজদ্দৌলার এখন তবু এক আধ ব্যাটা আছে, নিদেন বেগমগুলো। আমার বাবা তিন কুলে কেউ নাই, আমিই পাকা নবাব। এই বোঝ না কেন বাবা, নবাবটা কোথায়, তা এক-বার কেউ খোঁজ নিলে না।

[করিমের প্রস্থান।

সিরাজদ্দৌলা, মীরমদন ও সৈন্যগণের প্রবেশ

সিরাজ। মীরমদন কি হবে, কি হবে! কোথা যাবো!

মীরমঃ। জনাব, কোন শঙ্কা নাই। ইংরাজ সৈন্য বিমুখ হয়েছে, ও আমাদের তোপধ্বনি। এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই ইংরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করি। আজই ইংরাজ ধ্বংস হবে।

সিরাজ। না মীরমদন, যেও না, ইংরাজ-

ধ্বংসে আমার প্রয়োজন নাই। এই নবাবি,—এই সুখের আশায় উন্মত্ত হয়েছিলেম! দিবা-রাত্র কণ্টক-শয্যায় শোবার জন্য নবাবি গ্রহণ করেছিলেম।

মীরমঃ। জনাব জনাব, অমন কচ্ছেন কেন? অনেক দুর্গম রণে নির্ভয় অন্তরে সৈন্য সঞ্চালন করেছেন। ইংরেজ পরাস্ত,—ঐ শুনুন বিপক্ষের তোপধ্বনি নাই। মুহুর্মুহু আমাদেরই কামান গর্জ্জন হচ্ছে। একটু স্থির হোন, আমি সমূলে ইংরাজ উচ্ছেদ করি।

সিরাজ। মীরমদন মীরমদন, আমি ভীরু নই। দুর্গম রণসন্ধিতে আমাকে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে দেখেছ। কিন্তু ফিরিঙ্গি নামে আমার দেহ কম্পিত হয়। সহস্র সহস্র তোপ-ধ্বনির মধ্যে যদি একটি ইংরাজের তোপের শব্দ হয়, আমি তা বুঝতে পারি;—সে শব্দে আমার আপাদমস্তক কম্পিত হয়। দৈত্য, দানব, প্রেত, ভূত, স্বদলে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লে, আমি অসিহস্তে তাদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ইংরাজ, কোন্ শয়তান বংশে জন্ম কে জানে, এরা কি যাদুকর? কোন্ কুহকবলে আমার বিপুল-বাহিনী আক্রমণ করতে সাহস কর্‌লে। ইংরাজ কুশলে থাকুক, ইংরাজ বলবান হোক, যারা আমার সিংহাসন ঈর্ষ্যা করে, তারা আমার সেই সিংহাসনে বসুক, ইংরাজ তাদের শত্রু হোক, দিবারাত্র আমার ন্যায় কণ্টকাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে, ইংরাজ সম্মুখে দেখুক!

মীরমঃ। জনাব, তুচ্ছ ফিরিঙ্গি, জনাবের নফরের নফর যোগ্য নয়। বর্ব্বরতা বশতঃ আক্রমণ করেছিল, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আক্রমণ করেছিল, নিরুপায় হয়ে আক্রমণ করেছিল,—আজ্ঞা দিন, হস্তী-পৃষ্ঠে যুদ্ধ দর্শন করুন, মুহূর্ত্তে মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম ধূলিসাৎ করবো। জনাব, আপনার এই দশা দেখে আমার মৃত্যু ইচ্ছা হচ্ছে। প্রকৃতিস্থ হোন, বঙ্গেশ্বর আজ্ঞা দিন, স্বয়ং শয়তান স্বদলবলে ইংরাজের সাহায্য করলে, আজ নিস্তার পাবে না,—কেবলমাত্র আজ্ঞা দিন, এই প্রার্থনা। জনাব প্রকৃতিস্থ হোন।

সিরাজ। মীরমদন, তুমি জান না, মোগল-বংশ উচ্ছেদ করতে ইংরাজ জন্মগ্রহণ করেছে। শিখগুরু তেগ্ বাহাদুরের অভিশাপ তুমি কি অবগত নও? শ্বেতকায় অর্ণবযানে এসে, মোগলবংশ উচ্ছেদ করবে। মহাপুরুষের অভিশাপ, সে অভিশাপ কখনও খণ্ডন হবে না। মোগলবংশ উচ্ছেদের জন্য ইংরাজ ভারতবর্ষে উপস্থিত।

কারিমের পুনঃ প্রবেশ

করিম। সূর্য্যোদয় হয়েছে, চাচারা বোধ হয়, বারাণসী তুল্য গঙ্গার পশ্চিম পার হতে গঙ্গা দর্শন ক'রে, নবাব দর্শনে আসছেন। চাচারা কেঁদে এখনি লুটোপুটি খাবে, আমায় শান্ত করতে হবে—ঐ যে সব চোখ ডব্ ডব্ করছে, কাণা মেঘের জল কোথায় লাগে!

মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ
মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের পুনঃপ্রবেশ

সকলে। জগদীশ্বর রক্ষা করুন, এই যে নবাব!

রায়দুঃ। বড়ই ব্যাকুল হয়েছিলেম।

জগৎ। ভগবান রক্ষা করেছেন!

করিম। এখন তো প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো। আমি রুমাল বাগিয়ে রেখেছিলুম, ভেবেছিলুম, চাচারা কাঁদবে, চোখ মোছাবে কে?

সিরাজ। রাজা রায়দুর্লভ! এই দণ্ডে সন্ধির প্রস্তাব ক'রে, ইংরাজ শিবিরে দূত প্রেরণ করুন। যে শর্তে ইংরাজ সন্ধি করতে প্রস্তুত, সেই শর্তে সন্ধি হোক।

মীরজাঃ। জনাব,—

সিরাজ। আর জনাব নয়! কাল-রজনী প্রভাত হয়েছে,—সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতিস্থ হয়েছি। বুঝেছি ইংরাজ সামান্য নয়; এ অপেক্ষা শত-গুণ সৈন্য লয়ে ইংরাজ পরাস্ত করা আমাদের সাধ্য নয়। এই দণ্ডেই সন্ধি হোক। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করো, সন্ধিপত্র আমাদের নিকট প্রেরণ ক'রো, আমরা স্বাক্ষর কর্‌বো। আর বলবীর্য্য প্রকাশে প্রয়োজন নাই! সূর্য্যোদয়ে যেমন গ্রহজ্যোতি নির্ব্বাপিত হয়, ইংরাজ-উদয়ে সেইরূপ ভারতবীর্য্য নির্ব্বাপিত। ভারত-স্বাধীনতা ইংরাজের পদতলে। ঘোর নিশায় অচিরে ভারত আবরিত হবে। কালচক্র পরিবর্ত্তনে কারো সাধ্য নাই। অদ্যই যেন সন্ধি-পত্র আমার নিকট প্রেরিত হয়। যাও যাও,

বিলম্ব ক'রো না, এই দণ্ডেই দূত প্রেরণ করো।

[অমাত্যগণের প্রস্থান।

মীরমঃ। হা জননী জন্মভূমি!

সিরাজ। মীরমদন, আক্ষেপ করো না, আক্ষেপে আর উপায় নাই। যে দিন ইংরাজের জলতরী বাঙ্গলার বন্দরে উপস্থিত হয়েছে, সেই দিন আশা-ভরসা বিলুপ্ত। ভারতবাসী ভারতবাসীর যুদ্ধে ক্লান্ত! মহারাষ্ট্রীয়েরা বলীয়ান—ভারতবাসী! তাদের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলা জর্জ্জরীভূত;—তাদের দৌরাত্ম্যে ইংরাজের ফোর্ট উইলিয়ম নির্ম্মিত হয়েছে। ভারতবাসীর দৌরাত্ম্যে ইংরাজের বলবৃদ্ধি। বালসূর্য্যের কিরণে মধ্যাহ্ন-তপনের তাপ অনুভব করতে পাচ্ছ না। ভারত বিচ্ছিন্ন! ভারতসন্তান পরস্পরের শত্রু! উদ্যমশীল, একতায় আবদ্ধ, উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ—কার সাধ্য তাদের দমন করে!

মীরমঃ। জনাব, তুচ্ছ শত্রুর কেন প্রশংসা কচ্ছেন? বাঙ্গলায় কি বীর-বীর্য্য বিলুপ্ত, আপনার সৈন্য কি অস্ত্রধারণে অক্ষম? বাঙ্গলার বীরত্ব শত রণে পরীক্ষিত; জনাব, তবে কেন উৎসাহহীন হচ্ছেন? কৃতদাস এখনো জীবিত, এখনো সৈন্য সঞ্চালনে অক্ষম নয়, পিধানে অসি আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় বিচঞ্চল। ইষ্টক নির্ম্মিত ফোর্ট উইলিয়ম, বীর-প্রবাহ রোধ করতে সক্ষম হবে না। তবে কেন শত্রুর গৌরব বর্দ্ধন ক'রে, সন্ধির প্রস্তাব কচ্ছেন? তবে কেন ইংরাজ অজেয় বিবেচনা কচ্ছেন? তবে কেন মাতৃভূমি, ফিরিঙ্গির ভয়ে ভীত প্রচার কচ্ছেন? তবে কেন জন্মভূমির পরাধীনতার আভাস প্রদান কচ্ছেন?

সিরাজ। না মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্ম-বিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে, পরস্পরের মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে, সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত ক'রে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়,—এই দুর্দ্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব; নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য্য! মীরমদন, আক্ষেপ ত্যাগ করো। জেনো, বাঙ্গলায় সকলেই মীরমদন নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার

সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, মাণিকচাঁদ, মুসাঁ লা ও দূত

সিরাজ। (পত্র পাঠ ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া) ওয়াট্সনকে তলপ দাও, ইংরাজ-উকীলকে তলপ দাও।

দূত। জনাব, তাঁরা দুজনেই আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন।

সিরাজ। ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

দেখুন ইংরাজের স্পর্দ্ধা।

ওয়াট্স ও ইংরাজ-উকীলের প্রবেশ

ওয়াট্স্, তোমাদের বড় দম্ভ! বাঙ্গলার নবাবকে ভয় প্রদর্শন করো? তোমরা কে? এই ফরাসী মুসাঁ লা আমার আশ্রিত, এর সমভিব্যাহারী অপরাপর ফরাসীরাও আমার আশ্রিত! তোমরা বিনা অনুমতিতে চন্দননগর অধিকার করবার পর এরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আশ্রয় পরিত্যাগ না করলে সন্ধি ভঙ্গ হবে? হোক্,—এই মুহূর্ত্তে সন্ধি ভঙ্গ হোক! তোমার শূলদণ্ড আজ্ঞা হবে। উকীল, তুমি এই মুহূর্ত্তে নবাব-দরবার পরিত্যাগ করো—আমার দরবার হ'তে দূর হও!

[উকীলের প্রস্থান।

ওয়াট্স্, তোমাদের কত অপরাধ জানো? নবাবের অনুমতি ব্যতীত চন্দননগর আক্রমণ করেছ, এখন নবাবকে যুদ্ধ-ভয় প্রদর্শন করছ? ভেবেছ, আফগান মহম্মদ সাহ আবদালিকে দমন করতে, আমাদের বেহার প্রদেশে যাত্রা করতে হবে, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নই, তাই ক্লাইব

দম্ভ ক'রে পত্র লিখেছে! ক্লাইবকে লিখো,—বিনাযুদ্ধে আফ্‌গান ভঙ্গ দিয়েছে,—আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। কলিকাতায় সত্বর উপস্থিত হবো। যাও, যাও—আর তিলমাত্র বিলম্ব করো না।

[ওয়াট্‌সের প্রস্থান।

মাণিকচাঁদ, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, তুমি কলিকাতা লুণ্ঠনের দ্রব্যসামগ্রী নবাব সরকারকে প্রদান না ক'রে আত্মসাৎ করেছ? তার খেসারৎ ক্লাইব আমাদের উপর দাবী করে। আলিনগরের সন্ধিপত্রে আমরা সেই ক্ষতিপূরণে স্বীকৃত। ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক—তোমার উপযুক্ত শাস্তি এই দণ্ডে প্রদান করবো।

মাণিক। জনাব, বান্দার কি সাধ্য, যে নবাবী-দ্রব্য আত্মসাৎ করে?

সিরাজ। কে আছ,—শঠ, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, অর্থপিশাচকে কারাগারে ল'য়ে যাও। কাল প্রাতে শিরশ্ছেদ হবে।

[দুইজন প্রহরীর প্রবেশ ও মাণিকচাঁদকে লইয়া প্রস্থান।

মীরজাঃ। জনাব, নবাবের বদান্যতার উপর নির্ভর ক'রে নবাব-ভৃত্য নবাবী দ্রব্য আত্মসাৎ করেছে। ভৃত্যের এরূপ কার্য্য বরাবরই মার্জ্জনা হয়েছে। অর্থদণ্ড ক'রে প্রাণবধের হুকুম মকুব করুন।

সিরাজ। কত অর্থ দিতে প্রস্তুত?

রাজবঃ। নবাবের যেরূপ আজ্ঞা।

সিরাজ। ভাল, তারে দরবারে আনয়ন করা হোক্‌।

[রাজবল্লভের প্রস্থান।

মুসাঁ লা সাহেব, তোমার কি মত?

মুসাঁ লা। নবাবের বিবেচনার উপর বাক্য কহিব, এমন সাহস রাখে না।

মাণিকচাঁদকে লইয়া রাজবল্লভের পুনঃ প্রবেশ

মীরজাঃ। রাজা মাণিকচাঁদ, নবাব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাদের কথা রক্ষা করেছেন। আমরা অনুরোধ করায়, আপনার প্রাণদণ্ড মার্জ্জনা হয়েছে। কিন্তু কলিকাতা-লুণ্ঠন দ্রব্যের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত আপনি কত অর্থ দণ্ড দিতে প্রস্তুত?

মাণিক। আজ্ঞে এখনিই প্রস্তুত, এখনিই প্রস্তুত। পঞ্চাশ হাজার—পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে এখনই প্রস্তুত।

করিম। চাচা, তোমার মাথাটার দাম কি লাখ টাকাও নয়?

মাণিক। এত টাকার আমার সংগতি কোথায়?

রায়দুঃ। নবাব যা অর্থদণ্ড করেন, তা দিতে প্রস্তুত হোন, আপনার মঙ্গলের নিমিত্তই বলা হচ্ছে। জনাবের আজ্ঞা হোক।

সিরাজ। দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত হও। মন্ত্রীবর্গের অনুরোধে তোমার দোষের অতি সামান্য দণ্ড প্রদান করলেম।

মাণিক। এত টাকা কোথায় পাবো—এর চেয়ে আমার প্রাণদণ্ড ভাল ছিল।

মীরজাঃ। রাজা, অবুঝ হবেন না। যদি সম্মত না হ'ন, আপনার সম্পত্তি নবাব গ্রহণ করবেন, প্রাণদণ্ডও মার্জ্জনা হবে না।

রাজবঃ। জনাব, আদেশ পেলে, আমি এই দশ লক্ষ টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত।

সিরাজ। যান, অর্থপিশাচকে ল'য়ে যান।

[মাণিকচাঁদকে লইয়া রাজবল্লভের প্রস্থান।

ইংরাজের স্পর্দ্ধার কথা শুনেছেন, এখন কি কর্ত্তব্য?

মীরজাঃ। জনাব, যখন রাজ্যের মঙ্গলার্থে সন্ধি স্থাপন হয়েছে, এ সময়ে সামান্য কারণে ইংরাজের সহিত বিবাদ উচিত নয়।

সিরাজ। কি, সামান্য কারণ! রাজা শরণাগতকে রক্ষা করবেন না?

মীরজাঃ। জনাব, যথাজ্ঞানে নিবেদন করেছি। আফগান আহম্মদ সাহ আবদালি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে সত্য, এক্ষণে ইংরাজের সহিত বিবাদ শ্রবণে প্রত্যাগমন করতে পারে;—এক কালে দুই শত্রু করা যুক্তিযুক্ত নয়। বোধ হয় সমস্ত অমাত্যবর্গ আমার মতের অনুমোদন করবেন।

স্বরূপ। জনাব, খাঁ সাহেবের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত।

রায়দুঃ। অনর্থক ইংরাজের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রজার গুরুতর অমঙ্গল। জনাব প্রজা-

রক্ষক। বিস্তর ক্ষতি স্বীকার ক'রে, প্রজার নিমিত্ত নিশাযুদ্ধের পর আলিনগরের সন্ধি সংস্থাপন করেছেন। সে সন্ধি ভঙ্গ এ পক্ষ হ'তে না হয়। সন্ধিভঙ্গ ইংরাজের দ্বারাই হোক, আফগান সৈন্যও দিল্লীতে প্রত্যাগমন করুক। দেখা যাক—ইংরাজের কতদূর বৃদ্ধি!

সিরাজ। আপনারা দরবার পরিত্যাগ করে ক্ষণকাল কক্ষান্তরে অপেক্ষা করুন। (মুসাঁ লার প্রতি) মুসাঁ লা, যাবেন না, আপনার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

[সিরাজ, মুঁসা লা ও করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মুসাঁ লা। (করিম চাচাকে লক্ষ্য করিয়া) জনাব, এঁ'র দরবারে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন অনুমান হয়?

সিরাজ। ইনি আপনাদের বন্ধু। মুসাঁ লা, আপনি অতি ন্যায্য কথাই বলেছিলেন। আপনার কথামত ক্লাইবকে পত্র লেখা হয় যে, নানাজাতির লোক নবাবের কার্য্যে নিযুক্ত আছে—কয়েকজন ফরাসী নবাব-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সন্ধি ভঙ্গ হয় না। তাতে দুষ্ট ক্লাইব উত্তর দিয়েছে যে, যারা ইংরাজের শত্রু তারা নবাবের শত্রু হওয়া উচিত। ইংরাজের শত্রুকে যে আশ্রয় দেবে সে ইংরাজের শত্রু। দরবারেও সকলের মত শ্রবণ করলেন।

মুসাঁ লা। জনাব, বান্দা শুনলে, লেকেন জনাবের দরবারে সব জনাবের দুশ্‌মন, ইংরাজের সহিত সলা করিতেছে, এ কথা আমি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। আমরা নবাবী কার্য্যে থাকিলে, নবাবী ফৌজকে যুদ্ধ শিখাইলে, নবাবের পক্ষে লড়িলে, ইংরাজ হারিয়া যাইবে,—সেইজন্য হামাদিগকে তাড়াইতে চায়, হাল এই; —জনাব যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। ভাবিয়া দেখুন, কেহই নবাবী-আজ্ঞা পালন করে না। নন্দকুমারকে হামাদের চন্দননগর রক্ষার্থে হুকুম দেন, মাণিকচাঁদকে বি পাঠান, কিন্তু উমিচাঁদ ইংরাজ পক্ষ হইতে আসিয়া সব খারাপি করিয়া দিল, কেউ আমাদের ওয়াস্তে অঙ্গুলি তুলিল না। যদ্যপি ফরাসী রাজ্যে কেহ এরূপ অবাধ্য হইত, তাহা হইলে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইত।

করিম। সাহেব, এইটুকু যদি বুঝতে তাহ'লে পল্‌তায় ইংরাজদের রসদ জোগাতে কি?

মুসাঁ লা। হাঁ, সাহেব চুক হইল। ইউরোপে ইংরাজ আমাদের পড়শী, এক ধর্ম্ম মানে, তাহারা খানা বেগর মরে, দেখিতে পারিল না।

করিম। সাহেব, তোমরা রং করেছ, না তোমাদের ঐ রকম সাদা রং?

মুসাঁ লা। এ কিরূপ প্রশ্ন?

করিম। কেন সাহেব, এই ক'বছর ধরে তোমাদের মত সাদা রঙের ইংরেজ দেখে আসছি। তাদের একজনের মুখেও তো শুনি নাই যে তোমরা পড়শী, তোমাদের এক ধর্ম্ম; —তোমাদের রং তো সমান দেখ্‌ছি, ব্যভারটা এমন হলো কেন?

সিরাজ। দেখুন মুসাঁ লা, মন্ত্রীদের মন্ত্রণা আমরা সম্পূর্ণ অবগত। সেই নিমিত্তই বিবেচনা কচ্ছি, ইংরাজের সহিত সন্ধি ভঙ্গ না ক'রে কপট মন্ত্রীদের অগ্রে দমন করা যাক।

মুসাঁ লা। জনাব, এখনি দমন করিয়া দেন, ইংরাজ ভয় পাইয়া যাইবে। ইহাদের দমন করিলে আর কেহ ইংরাজের সাহায্য করিতে আগু হইবে না।

সিরাজ। মুসাঁ লা, অমাত্যেরা সকলে সম্ভ্রান্ত, এদের কৌশলে দমন করা প্রয়োজন; —নচেৎ একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হবে।

মুসাঁ লা। জনাব, গোস্তাকি মাপ হয়—কৌশলে উহাদের সহিত চলবে না। যতই কৌশল করিবেন, তলে তলে উহারা যাস্তি কৌশল করিবে।

করিম। সাহেব রং মেখেছ—সাদা মুখে ওমন সরল কথা বেরোয় না। এক তোমরা ইংরাজের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলো, ওদের পারবে না। এক হাত গলায় আর এক হাত পায়ে দেওয়া তোমাদের কর্ম্ম নয়।

মুসাঁ লা। সাহেব, আপনি অতি বিজ্ঞ। ইংরাজ-চরিত্র সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন। যদি আপনার মত নবাবী-কার্য্যে দুই চারি আদ্‌মি থাকিত আলিনগরের সন্ধি হইত না, ইংরাজ কলিকাতায় থাকিত না।

করিম। সাহেব, তাহ'লে তোমাদেরও একটু প্যাঁচ পড়তো, চন্দননগর হ'তে রসদ বেচতেও পারতে না। কিন্তু দেখলেম, খালি রসদই বেচ'

—প্যাঁচোয়া চাল তোমাদের আসে না;—তাহ'লে বলতে—'এই আমাদের ফৌজ এলো বলে, এই আমরা কলকাতা উড়িয়ে দেবো।' নবাবী আমলাদের টাকা দিয়ে—থুড়ি, কতক দিয়ে কতক কবলে হাত করতে, নবাবকেও একটু আধটু শাসাতে।

মুসাঁ লা। ও ইংরেজ পারে, আমরা লোক পারি না। আপনি ঠিক রাজমন্ত্রীর যোগ্য।

করিম। ঠিক বলেছ, আমি মন্ত্রী হলে যেমন ক'রে পারি, আগেই নবাবকে ফের মদ ধরাতুম।

মুসাঁ লা। না না, ম'শায়, আপনাকে আপনি খাটো করিতেছেন, আপনা হইতে এরূপ বুরা কাজ হইত না।

করিম। সাহেব, বুরা কাজ কি? তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। বুড়ো আলিবন্দীর আমলে মারহাট্টারা চারিদিকে ঘিরে ফেললে, সকলে শশব্যস্ত, কি হয় কি হয়। আমাদের নবাব বাহাদুর দু'পেয়ালা মদ টেনে, ঘোড়ায় চড়ে ধাঁ ক'রে লড়াইয়ে লেগে গেলেন, মারহাট্টাগুলো পালাবার পথ পেলে না। এবারও ক্লাইব, রাত্রে আক্রমণ ক'রেছিল; জনাবকে যদি দু'পেয়ালা মদ খাইয়ে দিতে পারতুম তা'হলে কি আর আলিনগরের সন্ধি হয়? জনাব দু'টি চোখ লাল ক'রে হুকুম ঝাড়তেন, ফোর্ট উইলিয়ম ওড়াও, কোলকাতাটা আসমানে হরিশচন্দ্রের রাজ্যে গিয়ে উঠতো! নবাব মদ ছেড়ে খালি ভাবছেন এ করি, কি ও করি! এই দু'নৌকোয় পা দিয়েই প্যাঁচ পড়েছে।

মুসাঁ লা। সাহেব, মদ খাইলে বিবেচনাশূন্য হইতে হয়।

করিম। এঃ, তাইতে চন্দননগর খুইয়েছ। বিবেচনা ক'রে কবে, পৃথিবীতে কোন্ বড় কাজটা হয়েছে? তোমাদের ইতিহাসে শুনি, সিজার ঝড় তুফানে রুবিকান পার হয়েছিল, সেকেন্দর সা শত্রুর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে গে পড়্‌তো, হানিবল না কে ছিলো, শুনতে পাই হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় আল্‌পস্ পর্ব্বত পেরিয়ে শত্রু জয় করেছিল,—আর চক্ষের উপর দেখলেম, ক্লাইব ছ'শো সৈন্য নিয়ে লাখ নবাবী সৈন্য ভেকো ক'রে ছেড়ে দিলে; এর কোন্ কাজটা বিবেচনার কাজ? আমাদের জনাব বিবেচনা কচ্ছেন, আর ভেতরে ভেতরে ইংরেজ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। তত বিবেচনা না ক'রে হুকুম ঝাড়্‌লে, আর এক রকম হ'য়ে যেত। সব দাঁত-ভাঙ্গা কেউটে গর্ত্তে সেঁধোতো।

সিরাজ। নাও, থামো করিম চাচা।

করিম। থাম্‌চি জনাব, পেটের কথা রাখতে প্যারিনে, মাপ হুকুম হয়। আলিবন্দী সিংহাসনটি দিয়ে গেলেন, আর দিব্যি দিয়ে মদ ছাড়িয়ে, নবাবী রোকটি কেড়ে নিলেন। শত্রু যত বাড়ছে, নবাবও তত জবুথবু হ'য়ে বিবেচনা কচ্ছেন। রোক ক'রে হুকুম ঝাড়্‌লে ধরপ্যাঁচ ওয়ার, যা হবার একটা হ'য়ে যেত। মুসাঁ লা, কি বলছিলে বলো।

মুসাঁ লা। নবাব বাহাদুর, ইংরাজ সন্ধি রাখিবে না, নিশ্চয় জানিবেন। আমাদের ভয়ে একেবারে লড়াই করিতে তৈয়ারী হইতেছে না। আমাদের দূর করিতে পারিলে, সন্ধির কাগজটা ছেঁড়া কাগজের ধামায় রাখিয়া দিবে।

সিরাজ। আপনাদের পরিত্যাগ করবো না, আপনারা কিয়দ্দিনের নিমিত্ত আজিমাবাদে গমন করুন। তথায় আপনাদের বন্দোবস্তের কোনরূপ ত্রুটি হবে না। দেখি ইংরাজ কিরূপ ব্যবহার করে; যে মুহূর্ত্তে মন্দ অভিসন্ধি বুঝবো, আপনাদের স্মরণ করবো।

মুসাঁ লা। জনাব আমাদের আশ্রয়দাতা। ভাবিয়াছিলাম, জনাবের নিমিত্ত প্রাণপণ করিব; —আশা বিফল হইল। জনাবের আজ্ঞা মাথায় নিলাম, আজিমাবাদ যাইব। কিন্তু বান্দার একটি বাৎ স্মরণ রাখিবেন; বলিতেছেন সময়ে খবর দিবেন, কিন্তু সে সময় দূর নয়;—আমরা বিদায় হইলেই, ইংরাজের তোপ মুর্শিদাবাদে বজ্র আওয়াজ করিবে, বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা ইংরাজপক্ষে দাঁড়াইবে। জনাব, আর আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না! সেলাম।

[মুঁসা লার প্রস্থান।

সিরাজ। করিম চাচা, ওয়াট্‌স্ আর ইংরাজের উকীলকে দরবারে নিয়ে আসতে বলো, অমাত্যবর্গকে পাঠিয়ে দাও।

[করিমের প্রস্থান।

কৌশলে কৌশল দমন করা উচিত। ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে ওয়াট্‌সকে অপমান করেছি, ইংরাজ উকীলকে বিদায় দিয়েছি। মাতামহ,

কেন ক্রোধ দমন করতে শিক্ষা দাও নাই! এই ক্রোধই আমার মনোভাব ব্যক্ত করে!

মীরজাফর প্রভৃতি অমাত্যগণের পুনঃ প্রবেশ

ফরাসীদের বিদায় দিলেম!

মীরজাঃ। অতি সৎ যুক্তির কার্য্য হয়েছে।

করিম, ইংরাজ উকীল ও ওয়াট্‌সের পুনঃ প্রবেশ

সিরাজ। আপনারা কি এই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন?

উকীল। হাঁ জনাব,—নবাবের উচ্চ মেজাজ আমরা সম্পূর্ণ অবগত, ইংরাজের কসুরের জন্য মাজ্জর্না প্রার্থনা করি। নবাব দয়াবান, মাজ্জর্না করিবেন—এই ভরসায় রাজগৃহ ত্যাগ করি নাই।

সিরাজ। উকীল সাহেব, আপনি নবাব-চরিত্র স্বরূপ অবগত। ওয়াট্‌স্‌ সাহেব, কর্ণেল ক্লাইবের উদ্ধত পত্রপাঠে আমাদের ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, সেই নিমিত্তই আপনাদের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করি। বিবেচনা করুন, ক্লাইব সাহেবের পত্রও সম্মানসূচক নয়।

উকীল। কদাচ নয়, কদাচ নয়! আমরা পরস্পরও এইরূপ বলাবলি করিতেছিলাম।

সিরাজ। আমাদের সন্ধি ভঙ্গ করবার কোনরূপে ইচ্ছা নয়। পত্রের মর্ম্মানুসারে ফরাসীদিগকে বিদায় দিলাম;—ওয়াটস্‌ সাহেব, এই সংবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করুন। কিন্তু যদি আপনারা সন্ধিভঙ্গ করেন, আমাদের অনন্যোপায় হ'য়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'তে হবে।

ওয়াট্‌স্‌। জনার, এখনি যাইয়া পত্র লিখিব—এখনি যাইয়া পত্র লিখিব। আমরা বণিক, আমরা সন্ধিভঙ্গ করিব, এরূপ বিবেচনা কখনই করিবেন না।

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভ, দাওয়ানখানায় আজ্ঞা দাও,—ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের উপযুক্ত খেলাৎ কাশিমবাজারে প্রেরিত হোক। আপনারা আসুন, —ইংরাজের সহিত সৌহার্দ্দ্য রাখা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা।

ওয়াট্‌স্‌। অবশ্য—অবশ্য, জনাবের অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা একদণ্ডও বাঙ্গলায় থাকিতে পারিতাম না। (স্বগত) Dastardly Villain!

[ইংরাজদ্বয়ের প্রস্থান।

সিরাজ। জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, ফরাসীদিগের বিতাড়িত করবার নিমিত্ত ইংরাজ কত অর্থ দিতে সম্মত হ'য়েছে?

জগৎ। জনাব, ফরাসী সম্বন্ধে তো আমার মতামত কখন শোনেন নাই, তবে কি নিমিত্ত এরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন?

সিরাজ। না স্বয়ং মতামত প্রকাশ করেন নাই, এই সব উকীলের দ্বারায় প্রকাশ করেছেন।

জগৎ। জনাব, বান্দার প্রতি অন্যায় ব্যবহার হ'চ্ছে।

সিরাজ। অন্যায় ব্যবহার! বৃদ্ধ শয়তান, তোমাদের মন্তব্য কি আমরা অবগত নই বিবেচনা করো? একবার তোমার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হয়েছিল, বোধ হয় পুনর্ব্বার সে আজ্ঞা প্রদান কর'তে বাধ্য হব।

মীরজাঃ। জনাব, রাজমন্ত্রীরা সুমন্ত্রণা প্রদান করে। এ দরবারে মন্ত্রণা প্রদান অতি কঠিন কার্য্য।

সিরাজ। তবে অবসর গ্রহণ করুন। যাঁর যাঁর কঠিন বিবেচনা হয়, অবসর গ্রহণ করুন। এখন আর সকতজঙ্গ সজ্জিত নয় যে, অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে নবাবকে দমিত করবেন। ইংরাজের সহিত সন্ধিস্থাপনায় আমাদের মন্তব্য প্রত্যক্ষ দেখলেম;—মন্তব্য মত কার্য্য হলো! এ পর্য্যন্ত বরাবর সুমন্ত্রণা প্রদান কচ্ছেন। যুদ্ধে উৎসাহ দিয়ে কলিকাতায় ল'য়ে গেলেন। আপনি সেনাপতি ছিলেন, একবারও তত্ত্ব লন নাই যে নবাব কোথায়! রজনীতে প্রান্তরে বৃক্ষতলায় অবস্থান করি। বলতে পারেন, ক্ষুদ্র ছয় শত নাবিক সৈন্য ল'য়ে কি সাহসে ক্লাইব নিশাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো? যাক —বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, অবসর গ্রহণের ইচ্ছা, অবসর গ্রহণ করুন। অন্তরের ছুরি কাহারও লুক্কায়িত নাই। আমার নিজ সহিষ্ণুতায় আশ্চর্য্য হ'চ্ছি। অনেক সহ্য করেছি, এর পর কি হয় জানি না! সকলে স্বস্থানে গমন করুন।

[করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শঠ মন্ত্রীগণকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, দণ্ড দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যাই হোক সকলকে কারারুদ্ধ করবো,—আর মাতামহীর অনুরোধ রক্ষা ক'রবো না। করিম, মীরমদন-মোহনলালকে প্রেরণ করো। কৌশলে কার্য্য

সম্পন্ন করাই উচিত ছিল, একে একে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।

করিম। জনাব, ঐ যে বেগম-মহিষী আসছেন। বুঝি জনাবকে মীরজাফরের হাতে হাতে সঁপবেন। আহা, আমলারা যে চ'লে গেল, তা না হ'লে একে একে সকলের হাতে হাতে সঁপতেন।

[করিমের প্রস্থান।

আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ

বেগম। সিরাজ, কি করলে? পুরাতন অমাত্যসকলকে এককালে শত্রু ক'রলে? ক্রোধান্বিত হ'লে তুমি হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হও!

সিরাজ। মাতামহী, বিশ্বাসঘাতকের ছুরি আমার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ না করলে কি শঠ অমাত্যগণের পরিচয় পাবেন না! আপনার অনুরোধে মীরজাফরকে সেনাপতি ক'রে কলিকাতায় যুদ্ধে গমন করি। যদি মীরমদন সে যুদ্ধে উপস্থিত না থাক্‌তো, বোধ হয় ইংরাজ-দুর্গে আপনার দৌহিত্র বন্দীভাবে অবস্থান ক'রতো। ইংরাজের দূত, নিত্য নবাব-অমাত্যের সহিত মুর্শিদাবাদে এসে পরামর্শ করে—কিসে সিংহাসনচ্যুত হই—দিবারাত্রি এই পরামর্শ! এখনো কি আপনার ইচ্ছা, যে এই সকল শঠ মন্ত্রীকে প্রশ্রয় দিই! ইংরাজ বিতাড়িত হ'য়েছিল; কার উৎসাহে তারা পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় উপস্থিত হ'য়েছে? কাদের উপদেশে মাণিকচাঁদ ইংরাজকে দুর্গ অর্পণ ক'রে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছিল? কার পরামর্শে নবাবী-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে নন্দকুমার ফরাসীর সাহায্যে প্রেরিত হ'য়ে ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই? কোন্ সাহসে বাণিজ্যোপজীবী, কোর্ত্তাটুপি মাত্র সম্বল ল'য়ে পুনঃ পুনঃ নবাবকে ভয় প্রদর্শন করে,—পুনঃ পুনঃ সন্ধিভঙ্গের সুযোগ অনুসন্ধান করে? এখনো কি বোঝেন নাই, শঠ কর্ম্মচারীরা সকল অনিষ্টের মূল! আপনি বার বার তিরস্কার করেন, যে নীচ ব্যক্তিদের আমি উচ্চপদে স্থাপন করেছি। যে সকল মহৎ কর্ম্মচারীদের উপর কার্য্যভার অর্পিত, তাদের বিশেষ যত্নেই আমার প্রধান শত্রু ইংরাজ প্রবল;—সকতজঙ্গকেও এই সকল মন্ত্রী উৎসাহ প্রদান করেছিল। কিন্তু নীচ কর্ম্মচারী মোহনলালের ব্যবহার শুনুন। যখন মোহনলালকে পূর্ণিয়ার আধিপত্য প্রদান করি, সে বিনীতভাবে আমার নিকট নিবেদন করে, পূর্ণিয়ার অধিকার অপরকে প্রদান করুন—আমায় বাঙ্গলায় স্থান দেন, নচেৎ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা। কার্য্যে তাহা সম্পূর্ণ ফলবতী হয়েছে! এখন মোহনলালের ন্যায় বন্ধু পরিত্যাগ ক'রে, এই সকল কপটাচারীকে কি রাজকার্য্যে স্থান দিতে আজ্ঞা করেন?

বেগম। বৎস, সকল কর্ম্মচারী অর্থবল, জনবল সম্পন্ন। স্বর্গীয় নবাব বিনয়ে এদের বশীভূত রেখেছিলেন। তোমারও সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল। যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা হয় করো। বারবার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমার উচিত নয়। আমার এই মাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, নিরাপদে রাজ-সিংহাসন ভোগ করো;—আমি তোমায় নিরাপদ দেখে, বৃদ্ধের পার্শ্বে কবরশায়িনী হই।

সিরাজ। মাতামহী, নিরাপদ! বাঙ্গলায় রাজমুকুট ধারণ ক'রে নিরাপদ? শঠ মন্ত্রী পরিবেষ্টিত হ'য়ে নিরাপদ? সে আশা আর আমার নাই! কণ্টক পূর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করা অবধি, আমি বিপদ-সাগরে নিমগ্ন!

লুৎফউন্নিসার প্রবেশ

লুৎফ। জনাব— জনাব— চলো, রাজ্যে প্রয়োজন নাই। চলো, কোন নির্জ্জন কুটীরে গিয়ে আমরা অবস্থান করি। সেইখানে তোমায় হৃদয়ের নবাব ক'রে পূজা করবো। বাঙ্গলার সিংহাসন পরিত্যাগ করো, চলো। আমরা প্রেমের রাজ্য স্থাপন করি;—এ কুটীল রাজ্য পরিত্যাগ করো, তোমার সরল হৃদয় কুটীলের সংঘর্ষে দিন দিন মলিন হ'চ্ছে। দাসীর অনুরোধ রক্ষা করো, রাজ্যে প্রয়োজন নাই!

সিরাজ। কি প্রয়োজন নাই, লুৎফউন্নিসা! যদি সুখ-ইচ্ছায় রাজ্যভার গ্রহণ করতেম, তা'হলে ছার রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে তোমার সহিত নির্জ্জনে বাস করতেম। কিন্তু রাজ্যের সহিত আমার উপর গুরুভার স্থাপিত। মাতামহ মৃত্যুশয্যায় আমার মস্তকে গুরুভার

অর্পণ করেছেন;—প্রজার মঙ্গল সাধন ভার আমার উপর, নবাব-বংশের মর্য্যাদা রক্ষার ভার আমার উপর, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ শান্তি-স্থাপনের ভার আমার উপর, বিদেশী দস্যুর হস্ত হতে প্রজারক্ষা করার ভার আমার উপর, এ সমস্ত ভার তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমি গ্রহণ করেছি, এখন কিরূপে পরিত্যাগ করবো? তুমি আমার সেই গুরুভারের অংশী, সহাস্যবদনে আমায় উৎসাহ প্রদান করো;—নচেৎ, আমি রাজকার্য্য বিস্মৃত হবো। অন্তঃপুরে চলো, কুটীল রাজ-দরবার তোমাদের স্থান নয়।

[বেগম, লুৎফউন্নিসা ও সিরাজদ্দোলার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—জগৎশেঠের বৈঠকখানা

নর্ত্তকীগণের গীত

পঞ্চম হানে কোয়েলা
থর থর, জর জর, বিরহী অন্তর
সুরত-কাতরা কুলবালা॥
ব্যঙ্গে রঙ্গে হাসে কুসুম-কলি,
ঢলি ঢলি, মলয়-অনিলে,
অলিকুল-গুঞ্জন গঞ্জন, দহিতে কামিনী-মন
অরিগণ মিলে;
গরল বাতি, জ্বালে চাঁদিনী রাতি,
লাঞ্ছনা, বেদনা, যাতনা পিরীতি;
ছলনা, কামিনী, কোমল প্রাণ-দলনা
আশে ভাসে বিভোলা॥

মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, মীরণ ও মাণিকচাঁদের প্রবেশ

জগৎ। তোমরা বিশ্রাম করো।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মীরণ, তুমি সতর্ক হ'য়ে দেখো, নবাবের কোন গুপ্তচর এদিক ওদিক না থাকে।

[মীরণের প্রস্থান।

রায়দুঃ। আমরা একত্রিত হ'য়েছি, এ সংবাদ নবাব অবশ্যই পাবে।

জগৎ। আমি সেই নিমিত্তই রটনা করেছি, যে আমার দৌহিত্রের পুত্রের অন্নপ্রাশন।

রাজবঃ। একত্রিত হই, আর না হই, নবাবের সন্দেহ দূর হবে না। যা হবার তা হ'য়েছে, অধিক কি হবে। সহসা বল প্রকাশ করতে সাহসী হবে না, অধিকাংশ সেনানায়কেরা আমাদের অর্থে বশীভূত।

মাণিক। ও সকল চিন্তার অনেক সময় আছে, শুনুন; সাহেবের মন্তব্য, আমি ক্লাইবের নিকট প্রস্তাব করেছিলেম,—ক্লাইব সম্পূর্ণ সম্মত। এই খসড়াপত্র কাশিমবাজারের ওয়াট্‌স সাহেবের নিকট পাঠিয়েছে। তিনি বলেন—"আমরা মীরজাফর খাঁকে সিংহাসন প্রদান করলে, তিনি আমাদের কত অর্থ প্রদান করবেন? আমরা অর্থহীন বণিক। যুদ্ধে বিস্তর অর্থ ব্যয় হবে, তারপর, জয়-পরাজয় কে জানে, আমাদের সমূলে উচ্ছেদ হওয়া সম্ভাবনা;—কিছু প্রত্যাশা না থাকলে, আমরা এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত কেন হব? নবাব সন্ধি ভঙ্গে ইচ্ছুক নয়;—বিনা কারণে সন্ধি ভঙ্গ করে আমরা কেন বিপদ আহ্বান করবো? আমরা জয়ী হ'লে মীরজাফর খাঁ সিংহাসন পাবেন, রাজকোষও তাঁর হস্তগত হবে, আমরা সেই অর্থের অংশপ্রার্থী।" এই সন্ধি-পত্রের খসড়া দেখুন, তাঁর মনোগত ভাব অবগত হবেন।

সন্ধিপত্র মীরজাফরকে প্রদান

মর্ম্ম এই—ফরাসীদের উচ্ছেদ করা, ইংরাজ যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তজ্জন্য এক কোটি টাকা প্রদান, দেশীয় ও ইংরাজ প্রজার ক্ষতিপূরণে সত্তর লক্ষ টাকা, আর্ম্মানীগণের ক্ষতিপূরণে পাঁচ লক্ষ টাকা, কলিকাতার বাহিরে কতক জমি ও কলিকাতার দক্ষিণ কুলপি পর্য্যন্ত ইংরাজকে জমিদারি প্রদান।

মীরজাঃ। (পাঠান্তে) সন্ধিপত্রের মর্ম্ম, রাজা মাণিকচাঁদ স্বরূপ বলেছেন। আমরা কি সম্মত হব?

সকলে। নিশ্চয়, এ দৌরাত্ম্য সহ্য হয় না!

করিম চাচার প্রবেশ

মীরজাঃ। এ কি, করিম চাচা এখানে কেন!

করিম। কেন চাচা, সকতজঙ্গকে গদী দিতে গিয়েছিলে, আমি এক পাশে প'ড়ে আছি, তাতে ক্ষতি কি? আমার এখানে আসবার বড় দরকার নাই। তবে রায়দুর্লভ চাচার নুন খেয়েছি, উনি গালে হাত দিয়ে,

মুখটি চূর্ণ ক'রে বলেছিলেন, "নবাবের ভাবটা কি বলতে পারো", তাই বলতে এলুম, ভয় নাই।

রায়দুঃ। চাচা, কিসে জানলে—কিসে জানলে?

করিম। নবাব, বুড়ো মাতামহর কথা মনে ক'রে, আর বুড়ী-বেগমের অনুরোধে, বার বার মাপ ক'রেছে, এবারও মাপ করবে। যখন দরবার বসেছিল, মীরমদন গোলন্দাজ নিয়ে তোয়ের ছিল জেনো; নবাবের একটুকু ইসারা পেলে, আর কেউ বাড়ী ফিরতে না। তোমরা যত গাঁট পাকাচ্ছ, নবাব তত গাঁট পাকালে অমন তোড়া তোড়া বুলি ঝাড়তো না, আঁধার রেতে তোপের মুখেই কথা কইতো। বাবা, রাগলেই তো গর্দ্দানা নিতে চায়, ক'টা গর্দ্দানা নিয়েছে বলো? যদি গর্দ্দানা নিতো, তা'হলে এতদিন কন্ধকাটা হ'য়ে পরামর্শ আঁট্‌তে হতো! চাচা, একটা কথা বলি শোনো;—কাল্‌কের ছোঁড়া, মাতামহর আদরে আদরেই বেড়িয়েছে, তোমাদের প্রবীণ ছক্কাবাজির মধ্যে এখনো সেঁধোয় নাই। রাগে দু'কথা বলে, আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধ'রে সাধে;—এই দুই নৌকায় পা দিয়েই ছোঁড়া মজতে বসেছে। যদি তেরিয়া হ'য়েই চল্‌তো, যাহোক চোট্ পাট্ একদিক দিয়ে এক রকম হ'য়ে যেতো। আর যদি নরমের উপর দিয়েই চল্‌তো, কেউ না কেউ দয়া করতো। এ ছোঁড়া পায়ে ধরলেও পাজী, আর কড়া হ'লে তো পাজীর পাজী।

মাণিক। আহা! কি সদাশয় নবাবই চিনেছ? হোসেনকুলি—ওর শিক্ষক ছিল—তারেই রাস্তায় ধ'রে কেটে ফেল্‌লে।

করিম। চাচা, সকলে তোমার মত বরদাস্ত নয়! "আলেফ-বে-তে-সে" পড়িয়ে, অন্দরে ঢুকে মা-মাসীর মাঝে গিয়ে বসবেন, বেকুফ নবাব, বরদাস্ত করতে পারে নাই। সকলের তো তোমার মত দেলদরিয়া মেজাজ নয়।

মীরজাঃ। কি বল্‌ছ করিম! ফৈজি, আহা অবলা স্ত্রীলোক, তারে দেওয়াল গেঁথে মেরে ফেল্‌লে! এমন নিষ্ঠুরও জন্মায়!

করিম। চাচা, তোমার কি কোমল প্রাণ! দেখ্‌ছি তুমি চাচীর পার্শ্বে আর একজন চাচাকে বসিয়ে সেলাম দিতে পারো। আগে যদি জান্‌তেম, ফৈজি বেটীকে তোমার সঙ্গে নিকে করিয়ে দিতেম। চাচা, একবার চোখ খুলে কথা কও। ছোঁড়া প্রাণ ঢেলে ভাল-বেসেছিল। চক্ষের উপর জোড়া-গাঁথা দেখলে, তার উপর ফৈজি বেটী মেছুনীর অধম 'মা'-তুলে গাল দিলে, নবাব-বাচ্ছা, অত বেইমানি বরদাস্ত হবে কেন? ও তো ছোঁড়া বয়সে দ্যাল গেঁথে মেরেছে, তুমি হ'লে এই বুড়ো বয়সে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে! কাঙ্গালের একটা কথা কাণে তোলো, ঠিকঠাক খয়ের-খাঁ হ'য়ে ছোঁড়াটাকে চালিয়ে নাও।

রায়দুঃ। তারপর আমাদের হ'য়ে মুণ্ডুটা দেবে কিনা?

করিম। তা তো চাচা, দশমুণ্ড রাবণ হ'লেও পারতেম না! তোমরা যে ক'জনে জোট-পাট করো, দশটা মাথায় আঁটতো না তো বাবা!

রায়দুঃ। নাও, পাগলামো করো না!

করিম। চাচা, তোমার নুন খেয়েছি, কথাটা শুনে নাও;—যে যার স্বার্থ তো টেঁকে আছো, আখেরে কতটা টেঁক্‌বে, তা একবার ভাবছ কি? মীরজাফর চাচা গদীতে বসবেন,—নবাবটা উৎসন্নে গেলেই তো রায়দুর্ল্লভ চাচার মনের কাঁটা উঠলো,—মোহনলাল বাঙ্গালী, তার দম্ভ সচ্ছে না,—যখন কটা চোখ রাঙ্গিয়ে গড্ ড্যাম করবে, তখন সইবে তো—দেখো? শেঠ চাচা, নবাবই যেন টাকা চায়, গোরার বাচ্ছা টাকার মুখ দেখে না, কেমন? বাবা, সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে টাকা কুড়ুতে এসেছে, নবাবকেই দাবড়ি লাগাচ্ছে, এ সব কথা একবার ভেবো।

রায়দুঃ। চুপ করো। (মীরজাফরের প্রতি) খাঁ সাহেব, আর বিলম্ব করবেন না, ক্লাইব যা বলে, আপনি সম্মত হোন। এ দুরন্ত নবাবের হাতে ত্রাণ করতে একমাত্র বলবান ইংরাজই সক্ষম। ইংরাজ ব্যতীত আর আমাদের উপায় নাই।

করিম। ভ্যালা মোর বাপ রে—চাচা রে—কি পরামর্শই এঁটেছ! তোমাদের হ'য়ে গর্দ্দানা দিক ইংরাজ, তারপর মীরজাফর চাচা নবাবি-তক্তায় বসে চণ্ডু টানুন, রায়দুর্ল্লভ চাচা

মন্ত্রী হোন, রাজবল্লভ চাচা আর একটা ঢাকা খ্‌ুঁজে নেন, বাগে পান আর একটা ঘসেটী-বেগম খাড়া করবেন, আর জগৎশেঠ চাচারা টাকা সুদে খাটান! চাচা, বিদেশী ব'ধুরে প্রাণ স'পো না। চাচা, ভাবছো গর্দ্দানা দেবে ইংরেজ, আর নবাবি করবে তোমরা! সাদা চেহারা চেন না, শেষে পস্‌তাবে; ওরা খুব দাঁওবাজ, ওদের কাছে কারও দাঁও চলবে না। চাচা, তোমরা চাল-চলনে মানুষ চেন না? আলিবর্দ্দী, বর্গির ভয়ে সকল জমিদারদের ফৌজ বাড়াতে বলেছিল, ইংরাজ তোফা কোল্‌কাতা গেদ্দো ক'রে নিলে। বলতে বলে ব্যবসায়ী কুঠি, কিন্তু ওদের কুঠির মত ক'টা নবাবী কেল্লা আছে বল? কত বড় ধড়িবাজ,—উমিচাঁদকে কয়েদ করলে, পরিবারবর্গ এক-গাড়ে গেল, টাকা লুট করলে,—আবার তাকেই প্রাণের দোস্ত ক'রে নেছে! তোমরাও পরম দোস্ত ভাবছ, চাচা, চোখ চেয়ে কাজ ক'রো!

মীরজাঃ। আচ্ছা শুনি না, তোমার কি পরামর্শ?

করিম। কেন চাচা, পরামর্শ তো পড়ে রয়েছে। সোজা পথে চলো। নবাবের খয়ের-খাঁ হও, মুখে একখানা পেটে একখানা নয়। আর বাঁকা পথে চলতে চাও, তাও তলে তলে যোগাড় করো। সৈন্য সামন্ত যোগাড় ক'রে কোমর বে'ধে আপ্‌নারা লেগে যাও, এক হাত বরাত ঠুকে দেখো। কিন্তু চাচা, ইংরেজের কোটের ল্যাজ ধরলে, একূল ওকূল দু'কূল যাবে। দুধ দিয়ে ঘরের ভেতর কাল সাপের ঝাঁক পুষো না, সকলে মিলে ওদের আগে উচ্ছেদ করো।

মীরজাঃ। তারপর আমরা কোমর বে'ধে লাগবো। টাকার সরবরাহ কে করবে চাচা?

করিম। চাচা, পরিজান সরবরা কর্‌বে। ঘসেটীবেগম অনেক মাল সরিয়েছে, নবাব জোর সিকি পেয়েছে, সে মাল তোমাদের হাতে আসবে,—জলের মতো খরচ ক'রো,—আর শেঠজি, এক বছরের সুদের মায়া রেখো না। কিন্তু চাচা, ছাতি তোমাদের ধরতে হবে।

রায়দুঃ। নাও, এখন যাও।

করিম। যাচ্ছি বাবা, আর একটা কথা শোনো।

রায়দুঃ। কি বলছ?

করিম। চাচা, মুসলমানেরা তো বরাবর নবাবি নিয়ে আপনা আপনি কাটকাটি করে, এবারও না হয় কচ্ছে। কিন্তু চাচা, হিন্দুর সুবিধা মত নবাব তো এ নবাব ব্যাটার মত কেউ হয়নি,—সব বড় বড় কাজই হিন্দুর! তা চাচা, তোমরা কেন বিরূপ বল দেখি?

রায়দুঃ। চাচা, তুমিও তো দরবারে যাও! নবাবের খামখেয়ালি চেহারা তো দেখেছ। রাজা মাণিকচাঁদের গর্দ্দানা যেতে যেতে র'য়ে গেছে, দশ লাখ টাকা দিয়ে ছাড়ান পেয়েছেন; শেঠজীও গুরুবলে আজ মাথা বাঁচিয়েছেন। অপমান তো কথায় কথায়, কথায় কথায় কাজে জবাব! ভগবানকে ডেকে দরবারে প্রবেশ করতে হয়, আর ভগবানকে ডেকে দরবার থেকে বেরুই—ভাবি আজকের দিন ভগবান রক্ষা করেছেন। তোমার কি বল না, গাঁজা-গুলি খেয়ে বেশ আছ।

করিম। চাচা, এটা কি নবাবের দোষে, না তোমাদের মনের দোষে—এটা একবার ভাল ক'রে দেখেছ কি? কই মোহনলাল প্রভৃতিকে তো অমন দুর্গা নাম জ'পে দরবারে যেতে আসতে দেখি নি?

জগৎ। নিন, রাত্রি হয়েছে, আর ভাবছেন কি? আপনি সম্মত হ'ন। আসুন আমরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করি।

মীরজাঃ। বিস্তর টাকা চায়—বিস্তর টাকা চায়!

জগৎ। উপায় নাই। ভাববেন না, আপনি গদীতে বসলে তো টাকা দেবেন? নবাব-ভাণ্ডারে টাকার অভাব নাই।

করিম। (স্বগত) চাচা কিছু বুঝলে? কি বলছ বাবা কামিনীকান্ত? চাচা, তুমি এমন বেল্লিক কেন? বাঙ্গালীর নাম রাখা চাই নি! কি রকম—কি রকম প্রাণ কামিনী? আর কি রকম কি! বাঙ্গালী আপনার ভালই খুঁজবে—এইটে চাচা ভেবেছ! বটে বটে চাঁদ-কামিনী, একটা চুমো দাও। কি বল—নাম রাখা চাই—কেমন?—হুঁ—জুতোটুতো খাওয়া? চাই বই কি! অন্নাভাবে মরা? বুঝেছি, হৃদয়েশ্বরী, হৃদয়ে এসো।

[করিমের প্রস্থান।

মীরণের প্রবেশ

মীরণ। সতর্ক হোন—সতর্ক হোন! মোহনলাল, মীরমদন আসছে।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!

রায়দুঃ। দুর্গা দুর্গা! বুঝি গ্রেপ্তার করতে পাঠিয়েছে!

মোহনলাল ও মীরমদনের প্রবেশ

জগৎ। আসতে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়—আমার সৌভাগ্য।

মোহন। মহাশয়, সকলেই উপস্থিত আছেন, আমাদের একটি নিবেদন শুনুন। সকলে নবাবকে মাৰ্জ্জনা করুন।

সকলে। এ কি কথা—এ কি কথা?

মোহন। আমাদের আবেদন আগে শুনুন। মহারাজ রায়দুর্লভ, লোকপরম্পরায় শুনি, যে নবাব আমায় উচ্চপদ প্রদানে আপনি অসন্তুষ্ট।

রায়দুঃ। সে কি রাজা মোহনলাল, আপনি যোগ্য লোক।

মোহন। মহাশয়, আমি বিনীতভাবে নিবেদন কচ্ছি, আপনাদের পদ আপনারা গ্রহণ করুন। স্বরূপ বলছি, আমরা বাঙগলা ছেড়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু এইমাত্র আপনারা স্বীকার করুন, যে সকলে নবাবকে রক্ষা করবেন। কার্য্যের অনুরোধে যদি আমার কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে, মাৰ্জ্জনা করুন। আমি দেশত্যাগ করে যেতে প্রস্তুত—এর অধিক কি আর দণ্ড গ্রহণ করবো। কিন্তু নবাবকে রক্ষা করুন, আর বিদেশী ফিরিঙ্গির সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে নবাবকে বিপদগ্রস্ত করবেন না।

রায়দুঃ। রাজা মোহনলাল, আমরা বিদ্রোহী নই, আমরা রাজভক্ত প্রজা। আপনি অকারণ আমাদের প্রতি দোষারোপ কচ্ছেন।

মীরমঃ। মহারাজ সেইটিই প্রার্থনীয়। বাঙগলার নবাব-বল প্রবল হোক, অপর বল খর্ব্ব হোক, আমরা অতি সরলভাবে আপনাদের নিকট উপস্থিত। আমিও মোহনলালের ন্যায় সেনানায়কত্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। খাঁ সাহেবের পদ খাঁ সাহেব গ্রহণ করুন। আপনাদের কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নাই, আপনারা স্বৰ্গীয় নবাবের সিংহাসনের স্তম্ভ স্বরূপ। নবাব বিপজ্জালে পতিত হ'য়ে, যৌবন-সুলভ চপলতায়, সর্ব্বদা মতি স্থির রাখতে পারেন না,—কখনো কখনো দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু সে সমস্ত আপনাদের মাৰ্জ্জনীয়।

মোহন। মহারাজগণ, খাঁ সাহেব, শেঠজি,—ইংরাজ দূত সদাসর্ব্বদা আপনাদের নিকট আসে, আপনাদের মন্ত্রণাও আমরা অবগত। কিন্তু ক্ষান্ত হোন! আমরা যদি আপনাদের বিদ্বেষের কারণ হই, স্বরূপ বলছি, এই দণ্ডেই আমরা দেশত্যাগ করতে প্রস্তুত। ভূতপূর্ব্ব নবাবের রাজ্য রক্ষার্থে যেরূপ যত্নশীল ছিলেন, সেরূপ যত্নশীল হোন। কাৰ্য্যস্থলে, আমাদের অপরাধে নবাবকে অপরাধী করবেন না; বাঙগলার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হবেন না।

জগৎ। রাজা মোহনলাল, দেখচি আমার নিজ আবাসেও আমার অধিকার নাই, এখানেও আপনাদের অধিকার। আমার গৃহে আমার আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে অপমান করবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের প্রতি গুরুতর দোষারোপ কচ্ছেন।

মোহন। মহাশয়, দেখছি সরল কথা সরল-ভাবে গ্রহণ করতে আপনারা অক্ষম। ভাববেন না, ভয় বশতঃ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। বাঙগলার মঙগলের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়েছিলেম। নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে যদি আপনারা প্রস্তুত থাকেন, জানবেন আমরাও নবাবকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

মীরমঃ। মহাশয়, কোনও প্রকার ছলনা আমাদের হৃদয়ে নাই। আমাদের অন্তরের ভাব বুঝুন;—প্রতিপালক, উচ্চপদদাতা মৰ্য্যাদাদাতা নবাবের মঙগলকামনা একমাত্র আমাদের অভি-প্রায়। আসুন, সরলভাবে আমরা কথা কই। যে শপথ করতে বলেন, আমরা সেই শপথ করতে প্রস্তুত, কি কার্য্যে আমাদের উপর আপনাদের প্রত্যয় জন্মায় বলুন, আমরা সেই কার্য্যে এই মুহূর্ত্তে প্রস্তুত। কেবল নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না, এইমাত্র প্রতিশ্রুত হোন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বাল্যকালে নবাবকে ক্রোড়ে ধারণ করেছেন, পূর্ব্বস্নেহ কেন বৰ্জ্জন কচ্ছেন? ইংরাজকে কি নিমিত্ত বন্ধু বিবেচনা কচ্ছেন? ইংরাজ বাঙগলায় আসায়, বঙগভূমির যে বিশেষ ক্ষতি, তা কি বিবেচনা করেন না? আপনাদের জন্মভূমি হ'তে অর্থোপার্জ্জন ক'রে স্বদেশে

প্রেরণ কচ্ছে, রাজার ন্যায় বঙ্গভূমি অধিকার কচ্ছে, বাঁটা প্রদান না করে টাকা মুদ্রাঙ্কন কচ্ছে, শুল্ক প্রদান করে না, ইংরাজের যা লাভ সমস্তই বঙ্গবাসীর ক্ষতি;—এ সকল কেন বিবেচনা কচ্ছেন না?

মোহন। নবাব যদি দোষী হন, বৃদ্ধা নবাব-বেগমের মুখ চেয়ে ক্ষান্ত হোন, বৃদ্ধ নবাব আপনাদের হস্তে তাঁর পালিত পুত্রকে অর্পণ করে গেছেন; প্রতিপালক বৃদ্ধের মৃত্যু-শয্যার অনুরোধ বিস্মৃত হবেন না।

মীরজাঃ। দেখছি আপনারা উপদেশ প্রদানে যথেষ্ট পটু, বল্‌ছেন, আপনারা বাঙ্গলা পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবেন, কিন্তু কার্য্যে আমাদেরই বাঙ্গলা পরিত্যাগ করতে হবে। কোনরূপ ভদ্রতার আবরণ রেখে আপনারা কথাবার্ত্তা কচ্ছেন না, বিদ্রোহী অপবাদ দিয়ে কুবচন বলছেন। শেঠজি, আমায় এ স্থান পরিত্যাগ করতে হলো।

জগৎ। আমারও আবাস পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।

মোহন। বুঝ্‌লেম, আপনারা কৃতসংকল্প! কিন্তু অত দম্ভ করবেন না। ইংরাজের দাসত্ব আপনাদের অভিপ্রেত হয়, হোক, তাতে রাজভক্ত—স্বদেশভক্ত, ক্ষতি বিবেচনা করে না। যদি প্রকাশ্যে শত্রুতা করতেন, তাহ'লেও আপনাদের কতক মনুষ্যত্ব বুঝতেম। আপনারা নিতান্ত মনুষ্যত্বহীন, বাঙ্গলা রাজ্যে উচ্চপদের যোগ্য নন; ফিরিঙ্গির দাসত্বের যোগ্য দাসত্ব করুন গে।

রায়দুঃ। মীরমদন সাহেব, আপনি কিছু বলতে প্রস্তুত নন?

মীরমঃ। মহারাজ, এখনো, ইতিপুর্ব্বে যা নিবেদন করেছি, সেই আমার নিবেদন। সরল কথায় আপনারা রুষ্ট হচ্ছেন, আমরা চল্লেম। মহারাজ, আমাদের কিছু ক্ষতি হবে না; বোধ হয় আমাদের সুদিন উপস্থিত, নবাব-কার্য্যে, দেশের কার্য্যে যদি প্রাণত্যাগ করবার সুযোগ হয়, সে সুযোগ আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। নিশ্চয় জানবেন, বাঙ্গলার দুর্দ্দশা আমরা দেখবো না। কিন্তু জানবেন, যেরূপ বীজ বপন কচ্ছেন, ফলভোগী সেইরূপ হবেন। এসো মোহনলাল—

[উভয়ের প্রস্থান।

রায়দুঃ। অহঙ্কার দেখেছেন—অহঙ্কার দেখেছেন—

মীরজাঃ। অসহ্য—

জগৎ। শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করুন। আর বিলম্ব নয়, আসুন আমরা সকলে স্বাক্ষর ক'রে সন্ধিপত্র প্রেরণ করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুরস্থ
ঘসেটীবেগমের কক্ষ
ঘসেটীবেগম ও জহরা

জহরা। তোমার অর্থ আমি অপব্যয় করি নি, তোমার অর্থে সেনা সঞ্চয় করেছি। ইংরাজ-সৈন্যকে দেবার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ লয়ে আমি এখনি মীরজাফরের নিকট যাবো। রাজ্যে রাজা প্রজা, আমীর, ওমরাও—সকলে বিরূপ।

ঘসেটী। না না—তুমি কি বলছ? দুরন্ত মোহনলাল, মীরমদন থাকতে আমার শঙ্কা দূর হয় না। অনেকেই সিরাজের পক্ষ, শুনেছি রাণী ভবানীর সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করবার মত নাই,—সে একজন রাজ্যের প্রধান, তার অনেক লোক বল। আর রাজা-প্রজা সকলেই বা সিরাজের বিপক্ষ হবে কেন?

জহরা। তুমি জান না—জান না, তবে আর ঘূর্ণীবায়ুর ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? তবে আর তোমার নিকট সিরাজের মোহরাঙ্কিত কাগজ নিয়েছি কেন? রাণী ভবানীর কন্যা তারাকে সিরাজের মোহরাঙ্কিত প্রেমলিপি দিয়েছি, সিরাজের তস্‌বীর তাকে দিয়ে এসেছি, তারা প্রাণত্যাগ কর্‌তে চেয়েছে; রাণী ভবানী আর সিরাজের পক্ষে নয়। রাজা, প্রজা—সকলের ঘরে ঐরূপ সিরাজের মোহরাঙ্কিত কাগজ দেখিয়েছি। তাতে লেখা আছে যে, সিরাজ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে, যে তার পাপ-তৃষা নিবারণ জন্য কুল-কামিনী ল'য়ে আসবে। সকলে অগ্নিবৎ হয়ে আছে। ক্লাইবকে সিরাজের নামাঙ্কিত পত্র দিয়েছি। সে পত্রে লেখা—সিরাজ, ফরাসী সেনাপতি বুসী সাহেবকে ইংরাজ বিরুদ্ধে আসবার জন্য

আহ্বান কচ্ছে। দাও দাও, তোমার মুক্তার মালা দাও, অনেক অর্থের প্রয়োজন, জগৎশেঠ কৃপণ, অধিক অর্থ ব্যয় করতে চায় না; বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। সে নগদ অর্থ তোমার গুপ্ত ধনাগার হ'তে লয়ে যাওয়া বড় কঠিন, সেখানে নবাব সন্দেহ ক'রে পাহারা বসিয়েছে। আজই প্রয়োজন, বিলম্ব ক'রো না, মুক্তার মালা দাও।

ঘসেটী। আনছি।

জহরা। যাও যাও—ল'য়ে এসো।

ঘসেটীবেগমের কক্ষান্তরে প্রবেশ

হোসেন হোসেন, ক্ষমা করো, আর বিলম্ব নাই, সিরাজের রক্ত আকণ্ঠ পান ক'রো, আমি এনে তোমার কবরে দেব। যেখানে তোমার রক্তপাত হ'য়েছে, সেইখানে সিরাজের রক্তপাত হবে, হস্তীপৃষ্ঠে তোমার ন্যায় সিরাজের দেহ নগর ভ্রমণ করবে,—যেমন তোমার মৃতদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেঁদে কেঁদে ফিরেছিলেম, তেমনি উল্লাসে নৃত্য করতে করতে সিরাজের দেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবো! আর বিলম্ব নাই—আর বিলম্ব নাই!

ঘসেটীবেগমের পুনঃ প্রবেশ

ঘসেটী। এই নাও। (মুক্তার মালা লইয়া জহরার গমনোদ্যম) শোনো—শোনো

জহরা। না—না—তিলমাত্র অবসর নাই।

[প্রস্থান।

ঘসেটী। ওঃ, কবে এ পুরে হাহাকার উঠ্‌বে, কবে আমিনা বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌বে, কবে লুৎফউন্নিসার চক্ষের জলে আমার প্রাণ শীতল হবে—ওঃ, শিরায় শিরায় অগ্নি—শিরায় শিরায় অগ্নি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশিমবাজার—ইংরাজকুঠীর কক্ষ

ওয়াট্‌স্‌ ও আমিরবেগের প্রবেশ

আমির। কর্ণেল ক্লাইব এই দুইখানি সন্ধিপত্র পাঠিয়েছেন। আপনি শীঘ্র মীরজাফরের সই করে নিন, আর বিলম্ব না হয়। ক্লাইব সাহেব সসৈন্যে প্রস্তুত, আমি এই সন্ধিপত্র লয়ে যাবামাত্র তিনি অগ্রসর হবেন।

ওয়াট্‌স্‌। এ দুইটা কেন?

আমির। এই সাদাখানা আদত সন্ধিপত্র, আর এই লালখানা উমিচাঁদের চোখে ধুলো দেবার জন্য। এই লালটায় লেখা আছে যে, উমিচাঁদকে তার প্রার্থনা মত যত টাকা ওয়াট্‌স্‌ সাহেব এই সন্ধিপত্রে লিখবেন, সেই টাকা কৌন্‌সিলের মঞ্জুর; আর এই সাদাটায় উমিচাঁদের টাকার কথা কিছু উল্লেখ নাই।

ওয়াট্‌স্‌। এটা তো জাল হইল! দেখ আমিরবেগ—যদ্যপি তুমি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্র না হইতে, যেখন নবাব Fort William লইয়াছিল, তেখন যদি তুমি মেম লোকদের না বাঁচাইতে,—আমি তোমার কথায় প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কর্ণেল ক্লাইব এরূপ জাল কাগজ পাঠাইয়াছেন, বা তোমরা মতলব বাহির করিয়া এমন করিয়াছ? সাফ জাল হইল—সাফ জাল হইল!

আমির। আবার সাহেব তুমিও বলছ—"জাল হইল?" এরূপ না করলে, ধূর্ত্ত উমিচাঁদ, সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নবাবের নিকট প্রকাশ করবে।

ওয়াট্‌স্‌। ক্লাইব এ জাল কাগজে সই করিয়াছেন, কিন্তু ওয়াট্‌সন সাহেব সই করিতে আপত্তি করেন নাই?

আমির। তিনি সই করেন নাই, লুসিংটন সাহেব তাঁর নাম জাল করেছে।

ওয়াট্‌স্‌। উমিচাঁদ বড়ই ধূর্ত্ত! তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার উচিত। লেকেন কাজটা বড় খারাপি। ক্লাইব সাহেবকে তোম্‌লোক ভাল শিখাইয়াছো।

আমির। সাহেব, ক্লাইব সাহেবকে আর আমাদের শেখাতে হয় না, ক্লাইব সাহেব আমাদের সাত পুরুষকে শেখাতে পারেন। যখন ওয়াট্‌সন সাহেব সই করতে আপত্তি করেছিলেন, ক্লাইব সাহেব টেবিলে ঘুঁষি মেরে বল্লেন,—তুমি আপত্তি কচ্ছ, কিন্তু আমি বৃটিশ-রাজ্য স্থাপনের জন্য আর উমিচাঁদের মত কপট লোককে দমন করবার জন্য, এমন একশোখানা কাগজ জাল করতে প্রস্তুত!

ওয়াট্‌স্‌। ঠিক বাত; উমিচাঁদটা বড় খারাপ।

আমির। নাও সাহেব, এখনি উমিচাঁদ আসবে, আমি পালাই।

[সন্ধিপত্রদ্বয় প্রদান করিয়া আমিরবেগের প্রস্থান।

ওয়াট্‌স্। It is insubordination to protest against superior, but there will be a stain on our character which Great Britain will surely resent.

উমিচাঁদের প্রবেশ

আইসেন উমিচাঁদবাবু, মুখটা এমন ভার কেন?

উমি। সাহেব, আমি সব জোগাড় করলুম, আর আমিই ফাঁকি পড়বো? স্পষ্ট কথা,—আমার ব্যবস্থা না হ'লে আমি কারো খাতির করবো না, নবাবকে সব জানাবো।

ওয়াট্‌স্। আপনি কি বলিতেছেন, মনসা পূজা!—হইবে না? আপনার share আগে! আপনি কত টাকা চান?

উমি। কত টাকা কি সাহেব? আমার ত্রিশ লাখ টাকা চাই। সন্ধিপত্রের ভিতর লেখা দেখবো, তবে নিশ্চিন্ত হবো।

ওয়াট্‌স্। হাঃ হাঃ উমিচাঁদবাবু, এইজন্য এত গরম? আপনার বড় অনুগ্রহ! আমরা ভাবিয়াছিলাম পঞ্চাশ লাখ আপনি মাঙ্গিবেন; এই কাগজটা দেখেন, আমি ত্রিশ লাখ টাকা বসাইয়া দিতেছি, Council তাহা গ্রাহ্য করিবে। এই দেখুন, লিখিপড়ি রহিয়াছে।

উমি। আর নবাবী জহরৎ যা পাওয়া যাবে, তার সিকি আমার।

ওয়াট্‌স্। জহরতখানা তো আপনারই, এই লিখিয়া দিতেছি। (জাল সন্ধিপত্রে লিখিয়া) এখন খোস হইয়াছ? একটু হাসি করো।

উমি। আমি জানি—জানি, ক্লাইব সাহেবের আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ।

ওয়াট্‌স্। তবে কি মোশা—সে বাত এখন কি বুঝিতেছেন? লড়াই ফতে হইলে কর্ণেল ক্লাইব আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন দেখিবেন, চমৎকৃত হইয়া যাইবেন, ঠিক রকম বুঝিবেন—কেতো বড় লোক!

উমি। হ্যাঁ সাহেব—হ্যাঁ সাহেব—তোমরা বরাবর অনুগ্রহ করো—তোমরা বরাবর অনুগ্রহ করো।

ওয়াট্‌স্। আপনি ও কি বলিতেছেন? বাঙ্গলায় হামাদের কারবার কে শিখাইল? লেকেন একটা কথা, আপনার জন্যে আমার বড় ভাবনা হইয়াছে! নবাব এ সব সল্লা মালুম করিলেই হাঙ্গামা করিবে। আমরা সাহেব লোক, ঘোড়া চড়িতে জানে, ঘোড়ার পিঠে পলাইবে। আপনি মোটা আদ্‌মি, কিরূপে যাইবেন? পাল্কিতে যাইতে বিলম্ব হইবে, আপনি আজই সরিয়া পড়ুন।

উমি। বেশ বলেছ সাহেব, ঠিক বলেছ, আজই আমি ষোলটা বেহারা ঠিক ক'রে পালাবো। দেখি দেখি, আর একবার সন্ধিপত্রটা দেখি।

ওয়াট্‌স্। দেখুন—দেখুন,—যতক্ষণ না চক্ষু ক্লান্ত হইয়া বুজিয়া আইসে, দেখুন,—Here—Thirty Lakhs—Sir, in black and red.

উমি। আর জহরতের কথা—জহরতের কথা?

ওয়াট্‌স্। Here Sir—here—one forth share. আজি হইতে আপনাকে রাজা উমিচাঁদ বলিব। Clive সাহেব জরুর আপনাকে রাজা বাহাদুর করিবেন, হাঁ—এ কথাটা দেখিয়া লইবেন।

উমি। আমি চল্লুম। (যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া)—দেখি দেখি, লিখতে ভোলেন নি তো, লিখতে ভোলেন নি তো?

ওয়াট্‌স্। না না, নাকের উপর ত্রিশ লাখ, দেখিতেছেন না?

উমি। আর চার আনা জহরত?

ওয়াট্‌স্। হাঁ উমিচাঁদবাবু, হাঁ রাজা উমিচাঁদ।

উমি। তবে চল্লুম, আজই রওনা হবো; টাকাটা কিন্তু একেবারে নেব।

ওয়াট্‌স্। নয় তো কি বিশ দফা? মীরজাফর খাঁ গদী পাইলে, হামাদের টাকা লিবো, আপনার টাকা লিবেন।

উমি। একেবারে ত্রিশ লাখ?

ওয়াট্‌স্। সকল কথা লেখা রহিয়াছে, আপনি পাঠ করিলেন।

উর্মি। তবে চল্লেম। (স্বগত) ত্রিশ লাখ, আর জহরতের চার আনায়—অন্ততঃ লাখ ত্রিশ—এর কম হবে না, এই ষাট লাখ। পুরোপুরি ক্রোর টাকা হলেই হতো!

ওয়াট্‌স্‌। আর কি ভাবিতেছেন?

উর্মি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই চল্লেম, এই চল্লেম। (স্বগত) ষাট—আর লাখ চল্লিশ হ'লেই ঠিক হতো!

[প্রস্থান।

ওয়াট্‌স্‌। The first born of an infernal bitch!

আমিরবেগের পুনঃ প্রবেশ

আমির। সন্দেহ করেনি তো?

ওয়াট্‌স্‌। সাহেব, হামলোক কাজ করিতে জানে। In the name of Christ, শয়তানকে ভুলাইতে কেত্তা দেরী!

আমির। তা যাও, এখন মীরজাফরের সই ক'রে নিয়ে এসো;—আজই আমি যাবো, ডাক বসিয়ে এসেছি।

ওয়াট্‌স্‌। আমি কেমন করিয়া যাইব ভাবিতেছি! আমি মীরজাফরের বাড়ী যাইলে, নবাবের spy দেখিবে। খাঁ সাহেব কাজ ছাড়িয়া বাড়ীতে বৈঠিয়া আছে, দরবার যায় না, কড়াকড় পাহারা রহিয়াছে, কেমন করিয়া দেখা করিব? তুমি খাঁ সাহেবের মুক্তিয়ার, তুমি যাইয়া সই করো!

আমির। না সাহেব, দেখছো না, আমি গোপনে হিন্দু-পোষাকে এসেছি? মোহনলালের লোক আমায় দেখলেই প্রাণবধ করবে।

ওয়াট্‌স্‌। তবে কি করা যাইতে পারে?

জহরার প্রবেশ

জহরা। সাহেব, কাগজ জাল করতে পারো, আর আপনাকে জাল করতে পারো না? আপনাকে জাল করো, বেগম সাজো,—এই বেগমের পোষাক নাও। পাল্কিতে চলো, আমি তোমার সঙ্গে বাঁদী হ'য়ে যাবো। পাল্কি প্রস্তুত ক'রে রেখেছি, এসো, এখনি চলো!

ওয়াট্‌স্‌। তুমি কে?

জহরা। আমায় চেন না, না? কলিকাতা নিশিযুদ্ধে তোমাদের কে পথ দেখিয়ে ল'য়ে গিয়েছিল?

ওয়াট্‌স্‌। হাঁ বিবি, হাঁ বিবি, সেলাম!

জহরা। আমি বিবি নই—শয়তানী! এসো—

ওয়াট্‌স্‌। (স্বগত) Yes! just the devil's sweet-heart!

জহরা। সাহেব, তুমি কি ভাবছো বুঝেছি। ভাবছো সত্য শয়তানী। হাঁ! সত্য শয়তানী,—প্রতিহিংসা-উদ্দীপ্তা রমণী! কাল-ফণিনী—সন্তাপিনী—পতিবিরহিনী!!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—মীরজাফরের বাটী

মীরজাফর ও মীরণ

মীরজাঃ। মীরণ, পালানই কর্ত্তব্য, নিশ্চয় আক্রমণ করবে, সকল সংবাদ নবাব পেয়েছে।

মীরণ। পালান অসম্ভব, বাড়ীর চতুর্দ্দিকে গুপ্ত অস্ত্রধারী পাহারা রয়েছে;—মোহনলালের চর অনবরত সন্ধান নিচ্ছে।

মীরজাঃ। তবে কি উপায়? আক্রমণ করতে সাহস করবে? রাজ্যে সকলেই বিরূপ? আমাদের পক্ষ হ'য়ে—কে রটনা করেছে যে, ওমরাওদের পরিবারগণকে নষ্ট করবার জন্য সিরাজ দূতী নিযুক্ত করেছে, যে একজন কুলস্ত্রী দেবে সে লক্ষ টাকা পারিতোষিক পাবে। এতে রাজা-প্রজা সকলেই বিরূপ হয়েছে, বোধ হয় সাহস করবে না। ক্লাইবও অগ্রসর হচ্ছে—এরূপ জনরব। কেউ যেতে সাহস কচ্ছে না। সন্ধিপত্রের কি হলো কে জানে। অন্তঃপুরে শিবিকা বাহকের শব্দ পাচ্ছি—দেখ তো কে এলো?

[মীরণের প্রস্থান।

না, মীরমদনের উত্তেজনায়, নিশ্চয় আমার মোকাম আক্রমণ করবে। বেগমদের স্থানান্তর করবারও তো উপায় নাই।

জহরা ও শিবিকা লইয়া বাহকগণের প্রবেশ

মীরজাঃ। এ কি!

ওয়াট্‌স্‌। (রমণীবেশে শিবিকা হইতে বাহির হইয়া) Good morning, হামি আসিয়াছে।

মীরজাঃ। কে তুমি?

ওয়াট্‌স্‌। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া) চিনিতে পারিতেছেন না?

মীরজাঃ। ওয়াট্‌স্‌ সাহেব! সেলাম, কি সংবাদ?

ওয়াট্‌স্‌। সন্ধিপত্রে সই করুন, ক্লাইব সাহেব পাঠাইয়া দিয়াছে।

মীরজাঃ। আর সন্ধি-পত্রে কি ফল! নবাব সকল কথা টের পেয়েছে, বোধ হয় এখনই আমার গৃহ আক্রমণ করবে।

জহরা। না, সে ভয় করবেন না,—নবাব সে নবাব নাই, অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে।—আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, যান নাই, তাতে একবার জ্ব'লে উঠেছিল, কিন্তু সে ক্ষণিক, শুষ্ক তৃণের অগ্নির ন্যায়—এখন ভয়ে অস্থির! কোন চিন্তা নাই, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করুন।

মীরজাঃ। তুমি কে?

জহরা। আমায় চেনেন, আমায় জানেন। (মুক্তার মালা বাহির করিয়া) আপনার টাকার প্রয়োজন, এর মূল্য আপনার অবিদিত নাই। এ ঘসেটীবেগমের মুক্তার হার, এতে রণব্যয় নির্ব্বাহ হবে। ঘসেটীবেগমের দু'হাজার সৈন্যও আপনাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত। নিন, স্বাক্ষর করুন, কোন ভয় নাই।

[জহরার প্রস্থান।

মীরজাঃ। কই, সন্ধিপত্র দিন।

ওয়াট্‌স্‌। আপনি শপথ করিয়া স্বাক্ষর করুন, যে নবাব হইলে সন্ধির অনুরূপ কার্য্য করিবেন, অন্যরূপ কার্য্য করিবেন না।

মীরজাঃ। আমি এক হাতে কোরাণ স্পর্শ ক'রে, আর এক হাতে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণের মস্তক স্পর্শ করে শপথ কচ্ছি, যে, কদাচ সন্ধি ভঙ্গ করবো না। মীরণ, কোরাণ দাও, (সহি করণ) এই আমি সই করলেম। (মীরণের কোরাণ দেওন) এই কোরাণ স্পর্শ ক'রে মীরণের মস্তকে হস্ত দিয়ে প্যায়গম্বরের নামে শপথ কচ্ছি, সে যদি সন্ধিভঙ্গের কল্পনাও আমার মনে উদয় হয়, তাহ'লে আমার প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠপুত্রের যেন বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

ওয়াট্‌স্‌। (কানে হাত দিয়া) আর বলিবেন না! আমি চলিলাম। ক্লাইব সাহেব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত। আমি অদ্যই বায়ু সেবনের ছলে কলিকাতা পলাইব। সেলাম!

[শিবিকারোহণে ওয়াট্‌সের প্রস্থান।

মীরজাঃ। মীরণ, সন্ধিপত্র তো সই হ'লো! তুমি নগরে যাও, দেখ যদি কোনরূপ সন্ধান পাও। তোমার প্রতি বোধ হয় কোন অত্যাচার হবে না।

মীরণ। আমিও শিবিকা ক'রে অন্দর হতে বাহির হই। কোথায় যাবো, গুপ্তচরেরা যেন সন্ধান না পায়। সাহেব যাবার-আসবার বড় কৌশল শিখিয়েছে।

[মীরণের প্রস্থান।

মীরজাঃ। বিস্তর টাকা ইংরাজকে দিতে হবে! চিন্তা কি? নবাব হবো!—নবাব-ভাণ্ডারে টাকা না থাকে, মহাতাবচাঁদের নিকট লব। নবাব হ'লে টাকার চিন্তা নাই! ইংরাজ কি আমার সহিত প্রতারণা করবে? আমি ইংরাজের সহিত দুর্ব্ব্যবহার না করলে কেন প্রতারণা করবে? ওরা স্বার্থপর, নানা অছিলায় বার বার অর্থ চাইবে। নবাব হ'লে আর চিন্তা কি? আমি তো কাপুরুষ সিরাজদ্দৌলা নই! যতদিন কার্য্য সমাধা না হ'চ্ছে, কোনরূপে স্থির হ'তে পাচ্ছি না। কি হয় কে জানে! সাহস করে তো ঝাঁপ দিলেম!

সিরাজদ্দৌলা ও আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ

সিরাজ। মীরজাফর খাঁ বাহাদুর, চিন্তা-মগ্ন কেন? আপনাকে পুনরায় সেনাপতি-পদে বরণ করতে এসেছি। আপনার নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেম, আপনি দরবারে উপস্থিত হ'ন নাই, সেই নিমিত্তই এসেছি; ভূতপূর্ব্ব নবাব-মহিষীও এসেছেন।

মীরজাঃ। জনাব—জনাব, আমার সৌভাগ্য! নবাব-মহিষী এতদূর ক্লেশ করেছেন!

সিরাজ। শিষ্টাচারের সময় নয়, শিষ্টাচারের জন্য আসি নাই—ক্ষমা করুন, ক্ষমা প্রার্থনার জন্য এসেছি, আমার ব্যবহার ভুলে যান। আমি ঘোর বিপদে আপনার শরণাপন্ন—শরণাগতকে আশ্রয় দেন।

মীরজাঃ। জনাব, গোলামকে এত অনুনয়-বিনয় কেন?

সিরাজ। খাঁ বাহাদুর শুনুন;—মুসল-

মানের চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা রক্ষা করতে কেবল-মাত্র আপনিই সক্ষম—বিজাতির দম্ভ চূর্ণ করুন, বাঙ্গলার বীরবীর্য্য শত্রুকে প্রদর্শন করুন—মাতামহের নামে মিনতি কচ্ছি, আর বিমুখ হবেন না।

মীরজাঃ। জনাব, ক্ষুব্ধ হয়েছিলেম সত্য, কিন্তু জনাবের বাক্যে সে ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। কোন চিন্তা নাই, জনাব নিরুদ্বেগে সিংহাসন উপভোগ করুন। আপনার শত্রু দমনের ভার আমি গ্রহণ করলেম, কার সাধ্য, আপনার অনিষ্ট সাধন করে। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করবেন, আমি সেইরূপ করতে প্রস্তুত। আজ্ঞা দেন, আমি সসৈন্যে ইংরাজ-বিরুদ্ধে যাত্রা করি। দৃষ্টিমাত্র ইংরাজ বাহিনী চূর্ণ করবো, এ প্রদেশে ইংরাজের নাম বিলুপ্ত করবো, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অতীতে পরিণত হবে। নিশ্চিন্ত হৃদয়ে রাজপুরে গমন করুন। নবাব-মহিষী অকারণে ক্লেশ স্বীকার করেছেন। যদিচ আমার গরীবখানা আপনার পদার্পণে পবিত্র, তথাপি আপনি ক্লেশ করেছেন, এতে আমি দুঃখিত। সংবাদ দিলেই গোলাম হাজির হতো।

সিরাজ। খাঁ বাহাদুর, আপনার কথায় আমার ভগ্নহৃদয়ে সাহস সঞ্চার হ'চ্ছে, দেখবেন আশা দিয়ে নিরাশ করবেন না। আমি আপনার মীরণের তুল্য, আমার বধ সাধন কর্‌বেন না। কত আদরে লালিত, তা আপনার অগোচর নাই। কিন্তু আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই,—শয়নে-স্বপনে ক্লাইবের ভীষণ মূর্ত্তি আমার সম্মুখে বিরাজিত! বিদেশী বণিকের দ্বারা আপনার পূজ্য প্রভুর পালিত সন্তানের অপমান না হয়, বিদেশী রণভেরী আর না বাঙ্গলায় শব্দিত হয়, মোগল-প্রতাপ আর না ক্ষুণ্ণ হয়! আপনি রাজ্যের ভরসা, আপনি সাহস দিন, আমি বড়ই কাতর হয়েছি।

বেগম। মীরজাফর, একবার মৃত নবাব, তোমার হস্তে আমার সিরাজকে অর্পণ করে-ছিলেন, এবার আমি তোমার হাতে আমার বালক সিরাজকে অর্পণ করি। আলি-বর্দ্দীর সন্তানকে রক্ষা করো; এ বৃদ্ধ বয়সে আলিবর্দ্দীর বেগমকে সন্তাপিত ক'রো না। মীরজাফর, তোমার হাতে আমি সিরাজকে অর্পণ করলেম, আমায় শপথ ক'রে বলো, তুমি রক্ষা করবে?

মীরজাঃ। (স্বগত) বৃক্ষের মূলচ্ছেদ ক'রে শিরে সলিল সেচন!

বেগম। মীরজাফর, নীরব কেন? নাও—নাও—আমার সিরাজকে নাও। যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির প্রধানা বেগম ছিল,—যার সম্মুখে শত শত জানু ভূমিস্পর্শ করেছে, শত শত রাজ-মুকুট অবনত হয়েছে, (জানু পাতিয়া) সে-ই আজ অবনত মস্তকে ভূমিতে জানু স্পর্শ করে ভিক্ষা চাচ্ছে;—ভিক্ষা দাও—সন্তানে ভিক্ষা দাও—বঞ্চনা ক'রো না।

মীরজাঃ। (জানু পাতিয়া) গোলামকে অপরাধী কচ্ছেন, গোলামকে অপরাধী কচ্ছেন! আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে প্যায়গম্বরের নামে শপথ কচ্ছি, কার সাধ্য বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির তিলমাত্র অনিষ্ট করে। আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেম। আমি কল্য যুদ্ধযাত্রা করবো, ইংরাজ দমন না ক'রে প্রতিনিবৃত্ত হবো না।

বেগম। মীরজাফর, আমি নিশ্চিন্ত হই?

মীরজাঃ। বেগম-মহিষী, আর কেন?—আল্লার দোহাই—প্যায়গম্বরের দোহাই, আল্-কোরাণের দোহাই! (সিরাজদ্দৌলার প্রতি) চলুন, সৈন্যসমাবেশ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পলাশী—ইংরাজ-শিবিরের পার্শ্ব

ক্লাইব, কিল্‌প্যাট্রিক ও কুট

কিল্‌প্যাট্রিক। The enemy arrayed in overwhelming number; we have taken a daring step, Colonel.

ক্লাইব। We will beat them.

কুট। At least we will die like Englishmen.

ক্লাইব। Go,—lead the boys under cover of the mango-grove. The Frenchmen are deadly shots.

[ক্লাইব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আমিরবেগের প্রবেশ

ক্লাইব। তোম লোক হামাদিগের সহিত এরূপ দুশ্‌মনি করিবে, হামি জানি না। হামি এখনি নবাবের তাঁবুতে যাইয়া, সব হাল বলিব, মীরজাফরের letter দেখাইব। হামরা সব যুদ্ধ করিব না, নবাবের সহিত peace করিব! যদি নবাব হামাদিগকেও মারে, তোমাদিগেও বধ করিবে।

আমির। কেন সাহেব, এরূপ কথা বলছেন কেন?

ক্লাইব। কেন? জঙ্গলকা মাপিক ফৌজ লইয়া নবাব আসিয়াছে, মীরজাফর আপনি ফৌজ চালাইতেছে। Semicircle করিয়া ফৌজ দাঁড়াইয়াছে। হামার ফৌজ এক এক জন বিশ জনকে মারিয়া মরিলে, হামার ফৌজ সব নষ্ট হইবে, তবু নবাবী ফৌজ আধা কমিবে না।

আমির। সাহেব কোন চিন্তা করবেন না। কয়জন মাত্র ফরাসী সৈন্য ল'য়ে, ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ফ্রে' আপনাদের সহিত যুদ্ধ করবে, আর যুদ্ধ করবে মোহনলাল মীরমদন, আর কোন সৈন্য আপনাদের বিরুদ্ধে একটা গুলিও ছুঁড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আক্রমণ করুন। আপনাকে তো মীরজাফর খাঁ পত্র লিখেছিলেন, যে পলাশীর ক্ষেত্রে সৈন্য সামন্তের বামে বা দক্ষিণে তিনি অবস্থান করবেন।

ক্লাইব। হামি শুনিল, নবাব কাঁদাকাটি করিয়াছিল, মীরজাফর কোরাণ ছুঁইয়া oath নিয়াছে, যে সে নবাবের পক্ষ হইয়া লড়িবে;— কাজও সেইরূপ দেখিতেছি।

আমির। আপনি যা শুনেছেন, তা সত্য। কিন্তু তিনি নবাবের সহিত মৌখিক সদ্ভাব করেছেন, সেরূপ না করলে নবাবের হাতে নিস্তার পেতেন না। আপনাদের সহিত সন্ধিমত তিনি কার্য্য করিবেন।

ক্লাইব। হামি বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ কথাটি সত্য! কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিয়াছে, আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে, ফের নবাবের সামনে কোরাণ ছুঁইল! হামি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

জহরার প্রবেশ

জহরা। কি সাহেব, তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না? তোমার কি বোধ হয়, মীরজাফর রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করবে? বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার গদী পায়ে ঠেলে, নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করবে? তবে তোমাদের ধর্ম্মপুস্তকে কি বলে? যদি রাজ্যলোভ দিয়ে শয়তান মানুষকে নরকস্থ না ক'রতে পারে, তবে সে শয়তান নয়! তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, যে শয়তান মীরজাফরের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করেছে? উন্নতির আশা, প্রভুত্বের আশা, রাজ্য আশা,—কিরূপ বলবান, তা কি তুমি জান না? তবে কেন তুমি জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে, আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ ক'রে, বিশাল সমুদ্র পার হ'য়ে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছ? কি সাহসে তুমি রাত্রে নবাবের বিপুল সৈন্য, ছ'শো জাহাজী সৈন্য ল'য়ে আক্রমণ করেছিলে?

ক্লাইব। বিবি, তোমার কথায় আমার বিস্‌ওয়াস্ আছে;—তুমি কি ঠিক বুঝিয়াছ, মীরজাফর নবাবের পক্ষ হইয়া হামাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে না? নবাব মুসলমান, মীরজাফর মুসলমান, নবাবের কাঁদাকাটিতে মন নরম হইতে পারে। রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ, এরা সবভি এক দেশের আদ্‌মী, নবাব সকলের কাছে কাঁদাকাটি করিয়াছে। সবাই দেখিতেছি —যেমন লড়াই করিতে খাড়া হয়, তেমনি খাড়া হইয়াছে। তুমি কি ঠিক বুঝিয়াছ নবাবী পক্ষ লড়াই করিবে না? দেখ—হামি ভয় পাইয়া এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। লড়াই করিতে আসিয়াছি, লড়াই করিব, তোমায় পুছ্ করিতেছি; কি নিমিত্ত শোনো,—যদি উহারা আমাদের দুশ্‌মন হয়, আগে আমি উহাদের আক্রমণ করিব। হামরা মরিব, উহাদেরও মারিব। দেখাইব আমাদের সহিত দুশ্‌মনি করিয়া কেহ বাঁচিবে না। তুমি কি বুঝিয়াছ, যে উহারা আপনার দেশোয়ালি লোক ছাড়িয়া আমাদের পক্ষ হইয়াছে?

জহরা। সাহেব, তুমি এতদিন বাঙ্গলায় আছো, আজও কি বাঙ্গালীর চরিত্র অবগত হও নাই? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে স্বদেশ-অনুরাগ আছে? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে জাতীয়তা আছে? তোমার কি

মনে হয়, মাতৃভূমির ভালমন্দ কেউ চিন্তা করে? না! যদি বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের কিছুমাত্র হৃদয় থাক্‌তো, স্বদেশের উপর যদি তাদের কিছুমাত্র স্নেহ থাকতো, যদি স্বদেশের উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাক্‌তো, তা'হলে কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষাদ্বেষ করে? তুমি কি এখনো বোঝো নি, যে যারা যারা তোমাদের সহায় হ'য়েছে, তাদের সকলের এক স্বার্থ নয়,—বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারীরা এক স্বার্থে চালিত নয়, তা কি বুঝতে পারো নি? সেনানায়ক বিশ্বাসঘাতক ইয়ারলতিফও পত্র লিখেছিল,—"নবাবি আমায় দাও"। রাজবল্লভ স্বয়ং রাজা হ'তে চায়, ঘসেটীবেগমের সংগে ষড়যন্ত্রে তা সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে;—রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, মাণিকচাঁদ,—সকলেরই মনোগত কিসে রাজ্য করগত হবে! রাজ্য করগত করা, রাজ্যের মঙ্গলার্থে নয়; দুর্দান্ত নবাবকে দমন করবার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়—স্বার্থের জন্য! যদি না স্বার্থপর হ'তো, তুমি সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে, প্রতারিত ক'রতে পারতে না। সাহেব, তোমাদের স্বার্থ একরূপ,—পরস্পর স্বার্থের জন্য বিবাদ করো,—কিন্তু ইংরাজ-শত্রুর বিরুদ্ধে সকলে মিলে ভ্রাতৃভাবে অস্ত্র ধারণ করো। সে স্বার্থ বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের নয়;—অতি হীন স্বার্থ। সেই হীন স্বার্থের আবরণে সকলে অন্ধ হয়েছে,—তোমার কৌশলে নয়। যদি নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ না হতো, তাহ'লে বুঝতো, যে দূরদেশ হ'তে ছ'মাস সমুদ্রে ভেসে, নিজ স্বার্থ নিমিত্ত এসেছ, তাদের স্বার্থের জন্য নয়। যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তাদের গদী দিতে এসো নাই, আপনার প্রভুত্বের জন্যে এসেছ। সকলেই বুদ্ধিমান, কিন্তু স্বার্থ এরূপ বলবান, যে তোমাদের স্বরূপ মনোভাব, কেউ বুঝতে সক্ষম হয়নি।

ক্লাইব। তবে তুমি কিরূপে বুঝিলে।

জহরা। আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত; পতিপ্রেম আমার স্বার্থ, আত্মসুখ স্বার্থ নয়! আমি পতি-পুত্রহীনা, আমার দেশের মায়া কি—জাতীয়তা কি? আমার একমাত্র হোসেন-কুলির স্মৃতি! সেই স্মৃতি আমায় সহস্র দানবীর বল দিয়েছে! যে দিন নবাব-শোণিতে হোসেনকুলির প্রেতাত্মার তৃপ্তি করবো, সেই দিন থেকে—আমি যে রমণী সেই রমণী—পতিশোকাতুরা রমণী, পতির কবরের পার্শ্বে অনন্ত শয্যায় শয়ন করবো!

ক্লাইব। তোমার কি মনে হয়—হামরা যুদ্ধ জিতিব! মীরমদন, মোহনলাল, সিন্‌ফ্রে‍ং,—উহাদিগের সৈন্য একত্রিত করিলে, হামাদিগের সৈন্যের দশগুণ। কেবল উহারাই যদি লড়ে, তাহা হইলেও যুদ্ধ সঙ্গিন।

জহরা। সাহেব, যদি সকল সৈন্য একত্র হ'য়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তথাপি জেন তোমাদের জয় (আকাশে বজ্রধ্বনি) ঐ শোনো, গগনমার্গে বজ্রনাদে বিধাতা বলছে তোমাদের জয়! সাহেব, আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত, বিধি-লিপি আমার সম্পূর্ণ গোচর। ঈশ্বর দীননাথ, তিনি দীনের দুঃখ সহ্য করেন না। ভারতবর্ষে, দীন প্রজা দিবারাত্র হাহাকার করছে, ভারতবর্ষ শান্তিহীন! হিন্দুর দৌরাত্ম্যে যখন প্রজা পীড়িত হয়, ভগবান ভারতবর্ষ আফগানদের প্রদান করলেন; আফগানের দৌরাত্ম্যে, প্রজা পীড়িত হওয়ায়, মোগলেরা শান্তিস্থাপন করলে। এখন মোগলেরা অত্যাচারী, মারহাট্টা অত্যাচারী,—দিন দিন যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রজার শান্তি নাই, সেই শান্তি স্থাপনের ভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর প্রদান কচ্ছেন; আবার তোমরাও যদি অত্যাচারী হও, তোমরাও রাজ্যচ্যুত হবে। তোমার অল্প সৈন্য, এই তোমার সন্দেহ? যুদ্ধক্ষেত্রে দেখবে,—প্রত্যেক সেনা, কোটি সৈন্যের বল ধারণ করবে! ঐ তোপধ্বনি হচ্ছে, বোধ হয় ফরাসীরা তোমাদের আক্রমণ কচ্ছে। আমি যাই, নবাব-শিবিরে আমায় যেতে হবে। সেখানে আমার অনেক কাজ, নবাব-দূত হ'য়ে, নবাব-সৈন্য বিশৃঙ্খল করবো।

ক্লাইব। বিবি, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে বেড়াইবে? তুমি গোলাগুলি ভয় ক'রো না!

জহরা। দেখেছো তো, নিশা-যুদ্ধে তোমাদের পথ দেখিয়ে ল'য়ে গিয়েছিলেম। কোয়াশার আবরণে দিক নির্ণয় করতে পারো নাই, তাই নবাব হস্তগত হয় নাই। গোলা-গুলি! এমন গোলাগুলি তোমাদের সৈন্যের

নিকট নাই, নবাব-সৈন্যের নিকট নাই, যে আমাকে আঘাত করবে। ঐ যে—ঐ যে হোসেন শোণিত-পানের জন্য হা-হা কচ্ছে— আমার মৃত্যুর অবকাশ কোথায়?

[জহরার প্রস্থান।

ক্লাইব। (স্বগত) The Bellona herself! Oh, the battle rages hot!

[ক্লাইবের প্রস্থান।

আমির। এ কি, ভীষণ দেওয়ানা! হোসেনের প্রতি এর এত ভালবাসা! হোসেন তো ঘসেটী আর আমিনাবেগমকে নিয়েই ছিলো, এর প্রতি তো ফিরেও চাইতো না। যাই, নদীর ধার দিয়ে ঘুরে মীরজাফরকে সংবাদ দিইগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পলাশী—নবাব-শিবিরাভ্যন্তর

সিরাজদ্দৌলা

সিরাজ। মেঘমুক্ত পুনঃ দিবাকর;—
বিপক্ষের পক্ষে হেলি ভাতিল গগনে,
তীব্র করে বারে যেন সৈন্যগতি মম।
মম পক্ষে নাহি শুনি কামান গর্জ্জন,
বিপক্ষের তোপধ্বনি উগ্রতর ক্রমে,
মুহুর্মুহু ভীষণ গর্জ্জন;—
অরি-বল হতেছে প্রবল।
বর্ষিল কি বারিধারা মধ্যাহ্ন দিবায়,
নিভাতে উদ্যম মম স্বপক্ষ সেনার!
বীরকণ্ঠে নাহি সে হুঙ্কার,
নাহি নায়কের উত্তেজনা নাদ,
রবহীন বিপুলবাহিনী,
বিপক্ষ কামান ঘন কাঁপায় প্রান্তর!
কি হয় কি হয় রণে—
মুহূর্ত্তে বা মজিল সকলি!

দূতের প্রবেশ

কি সংবাদ?
মম পক্ষে তোপধ্বনি নীরব কি হেতু?

দূত। জনাব, হঠাৎ বৃষ্টিতে আমাদের বারুদ ভিজে গেছে, ইংরাজ আম্রকানন আবরণে আপনাদের বারুদ রক্ষা করতে পেরেছে।

সিরাজ। আজি হেরি সবে অরি মম,
স্থলজল গগন বিরূপ মম প্রতি;—
আম্রশাখা পক্ষ ইংরাজের!
পরাজয় নিশ্চয় আমার।

দূত। জাঁহাপনা, চিন্তা দূর করুন। ঐ শুনুন, ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ফ্রে'র তোপ ইংরাজকে বিতাড়িত কচ্ছে। স্বয়ং মীরমদন, অশ্বারোহী সেনাদলে আক্রমণে অগ্রসর। পশ্চাতে মহাবেগে সসৈন্যে মোহনলাল ধাবিত। ইংরাজ-সৈন্য পশ্চাদ্‌পদ হ'য়ে আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ কচ্ছে,—সামান্য সৈন্য, এখনি ধ্বংস হবে। এ সময় যদি সেনাপতি মীরজাফর, কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করেন, এক ঘণ্টার মধ্যে রণজয় হয়। রায়দুর্লভ ও ইয়ারলতিফের সেনা, দর্শকের ন্যায় যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান। তাঁদের নিকট, বীরবর মোহনলাল আমায় প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের আক্রমণ করতে বলায় তাঁরা উত্তর দেন, যে মোহনলালের আজ্ঞায় আমরা সৈন্য চালিত করতে বাধ্য নই, সময় উপস্থিত হ'লে কর্ত্তব্য কার্য্য আমরা ক'রবো।

সিরাজ। যাও, শীঘ্র যাও, মীরজাফরকে ডেকে আনো।

[দূতের প্রস্থান।

ছিঃ ছিঃ! এখনও কপটতা, কোরাণ স্পর্শ ক'রে কপটতা! মুসলমান-হৃদয়ে এতদূর কপটতা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না।
এ কি, ঘোর সিংহনাদ শুনি ইংরাজের দলে!
জ্ঞান হয় হা-হা রবে কাঁদে মম সেনা,
আজি দেখি ফুরায় সকলি!

রক্তাক্ত ছিন্নপদ মীরমদনকে লইয়া সৈনগ্যণের প্রবেশ

মীরমদন, মীরমদন—ভাই! কি হলো!

মীরমঃ। জনাব, আমার সম্মুখে অবস্থান করুন, আমি প্রভুর চন্দ্রবদন দেখতে দেখতে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করি। বড় সাধ ছিলো, ক্লাইবের মস্তক চরণে উপহার দেবো! বড় উৎসাহে অশ্বারোহী সৈন্যে আম্রকানন আক্রমণে অগ্রসর হয়েছিলেম, দৈব বিড়ম্বনা! অকস্মাৎ ইংরাজের গোলায় আহত হয়েছি। জনাবকে দর্শন করবার জন্য, ভগ্নদেহে এখনও প্রাণবায়ু

অবস্থান কচ্ছে। জনাব, সাবধান—বিশ্বাস-ঘাতকদের আর বিশ্বাস করবেন না, সকলেই শত্রু। হস্তীপৃষ্ঠে স্বয়ং যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হোন। বাঙ্গলার সেনা রাজভক্ত, জনাবকে রণ-স্থলে দেখে, বিশ্বাসঘাতকদের বাক্য অবহেলন ক'রে, সকলে প্রাণপণে ইংরাজকে আক্রমণ ক'রবে। জনাব সেলাম, রসুল আল্লা! (মৃত্যু)

সিরাজ। মীরমদন—মীরমদন—অভাগাকে ফেলে কোথায় যাও,—তুমি যে আমার দক্ষিণ বাহু, আমায় শত্রুবেষ্টিত রেখে কোথায় গেলে! আমি কাকে বিশ্বাস করবো, আমার আপনার কে আছে? মীরমদন ওঠো, কলিকাতা আক্রমণে, নিশাযুদ্ধে তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে, আজ পলাশী ক্ষেত্রে কে আমায় রক্ষা করবে!—ভাই, ওঠো, চলো রাজ্য পরিত্যাগ করে যাই,—আর আমার পাপরাজ্যে প্রয়োজন নাই! মীরমদন—মীরমদন, কোথায় গেলে?

দূতের পুনঃ প্রবেশ

দূত। জনাব, সেনাপতি মীরজাফর উত্তর দিয়েছে যে, এ সময় যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করা আমার উচিত নয়—আমার অদর্শনে, সৈন্যগণ উৎসাহ ভঙ্গ হ'য়ে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করবে।

সিরাজ। আমার হস্তী আনয়ন করো, আমি স্বয়ং যুদ্ধস্থলে যাবো। দেখি আমায় নবাব ব'লে সেনারা গ্রহণ করে কি না, আমার বীরবংশে জন্ম কি না পরিচয় দেবো। মীরমদন পড়েছে, আমি স্বয়ং যুদ্ধ না করলে কে যুদ্ধ করবে। বিদেশী বণিক দেখুক,—এখনো বাঙ্গলার বীর্য্য নির্ব্বাপিত নয়, নবাবের প্রভাবে ষড়যন্ত্রকারীর মন্ত্রণা বিফল হয় কি না দেখুক! হয় ইংরাজ নির্ম্মূল হবে, নয় আলিবদ্দীর বংশ নাশ হবে। (গমনোদ্যত)

বালকবেশে জহরার প্রবেশ

জহরা। জনাব, জনাব, বালকের গোস্তাকি মার্জ্জনা হয়,—সেনাপতি মোহনলাল, বীর বিক্রমে বিপক্ষকে আক্রমণ কচ্ছেন। জনাবকে রণস্থলে দেখলে, তিনি জনাবের রক্ষার্থে আক্রমণ হ'তে বিরত হবেন। মীরজাফর, রায়-দুর্লভ প্রভৃতি কুচক্রীর সেনারা তাদেরই বশীভূত, জনাবের আজ্ঞা কতদূর রক্ষা করবে জানি না, জনাব যুদ্ধস্থলে গেলে এখনি বিপর্য্যয় ঘটবে। চিন্তা দূর করুন, মোহন-লালের প্রভাবে রণজয় হবে। আমি মীরজাফরকে ডেকে দিচ্ছি।

সিরাজ। যাও, সত্বর যাও, ডেকে আনো।

[জহরার প্রস্থান।

দেখি কি কঠিন পাষাণে নির্ম্মিত! অনুনয়-বিনয়—কিছুতেই কি কঠিন হৃদয় দ্রব হবে না? কি জানি, রাজ্য লোভ—রাজ্য লোভ! যখন লোকভয়, ধর্ম্মভয়, মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করেছে; তখন কি কথায় দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ ক'রবে? আমি স্বয়ং তাকে রাজ্য প্রদান ক'রবো। ইংরাজ পরাজিত হোক, বাঙ্গলার গৌরব রক্ষিত হোক, মুসলমানের প্রভাব অপ্রতিহত থাকুক, বিদেশীর গর্ব্ব খর্ব্ব হোক। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, মীরজাফর রাজ্যেশ্বর হোক। রাজ্য প্রাপ্ত হ'লেও কি স্বদেশের গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখবে না? জন্মভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখবে না? আমার বিপুল-বাহিনীর অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতকদের অধীন, এ বিশ্বাসঘাতকেরা বাঙ্গলার পক্ষে যুদ্ধ জয় না করলে রণজয়ের আশা নাই। আমার রাজ্যত্যাগে যদি মুসলমানের রাজ্য রক্ষিত হয়, এ ছার রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই!

রায়দুর্লভের প্রবেশ

রায়দুঃ। জনাব, কি নিমিত্ত চিন্তা করছেন, বার বার কি নিমিত্ত সেনাপতিকে ডাকছেন? ইংরাজ আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এক্ষণে তাদের আক্রমণ উচিত নয়। বিশেষ, আমাদের বারুদ সব নষ্ট হ'য়েছে, অদ্য যুদ্ধ এই অবস্থায় থাকুক, কাল প্রাতে আক্রমণ মাত্রেই ইংরাজ পতন হবে। সেনাপতি মীরমদন, নিষেধ না শুনে হত হ'য়েছেন। মোহনলাল যদি নিরস্ত না হন, তা হ'লে বিপদের আশংকা অধিক।

সিরাজ। আপনি সেনাপতিকে একবার আসতে বলুন।

রায়দুঃ। এই যে সেনাপতি আগত।

মীরজাফর ও রাজবল্লভের প্রবেশ

সিরাজ। সেনাপতি — সেনাপতি, আর বিরূপ কেন? এ সময় কেন আমাকে পরিত্যাগ কচ্ছেন? আমি বার বার আপনাদের বলেছি, আমায় যদি অযোগ্য বিবেচনা করেন, আমায় রাজ্যচ্যুত ক'রে যোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করুন! এই দেখুন, এই রাজমুকুট আপনার পদতলে স্থাপন কচ্ছি, আপনি স্বয়ং গ্রহণ করুন। আসুন, আমি সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে আপনাকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ব'লে অভিবাদন কচ্ছি। আপনি নবাবের মর্য্যাদা, মুসলমানের মর্য্যাদা, বাঙ্গলার মর্য্যাদা, বাঙ্গলার স্বাধীনতা—আজ যুদ্ধে রক্ষা করুন। আর বিরূপ হবেন না, সকলই যাবে, আজই বিধর্ম্মী, বিজাতির পদানত হ'তে হবে, বাঙ্গলার গদী ফিরিঙ্গির পায়ে অর্পণ করবেন না।

মীরজাঃ। জনাব, কি আজ্ঞা কচ্ছেন? আজকের যে অবস্থা, এতে রণজয় অসম্ভব, আক্রমণে কেবল সৈন্যক্ষয় হবে, শত্রুর হানি হবে না। আমায় সেনাপতি করেছেন, কিন্তু মীরমদন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে প্রাণত্যাগ করেছে—মোহনলালও সৈন্যক্ষয় করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছে। যুদ্ধ জয়, কেবল উৎকট সাহসে হয় না,—রণকৌশল আবশ্যক। আপনি মোহনলালকে নিবৃত্ত হ'তে আজ্ঞা দেন।

সিরাজ। যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করুন, মোহনলালকে আমার নামে ক্ষান্ত হতে বলুন।

রায়দুঃ। সেনাপতি মহাশয়, আমার বিবেচনায় নবাবের মুর্শিদাবাদ যাওয়া কর্ত্তব্য। নিশাকালে যদি ক্লাইব শিবির আক্রমণ করে; সে এক মহা বিপদের কথা।

মীরজাঃ। সঙ্গত প্রস্তাবই করেছেন। (সিরাজের প্রতি) যদি বান্দার বাক্য গ্রহণ করেন, বেগগামী উষ্ট্র প্রস্তুত আছে, ক'জন রক্ষকের সহিত নবাব মুর্শিদাবাদ গমন করুন,—কল্য জয়-সংবাদ সিংহাসনে প্রাপ্ত হবেন।

সিরাজ। যদি আপনাদের অভিমত হয়, আমি মুর্শিদাবাদ যেতে প্রস্তুত, কিন্তু মোহনলালকে ডাকুন।

মীরজাঃ। আপনি প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করুন, আমরা তাঁর নিকট দূত প্রেরণ কচ্ছি।

[সিরাজদ্দৌলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সিরাজ। বিশ্বাসঘাতকতা সকলের বদনে অঙ্কিত—নয়ন কোণে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাচ্ছে! অসহায় মোহনলাল যুদ্ধ কচ্ছে, আমার হৃদয় কম্পিত! মীরমদন পতিত, মোহনলালের অমঙ্গল হ'লে সর্ব্বনাশ! কি করবো! মোহনলাল আসুক, সে যেরূপ পরামর্শ দেয় সেইরূপ করা উচিত।

জহরার পুনঃ প্রবেশ

জহরা। কি দেখছো—কি দেখছো? আমি সেই তস্‌বীরবাহিকা, তোমার দূত নই। যুদ্ধ জয় হবে, স্বপ্নেও মনে স্থান দিও না, আমিই তোমার বারুদের আবরণ খুলে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়েছি, এই ষড়যন্ত্রে আমিই প্রধান,—তোমার মাতৃস্বসা ঘসেটীবেগমের অর্থে ইংরাজ-সৈন্য পুষ্ট, সে আমার কৌশল। এখনো পালাও—এখনো মুর্শিদাবাদে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করো, একা মোহনলাল তোমার প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না। আজ রজনীতে বিদ্রোহীরা একত্রিত হ'য়ে তোমার প্রাণবধ করবে। সকালেই প্রাণবধ করতে এসেছিলো, কিন্তু দিনমান, সকলে দেখবে, নবাবকে হত্যা করায় নিন্দা হবে, প্রজারা বিরূপ হওয়ার সম্ভাবনা, তাই এখনো তুমি জীবিত। পালাও—পালাও—নচেৎ নীরব নিশীথে বিদ্রোহী-হস্তে তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত হবে—লোকের নিকট প্রচার হবে, ইংরাজ বধ করেছে। তোমায় পালাবার পরামর্শ দিয়েছে কেন জানো? তুমি ওদের উপদেশ গ্রহণ করবে না, এইখানেই অবস্থান করবে, বধ করবার সুযোগ পাবে।

সিরাজ। কে তুমি? তুমি সেই তারার তস্‌বীরবাহিকা, আমার শত্রু কেন? আমার অনিষ্ট সাধন কেন কচ্ছ।

জহরা। কে আমি—কে আমি? আমি হোসেনকুলির সন্তাপিতা স্ত্রী, যে হোসেন-কুলিকে তুমি স্বহস্তে বধ করেছ! তোমার প্রাণরক্ষার্থে তোমায় পালাবার উপদেশ দিচ্ছি নে। যে স্থানে হোসেনকুলিকে প্রকাশ্যে বধ করেছিলে, সেই স্থানে প্রকাশ্যে তোমায় বধ

করবে; তোমার উষ্ণ শোণিত হোসেনকুলির কবরে দেবো, তবে হোসেনকুলির প্রেতাত্মা তৃপ্ত হবে! আমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হবে!

[জহরার প্রস্থান।

সিরাজ। বিভীষিকা মূর্ত্তি — বিভীষিকা মূর্ত্তি—দানবী, মানবী নয়! শোণিতলোলুপা প্রেতিনী নির্ভয়ে—সৈন্যশ্রেণীতে বিচরণ কচ্ছে! না—না, এ স্থানে আর থাকা কর্ত্তব্য নয়। সকলেই শত্রু, বেলা অবসান প্রায়, রজনীতে আমায় বধ করবে! এ কথা অসম্ভব নয়—বিশ্বাসঘাতক, রাজ্যলোভী, সয়তান প্রকৃতি!—এখনো আমার বিশ্বাসী শরীর-রক্ষক আছে, তাদের সাহায্যে মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করি। কে আছ?

কয়েকজন প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরীগণ। জনাব!

সিরাজ। হস্তীপৃষ্ঠে মীরমদনের দেহ মুর্শিদাবাদে ল'য়ে চলো!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পলাশী ক্ষেত্র—রণস্থল

মোহনলাল ও সৈন্যগণ

মোহন। অগ্রসর হও—অগ্রসর হও,—এখনই ইংরাজ ধ্বংস হবে;—ঐ দেখ—ভয়ে অভিভূত হ'য়ে সকলে পলায়নপর, এই দণ্ডে ইংরেজ উচ্ছেদ হবে। (নেপথ্যে যুদ্ধ নিবারণের সঙ্কেতসূচক ভেরীনিনাদ) ও রণভেরীর প্রতি কর্ণপাত ক'রো না,—বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহীরা ভেরীনিনাদ ক'রে নিরস্ত হতে বলছে!

সিন্‌ফ্রে'র প্রবেশ

সিন্‌ফ্রে'। একি ম'শায়, এখন লড়াই থামাতে নবাবী ভেরী ডাকছে কেন? এখন লড়াই থামলে যে সব বরবাদ যাবে! হামরা ঘণ্টাভোর তোপ চালালে, আর আপনি charge দিলে, একটা ইংরাজ ফৌজ বাঁচিবে না।

মোহন। সাহেব, ও শত্রুর ভেরী, কর্ণপাত ক'রো না। যদি নবাবের অনুমতিতে ভেরী বেজে থাকে, তথাপি কর্ণপাত ক'রো না। আমরা নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করবো, ইংরাজ ধ্বংস ক'রে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হবো, নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় যদি দণ্ডনীয় হই, সে দণ্ড গ্রহণ করবো। সাহেব যাও, কদাচ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিও না।

সিন্‌ফ্রে'। ঠিক বাত্। দেখুন, দেখুন—আপনার দেশের লোকের তারিফ। নবাবের নুন খাইল, আর চুপচাপ খাড়া রহিয়াছে! কাঠের পুত্‌লোবি হাওয়ায় নড়ে, এ একটা লোক নড়ে-চড়ে না! ইংরাজের বুদ্ধিকে বাহবা দিতে হয়, ঘরোয়া মন ভাঙ্গাতে এমন জাত আর দু'টি নাই।

মোহন। সাহেব, আর কেন লজ্জা দাও—যাও, যুদ্ধে কদাচ ক্ষান্ত হ'য়ো না, স্বয়ং নবাব এসে নিবারণ করলেও নয়। মীরমদন আহত, তার সৈন্য বিশৃঙ্খল হ'য়েছে, আমাদের উৎসাহে তারা উৎসাহিত হবে।

সিন্‌ফ্রে'। ভাবিবেন না, আমরা তোপ ছাড়িব, কামাই দিব না।

[সিন্‌ফ্রে'র প্রস্থান।

মোহন। (সৈন্যগণের প্রতি) এসো—এসো, অগ্রসর হও, রণজয়ের আর বিলম্ব নাই। যদিচ মীরমদন পতিত, তোমরা জনে জনে তাঁর অনুসরণ করো, জনে জনে মীরমদন হও, স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ দিতে কাতর হ'য়ো না, মীরমদনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো।

জহরার প্রবেশ

জহরা। সর্ব্বনাশ হলো!—সর্ব্বনাশ হলো! —বিদ্রোহীরা সুযোগ দেখে নবাবকে আক্রমণ করেছে, কয়জন মাত্র দেহরক্ষক তাদের নিবারণ করতে পাচ্ছে না, সেনাপতি মীরমদন মৃত, "মোহনলাল—মোহনলাল" ব'লে আর্ত্তনাদ কচ্ছে,—নবাবকে রক্ষা করুন—নবাবকে রক্ষা করুন!

মোহন। এ কি সর্ব্বনাশ!

[মোহনলালের বেগে প্রস্থান।

জহরা। (সৈন্যগণের প্রতি) আর কার মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছ? মীরমদন মৃত, মোহনলাল পলাতক, অকারণ ইংরাজের হাতে কেন প্রাণ দাও? পালাও, পালাও!—ঐ দেখ, ইংরাজ আসছে।

নেপথ্যে ক্লাইব। Fix bayonet, charge.
সৈন্যগণ। এলো—এলো—

[সৈন্যগণের পলায়ন।

জহরা। বাঙলা জ্বলবে — মুর্শিদাবাদ জ্বলবে—যেখানে হোসেনের রক্তপাত হয়েছে, সে স্থান অরণ্য হবে। যাই, যাই—নবাবের উষ্ণ রক্ত ব্যতীত হোসেনের তৃপ্তিলাভ হবে না। যাই—যাই,—ঐ যে ক্লাইব আসছে।

[জহরার প্রস্থান।

সসৈন্যে ক্লাইবের প্রবেশ

ক্লাইব। There's the road to Murshidabad, quick march. Long live king George II. Hip Hip Hurrah.

ইং-সৈন্যগণ। Hip Hip Hurrah! Hip Hip Hurrah!!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাবের অন্তঃপুর

লুৎফউন্নিসা ও জোবেদি

লুৎফ। জোবেদি, একবার তুমি নগরে যাও, আমার প্রাণ আকুল হচ্ছে;—শুনলেম নবাব মুর্শিদাবাদে এসেছেন, কিন্তু অন্তঃপুরে কেন এলেন না? উপর্য্যুপরি সাতজন খোজাকে সংবাদ আনতে পাঠালেম। কেউ ফিরলো না। অনবরত দূর কোলাহল-ধ্বনি আসছে। কিন্তু কিসের কোলাহল বুঝতে পাচ্ছি নে। বার বার রণজয় ক'রে যখন নবাব ফিরতেন,—"জয় নবাবের জয়" ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হতো, আতসবাজিতে গগন-মণ্ডল আলোকিত হতো, নগর দীপমালায় সজ্জিত হতো, কিন্তু এবার সকলি বিপরীত। উচ্চ কলরব, কিন্তু নবাবের জয়নাদ নাই, আকাশ তমসাচ্ছন্ন, নগর অন্ধকারাচ্ছন্ন। নবাব কোথায়—শীঘ্র সংবাদ আনো।

জোবেদি। বেগমসাহেব, আশঙ্কায় আমার জিহ্বা জড়িত, কোথায় যাবো, কোথায় সন্ধান নেব? যেন সমস্ত বিষাদপূর্ণ মনে হচ্ছে, রাজপ্রাসাদ আনন্দ-রব হীন।

লুৎফ। যাও জোবেদি—যাও, আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। নবাবের দেখা পেলে ব'লো, একবার মাত্র দাসীকে দর্শন দিয়ে, রাজকার্য্যে নিযুক্ত হোন—একবার দর্শন দিয়ে যান।

[জোবেদির প্রস্থান।

আমার অন্তরে অনবরত হাহাকার ধ্বনি, আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে, সকলই যেন ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন জ্ঞান হচ্ছে, চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল-ধ্বনি! যেন পৈশাচিক উল্লাসে রাজপুরী পরিপূর্ণ!

গীত

কেন প্রাণে উঠে হাহাকার।
মলিন হৃদয়শশী, নেহারি আঁধার॥
এ পুর শ্মশান সম;
নগরে নিবিড় তম,
শুনি যেন হয় ভ্রম, করুণ রোদন কার॥
যেন পিশাচের রঙ্গ,
ভীষণ হেরি ভ্রূভঙ্গ,
আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ, শিথিল শোণিত-ধার॥
সমরে জীবন-ধন,
দিয়াছি কি বিসর্জ্জন,
নিরাশে মগন মন, কোথা মম প্রাণাধার॥

এই যে নবাব—এ কি স্বর্ণকান্তি এমন শ্রীহীন কেন!

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

নবাব—জাঁহাপনা!

সিরাজ। নবাব কে—কাকে নবাব বলছ? বিদ্রোহী, বিদ্রোহী—চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহী! রাজা-প্রজা, অমাত্য-নফর, ছোট-বড় সকলেই শত্রু, সকলেই বিদ্রোহী, এখানেও বিদ্রোহীর প্রভাব। ঐ শোন—প্রজারা "জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়" ব'লে উচ্চনাদ কচ্ছে। আমায় উষ্ট্রপৃষ্ঠে নগরে প্রবেশ করতে দেখে, প্রজারা ভয়ে পলায়ন করলে। রাজভাণ্ডার মুক্ত ক'রে দিয়ে, সৈন্য সঞ্চয় করতে পারলেম না। আমার পক্ষে যাকে আহ্বান করি, যাকে বশীভূত করবার জন্য অর্থ প্রদান করি, সেই বিদ্রূপ করে;—আমার পতনে সকলে উল্লসিত। এই রাজপুরী আর আমার নয়, এ আমার কারা-

গার! জয়োন্মত্ত শত্রু-সৈন্য মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, আর হেথায় আমার স্থান নাই। রাজপুরে ঘসেটীবেগম শত্রু, নগরে প্রজা শত্রু, অমাত্য-বান্ধব শত্রুর সহায়! আমি তোমার নিকট বিদায় হ'তে এসেছি, এই নিশীথেই নগর পরিত্যাগ করবো। গুপ্ত পথে পলায়ন করতে হবে, নচেৎ যে সন্ধান পাবে, সেই শত্রুকে সংবাদ দেবে।

লুৎফ। কোথায় যাবে, আমায় কাকে দিয়ে যাবে? সকলেই যদি বিদ্রোহী হ'য়ে থাকে, আমি তোমার প্রজা, আমার হৃদয়-রাজ্যে তুমি নবাব। চলো যাই—দূর বনে যাই, যথায় নর সমাগম নাই, তথায় অবস্থান করি। ব্যাঘ্র, ভল্লুকও রাজ-অমাত্য অপেক্ষা বিদ্বেষহীন। চলো, বনবাসে কুটিরে রাজ্য স্থাপন করি, আমি তোমার প্রজা, আমি তোমার দাসদাসী, আমার সেবায় তুমি নিপুণ ভৃত্যের সেবা বিস্মৃত হবে। আমি প্রাতে আমার হৃদয়েশ্বরের বন্দনা-গান করবো, রাজভোগ প্রস্তুত করবো, ফুল-শয্যা রচনা করবো। তুমি রাজ্যহীন, আমি প্রাণেশ্বরহীন নই! চলো, নির্জ্জনে তোমায় দেখবো, দিবারাত্র তোমার নিকট থাকবো, আমার হৃদয়ের প্রীতি উপহার-দানে তোমায় কর প্রদান করবো, কপট প্রজার শঠ উপাসনার পরিবর্ত্তে, নির্ম্মল চিত্তে তোমার উপাসনা করবো;—তুমি কপট রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে নির্ম্মল রাজ্যের রাজা হবে। দাসীকে পায়ে ঠেলো না, সঙ্গে নাও।

সিরাজ। তুমি কোথায় যাবে? বন্য পশুর ন্যায়, গোপনে কণ্টকাকীর্ণ বনপথে গমন করতে হবে, অঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে;—রাজ-পুরবাসিনী, কখন মৃত্তিকায় পাদক্ষেপ করো নি, কঠিন সংকীর্ণ পথে, কিরূপে আমার সহ-গামিনী হবে? বেগম মহিষীর নিকট অবস্থান করো, আমি পাটনায় যাত্রা কচ্ছি, রামনারায়ণের সাহায্যে, সৈন্য-সঞ্চয় ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন করবো।

লুৎফ। আমি রাজপুরে থাকবো! অচিরে রাজপুরী শত্রু-করগত হবে, তোমার মহিষী হ'য়ে শত্রুর অধীন হবো? শত্রুর কুবচন সহ্য করবো? তোমার দুঃখ সহ্য হবে, তোমার ক্লেশ সহ্য হবে, তুমি নবাব, আজন্ম নবাব, জন্মাবধি কোন আয়াস সহ্য করো নি, তোমার সহ্য হবে —আর আমি, যে দীন কুটিরে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেম, তোমার পদ-সেবা ক'রে ঐশ্বর্য্য-শালিনী, সেই পদ-সেবা এখনো করবো, আমার ক্লেশ সহ্য হবে না? তুমি চ'লে যাবে, তুমি বনপথে ভ্রমণ করবে, আমি রাজপুরে থাকবো? —এ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আমি কল্পনায় স্থান দিতে পারি না! কেন নাথ বিমুখ হচ্ছ, দাসীকে কেন বঞ্চনা কচ্ছ, আমায় সঙ্গে নাও। তোমার বিরহে আমার যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা তোমার বিদ্রোহী শত্রুদেরও দিতে প্রস্তুত নই। দাসীকে বধ ক'রো না, তোমার বিরহে এক দণ্ডও জীবন ধারণ করতে পারবো না!

সিরাজ। তবে চলো—শীঘ্র প্রস্তুত হও, আর এক দণ্ড বিলম্বের অবসর নাই, গভীর রজনী—এই উত্তম সুযোগ।

উম্মৎ জহুরার প্রবেশ

উম্মৎ। মা-মা, আমায় একা রেখে কেন চলে এসেছ? জনাব, জনাব, সেলাম, আমায় কোলে নিচ্ছেন না কেন? আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আমায় সঙ্গে নেন নি কেন? আমি হস্তীপৃষ্ঠে আপনার সঙ্গে যেতে বড় ভালবাসি জানেন, তবে আমায় সঙ্গে নেন নি কেন? কেন আমায় আদর কচ্ছেন না? আমি কি কিছু দোষ করেছি?

সিরাজ। না মা, না—তুমি শোও গে—রাত হয়েছে, আমায় দরবারে যেতে হবে।

উম্মৎ। মা—মা, নবাব অমন হয়েছেন কেন মা? তুমি কাঁদচো কেন মা? কি হয়েছে বলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাঁদবো।

সিরাজ। এই এক সর্ব্বনাশ, একে নিয়ে কোথায় যাবো! আহা বৎসে, কেন তুমি আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলে! তুমি স্বর্গীয় দেবদূত, এ শত্রুগৃহে কেন এসেছিলে!

উম্মৎ। কেন জাঁহাপনা, আমি যে আপনার কন্যা—আমি তো আপনার কাছেই থাকি, আজ এখানে এসে কি দোষ করেছি?

সিরাজ। আহা অবলা বালিকা, কিছুই জানে না, এ আমার মহাপাপের দণ্ড! কঠিন রাজকার্য্যে, কতগৃহে এইরূপ বালিকা রোদন করেছে। বোধ হয় সেই ছবি ঈশ্বর আমার সম্মুখে উপস্থিত কচ্ছেন! আর বৃথা অনুতাপ,

অনুতাপের সময় অতিবাহিত হয়েছে! রাজ্য-মদে, গৌরব-মদে কখনো মনে স্থান দিই নি, যে লোকে এমন নিরাশ্রয় হয়!

লছমন সিংহের প্রবেশ

লছমন। জনাব, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, বিনা অনুমতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি; সেনাপতি মোহনলাল নিরুদ্দেশ! শত্রু আগতপ্রায়। দুটি উষ্ট্র প্রস্তুত আছে, যত শীঘ্র পারেন, পলায়ন করুন।

সিরাজ। লছমন সিংহ, ভাণ্ডার শূন্য ক'রে অর্থদান করেছি, সকলে শপথ ক'রে অর্থ গ্রহণ করেছে। কিন্তু একজনও কি আমার পক্ষে অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত নয়?

লছমন। না জনাব, শত্রুর চর সকলকেই বিমুখ করেছে, ঘসেটীবেগম গুপ্তধন বিতরণ ক'রে সকলকে আপনার পক্ষ ত্যাগ করতে উত্তেজিত করেছে, বিদ্রোহীর কৌশলে সকলের মনে ধারণা, ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা বাতুলতা। সকলের হৃদয়ে ধারণা জন্মেছে, যে ইংরাজ সদাচারী, দুর্দ্দম নবাবকে দমন ক'রে, শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে অগ্রসর হচ্ছে; আর যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না, সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করতে পারবে। প্রজারা—আবালবৃদ্ধবনিতা—কোম্পানীর জয়গান কচ্ছে, কতক্ষণে কোম্পানীর সৈন্য নগরে প্রবেশ করবে, তার অপেক্ষা কচ্ছে। কথার সময় নাই, পলায়ন করুন।

সিরাজ। লুৎফউন্নিসা, আর বিলম্ব ক'রো না, তোমার রত্নাদি যা কিঞ্চিৎ থাকে, শীঘ্র ল'য়ে এসো;—এ বালিকাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। একে কোথায় রেখে যাবো,—আমাদের যে দশা, বালিকারও সেই দশা হবে। আহা বৎসে, কেন তুমি রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেছ, কুটিরবাসিনী হ'লে, এ গভীর রজনীতে গৃহত্যাগ করতে হ'তো না!

[লুৎফউন্নিসা ও উম্মৎ জহুরার প্রস্থান।

লছমন। জনাব, শীঘ্র আসুন, আমি গুপ্তদ্বারের নিকট উষ্ট্র ল'য়ে যাই।

সিরাজ। লছমন সিং, তোমার রাজভক্তিই তোমার পুরস্কার। আমি আর নবাব নই, তোমায় কি পুরস্কার প্রদান করবো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন;—ঈশ্বর-কৃপায় চিরদিন অসহায়কে সাহায্য প্রদান ক'রো।

লছমন। জনাব, আর জীবনে সাধ নাই। যদি প্রাণদানে জনাবকে সিংহাসন দিতে পারতেম, জীবন সার্থক জ্ঞান করতেম। হায়, কেন পলাশীক্ষেত্রে মীরমদনের পার্শ্বে শয়ন করি নাই!

[লছমন সিংহের প্রস্থান।

করিমের প্রবেশ

সিরাজ। কে ও!

করিম। কেউ নয় বল্লেই পারেন;—তবে কি জানেন, আমিও বাঙ্গালী, বঙ্গদেশে আমার জন্ম, সকলে সুসময়ে নবাবের নিকট বক্‌সিস নিয়েছে, এই দুঃসময়ে বক্‌সিস নিতে এসেছি, আর কখনো তো পিত্যেস রইলো না। নবাবী সিংহাসন নিয়ে সকলে কাড়াকাড়ি কচ্ছে, নবাবী পরিচ্ছদটি আমার চাই, এইজন্য এসেছি। তা অমনি নিচ্ছি নি, বদলাবদলি। এই পাগড়ি নিন, আপনার পাগড়ি দিন; এই চোগাচাপকান নিয়ে আপনার চোগাচাপকান আমায় দিন। আর এই পায়জামাটা ওরই উপর পরুন।

সিরাজ। করিম চাচা, এ সময়েও তুমি বন্ধু, এ সময়েও তুমি আমায় আশ্রয় দান করতে এসেছ। আমার দৈব-বিড়ম্বনা, তাই তোমায় মন্ত্রীত্ব প্রদান করি নি, তোমায় নিয়ে কৌতুক করেছি। করিম, আর দেখা হবে না।

করিম। সেইটে বুঝেই পোষাকটা নিতে এসেছি, নইলে দুদিন রয়ে ব'সে নিতুম।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উম্মৎজহুরার সহিত রত্ন-সম্পুট হস্তে লুৎফউন্নিসার পুনঃ প্রবেশ

সিরাজ। চাচা চল্লেম, সেলাম!

করিম। সেলাম! (স্বগত) তোমার এখনো ভাগ্যি ভালো, নবাবী সেলাম পেলে।

সিরাজ। (উম্মৎ জহুরার প্রতি) এসো মা এসো, আমরা বেড়াতে যাবো।

[করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

করিম। (উদ্দেশে নবাবকে সেলাম করিয়া) একটা পাজামা পেলে ঠিক হ'তো, একটু বেশাট হ'চ্ছে। না, ঐ যে নবাব ছেড়ে দিয়ে গেছে;—নিই, ঐটে প'রে নবাব হ'য়ে সদর দোর দিয়ে বেরুই। আমার বাহবা আছে, ছিলেম কামিনী-

কান্ত, হলেম করিম চাচা, আবার এই নবাব হয়ে দাঁড়াই। তবে সেলাম খাবার পরিবর্ত্তে তলোয়ারের চোট খাওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। তা হলেই বা, দুনিয়া ছেড়ে গেলে একটু আফিং কি আর কেউ দেবে না? না দেয় আর কি করবো, কাটামুণ্ডুতেই হাই তুলবো! এই তো বাবা বেফাঁস হ'য়ে গেল, জুতো জোড়াটার মর্য্যাদা বুঝলুম না! কামিনীকান্ত, তোমার মেধা বড় কম। ইংরেজের বুট পায়ে দেখেও জুতোর মর্য্যাদা শিখলে না! অনেক বাঙ্গালী ভায়াকেই বুটের মর্য্যাদাটা ঠেকে শিখতে হবে, না হয় তোমার বরাতে হলো না, কি করবে! নবাবটা জুতো খেয়ে বিদেয় হলো, জুতোর চোটে না ধরা পড়ে। করিম চাচা, তুমি কে হে? অদৃষ্ট খণ্ডন করতে এসেছ! এসো, এখন সটান নবাব হ'য়ে বেরোও; নাও নাও, পাজামাটা কুড়িয়ে নে এসো।

[প্রস্থান।

আলিবর্দ্দী-বেগম ও ঘসেটীবেগমের
ভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ

ঘসেটী। মা নবাব-বেগম, সিরাজকে খুঁজতে এসেছো, আদরের পুষ্যিপুত্রকে খুঁজতে এসেছো? পাতি-পাতি ক'রে পুরী অন্বেষণ করো, দেখ যদি খুঁজে পাও; আমিও অন্বেষণ কচ্ছি। মতিঝিল ভঙ্গ করেছিলে, তোমার রাজপুরী ধূলিসাৎ হবে; সেদিন তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার চক্ষে শতধারা বয়েছে, আজ তোমার চক্ষে শতধারা বইবে, আমিনার চক্ষে শতধারা বইবে, মতিঝিল যেমন বেষ্টন করেছিলে, শত্রুসৈন্য তেমনি পুরী বেষ্টন করবে;—মতিঝিল যেমন লুণ্ঠিত হয়েছিল; তোমার পুরীও সেইরূপ লুণ্ঠিত হবে; আমি যেমন হাহাকার ক'রে পুরী পরিত্যাগ করেছিলেম, সেইরূপ উচ্চ হাহাকার রাজপুরীতে উত্থিত হবে!

বেগম। পাপীয়সি! রাক্ষসি! এখনো তোর শান্তি নাই? এখনো তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই। আরে কুলকলঙ্কিনি, আরে দুশ্চারিণি, তোর কি কিছুতেই তৃপ্তি নাই? কুলে কলঙ্ক দিলি, রাজপুরে সর্ব্বনাশ করলি, তবু তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'লো না?

ঘসেটী। না, এখনো পূর্ণ হয়নি! আমি দুশ্চারিণী? আমিনা দুশ্চারিণী নয়? আমিনা তোমার কন্যা, তার পুত্রের সিংহাসন; আমি তোমার কন্যা নই? এক্রামদ্দৌলার পুত্রের কি রাজসিংহাসনে বাসনা নাই? কেন—কি নিমিত্ত আমাদের বঞ্চিত করেছ? পক্ষপাতী, কন্যা-মমতাবর্জ্জিতা, এখনো আমার তৃপ্তি-সাধন হয় নাই,—তোমার উচ্চ আর্ত্তনাদ এখনো শ্রবণ করি নি, এখনো আমিনা বক্ষে করাঘাতে রোদন করে নি, এখনো সিরাজ-মহিষীরা পতিশূন্য হয় নি, এখনো লালকুঠি ভঙ্গের প্রতিশোধ হয় নি, এখনো আমার বন্দী অবস্থার প্রতিশোধ হয় নি, এখনো হোসেনকুলির শোণিতের প্রতিশোধ হয় নি!

বেগে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। মা, নবাব কোথায়?

বেগম। বৎস, কি সংবাদ? তুমি কি রণজয় ক'রে এসেছ? তোমার সৈন্য কোথায়? তারা কি শত্রু দমন করেছে? শুনছি ফিরিঙ্গিরা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে আসছে, তাদের প্রতি-রোধের কোন উপায় ক'রেছ কি?

মোহন। মা, আমি একা, আর আমার সৈন্যসামন্ত নাই। নবাব কোথায় বলুন, তাঁকে গদীতে বসিয়ে, এখনি সৈন্য সৃষ্টি করবো, আমার উত্তেজনায় কোটী বক্ষ উত্তেজিত হবে, মুর্শিদাবাদে কখনই শত্রু প্রবেশ করবে না। নবাব কোথায়?

ঘসেটী। মোহনলাল—বিফল চেষ্টা, আর সৈন্য সংগ্রহ করা তোমার সাধ্য নয়। আমার গুপ্ত ধনাগার শূন্য ক'রে, সিরাজ পক্ষীয় সকলকে নিরস্ত করেছি, তোমার সাধ্য নাই, যে উত্তেজিত করো! সিরাজের রাজমুকুট ভূমিশায়ী হয়েছে, যেমন সুন্দর মতিঝিল ভূমিসাৎ করেছিলে, সিরাজের বাসস্থানও সেইরূপ ভূমিসাৎ হবে; মতিঝিল যেরূপ শত্রুর ক্রীড়াস্থল হয়েছিল, সিরাজের পুরীও সেইরূপ শত্রুর ক্রীড়াস্থল হবে! আমি কে জানো? আমায় চেনো না, আমি ঘসেটীবেগম।

মোহন। তুমি নবাবের মাতৃস্বসা, আমার বধ্যা নও—কিন্তু যে শত্রুর জয়ে উল্লাস প্রকাশ কচ্ছ, সেই শত্রুর হস্তে তোমার কি অবস্থা

হবে, একবারও বিবেচনা করো নি? মীরজাফর তোমার আত্মীয়, কিন্তু তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাও নি? রাজপুরে রাজমাতার ন্যায় অবস্থান কচ্ছিলে, এখন মীরজাফরের বাঁদী হবে, রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে, কুটিরে অবস্থান করতে হবে। সামান্যা ভিখারিণীর অবস্থা ঈর্ষ্যা করবে। তুমি পিশাচিনীর ন্যায় ব্যবহার করেও পিশাচকে চেন নি? কি পৈশাচিক ব্যবহার, একবারও হৃদয়ে স্থান দাও নি? যে রাজ্য লোভে মান, মর্য্যাদা, জাতীয়তা, স্বদেশ গৌরব, মুসলমানের গৌরব সামান্য বণিকের পদে অর্পণ করেছে,—সে যে পিশাচের কৃতদাস, তা কি অবগত হও নি? সে পৈশাচিক মন্ত্রে দীক্ষিত, তা তোমার উপলব্ধি হয় নি? তার পৈশাচিক ব্যবহারে বাঙলা দগ্ধ হবে, তা কি তোমার অনুমিত হয় নি? অনুতাপের দিন উপস্থিত হবে, কিন্তু অনুতাপে অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে না! আমি রাজভক্ত, স্বদেশভক্ত, আমার অভিশাপ বিফল নয়! (আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রতি) মা, চল্লেম, নবাব কোথায় দেখি।

[অভিবাদন পূর্ব্বক মোহনলালের প্রস্থান।

বেগম। পিশাচী, তুই এই সর্ব্বনাশের মূল!

ঘসেটী। হ্যাঁ হ্যাঁ,—তোমার গর্ভজাত কন্যা, পিশাচী ব্যতীত আর কি হবে? তোমার গর্ভে আর কি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে?

[আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রস্থান।

হোক, মোহনলালের অভিশাপ পূর্ণ হোক! আমার আর অধিক দুরবস্থা কি হবে? আমার তো সকলি ফুরিয়েছে; একজন কারারক্ষকের পরিবর্ত্তে আর একজন কারারক্ষক হবে। আমায় কি পীড়িত করবে? সিরাজের গৌরবে আমার যে মর্ম্মপীড়া, তার শতাংশের এক অংশ পীড়া দিতে কেউ সক্ষম নয়! সে নরক-যন্ত্রণা অপেক্ষা আর কি গুরুতর যন্ত্রণা হ'তে পারে! সিরাজের পতনে যে উল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছি, সেই উল্লাসে সকল সহ্য করবো। রাজপুরে হাহাকার শুনবো,—পক্ষপাতিনী জননীর যন্ত্রণা দেখবো,—সিরাজ-মহিষীগণের দুর্দ্দশা দেখবো,—আমায় যন্ত্রণা দেবে?—এ সুখে আমার যন্ত্রণা কিসের! সর্ব্বনাশ হোক—সর্ব্বনাশ হোক—সর্ব্বনাশ হোক!

দুইজন সৈন্য সহ মীরণের প্রবেশ

মীরণ। কই, সিরাজ কোথায়?

ঘসেটী। সিরাজ পালিয়েছে, তার অনুসরণ করো।

মীরণ। লুৎফউন্নিসা কোথায়?

ঘসেটী। সেও পুরী পরিত্যাগ করেছে, বোধ হয় সিরাজের সঙ্গে গিয়েছে।

মীরণ। তোমার ধনাগার কোথায়?

ঘসেটী। আমার ধনাগার অর্থশূন্য, সিরাজের বিরুদ্ধে সে অর্থ ব্যয় হয়েছে। সিরাজের পক্ষে যারা সজ্জিত হচ্ছিলো, সেই অর্থদানে তাদের নিরস্ত করেছি।

মীরণ। মিথ্যা কথা, অর্থ গোপনে রেখেছ।

ঘসেটী। কি মীরণ, আমায় মিথ্যাবাদী বলছ? আমার অর্থ-সাহায্যে তোমরা কৃতকার্য্য হ'য়েছ, আমার অর্থ-সাহায্যে সৈন্যগণ সিরাজের পক্ষ ত্যাগ ক'রে তোমাদের পক্ষ হয়েছে,—নচেৎ কি ভাব, তোমাদের জয়লাভ হ'তো? আমার প্রতি তোমার এইরূপ দুর্ব্বাক্য! তুমি অতি হীন, তাই বলছ আমি মিথ্যাবাদী। তুমি মিথ্যাবাদী, তাই তোমার অন্তরের অনুরূপ আমার অন্তর দেখছ!

মীরণ। ঘসেটীবেগম, খুব কথার ছটা! এখন বুঝলেম, তোমার সাহায্যে সিরাজ পলায়ন করেছে। রাজপুরে সিরাজের প্রহরী থাকা তোমার উচিত ছিল, সে কার্য্য তুমি করো নি। তুমি বন্দী, নবাব মীরজাফরের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করেছ, কারাগারে অবস্থান করো, যন্ত্রণায় গুপ্ত অর্থ প্রদান করবে। যাও—বন্ধন দশায় একে কারাগারে নিয়ে যাও।

সৈনিকদ্বয়ের ঘসেটীবেগমকে বন্ধন করিয়া গমনোদ্যম

ঘসেটী। মীরণ, মীরণ, আমায় বন্দী করো, কিন্তু এখনি সিরাজের অনুসরণ করো;—সিরাজ কোথায় দেখো, নচেৎ নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে না। মোহনলাল সিরাজের অনুসরণ করেছে, সে কোথায় দেখো, সে পরম শত্রু, সে জীবিত থাকতে তোমাদের শান্তি নাই।

মীরণ। যাও, নিয়ে যাও—

[ঘসেটীবেগমকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

লুৎফউন্নিসা, বড় আশায় এসেছিলেম! এই

পাপীয়সীর অসতর্কতাতেই লুৎফউন্নিসা পলায়ন করেছে। কোথায় যাবে, চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করেছি, যেথায় যাক—পুরস্কার-আশায় কেউ না কেউ তারে বন্দী করবে!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

সিরাজদ্দৌলার পরিচ্ছদে করিম

করিম। ক'দিন ধরে তো নবাবিটে কচ্ছি, আফিংও ফুরিয়ে এলো! না খেয়ে নবাবি চলে, কিন্তু আফিং বিরহে বড় প্যাঁচ! নবাব পাটনার দিকে গিয়েছে, আমি তো উল্টো দিকে চল্‌ছি। এমন জগ্‌জগে পোষাক দেখে কোন ব্যাটা সেলাম দেয় না, কেউ চেয়েও দেখে না! ওঃ, এতবড় নবাবের ব্যাটা নবাব চলেছে, কেউ খোঁজ নিচ্ছে না বাবা! যাই, যারা নবাবকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তাদের সামনে একবার পড়ি। নবাবকে ধরেছে বলে একটা গোল উঠলে, নবাব একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে পালাতে পারবে। ঐ যে দু ব্যাটা দেখছে, আমি পালাবার মত ভাবটা করি।

[প্রস্থান।

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

১ সৈন্য। চলো—চলো—ঐ নবাব ভাগ্‌তা হ্যায়, ওস্‌কো পাক্‌ড়ো. বহুৎ এনাম মিলেগা।

২ সৈন্য। নেই ভাই, হাম্‌সে নেই হোগা, হাম রাজপুত হ্যায়, বহুত রোজ নিমক খায়া! পাকড়নে হোয়, তোম্‌ যাকে পাক্‌ড়ো।

১ সৈন্য। আরে উস্‌কো পাশ তলোয়ার হ্যায়, হামি একেলি পাক্‌ড়নে সেকেঙ্গ ক্যায়সে?

২ সৈন্য। খুসী তোমারা, হাম চলে।

[দ্বিতীয় সৈনিকের প্রস্থান।

করিমের পুনঃ প্রবেশ

করিম। (স্বগত) এক ব্যাটা পালাল যে; (প্রকাশ্যে প্রথম সৈনিকের প্রতি) ওহে, আমি নবাব, আমায় লুকিয়ে রাখতে পারো?

১ সৈন্য। আইয়ে জনাব,—আইয়ে, গরীব-খানামে আইয়ে।

করিম। না বাবা, রায়দুর্লভ ওখানে আছে, তুমি খবর দেবে, আমি পালাই।

১ সৈন্য। নেই জনাব, নেই জনাব—

[করিমের প্রস্থান।

হাম রাজা রায়দুর্লভকো খবর দে, বহুত এনাম মিলে গা।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ভগবানগোলা—পীরের দর্‌গা

দানসা

দানসা। এ দর্‌গা পাত্‌ছি মিছে, কেউ সিন্নি দিবার আসে না। সকতজঙ্গটা ম'রে আর সরাব পাবার যুত নাই। ছুড়্‌ডে আস্‌টা প্যাতাম—বেশ ছেলাম,—ঐ হালার পুত হালার নবাবটা সব বরবাত দিলে! ঐ একটা ছুঁড়ী আস্‌তিছে। যেন দর্‌গা মুখেই আস্‌তিছে;— এ ছুঁড়ীছোঁড়া হ'লি কিছু বাগ হয়। ও বাবা— এটা সেইডে—এটা মোর মাসীর নানী,—এ আবার কোন্‌থে অ্যালো! যেন হন্যে কুত্তির মত বুলতিছে! এ ধেরে পেত্‌নার ছা।

জহরার প্রবেশ

জহরা। ফকির—ফকির—

দানসা। আরে লও, তোমার সলার মদ্যি কোন্‌ হালা যায়। ভাবছো কি আমার নাক কাণটা গজাইচে? ফের্‌ কাট্‌বার চাও!

জহরা। আরে না না, ঢের টাকা পাবে।

দানসা। আরে টাকা দাও গিয়ে তোমার মাসীরি, যার সাত জোরা নাক কাণ আছে, তারে গিয়ে টাকা দাও।

জহরা। আরে, এই নাও,—

দানসা। হ্যা—সেবারও দি'ছিলে! দানোর টাকা কি থাহে—মোহনলাল হালা গালে চড্ডা মারি কারি নেলে,—তোমার সলার মদ্যি আর মোরে পাবা না!

জহরা। আরে ঢ্যাট্‌রা দিয়েছে, শোন নি; নবাব পালিয়েছে, যে ধ'রে দিতে পারবে, সে অনেক পুরস্কার পাবে।

দানসা। ধরো যাইয়ে তুমি। সেবারও ঢ্যাট্‌রা দেওয়াইছিলে,—এবারও ঢ্যাট্‌রা দিইছো, আমি তোমায় সম্‌জায়চি!

জহরা। শোনো শোনো—তোমার কোন ভয় নাই। নবাব, হয় এই রাস্তা দিয়ে পালাবে—নয় পদ্মা দিয়ে রাজমহলে যাবে। আমি সে দিক আট্‌কে থাকবো, তুমি এ দিক আট্‌কাও।

দানসা। হ্যাদে মোর সাথ লাগ্‌ছো ক্যান্? মোর গোস্ত কি বর মিঠা দ্যাখছো, মোরে খাবার ফিকিরে ঘুর্‌তিছো?

জহরা। নাও নাও, এই টাকা নাও। (মুদ্রা প্রদান) যদি নবাবকে ধরিয়ে দিতে পারো, ও টাকা তোমার। যদি নবাবের সন্ধান পাও, ঐ দূরে ধ্বজা উড়ছে দেখছো, ঐ মীরকাসিমের তাঁবু, ঐখানে সংবাদ দিয়ো।

দানসা। হ্যাদে যাও—যাও—দিব এনে—দিব এনে।

জহরা। কিছু ভয় ক'রো না, যদি সংবাদ দিতে পারো, তোমার ভাগ্য ফিরবে।

[প্রস্থান।

দানসা। এটা খ্যাপ্‌ছে! এ জহরৎ দেখ্‌তিছি,—কাপড় চাপা থাক্; যদি ওরে—ও কাপরের মদ্যিই ওরবে, ও আমি ছোবো না; ওটা ডান, মুই সমজ করছি! হ্যাদে মোরে কেটা ধর্‌বার আইচে না কি? মুই সরে থাকি।

[প্রস্থান।

সিরাজদ্দৌলা ও উম্মৎজহুরাকে ক্রোড়ে করিয়া লুৎফউন্নিসার প্রবেশ

লুৎফ। আহা, বাছা আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে, নবাব-দুহিতা ভিখারিণীর অধম! যে সুবাসিত সুশীতল জল দেখে মুখ ফিরিয়েছে—যে দুষ্প্রাপ্য মিষ্টান্ন কুক্কুর-বিড়ালকে দিয়েছে,—আমির-বাঞ্ছিত ফল যে লোষ্ট্রের ন্যায় নিক্ষেপ ক'রে ক্রীড়া করেছে, সে আজ তিন দিন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বিকল।

উম্মৎ। না মা না, আমার ঘুম পেয়েছে—ঘুমোবো, তুমি কেঁদো না। আমি গাছতলায় শুয়ে ঘুমোবো। তুমি কোল থেকে নামিয়ে দাও, আমি চলতে পারবো।

সিরাজ। এ দেখছি ফকিরের আবাস, এই স্থানে একটু বিশ্রাম করি। অনেক দূর এসেছি, বোধ হয় এখানে শত্রুর আশঙ্কা নাই; বিশেষ এ দেবস্থান,—এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করি।

উম্মৎ। মা, আমি শুই, তুমি কেঁদো না। (শয়ন)।

সিরাজ। যখন এই কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, ভেবেছিলেম কি আনন্দের দিন! আজ এই বালিকার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কি কুক্ষণেই এর জন্ম। অতি দীনদরিদ্রের সন্তানেরও ভিক্ষা-অন্নে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়েছে, এই বালিকা অনাহারে! সকল দুঃখ বিস্মৃত হ'তে পারছি, এই বালিকার মুখ দেখে যে প্রাণ ফেটে যায়!

লুৎফ। জনাব, এ নির্জ্জন স্থান, এই-খানেই অবস্থান করুন। ফকিরজী এখনই বোধ হয় ফিরবেন। আমরা তাঁর শরণাপন্ন হ'লে কদাচ ত্যাগ করবেন না। বঙ্গেশ্বর, অধীর হবেন না।

সিরাজ। প্রিয়ে, ফুরায়েছে—রাজ-অভিনয়।

কল্পনায় না হয় উদয়,
কয়জন বিদেশী বণিক
কাড়ি নিল সিংহাসন।
ধূমকেতু উদি অকস্মাৎ শুষিল সাগর-নীর।
বঙ্গ-সিংহাসন, না জানি কি কুহকে গঠন,
অধিকারী বর্ত্তন তাহার—কুহক
প্রভাবে যেন!
শুনি অষ্টাদশ জন পাঠান আসিয়ে,
লইল কাড়িয়ে লক্ষ্মণ সেনের গদী।
বসিল পাঠান যবে হিন্দু-সিংহাসনে,
বঙ্গবাসীগণ না করিল অঙ্গুলি চালন।
এবে দূরদেশবাসী মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গি
আসিয়ে,
সিংহাসন লইল কাড়িয়ে,
রণস্থলে সশস্ত্র দাঁড়ায়ে—
অভিনয় নেহারিল বিপুল বাহিনী।
হয় অনুভব,
বঙ্গের এ জলবায়ু মৃত্তিকা প্রভাব।
রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা সতত—
কহে যত হিন্দুগণে।
সে চাঞ্চল্য প্রকাশিত বঙ্গভূমে যথা,
নাহি হেন অন্য কোন স্থানে।
পুত্রের মমতা নাহি বঙ্গমাতা হৃদে।

লুৎফ। প্রভু, কাতর হবেন না, এখনো আমাদের আশা আছে। পাটনায় রাজা রাম-নারায়ণ অবশ্যই এ সংবাদ পেয়েছেন, তিনি

অবশ্যই আমাদের সন্ধানে দূত প্রেরণ করেছেন; ফরাসী মঁসো লাও নিশ্চিন্ত নাই। কোনরূপে তাদের সহিত মিলিত হ'তে পারলেই আমরা নিরাপদ হবো। এই ফকিরের আস্তানায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে আবার যাত্রা ক'রবো।

সিরাজ। নাহি আর সম্ভাবনা তার,
নাহি হয় আশার সঞ্চার;
মহাভয় উদয় হৃদয়ে—
হের ভবিষ্যৎ-ছবি তমোময়।
যদি কেহ আশ্রয় প্রদানে বালিকায়,
দোঁহে মিলি প্রবেশি সলিলে;—
ধরাবাস কারাবাস সম।
হেরি মোরে নতশির হ'ত রাজাগণে,
এবে দেবস্থানে বসিয়ে নিৰ্জ্জনে—
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ!
ভোজ্য হেতু পর উপাসনা,
একমাত্র সুখকর মরণ কল্পনা!
হায় কেন প্রাণভয়ে হইয়ে বিকল,
ত্যজি রণস্থল, করিলাম পলায়ন!—
এ হেন দুর্গতি ছিল ভালে!

দূরে দানসার প্রবেশ

দানসা। (স্বগত) হ—হ—এমন জুতা কি যার তার হয়! চিন্‌ছি—চিন্‌ছি—এ হালার পুত হালারে ধরাইমু। সে পেতনার বেটী, সয়তানের নানী, এবার ঠিক বলচে। হালা—নাক-কাণ কাটবা!

সিরাজ। ঐ বুঝি ফকির আসছেন।

দানসার প্রবেশ

দানসা। আজ কি ভাগ্যি খোলচে, আস্তানায় অতিথ্‌ আসছে! এই ক'দিন ধরি ঢুর্‌চি, একটা অতিথ্‌ পালাম না, আজ আপনারা আস্‌ছেন, ভাগ্যি ফির্‌চে।

সিরাজ। ফকির সাহেব, আমরা মোসাফের, বড় ক্ষুধায় কাতর। আপনি যদি কিঞ্চিৎ ভোজ্য বস্তু দেন, আমাদের জীবন রক্ষা হয়। এই বালিকা পর্যন্ত তিন দিন অনাহারে; আপনাকে যথাবিধি পূজা প্রদান করবো।

দানসা। আহা, এমন অতিথ্‌ আজ পালাম! এখনি খিচরি পাকাবো অ্যানে, এই সিন্নি আনবার যাতিচি; সিন্নি খাইয়ে একটু পানি খাও। (স্বগত) সব ছাপাইছো, জুতা ছাপাইবার পারো নাই! (প্রকাশ্যে) এই আলাম, একটু বসেন, আহা, বর কেলেশ পাইচেন—বর কেলেশ পাইচেন।

[দানসার প্রস্থান।

লুৎফ। প্রাণেশ্বর পালাও, আর এক তিল বিলম্ব ক'রো না, ও নিশ্চয় তোমার শত্রু, ও তোমায় চিনেছে, ও তোমার পাদুকার পানে বার বার দৃষ্টি করেছে। এ ভণ্ড ফকির, বিলম্ব ক'রো না, পালাও—পালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাকলে এখনি ধরা পড়বে। তুমি পাদুকা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাও।

সিরাজ। তোমায় পরিত্যাগ ক'রে যাবো! কলঙ্কের বোঝা মস্তকে ধারণ ক'রে, রণস্থল ত্যাগ ক'রে এসেছি, ভীরুতায় সিংহাসন বৰ্জ্জন ক'রেছি, আর কলঙ্ক মস্তকে দিয়ো না। আর আমার জীবনে সাধ নাই। অদৃষ্টে যা আছে হবে, আমার চিন্তা দূর হয়েছে।

লুৎফ। চলো, আমি কন্যাকে নিয়ে ফকিরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাই, তুমি অন্যদিকে যাও। কোনরূপে আজিমাবাদ পৌঁছুতে পারলে তুমি নিরাপদ হবে। আমার নিমিত্ত ভেবো না, আমি পতিপ্রাণা, আমায় কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি নিরাপদ, এ সংবাদ পেলে, আবার আমি রাজরাণী হবো। যাও—যাও, বিলম্ব করো না।

সিরাজ। প্রিয়ে, কুক্কুরের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হবে। আর কত সহ্য করবো; আর কেন লুকোচুরি, আজই চরম হোক!

মীরকাসিম, মীরদাউদ, দানসা ও সৈন্যগণের প্রবেশ

দানসা। এই নবাবটা, এই দ্যাহেন জুতা দ্যাহেন। হ্যাদে খিচরি খাবা? আমারে চেন্‌ছো কি? এই মোমের নাক বানাইচি, মোমের কাণ বানাইচি। এখন বোঝ্‌লা—সেই দানসা!

মীরকাসিম। জনাব, এ অবস্থায় কেন? আসুন! এ ফকিরের আস্তানা কি রাজ্যেশ্বরের শোভা পায়?

সিরাজ। মীরকাসিম, সম্পূর্ণ প্রতারণায় তোমার জিহবা শিক্ষিত। যখন নবাব ছিলেম,

তখনো তোমার কপট চাটুকারিতা, এখনো তোমার সেই কপটতা,—আমায় 'জনাব' ব'লে ব্যঙ্গ কচ্ছ। শ্বশুর সিংহাসন পেয়েছে, নবাব-জামাতা হ'য়েছ। কিন্তু জেনো, ফিরিঙ্গি-কালসর্প এনে রাজ্যে স্থান দিয়েছ, গরলে রাজ্য জর্জ্জরীভূত হবে! অচিরে সকলের আমার দশা হবে, তখন আমায় স্মরণ করবে। চলো, কোথায় যেতে হবে।

মীরদাউদ। বেগমসাহেব, উঠুন। আপনি যে বেগম, সেই বেগম থাকবেন, চিন্তা কি? যুবরাজ মীরণের পত্নী হবেন, তাঁর নিকটও এইরূপ যত্নে থাকবেন।

লুৎফ। কুক্কুর, তোর জিহ্বা দগ্ধ হলো না, তোর মুণ্ডে বজ্রাঘাত হ'লো না, তোর মীরণের মুণ্ডে বজ্রাঘাত হ'লো না!

সিরাজ। প্রিয়ে, কার কথার উত্তর দিচ্ছ?—আবদ্ধ সিংহ-সিংহিনীকে দেখে কুক্কুর চিরদিনই চীৎকার করে!

দানসা। হ্যাদে চিন্‌চো কি? সেলাম! দানসা ফকিরে চিন্‌লা কি? তোমার কাণ দু'টা লইয়ে, নাকটা লইয়ে জোরা দিমু। দানসা ফকির যেমন তেমন পাইচো?

উম্মৎ। (নিদ্রিতাবস্থায়) মা, একটু জল!—বড় গলা শুকিয়েছে! (নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত হইয়া) ওমা—মা, এরা কারা? ও মা আমার ভয় করে, এরা হেথায় কেন?—এরা হেথায় কেন?

লুৎফ। মা, স্থির হও, আমরা শত্রুহস্তে পতিত। তুমি নবাব-কন্যা, নবাব কন্যার ন্যায় ব্যবহার করো, শত্রুর সম্মুখে বিকল হয়ো না।

সিরাজ। মীরকাসিম, এই বালিকাও কি তোমাদের নিকট অপরাধিনী? একে দেখে কি মমতা হয় না? একদিন তোমার নবাব ছিলেম, নবাবের অন্নে তোমাদের বংশ পালিত, এ বালিকাকে দয়া ক'রো।—বঙ্গেশ্বরের এই শেষ অনুরোধ রক্ষা ক'রো। আমি তোমাদের শত্রু, বালিকা নয়,—আমার অবর্ত্তমানে এ বালিকার পালনের ভার মীরজাফর খাঁর,—বালিকা তিন দিন অনাহারে!

মীরদাউদ। আসুন—আসুন,—সিংহের কন্যা সিংহিনী!

সিরাজ। দাউদ, মুসলমান ব'লে পরিচয় দিয়ো না! বাঙ্গলায় মুসলমান নাম কলঙ্কিত, আর কলঙ্ক-কালি লেপন করো না!

উম্মৎ। জনাব, আমার মরতে ভয় নাই;—আমি খোদাকে ডেকে মরবো, খোদা আমায় নিয়ে গিয়ে ভাল সরবৎ দেবেন। মা, কেঁদো না, ঐ দেখ, আল্লা আমায় নিতে দূত পাঠিয়েছেন! (পতন)

লুৎফ। কি হলো! (চীৎকার করিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

সিরাজ। কেঁদো না—পবিত্রা বালিকা অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করেছে! যদি কেউ মুসলমান থাকো, বালিকাকে কবর দিয়ো! আল্লার নাম নিয়ে প্রাণত্যাগ করেছে, নচেৎ আল্লার নিকট গুণাগার্ হবে। মীরকাসিম, চলো।

মীরকাসিম। (দাউদের প্রতি) তুমি বেগমকে হস্তীপৃষ্ঠে, যুবরাজ মীরণের নিকট নিয়ে যাও। আমি নবাবকে দরবারে নিয়ে যাচ্ছি। (সিরাজের প্রতি) জনাব, আসুন।

সিরাজ। কি—কি? এততেও তোমরা তৃপ্ত নও,—আমাদের একত্রে স্থান দিতেও সম্মত নও?

মীরদাউদ। সিংহ-সিংহিনী—এক পিঞ্জরে রাখতে ভয় হয়।

সিরাজ। (লুৎফউন্নিসার প্রতি) প্রিয়ে, এই শেষ দেখা! এরা নরকের অনুচর। বালিকার মৃত্যু দেখেছি, তোমার মৃত্যু দেখলে শান্তি লাভ করতেম!

লুৎফা। (সিরাজকে আলিঙ্গন করিয়া) না—না—নবাবের চরণে আমায় স্থান দাও,—এ সময়ে আমাদের বিচ্ছেদ ক'রো না—পতি-পত্নী বিচ্ছেদ ক'রো না। ঈশ্বর-সম্মুখে শপথ ক'রে পরস্পর মিলিত হ'য়েছি, সে বন্ধন ছেদ ক'রো না। যদি না সম্মত হও, তোমাদের নিকট অস্ত্র আছে, আমায় বধ করো!

মীরকাসিম। কেন—কেন—চিন্তা কি? তোমায় বধ করবো, এমন কি সাধ্য! তোমার দুঃখের অবসান হয়েছে।

লুৎফ। দয়া কর, কৃপা কর, ভিখারিণীকে ভিক্ষা দাও, নির্দ্দয় হ'য়ো না।

সিরাজ। প্রিয়ে, কথায় পাষাণ দ্রব হয় না। বাধা দিয়ো না, কৃতদাসেরা অঙ্গস্পর্শ করবার

সুযোগ পাবে। যথায় ল'য়ে যায়, যাও, ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রো।

মীরকাসিম। এই যে, জনাবের ধর্ম্মে মতি হয়েছে!

লুৎফ। প্রাণেশ্বর! আর কি এ জন্মে তোমার দেখা পাব না। (মূর্চ্ছা)

মীরদাউদ প্রভৃতির মূর্চ্ছিতা লুৎফউন্নিসার নিকট অগ্রসর হওন

সিরাজ। অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না! প্রিয়ে—প্রিয়ে—ওঠো, তুমি ত ভীরু নও! অধীরা হ'য়ো না, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে লুৎফউন্নিসার উত্থান

(মীরকাসিমের প্রতি) চলো।

[মীরকাসিম ও সিরাজদ্দৌলার প্রস্থান।

লুৎফ। ভগবান কি করলে!

মীরদাউদ। আসুন, হস্তী প্রস্তুত।

সৈনিক। ফকির—ফকির, একটু জল দাও। তিন দিন অনাহারে, বোধ হয় মূর্চ্ছা গেছে। (মীরদাউদের প্রতি) সাহেব, বহুদিন খাঁ সাহেবের আমি ভৃত্য, এই বালিকাটি আমায় ভিক্ষা দিন।

[দানসা ও সৈনিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ফকির—ফকির, একটু জল দাও!

দানসা। এহানে পানি পাবো কনে?

সৈনিক। যথার্থ ফকিরি গ্রহণ করেছ!

[বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান।

দানসা। দেহি—দেহি—কি হাল্টা! অ্যাদ্দিনে মোর বুকের কাঁটা উঠলো।

[নৃত্য করিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—মীরণের কক্ষ

মীরণ ও মহম্মদীবেগ

মীরণ। মহম্মদীবেগ, তোমায় এ কাজ করতেই হবে। সিরাজ কারাগারে আছে, এই চাবি নাও, তারে বধ ক'রে নবাবের খয়ের-খাঁ হও। তোমায় হাজির পদ দেবো। তুমি কেমন নেমকহালাল—বুঝবো! কি ভাবছো?

মহম্মদী। তাই তো—তাই তো, আলিবর্দ্দী বড় যত্ন করতো, তার বেগমও বড় যত্ন করতো,—

মীরণ। তুমিও কি কম করেছ?

মহম্মদী। হুঁ—তা—করেছি; আমি হাজিরি চাই নি,—আমায় কি দেবেন—দেন। দেখুন, কেউ এ কাজ করতে চাচ্ছে না, কেউ একাজ করবেও না!

মীরণ। তুমি যা চাও, দেবো।

মহম্মদী। না—আগে দিন।

মীরণ। আচ্ছা, তুমি এসো। আমি লুৎফউন্নিসার কারাগারে যাচ্ছি, লুৎফউন্নিসার যত জহরৎ লুট হয়েছে, সব তোমায় দেবো।

মহম্মদী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বান্দা তাঁবেদার—বান্দা তাঁবেদার!

মীরণ। তবে প্রস্তুত হ'য়ে এসো।

মহম্মদী। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে, আমি হুকুমবরদার নিমকহারাম নই।

[মীরণের প্রস্থান।

কেন—আমার গুণা কি? যে নবাব,—তার হুকুম রাখ্বো। আলিবর্দ্দী তো সরফরাজ খাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে নবাব হয়েছিল; তখন তার হুকুম মেনেছি। সিরাজ নবাব হয়েছিল, তখন তার হুকুম মেনেছি। তার হয়ে কি না করেছি? মেয়েমানুষ জুটিয়েছি; এখন মীরজাফর খাঁ নবাব, তার হুকুম রাখবো না? খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছে! রেখে দাও খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ। বাদসার বেটা বাদসাকে খুন করে তক্ত নিয়েছে! প্রতিপালক নবাবকে বধ ক'রে কত লোক নবাবি নিয়েছে; কেন, এই আলিবর্দ্দী ত নিয়েছে, তাতে নিমক-হারামি হয় নাই? ভাইকে খুন করে, চাচাকে খুন করে, আমার খুন কর্তেই দোষ! পরকাল!—সে তখন দেখা যাবে, শেষ মক্কায় যাবো আর কি। ঢের জহরৎ—আমীর হ'য়ে যাবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—মীরণের বিলাস-গৃহ

লুৎফউন্নিসা

লুৎফ। প্রাণেশ্বর, কোথায় তুমি? এ দাসীকে ফেলে কোথায় আছ! প্রাণ, তুমি তো কঠিন, তবে এ মৃত্তিকার দেহ ভঙ্গ করতে

পাচ্ছ না কেন? আর কেন দেহে আছ? কই, অনাহারে তো মৃত্যু হয় না! বালিকা অনাহারে মরেছে। আমার কঠিন প্রাণ, অনাহারে কেন বেরুবে! আমার দেহ বজ্র-নির্ম্মিত! এ সময়ে যদি কেউ বন্ধু থাকে, যদি আমায় গরল প্রদান করে, আমি তার মঙ্গল কামনা ক'রে প্রাণত্যাগ করি। এততেও মৃত্যু হলো না, এত যন্ত্রণাও সহ্য হয়!

মীরণের প্রবেশ

মীরণ। প্রেয়সি! কা'র জন্যে ভাবছ, কা'র জন্যে কাঁদছ? সিরাজ তোমায় তাল্লাক দিয়ে ত্যাগ করেছে। আমার তুমি হৃদয়েশ্বরী, আমার হৃদয়ে তোমার স্থান। সিরাজের শত শত বেগম ছিলো, আমি তোমার পদপ্রান্তে পড়ে থাকবো।

লুৎফ। মীরণ, তুমি কি সয়তান,—অসহায়কে পীড়ন করতে এসেছ? তুমি কি পশু? তুমি কি সম্বন্ধ-বিচার শূন্য? আমি তোমার মাতৃস্থানীয়া, আমার উপর এই উক্তি? মীরণ, তোমার কল্যাণ হোক, আমার প্রাণবধ করো, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করে যাই। অবলাকে রক্ষা করা মুসলমানের ধর্ম্ম—সতীর সতীত্ব রক্ষা মুসলমানের ধর্ম্ম—তুমি মুসলমান, লোকধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ো না। দয়া করো—মীরণ, দয়া করে এ স্থান ত্যাগ করো। কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে আমার প্রাণবধ করো;—অনাহারে, মাংস ছিন্ন করে, যেরূপ তোমার অভিরুচি হয় সেইরূপে আমায় বধ করো। মীরণ, এস্থান পরিত্যাগ করো, আর কুবচন বলো না।

মীরণ। প্রেয়সি, তুমি আমায় চেনো না। যখন তোমার অঙ্কুরিত যৌবন, তখন তোমার অনুসরণ করেছি; যখন নবাব-গৃহে তুমি বাঁদী, যখন সিরাজ-মহিষী হও নাই, তখন তোমার লালসায় নারী-বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলাম, আলিবর্দ্দীর দণ্ড ভয় করি নাই। তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমায় দিবানিশি দগ্ধ কচ্ছে। অনেক সহ্য করেছি, এখন সুযোগ উপস্থিত, কেমন করে পরিত্যাগ করবো! তুমি দয়া প্রার্থনা কচ্ছ কেন? আমি তোমার দয়াপ্রার্থী! আমার প্রাণ রাখ, মদন-তাড়নে রক্ষা করো!

লুৎফ। মীরণ, তুমি কি ভাবো ঈশ্বর-রাজ্যে সতীর রক্ষক নাই? অত্যাচারীর দণ্ড নাই? যাও, মিনতি কচ্ছি—তোমার আগমনে স্থান কলুষিত হয়, বায়ু কলুষিত হয়—যাও সতী-মন্দির কলুষিত করো না, দূর হও!

মীরণ। প্রিয়ে, মনস্কামনা পূর্ণ হলেই যাবো!

বলপ্রকাশে উদ্যম

লুৎফ। জগদীশ্বর রক্ষা করো—জগদীশ্বর রক্ষা করো! (মূর্চ্ছা)

মীরণ। একি মৃত? না না, জীবিত। একটু সরাব মুখে দিই, এখনি চৈতন্য হবে। নেশা হলে আর বাধা দেবে না।

লুৎফ। (উঠিয়া) এ কি, কোথায় আমি? এই যে মীরণ! ভগবান রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো—(পুনরায় মূর্চ্ছা)

মীরণ। এই পারস্যদেশীয় সরাব পান করলে, মৃতদেহ সঞ্জীবিত হয়, মৃতদেহেও কাম-অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সিরাজ এ সরাব বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করেছিল, আমার কার্য্যে আসুক।

লুৎফউন্নিসার মুখে সরাব প্রদানোদ্যম

লুৎফা। (উঠিয়া) ভগবান রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো—

দুইজন ইংরাজ সৈন্যসহ ওয়াট্‌স্‌-পত্নীর বেগে প্রবেশ

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। Oh! you lecherous villain! Soldiers, do your duty.

১ সৈন্য। (মীরণকে ধরিয়া) You rascally nigger!

২ সৈন্য। Oh you hell-hound!

মীরণ। (বন্দী অবস্থায়) আমি যুবরাজ—আমি যুবরাজ।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। Hold your silly tongue, you brute! যুবরাজ কাহাকে দেখাইতেছ? আমি ইংলণ্ড-দুহিতা। এই দুই ব্যক্তি English soldiers. তুমি জানো, যাহারা তোমার পিতাকে গদি দিয়াছে, সে গদি কাড়িয়া

লইতে পারে? (লুৎফউন্নিসার প্রতি) বেগমসাব—বেগমসাব, ডরো মাৎ। হামি আসিয়াছি। আপনি আমার পতিকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন, হামি আপনার প্রত্যুপকার করিব promise করিয়াছিলাম। ইংলণ্ড-দুহিতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আপনি আইসেন, কোন চিন্তা নাই।

লুৎফ। বিবি—বিবি—তুমি ঈশ্বর-প্রেরিতা, আমার রক্ষার জন্য তোমায় ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন! এখন বুঝলেম, কি ক'রে তোমরা জয়লাভ ক'রেছ! ঈশ্বর তোমাদের সহায়! বিবি—আমার জীবন-রক্ষা ক'রেছ—ধর্ম্মরক্ষা ক'রেছ—আমার পতিকে রক্ষা করো।

ওয়াট্স্-পত্নী। Soldiers, take the rascal before the Darbar, I am coming.

[মীরণকে লইয়া সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান।

আইসেন, আপনার স্বামী কোথায় জানেন কি?

লুৎফ। না মেমসাহেব, তুমি অনুসন্ধান করো।

ওয়াট্স্-পত্নী। আইসেন—সেইরূপই হইবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—কারাগার

সিরাজদ্দৌলা

সিরাজ। এই জনশূন্য তমোময় ক্ষুদ্র গৃহ। কিন্তু যেন শত শত লোকে পরিপূর্ণ অনুমান হচ্ছে,—অনুতাপ-সৃজিত শত শত ব্যক্তি,—দরবারে এমন সমাগম হয় নাই। তখন যারা দণ্ডভয়ে কম্পিত হ'য়ে অবস্থান করেছে, তারাই এখন—শত জিহ্বায় আমার দণ্ডবিধান করছে। অন্ধকার-নির্ম্মিত মূর্ত্তি। একে একে অন্ধকারে মিশছে। কি বিভীষিকা! কই, লুৎফউন্নিসার মূর্ত্তি ত একবার দেখি নাই—কই, মীরমদন ত একবার আসে না,—কই, সে বালিকা ত একবার 'জনাব' বলে চুম্বন আশায় উপস্থিত হয় না! নীরবে ঘোরতর কলরব।

নেপথ্যে কারারক্ষক। যুবরাজের নিষেধ, আমরা আপনাকে যেতে দেব না।

সিরাজ। যুবরাজ! ফৈজি কি আমাকে ডাকছে? ফৈজি কি প্রাণভিক্ষা চাচ্ছে? ফৈজি কি পরপুরুষ সঙ্গে ক'রে আমাকে ব্যঙ্গ করছে? উঃ, শ্বাস রুদ্ধ হয়!

নেপথ্যে মহম্মদীবেগ। কার আজ্ঞায় এসেছি বুঝেছ?

সিরাজ। একদিন আজ্ঞা দিয়েছি, আজ আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় কারাগারে আবদ্ধ! এ স্থানে বায়ু-সঞ্চালনের পথ আছে, তথাপি কি দারুণ যন্ত্রণা! যখন বায়ু-পথ রুদ্ধ ক'রে দিল্লীর বার বিলাসিনী ফৈজির প্রাণ বিনাশ করেছিলেম, না জানি সে কত যন্ত্রণাই সহ্য করেছে—এখন মনে হচ্ছে! এখন মনে হচ্ছে, বিনা দোষে তার প্রাণবধ হ'য়েছে! বারনারী, বারনারীর আচরণ করেছিল, এই অপরাধে, তারে দারুণ যন্ত্রণা দিয়েছিলেম। সেই এক পাপেরই সমুচিত দণ্ড আমার হয় নাই! যৌবন-মদ, ধন-মদ, রাজ্য-মদ,—তোমরা ধন্য! তোমাদের তাড়নায়, একেবারে চৈতন্য বিলীন হয়। দুর্দ্দম মনোবেগ, যে দিকে ধাবিত হয়েছে, সেই কার্য্যই তৎক্ষণাৎ সমাধান করেছি। ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর দেখছেন, পাপের পরিণাম আছে, তা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মনে উদয় হয় নাই। সত্যই অনুতাপে কি প্রায়শ্চিত্ত হয়? জগদীশ্বর, আমার কি মার্জ্জনা আছে? প্রভু! অন্ধ, চৈতন্যহীন, নবাবিগর্ব্বে গর্ব্বিত, বহু অপরাধে অপরাধী! কিন্তু তুমি দয়াময়,—প্যায়গম্বর বলেন—তুমি দয়াময়, প্যায়গম্বরের বাক্য রক্ষা করো, আমার অনুতাপ গ্রহণ করো! (চমকিত হইয়া) এ কে?—

মহম্মদীবেগের প্রবেশ

মহম্মদীবেগ! তুমি কি আমার কারামুক্তির আজ্ঞা এনেছ? তুমি কি আমার উদ্ধারের জন্য এসেছ?

মহম্মদী। না।

সিরাজ। তবে হেথায় কেন? বুঝেছি, আমায় বধ করবার নিমিত্ত। এতক্ষণ দুনিয়া কেমন, আমার সম্পূর্ণ বোঝা হয় নি, এখন বুঝলেম! তুমি না মাতামহের অন্নে পালিত? মাতামহী না তোমায় পুত্রের মতন পালন করেছিলেন? মাতামহের যত্নে না তুমি সুশিক্ষিত?

ভাল শিক্ষা লাভ করেছ—আমার প্রাণবধে কৃত-সঙ্কল্প হয়ে এসেছ! এক সান্ত্বনা, বোধ হয় তোমার মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই! যদি তোমার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতো, পৃথিবী ভার সহ্য করতে পারতো না। এক ভিক্ষা আমায় দাও, আমি উদার আকাশ-তলে এক মুহূর্ত্ত জগদীশ্বরকে স্মরণ করি! না, অস্ত্র উন্মোচন কচ্ছ! জগদীশ্বর, আর অবকাশ নাই, অভাগার অন্তকালের অনুতাপ গ্রহণ করো!

মহম্মদীবেগের অস্ত্রাঘাত

আর না—আর না—হোসেনকুলি, তুমি কি তৃপ্ত? ফৈজি—ফৈজি—আর সম্মুখে উদয় হ'য়ো না, তোমার প্রেতাত্মার তৃপ্তি হওয়া উচিত! জগদীশ্বর!

মহম্মদীবেগের পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত ও সিরাজদ্দৌলার পতন—ওয়াটস্-পত্নী, ইংরাজ-সৈনিকদ্বয় ও লুৎফউন্নিসার বেগে প্রবেশ

ওয়াট্‌স্-পত্নী। Hold murderer.

সৈনিকদ্বয়ের মহম্মদীবেগকে ধৃতকরণ

Ah! too late.

লুৎফ। প্রাণেশ্বর — প্রাণেশ্বর — কোথায় গেলে? কথা কও, কথা কও! কোথায় ঘাতক? আমায় বধ করো—আমায় বধ করো। হায়,—হায়, ভগবান! বঙ্গেশ্বরের এই দশা! আমার অদৃষ্টে এই ছিল!

জহরা ও দুইজন দূতের প্রবেশ

১ দূত। একি? তোমরা যাও।

ওয়াট্‌স্-পত্নী। তোমরা কোন্ হ্যায়? মৃত নবাবের শবদেহে সেলাম প্রদান করিলে না?

২ দূত। কে নবাব? যাও মেম, চলে যাও,—নবাবের হুকুম, কেউ এখানে থাকতে পারবে না।

ওয়াট্‌স্-পত্নী। চুপ করো! এখানে নবাবের মৃত-দেহ রহিয়াছে, গোলমাল করিও না। গোলমাল করিলে, কে আমি, এখনই সম্‌ঝাইয়া দিব।

জহরা। মেম সাহেব, বর্ব্বর লোক, ওদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। ওদের অপরাধ নাই, ওরা আজ্ঞাবাহী। নবাব মীরজাফরের আজ্ঞায়, মৃতদেহ স্থানান্তরিত করতে হবে।

ওয়াট্‌স-পত্নী। Give time for pious grief to vent—বেগম সাহেবের ধার্ম্মিক রোদনের সময় প্রদান করো।

জহরা। মেম সাহেব, আর রোদনে ফল কি? রোদনে ফিরবে না। বেগম সাহেব ক'দিন অনাহারী, আপনি ল'য়ে গিয়ে শুশ্রূষা করুন, আমরা নবাবের অন্তিম-ক্রিয়ার উদ্যোগ করি।

ওয়াট্‌স্-পত্নী। বেগম সাব অনাহারে? Oh! Demoniac cruelty, ভূতের নিষ্ঠুরতা! বেগম সাব, আসুন, বৃথা রোদন করিবেন না;—রোদনে ফল হইবে না! স্বামীর স্মৃতি হৃদয়-মধ্যস্থানে রাখুন।

তৃতীয় দূতের প্রবেশ

৩ দূত। হস্তী প্রস্তুত, এখনও বিলম্ব কেন?

ওয়াট্‌স্-পত্নী। বেগম সাব, আসুন, ছোট আদমি সব আসিতেছে, আপনি আমার তাঁবুতে যাইলে, আমি মীরজাফর খাঁর নিকট যাইয়া নবাবী কবরের, নবাবের মত বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না। বড়ই আপশোষ রহিল, আপনি আমার স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিলেন,—আমি প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না।

লুৎফ। মেম সাহেব, দেখ, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির অবস্থা দেখ! এই দেখ কুসুম-দেহে শত শত অস্ত্রাঘাত! কই, তবু তো আমার প্রাণ বেরুলো না!

ওয়াট্‌স্-পত্নী। বেগম সাব, আমি তোমার ভগ্নি। আমি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইব, আমি তোমার দুঃখের কাহিনী বসিয়া শুনিব, আমি তোমার চক্ষের জল মুছাইব; আমি তোমার সহিত যাইয়া, তোমার স্বামীর কবরে আলো দিব,—দুইজনে জানু পাতিয়া বসিয়া, ঈশ্বরের নিকট তোমার স্বামীর পরকালের শান্তির কামনা করিব! এ সমস্ত দুশ্‌মন! দুশ্‌মনের নিকট কাতর হইবেন না, উঁহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিবেন না;—এ ভীষণ দৃশ্য অকারণ দেখিবেন না!

লুৎফ। বিবি—বিবি! আমার ন্যায় হতভাগিনী কি পৃথিবীতে আছে?

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। তুমি সতী, স্বামী-সোহাগিনী! পরীক্ষা-স্থানে দুঃখ পাইলে,—ঈশ্বরের স্থানে স্বামীর সঙ্গে একত্রে থাকিবে, একত্রে ঈশ্বর-পূজা করিবে,—আর বিচ্ছেদ হইবে না। (সৈন্যদ্বয়ের প্রতি) Come boys, release the brute.

[সৈনিকদ্বয়ের মহম্মদীবেগকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়াট্‌স্‌-পত্নী ও লুৎফউন্নিসার অনুগমন।

জহরা। এই যে—এখনো শোণিত উষ্ণ আছে! হোসেনের কবরে দেবো—হোসেনের কবরে দেবো! এখনো বিরাম নাই। হস্তী-পৃষ্ঠে মৃতদেহ নগর ভ্রমণ করবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাবো, তবে কবরশায়িনী হবো!

[জহরার প্রস্থান।

১ দূত। নাও, তোলো—হস্তীপৃষ্ঠে নিয়ে চলো। কোন মাহুত সম্মত হচ্ছে না, যুবরাজের কড়া হুকুম, আমাকেই হস্তী চালাতে হবে।

মহম্মদী। আমি হাতী চালাতে পারি—আমি হাতী চালাতে পারি।

১ দূত। বটে! তবে এক কাজ তো এই করছো, এ কাজও তুমি করো, তোমারই বাহাদুরি হোক। ঢ্যাঁট্‌রাটা পিটতে পারবে না! আহা—তুমি একা হ'য়েই প্যাঁচে পড়েছ!

মহম্মদী। নাও, ধরো।

[সকলের সিরাজদ্দৌলার মৃতদেহ উত্তোলন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—গোরস্থান

সিরাজদ্দৌলার পরিচ্ছদে করিম চাচা

করিম। ময়ূরের পোষাক কি বাবা দাঁড়কাকে সাজে? কোন ব্যাটাই তাড়া করে না, সর্বাচিন্‌ চেহারা দেখেই চিনে ফেলে! মুখ ঢেকেও চলে না, আওয়াজই যথেষ্ট। চণ্ডুখুরি আওয়াজই এক জুদো! এই যে, কে এক ব্যাটা আসছে, বুলি ছাড়বো না, মুখ ঢেকে বসি।

করিমের মুখ ঢাকিয়া উপবেশন—

বেগে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। এই যে জনাব—এই যে জনাব! জনাব—জনাব—

করিম। হুঁ!

মোহন। জনাব দেখুন, আমি মোহনলাল।

করিম। ও মোহন চাচা, তবে আর নবাবি ক'রে কি করবো? (উত্থান)

মোহন। কে ও, করিম চাচা! হেথায় কি কচ্চ?

করিম। কেন বাবা, নবাবি লুকোচুরি খেলছি।

মোহন। কি, কি, নবাব কোথা জানো?

করিম। এঃ, এ নবাব তোমারই পছন্দ হচ্ছে না, তা আর পাঁচ বেটা পছন্দ করবে কি বল? তা দেখ চাচা, সরে পড়, রায়দুর্লভ চাচা তোমায় বড় খুঁজছেন। তোমারও মাথার খুব দর, তোমার আধা-নবাবি মাথা হয়েছে!

মোহন। করিম চাচা, তুমি কোন সংবাদ বলতে পারো?

করিম। আমি নবাব হয়ে, নবাবকে করিম চাচা সাজিয়ে বিদায় দিয়েছিলুম—এই জানি। তারপরে বাবা, নবাব হয়ে চোখ ফুটোফুটি খেল্‌ছি। তা তো কোন ব্যাটা সেলাম দিতে এলো না।

মোহন। শুনছি না কি নবাব ধরা পড়েছেন? তাঁরে মুর্শিদাবাদে এনেছে?

করিম। তবে যদি করিম চাচা জুতোর জন্যে ধরা পড়ে থাকেন। জুতোর মহিমা তখন বুঝেও বুঝলুম না। ভাবলুম, কড়া জুতো পায়ে দিয়ে নবাব হাঁটতে পারবে না। এখন পাগড়ির মান গিয়ে, দিন দিন জুতোর মান বাড়তে চললো। এখন পাগড়িতে নয়, পোষাকে নয়, ভদ্রলোক ছোটলোক জুতোয় পরিচয় দেবে।

মোহন। করিম চাচা, তুমি যথার্থ রাজভক্ত! তুমি আপনি বিপন্ন হ'য়ে নবাবকে বাঁচাবার চেষ্টা পেয়েছ।

করিম। বাবা, ঘরে ব'সে এমন চেষ্টা অনেকেই করে। যদি ধরতো, খানিকক্ষণ তো নবাবি চল্‌তো। নবাবির জন্য সব মেতেছে, আমারও তো নবাবী প্রাণ। তা দেখ, তুমি

স'রে পড়ো। ঐ কারা আসছে, বল্লুম যে, তোমার মাথার দরও চড়া।

রায়দুর্লভ ও চারি জন সৈন্যের প্রবেশ

১ সৈন্য। এই যে মোহনলাল—এই যে মোহনলাল—

রায়দুঃ। ধরো, ধরো—বাঁধো।

মোহন। রায়দুর্লভ, আমায় ধরবার প্রয়াস পেয়ো না। তুমি ভীরু, বিশ্বাসঘাতক, অগ্রসর হয়ো না, তোমায় বধ করলে আমার অস্ত্রের কলঙ্ক!

রায়দুঃ। ধর—দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

১ সৈন্য। মহারাজ, লোক ডেকে আনি, আমরা ক'জনে পারবো না।

রায়দুঃ। ভীরু! (মোহনলালের দিকে অগ্রসর হওন)

করিম। চাচা, তোমার নুন খেয়েছি, এগিয়ো না, একটু পেছিয়ে পড়ো, মুহুনে বেটা বড় গোঁয়ার।

রায়দুঃ। ধরো, নইলে প্রাণবধ হবে।

মোহন। তবে তোমারই প্রাণবধ অগ্রে হোক। (অসি অর্দ্ধনিষ্কাসন)

সুসজ্জিতা জহরার বেগে প্রবেশ

জহরা। মোহনলাল — মোহনলাল — আর কেন অস্ত্র ধরছো? কার জন্য অস্ত্র ধরছো? নবাবের খণ্ড খণ্ড দেহ, হস্তীপৃষ্ঠে নগর ভ্রমণ করেছে। আমিনাবেগম রাস্তায় এসে বুক চাপড়ে কেঁদেছে, বৃদ্ধা নবাব-মহিষী রাস্তায় লুটোপুটি খেয়েছে, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে! এই দেখো, ধূলিমিশ্রিত রক্ত দেখো, হোসেন কুলির কবরে দেবো। দেখছো না—ফুল দিয়ে কবর সাজিয়েছি,—এই দেখ, আমিও সুসজ্জিতা হ'য়ে এসেছি। আজ হোসেনকুলির প্রেতাত্মা তৃপ্ত হ'য়ে কবরে নিদ্রা যাবে, আমিও তার পাশে শোবো। করিম, করিম, আর আমি জহরা নই—পতিপ্রাণা রমণী—পতির অনুগামিনী হবো।

মোহন। কি, কি—নবাব নাই! রায়দুর্লভ, ধরো—এই অস্ত্র ত্যাগ কচ্ছি। এই তরবারি, নবাব আমায় আদর ক'রে দিয়েছিলেন, সে অস্ত্র তোমার রক্তে কলুষিত করবো না! (অস্ত্রত্যাগ) রায়দুর্লভ,—মৃত্যু—সুখ, সে সুখের অধিকারী তোমায় করবো না। মহারাজ ছিলে, এখন ইংরাজের দাস হ'য়ে ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করো! দরিদ্র বণিকের উপাসনা করো, অধীনতা-শৃঙ্খল গলায় বেঁধে, ক্লাইবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুকুরের ন্যায় ভ্রমণ করো। যতদিন মনুষ্যের স্মৃতি থাকবে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তোমার নামে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করবে, তোমার বংশধরেরা, তোমার বংশে উদ্ভব ব'লে আপনাকে ঘৃণিত জ্ঞান করবে। ধরো—ধরো, ভয় নাই—আমি অস্ত্র ত্যাগ করেছি।

সৈনিকদ্বয়ের মোহনলালকে ধৃতকরণ

রায়দুঃ। দরবারে নিয়ে যাও।

[মোহনলালকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

(করিমের প্রতি) এ কে, কামিনীকান্ত?

করিম। কেন বাবা, এক্‌টিন নবাব বলো না?

রায়দুঃ। কামিনীকান্ত, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক? আমার অন্নে পালিত হ'য়ে নবাব সেজে দূতকে প্রতারিত করেছ? তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমায় ফিরিয়েছ?

করিম। নেমকহালাল চাচা, কি করবো, মাটির দোষ! আমিও তো বাবা বাঙ্গালী। দেখ্‌ছি বাবা সাত পুরুষের নেমক উগ্‌রে তুলে ফেল্‌ছে; আমি না হয় স্বকৃতভঙ্গ! এক পুরুষে নেমকহারামি করেছি!

রায়দুঃ। ধরো—বাঁধো—

করিম। চাচা, অনেক ধরা দেবার চেষ্টা করেছি, কোন ব্যাটা ধরে নি, তুমি আজ বড় ব্যাটার কাজ করলে। (জহরার প্রতি) বিবি, সেলাম! আরও কি দাঁওয়ে ঘুরছো?

জহরা। আমার ঘোরা শেষ হয়েছে, এখন তো আর জহরা নই, প্রেমিকা হোসেনা,—হোসেনের পদ-সেবিকা। প্রতিবিধিৎসা-জহরে জর্জ্জরীভূত হ'য়ে জহরা নাম গ্রহণ করেছিলেম। সে জহর নবাব-শোণিতে ধুয়ে গিয়েছে, এখন আমি পতি-পরায়ণা রমণী।

করিম। ভ্যালা মোর চাচী, খুব কারখানা দেখালে! তোমার অতটা না করলেও চলতো। এই রাজা-রাজড়া, আমির-ওমরাও আর ঘসেটী-বেগম হ'তেই কাজ রফা হ'তো। এত ক'রেও

ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটক আর গল্পের কেতাবেই শোভা পাবে! বেইমানের কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভ'রে যাবে, তোমার আমার জায়গা হবে না। বাহাদুরি তো নিলে, কিন্তু যে নবাব, হোসেনকুলিকে কেটেছিল, তার কিছু করতে পারলে না। সে ছিল মাতাল নবাব—আর এ হচ্ছে প্রজাপালক, নিরীহ নবাব! (রায়দুর্লভের প্রতি) রায়দুর্লভ চাচা, আলিবর্দ্দী মরবার সময় নবাবকে মদ ছাড়িয়ে নবাবী রোকটুকু কেড়ে নিয়ে, আর তোমাদের মত সাতশো রাক্ষুসীর হাতে পুতে সঁপে দিয়ে বড় কাজ করে গেছেন। ছোঁড়াটা ভ্যাবাচাকা মেরে গেল কিনা! পলাশীতে যদি দু'পেয়ালা মদ দিতে পারতাম, তাহলে তোমাদের বেইমানি খাটতো না, আর ক্লাইবেরও "হিপ্ হিপ্ হুররে" চলতো না! নবাব হাতীর উপর সোয়ার হ'য়ে বলতো—"লাগাও" —কেউ নবাব ছেড়ে তোমাদের দিকে দাঁড়াতো না। সব সাফ্ হ'য়ে যেতো, কাঁধের উপর কারো মাথা থাকতো না, যে মাথা তুলে আমায় ধমক মারতে! (জহরার প্রতি) চাচী সেলাম, এতটা কারখানা করলে, জোগাড় করে একটু নবাবকে বিষ দিলেই পারতে, বাঙ্গলাটা কেন জ্বালালে? তা যাও চাচী, তুমি আমি কে বাবা, খোদা মালিক!

রায়দুঃ। নিয়ে চলো!

[করিমকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

(জহরার প্রতি) জহরা! তুমি দরবারে এসো, নবাব তোমায় বিস্তর পুরস্কার দেবেন।

জহরা। সরে যাও—সরে যাও, বিশ্বাসঘাতক, প্রভুহন্তা সরে যাও; এ পবিত্র কবরভূমি কলুষিত করো না,—দূর হও। নারীর পতি সর্ব্বস্ব, পতি সার, পতি ধর্ম্ম, পতি স্বর্গ, আমি সেই পতির তৃপ্তির জন্য দুর্নীতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, আর তোমরা স্বার্থপর! তুচ্ছ পদ, ক্ষণস্থায়ী অর্থের জন্য জন্মভূমি কলঙ্কিত করেছ, হিন্দু নাম কলঙ্কিত করেছ, মুসলমান নাম কলঙ্কিত করেছ;—ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণিক ঐশ্বর্য্য-লালসায়, আলিবর্দ্দীর অন্নে পালিত হ'য়ে আলিবর্দ্দীর বংশধরের সর্ব্বনাশ করেছ, তার বংশধরকে হত্যা করেছ, তার পরিবারবর্গকে পথের ভিখারিণী করেছ! জেনো, ভগবান আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আমি পতিপরায়ণা। তোমাদের মার্জ্জনা নাই, তোমরা বিশ্বাসঘাতক। যাও, দূর হও, আর এক মুহূর্ত্ত এ পবিত্র স্থান কলুষিত ক'রো না। তাহ'লে আবার আমি জহরা হবো, নখাঘাতে তোমার চক্ষু উৎপাটিত করবো!

রায়দুঃ। (স্বগত) দানবী, দানবী!

[প্রস্থান।

জহরা। হোসেন, এই সিরাজের রক্ত নাও, আমায় পদ-প্রান্তে স্থান দাও। আর অতৃপ্ত থেকো না। বাঙ্গলা জ্বালিয়েছি, মুসলমান নাম কলুষিত করেছি। কি করবো, উপায় নাই! তোমার ভয়-ব্যাকুল মলিন মুখ দেখেছিলেম, তোমার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড দেখেছিলেম, খণ্ড দেহ হস্তী পৃষ্ঠে স্থাপিত দেখেছিলেম, হস্তীর পশ্চাৎ উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমণ করেছিলেম;—প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়েছিলেম। হোসেন মার্জ্জনা করো, চরণে স্থান দাও। (পতন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—সুসজ্জিত রাজপথ

নাগরিকগণ

গীত

উড়েছে কোম্পানীর নিশান।
বাহাদুর, কলির ঠাকুর,
ভুবন কাঁপায় যার কামান॥
ভারি দব্‌দবা এবার,
জুলুম চলবে না আর কার,
বর্গি মগ হলো পগার পার,—
সামনে এদের খাড়া হবে,
দুনিয়াতে কার এমন জান॥
থাকবে না ডাকাতি কুকি,
আঁধার রেতে চোরের উঁকি,
থাকবে না আর কুলনারীর
মানের দায়ে লুকোলুকি;
এবার রাজার রাজা পাল্‌বে প্রজা,
ছোট বড় এক সমান॥

[প্রস্থান।

ক্লাইব, কুট ও ওয়াল্‌সের প্রবেশ

ক্লাইব। Come to the palace with few chosen men, I smell treachery.

কুট। They are ready, Colonel!

উমিচাঁদের প্রবেশ

ক্লাইব। এ কে উমিচাঁদবাবু? বড় আপ্যায়িত হইলাম। আপনি কি নিমিত্ত হেথায় আসিয়াছেন?

উমি। সাহেব, আজই ত সব দেনা-পাওনা হবে। আপনাদের দাবি চুকিয়ে নেবেন, সেই সঙ্গে আমার সন্ধির টাকাটা আদায় করে দেবেন।

ক্লাইব। যেরূপ সন্ধিপত্রে আছে, সেইরূপ কার্য্যই হইবে।

উমি। আমার ত্রিশ লক্ষ টাকা, আর জহরতের সিকি। উকীল সাহেব জানেন।

ক্লাইব। ষাট লক্ষ টাকা হইলেও পাইবেন, সন্ধিতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই পাইবেন। আসুন—দরবারে চলুন।

উমি। (স্বগত) ষাট লক্ষ টাকা লিখিয়ে নিলেই হতো! বড় চুক্ গিয়েছে, বড় চুক্ গিয়েছে!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার

মীরজাফর, রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি

রাজবঃ। জাঁহাপনা, মোহনলাল ধরা পড়েছে।

মীরজাঃ। সে পড়ুক; এ দিকে সর্ব্বনাশ! ক্লাইব এখনই টাকা নিতে আসবে। অত টাকা তো রাজকোষে নাই;—কি হবে? টাকা না পেলে সে অগ্নিমূর্ত্তি হবে।

রাজবঃ। জনাবকে তো বলেছিলেম, যে গুপ্ত হত্যাকারী পাঠিয়ে বধ করুন।

মীরজাঃ। মহারাজ উন্মাদের ন্যায় কথা বলছেন। ক্লাইবকে বধ করে, এমন কেউ বাঙলায় জন্মগ্রহণ করে নাই। আর ফিরিঙ্গিরা জনে জনে ক্লাইব। টাকার দাবি হ'তে কিছুতে এড়ান্ পাওয়া যাবে না।

নেপথ্যে। জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়, জয় ক্লাইব সাহেবের জয়!

মীরজাঃ। ঐ আসছে।

ক্লাইব, ওয়াল্‌স ও উমিচাঁদের প্রবেশ

ক্লাইব। নবাব বাহাদুর, সেলাম।

মীরজাঃ। (সিংহাসন হইতে উঠিবার উপক্রম করিয়া) আসতে আজ্ঞা হয়—আসুন—আসুন।

ক্লাইব। নবাব বাহাদুর গদি হইতে উঠিবেন না! আমাদের তরফ হইতে সমস্ত কার্য্য হইয়াছে, জনাব গদি পাইয়াছেন, আপনার তরফে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করুন,—আমাদের টাকা চুকাইয়া দিন। Mr. Walls, read the treaty.

ওয়াল্‌সের আসল সন্ধিপত্র বাহির করণ

উমি। ও তো সন্ধিপত্র নয়, ও তো সন্ধিপত্র নয়,—সে যে লাল কাগজ। আমার নিকট তার নকল আছে, এই দেখুন।

ক্লাইব। এ কি জাল কাগজ আনিয়াছেন? আপনি অতি ধূর্ত্ত!

উমি। অ্যাঁ—অ্যাঁ, ওয়াট্‌স্ সাহেব ত্রিশ লক্ষ টাকা লিখে দিয়েছেন, আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

ক্লাইব। ওয়াট্‌স্ সাহেব কি করিয়াছে, হামি জানি না। উমিচাঁদ বাবু, হামাদিগকে অলপই বুঝিয়াছেন। তোমার মত লোক যদি হামাদিগকে ভুলাইতে পারিত, তাহা হইলে জাহাজ ভাসাইয়া এত দূর আসিতাম না। তুমি হামাদের ভয় দেখাইয়া, টাকা আদায় করিবে ভাবিয়াছিলে। হামরা ভয় পাই না! তুমি জাল সন্ধিপত্র ধুইয়া খাও। তুমি জালিয়াৎ, জাল করিয়াছ, যাও—নচেৎ তোমার দণ্ড হইবে। কলিকাতায় হামাদের আইন চলে। সেখানে এই জাল কাগজ দাখিল করিলে, তোমার

ফাঁসি হইত;—হামাদের আইনে জালের দণ্ড ফাঁসি! তুমি জালিয়াৎ, দরবার ছাড়িয়া চলিয়া যাও।

উমি। অ্যাঁ, অ্যাঁ—ওরে বাপ্ রে—কি জালিয়াৎ রে! ওরে বাপ্ রে, কি হলো।—মাগ-ছেলে মরেছিলো, সব স'য়েছিলো। ওরে, বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল! ত্রিশ লক্ষ টাকা—তার উপর জহরতের সিকি!—কি হলো রে—কি হলো!

ক্লাইব। Hold your tongue, you forgerer—তোমায় কলিকাতায় লইয়া গিয়া ফাঁসি দিব।

উমি। দাও, দাও—এখনি ফাঁসি দাও!—ত্রিশ লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকা!—হা টাকা—হা টাকা! টাকা—টাকা— (মূর্চ্ছা)

ক্লাইব। নবাব বাহাদুর, একে পাগলা গারদে পাঠান।

মীরজাঃ। কে আছ, একে নিয়ে যাও। শিবিকাযানে এঁরে আবাসে রেখে এসো।

[উমিচাঁদকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রস্থান।

নেপথ্যে উমি। টাকা—টাকা—হা টাকা—হা টাকা!

মোহনলাল ও করিমকে বন্দী করিয়া রায়দুর্লভ ও প্রহরীগণের প্রবেশ

রায়দুঃ। জনাব, এই মোহনলাল;—আর এই করিম চাচা, নবাবের বেশে আমাদের দূতকে প্রতারিত ক'রেছিল।

মীরজাঃ। করিম চাচা, তুমি এরূপ প্রতারক, আমার ধারণা ছিল না। তোমার প্রাণদণ্ড হবে!

করিম। মেরে তো ফেল্‌বে, দেহটা একবার হাতীর পিঠে ঘোরাবে না? শেষাশেষি পুরো নবাবিটে করতে দাও।

মীরজাঃ। বেইমান, তোমার এখনো ব্যঙ্গ?

করিম। বেইমানি তো আমার একচেটে নয়, আমি তো হেথায় হংস মধ্যে বকো যথা! বেইমানির যদি সাজা থাকতো, তাহলে সারি সারি মুণ্ড গড়াতো!

মীরজাঃ। এরে শূল দণ্ড দাও।

ক্লাইব। হামরা উপস্থিত আছি, ঐ দণ্ডটা মকুব করুন।

মীরজাঃ। সাহেব, তোমার অনুরোধ রক্ষা করলেম, কিন্তু এ নেমকহারাম শূলের যোগ্য। যাও, এর প্রাণবধ করো।

করিম। চাচা, বড় উচ্চপদ দিলে। বেই-মানিতে যদি তোমাদের উপর গিয়ে থাকি, তাহ'লে আমার বাহাদুরি বটে (ক্লাইবের প্রতি) সাহেব, সেলাম, বড় জবর লোক তুমি। বাঙ্গলা কি, সমস্ত ভারতই তোমাদের।

ক্লাইব। Thank you for your good wishes.

[করিমকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

মীরজাঃ। মোহনলাল, এখন তোমার সে গর্ব্ব কোথায়? সে দম্ভ কোথায়?

মোহন। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, কুলাঙ্গার, মুসলমান-কুল-কলঙ্ক, আমার দম্ভ সমানই আছে। লজ্জাহীন, নীচাত্মা, গোলামি-গদিতে ব'সে হুকুম দিচ্ছ? যার গদি তারে ছেড়ে দে, ক্লাইব সাহেবকে দে, যার পদে দেশ, মান, মর্য্যাদা, মনুষ্যত্ব সকলই বিক্রয় করেছিস্—তারে গদি দিয়ে তার পদপ্রান্তে ব'স। ক্রীতদাস, পরাধীন কুক্কুর, জীবনে-মরণে আমার সমান দম্ভ রইলো! বঙ্গবাসী-হৃদয়ে আমার চির আসন রইলো! ঘাতকের অস্ত্রে হত হয়ে আমার দম্ভ নষ্ট হবে না! তুমি ক্লাইবের ভারবাহী গর্দ্দভ হ'য়ে থাকো!

মীরজাঃ। শীঘ্র ল'য়ে যাও, বধ করো।

ক্লাইব। মোহনলাল, আপনি বীরপুরুষ। আপনাকে খোলোসা দিবার আমার এক্‌তার নাই, কিন্তু হামি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—you are a brave soldier. সত্যই বলিয়াছেন, মৃত্যুতে আপনার গৌরব খর্ব্ব হইবে না,—you are a patriot!

[মোহনলালকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

এখন তো জনাবের দুশ্‌মন সব মরিল! এখন আমাদের টাকা চুকাইয়া দেন। Mr. Walls, what's the amount?

ওয়াল্‌স। Seventeen million seven hundred thousand—এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ।

ক্লাইব। জনাব, হুকুম হয়।

মীরজাঃ। সাহেব, অত টাকা তো রাজ-কোষে নাই।

ক্লাইব। না থাকিল তো কি হইল? হামাদের টাকা চাই। জনাব, একঠো মজার বাত উঠিয়াছে, শুনিয়াছেন কি? এ টাকার জন্য না কি হামার প্রাণবধের হুকুম হইয়াছিল। এ ঝুট বাৎ, হামি বুঝিয়াছি। টাকা দিতে হইবে, যেরূপে হয়, টাকা দিন। আপনার নিজ জহরৎ বিক্রয় করুন, সম্পত্তি বিক্রয় করুন, কর্জ্জ করুন, টাকা দিতেই হইবে। হামরা জান দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, জনাবের টাকা দিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

মীরজাঃ। সাহেব, রাজকোষ যে এরূপ শূন্য, আমি কিরূপে জানবো? সমস্ত বিক্রয় ক'রে আমি অর্দ্ধেক টাকা সংগ্রহ করেছি। আর অর্দ্ধেক প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় ক'রে তিন বৎসরে পরিশোধ করবো, অঙ্গীকার কচ্ছি।

ক্লাইব। অঙ্গীকার করিতেছেন! আপনার অঙ্গীকার প্রত্যয় কিরূপে করিব? নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট, কোরাণ স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে তাহার পক্ষে লড়িবেন। আপনি অনেক অঙ্গীকার করেন!

রায়দুঃ। আমরা সকলে জামিন হচ্ছি।

ক্লাইব। হাঁ—জামিন হইতেছেন! শেঠজীর নিকট কর্জ্জ লইতে পারিতেন না? শেঠজীকে সরাইয়া দিয়াছেন। দুঃখিত হইলাম, আপনাদের জামিনে আমি প্রত্যয় করিতে পারিব না। আমি স্বচক্ষে রাজকোষ দেখিব, যদ্যপি সন্দেহ হয় যে, টাকা সরাইয়া রাখিয়াছেন, নবাবি-গদি বেচিয়া লইব।

ওয়াট্স্। (জনান্তিকে ক্লাইবের প্রতি) Possible there is no money, Shiraj has squandered all.

ক্লাইব। শুনুন নবাব;—তিন বৎসরে টাকা লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কাহাকেও বিস্-ওয়াস্ করিতে প্রস্তুত নই। নবাব সিরাজদ্দৌলা খারাপ ছিল মানি! কিন্তু আপনারাই তাহাকে তক্তায় বসাইয়াছিলেন, আপনারাই ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তাহাকে নবাব বলিয়াছিলেন, আপনারা শপথ করিয়া তাহার প্রজা হইয়াছিলেন, সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন!—এ অঙ্গীকারও ভুলিতে পারেন। হামার তাঁবুতে আসুন। যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়, তথায় গিয়া করিবেন। ঐ যে মোহনলাল—যাহাকে ধরিয়া আপনার দূত লইয়া গেল—সে জামিন হইলে, আমি প্রত্যয় করিতাম। গদি ছাড়িয়া উঠুন, আমার তাঁবুতে আসুন। আইসেন, বিলম্ব করিতে পারিব না।

মীরজাঃ। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) পরমেশ্বর! এই নবাবি পেলেম!

ক্লাইব। কৈ হ্যায়—নবাব বাহাদুরকা জুতা ঘুমায়ে দেও।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

খোসবাগ—দীপমালা-শোভিত
সিরাজের সমাধি-মন্দির

লুৎফউন্নিসা

লুৎফ। (জানু পাতিয়া) জগদীশ্বর, রাজ্যেশ্বর ধরণী-শয়নে! ঘোর অশান্তিতাপে জীবন-তাপ নির্ব্বাপিত হ'য়েছে।—প্রভু! ভৃত্যের উপর শান্তিবারি বর্ষণ করো। কুটীল সংসার-সংগ্রামে পরিশ্রান্ত, কৃতঘ্নের অস্ত্রাঘাতে ব্যথিত, কৈশোরে সন্তাপিত, রাজ্যভারে নিপীড়িত; দেখো প্রভু! সন্তানকে চরণে স্থান দিয়ো! যে দিন তোমার ভেরী বাজবে, সমাধির মোহনিদ্রা ভঙ্গ হবে, সেদিন যেন জাগরিত পতির সঙ্গে তোমার শ্রীচরণ, দেবদূতের সঙ্গে পূজা করতে পারি। হে অন্তর্য্যামিন্, সতীর অন্তর-ব্যথা বোঝো! পতি মহানিদ্রাগত, সংসার শূন্য, কেবল একমাত্র প্রভু তুমি ধ্রুবতারা! শান্তিময়, আমার স্বামীর শান্তি-বিধান করো! সেই শান্তিবারিতে আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত করি! প্রভু—প্রভু! অনাথার প্রার্থনা গ্রহণ করো।

পুষ্প লইয়া ওয়াট্স্-পত্নীর প্রবেশ

ওয়াট্স্-পত্নী। বেগম সাব, তোমার স্বামীর সমাধিতে ফুল দিতে আসিয়াছি। তোমার সঙ্গে একত্রে আমি তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করিব। যতদিন এ স্থানে থাকিব, তোমার সহিত এই সমাধিতে আলো দিতে আসিব।

লুৎফ। মেম সাহেব—চিরদিনের জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী, এ ঋণ পরিশোধ হবে না। কেবল আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, পতিসোহাগিনী হ'য়ে আনন্দে জীবন যাপন করো!

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। বেগম সাব,—তুমি আমায় স্বামী দিয়াছিলে, আমি তোমার স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিলাম না,—এ দুঃখ চিরদিন আমার হৃদয়ে থাকিবে। আমি চক্ষের জলের সহিত তোমার স্বামীকে ফুল দিই!

সমাধিতে পুষ্পবর্ষণপূর্ব্বক
জানু পাতিয়া প্রার্থনাকরণ

লুৎফউন্নিসা। গীত

ধীরে বহ সমীরণ।
অতিশ্রান্ত প্রাণকান্ত নিদ্রায় মগন॥
সুধা ঢাল সুধাকর, সন্তাপিত প্রাণেশ্বর,
প্রহরী তারকা রাখ সমাধি-ভবন॥
মেদিনি! অঙ্কের পরে, যত্নে রাখ রাজ্যেশ্বরে,
শ্যামল অঞ্চলে, মাগো, করি আবরণ॥
নিশির শিশির দল, মাখি ফুল-পরিমল,
মম আঁখি বারি সনে করো বরিষণ॥
দেবদূত স্বর্ণকান্তি, বিতর বিমল শান্তি,
শিয়রে বিকাশ ধীরে সুরম্য স্বপন॥

যবনিকা পতন

বলিদান

[সামাজিক নাটক]

(১৩১১ সাল, ২৬শে চৈত্র, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

করুণাময় বসু (গৃহস্থ ভদ্রলোক)। রূপচাঁদ মিত্র (জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি)। দুলালচাঁদ (ধনাঢ্য ব্যক্তির চরিত্রহীন আহ্লাদে পুত্র)। মোহিতমোহন মিত্র (করুণাময়ের বড় জামাতা)। ঘনশ্যাম ঘোষ (করুণাময়ের ধনাঢ্য প্রতিবেশী)। কিশোর (ঘনশ্যামের পুত্র)। কালী ঘটক (ঘটক)। রমানাথ (মোহিতের দূরসম্পর্কীয় মাতুল)। নলিন (করুণাময়ের পুত্র)। মুকুন্দলাল সরকার (করুণাময়ের মধ্যম জামাতা)। মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্ক (মুকুন্দলালের প্রথমপক্ষের পুত্রদ্বয়)। রামলাল (ঘনশ্যামের জামাতা—ভাবিনীর স্বামী)।

বান্ধবসমিতির সভ্যগণ, উকীল, ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার, পুরোহিত, মুদি, গোয়ালা, সন্দেশওয়ালা, শালওয়ালা, বেলিফ, পানওয়ালা, হীরে, ছদ্মবেশী অন্ধ ও খঞ্জ, পরামানিক, পাহারাওয়ালাগণ, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ, উড়ে বেহারাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

সরস্বতী (করুণাময়ের স্ত্রী)। যশোমতী (রূপচাঁদ মিত্রের স্ত্রী)। রাজলক্ষ্মী (ঘনশ্যামের স্ত্রী)। জোবি পাগ্‌লী (রমানাথের অপরিচিতা স্ত্রী)। মাতঙ্গিনী (মোহিতমোহনের মাতা)। কিরণময়ী (করুণাময়ের প্রথমা কন্যা)। হিরণ্ময়ী (করুণাময়ের দ্বিতীয়া কন্যা)। জ্যোতির্ম্ময়ী (করুণাময়ের তৃতীয়া কন্যা)। ভাবিনী (ঘনশ্যামের কন্যা)।

প্রতিবেশিনীগণ, রামী ঘট্‌কী, ঝিগণ, কলুবউ, গোয়ালিনী, নীচজাতীয়া স্ত্রীগণ, ছদ্মবেশিনী বিধবা ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—কলিকাতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুর সংলগ্ন বহির্ব্বাটীর ঘর

করুণাময় ও সরস্বতী

সরস্বতী। এখন কেমন আছ?

করুণাময়। ভাল, কিরণ কোথা?

সর। কাল সমস্ত রাত তোমায় বাতাস ক'রেছিল, এই ভোরের বেলায় আমি তারে একটু শুতে বলেছি; যাবে না, আমি তারে জোর ক'রে পাঠিয়েছি।

করুণা। কিরণ আমায় বাতাস ক'চ্ছিল, আমি কি ক'রেছি জান?

সর। কাল তোমার বড্ড অসুখ গিয়েছে, সমস্ত রাত ছট্‌ফট্‌ ক'রেছ।

করুণা। আমি বাপ হ'য়ে তার মৃত্যু-কামনা ক'রেছি।

সর। ছিঃ ছিঃ—ও কথা মুখে এনো না। কিরণকে তুমি যা ভালবাস, আমি তা বাসি না।

করুণা। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, সত্যই মৃত্যু-কামনা ক'রেছি। কিরণ আমাদের শত্রু, কিরণ হ'তে সর্ব্বনাশ হবে। ওঃ, কন্যাদায়—কন্যাদায়! গৃহস্থ-ঘরে কি সর্ব্বনাশ!

সর। তুমি কেন আর অত ভাবছ, বর কি আর জুট্‌বে না?

করুণা। ওঃ, কি চমৎকার! যে কিরণকে আফিসে কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মনে হতো, ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি, যে কাছে না ব'স্‌লে আমার খাওয়া হ'তো না, যার প্রফুল্ল মুখ দেখে আমার সাধ মিট্‌তো না, সেই কিরণ সাম্‌নে এলে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়।

সর। হ্যাঁগা, তোমার সব বাওচাল্লি! তুমি অত ভাব কেন? মেয়ে কি কারো হয় না? বর কি আর জুট্‌বে না?

করুণা। মেয়ে হয়, কিন্তু এমন স্নেহ-

পুত্তলি মেয়ে আর কার আছে? আহা! কিরণ আমা ভিন্ন জানে না। এই বালিকা, আমার একটু অসুখ দেখে সমস্ত রাত বাতাস ক'রেছে, আমার মুখ ভার দেখ্‌লে কিরণের চোখে জল আসে, সেই কিরণকে আমি কার ঘরে বিলিয়ে দেব! ওঃ, দুনিয়ায় টাকাই সর্ব্বস্ব! হায় হায়, যদি বঙ্গজ প্রভৃতি কায়স্থের সঙ্গে বিবাহ-প্রথা চলন হয়, তা হ'লে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু সমাজ তা কি দেবেন? ধর্ম্মভীতু সমাজ বলেন, জাত যাবে; কথা উত্থাপন হ'লে নাক সেট্‌কান, এদিকে যে ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ, তা দেখেন না! ওঃ, কিরণ আমার কণ্টক হ'লো!

সর। অত ভাব্‌ছ কেন? আমাদের যেমন অবস্থা, তেম্‌নি ঘর-বর দেখে সম্বন্ধ করো। গেরস্থ ঘর হয়, আনে নেয় খায়, ছেলেটি পড়া-শুনা করে, কাণা-খোঁড়া না হয়, তা হ'লেই হ'ল।

করুণা। গেরস্থ ঘর, আনে নেয় খায়, ছেলেটি পড়া-শুনা করে, কাণা-খোঁড়া নয়, তার দর জানো? পাঁচ হাজার টাকা! আমায় বেচ্‌লেও হবে না।

সর। হ্যাঁ, পাঁচ হাজার টাকা! মেয়ের বিয়ে কেউ আর দিচ্ছে না—নয়?

করুণা। তুমিও বিয়ে দিতে চাও—দাও! ঘটক তিন চারিটি সম্বন্ধ এনেছে।

সর। তা বেশ, ওরই মধ্যে দেখে শুনে একটি দাও না!

করুণা। আগে সম্বন্ধটাই শোন। প্রথমটির বাপের আড়াই কাঠা জমির উপর একখানি বাড়ী। শুন্‌তে পাই, সেই বাড়ী বাঁধা দিয়ে দু'খানি ঘর তুলেছে! আঠার বছরের ছেলে, স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, বাপের অন্ন ধ্বংসান আর সখের থিয়েটার করেন। তাঁর দর হাজার টাকা নগদ, হাজার টাকার গহনা, খাট-বিছানা, ঘড়ীর চেন,—তিন হাজার টাকার ধাক্কা। আর একটি ছেলের বাড়ী-ঘর-দোর নেই, কল্‌কাতায় বোনের বাড়ী এসে পড়া-শুনা ক'র্‌ছে, এখনও একটা পাশ করে নাই, তারও খাঁই দু'হাজার টাকার কম নয়। আর এক-জনের বাপ চীনেবাজারের মুহুরী, শুন্‌তে পাই, দেশে বাড়ী-ঘর-দোর আছে, কল্‌কাতায় দু'খানি ঘর ভাড়া ক'রে বাপ-বেটায় থাকেন। ছেলেও নাকি দিনকতক বাদে বাপের সঙ্গে চীনেবাজারে বেরোবেন। ছেলেবেলায় ব্যামো হ'য়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, ইংরাজি পড়া-শুনো হয় নাই। এরও ওজন-দরে সোণা চাই, ঘড়ী-ঘড়ীর চেন চাই। আর একজনের বাপ কোন্‌ হৌসে চাক্‌রি ক'ত্তেন, চোর বদ্‌নাম নিয়ে বাড়ীতে ব'সে আছেন। ছেলে দু'বার পুলিসে জরিমানা দিয়েছেন, হ্যান্ডনোটের দালালি করেন, মাসের মধ্যে পনের দিন বাড়ী থাকেন না। তাঁর বে ক'র্‌তে বড় ইচ্ছা নাই, তবে এক রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব হ'লে, ঘটক ঠাকুরের প্রতি কৃপা ক'রে আর ক'নের বাপের মাথা কিনে বে ক'র্‌তে রাজী হ'তে পারেন। এখন দেখ,—কোন্‌ পাত্র পছন্দ ক'র্‌বে?

সর। হ্যাঁগা, তা ঘরে ঘরে তো এই বিপদ, কেউ কোন উপায় করে না? এই যে কত সভা করে, কত কি করে, যাতে লোকের জাত-কুল রক্ষা হয়, এমন কিছু কেউ করে না?

করুণা। যার ছেলে আছে, সে দাঁও ক'সে ব'সে আছে; আর যার মেয়ে আছে, সে আমার মত ফ্যা ফ্যা করে, আর তার ঘরের গিন্নী, তোমার মত বলে, "হ্যাঁগা, এর উপায় কেউ করে না গা?" যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, যাঁরা যাঁরা মেয়ের বে'তে খরচ কমাবার সভা করেন, তাঁদের ছেলেটির সঙ্গে মেয়ের বে দিতে চাইলে বলেন, —"আমার ছেলের এখন বে দেবার সময় নয়।" ঘটক পাঠিয়ে খুঁজছেন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়বে। যিনি সভায় হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা ক'রেছিলেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছিলুম, তাতে তিনি আমার সঙ্গে তিন দিন দেখা করেন নাই।

সর। দেখ, দোজপক্ষের বর দেখ, এমন তো সব দিচ্ছে।

করুণা। সেও বরের একটু কম বয়স হ'লে ছোট খাঁই নয়। তবে দুটি তিনটি ছেলে থাকে, বয়স ঢল্‌কে থাকে, মাইনে হাতে মাখ্‌তে না কুলোয়, এমন বরকে দিতে চাও তো শ পাঁচেক টাকাতে হয়।

সর। না, ঘটকগুলো কোন কর্ম্মের নয়; আমি বিন্দী ঘট্‌কীকে ডাকাচ্ছি। এই যে

সরকারদের মেয়ের বে দিলে; কি ন'শো পঞ্চাশ লাগ্‌লো?

করুণা। বে'র ছ'মাস পেরোয় নাই, বর ক্যাস ভেঙ্গে জেলে গিয়েছেন, তা তো জান? মেয়েটি এখন গলায় প'ড়েছে।

সর। ও অদৃষ্টের কথা।

করুণা। অদৃষ্টের কথাই বটে, যখন মেয়ে বিইয়েছ, তখন আমাদের সকলেরই পোড়া অদৃষ্ট। উমানাথের সম্বন্ধ শুনে রাগ ক'রে-ছিলুম, কিন্তু আমাদের অবস্থার উপযুক্ত সম্বন্ধই সে এনেছিল।

সর। কি সম্বন্ধ শুনি?

করুণা। শুন্‌বে আর কি, তোমাদের পাড়ার হরবিলাস মিত্রের সঙ্গে সে কিরণের বে দিতে বলে।

সর। ও মা, সেই তেজপক্ষের ঘাটের মড়া! বলে কি গো! আজ মেয়ের বে দিয়ে আন্‌বো, কাল মেয়ের হবিষ্যির মাল্‌সা চড়াব!

করুণা। গিন্নি, অমন নাক সিট্‌কো না। সে যা ব'লে গেছে, খুব ন্যায্যই ব'লে গেছে। এই বাড়ীখানা আর তোমার গায়ের দু'খানা গয়না, এই বলেই না বর মনে ধ'চ্ছে না, পাঁচটা খোঁজাখুঁজি ক'চ্ছ!

সর। হ্যাঁগা, তুমি ও কথা মুখে আন্‌চো কি করে?

করুণা। গিন্নি, বড় দুঃখেই মুখে আন্‌ছি। কিরণ যখন পেটে, আমি বন্ধু-বান্ধবদের ব'লতুম্, যদি মেয়ে হয় তো খাওয়াব, ছেলে হ'লে খাওয়াব না। গলাবাজি ক'রে তর্ক ক'রেছি, ছেলে-মেয়ের প্রভেদ কি? কি প্রভেদ—তা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি!

নেপথ্যে কালী ঘটক। বোস্‌জা ম'শায় বাড়ী আছেন?

করুণা। এসো, উপরেই এসো।

সর। কালী ঘটক বুঝি?

করুণা। হ্যাঁ, দোরের পাশ থেকে শোনো না, বরের বাজার কেমন।

[সরস্বতীর প্রস্থান।

কালী ঘটকের প্রবেশ

কালী। বোস্‌জা ম'শায়, আপনার আজ সুপ্রভাত! আপনি যেমন চান তেমনটি ঠিক ক'রে এসেছি। এখন আমায় বিদেয় কি ক'র্‌বেন বলুন?

করুণা। কি সম্বন্ধটাই শুনি।

কালী। ছেলে কালেজে পড়্‌ছে, এনট্রেন্সে জলপানি পেয়েছে। দোষের মধ্যে বাপ নাই। দেখ্‌তে কার্ত্তিক, দু'টি ভাই। মিন্সে চাপা ছিল, বিষয়-আসয় যা ক'রে গেছে, তাতে তিন পুরুষ চাক্‌রি না ক'র্‌লে চ'ল্‌বে। বাড়ী, ঘর, ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমি, কোম্পানীর কাগজ! আর মাগীর তিন সুট জড়োয়া গয়না, একখানি বেচে নি, বলে, 'দু-বউ সাজিয়ে ঘরে তুলবো'।

করুণা। এখন কামড় কি রকম বল?

কালী। না, সে আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। আমার মুখে মেয়েটির কথা শুনেই মাগী চ'লে প'ড়েছে। বলে, 'তাঁর ঝি-জামাই, তিনি যা দিয়ে সন্তুষ্ট হন।' আমি তিন হাজার টাকার ভেতর সেরে দেব।

করুণা। কালী ঠাকুর, তিন হাজার টাকা যে আমায় বেচ্‌লেও হবে না।

কালী। বোসজা মশায়, বলেন কি? বর বাঁধা রোস্‌নাই ক'রে আস্‌বে, সে মজ্‌লিসে এক রকম সাজিয়ে-গুজিয়ে তো আপনাকে মেয়ে বার ক'র্‌তে হবে। আমি বল্‌ছি, এ সম্বন্ধ ছাড়বেন না। যেমন ক'রে হয়, ধার-ধোর ক'রে মেয়েটিকে দেন। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আপনার ঝি-জামাই বেঁচে থাক্‌লে আর দুটির জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। (নেপথ্য হইতে সরস্বতী দোর নাড়িল) ঐ দেখুন, বাসুকীর মাথা নড়েছে। মা, সব শুনলেন তো? বোস্‌জা ম'শায়ের মত করুন। আমি ঘনশ্যাম-বাবুর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, তিনি আবার পুজোয় বোসবেন, দেখা হবে না! যদি মত হয়, কাল গায়ে হলুদ, পরশু বে। মাগী বলে, 'কালাশৌচ গিয়েছে, আর কুলকর্ম্ম বাকী রাখবো না। এ লগ্ন ছাড়্‌লে অকাল পড়বে, তিন মাস আর কোন শুভকার্য্য হবে না।'

করুণা। মত হ'লেও এত শীগ্‌গির কি ক'রে জোগাড় করি? আর অত কি ক'রে পার্‌বো? তবে আমার যেমন আওহাল, তার উপরেও মরে বেঁচে দেখ্‌তে পারি; সবই তো জানো, (দোরের পার্শ্ব হইতে সঙ্কেত হওয়ায়,

করুণাময়ের দোরের নিকট গিয়া অন্তরাল হইতে সরস্বতীর সহিত পরামর্শ করণ)

কালী। ক'ল্‌কাতা সহর—জোগাড়ের ভাবনা কি ম'শায়! গয়না না তোয়ের হয়, টাকা ধ'রে দেবেন। গিন্নীর গয়না দিয়ে মেয়ে সাজিয়ে বা'র ক'র্‌বেন।

করুণা। ওহে, সকল জোগাড়ের মূল জোগাড় হ'চ্ছে—টাকা। আর তারা মেয়ে দেখ্‌লে না, আমি ছেলে দেখ্‌লেম না, মত কি ক'রে করি বল?

কালী। তাদের ক'নে দেখ্‌বার আবশ্যক নাই, তারা সব খবর নিয়েছে, তারা কেবল একবার এসে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে যাবে, আর সেই সঙ্গে পত্র। তার আগে আপনি ছেলে দেখে আসুন। আর খবর নেন্‌, পাড়ার সকলেই জানে। পাত্র ঘনশ্যামবাবুর ছেলের সঙ্গে এক কালেজেই পড়ে, তাঁর ঠেঙে খবর নিতে পারবেন।

করুণা। আচ্ছা, তুমি এখন এসো। আমি তোমায় খবর দেব।

কালী। যে আজ্ঞে। (নেপথ্যে সরস্বতীর প্রতি) মা, আমি ব্রাহ্মণ, খবরদার, এ সম্বন্ধ হাতছাড়া ক'রবেন না—ক'রবেন না; যেমন ক'রে হোক, বোসজা ম'শায়ের মত করুন। নইলে ধুনী ঘটকীর হাতে পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে, সেই মেয়ে ঘরে আন্‌বে। আমি দম্‌সম্‌ দিয়ে এই মেয়েতে মত করিয়েছি।

[কালী ঘটকের প্রস্থান।

সর। (বাহির হইয়া) হ্যাঁ গা, তুমি এখনো দু'মত ক'রছ? এ সম্বন্ধ ছাড়ে? বাঁধা-সাঁধা দিয়ে যেমন ক'রে হোক, বিয়ে দাও। আর কি ভাব্‌ছ?

করুণা। গিন্নি, ভাবছি অনেক। হাতে তিনশো খানি টাকা আছে, বাকী সব ধার। ভরসার মধ্যে তালপাতার ছাউনি চাক্‌রিটুকু। কথার ভাব বুঝেছ, দু-হাজার টাকার কম হবে না। আমি কোত্থেকে কি করি? দেখ, ঐ রামীর পাত্রকেই ঠিক করা যাক্‌।

সর। কি ব'লছ? স্বচক্ষে যে কু'জো, খোঁড়া, হাড়বয়াটে বর দেখে এলে!

করুণা। আচ্ছা, দোজপক্ষের পাত্রটি, কি বল?

সর। হ্যাঁ, চাল নেই, চুলো নেই, দু'দুটো সতীনপো! এ সম্বন্ধ ছেড়ে, তুমি জন্মদাতা হ'য়ে এ কথা মুখে আনলে কেমন করে? মেয়েটা আজন্ম দুঃখ পাবে, এই কি তোমার ইচ্ছে?

করুণা। আমার আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? কাঙ্গালের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? বাড়ী বাঁধা দিয়ে দু-হাজার টাকা কর্জ্জ ক'রলে, মনে ক'র্‌ছ কি এ টাকা জন্মে শোধ যাবে? এক মেয়ে নিয়ে কি সগুষ্টি ম'জ্‌তে বলো? তারপর ছেলেটি হ'য়েছে, তারে মানুষ করা চাই, লেখা-পড়া শেখান চাই; আজকালকার লেখাপড়া শেখান বড় সোজা নয়।

সর। তুমি বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান্‌, তোমায় কি বোঝাব! মেয়ে হ'লে দায়ে পড়তে হয়, এ তো সকলেই বরাবর জানে। তা হ'লে আমাদের সংসার-ধর্ম্ম করা ভাল হয় নাই। পেটের মেয়ে, তাকে তুমি দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিতে চাও? এখনো বাড়ী আছে, আমার গায়ে গহনা আছে। ছেলে-মেয়ের জন্য সংসার-ধর্ম্ম, ছেলে-মেয়ের জন্যই সব।

করুণা। তুমি কি মেয়ের বিয়ে দিয়ে পথে ব'সতে চাও?

সর। বরাতে থাকে, পথে ব'স্‌বো। কাল পথে ব'স্‌বো ব'লে আজ মেয়েকে জলে ফেলে দেব কেন? তোমার যতদূর সাধ্য করো।

করুণা। তারপর আর দুটির? মেজোটির তো এই সঙ্গে বে দিলেই হয়। দু'বছরের ছোটবড়, তবে তেমন বাড়ন্ত গড়ন নয় ব'লেই যা বলো।

সর। আর দুটি মেয়ের বরাতে যা আছে —হবে। হিরণকে এখন দু'বছর রাখলে চলবে। কাল্‌কের ঘরে অন্ন নেই বলে আজকের বাড়া ভাতে ছাই দেব কেন? বাবা ব'ল্‌তেন, 'ভাল পাত্রে কন্যা দান ক'র্‌তে পার্‌লে, এক মেয়ে হ'তে সাত বেটার কাজ হয়।' আর এমন দিন যে চিরকাল যাবে, তা নয়; এর চেয়ে ভালও হ'তে পারে, মন্দও হ'তে পারে। তুমি ব্যাটা ছেলে, বুক-ভাঙ্গা হও কেন?

করুণা। গিন্নি, আমিও ওসব কথা মনে ক'রতুম, আমিও ও সব লোক্‌কে উপদেশ দিয়েছি। ভাল আর ছাই হবে, এই দশ বছরে

দেড় শো টাকাও মাইনে হয় নাই। গিন্নি, সংসার বড় কঠিন! এ বন্ধু-বান্ধবহীন অরণ্য! আগে বুঝে না চল্লে, পরে নিশ্চয় পস্তাতে হবে।

সর। দেখ, পরে কি হবে, কেউ জানে না। সংসারে সুখ-দুঃখের হাত কেউ ছাড়ায় না। ভালই হোক, মন্দই হোক, ধর্ম্মের মুখ চেয়ে চ'ল্তে হয়; আপনার সন্তানের শত্রু হ'য়ো না। যদি বাড়ীখানিই যায়, বদ্খেয়ালি ক'রে যাবে না, যাবে মেয়ের বে দিয়ে। তুমি ভেবো না, অদৃষ্টে যা আছে হবে।

করুণা। অদৃষ্টে যা আছে, তা দিব্যচক্ষে দেখ্তে পাচ্ছি—গাছতলা, গাছতলা! টাকা ধার ক'রে বে দিয়েই পার পাবে না, একবৎসর তত্ত্ব-তাবাস ক'র্তে হবে, সেও জেনো, কম ক'রে পাঁচশো টাকার ধাক্কা।

সর। দেখ, টেনেটুনে সংসার খরচ করা যাবে। এখন মেয়ে তো পার করো, তারপর তখন দেখা যাবে। তত্ত্বতাবাস না ক'র্তে পারো, নেই ক'র্বে।

করুণা। ভাল, যা বোঝো, আমি বাড়ী বাঁধার জোগাড় করিগে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মোহিতমোহনের বহির্ব্বাটীর উঠান

মোহিতমোহন ও কালী ঘটক

কালী। আপনি নিজের চক্ষে দেখে আসুন। একটি গউন কিনে এনে পাঠিয়ে দেন, সেইটি পরিয়ে মেয়েটিকে বা'র ক'র্বো; যদি আপনি ইহুদীদের মেয়ে না ঠাওরান, তখন আমায় ব'ল্বেন।

মোহিত। লেখাপড়া জানে?

কালী। আদরের মেয়ে, বিবি রেখে লেখা-পড়া শিখিয়েছে; আর যে অ্যাক্টো করে, তা যদি শোনেন, তা হ'লে আপনি থ্যায়েটারে যাওয়া ছেড়ে দেবেন। বোডি গায়ে দিয়ে, বিনুনি ঝুলিয়ে, হারমোনাম বাজিয়ে যে গান করে, শুন্লে মনে ক'র্বেন, যেন গহরজান বায়নায় এসেছে।

মোহিত। রসিকা তো?

কালী। লাটক পড়্চে, নভেল পড়্চে, মুচ্কি মুচ্কি একটু হাস্চে, মুখে পাউডার দিচ্চে, বুরুস দিয়ে সিঁথে বাগাচ্চে, আর সিল্কের রুমালে এসেন্স ঢেলে খালি নাকের গোড়ায় লাড়্চে। যদি হাঁড়ি-হেঁসেলের নাম ক'রেছ, অম্নি মূর্চ্ছো যাবে। আপনি দেখেই আসুন না। বলে—

"কাণ্ডিপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ।
ছয়দিনে উত্তরিল অশ্বমনোরথ॥"

তবে গিন্নীঠাক্রুণ বড় একটু কামড় করেন, সেইটে আপনাকে বুঝিয়ে ব'ল্তে হবে।

মাতঙ্গিনীর প্রবেশ

মাতঙ্গিনী। কি ঘটক ঠাকুর, আমার মোহিতের সম্বন্ধ করা তোমার কর্ম্ম নয়।

মোহিত। কার কর্ম্ম নয়? দিগ্মি ঘট্কীর ক'নের সঙ্গে আমার বে দেবে মনে ক'রেছ? তা হচ্ছে না। এই মেয়ের সঙ্গে হয়, বে করবো, নইলে আমি বে ক'র্বো না, এই তোমায় এক কথায় ব'লে দিচ্ছি।

কালী। গিন্নীঠাক্রুণ, কি সম্বন্ধটা এনেছি, একবার কাণ পেতে শুনুন। করুণাময় বোসের বড় মেয়ে, তোমায় কুল ক'র্তে হবে, নৈকুষ্যি কুলীন, যারে তোম্রা মুখ্যি বলো, এই এক দফা গেল; দু'সুট গহনা—একসুট জড়োয়া, এক সুট সোণা, এক একখানা গহনা যেন শীল; ঘড়ী-ঘড়ীর চেন, হীরের আংটী খাট-বিছানা, দানসামগ্রী তো আছেই।

মাতঙ্গিনী। নগদ?

কালী। ওইটি আট্কাচ্চে, ওই একটি তার গোঁ। বলে, 'আমার বাড়ী কুল ক'র্বেন, আমি টাকা দেব?' তবে যৌতুক একখানা হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দেবে বটে।

মাতঙ্গিনী। পোড়া কপাল হাজার টাকার। মোহিতের মন হ'য়েছে, তাই কম-জমে রাজী হচ্ছি, দু-হাজার টাকা দিতে ব'লগে। আর সোণার গয়না আমি দু'শো ভরি ওজন ক'রে নেব। আর এখন সোণার দানসামগ্রী হয়েছে, রুপোর চল্বে না। আমার পাশ-করা ছেলে, একখানা বাড়ী দিলে তবে ঠিক হয়।

মোহিত। মা, তুমি পেড়াপীড়ি ক'রতে চাও করো, আমি মানা কচ্ছি নে; কিন্তু যদি

এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও, মোহিতমোহন Bachelor থাক্‌চেন, আর কলেজ ছেড়ে বিলেত চ'লে যাচ্ছেন। মনে ক'রেছিলুম, F. A. Examine আর একবার দেব, তা হচ্চে না।

মাতঙ্গিনী। নে নে চুপ কর। তোর আমি বড় মন্দকারী কি না? এই যে দু'বার ফেল হ'য়ে প্রথম পাশ দিতে চাসনি, পাশ দিয়ে কত দর বেড়েছে বল দেখি? তা ঘটক ঠাকুর, শোনো বলি, দু-হাজার টাকা দিতে বল গে যাও। মোহিত যে ফেল হ'লো, নইলে আমি বাড়ী না নিয়ে ছাড়তুম না। মোহিতের পছন্দ হ'য়েছে, তাই আমি কম-জমে রাজী হ'চ্চি।

কালী। তা কি ক'র্‌বো গিন্নী ঠাক্‌রুণ, আমার বরাত! সে ইংরিজি ধরনের মানুষ, এক কথা যা মুখ থেকে বার ক'রেছে, তা নড়্‌বে না। এ বউটিরে আন্‌লে সুখী হ'তে! বলি, দিন দিন বয়স বাড়্‌চে, না কম্‌চে? আর কদ্দিন হাঁড়ি ঠেল্‌বে?

মোহিত। তুমি যে ব'ল্লে, রান্নার নাম শুনে ফিট্ হয়?

কালী। (জনান্তিকে) হয়ই তো, গিন্নীকে বোঝাচ্চি, আপনি চুপ করুন না।

মাতঙ্গিনী। যা বলেছ বাছা, আর হাঁড়ি ঠেল্‌তে পারি না। এক্‌লা মানুষ, ঝি মাগী আজ দু'দিন আসে নি। গতর ভেঙ্গে গেল।

কালী। আর দেখুন, মেয়েটি যে গা টেপে, পা টেপে, পাকা চুল তোলে—চমৎকার! বউটিকে ঘরে আনো, বাড়া ভাত খাও আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোও! ও হাজার টাকার জন্যে পেড়াপীড়ি ক'রো না। (জনান্তিকে) বাবু, মনটা ভিজে আস্‌চে, আপনি একটু চাপ দেন।

মাতঙ্গিনী। দেখ, তোমার কথাতে আমি রাজী; ঐ দেড় হাজার টাকা কর'গে যাও।

মোহিত। আর দেড় পয়সা নয়। আমি চল্লুম। কার বে দাও, আমি দেখ্‌বো।

[মোহিতের প্রস্থান।

কালী। তা গিন্নী ঠাক্‌রুণ, আর হয় না। কেন অত টানাটানি ক'চ্ছ গো? দেখ, তোমার ছেলে দু'বার এন্‌ট্রেন্সে ফেল হ'য়েছে, একবার এফ্‌-এ, ফেল হ'য়েছে। তিনটে পাশ দেওয়া ছেলের বাপ, মিন্সেকে সাধাসাধি ক'চ্চে। তবে আমি নাকি দম দিয়ে এসেছি, তোমার কাছে বাক্যিদত্ত আছি, তোমার মোহিতের বে দেবোই দেবো; তাই দুটো উল্টো-পাল্টা ক'রে বুঝিয়েছি, এতেই মিন্সে রাজী হয়েছে।

মাতঙ্গিনী। তা দেখ, তোমার কথাতেই রাজী, আর কিছু বাড়িয়ে সাড়িয়ে দাও গে যাও।

কালী। না গো না—আর বাড়্‌বে না।

মাতঙ্গিনী। তা দেখ, আমি কিন্তু সোণা ওজন ক'রে নেব।

কালী। আমি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে যাবো, ভাবচো কেন?

মাতঙ্গিনী। তা যাও; আর কি ক'রব, মোহিত ঝুঁকে প'ড়েছে, বড্ড সস্তায় ছাড়্‌লুম।

কালী। তবে দেখ গা, কাল লগ্ন আছে, কালই বে দাও।

মাতঙ্গিনী। ওমা, এত শীগ্‌গির বে দেবো কি ক'রে?

কালী। তা না দিলে নয়। সাম্‌নে অকাল পড়্‌বে, আর তিন মাস দিন নাই। তিন মাস বে ফেলে রাখ্‌লে, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে। আমি ব'লেছি, ছেলে পাশ দিয়ে জলপানি নিয়েছে, তোমার হাতে কোম্পানীর কাগজ বাক্স ভরা আছে, ক'ল্‌কাতায় চার পাঁচখানা ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমি আছে। দেরী ক'রলে কোন্ ব্যাটা ভাংচি দেবে, আর এই সোণার স্বপনটা ভেঙ্গে যাবে। আমি তো জানি, কি ক'রে দুঃখে-সুখে সংসার চালাচ্ছো, দেনা ক'রে ছেলে দুটিকে স্কুলে পড়াচ্ছ। গয়না-গাঁটি যা ছিল, তা আমিই তো খদ্দের ক'রে বেচেছি। ও আর দু'মত ক'রো না। আজ বিকেলে তারা এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাক্, সন্ধ্যার পর তোমরা গিয়ে পত্র ক'রে এসো! কালই গায়ে হলুদ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও। তোমার চার্‌দিকে শত্রু, কে কোথা থেকে ভাংচি দেবে।

মাতঙ্গিনী। আচ্ছা—তুমি ব'লছো। বড় তাড়াতাড়ি হ'লো—বড় তাড়াতাড়ি হ'লো।

কালী। বেশ তো, তোমার খরচপাতি হবে না। লোক্‌কে ব'ল্‌বে, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলুম, ক'নের গয়না দিতে পারলুম না, জমকাল ক'রে

ছেলের আইবুড়ো ভাত দিতে পারলুম না; আমি চল্লুম।

মাতঙ্গিনী। আচ্ছা, এসো।

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।

মোহিতমোহনের পুনঃ প্রবেশ

মোহিত। ঘটক ঠাকুর, তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

কালী। আর বুঝ্‌বেন কি, তা বলুন? দু'কথা না ব'ল্লে গিন্নী-মা রাজী হন কই? আপনাকে যা ব'লেছি, আপনি দেখ্‌তে যাবেন? যান তো দু'টি এয়ারিং, দু'গাছি ব্রেসলেট, একটি গউন কিনে নিয়ে চলুন,—যদি আলমারীর বিবি না হয়, আমার দু'গালে চার চড় দেবেন। আর দেখুন, ও গয়নাগাঁটি এখন-কার ফেসিয়ান নয়। আমি নগদ টাকার ব্যবস্থা ক'রেছি। সে টাকা গিন্নীর হাতে দেবেন না, সে টাকা আপনি হাতে নিয়ে চেয়ার কোচ দিয়ে ঘর সাজান, একটা হারমোনাম কিনুন, আর বিবিয়ানা পোষাক আনুন। নিত্যি নূতন রকম ক'রে সাজান, আপনার ইয়ারেরা দেখে চম্‌কে যাক্‌। একটা কথা ব'ল্‌ছিলাম, গোটা দশ টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন? বাড়ীতে মেয়েটির অসুখ টাকার অভাবে চিকিৎসা হ'চ্ছে না। আমি ঘটক-বিদেয় পেলেই টাকায় আনা আনা সুদ দিয়ে শোধ দেবো।

মোহিত। আমার হাতে তো কিছুই নাই।

কালী। তা বিকালে হ'লেই চ'ল্‌বে। আশীর্ব্বাদী মোহরটা পাবেন কি না! যে বে দিচ্চি, আপনার শ্বশুরবাড়ী থেকেই হাত-খরচটা চ'লে যাবে। তাঁর ইংরিজি ধরনের মেজাজ, বলেন, 'কতকগুলো নেবু-সন্দেশ পাঠিয়ে কি ক'র্‌ব, জামাইকে মাসোহারা দেবো।'

মোহিত। দেখ, আমি মোহরটা তোমাকে দেবো, তুমি পাঁচটা টাকা আমায় ফিরিয়ে দিয়ো।

কালী। তা দেবো বই কি। আপনি ফিট-ফাট হ'য়ে থাকুন, বৈকালেই দেখ্‌তে আস্‌বে। (স্বগত) মাগী ঘটক বিদেয় যা কর্‌বে—তা গঙ্গাই জানেন! মুড়ি রেখে কোপ করি, মোহরটা বাগিয়ে নিই। বলে, 'লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না,'—তা লাখ মিছে কথা তো আমি একাই সকাল থেকে ঝাড়্‌লুম, এখন দেখি বরাত! বোসজা যদি সন্ধান পায়, তা হ'লে তো সে পাড়ায় চ'ল্লে আমায় তাড়া ক'র্‌বে।

[প্রস্থান।

মোহিত। যেমন চাই, তেমনি জুটেছে! এমন নইলে wife! টাকাটা যা পাবো, তাতে একটা টম্‌টম্‌ কিন্‌তেই হবে; তাতে রোজ ইডেন পার্কে হাওয়া খেতে যাবো। এমন wife পাঁচ জনকে দেখাব না? বে তো হোক, beautiful wife-এর সঙ্গে কেমন ব্যবহার ক'র্‌তে হয়, তা friend-দের শেখাব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুরস্থ দালান

দুলালচাঁদ ও যশোমতী

দুলাল। মা, আমার বুকে ছুরি মেরেছে—ছুরি মেরেছে।

যশো। ও মা, কি হবে গো—কি হবে গো! ও গো, দেখ গো, আমার দুলালচাঁদ কি ক'চ্ছে গো!

রূপচাঁদ মিত্রের প্রবেশ

রূপ। কিরে—কি?

দুলাল। বাবা, ছুরি মেরেছে—ছুরি মেরেছে!

রূপ। আরে কি হ'য়েছে, ছাই বল না।

দুলাল। মুণ্ডপাত হ'য়েছে, গিছি—মরেছি! করুণাময় বোস্‌!

যশো। ও গো, কি হ'লো গো—কি হ'লো গো! দুলো আমার এমন হ'লো কেন গো!

দুলাল। বাবা, দেখ্‌ছো—দেখ্‌ছো, এই রক্ত মাখা চিঠি দেখ্‌ছো? এ চিঠি নয়,—এ চিঠি নয়, এ ছোরা; এ রং নয়—এ রং নয়, আমার বুকের রক্ত! এ চিঠি করুণাময় বোসের অফিসের ছাপাখানায় তোয়ের হ'য়েছে, আমার বুকের ভেতর প্রবেশ ক'রেছে। তাদেরই পাড়ার রেমো মামা আমার হাতে দিয়েছে।

রূপ। আরে কি মাথা মুণ্ড ব'ক্‌ছিস্‌?

দুলাল। বাবা, বাবা, তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার্‌লে না? তবে শোনো, আজ করুণাময় বোসের মেয়ের বিয়ে, তারই নিমন্ত্রণের চিঠি।

রূপ। তা তোর কি?

দুলাল। বাবা, বাবা, বিরহ-যন্ত্রণা—বিরহ-যন্ত্রণা! আমি অনেক জোগাড় ক'রেছিলুম, ঠিক্‌ঠাক্ সব ক'রেছিলুম, ফস্‌কে গেল, ফস্‌কে গেল,—হাতছাড়া হ'লো!

রূপ। কি জোগাড় ক'রেছিলি?

দুলাল। বাবা, আমার কুঁজ দেখে আর চলন দেখে তোমার এত টাকার জোরেও কোন সম্বন্ধ টেঁকছে না, সব ভাগ্‌ছে। তাই মনের দুঃখে আমি বিয়ে ক'রতে রাজী হই নি, এ সব তো তুমি জানো? বাবা, মা! এ সব মনের ব্যথা তো তোমরা জানো?

যশো। তুই আগে কি বিয়ে ক'রতে রাজী হ'য়েছিলি? তা হ'লে তোর বিয়ে কি এতদিন প'ড়ে থাকে?

দুলাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব জানি। এই রাজী হ'য়েছি, কি ক'চ্চ? চালচুলো নাই, কুরুটে কাল-প্যাঁচা বে ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে বাবা বে দিতে পারে। ওঃ! বুক যায়—বুক যায়!

রূপ। কি হ'য়েচে শুনি না?

দুলাল। আমি ঠিক্‌ঠাক্ জোগাড় ক'রে-ছিলুম। দু'এক দিনের ভেতরই জোর ক'রে জুড়িতে তুলে চন্দননগরের বাগানে হাজির ক'র্‌তুম। ফস্‌কে গেল—ফস্‌কে গেল! বুকে ছুরি লাগ্‌লো—বুকে ছুরি লাগ্‌লো! এই গোধূলিতেই তার বিয়ে হ'য়ে যাবে।

রূপ। অ্যাঁ, তুই কি ব'ল্‌ছিস্! তুই করুণাময়ের মেয়েকে জোর ক'রে বাগানে নিয়ে যাবার জোগাড় করেছিলি?

দুলাল। কেন বাবা, দোষ কি বাবা,—'বাপ্‌কো বেটা, সেপাইকো ঘোড়া!'—বিন্দি বাম্‌নীর কথা তো শুনেছি বাবা, তুমি রাতারাতি নোপাট করেছিলে বাবা! আমি তো তত দূর যাইনি বাবা! আমি বাগানে মালা বদল ক'রে বিয়ে ক'র্‌তুম বাবা; তবে পাঁচ বেটাকে দেখাতুম্ বাবা, দেখাতুম যে, তোমরা বলো, 'খোঁড়া-কুঁজো, ওর সঙ্গে কে বিয়ে দেবে?' তেম্‌নি মুখের মত হতো! যদি করুণা-ময়ের মেয়েকে মালা বদল ক'রে বিয়ে কর্‌তে পার্‌তুম, যদি তার মেয়েকে বাঁয়ে নিয়ে তার বাড়ীতে আস্‌তে পার্‌তুম, তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'তো। আমি ঝানু আছি বাবা, পুলিস কেসে প'ড়তুম্ না বাবা! তবে কি জানো, বড় দাগা পেয়েছি, তাই বাগান ছেড়ে, তাদের পাড়ায়, আমাদের ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা গেড়েছিলুম। বড় দাগা পেয়েছি—বড় দাগা পেয়েছি!

যশো। নে নে, তুই চুপ কর, কি দাগা পেয়েছিস্? আমি তোরে পরীর মত মেয়ে এনে বে দেব। দশ হাজারের জায়গায় বিশ হাজার খরচ ক'র্‌ব।

দুলাল। মা, তুমি পরী কি দেখাচ্ছ! দুশো পরীর বাচ্ছা মেয়েমানুষ আমি রোজ বাগানে নিয়ে যাই। কিন্তু প্রাণের দাগা তো উঠ্‌বে না—দাগা তো উঠ্‌বে না।

যশো। নে, কিসের দাগা, তুই চুপ কর।

দুলাল। কিসের দাগা! তুমি মা হ'য়ে এমন কথা বল্লে, আমি প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো। হয় না হয়, এই বাবা সাক্ষী আছে, জিজ্ঞাসা করো। বাবা, সায় দাও। বৈঠকখানার কাটা দেওয়ালে কুঁজটি সাঁধ ক'রে শালখানি গায়ে দিয়ে চুপ ক'রে ভালমানুষটির মত ব'সে আছি, কেমন বাবা, বল? করুণাময় বোস এলো, এসেই বল্লে, 'বাবা, উঠে দাঁড়াও তো!' মা, তখন কি করি বল দেখি! এই বাবার আক্কেলকে আমি বলিহারি যাই! আমার কুঁজের কথা সহরে গেজেট হ'য়ে গেছে, উনি কিনা বুদ্ধি কল্লেন, কুঁজটি জোড়া দ্যাল কেটে, দ্যাল ঠেসিয়ে বসিয়ে, লোককে ধাপ্পা মারবেন! কই, পাল্লেন না? বাবা, ধিক্ তোমায়! কি অপমানটা সেদিন করুণাময় ক'রে গেল! এখনো যদি তোমার হায়া থাকে, করুণাময়ের আর দুটো মেয়ে আছে, একটার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। মা, আমি যদি বাবার বাবা হতুম, আর বাবা যদি আমার কুঁজো দুলো হ'ত, আমি যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে করুণাময়ের মেয়ে ঘরে আন্‌তুম। মা, বাবা, দু'জনে আছ, স্পষ্ট কথা ব'ল্‌ছি, করুণাময়ের আর দুটো মেয়ে আছে, একটার সঙ্গে আমার বে দাও, না পারো, আজ থেকে আমি নোপাট! ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি কি চেহারাবাজ নই? কত বেটী আমার জন্যে মরা, আমি একগলা

জলে কার্ত্তিক পুরুষ! বাবা, এই ব'লে গেলুম; করুণাময়ের একটা মেয়ের জোগাড় করো, নইলে আজ থেকে তুমি নিঃসন্তান।

[প্রস্থান।

রূপ। দেখ গিন্নি, ছোঁড়া বল্লে মিথ্যা নয়, করুণা ব্যাটার ভারি দেমাক! আমি এত ক'রে বুঝিয়ে ঘটক পাঠালুম, তা কথাটা গ্রাহ্য হ'লো না—তর সইলো না, তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। আচ্ছা দেখি, আমারও নাম রূপচাঁদ মিত্তির!

যশো। তা দেখ' এখন, এখন দুলাল কোথায় গেল দেখ। ও দুলাল—ও দুলাল!

নেপথ্যে দুলাল। প্রাণ যাবার নয় মা—প্রাণ যাবার নয়! মরমে ম'রে বাগানে চ'ল্লুম।

যশো। শোন্—শোন্—

রূপ। আচ্ছা, দেখা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ উঠানের রক

করুণাময় ও সরস্বতী

করুণা। যতদূর কেলেঙ্কারি হ'তে হয়, তা হ'লো; এমন অপমান আমার জন্মে হয় নাই। যা দেবার কথা, তা দিলেম, এ সওয়ায় তুমি লুকিয়ে হার দিয়েছ, ক'নে গয়নার মত দিই নাই, দু'বছর প'র্তে পার্বে, এমন ক'রে দিলুম; দান-সামগ্রী সব ব্যাভারে, এত ক'রেও অপমান—অপমানের একশেষ। রমা দালাল সভার মাঝে হাত নেড়ে জোচ্চোর ব'ল্লে। আমি মনিবের একদিন একটি কথা সই নাই; পাঁচদোরের কুকুর, সে আমায় জোচ্চোর ব'ল্লে! মেয়ের জন্যে আরও অদৃষ্টে কি আছে—কে জানে!

সর। হ্যাগাঁ, তা ও মিন্সে কে? ও এমন হাত মুখ নাড়লে কেন?

করুণা। কে ওকে জানে বল? শুনেছি, হ্যান্ডনোটের দালালি করে, বেয়ানের নাকি সম্বন্ধে কি রকম ভাই হয়। লগ্নভ্রষ্ট হ'লো, বরযাত্র-কন্যাযাত্র খেতে পেলে না। ভাগ্যিস্ দশজন ভদ্রলোক ছিল, তা না হ'লে বর নিয়ে বাড়ী থেকে উঠে যেতে চায়, এত বড় আস্পর্দ্ধা!

সর। তা সে যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন বে'নের পাওনা মনে ধ'র্লে হয়।

করুণা। কি জানি, যেখানে মেয়ে কর্ত্তা, সেখানে বে দেওয়া ভাল হয় নাই। কেলো ঘটকের দমে প'ড়ে আর তোমার তাড়ায় এই ঘটলো।

সর। হ্যাঁগা, তা আমি মেয়েমানুষ, আমি কি জানি বল? তুমি আপ্নি দেখে শুনে এলে।

করুণা। বরাতের দোষ, আর কিছু নয়। যাই আবার দেখি, কোথায় ধার ধোর পাই! ফুলশয্যের যে টাকা রেখেছিলুম, তা তো ঘুষ গেল, নইলে বর উঠে যায়। আমার সে টাকা দেবার ইচ্ছা ছিল না, পাঁচজন ভদ্রলোক ধ'রে মিটিয়ে দিলে, কি ক'র্বো। আর ভাব্লুম, এত দিয়েছি আর যাক, মেয়েটার খোঁটার ঘর হবে! নইলে কে বর ওঠাতো দেখতুম, আমি জোর ক'রে বে দিতুম।

সর। দেখ, তোমায় আর ব'ল্তে পারি না, তুমি যতদূর ক'র্বার তা ক'রেছ; এই ফুল-শয্যাটা একটু ভাল ক'রে দাও, কি জানি, পাঁচজনে লাগাবে। বেয়ান মাগী যদি পাঁচজনের কথায় মেয়ে আট্কায় তা হ'লে কিরণ আমার বাঁচ্বে না। একেলে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যেতে কাঁদে না, কিন্তু কিরণের আমার দু-চক্ষে দশ ধারা, আমার আঁচল ছাড়ে না, আমি ধম্কে পাঠিয়ে দিলুম। পাষাণে বুক বেঁধে বল্লুম, 'যদি কাঁদো, তা হ'লে আমি আর আন্বো না।'

করুণা। তোমার জামাইও ভাল হবে না। আমি হাতে হাতে স'পে দেবার সময় বল্লুম, 'বাবা, তোমার উপর এখন সব ভার।' তা ছোঁড়া গজ্ গজ্ ক'রে কি বল্লে,—আমার বোধ হ'লো যেন ড্যাম ড্যাম্ ক'র্লে। বাসরঘরেও না কি খুব ঢ্যাঁটাপনা ক'রেছে শুনলুম।

সর। ও ছেলেমানুষ।

জোবির প্রবেশ

জোবি। আমায় দুটি ভাত দেবে?

সর। কে রে—জোবি?

করুণা! জোবি কে?

সর। ও আমার বাপের বাড়ীর পাড়ার সরকারদের মেয়ে। ছেলেবেলায় জবুথবু ছিল ব'লে 'জোবি' বলে। তোর এমন দশা হ'য়েছে কেন? এখানে কোথেকে এলি?

জোবি। প্যালিয়ে এয়েছি।

সর। কোথেকে পালিয়ে এলি?

জোবি। তাদের বাড়ী থেকে। তারা বড্ড মারে, ছ্যাঁকা দেয়, চুল কেটে দেয়! (অঙ্গের আঘাত-চিহ্ন দেখাইয়া) এই দেখ না—এই দেখ না—সেই মাগী বড্ড বজ্জাত, খেতে দেয় না।

সর। কে, তোর শাশুড়ী নাকি?

জোবি। হ্যাঁ।

সর। তা তুই বাপের বাড়ী যাস্‌নি?

জোবি। না, মা ম'রে গেছে, বাবা ধ'রে পাঠিয়ে দেয়।

করুণা। তোমায় মারে কেন?

জোবি। মারে। আমায় পাল্কী ক'রে নিয়ে গেল, মুখ খুলে দেখে ঠোনালে; বাবা গয়না দিয়েছিল, মনে ধর্‌ল না, বরণডালাখানা কপালে ঠুকে দিলে, রক্ত বেরুলো, দাগ র'য়েছে —দেখ না।

করুণা। তোমার কত দিন বে হ'য়েছে?

জোবি। যে বছর মা মরে। আমায় নিয়ে গিয়ে আস্‌তে দেয় নি। আমি পালিয়ে এসেছিনু। মা ম'রে গেল, বাবা পাঠিয়ে দিলে। খুব মার্‌লে, আবার পালিয়ে এলুম, আবার পাঠিয়ে দিলে।

সর। আহা, তোর বাপ তোকে চাড্ডি খেতে দেয় না?

জোবি। না—আমায় গালাগালি দেয়, মা বিইয়েছিল ব'লে, মাকে গালাগালি দেয়। বলে, আমার চাক্‌রি নেই, তোদের বে দিয়ে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। বাড়ী খেয়েছ, সব খেয়েছ, আবার কুঁড়েপাথর গিল্‌তে এসেছ, দূর হ—দূর হ! —আবার ধ'রে পাঠিয়ে দিচ্ছিল, আমি দৌড়ে পালালুম।

করুণা। তোমার চুল কেটে দিয়েছিল কেন?

জোবি। কর্ম্ম ক'রতে পারতুম না। অনেক কর্ম্ম—হাত ব্যথা ক'র্‌তো, মাথা ঘু'র্‌তো। বেড়ির ছ্যাঁকা দিত।

করুণা। তোমার স্বামী কিছু ব'লতো না?

জোবি। সে মদ খেয়ে লাথি মেরেছিল।

করুণা। গিন্নি, শুন্‌ছো? আহা, কিরণের আমার কি দশা হ'চ্ছে কে জানে। হ্যাঁ মা, তুমি কোথায় থাক?

জোবি। ঘুরে বেড়াই, গান করি, কেউ ভাত দিলে খাই।

করুণা। তুমি গান কোথায় শিখ্‌লে?

জোবি। যাত্রাওয়ালাদের বাসন মাজ্‌তুম, তারা গাইতো, শুন্‌তুম। তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম—তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম, তারা বড় নষ্ট।

সর। তুই কদ্দিন পালিয়ে এসেছিস্‌?

জোবি। অনেক দিন—পূজোর সময় ভাসান দেখ্‌তে সব ছাদে উঠ্‌লো, খিড়্‌কি-দোর দিয়ে পালিয়ে এলুম।

সর। মাগো, কথা শুনে বুকটা ধড়্‌ফড়্‌ করে! এদের কি মানুষের চামড়া গায়ে নাই! এই কচি মেয়েকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে, আহা, কথা শুনে বুক ফেটে যায়।

করুণা। এ তো শুন্‌লে—এখন কিরণকে নিয়ে তোমার বেয়ান কি করেন দেখ!

জোবি। কিরণ কে? তোর মেয়ে নাকি! বে দিয়েছিস্‌? কই কাঁদ্‌ছিস্‌ নি—কাঁদ্‌ছিস্‌ নি? কাঁদ্‌বি—কাঁদ্‌বি—তোদের বাড়ী খাব না, আমি চল্লুম। তুই তো মা, তোর বুক ধড়্‌ফড়্‌ ক'র্‌বে। আমার মা আছাড় খেয়ে প'ড়েছিল, তাইতে তো ম'রে গেল! তোদের বাড়ী খাব না, তোরা কাঁদ্‌বি—কাঁদ্‌বি!

গীত

বিলিয়ে দিছিস্‌ পেটের মেয়ে
বাজ বুকে নিয়ে সাধে।
মরে যদি ঘোচে জ্বালা,
পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে॥
রেতেদিনে খেটে খেটে,
অন্ন-জল পাবে না পেটে
নুনের ছিটে কেটে কেটে,
হাতনাড়া দেয় কত ছাঁদে॥

নিত্যি কথা উঠবে কাণে,
বাজ জে'কে তোর ব'স্‌বে প্রাণে,
মায়ের ব্যথা মা-ই জানে
ভাসিয়ে দিয়ে সোণার চাঁদে॥

[জোবির গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

সর। ঠিক কথা। জোবি, যাস্ কেন, যাস্ কেন? আমি খেতে দেব।

জোবি। না—না, আমার মাকে মনে প'ড়্চে, আমার কান্না আস্‌ছে।

করুণা। গিন্নি, বালিকার প্রতি এমন অত্যাচার হয়, যদি অন্য কোন জাত শোনে, বিশ্বাস ক'র্‌বে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ, ঘরে ঘরে বালিকারা এরূপ যন্ত্রণা পায়। মেয়ে আই-বুড়ো রাখ্‌তে দোষ কি? জাত যাবে, কু-চরিত্রা হবে?—হ'লেই বা! আহা! অনাহারে যম-যন্ত্রণা কত নির্দ্দোষী বালিকা সহ্য করে। যাই, আর ভাব্‌লে কি হবে, এখনি ফুলশয্যার জোগাড় তো ক'র্‌তে হবে—দেখি, কোথা টাকা পাই।

সর। দেখ্, এমন ক'রে ফুলশয্যাটি পাঠিও, যেন তাদের মনে ধরে।

করুণা। আমার যথাসাধ্য ক'র্‌বো, তারপর মনে ধর্‌বে কিনা কে জানে।

[করুণাময়ের প্রস্থান।

সর। ঐ দেখ, ঝি মাগী আস্‌চে।

ঝিয়ের প্রবেশ

হ্যাঁ রে, তোরে এত ক'রে মানা ক'ল্লুম, মেয়ে ফেলে আসিস্ নি, মেয়ে আমার একা রইলো, আর তুই চ'লে এলি?

ঝি। হুঁ! (পা ছড়াইয়া উপবেশন)

সর। হুঁ কি বল্? কিরণ ভাল আছে তো? বেয়ানের বউ পছন্দ হ'য়েছে তো? কি ব'ল্লে? কিরে, কি বল্ না? দেখ'—মাগীর মুখে কথা নাই!

ঝি। রসো, সবুর দাও—একটুকু জিরুই, এক ঢোক্ জল খাই, মুখে রা সরুক্।

সর। কি হ'য়েছে? তুই চ'লে এলি কেন? সেখানে কোঁদল ক'রেছিস্ নাকি?

ঝি। চলে এনু ক্যানে? তোমার মেয়ের নেগে গর্দ্দানা খেতে বল নাকি? কোঁদল ক'র্‌বো? কোঁদলে তোমার বিয়ান্‌কে আঁট্‌বো? সে ধেই ধেই লাচ্‌তেছে।

সর। কি হ'য়েছে আমার মাথামুণ্ড বল্ না?

ঝি। হবে কি গো? লাচ্‌তেছে! গালে মুয়ে চড়াচ্ছে—মড়াকান্না কাঁদ্‌তেছে।

সর। ও বাছা—ব্যগ্রতা করি, সব বল্, ক'নে কি পছন্দ হয় নি?

ঝি। ব'লবো—তবে শুন্‌বে? পাল্কি খুলে, বউয়ের মুখ দেখে, মাগী ওমনি ডুক্‌রে কে'দে উঠ্‌লো! বলে, 'ও মা, কোথাকার কাট-কুড়ুনী এলো গো—কোথাকার হা'ঘরের মেয়ে আন্‌লুম গো—আমার মোহিতের বরাতে এই ছিল গো—কর্ত্তা কোথা গেলে গো—একবার এসে দেখ গো—তোমার সাধের মোহিত বাগ্দিনী এনেছে গো—তোমার মোহিতকে ডোম্-ডোক্‌লা বিদেয় ক'রেছে গো!'

সর। বর-ক'নে বরণ ক'র্‌লে না?

ঝি। শোন এগিয়ে—ব্যাটা ম'লে যেমন চিক্কুরি ঝাড়ে—তেমনি ঝাড়্‌তে লাগ্‌লো। পড়্‌শীতে বোঝায়, আর অমনি ঝাঁকারি মেরে ওঠে। তারপর পাড়ার মেজো গিন্নী না কে, ধুমো ক'রে মাগী, সেই ক'নে হিঁচুটে বার ক'র্‌লে। বর-ক'নে ঘরকে উঠ্‌লে, মাগীরা সব দেখ্‌তে এলো। এক একবার বউয়ের মুখ খোলে, আর চিকুটি মেরে ওঠে। গয়নাগুলো খিচ দিয়ে টেনে বা'র করে, আর পড়্‌শীদের দেখিয়ে বলে, 'দেখ গো—দেখ, চোখখেকো মিন্সে গয়না দিয়েছে দেখ!' 'গয়না' মুয়ের কাছে নিয়ে ফুঁ পাড়্‌তে থাকে! বলে—'ফুঁয়ে গয়না উড়্‌বে।'

সর। ফুঁয়ে গয়না উড়বে! অমন ভারি ভারি ক'নে-গয়না কেউ দিয়েছে! আর এতগুলি যে টাকা ঢাললুম্, সে কথা বুঝি মুখে আন্‌লে না!

ঝি। টাকা ঢেলেছ! আর অতটি ঢাল্‌লেও মন উঠ্‌তো নি! টাকার লেগে মায়েপোয়ে বচসা হচ্চে। জামাই পা ঠুকে বলে, 'ড্যাম্—টাকা দে।' সে টাকা মাগী দেয়! এ ঝাঁকারে! তো ও ঝাঁকারে—ও ঝাঁকারে তো এ ঝাঁকারে! মাগীও যত হাত-পা চালে, মুখ ঘুরোয়, তোমার জামাইও তত হাত-পা ঝাঁকে!

সর। তারপর—তারপর?

ঝি। তারপর—তোমার ঝি-জামাই ছেড়ে

মাগী আমার দিকে ঝ'্কলো; বলে, 'এই যে, রাজকন্যাকে পাহারা দিতে ঝি এয়েছে।' আমি প্যুড়িয়ে খেতে রা কড়ন্ নি মা!—কলে গিয়ে পা ধ্যুয়ে, দ্যুটি ঠোঁট্ চেপে ভাঙ্গা রকে বসে রইন্যু। ভোর রাত ঝাঁঝালে! কেউ বল্লেনি যে, দ্যুটি ভাত খেয়ে যা গো!

সর। কাল থেকে তোরে খেতে দেয় নি না কি?

ঝি। আজ দ্যুটো দিয়েছিল। দ্য'ম্যুটো ব'্যাতে দিয়ে, আঁচল পেতে মেজেয় গড়্যুচ্চি, তোমার ঝি পাশে ব'সে ঘোম্‌টা দিয়ে কাঁদ্‌তেছে, অমনি হৈহৈ ক'রে জমাদারনী মাগী এলো, চোখ দ্যুটো করম্‌চা ক'রে বল্লে, 'হ্যাঁ রে ঝি! তোদের দেশে কি কারো হায়া নাই? এখনো রাজরাণীর মত আমার বাড়ী গড়্যুচ্ছিস্—ওঠ, চলে যা, আমার বাড়ী থেকে বেরো; কাট্‌কুড়্যুনীর মেয়ের আর অত রসে কাজ নেই!' থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে ব'সন্যু মা! মাগী খট্টাই ব্যুলি ধর্‌লে, বলে, 'নিকালো হারামজাদী, আমার বাড়ী থেকে নিকালো।' আমি তাড়াতাড়ি উঠন্যু। তোমার মেয়ে আমার আঁচলটা ধর্‌লে! মাগী অম্‌নি তোমার মেয়ের হাত ঝিন্‌কুটি দিয়ে ছাড়িয়ে নিলে, হাতে বাজলো কি না, আর দেখন্যু নি, পড়্‌পড়িয়ে চ'লে এন্যু।

সর। (স্বগত) ভগবতি, কি ক'রলে মা! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ রে, কিরণকে জামা'য়ের পছন্দ হ'য়েছে?

ঝি। পছন্দ হবে নি? তোমার তেম্‌নি জামা'য়ের জামাই কিনা? ও মা, যেন মানোয়ারি গোরা! খ্যুদে খ্যুদে চুর্যুট টানে আর 'ড্যাম্' করে! খিস্‌টান হবে, ম্যাম বিয়ে ক'র্‌বে, তবে তার প্রাণ জ্যুড়োবে। বাপান্তি দিব্যি গেলছে, মাগের ম্যুখ দেখ্‌বে নি!

সর। ওঃ,—এমন সর্ব্বনাশ কি মান্যুষের হয়!

[কর্যুণাময়ের প্রবেশ ও ঝিয়ের অন্য দিক দিয়া প্রস্থান।

কর্যুণা। গিন্নি, বেশী লোক পাঠাবো না, দ্য'জনের বোঝা একজনের ঘাড়ে দিয়ে ফ্যুল-শয্যা পাঠাচ্ছি। আর স'শো টাকা তো নগদ পাঠাতে হবে, হাতে তো একটি পয়সাও নাই, কারও কাছে ধারও পেল্যুম না, একখানা গয়না রেখে কোথা থেকে নিয়ে এসো। যথাসাধ্য তো করি, এতেও যদি তোমার বে'নের মন না ওঠে, কি ক'র্‌বো। টাকাটার জোগাড় দেখ।

সর। সে আন্‌ছি, এদিকে সর্ব্বনাশ! এই ঝির কাছে শোনো।

কর্যুণা। শ্যুনেছি, শ্যুভ-সংবাদ দরদ জানিয়ে রামী ঘট্‌কী দিয়ে গেল। যা হবার হ'য়েছে—আর শোনাশ্যুনি কি বল? গিন্নি, কে'দো না—এ সর্ব্বনাশ ঘরে ঘরে! ওঃ, অবলা বালিকার নিঃশ্বাসে বাঙগালা দেশ জ্বলে যায় না—দিগ্‌দাহ হয় না—মেয়ের বাপ বিষ খেয়ে মরে না—মেয়েকে ন্যুন দিয়ে মারে না? ধিক্! ধিক্! সংসার-ধর্ম্মে ধিক! দেখি, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়। যাও, টাকাটা কোত্থেকে নিয়ে এসো।

নেপথ্যে কিশোর। বোস্‌জা ম'শায়—বোস্‌জা ম'শায়!

কর্যুণা। কে ও, কিশোর? এসো বাবা।

কিশোরের প্রবেশ

কিশোর। ম'শায়, আমি স্ট্যুডেণ্টসিপ পাশ হয়েছি, তা শ্যুনেছেন?

কর্যুণা। হ্যাঁ বাবা শ্যুনেছি, বড় স্যুখের বিষয়!

কিশোর। দেখ্যুন, আমি তাস খেলে বেড়াতেম, আপনি আমায় ধ'ম্‌কে ব'লেছিলেন, 'বড় মান্যুষের ছেলে হ'লে কি পড়াশ্যুনা ক'র্‌তে নাই?' আমি সেই ইস্তক পড়াশ্যুনো ক'রে বরাবর ফার্স্ট হ'য়েছি; এখন আমি বিষয়কর্ম্ম শিখ্‌বো, আপনি শেখান, এই তিন শো টাকা আমার স্যুদে খাটিয়ে দিন।

কর্যুণা। বাবা—কিশোর, আমি ব্যুঝেছি, তোমাদের বাড়ী আমি টাকা ধার ক'র্‌তে গিয়েছিলেম, তুমি শ্যুনেছ, তাই এই টাকা এনেছ। তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, গিন্নী গয়না বাঁধা দিয়ে ধার ক'র্‌বে এখন।

কিশোর। সেই যদি ধার ক'র্‌বেন, আমার কাছে করুন। আপনি আমার পিতার তুল্য, (পদদ্বয় ধরিয়া) উনি যদি গহনা বাঁধা দিয়ে টাকা আনেন, আমার বড় কষ্ট হবে। আপনি এ টাকা নিন।

করুণা। (অর্থ গ্রহণ করিয়া) বাবা, আমার এত টাকার তো দরকার নাই।

কিশোর। বাকী আপনার কাছে জমা রইল।

[কিশোরের প্রস্থান।

করুণা। গিন্নি, পৃথিবীতে দেবতাও আছে। আমি ওরে একদিন প'ড়্‌তে ব'লে-ছিলুম, সেদিন হ'তে আমায় গুরুর মত দেখে। যদি এই পাত্রে আমার কিরণ প'ড়তো, তা হ'লে যথার্থই মেয়ের বে'তে আনন্দ বটে। এ টাকা তুলে রাখ, ফিরিয়ে দিতে হবে। যাও, তুমি কোথা থেকে টাকাটা নিয়ে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মোহিতমোহনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

মাতঙ্গিনী, মোহিতমোহন, রমানাথ, কিরণময়ী ও প্রতিবেশিনীদ্বয়

মাত। রমা, তুই এমন মেনিমুখো—তুই এমন মেনিমুখো! ছাঁদ্‌নাতলা থেকে বর তুলে আন্‌তে পারলি নি? আমি যদি ব্যাটাছেলে হ'তুম—দেখ্‌তিস্! আমি ক'নের বাপের নাক কেটে আন্‌তুম।

১ প্র। আন্‌তেই তো বাছা—আন্‌তেই তো!

মাত। বল তো মা—বল তো! এই বউ আমি পাঁচজনের সাম্‌নে বা'র ক'র্‌বো কেমন ক'রে? আর গয়নার ছিরি দেখ মা—গয়নার ছিরি দেখ!

১ প্র। তাই তো মা—তাই তো!

২ প্র। তা ক'নে-গয়না কিছু মন্দ হয় নাই।

মাত। অন্যায় আমার সয় না। বে' না দিয়ে থাকো, বে কি কখন দেখ নি?

১ প্র। তুমি ফিরিয়ে দাও—তুমি ফিরিয়ে দাও।

মাত। না মা, আমি তেমন বাপের মেয়ে নই। মিন্সে ছোটলোকপনা ক'রেছে ব'লে কি আমি ছোটলোক হবো? রমা, এই মেয়ে দেখে এলি? ক'নে দেখ্‌তে যাবার সময় রাস্তার বালি তোর চোখে উড়ে এসে প'ড়েছিল নাকি?

রমা। কি ক'র্‌বো দিদি—কি ক'র্‌বো? আমি তো ব'লেছিলুম, ওখানে বিয়েয় কাজ নাই, তোমার মোহিত জেদ ক'রে বস্‌লো।

মোহিত। Damn it! আমি কি এই Black bitch জানি!

২ প্র। তা দেখ গা মোহিতের মা, বয়সকালে তোমার বউ মন্দ হবে না।

মাত। অবাক্ ক'রেছে মা—অবাক্ ক'রেছে! আর মন্দ কারে বলে, তা তো জানি নে বাছা! (প্রথমা প্রতিবেশিনীর প্রতি) দেখ তো বামুনঠাকরুণ—দেখ তো বামুনঠাকরুণ! চোখ দুটো যেন কোটরে গিয়েছে—নাকটা যেন কিলিয়ে ভেঙ্গেছে, দাড়িটে যেন খুর দিয়ে পুঁছিয়ে নিয়েছে, আর পোড়া চুলগুলো দেখ, যেন ঝাঁটা গাছটা!

১ প্র। তা মোহিতের মা, তুমি যেমন ক'নে এসেছিলে, তেমনটি কি আর হবে? আমরা দেখিনি, শুনেছি, তুমি বাড়ীতে পা দিলে, আর বাড়ী যেন জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌লো!

মাত। না—না, আমরা কি সুন্দরী? সুন্দরী না। তা ব'লে কি এমন কালপ্যাঁচা এসেছিলুম? (কিরণের প্রতি) কেঁদো না বাছা, কেঁদো না, আমার জ্বালাতনের শরীর, কান্না সয় না! নাইতে কান্না, খেতে কান্না, উঠ্‌তে কান্না, ব'স্‌তে কান্না, অমন কেঁদো না—মোহিতের অকল্যাণ ক'রো না!

১ প্র। তা মা, তোমার মতন হাস্যবদন কি সবার হয় গা?

মাত। বলি হাস্যবদন হোগ না হোগ, অম্‌নি ক'রে কি পোড়ার মুখ পুড়িয়ে দিন-রাত্তির কাঁদ্‌তে হয়! মাগী, এই মেয়ে যখন বিয়ুলি, নুন দিতে পার্‌লি নি! এই—আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে মেয়ে মানুষ ক'রেছিস্!

মোহিত। Damn it—Damn it!—বিলেত যাবো।

মাত। (সবেগে কিরণের হস্ত ধরিয়া) তা বামুন ঠাক্‌রুণ, গয়নাগুলো দেখ!

২ প্র। তা ক'নের বাপ তো টাকা দিয়েছে, ভেঙ্গে গড়িয়ে দিও।

মাত। হ্যাঁ গা, কে তোমাদের খবর দিয়েছে গা? পোড়া কপাল টাকার, বাজন্দারের বিদায় দিয়েছে! দেড়টি হাজার টাকা!

১ প্র। ও মা, এমন জামাই পেলি, এমন ঘরে মেয়ে দিলি, হাজার পাঁচেক দে! তা নয়, মোট দু'টি হাজার!

মাত। ও মা, দু'টি হাজার কোথা? দেড় হাজার!

মোহিত। Damn it! মা, টাকা বা'র করো, আমি বিলেত যাবো!

মাত। এই রমা—এই রমা যত নষ্টের কু!

রমা। দিদি, ভাব্‌ছ কেন—মেয়ে আট্‌কাও। দেনা-পাওনা যখন ঠিক ক'র্‌লে, তখন তো আমায় ব'ল্লে না। মেয়ে আট্‌কাও, আধ্‌পেটা খেতে দাও।

২ প্র। রমানাথ, ব্যাটাছেলে হয়ে কি ব'লছ? মেয়ের অপরাধ কি? মেয়েকে কেন যন্ত্রণা দেবে? দেখ্‌ দিকি—কে'দে কে'দে সারা হ'চ্ছে! কাল থেকে এক গরাস ভাত মুখে দিতে পারে নি।

মাত। বাছা, অত রস ক'র্‌তে তোমাদের ডাকি নি, আমার সর্ব্বশরীর জ্ব'ল্‌ছে।

১ প্র। আহা, জ্বলবে না, মাগীকে বিছের কামড় ধ'রেছে!

রমা। দিদি, এইবার হ'তে তুমি আমার পরামর্শে চলো, তোমার সব জ্বালা মিটিয়ে দিচ্চি। মেয়ে আট্‌কাও, তা হ'লেই মিন্সে সোজা হ'য়ে আস্‌বে। আর দেড় হাজার আদায় ক'র্‌বো, তবে আমার নাম রমানাথ।

মোহিত। Damn it! ঐ dirty wife আমি বাড়ীতে থাক্‌তে দেব!

মাত। (রমানাথের প্রতি) তোর মুরোদ বড় —তোর মুরোদ বড়।

রমা। দিদি, আমার কি, দোষ বল? দশচক্রে ভগবান্‌ ভূত ক'র্‌লে! আমি কি কসুর ক'রেছি? আমি বর নিয়ে তো চ'লে আস্‌-ছিলুম। যখন বা'র শো টাকা বার ক'রলে, আমি তো উঠে আসি। গোধূলি লগ্নের বে, আমি রাত তিনটে বাজিয়ে তবে ক'নে উৎসর্গ ক'র্‌তে দিলুম। কি ক'র্‌বো বলো, তুমি সখের বরযাত্র পাঠিয়েছিলে, তারাই তো ধ'রে রাখ্‌লে,—আমায় বর নিয়ে আস্‌তে দিলে না। তবু দেখ, আর তিনশো টাকা বা'র ক'রেছি।

১ প্র। ও মা—তিনশো খানি!

মাত। ওটা যে মেয়েমুখো গো—মেয়েমুখো।

রমা। মেয়েমুখো কি পুরুষমুখো, ফুল-শয্যা আসুক, তখন আমার হুঙ্কার শুন্‌বে।

২ প্র। হ্যাঁ গা, ফুলশয্যা আস্‌বে, তা তাদের খাওয়াবার উদ্যোগ ক'চ্ছ না?

১ প্র। হ্যাঁ গা, বল কি গা? মাগীকে ভিটে বেচ্‌তে বল না কি? গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে ঘি-ময়দা কিনে লুচি ভেজে রাখুগ, তাঁরা ফুলশয্যা মাথায় ক'রে এসে বাবুর মতন খাবেন। এই তো দেনা-পাওনার ছিরি, তাতে আবার ফুলশয্যার খাওয়ান!

মাত। দেখ বামুনঠাক্‌রুণ, ন্যায়ের দু'-একটা কথা তোমার মুখেই শুন্‌তে পাই।

২ প্র। না গো—দশজনের বাড়ী থেকে লোক ফুলশয্যা নিয়ে তোমার বাড়ীতে আস্‌বে, না খাওয়ালে তোমার নিন্দে হবে।

১ প্র। কেন, কিসের নিন্দে? ক'নের বাপ মিন্সে এমন ঘর-বর পেয়ে বাড়ীর পাটাটা লিখে দিতে পার্‌লে না—তাতে নিন্দা হয় না! আর গাঁটের পয়সা খরচ করে ফুলশয্যা-ওয়ালাদের না খাওয়ালে মাগীর নিন্দে হবে।

রমা। (নেপথ্যে কলরব শুনিয়া) ঐ বুঝি ফুলশয্যা নিয়ে আসছে। গলাবাজি এইবার শুনবে।

[রমানাথের প্রস্থান।

মোহিত। Damn it!—Damn it!

[মোহিতের প্রস্থান।

মাত। বামুনঠাক্‌রুণ, দেখবে চল—দেখবে চল, কি ছাইপিণ্ডি পাঠিয়েছে দেখ্‌বে চল। এতে খাওয়াতে বলো, আমি মাথা হে'ট ক'রে, নিজে ময়দা ড'লে তোমাকে দিয়ে লুচি ভাজিয়ে দেব।

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।

১ প্র। বলি হ্যাঁ লা, তুই এই মাগীকে বোঝাচ্ছিলি? ঐ যে আমার ভাসুরের নামে উকীলের মেয়ের বে'তে মাগী শুনেছে, উকীল প'চিশ হাজার টাকা দিয়েছে, ওর এই দিক্‌শূল ছেলের বিয়েতে সেই টাকা চান।

২ প্র। আহা, শুন্‌ছি, এই দুধের বাছাকে সমস্ত দিন খেতে দেয় নি। আর যাকে তাকে মুখ দেখাচ্ছে, আর এম্‌নি ক'রে ঠোনা

মাচ্ছে। এমন সুন্দর মুখখানি, কার্ত্তিক পুরুষেরও পছন্দ হ'চ্ছে না; আর হাড়িঝি চন্ডী মায়েরও পছন্দ হ'চ্ছে না।

১ প্র। চ'না—চ'না, দেখি গে—মাগী কি করে।

২ প্র। বোধ হয়, জিনিসপত্তর ফিরিয়ে দেবে!

১ প্র। হুঁ! একখানিও না। জিনিস-পত্তর সব তুল্‌বে, আর লোকজনকে তাড়াবে; আর শেষটা এই মেয়েটার উপর ঝাঁজ ঝাড়্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

জোবির প্রবেশ

জোবি। তুই একলা ব'সে কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন? কাঁদিস্‌ নি, কাঁদিস্‌ নি! শাশুড়ীর পাথর বাঁধা বুক। কাঁদ্‌লে মার্‌বে, হাস্‌লে মার্‌বে!

কিরণ। তুমি কে? আমায় মেরে ফেল্‌বে! সমস্ত দিন ঠোনা মার্‌চে, খেতে ব'সেছিলুম—টেনে তুলেছে। বিষম লেগেছিল—মাথায় চড় মেরেছে, মাথা টাটিয়ে র'য়েছে। ঘুরে প'ড়ে-ছিলুম। আমার মাকে বল গে—আমার বাবাকে বল গে!

জোবি। ব'লে কি হবে? তুই পালিয়ে যা, তোর এখনো মা আছে, তুই পালিয়ে বাড়ী যা, পালিয়ে বাড়ী যা! পথ না চিন্‌তে পারিস্‌, আমি পথ চিনিয়ে বাড়ী নে যাবো। তোর মার মুখ দেখে আমার দুঃখ হ'য়েছে, তাই তোকে দেখ্‌তে এসেছি। আমি যেন ভিখিরি, গান গাইতে এসেছি। ওই তোর শাশুড়ী আসছে, আমি গান গাই। তুই বলিস্‌ নি—আমি দেখতে এসেছি, কাঁদিস্‌ নি—কাঁদিস্‌ নি।

নেপথ্যে মাতঙ্গিনী। (ফুলশয্যাওয়ালাদের উদ্দেশে) নিকালো! নিকালো! মোহিত, চাবুক মেরে সব তাড়িয়ে দে।

জোবি। গীত

খা লো ক'নে আফিং কিনে,
বাগিয়ে না হয় রাখ্‌ দড়ি।
কলিতে অমর ক'নের শাশুড়ী॥
ইটে ভিটে বেচে ক'নের বাপের নাইকো পার,
হাত নাড়া দে ক'রবে কত
মায়ের তোর খোয়ার,
শাশুড়ীর মুখের তোড়ে,
দৌড় মারে ডোমহাড়ি॥
ম'রে জুড়ো, চোখের জলে হবি লো নাকাল,
উঠতে খোঁটা, বস্‌তে খোঁটা,
শুন্‌বি সাঁজ-সকাল,
তোর শাশুড়ীর সোণার ছেলে,
তুই যে রাঙের থুবড়ি॥

মাতঙ্গিনীর পুনঃ প্রবেশ

মাত। কেরে ছুঁড়ী—কেরে ছুঁড়ী?

জোবি। কেন গো, ভিখিরী, ভিক্ষে দেবে তো দাও, নইলে গান গাব। এই গান ধ'রলুম—

মাত। বেরো ছুঁড়ি বেরো,—ক'নের বাপ এই ছুঁড়ীকে পাঠিয়েছে।

জোবি। গীত

মাথা খুঁটে পা টিপে তার মন পাবি নাকি,
ঝি-রাঁধুনি রাখ্‌বে বুঝি, শোন্‌, গতরখাগী,
জন্মেছিস্‌ তুই সবার বালাই,—
স'রে পড় হতচ্ছাড়ী॥

মাত। দেখসে গো—দেখসে, বাড়ী ব'য়ে গালাগাল দিতে পাঠিয়েছে!

জোবি। হিঃ হিঃ হিঃ!

[জোবির দ্রুতবেগে প্রস্থান।

প্রতিবেশিনীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

১ প্র। তাই তো গো মোহিতের মা, এমন কুটুম্ব ক'রেছ গা?

মাত। আমার অন্যায় হয়, আমার মুখে চুণকালি দাও। জিনিসপত্র তো দেখ্‌লে, এখন ক'নের মুখ দেখ। (মুখ খুলিয়া) ও মা, কি গো! ও মা, এমন মুখভঙ্গি কখন দেখিনি গো—এমন কান্না কখন শুনিনি গো!

২ প্র। তা আর কি ক'র্‌বে মা! এখন ক্ষীর-মুড়কি খাওয়াও, ফুলশয্যা করো, ছেলের কল্যাণ করো।

মাত। ইচ্ছা হ'চ্ছে, মুখখানা থেঁতো ক'রে দিই!

চিবুকে আঘাত করণ

কিরণ। ও মা গো! আমায় মেরো না গো।

মাত। দেখ বাছা, নরুকে মিন্সের নরুকে মেয়ে দেখ! আমি মারলুম! বুড়ো বয়সে কলঙ্ক নিতে বউ ঘরে আনলুম! ও মুয়ে আগুন—মুয়ে আগুন! (ঠোনা মারিয়া) আমি তোমায় মারলুম—আমি তোমায় মারলুম!

কিরণ। (সভয়ে কান্না চাপিতে চাপিতে) না গো না—না গো না!

মোহিতমোহন ও রমানাথের পুনঃ প্রবেশ

মোহিত। Damn it—Damn it! আমি মরিয়া হ'য়েছি! হয় Christian হ'য়ে মেম বিয়ে ক'র্‌বো, নয় Japan war-এ যাবো। রেমো মামা, এই মেলেই যাবো।

রমা। তা যাবে বই কি বাবা—তা যাবে বই কি। (মাতঙ্গিনীর প্রতি) দিদি, বউ আট্‌কাও! বউ আট্‌কাও! দেখ, দু-হাজার টাকা আমি গুণে গুণে আদায় করি কি না! বউ আট্‌কাও—বউ আট্‌কাও—কারো কথায় বউ পাঠিও না।

মোহিত। কি রেমো মামা, তুমি এমন কথা বলো? এই dirty nigger আমার বাড়ী থাকবে, আমি wife ব'ল্‌বো? Damn it—Damn it! মা, ভাল চাও তো এরে বিদেয় করো। আমায় ডেকেছ কেন? শীগ্‌গির বলো, আমি চ'লে যাবো, বাড়ীতে এসে যেন দেখ্‌তে না পাই; আমাদের party আছে।

মাত। রমা, ফুলশয্যা না ক'র্‌লে যে অকল্যাণ হবে। মোহিতকে বোঝাও ভাই—মোহিতকে বোঝাও। ও মা, অলক্ষ্মী ঘরে এনে যে ছেলে পর হয় গো!

রমা। বাবাজি, সবুর — সবুর — আমি সবুরে মেওয়া ফলাচ্ছি, আর দু-হাজার তোমায় আদায় করে দিচ্চি।

মোহিত। কি ক'রে?

রমা। দেখ না—দেখ না। দিদি, আমি সামগ্রীগুলো ফিরিয়ে দিই গে।

মাত। আর ভাই, ফিরিয়ে কি হবে—ফিরিয়ে কি হবে?

রমা। তবে থাক্‌। বাবাজি, ফুলশয্যাটা করো। এই এতক্ষণ তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক তাড়াতে আমার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। দিদি, ফুলশয্যা করাও, রাত হলো। তুমি ক'নে আট্‌কাও, দু-হাজার টাকা আমি আদায় ক'চ্চি। আগে ব'ল্‌তে হয়—আগে ব'ল্‌তে হয়, আপ্‌সোসে আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে যাচ্ছে। সদু দিদি, ফুলশয্যার সব উদ্যোগ ক'চ্ছ?—করো। ক্ষীর-মুড়্‌কী এনেছ?—রাখো। নাও, বাবাজি, বসো; নাও—ঠাণ্ডা হও, আমি বিলেত যাবার টাকা আদায় কচ্ছি। ব'স, আসনে ব'স, নাও—কনেকে বসাও।

মাতঙ্গিনীর সবলে কিরণ্ময়ীর হস্ত ধরিয়া উত্তোলন

কিরণ। (সভয়ে) না গো না, আর মেরো না!

মাত। শুন্‌লি, রমা, শুন্‌লি,—হতচ্ছাড়ীর কথা শুন্‌লি! আমি মার্‌লুম? দূর হ! এ বালাই কোত্থেকে এল গো।

[ধাক্কা দেওন।

কিরণ। ও মাগো, মলুম গো—(পতন)

মোহিত। রেমো মামা, কি Cadaverous। (ক্ষীর ও মুড়কির বাটী কিরণ্ময়ীর উপর নিক্ষেপ করিয়া) Damn it—Damn it!

[মোহিতের প্রস্থান।

মাত। ও রমা—ও রমা, দ্যাখ্‌, এ যে নড়ে চড়ে না! ও মা কি হ'লো গো, ভিট্‌কিলেমি ক'রে ম'লো না কি গো!

রমা। তাই তো, তাই তো, মুখে জলের ঝাপ্‌টা দাও — জলের ঝাপ্‌টা দাও! (প্রস্থানোদ্যোগ)

মাত। ওরে, যাস্‌ কোথায়—যাস্‌ কোথায়? দ্যাখ্‌ দেখি, ম'লো নাকি? দ্যাখ্‌—দ্যাখ্‌!

রমা। এই আলো এনে দেখ্‌ছি। (স্বগত) 'যঃ পলায়তি, স জীবতি!' আমার হাতে দড়ি না পড়ে, ফুলশয্যা মাথায় থাক্‌।

[রমানাথের প্রস্থান।

কিরণ। (সভয়ে উত্থিত হইয়া) না গো, মেরো না—না গো মেরো না, ও মা গো! (পুনরায় পতন)

মাত। ও রমা, ও রমা! উঠে আবার মরে যে রে!

২ প্র। বামুনদিদি — বামুনদিদি, মুখে একটু জল দাও! ভয় কি মা—ভয় কি মা, জল খাও—জল খাও! তোমার বাপ এখনি

নিয়ে যাবে। (কিরণময়ীকে কোলে লইয়া উপবেশন)

১ প্র। (মুখে জল দিয়া) ভয় নাই—ভয় নাই!

২ প্র। মোহিতের মা, তুমি কি মেয়ে-মানুষ? এই দুধের বাছাকে আজ দু'দিন ধ'রে যন্ত্রণা দিচ্ছ? তোমার ভিটেয় কখনো এমন মেয়ে এসেছে? কখনও এমন সোণার গয়না দেখেছ? বাপের জন্মে দেড় হাজার টাকা একত্রে গুণেছ? তোমার ঐ দাগা ষাঁড় ছেলে—তার বিয়ে দিয়ে রাজরাণী হবে ভেবেছ? তোমার ঘটে একটু আক্কেল নাই? এই দুধের মেয়ে যদি তোমার তাড়নায় মারা যায়, তখন যে হাতে দড়ি পড়বে, তা ভাবো না? রূপের ধুচুনি!—অন্ধকারে কথা কইলে ছেলেপুলে ডরিয়ে ওঠে, এই সোণার চাঁদ বউ পছন্দ হ'চ্ছে না?

১ প্র। (কম্পিতা কিরণময়ীর প্রতি) ভয় নাই মা, ভয় নাই।

২ প্র। দেখ দেখি, গলায় জল গ'ল্‌ছে না! হাত ধ'রেছে, পাঁচ আঙ্গুলের দাগ প'ড়েছে। ভাবচো, বউকে যাতনা দিয়ে আবার টাকা গুণবে? মায়ে-পোয়ে থানায় গিয়ে কড়ি গুণতে হবে, তা জানো?

কিরণ। ও মা, কোথায় তুমি—কোথায় তুমি! মলুম গো!

মাত। (উচ্চৈঃস্বরে) কর্ত্তা গো, তুমি কোথায় গেলে গো, একবার দেখে যাও গো, বউ এনে কি খোয়ার দেখ গো! রমা, রমা, পোড়ারমুখো কোথায় গেল? হা'ঘরের ঘরের জলার পেত্নীকে এখনি বিদেয় করুক! রমা—রমা!- [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুরস্থ দালান

রূপচাঁদ, দুলালচাঁদ ও যশোমতী

দুলাল। বাবা—বাবা, তোমার হাতেই আমার প্রাণটি। তুমিই আমার মরণ-কাটি জীয়ন-কাটি!

রূপ। কিরে কি ব'ল্‌ছিস?

দুলাল। এইবারে বাবা, করুণাময়ের মেয়ে বাগিয়ে দাও বাবা! মরণ-কাটি, জীয়ন-কাটি তোমার হাতে বাবা! নারাজ হ'য়ো না, বড় ব্যথা পাবো বাবা!

রূপ। আরে আবাগের ব্যাটা, কি ব'ল্‌ছিস্, ভাল ক'রে বল্ না?

দুলাল। করুণাময়ের মেজো মেয়ে মজুত বাবা! দেখতেও খুব জম্‌কালো রকম! তার সঙ্গে আমার বে' লাগিয়ে দাও।

যশো। হ্যাঁগা, দুলাল যদি বায়না নিয়েছে, তবে ওইখানেই বে' দাও না, আর পাঁচটা সম্বন্ধ কেন?

রূপ। আরে তুমিও খেপ্‌লে নাকি? ঘটক পাঠালুম, টাকা কব্‌লালুম, করুণাময় রাজী হয় কই?

দুলাল। এই বারে বাবা ছিপে গেঁথেছ, কেবল খেলিয়ে তুল্‌লেই হয়। রেমো মামা চার-টার ফেলে সব ঠিক ক'রেছে।

রূপ। রমানাথ কি রাজী ক'রেছে?

দুলাল। মুচ্‌ড়ে রাজী ক'র্‌তে হবে বাবা! রেমো মামা দালালি ক'রে তোমার শিকার ঠিক জোগাড় ক'রে দিয়েছে! মোহিত ঘোষ, যে তোমার কাছে বাড়ী বাঁধা রেখেছে, তারা দু'-ভাই। সে-এক্‌লা মার এক ছেলে ব'লে তোমার বাড়ী রেজেষ্টরী ক'রে দিয়েছে। এখন তুমি মোচড় দাও বাবা!

রূপ। তারে মোচড় দিয়ে কি হবে?

দুলাল। তুমি থেকে থেকে ন্যাকা হও বাবা, এতেই আমার গা জ্বালা করে। মোহিত ঘোষ—করুণাময়ের বড় মেয়েকে বে' ক'রেছে জান না বাবা? এখন তুমি পুলিস থেকে ওয়ারিণ বা'র করো। করুণাময় বোস বাপ্ বাপ্ ক'রে মেয়ে দিতে পথ পাবে না বাবা!

রূপ। অ্যাঁ, সত্যি নাকি, সেই বয়াটে ছোঁড়াটা তার জামাই?

দুলাল। তা নয় তো কি বাবা! আমার সে চোদ্দ পুরুষের কে যে, রেমো মামার খোসামোদ ক'রে তারে বাগানে নিয়ে যাই, স্যাম্পেন খাওয়াই, মতিয়ার সঙ্গে জুটিয়ে দিই—মতিয়ার প্রেমে মজ্‌গুল করে দিই! নইলে কি জাল ক'রে তোমার কাছে টাকা ধার করে? পিরীতের দায়ে ধার ক'রেছে বাবা! কেঁদে বেড়াতো—

মতিয়া বেটী ঘরে ঢুক্‌তে দিতো না, তাই ধার ক'রেছে বাবা!

রূপ। বটে—বটে, তবে তো করুণাময় ব্যাটাকে বাগে ফেলিছি।

দুলাল। তবে আর তোমাকে ব'লচি কি? মা, দেখ, 'কাণা খোঁড়ার একগুণ বেশী,' কি না দেখ! বাবা ফন্দি ক'রে লোকের বিষয় গেঁড়া ক'র্‌তে পারে। বাবা, বল, ধর্ম্মকথা বল, এ বুদ্ধি তোমার মাথায় আস্‌তো না, মার কাছে স্বীকার পাও, তোমার দুলাল কেমন দাঁওবাজ! তুমি ম'লে তোমার বিষয় রাখ্‌তে পার্‌বে কি না, বোঝ বাবা!

রূপ। আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা, আমি ওয়ারিণ বা'র কচ্চি।

দুলাল। মা, এইবার বাবার মতন বাবা! আর কথা ঝেড়ে ফেলো না বাবা!

রূপ। যাক্‌, ছেলেটা ধ'রেছে—বুঝ্‌লে গিন্নি! মনে ক'রেছিলুম, ভয় দেখিয়ে বাড়ীখানা বাগিয়ে নেব, তা যাক্‌—

দুলাল। ও যেতে দাও বাবা! তুমি বেঁচে থাকো, অমন দুশো বাড়ী বাগিয়ে নেবে। বিশ্বামিত্র গোত্র, মিত্তির গুষ্ঠির জেদ বজায় রাখো বাবা।

যশো। দুলো আমার খুব—দুলো আমার খুব! খুব বুদ্ধি বা'র ক'রেছে, খুব বুদ্ধি বা'র ক'রেছে।

দুলাল। মা, কেমন তোমার দুলালচাঁদ বলো?

যশো। আমার দুলালচাঁদ—আমার দুলাল-চাঁদ!

চিবুক ধরিয়া আদরকরণ

দুলাল। চাঁদের উপর চাঁদ তোমার বউ ঘরে আন্‌ছি মা! বাবা, তাড়াতাড়ি জোগাড় করো, নইলে শুন্‌চি—সম্বন্ধ হ'চ্ছে, বেহাত হ'য়ে যাবে। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তপুরস্থ কক্ষ

করুণাময় ও সরস্বতী

করুণা। দেখ গিন্নি, চারা নাই। অনেক খুঁজে পেতে তো প্রথম পক্ষের ঘরে দিয়ে-ছিলুম, লাভ এই হ'লো যে, বিধবার মত মেয়ে গলায় প'ড়লো।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

হিরণ। মা, বাবার ঠাঁই ক'র্‌বো?

সর। ও মা অবাক্‌! তুই খেতে খেতে উঠে এলি না কি?

হিরণ। না মা, আমি খেয়েছি।

সর। সে কিরে, তুই ডেকে একটু মিষ্টি নিতে পার্‌লিনি? একটু ক্ষীর নিতে পার্‌লিনি? কর্ত্তা ডাক্‌লে,—চ'লে এলুম! তুই, যা দিলুম, তাই খেয়ে চ'লে এলি? আজ যা হোক বাড়ীতে পাঁচ রকম হ'য়েছে, তাও তোর বরাতে নেই!

হিরণ। আমার পেট ভরেছে। আমি ঠাঁই করিগে।

সর। কে জানে বাছা!

[হিরণ্ময়ীর প্রস্থান।

দেখছ—অল্‌বড্ডে মেয়ে, কচিবেলা থেকে ও খাবো ব'ল্‌তে জানে না।

করুণা। সে ভাল, পরের বাড়ী যাবে, কে জানে বরাতে কি আছে!

সর। হ্যাঁগা, এবার সব ঠিকঠাক্‌ খবর নিয়েছ তো?

করুণা। এবার তো আর ঘটকের মুখে নয়। তোমায় তো সব ব'লেছি—পাত্রটি আমার জানা, সরকারি অফিসে কাজ করে। দেড়শো টাকা মাইনে পায়, বছর বছর মাইনে বা'ড়বে। তবে দোষের মধ্যে প্রথম পক্ষের দুটি দুই ছেলে আছে। তা আর কি ক'র্‌বো! কিছু দিতে থুতে হবে না, তাতেই পাঁচশো টাকা প'ড়বে। সেও ভাবছি, সেকেন্ড মর্টগেজ না ক'র্‌লে নয়। প্রথম মর্টগেজের সুদ এক পয়সাও দিতে পারি নি। এক বছর ধ'রে কিরণের ব্যামো; ওঁরা খবর নেন আর না নেন, আমরা তো সম্বৎসর ধ'রে তত্ত্ব ক'রে এলুম; তোমার অসুখ গেল। ক'টি টাকা ঘরে আনি বল? যাই হোক্‌, না ধার ক'র্‌লে তো নয়।

সর। বরটির বয়েস কত? আমার বোধ হ'চ্ছে, বয়স একটু ভারি হ'য়েছে।

করুণা। দোজপক্ষের যেমন হয়—চল্লিশের

ভেতর। শুন্‌তে পাই, খুব ভদ্র। যা ব'ল্‌ছি তাতেই রাজী।

সর। তা এত তাড়াতাড়ি কেন?

করুণা। বে ক'রে বড়লাটের সঙ্গে সিম্‌লে যাবে।

সর। তুমি কি জামাই-বাড়ী নিমন্ত্রণ করো নি?

করুণা। কেন নিমন্ত্রণ ক'র্‌বো না? হরার সঙ্গে নলিনকে দিয়ে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে পাঠিয়েছিলুম। মোহিতের সঙ্গে দেখা হয় নাই, শুন্‌লুম—মাগী ছেলেটাকে জল খেতেও বলে নি।

সর। কে পত্র ক'রতে এসেছিল?

করুণা। জ্ঞাতি-সম্পর্কে জ্যাঠা হয়, সেটিও খুব ভদ্রলোক। আমরা বা কি খাওয়ান-দাওয়ানোর উদ্যোগ ক'রতে পেরেছি—মিন্সের একমুখে শত সুখ্যাতি, বলে 'রাজারাজড়ার বাড়ীতে এমন উদ্যোগ হয় না।' আর তোমার মেয়ে দেখেও খুব খুসী—বলে, 'রাজরাণী—রাজরাণী!' আমি একটি মোহর দিয়ে দেখে এসেছিলুম, মেয়ের দু'ই হাতে দু'টি মোহর দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লে!

সর। বড্ড তাড়াতাড়ি হ'লো, কালই গায়ে হলুদ দেবে।

করুণা। আমাদের তো কিছু উদ্যোগ ক'রতে হবে না। গয়নার হিসাবে পাঁচশো টাকা ধ'রে দেব।

সর। বড্ড যে তাড়া প'ড়্‌লো।

করুণা। ফুলশয্যার পরদিনই বরকে সিম্‌লে যেতে হবে।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। ও গো, বাইরে জামাইবাবু এসেছে।

সর। সত্যি নাকি?

ঝি। হ্যাঁ গো! আমি কি মিছে ব'ল্‌ছি, তোমার জামাইকে কি আমি চিনি নাই? সেই খুদে চুরোট মুয়ে লাগিয়ে ফুঁক্‌চে!

করুণা। এত রাত্রে কি মনে ক'রে?

সর। হাজার হোক, জ্ঞান হ'য়েছে কি না। মাগীই বজ্জাত, আর এদানি আমরা তো জামাই আন্‌তে পাঠাই নি, তাই বোধ হয় পত্রের অছিলেতে এসেছে।

করুণা। ঠিক্ সময়ে এলে পাঁচজন দেখ্‌তো, যাক্, এসেছেন—আমার মাথা কিনেছেন। আমি বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিই গে। ঝি, একটা আলো নিয়ে আয়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বি।

সর। তুমিও শীগ্‌গির ক'রে এসো, রাত হ'য়েছে, খাবে দাবে না।

[করুণাময় ও তৎপশ্চাৎ ঝিয়ের প্রস্থান।

মেয়েটা তো মনের দুঃখে একরকম হ'য়ে থাকে, একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিই।

[প্রস্থান।

আলোকহস্তে অগ্রে ঝি, পশ্চাৎ মোহিতমোহনের প্রবেশ

ঝি। এইখানে বোস্ করুন। তা হ্যাঁগা, এতদিনে কি দিদিমণিকে মনে পড়্‌লো গা?

মোহিত। Damn it—তাকে পাঠিয়ে দাও।

ঝি। আর যে ঘর চলে নি গো! বোস্ করো—খাবার আস্‌ছেন, খাও! রাত তো আর পোয়াই নি গো। এস্‌বে বই কি, এস্‌বে নি?

মোহিত। না, খাবার আন্‌তে হবে না, পাঠিয়ে দাও।

ঝি। ও দিদিমণি, এস গো—তর ক'রে এসো, জামাইবাবুর আর তর সচ্চি নি।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

মোহিত। মতিয়া—মতিয়া! সবুর করো, গয়না খুলে নিয়েই গোলাম হাজির হ'চ্ছে। মতিয়া—মতিয়া—জানের জান মতিয়া, তোমার health পান করি মতিয়া! (পকেটস্থ শিশি লইয়া মদ্যপান)

অগ্রে ঝি তৎপশ্চাৎ খাবার হস্তে কিরণ্ময়ী ও সরস্বতীর প্রবেশ

ঝি। এই নাও, দিদিমণিকে এনেছি—রাত ভোর সোহাগ করো।

সর। যা, জলখাবার দিগে, লজ্জা করিস্ নে, কাছে ব'সে খাওয়া। আমি চ'ল্লুম, কর্ত্তাকে খাবার দিই গে।

[সরস্বতীর প্রস্থান।

অবগুণ্ঠনবতী কিরণ্ময়ীর মোহিতের সম্মুখে জলখাবার স্থাপন

মোহিত। Damn it—তোমার গয়না কি

হ'লো? খাবার নিয়ে যাও, গয়না পরে এসো। ঝি, স'রে যাও।

ঝি। ও, মা, বড় সোহাগ! কানাচ পেতে শুনি। [ঝিয়ের প্রস্থান।

মোহিত। দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, গয়না প'রে সেজে এসো, আমি অমন ভালবাসি নি।

কিরণ। আমার তো গয়না কিছুই নাই। ঠাকরুণ পাঠিয়ে দেবার সময় সব খুলে নিয়েছেন। মা তাঁর হাতের দু'গাছি বালা পরিয়ে দিয়েছেন।

মোহিত। শুধু দু'গাছি বালা, আর তাঁর কিছু গয়না নেই? যাও, প'রে এসো।

কিরণ। মা'রও তো গয়না নাই, সব বাঁধা প'ড়েছে।

মোহিত। Damn it—তবে কি হ'লো! মতিয়া—মতিয়া, তুমি এত নিৰ্দ্দয়!—ওঃ! আমার যে প্রাণ যায়!

কিরণ। তুমি অমন ক'চ্চ কেন?

মোহিত। হুঁ—কি কচ্ছি? সব জুচ্চুরি জুচ্চুরি, গয়না নাই—গয়না নাই? তবে আমি চ'ল্লুম—তবে আমি চ'ল্লুম! উঃ, মতিয়া—মতিয়া! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না! মতিয়া—মতিয়া! আমায় বনবাস দিয়েছ মতিয়া! তোমার পালঙ্গ্ ছেড়ে আমি কোথায় এলেম! আমি চ'ল্লুম। দাও—দাও—বালা দু'গাছা দাও। দেখি—দেখি—আমি অম্নি বালা গড়িয়ে দেবো। দাও—দাও—(উত্থান ও পতন)

কিরণ। ও মা—মা, শীগ্গির এসো।

বেগে সরস্বতী ও পশ্চাতে ঝিয়ের প্রবেশ

সর। কি রে—কি রে?

কিরণ। ও মা, কি ক'চ্চে দেখ!

মোহিত। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) দাও—দাও, নইলে হাত মুচ্ড়ে কেড়ে নেবো। মতিয়া, কোথায় তুমি!

সর। ও মা, কি হ'লো! কে কি খাইয়ে দিয়েছে না কি গো! ও মা, এমন ক'চ্চে কেন গো! ও ঝি—ও ঝি, কর্ত্তাকে ডাক—কর্ত্তাকে ডাক।

ঝি। ও গো, সর্দ্দি-গর্ম্মি নেগেছে, তুমি মুয়ে জল দাও, বাতাস করো।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

সর। বাবা মোহিত—মোহিত!

মোহিত। Damn it—গয়না পরিয়ে দাও—এখনি পরিয়ে দাও! মা, টাকা বা'র ক'র্বে তো করো, নইলে এই সিন্দুক ভাঙ্লুম—ভাঙ্লুম। টাকা নিকালো। গয়না পরিয়ে দাও, কই, বালা দেখি—বালা দেখি, আমি গড়িয়ে দেবো—গড়িয়ে দেবো! দাও, দাও, আমায় দাও, মতিয়া—মতিয়া!—

করুণাময়ের প্রবেশ

সর। ও গো—দেখ গো, জামাই কেমন ক'চ্ছে দেখ!

করুণা। (মদের দুর্গন্ধে মুখ ফিরাইয়া লইয়া) উঃ!—গিন্নি আর দেখ্ছ কি? কিরণের বিকার হয়েছিল, বড্ডই ভেবেছিলে, বড্ডই দেবতার কাছে মাথা খুঁড়েছিলে, কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দিয়েছিলে;—আবার দেব্তার কাছে মাথা খোঁড়ো, আবার কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দাও, প্রার্থনা করো—কিরণ মরুক্—তিনটে মেয়ে একত্রে মরুক্! আমার উচিত কি জানো, যখন মেয়ে জন্ম দিয়েছি, তুষানল ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করা, আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি ক'র্লুম, কি সৰ্ব্বনাশ ক'র্লুম! বাড়ী বাঁধা দিয়ে, অপমান সহ্য ক'রে মাতালের হাতে কিরণকে দিলুম। কিরণের শাশুড়ী বউকাঁট্কি, বউকালেই না হয় যন্ত্রণা দিত, এ কি—হাত-পা বেঁধে বাছাকে যন্ত্রণা-সাগরে ফেলে দিলুম—মাতালের হাঁটু ছুঁয়ে কন্যা সম্প্রদান ক'রেছি! বিধাতা আরো অদৃষ্টে কি লিখেছে—জানি না!

সর। ও গো না—না, দেখ—দেখ, বাছাকে কে কি খাইয়েছে, ওই দেখ—কেমন ক'চ্ছে! তুমি শীগ্গির ডাক্তার ডাক্তে পাঠাও। ও মা, পরের বাছা এতদিন পরে কেন এলো গো! তুমি দাঁড়িয়ে র'য়েছ? দেখছো না—দেখছো না, দম আট্কে যাচ্চে!

মোহিত। মতিয়া—মতিয়া! (হস্ত প্রসারণ)

করুণা। গিন্নি, দেখছ কি—দুৰ্দ্দান্ত মাতাল! কোন্ বেশ্যার বাড়ী মদ খেয়ে এসেছে, নেশার ঝোঁকে তাকে খুঁজছে! দেখছ না, মুদ্দর হ'য়ে পড়লো! মাথায় জল দাও, বাতাস করো, কাল ভোর হ'লেই গাড়ী ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দিও। গিন্নি, মনে করো, কিরণ তোমার বিধবা,

বিধবারও অধম—নচ্ছার মাতালের স্ত্রী। গিন্নি, আমাদের উচিত কি জানো? কিরণকে নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে ডোবা, নইলে দিন দিন যন্ত্রণা, দিন দিন যন্ত্রণা! ওঃ! আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে—আমার মাথা ঘুর্‌চে—আমি চ'ল্লুম। ভয় নাই, মর্‌বে না, তোমার কিরণের তেমন কপাল নয়। [করুণাময়ের প্রস্থান।

সর। ও ঝি—ঝি, মাথায় একটু জল দে বাছা। কর্ত্তা রাগ ক'রে গেল, তুই যা বাছা—মধু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। বাছার কি অসুখ হয়েছে।

ঝি। ওগো, না গো—মদ খেয়েছে গো, ছাড়ছে দেখচো নি! আমাদের বাড়ীউলীর মানুষটো ওম্‌নি খেয়ে এসে তোলাতে থাকে।

সর। তবে সত্যি কি আমার কিরণের এই সর্ব্বনাশ! সত্যি কি আমার কিরণকে মাতালের হাতে দিলুম! সত্যি কি আমার কিরণ স্বামী থাক্‌তে বিধবা হ'লো! মা কালী, কি ক'র্‌লে! আমি যে বড় সাধ ক'রে কিরণের ভাত তোমার বাড়ীতে দিয়ে এসেছি,—আমি যে বড় সাধ ক'রে কিরণের বে' দিয়েছি। আমি যে তোমায় বুকের রক্ত দিয়ে কিরণকে ফিরে পেয়েছি। মা গো, ভেবেছিলুম, জামাই হবে, মেয়ের বদলে ছেলে পাবো! কি সর্ব্বনাশ হ'লো! আমার গর্ভপাত হয়নি কেন? আমার মরণ হয়নি কেন? এই যন্ত্রণা দেখতে হ'লো!

মোহিত। কুচ্‌ পরোয়া নেই। গয়না লে আও—গয়না লে আও।

[দ্রুতবেগে উত্থান এবং 'মতিয়া মতিয়া' বলিয়া টলিতে টলিতে প্রস্থান।

[সরস্বতী ও ঝিয়ের তৎপশ্চাৎ দ্রুত প্রস্থান।

নেপথ্যে পতন-শব্দ

নেপথ্যে সর। ও ঝি, ডাক ডাক—কর্ত্তাকে ডাক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বহির্ব্বাটী

ঝাঁটা হস্তে ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। ও মা গো, সমস্ত রাত কি তোলালে গো! গন্ধে গাটা আড়পাড়িয়ে উঠছে। থাক্‌ এখন বাসনমাজা, বাবুর ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নেয়ে আসি! মা গো, বড় দিদিমণি কি নিঘিন্নে, দু'হাতে তোলানিগুলো ধ'র্‌লে! কি চিক্কুরি গো, কাণে তালা ধ'রে যায়। চলে গেল—বালাই গেল। আমাদের ঘর্‌কে অমন জামাই হ'লে মুয়ে নুড়ো জেবলে দিই।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

করুণাময়ের প্রবেশ

করুণা। ছিঃ ছিঃ, দেখে শুনে কি পাত্রেই মেয়ে দিয়েছি, মেয়ের বৈধব্যকামনা হ'চ্ছে!

সরস্বতীর প্রবেশ

সর। বেয়ান ঠাক্‌রুণ এসেছেন।

করুণা। কি—কেন? জামাই বাড়ী যান নি না কি?

মাতঙ্গিনীর প্রবেশ

মাত। আর বেয়াই, আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—মোহিত আমায় পথে বসিয়েছে! রূপচাঁদ মিত্তিরকে দু-হাজার টাকায় বাড়ী বেচেছে।

করুণা। সে কি?

মাত। আর সে কি! রমা আমায় খবর দিলে। সত্যি বেয়াই, সত্যি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। তুমি বাঁচাও তো বাঁচি, নইলে আমি পথে দাঁড়ালুম।

করুণা। আমি কি ক'র্‌বো?

মাত। তুমি সব পারো, তোমার হাতেই মরণ-বাঁচন। কায়েতের ঘরের গরু, রূপচাঁদ মিত্তিরকে বাড়ী বেচেছে, আবার কোটে ব'লেছে, আমি এক ছেলে, আমি বিষয়ের ওয়ারিসান। এখন রূপচাঁদ মিত্তিরকে টাকা দিলেও ফির্‌বে না!

করুণা। টাকার জোগাড় আছে?

মাত। সবই ভাই তোমায় ক'র্‌তে হবে। তুমি যা দিয়েছিলে, প্রায় তা দেনা শুধ্‌তেই গেছে! যে ক'রে সংসার ক'চ্ছি, তা ওপরে ধর্ম্মই জানে, আর আমি জানি। দেনা ক'রে দু'টি ছেলে মানুষ ক'চ্ছি।

করুণা। (স্বগত) মানুষ আর কই ক'রেছ, ভূত ক'রেছ! (প্রকাশ্যে) আমায় আর কাট্‌লেও রক্ত নাই, কুট্‌লেও মাংস নাই।

মাত। রমা ব'লেছে, তুমি রক্ষে ক'র্‌তে পারো। তোমার টাকা লাগবে না, কড়ি লাগবে না, কিচ্ছু না।

করুণা। সে কি, রমানাথ কি ব'লেছে?

[সরস্বতীর প্রস্থান।

রমানাথের প্রবেশ

রমা। ম'শায়, যা বলে, তা মুখে আন্‌বার যো নাই। সে কথা আপনাকে আর কি শোনাবো!

করুণা। তবু কি শুনি?

দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। শুন্‌বে বাবা, শুন্‌বে? আমায় তুমি তোমার মেজো মেয়েটি দাও। বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি, দু'স্যুট জড়োয়া গয়না ছাড়্‌ছি। তোমার মেয়েটির গায়ে হাতও দিতে চাচ্ছি নি, শুধু মালাটি গলায় দিয়ে, আমি বাগানের ছেলে বাগানে চ'লে যাচ্ছি।

করুণা। ইনিই রূপচাঁদ বাবুর পুণ্যি— না?

দুলাল। হাঁ বাবা, আমি এক্‌লা মার এক ছেলে। করুণাময়, করুণা ক'রে চেয়ে দেখ! কুঁজ ঢাকা দিয়ে ব'স্‌লে, আমার চেয়ে তোমার বড় জামাই কিছু বেশী চেহারাবাজ হবে না।

মাত। ও বেয়াই—কি হবে বেয়াই! তুমি রাজী হও বেয়াই, নইলে মজি বেয়াই।

করুণা। বে'ন, নুন খাইয়ে ছেলে মা'র্‌তে পার নি, আমার বরাতে ছেলে জিইয়ে রেখেছ! আমার জামাই চাইনি, মেয়ের ঘর চাইনি, দোর চাই নি। আমি কাল পত্র ক'রেছি! সে পত্র ভেঙে এই অকালকুষ্মাণ্ডকে মেয়ে দেব। ভদ্র-সমাজে আর মুখ দেখাবো না! আবার একটির গলায় পাথর বেঁধে জলে ফেলে দেব!

দুলাল। বাবা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না বাবা! নগদও কিছু ছাড়্‌চি, বাবাকে ব'লে তোমারও মাসোহারা বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।

করুণা। চ'লে যাও আমার বাড়ী থেকে।

দুলাল। যাব কেন বাবা? তোমার জামাই হ'তে এসেছি; যাবো কেন বাবা? তোমার বড় মেয়ে কোন সুপাত্রে দিয়েছ বাবা? আমার কুঁজ একদিকে আর তোমার বড় জামাইয়ের বুদ্ধি এক দিকে, ওজন করো বাবা! তার চালচুলো যা ছিলো, তা তো আমার হাতে এসেছে বাবা, তাকে তো পথে বসিয়েছি বাবা! তোমার সব দিক্‌ বজায় হ'চ্ছে, এ সম্বন্ধ তোমার কি মন্দ হ'চ্ছে বাবা!

মাত। বেয়াই, রক্ষে কর—বেয়াই, রক্ষে কর!

দুলাল। চুপ কর না বাবা! আমি টাকার সুরে গাওনা ধ'রেছি, তোমার ও বেয়াড়া সুর লাগবে কেন বাবা!

করুণা। রমানাথ বাবু এই সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ, না?

রমা। আজ্ঞে না, তা নয়, তবে কি জানেন, সব দিক্‌ বজায় থাক্‌তো—সব দিক্‌ বজায় থাক্‌তো।

করুণা। বটে! বেরোও, আমার বাড়ী থেকে বেরোও।

দুলাল। বাড়াবাড়ি ক'চ্ছ কেন বাবা, শেষে ঘাড় নুইয়ে আস্‌তেই হবে বাবা! আমি নাছোড়বান্দা!

করুণা। যাও, বাড়ীতে এসে বেল্লিকপনা ক'রো না!

দুলাল। বেল্লিকপনা কি কচ্ছি বাবা? আমি তোমার মেয়েটি চাচ্চি বই তো নয়! রাজী হ'লে সুড় সুড় ক'রে চ'লে গিয়ে বাবাকে পাঠিয়ে দিই, পত্র ক'রে যায়।

করুণা। (নিকটবর্ত্তী পতিত বংশ উত্তোলন করিয়া) যাও—নিকালো।

দুলাল। যাচ্ছি বাবা, নাদ্‌না ঝেড়ো না বাবা!

করুণা। বেরোও—বেরোও সব।

রমা। আচ্ছা বাবা, তোমার হাত-পা নাড়া বুঝে নিচ্ছি।

দুলাল। না বাবা, এখন বোঝাবুঝি কাজ নেই বা, যখন বুঝ্‌বো, তখন বুঝ্‌বো বাবা, এখন নেংচে চ'লে যাচ্ছি বাবা। রেমো মামা, নিয়ে যাও বাবা—এখনি নাদ্‌না ঝাড়্‌বে, নিয়ে যাও বাবা!

[রমানাথ ও দুলালচাঁদের প্রস্থান।

মাত। বেয়াই, সর্ব্বনাশ হবে বেয়াই! শুনছি পুলিসে দেবে, তোমার বড় মেয়ে গাছ-তলায় ব'স্‌বে!

করুণা। সে তো যে দিন বিয়ে দিয়েছি, সে দিনই গাছতলায় ব'সেছে! কাল তোমার পুত্র এসেছিলেন—মেয়ের গায়ের গয়না চুরি ক'র্‌তে, বড় নৈরাশ হ'য়ে চ'লে গিয়েছেন। আজ তুমি এসেছ পত্র ভাঙ্‌গ্‌তে। আমার বড় মেয়ে বিধবা হ'য়েছে, তুমি বাড়ী যাও।

মাত। ও বেয়াই, বেয়াই, আমার বড় সাধের মোহিত, বেয়াই। শুন্‌ছি, থানায় দেবে বেয়াই! তা হ'লে আর আমার মোহিতকে পাব না। উপায় থাক্‌তে মেয়েকে বিধবা ক'রো না।

করুণা। বে'ন ঠাক্‌রুণ, আমি পত্র ক'রেছি; এই গায়ে হ'লুদের সামগ্রী এলো ব'লে, সন্ধ্যের সময় বর আস্‌বে। অৰ্দ্দেক বাড়ী ছেড়ে দাও গে। রূপচাঁদ মিত্তিরের পায়ে হাতে ধ'রে যতদূর পারি, চেষ্টা পাবো। না শোনে—আর কি ক'র্‌বো—পত্র ভেঙ্গে দিতে পার্‌বো না, আমায় মাপ করো।

মাত। ও মা, কোথাকার নরুকে মিন্সে গো—ঝি-জামাইয়ের মুখ চায় না! ও মা, কি চামার মিন্সে গো—ও মা, কি হবে গো! কেন এই ছোটলোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলুম গো!

করুণা। বে'ন, ভালয় ভালয় বাড়ী যাও। তুমি মেয়েমানুষ, তোমায় আর কি বল্‌বো! আমার জামাই কই? জামাই কি আমার আছে? যে দিন তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি, সেই দিনই মেয়ে আমার বিধবা হ'য়েছে!

[করুণাময়ের প্রস্থান।

মাত। এত অহঙ্কার—এত অহঙ্কার! ধৰ্ম্মে সইবে না—ধৰ্ম্মে সইবে না—ধৰ্ম্মে সইবে না!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

কিরণ্ময়ী ও জোবি

জোবি। কাঁদ্‌ছিস্‌, কাঁদ্‌, আমিও কেঁদেছি—খুব কেঁদেছি! এখন বুঝেছি কেঁদে কি ক'র্‌বো? আমিই কাঁদ্‌বো, আর তো' কেউ কাঁদ্‌বে না! তাই আর কাঁদি না, গান গেয়ে বেড়াই।

কিরণ। ভাই, আমার মতন দুঃখিনী আর কেউ আছে? এমন স্বামী থাক্‌তে বিধবা আর কেউ আছে? আমার সব থেকে কিছুই নাই। কাল স্বামী এলেন, শুনে স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেলেম। বড় আশায় কাছে গেলেম, মনে হ'লো বুঝি, এত দিনের পর দাসীকে মনে প'ড়েছে, বুঝি পায়ে স্থান পাবো। স্বামীর ব্যবহারে বুকে শেল বা'জ্‌লো! তবু মনকে প্রবোধ দিলুম, চক্ষে তো দেখলুম, কথা শুনলুম; তিনি আমায় পায়ে ঠেল্‌লেন, কিন্তু আমি তো তাঁর দাসী, কখনো না কখনো আবার দেখা পাব, আবার কথা কবো; একদিনও সেবা ক'র্‌তে পাবো। না পাই, একদিনও তো দেখা পেয়েছি, তাই মনে মনে ভাব্‌বো, সেই ধ্যানে থাক্‌বো। কিন্তু সকালে উঠে কি শুন্‌লুম!—থানায় আমার স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তাঁকে চোর-ডাকাতের সঙ্গে রাখ্‌বে। চিরদিন তিনি মায়ের আদরে কাটিয়েছেন, থানায় নিয়ে গেলে তিনি আর বাঁচ্‌বেন না। আমার সকল আশা ফুরুলো, আর তাঁর দেখা পাব না।

জোবি। তোর মাকে ব'লেছিস্‌?

কিরণ। মা জানেন, বাবা জানেন, কিন্তু কি উপায় হবে! বাবা বলেন, আমার মেয়ে বিধবা হ'য়েছে। তিনি আমার বোনের বে' নিয়ে ব্যস্ত, আমার দুঃখে দুঃখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ নাই! আমি কাঁদ্‌বো না তো কাঁদ্‌বে কে?

জোবি। কাঁদ্‌—কাঁদ্‌, তোর স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে? আহা, তুই আমার চেয়েও দুঃখী। আমি তবু আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পাই, তবু তার সঙ্গে কথা কইতে পাই, ভিক্ষে ক'রে পয়সা পেলে পয়সা দিই! আহা, তোর স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে! তুই কাঁদ্‌—তুই কাঁদ্‌!

কিরণ। তোমার স্বামী আছে? তোমার স্বামীর দেখা পাও? তবে তো তুমি রাজরাণী! তোমায় কাঙ্গালিনী মনে ক'র্‌তুম, তুমি কাঙ্গালিনী নও, আমিই কাঙ্গালিনী।

জোবি। তুই সত্যই কাঙ্গালিনী। তুই আমার মত যেখানে সেখানে যেতে পাস্‌ নে, স্বামীর দেখা পাস্‌নে, মনের দুঃখ চেঁচিয়ে বলতে পাস্‌নে, মনে মনে গুমরে থাক্‌তে হয়। তোর স্বামী কোথায় আছে জানিস্‌, তবু তুই এক জায়গায়, সে এক জায়গায়। তুই কাঁদ্‌—কাঁদ্‌! তোকে কাঁদতে বারণ করবো না, আমিও

তোর সঙ্গে কেঁদে যাবো। আমি তোর স্বামীকে রোজ দেখে আস্‌বো, দেখে এসে তোরে বলবো। তুই কাঁদ্—কাঁদ্—তুই সত্যই বলেছিস্ তোর কাঁদ্‌তে জন্ম।

কিরণ। আহা, তোমার স্বামী আছে, তোমার সঙ্গে কথা কয়! তবে তুমি অমন করে বেড়াও কেন? তুমি কেন তোমার স্বামীর কাছে থাকো না?

জোবি। আমার স্বামী কি আমায় চেনে? আমায় ছাঁদনাতলায় দেখেছিল, একদিন মদ খেয়ে লাথি মেরেছিল।

কিরণ। তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ী থাকো না কেন?

জোবি। কোথায় শ্বশুরবাড়ী? বাড়ী মদ খেয়ে বেচেছে! আমার শাশুড়ী মরে গিয়েছে—সে পরের বাড়ী থাকে, আর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কিরণ। তুমি কেমন করে তাকে চিন্‌লে?

জোবি। কেমন করে চিন্‌লুম! তুমি এমন কথা বলছো? তুমি কেমন করে চিন্‌লে? তোমার বে'র দিন মনে করো, রাঙ্গা বর হবে—কত আমোদ মনে করো! স্বামীর পাশে বস্‌লে, স্বামীর মুখ দেখলে, এখন বুঝতে পেরেছ, কেমন করে চিনলুম? সে কথা মনে করে সুখ—ভেবে সুখ—স্বামীর বাড়ী দুঃখ পেয়েছিলুম, তাতে সুখ, স্বামী লাথি মেরেছিল, তাতে সুখ, স্বামী নিয়ে সবই সুখ। সে সুখ কে ভুল্‌বে বলো?

কিরণ। সত্য বলেছ। এখন মনে হয়, বাবা কেন আমায় নিয়ে এলেন! শ্বশুরবাড়ী মরতুম, সেও আমার ভাল ছিল, তবু আমি আমার স্বামীকে দেখতে পেতুম। তবু তার সেবা করতে পেতুম। শাশুড়ী যন্ত্রণা দিত, দিতই বা—এ যন্ত্রণা হ'তে কি বেশী যন্ত্রণা হতো! হয় তো আমি সেথা থাকলে একদিন না একদিন আমার পানে ফিরে চাইতেন, একদিন না একদিন দয়া হতো, হয় তো দাসী বলে পায়ে রাখতেন। আমি ঘরে থাকলে হয় তো এতটা বয়ে যেতেন না। ভাবছি, বাবা আমায় কেন নিয়ে এলেন! কি সুখে রেখেছেন, কি সুখে রাখবেন! আমার স্বামী যদি কয়েদ হয়, কি সুখে আমি অন্ন মুখে দেব, কি হলো—কি হবে।

জোবি। দ্যাখ্ ভাই আমার মা একটি কথা বলেছিল, সেই কথাটি তোকে আমি বলি শোন', —মা বলেছিল, "বড় দুঃখ পেলে মধুসূদনকে ডাকিস্।" আমি ডাকতুম, এখনো ডাকি। মধুসূদন আমায় গান শেখায়, গান গেয়ে মনের আনন্দে থাকি। আমার স্বামীকে খুঁজে বেড়াতুম, মধুসূদন এক দিন দেখিয়ে দিলে। তুইও মধুসূদনকে ডাক্, আর তোর কেউ নেই। যার স্বামী দেখতে পারে না, তার কেউ নাই, কেবল মধুসূদন আছে। তাকে ডাক্, তার কাছে কাঁদ্। দ্যাখ্, আমার মনে আশা হয়, একদিন আমার স্বামী আমাকে চিনবে, আমাদের ঘর-ঘরকন্না হবে। তুইও ডাক্, তোর মনেও আশা হবে। মধুসূদন দেখা দেয় না, কিন্তু মনে মনে কথা কয়, মনে মনে আশা দেয়, আমায় তো ভাই দেয়। তার নামে আমি গান তৈরি করি—মনে বড় দুঃখ হলে একলা বসে সেই গান তারে শোনাই।

কিরণ। জোবি এততেও তুমি সুখী। তোমার মনে আশা আছে, কিন্তু আমি নৈরাশ সাগরে ভাসছি। যে দিকে দেখি সেই দিকেই অন্ধকার! আমায় দেখে আমার বাপের মুখ বিষণ্ণ, মার মুখ বিষণ্ণ। চারিদিকে কলঙ্ক, চারিদিকে স্বামীর নিন্দা! লোকে হাসে, 'আহা'র সঙ্গে ঘৃণা করে। ঘর আমার অরণ্য মনে হয়। (নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি) ওই শাঁখ বাজছে, আমার বে'র শাঁখ বাজা মনে পড়চে। আজও সেই শাঁখ বাজচে কিন্তু আমার স্বামী কোথায়? স্বামী আমার বিপদ-সাগরে ভাসচে! জোবি, আর আমি আমার দুঃখে কাতর নই। এই বিপদ-সাগর হতে যদি কেউ আমার স্বামীকে উদ্ধার করে, আমি চিরদিন তার বাঁদী হয়ে থাকি। কিন্তু কোন দিকে আমার কূল দেখি না। মিছে জন্ম জন্মেছিলুম, যে দিন মরবো, সে দিন জুড়োবো কিনা জানি না।

জোবি। আমি যাই, আমি তোর স্বামীকে দেখ্‌তে যাই। আমি তোরে এসে খবর দেব, রোজ খবর দেব, আমি তোর কথা মধুসূদনকে ব'ল্‌বো; ব'ল্‌বো—"মধুসূদন, আমার মতনই দুঃখী, তার উপায় করো, তার মনে আশা দাও।" রোজ তোর কাছে আস্‌বো। আর কি ক'র্‌বো ভাই? তোর দুঃখের কথা শুন্‌বো,

দু'জনে ব'সে কাঁদ্‌বো। তুই যা, তোর বোনের বে', তোরই ত বোন্‌, আহা, তার কপালে কি আছে কে জানে! তুই দেখ্‌গে যা, তার আমোদে আমোদ কর। তোর আমোদ ফুরিয়েছে, আর কি ক'র্‌বি বল! তুই যা, নইলে তোকে নিন্দে ক'র্‌বে, তোর বাপ রাগ ক'র্‌বে, তোর মা রাগ ক'র্‌বে, বে'টা চুকে যাক্‌, কেঁদে কেটে তোর মাকে ধরিস্‌, যদি উপায় থাকে, তোর বাপ ক'র্‌বে। বাপ-মার উপর মনোদুঃখ করিস্‌ নে। তারা তো গরীব, তোর বাপ তো দিন আনে, দিন খায়। কি ক'র্‌বি বল? চ'খের জল মুছে বে' দেখ্‌গে যা। আমি আবার ফিরে আস্‌বো।

[কিরণ্ময়ীর প্রস্থান।

জোবি। গীত

উলু নয় রোদন-ধ্বনি,
প্রাণ কাঁপে শাঁখের ডাকে।
বাপ-মা যেচে, পেটের মেয়ে
বলি দিতে দেয় কাকে॥
বাপে মায়ে বালাই ভাবে,
বালিকার আর মুখ কে চাবে?
তারই ঘরে দিন কাটাবে,
টাকা দিয়ে বেচ্‌বে যাকে॥
অবলার দীর্ঘশ্বাসে,
কমলা পলান ত্রাসে,
নয়ন-জলে নারী ভাসে,
সে দেশে কি অন্ন থাকে॥

[জোবির প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

ইন্‌স্পেক্টার ও জোবির প্রবেশ

ইন্‌। আচ্ছা পাগ্‌লি, তুই কি ক'রে জান্‌লি?

জোবি। আমি যে মোহিতের খবর রাখি, সে যে কিরণের ভাতার।

ইন্‌। কিরণ তোর কে?

জোবি। সে বড় দুঃখী! আমার মতন পাগ্‌লী তো ভাল; তার ভাতারকে ধ'রে নে যাবে, সে দেখ্‌বে, আর অমনি ম'রে যাবে।

ইন্‌। তার স্বামী তো তার কাছে যায় না, বেশ্যা নিয়েই থাকে।

জোবি। থাক্‌লেই বা? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, ভাতার নেই ভালবাস্‌লো, তা ব'লে কি ভাতারকে ভালবাস্‌বে না? তুমি এও জানো না, তবে তুমি কি পুলিসে কাজ করো? তুমি তবে কেমন বাঙ্গালী? তুমি কি জান না, বাঙ্গালীর মেয়ের স্বামী ছাড়া আর কি আছে? স্বামীকে দেখে সুখ, ভেবে সুখ, তার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ; সে গালাগাল দিলে সুখ, সে মার্‌লে সুখ! স্বামীই কেবল সুখ, বাঙ্গালীর মেয়ের আর কি আছে? যার স্বামী নাই, তার মরা ভাল। হলোই বা মন্দ স্বামী, তবু তো স্বামী।

ইন্‌। পাগ্‌লি, তুই এত জান্‌লি কি ক'রে?

জোবি। কেন, আমি কি মেয়েমানুষ নই? আমার কি বে' হয় নাই? আমি কি স্বামী দেখি নাই? আমি কি তার সঙ্গে কথা কই নাই? স্বামী খারাপ হ'লে কি স্বামী পর হয়? না, না বাবু, তুমি কিরণকে বাঁচাও, সে বড় দুঃখী, সে ম'রে যাবে?

ইন্‌। আচ্ছা, তুই যা। তুই আজ খেয়েছিস্‌?

জোবি। না।

ইন্‌। যা, আমাদের বাড়ী খাগে যা, সমস্ত দিন খাস্‌নি কেন?

জোবি। আমি ঘুরে বেড়াচ্চি। তুমি মোহিতকে ছাড়িয়ে দেবে, কিরণকে গিয়ে খবর দেবো, তার মুখে একটু হাসি দেখ্‌বো, তবে খাবো; নইলে আমি খেতে পারবো না।

ইন্‌। তুই ভাবিস্‌ নে, আমি সব বজ্জাত ব্যাটাদের ধ'রে থানায় নিয়ে যাবো! মোহিতকে ছেড়ে দিতে পথ পাবে না।

জোবি। না—না, তুমি রমানাথকে ধ'রো না।

ইন্‌। কেন রে, সে আবার তোর কে? তারও মাগ কাঁদবে না কি?

জোবি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেও ম'রে যাবে।

ইন্‌। আচ্ছা না—ধ'র্‌বো না—যা।

জোবি। এই ব'ল্‌লে—এই ব'ল্‌লে?

ইন্‌। (স্বগত) এ পাগ্‌লীর এত গুণ, তা আমি জান্‌তুম না। তাইতে সরোজ এরে এত

ভালবাসে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা পাগ্‌লি, তুই সরোজকে ভালবাসিস্‌?

জোবি। তোমার মাগ্‌কে? খুব ভালবাসি। তার চেয়ে তোমার ছেলেকে ভালবাসি! আমি তোমার ছেলে কোলে ক'রে মনে করি, যেন আমার ছেলে।

ইন্‌। আচ্ছা যা, তোর ভয় নাই, আমি যাচ্ছি।

[একদিকে ইন্‌স্পেক্টার ও অন্যদিকে জোবির প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর উঠান

করুণাময়, মুকুন্দলাল (বর), বরযাত্রী ও কন্যা-যাত্রিগণ, পরামানিক, পুরোহিত ইত্যাদি

করুণা। অনুমতি হয়, কন্যা সম্প্রদান করি।

সভাস্থ সকলে। উত্তম উত্তম।

পরামানিক। গা তুলুন বাবু, গা তুলুন।

বরের উত্থান, নেপথ্যে শংখ ও হুলুধ্বনি, রমানাথ ও দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। চেপে যাও বাবা—চেপে যাও, আগে বর সাব্যস্ত হোক্‌! এ আসরে তুমি বর নও বাবা, আমি বর।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ, এ কি!

দুলাল। বোস্‌জা—বোস্‌জা, বড় নাদ্‌না বা'র ক'রেছিলে? এখন সুড়্‌ সুড়্‌ ক'রে বুষকাঠ বরখাস্ত ক'রে মেয়েটি আমায় দাও। নইলে দেখ, তোমার বড় জামাইয়ের হাতে বালা খ'স্‌বে না। জমাদার সাহেব, এগিয়ে নিয়ে এসো।

মোহিতমোহনকে হাতকড়ি দিয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ

জমা। বাবু, আমি থানায় লিয়ে যাবে, রাত্রে জামিন হোবে না। আপনি এখানে আন্‌তে কেন ব'ল্লেন?

মোহিত। শ্বশুর ম'শায়, আমায় রক্ষা করুন, আমায় বাঁচান, আমায় গ্রেপ্তার ক'রেছে, আমায় থানায় নে যাবে, জমাদারের পায়ে হাতে ধ'রে আমি এদিকে এসেছি।

করুণা। কি সর্ব্বনাশ! জমাদার সাহেব, যদি গ্রেপ্তার ক'রে থাকেন, তবে এখানে কেন আন্‌লেন?

জমা। বাবু বড় কাঁদাকাটি ক'র্‌লে; আমি ভদ্রলোকের উপর বড় পীড়াপীড়ি করি না; বলে, 'আমার স্ত্রীর সংগে দেখা ক'রে যাবো,' তাই আনিয়াছে।

করুণা। আচ্ছা, বেশ করেছ, এখন নিয়ে যাও।

মোহিত। মশায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

করুণা। বুঝেছি জমাদার সাহেব, নিয়ে যাও। আমি মেয়ের বে' দিচ্ছি—কেন ব্যাঘাত করো?

দুলাল। কি বাবা, জামাইকে ফাঁসাবে? সোজায় কাজ হাঁসিল করো না কেন? এ ঘুণ-ধরা বুষকাঠ বিদেয় দাও না বাবা! আমি গিয়ে পিঁড়েয় ব'স্‌ছি, তা হ'লেই সব মিটে যায়।

করুণা। মশায়, আপনারা আমার ইজ্জত রক্ষা করুন, এদের বিদায় করুন। আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি নে, আমার মাথা ঘুরচে, ভগবান্‌!

পতনোন্মুখ ও কিশোরের ধৃত করণ

কিশোর। মশায়, স্থির হো'ন।

করুণা। বাবা কিশোর, এদের বিদায় করো, যন্ত্রণা হ'তে আমায় ত্রাণ করো।

দুলাল। বোস্‌জা, তুমি কি বেল্লিক বাবা! এই শুক্‌নো বুষকাঠে ফুলের মালা ঝোলাচ্ছ? আমায় কেন গরপছন্দ ক'র্‌চ বাবা? কুঁজ্‌ তো কাপড়-ঢাকা আছে! ওইটে বাদ দিয়ে সব দিক্‌ বজায় ক'রো না বাবা!

মোহিত। শ্বশুর ম'শায়, রক্ষা করুন ম'শায়, আপনার মেয়েকে বিধবা ক'র্‌বেন না ম'শায়, পুলিসে গেলে মারা যাবো ম'শায়! দুলালবাবুর সংগে বিয়ে দিলেই আমায় ছেড়ে দেবে, আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে ম'শায়।

দুলাল। দেখ বাবা, নগদ পাঁচ কেতা নোট। তোমার মেয়েকে জড়োয়ায় মুড়ে রাখ্‌বো।

করুণা। কিশোর, জল!

কিশোর। ওরে জল আন্‌—জল আন্‌।

মাথায় হাত দিয়া করুণাময়ের উপবেশন। জল আনয়ন ও মুখে দেওন

রমা। বোস্‌জা মশায়, ঠাণ্ডা হ'য়ে বুঝুন, কেন সব দিক্‌ মাটি করেন? (বরের প্রতি)

বাবাজি, বোঝো, একটা ভদ্রলোক ছন্নছাড়া হ'তে ব'সেছে, তোমার তো ছেলেপুলে আছে, এ বিয়েটা ছাড়ান দাও—আর এ বয়সে নাই বে' ক'ল্লে। না বুঝ্‌তে পেরে বোসজা মজ্‌তে ব'সেছে, দেখ্‌ছি—তুমি সুবোধ, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

বর। আমি চ'লে গেলে যদি রক্ষা হয়, আমি চ'লে যেতে প্রস্তুত।

দুলাল। বাবা বৃষকাঠ, তোমার ঘটে বুদ্ধি আছে দেখ্‌ছি; তুমি সুবোধ বাবা! মাথায় শকুনী উড়্‌ছে, আমায় বঞ্চিত ক'রে কেন বিয়ে ক'র্‌তে এসেছ বাবা? আমার জুড়ি চড়ে চট্‌ করে বাড়ী গিয়ে ঘুমোও গে।

রমা। বাবাজি, তোমার উচিত—তোমার উচিত। বোস্‌জা চক্ষু-লজ্জায় কিছু বল্‌তে পাচ্ছেন না, দেখ্‌ছো তো, ওঁর ঘোর বিপদ।

বর। আমার আপত্তি নাই, বোস্‌জা ম'শায় যদি কন্যা অপরকে সম্প্রদান করেন, আমার কোন বাধা নাই।

করুণা। (উত্থিত হইয়া) বাবাজি, তুমি কি বল্‌ছ? তুমি বাগ্‌দত্তা কন্যা পরিত্যাগ ক'রে যেতে চাচ্চ? আমি সম্প্রদান করি আর না করি, আমার কন্যা তোমার পত্নী।

দুলালচাঁদের গালে হাত দিয়া উপবেশন

আরে চণ্ডাল, আরে নরাধম, জামাইকে জেলে দিবি, এই ভয় দেখাচ্ছিস্‌? আমায় টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছিস? আমি বাগ্‌দত্তা কন্যা অপরকে দেব, আমায় সেই নরাধম মনে ক'রেছিস? জামাই কি দেখাচ্ছিস,—যদি আমার মৃত্যু হয়, সপরিবার চক্ষুর উপর দগ্ধ হয়, আমার সর্ব্বনাশ হয়, নরাধম, তবু কি ভেবেছিস্‌, তোর মত পাপাত্মাকে কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বো? দূর হ—দূর হ!

দুলাল। রেমো মামা, ব'লেছি তো, বেজায় বেয়াড়া লোক।

করুণা। জমাদার, তোমার আসামী নিয়ে যাও।

জমা। চলো বাবু, আমি আর থাক্‌তে পার্‌বে না, বাবু তো জামিন হোবে না।

মোহিত। রক্ষা করো বাবা—রক্ষা করো।

জমা। চলো। (মোহিতকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ)

কিরণ্ময়ীর বেগে প্রবেশ

কিরণ। জমাদার সাহেব—জমাদার সাহেব, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও। দুলালবাবু—দুলালবাবু, অবলাকে রক্ষা করো, দুখিনীকে দয়া করো, আমি আজীবন তোমার বাড়ী বাঁদী হয়ে থাক্‌বো; আমি দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে আমার স্বামীর দেনা শুধ্‌বো; দুলালবাবু কৃপা করো!

দুলাল। আমার কাছে বুলি ঝাড়্‌ছো কেন সোণার চাঁদ, এ বুলি তোমার বাবাকে ঝাড়ো না? চেয়ে দেখ—ধর্ম্ম কথা বলো—এই বৃষ-কাঠের কাছে আমি কার্ত্তিক পুরুষ নই? তোমার বাবাকে দু-কথা ব'লে গোল মিটিয়ে ফেল চাঁদ! আমি এক পয়সা চাই নে; তোমায়ও একসুট গয়না ছাড়্‌চি, তোমার মাকেও একসুট গয়না ছাড়্‌চি, আর তোমার বাবাকে এই কর্‌করে নোট ঝাড়্‌চি।

করুণা। হা পরমেশ্বর! এ কি হ'লো!

কিরণ। জমাদার সাহেব—জমাদার সাহেব—আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও! আমি জন্ম-দুখিনী, আমার প্রতি দয়া করো! জমাদার সাহেব, নিষ্ঠুর হ'ও না—দাও, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও; তুমি আমার জীবনদাতা।

জমা। না মায়ি, আমি কেমন ক'রে ছাড়্‌বে? আমি সরকারের চাক্‌রি করি, আসামী ছাড়্‌তে পার্‌বে না। মায়ি, যানে দেও, চলো বাবু, চলো।

[মোহিতমোহনকে লইয়া জমা-দার ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

কিরণ। দুলালবাবু—দুলালবাবু, দয়া করে, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিতে বলো। ঐ যে—ঐ যে, নিয়ে চ'ল্লো যে! (মূর্চ্ছা)

সকলে। কি বিভ্রাট!

কিশোর। ঝি, ঝি, এঁকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যেতে বলো। (বরের প্রতি) মশায়, এ বিভ্রাট তো দেখছেন! পরামানিক, এঁকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও। বোস্‌জা ম'শায়—বোস্‌জা, স্থির হোন।

পুরোহিত। (করুণাময়ের প্রতি) চলুন—চলুন, কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বেন চলুন, লগ্নভ্রষ্ট হবে।

[করুণাময়কে লইয়া কয়েকজন বরযাত্রীর প্রস্থান।

সরস্বতী, জোবি ও ঝিয়ের প্রবেশ

সর। ওঠ মা, ওঠ, আর কি ক'র্‌বে!

জোবি। ওঠ্ না—প'ড়ে থেকে কি ক'র্‌বি?

কিরণ। ও মা—ও মা, নিয়ে গেল যে—নিয়ে গেল যে!

সর। এসো মা এসো, এমন বরাত ক'রেছিলুম!

[সরস্বতী প্রভৃতির কিরণময়ীকে লইয়া প্রস্থান।

দুলাল। রেমো মামা, সব মাটি!

ইন্‌স্পেক্টারের সহিত মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার পুনঃ প্রবেশ এবং দুলালচাঁদ ও রমানাথের গমনোদ্যোগ

ইন্। দুলালবাবু, যাবেন না। আপনার সঙ্গে যদি বোস্‌জা বে' দেন, তা হ'লে কি ছেড়ে দেন?

দুলাল। হ্যাঁ বাবা, ছেড়ে দিই বাবা!

ইন্। কিন্তু মশায়, আমরা ছাড়্‌বো কেন? ওয়ারেণ্টে ধ'রেছি, কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে না নিয়ে গিয়ে তো ছাড়্‌বো না, তার উপায় কি ক'র্‌লেন?

দুলাল। কেন বাবা, তোমরা সব পারো; তেলা হাত ক'রে দিচ্ছি বাবা!

ইন্। কি রকম?

দুলাল। এই হাজার টাকার নোট ঝাড়্‌ছি, বাবা!

ইন্। হাজার টাকার নোট দেবেন?

দুলাল। এই নগদ নাও বাবা, বে' দিইয়ে দাও।

ইন্। দেখুন মশায়, আপনারা সকলে সাক্ষী, ইনি আমায় ঘুষ দিচ্ছেন; জমাদার, এস্‌কো পাক্‌ড়ো।

জোবি। (রমানাথকে টানিয়া) তুমি পালাও, তুমি পালাও।

ইন্। ও কে যায়? (রমানাথের পলায়ন) যাক্—ধ'রো না।

১ বরযাত্র। রমানাথবাবু—রমানাথবাবু, যান কোথায়? আপনি বরকর্ত্তা, আপনি গেলে চ'ল্‌বে কেন?

দুলাল। দোহাই বাবা, আমায় ধ'রো না বাবা, আমি চোর নই বাবা!

১ বরযাত্র। আহা চোর কেন, তুমি বর।

দুলাল। বর কোন্ শালা বাবা! ঝক্‌মারি ক'রেছি বাবা, নাকে খৎ দিচ্ছি, বর হয়েছি, ঝক্‌মারি ক'রেছি! চোর ক'রো না বাবা!

ইন্। আপনি চোরের বাড়া, আপনি পুলিসকে ঘুষ দিয়ে আসামী খালাস্ ক'র্‌তে এসেছেন। জমাদার, নিয়ে চলো।

দুলাল। ও বাবা, ফ্যাঁসাদ হ'লো! ও রেমো মামা—রেমো মামা! বড় ফ্যাঁসাদ হ'লো, বড় ফ্যাঁসাদ হলো! দোহাই বাবা, বে' ক'র্‌তে চাইনে বাবা! আমার বাবার কাছে নিয়ে চলো বাবা। আমি আফিংখোর, প্রাণে মারা যাবো বাবা।

ইন্। আচ্ছা, ওর বাপের কাছে লে যাও, আমি যাচ্ছি।

[দুলালচাঁদ ও মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

কিশোর। ওহে, উপায় কিছু হবে নাকি?

ইন্। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হ'তে হবে। জামিন জোগাড় ক'রে ওর বাপকে ভয় দেখিয়ে Criminal ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

কিশোর। সব শুনেছ না কি?

ইন্। হ্যাঁ, ঐ জোবি পাগ্‌লী আমায় খবর দিয়েছে। ওরি জন্যে আমি রমা ব্যাটাকে ছেড়ে দিলুম। তা না হ'লে ও ব্যাটাকেও আমি ফাঁসাতুম, ও ব্যাটা ভারি পাজী! ও পাগ্‌লী বেটীর রমার উপর ভারি টান। আমায় promise করিয়ে নিয়েছিল, রমাকে কিছু না বলি।

বর-কনে, করুণাময় ও পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। পরামানিক, বর-ক'নে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাও।

কিশোর। (করুণাময়ের প্রতি) ম'শায়, একটু মুখে জল দেন গে। আমরা বরযাত্র-কন্যাযাত্র খাওয়াবার উদ্যোগ ক'চ্ছি।

করুণা। আর বাবা মুখে জল!

নেপথ্যে রোদন-ধ্বনি ও বেগে ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, শীগ্‌গির এসো, দিদিমণি কেমন হয়েছে!

করুণা। ওঃ ভগবান্! আর যে সয় না! (মূর্চ্ছা)

বরযাত্রিগণ। কি সর্ব্বনাশ!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

মোহিতমোহন ও রমানাথের প্রবেশ

রমা। বাবা, তুমি যদি আমার পরামর্শ নাও, সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি।

মোহিত। আবার বুঝি আমাকে পুলিসে দেবার চেষ্টায় আছ? তোমার মতলবে বাড়ী বাঁধা দিয়ে, জেলে যেতে যেতে র'য়ে গিছি। তোমাতে আর কেলে ঘটকে তো মতলব দিয়ে Affidavit করিয়েছিলে—আমার ভাই নাই কেউ নাই, আমিই বাড়ীর মালিক। মনে হ'লে এখনো আমার বুক কাঁপে।

রমা। বাবাজি, কালের ধর্ম্ম, তোমার দোষ কি বল! তোমার মতিয়ার জন্য প্রাণ যায়, টাকা চাই। তুমি বল্লে, যেমন ক'রে হোক টাকা জোগাড় করো, তা আমি কি কম জোগাড় ক'রেছিলুম বাবা। তা তোমার শ্বশুর বেটা যে অমন চামার, তা কি আমি জানি! সে দিন যদি দুলোর সঙ্গে তোমার শালীর বে' দেয় তা হ'লে তো সব দিক মিটে যায়। বাড়ীকে বাড়ী আসে, আরও কিছু টাকা পাও, তা ও বেটা এমন চামার-বৃত্তি ক'র্‌বে কে জানে! জামাইকে জেলে নিয়ে যাবে দেখ্‌বে, এ স্বপ্নের অগোচর! তা দেখ বাবাজি, উপরে ধর্ম্ম আছেন, যেমন সেই ভাগাড়ে মড়ার সঙ্গে বে' দিয়েছেন, তেমনি মেয়েটা বিধবা হয় ব'লে! জামাই বেটা মর মর! বেটার ডাইবিটিজ হ'য়েছিল, এক বছর তো আধা-মাইনেয় ছুটি নিয়ে বাড়ীতে ব'সেছিল, তার উপর উরুস্তম্ভ হ'য়েছে, কবে পটল তোলে।

মোহিত। বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে! শ্বশুর বেটা কি পাজী! বাবা বল্লুম, পায়ে ধ'র্‌লুম, তবু বেটা শুন্‌লে না,—সাফ্, জমাদারকে ব'ল্‌লে, 'লে যাও!'

রমা। তা যেমন বেটা পাজী, তুমি যদি আমার মতলব শোনো, তেম্‌নি বেটাকে জব্দ ক'রে দিই। সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি। দুলো বেটাকে জব্দ কচ্ছি, তোমার ভাইয়ের বে' ভণ্ডুল ক'রে তোমার মাকে জব্দ কচ্ছি, আর করুণাময়কে তো ছুঁচোর অধম কচ্ছি!

মোহিত। আচ্ছা, মতলবটা শুনি? আমি না বুঝে আর ফাঁদে পা দিচ্ছি নি।

রমা। আগে শোনো, বোঝো; ভাল হয়, আমার বুদ্ধি নিও। তুমি তো আর বোকা নও, লেখা-পড়া জানো, সব বোঝো, দেখ দেখি, কি ফন্দিটে ক'রেছি।

মোহিত। কি ক'র্‌তে হবে?

রমা। তোমার মাগ বা'র করো।

মোহিত। মাগ বা'র ক'র্‌বো কি!

রমা। এই তো বাবা, বুঝ্‌লে না! বুঝিয়ে বলি শোনো, তোমার মাগকে, এক নূতন মেয়েমানুষ বেরিয়ে এসেছে ব'লে, দুলো ব্যাটার বাগানে নিয়ে চলো, কিছু আদায় হোক।

মোহিত। কেন, গৃহস্থের মেয়ে ব'ল্‌লে তো বেশী আদায় হবে?

রমা। না, ওতে কেঁচ্‌ড়ে যাবে। ব্যাটা ফাঁদে পা দেবে না, ওতে ব্যাটার বড় ভয়। ধনা মল্লিক ব্যাটা গৃহস্থের মেয়ে বা'র ক'রে ফ্যাঁসাদে প'ড়েছিল, তাই বেটা শুনেছে, ওতে এগোবে না। নূতন বেরিয়ে এয়েছে ব'লে নিয়ে যেতে হবে।

মোহিত। জব্দ হবে কি ক'রে?

রমা। তুমি বা'র ক'রে নিয়ে এসো, আমি বাগানে নিয়ে যাবো। তুমি পুলিসে জানাবে যে, জোর ক'রে তোমার মাগ নিয়ে গেছে; এই ব্যাটা টাকা ছাড়্‌তে পথ পাবে না। তোমার শ্বশুর ব্যাটার গালে চুণকালি প'ড়বে, বউ বেরিয়েছে শুনে তোমাদের এক ঘরে ক'র্‌বে, তোমার ছোট ভায়েরও সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে।

মোহিত। রেমো মামা—রেমো মামা, বেশ মতলব বা'র ক'রেছ। দশ হাজার টাকার ঘাড় ভাঙ্গ্‌তে হবে। তারপর মতিয়া বেটীর বাড়ীর সাম্‌নে ভুঁদীর মেয়ে জহরকে রাখ্‌বো, মতিয়া বেটী রিষে ম'র্‌বে। রেমো মামা, ঠিক হ'য়েছে।

রমা। দশ হাজার?—পঞ্চাশ হাজার নিয়ে ছাড়বো, কিন্তু বাবা, তুমি শেষে না পেছোও।

মোহিত। আমি মরদ বাচ্চা, আমার যে কথা—সেই কাজ! আচ্ছা রেমো মামা, মাগ বেটী আমার সঙ্গে বেরিয়ে আস্‌বে কেন?

সবাই তো জানে আমার চালচুলো নাই, দুলো ব্যাটার বাগানে থাকি, আর মোসাহেবি করি।

রমা। তুমি সে জন্যে ভেবো না, তুমি যমের বাড়ী নিয়ে যেতে চাও, যমের বাড়ী যাবে।

মোহিত। তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

রমা। আহা, তোমার মেজো শালীর বে'র দিন বেটী মুচ্ছো হ'য়ে পড়ে না? বেটী এক বচ্ছর ভোগে। জোবি পাগ্‌লী ব'লে এক বেটী আছে, ব্যামোর সময় তার কাছে যেতো। আমি তার ঠেঙে শুনেছি, সে তোমায় একবার দেখ্‌বার জন্যে মরে।

মোহিত। সত্যি না কি, সত্যি?

রমা। বাবা, তুমি কি কম সোণার চাঁদ ছেলে! পাঁচজনে তোমায় চিনলে না, এই যা বলো! তুমি তুড়ি দিয়ে ডাক্‌লেই বেরিয়ে আস্‌বে। কেমন—রাজী তো?

মোহিত। খুব রাজী। বা'র ক'রে কোথায় আন্‌বো।

রমা। রাত্রে দু-জনে বেরিয়ে প'ড়্‌বে। আমি দুলো ব্যাটাকে ঠিক ক'রে, পাল্কি নিয়ে একটু তফাতে থাক্‌বো। আমি পাল্কিতে তাকে নিয়ে বাগানে উঠাবো, আর তুমি এদিকে থানায় খবর দেবে; ব্যস্‌, দাঁও মেরে দেব! কিন্তু বাবা, শেষ রমা মামাকে ভুলো না!

মোহিত। আমি এমন পাজী নই! দু-হাজার টাকা ধার ক'রে দিয়েছিলে, আমি পাঁচশো টাকা দালালি দিয়েছি।

রমা। বাবা সে কেলোর পেটেই অর্দ্ধেক গেল।

মোহিত। কেন, তুমি মতিয়ার কাছেও দু'শো টাকা মেরেছ, আমি খবর রাখি না?

রমা। হুঁ—মতিয়া বেটী সে বান্দা কি না! যাক বাবা, ঠিক থেকো আমি চ'ল্লুম।

[প্রস্থান।

মোহিত। রেমো ব্যাটাকে জব্দ ক'র্‌বো, পুলিসে ও ব্যাটাকেও ধরিয়ে দেব। শ্বশুর ব্যাটার মুখের কাছে হাত নেড়ে ব'ল্‌বো, 'কেমন ব্যবা, মেয়ে ঘরে আট্‌কে রাখো!' টাকাটা একবার হাতে লাগ্‌লে হয়, মতিয়া বেটীকে দেখাতে হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুকুন্দলালের বাটীর কক্ষ

রুগ্ণশয্যায় মুকুন্দলাল, পার্শ্বে হিরণ্ময়ী ও প্রতিবেশিনী

হিরণ। খেতে যে চাচ্ছে না মা!

প্রতি। না, জোর ক'রে খাওয়াও। একে প্রস্রাবের ব্যামো, তাতে ঊরুস্তম্ভ কাটিয়েছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেতে দিতে হয়।

হিরণ। এই দুধটুকু খাও।

মুকুন্দ। (জড়িতকণ্ঠে) না, দুধ খাবো না। গা গুলিয়ে উঠ্‌ছে, ক'দিন ব'ল্‌ছি, একটু বেদানা আনো।

প্রতি। আহা, একটু বেদানা আন্‌তে পারো নি?

হিরণ। মা, আমায় কে এনে দেবে? সমস্ত রাত ছট্‌ফট্‌ ম'রেছে; সতিন-পোদের একবার ডাক্তারকে খবর দিতে ব'ললুম, তা হুম্‌কে এলো। সকাল বেলায় সেই যে দু-জনে বেরিয়েছে, এখনো দেখা নাই। আমি কলু-বউয়ের হাতে পায়ে ধ'রে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি। ডাক্তার কাল বৈকালে এসেছিল, তার টাকা দিতে পারি নি, ব'লে গেছে, টাকা না পেলে আর আস্‌বে না। যে কম্পাউন্ডার ঘা ধুইয়ে দেবে, তার এখনও দেখা নাই। বলে, 'ঊরুস্তম্ভ ধোয়াতে রোজ এক টাকা নেব।' আমি তো কাকুতি-মিনতি ক'রে আটআনা ক'রেছিলুম। তা আবার ভাব্‌চি, কাল গাড়ী ক'রে এসেছিল, গাড়ীভাড়া দিতে পারি নি, তাই কি আস্‌ছে না?

প্রতি। ও মা! কম্পাউন্ডারের আবার গাড়ীভাড়া কি?

হিরণ। ব'ল্লে, মাথা ধ'রেছিল, আসতুম না —শক্ত রোগ ব'লেই এলুম।

প্রতি। অনাছিষ্টি মা!

মুকুন্দ। খুলে দাও—খুলে দাও, কট্‌ কট্‌ ক'চ্ছে! ওরা সব গোল ক'চ্ছে কেন? স'রে যেতে বলো!—

হিরণ। মা, সমস্ত রাত খেয়াল দেখ্‌ছে। বলে, 'ঐ কে এলো! অস্ত্র ক'র্‌বো না—অস্ত্র ক'র্‌বো না'—ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে।

কলু-বউয়ের প্রবেশ

কলু-বউ। ও গো, ডাক্তার তো এলো না। বলে, 'টাকা না পেলে যাবো না!'

হিরণ। কি হবে মা, কি ক'র্‌বো? হাতে তো একটিও পয়সা নাই অস্ত্র ক'র্‌তে বালা বাঁধা দিয়ে দেড়শো টাকা দিয়েছি। বাবার কাছেও যেতে পাচ্ছিনে, এ নিদেন রোগী কার কাছে ফেলে যাবো?

প্রতি। আচ্ছা, আমি পাল্কি ডেকে দিয়ে এখানে ব'স্‌ছি, তুমি তোমার বাপের কাছ থেকে ঘুরে এসো।

হিরণ। না মা, আমি এই আড়াতে পাল্কি ক'রে যাচ্চি, আমার আর মান-অপমান কি মা! ও যদি ওঠে—তবেই, নইলে তো আমায় পথে দাঁড়াতে হবে!

প্রতি। বালাই, উঠ্‌বে বই কি! তুমি ঘুরে এসো।

মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্কের প্রবেশ

ডাক্তার আস্‌ছে?

মৃগাঙ্ক। ডাক্তার কি হবে? ও কি বাঁচ্‌বে? রাক্ষসী বেটী এসে বাড়ী খেয়েছে, ওকেও খাবে। নাও—ভাত বাড়ো।

হিরণ। কখন ভাত রাঁধ্‌তে যাবো? এই রোগী নিয়ে প'ড়ে র'য়েছি।

শশাঙ্ক। বটে, আচ্ছা, আজ হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙ্গে দে' হোটেলে খাচ্চি। দেখি, তোমার কুঁড়ে পাথরের জোগাড় কি ক'রে করো। (মৃগাঙ্কের প্রতি) চল, চাল ডাল সব রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাবো। [শশাঙ্কের প্রস্থান।

প্রতি। হ্যাঁগা, তোমরা কেমন কায়েতের ছেলে? এই বাপ সসেমিরে হ'য়ে র'য়েছে, আর এই তম্বি ক'চ্ছ?

মৃগাঙ্ক। নাও—নাও, তোমার রসে কাজ নাই! ও বেটী বাবাকে খাবে, আমি জানি।

মুকুন্দ। ওরে, চেঁচায় কে রে—চেঁচায় কে রে? কাণে তালা ধ'র্‌ছে, ও মা, গেলুম!

শশাঙ্কের পুনঃ প্রবেশ

শশাঙ্ক। দাদা, চালগুলো সব ভিজিয়ে খেয়েছে। চলো, হোটেলে যাই, বেটীকে দেখ্‌ছি। [উভয়ের প্রস্থান।

মুকুন্দ। মলুম, খুলে দাও—দাও! (হিক্কা তোলন)—জল।

প্রতি। মা, তুমি শীগ্‌গির তোমার বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এসো। টাকা নিয়ে এসো, ডাক্তারকে এখনই আন্‌তে হবে।

হিরণ। মা, তবে ব'সো, আমি আসি। [প্রস্থান।

প্রতি। (হিক্কা তুলিতে দেখিয়া) ইস্‌! অস্ত্রের রোগী যখন হিক্কে তুল্‌ছে, তখন তো আর টেঁকে না!

মুকুন্দ। দোর বন্ধ করো—দোর বন্ধ করো—ঐ সব আসছে—ঐ সব আসছে! দোর বন্ধ করো—দোর বন্ধ করো—

প্রতি। কই, কেউ তো নয়! এই আমি দোর বন্ধ ক'চ্ছি।

মুকুন্দ। জানালা গ'লে আস্‌ছে—জানালা গ'লে আস্‌ছে—

প্রতি। এই দোর বন্ধ ক'রে আমি তাড়িয়ে দিলুম। (স্বগত) বেশী দেরী নাই দেখ্‌ছি!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বহির্ব্বাটী

করুণাময়, মুদী, গোয়ালা ও সন্দেশওয়ালা

মুদী। বাবু, যারা যারা নালিস্‌ ক'র্‌লে, তারা মাস মাস কিস্তি পাচ্চে, আর আমরা নাকি, ভালমান্‌ষি ক'রে কিছু ব'ল্‌ছি নি, আমাদের টাকা দেবার আর নামটি করেন না।

করুণা। বাবা বড্ড জড়িয়ে প'ড়েছি; আমি বরাবর তোমার দোকানে চাল ডাল নগদ নিয়ে এসেছি, দুটি মেয়ে পার ক'রেই বিপদে প'ড়েছি। তোমরা একটু র'য়ে ব'সে নাও।

গোয়ালা। আর কতদিন রইবো? এই প্রথম বে'র ক্ষীর-দ'য়ের দাম প'ড়ে র'য়েচে। ম'শায় দ্যান—দ্যান, আর তাগাদা ক'র্‌তে পারিনি, হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। না দ্যান, আমায় দুষ্‌বেন না—ব'ল্‌বেন না, 'ছোট লোক বেটা নালিস্‌ ক'রেছে।'

করুণা। বাবা, আমি শীগ্‌গির সকলকেই দেবো। ভেবো না, একটু সবুর করো, আমি বাড়ী বেচে সব শুধ্‌বো।

সন্দেশওয়ালা। ম'শায় ভালমানুষের কাল

নেই, আমাদেরও কিস্তি হ'তো, তা আমরা যে বোকা, বলি ভাল মানুষের নামে আদালত ক'র্‌বো, তাই আমাদের বেলায়—'সবুর করো।'

মুদী। ম'শায় টাকা আর ফেলে রাখ্‌তে পার্‌বো না। কাজকর্ম্ম ফেলে রোজ রোজ আনাগোনা আর পোষায় না। বাড়ী বেচেন, তালুক বেচেন—আমাদের তো আর বখ্‌রা দেবেন না।

করুণা। বাবা, আর দিনকতক সবুর করো। কি ক'র্‌বো, বড় নাতোয়ান হ'য়ে প'ড়েছি।

গোয়ালা। বুঝেছি ম'শাই, বুঝেছি,—চল হে, আমরা পথ দেখি। আর তাগাদায় আস্‌বো না, এই ব'লে চল্লুম।

[করুণাময় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

করুণা। ইচ্ছে হ'চ্ছে, কাপড় ফেলে পালাই, সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যাই! ছোটলোকের চোখ-রাঙ্গানি তো আর সয় না! মাইনে তো হাতে মাখ্‌তে কুলোয় না, আফিসের দারোয়ানের কাছে পর্য্যন্ত দেনা ক'রেছি, সুদ দিতেই সব ফুরিয়ে যায়, এক পয়সা বাড়ী আসে না। এদিকে পেট চালানো চাই। আজ ছোট আদালতের শমন, কাল ছোট আদালতের শমন,—সাহেব বেটা জানতে পার্‌লে চাক্‌রিটুকু তো যাবে। ছাই বাড়ীখানা বেচ্‌তে পার্‌লুম না। আর দু-মাস না বেচ্‌তে পার্‌লে, মর্টগেজিরা তো নিলেম ক'রে নেবে। বাড়ীখানা বিক্রী ক'র্‌তে পার্‌লে তো এ জ্বালায় কতক নিশ্চিন্ত হতুম,—যেখানে হ'ক মাথা গুঁজে থাক্‌তুম। ছেলেটার স্কুলের মাইনে না দিলে আজ নাম কেটে দেবে। কিস্তি খেলাপ হ'লেই তো শালওয়ালা কালই বডি-ওয়ারিণ বা'র ক'র্‌বে।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

হিরণ। (প্রণাম করিয়া) বাবা, আমি এসেছি।

করুণা। বেশ ক'রেছ, কি হুকুম বল?

হিরণ। বাবা, তুমি এমন ক'র্‌লে কোথায় দাঁড়াবো? আমি যে চার্‌দিক্‌ অন্ধকার দেখ্‌ছি বাবা! কাল ওঁর উরুস্তম্ভ অস্ত্র হ'য়েছে, অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে। আজ ডাক্তার আন্‌বার টাকা নাই, গয়লা দুধ বন্ধ ক'রেছে, নগদ দুধ কিনে খাওয়াচ্ছি। এক বচ্ছর ছুটি নিয়ে আছে, প্রথম আধা মাইনেই ছিল, তারপর তাও বন্ধ ক'রেছে। বাড়ী বেচে তো চিকিৎসা হ'লো, হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এলেন। সতিনের নামে বাড়ী, সতিন-পোরা আপত্তি ক'র্‌লে, বাড়ী আধাদরে বিকুলো। গয়না বাঁধা দিয়ে চালিয়েছি, কাল হাতের বালা খুলে ডাক্তার বিদেয় ক'রেছি।

করুণা। কেন, ডাক্তার ডাকা কেন। হাঁস-পাতালে দিতে পার নি! আমায় কি ক'র্‌তে বলো? আমার ইটে গিয়েছে, ভিটে গিয়েছে, দেনায় চুল বিকিয়ে র'য়েছে। রোজ দু-খানা ক'রে শমন, কবে চাক্‌রি যায়! সাহেব ব'লেছে, এবার শমন হ'লে চাক্‌রিতে জবাব দেবে। বড়মেয়ে তো এক বছর ধ'রে বাল্‌সাচ্ছেন। আজ গিন্নী বাল্‌সাচ্ছেন, কাল ছেলে বাল্‌সাচ্ছেন, আজ জামাই অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছেন! কেন, তোমার ধাড়ি ধাড়ি সতিন-পোরা র'য়েছে, তাদের বল গে না?

হিরণ। বাবা, তারা কি আমাদের মুখ দেখে? একবার জিজ্ঞেস করে, যে কেমন আছে? কথায় কথায় হুম্‌কে আসে। বাবা, সে পথ থাক্‌লে, তোমার কাছে আস্‌তুম না।

করুণা। বাছা, আমা হ'তে কিছু হবে না। কাল কিস্তির পঁচিশ টাকা দিতে হবে, না দিলে আমায় জেলে নিয়ে যাবে। এখন তোমার কোত্থেকে কি করি বল? নাও, এই ছ'টা টাকা নাও, ছেলেটার তিন মাসের স্কুলের মাইনে প'ড়ে গেছে, দিক্‌ নাম কেটে; নিয়ে যাও—নিয়ে যাও।

হিরণ। বাবা, তুমি বিকেলে একবার যেও। তুমি গেলে একটু ভরসা পাবে। আমি চ'ল্লুম, বামুনঠাক্‌রুণকে বসিয়ে চ'লে এসেছি।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

করুণা। ব্যস্‌, চার্‌দিকে জ্বল্‌জ্বলাট! এখনো মেয়ে বজায়, তার বে' না দিলে জাত যাবে। কি জাত্‌রে! লোকে তো ম'চ্ছে, আমার মৃত্যু হ'লো না!

নলিনের প্রবেশ

নলিন। বাবা, স্কুলের মাইনে দাও।

করুণা। নে নে,—আর স্কুলে যেতে হবে না।

নলিন। তুমি যে ব'লেছ, আজ স্কুলের মাইনে দেবে। দাও বাবা, নইলে ছুটি হ'লে আপিস-ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে, মার্‌তে আসে। আগে ব'ল্‌তো, ফাইন ক'র্‌বো, আজ না দিলে নাম কেটে দেবে।

করুণা। বাঃ বাঃ, কি দেশ রে! কি বিদ্যাদান! দেশ-হিতৈষীরা স্কুল ক'রে দেশের মুখোজ্জ্বল ক'চ্ছেন,—ছেলে কয়েদ ক'রে টাকা আদায় করেন। রাস্তার গলিতে গলিতে দোকান ফেঁদেছেন। এ দেশ স্বাধীন হবে। চার্‌দিকে হাহাকার—চার্‌দিকে হাহাকার! গৃহস্থলোক কেন বেঁচে থাকে! আমি ভদ্রলোক ব'লে কেন ভদ্রয়ানা জাহির করে! আমাদের চেয়ে যে মুটেমজুর ভাল! তারা স্ত্রী-পুরুষে রোজগার করে, ব্যামো হ'লে হাঁসপাতালে যায়, ভিক্ষে করে। আমরা ভদ্রলোক, তা পার্‌বো না, জাত যাবে—নিন্দে হবে! উপোস্‌ ক'রে বাড়ীতে প'ড়ে থাক্‌বো, পরিবার উপোসী যাবে, চৌকাঠ পেরুলেই নিন্দে হবে। ঘরে ঘরে বংশরক্ষা হ'চ্ছে! ছেলে না চোদ্দয় পেরুতে বে'র ধুম প'ড়্‌ছে; কুড়িতে পা দিয়েই পালে পালে বংশবৃদ্ধি! হাঁ আছে—আহার নাই, দেহ আছে—বস্ত্র নাই, ঘরে ঘরে কাঙ্গালীর পল্টন! কি সুখের সমাজ!

নলিন। ও বাবা, মাইনে দাও না বাবা!

করুণা। বাবা, স্কুল বন্ধ করো। এই বয়েস থেকে বোঝো, কাঙ্গালের ছেলের আবার পড়াশুনো কি! আমি কাঙ্গাল, তুমি কাঙ্গাল, তোমার গর্ভধারিণী কাঙ্গাল, তোমার বোন কাঙ্গাল। যতদিন অন্ন জোটাতে পারি দু'টি দু'টি খাও আর চ্যাক্‌ড়ায় শুয়ে ঘুমোও। খুব বাপ্‌ হ'য়েছিলুম, বাপের মতন বাপ্‌ হ'য়েছি। বাড়ীখানা পর্য্যন্ত থাক্‌বে না, যে মাথা গুঁজে থাক্‌বে। বাবা, বোঝো, আমার উপায় নাই! আর তোমায় স্কুল যেতে হবে না।

নলিন। ও মা, বাবা স্কুল ছাড়িয়ে দিলে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

করুণা। ওঃ, বিবাহ না ক'র্‌লে ব'য়ে যায়, ঘর-সংসার হয় না, বাপ-পিতামহের নাম থাকে না। কন্যার বিবাহ না দিলেই ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হ'তে হয়। সুন্দর প্রথা—সুন্দর ব্যবস্থা! কন্যার বিবাহ না দিলে চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে, বিবাহ দিতেই হবে! বাড়ী বেচে দিতে হবে, কর্জ্জ ক'রে দিতে হবে, ভিক্ষে ক'রে দিতে হবে, চুরি ক'রে দিতে হবে,—তারপর সপরিবার অন্নাভাবে মারা যেতে হবে। না দিলে নয়! পুণ্যাত্মা সমাজ জাতে ঠেল্‌বেন, ঘৃণা ক'র্‌বেন, ধর্ম্মানুরাগ দেখাবেন। বাঃ বাঃ, সমাজের উপযুক্ত কার্য্যই বটে!

কিরণ্ময়ীর প্রবেশ

কিরণ। বাবা, নলিন কাঁদছে। মা ব'ল্লেন, তারে স্কুল যেতে দিলে না কেন?

করুণা। ভুল হ'য়েছে, ভ্রম হ'য়েছে, তাঁর মত বুদ্ধি নাই, বিবেচনা নাই। কেন স্কুল বন্ধ ক'রেছি জানো? তোমরা জ'ন্মেছ ব'লে, কালসাপিনী জ'ন্মেছ ব'লে, হ'য়ে মরো নি ব'লে, কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ন জোটাতে হবে ব'লে, শ্বশুর-ঘর থেকে এসে দু-বেলা হাঁ ক'র্‌বে ব'লে! আর কেন? তাঁর কি এখনো বুঝতে বাকী আছে, কেন? এখনো কি সাধ ক'রেছেন, ছেলে মানুষ ক'র্‌বেন, বউ ঘরে আন্‌বেন, ব্যাটাকে সংসার পেতে দেবেন, নাতি-নাতকুড় চারপাশে ঘুরবে? সখে জলাঞ্জলি দিতে বলো—সখে জলাঞ্জলি দিতে বলো! বুঝতে বলো, এখন যে দিন আঁচাই, সেই দিন ভাল। মেয়ে বিইয়েছেন—মেয়ে বিইয়েছেন, জানেন না, কেন স্কুল ছাড়ালুম—বটে!

[প্রস্থান।

কিরণ। ছিঃ ছিঃ, কোথাও কি আশ্রয় নাই? দু'টি ভাতের জন্য এত লাঞ্ছনা! আমার স্বামী দেখা ক'র্‌তে চেয়েছেন। যদি সত্যি দেখা করেন আমি তাঁর পায়ে ধ'রে কেঁদে বল্‌বো, 'আমায় নিয়ে চলো; তোমার বাড়ী ঘর-দোর গিয়ে থাকে, আমি বিদেশে গিয়ে তোমায় ভিক্ষে ক'রে খাওয়াব; গাছতলায় থাক্‌বো।' ছিঃ ছিঃ, বাপের ভাত খাওয়া বড় গঞ্জনা। বাবা কেন বে' দিলেন? কারো বাড়ী কেন দাসী রেখে এলেন না! ফুলশয্যার দিন শাশুড়ীর মার খেয়ে যদি মৃত্যু হ'তো, হ'লে সব ফুরুতো, তা হ'লে আর এ যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হ'তো না। দু'টি ভাতের জন্য এত লাঞ্ছনা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর খিড়্‌কি

সরস্বতী ও নলিন

সর। নলিন, কোথায় যাচ্ছিস্?

নলিন। কেন, খেল্‌তে যাচ্ছি। নিধিরাম ঠিক বলে, আমি খেলা ক'রে বেড়াব। যা মন যায়—করব!

সর। না না, বেরুস্ নি।

নলিন। কেন, বেরুবো না কেন? প'ড়্‌বো না, লিখ্‌বো না, স্কুলে যাবো না, বাড়ী থেকে বেরুবো না, কেন? আমার যা খুসী তাই ক'র্‌বো।

সর। ওরে, যাস্‌নি, আমি কাল তোর স্কুলের মাইনে দেব।

নলিন। আমি স্কুলে যাবো না। বাবাও যেমন সত্যবাদী, তুমিও তেমনি সত্যবাদী। রোজই বলে,—এই কাল মাইনে দেব। আমায় স্কুলে আট্‌কে রাখ্‌লে, ধম্‌কালে, মার্‌তে এলে।

সর। বই নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস্? খেল্‌তে যাচ্ছিস্, বই কি ক'র্‌বি?

নলিন। এ কি বাবা কিনে দিয়েছে? আমি প্রাইজ পেয়েছি, আমি বেচবো—ব্যাট্‌বল কিন্‌বো।

[প্রস্থান।

সর। কি পোড়া অদৃষ্ট—কি পোড়া অদৃষ্ট! আহা, বাছার আমার লেখাপড়ায় কত মন;—লেখাপড়া ক'রতে পেলে না। খেলা কাকে বলে, কখনো জানে না, বইয়ে মুখ দিয়েই থাকে। বছর বছর প্রাইজ আনে, ব্যামো হ'লে স্কুল কামাই করাতে পারি নি; সেই ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে দিতে হ'লো। এমন পোড়া কপাল কি কারো পোড়ে!

[প্রস্থান।

কিরণময়ী ও জোবির প্রবেশ

কিরণ। কি জোবি, আবার ফিরে এলি কেন?

জোবি। আজ রাত্রে নয়, কাল দিনের বেলায় দেখা করিস্।

কিরণ। কেন—কেন?

জোবি। আমি যখন তোমার স্বামীর কাছ থেকে পত্র এনে দিয়েছিলুম, আমার মনে খুব আহ্লাদ হ'য়েছিল। পত্রে কি লেখা, জানতুম না; তুমি যখন বল্‌লে, তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চায়, তখন আমার আরও আহ্লাদ হ'য়েছিল। এখন আমার মন কেমন ক'চ্ছে, তোমার স্বামী কেন বাড়ীতে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করুন না?

কিরণ। জোবি, তাঁর মনে বড় দুঃখ হ'য়েছে। তাঁর এ বাড়ীতে আমার বোনের বে'র দিন অপমান হ'য়েছে, জান তো?

জোবি। তা দিনের বেলায় কেন দেখা করুন না? রাত্রের বেলায় আমার ভয় করে।

কিরণ। না, না, তিনি এ পাড়ার কাকেও দেখা দিতে চান না। আর স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রবো, তাতে রাতই বা কি, দিনই বা কি? তিনি যে কাতর হ'য়ে পত্র লিখেছেন, তাতে কি আমি স্থির হ'তে পারি? তোমায় পড়ে শোনাতে চাইলুম, তুমি যে শুন্‌লে না। পত্র শুন্‌লে তুমিও ব্যাকুল হ'তে, আমায় মানা ক'র্‌তে না।

জোবি। আচ্ছা, পড়ো—আমি শুনি।

কিরণ। (পত্র পাঠ) "প্রাণেশ্বরি! তুমি যে অমূল্য রত্ন, তাহা আমি বর্ব্বর, পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। তোমার ভগ্নীর বিবাহের দিন, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার ন্যায় পতি-পরায়ণা নারীকুলে বিরল। আমি মনের দুঃখে এতদিন তোমার সংবাদ লই নাই। ভাবিয়াছিলাম, যদি দিন পাই, তবে দেখা করিব। আমার সে সুদিন উদয় হইয়াছে, তাই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যাকুল হইয়াছি। তোমার পিতার বাটীতে আমি পদার্পণ করিব না, বড়ই অপমানিত হইয়াছিলাম। দিনমানে দেখা করিতে আসিলে তোমার পাড়ার লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কি জানি, যদি কেহ পরিহাস করে। এই নিমিত্ত আমার মিনতি, তোমার বাড়ীর বাহিরে একবার আমার সহিত দেখা ক'রো। সাক্ষাৎ হইলে মনের কথা বলিব, পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিব, গলা ধরিয়া কাঁদিব। ভরসা করি, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তোমাদের খিড়্‌কির বাহিরে আসিয়া দর্শন দিবে। তোমারই—মোহিত।"

পুনশ্চ—"কেহ যেন তোমার সঙ্গে না থাকে।"

এখন বলো দেখি ভাই, আমি কি না দেখা ক'রে থাক্‌তে পারি?

জোবি। না না, এ কি হ'লো! তোমার বাবাকে পত্র লিখে নিয়ে গেলেই তো হয়?

কিরণ। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, তিনি অভিমান ক'রেছেন। তিনি আমার বাবাকে পত্র লিখ্‌বেন না।

জোবি। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো।

কিরণ। সে কি হয়? তিনি মানা ক'রেছেন। তাঁর মানা না শুন্‌লে তিনি রাগ ক'র্‌বেন, অভিমান করে চ'লে যাবেন। আমার প্রাণ যে কি ক'চ্চে, তা তুমি জান না! মনে হ'চ্ছে, সূর্য্য কেন অস্ত যাচ্চে না, কেন রাত্রি হ'চ্ছে না? কতক্ষণে তাঁর দেখা পাবো! জোবি, তুমি আমায় দেখা ক'রতে মানা ক'চ্ছ? তুমি ভিখারিণী হ'য়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে ঘুরে বেড়াও, ভিক্ষা ক'রে এনে স্বামীকে দাও, স্বামীর সঙ্গে কথা ক'য়ে স্বর্গ হাতে পাও; তুমি তোমার মন দিয়ে আমার মন বুঝ্‌ছো না? মানা ক'রো না, আমি তো মানা শুন্‌ব না। তোমার মত যদি পথে পথে বেড়াতে হয়, যদি ভিক্ষা ক'রে স্বামীর সেবা ক'র্‌তে হয়, যদি স্বামী ফিরে চান, তা হ'লে আমি রাজরাণী। তুমি আমার জন্য ভাব্‌ছো? কি ভাব্‌ছো? তুমি ভেবো না, যাও! আমার স্বামীকে বল গে, আমি আশাপথ চেয়ে খিড়্‌কি-দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। এই মাত্র মিনতি তাঁরে জানিও, যেন আমি নিরাশ না হই, যেন তিনি আসেন, দেখা দেন। ব'লো, আমি তাঁর দাসী—জীবনে-মরণে দাসী। তিনি আমার সর্ব্বস্ব, ইষ্টদেবতা, তিনি পায়ে না ঠেলেন।

জোবি। দ্যাখ্‌ ভাই, যদি তুই আমার মত হ'তে পারিস্‌, যদি সকল ত্যাগ ক'র্‌তে পারিস্‌, যদি ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ভাসিয়ে দিতে পারিস্‌, যদি রাস্তায় রাস্তায় ঘুর্‌তে পারিস্‌, তা হ'লে রাত্রে লুকিয়ে দেখা করিস্‌। কিন্তু যদি ঘরে থাকতে চাস্‌, লোকের ঘৃণার যদি ভয় থাকে, যদি কলঙ্ক মাথায় নিতে কাতর হোস্‌, তা হ'লে রাত্রে দেখা করিস্‌নে। লুকোন কাজ ভাল নয়! আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই, অনেক রকম দেখ্‌তে পাই, আমি দেখেছি, লুকোন কাজ একটাও ভাল নয়। দেখিস্‌, যদি আমার মত হ'তে তোর ভয় না থাকে, তবে দেখা করিস্‌।

গীত

কলঙ্ক যার মাথার মণি,
কোমল প্রাণে সকল সয়,
লুকোন-প্রেম তারই সাজে,
ভয় থাকে যার, তার তো নয়।
অযতনে যতন ক'রে,
রাখ্‌তে পারে হৃদে ধ'রে,
ভাবের ঘোরে সদাই ঘোরে,
আপন ভাবে মগন রয়॥
প্রেমে যে হয় দেওয়ানা,
তার তো কিছু নেইকো মানা,
ভেসে গেছে যার বাসনা,
সমান ভাবে বয় সময়॥

নেপথ্যে রোদন-ধ্বনি

কিরণ। এ কি, মা কেঁদে উঠ্‌লেন কেন? আমার ভগ্নিপতিটি কি মারা গেল? যাই ভাই যাই, আমি দেখিগে।

[কিরণময়ীর প্রস্থান।

জোবি। বুঝেছি—বুঝেছি। যে দিন ছুঁড়ীর বে'র শাঁক বাজা শুনেছিলুম, আমার বুক কেঁপে উঠেছিল; আমার মনে হ'য়েছিল, বুঝি আর এক অবলার কপাল ভাঙ্‌লো। সত্যিই তাই! দেখেছি তো—দেখেছি তো, স্বামী বিছানায় প'ড়ে, সতিন-পোর গঞ্জনা, ঘরে অন্ন নাই, সবই তো দেখেছি। আজ বুঝি তার সিঁদুর ঘুচ্‌লো! আহা, অবলার কপালে কি কোথাও সুখ নাই! ঘরে ঘরে দুঃখ, ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘরে ঘরে পেটের ছেলেকে অন্ন দিতে পারে না। পোড়া বে' কি বাঙ্‌লা দেশ থেকে উঠ্‌বে না! আমার প্রাণে বাজে কেন? —কে জানে কেন! মধুসূদন! দুঃখের ভার ব'বার তোমার কি আর কেউ নাই? তাই বাঙ্গালীর মেয়ের মাথায় সব দুঃখ চাপিয়েছ? আহা, এত দুঃখেও স্বামী থাক্‌লে সুখি, কিন্তু পোড়া যম তা শোনে না।

[জোবির প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুকুন্দলালের বাটীর কক্ষ

হিরণ্ময়ী ও প্রতিবেশিনী

প্রতি। মা, কি ক'র্‌বে? তোমার বরাত! কেঁদে তো আর ফির্‌বে না।

হিরণ। মা, এ তো আমার বরাতে যা ছিল, তা হ'য়েছে। এখন কোথায় যাবো, কোথায় দাঁড়াবো? মাথা গঁুজে থাক্‌বার বাড়ী নাই, অঙ্গে একখানা গয়না নাই, বাক্‌সোয় রুপোর সম্পর্ক নাই, সবই তো জানো। চিকিৎসাতেই সব গিয়েছে। আমি দশদিক্‌ শূন্য দেখ্‌ছি। কি ক'র্‌বো?

প্রতি। কেন গো অত ভাবছো? তোমার সতিন পো'রা র'য়েছে, তারা কি তোমায় ফেলতে পারবে? বাপ ছিল, চাকরি বাকরি করে নাই, এদিক ওদিক ক'রে বেড়াতো; এখন চার চালের ভার মাথায় প'ড়্‌লো—সব ঠিক হবে।

হিরণ। মা, তুমি তো চক্ষের উপর কাল দেখ্‌লে, কথায় কথায় আমায় হুমকে এসে বলে, "আমাদের সব খেলি, সব নিলি!" মনে করে বুঝি, আমার সিন্দুক-ভরা টাকা র'য়েছে। দু'বেলা বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রতে আসে।

প্রতি। তা তুমি ভেবো না, তোমার ইন্দিরের মত বাপ র'য়েছে, মা র'য়েছে,—পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়িতে জায়গা দেবে।

হিরণ। আমার বাপের অবস্থা জান না। তাঁর চার্‌দিকে দেনায় চুল বিকিয়ে র'য়েছে! বড় মেয়ে গলায় প'ড়েছে, ছোটটির বে' দিতে পাচ্ছেন না। সেখানে আমি গিয়ে কোন্‌ মুখে দাঁড়াবো, তাই ভাব্‌ছি।

প্রতি। (স্বগত) এমন পোড়া কপালও পোড়ে! (প্রকাশ্যে) তা কেঁদে কি ক'র্‌বে বাছা! তোমার বাপ্‌কে খবর দিয়েছ?

হিরণ। কলু-বউ খবর দিতে গিয়েছে।

প্রতি। তা আমি এখন আসি বাছা, দিন কি আর যাবে না? নাও, অমন ক'রে থেকো না; কাল থেকে প'ড়ে র'য়েছ, একটু মুখে জল দাওনি। চান ক'রে সতিন-পো দু'টি আসছে, হব্বিষ্যি চড়িয়ে দাও, যত্ন ক'রে আপনার ক'রে নাও; কি ক'রবে! (স্বগত) আহা বাছার না জানি আরও কি কপালে আছে। (প্রকাশ্যে) তবে আসি মা।

[প্রতিবেশিনীর প্রস্থান।

হিরণ। আহা, এই গরীব অনাথা—এ খবর নিতে এসেছে, কিন্তু পাড়ার কেউ উঁকি মারলে না। পাড়ায় যাদের বয়াটে বলে, তারা কাঁধে করে সৎকার ক'রতে নিয়ে গেল, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোক কেউ উঁকি মারলে না! কি ক'রবো, কি হবে! ছ'মাসের আগাম বাড়ী ভাড়া দেওয়া আছে, তিন মাস হ'য়ে গিয়েছে, আর তিন মাস তো থাক্‌তে পাব। এম্‌নি পাড়ার দশা—আগাম ভাড়া না নিয়ে কেউ বাড়ী ভাড়া দিলে না। এখনো কি সতিন-পোরা বুঝ্‌বে না? দেখি, কোন রকমে যদি বনিয়ে থাকতে পারি! আমি এদের রাঁধুনী-বৃত্তি ক'রবো, দাসী-বৃত্তি ক'রবো, এতেও কি দু'টি খেতে দেবে না? যাই করুক, দুটো গালাগাল দেয়—দেবে, আমি বনিয়ে থাকবো, ওই আসছে, মিনতি-সিনতি ক'রে দেখি!

মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্কের প্রবেশ

মৃগাঙ্ক। নে বেটী, আমার বাবার কি আছে, বার কর্‌।

হিরণ। কিছুই তো নাই বাবা!

মৃগাঙ্ক। নে শশাঙ্ক, সিন্দুক ভাঙ।

শশাঙ্ক। তুমিও যেমন দাদা, বেটী সব বাপের বাড়ী চালান দিয়েছে। আমি পরচাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে দেখেছি। খানকতক ছেঁড়া কাপড় আছে, আর সেই পুরোণো-শালখান।

হিরণ। বাবা, কেন অমন ক'চ্ছ? কোথায় কি পাব?

মৃগাঙ্ক। বেটী, ন্যাকামো? বল্‌ বেটী, বাসন-কোসন কোথায় গেল, বল্‌?

হিরণ। সেগুলি বাঁধা দিয়ে সৎকারের টাকা জোগাড় ক'রেছি।

মৃগাঙ্ক। বাক্‌স খোল্‌, দেখি।

হিরণ। বাবার ঠেঙে ছ'টাকা এনেছিলুম, সব খরচ হ'য়ে গেছে, তিন আনা পয়সা আছে, এই দেখ!

হিরণ্ময়ীর বাক্‌স খুলিয়া দেখান ও মৃগাঙ্কের পয়সা তুলিয়া লওন

শশাঙ্ক। দাদা, শোনো, এর মধ্যে বাপের বাড়ী থেকে টাকা আন্‌তে গিয়েছিলেন! তোমায় ব'লছি কি, বাবাকে তো আগা গোড়াই ভেড়ো ক'রেছিলো। সব চালান দিয়েছে—সব চালান দিয়েছে।

মৃগাঙ্ক। চোর বেটী, পাজী বেটী, নচ্ছার বেটী, ডাকাত বেটী! আমাদের পথে ব'সিয়েছ বেটী! বেটীকে পুলিসে দেব।

শশাঙ্ক। দেখ্‌ বেটী, ভাল চাস্‌ তো আমার বাপের যা গ্যাঁড়া ক'রেছিস, বা'র কর্‌, নইলে ভাল হবে না ব'ল্‌ছি।

হিরণ। সে কি বাছা, তোমরা কি ব'লছ? এ মড়ার উপর কেন খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ? আমি যে গয়নাপাতি বেচে চিকিৎসা চালিয়েছি, আমি যে পথে ব'সেছি!

মৃগাঙ্ক। তবে রে বেটী, রাক্ষসী, পথে ব'সেছ? বাবাকে খেয়েছ, বাড়ীখানি খেয়েছ, টাকাকড়ি সব বাপের উদরে পুরেছ, আর নাকিসুরে ব'লছো—'পথে ব'সেছি।' তা যাও—বেরোও।

হিরণ। কোথায় যাবো?

শশাঙ্ক। আমরা কি জানি?

মৃগাঙ্ক। যার পেট ভরিয়েছ, তার কাছে যাও। বেরোও—বেরোও—এখনি বেরোও!

হিরণ। ও মা—মা গো, কেন এ অভাগিনীকে পেটে স্থান দিয়েছিলে? দেখে যাও মা—রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি! হা পরমেশ্বর, কি হবে!

উভয়ে। বেরো—বেটী বেরো!

হিরণ। একটু সবুর করো, আমি বাবাকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি আসুন, আমি যাচ্ছি।

মৃগাঙ্ক। শশাঙ্ক, তবে খোঁজ, কোথায় কি লুকিয়েছে, বাপ এলে বা'র ক'রবে। খোঁজ—খোঁজ!

শশাঙ্ক। আরে দাঁড়াও না, আগে বিদেয় করো না! বেরো বেটী বেরো, নইলে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় ক'রবো।

মৃগাঙ্ক। হুঁ হুঁ—বাপ্‌কে খবর দিয়েছো বটে! বেরোও বেটী বেরোও, নইলে খেলি মার।

হিরণ। আচ্ছা বাছা, যাচ্ছি।

আলনা হইতে পরিধেয় বস্ত্র লইতে উদ্যত

মৃগাঙ্ক। কাপড় নিচ্ছিস্‌ যে? কাপড় রাখ্‌।

হিরণ। মা গো, একবস্ত্রে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'লো!

উভয়ে। বেরোও—বেরোও—(প্রহারোদ্যোগ)

হিরণ। আর কেন বাবা—আর কেন—বেরোচ্ছি তো! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বেলঘোরের পথ

তাড়ি খাইয়া নীচজাতীয়া স্ত্রীগণের প্রবেশ

গীত

তাড়ি পিয়ে হুয়া বদন ভারি।
আঁচোরা কেইসে সাম্‌হারি॥
দোলে হিলে, পায়ের টলে,
চল্‌নে চাহিয়ে হুঁসিয়ারী॥
ধীরে চল না, কুছ না বোল্‌না—
না হেল্‌না, না খেল্‌ না,
একা সেঁইয়া রহে, কহো কেঁৎনি সহে,
ঘর্‌মে ও রোয়ে ফুকারি॥

[প্রস্থান।

দুলালচাঁদ, রমানাথ ও কালী ঘটকের প্রবেশ

দুলাল। রেমো মামা, বল কি বাবা?

রমা। বাবাজি, তোমার বিরাজী এর দাসীর যুগ্যি নয়। যেমন চেহারা, তেম্‌নি ইয়ার। তবে সম্প্রতি বেরিয়ে এসেছে কি না, তাই একটু লাজুক।

কালী। তাতে বাবু খুব মজবুত আছেন, সে লজ্জা ভেঙ্গে নিতে পারবেন।

দুলাল। বাবা, নেহাৎ প্যান্‌পেনে, ঘ্যান্‌-ঘ্যানে তো নয়? নেহাৎ কলাবউয়ের মতন যে ব'সে থাক্‌বে, তাতে আমি নারাজ।

রমা। আরে বাবাজি, আড়ঘোম্‌টা টেনে মুচ্‌কি হাসবে। রূপোগাছির প্যারির বাড়ীতে আছে, তার ঢং-ঢাংয়েই মাত ক'রে দেবে। আপনাকে যে ব'লছি, সেথা চলুন।

কালী। তোমার কি রকম কথা রমানাথ-বাবু? বাবু প্যারির বাড়ী উঠ্‌বেন! যে ব্যাটা বার ক'রেছে, সে একটা বিষম গোঁয়ার, একটা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাগ্‌।

দুলাল। না না, রেমো মামা, ও ফ্যাঁসাদে কাজ নাই। বৈঠকখানাবাড়ীতেও কাজ নাই, কিশোর ব্যাটা বড় হ্যাঙ্গামা করে। তুমি আমার বেলঘোরের বাগানে নিয়ে এসো। যদি পছন্দসই হয়, আমি বিরাজী বেটীকে আজই জব্বাব দেব। বেটীর ভারি ন্যাক্‌নাড়া!

রমা। বাবা, যদি খুসী ক'রতে পারি, দু'শো টাকা বখ্‌শিস্‌ নেব।

দুলাল। কেন বাবা, আমি কি বখ্‌শিস্‌ দিতে নারাজ? যত বেটী কালিন্দী এনে হাজির ক'রবে, এতে বখশিস্‌ দিতে ইচ্ছে করে?

কালী। ম'শায়, এবারে কালী ঘটক হাত দিয়েছে, মাল দেখে নেবেন!

দুলাল। আচ্ছা বাবা কেলে ঘটক, তোমার এই ঘটকালিই দেখি। করুণাময়ের দু'টো মেয়ে তোমার উপর ভার দিয়ে তো বেহাত হ'লো।

কালী। আরে ম'শায়, হাসির কথা ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছিনু—বল্‌তে ভুলে গিয়েছিনু—আজ সে জামাই ব্যাটা অক্কা!

দুলাল। কে, সেই বুষকাঠ? ম'রেছে?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আর বল্‌ছি কি।

দুলাল। রেমো মামা, দেখ দেখি ব্যাটার কি হারামজাদ্‌কি! সেই ব্যাটা ম'র্‌বি, তবে কেন ব্যাটা আমার মুখের গরাস্‌ কেড়ে নিলি?

রমা। বাবাজি, পাজীলোক—পাজীলোক!

কালী। পাজীর পা ঝাড়া।

দুলাল। বলো রেমো মামা, বে'র দিন বেটাকে বোঝাইনি? ব্যাটাকে ব'ললুম যে, বাবা, তোমার মাথায় শকুনী উড়ছে, ভোগে হবে না, কেন বাবা মাল আট্‌কে রাখ্‌ছো, আমায় আসর ছেড়ে দিয়ে সাফ্‌ স'রে পড়ো।

কালী। অ্যাঁ! আপনি এমন ক'রে বোঝালেন, ব্যাটা শুন্‌লে না?

দুলাল। করুণাময়কেও বোঝালুম যে, বাবা, বুষকাঠে কেন মল্লিকে ফুলের মালা ঝোলাচ্ছ, আমার কুঁজটা আর ঠ্যাংটা বাদ দিয়ে বরণ ক'রে নাও, কন্যা সুপাত্রে প'ড়্‌বে। তা ব্যাটা আমার কথা কাণে ক'রলে না।

কালী। তেম্‌নি জব্দ—তেম্‌নি জব্দ! আর একটা মেয়ে গলায় প'ড়লো।

দুলাল। কিসে? তার তো সতিন-পোরা রয়েছে।

কালী। সে তো আরো মজা হ'য়েছে। তারা তো দিনের মধ্যে দু'শো বার গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দিতে আসে।

দুলাল। ওঃ—পাজী দেখেছ — পাজী দেখেছ! ব্যাটা ম'র্‌বি যদি মনে ছিলো, তবে কেন এমন সুপাত্রে কন্যাদান ক'র্‌তে দিলিনি? তুই ব্যাটা বজ্জাতি ক'রে যদি টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে ক'র্‌তে সেদিন হাজির না হোস্‌, তা হ'লে কি সেদিন মাল হাত ছাড়া হয়? ব্যাটাকে টাকা কব'লেছিলেম, বুঝলে কেলে ঘটক?

কালী। বেইমানি—বেইমানি—আজকের কালই বেইমানি!

দুলাল। ইচ্ছে হ'চ্চে ব্যাটাকে দু'কথা শুনিয়ে দে আসি;—বলি, 'কেমন ব্যাটা—ব'লেছিলুম না? সেই তো ব্যাটা ম'লি, আমাকেও ফাঁকে ফেল্‌লি, তো ব্যাটারও ভোগে হ'লো না।'

কালী। ম'শায়, কয়লা ধুলে কি তার ময়লা যায়?

দুলাল। যা পাজী ব্যাটা ম'র্‌গে যা! এখন কেলে ঘটক, তোমার বে'র ঘটকালি বুঝে নিয়েছি, এখন তোমার মেয়েমানুষের দালালিটা দেখি।

কালী। মশায়, মাল যাচিয়ে নেবেন।

দুলাল। আচ্ছা, দেখা যাক্‌। পাল্কি, বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে হীরে এখনি আস্‌বে। আজ যদি ফস্‌কায়, দেখবে মজা, আশায় আশায় ক'দিন ঘোরাচ্চ।

কালী। ম'শায়, যে ব্যাটা বা'র ক'রেছে, সে ব্যাটা অষ্ট-প্রহর আগ্‌লে আছে। আজ প্যারি বেটী, ব্যাটাকে ঘরে বসিয়ে ঠিক বা'র ক'রে দেবে,—ঠিক সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বে।

দুলাল। আচ্ছা বাবা, তোমাদের কারদানি দেখা যাবে। [দুলালচাঁদের প্রস্থান।

কালী। ওহে, আমরা তো ফ্যাঁসাদে পড়বো না?

রমা। আমাদের কিসের ফ্যাঁসাদ? বাগানে তুলে দিয়ে সরে প'ড়বো। তারপর মোহিত পুলিস নিয়ে হাজির হবে।

কালী। দেখো ভাই, বখ্‌রায় না ফাঁকি পড়ি।

রমা। মহাভারত! আমি সে মানুষ নই। উপরে ধর্ম্ম আছে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমায় বঞ্চিত ক'র্‌তে পারি? আচ্ছা, মোহিত এত দেরী ক'চ্ছে কেন? আমি এগিয়ে দেখি।

[রমানাথের প্রস্থান।

কালী। (স্বগত) ব্যাটা মোহিতের বাড়ী-বাঁধার দালালি আমায় ফাঁকি দিয়েছে, এ টাকাও ফাঁকি দেবে। যদি পুলিস কেস্‌ হয়, রফা হ'লে মোহিতের হাতে টাকা প'ড়্‌বে, টাকাটা রমা ব্যাটা গ্যাঁড়া মার্‌বে। আমি ব্যাটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি। ব্যাটা পাল্কি সঙ্গে ক'রে বাগানে নিয়ে যাবে, আর আমি রূপচাঁদ মিত্তিরকে গিয়ে খবর দেব। ব'ল্‌বো, 'এই বিপদ্‌, তোমার ছেলেকে ফৌজদারীতে ফেল্‌বার ফিকির ক'রেছে।' হাজার কৃপণ হোক্‌, এ খবর দিলে কিছু আদায় হবে, না হয়, রমা ব্যাটা তো জব্দ হবে।

[প্রস্থান।

রমানাথ ও পাল্কির সহিত হীরের প্রবেশ

রমা। (হীরের প্রতি) তোরা সব এ পাশ ও পাশ থাক্‌। বেয়ারা বেটাদের সঙ্গে নিয়ে যা, বেটারা না ক্যাঁচ-ম্যাচ ক'রে গোল করে।

১ বেহারা। বাবু, সোয়াড়ি কৌটি?

হীরে। দাঁড়া না ব্যাটা, সেজেগুজে আস্‌বে না? আয়, তোদের তোফা চুরুট দেব, বসে খাবি আয়, ততক্ষণ সোয়ারি তোয়ের হোক।

১ বেহারা। বেলাতি চুরুটো? জাতি যাবে!

৩ বেহারা। আরে ধুঁয়াপত্তর মুড়িকিড়ি খাইবো।

হীরে। হ্যাঁ—এ ব্যাটা ওস্তাদ আছে। আজ তোদের খুব বরাত—খুব বখ্‌শিস পাবি।

[হীরে ও বেহারাগণের প্রস্থান।

কালী ঘটকের পুনঃ প্রবেশ

কালী। কিহে, এখনো দেরী ক'চ্ছে যে?

রমা। এলো ব'লে—ওই আস্‌ছে। আমরা একটু স'রে দাঁড়াই।

[উভয়ের প্রস্থান।

কিরণ ও মোহিতের প্রবেশ

কিরণ। আমার এই মিনতি, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাবো। আমার ভগিনীপতি ম'রেছে শুনে মা আছাড় খেয়ে প'ড়েছেন, সমস্ত দিন মুখে জল দেন নাই। আমায় আজ বাড়ী রেখে এসো, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাবো।

মোহিত। তুমি বিশ্‌বার এই ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ ক'চ্ছ, আমি বিশবার ব'ল্‌ছি না—না—না। আজ যাবে তো চলো—নইলে তুমি সাফ্‌ বাড়ী চ'লে যাও, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাই।

কিরণ। তুমি রাগ ক'রো না—রাগ ক'রো না, তুমি যেথায় নিয়ে যাবে, আমি সেইখানেই যাবো।

মোহিত। যেথায় নিয়ে যাবো কি? তোফা বাগান বাড়ী। তোমার বাবার চোদ্দপুরুষে এমন বাগান দেখে নাই। আর জড়োয়া গয়নায় তোমায় মুড়ে রাখ্‌বো।

কিরণ। তুমি গাছতলায় নিয়ে গেলে, আমি গাছতলায় থাক্‌বো। আমি পিতলের গয়না খুলে জড়োয়া গয়না প'র্‌তে চাই না;—আমি তোমায় চাই, তোমার সেবা ক'র্‌বো—এই আমার জীবনে ধ্যানজ্ঞান! তুমি পায়ে জায়গা দিলে আমি রাজরাণী হ'তে চাই না।

মোহিত। বেশ কথা, তবে চট্‌ ক'রে চ'লে এসো।

কিরণ। আচ্ছা, তবে তুমি আমার বাবাকে খবর পাঠিয়ে দাও।

মোহিত। আচ্ছা, তা দেব—চলো।

কিরণ। আর কতদূর যাবো?

মোহিত। ঐ যে পাল্কি র'য়েছে—(অগ্রসর হইয়া) এই ওঠো।

কিরণ। পাল্কিতে দু'জনকে নেবে?

মোহিত। আমি হেঁটে যাচ্ছি, তোমার ভাব্‌না কি?

কিরণ। আমি তবে কার সঙ্গে যাবো? গাড়ী করো, দু'জনে একত্রে যাই।

মোহিত। কেন, পাল্কিতে তোমার ভয় কি? বেয়ারারা আমার বাড়ী চেনে।

কিরণ। আমি এক্‌লা কোথায় গিয়ে উঠ্‌বো?

মোহিত। আরে, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

কিরণ। না, না, তুমি গাড়ী করো—দু'জনে যাবো।

মোহিত। পাল্কিতে বসো না, চেনা বেয়ারা, তোমার ভয় কি?

কিরণ। তুমি কোথা যাচ্ছ?

মোহিত। কোথায় যাবো — এইখানেই আছি। নাও—নাও, পাল্কিতে ব'সো। (কিরণের পাল্কিমধ্যে উপবেশন) রেমো মামা—

রমানাথের প্রবেশ

রমা। (জনান্তিকে) কি বাবা?—এইখানেই আছি।

মোহিত। (জনান্তিকে) পাল্কি এনে বড় বুদ্ধির কাজ ক'রেছ। গাড়ী ক'র্‌লে ফ্যাঁসাদ হ'তো, আমি সঙ্গে না গেলে যেত না। নাও—নাও, বেয়ারাদের ডাকো,—পাল্কি বাগানে তোলো। আমি থানায় যাই।

[মোহিতের প্রস্থান।

কিরণ। (পাল্কি হইতে বাহির হইয়া) ও কি! তুমি কোথায় যাচ্চ?

কালী ঘটক, হীরে ও বেহারাগণের প্রবেশ

রমা। ভয় কি মা! আমি যে তোমার শ্বশুর। লক্ষ্মী মা, পাল্কিতে ওঠ।

কিরণ। কে তুমি? আমার স্বামী কোথা যাচ্ছে?

কালী। ওই যে র'য়েছে। আমায় তুমি চেন না মা? আমি কালী ঘটক, তোমার বে'র সম্বন্ধ ক'রেছিলুম।

কিরণ। এ কি, তোমরা হেথায় কেন?

রমা। আজ তুমি ঘরের বউ ঘরে যাবে, আমরা সব খাওয়া-দাওয়া ক'রবো, তোমার শাশুড়ী পথ চেয়ে রয়েছেন।

কিরণ। আমার স্বামীকে ডাকো, নইলে আমি যাবো না!

রমা। ছিঃ মা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোল করে? উঠে ব'সো, ও ছেলে মানুষ পাল্কির সঙ্গে দৌড়ুতে পার্‌বে কেন?

কিরণ। না, আমি কখনই উঠ্‌বো না, আমার স্বামীর সঙ্গে নইলে আমি কখনো যাবো না,—আমি বাড়ী চ'ল্লুম।

মোহিতের পুনঃ প্রবেশ

মোহিত। তবে রে বেটী! আমি তোমার পাল্কির সঙ্গে দৌড়ুই, আর আমাদের মতলব মাটি হোক্‌। উঠ্‌বি তো ওঠ, রেমো মামার সঙ্গে চ'লে যা।

কিরণ। তুমি না সঙ্গে গেলে আমি যাবো না।

মোহিত। বটে—ন্যাকামো! ভাল চাস্‌ তো চুপি চুপি পাল্কিতে ওঠ,—নইলে তোর মুখ দেখ্‌বো না।

কিরণ। না—না, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি সঙ্গে এসো।

মোহিত। ওঃ, রস দেখ না! তোমার সঙ্গে গিয়ে কপোত-কপোতীর মত মুখে মুখ দিয়ে থাক্‌বো,—তাই তোমায় বা'র করে এনেছি, নয়? নাও পাল্কিতে ওঠো।

কিরণ। না—না, তুমি না গেলে যাব না।

মোহিত। ওঃ, অত ইয়ারকিতে আর কাজ নেই প্রাণ! মন ক'রেছ বুঝি, ঘরকন্না ক'র্‌বে, আমার গিন্নী হবে? তা মনের কোণেও ঠাঁই দিয়ো না।

রমা। (জনান্তিকে) আঃ, চুপ করো—চুপ করো।

মোহিত। চুপ কি?—আমার স্পষ্ট কথা। বেটী ফাঁদে প'ড়েছে, আর যাবে কোথায়? পাল্কিতে উঠ্‌বি তো ওঠ্‌।

কিরণ। কি—কি, তুমি কি ব'ল্‌ছো? বল —বল—আমায় কেন এনেছ? আমায় কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছ?

রমা। মা, চেঁচামেচি ক'রো না, লোকে শুন্‌লে কি ব'ল্‌বে? মোহিতটে পাগল—তুমি কথা না রাখ্‌লে, ও লোক ডেকে স্বচ্ছন্দে ব'ল্‌বে, যে, তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ,—তোমার দেশে দশে কলঙ্ক হবে। চুপি চুপি পাল্কিতে ওঠ, আমি সঙ্গে আছি, ভয় কি?

কিরণ। বলো—বলো, কি ব'ল্‌ছিলে বলো? আমায় নিয়ে ঘর ক'রবে নাতো, তবে আমায় কেন নিয়ে এলে?

মোহিত। কেন নিয়ে এলুম শুন্‌বে?

রমা। (জনান্তিকে) আরে চুপ করো—চুপ করো।

মোহিত। চুপ করো কি, কিসের ভয়? একটা মেয়ে মানুষকে ভয় ক'র্‌তে হবে? Damn it! তবে শোন, টাকার দরকার। দুটো ব্যাটার কাছ থেকে টাকা আদায় ক'র্‌তে হবে। তুমি বেশ্যা—নূতন বেরিয়ে এসেছ, এই ব'লে দুলালবাবুকে রেমো মামা আর কালী ঘটক বুঝিয়েছে। এদিকে এরা তোমায় বাগানে তুল্‌বে, আমি থানায় খবর দেব যে, আমার মাগ, জোর করে বাগানে নিয়ে তুলেছে। তা হ'লেই টাকা ছাড়তে পথ পাবে না। বুঝ্‌লে? সাত চাল চেলে তবে বোড়ে টিপেছি।

কিরণ। কি, কি ব'ল্লে? বল—মিথ্যা কথা ব'লেছ! যদি সত্য হয়, তবু বলো—মিথ্যা কথা ব'লেছ? আমার হৃদয়েশ্বর—ইষ্টদেবতা—পদাঘাতে ভেঙ্গে দিয়ো না। বলো—মিথ্যা কথা ব'লেছ—তোমার প্রতি আমার ঘৃণা না হয়, যেমন তোমার ধ্যানে ছিলুম, সেই ধ্যানে যেন থাক্‌তে পারি। বলো—বলো—মিথ্যা কথা ব'লেছ।

মোহিত। বাহবা—বাহবা! বেড়ে লেক্‌চার ঝাড়চো বিধুমুখি!

কিরণ। বলো—বলো, তোমার পায়ে পড়ি বলো—তোমার প্রতি আমার ঘৃণা হ'চ্ছে। তুমি মিছে ক'রে বলো,—তুমি মিথ্যা ব'লেছ।

হীরে। রমাবাবু, তোমরা মেয়ে বার কর্‌তে জান নি, আমাদের গাঁয়ের জমিদার হ'তো তো এতক্ষণ মুখে কাপড় বেঁধে তুলে নিয়ে যেতো। নাও, মুখে কাপড় বেঁধে পাল্কিতে তোলো। বেয়ারাদের যে জনাজুতি দশ দশ টাকা দিয়েছো, কি ক'ত্তে? জোর-জরাবতি না ক'র্‌লে এ কাজ হয়?

মোহিত। সাবাস্‌ বেটা হীরে! নাও রেমো মামা, তোলো, কালী ঘটক ধরো!

[সভয়ে বেয়ারাগণের একে একে প্রস্থান।

কালী। এসো রমানাথ! (জনান্তিকে) ভয় কি, ওর স্বামী জোর ক'রে নিয়ে যাচ্চে, আমাদের ভয় কি? (প্রকাশ্যে) নাও, ধরো; মুখে কাপড় বাঁধ।

কিরণ। খবরদার, আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না।

হীরে। দাঁড়াও, আমি কাপড় বাঁধছি।

কিরণের মুখে কাপড় বাঁধিতে অগ্রসর হওন

কিরণ। (ইতস্ততঃ দৌড়াইয়া) কে আছ, রক্ষা করো—রক্ষা করো!

হীরে কর্তৃক কিরণের মুখে কাপড় বন্ধন ও সকলের আকর্ষণ

রমা। কই, বেয়ারারা কোথায় গেল? বেয়ারা—বেয়ারা—

কিরণ। (বলপূর্ব্বক মুখ হইতে বন্ধন-বস্ত্র উন্মোচন করিয়া) রক্ষা করো—রক্ষা করো—

কিশোর ও বন্ধুগণের সহিত বেয়ারাগণের বেগে পুনঃ প্রবেশ

সকলে। ভয় নাই—ভয় নাই।

কিশোর। ধরো—ধরো—সব বেটাকে বেঁধে ফেলো।

বন্ধুগণের সকলকে বন্ধন করণ

মোহিত। কি কিশোরবাবু, আমার স্ত্রী—আমি নিয়ে যাচ্ছি, তোমার তাতে কি?

কিশোর। এ কি, মোহিতবাবু?

মোহিত। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, তবে কে? চ'লে যাও, পথ দেখ।

কিশোর। এ কি ব্যাপার?

কিরণ। কিশোরবাবু—কিশোরবাবু, আমায় রক্ষা করুন! আমার স্বামী, ঘর ক'র্‌বো ব'লে আমায় বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছেন। এ'রা জোর ক'রে আমায় দুলালবাবুর বাগানে নিয়ে যাচ্ছেন।

মোহিত। কি, মিথ্যা কথা।

কিশোর। কি মিথ্যাকথা—মোহিতবাবু?

মোহিত। আমি আমার স্ত্রী বাড়ী নিয়ে যাচ্চি।

কিশোর। বুঝেছি, বেলঘোরের দিকে! মোহিতবাবু, আপনাকে জানোয়ার ব'ল্লে, জানোয়ারকে গালাগাল দেওয়া হয়। আপনার স্ত্রীকে অপরকে দেবার জন্যে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন? অপরকে দেবার জন্যে জোর ক'রে পাল্কিতে তুল্‌ছেন? এ কথা লোককে ব'ল্‌তে

গেলে লোকের কাছে মিথ্যাবাদী হ'তে হয়! কায়স্থ-ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে আপনার এই আচার! অভিধানে আপনার বিশেষণ নাই!

মোহিত। কি--কি হ'য়েছে? আমার পরিবার নিয়ে যাচ্ছি। আমিও তোমাদের নামে নালিস্ ক'র্‌বো?

কিশোর। নালিস দেখাতুম, যদি তুমি এই সাধ্বীর স্বামী না হ'তে। এই নরাধম ব্যাটাদেরও বুঝে নিতুম। কি ব'ল্‌বো, তোমায় দণ্ড দিলে, তোমার সাধ্বী স্ত্রী ব্যথা পাবে।

কালী। বাবা, আমি এর ভেতর নেই বাবা!

১ বন্ধু। তবে রে পাজী ব্যাটা ঘট্‌কা! (প্রহার)

কালী। দোহাই বাবা—দোহাই! কিলের চোটে কাপড় খারাপ হবে বাবা! আমি কিছু জানি নে, এই রমানাথ এ সব ক'রেছে।

রমা। না বাবা, তোমায় সব কথা ভেঙ্গে ব'ল্‌ছি বাবা! আমায় মেরো না বাবা! কিশোর-বাবু, তোমায় সব কথা ভেঙ্গে ব'ল্‌ছি বাবা! তারপর যা ক'র্‌তে হয়, করো।

কিশোর। কি ব'লছো?

রমা। বাবা, তোমাদের কিলের বহর দেখে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেছে বাবা, ছেড়ে দিতে বলো বাবা, আমি সব কথা ভেঙ্গে ব'ল্‌চি।

কিশোর। আচ্ছা বলো, ছাড় তো হে!

রমা। এই মোহিত—এই মোহিত—(বেগে পলায়ন)

[২ বন্ধুর পশ্চাদ্ধাবন।

কিশোর। যদু, ফেরো ফেরো—ও পলাগ্। আমার বৈঠক্‌খানা থেকে কাল ঘড়ি নিয়ে বাঁধা দিয়েছে। ঘড়ির জন্যে একটা লোককে মেয়াদ খাটাবো, এই জন্যে আমি কিছু বলি নাই। আমি সেই charge দিয়ে ব্যাটাকে পুলিসে দেব! মোহিত, তোমার স্ত্রীর পুণ্যে বেঁচে গেলে। যাও, আর তিলমাত্র যদি দাঁড়িয়ে থাকো, চাব্‌কে তোমাকে লাল ক'রে দেব।

মোহিত। Damn it! বেটী সব মাটি ক'র্‌লে।

[মোহিতের প্রস্থান।

কালী। আমায় ছেড়ে দাও বাবা—আমায় ছেড়ে দাও!

কিশোর। তুমি ঘটক, কুলাচার্য্য! তুমি হিতাহিত জ্ঞানরহিত! সামান্য বেয়ারারা যেটা গর্হিত কাজ বুঝেছে, তুমি সেই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছ। তুমি ক'লকাতায় আর স্থান পাবে না, এ কথা নিশ্চয় জেনো। আজ এই সাধ্বীর কল্যাণে বেঁচে গেলে।

৪ বন্ধু। দূর হ বেটা পাজী!

(চপেটাঘাত)

কালী। বাপ্!

[কালী ঘটকের বেগে প্রস্থান।

হীরে। আমি মুনিবের চাকর, মুনিবের হুকুমে পাল্কি এনেছি।

কিশোর। দাও হে, ব্যাটাকে ছেড়ে দাও। তোমার মুনিবকে ব'ল্যো যে, এ সব কাজ ভাল নয়।

হীরে। তাঁর অপরাধ নাই ম'শায়! তিনি ভদ্রলোকের মেয়ের উপর নজর করেন না মশায়। ওই রমানাথবাবু আর ঘটক ম'শায় তাঁকে ব'লেছেন, সোণাগাছির মেয়েমানুষ নূতন বেরিয়ে এসেছে, তার বাঁধা মানুষের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নে যাবে।

কিশোর। যা, দূর হ।

[হীরের প্রস্থান।

(কিরণের প্রতি) কিরণ দিদি, তুমি পাল্কিতে ওঠ। ভয় নাই, আমরা সঙ্গে যাচ্ছি। যদু, আমাদের সমিতির আজ picnic না থাক্‌লে তো সর্ব্বনাশ ক'রেছিল। (বেয়ারাগণের প্রতি) বেয়ারা, নে, তোরা পাল্কি তোল্। তোরা যে কাজ আজ ক'রেছিস্, তাতে ভগবান্ তোদের উপর প্রসন্ন। পেঁাছে দে, আমি তোদের সকলকে খুসী ক'রবো। (বন্ধুগণের প্রতি) চলো, আমরা পেঁাছে দিয়ে বাড়ী যাবো। ভগবান্ আজ আমাদের দ্বারায় একটা কার্য্য সাধন ক'ল্লেন। বোধ করি, আমরা যে সব কার্য্যে ব্রতী, তাতে তিনি সম্পূর্ণ সাহায্য ক'রবেন।

২ বন্ধু। অবশ্য ক'র্‌বেন। আমার খুব ভরসা, আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতিকে তিনি উচ্চ কার্য্যের ভার দেবেন। আমাদের প্রার্থনা বিফল হবে না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দুলালচাঁদের বৈঠকখানা-বাটীর সম্মুখস্থ পথ

রূপচাঁদ মিত্র, গোয়ালা, শালওয়ালা, মুদী ও সন্দেশওয়ালা

রূপ। বাপু, তোমরা সব করুণাময়ের বাড়ীখানি দেখছো, তাই সব চুপ ক'রে আছ, না? তা থাকো আর মাসখানেক চুপ ক'রে। আমার কাছে দু'বার বাঁধা আছে;—সেকেণ্ড মর্টগেজ হ'য়ে গেছে। আমি বয়বাদ জারি ক'রেছি। ছ'মাস সময় আদালত দিয়েছিল, তার পাঁচমাস হ'য়ে গেছে, এক মাস বাকী। একমাস বাদে বাড়ী দখল ক'রবো। তারপর ও insolvent নিগ্, আর তোমরা সব হাতচিঠি ধুয়ে খাও।

গোয়ালা। তাই তো বাবু ম'শায়, সেই প্রথম বে'র ক্ষীর-দইয়ের টাকা আজও চুকিয়ে পাইনি।

রূপ। সব হিসাবই তো দেখ্লুম, কে চুকিয়ে পেয়েছে? তোমার সন্দেশের টাকা বাকী, তোমার ঘি-ময়দার টাকা বাকী, তোমার তত্ত্বের কাপড়ের টাকা বাকী,—সবারই তো বাকী দেখ্ছি। ডাক্তারখানার বিল তো শুন্তে পাই, পোকায় কাটছে। (শালওয়ালার প্রতি) তবে তুমি তোমার শালের টাকাটা খুব বাগিয়ে কিস্তি-বন্দি ক'রে নিয়েছ।

শাল। আর বাবু, কিস্তি কিছু পাই না।

সকলে। বাবু ম'শায়, তবে উপায় কি করি?

রূপ। খরচ জমা দাও, দিয়ে ডিগ্রি ক'রে রাখো, যদি কিছু আদায় ক'র্তে পারো!

মুদী। আর বাবু, দোকান ক'রে অবধি কখনো কারো নামে নালিস করি নি,—আদালত কোন্‌মুখো জানি নি। আদালত-ঘর ক'র্‌বো, —না কারবার দেখ্‌বো?

সকলে। আজ্ঞে কর্ত্তামশায়, আমরা কি আদালত-ঘর ক'রতে পারি?

রূপ। আহা, তোরা গরীব লোক, বড় ফ্যাঁসাদেই প'ড়েছিস্। তা যা, কাল সব খেয়ে দেয়ে আদালতে যাস্; আমার মোক্তারকে বলে দেব, সে তোদের সব ক'রে-কর্ম্মে দেবে।

সকলে। আজ্ঞে হুজুর, কাল সব আপনার বাড়ী গিয়ে হাজির হবো।

রূপ। না না, গরীব লোক, কেন কাজ ক্ষতি ক'রে অতদূর যাবি? আমি দুলালবাবুর বৈঠকখানা মেরামত ক'র্তে তো এ পাড়ায় হামেসা আস্‌ছি। এখন যা, কাল সব ছোট আদালতে যাস। আমি মোক্তারকে ব'লে সব ঠিক ক'রে রাখ্‌বো। সব হাতচিঠি নিয়ে যাস।

মুদী। আমরা তো মোক্তার বাবুকে চিনি নি।

রূপ। তোরা আদালতে গেলেই হবে। ওর হ্যাণ্ডনোটের চার পাঁচ খানা ডিগ্রি সে ক'রে দিয়েছে। আমার নিধিরাম সরকার আদালতেই থাক্‌বে, তোরা গেলেই সে সব ঠিক্ ক'রে দেবে। নিধিরামকে চিনিস তো?

গোয়ালা। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা চিনি। তিনি রাজমজুর খাটাতে রোজই এ পাড়ায় আসেন।

রূপ। তবে আর কি, কাল সব যাস্।

সকলে। যে আজ্ঞে হুজুর, আপনি গরীবের মা-বাপ।

[শালওয়ালা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রূপ। কিহে, তুমি ওয়ারিণ বা'র ক'রেছ?

শাল। আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর! বেলিফ ঐ মুদির দোকানে বৈঠে আছে।

রূপ। আচ্ছা, তুমি হুঁসিয়ার থাকো। আমায় যেন তুমি চেনো না—খবরদার।

শাল। হুজুর, ক'বার হুকুম ক'র্‌বেন! আমি এক কথায় বুঝিয়ে নিয়েছে।

[রূপচাঁদের প্রস্থান।

বেলিফের প্রবেশ

বেলিফ। আমি কেতক্ষণ বসিয়ে থাক্‌বে? আদালত যাইবে না?

শাল। সাব, থোড়া সবুর, আবি আতা।

বেলিফ। কাহে তোম্ ওস্‌কো আফিসমে পাক্‌ড়া দেতা নাই?

শাল। সাব, কুছ মতলব হ্যায়। আর দু'ঠো রোপেয়া দেতা হ্যায়, লিজিয়ে। (মুদ্রা প্রদান) ঐ আতা হ্যায়—ঐ আতা হ্যায়। আপ থোড়া উধার যাইয়ে—আপ থোড়া উধার যাইয়ে।

[বেলিফের অন্তরালে গমন।

আফিসের বেশে করুণাময়ের প্রবেশ

করুণা। উঃ, বেলা হ'য়ে গেল। সাহেব ব্যাটা ফের আজ আবার মাইনে কাট্‌তে চাবে, না কি ক'র্‌বে, কে জানে। পাওনাদার শুন্‌বে কেন? হাতে-পায়ে ধ'রে ক'দিন চলে? যাক্‌, হাতে পায়ে ধ'রে তো এ মাসটা থামিয়েছি, দেখি বাড়ী-খানা ছেড়ে দিয়ে, যদি কিছু টাকা পাই, যতদূর হয় কিস্তিগুলো সাম্‌লাবো। নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি। আমায় নাতোয়ান দেখে সবাই আধা দরে বাড়ী কিন্‌তে চায়। দর না হ'লে তো মর্টগেজের টাকাই শোধ যাবে না। ফিরে মাসে না দিতে পারি, জেলে যাবো, আর কি ক'র্‌বো?

শাল। বাবু, আমার কিস্তি তো পেলাম না। হামরা গরীব লোক, কেমন ক'রে চলে?

করুণা। জঙি সিং, দিন কতক সবুর করো, আমি বাড়ী বেচ্ছি, সব ঠিক হ'য়েছে, আমি সকলের দেনা শোধ দেবো।

শাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়ী বেচে বাবু ইন্‌-সলভেণ্ট যাবে। সাব—সাব! এই করুণাময় বাবু। (হস্ত ধারণ)

বেলিফের প্রবেশ

করুণা। ধরো না—আমি পালাবো কোথায়?

বেলিফ। না—না, ভদ্র আদ্‌মি। বাবু, আপনার নামে এই Attachment দেখো। আমি গভর্ণমেণ্টের নকর, কি ক'র্‌বে—আপনাকে আদালতে যাইতে হইবে।

করুণা। চাকরিটুকু ছিল, এবার বুঝি তাও গেল। ওঃ ভগবান্‌! কত দুঃখ দেবে—কত সয়। পরমেশ্বর—পরমেশ্বর! অনাহারে সপরিবারে ম'র্‌বে? নূতন সাহেবের যে বিষ-দৃষ্টিতে প'ড়েছি, এ কথা শুন্‌লে আজই জবাব। কি হ'লো—কি হ'লো!

শাল। সাহেব, নিয়ে চলো।

বেলিফ। একঠো গাড়ী আনো। বাবু কি হাঁটিয়া যাইবে?

রূপচাঁদ মিত্রের প্রবেশ

করুণা। ভগবান্‌! ভগবান্‌! কি ক'র্‌লে—কি হ'লো!

রূপ। কি,—কি ব্যাপার কি?

শাল। বাবু, হামি গরীব লোক। আমার টাকা তিন কিস্তি প'ড়েছে! গরম কাপড়, শাল সব নিয়েছেন; হামি গরীব মানুষ, টাকা পেলুম না। দশ টাকা কিস্তি, তাও, দেন না, হামি কি ক'র্‌বো!

রূপ। তোমার কত টাকা পাওনা?

শাল। খরচা সমেত দেড় শো রোপেয়া।

রূপ। আচ্ছা, এই নাও, বাবুকে ছেড়ে দাও। (নোট প্রদান)

শাল। বাবু, হামি গরীব লোক—হামার টাকা পেলেই হ'লো—হামার টাকা পেলেই হ'লো।

রূপ। এখন টাকা পেয়েছ তো, স'রে যাও।

শাল। সেলাম বাবু—সেলাম!

বেলিফ। বাবু, কিছু মনে ক'রবেন না, Duty bound.

[বেলিফ ও শালওয়ালার প্রস্থান।

নলিনের পশ্চাতে পানওয়ালার বেগে প্রবেশ

পান। (নলিনকে ধরিয়া) তবে রে শালা, রোজ সিগারেট চুরি ক'রে পালাও? পাহারওলা—পাহারওলা! (প্রহার)

নলিন। ও বাবা—গেলুম গো—গেলুম গো!

করুণাময়কে জড়াইয়া ধরণ

রূপ। থাম—থাম, কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে?

পান। বাবু, রোজ রোজ কোকেন লিয়ে, সিগারেটের বাক্স লিয়ে এই ছোঁড়া পালায়।

করুণা। নলিন, এতদূর শিখেছ? তা তোমার অপরাধ নাই! তুমি স্কুল যেতে, স্কুল না যেতে পেলে কাঁদ্‌তে; স্কুলের মাইনের জন্যে পায়ে ধ'রে কেঁদেছ। আমি বাপ, মাইনে না দিতে পেরে স্কুল ছাড়িয়ে তোমায় বাড়ী ব'সিয়ে রেখেছি। তোমার কোন অপরাধ নাই।

রূপ। এই নে, একটা টাকা নে, যা—চ'লে যা। (টাকা প্রদান)

পান। বাবু, গরীব মানুষ—গরীব মানুষ!

রূপ। নে নে—যা!

[পানওয়ালার প্রস্থান।

(নলিনের প্রতি) ছিঃ! তুমি সিগারেট চুরি ক'রে খাও।

করুণা। ম'শায়, ওকে কিছু ব'লবেন না, ওর কোন অপরাধ নাই। ভাত না তোয়ের হ'লে ও না খেয়ে স্কুল যেতো, রাত্রে ব'সে প'ড়তো, জোর ক'রে শুতে পাঠাতুম। ফি বার ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে। আমি ওকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়ী ব'সিয়ে রেখেছি। বংশরক্ষা ক'রতে বিবাহ করেছিলেম, বংশরক্ষা হ'য়েছে, সব রক্ষা হ'য়েছে, এখন মৃত্যু ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। ম'শায়, বোধ হয়, আপনার নামই রূপচাঁদবাবু। লোকে আপনার কুৎসা করে, আপনাকে কৃপণ বলে—লোকের সর্ব্বনাশ করেন ব'লে;—শুনেছিলুম—আমার বড় জামায়ের বাড়ী ফাঁকি দিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু আপনার ব্যবহার তো সম্পূর্ণ বিপরীত দেখ্‌ছি।

রূপ। যাক—যাক, লোকের কথা ছেড়ে দেন। এখন আপনি আফিস যান।

করুণা। ম'শায়, আজ আর আফিস কোথায় যাবো? যেতে আমার পা উঠ্‌ছে না, মাথা ঘুরচে! আমার আর কোনো দিকে নিস্তার নাই।

রূপ। (ক্রন্দনরত নলিনকে) যাও ছোক্‌রা, বাড়ী যাও।

[নলিনের প্রস্থান।

করুণাময়বাবু, আপনার বিষয় আমি কতক শুনেছি। আপনি বাড়ী বেচ্‌বেন—দালালের মুখে শুনলুম। সে-ই কতক কতক আপনার কথা আমায় ব'ল্লে। তাই ভেবেছিলুম, আপনি আফিস হ'তে এলে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে একটা সৎযুক্তি ক'রবো। শুনছি নাকি, আপনার বাড়ীর দর হ'চ্ছে না।

করুণা। আজ্ঞে ম'শায়, নাতোয়ান দেখে সকলে মনে ক'চ্ছে, দু'দিন পরে নিলেমে চড়্‌বে—আধা দরে বাড়ীখানা ডেকে নেবে।

রূপ। হুঁ! আমি থাকতে তাঁদের সে বাসনা পূর্ণ হবে না। যার কাছে বাড়ী মর্ট-গেজ আছে, আমার ঠেঙে টাকা নিয়ে, তার টাকা ফেলে দেন; আমি সামান্য সুদেই রাখবো। আর আপনার পাওনাদারদের লিষ্টি করুন, আমি সকলকে ডাকিয়ে কিস্তিবন্দি ক'রে দিচ্ছি। কিছু কিছু ক'রে মাইনে থেকে শোধ দেবেন;—অনটন হয়, আমি দিয়ে দেব। তারপর আপনার ইচ্ছে হয়, বাড়ী ছেড়ে দেবেন। যা ন্যায্য দর হবে, তার উপর পাঁচশো টাকা আমি আপনাকে দেবো, স্বীকার পেলেম। আপনি ছাপোষা লোক, বড় জড়িয়ে প'ড়েছেন দেখছি।

করুণা। ম'শায়, আপনি কি দেবতা? এ অকূলে কি ভগবান্ কূল দেবার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছেন? আমি কি ব'ল্‌বো? —কি ব'লে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রবো? আপনি কাঙগালের বন্ধু, জগদীশ্বর আপনার মঙগল করুন।

রূপ। যান—যান, আফিসে যান। আফিসের ফের্‌তা আমার সঙ্গে দেখা ক'রবেন।

করুণা। নমস্কার ম'শায়!

রূপ। নমস্কার!

[করুণাময়ের প্রস্থান।

দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। বাবা, কি হ'লো বাবা? বাগিয়েছ তো বাবা?

রূপ। নে—নে, চুপ কর। রাস্তাতে চেঁচাতে লাগ্‌লো!

দুলাল। বাবা, আশা দাও বাবা, নইলে জ্ব'লে মরি! এই ছোট মেয়েটা যদি বাগাতে পারো, তুমি বাপের মত বাপ বটে বাবা! বড় মেয়েটা বেহাত হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে। মেজো মেয়েটা বেহাত হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে! আমি খুব খুসী আছি বাবা! ছোটটা পরীজান বাবা,—ওমনি তর্ হ'য়ে গিছি! ব'লবো কি বাবা, রঙের জেল্লায় মেমের রংকে ঝক্ দিয়েছে! বাবা, চেহারা যেন ছবি, ছবি কি বাবা, ছবির বাবার বাবা! চাউনিতে ম'রে আছি বাবা— চাউনিতে ম'রে আছি! বাবা, আশা দাও বাবা —দম ফেটে যাই!

রূপ। আরে, তবু রাস্তায় চেঁচামেচি ক'রতে লাগলো?

দুলাল। দম ফেটে যাই বাবা, প্রাণের দায়ে চেঁচাচ্ছি বাবা! এদিকে করুণা ব্যাটা খেতে পায় না, কিন্তু মেয়েগুলো এমন ফ্রিট্ কি ক'রে হয়? বাগাতে পেরেছ তো বাবা?

রূপ। আরে হ্যাঁ, আজ রাত্রে বাড়ী ঘর দোর সব লিখে নেব।

দুলাল। বাবা, ও বেখাপ্পা লোক, ওকে মোচড় দিয়ে বাগাতে পার্‌বে না বাবা! আমি ওকে চিনে নিয়েছি, যত মোচড় দেবে তত বেঁক্‌বে। জামায়ের হাতে হাতকড়ি দিয়ে পুলিসে নিয়ে হাজির ক'রলুম, নগদ টাকা ঝাড়্‌তে চাইলুম তাতে আরও বেঁকলো বাবা! তোমায় যা ব'লেছি, গায়ে হাত বুলিয়ে কাজ নিতে পার তো হবে, নইলে বাবা মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেবে, তবু বাবা আমায় দেবে না।

রূপ। আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোর চেয়ে আমি মানুষ চিনি, বুঝলি?

দুলাল। চেন আর না চেন, বাগানো চাই বাবা! নইলে তোমার কুঁজো ছেলে—বংশের দুলাল—হারালে! এদিকে তুমি এত মজবুত, তবে বেপ্যাটেন ছেলে হ'লো কেন বাবা? কোস্‌বীতে যে নাক সেঁট্‌কায় বাবা!

রূপ। নে চল্‌-চল্‌, বাড়ী চল্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বান্ধব-সমিতির গৃহ

সভ্যগণ

১ সভ্য। ওহে, আজ কিশোর এখনো এলো না কেন?

২ সভ্য। হয় তো কোথায় কোন গরীবের শক্ত ব্যায়রাম হ'য়েছে, তার nurse ক'চ্ছে, নয় কোন বেকার family-র খোরাকির ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে, নয় তো কে বিপদে প'ড়েছে, তার উদ্ধারের চেষ্টা পাচ্ছে,—এমনি কোন একটা কাজে আছে নিশ্চয়।

১ সভ্য। বোধ হয়, হঠাৎ কোন কাজে প'ড়ে গিয়েছে, নইলে সে খবর পাঠাতো।

৩ সভ্য। ভাই, বড় মানুষের ছেলে যে এমন হয়, তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। সৃষ্টির লোকের উপকার ক'রে বেড়াচ্ছে, রাত্রে অনাথ-স্কুলে পড়াচ্ছে, যেখানে হাহাকার—সেইখানে কিশোর!

২ সভ্য। এবারে যে Education-এর বইখানা লিখ্‌ছে, দেখেছ? চমৎকার!—এমন practical suggestion আমি কারো দেখি নাই। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারসিপ্‌ পাওয়া ওরই সার্থক।

১ সভ্য। বোধ হয়, ও বিষয় পেলে, সব সদ্ব্যয় ক'র্‌বে! Sacrifice আর কিশোর—এক কথা।

৩ সভ্য। কখনো রাগ্‌তে দেখ্‌লুম না।

২ সভ্য। কিন্তু রমা ব্যাটার উপর ভারি চটেছে।

১ সভ্য। বল কি, ব্যাটার নাম ক'র্‌লে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে ওঠে। সেদিন অনাথ ছেলেদের picnic ক'র্‌তে নে গিয়ে, তাদের গাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা যদি না হেঁটে আস্‌তেম, রমা ব্যাটা কি সর্ব্বনাশ ক'রতো বল দেখি?

২ সভ্য। শুন্‌চি নাকি, ব্যাটার নামে দু'খানা criminal warrant বা'র ক'রেছে।

১ সভ্য। আমি মণি মুদিনীকে দিয়ে একখানা বার ক'রেছি। ক'রেছে কি জানো?—পেতলের গয়না রেখে টাকা নিয়ে গেছে।

কিশোরের প্রবেশ

২ সভ্য। বাঃ বেশ! তীর্থের কাকের মত তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছি।

কিশোর। ভাই, বড় বিপদে প'ড়েছিলুম, ভগবান রক্ষা ক'রেছেন।

২ সভ্য। কিহে কি, ব্যাপারটা কি?

কিশোর। আমার বোনটি আফিং খেয়েছিল।

১ সভ্য। কি—কি—কেন?

কিশোর। সে কথা কি ব'ল্‌বো বল! বাবা তো যতদূর দিতে হয়, দিয়ে বিবাহ দিলেন। তার শ্বশুর-শাশুড়ীর কিছুতেই মন উঠ্‌লো না। আট্‌কে রেখেছিল, পাঠায় নাই, তারপর আবার তাদের মনোমত ক'রে গহনাপাতি দিয়ে পায়ে হাতে ধ'রে ভগ্নীকে বাড়ী নিয়ে এলুম, জানো। তত্ত্বতাবাস যেমন ক'রে করো, কিছুতেই মন ওঠে না। বাবা সেদিন একটা হাজার টাকার দামের পিয়ানো, পাঁচশো টাকার একটা বাইসাইকেল তত্ত্বর সঙ্গে পাঠালেন কিন্তু কিছুতেই তাদের মন পাওয়া গেল না। কাল শীতের তত্ত্ব গিয়েছিল! বাবা শাল কাশ্মীর থেকে আনিয়েছিলেন; র‍্যাঙ্কিনের

ওখান থেকে ভাল চারসুট পোষাক, ক'ডজন সার্ট, আর সামগ্রীপত্র ঊনকুটী-চৌষট্টী দিয়ে পাঠান গেল, সব ফিরিয়ে দিলে—মনে ধ'রলো না।

১ সভ্য। কি ত্রুটী হ'লো, শুনি?

কিশোর। একখানা মটরকার পাঠান হয় নাই। ভগ্নীকে তো উঠ্তে ব'স্তে খোঁটা, চক্ষের জল ফেলে তো তার দিন যায়। কাল তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি; পাড়ার লোক ডেকে বাবাকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার। সে নির্ব্বোধ—এই অভিমানে সে আফিং খেয়েছে।

২ সভ্য। তা বেঁচেছে তো?

কিশোর। হ্যাঁ ভাই, ঈশ্বরের কৃপা! বাড়ী এনে মাকে যে দেখাতে পেরেছি, এইতে আমি ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই।

১ সভ্য। কি দেশের অবস্থা হ'ল! এ এমন একটা নয়, গঞ্জনায় অনেক বালিকা আফিং খেয়ে মরে!

কিশোর। এর উপায় কি? আমি ভাই সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, বিবাহ ক'রবো না,—বিবাহ ক'রে সংসারী হ'লে পাঁচজনের উপকার করা যায় না। এখন আমি দেখ্ছি, আমাদের সমিতির সকলেরই duty—বিবাহ করা। যার কন্যাদায় হয়, উপযুক্ত পাত্র কোন রকমে জোটান, নয় আমাদের ভিতর যার বিবাহ হয় নাই, তার সেই কন্যা বিবাহ করা উচিত—কুরূপা হোক, সুরূপা হোক। আমি বাবাকে ব'লবো, বিবাহ ক'রবো।

২ সভ্য। আচ্ছা ভাই, ঘরে ঘরে তো এই বিপদ। এ বিপদ শুধু কায়স্থের ঘরে নয়, বামুনদেরও এই ঢেউ লেগেছে। বামুনদেরও এখন শুধু পণ নয়, কুলমর্য্যাদা নয়, সোণা ওজন করা শুরু হ'য়েছে। ধরো তো এ এক-রকম সংক্রামক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে! সকল জাতে সেঁধিয়েছে।

১ সভ্য। কিন্তু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, তাঁদের জাতের মধ্যে বেশ একটা ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেন হয় না, কে জানে?

২ সভ্য। তাই তো ব'ল্ছি—ঘরে ঘরে মেয়ে নিয়ে এই বিপদ, কিন্তু ছেলের বে'র বেলায় তা কেউ বোঝে না?

কিশোর। ভাই, যদি সমাজের উপকারে আমার উপকার—এ কথা আমরা বুঝ্তেম—তাহ'লে আমাদের জাতের এত অধঃপতন হ'তো না। আমরা অল্পদৃষ্টি—স্বার্থপর—এইতে আমরা জগতে এত ঘৃণিত।

১ সভ্য। আর মস্ত এক কুসংস্কার যে, দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থকে, দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের বাড়ীতেই বিবাহ দিতে হবে। এতেও পাত্রের অনেকটা অভাব হ'য়েছে। আমাদের ভিতরে উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র,—যে চারিটি কায়স্থ সমাজ আছে, তাদের ভিতর যদি আদান-প্রদান করা হয় তা'হলে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হ'তে পারে।

২ সভ্য। হ্যাঁ—physically-ও সন্তান ভাল হয়, fresh blood infused হয়! কিন্তু আমাদের দেশের wiseacreরা কি তা ক'রবেন? কেবল মুড়ুলি ক'রবেন,—ধর্ম্ম নষ্ট হবে, মর্য্যাদা নষ্ট হবে, জাত যাবে;—যে এ কাজ ক'রবে, তারে একঘরে ক'রবেন। কিন্তু যে শত শত অবলা বালিকা হত্যা হ'চ্ছে, তা একবার লক্ষ্য করেন না। কি ধর্ম্মানুরাগ!

২ সভ্য। বিবাহ দিয়ে আত্মীয়তা হওয়া দূরে থাকুক, বিবাহের পর মুখ দেখাদেখি রহিত,—এমন কি, আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়! ছিঃ ছিঃ! আমরা বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।

কিশোর। আমি ভাই বুঝ্তে পারিনি যে কন্যার বাপ মেয়ে বে' দিতে এত ব্যাকুল হয় কেন? পাত্র না জোটে, অবিবাহিতা থাকলেই বা—তাতে কি এলো গেলো? এই যে কুলীন বামুনদের মেয়ের বিবাহ হয় না, তাতে কি তাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয়?

২ সভ্য। একটা evil হ'তে পারে,—গরম দেশ, age of puberty শীগ্গির আসে। এতে কুমারীর ব্যভিচার জন্মাতে পারে।

কিশোর। কেন জন্মাবে? যদি পিতা মাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দেন, সৎকার্য্যে নিযুক্ত রাখেন, যদি আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখান যে, দৈহিক-স্পৃহা অনায়াসে বর্জ্জন করা যায়, যদি ছেলেবেলা থেকে রাঙ্গা বর হবে, হেন হবে,

তেন হবে, এ সব না শোনান, যদি কন্যা বুঝতে পারে যে, তার পিতা মাতা তার জন্যে দৈহিক ভাব পরিত্যাগ ক'রে বন্ধুভাবে কালযাপন ক'রচেন, যদি আগে পুত্রের বিবাহ দিয়ে বংশ-রক্ষার তাড়া না করেন, তা হ'লে কি মনে করো, দুর্ঘটনা ঘটে? আর যদিও দু'একটা হয়, এমন তো বিধবা কন্যা নিয়ে ঘট্‌ছে, সে দুর্ঘটনা, কন্যা বধ হওয়া অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়।

১ সভ্য। ভাই, দেখ আমাদের সমিতির সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ উকীল। আমরা যেরূপ দরিদ্রকে আশ্রয় দিচ্ছি সেরূপ তো ক'রবোই, কিন্তু আজ হ'তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য—কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা।

সকলে। নিশ্চয়।

কিশোর। ভাই, আজ আমি চ'ল্লেম, কেমন আছে, দেখি গে।

১ সভ্য। চল না—আমিও সেই বুড়ী patient-টাকে দেখে তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি। যদি দরকার হয়, watch কর্‌বো এখন। আজ ঘুমুতে দেওয়া হবে না, opium poison case-গুলো বড় খারাপ।

২ সভ্য। হ্যাঁ হে—রূপচাঁদ মিত্তির যে গোয়ালার against-এ false charge দিয়েছিল—শুনলুম, তুমি defend ক'রতে গিয়েছিলে—কি হ'লো?

৩ সভ্য। Not guilty হ'য়েছে। চল ভাই, আজ আমাদের সমিতির কাজ postpone থাক্! [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-মধ্যস্থ কুটীর

খাবার ও দুগ্ধ লইয়া জোবির প্রবেশ

গীত

তুই ভিখারী কি রাজার নারী
—জানিস্ কি না বল্ দেখি মন!
মিলেছে আপন রতন,
পারিস যদি করিস্ যতন।
কি এলো গেলো অযতনে,
তোরই তো ধন জানিস্ মনে,
তবে কেন ধারা নয়নে!
তুই তো তারে বাসিস্ ভালো,
ভালবাসিস্ সেই তো ভালো,
অভিমানে কাজ কি মেনে,
পেয়েছে মন মনের মতন॥

নেপথ্যে পদধ্বনি

রমা। (কুটীর হইতে বাহির হইয়া) মর বেটী, চ্যাঁচাস্ কেন?

জোবি। এই খাবার এনেছি, খাও।

রমা। মর বেটী, আফিং খাই, এইটুকু দুধ? টাকা পেয়েছিস্?—টাকা এনেছিস্?

জোবি। যা পেয়েছিলুম, তোমার খাবার এনেছি, এই ক'টা পয়সা আছে।

রমা। মর বেটী, কোন কর্ম্মের নয়। বেটীকে রোজ ব'লছি, আজও টাকার জোগাড় করতে পারলি নে? গোটা কুড়ি পঁচিশ টাকার আর যোগাড় হ'লো না? এই বনের ভেতর ভাঙ্গা কুঁড়েতে কদ্দিন থাকবো? আমার দিনং রাত বুক কাঁপছে, কখন কে সন্ধান পাবে!

জোবি। এখানে বুড়ী ম'রেছিল, সবাই বলে পেত্নী হ'য়েছে, এ দিকে কেউ আসে না, তোমার ভয় নাই।

রমা। না ভয় নাই—বেটী হুকুম ক'চ্ছে। চারিদিকে সন্ধান ক'চ্ছে। ঘড়ির দাবি দিয়ে নালিস ক'রেছে, গিল্‌টির গয়না বেচার নালিস ক'রেছে, ঐ খানসামা বেটাকে ঠকিয়েছিলেম, তার নালিস হ'য়েছে;—কিশোর বেটা খুঁজে খুঁজে সব বা'র ক'রেছে। তুই বেটী আমায় বনের ভেতর কয়েদ ক'রে রাখ্‌লি। টাকা হাতে প'ড়লে স'রে পড়ি। কাল যদি না টাকার যোগাড় ক'রতে পারিস্, আমি জুতো মারবো।

জোবি। টাকা কোথা পাব?

রমা। কেন, এত লোকের বাড়ীর ভেতর যাস্, চুরি ক'রতে পারিস্ নে?

জোবি। আমি চুরি ক'রবো না।

রমা। তবে দূর হ, আমার কাছে আসিস্ নে। তোর মুখ দেখতে চাই নে। উঃ বেটী গোটা পঁচিশ টাকা কোথা থেকে বাগাতে পারেন না!

জোবি। আমি চুরি ক'রতে পারবো না। আমি রোজ রোজ দোরে খাবার রেখে যাবো।

নেপথ্যে পদধ্বনি

রমা। ও জোবি—ও জোবি, কি শব্দ হ'চ্ছে দ্যাখ্,—কে আসছে বোধ হ'চ্ছে, যেন পাহারাওয়ালার জুতোর শব্দ। আমি সে দিন যে ব্যাটা পাহারাওয়ালার হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছিলুম, সে ব্যাটা আমায় চেনে। দ্যাখ্ দ্যাখ্,—সে ব্যাটা নয় তো?

জোবি। তুমি ভেতরে যাও।

রমা। কেউ আসছে নাকি? অ্যাঁ,—তুই কি আমায় ধরিয়ে দিবি? তোর পায়ে পড়ি—দোহাই জোবি—দোহাই!—মারা যাবো! পুলিসের গুঁতো খেলে আর বাঁচ্‌বো না! আফিং খেতে দেয় না, পেট ফুলে মারা যাবো!

জোবি। যাও—যাও, সেঁধোও।

রমা। দোহাই জোবি—দোহাই, ধরিয়ে দিসনে জোবি!

রমানাথের কুটীরমধ্যে প্রবেশ—জোবির কুলুপ দেওন

(ভিতর হইতে) কুলুপ দিচ্ছিস্ কেন—কুলুপ দিচ্ছিস কেন? তোর পায়ে পড়ি জোবি, খুলে দে—খুলে দে, আমি পালাই। আমি আর কখনো তোরে কিছু ব'লবো না।

জোবি। চুপ করো।

[জোবির অন্তরালে গমন।

বান্ধবসমিতির সভ্যগণ সহ কিশোর ও কালী ঘটকের প্রবেশ

কালী। বাবু, ঐ কুঁড়েতে লুকিয়ে আছে। আমি ঠিক সন্ধান ক'রেছি। জোবি বেটী এই দিকে রোজ আসে। বেটী দেখ্‌তে পাগল, কিন্তু রমা ওর আসনায়ের মানুষ।

কিশোর। তুমি যে বড় ধরিয়ে দিচ্ছ?

কালী। বাবু, বেটা বড় পাজী, আমার দালালি ঠকিয়েছে বাবু! দু'জনে মোহিতের টাকার দালালি ক'রলুম, বেটা ফাঁকি দিলে বাবু!

কিশোর। আচ্ছা, তুমি কুলাচার্য্য, তোমরা লোকের কুলরক্ষা ক'রবে, তা নয়—তোমার এই সব গর্হিত কাজ?

কালী। আর কি এখন কেউ কুল খোঁজে বাবু! মেয়ে ঘট্‌কী অন্দরে আনাগোনা ক'রে বে' দেওয়াচ্ছে;—এখন গিন্নীরাই কর্ত্তা। কুলের কে খোঁজ রাখে বাবু, যে কুলাচার্য্যগিরি ক'রবো? পেটের দায়ে এদিক্ ওদিক্ ক'রে ফেলিছি বাবু! আমি রমাকে ধরিয়ে দিচ্ছি, আমায় মাপ ক'রতে হবে বাবু! এই কুঁড়েতে রমা আছে!

কিশোর। এ দেখ্‌ছি তো কোন্ গরীবের কুটীর। ঘরে চাবি দিয়ে কোথায় দুঃখ ধান্ধা ক'রতে বেরিয়েছে।

কালী। না বাবু, দেখ্‌ছেন না, নূতন তালা, জোবি বেটী বন্ধ ক'রে গেছে। এরই ভেতর আছে বাবু! আমিই কুলুপ ভাঙ্‌ছি! (কুলুপ ধরিয়া টানাটানি)।

জোবির পুনঃ প্রবেশ

জোবি। ভেঙ্গো না—ভেঙ্গো না—আমার ঘর; আমার সর্ব্বস্ব ওখানে আছে।

কালী। দেখুন বাবু, ব'লেছিলুম কিনা?

কিশোর। জোবি, তুমি যে ব'লতে, তোমার ঘর নাই, তোমার কিছু নাই, ভিক্ষে ক'রে খাও, তুমি এমন মিথ্যাবাদী? তুমি ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর যাতায়াত করো, তোমায় পাগল মনে ক'রে কেউ কিছু বলে না, এখন দেখ্‌ছি, তুমি কুচরিত্রা, তুমি চোর লুকিয়ে রাখো, চোরের সঙ্গে আলাপ করো?

জোবি। আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি কুচরিত্রা নই, কেলোর মিথ্যা কথা!

কিশোর। কালীর মিথ্যা কথা? এই তুমি ব'ল্লে—এই তোমার ঘর, ঘরে তোমার সর্ব্বস্ব আছে।

জোবি। না, আমার মিথ্যা কথা নয়। আমি দোর খুলে আমার সর্ব্বস্ব দেখাচ্ছি। (দোর খোলন)

কালী। ঐ দেখুন, বেটা কোণে ব'সে আছে।

জোবি। এই আমার সর্ব্বস্ব, এই আমার হৃদয়-রত্ন! ওকে মেরো না, ওকে পীড়ন ক'রো না, আমায় ধ'রে নিয়ে যাও, আমায় সাজা দাও।

কালী। বাইরে এসো, আর ঘাপ্‌টি মেরে থাকতে হবে না।

সমিতির সভ্যগণ ও কালী ঘটকের রমানাথকে ধরিয়া বাহিরে আনয়ন

জোবি। বাবু—বাবু, ওকে মেরো না—ওকে মেরো না! আগে আমায় বধ করো, তারপর ওকে মেরো!

কিশোর। জোবি, এ কি! তুমি চোর লুকিয়ে রাখ? চোরের সঙ্গে কুৎসিত আলাপ কর?

জোবি। চোর কে? কুৎসিত আলাপ কি? চোর নয়—আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব! চোর হোক, ডাকাত হোক, পিশাচ হোক, রাক্ষস হোক,—নারীর জীবন-সর্ব্বস্ব, নারীর শ্বাসবায়ু, নারীর প্রাণেশ্বর, নারীর ইষ্টদেবতা! বাবু, আমি কুচরিত্রা নই!

কিশোর। এ তোমার কে?

জোবি। আমার স্বামী! যার জন্য আমি উন্মাদিনী, যার জন্য আমি পাগলিনী, যার জন্য আমি ভিখারিণী, যার চরণ-সেবা ক'র্‌তে আমি ব্যাকুলা, যার মূর্ত্তি দিবানিশি ধ্যান করি, যার দর্শন-আশায় পথে পথে ঘুরি, যার দেখা পেলে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী,—আমার সেই পরম-নিধি! মেরো না—পীড়ন ক'রো না, সতীর প্রাণবধ ক'রো না!

কিশোর। তুমি কে?

জোবি। আমার বাপ এখনো জীবিত। আমাদের দু'জনকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি এর পায়ে অর্পণ ক'রেছেন কি না? আমায় শাশুড়ী ত্যাগ ক'রেচেন, বাপ ত্যাগ ক'রেছেন। আমি অন্নের জন্যে দোরে দোরে কাক, বক, কুক্কুরের ন্যায় ফিরি, তাতে আমি তিলমাত্র দুঃখিত নই। আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পাই এই আনন্দেই আমি দিবানিশি উন্মত্ত! এই আনন্দে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করি! আমি ভিক্ষা ক'রে যেথায় যা কিছু পাই, এই পাদপদ্মে অর্পণ করি। উনি আমায় চেনেন না, উনি আমায় স্পর্শ করেন না, উনি আমায় ঘৃণা করেন, কিন্তু তাতে সতীর কি এলো গেলো? সতী তার হৃদয়েশ্বরকে পূজা ক'র্‌তে পায়, এই তার যথেষ্ট! সতীর এ হ'তে আর কামনা কি? তুমি দয়াময়, কীট-পতঙ্গকেও দয়া করো, আমার প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ো না; আমায় পতি-ভিক্ষা দাও, প্রাণ ভিক্ষা দাও।

কিশোর। রমানাথ! তোমায় কি ব'ল্‌বো, তুমি অভাগা—তুমি এ রত্ন পায়ে ঠেলে রেখেছ? তুমি এসো, তোমার ভয় নাই। মা, ভয় করো না। আমি তোমার মুখ চেয়ে তোমার স্বামীকে মার্জ্জনা ক'র্‌লুম, আমি ওরে স্থিতু ক'রবার চেষ্টা পাবো। হায়, হায়, অভাগা দেশের এই পবিত্র পতি-পত্নী মিলন! ঘরে ঘরে এই দুর্লভ নারীরত্নের পীড়ন! এসো রমানাথ! মা, আমি মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি, তুমি দেবী!

সকলে। সত্যই দেবী!

কালী। বেটী সব কাঁচালে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর কক্ষ

করুণাময় ও সরস্বতী

করুণা। গিন্নি, নিশ্চিন্ত হ'য়ে এলুম,—চাকরি জবাব দিয়ে এলুম।

সর। অ্যাঁ—অ্যাঁ, এমন কাজ কেন ক'র্‌লে! চ'ল্‌বে কি ক'রে?

করুণা। চলা না চলা কি সাহেব বোঝেন? আমি না জবাব দিলে তিনি জবাব দিতেন। এ তবু কোথাও চাকরি হ'বার সম্ভাবনা রইলো, সাহেব জবাব দিলে আর গভর্ণমেণ্ট-সার্‌ভিস্ হবে না।

সর। তবে কি হবে?

করুণা। এক উপায় আছে। তোমার তো রোজ রোজ ব্যামো—আজ না হয় কাল ঔষধ-পথ্যের অভাবে—নয় তো কেঁদে কেঁদে অন্নাভাবে ম'র্‌বে; আর আমার সজ্ঞানে গঙ্গা-যাত্রা—আর অন্য উপায় নাই। কতদিন আমরা বলাবলি ক'রেছি, 'ছিঃ ছিঃ! লোকে আত্মহত্যা কেন করে?' তুমি না বোঝো, আজ আমি বুঝেছি, কেন আত্মহত্যা করে।—জনপূর্ণ সংসার অরণ্য দেখে! স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি—বাঘ-ভাল্লুক দেখে! চারিদিক্ অন্ধকার দেখে, সে অন্ধকারে নৈরাশ্য মুখব্যাদান ক'রে আছে দেখে! মান যায়, মর্য্যাদা যায়, মনুষ্যত্ব যায়, কুক্কুর অপেক্ষা হীন হয়, আপাদমস্তক আত্ম-গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়,—তাই মৃত্যুকে বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন করে!—আমার সেই এক বন্ধু আছে, আর কেউ নাই!

সর। কেন কেন, তুমি এত অস্থির হ'চ্ছ কেন? অনেকের তো চাকরি যায়, আবার হয়। দেখ, তুমি অমন ক'রো না, স্থির হও, আমাদের মুখে চেয়ে স্থির হও! তোমার মেয়েরা কোথায় দাঁড়াবে? তারা নিরাশ্রয়! একটি সধবা হ'য়েও বিধবা, একটি নিরাশ্রয় হ'য়ে চ'লে এসেছে, একটি বালিকা—সংসারের ভালমন্দ কিছুই জানে না। তোমার ছেলের উপায় কি হবে?

করুণা। আমি উপায় ভেবেছি। ছেলে চুরি শিখেছে, গভর্ণমেন্টের অতিথিশালায় খাবে। মেয়েরা রাঁধুনী-বৃত্তি ক'র্‌তে পারেন, দু'টি পেটে দেবেন, না পারেন, আমি কি ক'র্‌বো?—আমার হয় শ্মশান, নয় জেল, আর তৃতীয় স্থান নাই! আর ছোট মেয়েটি—একটু আফিং কিনে দিও না, সব চুকে যাবে। গিন্নি, কি শুভক্ষণে সংসার ক'রেছিলুম, কি শুভক্ষণে কন্যা প্রসব ক'রেছিলে, কি শুভক্ষণে জাতরক্ষা ক'রে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলুম!—এখন পরম শুভদিনের কত বাকী, তাই ভাব্‌ছি!

সর। তুমি অমন ক'রো না, সকলের দিন যায় আমাদেরও যাবে।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

করুণা। এই যে স্বামী খেয়ে, সর্ব্বস্ব খেয়ে, বাপের বাড়ী এসেছে! পেট পুরে খাবে! উনুন থেকে পাঁশ বেড়ে আনো, একত্রে ব'সে খাই! যাও—যাও, দাঁড়িয়ে কেন? পাঁশ বেড়ে আনো, খুব একথালা বেড়ে আনো—ক'জনে ব'সে খাব কি না! শুভক্ষণে সব জ'ন্মেছিলে, সকল দিক্ শুভ ক'রে এসেছ!

[হিরণ্ময়ীর কাঁদিয়া প্রস্থান।

সর। হ্যাঁগা, তুমি তো এমন ছিলে না—কি হ'য়েছ? পেটের সন্তানকে কি ব'ল্লে? এই শোকাতাপা হ'য়ে এসেছে, দু'দিন মুখে জল দেয়নি, আজ নাইয়ে একটু চিনির পানা খাইয়েছি, এখনো পেটে অন্ন পড়েনি। আহা, বাছার অপরাধ কি? আমরাই তো বে' দিয়েছিলুম। সতিন-পোরা তাড়িয়ে দিয়েছে, আমরা না জায়গা দিলে কোথায় দাঁড়াবে? সন্তানকে অমন কথা ব'ল্লে কি ক'রে?

জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবেশ ও একপার্শ্বে অবস্থান

করুণা। বুঝতে পারিনি! তোমারই সন্তান, আমার তো সন্তান নয়! তোমার দরদ আছে—আমার তো দরদ নাই! ব'ল্লে না, সকলের দিন যায়, আমাদেরও যাবে? সত্যি—সত্যি দিন যায়, থাকে না! কিন্তু এমন দিন কি কারো হয়, গিন্নি? আজ আমায় ওয়্যারিণ্ ধ'রেছিল, শুনেছ? ছেলে সিগারেট চুরি ক'রেছিল, শুনেছ? তোমার বড় মেয়ে নিয়ে পাড়ায় ঘোঁট হ'য়েছে, শুনেছ? তোমার জামা'য়ের সঙ্গে গিয়েছিলো, তা কেউ বলে না, তা জানো? হাঃ হাঃ, আমায় একঘরে ক'র্‌বেন, আমার বাড়ী কেউ খাবেন না! অন্ন-ব্যঞ্জনের গাদা নষ্ট হবে!

সর। কি ভাব্‌ছ?

করুণা। ভাব্‌ছি—মানুষ কতদূর হীন হ'তে পারে। আমি চল্লুম।

সর। কোথা যাও,—কোথা যাও?

করুণা। ভয় নাই, ম'র্‌তে যাচ্ছি নে। কোথায় যাচ্ছি জানো?—বাড়ীখানি বেচ্‌তে। কাকে জানো? ক্রমে জান্‌বে—ক্রমে জান্‌বে। দু'টি কন্যা দান ক'রেছিলেম, এবার বেচ্‌বো।

[প্রস্থান।

কিরণ্ময়ীর প্রবেশ

কিরণ। মা, তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। তোমাদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে জ'ন্মেছিলুম, সর্ব্বনাশ ক'রেছি—আর কেন?

সর। কি ব'ল্‌ছিস্? অমন ক'চ্ছিস্ কেন?

কিরণ। মা, কোথায় গিয়েছিলুম জানো? খিড়্‌কি দিয়ে ঘনশ্যামবাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম। তাদের যে নিরামিষ হেঁসেলের রাঁধুনী-বাম্‌নী আছে, তাকে ব'ল্‌তে গিয়েছিলুম,—যদি কেউ কায়েতের মেয়ে রাঁধুনী রাখ্‌তে চায় খবর পেলে আমি রাঁধুনী-বৃত্তি করি। মা, সে ব'ল্লে কি জানো?—'বাছা, তোমার হাতে কেউ খাবে কেন? তোমায় নিয়ে পাড়াশুদ্ধ একটা গোল উঠেছে, কেউ তোমার হাতে খাবে না। অমন বদ্‌নাম হ'লে ভদ্রলোকের বাড়ী দাসী রাখে না।' তবে মা, আমার আর স্থান কোথায়? আমায় দেখ্‌লে

বাবা মুখ ফেরান, তুমি তিরস্কার করো! মা, আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী! তাই তোমার কাছে মার্জ্জনা চেয়ে বিদায় নিতে এসেছি।

সর। বাছা, আমাকে কি আর ঘরে থাক্‌তে দিবি নি? আমার এই জ্বালার উপর তুই আবার জ্বালা দিতে এলি? ভালমানুষের মেয়ে—কোথায় যাবি?

কিরণ। মা, আমি ঘরে থাক্‌লে, বোধ হয়, তোমার ছোট মেয়ের বে' হবে না। আমার জন্য তোমার বাড়ী বাঁধা প'ড়েছে, আমার জন্য দেনা, আমার জন্য উঁচু মাথা হেঁট হ'লো! আমার মৃত্যু ভিন্ন উপায় কি আছে মা?

সর। কিরণ, কাঁদিস্‌ নে—স্থির হ। আমি রোগে প'ড়ে, মিন্সে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছে,—এ সময়ে তুই অমন করিস্‌নে। হায় হায়, যদি ভদ্রলোকের মেয়ে না হ'য়ে ছোটলোকের ঘরে জন্মাতেম, তাহ'লে বোধ হয় এত দুর্দ্দশা হ'তো না, তাহ'লে বোধ হয় খেটে খেতে পারতেম,—মাথায় ক'রে মাছ বেচ্‌তেম, আনাজ বেচ্‌তেম, স্বামীর সহায় হ'তেম, আপনি ছেলে মানুষ ক'রতে পার্‌তেম। কিন্তু কায়েতের ঘরে জন্মে কি দুর্দ্দশা! চৌকাঠ পার হবার যো নাই, গতর খাটাবার যো নাই, ভিক্ষে ক'র্‌বার যো নাই! একজনের উপর—স্বামীর উপর—ভরসা! স্বামীর সহায় না হ'য়ে স্বামীর ভার! কি বিড়ম্বনা, কি বিড়ম্বনা! বাঙ্গালীর ঘরে গৃহস্থের মেয়ের এত দুঃখ। সংসারে কি আমাদের মত দুঃখী আর কেউ আছে? কিরণ, তুই সতী, তুই সতীর অমর্য্যাদা করিস্‌ নি। ভাবছিস্‌—কোথাও চ'লে যাবি, না হয় প্রাণত্যাগ কর্‌বি? তা হ'লে কি হবে জানিস্‌? যে কলঙ্কের জন্য কাতর হ'য়েছিস্‌, সে কলঙ্ক শতগুণে বাড়্‌বে। তুই সতী, সতীর অমর্য্যাদা করিস্‌ নে।

কিরণ। মা, কি ক'র্‌বো? তোমার এ দুঃখের সংসার কি ক'রে চ'ল্‌বে?

সর। সেই তো ম'র্‌তে চাচ্ছিস্‌, সপরিবার উপোস ক'রে ম'র্‌বো? (জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতি) কিরে, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনচিস্‌?—যা।

জ্যোতি। কেন মা, যাবো কেন মা! আমি যে তোমার মেয়ে, আমি যে তোমার দুঃখের দুঃখী! বাবা যা ব'লে গেলেন, দিদি যা ব'ল্লে, আমি সব শুনেছি।—কেন দিদি, তুমি কাঁদছো? আমি সংসার চালাবো। আমি মোজা বুন্‌তে শিখেছি। মেম সাহেব জাপান হ'তে কল কিনে দিয়েছেন, তিন আনা ক'রে মোজার জোড়া, আমি দিনে রেতে আট জোড়া ক'রে মোজা বুন্‌তে পারি। দিদি, তোমার ভয় কি? মেম তোমায় কাজ শেখাবেন। তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? আমরা ক' বোনে মেহনত ক'রে সংসার চালাতে পার্‌বো না? কেন পার্‌বো না? মা, মেম মোজা বেচে দিয়েছেন, এই টাকা নাও। দিদিকে ব'লে দাও, কি আন্‌তে হবে।

কিরণ। জ্যোতি—জ্যোতি, তোর সার্থক জন্ম। আমি শুধু বাপ-মার কণ্টক হ'য়ে জন্মেছিলুম!

সর। (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁরে—হিরণ কোথায় গেল?

জ্যোতি। আমি স্কুলে গিয়েছিলুম, আমি তো জানি নি!

সর। অ্যাঁ অ্যাঁ—সে কি! ও ঘরে নাই? দ্যাখ্‌—দ্যাখ্‌, হিরণ কোথায় গেল?

কিরণ। মা, তুমি মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়েছিলে, একটু শোও, উঠো না। ডাক্তার বাবু উঠ্‌তে মানা ক'রেছেন—উঠো না।

সর। ম'র্‌বো না, ভয় নাই, আমার মরণ নাই, অলক্ষণার মৃত্যু নাই! আমি ম'লে স্বামীর কণ্টক কে হবে—কে মেয়ে বিয়োবে—কে বাড়ী বেচাবে—কে মেয়েকে রাঁধুনী ক'র্‌বে—চাকরাণী ক'র্‌বে? কে ছেলে চোর দেখ্‌বে—কে স্বামীর জেল দেখ্‌বে? আমি ম'র্‌বো না—ম'র্‌বো না। কর্ত্তা মুখ-ঝাম্‌টা দিয়েছিল,—তার শোকা শরীর, সে কি ক'র্‌ছে দ্যাখ্‌।

জ্যোতি। দেখ্‌ছি মা—তুমি ব'সো।

[জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান।

কিরণ। ব'সো মা, ব'সো।

সর। (উচ্চৈঃস্বরে) হিরণ—হিরণ! কই রে—উত্তর দেয় না যে? কোথায় গেল?

কিরণ। তুমি ব'সো মা—ব'সো, তোমার গা কাঁপ্‌ছে।

সর। হিরণ—হিরণ! (বেগে প্রস্থান, পশ্চাতে কিরণের গমন, নেপথ্যে সরস্বতীর পতনের শব্দ)

নেপথ্যে কিরণ। ও মা, কি হ'লো! জ্যোতি—জ্যোতি—শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়, মা ভির্‌মি গেছে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

খিড়্‌কির পুকুর

হিরণ্ময়ী

হিরণ। মা বসুমতি, শুনেছি, তুমি সকলের মা! তুমি বিদীর্ণ হ'য়ে তোমার কোলে আমায় স্থান দাও, আর তো আমার স্থান নাই,—আমি অবলা, কোথায় যাবো! নিশানাথ, তুমি সাক্ষী, তারামালা, তোমরা রজনীর প্রহরী—তোমরা সাক্ষী! নিশানাথ, লোকে তোমায় হিমধাম বলে, তোমার শীতল করে তো অন্তরের জ্বালা শীতল হয় না;—এ দারুণ তাপ—দিনদেবের মধ্যাহ্ন-কিরণেও এত তাপ নাই! নিশাকর, এ লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না। স্বামিহীনা, পিতার ভার, মাতার কণ্টক, নিরাশ্রয় অবলা! তারানাথ, মার্জ্জনা করো!—কত সয়—কত সব—মার্জ্জনা করো। সকলে বলে, 'জল নারায়ণ!' আমি অভাগিনী, নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করি। অতি শীতল জল—অনেকবার শীতল হ'য়েছি, আজ জন্মের মত শীতল হই। পোড়া প্রাণ, এখনো তোর দেহের মমতা! কতদিন তুষানলে জ্বল্‌বি? ছিদ্র কলস, তুমি আমায় সাহায্য করো,—তুমি পরিত্যক্তা, আমিও পরিত্যক্তা, এ বিপদে তুমি আমার সখী। কি জানি, পোড়া প্রাণ যদি শেষে দেহের মমতা করে, তুমি সলিলগর্ভে ধরে রেখো, জলগর্ভে নীরবে দুজনে থাক্‌বো, চক্ষের জল জলে মেশাবে, আর কেউ দেখ্‌বে না।

কলসী গলায় বাঁধিয়া জলে অবতরণ

ছিদ্রঘট, পূর্ণ হ'য়ে অভাগীর মঙ্গল করো! নিশানাথ, অপরাধ নিও না।

জলে নিমজ্জিত হওন

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ঘনশ্যামবাবুর বাটীর কক্ষ

ঘনশ্যাম ও রাজলক্ষ্মী

ঘনশ্যাম। বড়বউ, এতদিনে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'লো। মেয়ের বে'তে খরচ ক'রেছি, তার দুনো আদায় ক'র্‌বো। তোমার কিশোর বে' ক'র্‌তে রাজী হ'য়েছে।

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁ, ভাবিনী ব'ল্‌ছিল বটে। তা আমি মনে ক'রেছি, বুঝি, তামাসা ক'রে ব'লেছে। তা যখন মনে ক'রেছে, এই বেলা তাড়াতাড়ি একটা সম্বন্ধ ক'রে ফেলো।

ঘনশ্যাম। তুমি ব'ল্‌বে, তবে আমি সম্বন্ধ ক'র্‌বো? আমি তখনই ঘটক ডাকিয়ে দুই সম্বন্ধ ক'রেছি, আজ দেখ্‌তে গেলেই হয়। কোন্‌টি তোমার মত বল? দু'টিই সম্বন্ধের মত সম্বন্ধ, তবে পাওনা-থোওনার একটু উনিশ বিশ আছে। দু'জনেই মস্ত জমিদার—ইংরেজ-টোলায় আট দশখানা বাড়ী।

রাজলক্ষ্মী। মেয়েটি কার ভাল?

ঘনশ্যাম। রাজেন্দ্র মিত্রের মেয়েটি একটু নিরেশ, কিন্তু দিতে চাচ্ছে বেশ। আর হীরালাল বোসের মেয়েটি যেন পরী। রাজেন্দ্র মিত্তির পঞ্চাশ হাজার নগদ দিতে রাজী। আমি একখানি ইংরেজটোলায় বাড়ী কামড় ক'রেছি; তা ঘটক নিমরাজী হ'য়ে গিয়েছে। আর হীরালালের কিছু পাওনা কম; কম ব'লে কি তোমার বিশ হাজার না পঁচিশ হাজার,—নগদ দুই সমান! তবে এ.—মেয়ের দু'সুট গহনা দিতে চাচ্ছে, এক সুট ফরাসী মুল্লুকের গয়না, সে পঁচিশ হাজারের কম নয়, শোন নি, সেই উকীলের নাত্‌নীর বে'তে দিয়েছিল? আর এ.—এক সুটের উপর দিয়েই সার্‌তে চায়, এখন তোমার কি মত বল?

রাজলক্ষ্মী। কিশোরের বউটি ভাল দেখে আন্‌তে হবে।

ঘনশ্যাম। তা যাই হোক, একটা ঠিক করো, আজ-কালের মধ্যে পাকা দেখে আস্‌বো। কিশোরের একজন বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে নে যেতে হবে। সে মেয়ে পছন্দ করুক্‌।

রাজলক্ষ্মী। আমিও খবর নেব। হীরালাল

বোসের সঙ্গে আমাদের একটু কুটুম্বিতা, আছে, আমি মেজো-গিন্নীর ঠেঙে খবর নিচ্ছি।

ঘনশ্যাম। মেজো-গিন্নী কে?

রাজলক্ষ্মী। আমাদের ও বাড়ীর মেজো-গিন্নী গো!

ঘনশ্যাম। খবর নাও বেশীর ভাগ। মেয়েটি পরমা সুন্দরী, ছেলেবেলায় গাড়ী ক'রে বাপের সঙ্গে বেড়াতে যেতো, আমি দেখেছি।

ভাবিনী ও কিশোরের প্রবেশ

ভাবিনী। মা, ব'ল্‌ছিলে—'মিছে কথা?' এই দাদার ঠেঙে শোনো। কেমন দাদা, তুমি বে' ক'র্‌বে বলো নি।

রাজলক্ষ্মী। কেমন রে—আজ কর্ত্তা মেয়ে দেখে আসুক?

কিশোর। বাবাকে দেখ্‌তে যেতে হবে না, আমি ঠিক্ ক'রেছি!

রাজলক্ষ্মী। তুই তোর মামার বাড়ী হীরা-লালের মেয়েটিকে দেখেছিস্ বুঝি?

কিশোর। আমি হীরালালবাবুকে জানি নি, আমি করুণাবাবুর মেয়ে বে' ক'র্‌বো।

রাজলক্ষ্মী। করুণাবাবু কে?

কিশোর। কেন, আমাদের পাড়ার করুণাময় বোস্।

রাজলক্ষ্মী। ওই শোনো—তোমার ছেলের মত হয়েছে নয়? তুই কি সত্যিই বে' ক'র্‌বি নে মনে ক'রেছিস্?

কিশোর। কেন মা, আমি তো বে' ক'র্‌তে রাজী।—আমি বাবার কাছে কি মিথ্যা কথা ব'লেছি?

ঘনশ্যাম। তুই করুণার মেয়ে বে' ক'র্‌বি কি রে? নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, পরীর মতন মেয়ে, আমি সম্বন্ধ ক'রেছি, সব ঠিকঠাক্—আমি পাকা দেখে আস্‌বো, তুই কি ব'ল্‌ছিস্?

কিশোর। বাবা, আমাদের যে বংশ—আমাদের যে বংশের গৌরব—আমি যে বংশের সন্তান—আমি সেই বংশমর্য্যাদা মত কথা ক'য়েছি—আপনি অমত ক'র্‌বেন না।

ঘনশ্যাম। অ্যাঁ!

কিশোর। বাবা, আপনি জগৎপূজ্য মকরন্দ ঘোষের সন্তান। আপনার এক পুত্র,—সেই পুত্র আপনি বিক্রয় ক'র্‌বেন? আমাদের বংশে কবে এ কাজ হ'য়েছে দেখান, কবে আমাদের বংশে হীন কাজ হ'য়েছে যে—আমাকে হীনপ্রবৃত্তি হ'য়ে টাকা নিয়ে বে' ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন? এই জন্যই কি যত্ন ক'রে আমাকে মানুষ ক'রেছেন? এই জন্যই কি আমাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন? এই জন্যই কি আমাকে আদর্শ পুত্র ব'লে পরিচয় দেন? আমাকে কি এই হীনকার্য্য ক'রতে বলেন? আমার বিবাহ দিয়ে কুলকর্ম্ম ক'র্‌বেন। কুলকর্ম্ম ক'রে কুল-লক্ষ্মী আনে, আপনি পুত্রকে বেচ্‌বেন? না বাবা—না, আপনি দেশের কুসংস্কার বশতঃ এ কথা ব'ল্‌ছেন।

রাজলক্ষ্মী। তা ব'লে কি ঐ লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে বে ক'র্‌বি? কাল তার বড় মেয়ে কোথায় রাঁধুনী হবে ব'লে আমাদের বামুন ঠাক্‌রুণকে ব'ল্‌তে এসেছিল, তুই তার মেয়ে বে' কর্‌বি? তুই লেখা-পড়া শিখে কি হ'য়েছিস্?

কিশোর। মা, লেখাপড়া শিখে যা হওয়া উচিত, তাই হবার চেষ্টা ক'চ্ছি, তোমার গর্ভের সন্তানের যা হওয়া উচিত, তাই হবার চেষ্টা ক'চ্ছি। মা, তুমি অমত ক'চ্ছ? তুমি ভাবিনীর দশা মনে ক'চ্ছ না? ভাবিনীর দশা দেখে তোমার মনে হ'চ্ছে না যে, তোমার বউ, তুমি হাতে দু'গাছি চুড়ি দে নিয়ে এসে, রাজরাণী ক'রে রাখ্‌বে? তোমার ভাবিনীর কষ্ট মনে ক'রে অন্য মেয়ের মার মনঃকষ্ট মনে করো। একজনেরও যাতে সেই দারুণ কষ্ট নিবারণ ক'র্‌তে পারো, সেই জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো; তোমার পুণ্যে একজনও মেয়ের বে' দায় না মনে করে; ছেলের বে'তে যেমন আনন্দ, যেমন উৎসব—মেয়ের বে'তে তেম্‌নি আনন্দ, তেম্‌নি উৎসব করুক। মা, তুমি পুণ্যবতী, তুমি চণ্ডী পূজা না ক'রে জল গ্রহণ করো না—পুণ্যকার্য্যে তোমার পেটের সন্তানকে বাধা দিও না। বাবা যদি অমত করেন, তুমি বাবাকে বোঝাও।

ঘনশ্যাম। ভাবিনীর শ্বশুররা চামার,—তাদের কথা তুলিস্ নি।

কিশোর। ভাবিনীর শ্বশুরের দোষ তো এই, যা তুমি দিয়েছ, তা মনে ধ'র্‌ছে না,—পাওনার কামড় ক'চ্ছে—এই তো দোষ? এই

দোষ থেকেই তো বউকে যন্ত্রণা দিয়েছে? সে দোষ যেখানে আছে, সেখানেই সেই ফল হবে,—এক বীজে দু'ফল ফলে না। আপনি ছেলের বে'তে টাকার কামড় ক'র্‌বেন না।

ঘনশ্যাম। ভাবিনীর বিয়েতে কতগুলি গিয়েছে জানো?—সেগুলি তুল্‌বো না?

কিশোর। বাবা, কি কথা ব'ল্‌ছেন? ভাবিনীর শ্বশুররা পীড়ন ক'রেছে ব'লে আপনি আর একজনকে পীড়ন ক'র্‌বেন? এই দোষে সমাজ উৎসন্ন যাচ্ছে, বড় ঘর দেন্‌দার হ'চ্ছে, গৃহস্থ ফকীর হ'চ্ছে, বালিকা-হত্যা হ'চ্ছে—কন্যার জন্ম ঘোর অমঙ্গল ব'লে গণ্য হ'চ্ছে—এই কন্যাদায়ে দেশের সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে! বাবা, আপনি আদর্শ দেখিয়ে লোককে শিক্ষা দিন যে, পুত্রের বিবাহ, আসুরিক সন্তান বিক্রয় নয়। পুত্রের পুত্র, বংশের স্তম্ভ—পিণ্ড-অধিকারী! সেই পুত্রের মাতা তার মাতামহের সর্ব্বনাশের হেতু হবে?—এ কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! এই কু-প্রথাতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার—সকলই নষ্ট হ'চ্ছে। আপনি স্বার্থ ত্যাগ ক'রে সমাজকে শিক্ষা দিন; জগতে কীর্ত্তি স্থাপন করুন, বংশের গৌরব উজ্জ্বল করুন, পবিত্র বিবাহ রীতি পুনঃ সংস্থাপন করুন,—সমাজ আপনাকে ধন্য ধন্য করুক;—আপনার কৃপায় আমিও ধন্য হই।

ঘনশ্যাম। করুণাময়ের বড় মেয়ের কথা শুনেছিস্‌?

কিশোর। শুন্‌বো কি? আমি সেই অবলার উপর যখন অত্যাচার হয়, সে সময় উপস্থিত ছিলুম। সেই অত্যাচারের মূলও এই আসুরিক বিবাহ,—এই পৈশাচিক অর্থলোভ—এই প্রেমহীন ব্যবসায়ী মিলন! অর্থলোভে প্রেমশূন্য স্বামী, পত্নীকে বিক্রয় ক'র্‌তে গিয়েছিল, এ অন্যের মুখে নয়, আমি তার স্বামীর মুখে শুনেছি। বাবা—বাবা, এই পৈশাচিক বিবাহ হ'তে আমায় পরিত্রাণ করুন, হিন্দুর যোগ্য কাজ করুন, আমার শাস্ত্র-মত বিবাহ দিন।

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁরে, বে'ই আস্‌বে—যেন সরকারটা! কি ব'ল্‌ছিস?

কিশোর। মা, আমাদের বংশে কুলীনের কন্যা এনেই কুলধর্ম্ম হয়েছে—সদ্বংশের কন্যা এনেই কুলকর্ম্ম হ'য়েছে—কুলীনস্থাপনই বংশের প্রথা। যদি করুণাবাবু কন্যাদায়ে দরিদ্র হ'য়ে থাকেন, আপনি তাঁরে পুনঃ স্থাপন করুন। আপনি জানেন, আপনার পুত্র তাঁর কাছে কত ঋণী। তাঁর উপদেশেই আমি পড়া-শুনায় মন দিই, নইলে এতদিন একটি ভূত হ'তেম।

ভাবিনীর শ্বশুরবাড়ীর ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। (রাজলক্ষ্মীর প্রতি) ওগো, তোমার বে'ন ব'লে পাঠালেন, আদর ক'রে মেয়ে নিয়ে এসেছেন—বেশ ক'রেছেন। কাঙ্গালের ঘর না পছন্দ হয়, মেয়েকে যদি ঘর না করান, তাঁরা ছেলের বে' দেবেন ব'লেছেন। ঢং ক'রে আফিং মুখে দিয়ে, মেয়ে চিৎ হ'য়ে প'ড়্‌লেন, সাত-গুষ্টি গিয়ে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে—দেশ শুদ্ধ কলঙ্ক দিয়ে, মেয়ে নিয়ে চলে এলেন। কেন, সত্যিই যদি আফিং খেতো, তারা কি চিকিচ্ছে ক'ত্তে পার্‌তো না? টাকা দেখাতে এলেন! কিন্তু জামাইকে দেবার বেলায় বুক কর্‌ কর্‌ করে!—তা যা ক'রেছেন, তা বেশ করেছেন, মেয়ে নিয়ে রাখুন।

রাজলক্ষ্মী। সে কি—সেকি, সেই ঘর ক'র্‌বে বই কি—সেই ঘর ক'র্‌বে বই কি! এসেছে, দুদিন বাদে পাঠিয়ে দেব।

ঝি। পাঠিয়ে দেন—পাল্কি ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা নিতে আস্‌বো না, আমরা ব'লে খালাস। (প্রস্থানোদ্যোগ)

রাজলক্ষ্মী। ও ঝি, দাঁড়াও, দাঁড়াও—একটু জল খেয়ে যাও।

ঝি। আমি এ বাড়ীতে জল খেতে আসি নি, যা ব'ল্‌তে এসেছিনু, ব'লে গেনু, এখন যা ভাল হয়—ক'রো। [প্রস্থান।

ভাবিনী। মা, আমি যাবো না, তোমাদের গাল আমার আর সহ্য হয় না। দাদার অকল্যাণ ক'রে আমি স্বামীর ভাত খেতে চাই নে।

কিশোর। বাবা, মা—এই পৈশাচিক বিবাহের ফল।

ভাবিনী। মা, আমি তোমার পায়ে ধ'র্‌চি, দাদার মন হ'য়েছে, তুমি এই বিয়েই দাও।

ভিটেয় বউয়ের চোখের জল প'ড়বে না, দাদার কল্যাণ হবে।

ঘনশ্যাম। বাবা কিশোর, আমি তোমার বাপ নই, তুমি আমার শিক্ষাদাতা বাপ। তুমি যা ভাল বোঝ—করো, যা ব্যয় ক'র্‌তে বলো, ক'র্‌বো,—তোমার কথায় আমি কুলপ্রথা রক্ষা ক'র্‌বো। গিন্নি, অমত করো না।

রাজলক্ষ্মী। বউটি চমৎকার হবে।

ঘনশ্যাম। আমি আজই ঠিক ক'চ্ছি। ভাবিনীর যখন অমত, ওকে পাঠিও না; দিক্‌ ছেলের বে'।

কিশোর। (পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া) ভাবি, আয়, আমি নূতন ছবি এনেছি, দেখ্‌বি আয়।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

খিড়্‌কির পুকুর

গোয়ালিনী ও সমিতির সভ্যগণ

১ সভ্য। তুই কিসে মনে ক'চ্ছিস্‌—জলে ডুবেছে?

গোয়ালিনী। যখন দুধের যোগান দিয়ে রাত হ'য়েছে, সুঁড়ি পথ দিয়ে ফিরচি, তফাৎ থেকে নজর হ'লো, কে একজন কলসী নিয়ে রাণায় নাম্‌চে। একবার মনে ক'র্‌নু—এখন ঘাট্‌কে ক্যানে?—তা কলসী ঠাওর হ'তে ভাব্‌নু জল্‌কে এসেছে; ঘরে চলে গেনু, ঘরে গিয়ে শুনু। সকালে উঠে চার্‌দিকে শুন্‌নু, বোসেদের মেজো মেয়ে হারিয়েছে, খোঁজ ক'রে পাচ্ছে নি, রাস্তায়ও কেউ যেতে দেখে নি। তখন ওই যে রাত্‌কে দেখেছিনু—মনে হ'লো।

২ সভ্য। যাই হোক্‌—জল খুঁজি এসো। এসো।

সকলের জলে ঝম্প প্রদান

কিশোর। কি হে, পেলে?

১ সভ্য। কই—না।

গোয়ালিনী। ও বাবু—ও বাবু, দেখ, ও দিকে কি ভাস্‌ছে?

কিশোর। তাই তো! (জলে ঝম্প প্রদান)

হিরণ্ময়ীকে সকলের জল হইতে উত্তোলন

১ সভ্য। এ কি, কলসী গলায় কেন?

গোয়ালিনী। আহা! ফুটো কল্‌সী পুকুর ধারে প'ড়েছিল, সেইটেকে গলায় বেঁধে ডুবেছে। প্রাণের দায়ে হুটো-পাটি ক'রে কলসীটে ভেঙ্গে গেছে।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!

২ সভ্য। ডাক্তার, দেখ,—দেখ, উপায় আছে?

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) না—অনেকক্ষণ ম'রেছে।

কিশোর। দেখ ভাই, দেখ—চেষ্টা ক'রে দেখ!

ডাক্তার। আর মিছে চেষ্টা, mortification ধ'রেছে—দেখ্‌ছ না, নইলে কি ভাস্‌তো?

বেগে সরস্বতীর প্রবেশ

সর। হিরণ—হিরণ! (মূর্চ্ছা)

কিশোর। ডাক্তার, দেখ—দেখ!

গোয়ালিনী। আহা, মাগী আর বাঁচ্‌বে নি।

ডাক্তারের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হওন

সর। (উত্থিত হইয়া) হিরণ রে—মা আমার, ও মা, তিন দিন যে তুমি মুখে অন্ন দাও নি! ও মা, পাপ-অন্ন মুখে দেবে না ব'লে তাই কি ছেড়ে চ'লে গেলে! ওঠো মা ওঠো, আর অভিমান ক'রো না মা! কার উপর অভিমান ক'রেছ? আমি যে তোমার রাক্ষসী মা! দু'টি অন্নের জন্যে জলে ঝাঁপ দেছ মা! হিরণ রে—(মূর্চ্ছা)

করুণাময়ের প্রবেশ

করুণা। এই যে, খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাই তো বলি, আমার শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না—লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না। মা—মা, অন্ন দিতে পারি নেই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ। আহা, জল খেয়ে কি শীতল হ'য়েছ? ও মা, বড় জ্বালা—বড় জ্বালা পেয়েছ! এখন কি জুড়িয়েছ? ও মা! (বসিয়া পড়ন)

কিশোর। ম'শায়, স্থির হোন।

করুণা। বাবা, কিছু ভয় করো না, স্থির হব বই কি। বাছা জলে ডুবেছে কেন জান?

ঘৃণায় ডুবেছে। পতিহীনা দু'টি অন্নের জন্য আমার কাছে এসেছিল, আমি ছাই খেতে ব'লেছি। আমিই দেখে শুনে বে' দিয়েছিলুম, আমিই জরাজীর্ণ রোগার হাতে দিয়েছিলুম, বিধবা হবে জেনে দিয়েছিলুম, বিধবা হয়ে বাড়ী এলো, ছাই দিতে গেলুম,—সন্তানকে ছাই দিতে গেলুম! সন্তান হত্যা ক'র্লুম।—শুভক্ষণে আমার জন্ম!

সর। (উঠিয়া) হিরণ—হিরণ, কথা কও, আর অভিমান ক'রো না মা! জান তো, আমি বড় দুঃখী, বড় অভাগিনী! জামায়ের শোকে কেঁদেছিলুম, তুমি আমার চোখের জল মুছে, আমায় সান্ত্বনা ক'রেছ; এখন একবার সান্ত্বনা ক'রে যাও মা! আর অভিমান ক'রো না, একটা কথা কও! মা—মা, কি হ'লো।

১ সভ্য। ম'শায়, ওই পুলিশ আস্ছে, আপনার কন্যাদের বলুন, ওঁকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যান! এখানে রেখে আর ফল কি?

কিরণ। মা—মা, ঘরে চলো।

সর। না—আমি যাবো না, আমি হিরণের সঙ্গে যাবো; আমার হিরণকে কার কাছে রেখে যাবো?—আমার অনাথিনী অভাগিনী মেয়েকে কার কাছে রেখে যাবো?

করুণা। গিন্নি, কেন ভাব্ছ? এবার আমরা হিরণের দায়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। চলো—চলো, আর হিরণের ভাবনা নাই—আর হিরণের ভাবনা নাই! (সরস্বতীকে লইয়া করুণাময়ের প্রস্থানোদ্যাগ)

ইন্‌স্পেক্টার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ

কিশোর। ভাই, private postmortem যাতে হয়, তাই করো.—Dead house-এ আর নিয়ে যেও না।

ইন্। টাকা ছাড়্লে আর হবে না কেন?

কিশোর। তবে চল হে—আমাদের সমিতি-বাড়ীতে নিয়ে যাই।

সমিতি সভ্যগণের হিরণ্ময়ীর মুখাচ্ছাদন করিয়া তুলিবার চেষ্টা

সর। (ছুটিয়া আসিয়া) মুখে চাপা দিও না—মুখে চাপা দিও না! ওই যে ন'ড়্চে!—ওই যে ন'ড়্চে!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

খিড়্কির পুকুর

সরস্বতী, কিরণ্ময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ী

কিরণ। মা, তুমি অমন ক'রো না, আমাদের মুখ চেয়ে বুক বাঁধো! সে গেছে, তাকে আর ফিরে পাবে না। আমরাও তোমার অনাথা কন্যা, আমাদের দেখ! বাবা কেমন কেমন হ'য়েছেন, তুমি না দেখ্লে আমরা কার মুখ চেয়ে দাঁড়াবো? দেখ মা, জ্যোতি বড় কাতর হয়, তুমি অমন করো, আর ও কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। মা, তুমি স্থির হও!

সর। কিরণ, প্রাণ তো খুব কঠিন! কই, এততেও তো প্রাণ বেরোয় না। তবে হিরণ আমার চলে গেল কি ক'রে? আহা, বড় জ্বালায় গিয়েছে—বড় জ্বালায়।—বাছা আমার জ্ব'লে জ্ব'লে তুঁষ হ'য়েছিল, তাই চ'লে গিয়েছে! এইখানে এলে একটু ঠাণ্ডা হই। এই জল দেখে আমার মনে হয় যে, জ্ব'লে জ্ব'লে হিরণ আমার এই জলে শীতল হ'য়েছে, তাই জলের পানে চেয়ে দেখি।

কিরণ। মা, তুমি কি বোঝ না? বাবা কেমন হ'য়েছেন, তা কি দেখ্ছ না? তোমার এই দশা দেখে তিনি আরও কেমন হন। তুমি বোঝ মা, নইলে বাবাকে স্থির রাখ্তে পার্‌বো না।

সর। দ্যাখ্, হিরণ বড় আবদেরে ছিলো। বায়না নিলে ভোলাতেম, রাঙ্গা ব'র হবে; পুতুল দিয়ে ভোলাতেম—তোর ছেলে হবে, বে' দিবি, বউ আন্‌বি। হিরণ পুতুল সাজাতো-গোছাতো, পুতুলের বউ-বেটাকে শোয়াতো! ঘর-ঘরকন্না হবে—বড় সাধ! সম্বন্ধ হ'লো, হেসে সরকারদের ছোটগিন্নী বল্লে, 'এইবার হিরণ খাওয়া—তোর রাঙ্গা বর হ'চ্ছে।' হিরণ দুঃখ জানে না—ধম্‌কাতুম, মুখঝাম্‌টা দিতুম, বাছা মুখ হেঁট ক'রে থাক্‌তো, যেন কত অপরাধী! আমি কি ক'রে স্থির হব মা, দিন দিন যে আমার সব মনে প'ড়্ছে। ও রে, পেটের জ্বালায় যে জল খেয়ে ম'রেছে! আহা, বাছা রে!

নলিনের প্রবেশ

নলিন। দিদি, একটা সিকি দে।

জ্যোতি। ভাই, রোজ রোজ সিকি কোথা পাব? আমাদের দুঃখের সংসার, তুমি কি বোঝো না?

নলিন। ভালমানুষিতে না দাও, আবার বাক্‌সোর কল গড়াতে হবে, তখন কিছু ব'ল্‌তে পাবে না। আমার বাড্‌সাই ফুরিয়েছে।

কিরণ। হ্যাঁরে নলিন, এত বড় হ'লি, কিছু বুঝিস্‌ নি? যদি দু'দণ্ড মার কাছে বসিস্‌, তবু মা একটু ঠাণ্ডা থাকে।

নলিন। হ্যাঁ, ও রোজ রোজ ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করুকে, আর ওর কাছে চুপ্‌টি মেরে ব'সে থাকো; মজা দেখ না!

কিরণ। তুই তো দিন দিন ভারি বেয়াড়া হচ্ছিস্‌; মা বাপকে দরদ নাই?

নলিন। দাও—দাও, সিকি দাও। দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, ফুটবল দেখ্‌তে যেতে হবে। মা, দিতে বল ব'ল্‌চি।

কিরণ। ও কোথায় পাবে?

নলিন। আমি কি জানি? মা, বল্‌বে তো বল! ব'ল্লে না—ব'ল্লে না?—আচ্ছা, মজা দেখ্‌বে? আমি উল পুড়িয়ে দেবো, মোজা-বোনা কল পুকুরে ফেলে দেবো।

কিরণ। হ্যাঁ—তা হ'লেই বড় বড় ভাতের গরাস তুল্‌বি!

নলিন। আমি সে ভয় করি নে—সে ভয় করি নে, আমি দুলালবাবুর বাগানে থাকবো।

জ্যোতি। আচ্ছা, আমি তোকে সিকি দিচ্ছি, তুই কিশোরবাবুর স্কুলে প'ড়্‌তে যাবি বল্‌?

নলিন। ওঃ—মজার কথা দেখো, তুমি আমার হ'য়ে ক্রিকেট খেল্‌বে, নয়? আমরা ম্যাচের খেলা খেলি—তা জানিস্‌!

সর। আহা, হিরণ আমার কখনো খাবো ব'ল্‌তে জান্‌তো না! পুতুল না পেলে বায়না ক'র্‌তো, কিন্তু খাবার বায়না একদিনও করে নাই। সেই হিরণকে উপোসী যমকে ধ'রে দিলুম। ওঃ—আমি আবাগী, এখনো তো পেটে অন্ন দিচ্ছি! আজও মরণ হ'লো না।

নলিন। মরো না, মেজ্‌দিদির মত জলে ডোবো না।

জ্যোতি। দ্যাখ্‌ নলে, বাবা এলে আমি ব'লে দেব। যা, আমি তোরে সিকি দেব না।

নলিন। কি, বাবা মার্‌বে? তা পার্‌বে না, হাত কাম্‌ড়ে দিয়ে পালিয়েছিলুম—জান তো?

নেপথ্যে নলিনের ইয়ার। Nolin, here come, Tram-hire have.

নলিন। কে শেমো, pice got?

নেপথ্যে। Oh, yes.

নলিন। সিকি দিলে না? আচ্ছা, থাকো—আস্‌ছি! [নলিনের প্রস্থান।

কিরণ। মা, বাবার গলা পাচ্ছি। তাঁর এখনো খাওয়া হয় নাই, তুমি ব'সে খাওয়াবে চলো! চলো—চলো, তুমি না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে?

সর। মা, তুই আমায় কারে দেখ্‌তে ব'ল্‌ছিস? আমি যে দিকে চাই, হিরণকে দেখি। দিবানিশি হিরণ নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে শুনি! ওহো, বাছা রে—কি হ'লো!

করুণাময়ের প্রবেশ

করুণা। গিন্নি, হেথায়? এখানে ব'সে আছ কেন? হিরণের জন্যে? তাকে পাবে না—তাকে পাবে না! এখন দেখো, তোমার আর কেউ না যায়। এই যে—এই যে জ্যোতি, তুমি কাঁদতে শিখেছ? শেখো—শেখো, খুব কাঁদ্‌তে হবে, দিন-রাত কাঁদ্‌তে হবে—আমার মেয়ে হ'য়েছ, না কেঁদে কি ক'র্‌বে? হিরণ কেঁদে গিয়েছে, —কিরণ কাঁদ্‌ছে—তোমায়ও কাঁদ্‌তে হবে।

কিরণ। তুমি অমন ক'রো না বাবা! মাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও। সকাল থেকে চুপ ক'রে এইখানে ব'সে আছে।

করুণা। বেশ তো—থাকুক না! ব'ল্‌চো খায়-দায় নাই, বসে আছে? পেটে অন্ন দিতেই হবে! আমি দেখেছি, পেটে অন্ন দিতেই হয়! কেমন গিন্নি, নয়? তুমি না খাও, না খাবে, আমি না খেলে থাক্‌তে পারি নি—আমি না খেলে থাক্‌তে পারি নি! গিন্নি, খেয়ো, হিরণকে মনে ক'র্‌চো তো? খাবার সময় আরও মনে প'ড়বে—আরও মনে প'ড়বে, খুব মনে প'ড়বে—আমার তো মনে পড়ে, তোমার মনে পড়ে কি না জানি না!

সর। এই শোন্ কিরণ, কর্ত্তা ঠিক ব'লেছে, কেন ভাব্‌ছিস্? খাবো এখন—খাবো এখন! খাবো না—রাক্ষসী জন্মেছি, খাব না! কর্ত্তাকে নিয়ে যা, আমি আপনি খাবো এখন। দেখ—দেখ, হিরণ এই খান্‌টিতে শুয়েছিল—এই খান্‌টিতে বাছা আমার মুখ তুলে সূর্য্যের পানে চেয়েছিলো; চেয়ে কি ব'ল্‌ছিল জানো? —'সূর্য্যদেব, তুমি দেখ, আমার রাক্ষসী মা!' আর আমার কথা শোনে নি, আর কথা কয় নি—আমার মুখ দেখে নি;—আমার মুখ দেখতে হবে ব'লে সূর্য্যের পানে চেয়েছিলো। দেখেছিলে—দেখেছিলে?

করুণা। দেখেছি, ঐ দেখেই কি শেষ হবে? আর কিছু দেখতে হবে না? কে জানে! আমি আস্‌ছি। তোমরা আমার জন্যে বসে থেকো না, আমার জন্য ভেবো না। গিন্নি,—খেয়ো—খেয়ো, খেতে হবে। তুমি না খাও আমি এসে খাবো। যাই—যাই, জ্যোতির হিল্লে করি গে। কিরণের হিল্লে ক'রেছি, হিরণ তো আপনার হিল্লে আপনি ক'রেছে, এখন জ্যোতির হিল্লে করা চাই নি? চাই বই কি! আমি বাপ, হিল্লে ক'র্‌বো না?

[করুণাময়ের প্রস্থান।

কিশোর ও ভাবিনীর প্রবেশ—কিরণ্ময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থানোদ্যোগ

ভাবিনী। কিরণ-দিদি, যেও না। মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

কিরণ। মা, ভাবিনী এসেছে।

সর। এসো মা!

ভাবিনী। আপনার কাছে মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন, ব'ল্লেন, তিনি দাদার কুল ক'র্‌বেন, তা জ্যোতিকে দাদার সঙ্গে বে' দেন।

[জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান।

তিনি পূজা ক'র্‌তে গেলেন, নইলে তিনি আপনিই আস্‌তেন। তিনি বল্লেন, 'যা, তুই ব'লে আয়। আমি যাচ্ছি,—বোস-গিন্নী মেয়েটি না দিলে আমি ছাড়্‌বো না;—তাঁর মেয়ে থাক্‌তে আমার কিশোরের কি কুল হবে না?'

কিশোর। বাবা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, বোস্‌জা ম'শায়কে জিজ্ঞাসা ক'রতে তিনি যদি বাড়ীতে থাকেন বাবা এসে বিকেলে দেখা ক'র্‌বেন!

ভাবিনী। মাকে গিয়ে কি ব'ল্‌বো?

সর। মা, তুমি সুবচনী। গিন্নীকে ব'লো, যে আমি তো সংসারে বৃথা জন্মেছিলুম! জ্যোতি তো তাঁরই, তাঁর জিনিস তিনি নেবেন, তা আর আমায় জিজ্ঞাসা করা কেন? আমি এতদিন জানাই নি, আমার ছেলে-মেয়ে সকলেরই ভার তাঁকে নিতে হবে।

কিশোর। কিরণ-দিদি, বাবা কি বোস্‌জা ম'শায়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে আস্‌বেন?

কিরণ। হ্যাঁ মা, বাবা তো বিকেলে বাড়ীতে থাক্‌বেন? কিশোরবাবু জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন।

সর। থাক্‌বেন বই কি, আমিই তাঁকে যেতে ব'ল্‌বো।

কিশোর। না না, বাবা ব'লেছেন, তিনিই আস্‌বেন, আমি তবে বাবাকে বলিগে।

ভাবিনী। তবে আসি দিদি, মাকে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সর। হ্যাঁ রে, সত্যি কি জ্যোতির সঙ্গে বে' দেবে? এ যে আমার স্বপ্ন মনে হ'চ্ছে, বিশ্বাস হ'চ্ছে না!

কিরণ। মা, তুমি কি ব'ল্‌ছ? ওরা ভাই-বোনে এসেছিল কি শুধু শুধু! বিশ্বাস ক'র্‌বে না ব'লে কিশোরবাবু সঙ্গে এসেছিল। মা তুমি ওঠো, এ দিনে চোখের জল মোছো! এখন তুমি কাঁদ্‌লে কিন্তু আমি মাথা খুঁড়ে ম'র্‌বো। ওঠো, ঘরে চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের বৈঠকখানার বারান্দা

রূপচাঁদ, দুলালচাঁদ ও উকীল

দুলাল। বাবা, পাকাপাকি ক'রে নিও। মিঠেনের উপর—মিঠেনের উপর। বাবা, শাসিও না,—তোমার শাসানো রোগ—তা হলেই সব কেঁচ্‌ড়ে যাবে।

রূপ। আরে, চুপ কর্ না। উকীলের সঙ্গে কথা কইতে দেবে না।

দুলাল। বাবা, মুখ ঘুরিও না—আমার

প্রাণ আন্‌চান ক'চ্ছে। এবার আমি ভালবেসেছি বাবা,—সত্যি বাবা, সে চ'লে গেলে বুক পেতে দিতে ইচ্ছে হয় বাবা। সে বউ ঘরে আনো, আমি সোণার চাঁদ ছেলে হবো। আমি দিন রাত সেই ছবি দেখ্‌ছি, সেই রুক্ষ রুক্ষ চুলগুলি মুখে এসে প'ড়্‌ছে, চাঁপার কলি আঙ্গুল দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে; কালো দুটি চোখ—এদিক্ ওদিক্ চায় না বাবা,—মাথাটি নিচু ক'রে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ছে—চাদরখানি সাম্‌লাতে পার্‌ছে না; কাঁধ থেকে গড়িয়ে প'ড়ে সুগোল হাতটি বেরিয়ে পড়েছে। গলা দেখ্‌লে মনে হয়, যেন জল খেলে জল দেখা যায়; গাল দু'টিতে বসরাই গোলাপ ফুটেছে! বাবা, দিনরাত্তির মনে মনে তাই দেখ্‌ছি।

রূপ। তবে তুই বক্—আমি চল্লুম।

দুলাল। চ'টো না বাবা, এই আপ্—আমি চুপ্ ক'র্‌লুম। (মুখে হস্ত প্রদান)

রূপ। উকীলবাবু, এম্‌নি ক'রে লেখাপড়াটা ক'রে দেবেন, যেন contract ভাঙ্গ্‌লে criminal হয়।

উকীল। Criminal হবে বৈ কি! তা হ'লে cheating charge-এ প'ড়্‌বে।

রূপ। সেইটি পাকা ক'রে লিখে দিও।

দুলাল। বাবা, বাড়ী-ঘর-দোর তো ফিরিয়ে দেবেই, নগদ ছাড়্‌তে করণ-কস্যি করো না। ওর বাপ'কে খুসী রাখ্‌লে ও আমায় একটু একটু ভালবাস্‌বে। খুসী না হ'লে এই বাঁদরছানার পানে ফিরেও চাবে না।

রূপ। আরে নে নে,—ব'লেছি তো পাঁচ হাজার টাকা দেব।

দুলাল। তাই ব'লছি বাবা, এই দুষ্মণ চেহারা দেখে যেন ঘাবড়ে না যায়, খুসী হ'য়ে যেন হেসে কথা কয়। লাল ঠোঁট দু'খানির মাঝখানে, আধা মুক্তোর মতন দাঁতগুলি দেখ্‌লে মুণ্ড ঘুরে যায় বাবা! আমি হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে থাক্‌বো বাবা!

রূপ। চুপ কর্, ঐ আস্‌ছে। বেলাল্লাগিরি করিস্ নি। উকীলবাবু, আপনি ওকে সঙ্গে ক'রে দপ্তরখানায় নিয়ে আসুন।

[এক দিকে উকীল ও অন্যদিকে রূপচাঁদ ও দুলালচাঁদের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদের দপ্তরখানা

একদিক্ দিয়া রূপচাঁদ ও দুলালচাঁদ এবং অন্যদিক দিয়া উকীল ও করুণাময়ের প্রবেশ

দুলাল। নমস্কার করি, শ্বশুর মশায়! (স্বগত)। আমার ল্যাং আর কুঁজকে সেলাম দিই। বাবা কি বেয়াড়া ছেলেই কেটেছে।

রূপ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, বে'ই ম'শায়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

করুণা। হুঁ—এই এলুম—ও দিকে কে?—না—কেউ নয়!

রূপ। বসুন,—ওদিকে কি দেখ্‌ছেন—কেউ সঙ্গে আছে নাকি?

করুণা। না,—তবে হুঁ—ব'স্‌ছি। (উপবেশন)

রূপ। (দলিল ও হাতচিঠি দেখাইয়া) বে'ই ম'শায়, এই বাড়ীর দলিল, এই পাওনাদারদের হাতচিঠি। কেমন, আর তো আপনার দেনার ভয় নাই? দেখুন, হাতচিঠিগুলো দেখুন।

করুণা। হুঁ,—আর ওয়ারিণ বেরোবে না তো?

রূপ। কি ব'ল্‌ছেন,—আর এই সব হ্যাণ্ডনোটগুলো দেখুন। আর তো আপনার দেনা নাই?

করুণা। হুঁ, কে জানে, সব লিষ্টি করি নি।

রূপ। এক আধখানা থাকে তো ভাব্‌না কি? আমি সব চুকিয়ে দেব, লিখে দিচ্ছি তো।

করুণা। হুঁ—অনেক দেনা—অনেক দেনা!

উকীল। (স্বগত) মানুষটার মাথা খারাপ হ'য়েছে দেখ্‌ছি।

করুণা। হুঁ—কেউ নয় তো? উঃ! ছাই খেয়ে ম'রেছে—ছাই খেয়ে ম'রেছে! কে ও?

দুলাল। শ্বশুর ম'শায়, কিছু ভেবো না, বেপরোয়া বুকের ছাতি ফুলিয়ে বেড়াও। (জনান্তিকে) বাবা, টাকা ঝাড়ো।

রূপ। (জনান্তিকে) আরে থাম্ না।

উকীল। এই পাঁচ হাজার টাকার পাঁচ কেতা নোট, দেখে নিন।

করুণা। হুঁ,—দেখেছি।

উকীল। এই কাগজ খানায় সই ক'রে দেন।

করুণা। কি, হ্যাণ্ডনোট? আচ্ছা, দাও।

উকীল। না—না, হ্যাণ্ডনোট নয়;—এতে আপনি অঙ্গীকার ক'রছেন যে, এই সমস্ত পেয়ে আপনি আপনার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত দুলালবাবুর বিবাহ দেবেন।

দুলাল। শ্বশুর ম'শায়, কিছু ভেবো না। তোমার মেয়েটি পেলে আমি ঢিট্ ব'নে যাবো, অন্দর থেকে বেরুবো না; কোনও ব্যাটাবেটীর মুখ দেখ্‌বো না, মাষ্টার রেখে প'ড়্‌বো। সই করো শ্বশুর ম'শায়—সই করো, আমি খুব ঢিট্ জামাই হবো।

করুণা। হুঁ—সই ক'র্‌বো? কত সুদ?

রূপ। সুদ কিসের বে'ই ম'শায়? আপনি বড় কুলীন, আপনার মেয়ে আন্‌বো, কুল-মর্য্যাদা দিচ্ছি। ও টাকা কি ধার দিচ্ছি, যে সুদ দেবেন?

উকীল। এ তো দেনা-পাওনা হ'চ্ছে না, তবে contract, মেয়েটি আপনি দেবেন—তারই contract। কেমন, আপনি স্বীকার পাচ্ছেন?

করুণা। হ্যাঁ—হ্যাঁ। যদি ম'রে যায়?—তাহলে কি হবে? একটা ম'রেছে, ছাই খেয়ে ম'রেছে, এটা যদি ছাই খেয়ে মরে, তা'হলে কি হবে? ওগুলো মরে—ম'র্‌তে চায়,—শুধু আমি মরিনি—গিন্নী মরে না। যদি মরে—কি হবে?

দুলাল। দোহাই শ্বশুর ম'শায়, ও কথা ব'লো না শ্বশুর ম'শায়! তা হলে আমি মারা যাব শ্বশুর ম'শায়।

করুণা। না, মরে! ম'রে ভেসে উঠেছিল। পেটের জ্বালায় ম'রেছে—পেটের জ্বালায় ম'রেছে!

রূপ। বালাই, ও কথা মুখে আন্‌তে আছে?

উকীল। আহা, মানুষটা বড় শোক পেয়েছে!

করুণা। না, শোক কিসের?

রূপ। বে'ই ম'শায়, আর সে সব ভেবো না। এবার নূতন জামাই নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করো।

উকীল। নেন ম'শায়, সই করুন—সই করুন। এতে লেখা—বুঝেছেন তো? এতে লেখা, আপনি আপনার কন্যার শুভ বিবাহ দেবেন।

করুণা। হ্যাঁ বুঝেছি। দাও, সই করি। মরে—জল থেকে তুল্‌ব! দাও, সই করি।

উকীল। ওহে দীনু, তোমরা সব এসো।

করুণা। হুঁ, কাকে ডাক্‌ছেন?

উকীল। ও আমার serving clerk, আর এক জন কেরাণী—ও ঘরে ব'সে আছে, সাক্ষী হবে। সই করুন।

দীনু ও কেরাণীর প্রবেশ

বাবু সই ক'র্‌ছেন—দুলালবাবুর সঙ্গে ওঁর কন্যার বিবাহ দেবেন, সাক্ষী হও।

করুণা। হ্যাঁ, বে' দেবো, চড়া দর পেয়েছি। ম'লেও সুদ লাগ্‌বে না?

উকীল। না, সই করুন। (স্বগত) ভাল পাগলের পাল্লায় প'ড়েছি—বেলা হলো।

করুণা। (সই করিয়া) এই তো সই ক'রলুম। আর কি, বাড়ী যাই?

রূপ। বসুন—ব্যস্ত কি?

দুলাল। (জনান্তিকে) বাবা, বে'র দিন ঠিক ক'রে নাও। যত শীগ্‌গির হয়, দেরী ক'রো না, না কেঁচ্‌ড়ায়!

রূপ। তবে আমি পুরোহিত ডাকিয়ে, দিন স্থির ক'রে আপনাকে খবর পাঠাবো। সেইদিন আগে আমরা আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বো, তার পর আপনারা পত্র ক'র্‌তে এসে অম্‌নি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন। আত্ম-কুটুম্ব সকলকে ব'ল্‌বেন। কিছু ভাব্‌বেন না, ঘটা ক'রে মেয়ের বে' দেন, আমি সব খরচ দেবো। যত লোক পত্রে আন্‌তে পারেন, আন্‌বেন, আমি সকলের সম্মান রক্ষা ক'র্‌বো। আত্ম-কুটুম্ব কেউ না ফাঁক থাকে, সকলকে ব'ল্‌বেন। য'খানা গাড়ী পাঠাতে বলেন, পাঠাবো।

করুণা। আত্ম-কুটুম্ব — আত্ম-কুটুম্ব — হুঁ! ব'ল্‌বো—ব'ল্‌বো কে কোথায় আছে—খুঁজে দেখ্‌বো! কই—কেউ তো নেই—কেউ তো নেই? হ'য়েছে? চল্লুম।

রূপ। তবে কথা ঠিক রইলো?

করুণা। হ্যাঁ, দর্ দাম চুকে গিয়েছে,—আর কি, চল্লুম।

উকীল। টাকাগুলো পকেটে নেন, দলিল-গুলো বেঁধে নেন, আমিই বেঁধে দিচ্ছি। আসুন, আপনার গাড়ীতে দিয়ে আসি।

করুণা। হুঁ—নিই।

দুলাল। আমি মাথায় ক'রে দিয়ে আস্‌ছি বাবা!

রূপ। বে'ই ম'শায়, ফূর্ত্তি করুন, আর মনের ব্যথা রাখ্‌বেন না, আপনার দুর্দ্দিন কেটে গেছে।

করুণা। ব্যথা—ব্যথা কিসের? মেয়েটা ম'রেছে? গিন্নী জবুথবু হ'য়েছে—হ'লোই বা —হ'লোই বা—ব্যথা কিসের? [প্রস্থান।

উকীল। (দীনু ও কেরাণীর প্রতি) তোমরা যাও। [উভয়ের প্রস্থান। মানুষটা এক রকম হ'য়ে গিয়েছে!

রূপ। কিছু কাঁচা হ'লো নাকি? বেটা ম'র্‌বে ম'র্‌বে ব'ল্লে কি? ধরুন, যদি মেয়েটি মারাই যায়, তাহ'লে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না, কেমন? ওই clause-টা রাখ্‌লেই হ'তো।

উকীল। (স্বগত) বেটা কে গো!

দুলাল। অলক্ষণে কথা মুখে এনো না বাবা, আমার বুক কাঁপে বাবা!

রূপ। লোকটা বিগড়ে গেছে। দলিল তো কাঁচা হ'লো না?

উকীল। বলেন কি ম'শায়, টাকা কি কখন কাঁচা হয়?

রূপ। ভাব্‌ছি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে!

দুলাল। কিছু ভেবো না বাবা, ও ঠিক আছে, সুপাত্র দেখে একটু গুলিয়েছিল! ও কথা ঝেড়ে ফেলবে না। দেখেছ তো,—নগদ টাকা ঝাড়্‌তে গেলুম, তবু নুইলো না;—ঘাটের মড়াকে বে' দিলে, তবু আমার সঙ্গে বে' দিলে না।

উকীল। না—কথার মানুষ বলে। শাল-ওয়ালার মকদ্দমায়, একটা মিথ্যা কথা কইলে, বেটার টাকা উড়ে যেতো, তা কইতে চাইলে না, consent decree দিয়ে কিস্তিবন্দি ক'র্‌লে। আর ম'শায়ের কতগুলি প'ড়লো, হিসেব ক'র্‌লেন কি?

রূপ। কি ক'র্‌বো ভাই—কি ক'র্‌বো, ছেলেটা বোঝে না, গিন্নী একেবারে ধ'রে ব'স্‌লো। আমি ধম্‌কে সারতুম, ছেলেটা বেয়াড়া!—বুক কর্‌কর ক'চ্ছে, এক একটা টাকা দিয়েছি—যেন বুকের মাংস কেটে দিয়েছি!

দুলাল। বাবা, আর বুক কর্‌করানিতে কাজ নাই বাবা! বউ দেখে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! যে বউ দিচ্ছ, তোমার চৌদ্দ পুরুষ এমন বে' করে নি;—বুকের ধন—বুকের ধন!

উকীল। তবে আসি। (স্বগত) লাখ টাকা একদিকে, আর এই সোণার চাঁদ ছেলে এক দিকে!

[দুলাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুলাল। গীত

বাহবা বারে আমি বাপের ব্যাটা বাহাদুর।
বাজিমাৎ কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ,
রূপচাঁদের কি রূপোর সুর।
ঘুচ্‌লো বুকের ওলোট্‌-পাল্‌ট,
চোটপাট লেগেছে চোট,
জিতের পালা, মতির মালা
বাগিয়েছে মর্কট;
হ'য়েছে কেল্লা ফতে, লুটোপুটি
প্রেমের পথে,
কেয়া ফূর্ত্তি, দেল মজ্‌গুল ভরপুর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

করুণাময় ও জ্যোতির্ম্ময়ী

করুণা। জ্যোতি, তোমারও বে' দেবো। বে' না দিলে জাত যাবে যে? দুটি মেয়েকে সুপাত্রে দিয়েছিলুম, তোমাকেও সুপাত্রে দেবো।

সরস্বতী ও কিরণময়ীর প্রবেশ

গিন্নি, তোমার এ মেয়েটিকেও সুপাত্রে দেবো। আমি বাপ, দেখে শুনে দেবো না? দেবো বই কি। বেশ সুপাত্র।

[জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান।

কিরণ। বাবা, তোমার কি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে?

করুণা। কেন? না, মেয়ের বে' নিয়ে ব্যস্ত আছি, কখন দেখা ক'রবো।

সর। তুমি জ্যোতির জন্য ভেবো না। ঘনশ্যামবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করে

কিশোরের সঙ্গে জ্যোতির বে' স্থির ক'রে যাবেন। চুপ ক'রে রইল কেন? সত্যি। কিশোর আর ভাবিনী এসে ব'লে গেল। তারপর ঘট্কী এসেছিল।

করুণা। তা বেশ—তা বেশ!

সর। কালই গায়ে হলুদ দিতে চায়। যা হয় তুমি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে ঠিক করো।

করুণা। আর ঠিক কি? বেশ তো—বেশ তো! তাড়াতাড়ি বে'—তাড়াতাড়ি বে'! ও দুটিরও তাড়াতাড়ি বে' হয়েছে, নাইয়েই উৎসর্গ ক'রে বলিদান দিয়েছি। একটা বলি চাই—একটা বলি চাই।

সর। না না, আর তুমি অমঙ্গলে কথা ক'য়ো না।

করুণা। অমঙ্গলের কথা কি? যে বাড়ীর যে প্রথা,—যে হোক্ বলি হবেই। জ্যোতি দিব্যি মেয়ে—দিব্যি মেয়ে! দেখ, আগে মেয়েগুলোকে দেখ্তুম, আর মনে ক'র্তুম কি জানো, এরা রাজার ঘরে জন্মালে তবে শোভা পেতো! এখন মনে হয়, কেন ডোমের বাড়ী জন্মায় নি; তা হ'লে খেটে খেতো,—বাছা অন্নাভাবে ম'র্তো না।

কিরণ। বাবা, যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন স্থির হও। জ্যোতির বে' দাও, জ্যোতি খুব সুখে থাক্বে।

করুণা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বটে—বটে! তোমরা যাও! তোমরা যাও!

কিরণ। তা, তুমি খাও দাও।

করুণা। হ্যাঁ—যাও, উদ্যোগ করো গে, খাব বই কি, খাবো না! যাও—যাও।

[কিরণ্ময়ীর প্রস্থান।

করুণা। গিন্নি খুব সুখের কথা না?

সর। দেখ, এখন ভাবিতাব্য!—দু'হাত এক হ'লে বুঝ্বো!

করুণা। কিশোর ভাল ছেলে—চমৎকার ছেলে! জ্যোতি সুখে থাক্বে। সেই তো বেশ—সেই তো বেশ। তুমি কথা দিয়েছ, কেমন? একটা বলি চাই—একটা বলি চাই! গিন্নি, জ্যোতির বে' দিলেই নিশ্চিন্ত, আর কি? আর তো মেয়ে নেই, আর পাত্র খুঁজ্তে হবে না? আমি নিশ্চিন্ত, তুমিও নিশ্চিন্ত।

সর। তুমি ঠাণ্ডা হও, খাও দাও,—ঘনশ্যামবাবু বৈকালেই আস্বেন। ঠিক্ঠাক ক'রে ফেল। আমাদের শুধু রুলি হাতে দিয়ে মেয়েটিকে দেওয়া। যা ক'র্বার কর্ম্মাবার—তারাই সব ক'র্বে।

করুণা। গিন্নি, অদৃষ্ট মানো? মান্তেই হবে! কেউ ফেরাতে পারে না—রাজায় ফেরাতে পারে না,—অদৃষ্টের দাগ কে মুছ্বে! কর্ম্ম-স্রোত চলে আস্ছে! কোন্ দিকে চ'ল্বে, কেউ জানে না! কিন্তু শেষাশেষি কতক বোঝা যায়। আমি বুঝ্তে পাচ্ছি, আমি দেখ্তে পাচ্ছি। তুমি দেখ্তে পাচ্ছ না, আছ ভাল। দাও, জ্যোতির বে' দাও। কি হবে তুমি জানো না—আমি জানি না। জ্যোতির বে' দিতেই হবে, চারা নেই; কি বল—বে' দিতেই হবে!

সর। তুমি ভেবো না, অদৃষ্টে যা ছিল, হ'য়ে গিয়েছে। শুনেছি, দুর্দ্দিনের পর সুদিন আসে। হয় তো সুদিন এসেছে। কিশোর বেঁচে থাক্, আমরা দেখেও সুখী হবো।

করুণা। হুঁ! কিশোর বেঁচে থাক, জ্যোতি বেঁচে থাক, দেখেও সুখী হবো। আমার দশা যা হয় হবে, কি বল? তা হোক্। ভাব্নার শেষ হ'য়েছে! দেখেছ, মজা দেখেছ? আমার মতন দরিদ্রেরও বাড়ী চাই, স্ত্রীর ভরণপোষণ চাই, কন্যাপুত্রের ভরণপোষণ চাই—সব চাই, কিছু ছাড়্বার যো নাই; যেমন ক'রে পারো, চাই-ই চাই, সব চাই—সব চাই! চুরি ক'রে পারো, জচ্চুরি ক'রে পারো, ভিক্ষা ক'রে পারো, নীচ হ'য়ে পারো, ছেলে বেচে পারো, মেয়ে বেচে পারো, মিথ্যা বলে পারো, নরকে গিয়ে পারো, যেমন ক'রে পারো, চাই-ই চাই, সব চাই—সব চাই! জ্যোতি ভাল থাক্বে, কেমন? কিশোর বড় ভাল ছেলে, তোমায় ফেল্তে পার্বে না, কিরণকে ফেল্তে পার্বে না, নলিনকে ফেল্তে পার্বে না। চ'ল্ছে তো, এক রকমে চলে যাবে, আমি আর ভাব্বো না—আমার ভাব্না ফুরিয়েছে!

সর। তুমি অমন ক'চ্ছ কেন বল দেখি? তোমার মনে হ'চ্ছে কি ঘনশ্যামবাবু বে' দেবেন না?

করুণা। অনেক মনে হ'চ্ছে! তোমার কেন মনে হ'চ্ছে না, জানি নে।। কিরণের বে'র

সম্বন্ধ ক'রে আমোদ ক'রেছিলে, মনে আছে? বাড়ী বাঁধা প'ড়বে ভেবেছিলুম—ভাব্‌তে মানা ক'রেছিলে; বে'র রাত্রে বুঝেছিলে—ভাব্‌নার সাগর! হিরণের সম্বন্ধেও আমোদ ক'রেছিলুম, বে'র রাত্রেই বিভ্রাট দেখেছিলে? তারপর দিন দিন বিভ্রাট! জামায়ের ব্যামো নিয়ে বিভ্রাট, জামায়ের আর পক্ষের ছেলে নিয়ে বিভ্রাট, জামাই মরা নিয়ে বিভ্রাট!—তবে নাকি হিরণ সব বিভ্রাট মিটিয়ে গিয়েছে, সে ভাবনায় নাকি নিশ্চিন্ত হ'য়েছ, তাই আর মনে ক'চ্ছ না, জ্যোতির সম্বন্ধে আমোদ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছ। বে'র রাত্রি আসুক, কি হয় দেখ, তার পর আমোদ ক'রো।

কিরণময়ীর প্রবেশ

কিরণ। মা এসো, বাবাকে নিয়ে এসো।

করুণা। যাচ্ছি, তুমি যাও।

সর। যা ব'ল্‌ছো সব ঠিক। তা এসো, যা অদৃষ্টে আছে হবে, ভেবে আর কি ক'র্‌বে!

[কিরণময়ী ও সরস্বতীর প্রস্থান।

করুণা। সত্যই তো, আর কেন ভাব্‌ছি। সহজ উপায়—অতি সহজ উপায়, ভাব্‌নার তো আর কিছু নাই! বাড়ী পেয়েছি, টাকা পেয়েছি, দেনা শোধ হ'য়েছে, তবে আর ভাবনা কি! বলিদান দিতেই হবে—বলিদান দিতেই হবে;—একটা বলি, যে বাড়ীর যে প্রথা।

(নেপথ্যে সর)। এসো না গো।

করুণা। হ্যাঁ, যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সমিতি-গৃহ

সমিতির সভ্যগণ আসীন

কালী ঘটকের প্রবেশ

কালী। বাবু, সারা সহর ঘুরে ঘুরে দিন-রাত বেড়াচ্ছি, গাঁটের পয়সা কব্‌লাচ্ছি। কোথায় কে খোঁড়া, কোথায় কে কাণা বেকার হয়ে প'ড়ে আছে; কোথায় কে অবীরে, হাঁড়ি চড়ে না, এই খুঁজ্‌ছি। আজ এই দেখুন, এই ক'জন এনেছি।

১ সভ্য। সব এইখানে আনো।

কালী। যে আজ্ঞা।

[কালী ঘটকের প্রস্থান।

ইন্‌স্পেক্টারের প্রবেশ

ইন্‌। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) ব্যাটা কাদের সব এনেছে দেখ না? বেটার তারিফ আছে! দশ বছর পুলিশে কাজ ক'রে তো আমি এমন পাজী দেখি নি।

ইন্‌স্পেক্টারের লুক্কায়িত হওন

ছদ্মবেশী অন্ধ, খঞ্জ, বিধবা প্রভৃতিকে লইয়া কালী ঘটকের পুনঃ প্রবেশ

কালী। (অন্ধের প্রতি) আস্তে আস্তে এসো—আস্তে আস্তে এসো, ভয় কি? উঁচু নীচু নাই, প'ড়্‌বে না। (বিধবার প্রতি) এসো গো এসো। কি ক'র্‌বে বাছা, এ বাবুরা খুব ভাল, তোমার ইজ্জত যাবে না। (দ্বিতীয় রমণীর প্রতি) এসো না গো, এসো না, বাবুরা কি সমস্ত দিন তোমাদের জন্যে থাক্‌বে গা? (খঞ্জের প্রতি) এসো, ভাই এসো, লাঠির উপর ভর দাও। (সমিতির সভ্যগণের প্রতি) বাবু, এই ভদ্রলোক কালেজে গিয়ে চোক কাটালে। কাটানই সার, চক্ষু দুটি হ'লো না। আর এ বামুনের ঘরের মেয়ে। তিনটি ছেলে রেখে ব্রাহ্মণ ম'রেছে, আজ কি খায়, তার উপায় নাই। আর এ বেচারা বাতে পঙ্গু, এক বছর বেকার—মেয়েছেলে কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে জড়িয়ে প'ড়েছে—ভিক্ষে ক'র্‌বে, তাও পায়ে বল নাই।

ইন্‌স্পেক্টারের পুনঃ প্রবেশ

(স্বগত) ও বাবা, ইন্‌স্পেক্টার বেটা কেন?

ইন্‌। কি কালী, কি দেখ্‌ছো, আমি হেতায় এসেছি কেন? আমি মন্ত্র শিখেছি, অন্ধ ভাল ক'রে দেব, তাই বাবুরা এনেছেন। কিহে আদ্দিরাম, চোখ ভাল হ'য়েছে, না দুটো গুঁতো দোব?

অন্ধ (আদ্দিরাম)। দোহাই হুজুর। এই কালী আমায় ব'ল্লে—এই কালী আমায় ব'ল্লে!

ইন্‌। (পঙ্গুকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া) ওহে, তোমার যে অম্‌নি বাত সেরে গেল দেখ্‌ছি? দৌড়ে কোথা যাবে? ঐ যে সব পাহারাওয়ালা র'য়েছে। কালী, মন্ত্র দেখ্‌লে!

কালী। অ্যাঁ, বেটারা এমন ছল? মিছিমিছি ঢং ক'রেছে! দোহাই ইন্‌স্পেক্টার বাবু, আমি কিছুই জানিনে!

ইন্। বটে, এই অবীরে বামুন ঠাকরুণকেও চেন না? কথা ক'চ্ছ না যে? বামুনঠাকরুণ, মুখের কাপড় খোলো, চল, সব থানায় যাই। কেন সিঁদুর মুচেছ বাছা, তোমার কালী এখন জলজ্যান্তো র'য়েছে।

বিধবা। দোহাই বাবা, আমায় থানায় নিয়ে যেও না বাবা! আমি ধোপার মেয়ে, গুখোর-ব্যাটা কুলের বা'র ক'রেছে। আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো, ব'ল্লে, শুধু ঘোম্‌টা দিয়ে ব'সে থাক্‌বি।

ইন্। তা ঘোম্‌টা দিয়ে থানায় ব'স্‌বে চলো। (সভ্যগণের প্রতি) ওহে, তোমরা এই সবকে সমিতির কাজ দিয়ে শোধরাবে? তা যদি পারতে, তোমরা মানুষ নও। (ছদ্মবেশী অন্ধাদির প্রতি) নাও সব চলো।

বিধবা। ও গুখোরব্যাটা, আমায় এমন ক'রে মজালি গুখোরব্যাটা! (কালীর কেশা-কর্ষণ)

কালী। যাই—যাই, টিকি ছাড়্ বেটী—টিকি ছাড়্! ইন্‌স্পেক্টার বাবু, থানায় নিয়ে চলো, টিকি ছাড়্‌তে বলো।

বিধবা। ও মা, কি হ'লো গো! জাত-কুল খেয়ে শেষে মেয়াদ খাটাবে। ও পোড়ারমুখো! (প্রহার)

কালী। ইন্‌স্পেক্টার বাবু — ইন্‌স্পেক্টার বাবু! বেটীকে ধরো—বেটীকে ধরো!

[ইন্‌স্পেক্টারের পশ্চাতে গমন।

পশুক্লেশ-নিবারণী সভার ছদ্ম ইন্‌স্পেক্টার বেশ-ধারী রমানাথকে লইয়া জমাদারের প্রবেশ

জমা। খোদাবন্দ, এ Cruelty Inspector হোকে গাড়োয়ানসে পয়সা লিয়া। হাম পাক্‌ড়া।

১ সভ্য। এ কে?

ইন্। দেখ্‌ছো না, তোমার সমিতির কাজ পেয়ে reformed হ'য়েছে। রমানাথবাবু, রকমখানা কি?

জোবির প্রবেশ

১ সভ্য। (স্বগত) আহা, ছুঁড়ী এখনি কাঁদাকাটি ক'র্‌বে! বারবার ছাড়্‌লে চ'লবে না! (প্রকাশ্যে) জোবি, এবার তো ইন্‌স্পেক্টার বাবু ছাড়বে না।

জোবি। বাবু, আমি ছাড়াতে আসি নি! দেখ্‌ছো না, আবার আমি পাগল হ'য়েছি। তোমরা যে কাপড় দিয়েছ, তা ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া কাপড় পরেছি। এবার ছেড়ে দিতে ব'লবো না, মধুসূদন রাগ ক'র্‌বে!

১ সভ্য। কি ব'ল্‌ছো?

জোবি। সেদিন তোমাদের পায়ে-হাতে ধ'রে ছেড়ে দিতে ব'লেছিলুম, ও শোধ্‌রালো না। আমি মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, এবার কি কর্‌বো? মধুসূদন ব'ল্লে, 'এবার ছাড়াস্ নি, আর পাপ ক'র্‌তে দিস্ নি, তা হ'লে ম'রে গেলে আরও যন্ত্রণা পাবে। সাজা হ'লে কতক পাপ কাট্‌বে, কয়েদ হ'লে আর পাপ কর্‌তে পার্‌বে না। তোর স্বামীকে আর পাপ ক'রতে দিলে তোর পাপ হবে, আমি রাগ্‌বো।'

রমা। ও জোবি, তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিতে বল্।—তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিতে বল্। এবার ছেড়ে দিলে আমি শোধ্‌রাবো। তোর পায়ে পড়ি—ছেড়ে দিতে বল্?

জোবি। না, আমি কাঁদ্‌বো—খুব কাঁদ্‌বো, তোমায় ছেড়ে দিতে ব'ল্‌বো না, আর তোমায় পাপ ক'র্‌তে দেবো না। মধুসূদন বড্ড সাজা দেবেন। আমি মধুসূদনকে ব'ল্লুম, 'আমায় সাজা দাও, ওকে সাজা দিও না!' মধুসূদন ব'ল্লে, 'না—তা হবে না।' তোমার পাপ তোমায় ভুগ্‌তে হবে। তোমার সাজা হ'লে তোমার পাপ কাট্‌বে। সেইখানে মধুসূদনকে ডেকো, তোমার সব পাপ কাট্‌বে। সাজা হ'লে তুমি মধুসূদনকে ডাক্‌বে। মধুসূদনের নাম ক'র্‌লে হাসো, মধুসূদন মানো না, কিন্তু সাজা হ'লে মান্‌বে। আমায় তোমার সঙ্গে থাক্‌তে দেবে না, নইলে আমি থাক্‌তুম।

রমা। ও জোবি—ও জোবি, আর আমি পাপ ক'র্‌বো না, আমি মধুসূদনকে খুব মান্‌বো।

জোবি। তুমি এখনো মিথ্যা ব'ল্‌ছো,—

মধুসূদনের নাম ক'রে মিথ্যাকথা ব'ল্‌ছো? আমি তো তোমায় ব'লেছি, আমি কাঁদ্‌বো, ছেড়ে দিতে ব'ল্‌বো না,—মধুসূদন মানা ক'রেছে। বাবু—বাবু, ওকে মেরো না। আমি চল্লুম, আমি কাঁদিগে। আমি তোমায় এই শেষ দেখে গেলুম, এই শেষ দেখা! জোবি আর বাঁচ্‌বে না—জোবি আর বাঁচ্‌বে না!

[প্রস্থান।

রম্য। বাবু—বাবু, আর একবার ছেড়ে দেন।

ইন্‌। লে চলো।

১ সভ্য। ইন্‌স্পেক্টার, এর পাথর ভাঙ্গা মোকুব হবে না?

ইন্‌। শুন্‌লে তো, তোমারও উপর মধুসূদন রাগ্‌বে, জানো!

২ সভ্য। আমি এমন আশ্চর্য্য স্ত্রীলোক কখনো দেখি নি।

সকলে। অদ্ভুত!

১ সভ্য। জগদীশ্বর! তোমার কার্য্য তুমিই জানো।

[সকলের প্রস্থান।

রামলালের সহিত কিশোরের প্রবেশ

রামলাল। কিশোর, ভাই, আমি এতদিন মনে ক'র্‌তুম যে, তোমরা বুঝি ঢং করে বেড়াও। ইদানিং যেমন এক সভা করা ফ্যাসান হ'য়েছে, তাই করো। কিন্তু ভাই, আমার চক্ষু ফুটেছে। আমায় তুমি মাপ করো। আমি কর্ত্তার কাছে মাপ চেয়ে এসেছি, শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের কাছে মাপ চেয়ে এসেছি, ভাবিনীর কাছে মাপ চাইবো। আমায়ও তুমি সমিতির মেম্বার ক'রে নাও। আমি মনে ক'র্‌তুম, মার কথা শুনে, তোমাদের সঙ্গে অসদ্ভাব ক'রে বুঝি মাতৃভক্তি দেখাচ্ছি। আমি বুঝ্‌তে পারি নি যে, অধর্ম্ম ক'চ্ছি;—তুমি মাপ ক'র্‌লে?

কিশোর। এক্‌শো বার, কি ব'লছো?

রামলাল। আচ্ছা ভাই, আমায় মেম্বার করো। আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি, নিমন্ত্রণে লোকজন সব আস্‌বে, আমি অভ্যর্থনা ক'র্‌বো। তুমি রিপোর্ট লিখেই এসো। আজকের দিনও কাজ নিয়েছ!

কিশোর। না হে, আইবুড়ো ভাতের হ্যাঙ্গামে আর তো বাড়ী থেকে বেরুতে পার্‌বো না, রিপোর্টটা দরকার।

রামলাল। আচ্ছা, আমি তবে চ'ল্লুম, তুমি রিপোর্ট লিখে এসো।

[রামলালের প্রস্থান।

কাগজ-কলম লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু, একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাচ্ছে। নাম জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লুম, ব'ল্লে না। যেন এক রকম!

কিশোর। ডাক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কোন দরিদ্র লোক হবে,—দরিদ্রের তো বাঙ্গালায় অভাব নেই।

মোহিতমোহনের প্রবেশ

কে তুমি?

মোহিত। আমায় চেনেন, আমার নাম মোহিত—আমি করুণাময়বাবুর বড় জামাই,—যার পরিচয় রাস্তায় আপনারা পেয়েছিলেন।

কিশোর। কে—মোহিতবাবু! আপনার এ দশা কেন?

মোহিত। আমার মতন লোকের আর কি দশা হয়? বোধ হয়, সে দিন রাস্তার কথা ভুলে গেছেন, তাইতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন, এ দশা কেন? সমস্ত পরিচয় শুনুন,—অকর্ম্মণ্য জীবনের ঘটনা আপনাকে ব'ল্‌তেই এসেছি। এন্‌ট্রেন্স পাশ হ'য়ে ধরাকে সরা দেখ্‌লেম,—

কিশোর। থাক্‌—সে সব কথা থাক্‌। বোধ হয় আপনার আহার হয় নাই, স্নানটান করুন, আহার করুন, তারপর সব শুন্‌বো।

মোহিত। না কিশোরবাবু, ব্যাঘাত দেবেন না,—মনের আগুন বা'র ক'র্‌তে দেন,—আপনাকে ব'লে যদি কিছু শীতল হয়। শুনুন—এন্‌ট্রেন্স পাশ হ'য়ে ভাবলুম, আমি একজন ক্ষণজন্মা,—মা-ও তাই ব'লতেন। বিবাহের সম্বন্ধ আস্‌তে লাগলো। মনে মনে ধারণা—সুন্দরী, রসিকা, বিদ্যাবতী, অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী কোন ভাগ্যবতী যদি আমার গলায় মালা দেয়, তা হ'লে আপনাকে ধন্যা জ্ঞান ক'র্‌বে। করুণাময়বাবুর কন্যার সঙ্গে বিবাহ

হ'লো। বড় গরপছন্দ। ঘৃণা হ'লো, ভাবলেম, পরিবার ত্যাগ ক'র্‌বো। মা-ই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌লেন।

কিশোর। মা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌লেন কি?

মোহিত। তাড়নায় আমার স্ত্রী মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে, আমার শ্বশুর এসে নিয়ে যান। মা ভাব্‌লেন, উপযুক্ত পুত্রের আবার বে' দেবেন। তা আমার তো হেঁজিবেজি পছন্দ হবে না। সেই জন্য সে কার্য্য রহিত হ'লো।

কিশোর। পড়াশুনা ছাড়্‌লেন কেন?

মোহিত। আমি genius আপনাদের মত কি গাধা? বিলেত যাবো, কত কি ক'র্‌বো, যাক্, কলেজ ভাল হ'য়ে গেল।

কিশোর। কলেজ ভাল হ'য়ে গেল কি?

মোহিত। নির্দ্দোষ শরীরে কলেজ একটা রোগ ছিল কি না! রমানাথ মামা, আমার একজন মা'র সম্পর্কে ভাই হয়, তিনিও সর্ব্বস্ব খুইয়ে আমাদের একজন ভেতুড়ে হ'য়েছিলেন। মাতুল মহাশয় দুলালবাবুর বাগানে নিয়ে যেতে আরম্ভ ক'ল্লেন। সেখানে সর্ব্বগুণসম্পন্না আমার উপযুক্তা মতিয়া বিবির সঙ্গে আমার আলাপ হ'লো।

কিশোর। সে তো বেশ্যা, আপনার খরচ চ'ল্‌তো কি ক'রে?

মোহিত। শ্বশুর যৎকিঞ্চিৎ দিয়েছিলেন; মা'র দেনাতেই অধিকাংশ গিয়েছিল। বলি নি বুঝি, মা কর্জ্জ ক'রে চালিয়ে আস্‌ছিলেন। ক্ষণজন্মা ছেলের ভাল কামিজ, এসেন্স, সাবান প্রভৃতি জোগাতে, জোগাতেই দেনায় প'ড়েছিলেন। যা বাকী ছিল, তা তো হাতালেম। তারপর মতিয়ার খরচ জোটে না! মাতুলের পরমার্শে, রূপচাঁদ মিত্রের কাছে জুচ্চুরি ক'রে বাড়ী বাঁধা দিই।

কিশোর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে কতক শুনেছি।

মোহিত। তবে শুনে থাকবেন। ইন্‌স্পেক্টারবাবু আমার স্ত্রীর প্রতি দয়া ক'রে কোন রকমে রেহাই দেন। আমার তো পরিশোধ দেওয়া উচিত,—স্ত্রীর ঋণ রাখ্‌বো কেন? রাস্তায় পরিশোধ দেবার চেষ্টা ক'রেছিলেম।

কিশোর। যাক্, ও সব কথা ছেড়ে দেন।

মোহিত। না—না, সংক্ষেপে বল্‌ছি, শুনুন। মতিয়ার গয়না চুরি করি; জেল হয়। খাটা অভ্যাস ছিল না, জেলে সাংঘাতিক ব্যায়রামে পড়ি। জেলের ডাক্তারবাবু—তাঁরই মুখে পরিচয় পাই, তিনি আপনার একজন বন্ধু—আমায় অনেক বোঝাতেন। আমার স্ত্রীর খাতিরে আমার প্রতি বিশেষ দয়াও ক'র্‌তেন। আমার স্ত্রীর গুণের কথাও অনেক শুন্‌তেম। ভাব্‌ছেন, তাতে আমার মন নরম হ'য়েছে? —না। জেল থেকে বেরিয়েই প্রথম ভাব্‌লেম যে, কোন রকমে স্ত্রীর সঙ্গে আবার আলাপ ক'রে যদি বাগিয়ে কিছু আদায় ক'র্‌তে পারি।

কিশোর। জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী গেলেন না?

মোহিত। বাড়ী কোথায়? আমার অংশ রূপচাঁদবাবুর গর্ভে, আর অর্দ্ধেক অংশ মায়ের দেনায় বিক্রী হ'য়ে গেছে। এর আগেই মা আমায় বাড়ী যেতে দিতেন না। মা'র চুরি ক'রেই চোর-বিদ্যা শিক্ষা হ'লো কি না!

কিশোর। তারপর—তারপর?

মোহিত। স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌লেম, পাগ্‌লী জোবি দেখা করিয়ে দিলে। দেখ্‌লেম, চুরির সামগ্রী কিছু নাই। তবে—স্ত্রী নিজে উপবাস গিয়ে আমায় অন্ন দিতো, তাই আহার ক'র্‌তেম আর পাঁচ রকম ধান্দায় ফিরতেম। আজ মাস দুই হ'লো, আমার স্ত্রী আমার জন্যে ভাত এনে দিলে, কিন্তু আপনি মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়ে গেল। জোবির ঠেঙে শুন্‌লুম, সে অনাহারে থেকে আমায় খাওয়ায়। এতদিন স্ত্রীকে ভাল ক'রে দেখি নি; যে দিন মূর্চ্ছা যায়, সে দিন দেখ্‌লুম। সে আমায় রোজ আপনার কাছে আস্‌তে ব'ল্‌তো, আমি তো স্ত্রৈণ নই যে, স্ত্রীর উপদেশ নেব! কিন্তু কে জানে, সেই দিন থেকে মনটা যেন আর এক রকম হ'য়েছে; আর স্ত্রীর মুখের ভাত খেতে যেতেম না। দক্ষিণেশ্বরে সদাব্রতে খেতেম। রোজ দিত না, হাত পেতে ভিক্ষা ক'র্‌তে পার্‌তেম না, দু-একদিন উপবাসও যেতো। পঞ্চবটীতে প'ড়ে থাক্‌তেম—প'ড়ে প'ড়ে কত কি মনে হ'তো। মনে হ'লো, আপনার কাছে যাই, তাই এসেছি।

কিশোর। ভাল ক'রেছেন, শোধরান, আপনার কাজ-কর্ম্ম করে দেব। আপনি স্নান-টান ক'রে খাবেন আসুন।

মোহিত। কিশোরবাবু, কাজ-কর্ম্ম এখনই দেন,—আমার উপযুক্ত কাজ দেন! আমি সমিতি ঝাঁট দেব, আপনাদের পায়ের ধুলো লেগে যদি আমার মতি ফেরে! এখনো আমার নিজেকে নিজের বিশ্বাস নাই। আমি দেখ্‌বো, আমার অভিমান গিয়েছে কি না, পরিশ্রমের অন্ন খেতে পারি কি না, সত্য শোধ্‌রাতে পার্‌বো কি না।

কিশোর। আসুন—আসুন, আপনি অনুতাপ ক'রবেন না। আমি আপনার ছোট ভাই। আপনার ছোট শালীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছে, গায়ে হলুদ হ'য়ে গিয়েছে, কাল বিবাহ। আসুন, আমার মিনতি রক্ষা করুন, আর কুণ্ঠিত হবেন না। আমি আপনার ছোট ভাই, আমার উপর আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

মোহিত। চলুন, কে জানে—আপনার সংবাদে যেন আনন্দ হ'চ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুর

রূপচাঁদ, যশোমতী ও রামী ঘট্‌কী

যশো। বলিস্‌ কি রামী? ভাগ্যিস্‌ সে দিন পত্র ক'রে ছেলের গায়ে হলুদ দিই নি! মিন্সে এমন জোচ্চর?

রামী। আমি ওর বাড়ীর ছাঁচতলা মাড়াই নি। বোস্‌-গিন্নি মাগী, দুটো মেয়ের বে'তে আমায় কত ডাকাডাকি ক'রেছে। আমি বলি, 'না, বাছা, তোমাদের কথার ঠিক নাই, ওর ভেতর আমি থাকি নি।'

রূপ। রামী, তুই ঠিক্‌ খবর ব'ল্‌ছিস?

রামী। কর্ত্তাবাবু কি বলে গা! এতক্ষণে বর সেজে বেরুলো! তুমি তোমার সরকার পাঠিয়ে খবর নাও না! খুব ধুম প'ড়ে গিয়েছে; বাড়ীতে জায়গা হবে না, পাশের মাঠ ঘিরে মস্ত আটচালা বেঁধেছে; বাঁধা রোসনাই হ'য়েছে। আমার কথা প্রত্যয় না করো, সরকার ম'শায়কে পাঠিয়ে দাও।

রূপ। বটে, তাই বেটা সেদিন পাগ্‌লামোর ভাণ ক'রে এসেছিল; পাগ্‌লামো বা'র ক'চ্ছি, আমার নাম রূপচাঁদ মিত্তির! ওরে গদা—

নেপথ্যে গদা। আজ্ঞে যাই।

রূপ। শীগ্‌গির আমার গাড়ী যুত্‌তে বল্‌ তো। আগে উকীলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখি, ব্যাটার দৌড়টা কতদূর। পাথর ভাঙ্গাবো—পাথর ভাঙ্গাবো, রূপচাঁদের রূপচাঁদ হজম করা যার তার কাজ নয়। আমি জান্‌তুম, ও কথার মানুষ!

রামী। হ্যাঁ—কথার মানুষ, আমি সাতটা সম্বন্ধ ক'র্‌লুম, ভেঙ্গে দিলে! কর্ত্তাবাবু যখন সম্বন্ধ করে, আমি জান্‌তে পার্‌লে কি এতে হাত দিতে দিই!

যশো। ও মা, কি নরুকে মিন্সে গো! আহা, দুলো আমার আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছে। এ কথা শুন্‌লে বাছা আমার বুক চাপ্‌ড়াতে থাক্‌বে! মিন্সের সব কাঁচা কাজ—বুঝ্‌লি রামী—সব কাঁচা কাজ! ওর সব অম্‌নি! আমি বল্লুম, 'মিন্সে পাকা ক'রে নে,' তা কানে কথা তুল্লে!

রূপ। গিন্নি, ভাব্‌ছো কেন? সব বুঝে নিচ্ছি, সব বুঝে নিচ্ছি! দেখি, বেটা কেমন ক'রে মেয়ের বে' দেয়!—রাত্রেই বাঁধিয়ে দেব। এতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়, সেও স্বীকার।

যশো। দুলোকে নিয়ে যাও,—জোর ক'রে বে' দেওয়াও। এ বে' না হ'লে, দুলো আমার ঘরবাসী হবে না। ও মিন্সেকেও জেলে দাও, আর মেয়েটাকে টেনে নিয়ে এসে, দুলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দাও—

রূপ। রসো না—রসো না।

গদার প্রবেশ

গদা। বাবু, গাড়ী তোয়ের হ'য়েছে।

রূপ। দ্যাখ্‌—দুলালবাবু কোথায়! আমি যাচ্ছি, তাকে করুণা ব্যাটার বাড়ীতে নিয়ে যাস্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

যশো। দ্যাখ্‌ দেখি রামী—দ্যাখ দেখি রামী, দুলোকে আমার বর সাজিয়ে পাঠাতে পার্‌লুম না! ঐ কর্ত্তা মিন্সে যত নষ্টের গোড়া!

রামী। মা, কি ক'র্‌বে মা, কালের ধর্ম্ম—মা কালের ধর্ম্ম।

যশো। তুই যা তো, মিউ-মিয়ে মিন্সে কি করে, আমায় এসে ব'ল্‌বি। ব্যাটাছেলের একটা হাঁক-ডাক নেই। যদি বউ না আন্‌তে পারে, আমি আজ বুঝে নেব। আমি তেমন বাপের বেটী নই। যশোমতী তেমন কায়েত নয়। আছি তো আছি, বেশ ভাল মানুষ, রাগ্‌লে কারো নই। তুই যা—তুই যা।

[প্রস্থান।

রামী। এ বে' তো ভণ্ডুল ক'রিয়েছি! আমায় ভাঁড়িয়ে দুটো মেয়ের বে' দিলে, গায়ের রাগ গায়ে মেখে এতদিন কাটিয়েছি। মেয়েটা দোপোড়া হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দেখি, মা সিদ্ধেশ্বরী কি নাই?

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পথ

জোবি

দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। বাবা, বেপ্যাটেন ল্যাং! দেড় ঠ্যাঙেগ এ কুঁজের বোঝা কি বয়া যায়? এসো ল্যাং, একটু টেনে এসো, বড় তাড়া—বড় তাড়া! গাড়ী জুত্‌তে তর্‌ সয় নি।

জোবি। আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

দুলাল। ভ্যালা—তোমার বাহাদুরি, এ চেহারা দেখ্‌তে যে খাড়া আছ, এইতে তোমায় ছেলাম।

জোবি। তুমি ভালবেসেছ, তুমি দরদী হ'য়েছ, আমি তোমার চোখ দেখে চিনেছি, আর যেন বেদরদী হ'য়ো না! যদি প্রেমের জ্বালা বুঝে থাকো, তা হ'লে যেন অবলাকে জ্বালা দিও না; বড় জ্বালা, বুঝেছ? জ্বালার ওষুধ কি জানো? আপনাকে ভাসিয়ে দেওয়া, পরের সুখে সুখী হওয়া। জ্বালা আর কিছুতে নেভে না—আর কিছুতে নেভে না! যারে ভালবাসো, তারে দরদ ক'রো।

দুলাল। পাগ্‌লি চাঁদ, এক হাত নিলে। জ্বলে বটে বাবা, খুবই জ্বালা দেখ্‌ছি চাঁদ, আপনার দরদ ক'র্‌লে দরদী হওয়া যায় না। কিন্তু চাঁদ, স্বভাব যায় ম'লে! তুমি কথার মত দু'কথা ব'ল্লে বটে, পারা যায় কি? ক'রে দেখেছ কি? না উড়োবুলি শিখে পথে ঝাড়্‌ছো?

জোবি। তুমি তো বুঝেছ, এ না ঠেক্‌লে কেউ কি শেখে! না ঠেকে শিখে কি পাগল হ'য়েছি?—না ঠেক্‌লে কি আপনাকে বিলিয়ে দিচ্ছি? না ঠেকে কি তোমায় চিনেছি? না ঠেকে কি দরদী হ'য়েছি?—তোমার দরদ বুঝেছি? ঠেকে শিখেছি, তাই তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি! নইলে তো আমার কাজ ফুরিয়েছে! শোনো, শোনো, প্রাণ দিয়ে প্রাণ কিনো, দেহ কিনো না। প্রাণ পেলে প্রাণ জুড়োয়, দেহ পেলে নয়। তুমি দরদী,—দরদ নিয়ে—প্রাণের বদলে প্রাণ চেও! সুখ চাও তো সুখী ক'রো! নইলে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ে। দরদী দরদ চায়, প্রাণ দিয়ে প্রাণ চায়, তার কাছে মাটির দেহের কদর নাই।

দুলাল। আচ্ছা চাঁদ, বড় তাড়া! তোমার পড়া মুখস্থ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'ল্লুম, কিন্তু বাবা, তেমন মেধা নয়, ভুলে যাই কি মনে থাকে!

জোবি। যখন শুনেছ, যখন দরদী প্রাণে বুঝেছ, তখন আর ভুল্‌বে না! এ কেউ ভোলে নি, কেউ ভোলে না! জেনো, এ ভোল্‌বার যো নেই, ম'লে ভোলে কি না—জানি নি!

[জোবির প্রস্থান।

দুলাল। নিলে বাবা পাগ্‌লী বেটী এক হাত! বেটীকে মাষ্টার রেখে বাবা যদি পড়াতো, দু'আঁখর শিখ্‌তুম। এ দরদী পাগ্‌লী, দরদ জানে! নইলে কি বাবা বেদরদী প্রাণে দরদ এসেছে বুঝতো!

[দুলালচাঁদের প্রস্থান।

জোবির পুনঃ প্রবেশ

জোবি। আর কি কাজ আছে? না! ঘোরা ফুরিয়েছে, ভিক্ষা ফুরিয়েছে, চোখের জলও শুকিয়েছে! আর জোবি কাঁদ্‌বে না, আর জোবি ঘুর্‌বে না, আর জোবি কারও জন্য ফির্‌বে না!

গীত

কোথা হে মধুসূদন,
ফুরালো আর কাজ কি আছে,
এক্‌লা নারী রইতে নারি,
থাক্‌বো গিয়ে তোমার কাছে।
থাকে না দিন, দিন গিয়েছে,
মনে গাঁথা সব র'য়েছে,
চরম দিন আজ উদয় হ'য়েছে,
আলো ক'রে আগে চল, পাগলিনী যাবে পাছে।

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বৈঠকখানা

বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ, বরবেশে কিশোর, ঘনশ্যাম, করুণাময় ইত্যাদি

রামলালের প্রবেশ

রামলাল। ম'শায়, বরযাত্র-কন্যাযাত্র—খাইয়ে দিই; লগ্নের এখনো দেরী আছে, আমরা খাইয়ে নিশ্চিন্ত হই।

ঘনশ্যাম। হ্যাঁ বাবা!

রাম। ব্রাহ্মণদের ছোট আটচালায় বসিয়ে দিইগে, তার পর বড় আটচালায় পাত করি।

ঘনশ্যাম। একেবারে সব বসাবে।

রাম। আমরা ঢের লোক সব হাম্‌রাই রইছি, ভাব্‌ছেন কেন? মোহিতবাবু যে খাট্‌ছে—বুঝ্‌লে কিশোর! দেখলুম, বড় চমৎকার লোক!

ঘনশ্যাম। বেই ম'শায়, বিমর্ষ হ'চ্ছেন কেন? আজকের দিন অন্য কথা মনে ক'র্‌বেন না।

করুণা। না—না, বিমর্ষ কেন?

উকীলের সহিত রূপচাঁদের প্রবেশ

রূপ। বিমর্ষ একটু হ'তে হবে বৈ কি! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন তো? আমি রূপচাঁদ মিত্তির। বাড়ী ফিরিয়ে দিয়েছি, দেনা শোধ ক'রে দিয়েছি, পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়েছি। সেগুলিও হজম ক'র্‌বেন, আর আমার ছেলের সঙ্গে বে' দেবেন না, তা কি হয়?

উকীল। ম'শায়, বড় অন্যায় কাজ ক'র্‌ছেন, cheating-এ প'ড়বেন। বিবেচনা করুন, এখনো এ কন্যা পাত্রস্থা হয় নাই। রূপচাঁদবাবুর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন, নইলে জেল খাট্‌তে হবে।

রূপ। তুমি না বড় সজ্জন লোক, তোমার না বড় কথার ঠিক? মেজো মেয়ের বে'র সময় শুনেছি—বড় হাত নেড়ে ব'লেছিলে যে, দুলালের সঙ্গে বে' দেবে না! টাকা চাও না। ব'লেছিলে, 'কথা দিয়েছি, এতে সর্ব্বনাশ হয় —সপরিবার মরে—তাও স্বীকার!' এখন তো দিব্যি কথার ঠিক দেখ্‌ছি! তুমি বাগ্‌দত্ত হ'য়েছ—মনে আছে কি? বাগ্‌দত্তা মেয়ের আর একজনের সঙ্গে বে' দিচ্ছ? তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, শাস্ত্রজ্ঞান নাই? তোমার মেয়ে অন্য পাত্রে প'ড়লে দ্বিচারিণী হবে—জানো? তা তোমার মেয়ে যা হয় হোক্‌। এখন তোমার মত কি—তা শুনি। মুখ থেকে খসাও? আর ঘনশ্যাম-বাবু, আপনি এই বাগ্‌দত্তা মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দেবেন? ছিঃ, অমন কাজ ক'র্‌বেন না।

কিশোর। এ পরামর্শ—মশায় কেন দিচ্ছেন?

ঘনশ্যাম। বে'ই ম'শায়, ভাববেন না। (রূপচাঁদের প্রতি) ম'শাই, বাগ্‌দত্তা কি ব'লছেন? পরস্পর আশীর্ব্বাদ করা হয় নাই, পত্র করা হয় নাই।

উকীল। Contract হ'য়েছে।

ঘনশ্যাম। বিজাতীয় আইন অনুসারে contract করায়, বাগ্‌দত্তা হয় না। রূপচাঁবাবু, কত টাকার contract ক'রেছেন বলুন, আমি এখনি সুদ সমেত সেই টাকা দিতে প্রস্তুত।

উকীল। উনি specific performance of contract-এ বিবাহ দিতে bound, আমরা যদি টাকা না নিই।

ঘনশ্যাম। ভাল—আদালত ক'রবেন! এখন আপনি টাকা নিতে প্রস্তুত কিনা বলুন? আমি সুদসমেত এখনি দিচ্ছি। কত টাকার দাবী বলুন? (করুণাময়ের প্রতি) বে'ই ম'শায়, আপনি বাড়ীর ভেতর যান, আমি কথা মেটাচ্ছি, কিছু চিন্তা ক'র্‌বেন না। যান যান, এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন না। (রূপচাঁদের প্রতি) ম'শায়, কত টাকা বলুন? আমার বাড়ী থেকে লোক ফিরে আসার অপেক্ষা,—কড়ায়-গণ্ডায় আপনাকে দিচ্ছি।

[করুণাময়ের প্রস্থান।

রূপ। যেও না—যেও না, অত লজ্জা কিসের? জচ্চুরি ক'র্‌তে লজ্জা হয় নি? বাগ্‌দত্তা মেয়ে আর একজনকে দিতে লজ্জা হ'চ্ছে না। বাঃ, খুব কারবার শিখেছ। এক মাল দু-খদ্দেরকে বেচতে শিখেছ।

ঘনশ্যাম। ম'শায়, মিছে বকাবকি ক'র্‌ছেন কেন? যা ক'র্‌তে হয়, ক'র্‌বেন।

রূপ। যা কর্‌বার ক'র্‌বো বই কি! সে পরামর্শ তো ম'শায়ের সঙ্গে নয়? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওহে করুণাময়, শোনো—শোনো, দুটো পয়সা নিয়ে যাও—কলসী কেনো, খিড়্‌কির পুকুর আছে—মেজো মেয়ে পথ দেখিয়েছে। যাও—যাও, কলসী নিয়ে যাও, কলসী নিয়ে যাও, মেয়ে বেচে খাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখিয়ো না!

ঘনশ্যাম। ম'শায়ের বড় মুখ বটে! টাকা দিয়েছেন, টাকা নেবেন, অত লম্বা কথা কেন? আপনি যান, আপনি এখানে নিমন্ত্রিত নন্‌।

রূপ। দেখ্‌ছি আপনার ঢের টাকা! টাকা যাক্‌, জেল খাটাবো—তবে ছাড়্‌বো।

দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। বাবা—বাবা, পেড়াপীড়ি করো না—পেড়াপীড়ি করো না। আমি বে' ক'র্‌তে চাই নি।

রূপ। দুলো এসেছিস্‌—আয়।

দুলাল। এসেছি, বে' ক'র্‌তে আসি নি, আমার আক্কেল হ'য়েছে বাবা! কিশোরবাবু, আমি খুব খুসী, তুমি বে' করো। বাবা, আমি ভালবেসেছি। তোমায় তো ব'লেছি, করুণাময়-বাবুর মেয়ে দেখে আমি এক রকম হ'য়ে গিছি, দেখ্‌ছো তো বাড়ী থেকে বেরুই নি, ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি নি, বাগানে যাই নি। বাবা, কিশোরবাবুর সঙ্গে আমোদ ক'রে বে' দিয়ে ঘরে ফিরে চলো।

রূপ। নে—চুপ কর্‌, বেল্‌কোপনা করিস্‌ নে। করুণাবাবু—করুণাবাবু শুনে যাও, নিজ মুখে ব'লে যাও, বে' দেবে কি না,—বলে যাও, —তারপর আইন আছে কি না, আমি বুঝে নিচ্ছি।

দুলাল। আর আইন কি ক'র্‌বে বাবা? আমি তো বে' ক'র্‌তে নারাজ, তোমার আইন তো চ'ল্‌বে না। বাবা, কিশোরবাবুকে দেখ, আর তোমার এই দুষমন চেহারা ছেলে দেখ। করুণাময়বাবুর মেয়ে যে দেখনি, তা হ'লে বাবা পেড়াপীড়ি ক'র্‌তে না, তা হ'লে সে পদ্মিনী মেয়েকে তোমার এই গুব্‌রেপোকা ছেলের সঙ্গে বে' দিতে চাইতে না।

১ লোক। আর তো ম'শায়, আপনার দাবী-দাওয়া নাই, আপনার ছেলে বে' ক'র্‌তে নারাজ।

দুলাল। হ্যাঁ মশাই, সবাই শুনুন, আমি নারাজ। বাবা বোঝো, এই দুষমন চেহারার যদি দুটি তিনটি মেয়ে কাটে, তা হ'লে বাবা সে সব মেয়ে পার ক'র্‌তে তোমার বিষয় থই পাবে না। এর সিকি কুঁজ নিয়ে এক এক লক্ষ্মী বেরুলেই তোমার মুণ্ডপাত হবে বাবা! বাবা, করুণাময়ের ঝাড়—মেয়ে বিয়োনোর ঝাড় —কুঁজো খোঁড়ার গাঁদি লাগিয়ে দেবে। বাবা, আমোদ ক'রে বে' দেখে যাও, না দেখ্‌তে পারো, বাড়ী যাও। আমি কিশোরবাবুর সঙ্গে জোটপাট দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাই!

রূপ। এমন ছেলেও জন্মেছিল! উকীল-বাবু, টাকাগুলো মাটি হবে না কি? ঘনশ্যামবাবু, বাড়ী খালাস ক'রে দিয়েছি, সাত হাজার টাকার দেনা দিয়েছি, পাঁচ হাজার টাকার নগদ নোট সই ক'রে দিয়েছি।

ঘনশ্যাম। ভয় নেই, সব শুদ্ধ কত টাকা বলুন, সুদ হিসাব করুন, আমি দিচ্ছি।

দুলাল। বাবা, একবার চামার-বৃত্তি ছাড়ো! অনেকের গলায় পা দিয়েছ, তোমার কুঁজো বেটার ভোগ হবে না বাবা! এ সব দাবি-দাওয়া ছেড়ে দাও; তোমার নাম জবুল্‌জবুলাট হ'য়ে যাবে। বুঝ্‌ছ না, তোমার এ রূপে-গুণে সোণার চাঁদ ছেলেকে যে বে' দেবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌বে বাবা! সম্বন্ধ ক'রে এসেই দড়ি বাগিয়ে রাখ্‌বে। কিশোরবাবু, আমার একটি মিনতি, এটি তোমায় রাখ্‌তেই হবে। এই চেন ছড়াটি, এই দুটি এয়ারিং আর এই দু'টি ব্রেস্‌লেট তুমি স্বহস্তে তোমার স্ত্রীকে পরিয়ে দিয়ে একবার দাঁড়াবে, আমি একবার তোমাদের দু'জনকে দেখ্‌বো! কিশোরবাবু, তোমার স্ত্রীকে ভালবেসে, আমি দুনিয়া আর এক চক্ষে দেখ্‌ছি। আমার মনে ময়লা নাই—

জ্যোতি আমার মায়ের পেটের বোন! বাবা, এই ক'টা টাকা ছেড়ে দিয়ে নাম কিনে নাও। কিশোরবাবু, আমার কথা রাখ্‌বে তো?

কিশোর। হ্যাঁ ভাই! তুমি এমন মহৎ-আত্মা,—আমি জান্‌তেম না।

দুলাল। পাগ্‌লি—পাগ্‌লি, দেখে যা, তোর পড়া ভুলি নি। আর জ্বালা নেই, আমার প্রাণ জল হ'য়ে গিয়েছে।

রূপ। এমন ছেলেও জন্মায়, মাগী নুন গিলিয়ে মারে নাই!

উকীল। ইস্‌! মস্ত case-টা হাতছাড়া হ'লো, nice point of law discuss হ'তো!

[রূপচাঁদ ও উকীলের প্রস্থান।

দুলাল। বোসজা ম'শায়—বোসজা ম'শায়, ভয় নাই, বেরিয়ে এসো।

ঘনশ্যাম। (সরকারের প্রতি) সরকার ম'শায়, কাল উকীলের বাড়ী গিয়ে কত টাকা হয়, হিসেব ক'রে দিয়ে এসো।

রামলালের পুনঃ প্রবেশ

রামলাল। ম'শায়, বর সম্প্রদানের জায়গায় বসালে হয় না? এখানেও না পাত ক'র্‌লে হ'চ্চে না!

ঘনশ্যাম। বেশ তো বাবা—বেশ তো। (পরামানিকের প্রতি) স্বরূপ, কিশোরকে নিয়ে আয়। ওরে ম'ধো, বিছানা-টিছানাগুলো তোল্‌।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

গোয়াল-ঘর

করুণাময়

করুণা। এই যে, এখনো গোষ্পদ-চিহ্ন র'য়েছে। জাহ্নবী-তীরের ন্যায় পবিত্র স্থান! বড় উৎসাহে গোশালা প্রস্তুত ক'রেছিলেম, গো-দুগ্ধে কন্যা প্রতিপালন ক'রবো! গোরত্ন লক্ষ্মীছাড়া গৃহে থাক্‌বে কেন? কে তুমি? হ্যাঁ—যা ব'লেছ,—নির্জ্জন স্থান বটে! এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি যথার্থ বিপদের বন্ধু! কিন্তু এতদিন দেখিনি কেন? বিপদের স্রোতে তো ভাস্‌ছি, এতদিন দেখা দাওনি কেন? হ্যাঁ—বুঝেছি! এত দুঃখে তবুও মান ছিল, এত দুঃখেও সত্য ভঙ্গ হয় নি, বুঝেছি, এখন চরম হ'য়েছে—তাই চরম সখা উদয় হ'য়েছ! মা, এসেছ? আমি যাচ্ছি! খিড়্‌কিতে বড় ভিড়, তাই এখানে এসেছি। অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি। তোমার বিপদ্‌-সখা দুঃখ-সাগরের কাণ্ডারীর দেখা পেয়েছি। দেখছো না, ঐ দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে। তুমি খেতে পাওনি, তাই জল খেয়ে পেট ভরিয়েছিলে! আমি তো খাচ্ছি, আমার জল খাবার প্রয়োজন নাই। এইখানে—এইখানে—অনেক উপায় আছে। এই অস্ত্র র'য়েছে। কিহে, কি ব'ল্‌ছ? অস্ত্রে ঠিক হবে না? না, ঠিক ব'লেছ! কি জানি, যদি না মর্ম্মে প্রবেশ করে! এই যে, আমার হীনতার সাক্ষী সঙ্গেই আছে। এখন আমায় পরিত্যাগ করো, আমি বন্ধুর আশ্রই নিই, তোমাদের আর প্রয়োজন নাই। (পাঁচ হাজার টাকার পাঁচখানি নোট নিক্ষেপ) রজ্জু—রজ্জু! ঠিক। মা, ব্যস্ত হয়ো না, অধিক বিলম্ব নাই। কিহে, আমার মতন অভাগা অনেক আছে, তাদের কাছে যেতে হবে, তাই ব্যস্ত হ'চ্ছ? বটে—বটে, একটু অপেক্ষা করো, এই আমি প্রস্তুত হ'চ্ছি। কোথা হ'তে ঝুল্‌বো? ঐ জানালা থেকে। ঠিক, অপেক্ষা করো—অপেক্ষা করো, কি জানি—কে আস্‌বে, আমি আগোড়টা দিই। (যাইতে যাইতে) আর কি মা—আর বিলম্ব তো নাই! (গোয়াল ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে আগোড় বন্ধ করণ)

কিরণ, মোহিত ও ঝিয়ের প্রবেশ

মোহিত। কই—কোথা? এখানে তো নাই।

কিরণ। হ্যাঁ—এই দিকেই এসেছেন; আমায় ব'ল্লেন—আস্‌ছি।

রামলালের প্রবেশ

রাম। কই, দেখা পেয়েছ?—আমি খিড়্‌কির ঘাট পর্য্যন্ত খুঁজে এলেম, কৈ—কোথাও তো পেলুম না।

ঝি। ও গো—এই গোয়ালের মধ্যে কি রা পাচ্ছি।

মোহিত। এ্যাঁ—তাই তো!

রামলাল। আগোড় ভেঙ্গে ফেলো—

আগোড় ভেঙ্গে ফেলো! (স্বগত) বুঝি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

সকলের আগোড় ভঙ্গ করণ ও উদ্বন্ধনাবস্থায় করুণাময়কে দর্শন

ওহে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এই যে ছুরি প'ড়ে, দড়ি কেটে দাও—দড়ি কেটে দাও। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—আসুন—আসুন।

মোহিতের জানালায় উঠিয়া দড়ি কাটিয়া দেওন ও রামলাল প্রভৃতির করুণাময়কে ধরিয়া লওন

রামলাল। শীগ্‌গির জল নিয়ে এসো—জল নিয়ে এসো! ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু!

সমিতির সভ্যগণের প্রবেশ

কিরণ। বাবা—বাবা! কি ক'র্‌লে—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! আমি কালসাপিনী কন্যা জন্মেছিলুম, আমা হ'তেই তোমার দুর্গতি! হায় হায়! অলক্ষণা কেন জন্মেছিলুম! কি হোলো, বাবা, ওঠো! এমন সর্ব্বনাশ ক'রে যেও না!

মোহিত। ডাক্তার, দেখুন—দেখুন (কিরণের প্রতি) ওঠো—স'রে যাও, দেখ্‌তে দাও!

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) Dead!—medulla ভেঙ্গে গিয়েছে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'য়েছে, আর উপায় নাই!

বেগে সরস্বতীর প্রবেশ

সর। কই—কই, আমায় ছেড়ে কোথায় যাও! (মূর্চ্ছা)

কিরণ। মা মা, ওঠো মা—ওঠো!

সর। (সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া) মরি মরি! বড় দুঃখ পেয়েছ! কারো কথা সইতে পারো না, বড় অভিমানে চ'লে গিয়েছ! এই ভাবনাই ভেবেছ! আমার ভাবনাই ভেবেছ। আমি মাথা গুঁজে থাক্‌বো, তাই বাড়ী ঠিক ক'রেছ! আমার পোড়া পেটের জন্য, আমার ছেলে মেয়ের জন্য—লোকের কাছে মাথা হেঁট ক'রে এসেছ, তাই আপনাকে বলিদান দিয়েছ! তা আমায় কেন বল নি? আমার কাছে তো কখনো কিছু লুকোও না? জ্যোতির বে'তে তুমি আপনাকে বলিদান দেবে, তা কেন আমাকে বলো নি? আমায় ছেড়ে তো একদিনও থাক্‌তে পারো না? আজ কেন ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ? আমায় ফেলে যেও না—আমায় সঙ্গে নাও!

মোহিত। (ডাক্তার ও রামলালের সহিত পরামর্শ করিয়া) কিরণ—কিরণ, তোমার মাকে নিয়ে যাও।

সর। কে, বাবা—মোহিত? আমায় কোথায় নিয়ে যেতে ব'ল্‌ছ? আমি যে কর্ত্তার সঙ্গে যাবো! এতদিন আমি আমার হিরণের কাছে যেতুম, কর্ত্তার জন্য পারি নি। ওঁর কষ্টের উপর কষ্ট হবে, তাই আমার হিরণের কাছে যাই নি। এখন আমার পথ খোলসা,—আর আমি থাক্‌বো কেন? তুমি কিরণকে নিয়ে ঘর ক'রো। কিশোর আমার জ্যোতির ভার নিয়েছে; বাবা, আর আমার তো কাজ নেই।

দ্রুতবেগে ঘনশ্যাম, কিশোর, জ্যোতির্ম্ময়ী ও অন্যান্য আত্মীয়ের প্রবেশ

জ্যোতি। মা—মা!

সর। কে রে? জ্যোতি! আর কেন ডাক্‌ছিস্ মা—আর কেন ডাকছিস্? আমি তোকে কিশোরকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। তারে আমার নলিনকে দেখ্‌তে ব'লিস্,—সে বড় অভাগা!

জ্যোতি। মা!—

সর। আর আমি তোদের মা নই,—আর কেন মা ব'ল্‌ছিস্? ঐ দ্যাখ্, হিরণের হাত ধ'রে কর্ত্তা আমায় ডাক্‌ছে! (মৃত্যু)

কিশোর। ডাক্তার—ডাক্তার!

ডাক্তার। ইস্ — heart-এর action stopped. Icy-cold.

কিশোর। কোন উপায় নাই?

ডাক্তার। মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে, বোধ হয় Artery ছিঁড়ে গেছে।

নলিনের প্রবেশ

কিরণ। নলিন, বাবা—মা ছেড়ে গেল!

নলিন। অ্যাঁ—মা! এই যে বাবা! বাবা—বাবা—ও মা—মা!—দিদি—কি হবে!

ঘনশ্যাম। ভয় কি বাবা, আমি তোমার বাপ,—আমি তোমার মা!

কোলে তুলিয়া লওন

মোহিত, মায়েদের নিয়ে যাও। **কিশোর,**

ভাবিনীকে আর বড় বউকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও। আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম! ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা! প্রতি গৃহে দারিদ্রতা! সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান!—তথাপি আমরা **পুত্রের** শুভবিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন ক'র্‌তে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ, আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি—জগতে **এক** নূতন রহস্য! বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—**বলিদান!!**

যবনিকা পতন

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা

[প্রহসন]

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের "L'Amour Meaecin" অবলম্বনে রচিত

(১৭ই পৌষ, ১৩১৩ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

হারাধন ("ম্যানিয়া"গ্রস্ত বড়লোক—পর হইবার আশঙ্কায় কন্যার বিবাহদান-বিরোধী)। রসিকমোহন (প্রেমোন্মত্ত যুবা—রতনমালার অনুরাগী)। সনাতন (হারাধনের প্রতিবাসী)। মাণিক (হারাধনের ভৃত্য—গরবের অনুরাগী)। মিঃ নন্দী (দ্রুতভাষী), মিঃ ঢোল (মন্থরভাষী) এলোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়।

জহুরী, এসেন্সওয়ালা, ছবিওয়ালা, পোষাকওয়ালা, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বৈদ্য, হকিম, পশু-চিকিৎসক, ড্রেসার, গো-বৈদ্য, বাদ্যকারগণ, পুরোহিত, নাপিত, মালী, বরযাত্রী, ও কন্যাযাত্রীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

রতনমালা (হারাধনের কন্যা—রসিকমোহনের অনুরাগিনী)। গরব (হারাধনের গৃহে প্রতিপালিতা দাসী)।

ধাত্রীদ্বয়, জোঁকওয়ালী, বেদিনী, এয়োগণ, বঙ্গরমণীগণ, পুরস্ত্রীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

গীত

দুনিয়া পুরানো,
হেথা চল্‌বে না কো নয়া ঢং।
হিঁদুয়ানি টপকে গেলে,
কালি মেখে সাজবে সং॥
যতটা সয় রয়,
তার বেশী ভাল নয়,
চাল-বেচাল কি হিঁদুর ঘরে সয়?
বেচালে বেজায় নাকাল,
দেখিয়ে দেবে রং বেরং॥
সেয়ানা যে শুনে শেখে
সেও ভাল যে শেখে দেখে,
বেকুবের হাড়ে হাড়ে শিখতে হয় ঠেকে;
নাক কাণ আপনি মলে
তালি দে লোক দেখে রং॥

প্রথম দৃশ্য

হারাধনের বাটী

হারাধনের প্রবেশ

হারা। বেটাদের বায়না কত—দশ হাজার নগদ, বিশ হাজার গয়না, হীরে মাণিক, সোণা-রূপোর খাট বিছানা, আবার নিজের মেয়েটি; চোর দায়ে ধরা পড়েছি—সাদি নেই দেঙ্গা! আমার মেয়ে বড় হুয়া তো কার বাবার কেয়া হুয়া! বে' কভি নেহি দেঙ্গা! জাত জাঙ্গা?—জাঙ্গা জাঙ্গা! বটে—বে' দেবো! বেটারা লুচি খাবেন? আর আমার মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নবাবের-বেটা-নবাব জামাই বাড়ী নিয়ে যাবেন,—আবার দান সামগ্রী দাও টাকা দাও—সে পাত্র আমি নই, সে পাত্র আমি নই।

মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। আজ্ঞে সে পাত্র আপনি লয়, সে পাত্র আপনি লয়।

হারা। দেখ মাণ্‌কে, তুই একটু বুঝিস্‌ সুঝিস্‌—

মাণিক। আজ্ঞে হাঁ।

হারা। বল দেখি—মেয়ে আমার কি আর কার?

মাণিক। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

হারা। চোপরাও বেটা—বল্‌ মেয়ে আমার কি কার?

মাণিক। আজ্ঞে কোন্‌ মেয়েটি?

হারা। বল্‌ বেটা, আমার মেয়ে আর কোন্‌ মেয়ে?

মাণিক। আজ্ঞে আপনকারই মেয়ে, আপনকারই মেয়ে।

হারা। তবে আর কে কি বলে!

মাণিক। আজ্ঞে কে কি বলে, কে কি বলে?

হারা। ষোল বছরের মেয়ে হ'য়েছে—হোক।

মাণিক। আজ্ঞে হোক—হোক।

হারা। তবে আর কি!

মাণিক। আজ্ঞে তবে আর কি।

হারা। খপরদার বেটা, কারুকে বাড়ী ঢুকতে দিবি নি।

মাণিক। আজ্ঞে তা কি হয়—বাড়ী ঢুকবে কে?

হারা। দেখ্‌—ঘটক বেটাকে দেখ্‌বি আর অম্‌নি দোরে খিল দিয়েছিস্‌।

মাণিক। আজ্ঞে হুড়কো দেবো।

হারা। শোন্‌ মাণ্‌কে—বেটাদের আস্পর্দ্ধার কথা শোন্‌—

মাণিক। আজ্ঞে শুন্‌বো বই কি—শুন্‌বো বই কি।

হারা। এখনি শোন্‌ বেটা।

মাণিক। আজ্ঞে কাণ পেতে খাড়া র'য়েছি।

হারা। বেটারা বলে—ষোল বছরের মেয়ে হ'লো, একটি পাত্র ডেকে এনে বে' দাও। আবার বলে,—দান সামগ্রী দিয়ে বে' দাও; আবার বলে —নগদ কিছু দিতে হবে। শুনেছিস্‌ বেটাদের আস্পর্দ্ধা?

মাণিক। আজ্ঞে খুবই গর্‌জে কথা বলে—খুবই গর্‌জে কথা বলে।

হারা। আবার শোন্‌—বলে, দৌহিত্র হবে।

মাণিক। আজ্ঞে তা কি হয়—তা কি হয়!

হারা। বলে—আমার বিষয় ভোগ ক'র্‌বে।

মাণিক। ইঃ—তা আর কর্‌তে হয় নি!

হারা। তবে আর কি—আমি চল্লুম, তুই হুঁসিয়ার থাকিস্‌।

মাণিক। আজ্ঞে খুব হুঁসিয়ার রইলুম।

হারা। দেখিস্‌!—

[হারাধনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হারাধনের বাটীর সম্মুখ—বাটীর মধ্যে মাণিক

গরবের প্রবেশ

গরব। (স্বগত) আমারও যেমন পোড়া কপাল, দিদিমণিরও তেম্‌নি। ভাগ্যিস্‌ গিন্নী ঠাঁই দিয়েছিল, তাই পেটের জ্বালায় ভিক্ষে কর্‌তে হয় নি। আহা মাগী যেন মেয়ের মতন ক'রে পেলেছে। আর তার মেয়ের এই পোড়া কপাল! আমার যেন বাবা টাকাকড়ি দিতে পারে নাই তাই বে' হলো না। ওমা, বুড়ো মিন্সে, টাকার কাঁড়ির উপর ব'সে আছিস্‌, তুই মেয়ে আইবুড়ো রাখছিস্‌ কি দুঃখে! দিদিমণি যে তেমন নয়, তা নইলে ওই তো রসিক বাবু—ঘুর ঘুর ক'রে ঘোরে, দিদিমণিও জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে। আমরা হতুম, জানালা দিয়ে উলে গিয়ে বে' ক'রে, তবে আর কাজ।

মাণিক। (ভিতর হইতে) এই গরবি বেটি আস্‌ছে, দোর দিই।

দ্বার বন্ধ করণ

গরব। (অগ্রসর হইয়া) মাণ্‌কে, দোর দিচ্ছিস্‌ কেন?

মাণিক। কর্ত্তা না তোবে পাড়া বেড়াতে মানা করেছে, আবার পাড়া বেড়াতে গিয়েছ? এই কর্ত্তাকে ডেকে দেখাচ্ছি।

গরব। আহা মাণিক, আমি তোমার জন্যে মরি, আর তুমি আমায় এ রকম কর?

মাণিক। আহা মরো না, ম'রে দানা পাও।

গরব। তোরে কত সোহাগ করি—

মাণিক। সোহাগ তো ভুড়্‌ ভুড়্‌ করে,—"মাণ্‌কে, মুখপোড়া, ঝাঁটাখেকো!" আমি কাকুতি মিনতি করি,—"গরব একবার চাও না!" চাইতে বল্লে মুখে থুতকুড়ি দিয়ে যাও,—আজ তেম্‌নি থেঁত্‌লান্‌ থেঁত্‌লাবো।

গরব। তবে আমি বামুন বাড়ীর হীরের কাছে চল্লাম, আমার মনের কথা তাকে বলিগে।

মাণিক। কেনে, তাকে বল্‌বি কেনে— আমার কি কাণ নাই, আমি কি শুন্‌তে জানি নে?

গরব। তবে শোনো মাণিক, শোনো—(ফুস্‌ ফুস্‌ শব্দ করণ)

মাণিক। একটু গলা হাঁকারে বল—অমন ফুস্‌ ফুস্‌ ক'র্‌লে শুন্‌বো কেমন ক'রে?

গরব। তুই দোরের আড়াল হ'তে শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে।

মাণিক। তুই গলা হাঁকারে বল্‌ দেখি— কেমন শুন্‌তে না পাই।

গরব। (স্বগত) ছোঁড়া আমায় ভালবাসে, বলে তো আমাদের জাত। মুখপোড়া যেন পায়ে পায়ে ঘোরে। ওইতে তো আমার রাগ হয়।

অস্পষ্ট শব্দ করণ

মাণিক। আরে বুঝ্‌তে লার্‌চি।

গরব। দোর দিয়ে কি বোঝা যায়।

মাণিক। বোঝা যায় না।—তুই ঠায়ে বল্লেই বুঝ্‌বো।

গরব। ও মনের কথা—ঠায়ে বল্লেও বোঝা যায় না। কই, তুই বল্‌ দেখি, কেমন বুঝতে পারি?

মাণিক। ও গরব—গরবমণি—

গরব। আ মর্‌ মুখপোড়া—কি ফুস্‌ফুস্‌ ক'চ্চে দেখ্‌।

মাণিক। ফুস্‌ফুস্‌ কর্‌বো কেনে? এই যে গলা হাঁকারে বল্‌ছি—ও গরব—গরবমণি— তুমি আমায় বে' করবে?

গরব। এই দেখ, কি তড়্‌বড়্‌ তড়্‌-বড়্‌ করে, আমি একটিও বুঝতে পাচ্ছি নে।

মাণিক। বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে—তবে শোন্‌। (দোর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া) গরব— গরবমণি—আমি তোমার জন্যে মরি!

গরব। ও মাণিক — মাণিকচাঁদ, — তোমার কাণে একটা মনের কথা বলি—দাঁড়াও।

মাণিক। আচ্ছা কি বল্‌বি বল?

গরব। তুই চোখ বুজে কাণ পেতে দাঁড়া, আমি আস্তে আস্তে মনের কথা বল্‌বো, নইলে কেউ শুন্‌তে পাবে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি চোখ মুদে দাঁড়িয়েছি, তুই বল্‌। (চক্ষু মুদিয়া দণ্ডায়মান)

গরব। আচ্ছা, আমি বল্‌ছি, তুই দাঁড়া। (বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করণ)

মাণিক। কই, বল্লি নি?

গরব। (ভিতর হইতে) তুই দাঁড়া—কর্ত্তাকে বলি, তুই পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলি।

মাণিক। ও গরব—তোমার পায়ে ধরি গরব, দোর খুলে দাও গরব!

গরব। না—তুই দাঁড়া, আগে কর্ত্তাবাবুকে বলি, তুই সনাতন বাবুর কাছে সম্বন্ধ কর্‌তে গিয়েছিলি।

মাণিক। দই—গরবের দই—এই নাক রগ্‌ড়েছি—কাণ মল্‌ছি, ঘাট করেছি—আর অমন কর্‌বো নি।

গরব। আমি যা বল্‌বো—তা শুন্‌বি?

মাণিক। শুন্‌বো—শুন্‌বো—ঘাড় একাশি ক'রে শুন্‌বো, তুই যা বল্‌বি শুন্‌বো।

গরব। আচ্ছা, তবে আয়। (দোর খুলিয়া দেওন)

উভয়ের গীত

মাণিক। নাক কাণ মলালি,
  এখন পীরিত একটু কর!
গরব। ওমা ছিঃ ছিঃ,
  তোর পীরিতে ভূতে ক'র্‌বে ভর!
মাণিক। গরবিনী গরবমণি, কও না কথা,
  চাও না ফিরে!
গরব। মুখখানা তোর গোম্‌ড়া পানা,
  আঁতকে উঠি, চাইবো কি রে?
মাণিক। এত তোর গরব কিসে?
গরব। রূপের গরব—মর মিন্সে!
মাণিক। তাইতে তো আছি ম'রে!
গরব। মরেছিস্‌ বলিস কি রে?
  দেখি দাঁড়া নুড়ো ধ'রে!
মাণিক। ইস্‌, তোর সোহাগ ভারি!
  এতটা কর্‌বি কদর?
গরব। কর্‌বো না কদর? সাত রাজার ধন
  সোণার মাণিক—তুই কি আমার পর!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হারাধনের বৈঠকখানা

হারাধনের প্রবেশ

হারা। ওঃ, শাস্ত্র কি মিছে!—গিন্নী যদি ম'লো তো মেয়ে বিইয়ে গেল! তাইতে তো বলে—বিপদ এক্‌লা আসে না। মেয়ে যদি বি'য়োলো তো মেয়ে বড় হলো,—কোত্থেকে পাড়ার লোকও জুট্‌লো—বলে বে' দাও। আচ্ছা মেয়ে হবি হ—বড় হবি হ—তো মুখ গুমড়ে অমন ব'সে থাক্‌বি কেন? কেন—তা আমায় বোঝা! কথাই কইবে না—তো বোঝাবে কি? এই দেখ দেখি, এই এতগুলি বিপদ একেবারে ঘাড়ে চাপ্‌লো! আবার বিপদ—মেয়েটাকে না দেখ্‌লে বাঁচি নে! মনে কর্‌লুম তোয়াক্কা রাখবো না;—মন খারাপ হবে—টাকা নাড়বো-চাড়বো। টাকা নেড়েও সোয়াস্তি পাই নে, মেয়েটাকে মনে পড়ে!—মেয়েটার কি হলো—তাই তো—কি হলো—

জহুরী, ছবিওয়ালা, পোষাকওয়ালা ও এসেন্সওয়ালার প্রবেশ

(স্বগত) এই দেখ, মাগ্‌কে বেটা দোর খুলে দিয়েছে। (প্রকাশ্যে) এখন তোম্‌রা যাও গো—যাও, এখন আমার বড় মন খারাপ।

জহুরী। আজ্ঞে তাই তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম।

সকলে। আজ্ঞে তাইতে তো এলুম—তাইতে তো এলুম!

হারা। আমার বিপদ—

সকলে। আহা, বিপদ শুনেই এসেছি—বিপদ শুনেই এসেছি।

সনাতনের প্রবেশ

হারা। আমার মেয়ের ব্যামো—

ছবি। অ্যাঁ, মেয়ের ব্যামো!—তবে ব'সতে হ'লো।

পোষাক। ব্যাওরাটা তো জান্‌তে হ'লো।

এসেন্স। উপায় কর্‌তে হ'লো।

হারা। আর উপায়!—উপায়ের বা'র।

সকলে। সে কি—সে কি?

হারা। তা বই কি—কোন কথা ভাঙে না, দিবারাত্রি চুপ ক'রে ভাবে, চোখ ছল ছল করে, নিশ্বেস ফেলে, হ'লো—হাঁ ক'রে আকাশ পানে চেয়ে থাকে!

জহুরী। এর আর কি, সোজা উপায়। এই স্বদেশী স্যাক্‌রার গড়ন একছড়া হীরের "বঙ্গবাসী নেক্‌লেস" কিনে দেন, এখুনি এক গাল হাসবে।

ছবি। ওতে হবে না, ওতে হবে না—এই স্বদেশী "কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীর" চিত্র খানি দেন, এখনি হেসে লুটোপুটি খাবে।

পোষাক। না—না—ওতে হবে না,—এই স্বদেশী সাঁচ্চা "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জ্যাকেট"টি কিনে দেন দেখি, গায়ে দিয়ে আয়নায় মুখ দেখ্‌বে, আর আহ্লাদে আটখানা হবে।

এসেন্স। আঃ, ওতে কি হবে,—এই স্বদেশী "বয়কট এসেন্স" দেন, শুঁক্‌বে—আর রোগ-বালাই দেশ ছেড়ে পালাবে;—প্রাণ ঠাণ্ডা হবে—মন ঠাণ্ডা হবে—বলবো কি, এসেন্স শুঁকে পাগল ভাল হ'য়েছে।

হারা। আর আমায় বুঝি পাগল কর্‌তে এসেছ?

সনাতন। তাই তো, তাই তো—যে যার মাল বেচ্‌তে এসেছেন! ও'র স্বদেশী স্যাক্‌রা হ্যামিল্‌টন, ও'র স্বদেশী ছবি ফরাসী, ও'র স্বদেশী বডি র‍্যাঙ্কিনের আর ও'র স্বদেশী এসেন্স জার্ম্মাণীর। কর্ত্তা ওতে ভোলে না হে—কর্ত্তা ওতে ভোলে না। তোমাদের মত স্বদেশী জুটেই স্বদেশী কাজটা মাটি কর্‌তে বসেছ! আহা, শুভক্ষণে লোকের স্বদেশী জিনিসে ঝোঁক হয়েছে, তোমরাও এক দাঁও পেয়েছ—যত বিদেশী জিনিস এনে জুচ্চুরি ক'রে স্বদেশী ব'লে ধাপ্পা দিচ্ছ! কর্ত্তা আমাদের সব বোঝে। (হারাধনের প্রতি) আমার কথা শোনো—মেয়ে বড় হয়েছে, বে'র সময় হয়েছে,—

হারা। হুঁ!

সনা। আমি যে 'রসিকমোহন' ব'লে পাত্রটি ঠিক করেছি, রূপে-গুণে, কুলে-শীলে যেমন হ'তে হয়, কিছু খরচ হবে না—

হারা। হুঁ!

সনাতন। রসিকমোহনের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দাও।

হারা। হুঁ!—আর তিনি বে' ক'রে, আমার

মেয়েটির হাত ধ'রে নে বাড়ী চলে যান! ওরে বাপ্ রে—খুনে রে— [দ্রুত প্রস্থান।

সনাতন। এইখানে এসেছ দাঁও বাগাতে?

জহুরী। আমরা তো বাগিয়েছিলুম, আপনি যে বাগ্ড়া দিলেন।

সনাতন। নাও নাও, স'রে পাড়ি এসো, এখানে বাগ-সাগ্ চল্বে না! দেখছো না—টাকা খরচ হবে ব'লে মেয়ের বে' দিচ্ছে না; বলে কি জানো, আমার মেয়ে আমার থাক্বে না, পরকে দেবো?

মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। ম'শায়েরা ভেতরে থাক্বেন কি বাইরে থাক্বেন বলুন, আমি দোর দোব।

সনাতন। কেন বাপু, দোর দেবে কেন?

মাণিক। আজ্ঞে কর্ত্তার হুকুম—দোর দিতেই হবে।

সনাতন। দোর তো দেবে, আবার খুলে দেবে তো?

মাণিক। আজ্ঞে কাল সকালে,—কর্ত্তার হুকুম।

সনাতন। তবে আমরা চল্লুম।

মাণিক। আজ্ঞে থাকেন থাকুন, কর্ত্তা তা কিছু বলেন নেই; কিন্তু দোর আমি দোবো।

সনাতন। আচ্ছা বাপু, তুমি দোর দাও, আমরা চল্লুম।

সকলের গীত

বিক্রেতাগণ। রুখেছি স্বদেশ হিতে
জীবন দিতে চার জনে।
সনাতন। ভিরকুটীতে চারটি সমান
কমবেশী নাই ওজনে।
জহুরী। ঠিক স্বদেশী "বঙ্গবাসী নেক্লেস" যে পরে,
দেশহিতৈষী ঠিক বলি তারে,
দেশের মুখ আলো সে করে;
ছবি। "কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীর"
স্বদেশী তসবীর,
দেখলে ক্রমে স্বদেশ-প্রেমে
ঝ'রবে চোখে নীর;
পোষাক। আঁটলে জ্যাকেট "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ",
আয়না ধ'রে বুকে দেখে স্বদেশ-প্রেমের জেদ,
জ্যাকেটে জমাট বাঁধে বঙ্গচ্ছেদের খেদ;
এসেন্স। সাধের এসেন্স সাধের নাম "বয়কট",
শুঁক্লে পরে স্বদেশ-প্রেমে করে সে ছটফট,
ঝাড়ে লেক্চার চটপট, হয় বীরাঙ্গনা চট,
বিক্রেতাগণ। ফিরি দেশের তরে ফিরি ক'রে,
অনুরাগ খুব গণ্গণে।
সনাতন। এরা মর্বে কবে কে জানে,
কি আছে যমের মনে।

মাণিকের প্রস্থান ও ন্যাদ্না লইয়া পুনঃ প্রবেশ

মাণিক। গুড়ি গুড়ি দাও পাড়ি, যাও বাড়ী,
নইলে এই ন্যাদ্না ঝাড়ি,
থাক্তে লারবে এখানে।
হেথায় চলবে নি কো গান,
আমি মাণিক, নই পাঁড়ে দারোয়ান,
খুব সেঁটে দেবো দোর এঁটে,
কর্ত্তার কড়া হুকুম—নাও শুনে॥
[মাণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাণিক। আর একটা কি কর্ত্তা বল্লে যে? হ্যাঁ,—এরা গেল কি রইলো, খবর দিতে হবে। গেল বই কি? যদি বলে, কোথায় গেল? দোর খুলে পেছু পেছু দৌড়বো? দেখবো কোথায় যায়? না, এখনি দেখবো না কি? (দৌড়াইবার উপক্রম)

হারাধনের পুনঃ প্রবেশ

হারা। মাণ্কে, তুই কি কচ্ছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে দৌড়ব মনে ক'রে কাপড় গুছুচ্ছি।

হারা। কেন রে বেটা?

মাণিক। আজ্ঞে যদি জিজ্ঞোসেন—ওরা কোথায় গেল, তা'হলে তো বল্তে লার্বো, তাই পেছু পেছু দৌড়ব ভাবছি।

হারা। নে, তুই রতনকে ডেকে আন্।

মাণিক। আজ্ঞে গরব যদি সঙ্গে আসে?

হারা। আসে আসুক।

মাণিক। আজ্ঞে দেখুন—আমার দায়-দোষ নাই। সে আসবে, সে বড় বাধায়ে, দিদিমণির সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। আজ্ঞে চল্লুম তবে?

হারা। জ্বালাতন কর্লে! নে'তোর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

[হারাধন ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রতনমালার কক্ষ—রতনমালা ও গরব

হারাধনের প্রবেশ

হারা। শোন্ রতন, আজ আমি একটা হেস্ত-নেস্ত কর্‌বো—তবে ছাড়বো। তোর কি হয়েছে, বল্‌তেই হবে। বল্‌বি নি?

রতন। কই, কি হয়েছে!

হারা। কি হয়েছে! অমন মুখ গোমড়া ক'রে থাক কেন? কি চাও, একটা মুখের কথা খসালেই তো হয়। কোন্ জিনিস তোমায় দিই নাই?—গয়না দিয়েছি, পোষাক দিয়েছি, ছবি দিয়ে ঘর সাজিয়ে দিয়েছি, ঘরের নীচে ফুল-বাগান ক'রে দিয়েছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, গান শিখিয়েছি, বুনতে শিখিয়েছি, ছবি আঁকতে শিখিয়েছি, ফটোগ্রাফ তুল্‌তে শিখিয়েছি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করেছি—

গরব। মাথা কিনেছ!—

হারা। চুপ মাগী, চুপ। — গিন্নীর আস্‌কারাতে খুব বাড়িয়ে তুলেছ। (রতনের প্রতি) হ্যাঁরে, একছড়া হীরের "বঙ্গবাসী নেক্‌লেস" নিবি?

গরব। ধুয়ে খাবে!—ঢের নেক্‌লেস আছে!

হারা। রবিবর্ম্মার ছবি নিবি?

গরব। গোল গোল বোম্বাই মুখ দেখে স্বর্গে যাবে।

হারা। দ্যাখ, বলে না,—"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জ্যাকেট" নিবি?

গরব। হ্যাঁ—সোল্‌তে পাকাবে।

হারা। শিশি কতক "বয়কট এসেন্স" নিবি?

গরব। একটা রাঙ্গা চুসি নিবি? এসেন্স কি কর্‌বে গো—চৌবাচ্ছার জল বাড়াবে না কি? এসেন্সের শিশি যে আর ঘরে ধরে না।

হারা। তবে কি চায়—তুই ছাই আমায় বল্ না?

গরব। চায় একটি বর।

হারা। চোপ মাগী চোপ—যত বড় মুখ না তত বড় কথা!

গরব। তবে কাতলা মাছের মুড়ো খাবে।

হারা। সত্যি নাকি—সত্যি নাকি?

গরব। সত্যি না তো আর কি? সত্যি কথা বল্লে তো আর শুন্‌বে না।

হারা। কি সত্যি কথা—বল্ না?

গরব। ঐ যে বল্লুম—বর চায়।

হারা। বর চায়—ছেলের হাতে মো! বর চায়—বাঁদর চায়—উল্লুক চায়—ভাল্লুক চায়!—রতন, বল্ কি চাস্? বল্—বল্—বল্‌ছি? নইলে আমি আত্মহত্যা কর্‌বো, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো, বিবাগী হ'য়ে চ'লে যাবো!

রতন। কি বলবো!

গরব। (জনান্তিকে) বল্ না কেন—বর চাই।

হারা। (স্বগত) আমি স'রে পড়ি,—কি জানি যদি ব'লে ফেলে। কথায় কাণ দেবো না। (প্রকাশ্যে) তুই বল্লি নি, আমি চল্লুম বিবাগী হ'য়ে। [হারাধনের প্রস্থান।

গরব। হ্যাঁগা দিদিমণি, বলি মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌লে না যে বর চাই?

রতন। নে, তুই আর জ্বালার উপর জ্বালাস্ নি, আমার মরণই ভাল।

গরব। হ্যাঁ—সে একরকম মন্দ নয়।

রতন। তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিস্?

গরব। ঠাট্টা কি গো, তোমার এত জ্বালা, ম'রে জুড়োবে।

রতন। মরণ বল্লেই তো মরণ হয় না!

গরব। তা হবে না কেন গো, ঠিক মরণ হয়।

রতন। কিসে?

গরব। এই দড়ি, ছুরি, আফিং, গঙ্গায় ডোবা—

রতন। তুই ঠাট্টা কচ্ছিস্, আমি সত্যি বিষ পেলে খাই।

গরব। তা বেশ তো গো, যদি মন হ'য়ে থাকে, বিষ খেতে চাচ্চ, খাও না। যেখানে আট আনা আফিং-এর ভরি, সেখানে বিষের ভাবনা?

রতন। আফিং কে এনে দেবে?

গরব। তার জন্যে ভেবো না, আমি যোগাড় কর্‌বো।

রতন। তুই আমায় আফিং কিনে এনে দিবি!

গরব। তা দিদিমণি, তোমাদের এদ্দিন খাচ্চি, পরচি, গিন্নী কত যত্ন করেছে, কর্ত্তা

কত আবদার সয়, তুমি তার এক মেয়ে, সখ ক'রে আফিং খেতে চাচ্চ, একটু আফিং এনে দিতে পার্‌বো না, লোকে যে বেইমান বল্‌বে!

রতন। তুই কি সত্যিই আমায় আফিং এনে দিবি? ঠাট্টা কচ্ছিস্‌?

গরব। হ্যাঁগা, তোমার এমন খাটো মন, বিশ্বাস করো না। তবে বুঝি তুমি ঠাট্টা কচ্চ?

রতন। বুঝেছি বুঝেছি, আমায় বিষ এনে দিয়ে বাবাকে ব'লে দিবি।

গরব। মাইরি না, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি। (গায়ে হাত দিয়া) হলো?

রতন। গরব, তোকে মনে কর্‌তুম্‌, তুই আমার আপ্‌নার। তুই আমায় হাতে ক'রে বিষ দিবি!

গরব। এ কাজ তো দিদিমণি, আপনার লোকেই করে।

রতন। দ্যাখ্‌—আমার দুঃখ কেউ বুঝ্‌ছে না!

গরব। তোমার ঢং কেউ বুঝ্‌ছে না, বল!

গরব। ঢং কিরে?

গরব। ঢং নয় তো কি? আমি কি মেয়েমানুষ নই, আমি কি কাণা? আমি কি দেখি নি—জান্‌লা খুলে তাকিয়ে থাকো, কখন সে আস্‌বে। সে চ'লে গেলে অমনি বুক ধড়ফড় কর্‌তে থাকে, চ'খোচ'খি হ'লে অমনি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যাও।

রতন। জান্‌লা—আমোদে আটখানা, বুক ধড়ফড়—এ সব কি লো?

গরব। ঐ সব গো—ঐ সব—

রতন। বাঃ, তুই তো বেশ গল্প ক'রতে প্যারিস্‌।

গরব। আরো গল্প বলি শোনো,—এক জনের বাপের এক মেয়ে; মাগ-ছেলে আর কেউ নেই, বাপ মিন্সে মেয়ের বে' দেবে না, জামাই মেয়েকে বাড়ী থেকে নে যাবে, মেয়ের ছেলে হ'লে বিষয় ভোগ কর্‌বে। খুব আঁট ক'রে ব'সে আছে, লোকের কথায় কাণ দেয় না। এদিকে মেয়ে জান্‌লা খুলে এদিক ওদিক দেখে, মনের মতন লোকের দেখা পেলে হা হুতাস করে, বাপকেও কিছু বল্‌তে পারে না। ভেবে ভেবে সোনার অঙ্গ কালি হ'তে লাগ্‌লো।

রতন। তারপর কি হলো?

গরব। দিনরাত আকাশ পানে চেয়ে ব'সে থাকে, চাঁদ দেখে, ফুল শোঁকে, খায় না—দায় না, শোয় না—ঘুমোয় না, বাপ্‌কেও কিছু বলে না, জানে—বললেও বাপ শুন্‌বে না।

রতন। তারপর কি কর্‌লে?

গরব। সে কি কর্‌লে জানিনে। আমরা হ'লে উপায় কর্‌তুম।

রতন। কি উপায় কর্‌তিস্‌?

গরব। উপায়ের ভাবনা? মনের কথা খুল্‌লে উপায় হয় না?

রতন। কি উপায়—কি উপায়?

গরব। আমি তো বলেছি, অম্‌নি উপায় হয় না, মনের কথা ভাঙ্গ্‌লে তবে উপায় হয়।

রতন। সত্যি গরব—কিছু উপায় আছে?

গরব। কিসের গো?—

রতন। আচ্ছা, তুই এখনো ঠাট্টা কচ্ছিস? আমার অবস্থা তো সব জেনেছিস্‌, তোর কাছে আর লুকোচুরি কি! বইয়ে পড়েছি, কিন্তু পরের জন্যে যে এত ক'রে ভাব্‌তে হয়, যার সঙ্গে কেবল চোখের দেখা, কখনো কথা কইনি, কাছে বসিনি, সে যে জীবনের সর্ব্বস্ব হয়, তা আগে বিশ্বাস কর্‌তুম না। এখন আর কি কর্‌বো, দেখ্‌ছি—এম্‌নি ক'রে জ্ব'ল্‌তে জ্ব'ল্‌তে জীবন যাবে।

গরব। জীবন যাবে! নক্‌ড়া ছক্‌ড়া জীবন কিনা, গেলেই হলো! বালাই! তুমি সব কথা খুলে বলো,—কবে দেখা হলো, কোথায় দেখা হলো,—এ যে দেখ্‌ছি 'চোরে-কামারে দেখা নাই, রাজমহলে সিঁদ!' তুমি একা জ্ব'লছ না, সে লোকটাও তোমার জন্যে জ্বল্‌ছে, সব জানা চাই, দমবাজ পুরুষের পাল্লায় না পড়ো।

গীত

পুরুষের নানান্‌ দমবাজি।
মন বোঝা নয় তো সোজা,
সত্য প্রেমে কি কারসাজি॥
আগে সে কত কাঁদে, পায়ে ধ'রে কত সাধে,
নারীর প্রাণ বাঁধে প্রেম-ফাঁদে;
হাতে পেলে পায়ে ঠ্যালে,
কাঁদা সাধা ভোজবাজি॥

সরলা কুলনারী, চল্‌তে হয় সাম্‌লে ভারি,
অবুঝ হ'য়ে চল্লে নানা লাঞ্ছনা তারি;
না হাতে পেয়ে, হাতে যেতে
কেউ যেন না হয় রাজী॥

রতন। তার মনে কি আছে, জানিনে ভাই। আমি আড়াল থেকে শুনেছি, তার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা নিয়ে তাদের পাড়ার সনাতন বাবু এসেছিলেন। বাবা তো মাণ্‌কেকে দিয়ে বাড়ীতে লোক আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

গরব। তোমার সঙ্গে কি ক'রে দেখা হলো?

রতন। সে অনেক দিনের কথা, একদিন নূতন ঝির সঙ্গে মাসীর বাড়ী হ'তে ভাড়াটে গাড়ী ক'রে আস্‌ছি; আস্‌বার সময় হাবা-কালা মাগী, গলির ভেতর দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে পথ চিন্‌তে পার্‌লে না। গাড়োয়ানও বাড়ী চেনে না, আমি তো কেঁদে সারা,—সেই সময় দেখা। ঝিকে জিজ্ঞাসা ক'রে খবর নিয়ে, কোচবাক্সে উঠে আমায় বাড়ী রেখে গেল। আমিও গ্যাসের আলোয় আমার হৃদয়-দেবতাকে দেখ্‌লুম।

গরব। অম্‌নি প্রেমের গ্যাস জেবলে বুঝি বাড়ীতে চ'লে এলে?

রতন। নইলে এত জবল্‌ছি কিসে!

গরব। তাই তো—এ গ্যাসের আলোর প্রেম, বড় দব্‌দবে প্রেম। তা কিছু কথাবার্ত্তা হলো?

রতন। না, দেখ্‌লুম আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছে। আমি লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলুম। তারপর থেকে দেখ্‌তে পাই, রোজ আমার জানালার পানে চেয়ে চেয়ে রাস্তায় বেড়ায়। এখন বল্‌—কিছু উপায় কর্‌তে পার্‌বি?

গরব। এর উপায় যদি না ক'র্‌তে পারি, তবে গরবের আর গরব কি? তোমায় কিন্তু যা বলি, তা কর্‌তে হবে।

রতন। কি কর্‌তে হবে বল্‌—কি কর্‌তে হবে বল্‌?

গরব। বেশী কিছু না—গব্‌ গব্‌ ক'রে খেতে হবে আর বিছানায় শুতে হবে।

রতন। আবার ঠাট্টা?

গরব। ঠাট্টা নয়, তুমি চুপ ক'রে বিছানা কামড়ে প'ড়ে থাকো, আমি কর্ত্তাকে বলিগে, তোমার বড় ব্যামো।

রতন। বাবা যে ডাক্তার ডাক্‌বে?

গরব। ডাক্‌লেই বা, ডাক্তার রোগই ঠাওর পায়, ভিট্‌কিল্‌মি কি ঠাওর পায়?

রতন। আর ঢক্‌ঢক্‌ ক'রে ওষুধ যে গিলোবে!

গরব। সে আমি আছি, সব ওষুধ পুকুর-সই কর্‌বো।

রতন। তাতে কি হবে?

গরব। তারপর বৈদ্যরাজ এসে, তোমায় আরাম ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবেন।

রতন। সে কি লো?

গরব। সে আছে আছে,—তুমি এখন ঘরে গিয়ে রোগী হ'য়ে পড়। আমি চল্লুম, তোমার বাপকে গিয়ে খবর দিইগে।

রতন। উপায় করতে পার্‌বি তো?

গরব। না পারি নিদেন আফিং এনে দেবো। যাও যাও, চুপি চুপি শোওগে, দেখ না গরবের গরবটাই! এখন তুমি রোগী হতে পার্‌লে হয়।

রতন। তা খুব পার্‌বো, বেঁক্‌বো চুর্‌বো, মাথা চাল্‌বো, হিহি ক'রে হাস্‌বো, ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদ্‌বো, কখনো গুম্‌ খেয়ে প'ড়ে থাক্‌বো। তা হ'লে তো হবে?

গরব। বেশ হবে—খুব হবে—খাট আন্‌বার মত হবে।

উভয়ের গীত

গরব। ঘাপটি মেরে ছিল পীরিত,
চাগাড় দিলে এইবারে।
না হ'লে হিষ্টীরিয়া
হয় না পীরিত বাহারে॥

রতন। এমন কি বরাত আমার,
পীরিতে হবে বাহার,
আমি দাঁত ছিরকুটে
থাক্‌বো প'ড়ে একধারে॥

গরব। ভিরকুটী দাঁতকপাটি,
সেইখানে পীরিত খাঁটী,
এইবারে—তোমারে—কে পারে।

রতন। জানিনে পারি হারি, কুলনারী—
বেঁকবো চুর্‌বো চালবো মাথা,
কইবো না কোন কথা,

ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বেস ফেলে
ফোঁপাব বারে বারে॥

গরব। মরি মরি এমন পীরিত
পায় কি আর যারে তারে,
পীরিত যেমন পেলে তোমারে।

উভয়ে। যে পীরিতে খাট না আসে,
পীরিত কি বলি তারে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

হারাধনের ভিতর বাটী

হারাধন ও মাণিক

হারা। মাণ্‌কে?

মাণিক। আজ্ঞে—

হারা। কারুকে আস্‌তে দিস্‌নি তো?

মাণিক। আজ্ঞে তেমন মাণিকের মাণিক নই।

হারা। কেউ এসেছিল?

মাণিক। অনেক লোক।

হারা। ঐ সনাতনে বেটা—ঐ যে সম্বন্ধ করে—সে এসেছিল?

মাণিক। আজ্ঞে না।

হারা। তবে কে এসেছিল রে?

মাণিক। বেলগেছে বাগানের মালী ডালা নিয়ে এসেছিল।

হারা। সে কোথা গেল?

মাণিক। সে বাড়ী ঢুকতে যায়, আমি ডালাখানা কাছাড়ে ফেলে গর্দ্দানা দিলুম, সে ভোঁ ভোঁ ক'রে পালালো।

হারা। আঃ মর বেটা—ডালা ফেলে দিলি কেন?

মাণিক। আজ্ঞে—তাই তো কেন ফেল্লুম?

হারা। যা বেটা কোথা ফেলেছিস্, কুড়িয়ে নিয়ে আয়।

মাণিকের প্রস্থানোদ্যম

শোন্ শোন্—রেওতেরা খাজনা দিতে এসেছিল?

মাণিক। ঝাঁকে ঝাঁক! আমি ন্যাদ্‌না নিয়ে সব তাড়া কর্‌লুম।

হারা। যা বেটা সর্ব্বনাশ কর্‌লে, যা এখনি যা—সব ডেকে নিয়ে আয়।

মাণিক। আজ্ঞে এই চল্লুম—এই চল্লুম।

[মাণিকের প্রস্থান।

হারা। দেখ, বেটা আহাম্মুক! যাই, ডালাখানা কোথায় ফেল্লে দেখি।

কপট ক্রন্দন করিয়া বেগে গরবের প্রবেশ

গরব। ওমা কোথা যাবো—কি সর্ব্বনাশ! বাপ মিন্সে কোথা গেল, শুন্‌লে এখনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে!

হারা। কি কি—কি হয়েছে—চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

গরব। ওরে কি হ'লোরে—হায় হায় এমন সর্ব্বনাশ কি কারো হয়! কর্ত্তা গেল কোথায়?

হারা। ওরে—এই যে আমি! কেন দশবাই চণ্ডী হ'য়ে নাচ্চিস্? কি হয়েছে বল্ না?

গরব। হায় হায়—বাপ শুন্‌লে গলায় দড়ি দেবে! মেয়ে তো নয় জগদ্ধাত্রী! এমন সর্ব্বনাশও হয়!—

হারা। ওরে কি, হয়েছে কি? গরব, ও গরব—

গরব। আমি জলে ঝাঁপ দিইগে—কর্ত্তাকে এ খবর দিতে পার্ব্বো না!—

হারা। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! মাগী বলবেও না, কেবল ধেই ধেই ক'রে নাচবে।

গরব। ওগো তোম্‌রা কেউ কর্ত্তাকে ডেকে দাও—

হারা। ওরে, এই যে আমি!

গরব। আমি ওমন দমবাজিতে ভুলি নি; যাও কর্ত্তাকে ডেকে দাও!—

হারা। আরে এই যে কর্ত্তা—দ্যাখ্ না?

গরব। আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি নি, আমার বুকে দম্ ধরেছে! ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে—

হারা। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়েই রইলো!—এই যে আমি—দেখ না, আমি কর্ত্তা—আমি কর্ত্তা—

গরব। তুমি কর্ত্তা?—দাঁড়াও—তোমার গোঁফ দেখি ঠাউরে—ওগো আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনি গো—

হারা। দ্যাখ্ না বেটী—দ্যাখ্ না—(গোঁফ দেখান)

গরব। কর্ত্তা আমাদের লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে,—

হারা। এই রে বেটী—এই রে বেটী—(পায়চারি করণ)

গরব। কর্ত্তা আমাদের ঝাঁকারি মারে—

হারা। তবে রে বেটী ন্যাকাপনা—

গরব। অ্যাঁ—তুমিই তো কর্ত্তা—তুমিই তো কর্ত্তা!—ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, সর্ব্বনাশ হয়েছে! দিদিমণি গো—

হারা। তোর কান্না রাখ্—কি হয়েছে বল্?

গরব। কেমন ক'রে বল্‌বো গো—কর্ত্তার যে এক মেয়ে—

হারা। ওরে তোরে ব্যগ্রতা করি, শীগ্‌গির বল?

গরব। কর্ত্তা বাবু, সেই যে তুমি কত মুখনাড়া দিলে, বল্লে,—"বিবাগী হবো!" সেই শুনে দিদিমণি একেবারে ঘরে চ'লে গেল। তার পর বাগানের দিকে গিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ক'রে পুকুর পানে চেয়ে চেয়ে—

হারা। তারপর—তারপর—

গরব। তাড়াতাড়ি করো না কর্ত্তাবাবু, আমাকে দম্ ফেল্‌তে দাও!

হারা। তারপর—ও গরব—আর কত দম্ ফেল্‌বি?

গরব। এখনো একটু ফেল্‌বো—

হারা। না বাছা—আর দম্ ফেলিস্ নি—বল্ বল্—তারপর—

গরব। তারপর পুকুর পানে চেয়ে বলতে লাগলো,—"বাপই যদি বিবাগী হলো, আমার আর তবে থেকে কাজ কি, মরণই ভালো!"

হারা। ব'লে জলে ঝাঁপ দিলে?

গরব। না,—

হারা। তবে কি কর্‌লে—তবে কি কর্‌লে?

গরব। আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুলো।

হারা। আঃ বাচ্‌লেম, সর্ব্ব রক্ষে—

গরব। সর্ব্ব রক্ষে কি কর্ত্তাবাবু? শোন আগে—

হারা। আবার কি?

গরব। বিছানায় শুয়ে এই ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কান্না! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একেবারে অজ্ঞান, আর নড়েও না চড়েও না!

হারা। তারপর—তারপর কি শীগ্‌গির বল্?

গরব। তাড়াতাড়ি ক'রো না কর্ত্তাবাবু, আমায় সব মনে কর্‌তে দাও!

হারা। আর মনে করিস্ নি গরব। বল্—বল্—

গরব। হ্যাঁ, এইবার মনে হয়েছে—গা মুখ সব পাঁশ হ'য়ে গেল, যত ডাকি "দিদিমণি—দিদিমণি"—সাড়াও নাই, শব্দও নাই। নাকে হাত দিয়ে দেখি—ও মা নিশ্বেসও নাই।

হারা। অ্যাঁ—নিশ্বেস নাই? হায় হায়, কেন আমার কুমতি হলো—কেন বিবাগী হব বল্লুম। হ্যাঁরে, নিশ্বেস নাই?

গরব। ছিল না—অনেকক্ষণ ধ'রে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে, নাড়তে চাড়তে চোখ মেলে চাইলে। ছোট্ট ক'রে বল্লে—"বাবা"! আবার অজ্ঞান। সেই থেকে একবার চেতন হচ্চে, একবার অজ্ঞান হচ্চে। ওরে, কি রাত পুইয়ে ছিল রে—আজকের দিন কাট্‌লে যে বাঁচি!

হারা। কি সর্ব্বনাশ হলো—কি সর্ব্বনাশ হলো—মাণ্‌কে—মাণ্‌কে—

নেপথ্যে। আজ্ঞে—

মাণিকের প্রবেশ

হারা। ওরে যা বেটা—শীগ্‌গির যা—

মাণিক। যে আজ্ঞে—

মাণিকের গমনোদ্যোগ

হারা। যাস্ কোথায়? — শোন্—কোথা যেতে হবে ব'লে দিই, ছুটে যাবি।

মাণিক। যে আজ্ঞে—

ছুটিয়া গমনোদ্যোগ

হারা। ওরে আবাগের ব্যাটা—শোন্ শোন্,—আমার সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে, জ্বালার উপর আর জ্বালাস্ নে।

মাণিক। আজ্ঞে না, আর জ্বালাব নি।

হারা। যেখানে যত ডাক্তার-বদ্দি পাস, ধ'রে নিয়ে আয়। শীগ্‌গির যা।—

মাণিক। যে আজ্ঞে—

[মাণিকের প্রস্থান।

হারা। হায় হায়—কি হ'লো—কি হ'লো—কি সর্ব্বনাশ হ'লো!—(গরবের প্রতি) চল্ চল্—দেখে আসি। [উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চিকিৎসকের বাজার

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার মিঃ নন্দী ও মিঃ ঢোল,
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বৈদ্য, হকিম, ধাত্রীদ্বয়,
গো বৈদ্য, পশু-চিকিৎসক, বেদিনী,
জোঁকওয়ালী, ড্রেসার ও মাণিক

গীত

চিকিৎসকগণ। এসেছি সকাল সকাল
এড়িয়ে রোগী যায় পাছে।
ক'রে আশ মুদ্দফরাস
মুখ চেয়ে আছে॥
ওলাউঠো প্লেগ বসন্ত রক্তআমাশা,
আমরা আছি তাই সহরে
করেছে বাসা,
ম্যালেরিয়ার খাসা তামাসা;
আমরা সব লায়েক ভারি
বুঝদারে বোঝে আঁচে॥
লোকের ভিড় কমাই,
তাই সহরে হয় ঠাঁই,
রোগে ক'টা চালান দিত ছাই;
গাড়ী গাড়ী চালান দেবার
টাট্‌কা দাওয়াই সব কাছে॥
অ্যালোঃ ডাক্তার। পিল পাউডার মিক্‌শ্চার,
এড়ান এতে নাই কো কার,
বৈদ্য। তৈল আর বটিকা আমার,
(সদ্য) আন্‌বার প্যারে ঘোর
বিকার,
হকিম। দম্‌ফুল যায় এয়'সা গুণ
মেরি হালুয়ার;
হোমিঃ ডাক্তার। আমি গ্লাবিউল ঝাড়ি
উল্টে বইয়ের পাত
ওল্টাতে ওল্টাতে পাতা
রোগী কুপোকাত;
ধাত্রী। আমরা সব শিক্ষিত দাই,
পরিচয় আর কি চাই?
গো-বৈদ্য। মুই গোদাগা গরু দাগি,
পশু-চিকিৎসক। কুত্তাকে মলম মাখাই—
ঘোড়াকে খাওয়াই দাওয়াই,
বেদিনী। বাত ভাল করি,
দাঁতের পোকা ভাল করি,
বেদিনী বসাই শিঙ্গে
রক্ত চুষে খাই;
জোঁকওয়ালী। আমি ধেড়ে ধেড়ে জোঁক লাগাই,
ড্রেসার। আমি ড্রেস্‌ করি
আর পিচকিরি বাগাই,
মাণিক। সবাই দেখছি পোক্ত,
রোগ বড় শক্ত,
এসো গিট্‌গিট্‌ চলে এসো,
কর্ত্তার এখন বক্ত;
তোমাদের দিক্‌ হাতে, হয় যাতে—
এস্‌পার কি ওস্‌পার—
মেয়ে মরে আর বাঁচে।
সকলে। মেয়ে মরে আর বাঁচে॥
[মাণিকের পশ্চাতে সকলের ভঙ্গিসহ প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

হারাধনের বহির্ব্বাটী

হারাধন ও মাণিক

মাণিক। আর মাণ্‌কেকে আহাম্মুক বল্‌তে পাবে নি। এই যে যেখানে ছিল, সব ঝেঁটিয়ে এনেছি।

হারা। আরে বেটা ডাক্তার-বদ্দি আন্‌তে বল্লুম, এ কি করেছিস্‌?

মাণিক। আজ্ঞে ডাক্তারে যদি না শোনে, হোমাপাখী লাগ্‌বে; তায় না থই পায়, বদ্দি-গুলি ঝাড়্‌বে, তাতে না বাগে, হকিম হালুয়া খাওয়াবে, এতেও না সামাল খায়, ডাক্তার ফাড়বে আর পিচকিরিওয়ালা পিচকিরি ঝাড়বে আর ল্যাংড়া জড়াবে, আর জোঁকওয়ালী জোঁক লাগাবে আর বেদিনী বেটী শিঙ্গে বসাবে।

হারা। আর সব কাদের এনেছিস্‌?

মাণিক। আজ্ঞে গরু দাগ্‌তে জানে, ঘোড়ার বাত ভাল করে, কুকুরের ঘায়ে মলম দেয়—

হারা। আরে বেটা সর্ব্বনাশ করেছিস, সর্ব্বনাশ করেছিস; বিদেয় কর—বিদেয় কর।

মাণিক। আজ্ঞে বিদেয় হবে নি—সব রুকে এসেছে।

ডাক্তারগণের প্রবেশ

সকলে। আমাদের valuable time, ব'সে থাক্‌তে পারি নে।

বৈদ্যের প্রবেশ

বৈদ্য। আমিও বৈদ্যরাজ, আমারও সময় খাটো নয়।

হকিমের প্রবেশ

হকিম। হাম হকিম, হামার ফুর্‌সৎ কম।

হারা। আচ্ছা—আসুন আপনারা, মেয়েটিকে দেখ্‌বেন।

[চিকিৎসকগণকে লইয়া হারাধনের প্রস্থান।

ধাত্রী, গো-বৈদ্য, পশু-চিকিৎসক, বেদিনী, জোঁকওয়ালী ও ড্রেসারকে লইয়া গরবের প্রবেশ

গরব। ও মাণিক—মাণিক আমার—

মাণিক। আরে কিরে গর্‌বি—কিরে গর্‌বি,—আজ যে তোর সোহাগ বড়!

গরব। মাণিক, একটু বসো।

মাণিক। হাঃ, হাঃ, আমার বরাত খুলেছে। (উপবেশন)

গরব। (জোঁকওয়ালীর প্রতি) নাও, এর কপালে দু'টো জোঁক বসাও। (বেদিনীর প্রতি) তুমি শিঙেগ বসাও। (গো-বৈদ্যের প্রতি) আর তুমি ছেঁদে দাগো তো গা। (পশু-চিকিৎসকের প্রতি) আর তুমি তোমার ঘোড়ার দাওয়াই খাওয়াও।

মাণিক। হাঃ—হাঃ—হাহাঃ—খুব মস্‌করা কচ্ছিস্‌।

গরব। আরে না না—মস্‌করা নয়—তোর ব্যামো।

মাণিক। বেশ—বেশ—

গরব। নাও গো নাও—তোম্‌রা কাজ করো। (গো-বৈদ্যের প্রতি) নাও—নাও ছাঁদো।

গো-বৈদ্য। (দড়ি লইয়া অগ্রসর হইয়া) কই —গরু কই?

গরব। (মাণিককে দেখাইয়া) এই যে গরু। ও গরু ছিলো, মানুষ হয়েছে। ছাঁদো—ছাঁদো।

গো-বৈদ্যের মাণিককে বাঁধিতে অগ্রসর হওন

মাণিক। তবে রে বেটা, তুমিও মস্‌করা কচ্চ?

গরব। ছাঁদো গো—ছাঁদো,—এখনি হাম্বা ক'রে খেপে উঠ্‌বে।

মাণিক। ও রে বাপ রে,—ছাঁদ্‌বে কি রে?

গরব। ধরো ধরো—নাও, জোঁক লাগাও, শিঙেগ বসাও, পিচকিরি দাও—

সকলের অগ্রসর হওন

মাণিক। ও রে বাপ রে—সার্‌লে রে—

[পলায়ন।

ড্রেসার। রোগী যে পালালো—পিচকিরি কাকে দেবো?

গরব। তুমি পিচকিরি আপনি নাও।

জোঁক। আমাদের টেকা দাও, টেকা দাও—

বেদিনী। আমরা চলে যাই, আমরা না ডাক্‌লে আসি নি।

ন্যাদ্‌না লইয়া মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। আয়, কোন্‌ শালা ছাঁদ্‌বি—

বেদিনী প্রভৃতি। আ রে দেইয়া রে—দেইয়া রে—

[গরব ব্যতীত সকলের গোলযোগ করিয়া প্রস্থান।

হারাধনের পুনঃ প্রবেশ

গরব। হ্যাঁ গা কর্ত্তা বাবু, মেয়েটির আর কতক্ষণ?

হারা। কতক্ষণ কিরে বেটী?

গরব। কেন গো—সব যমদূত ডেকে এনেছ তো? ওরা জনাজুতি বাড়ী ওজোড় করে, ক'জন জড়িয়ে একটা খুদে মেয়ে আর সার্‌তে পার্‌বে না!

হারা। চুপ বেটী চুপ, ওরা সব আস্‌ছে; —শুন্‌লে এখনি সব রাগ ক'রে বেরিয়ে যাবে।

গরব। সে তো ভাল গো, মেয়ে তো গিয়েইছে, তোমার বাঁচ্‌বার উপায় হবে।

বৈদ্য ও হকিমের প্রবেশ

হারা। আসুন—আসুন ক'বরেজ মশায়, আসুন হকিম সাহেব,—কি দেখ্‌লেন?

বৈদ্য। ও ডাক্তারেরা দেখ্‌ছেন—দেখুন,—রোগটি ত্রিদোষ পূর্ণ, তৈল ঔষধ ব্যবহার কর্‌তে হবে।

হকিম। নেই, হালুয়া খিলাও—হালুয়া খিলাও, যব্‌ সারা পশিনা নিকাল যায়েগা, তব্‌ বেমারি ছুট্‌ যাগা।

বৈদ্য। আরে হালুয়া খাইলে প্যাট ফুলে

মর্বে। তৈল ঔষধ দিয়ে বায়ুর সাম্য করা চাই।

হ্কিম। নেই—সরবৎ পিলাও। আউর এই মগজ কদ্দুকা তেল শিরমে মালিশ করো—ঠান্ডা হো যাগা।

বৈদ্য। আরে লও—লও—তোমার কর্ম্ম নয়—তোমার কর্ম্ম নয়! তোমার রাজমিস্ত্রীরে যাইয়ে হালুয়া খাওয়াও, সরবৎ পিয়াও,—আর ইসে মালিশ করো।

হ্কিম। কেয়া বুরা বোল্তে হো—

বৈদ্য। হ, হক্ বল্তিছি।

হ্কিম। আও দেখে—

বৈদ্য। কি, আমি মুসুরির ঝোল খাইয়ে বারুইচি, আমারে কম পাইছ?

[উভয়ের দ্বন্দ্ব করিতে করিতে প্রস্থান।

গরব। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, দুর্গা বলো—তোমার রাহু-কেতু কাট্লো।

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়কে আসিতে দেখিয়া

এইবার শনি-মঙ্গল আস্ছে, এইটে সাম্লে যাও তো অনেক দিন টেঁকবে।

ডাঃ নন্দী ও ডাঃ ঢোলের প্রবেশ

ডাঃ নন্দী। (দ্রুতভাষায়) আপ্নি মিছি-মিছি কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে কতকগুলো আনাড়ি কেবল জড় করেছেন। বদ্দি, হকিম, হোমিওপ্যাথ, ওরা রোগের কি জানে, প্যাথালজি পড়েছে?

হারা। আজ্ঞে, যা হয় আপনারা উপায় করুন—আপনারা উপায় করুন, মেয়েটি বাঁচ্বে তো?

ডাঃ ঢোল। (মন্থর ভাষায়) ব—ড়—শ—ক—ট! এমিটিক—অর্থাৎ যাতে বমি করে, এমন ঔষধ ব্যবহার কর্তে হবে।

ডাঃ নন্দী। এমিটিক! by no means—কখনই না, পার্গেটিভ—জোলাপ দিতে হবে।

ডাঃ ঢোল। জোলাপ দিলে এখনই রোগী মারা যাবে।

ডাঃ নন্দী। বমন করালে এক মিনিট বাঁচ্বে না।

ডাঃ ঢোল। আপনার authority কি?

ডাঃ নন্দী। আপনার authority কি?

ডাঃ ঢোল। authority! জোলাপ দিয়ে সেদিন একটাকে মেরেছ।

ডাঃ নন্দী। নাও নাও, সেদিন বমি করিয়ে তুমিও একটাকে সেরেছ।

হারা। ম'শায়, ঝগ্ড়া কর্বেন না—ঝগড়া কর্বেন না, আপনাদের এই ফি নেন, রোগটা কি ঠাওরালেন?

ডাঃ ঢোল। রোগ—ক্যাক্হেক্সিয়া।

ডাঃ নন্দী। ক্যাক্হেক্সিয়া!—কখনো না—কখনো হ'তে পারে না, সম্ভব নয়—অসম্ভব!—It is asphyxia (অ্যাসফিক্-সিয়া)।

ডাঃ ঢোল। ম'শায়, উনি অন্যায় বল্ছেন।

ডাঃ নন্দী। অন্যায় বল্ছি—একি ছেলের হাতে পিটে, যা তা বল্লেই হলো, যে এলুম, ফি নিলুম, চলে গেলুম! ঠাওরাতে হবে, ভাব্তে হবে, বিবেচনা কর্তে হবে, বিচার কর্তে হবে, চিন্তা করতে হবে, তবে একটা কথা বল্তে হবে।

হারা। (স্বগত) এক শালা সুর ধরেছে একেবারে ঢিমে তেতালায়, আর এক শালা চৌদুম।

ডাঃ ঢোল। মহাশয়—বুঝুন, আপনার একমাত্র কন্যা, এদিক ওদিক কিছু হ'লে পাগল হবেন, কেমন কিনা বিবেচনা করুন,—রোগ হ'লো সাংঘাতিক, মৃত্যু হ'তে পারে। ঔষধ দিতে হবে খুব বিবেচনা ক'রে।

ডাঃ নন্দী। নিশ্চয়, তার জন্যে যা কর্তে হয়, আমি প্রস্তুত। একি ছেলের হাতের পিটে, যে এলুম, ফি নিলুম চলে গেলুম।

ডাঃ ঢোল। আপনি অন্যায় বল্ছেন—অ্যাস্ফিক্সিয়া কখনই হ'তে পারে না, বরং অ্যাপোপ্লেক্সি বলা যেতে পারে।

ডাঃ নন্দী। নন্সেন্স্, বাজে কথা,—বরং বল্তে পারো ধনুষ্টঙ্কার। কারণ, শরীরের রক্ত, মাংসপেশী, শিরা, অস্থি, মজ্জা—সমস্ত বিকৃত হ'য়ে রোগীকে ধনুকের মত ক'রে ফেল্বার চেষ্টা ক'চ্চে। এর লক্ষণ হাঁসফাঁস, এপাশ ওপাশ, ঘন ঘন শ্বাস, হাহুতাশ,—কখনো বা কাসে, কখনো বা হাসে, কখনো বা ঝম্পন, কখনো বা কম্পন, ফুসফুস দাহন, নাড়ি অতি দ্রুতগতি, কখনো বা মৃদুগতি,

ঘন ঘন মাথা চালা, সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা—অ্যাস্‌-ফিক্‌সিয়া না বলে কোন্‌ শালার বেটা শালা—

হারা। (স্বগত) বাপ! যেন পাঞ্জাব মেল চালালে। (প্রকাশ্যে) ম'শায়, হ'য়েছে তো?

ডাঃ নন্দী। এখনো আছে, সব নিঃশেষ হয় নাই।

হারা। আপনার থাক্‌—এবার ঢোল ম'শায় কেমন বাজেন দেখি।

ডাঃ ঢোল। অপমান—Defamation.

ডাঃ নন্দী। Defamation — Damn fool! (পরস্পর দ্বন্দ্ব)

হারা। ম'শায় — ঠাণ্ডা হোন — ঠাণ্ডা হোন—

ডাঃ নন্দী। কি? ঠাণ্ডা হবো—শালা ঢোল বলে Damn fool, চল্লুম—

ঢোল। চল্লুম—

উভয়ের প্রস্থানোদ্যম

মাণিক ও গরবের প্রবেশ

মাণিক। এজ্ঞে, কেউ যেতে পাবেন নি—কেউ যেতে পাবেন নি!

গরব। আজ্ঞে, এই রেড়ির তেল আর নুন গুলে এনেছি, কে বমি করবেন, কে জোলাপ নেবেন?

ডাঃ ঢোল। আমি বমি কর্‌বো না—রোগী বমি কর্‌বে।

ডাঃ নন্দী। আমি জোলাপ নেবো না—আমি জোলাপ নেবো না—রোগী জোলাপ নেবে।

গরব। বদ্দি নারায়ণ, আপনারা খেলেই রুগীর খাওয়া হবে—আপনারা ম'লেই রুগী বাঁচবে।

মাণিক। খাও ডাক্তার বাবু — খাও, — তোমাদের চারটি পায়ে পড়ি—খাও—

ডাঃ নন্দী। সত্যি খাওয়াবে নাকি!

[লম্ফ দিয়া পলায়ন।

ডাঃ ঢোল। ও বাপু ও বাপু, ওকে ধরো, আমার পায়ে বাত, আমি পালাতে পার্‌বো না।

[ধীরপদে প্রস্থান।

হারা। এদের তো হ'লো—এখন সে ডাক্তারবাবু কি কচ্চেন?—(নেপথ্যাভিমুখে উচ্চৈঃস্বরে) ম'শায়, কি হ'চ্ছে আপনার?

নেপথ্যে। সিম্‌টম্‌ নিচ্চি — সিম্‌টম্‌ নিচ্চি—

হারা। আসুন—আসুন—বেরিয়ে আসুন।

নেপথ্যে। দাঁড়ান—দাঁড়ান—বই খুলে সিম্‌-টম্‌ মিলুচ্চি—

গরব। আসুন—আসুন—

পুস্তক পড়িতে পড়িতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের প্রবেশ

হোমিও। বল্‌তে পারেন—শুয়ে ক'বার পাশ ফেরে? ভ্রূর উপর মাছি বসে কি না?

গরব। আজ্ঞে উনি বল্‌তে পার্‌বেন না, উনি বল্‌তে পার্‌বেন না, আমি বলছি। ঘুমিয়ে পাশ ফেরে, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, মশা কাম্‌ড়ালে গা চুলকোয়, মাছি বস্‌লে তাড়ায়, আর তোমার মত ডাক্তার পেলে—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ায়।—

হোমিও। কি — কি, অপমান — অপমান—আমি চল্লুম, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের ভঙ্গীসহ গমন।

হারা। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিলে, ঝুড়ি ঝুড়ি বক্‌লে, তড়্‌তড়িয়ে সর্‌লো!—যাক্‌, এ বেটাদের কাজ নয়। কোন রকম টোট্‌কা ওষুধ চেষ্টা করা যাক্‌।

[হারাধনের প্রস্থান।

গরব। এইবার আমার ডাক্তার খুঁজতে বেরুই—যে এক তুড়িতে রোগ ভাল কর্‌বে। যেমন ভরা-রস-যৌবন, তেমনি রসিক বদ্দিও তো চাই। এ রোগে বায়ু-পিত্ত-কফ—তিনই প্রবল, তবে বাইয়ের ভাগটা কিছু বেশী। আমি যে রুগী আর রোজা দুই-ই হ'য়ে হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি। ও বালাই ডাক্‌তে হয় না, খামকা এসে জুলুম করে।

গীত

যৌবন কেন আসে কে জানে।
বাণ ডেকে গাঙ্গ ভ'রে যেন
ব'য়ে চলে উজানে॥
ফিরে বয় মনের ধারা,
থাকে না কূল-কিনারা,
হয় দিশেহারা;
ভেসে গিয়ে কূল না পেয়ে,

হয় দিশেহারা;
ডোবে উঠে তুফান খেলে
কখন তোলে কখন ফেলে,
পাথারে পাক দে নে যায়,
প্রাণ কাঁপে খর টানে।
তর্ তরে জোর বয় কাণে কাণে॥

[গরবের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

পথ

গরবের প্রবেশ

গরব। ঐ দেখ, আবার মাণ্কে ছোঁড়া পেছু পেছু আস্ছে। ওকে তাড়াই, না তাড়ালে রসিক বাবুর সঙ্গে দেখা করা হবে না। ভয় দেখাই, নইলে সঙ্গ ছাড়্বে না। বিস্তর কাকুতি মিনতি করে, এক একবার ইচ্ছে হয় ছোঁড়াকে বে' করি। বড় বোকা, তা বোকা ভাতার না হ'লে, নাকে দড়ি দে বেড়াবো কি ক'রে?

মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। ও গরব—গরব! তুই যা বল্লি, তাই তো কর্নু, ডাক্তারদের তাড়ানু। তুই বিয়ে কর্বি ব'লেছিলি, বিয়ে কর। বিয়ে কর্বি তো?

গরব। এসেছিস্—আয়, আমার সঙ্গে চল্।

মাণিক। কোথায় যাচ্ছিস্?

গরব। ও পাড়ার ডান বুড়ী বৈষ্ণবীর কাছে যাচ্ছি, চ'।

মাণিক। ছিঃ—ছিঃ—সেখানে কেনে রে?

গরব। কারুকে বলিস্ নি, তোরে বে কর্বো, তাই তোরে এখন চুপি চুপি বল্‌ছি। আমি ওর কাছে ডাইনে মন্ত্রটি শিখেছি,—এখন গাছচালা মন্ত্রটি শিখ্‌তে যাচ্ছি।

মাণিক। ডাইনে মন্ত্র শিখেছিস্ কি রে?

গরব। নইলে আর তোরে বে' কর্‌তে চাচ্চি কেন? তোর কাছে শুয়ে থাক্‌বো আর একটু একটু ক'রে তোর বুকের রক্ত খাবো।

মাণিক। নে নে ঠাট করিস নে, তোর কথা শুনে ভয় লাগে!

গরব। ভয় কিরে, তোর বুকের রক্ত খাবো, তা কি তুই টের পাবি? এই দ্যাখ্ তুই সাম্‌নে দাঁড়া দেখি,—একটু খাই, তুই টেরও পাবি নে।

মাণিক। অমন করিস তো তোরে বে' ক'রবো নি।

গরব। বে কর্‌বে বই কি!—মাণিকচাঁদ—মাণিক আমার—তোমাকে কি আমি ছাড়্‌বো, বে' কর্‌বোই কর্‌বো। (উচ্চৈঃস্বরে বিভীষিকা দেখাইয়া) ওরে তোর বুকের রক্ত খাবার জন্য আমার জিব শুকিয়ে উঠ্‌ছে!—মাণিক, সাম্‌নে দাঁড়া, সাম্‌নে দাঁড়া,—আমি তোরে বে' কর্‌বো—আমি তোরে বে কর্‌বো। হাড়ীঝি চণ্ডীর দোহাই, আয় আয়, বুকের রক্ত মুখে আয়।

মাণিক। ওরে বাস্ রে!

[মাণিকের পলায়ন।

গরব। হাঃ হাঃ হাঃ—যাক্—আপদ গেল। এখন রসিক চূড়ামণি কোথায় দেখি। ঐ যে আসছে।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। পিরীতে খুব আক্কেল দিলে বাবা! পিরীতে যে রাস্তায় রাস্তায় এমন ঘোড়দৌড় করায়, তা জান্‌তেম না,—আবার রাতদুপুরে বুকের উপর ঢেঁকির পা পড়ে। একবার চোখের দেখা দেখ্‌তেম, তা তো তিন দিন গা ঢাকা! নয়নবাণ শুনেছিলুম, এমন হাড়ে হাড়ে বেঁধে, তা কে জানে! দোতালা ঘর, বিদ্যা-সুন্দরের মত সুড়ঙ্গ কাট্‌তে পার্‌লেও তো সুবিধা নাই। মাখাল ঠাকুরের বরে যদি একটা সুরাহা লাগে, দোহাই মদন রাজা, একটা পথ দেখাও, তোমায় পাঁচকড়া সিন্নি দেবো। ঐ যে—ঐ না গরবভরে গরবিনী এইদিকে আসছে? চাউনিটে যেন আমার উপরে একটু নেক্‌নজর বোধ হচ্চে, দেখি কথা ক'য়ে।

গরব। (স্বগত) এই যে দিদিমণির মতন মনে মনে ভাঙছে গড়ছে। নেহাত এক হাতে তালি বাজে নাই।

রসিক। ও গরব—গরবমণি—

গরব। ও মা রাস্তার মাঝ্‌খানে কে ডাকে গো?

রসিক। এই যে আমি ডাকছি, তোমার নাম গরব না?

গরব। না।

রসিক। তুমি হারাধন বাবুর বাড়ী থাকো না?

গরব। ও মা—এ কে গো—পাগল নাকি?

রসিক। কেন গো—পাগল কি দেখলে?

গরব। আমি পাগল চিনি।

রসিক। পাগল চেনো?

গরব। চিনি বই কি!

রসিক। কি ক'রে চিন্‌লে?

গরব। এই তোমায় দেখে।

রসিক। তোমার খুব জবর ঠাওর, পাগলই করেছ।

গরব। তবে আর কি—পথ দেখ, আমি চল্লুম।

রসিক। কোথায় চল্লে বল না?

গরব। আমার পাগলের সঙ্গে পাগলামো কর্‌বার সময় নাই, সরো—

রসিক। আমি তো পাগল নই।

গরব। এঃ, তুমি এমন মিথ্যাবাদী, আপনার মুখে বল্লে পাগল, আবার বল্‌ছো পাগল নই। আমি চল্লুম, আমার কাজ আছে।

রসিক। কোথায় যাচ্ছ?

গরব। রসিক খুঁজতে।

রসিক। ব্যস্‌! তবে আর কি,—এই তো থান্‌কে থান্‌ তোমার সাম্‌নে বজায়,—আমি নামে রসিক, কাজে রসিক।

গরব। মিছে কথা।

রসিক। সে কি, আমি এত বড় রসিক, তোমার পছন্দ হচ্চে না?

গরব। না, তোমার রসিকের চেহারাই নয়।

রসিক। তোমার রসিক কিসে হয় শুনি?

গরব। রসিক আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, গালে-মুখে চড়ায়, দিন রাত বিরহে হা হুতাশ করে, ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, আর গাছ দেখতে পেলে একেবারে ডালে গিয়ে চড়ে।

রসিক। তবে আর কি—তবে আমিই সেই।

গরব। রসিক হ'লেই হ'লো,—রসিক অম্‌নি প্রেমে টুপ্‌-টুপে হবে, যেন নুনে ফেলা জারক নেবুটি! যার বদহজম হবে, একবার গা চাটলেই ভাল হবে।

রসিক। আমিও প্রেমের নুনে টুপ্‌-টুপে হ'য়ে আছি। তোমার বদহজমি হ'লে বুঝতে পার্‌তে।

গরব। আবার তাতে লঙ্কা দেওয়া।

রসিক। আমিও লঙ্কার ঝোল মাখা।

গরব। তুমি ঠিক ব'ল্‌ছ—প্রেমে টুপ-টুপে?

রসিক। ঠিক।

গরব। আচ্ছা দেখি, তুমি চাঁদ দেখ্‌লে কি কর?

রসিক। হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি।

গরব। হলো না, প্রেমিক চাঁদ দেখ্‌লে চোখে কাপড় দেয়, ঝাঁজ সইতে পারে না। মলয় হাওয়ায় গায়ে ফোস্‌কা পড়ে, ফুলের গন্ধে মাথা ধরে, আর ভোম্‌রা দেখলে আঁৎকে উঠে দোরে খিল দেয়। আর ঘন ঘন ভির্‌মি যায়।

রসিক। আমার রোগ ধরেছ,—আমিও ঠিক অম্‌নি করি।

গরব। ওঃ—তবে তোমার কাঁচা প্রেম, পাকা প্রেম হ'লে সে আর একরকম।

রসিক। আমার কাঁচা পাকা দু'রকমই,—

গরব। কই—তোমায় তো প্রেমে জখম দেখ্‌ছি নে?

উভয়ের গীত

গরব। পাকলে প্রেমে জখম হয় বেজায়
নিশিদিন করে সে হায় হায়—
থেকে থেকে গালে-মুখে
দু'হাতে চড়ায়॥

রসিক। হায় হায়—(গালে চপেটাঘাত করণ)

গরব। কখন বা হিঃ হিঃ হাসে,
কেঁদে কেঁদে ক্বাশে,
কখনো গুম্‌ খায়,
আকাশ পানে চায়—

রসিক। ওঃ প্রাণ যায়!

(হাস্য, ক্রন্দন,—পরে গুম্‌ খাইয়া আকাশ পানে দৃষ্টিপাত করণ)

গরব। যখন প্রেম ঝাঁকে,
দুহাতে বুক চেপে থাকে,
খামকা তেওড়ে উঠে, ঘুর্‌পাক সে খায়।

রসিক। বুক যায়, প্রেম গলায় গলায়—

(বুক চাপিয়া বসিয়া হঠাৎ খিঁচিয়া উঠিয়া গরবের চারিদিকে ঘূর্ণন)

গরব। বেশ বেশ দেখেছি শেষ,
থামো থামো—
এমন প্রেমের জমাট
হয় না কার সোজায়॥

রসিক। সোজা তো নয় বুঝেছ, এখন তুমি অভয় দাও।

গরব। অভয় দিতেই তো এসেছি, তুমি না ভয় পাও।

রসিক। তবে রতনমালা কি আমার কাছেই তোমায় পাঠিয়েছে?

গরব। ওমা, তোমার কাছে কেন?—ও পাড়ার ভজহরিকে ডাকতে যাচ্ছি।

রসিক। আর নাকানি-চোবানি খাইয়ো না।

গরব। তুমি অবধূত হ'তে পার্‌বে?

রসিক। অবধূতের আবার লক্ষণ কি আওড়াও, শুনে বুঝি।

গরব। ঝাড়িয়ে দিদিমণিকে আরাম কর্‌তে পারবে?

রসিক। একটু জবর হেঁয়ালির ধাতে চলেছ, একটু সাদা কথায় বুঝিয়ে দাও।

গরব। পিরীতে ধর্‌লে কি হয়, তা তো তুমি আপ্‌নিই দেখালে, তবে এর উপর একটু রং চড়িয়ে, দিদিমণি আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছে, আমি কর্ত্তাকে বলেছি, দিদিমণির ভারি অসুখ। কর্ত্তা মিন্‌সে, ডাক্তার, বদ্দি, হকিম কত কি আনলে, কিন্তু রসিক বদ্দি নইলে তো রোগ ভাল হবে না,—তাই রসিক বদ্দি খুঁজতে এসেছি। এখন বৈদ্যরাজ, চলুন।

রসিক। চলো চলো, কোথায় যেতে হবে বলো? আমি যমের বাড়ী যেতেও রাজী আছি।

গরব। বালাই! তাহ'লে আমার দিদিমণি কাকে নিয়ে থাক্‌বে?

রসিক। তাই তো, ঠিক বলেছ, যমের বাড়ী যাওয়া হলো না, তবে কোথায় নে যাবে চলো।

গরব। অত তাড়া কর্‌লে চল্‌বে না, তোমায় তো কর্ত্তা চেনেন না?

রসিক। না। আমার নাম জানেন, শুধু আমার সম্বন্ধ নিয়ে সনাতন খুড়ো আনাগোনা ক'রেছে।

গরব। এখন কর্ত্তা এমন লোক খুঁজ্‌ছেন, যে ঝাড়ান-ঝোড়ান ক'রে ভাল কর্‌তে পারে। তুমি অবধূত সেজে আমার সঙ্গে এস।

রসিক। আচ্ছা বাবা, — প্রেমে যোগী সাজাবে সাজাও, রাজী আছি। এখন সাজিয়ে কুঞ্জে নিয়ে চলো।

গরব। শুধু যোগী সাজ্‌লে তো হবে না, একটু ঝাড়ান-মন্ত্র শিখতে হবে।

রসিক। আচ্ছা চাঁদ, তোমার পাঠশালের প'ড়ো ক'রে নাও।

গরব। এমন মন্ত্র ঝাড়তে হবে, যে একবার ঝাড়-ফুঁকেই তোমাদের দু'জনের রোগ আরাম হয়। পার্‌বে তো?

রসিক। পার্‌বো—খুব পার্‌বো।

গরব। এতে একটু চালাকি চাই, তুমি ছেলে মানুষ, পার্‌বে না, তোমার সনাতন খুড়োর কাছে তালিম নাও!

রসিক। আমায় তালিম নিতে হবে না, মদন রাজাই আমায় তালিম দেবেন।

গরব। না না, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিগে চলো। বে'র সব জোগাড় কর্‌তে হবে, বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী নিমন্ত্রণ করতে হবে।

রসিক। তাতে কি হবে?

গরব। ঐ তো বল্লুম, তুমি ছেলে মানুষ, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে না। চল, সনাতন বাবুকে সব বলি গে। তিনি যেমন যেমন বলেন, সেই রকম ক'রো।

[উভয়ের প্রস্থান।

বঙ্গরমণীগণের প্রবেশ

গীত

বাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে,
কাজ কি বিবিয়ানা বাই।
বুকে-পিটে সেঁটে ধরে,
জ্যাকেট-বডির মুখে ছাই॥
এখন চল্‌ছে কস্‌তাপেড়ে সাড়ী,
শাঁখার আদর বাড়ী বাড়ী,
ভেঙ্গে কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি,
ঘুচেছে কাঁচের বালাই॥
পরেছে ধুতিচাদর, বেড়েছে তাঁতীর আদর,
কর্‌কচের কদর এখন,
লিবারপুল আমদানি নাই॥

দেখেছে ঠেকে শিখে,
সাহেবয়ানা বেবাক ফিকে,
বলে না সাজতে বিবি,
সাবান ছেড়ে ব্যাসম তাই॥
সাহেব ব'লে দিতে ধোঁকা,
নাম রাখে না আঁকাবাকা,
(এখন) বলতে বাঙ্গালীর ছেলে,
বাঙ্গালীর আর সরম নাই।
বুঝি বা এতদিনে গরবের দিন এলো ভাই॥

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

হারাধনের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ

হারাধনের প্রবেশ

হারা। কি উপায় হবে? টোট্‌কা ওষুধেও তো কিছু হ'লো না, ক্রমেই বৃদ্ধি—ক্রমেই বৃদ্ধি! আগে কত সন্ন্যাসী-অবধূত আস্‌তো, শুনেছি তারা ফুঁ দিয়ে, ছাই দিয়ে মরা বাঁচাতে পারে! কি কর্‌বো, কি হবে?

মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, বড় ফ্যাসাদ বেধেছে গো—

হারা। কি রে কি—আবার কি ফ্যাসাদ?

মাণিক। এই গর্‌বি বেটী হুজ্জুত ক'রে আমায় বে' কর্‌তে চায়।

হারা। নে নে থাম্‌, বেল্‌কোপনা রাখ্‌।

মাণিক। না কর্ত্তাবাবু, তোমার পায়ে ধরি, বেল্‌কোপনা নয় কর্ত্তাবাবু।

হারা। বে' কর্‌তে চায় তো কি?

মাণিক। বড় হাঙ্গামা গো—বুকের রক্ত চুষ্‌বে।

হারা। বুকের রক্ত চুষবে কি?

মাণিক। হেঁগো হেঁ—এক চুমুক বুকের রক্ত খাবে, তবে ছাড়্‌বে। আমি দেশের মানুষ—দেশে চ'লে যাই।

হারা। এই দেখ, গর্‌বি বেটী এ বোকা বেটাকে কি ভয় দেখিয়েছে। নে, তুই ভাবিস্‌ নে, তোর কে কি করে?

মাণিক। ওই এলো গো—

[বেগে প্রস্থান।

হারা। কি কর্‌বো—কি হবে—আমার বরাতে তেমন একটা সন্ন্যাসি-ফন্নিসি জোটে না!

গরবের প্রবেশ

গরব। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

হারা। মাগীর আক্কেল দেখেছ! বেটী সকলের সঙ্গে ঢং ক'রে বেড়াচ্চে। কারুর সর্ব্বনাশ, কারুর পৌষ মাস—কি, হয়েছে কি?

গরব। হিঃ—হিঃ—হিঃ—

হারা। আঃ মর—তুই খেপ্‌লি নাকি? হেসে মর্‌ছিস্‌ কেন?

গরব। হুঃ—হুঃ—হুঃ—

হারা। কি কাণ্ডটা বল্‌ দেখি? তোর আক্কেল কি? বাড়ীতে না ব্যারাম? দাঁড়া বেটী, তোর হাসি বা'র কচ্চি।

গরব। হোঃ হোঃ হোঃ—কর্ত্তাবাবু, হাসো গো হাসো—

হারা। তোর ব্যাপার দেখে সত্যি হাসি পাচ্চে,—কি কাণ্ডটা বল্‌ দেখি?

গরব। হাসো—হাসো—আর দেরী ক'রো না,—আমার মত হোঃ হোঃ ক'রে হাসো।

মাণিক (অন্তরাল হইতে)। হেসো নি গো—হেসো নি,—বেটী রুকে এসেছে।

হারা। খামকা হাস্‌তে যাবো কেন? কি হয়েছে বল্‌?

গরব। সে আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, না হাসলে কিছুতে বলবো না, হাঃ হাঃ হাঃ—হাসো কর্ত্তাবাবু হাসো—হিঃ হিঃ হিঃ—

হারা। এই নে বেটী—হিঃ হিঃ হিঃ—এমন পাগল দেখি নি,—হ'লো?—এখন কি বল্‌?

গরব। তবে শোনো—এইবার দিদিমণির অসুখ ভাল হবে।

হারা। কি বলিস্‌—কি বলিস্‌ কেমন ক'রে—কেমন ক'রে?

গরব। আমি সেই তাঁকে পায়ে-হাতে ধ'রে এনেছি।

হারা। কাকে রে?

গরব। ও মা!—তুমি কিছু শোন নি নাকি? সহর শুদ্ধ লোকে ধন্যি ধন্যি ক'চ্চে।—বলে সাক্ষাৎ পঞ্চানন্দ শিব। সবাই ব'ল্‌ছে, ইনি আর

দিনকতক সহরে থাক্‌লে, নিমতলা আর কাশী-মিত্তির ঘাট হাওয়া-খাবার বাগান হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি কর্ত্তাবাবু, একজনের মা, মরা ছেলে কোলে ক'রে এনে পায়ের কাছে ফেলে দিলে। তা তিনি কি ছুঁলেন?—একটা তুড়ি দিতেই ছেলেটা ধড়্‌মড়িয়ে উঠে, ঢিপ্‌ ক'রে তাঁর পায়ে একটা গড় ক'রে, মায়ের আঁচল ধ'রে তিড়িং তিড়িং ক'রে নাচ্‌তে নাচতে ঘরে চ'লে গেল। আসতে কি চান, কত ক'রে হাতে-পায়ে ধ'রে, তোমার নাম ক'রে, তবে এনেছি।

হারা। কই, কোথায় তিনি?

গরব। এখনি ডেকে আনবো?

হারা। আন্‌বি না তো কি?

[গরবের প্রস্থান।

এদিনে বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হলো।

অবধূতবেশী রসিকমোহনের সহিত
গরবের পুনঃ প্রবেশ

রসিক। তেরা ভালা হোয়।

গরব। ও ঠাকুর, খোট্টাই বুলি ব'লো না, উনি বুঝতে পারেন না।

হারা। একি—ইনি!—এ'র যে এখনো ভাল ক'রে দাড়ি ওঠে নি, ইনি রোগ ভাল কর্‌বেন?

গরব। চুপ করো কর্ত্তাবাবু, ও সব কথা ব'লো না, শুন্‌লে চ'টে চ'লে যাবেন। বড় দাড়ি হ'লেই বুঝি বেশী বিদ্যে হয়? দাড়ির সঙ্গে বিদ্যের সঙ্গে কি? দাড়ি বড় রাখলেই যদি হয়, তা হ'লে বোকা পাঁটাগুলো এক একটা দিগ্‌গজ পন্ডিত।

মাণিক (অন্তরাল হইতে)। রোস্‌—দিদি-মণি একবার ভাল হোক, একে ধ'রে বেটীর ডাইনে-বিত্তি ছাড়াবো।

হারা। ম'শায়, শুনিছি আপনি চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদ।

রসিক। না, চিকিৎসাশাস্ত্র—এমন কিছু নয়, তবে কি জানেন, আমি দৈববিদ্যা লাভ করেছি,—মন্ত্র, কবচ, জলপড়া, ঝাড়াঝোড়া নানারূপ সুকৌশল আমার করগত।

গরব। শুন্‌ছ কর্ত্তাবাবু—শুনছ?

হারা। (স্বগত) তাই তো—অদ্ভুত লোক। (প্রকাশ্যে) আমি সেই কথাই বল্‌ছি—আমি সেই কথাই বলছি।

রসিক। দেখি আপনার হাত দেখি। (হারাধনের নাড়ী দেখিয়া) আপনার কন্যার দেখ্‌চি—উৎকট পীড়া।

হারা। ম'শায়, কেমন ক'রে বুঝ্‌লেন?

রসিক। তাই যদি না বুঝ্‌বো, তবে আর চিকিৎসা করি কি? কি জানেন—"আত্মা-বৈজায়তে পুত্রঃ", বাপকি বেটা—সিপাইকি ঘোড়া। আপনার ও আপনার কন্যার দেহের একই ধরন। একটি স্ত্রীলোক পাগলের মতন হয়েছিল, তার বাপকে তিন কিল মার্‌লুম, আর তার পাগলামি ছেড়ে গেল।

মাণিক। (রসিকমোহনের নিকটে আসিয়া) ওগো, আমাকে গোটা দুই তিন কিলিয়ে, গরুবি বেটীর ডাইনে-বিত্তি ছাড়াও।

হারা। নে নে—চুপ কর—সরে যা। (মাণিকের অন্তরালে গমন)

রসিক। আপনাকে পরীক্ষা ক'রে আপনার কন্যার সব রোগ নির্ণয় কর্‌বো; কি জানেন, আমি স্ত্রীলোকের দেহ স্পর্শ করি না। জন্মাবধি আমার স্বভাবতঃ ঘৃণা। বিবাহ তো করবোই না, স্ত্রীলোকের দেহও কখনো স্পর্শ কর্‌বো না। এখন দাঁড়ান দেখি, হাঁ করুন। (হারাধনের হাঁ করণ)

মাণিক। (রসিকের প্রায় নিকটে আসিয়া) ওগো আমিও হাঁ কচ্চি, এই বেটীর রোগটা ঠাওরাও।

হারা। দ্যাখ্‌—দিক্‌ করিস নি। (মাণিকের অন্তরালে গমন)

রসিক। ইস্‌, তাই তো—রোগ বড় সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। আচ্ছা ম'শায়, হাসুন দেখি। (হারাধনের হাস্যকরণ)

মাণিক (অন্তরাল হইতে)। এই দেখ আমিও—(হাস্যকরণ)

হারা। আবার জ্বালাতন করে!

রসিক। আচ্ছা, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলুন।

হারাধনের জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করণ

মাণিক। (অন্তরাল হইতে ইঙ্গিত করিয়া জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করণ)

রসিক। হুঁ—মানসিক পীড়া। আর কিছু দিন আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল; বড় বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠেছে।

হারা। হ্যাঁ ঠাকুর, তবে কি—এখন কোন উপায় হবে না?

রসিক। সে আপনার কন্যাকে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারবো।

হারা। তবে চলুন।

রসিক। যাবো কোথা? আমি স্ত্রীলোকের মন্দিরে কখনো প্রবেশ করি না। আপনার মেয়ে ম'লো কি বাঁচ্‌লো—তাতে আমার কি? আমার চিরকুমার ব্রত ভঙ্গ হবে? বটে! বেশ তো আপনার উপদেশ? কোথায় সে মাগী,—তুই কেন আমায় এখানে আন্‌লি?

মাণিক। (গরবকে দেখাইয়া) ওই যে—ওই যে—

হারা। মশায়, ঘাট হয়েছে, মাপ করুন, কথাটা হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। তবে কি ক'রে রোগী দেখবেন?

রসিক। হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—এই, এই ভাবনা? তিন তালিতে তাকে হেতা তুলে আন্‌বো। এক—দুই—তিন (তালি প্রদান)

রতনমালার বেগে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়ন

হারা। বাপ—কি কাণ্ড!

মাণিক। বলিহারি রোজা, তিন তালিতে দিদিমণিকে চেলে আনলে!

গরব। ঠাকুর, আপনি আসুন এইখানে বসুন! চলুন কর্ত্তা বাবু, আমরা এ ঘর থেকে যাই।

মাণিক। যাবি কোথা—এই বেটী ব'স কর না।

হারা। সে কি—যাবো কেন?

গরব। সে কি, রোজা দিদিমণিকে সব কথা জিজ্ঞেস করবে, তবে তো? চলো—চলো—দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো? এই বুঝি, আবার চটালে, আর আমি খোসামোদ ক'রে ডেকে আনতে পার্‌বো না।

হারা। না—না—চ—চ।

গরব। মাণ্‌কে মুখপোড়া, চ'লে আয়।

মাণিক। তোর পেছু চল্লুম, এই যে—

[হারাধন ও গরবের একদিক দিয়া এবং মাণিকের অন্য দিক দিয়া প্রস্থান।

রসিক। (রতনের সম্মুখে হস্ত-সঞ্চালনে ঝাড়নের ভাণ করিয়া) রতন, বেশ মেঘনাদের যুদ্ধ করেছ। জানালার আড়াল থেকে দেদার নয়নবাণ হেনেছ, আর আমি প্রাণের জ্বালায় রাস্তায় ছুটোছুটি করেছি। আর তুমি তোফা নিশ্চিন্ত আছ।

রতন। তা বল্‌বে বই কি, রাস্তা থেকে তোমার তিরন্দাজি কি কম? তুমি তো নিশ্চিন্ত ছিলে, আমি গরবকে দিয়ে ধ'রে এনেছি, তবে তো?

রসিক। তা বেশ সন্ন্যাসী সাজিয়েছ; এখন বাড়ীতে ডেকে যেন অম্‌নি বিদায় ক'রো না।

রতন। আমার তো আর কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে একটি প্রাণ ছিলো, তা তো জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছ।

রসিক। আচ্ছা ভাল, যদি আমার জোর চলে, তবে জোর ক'রে নে তোমায় বুকে রাখি। (বাহু প্রসারণ)

রতন। থামো থামো, বাবা দেখ্‌ছেন। আমাদের ষড় যদি জান্‌তে পারেন, তবে তোমার বুজরুকি সব বেরিয়ে যাবে।

রসিক। যো কি? আমি তো শুধু তালি দিয়েছি,—তুমি যে রকম বুজরুকি ক'রে পাগলের মত ছুটে এসে ব'সে পড়্‌লে, তাতে আমিই ধোঁকা খেয়েছিলুম যে সত্যি বা কি হয়েছে।

রতন। আমার ওস্তাদ কেমন—গরবিণী!

রসিক। আমরা দু'জনেই এক গুরু-ম'শায়ের প'ড়ো।

হারা। (দূর হইতে গরবের প্রতি) এত ফুসফুস ক'রে কি বল্‌ছে?

গরব। ঝাড়ফুঁক্‌ কচ্চে কর্ত্তাবাবু—ঝাড়-ফুঁক্‌ কচ্চে। দেখ্‌ছো না, দিদিমণির হাসি বেরিয়েছে।

রসিক। গরব তোমায় সব বলেছে তো?

রতন। সবই বলেছে, আমি ঠিক আছি। বাবা আসছেন, আমি এখন যাই।

[রতনের প্রস্থান।

হারা। (নিকটে আসিয়া) কেমন দেখ্‌লেন?

রসিক। দেখ্‌বো আর কি,—সমূহ বিপদ উপস্থিত।

হারা। কি—কি ঠাকুর, আরোগ্য হবার কোন আশা নাই?

রসিক। আশা আছে, উপায় কর্‌তে পার্‌লে হয়।

হারা। উপায় আছে?

রসিক। আছেও বটে,—নাইও বটে।

হারা। ম'শায়, আমরা মুখ্যসুখ্য লোক, আপনি পণ্ডিত, আপনার সব কথা বুঝতে পাচ্চিনে। যদি কোনরূপ উপায় থাকে, আপনি করুন। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আপনার দ্বারাই আমার কন্যা আরোগ্য হবে, নয় তো নয়।

রসিক। আপনার কন্যার পীড়া সম্পূর্ণ মানসিক। আমি বিশেষ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেম, মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত। সেইজন্য একটি বাতিক সৃষ্টি হয়েছে, বিবাহের বাতিক। এর মনে দিনরাত বিবাহের বাসনা প্রবল। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা—কি ঘৃণার কথা! ম'শায়, সমাজ থেকে বিবাহের কুপ্রথা কবে উঠে যাবে?

হারা। অতি উচ্চ প্রকৃতি, অতি উচ্চ দরের লোক!

গরব। মানুষ নয়, বাবু—মানুষ নয়।

হারা। এখন কি উপায় হবে?

রসিক। দেখুন, যে সব লক্ষণ দেখ্‌লুম, তাতে শীঘ্র উপায় না করলে মৃত্যু সন্নিকট।

গরব। দিদিমণি, তোমার কপালে এই ছিল! (কপট ক্রন্দন)

হারা। হায় হায়—কি হবে। ম'শায়, আমি আপনার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বো, আপনি রক্ষা করুন।

রসিক। ব্যস্ত হবেন না, স্থির হোন। এক্ষণে আপনার কন্যার উপায় কি জানেন?—বিবাহের একটা অনুকল্প কর্‌তে হবে?

হারা। বিবাহের অনুকল্প কি রকম?

রসিক। যেমন মধ্বাভাবে গুড়, ফুলচন্দন দিয়ে পূজো না ক'রে যেমন গঙ্গাজলে ফুল-চন্দনের অনুকল্প ক'রে পূজো করা হয়, তেম্‌নি মিছিমিছি একটা বিবাহ ব্যাপার বাধাতে হবে। সবই মিছে, মিছিমিছি বিবাহ হবে।

হারা। আজ্ঞে, বে' হবে?

রসিকমোহনের কপট ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক গমনোদ্যম

গরব। (ব্যস্ততার ভাণ করিয়া) যা সর্ব্বনাশ কর্‌লে, বাপই শত্রু, মেয়েটাকে খুন কর্‌লে।

হারা। ম'শায় চ'লে যাচ্চেন কেন? শুনুন না।

রসিক। কি শুন্‌বো? আমার বাজে কথা ক'বার সময় নাই। যতক্ষণ আপনাকে নিয়ে বক্‌চি, ততক্ষণ দশ বারোটা লোকের প্রাণদান কর্‌তে পার্‌তেম।

হারা। (স্বগত) কোথায় যাই—মিছিমিছি কে বে' কর্‌তে আসবে! যদি অনেক খুঁজে কোন বেটাকে পাই তো সে দাঁও বুঝে একটি কাঁড়ি টাকা নেবে! তা না হয় নিলে, কিন্তু পাত্র পাব কোথা? এঁকেই বল্‌বো—উপায় কর্‌তে! সাহস হয় না, যেমন গুণী—তেম্‌নি তিরিক্ষে, মেজাজের ঠিক নাই।

রসিক। কি ঠাওরালেন? আমি যাব না থাকবো? দেখুন, আমার সময়ের মূল্য আছে।

গরব। কি হবে কর্ত্তাবাবু—কি হবে? তুমি এত জানো আর এর একটা উপায় কর্‌তে পাচ্ছ না!

হারা। (স্বগত) যা আছে অদৃষ্টে—বলে ফেলি, এস্‌পার কি ওস্‌পার, মেয়ে এম্‌নেও গেছে, ওম্‌নেও গেছে। (প্রকাশ্যে) ঠাকুর, আপনি বে' কর্‌লে হয় না?

রসিক। বটে!—আমায় ডেকে এনেছিল, সে মাগী কোথায়? আমার হাতে আজ তার মৃত্যু আছে।

গরব। ওরে বাপ্‌রে—এখনি ভস্ম কর্‌বে! (গরবের পলায়ন)

হারা। দোহাই ঠাকুর, আপনার সাত দোহাই! তুমি আমার ধরম বাপ, আমায় রক্ষা করো।

রসিক। চুপ করো, আমি কারো কাতরতা দেখ্‌তে পারি নে।

হারা। দোহাই আপনার — দোহাই আপনার! (ক্রন্দন)

রসিক। থামো থামো, কি চাও বলো? বুঝেছি, মাগীতে যখন ডেকে এনেছে, তখন সমূহ বিপদ।

হারা। ঠাকুর, আজই বিবাহের লগ্ন আছে

—এই গোধূলিতে। আপনি দয়া করুন, আপনার অক্ষয় পুণ্য হবে,—আপনি মিছিমিছি বর সেজে ব'সবেন, মিছিমিছি সম্প্রদান হবে,—তারপর আমার মেয়ে আমার বাড়ীতে থাক্‌বে, আপনি আপনার আস্তানায় চ'লে যাবেন।

রসিক। শুধু তো সম্প্রদান মিছিমিছি হ'লে হবে না, তোমার কন্যার প্রত্যয়ের জন্য, বিবাহের সমস্ত উৎসব করা চাই।

হারা। তাই তো—সময়াভাব—কি করি?

রসিক। তোমায় দেখে দুঃখ হচ্চে! আচ্ছা, তুমি স্থির হও, আমি অভয় দিলুম। এক—দুই—তিন তালি—আয় কে কোথায় আছিস, সব চলে—

বাদ্যকারগণের প্রবেশ ও বাদ্যকরণ

মাণিক। ইস—সব চেলিয়ে আন্‌ছে।

হারা। (বাদ্যকারগণের প্রতি) তোরা, বেটারা কে? বেরো আমার বাড়ী থেকে, মজা পেয়েছ নয়?

[সভয়ে বাদ্যকারগণের প্রস্থান।

রসিক। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরুলুম। (প্রস্থানোদ্যত)

হারা। কেন ম'শায় কেন?—আমার কি অপরাধ হলো?

রসিক। আমি ওদের ডেকেছি, তুমি বা'র ক'রে দিচ্চ।

হারা। আজ্ঞে, আপনি কখন ডাক্‌লেন?

রসিক। তিন তালিতে তোমার মেয়েকে তুলে আন্‌লুম, এখনো তা বিশ্বাস করো না? দৈত্য-দানা, ভূত-প্রেত-জিন যে যেখানে আছে—আসতে হবে। এক—দুই—তিন তালি—

হারা। ও বাবা—এ যে ভূতগত ব্যাপার! মালী বেটা ফুলের মালা আন্‌ছে, নাপিত বেটা এসে হাজির, পুরুত মশায় শালগ্রাম হাতে ক'রে!—ও বাবা থাতায় থাতায় লোক!

[মালী, নাপিত ও পুরোহিতের যথাক্রমে প্রবেশ ও প্রস্থান।

মাণিক। দেখছ কি কর্ত্তাবাবু, উড়োন মন্ত্র ঝাড়্‌ছে, দেখো না—গয়লা বাড়ী থেকে বাঁক শুদ্ধ দই ক্ষীর চাল্‌ছে, ময়রা বাড়ী থেকে লুচিমণ্ডা, আর ঘেমো বামুন ছক্কার গাম্‌লা নিয়ে ভাঁড়ার দিকে চলেছে।

হারা। (স্বগত) নিশ্চয় এ কোন মহাপুরুষ।

রসিক। দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছেন কি, মেয়ে সাজিয়ে আনুন—সব আমি ঠিক ক'রে নিচ্চি।

[হারাধনের প্রস্থান।

মাণিক। ঠাকুর, এই গরবির ডাইনেগিরিটে ভালো করো।

রসিক। ওর আর কি, তুমি বে' ক'রে ফেল্লেই ভাল হ'য়ে যাবে।

গরব। ও মা—সে কি গো—কি লজ্জা!

[হাসিয়া গরবের প্রস্থান।

মাণিক। আজ্ঞে বে' কর্‌লেই ডাইনেগিরি ভাল হয়?

রসিক। হয় বই কি, বে' কর্‌লে মেয়ে মানুষের আর রোগ থাকে না।

মাণিক। তবে আর যায় কোথায়!—

[মাণিকের প্রস্থান।

সনাতনের প্রবেশ

সনাতন। (রসিকের প্রতি) বাবাজি, কাণ্ডটা যেন যাদুবিদ্যা হয়েছে! আমি ভাব্‌ছিলুম, পাছে তুমি না পারো, ফস্‌কে যায়; তোমার এমন পোক্তাই আমি জান্‌তুম না। এ না হ'লে বুড়ো বে' দিত না।

রসিক। খুড়ো, এ তোমারই তালিম, এখন চুপ করো, না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

সনাতন। আর আঁচানো কি বাবাজি, পান চিবানো হ'য়ে গেছে। (নেপথ্যে বাদ্যকারগণের প্রতি) তোরা বাজা—বাজা।

[সনাতনের প্রস্থান।

একদিক হইতে পুরোহিত, নাপিত প্রভৃতি ও অন্যদিক হইতে সজ্জিতা রতনমালাকে লইয়া হারাধনের প্রবেশ

পুরোহিত। লগ্ন ব'য়ে যায় কর্ত্তা, কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন চলুন।

হারা। (রসিকের প্রতি) চলুন ম'শায়, চলুন অনুগ্রহ ক'রে।

রসিক। কোথায় যাবো?

হারা। সে কি!—বিবাহ কর্‌তে?

রসিক। বিবাহ করতে কি? ওঃ—হাঁ—হাঁ—বটে বটে, চলুন—চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

এয়োগণের প্রবেশ

গীত

দেখিস্ গো সামলে থাকিস্,
বর গুণিন্ ভারি।
যা যেমন তেমন বরণ করা,
চাই হুঁসিয়ারি॥
ওর মুখ পানে চেয়ে, তিন তালি দিয়ে,
কি জানি মজায়,
কোথায় চেলে নে গিয়ে;
বর যেমন তেমন নয়,
ওর তুড়ি কথা কয়,
একে ছাঁদ্‌নাতলা, কুলবালা,
কি হ'তে কি হয়;
শুনি গুণের টানে প্রাণ টেনে নে,
মজায় এ কুলনারী।
যেন এয়োগিরি—হয় না ঝক্‌মারি॥
[এয়োগণের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

হারাধনের বাটী

হারাধন, সনাতন, পুরোহিত, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ

বর-কন্যাবেশে রসিকমোহন ও রতনমালার প্রবেশ

হারা। (রসিকের প্রতি) ঠাকুর, এইবার আমার কন্যা সেরেছে তো? আর তো ভয় নাই?

রসিক। আজ্ঞে, নারায়ণ সাক্ষাতে আপনি সম্প্রদান করেছেন, পুরোহিত মন্ত্র পড়েছে, এই সব বরযাত্রী কন্যাযাত্রী উপস্থিত, ভয়ের কারণ তো কিছুই নাই। এখন আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

হারাধনকে উভয়ের প্রণাম করণ

হারা। একি ঠাকুর, কাকে প্রণাম কচ্চ?

রসিক। আজ্ঞে, আপনি যখন শ্বশুর হলেন—পিতার স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম কর্‌বো না তো কি?

হারা। এ অনুকল্প প্রণাম—এ অনুকল্প প্রণাম। ভাল ভাল, এইবার আমার কন্যা বাড়ীর ভেতরে যাক্?

রসিক। হ্যাঁ, বাসরে আমরা উভয়ে যাব বই কি!

হারা। বাসরও অনুকল্প নাকি?

রসিক। আজ্ঞে সম্বন্ধটা অনুকল্পে হয়েছিল, বিবাহ তো ঠিকঠাক হয়েছে শ্বশুর ম'শায়।

হারা। অ্যাঁ—শ্বশুর কি—কার শ্বশুর!

রসিক। আজ্ঞে ম'শায়ের কন্যা, মশায়ই আমার শ্বশুর—এতো জলের দাগ নয়, যে মুছে ফেল্‌তে চান্।

হারা। শ্বশুর—কোন্ ভেড়ের ভেড়ে শ্বশুর? তোর চোদ্দপুরুষ শ্বশুর হোক! শ্বশুর কিসের? জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি।

সনাতন। তোমার কন্যাকে বিবাহ করেছে, তুমি শ্বশুর নও?

হারা। বিবাহ করেছে! হ্যাঁরে বেটা, বিবাহ কি রে বেটা? তবে রে বেটা, তুই কে রে বেটা?

রসিক। আজ্ঞে আমি রসিকমোহন।

হারা। ও বেটা—তুমি রস্‌কে বেটা! তবে রে বেটা, তোমার চিরকুমার ব্রত বেটা! তুমি স্ত্রীলোকের মন্দিরে যাও না বেটা? তাই বাসরে যেতে ঘুরঘুর কর্‌চ বেটা? তবে রে বেটা, বিবাহ-প্রথা উঠিয়ে দেবে বেটা? স্ত্রীলোক স্পর্শ করো না বেটা? তাই আমার মেয়ের হাত ধ'রে রয়েছ বেটা?

রসিক। আজ্ঞে না, আমারও মন, আপনার কন্যারও মন, এরূপ বিবাহে তো আমার সম্পূর্ণ মত।

হারা। মত বই কি রে বেটা, বেরো বেটা। জুচ্চুরি — জুচ্চুরি! — পুলিশ ডাকো, — ও মাণ্‌কে, ও গর্‌বি—আমার মাথায় জল দে। কখনো না—কখনো না—আমি মেয়ে ছাড়বো না!

সনাতন। ভায়া, বয়স্থা মেয়ে ক'রে ঘরে রেখেছিলে, সে আপনার পথ আপনি ক'রে নিয়েছে। তুমি বাধা দিলে কি বিধাতার বিধান খণ্ডন হবে? কেন আর গোল কচ্চ? এই পাত্রের কথা তোমায় দু'শো দিন ব'লেছি। এমন সুপাত্র আর কোথাও পেতে না।

হারা। বলেছ তো আমার মাথা কিনেছ!

সুপাত্র নেই মাঙ্‌তা, আমার বাড়ী থেকে সব নিকালো।

রসিক। আজ্ঞে, শালগ্রাম সম্মুখে বিবাহ দিয়াছেন, এ কি বল্‌ছেন?

হারা। শালগ্রাম নেই মাঙ্‌তা, নুড়ি নেই মাঙ্‌তা, আমার খৃষ্টানি মত। বেরো বেটা, পাহারাওয়ালা ডাকবো। (রতনমালার প্রতি) বাড়ীর ভেতর যা বেটী, নইলে চুল ধ'রে নে যাব।

রতন। আজ্ঞে, যার পদে আমায় সমর্পণ ক'রেছেন, তাঁকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো?

হারা। সমর্পণ করেছি বেটী? সাধুভাষা কইচ' বেটী? তোর কোন্‌ বাবা সমর্পণ করেছে?

গরব। হ্যাঁগা—সে কি গো? তুমি তো বাবা।

হারা। তবে রে বেটী—সব্বাই জোটপাট খেয়েছ? বেটী, ব্যামো ভালো কর্‌তে রোজা' এনেছ? ঠাকুর রাগ ক'রে চ'লে যাবে? ওরে বেটী, এখন যে গলাধাক্কা দিলে যায় না! দাঁড়া বেটী, তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালবো বেটী!

মাণিক। আজ্ঞে, কিছু কর্‌বেন নি, আমি জব্দ ক'রে দিচ্চি।

হারা। খুব নাকাল কর্‌—সব বেটাবেটীকে নাকাল কর্‌।

সনাতন। ভায়া, আর অমন ক'চ্চ কেন? বে' তো আর ফিরবে না? পাহারাওয়ালা ডেকেও কিছু হবে না।

হারা। ফির্‌বে না, ওর বাপ ফির্‌বে। আমায় তেমন বাপের বাপ পাও নি,—এর হেস্তো নেস্তো না ক'রে কি ছাড়বো?

রসিক। ম'শায়, আপনি ক্রুদ্ধ হ'চ্চেন কেন? এই দেখুন, আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনার কন্যার নামে লিখে এনেছি। আপনি তার 'ট্রাষ্টি'। আপনার কন্যা আপনারই থাক্‌বে,—তার উপর আজ হ'তে আমি আপনার পুত্র হ'লেম।

[দলিলাদি প্রদান ও হারাধনের পাঠ।

সনা। আর ভাবছো কি?—বর-ক'নে আশীর্ব্বাদ ক'রে বাসরে পাঠাও।

হারা। (পাঠ করিয়া) অ্যাঁ—সনাতন, এ সব কথা তো তুমি সম্বন্ধের সময় কিছু বলো নি? আমার মেয়ে যদি পর না হয়, আমার বে' দিতে আপত্তি নাই, এ তোমারই দোষ।

মাণিক। আজ্ঞে—দোষ এই গর্‌বির।

রসিক। দোষই তো, এইবার তুমি ওকে বে' করো।

মাণিক। এজ্ঞে, আর যায় কোথায়! আমি ল্যাকা ছিলুম, বুঝ পেলুম। (গরবকে টানিয়া) এই তোর কপালে সিন্দুর লেপ্‌লুম।

গরব। ও মড়া, কি কচ্ছিস?

মাণিক। আমি কি বে' দেখি নি? বের সময় রসিক বাবু, দিদিমণির মাথায় সিন্দুর লেপলে, গলায় মালা দিলে।

গরব। দ্যাখ্—দ্যাখ্‌ পোড়ারমুখো, তোর বুকের রক্ত খাবো।

মাণিক। খা, তোর মুয়ে চুম খেয়ে সে রক্ত আদায় ক'র্‌বো। তুই আমায় বে' কর্‌বি বলেছিস, আর যাস কোথা?

গরব। আমি মিছিমিছি বলেছিলুম।

মাণিক। আমিও মিছে বে' কচ্চি। এ কর্ত্তা-বাবুর বাড়ীটি কেমন,—চোখের উপর তো দেখলি ছুঁড়ি, মিছে বে' সত্যি হ'য়ে যায়।

গরব। তবে নে, আমিও তোর গলায় মিছে মালা দিই।

উভয়ের গীত

মাণিক। আর গরবে ফর্‌ফরিয়ে
লার্‌বি যেতে গুমোরে।
বুকের মাঝে রাখবো ধরে
জোর ক'রে তোরে॥
গরব। আমি কি গুমোর করি,
মাণিক মাণিক ক'রে মরি,
স'রে যাস্‌ দোষ তো তোরি,
তুই ভারি মিছ কাতুরে॥
মাণিক। মুয়ে তাই নুড়ো জ্বালো,
গরব। মুখখানি চাই করতে আলো,
মাণিক। পীরিতের তোর রীতিটি খুব ভালো,
গরব। এমন পীরিত পাবি কোথা,
আ ম'লো—
মাণিক। থুক দে মুয়ে যাও পেছু ফিরে,
গরব। ঠোনাতে চাই এমনি ক'রে,
সত্যি বল মাথার কিরে,
গাল পেতে তুই দিস কি রে?

মাণিক। কি সোহাগ তোমার গরবমণিরে—
উভয়ে। যাবে দিন মজায় মজায়,
চলবে পীরিত খুব জোরে॥

হারা। সাবাস্ মাণ্‌কে, বেশ করেছিস্—খুব করেছিস্। ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তো, আমায় বেটী নাচিয়েছে।

মাণিক। এজ্ঞে, এখন আমায় লাচাবে।

হারা। তা বেটী পারে। (গরবের প্রতি) বেটী, রোজা খুঁজে পেয়েছ বেটী, রোজা তোর ঘাড়ে চাপলো বেটী! (সনাতনের প্রতি) ভায়া, রসকে যেটা যখন বে' ছাড়বে না, যখন অনুকল্প বে' সঙ্কল্প ক'রে নিলে, তখন এই ভদ্রলোক সব এসেছে, খাইয়ে-দাইয়ে দাও। গিন্নী থাক্‌লে আমোদ কর্‌তো, আর আমি মেয়ে পর হবে ব'লে বেজার হতুম; তা বেজার তো হয়েইছি,—এখন একটু আমোদ করি।

সনাতন। যে আজ্ঞে, পরিতোষ ক'রে খাইয়ে দিচ্চি।

হারা। আমার আক্কেল হয়েছে। বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী সব উপস্থিত আছেন, সকলে শুনুন,—আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্য হেলন ক'রে, বিবাহ-প্রথা অন্যমত করা, আপনার মাথায় কলঙ্ক-পসরা নেওয়া। আমার বাপ-মার পুণ্যে ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনুকল্প বে'তেই শেষ হয়েছে,—মুখে চুণকালি মাখ্‌তে হয় নি। ঋষিদের পায়ে প্রণাম ক'রে সকলকে বলছি যে, "বাল্যকালে কন্যার উপর পিতামাতার অধিকার, যৌবনে স্বামী অধিকারী";—সে স্বামীতে বঞ্চিতা ক'রে যে পিতামাতা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখেন, তার ঘর কলঙ্কিত হয় নিশ্চয়।

সনাতন। দেখ্‌লেন তো—"য্যায়সা-কা-ত্যায়সা" হলো, এখন আমার অবিবাহিত ছেলের বাপেদের প্রতি যোড়করে নিবেদন যে, তাঁদের পাওনার দৌরাত্ম্যেই হিন্দুর ঘরে সব ধেড়ে মেয়ে রাখতে বাধ্য হ'চ্চে। হিন্দুয়ানির মুখ চেয়ে কামড় একটু কম করুন। তা'লে গৌরীদান প্রভৃতি প্রাচীন শুভবিবাহক্রিয়া আবার স্থাপিত হয়।

হারা। (রসিকের প্রতি) বাবাজি, তোমরা খুব একচাল চেলেছ; তোমাদের মেয়ে হ'লে আমিও তোমার চেয়ে মজবুত রোজা এনে দেখে নেবো। (গরবের প্রতি) গর্‌বি, গিন্নী তার স্ত্রীধন হ'তে তোকে কিছু দিয়ে গেছে, আর মাণ্‌কে, তোর যে টাকা আমার কাছে জমা আছে, তার উপর পাঁচশো টাকা আমি তোরে দিচ্চি, তোরা সুখে ঘর-ঘরকন্না করিস্। গরবি, এইবার তোরা বর-ক'নে নিয়ে বাসর ঘরে আমোদ কর্‌গে যা। মাণ্‌কে যা।

[বর-কন্যা লইয়া গরব ও মাণিকের প্রস্থান।

(সাধারণের প্রতি) মশায়, আমি এমন চটা মেজাজের লোক, তবু আমোদ কচ্চি, বে'র রাত্রে আপনারা দোষগুণ বিচার না ক'রে সবাই আমোদ ক'রে যান। [সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

বাসর ঘর

সমাপ্তি গীত

দেখে সুখের মিলন বিয়ের রেতে
আমোদ যে করে।
আমোদ উথ্‌লে ওঠে তার ঘরে॥
সুচোখে চায় সুজন যেজন,
মুখ পোড়ে তার যার পোড়া মন,
সরলের হাসি মুখে,
কুটিলের বাঁশ চাপে বুকে,
ভাল বলা স্বভাব যা'দের
ভাল তার ঘরে পরে॥
"য্যায়সা-কা-ত্যায়সা" হলো,
আমোদ ক'রে ঘরে চলো,
সহৃদয়, হও হে সদয়,
এই মিনতি যোড় করে।
Happy New Year to you all
নট-নটীর সাধ অন্তরে।

যবনিকা পতন

গিরিশচন্দ্রের গদ্যরচনা

পৌরাণিক নাটক

['রংগালয়' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (৩০শে চৈত্র, ১৩০৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

বাহিরের নাটক না পাইয়া রংগাধ্যক্ষেরা স্বয়ং নাটক লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ স্থলে রংগাধ্যক্ষ-রচিত নাটকের কতকগুলি প্রতিবাদী আছেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্কিমবাবুর নভেল নাটকাকারে পরিণত হইয়া কতকটা নাটক হয়। দীনবন্ধুবাবুর নাটক কতকটা নাটক ছিল। তার পর পৌরাণিক গীত-সম্মিলিত নাটক উদ্ভব হইয়া নাটকের দফা রফা হইতেছে। নাটকের কথা কহিতে হইলেই, এই সকল নাটকবিদ্ লোকেরা বিদেশীয় নাটক লইয়া তুলনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই বিদেশীয় নাট্যকারের ভিতর সেক্সপীয়ারের নাম জানেন। সেক্সপীয়ারের নাটক কি ও সে সকল নাটক কি ভাবাপন্ন, তাহার পরিচয় যদি এই সমালোচকদের দিতে হয়, তাহাতে অনেককেই ভাবিতে হইবে—সেক্সপীয়ারের নাম তুলিয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি; সেক্সপীয়ারের নাটক পড়ি নাই, তাঁহার নাটক কি ভাবাপন্ন, কিরূপে জানিব! এ সম্প্রদায়ের কথা এই পর্য্যন্ত। কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ও আছেন, তাঁহারা পরীক্ষার খাতিরে Gervinus, Schiller, Goethe প্রভৃতির নানা ভাষার নাটক-সমালোচনা পড়িয়াছেন; কিন্তু সেই Schiller, Goethe-কৃত নাটকের উদার সমালোচনাতেও বুঝিতে বাকি আছে কি, যে, জাতীয় উচ্চ নাটক—জাতীয় হৃদয়ে সম্পূর্ণ অধিকার যাহার আছে—তিনিই লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজের শ্রেষ্ঠ নাটককার, যদি তিনি German হইয়া জর্ম্মাণ-ভাষায় সেই সকল নাটক লিখিতেন, তিনি জর্ম্মাণ-হৃদয়ে স্থান পাইতেন না, যথা Schiller, Goethe ইঁহাদের দ্বারায় সেক্সপীয়ারের উচ্চ প্রশংসা সত্ত্বেও, জর্ম্মাণ তাহাদের নাটককার সিলারকেই উচ্চতর পদ প্রদান করেন; সিলারের কৃত Joan of Arc দেখাইয়া বলেন যে, সেক্সপীয়ার পৃথিবীতে বিচরণ করেন অর্থাৎ পার্থিব স্থূলভাব লইয়া তাঁহার নাটক রচনা; উচ্চ প্রতিভার চালনায় পার্থিব স্থূলভাব হইতে যখন তিনি উড্ডীয়মান হইবার চেষ্টা পান, পার্থিব স্থূলে আকর্ষণে ধড়াস্ করিয়া (comes down with a thud) পৃথিবীতে পড়িয়া যান। কিন্তু সিলার, যিশু-জননী কুমারী মেরীকে লইয়া মায়িক প্রেম অতিক্রমপূর্ব্বক মহাপ্রেমের কথা কহেন। সেই মহাপ্রেমে স্বদেশহিতকর প্রভা ও তাহার অভাবে পতন—Joan of Arc-এ সিলার অদ্ভুত প্রতিমা চিত্রিত করিয়াছেন। ব্যবসায়ী ইংরাজ, ভাবের প্রশংসা করিয়া সিলারের অনুবাদ করিয়াছিল, কিন্তু সংগে সংগে সমালোচকেরা জর্ম্মাণকে হিন্দুদিগের ন্যায় অপার্থিব স্বপ্নাচ্ছন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন ফরাসির সহিত জর্ম্মাণির যুদ্ধসূচনা হয়, সমস্ত বিদেশীয় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ও যুদ্ধবিদ্ সৈন্যাধ্যক্ষেরা স্বপ্নাচ্ছন্ন জর্ম্মাণিকে সংসার-বিরত ফরাসি জয় করিবে স্থির সিদ্ধান্ত করেন। সম্ভবতঃ সমরাঙ্গণ প্রসিয়াই হইবে ভাবিয়া, সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বার্লিন অবধি মানচিত্র তাহার পাঠকদিগকে দেন। তাঁহাদের নিশ্চয় ধারণা, বার্লিন অবধি ফরাসী সৈন্য যাইয়া সমর অবসান হইবে। কিন্তু ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। দুই একটি যুদ্ধের পর মানচিত্র পরিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত সম্পাদকেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ফরাসী সৈন্য বীরবর নেপোলিয়নের (Nepoleon the Great) রাজ্যপিপাসোন্মত্ত, কিন্তু বিসমার্ক-চালিত প্রসিয়া সৈন্য পিতৃস্থান (Faderland) অর্জ্জন করিব এই স্বপ্নাচ্ছন্ন। এই স্বপ্নাচ্ছন্ন বিসমার্ক-চালিত

স্বপ্নাচ্ছন্ন নিডল গন-ধারী প্রসিয়ার প্রভাব জগৎ দেখিল। এই স্বপ্নাচ্ছন্ন বিসমার্ক স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রাসিয়ান কবি-দীক্ষিত। জর্ম্মাণির কবিতা পাঠে, রাজনীতি পাঠে, সামান্য ব্যক্তির সহিত সামান্য কথার ছলায় বিদেশী বুঝিবেন যে, জর্ম্মাণির স্বপ্নাচ্ছন্ন Faderland—স্বপ্নাচ্ছন্ন কবি-কৃত উত্তেজিত। এই স্বপ্নাচ্ছন্ন জাতি, সাংসারিক বীরত্বে অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি পার্থিব বাসনা-চালিত মহাবলবান্ জাতিকে তৃণবৎ ভস্মসাৎ করিয়াছে। কবিত্ব এই প্রকার জাতীয় বৃত্তির উত্তেজক। Faderland স্বপ্ন জর্ম্মাণির হৃদয়ে ছিল; কবির মনোহারিণী রচনায় তাহা বিকাশ পাইল।

Faderland শব্দে মাতৃভূমি বলিয়া যেরূপ পার্থিব বাসনা-চালিত জাতি স্বদেশ-বৎসল হন, তাহা নয়। Faderland অর্থ যেখানে জর্ম্মাণ আছে, পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম যেখানে চলিতেছে, সেই আত্মীয়; যেমন হিন্দুর আত্মীয় যেখানে হিন্দু আছে; নানাস্থানে বাস করিয়া নানাভাষায় কথা কহিয়াও যেমন ইহুদীর এক ধর্ম্ম; সেইরূপ জর্ম্মাণের Faderland ভাব। ধর্ম্মভাব, পার্থিবভাব নহে। এই ভাবাপন্ন হইয়া জর্ম্মাণি রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। মনোগত বাসনা—রুষিয়ার বক্ষ হইতে পোল্যান্ডকে ছিন্ন করিয়া লইবে Faderland, Faderland স্বপ্নাচ্ছন্ন ভঙ্গ-স্বপ্ন পোল্যান্ডবাসীকে পৈতৃক স্বপ্ন আচ্ছন্ন করিবে।

জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম—ধর্ম্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হলসঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে। ইংরাজী ভানে, বিদেশীয় ভানে যাহারা সেই ভান করেন (তাঁহারা সেই ভানের মর্ম্ম বোঝেন না) সেই ভানে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না। জাতীয় হৃদয়ের উপর উন্নতির ভিত্তি। সেই ভিত্তি কতদূর প্রগাঢ়, তাহা ইতিহাস পাঠে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। হিন্দুধর্ম্মের উপর বহু বিরূপ প্রবাহ বহিয়াছে। কোন কোন মুসলমান রাজার সংকল্পই ছিল, কাফের দূর করিবে। দিগ্বিদিক্ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুস্থানে রহিয়াছে, তবু আজও আবাসস্থানের নাম হিন্দুস্থান। হিন্দুধর্ম্মমূল হিন্দু হৃদয়, হিন্দুধর্ম্ম এতই বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। অবস্থাগত প্রভাবে রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, তথাচ হিন্দুহৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের সমান আরাধনা। যাঁহারা নাটক হয় না বলেন, তাঁহারা বলেন এই যে, কে কোথায় কাকে মারিল, কে কোথায় কাকে কাটিল, নাটকে ইহার বর্ণনা হউক। কোথায় কি সভা স্থাপনা হইল, কোথায় কি বক্তৃতা হইল, তাহা লইয়া নাটক হউক; শক্তিমান্ পুরুষেরা একবার নাটক লিখিয়া দেখুন, কতদূর তাহাতে কৃতকার্য্য হন; কদাচ হইবেন না। সকলেই জানেন, ফরাসি বড় প্রফুল্ল জাতি, কিন্তু তাহাদের নাটক পাঠে দেখিবেন যে, নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বিপ্লবে (Revolution) গঠিত ফরাসি-হৃদয় কঠোর নিষ্ঠুরতাপূর্ণ নাটক ভালোবাসে। অনুবাদে আমরা বুঝি যে, নিষ্ঠুর Spain-এ-ও সেইরূপ। ষাঁড়ের নিষ্ঠুর যুদ্ধ (Bull-fight) স্পেনের আমোদ; হাস্যোদ্দীপক, স্ফূর্ত্তিদায়ক মিলনান্ত নাটক স্পেনের বিশেষ প্রিয় হইবে না। "ডনকুইকসট্" —লোকে বলে যাহার তুল্য হাস্যোদ্দীপক রচনা আর নাই—তাহার হাস্যও মানবপীড়নে উদ্দীপিত হয়।

হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম, বিদেশীর ভীষণ তরবারি-ধারে উচ্ছেদ হয় নাই। আকবরের রাজনৈতিক প্রভাবেও সমভাবে আছে। সমালোচকেরাও কে কাকে কাটিল, কে কাকে মারিল, এইরূপ রচনা দ্বারা মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

তাহার পর মারা-কাটা লইয়া এমন কি নাটক লিখিবেন, যাহা ব্যাস-রচিত ভারতে নাই। এখনও পাঁচ সাতটা সেক্সপীয়ারকে আসিয়া শিখিতে হইবে, ব্যাস-রচিত ভারতে কি কি ভাব আছে। ম্যাক্‌বেথ, হ্যামলেট, ওথেলো,

লীয়ার প্রভৃতি সেক্সপীয়ার-রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক। এ সকল কঠোর নাটকেও পিত্রাদেশে মাতার মস্তকচ্ছেদন নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ নাই এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা কবিতায় সুপ্ত শিশুহন্তা অশ্বত্থামারও মার্জ্জনা নাই। এই বিশাল ভাবাপন্ন কার্য্যক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত নাটকের যিনি ঘৃণা করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি কি বলিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না।

যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জ্জিল; খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিল্‌টন; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গলায় মাইকেল। যিনি পৌরাণিক গ্রন্থের বল জানেন না, তিনি কাগজ, কলম ও ছাপাইবার খরচ লইয়া সমালোচনা করেন। মনুষ্য-জীবনের দায়িত্ব তিনি বুঝেন নাই।

আগে বলিয়াছি যাঁহারা Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক বলিয়া ঘৃণা করেন, কেবল মাত্র তাঁহারা জানেন না যে, পুরাণে যাহা আছে, তাহা কোন জাতীয় কবি-কল্পনায় অদ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই। 'রাম' কল্পনা দেখিয়া, যিনি নাটকের ঘৃণা করেন, তাঁহাকে সকলের জানা একটি গল্প বলিব। কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিল, "যদি তোমার সীতায় অভিলাষ ছিল, রাক্ষসীমায়া-প্রভাবে কেন রামরূপ ধরিলে না?" রাবণ উত্তর করিল,—"আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু রামরূপ ধরিতে গেলে রামরূপ ভাবিতে হয়, সে ভাবনায়•'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পর-বধূসঙ্গ-প্রসঙ্গঃ কুতঃ"—অরে মূঢ়, রাম-ভাবনায় কি পরবধূর সঙ্গ ইচ্ছা থাকে? বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল, 'মেঘনাদে' কবিগুরু বলিয়া বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—"রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

আমরা বলিয়াছি যে, কোন ভাষায় কোন উচ্চ গ্রন্থ পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন ব্যতীত হয় নাই। মেরী কোরেলী আধুনিক, যাঁহার পুস্তক পাদরী-বিদ্বেষী হইয়াও এক সংস্করণে দেড় লাখ বিক্রয় হয়,—খৃষ্টীয় পুরাণ, বাইবেল তাহার ভিত্তি। পৌরাণিক নাটক ভালমন্দ হয় বা না হয়, এ কথার সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু পৌরাণিক নাটক যে উচ্চ শ্রেণীর নাটক হয় না, ইহা যিনি বলিতে চান, তাঁহার তুলনা তাঁহাতেই থাকুক।

নাটক লিখিতে হইলে—কতকগুলি চরিত্র লইয়া নাটক লিখিতে হয়। ঐতিহাসিক চিত্র যে সমালোচকেরা কতদূর জানেন, তাহা সেই সমালোচকেরাই বিদিত, আমরা আর কি পরিচয় দিব। ঐতিহাসিক নাটক দুই একখানি হইয়াছে; কৃতবিদ্য অনেক লোক তাহার প্রশংসাও করিয়াছেন, কিন্তু সমালোচকেরা সে-স্থানে নিস্তব্ধ ছিলেন। তাঁহারা নিরীহ, ইতিহাস বলিয়া একটা কথা আছে জানেন, তাহার ত কোন ধার ধারেন না; সুতরাং নিস্তব্ধ ছিলেন। আবার ঐতিহাসিক নাটক হইলেও সেইরূপ নিস্তব্ধ থাকিবেন। ইতিহাসবিদ্‌ কয়েকজন সকল মর্ম্ম বুঝিবেন, কিন্তু তাহাতে নাট্যকারের ব্যবসা চলিবে না।

কিন্তু না চলুক, যদি চরিত্র পাওয়া যাইত, যাহা পুরাণে নাই, তাহা হইলেও কথা ছিল। ঐতিহাসিক নাটক সমস্তই স্থানীয়। Shakespeare-এর ঐতিহাসিক নাটক স্থানীয়। তাহার অপর জাতীয় অনুবাদ নাই। স্থানীয় প্রসঙ্গ স্থানেই চলিয়াছে। স্থানীয় সকলে সে কথা জানে বলিয়া চলিয়াছে। 'War of the Roses' ইংলন্ডের ঘরে ঘরে জানে, তাই সেই ঐতিহাসিক নাটক চলিয়াছে। কেবল ঐ সকল ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া সেক্সপীয়ার—সেক্সপীয়ার হইতেন না। আমরা এক্‌জামিনের খাতিরে ইংলন্ডের ইতিহাস পড়িয়াছি; সেই জন্য দুই এক জনেরও রাজা-রাণীর বক্তৃতা ভাল লাগে, নচেৎ ভাল লাগিত না।

তারপর সামাজিক। দোষ-গুণ লইয়া নাটক রচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য• দিয়াছে, কৌন্‌সুলীর জেরাতে হটে নাই, গৃহে অস্ত্র-হীন হইয়া দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের

মারিয়া ডাকাইতি করিয়াছে, এইমাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ,—দুই একটা বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়া কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে; কেহ বা পড়শীর কুলাঙ্গনা বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে। গুণের কথা,—বড় জোর কেহ পিতৃ-শ্রাদ্ধে কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছিল; রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য টাইটেল-আশে রাজাকে চাঁদা দিয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র ত্যাগে এই সকল চরিত্র লইয়া নাটক লিখিতে বলেন। যাঁহারা বাঙ্গালায় বড় বড় চরিত্র—তাঁহারা 'পলিসি-বাজ'। স্বয়ং গোপনে থাকিয়া একজন ১৫৲ মাহিয়ানার প্রিন্টারকে খাড়া করিয়া মানহানির কয়েদ খাটা তাহার উপর দিয়া, কোন এক ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচার বর্ণনাপূর্ব্বক প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল উচ্চ চরিত্র; অদ্যাবধি রাজ-দ্বারে সত্য কথা বলিতে কেহ সক্ষম হন নাই। যাহারা কাগজে লিখিয়াছেন, তাহারা থুতু খাইয়া মার্জ্জনা চাহিয়া দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সামাজিক নাটকে ত এই সকল চরিত্র উঠিবে?

যাঁহারা পৌরাণিক নাটকের বিরোধী, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, পৌরাণিক চরিত্র কিছুই তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। যদি দেখিতেন ও বুঝিতে পারিতেন,—ব্যাস বাল্মীকি-রচিত উচ্চ বা নীচ চরিত্রের বাঙ্গালায় অদ্যাবধি তুলনা হইবার সম্ভাবনা নাই, অপর কোন দেশে হইলেও হইতে পারে;—তিনি এই সকল চরিত্র নাটকে লিখিতে বলিবার আর প্রয়াস করিবেন না।

তার পর থিয়েটারে গান হয়। মাইকেল মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী'তে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, বালকদ্বারা স্ত্রীচরিত্র অভিনয় হয়, বালকের গায়ক হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য কৃষ্ণকুমারীর গান সব নেপথ্যে। ভিন্ন ভিন্ন নাটক অনেক তিনি দেখিয়াছিলেন। অনেক ভাষাই তিনি জানিতেন। তথাপি তিনি বাঙ্গালা ভাষার মধুরতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং গানের একান্ত অনুগত। প্রকাশ্যে 'কৃষ্ণ-কুমারী'তে নটকে সম্বোধন করিয়া সে কথা বলিয়াছেন।

বিদেশীয়েরা অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়াছে; তথাপি কঠোর বৈজ্ঞানিক ফাদার লাফোঁর যিনি বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তিনি শিখিয়াছেন যে, হিন্দু-সঙ্গীতে যেরূপ মাধুরী আছে, তাহা আর কুত্রাপি নাই। ফাদার লাফোঁ দোষ ধরেন যে, হিন্দু-সঙ্গীতে বড়ই মাধুরী, খালি মিষ্টি, একটু নিমকি নাই। ফাদার লাফোঁ চারি সঙ্গীতবিদের ঐকতানিক ধ্রুপদ সঙ্গীত শুনেন নাই। সেই নিমিত্তই তাঁহার এইরূপ ধারণা। ধ্রুপদ গান অনেকেরই পক্ষে শুনা হয় নাই। অস্থায়ী, অন্তরা, আভক ও সঞ্চার চারিজনে গীত হইলে তবে ধ্রুপদ গান হয়। তাহার কারণ এই,—যে গলায় অস্থায়ী গীত হইবে, সে গলায় অন্তরা ঠিক গীত হইবে না। যেমন ক্লেরিওনেটে যে স্বর বহির্গত হয়, বেহালায় সেরূপ হয় না, তেমনি অস্থায়ী গাওনার গলায় অন্তরা হয় না। আভক, সঞ্চারও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গলায় গীত হওয়া উচিত। যিনি এই চারি গলায় অস্থায়ী, অন্তরা, আভক, সঞ্চার মেঘধ্বনি-গঞ্জিত মৃদঙ্গ সঙ্গীত ধ্রুপদ শুনিয়াছেন, তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের পক্ষপাতী হইলেও বুঝিবেন যে, ধ্রুপদ (vocal concert) মিলিত গলার গানের একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। মিলিত গলার গানের অর্থাৎ ধ্রুপদ (vocal concert)-এর গানের নমুনা সকলেই শুনিয়াছেন। বাড়ীতে ভিক্ষুক আসিয়া গান করে, কতকটা একজন বালক গায়, কতকটা ভারী গলায় গীত হয়, কতকটা মিলিত গলায় গান হইয়া থাকে। আমরা একবার বৈষ্ণব ভিখারীর গান শুনিয়াছিলাম, "কোথা তোর সখী সখা, সেই বিশাখা, কোথায় রে তোর রাইকিশোরী"—বালক গাহিল; বেহালা বাজাইতে বাজাইতে বয়স্ক ভিখারী গাহিল, "কোথা তোর শিখিপুচ্ছ গুঞ্জমালা কোথায় রে হাতের বাঁশরী।" দু'জনে গাহিল, "কার ভাবে নোদেয় এসে কাঙ্গাল বেশে গৌর হয়ে বলছ হরি।" আমরা এই অপূর্ব সঙ্গীত শুনিয়া-ছিলাম। যদি কেহ শুনিয়া থাকেন, তিনি আমাদের সহানুভূতি করিবেন।

আমাদের সমালোচকেরা বাঙ্গালা নাটক হইতে গান পরিত্যাগ করিতে বলেন; বোঝেন না—অপর ভাষায় গানে নাটক-উপযোগী

হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তির অভাব। সেই নিমিত্ত যে সকল ভাষার আদর্শ দিয়া বাঙ্গালা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দু-সুর-রচয়িতার কতদূর হৃদয়-হারিণী প্রভাব। ইতালীর আবহাওয়া কতকটা ভারতবর্ষের মত। উচ্চ শিল্পের তথায় যত উন্নতি,—বিশেষতঃ সঙ্গীতে,—সেরূপ অন্য কোন সভ্য প্রদেশে নাই। আবহাওয়ার সহিত হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রকাশের অভিলাষ রহিল। স্থানাভাবে এ প্রবন্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু পরিশেষে কথা এই যে, মূর্খের সঙ্গে বলি রাজা স্বর্গে যান নাই—মূর্খ সমালোচকের সহিত আমরা নরকে যাইব না।

নটের আবেদন

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রে (শুক্রবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩০৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

বক্তা ও অভিনেতা যেরূপ আদর পান,—এরূপ আদর আর কেহই পান না বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আবার অভিনেতা যেরূপ নিন্দার ভাজন হন, সেরূপও আবার কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। আদর ও অনাদর সমভাবেই চলে। রাজার সহিত একত্রে ভোজন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সমভাবে ভ্রমণ,—এক-দিকে এত আদর, আবার অপরদিকে অভিনেতার শবদেহের সংকার-স্থান পাওয়া কষ্টকর হয়। নাট্যালয় সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ব্যক্তি যাঁহারা—যতদিন জগতে অক্ষর চলিবে,—ততদিন মনুষ্যের মধ্যে শীর্ষস্থান পাইবেন। জীবিত অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে—শুনিলে হৃদয় বিগলিত হয়। জগদ্বিখ্যাত 'মলেয়ার' নাট্যকার ছিলেন এবং নিজ নাটকের অভিনেতা ছিলেন। পাদ্রীর বিদ্বেষে তাঁহার শবদেহের কবরের স্থান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অদ্যাবধি শিক্ষিত ইউরোপে সুশিক্ষিত নাট্যকার প্রায়ই তাঁহাকে অবলম্বন করেন। পূর্বে যেমন এদেশে প্রধান প্রধান যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, পাঁচালি-ওয়ালা দেবতার স্থানে পালা গাহিয়া পরে রোজগারে যাইতেন, সেইরূপ অদ্যাবধি প্যারিসে আসিয়া নিজ গুণের পরিচয় না দিলে, অভিনয়কার্য্যে বা অন্য উচ্চ শিল্প-কার্য্যে কেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। যে স্থানে এতদূর গুণের আদর, সেই স্থানে আবার তদধিক জীবিত গুণীর প্রতি বিদ্বেষ। শোনা যায়, একদিন একজন সঙ্গীতজ্ঞ সুরস্রষ্টা মহাশয় পথে যাইতে যাইতে আক্ষেপ করিয়া-ছিলেন যে, "হায়! উচ্চ অট্টালিকায় আমারই রচিত গান গীত হইতেছে, কিন্তু আমার এই দারুণ শীতে বস্ত্র নাই,—ক্ষুধা নিবারণের একখানি রুটি নাই।" সমস্ত সভ্য প্রদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত পাওয়া যায়। আবার আদরের দৃষ্টান্তও এইরূপ শত শত। এ আদর বঙ্গীয় অভিনেতাও পাইয়াছেন। স্বর্গীয় নাটোরের রাজা কোনও অভিনেতাকে নিজ রাজ-সজ্জার দ্বারা স্বহস্তে 'ভীমসিংহ' সাজাইয়া দিয়াছিলেন; অভিনেতাবর্গ লইয়া আহার করিতেন, তাহাদের সহিত রহস্য করিতেন ও রহস্যালাপে উত্তর-প্রত্যুত্তরে বিরক্ত না হইয়া হাস্য করিতেন। কেবল তিনি কেন, অনেক মহারাজাধিরাজ বঙ্গীয় অভিনেতাকে বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি,—অভিনেতার যেরূপ আদর—সেইরূপ অনাদর। বঙ্গেও তাই। যে সকল অভিনেতার ভাগ্যে রাজকরে সুসজ্জিত হওয়া ঘটিয়াছিল,—তাহাদের নামে অনেকে এক্ষণে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করেন।

সকল দেশেই ধর্ম্মযাজকের চক্ষে অভিনেতা ঘৃণিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত সেই ধর্ম্মযাজকেরাই অভিনয় করিয়াছেন। কঠোর রোমান ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের (জেসুট) মধ্যেও অভিনয়-প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থ গ্রহণ করিয়া টিকিট দিতেন, কিন্তু তাঁহারাই আবার অভিনেতাকে ঘৃণা করিতেন। রঙ্গভূমির সুর লইয়া গীত

রচনা পূর্ব্বক দেবমন্দিরে গান করেন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গীতাচার্য্যকে ঘৃণা করেন। কেন সে সকল সুর গ্রহণ করেন—জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"কেবল সয়তানই কেন সুন্দর সুর ব্যবহার করিবে?"

ঘোরতর ধর্ম্মবিদ্বেষ সত্ত্বেও জগতের রঙ্গভূমি বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মযাজকের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া দর্শকবৃন্দ রঙ্গভূমিকে প্রশ্রয় দেন, মহা মহা কবিকল্পিত চরিত্র দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ হৃদয়কে উন্নত করিয়া যান, কুৎসিত আচার-ব্যবহারের প্রতি মহাকবির তীব্র শরপ্রক্ষেপ দর্শনে আহ্লাদিত হন,—রঙ্গভূমে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পান,—এই নিমিত্ত ধর্ম্মযাজকের বাক্য উপেক্ষা করেন। রঙ্গভূমে যখন এরূপ কার্য সম্পাদিত হয়, তাহার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাহার উন্নতিতে সাহায্য দান করা—সকলেরই কর্তব্য কার্য্য নিশ্চয়। কিন্তু অনেকেই বাঙ্গালার রঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"কই, সেরূপ উচ্চ রঙ্গমঞ্চ কই?" আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বহুদিন সৃষ্ট হয় নাই, তথাপি শুনিতে পাই, কোনও বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তাঁহার সন্তানকে অনুরোধ করিয়া একজন অভিনেত্রীকে আনিয়া রঙ্গমঞ্চের হরিনাম গান শুনিয়াছিলেন। অনেক মহাত্মাকে রঙ্গভূমে ভাব ও দশা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু যদি এরূপ না হইত, তথাপি রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধনে যত্ন করা অবৈধ নহে। যদিচ আজও রঙ্গভূমি হইতে উচ্চ কার্য্য প্রদর্শিত হয় নাই, উৎসাহ প্রদানে যে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই—এরূপ বলা যায় না। কারণ আধুনিক বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের যে দশা, পাশ্চাত্ত্য রঙ্গমঞ্চেরও সেই দশা ছিল। প্রথমে রূপকের অভিনয়,—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহকে মনুষ্যাকারে সাজাইয়া দৃশ্যকাব্য গঠিত হইত। এখানেও তাহা ঘটিয়াছে। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি নাটক তাহার প্রমাণ। তাহার পরে Passion Play অর্থাৎ অবতার বিশেষ ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক—তাহাও বাঙ্গালায় হইতেছে। যদি কেহ একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটক কিরূপ হীন সজ্জায় অভিনীত হইয়াছিল, এবং এখনকার রঙ্গভূমির সজ্জার সহিত তুলনা করেন,—তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, উৎসাহ প্রদানে রঙ্গমঞ্চের আরও উন্নতি সাধন হইতে পারে।

সকল দেশেই বালক লইয়া প্রথমে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় আরম্ভ হয়। কিন্তু সে অভিনয় সাধারণের তৃপ্তিকর না হওয়ায়, স্ত্রীলোকের ভূমিকা (part) স্ত্রীলোকে করিতে থাকে। যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা বলিবেন যে—ন্যাসান্যাল থিয়েটারে বালক লইয়া অভিনয় হইত। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে আর আদৌ লোক হইত না। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়া, বহু আয়াস-সঞ্চিত সম্পত্তি বিনাশ করিয়াছিলেন। বালকের অভিনয়-কার্য্যে যে কেবল সুন্দররূপ অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তাহা নহে, বালকেরও সর্বনাশ হয়। কোমল বয়সে স্ত্রীলোকের হাবভাব অনুকরণ করিতে গিয়া, এক রকম মেয়েলি ঢং আজীবন রহিয়া যায়। বালকের অভিনয়ে অন্যান্য প্রচুর দোষও উপস্থিত হয়। কাজেই নাট্যাধ্যক্ষেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক আনিয়াছেন; কিন্তু আমাদের সমাজে অভিনেত্রীরূপে কুলস্ত্রী কোথায় পাইবেন? প্রথমে কোন্ দেশে কে পাইয়াছে? অদ্যাপি নটী নামের সহিত উচ্চ নীতির সংযোগ কেহই করেন না। ইউরোপে আপাততঃ অনেক নির্ম্মলা স্ত্রী অভিনয় কার্য্যে আছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ তাহা নয়। ব্যালেট্ ড্যান্স্যার নর্ত্তকীর সহিত সামান্যা গণিকার বড় কেহ প্রভেদ করেন না। কিন্তু তথাপি থিয়েটারের কথা বলিতে হইলে, অনেক সুবিবেচক ব্যক্তিও সামান্যা গণিকা লক্ষ্য করিয়া রঙ্গভূমিকে ঘৃণা করেন। কীর্ত্তনী ও নর্ত্তকীর প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ বিদ্বেষ নাই। কীর্ত্তনী গাহিতেছে, সে সভায় সকলেই বসেন। নাচের নিমন্ত্রণে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ যাওয়ায় কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজক আপত্তি করেন না। কিন্ত রঙ্গালয়ের প্রতি—তাঁহাদের সে উদারতা প্রকাশ নাই। কীর্ত্তনে নর্ত্তনে গুণ দেখেন—বেশ্যা দেখেন না। কিন্ত সমস্ত রঙ্গালয় বেশ্যার ঘ্রাণে পরিপূর্ণ। এরূপ বিদ্বেষের কারণ বোঝা ভার। বলিয়া থাকেন, রঙ্গালয় ভাল, যদি ভাল

করিয়া চালান যায়। কিন্তু কিরূপে ভাল করিয়া চলিবে—তাহা বলেন না। সাধারণ স্ত্রীলোক না লইয়া আমরা কাহাকে ডাকিব? কিরূপে উন্নতি সাধন করিব? অর্থব্যয়ে আমরা প্রস্তুত, সুন্দর রঙ্গালয়, দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ—তাহার প্রমাণ। বড় কেরাণীর মাহিনা অভিনেত্রীকে দিয়া থাকি। অভিনয়ে শিক্ষিতা করিতে গেলে ভাল কথা ও ভাল ভাব বুঝাইয়া দিতে আমরা বাধ্য; নতুবা আমাদের কার্য্য চলিবে না। কিন্তু আর আমরা কি করিব? যাঁহারা নিন্দা করেন—তাঁহারাই আমাদিগকে বলুন, রঙ্গালয় ত্যাগ করিব? বারনারী লইয়া অভিনয়ে দেশের যাহা ক্ষতি হইতেছে, তদপেক্ষা উচ্চ শিল্পের পতন কি দেশের শোচনীয় শিল্পের অবস্থা প্রমাণ করিবে না? শত শত ব্যক্তি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সকল যুবক দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে নাই, তাহারা শিক্ষিত হইতেছে, পরিবার প্রতিপালন করিতেছে। চিত্রকর স্বভাব অনুকরণে বিশেষ চেষ্টিত, যন্ত্রী মুগ্ধকরী যন্ত্রের চর্চ্চা করিতেছে। এ সকল স্থগিত থাকিলে দেশের কি বিশেষ মঙ্গল? আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা—কিরূপে সাধারণের আদরভাজন হইব, কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া, নাটকের উন্নতি সাধিব, কিরূপে রুচি-মাৰ্জ্জিত করিব—তাহা আমাদের সহৃদয় ব্যক্তিগণ শিখাইয়া দেন। ঘৃণা না করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। তিরস্কার মস্তক পাতিয়া লইব। রোগের ঔষধ দেন,—'রোগ রোগ' করিয়া চীৎকার করিবেন না।

তাহার পর নাটকের উন্নতি। ভাল নাটক নাই—সকলেই বলিয়া থাকেন। যাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি—সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেক্সপীয়ারের নাটক দেখাইয়া বাঙ্গালা নাটকের ঘৃণা করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় প্রায় যেন সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব স্থানে সেক্সপীয়ার ছড়াছড়ি যায়। তাহার পর যদি বাঙ্গালায় সেক্সপীয়ার জন্মান, তাঁহাকেও সেক্সপীয়ারের মত বহু দিন অযশস্বী থাকিতে হইবে। যতদিন কীন্, কেম্বেল্, সিরান প্রভৃতি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ না করিবেন, ততদিন সেক্সপীয়ার জন্মিয়াই একেবারে সেক্সপীয়ার হইতে পারিবেন না। কীন্, কেম্বেল্ অভিনয়ের বিকাশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বিকাশ একবারে কোনও স্থানে হইতে পারে নাই। আমেরিকা সভ্যতার সোপানে অতি শীঘ্র আরোহণ করিয়াছেন। তথাপি আমেরিকার নাটক ও নাটক-অভিনেতা, পুরাতন ইংলণ্ডের নাটক ও নাটক-অভিনেতার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় একবারে এত প্রত্যাশা করিলে সে প্রত্যাশা বিফল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হয় নাই, হইবে না—তাহা কিরূপে হইবে? প্রহসন অভিনয় করিয়া এদেশের অভিনেতারা প্রথম দীক্ষিত। উচ্চৈঃস্বরে অভিনয় করিতে বহু দিনের শিক্ষায় অভিনেতা সক্ষম হইয়াছে। বহুদিনের শিক্ষায় রঙ্গমঞ্চের একপার্শ্বে না দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইতে শিখিতেছে। ভাবভঙ্গি কতক কতক আনিতেও শিখিতেছে এবং কেহ কেহ অভিনেতা নামে যোগ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে অনেক দর্শকের মতামত যাহা নাট্যাধ্যক্ষেরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে অভিনয়ের বিস্তর প্রশংসা দেখিতে পাইবেন। 'ম্যাক্‌বেথ্' অভিনয় দৃষ্টে 'Englishman' ও 'Daily News'-এর Editor প্রভৃতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। লেডি ডফ্‌রিণের পুস্তকে বঙ্গ নাট্যশালার উচ্চ প্রশংসা বাক্যের উল্লেখ আছে। 'Light of Asia'-রচয়িতা এডুয়িন আরনল্ড তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে বঙ্গ নাট্যালয়কে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞান-সম্ভূত উচ্চভাবসম্পন্ন নাটকের সুচারু অভিনয়, তিনি বঙ্গ নাট্যালয়ে দেখিয়াছেন এবং সেই সকল উচ্চভাব দর্শকবৃন্দেরও বিশেষ আদরণীয়,—যাহা পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে বিরল। অবশ্য দৃশ্যপট ভাল বলেন নাই। কিন্তু সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য পাইলে অতি সুন্দর দৃশ্যপট প্রস্তুত করা বাঙ্গালী নাট্যাধ্যক্ষের অসাধ্য নয়। পাশ্চাত্ত্য অভিনেতার যে অর্থাগম একরাত্রে হয়, বাঙ্গালী নাট্যাধ্যক্ষের এক সপ্তাহের আয় তাহা অপেক্ষা ন্যূন। ইহাতে যে বিপুল ব্যয় করিতে নাট্যাধ্যক্ষেরা অসমর্থ হ'ন, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই যে মাৰ্জ্জনা করেন তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদের বাঙ্গালায় নিম্নশ্রেণীর টিকিটের

মূল্য আট আনা। কলিকাতার ইংরাজি থিয়েটারে সেই স্থানে বসিতে হইলে একটাকা দিতে হয়। কলিকাতার ইংরাজি নাট্যালয়ে উচ্চস্থানের দর্শক ধরে না—বাঙ্গালার ষ্টেজে উচ্চস্থান প্রায়ই খালি থাকে। অর্থাগমের প্রভেদে যে দৃশ্যপটের প্রভেদ হয় তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালে "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটক আর এই ১৯০০ সাল,—এই সময়ের মধ্যে যে রঙ্গভূমির অনেক উন্নতি হইয়াছে, তাহা বিশ্ব-নিন্দুককেও স্বীকার করিতে হইবে।

আর একটি দোষের কথা এই যে, রঙ্গালয়ে গীতিনাট্য প্রবল হইয়াছে। এবার নিন্দুক কাহার সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিন্দা করিবেন—ইউরোপের অভিনয়ের সহিত কি? দুর্ভাগ্যবশতঃ ইউরোপেও গীতিনাট্য প্রবল। মহাত্মা 'আরভিং'-এর সেক্সপীয়ারের Play করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও প্রতিভাশালী অভিনেতা কলিকাতায় আসিয়া সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয় করিতে গিয়া ইংরাজ-টোলায় পাঁচ টাকা মাত্র টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনেতা, কলিকাতা আসিতে সাহস করেন না। Bandman ও Brough সেক্সপীয়ার ছাড়িয়া গীতিনাট্য ও রং-তামাসা লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। 'Belle of New York' গীতি-নাট্য ইউরোপ ও আমেরিকায় পরম আদরের সামগ্রী। যে কোনও সম্প্রদায় কলিকাতায় আসিতেছেন, তাঁহারাও 'Belle of New York' করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন। যদি গীতি-নাট্যের পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে এরূপ আদর এবং পাশ্চাত্ত্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা যদি গীতি-নাট্য অবলম্বন করিয়া দোষী না হন, তবে আমরা কিসে বিদ্বেষ-ভাজন? আমরা পুনঃ পুনঃ সকাতরে মিনতি করিতেছি, আমাদের দোষ সংশোধন করুন, ঘৃণা প্রদর্শনে শিল্পীর পথের কণ্টক হইবেন না। উপদেশ দানে প্রথমে পুরস্কৃত করুন। যদি উপদেশ পালন না করি, তিরস্কার করিবেন। মাথা পাতিয়া লইব। পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিতেছি।

রঙ্গালয় যেরূপ ধর্ম্মযাজক দ্বারা নিপীড়িত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে রাজার উৎসাহ, সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির উৎসাহ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তির উৎসাহ ব্যতীত বাল্যাবস্থায় রঙ্গভূমির অকাল মৃত্যু হইত। কিন্তু জগতের সৌভাগ্যে, কবি, চিত্রকর ও অভিনেতার সৌভাগ্যে, নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ হৃদয়ের উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মযাজকের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সকল সভ্যদেশেই রাজার নিজ নাট্য-সম্প্রদায় ছিল, সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। পণ্ডিতেরা প্রতিভার প্রশংসা করিতেন; রঙ্গালয়ও সে নিমিত্ত স্থায়ী হইয়াছে।

রাজমন্ত্রী নাটক লিখিয়া অভিনয়ের উন্নতি সাধনে চেষ্টিত ছিলেন। কোন কোন উচ্চহৃদয় ধর্ম্মযাজকও নাটকের উৎসাহদাতা। ধর্ম্মযাজক রাজমন্ত্রী রিস্‌লু, জগদ্বিখ্যাত কর্ণেলিকে (যাঁহার কল্পনা-প্রসূত নাটক সকল মানব মাত্রেরই আদরের বস্তু) প্রশংসাবাদ ও উৎসাহ প্রদানে সাধারণের নিকট পরিচিত করেন। রাজ-সাহায্য ব্যতীত, সেক্সপীয়ার, রেচিনী, কর্ণেলি, মলেয়ার প্রভৃতি জগতের নাট্যকারেরা কাহারও পরিচিত হইতেন না। উৎসাহ ব্যতীত আমাদের অকাল মৃত্যু ঘটিবে। সেই নিমিত্ত করজোড়ে প্রার্থনা,—মহোদয় ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের উৎসাহ প্রদান করুন।

রঙ্গালয়

[১৭ই ফাল্গুন, ১৩০৭ সালে 'রঙ্গালয়' পত্রে প্রথম প্রকাশিত।]

সমস্ত জগৎ রঙ্গালয় ও জগতের লোক তাহার অভিনেতা, এ কথাটি পুরাতন। কিন্তু বালকের মুখে একটি নূতন প্রশ্ন ষ্টেটস্‌-ম্যানের বিবিধ স্তম্ভে প্রকাশ হইয়াছিল যে, যদি সকলেই অভিনেতা, তবে দর্শক কে? কথাটি হাসির কথা বলিয়াই প্রকাশিত হয়; কিন্তু ভাবুক-হৃদয়ে হাস্যরস উদ্দীপক কথা নহে। প্রত্যেক অভিনেতার সঙ্গে এক একজন দর্শক আছে ও সেই দর্শক নাট্যরঙ্গ দিন দিন দেখে। পণ্ডিতেরা বলেন, বাহ্য-জগৎ মনো-জগতের প্রতিরূপ মাত্র। মনোজগতে সাধু আছে, বিষয়ী আছে, জোচ্চর আছে, লম্পট আছে,—মনোজগতে যাহা নাই, বাহ্য-জগতেও তাহা নাই। এই মনোজগৎ রঙ্গালয়ের অভিনয় একজন দর্শক মনোজগতে বসিয়া নিত্য দেখেন, কিন্তু অভিনেতা আপনার অভিনয়েই বিভোর, দর্শকের প্রতি প্রায়ই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে না। এই বাহ্য-জগৎ রঙ্গালয়ে মনোনাট্যক্ষেত্রের ছায়া মাত্র পড়ে এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিনেতারা অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এ নাট্যালয়ে নিজ নিজ অংশ ভুলিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ধন-লিপ্সা, মান-লিপ্সা, ইন্দ্রিয়-সুখ-লিপ্সা, অভ্রান্ত ভাষায় তাহার অংশ তাঁহাকে উপস্থিত মতে শিখাইয়া দেয়। পরে জীবন-নাটকের ফলাফল আপনি ফলিয়া যায়। কথায় বলে, "চোর নিযুক্ত করিয়া চোর ধর।" বাহ্যজগতে চোর ধরিতে গেলে অন্তর্জগতে যে চোর আছে, তাহাকে নিযুক্ত করিতে হয়। অন্তর্জগতের সাধু—বাহ্যজগতের সাধুকে চেনেন। অতএব বাহ্যজগতের সমস্ত অভিনয় দর্শন করিতে হইলে মনোজগতের যে বৃত্তি, যে অভিনয় দর্শনে সক্ষম, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া দেখিতে হয়। সচরাচর যে সমস্ত অভিনয় চলিতেছে, তাহার দর্শনোপযোগী বৃত্তি খুঁজিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। স্বার্থ-ঘণ্টায় ঘা পড়িলেই যে বৃত্তির সাহায্য প্রয়োজন—সজ্জিত হইয়া সে মনোরঙ্গালয়ে অধিষ্ঠিত হ'ন এবং তাহার অভিনয়ের প্রতিরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়েরা বাহ্যজগতে প্রকাশ করিতে থাকে। পাঠক, দেখুন বাহ্যজগতে একজন অভিনেতা অপর অভিনেতার ধনাপহরণ মানসে আসিয়া প্রলোভন-বাক্য রচনা করিতেছে। প্রলোভন বাক্য, লোভের শ্রুতিমধুর হইল,—লোভ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরামর্শ করিতে লাগিল—কি করি। লোভের সঙ্গে সতর্কতা ছিল,—সে মহাকৌশলী; শুধু যে আপনি সতর্ক, তাহা নয়,—পরকে ভুলাইয়া যে ধন উপাৰ্জ্জন করিতে পারে, সে বৃত্তি এই সতর্কতার পরম বন্ধু। হীরা, হীরা কাটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বার্থ, কি কথার কি উত্তর দিতে হয়, উত্তমরূপে শিখাইতেছে—দিব্যি নাটক চলিতে লাগিল। আবার সে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। অন্য অঙ্কে আবার ঐ সকল নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের অভিনয় হইবে। কিন্তু আপাততঃ দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইয়া মধুপানে উন্মত্ত, সজ্জিত কাম নারী-রত্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। কাম বেশ প্রেমের ভান জানে, স্বার্থ তাহাকে শিখাইয়াছে।—এদিকে রতিও বিস্তর অর্থলোলুপা; রতিও সু-সজ্জিতা—স্বার্থের দ্বারা প্রেমের কথায় বেশ শিক্ষিতা। এ দৃশ্যে ফাঁকা একটি প্রেম কাব্যের খানিক অভিনয় হইল। দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনে যশোলিপ্সা আসিয়া উপস্থিত। এ লিপ্সাও যথেষ্ট শিক্ষিত, দয়া-ভাব প্রকাশ করিতে বেশ জানে, মূর্খতা ঢাকিয়া বিদ্যার বুক্‌নি ঝাড়িতেও শিখিয়াছে, সদ্‌গুণের পরিচ্ছদ চুরি করিয়া ভূষিত রঙ্গালয়ে খানিক বেশ রঙ্গ করিতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বী যশোলিপ্সার সহিত বেশ খানিক সংঘর্ষ হইল। পরে ঘৃণা আসিয়া দুই নেতাকে রঙ্গালয়ের দুই ধারে লইয়া গেল। এইরূপ অহর্নিশ অভিনয় হইতেছে। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন-সহযোগে সে অভিনয় চলিতেছে। অবিরাম স্রোতে রসের অবতারণা হইতেছে। নিরপেক্ষ দর্শক সকলেই দেখিতেছে। কিন্তু সে দর্শকের প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি

পড়িলেই অভিনয় ফুরায়। মনকে মনোজগতে নিবিষ্ট করিতে পারিলে, বাহ্যজগতের সমস্ত অভিনেতাকেই দেখা যায়। কিন্তু দর্শককে খুঁজিয়া পাওয়া বড় কঠিন। লক্ষের ভিতর দুই একজন, সেই দর্শকের অনুসন্ধান করে এবং এইরূপ লক্ষ "দুই একজনের" ভিতর দুই একজন সেই দর্শকের দর্শন পায়। কেহ বা দর্শন পাইয়া আর খেলিতে চাহে না, তাহার আর খেলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেহ বা আর পাঁচ জনকে সেই দর্শককে চিনাইবার নিমিত্ত রঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ করে। নাটকের অভিনেতা, নাটকের ভাষাই বুঝে। নাটকের ভাষায় এই অভিনেতা অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করে। এই বুঝাইবার চেষ্টাতে এই বৃহৎ রঙ্গালয়ের উপর ক্ষুদ্র একটি রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। এই বুঝাইবার চেষ্টায় নাটক সৃষ্টি হয়। বৃহৎ রঙ্গালয়ের অভিনেতাবর্গ দুই ভাগ হইয়া যান। কতকগুলি অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন, আর অধিকাংশই দর্শক। আর জীবন-নাট্যের দর্শককে যিনি দর্শন করিয়াছেন—তিনি নাটককার। নাটককার সেক্সপীয়ার এই শ্রেণীর লোক,—মলেয়ার এই শ্রেণীর লোক;—কিন্তু ইঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মনোক্ষেত্রে অভিনয় চলিতেছে—মনোক্ষেত্রের অভিনয়ে স্তরে স্তরে দৃশ্যপট আছে,—রসের ঐকতান বাদন শব্দ না পাইলে এ দৃশ্য লক্ষিত হয় না, যবনিকা উঠে না। তাঁহারা রসের ঐকতান বাদন বাজাইয়া মনোরঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলন করেন এবং বাহ্যজগতে যে সকল অভিনয় হইতেছে, মনোজগতের অভিনয়ের সহিত তাহা মিলাইবার চেষ্টা পান। মনোজগতে যাহা নাই,—তাহা বাহ্যজগতে দেখাইলে কেহই চিনিতে পারে না। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাহ্যজগতে মনোজগতের ছায়া-অভিনয় হইতেছে। মনোজগতে দ্রষ্টার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নাটক লিখিয়াছেন। সেই দ্রষ্টারই পরামর্শ লইয়া ক্ষুদ্র রঙ্গালয়ে দেখান—বৃহৎ রঙ্গালয়ে কিরূপ অভিনয় হয়। কোন মনোবৃত্তি সুসজ্জিত হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা মনের ছায়া অভিনয়ে প্রকাশ করিতেছে। সেই ছায়া অভিনয়ে কিরূপ স্বার্থ সংঘর্ষ হইতেছে, তিনি দর্শককে মনোদৃষ্টি প্রদান করিয়া বাহ্যিক ছায়া-অভিনয় দেখিতে বলেন। তাহাদের নাটকের অভিনয় দেখিতে হইলে মনঃসংযোগ প্রয়োজন। মনঃসংযোগ করিতে গেলে, মনকে কতকটা বাঁধিতে হয়। সে বন্ধনে মনের কষ্ট আছে। কিন্তু কষ্ট-স্বীকারে, কষ্টের সহস্র গুণ আনন্দ উৎপাদন করে। সংযোগী দ্রষ্টা দেখিতে পায় যে, রিপুর তাড়নায় মানব মরীচিকায় বারি পান করিতে ছুটিতেছে। ছুটিয়া তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়িতেছে, অবশেষে সেই পিপাসা প্রাণ বিনাশক হইয়া উঠে। আবার দেখিতে পায়, উচ্চবৃত্তি চালিত হইয়া দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক কষ্টের জীবনপথে শান্তিলাভ করিয়া মানব চলিতেছে। যাদু নির্ম্মিত রঙ্গভূমিতে কষ্টের হাত এড়াইবার উপায় নাই। কিন্তু বারি অন্বেষণে মরীচিকাবৎ ধাবিত না হইয়া বুদ্ধি প্রদর্শিত পথে চলিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। তাঁহাদের দ্বারা বিয়োগান্ত (tragedy) নাটক রচিত হয়।

এই সকল নাটককার কেহ হাসিয়া, কেহ কাঁদিয়া অভিনয় দেখাইতেছেন। কিন্তু হাসুন বা কাঁদুন, বৃহৎ রঙ্গালয়ের একই পরিণাম, বিয়োগান্ত নাটক ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে সকল দর্শক বিয়োগান্ত নামে কম্পিত হইয়া অভিনয় দর্শনে পরাঙ্মুখ হ'ন, তাঁহাদিগকে নাটককার হাসিয়া হাসিয়া, মনোভিনয় ও তাহার প্রতিরূপ বাহ্য অভিনয়ে প্রদর্শন করেন। কিন্তু ইহাতেও সেই স্বার্থ সংঘর্ষণ,—ইহাতেও সেই আত্মপ্রসাদ লাভ, ও বারি উদ্দেশ্যে মরীচিকার অনুসরণে নিদারুণ তৃষ্ণা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উচ্চ ও নীচবৃত্তির স্বরূপ ছবি, উভয় নাটকেই প্রকাশিত হয়। মনঃ-সংযোগী দর্শক সেই সকল ছবি দেখিয়া মনোদৃষ্টি তীক্ষ্ম ও প্রসারিত করেন। মন রঙ্গালয়ের অভিনয় দর্শনে সক্ষম হ'ন এবং সেই অভিনয়ে নিরপেক্ষ দ্রষ্টার উপর কাহারও কাহারও লক্ষ্য পড়ে এবং সেই নিরপেক্ষ দ্রষ্টার দৃষ্টান্তে নিরপেক্ষ হইয়া সংসার অভিনয় দশর্ন করিতে পারেন। যে মহাত্মা মনোদৃষ্টি প্রদর্শনে এরূপ সমর্থ,—তাঁহারা মানব-পূজ্য। তাঁহাদের দ্বারা মিলনান্ত (comedy) নাটক প্রকাশ পায়।

যাঁহার নিজের মনোক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, তিনিও বুঝিতে পারেন যে, মন কত রকমে সং সাজে। কেবল পরের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার ভয়-রূপ একটি আবরণে ঢাকা আছে, এক শ্রেণীর নাটককার আবরণখানি তুলিয়া দেখান যে, মন কিরূপ সং সাজিয়া থাকে—সং দেখিয়া আসি। কিন্তু যিনি হাসিতে হাসিতে বুঝিতে পারেন যে, তাহারও মন সং সাজিয়া নাচিতেছে, এ অভিনয় দেখা তাঁহার সার্থক। এই অভিনয় যিনি চিত্র করেন, তাঁহাদিগের নাটক লেখাও সার্থক। আমরা যাহাকে নক্সা (Burlesque) বলি, ইনি সেই নক্সা অঙ্কিত করেন।

আর এক জাতীয় নাট্যকার, মানসিক অভিনয়ের আর এক দৃশ্য উদ্ঘাটন করেন। এস্থলে মন সং সাজিয়াও সং সাজিয়াছে বুঝিতে পারে না। ক্রোধকে ন্যায় বলিয়া আদর করে, কামকে প্রেম জানে, লোভকে দশকর্ম্মান্বিত বিবেচনা করে, মোহকে দয়া বলিয়া আদর করে। মদের নাম আত্ম-সম্মান, ও মাৎসর্য্যের নাম কুকার্য্যদ্বেষী জ্ঞান করিয়া সম্মানের সহিত স্থান দেন, এই শ্রেণীর নাটককার মানব-প্রতারিত বুদ্ধির দণ্ডকর্ত্তা। ব্যঙ্গচ্ছলে ঐ প্রতারিত বুদ্ধির প্রতি তীব্র তীর আঘাত করেন। তাঁহাদের ব্যঙ্গ রচনায় দর্শক কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির কতক পরিমাণে স্বরূপ মূর্ত্তির দর্শন পায় এবং হাসিতে হাসিতে বুঝিতে পারে, তাহারাও কিরূপে প্রতারিত হইতেছে। এরূপ দর্শকের দর্শন সার্থক ও নাটককারের কল্পনাও সার্থক। এই নাটককারের নাম—প্রহসন (Farce)-রচয়িতা।

অপর জাতীয় নাটককার আর একটি হৃদয়-পট উত্তোলন করে। সর্পের বিষ দাঁত ভাঙিগয়া খেলায়। বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন নিমিত্ত মনোক্ষেত্রের দাবানলের আলোকে, যে স্বার্থসংঘর্ষণ জনিত অভিনয় হইতেছে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তু অনুসন্ধানে যে ঘোরতর মনোদ্বন্দ্ব চলিতেছে, সেই স্তরে বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর অথচ নির্দ্দোষ কতকগুলি সুন্দর ছবি প্রদর্শন করে। মনোরাজ্যের নন্দনকাননে কতকগুলি অপ্সরী নৃত্য করিতেছে, ইন্দ্রিয় তাড়নায় সেই নন্দনকাননের অভিনয় প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই শ্রেণীর নাটককার সেই অপূর্ব্ব কাননের ছায়া-অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সুন্দর কাননের প্রতি মনোদৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং রসময়ী সুর-লহরীতে ভাসাইয়া পরম সুন্দরের রূপের ছটার দূর আভা সম্মুখে আনিয়া ধরে। যে দর্শক পরম সুন্দর ছটার দূর আভাস পান, তাঁহার সেই অভিনয় দেখা সার্থক এবং যিনি দেখাইতে পারেন—তাঁহারও কল্পনা সার্থক। এই শ্রেণীর নাটককার ক্ষণকাল অভিনয় ছাড়াইয়া যথায় সঙ্গীত-স্রোত ও কবিতা-স্রোত মিলিত হইয়া মহা সৌন্দর্য্য-স্রোতে ধাবমান, সেই সৌন্দর্য্যে প্রতিফলিত ছবি আনিবার চেষ্টা পান। ইহার চরম অভিনয় কেহ কখনও দেখেন নাই। বোধ হয়, এই অভিনয় বলে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা হইয়াছিলেন।

কিন্তু উৎকৃষ্ট বস্তু মন্দ হইলে যতদূর মন্দ হয়, সাধারণ বস্তু সেরূপ হয় না। সেই নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট দৃশ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া অনেকেই খ্যাম্‌টা নাচ ও তাড়িখানা আনিয়া সম্মুখে ধরেন এবং তাঁহাদের কল্পনা যে অতি হেয়, তাহা বলা বাহুল্য।

এইরূপ হীন কল্পনা-প্রসূত বিয়োগান্ত নাটকে কতকগুলি অস্বাভাবিক পাপের ছবি প্রদর্শিত হয়, শেষে কতকগুলি খুনাখুনি—সেই নিমিত্তই তাহার বিয়োগান্ত নাম। হীন কল্পনা-প্রসূত মিলনান্ত নাটক তাহা অপেক্ষাও ঘৃণিত হইয়া উঠে। পাপের ছবি তাহাতে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হয়। পাপের প্রতি ঘৃণা না হইয়া, পাপ আরও আদরের হইয়া উঠে। হীন কল্পনা-প্রসূত Burlesque ও Farce ব্যক্তি বিশেষের কুৎসা মাত্র ও কুৎসিত প্রসঙ্গ, কুৎসিত কথা—রসিকতা নামে সাধারণকে উপহার দেওয়া হয়। উন্নত-রুচি রঙ্গালয়ে এ সকল নাটককারের স্থান নাই। রঙ্গালয় গুণীর গুণ প্রকাশের স্থান,—রঙ্গালয় হীন অনুকারী, কুরুচিসম্পন্ন, নির্গুণের স্থান নয়;—রসিকবৃন্দের আদরের স্থান রঙ্গালয়।

বর্ত্তমান রঙ্গভূমি

[সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার নাট্যশালা, নট, নটী, দর্শক, সমালোচক, রঙ্গাধ্যক্ষ এবং নাটকের কি অবস্থা ছিল—মহাকবি গিরিশচন্দ্র এই প্রবন্ধে তাহারই একটা স্থূল চিত্র দিয়াছেন। থিয়েটারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কি বলিয়া গিয়াছেন, এবং তখনকার থিয়েটার হইতে এখনকার থিয়েটারের পার্থক্য ও মিলনই বা কোথায়—পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠে—তুলনায় তাহা সহজেই ধরিতে প্যারিবেন। **প্রবন্ধটি ১৩০৮ সাল, ২৬শে পৌষ (১ম বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা) 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।**]*

থিয়েটারের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া অনেক সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে সমালোচনা হইয়া থাকে। অনেকেরই মত, দর্শক কুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে; নাটক অভিনয় হইলে লোকসমাগম হয় না। রং-তামাসা, নৃত্য-গীত, দর্শক এই সকলই দেখিতে ভালবাসে। বাধ্য হইয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষেরা দর্শকের রুচির উপযোগী আয়োজন করেন। আবার কোন কোন সমালোচক অধ্যক্ষেরই দোষ দেন, তাঁহাদের মতে সাধারণের রুচি মার্জ্জিত করিয়া লওয়া উচিত। অধ্যক্ষেরা যদি কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করেন, ক্রমে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। এই উভয় শ্রেণীর সমালোচকই কতক সত্য বলেন।

থিয়েটারের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে, কবি, হাফ্-আক্ড়াই, পাঁচালী ও যাত্রার প্রাদুর্ভাব ছিল। হাফ্-আকড়াই কবি ও পাঁচালীতে গালিগালাজ চলিত এবং ঐ সকল গালিগালাজ লইয়া সমাজে সকলে বিশেষ আনন্দ করিত। যাত্রায় বড় একটা কথাবার্ত্তা ছিল না, দু'একটা কথার পর, "তবে প্রকাশ ক'রে বলো দেখি?" বলিয়া গান আরম্ভ হইত। সেই গানের কতক আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর সঙের। সঙ্ হালকা সুরে গাহিত, অপেক্ষাকৃত ভারি অঙ্গের পালার সুর হইতে সঙের সুরের আদর অনেকের নিকট হইত। সঙ্ গালাগালি দিত; তাহা লোকের বিশেষ প্রিয় হইত। গালাগালির এত আদর ছিল যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকে সম্পাদকে অতি অবক্তব্য ভাষায় গালি চলিত এবং ঐ সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক অধিক হইত; যিনি গালাগালি দিতে সুনিপুণ হইতেন,—আদর তাঁহার বেশী ছিল। ইংরাজী বিদ্যার যতই কেন দোষ দেন না, ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ দেখিলেন যে, সমাজের এরূপ রুচি ভাল নয়। সমাজের বড় বড় লোক নাটক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে নাটকের বড় চটক হইল। নাটক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, সাজ-সরঞ্জাম পরিচ্ছদাদি ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিতেন ও পারিবারিক অলংকারাদি আনাইয়া অভিনেতাগণকে সাজাইতেন। অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক না হইলেও অধিকাংশ দর্শক তাহার রসাস্বাদন না করিতে পারিলেও কৃত-বিদ্য ব্যক্তির প্রশংসার অনুকরণ করিয়া সকলেই প্রশংসা করিতেন। টিকিট কিনিতে পাওয়া যাইত না, সাধারণের মধ্যে যাঁহাদের অদৃষ্টে টিকিট যোগাড় করিয়া নাটক দেখা ঘটিত, তাঁহারা নাটক ভাল লাগুক না লাগুক, অন্যের নিকট তাঁহার সৌভাগ্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত যাহা দেখিয়াছেন, তাহা শতগুণে বর্ণনা করিতেন। যাঁহাদের অদৃষ্টে নাটক দেখা হয় নাই,—নাটক অভিনয় না জানি কি ভাবিতেন। কোথাও একখানি নাটকের অভিনয় হইলে, সেই অভিনয়ের কথা কিছুদিন চলিত।

অভিনয়েও সাধারণের পক্ষে অনেক আশ্চর্য্য জিনিস ছিল। কোথা হইতে অভিনেতারা আসে, কিরূপে পট উত্তোলন ও পট পরিবর্ত্তন হয়,—মূল্যবান পরিচ্ছদ,—যাত্রার ন্যায় দর্শকের নিকট হাত-পা-মুখ না নাড়িয়া পরস্পর কথা কওয়া, রাজা, রাণী, রাজমন্ত্রী প্রভৃতির হাবভাব, এই সমস্তই অদ্ভুত জ্ঞান হইত। যাঁহারা কাব্য রসাস্বাদন করিতে থাকিতেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই, যাঁহারা রসাস্বাদন করিতে পারি-তেন না, তাঁহারাও লোকে পাছে বেসমজদার

* ইহা দানীবাবুর মন্তব্য।—সম্পাদক

বলে, এই ভয়ে প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের যাত্রা বা কবির রুচির পরিবর্ত্তন হয় নাই। রং-তামাসা নীচ অঙ্গের আমোদ প্রভৃতিও পূর্ব্ববৎ রহিল।

বড়লোকের অনুকরণ করিয়া নানা স্থানে সখের থিয়েটার হইতে লাগিল। কিন্তু রঙ্গ-মঞ্চে নানা স্থানে অভিনয় হওয়ায় পূর্ব্বে যাঁহারা বড়লোকের থিয়েটার দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদের থিয়েটার দেখিবার বিশেষ সুযোগ জন্মিল। এই সকল অভিনয়ে অনেক কৃতবিদ্য থাকিতেন। পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের মতে মত দিয়া সাধারণেও তাঁহাদের প্রশংসা করিত। কিন্তু সখের থিয়েটারেও সর্ব্বসাধারণের দেখিবার সুযোগ হইত না,—প্রকাশ্য রঙ্গালয় হওয়ায় সে অভাব দূর হইল।

প্রকাশ্য রঙ্গালয় 'নীলদর্পণ' লইয়া আরম্ভ হয়। নীলদর্পণ যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে অভিনয় কার্য্যে অনেকটা দীক্ষিত। 'নীলদর্পণ'ও অনেক মহলা দেওয়ার পর সাধারণের সম্মুখীন হয়। তখনও সকলে জানিতেন না—কিরূপে দৃশ্যপট চালিত হইত; কিরূপে অভিনেতারা সজ্জিত হইত; এখন খুব চটক, যাঁহারা অভিনয় করেন, কিছু বোধশোধও আছে, অন্ততঃ শিখাইয়া দিলে শিখিতে পারে, এরূপ লোক অভিনয় কার্য্যে ব্রতী। চটকে চটকে অনেক দিন চলিল।

কিন্তু সে চটক আর নাই। এক্ষণে প্রায় সকলেই জানে কিরূপে পট পরিবর্ত্তন প্রভৃতি রঙ্গালয়ের আভ্যন্তরীণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; অপর কোন বিষয়ে কার্য্যক্ষম না হইলে অভিনয়-কার্য্যে ব্রতী হয়। এমন কি কেহ বা নিজ অভিনয়াংশ (part) পড়িতে পারে না। তোতাপাখীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া অভ্যাস করাইয়া দেওয়া হয়। যেমনটি শেখান হয়, তাহা ঠিক পারে না—বিকৃত করিয়া বলে। কোন গভীর ভাবাপন্ন কথা, সেই ভাবের উপযোগী সুর আনিতে না পারিয়া একটা কৃত্রিম সুরে বলিয়া থাকে; এরূপ স্থলে নাটক অভিনয় হওয়া একরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নাচ, তামাসা, গান কতক শিক্ষা করিতে পারে। নিম্ন অঙ্গের সুর শিক্ষা করা অনায়াস-সাধ্য। প্রহসনে (Pantomime) যে সকল চরিত্র থাকে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারে, অভিনয়ও কতকটা স্বাভাবিক হয়। অধ্যক্ষেরা সাজ পোষাক পট প্রভৃতি উপযোগী করিয়া দেন। একখানি সামান্য ঘর আঁকা পটোর পক্ষে সহজ হয়। দর্জ্জী—কি পোষাক নির্ম্মাণ করিতে হইবে—তাহা বুঝিতে পারে, পরচুলওয়ালা কিরূপ চুল তৈয়ারী করিবে তাহাও জানে; এই সকল কারণে অভিনয় কতকটা ভাল হয়। তাহাতে আবার কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চরং লেখক রচনা করেন। যাঁহাকে গালি দেওয়া মনস্থ, তাঁহার ন্যায় অভিনেতাকে সাজান হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত কবি শ্রোতার রুচি দিব্য পুষ্ট করে।

কিন্তু নাটকের বেলা বিষম হুলস্থূল পড়ে; যাহারা অভিনয় করিবে, তাহারা সে সব চরিত্র বোঝে না; বরের সজ্জা পরিয়া সমস্ত জগতের রাজা আবির্ভূত হন—রাজ-মুকুট, রাজ-অলঙ্কার কুমারটুলী হইতে আইসে; রাজার ন্যায় চলিতে জানে না—বলিতে জানে না। বীরত্ব প্রকাশ করিতে যাইলে অভিনেতা গোঙারের ন্যায় চীৎকার করে। বহুদিন হইতে ঐরূপ চীৎকার শুনিয়া দর্শকও তাহা বীররস ভাবিয়া এক্‌সেলেণ্ট (Excellent) করিয়া উঠেন। একখানি রাজ-সভা বহুদিন হইতে চিত্রিত আছে, সমস্ত পৃথিবীর রাজা সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। পটো জানে না—রাজবাড়ী কিরূপ; দর্জ্জী জানে না—রাজ-পোষাক কিরূপ, পরচুলওয়ালা কখনও রাজা দেখে নাই, কোন অধ্যক্ষের উপদেশে, রাজা হইলেই বাউরীচুল হয়, ইহা জানিয়াছে। এক ব্যক্তি যদি 'নল' ও 'ভীমসিংহ' সাজেন, দর্শক পালার নাম শুনিয়া ইনি 'ভীমসিংহ' কি 'নল' সাজিয়াছেন, বুঝিতে পারিবেন। তাহার পর এক সপ্তাহ রিহারস্যাল দিয়া অভিনয় হইতেছে, সকলের নিজ নিজ অংশ অভ্যাস হয় নাই; সুতরাং প্রম্‌টারের কথার প্রতি কাণ রাখিতে হইয়াছে। প্রম্‌টারও উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে বাধ্য,—তাহার হস্তেই অভিনয়ের প্রাণ। তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন,—শ্রোতা ডবল অভিনয় শুনিতে পাইতেছেন। কৃতবিদ্য হইয়া "কবি, হাফ-আকড়াইর" রুচি দমন পূর্ব্বক যিনি উচ্চ রুচি লাভ করিয়াছেন,

তাঁহাকেই "পালাই পালাই" ডাকিতে হয়, অপর সাধারণের ত কথাই নাই।

নাটক বোঝাও কঠিন,—এক্‌টার-এক্‌ট্রেস নাটক বুঝাইয়া দেয়, সুযোগ্য এক্‌টার না থাকিলে যে অতি উচ্চ নাটকেরও হতাদর হইয়া থাকে, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। এক্‌টার-এক্‌ট্রেস ত একে লেখাপড়া জানে না, তাহার উপর বহু চেষ্টায় যে এক্‌ট্রেসটিকে শিক্ষিত করা যায়, তাহাকে অনেক কাপ্তেন-বাবু ষ্টেজ হইতে লইয়া যান। যে এক্‌টার একটু ভাল হইয়াছে, এত বন্ধু জুটিয়া তাহার সুখ্যাতি আরম্ভ করে যে, তাহার দ্বারা আর কার্য্য হইতে পারে না। তাহার পর অধ্যক্ষদেরও পুরাতন লোকদিগকে রাখিবার চেষ্টা কম, তাঁহারা ভাবেন—একজনকে তো শিখাইয়াছি, আর একজনকেও শিখাইয়া লইব। কোন এক-খানি নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইবার দিন কতক পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায়ই সমস্ত অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহারা প্রথমবারে অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা আর নাই—এরূপ পরিবর্ত্তন যে কেবল অধ্যক্ষের দোষে হয়, তাহা নয়; অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দোষেও হইয়া থাকে। যাহারা অভিনয় করে, একবার সুখ্যাতি পাইলে তাহারা মাথা কিনিয়া লয়। মূর্খের কোন কালে হৃদয়ের শিক্ষা হয় না, সুতরাং কৃতজ্ঞতা কাহার নাম অনেকেই জানে না, আমরা কি হইয়াছি ভাবে; অধ্যক্ষও মনে ভাবেন, "এর এত স্পর্দ্ধা সহিব কেন, দূর হইয়া যাক্।" কলহের অন্যান্য কারণও আছে। তাহা অধ্যক্ষেরাও বুঝেন, এবং তাঁহাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

অন্যান্য দেশে যেথায় রঙ্গভূমি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে উন্নতি অনেকটা সমালোচকের সাহায্যে। সকল দেশেই অভিনয় কার্য্য শিক্ষা করিতে হইয়াছে। প্রায়ই অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অভিনয়-কার্য্যে প্রথম ব্রতী। রাজ-সাহায্যে, ধনাঢ্য ও পদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে নাটক অভিনয় হইত। যোগ্য ব্যক্তি শিখাইত এবং সমালোচকের দ্বারা যথাযোগ্য প্রশংসা পাইত। কোন অংশ অভিনয় করিয়া একেবারে কেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতেন না। নাটকের ভাব, সমা-লোচকেরা বুঝাইয়া দিতেন এবং দৃশ্য-পট প্রভৃতি যথোপযোগী হওয়ায় সাধারণের প্রীতিকর হইত। সাধারণ দর্শক দৃশ্যকাব্যের দৃশ্য অংশে বিমোহিত হইতেন এবং কাব্য-অংশ সমালোচক হইতে বুঝিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালায় সেইরূপ সমালোচক বিরল। যে শ্রেণীস্থ লোক এক্‌টার, প্রায়ই সেই শ্রেণীস্থ ব্যক্তি সমালোচক। তারপর তাহারা কখনও হৃদয়ের শিক্ষা পায় নাই। কাগজ হাতে আছে, তাহাতে যাহা নয়, তাহা লিখিতে প্রস্তুত। তাহার মধ্যে কেহ কেহ বা নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই নাটক অভিনীত হইবে প্রত্যাশা করিয়া কোন থিয়েটারের অযোগ্য প্রশংসা করেন; কেহ নভেল লিখিয়াছেন, সেইখানি নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হউক—আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং থিয়েটারের প্রধান ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার তোষামোদ প্রয়োগ করিতে হয় এবং কাগজেও অলীক প্রশংসা করিতেও বাধ্য হন। অন্যান্য লোভের প্রত্যাশা রাখিয়াও সমালোচক চাটুকার হইয়া পড়েন। যথার্থ সমালোচনা করিবারও তাঁহার শক্তি নাই। কোন ভাষায় কোন উচ্চশ্রেণীর নাটক পড়েন নাই। মাতৃভাষা বাঙ্গালা বলিয়া বাঙ্গালা খবরের কাগজে তাঁহাদের লেখা চলে। তাঁহারা সমালোচক হওয়ায় রঙ্গভূমির সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

এই তো এক শ্রেণীর সমালোচক। আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া অভিমান রাখেন। তাঁহাদের চক্ষে কিছু ভাল লাগে না। বাঙ্গালায় সেক্সপীয়ার নাই বলিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করেন, আরভিং নাই, সারা বার্ণহার্ট নাই—ইটালী দেশীয় চিত্রকর নাই—তবে তাঁহারা নাটক দেখিতেই বা যাইবেন কি, আর সমালোচনার কথাই বা কহিবেন কি? ইঁহারা যদি একবার ভাবিতেন যে, বঙ্গের রঙ্গভূমির এই প্রথম অবস্থা, যাহা হইয়াছে—তাহা বিনা সাহায্যে; ইহার অধ্যক্ষেরা নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং যে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ অনেক ইংরাজ দর্শকের প্রশংসাপত্র দেখিতে পাইবেন। লেডী ডফারিণ—যাঁহার চক্ষে বাঙ্গালা বাবু সম্পূর্ণ ঘৃণ্য,—তিনিও রঙ্গভূমির সুখ্যাতি করিয়াছেন। এডুইন

আরনল্ড-এর ভারত ভ্রমণ পুস্তকে বাঙ্গালা অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা লিখিত; অতএব সমালোচকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন, তিনিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর অবস্থা সম্পূর্ণ জানেন। তুলনায় ইংরাজের সমকক্ষ বাঙ্গালী কোন বিষয়েই হইতে পারে নাই, তবে যদি রঙ্গভূমি না হইয়া থাকে—তাহা তিনি যত দোষের ভাবেন—তত নয়।

নাট্য-মন্দির

['নাট্য-মন্দির' মাসিক-পত্রিকায় (১ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

পরিব্রাজক মাত্রেই বিদেশে যাইয়া তথাকার লোকের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি—আর্থিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা জানিবার ইচ্ছা করেন। তাহার সহজ উপায়—নাট্য-মন্দির দর্শন। তথায় দেখিতে পান শিল্পীরা কিরূপ উন্নত, কবি কিরূপ ভাবাপন্ন এবং দর্শকবৃন্দও কি রসে আকৃষ্ট। মানবের প্রধান পরীক্ষা—তাহার রুচি। সে রুচির পরিচয়—'নাট্য-মন্দিরে' সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হন। অতি উচ্চ হইতে নিম্ন-স্তরের মনুষ্য পর্য্যন্ত এককালীন দেখিতে পান। এবং জাতীয় রুচি সাংসারিক অবস্থায় কিরূপ পরিমাণে প্রভেদ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারেন। সময় কি মূর্ত্তিতে মানব হৃদয়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া চলিতেছে, সে মূর্ত্তি পৃথিবীব্যাপী বা সে দেশীয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। মানব কাঠিন্য ধারণ করিয়া, কার্য্য সংঘর্ষণে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কার্য্যান্তে সে কঠিন আবরণ পরিত্যাগ করিতে প্রায় সকলেই ব্যস্ত। মুকুটধারী হইতে শ্রমজীবী পর্য্যন্ত কার্য্যের বিরাম প্রার্থনা করিয়া থাকে। যাহাদের দৈনিক অন্নের জন্য কঠোর পরিশ্রমে দিবা অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারাও বিরাম-দায়িনী নিদ্রার আবাহন উপেক্ষা করিয়া, কথঞ্চিৎ সময় কিঞ্চিৎ আনন্দে কাটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। শ্রমজীবী ব্যক্তির সহিত একত্রে বসিয়া, নাচ-গান-হাস্য-পরিহাসে নিদ্রার পূর্ব্ব-কাল অতিবাহিত করে। কার্য্যক্লান্ত মানবের আনন্দ প্রদানের জন্য 'নাট্য-মন্দির' সৃষ্টি হয়। এবং তথায় ছোট বড় সকলেই আনন্দ করিতে যান। কিন্তু 'নাট্য-মন্দির' কলাবিদ্যা-বিশারদের কার্য্যস্থল। কেবল আনন্দ-দানে তাহার তৃপ্তি নহে। তাহার আজীবন উদ্যম, কিরূপে আনন্দস্রোত মানব-হৃদয় স্পর্শ করিয়া, মানবের উন্নতিসাধন করিতে পারে। গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ দৃশ্য সকল অঙ্কিত করিয়া, দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ধরে। দর্শক তুষারাবৃত হিমাদ্রিশিখরের চিত্র দর্শনে মহাদেবের ধ্যান-ভূমির আভাস পান। কোকিলকূজিত পুষ্পিত-কুঞ্জবনে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি অনুভব করিতে পারেন। মহাকালের মুকুর স্বরূপ বিশাল সমুদ্র-অঙ্কিত চিত্রপট দর্শন করিয়া, অনন্তের আভাস প্রাপ্তে স্তম্ভিত হন। বাহ্য চাকচিক্য-মণ্ডিত পাপের ছবি দেখিয়া তাঁহার মনে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। আত্মত্যাগী মহা-পুরুষের বিশ্বপ্রেমে প্রেমের আভাস পান। উদ্ঘাটিত মানব-হৃদয়ে রিপুর দ্বন্দ্ব দেখেন, এবং তাঁহার হৃদয় হইতে যে সে সকল রিপু বর্জ্জনীয়, তাহাও বুঝিয়া যান। অন্তস্থল-স্পর্শী তানলহরীর সরস সলিলে হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া বিমল অশ্রুজল শ্রোতার চক্ষে আনে। ক্ষুদ্র কাপট্যের ক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাপ নিজ চতুরতা প্রভাবে বিফল হইয়া, কিরূপ হাস্যস্পদ হয়—তাহাও দেখিতে পান। নবরসে আপ্লুত হইয়া দর্শক তাহার সুখস্বপ্নে যামিনী যাপন করেন।

বঙ্গদেশেও সেই আনন্দপ্রদায়িনী 'নাট্য-মন্দির' হইয়াছে। এ 'নাট্য-মন্দিরের' যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে এবং উন্নতির যে অনেক

অপেক্ষা, তাহা মন্দির অধ্যক্ষেরা অকপটে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণপণ উদ্যম ও আজীবনের আকিঞ্চন, নিন্দার বিষদন্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। নিন্দুকের এক আশ্চর্য্য শক্তি! তাহারা একরূপ সর্ব্বজ্ঞ! সমুদ্রের গর্জ্জন না শুনিয়াও—ফরাসী দেশের নাট্য-মন্দির কিরূপে চলিতেছে, তাহা তাঁহারা জানেন। এবং আমাদের দেশের নাট্য-মন্দির যে ফরাসী দেশের নাট্য-মন্দির নয়, তজ্জন্য ঘৃণা করেন। গৃহে বসিয়া বিলাতের 'ড্রুরি লেন' থিয়েটারও দেখিয়াছেন, সার্ হেন্রি আরভিংকে তথায় আনাইয়া, তাঁহার অভিনয়ও শুনিয়াছেন, সুতরাং কথায় কথায় বিলাতের নাট্য-মন্দিরের সহিত আমাদের নাট্য-মন্দিরের তুলনা করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। আমাদের দৃশ্য-পট সেরূপ নয়, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম সেরূপ নয়, অভিনয় সেরূপ নয়, এই নিমিত্ত নাসিকা উত্তোলন করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যায় যে ঐ রূপ নাসিকা উত্তোলকের বাক্যচ্ছটা ব্যতীত, ফরাসী, ইংলন্ড বা আমেরিকার কিছুই নাই। তাঁহার প্রাসাদ তুলনায় কুটিরও নয়, তাঁহার পরিচ্ছদ প্রতিদিন তুলনা করিয়াই দেখিতে পারেন, পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিলে থাকিতে পারিতেন, তাহারও চেষ্টা দেখা যায় না। পুত্র-কন্যাকে যেরূপ যত্নে, ঐ সকল প্রদেশে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহারও ত' কোনও আভাস পাওয়া যায় না। এই সকল ব্যক্তিরা যদি কেবল নাসিকা উত্তোলন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য কিছুই ছিল না। কপির লাঙ্গুলের ন্যায় তাঁহার নাসিকা তিনি যতদূর উত্তোলন করিতে পারেন —করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহাদের বিষ উদ্গীরণ বহু অনিষ্ট সাধক। আমরা অপক্ষপাতী সমালোচকের পদধূলি গ্রহণ করি। কিন্তু ওরূপ সমালোচকের অনিষ্টকর কার্য্যে বড়ই দুঃখিত! তাঁহাদের কলুষবাক্যে অপরের মন কলুষিত করিতে পারেন, সেই নিমিত্ত এই মাসিক 'নাট্য-মন্দির' সাধারণকে উপহার দিবার নিমিত্ত আমরা যত্ন করিতেছি। 'নাট্য-মন্দিরের' স্বরূপ অবস্থা কুটির হইতে অট্টালিকা পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিতে আমরা উৎসুক। 'নাট্য-মন্দিরের' স্তম্ভে সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত থাকিবে। সকল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র-স্বরূপ সংবাদপত্র আছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের কিছুই নাই। টিকিট না পাইয়া বিরক্ত হইয়া যাহা লেখেন, তাহাও শুনিতে হয়। কিন্তু অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছি, আর শুনিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা আপনাদের আপনি সমালোচক হইয়া 'নাট্য-মন্দির' প্রকাশিত করিব। সাহিত্যও আমাদের প্রধান আলোচনার সামগ্রী। কায়মনোবাক্যে তাহার আলাপ করিব। কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা সাধারণের উৎসাহের উপর নির্ভর করে। আমরা দ্বারে দ্বারে সেই উৎসাহের প্রার্থী।

নাট্যকার

['নাট্য-মন্দির' মাসিক-পত্রিকায় (১ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্নদেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কলাবিদ্যার পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্ত্যে বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা। এমন কি ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডে বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্রপট, সঙ্গীত সকলই কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। নির্ম্মল আকাশতলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয়ভাব কুজ্ঝটিকাবৃত, ঝটিকালোড়িত, তমাচ্ছন্ন

পার্ব্বতশৃঙ্গনিবাসী স্কচ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সঙ্গীতে বিষাদ-ছায়া নিশ্চয় পতিত হইবে। সেই রূপ ইটালিতে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্তবিমোহন কাশ্মীর-প্রকৃতি-শোভা কালিদাসের কবিতা সুশোভিত করিয়াছে; নাটকেও কাটাকাটি, হানাহানি নাই। কিন্তু সেক্সপীয়ার উচ্চ কবি হওয়ায়ও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটক সকল বিয়োগান্ত-জনিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। এক দেশের নাটকের অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচনা হইতে পারে না। দার্শনিক জর্ম্মান সিলার, নাটকে ভার্জ্জিন মেরির অবতারণা করিয়া উচ্চ "জোয়ান অফ্ আর্ক" নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে ভাবে সেক্সপীয়ারের নাটক রচিত নয়! পশুযুদ্ধ-আনন্দপ্রিয় স্পেনের নাটক নির্দ্দয়তাপূর্ণ। ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নাটক সকল, প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। সেক্সপীয়ারের "টেম্‌পেষ্ট" নাটকের সহিত কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকের বারবার তুলনা হইয়া থাকে। "টেমপেষ্ট" বায়ুবিহারী দেহী ও কুহক-আশ্রয়ে রচিত। "শকুন্তলা" ঋষির অভিশাপ ও অপ্সরার প্রণয়-ভিত্তি-স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে প্রমাণ করা যায় যে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক, ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে; এবং এক দেশেই সময় বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়; যথা—এলিজাবেথের সময়েও নাটক সকল—"দ্বিতীয় চার্লস"এর সাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুই দেশকালপাত্র-উপযোগী,—সেই হেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোনও রঙ্গালয়ে "শকুন্তলা" সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হয়, তাহা দর্শকের মন কতদূর আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্য-প্রদেশে নাটকের কাব্যাংশ প্রশংসায়, অনুবাদিত 'শকুন্তলা' দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল কিন্তু তাহা স্থায়ীরূপে গৃহীত হয় নাই বা হইতেও পারে না। অনেকেই বলেন, "ওথেলো" অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হউক। অবশ্য মানব-হৃদয়-সম্ভূত প্রদীপ্ত ঈর্ষার ছবি দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধা মুরের প্রেমে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেস্‌ডিমোনার পিতৃগৃহত্যাগ নিভৃতে পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়ের প্রণয়ানুরাগে ভালবাসার কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ও কঠোর সংকট হইতে কেশ ব্যবধানে উদ্ধার লাভ বর্ণিত। স্থিরচিত্তে নিভৃত পাঠে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেক্সপীয়ার-বর্ণিত "ওথেলোর" মুখে অনুরাগ-চিত্র সহজে সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীরত্বে আকর্ষিত সুন্দরী-বর্ণনা সেক্স-পীয়ারের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। দর্শকও তাহা পাঠ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকার প্রেমোদ্দীপিত ভাবে যাঁহারা অভ্যস্ত নন, তাঁহাদের নিকট উপবনে সুন্দর শোভা-হার-বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত,—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনো-মধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু,—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীর-জাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী লোক ও ধর্ম্ম-সম্মানকারী নায়ক, হিন্দু-হৃদয়ে স্থান পাইবে। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া স্থিরগম্ভীর যুধিষ্ঠিরের ভাব হিন্দুর প্রিয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্যপ্রিয় হইত। এদেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত হইবে। বহু-গুণযুক্ত রাজা, ব্যভিচারী হইলে সতীত্বপূজক হিন্দু তাহাকে ঘৃণা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। অস্থিত্যাগী দধীচি আদর্শত্যাগী ও অতিথি-সেবক। কিন্তু এরূপ ত্যাগ বা এরূপ নির্ম্মলতা কঠোর দেশে

বাতুলতা বলিয়া যদিচ উপহাসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ত্রুটি করিবে না। সতী নারীর অভিমান, প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পাতালপ্রবেশী জানকীর অভিমান, পতিসহবাস-পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ। শেষোক্তা নায়িকা "যেন রাম আমার জন্ম জন্মান্তরে স্বামী হন" এ-কথা বলিয়া অভিমান করেন না। স্বামীকে দেখিলে বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না। এইরূপ প্রত্যেক রসেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় লক্ষ্য আত্মগোপন।

কবি বা ঔপন্যাসিক সকল স্থানে আসিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন। কঠিন সমস্যাস্থলে অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকের উপর মনোভাব বুঝিবার ভার দেওয়া তাঁহার চলে এবং ভার দেওয়া অনেক স্থলে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা, আয়েষা তিলোত্তমাকে আভরণ প্রদান করিয়া দূরদেশে গমন করিবে বলিতেছে। যথায় দোষ ধরিবার সম্ভাবনা, তাহা স্বয়ং খণ্ডন করিয়া যান,—সর্ব্বস্থানেই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। এমন কি, সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, আপনার সমালোচনা আপনি করিতে পারেন। উপন্যাসগুরু ফিল্ডিং-এর "টমজোন্স" তাহার উদাহরণ স্থল। ঔপন্যাসিকের আর এক সুবিধা, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার উপন্যাসগত ব্যক্তি সকলের পরিচয় এককালে দিতে বাধ্য নন। পাঠকের কৌতূহল জন্মাইবার নিমিত্ত কাহাকেও বা অন্য সাজে রাখিতে পারেন, পাঠক তাহার পরিচয় পায় না, আকাঙ্ক্ষার সহিত কে সে ব্যক্তি, অনুসন্ধান করে। সুযোগ বুঝিয়া তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে চমৎকৃত করেন। সার্ ওয়ালটার স্কটের "পাইরেট" উপন্যাস এই ঔপন্যাসিক কৌশলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। নাট্যকার তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির নিকট কাহাকেও গোপন রাখিতে পারেন, কিন্তু দর্শক তাহার পরিচয় প্রাপ্ত; তাঁহাকে অন্য নাটকীয় কৌশলে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতে হইবে, যেমন "মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস"-এ সাইলক্ বুকের মাংস কাটিতে পারিবে, কিন্তু বুকের রক্ত না পড়ে। নায়িকা বিচারালয়ে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু দর্শকের নিকট নয়। ঔপন্যাসিক এ স্থলে দুই প্রকার ধাঁধা দিতে পারিতেন। আইনজ্ঞবেশে বিচারালয়ে কে আসিল, তাহার পরিচয় দেওয়া তাঁহার আবশ্যক নয়, কিন্তু আইনজ্ঞবেশে "পোরসিয়া" উপস্থিত তাহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাটককারের এক স্বতন্ত্র কৌশল। এ কৌশল সাধারণ শক্তি-উদ্ভূত নয়। আত্মগোপনই নাটককারের জীবন।

ঔপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্তাধীন, কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের আমূল গল্প করিতে হইবে। তুলিকা, স্থান অঙ্কিত করিয়া নাটককারকে সাহায্য করেন, কিন্তু তাহা চিত্রপট বলিয়া অনুভূত হয়, শক্তি-চালিত-লেখনী-চিত্রের ন্যায় সমস্ত ছবি স্বরূপভাবে প্রতিফলিত হয় না। তুলিকা-চিত্রিত দৃশ্যে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া কুসুমে বসিতে পায় না, কপোত-কপোতী পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে না, মধুস্বরে পাখী গায় না। এ সমস্ত লেখনী বর্ণনায় করে; কিন্তু নাট্য-কবিরও পাখীর গান, ভ্রমরগুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্রতিঘাতে। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। "রোমিও-জুলিয়েট"-এ চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়, হৃদয়-প্রতিঘাতী চন্দ্র। তপোবনে বারি সিঞ্চন, ভ্রমরগুঞ্জন বর্ণিত নহে—হৃদয় প্রতিঘাতকারী। সে তপোবনে, সে ভ্রমরগুঞ্জনে—পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া, দীর্ঘ শিখাধারী কবি কালিদাসই নাই; আছেন—শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত এবং নাট্যকৌশলে অলক্ষিত মদন। সেই ভ্রমর তপোবনে গুঞ্জন করিয়া, বিরহ-তাপিত দুষ্মন্তের করস্থিত চিত্রপটে আসিয়া আবার সজীব হইয়াছে, দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। নাটককারের দৃশ্যগুলি এইরূপ সর্ব্বস্থানে সজীব হইয়া নায়কের হৃদয়ে আঘাত করিবে।

যথায় উৎকট সমস্যাস্থল, তথায় নাটক-

কারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত 'বিষপাত্র' পান করিলেই চলিবে না। "হ্যামলেট" আত্ম-হত্যা করিবে কিনা তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে। "দুঃখের সাগর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ take up arms against a sea of troubles"-রূপ জড়িত উপমা, এ অবস্থায় প্রসূত হইবে। এই উপমা অনেকেই সর্ব্বাঙ্গীণ নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্তু নাট্যকার এরূপ সমালোচনার ভয় করিয়া উপমা সর্ব্বাঙ্গীণ করিতে পারিবেন না। তিনি যাহা অন্তরে বা বাহিরে দেখিয়াছেন, তাহাই নাটকে দেখাইবেন। অতিনৈকট্য সম্বন্ধ হইলেও, যুবক-যুবতীর এক গৃহে বাস অসঙ্গত, এ কথা আত্মনির্ম্মলতাভিমানী সমাজে বলিতে ভয় পাইবেন না। তরল স্ত্রীচরিত্র যে অতি দুঃখের সময়ে চাটুকারের প্রতারণায় চঞ্চল হইতে পারে, যথা—তৃতীয় রিচার্ডের কাপট্যে "অ্যানির" হৃদয়, তাহাও নির্ভীক চিত্তে প্রদর্শিত করিবেন। ধর্ম্মের পুরস্কার—আর্থিক লাভ—লাভ নয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম একটি উচ্চ ব্যবসায় হইত, ধর্ম্মের পুরস্কারই ধর্ম্ম, ইহা দেখাইয়া সাধারণের বিরক্তিভাজন হইয়াও, তাঁহাকে অটল থাকিতে হইবে। সংসারের অবস্থা যেন তাঁহার কল্পনা-মুকুরে প্রতিফলিত হয়, ইহাতে সংসারের অপ্রিয় হইতে হইলেও, তিনি তোষামোদী কথায় সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। আঘাত দিতে হয়—আঘাত দিবেন, তাহাতে বিরাগভাজন হইতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইবেন, এবং কর্ত্তব্যপালন ফলে অমরত্ব নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

কাব্য ও দৃশ্য

['নাট্য-মন্দির' মাসিক-পত্রিকায় (১ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

বাল্যকালে দেখিয়াছি, নারায়ণ দাসের যাত্রার দলে প্রহ্লাদকে বিষ প্রদান করিতে হইবে, কোন পাত্র তো উপস্থিত নাই—মন্দিরাই বিষ-পাত্র হইল। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা একটি হাসিবার কথা, কিন্তু যখন প্রহ্লাদ গান ধরিল—

"দুখ দেবে প্রাণে সবে ক্ষতি
তায় কিছু হবে না।
আমি ম'লে ভূমণ্ডলে
কৃষ্ণ নাম কেউ লবে না॥"

অমনি সহস্র দর্শক স্তম্ভিত, ভক্তি-করুণায় আর্দ্র হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। এই অভিনয়, দৃশ্যপট সাজ-সরঞ্জাম না থাকায়, যিনি অস্বাভাবিক বলেন, তিনি কি বলেন তাহা তিনিই জানেন না। যাঁহারা এই যাত্রাকে থিয়েটারের সহিত প্রভেদ করেন, তাঁহাদের বোধহয় অজানিত—সেক্সপীয়ার, বেন্‌জন্‌সন্ প্রভৃতি মহাকবির নাটক সকল প্রথমে এই যাত্রার ন্যায়ই অভিনীত হইত। কবির বর্ণনায় রম্য উপবন, সাগর, বিশাল প্রান্তর, নিবিড় কানন দর্শককে বুঝাইতে হইত, যেমন আমাদের দেশে যাত্রায় দর্শককে বুঝিতে হইয়াছিল। তাহার পর পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে আমাদের দেশে দৃশ্যপটাদি হইল, এখন আর কাব্যের প্রশংসা তাদৃশ নয়। আমার স্মরণ আছে, বেলগাছিয়ায় "রত্নাবলী"র অভিনয় দেখিয়া, এক ব্যক্তি প্রশংসা করিতেছে,—"কি চমৎকার ব্যাপার! রাজার গলায় প্রকৃত মুক্তার মালা, পশ্চাতে অগ্নুৎপাত হইয়াছে শুনিয়া রাজা সাগরিকাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটিলেন, একজন রাজভক্ত সভয়ে তাঁহাকে বাধা দিল। তিনি বাধা উপেক্ষা করিয়া ছুটিলেন, অমনি মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গেল,

তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।" কাব্যের প্রশংসা নাই, অভিনেতার বক্তৃতায় কিরূপ হৃদয় দ্রব হইয়াছিল—তাহা নাই, কোন সরস পংক্তির আবৃত্তি নাই—কেবল মুক্তার মালা, সাজ-সরঞ্জামের প্রশংসা। এই শ্রেণীর সমালোচক প্রথমে যাত্রার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করেন, ইহাতে ক্ষতি-লাভ উভয়ই হইল। যাত্রায় কতকগুলো অশ্লীল ভাঁড়ামি ছিল—তাহা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারীর মধুর রসের সঙ্গীত-স্রোতও লোপ পাইল।

এখনকার অভিনয় সভ্যভাবে সভ্যকথায় চলিতে লাগিল। রসের উদ্ভব যত হোক বা না হোক, সভ্যতাই ইহার প্রশংসা। অভিনেতারা নানা সভ্য নিয়মে বাধ্য। দর্শককে কোনও অভিনেতা পশ্চাৎ দেখাইতে পারিবেন না; ক্রুদ্ধ ভীমও রণস্থলে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবেন না; সকলেই সভ্যভাবে চলিবে, তবে মূর্চ্ছা যাবার অধিকার ছিল, তাহাও খুব সংযতরূপে। দৃশ্যপটের বাহার, সাজ-সরঞ্জামের বাহার, এরূপেই রঙ্গালয় চলিল।

তাহার পর ঐরূপ সভ্য-নাটকের আদর কমিয়া আসিল। সাজ-সরঞ্জাম, ছবির মত দৃশ্য-পট, বুক্‌নিদার কথাবার্ত্তায় নাটক চলিতে লাগিল। প্রহসনেরই আদর, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি চাপা লক্ষ্য থাকিলে আরও আদর, এক সম্প্রদায়ের প্রহসনে অপর সম্প্রদায় দ্বারা উত্তর প্রদান —ক্রমে এই সকলের বাড়াবাড়ি হইল। এই স্রোতে

"মুই থিয়েটারের হিষ্ট্রি।
গ্রিন চশমা চ'খে দেখি গ্রিন
রুমের মিষ্ট্রি॥"

প্রভৃতি গানের তরঙ্গ চলিল। অনেকেই বলিলেন, এ সব ভাল নয়। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারাই দর্শকশ্রেণী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এই সময়ের কবি ও ভাবুক উভয়েই যে সকল পুরাতন আমোদ ছিল, তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। দাশু রায়ের কাব্যরসপূর্ণ পাঁচালী, কৃষ্ণলীলার মধুর রসপূর্ণ গান—ইঁহাদের রুচিবিরুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বুঝিতেন না যে, ঐ সকল সঙ্গীত মহা ভাবুকের রচিত। উপস্থিত অবস্থা আমাদের দেশের মৌলিক নয়, ইংরাজের অনুকৃত অবস্থা। কবি ড্রাইডেন, যাঁহাকে পোপের সহিত তুলনা করিয়া স্থির করিতে হয় যে, পোপ বা তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান কবি, তিনি প্রথম শ্রেণীর কবিগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বিশেষতঃ নাট্যকারগণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

"Wit's now arrived to a more
light degree;
Our native language more
refined and free;
Our ladies and our men now
speak more wit;
In conversation than those
poets' writ."

তিনি বলেন, সে এক সময় গিয়াছে, এখন "...critics weigh each line, and every word, throughout a play" ও সকল কবি আর চলে না। সত্যই চলিল না। বাঙ্গালায়ও ইংরাজি চলিয়াছে, বাঙ্গালায়ও পুরাতন ভাবুক-কবি চলিল না। এ অবস্থায় নাটকে সকলেই রসের কথা কয়। চাকর, নাপিতনী, পুরোহিত, কর্ত্তা-গিন্নী সকলকেই রসের কথা কহিতে হইবে। দুই একটা সন্ন্যাসী যখন দেখা দিতেন, তখন তারা দুই একটা ঔষধ-পালা দিয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া যাইতে পারিতেন।

কিন্তু এ ভাব কোন মতেই স্থায়ী হইবার নয়। ক্রমে ভাবুকের পূর্ব্বতন ভাবুক-কবির প্রতি দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের চক্ষে মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি অসঙ্গত কবিতা-বর্জ্জিত ঠাকুরমার গল্প নয়। এ সময়ে সেক্সপীয়রের বাঙ্গালায় যথেষ্ট আদর। সমালোচক ক্রুদ্ধ হইয়া সমালোচনা করেন, "বাঙ্গালায় সেক্সপীয়ারের ন্যায় নাটককার হইতেছে না।" কিন্তু সকলেই তো সমালোচক নয়। নাটককার সেক্সপীয়ার না হইয়াও, অনেকের নিকট চলিল।

এ সময়ে দৃশ্যপট, সাজ-সরঞ্জাম, কাব্য-রসিকতা প্রভৃতির সাধ্যমত চেষ্টা হইতে লাগিল। তীব্র সমালোচনার দৃশ্যপট প্রশংসার নয় কিন্তু চলনসই, সাজ-সরঞ্জামও চলনসই, সকলই চলনসই, কতকটা আমোদ করিতে পারিলেই দর্শক সন্তুষ্ট। অসন্তোষের কারণ

ক্রমে দেখা দিতে লাগিল। খবরের কাগজ মেলে মেলে আসে, তাহাতে পাশ্চাত্ত্য থিয়েটারের সুসজ্জার বর্ণনা; সেই বর্ণনানুসারে এখানে কিছুই নাই, সে বহুমূল্য পরিচ্ছদ নয়, যে পরিচ্ছদের কথা সংবাদপত্রে দর্শক পড়িয়াছেন। দর্শক পড়িয়াছেন স্টেজে ষ্টিমার আসে, তোপ ডাকে, যুদ্ধ হয়; হায় হায় আমাদের সেরূপ নাই বলিয়া আক্ষেপ চলে! কিন্তু যে দেশে এ সকল চলিতেছে, সে দেশেও আক্ষেপ; তাহাদের আক্ষেপ এই যে, দৃশ্যকাব্যে কেবল দৃশ্যেরই প্রাচুর্য্য, কাব্যের তদধিক অভাব। ক্লেটন হ্যামিল্টন নামক জনৈক সমালোচক আক্ষেপ করিতেছেন,—মহারাণী এলিজাবেথের সময়ে নাটকাভিনয়ে যদিচ দৃশ্যপট ছিল না, অনেক সময়েই দিবসে অভিনয় হইত, কিন্তু তখন কবি-কল্পনা-প্রভাবে দিবসেই রাত্রি দেখাইতে পারিতেন। যখন সমুদ্র বর্ণিত হইতেছে, দর্শকের নাসিকায় যেন সাগরের লবণবাহী বায়ু প্রবেশ করিত, কূলে সমুদ্র-প্রতিঘাতের শব্দ শুনিত। প্রেমিক-প্রেমিকা চন্দ্রালোক-দৃশ্যে প্রেম-কথা কহিতেছে, মানস-চক্ষে দেখিতে পাইত। অরণ্যবাসীর আনন্দ বর্ণিত কথায় বুঝিত; সূর্য্যালোক সত্ত্বেও ম্যাক্‌বেথের কথায় বুঝিত— Light thickens and the crow makes wings to the rooky woods" কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত জল পড়িলে তবে বৃষ্টি বুঝিব, ষ্টিমার আসিলে তবে ষ্টিমার বুঝিব, কল্পনায় কিছুই অনুভব করিব না। কাব্যে আমরা ঠিক যেমন নিত্য দেখি, সেইরূপ দেখিতে চাই, ইহা স্বভাব-চিত্র বটে, কিন্তু অতি সঙ্কীর্ণ স্বভাব-চিত্র। যে দেশের চিত্র সেই দেশে দিনকতক চলে; এলিজাবেথের সময়ের কাব্যের ন্যায় জগদ্ব্যাপী ভাবপূর্ণ নহে। আমাদের নাটক আমরাই বুঝি, অন্য কেহ বুঝিবে না।

বিলাতের এ অবস্থা আমাদের দেশেও সংক্রামিত হইতেছে। দৃশ্যপটের সুখ্যাতি একরূপ নাটকের সুখ্যাতি হইতেছে। নাটক দেখিয়া গিয়া অভিনেতার কথা আলোচনা হয়, কিন্তু যাহাকে সুখ্যাতি করিতেছে, তাহা যে কি, বর্ণনা শুনিয়া অন্যে বুঝিতে পারে না। এই তো অবস্থায় আমরা উপনীত।

উন্নতির বিস্তৃত পথ সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু সকলই সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। যতদিন কলাবিদ্যাবিশারদ অভিনেতার সংখ্যা না বৃদ্ধি হয়, ততদিন উচ্চাঙ্গের নাটক জনপ্রিয় হইবার কোনওরূপ সম্ভাবনা নাই। অভিনেতা না বুঝাইয়া দিলে, সাধারণ দর্শক কখনই বুঝিতে পারিবে না। আবার উৎকৃষ্ট নাটক না পাইলে অভিনয়-বিদ্যার উৎকর্ষ কিরূপে হইবে? রাজা বিদেশী, তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। রাজপুরুষেরা ভাষা বোঝেন না, উৎসাহ প্রদান কিরূপে করিবেন? এদেশে যাঁহারা উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারা উদাসীন; রঙ্গালয়ে ড্রেস সার্কেল ও বক্‌স না রাখিলেও চলে। অনেক অভিনয়-রাত্রে ঐ সকল আসন অধিকাংশই খালি থাকে। যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, প্রায়ই তাঁহারা রঙ্গালয়কে উপেক্ষা করেন; অনেক সাধ্য-সাধনায় কেহ বা কখনও উপস্থিত হন। যদি কোন উচ্চাঙ্গের নাটক কখনও অভিনীত হয় এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যদি কেহ দেখিতে আসেন, ম্যানেজারের অনুরোধে 'ভিজিটার-বুকে' opinion লিখিয়া রঙ্গালয়ের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন। যদি ঐ সকল ব্যক্তিরা রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইতেন, রঙ্গালয় যদি ধনী ও পণ্ডিত সমাগমে হীনরুচি দর্শককে উপেক্ষা করিতে পারিত, এবং ঐ সকল উচ্চ ব্যক্তির আদর্শে যদি হীনরুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ক্রমে উচ্চরুচিসম্পন্ন হইতে পারিত—উচ্চরুচি হইবার সম্ভাবনা—তাহা হইলে রঙ্গালয়ের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইত নিশ্চয়। অর্থ-সাহায্য থাকিলে ম্যানেজারেরা সুনিপুণ চিত্রকর নিযুক্ত করিতে পারিতেন, উচ্চাঙ্গের অভিনয় হইলে যদি Box, Dress Circle প্রভৃতি উচ্চাসনগুলি পরিপূর্ণ হইত, নিম্নশ্রেণীর নাটকের অভিনয় চলিত না, উচ্চ ভাবের নাটক সৃষ্টি করায় নাটককারের চেষ্টা হইত, অভিনেতারা তর্জ্জন, গর্জ্জন করিয়া clap লইবার চেষ্টা করিত না, রসিকবৃন্দের মনোরঞ্জনেরই চেষ্টা পাইত; নিজ ভূমিকা যত্নে বুঝিত, কণ্ঠস্থ করিত, Prompter-এর উপর নির্ভর রাখিত না। ভূমিকা (Part) যেরূপ বুঝিয়াছে, কিরূপে

তাহার দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়, সে নিমিত্ত বিরলে ধ্যানস্থ হইত, আপনার পরিচ্ছদ আপনি আদেশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইত। কোন্ সাজে কিরূপ অবস্থায় আসিলে তাহার অভিনয়-চাতুর্য্যের নাটকীয় রসের বিকাশ পাইবে তাহা বুঝিত; এবং ভুল হইলে সহৃদয় দর্শকের শিক্ষাপ্রদ উপদেশে সংশোধন করিতে পারিত এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি বিদেশীকে রঙ্গালয় দেখাইয়া আপনার জাতীয়ত্বের পরিচয় দিতে পারিতেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত